তারপর বলা হচ্ছে---৩১শে মার্চ্চের মধ্যে যে টাকা স্যাংকশন হয়েছে সেটা নিতে হবে। সে হাউস বিল্ডিং লোন হোক বা এস, টি, লোন হোক, যেটা স্যাংকশন হয়েছে সেটা ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে না নিলে ল্যাপস হয়ে যাবে। ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে যে টাকা স্যাংকশন হয়েছে—সেটা হয়ত অনেকে নিতে পারবেন না।

[4-20—4-30 p.m.]

হয়ত অনেক তাড়াতাড়িতে সেই টাকা দিতে গেলে ফলস পাসোনিফিকেশন হবে, হয়ত ডিপার্টমেন্টের যোগসাজসে মিথ্যামিথ্যি টাকার অপব্যয় হবে। সেজন্য আমি বলছি—এইচ, বি, লোন দেবার সময় পপুলার একটি কমিটি তৈরী করুন। সেই জায়গায় জায়গায় পপুলার কমিটি তৈরী করে—তার মারফৎ ঠিকমত অনুসন্ধান করে এই টাকা দেবার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

সেই ল্যাট্রিন লোন গ্রামে আর্ব্বান স্কীমে দেওয়া হবে না। আর্ব্বান স্কীম সেখানেও হয়েছে—গায় গায় বাড়ী, সেখানে পায়খানা কি করে করে ? আমি আশা করি, সেখানকার অবস্থা শোচনীয়। মিউনিসিপ্যাল এরিয়ায় মাত্র দু'শো টাকায়—তাঁরা বলেছেন পায়খানা হতে পারে না।

জোনাল অফিস অনেক তৈরী করা হয়েছে। সেখানে ৩।৪টি নিয়ে জোনাল অফিস। রিফিউজিরা কোন জোনাল অফিসে যাবেন—তা তাঁরা জানতে পারেন না। সম্প্রতি আমি গিয়েছিলাম চাপ দাগীতে। সেখানে শুনলাম ডাঃ ব্যানার্জ্জী যে কথা বলছিলেন, গোবিন্দচন্দ্র দে বলে একজন উদ্বাস্তু না খেয়ে মারা গেছে , জ্ঞানচন্দ্র দাস, সেও না খেয়ে মারা গেছে। এ বিষয়ে সরকারকে একটা অনুসন্ধান করবার জন্য বলছি। যে কলোনী করে দেওয়া হয়েছে—তার অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের কেন ব্যবস্থা করা হয় নাই?

Shri Jatindra Chandra Chakravorty :

স্যার, আজকে প্রফুল্লবাবু, গতকাল তরুণবাবু যে পথ দেখিয়ে গেছেন অর্থাৎ বৈষ্ণব বিনয়ের সঙ্গে ভাষণ সুরু করেছিলেন, ইনি আজকে তাঁকে অনুসরণ করেছেন এবং বলেছেন যে আমরা যেন কন্‌ষ্ট্রাক্‌টিভ সাজেশান দেই, আমাদের যা প্রস্তাব আছে, তা যেন তাঁর কাছে রাখি। স্যার, প্রস্তাব রেখে কি হবে ? গত ৩ বৎসর ধরে আমরা বারবার বলে আসছি যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় পুনর্বাসন কাজের সঙ্গে খান্না সাহেব থাকবেন, ততদিন পর্য্যন্ত বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্ভবপর নয়। কারণ শ্রীখান্না আমাদের বাংলাদেশের পুর্ববঙ্গ থেকে যারা এসেছেন, তাদের রিহ্যবিলিটেশন স্কীমকে স্যাবোটেজ করেছেন। দু-মাসের নোটিশে ক্যাম্প বন্ধ করে দিয়েছে। ড্র্যাষ্টিক্‌ রিডাক্‌শন ইন ষ্টাইপেণ্ড সংক্রান্ত ব্যাপারে ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে আর নাকি অতিরিক্ত নূতন ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হবে না। ড্র্যাষ্টিক্‌ কাট অফ গ্র্যাণ্টস টু টি, বি, প্যাশেণ্টস আমরা জানি তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন নির্দেশ জারী করবার জন্য পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রীরা আমাদের যে কথা শুনে রাখুন। ১৯৬০ সালের এপ্রিল থেকে যে সব পরিবারের কর্তা টি, বি, প্যাশেণ্টস সেই সমস্ত পরিবারের ফ্যামিলী অ্যালাউয়েন্স যারা এতদিন পেয়ে আসছেন, তা বন্ধ করবার নির্দেশ দিতে চলেছেন। হালে আর একটা নির্দেশ দিয়েছেন। এরিচ, বি, লোন বন্ধ করেছেন। যাঁরা ১।১০।৫৭ তারিখ থেকে বাড়ী তৈরী আরম্ভ করেছিলেন, তাঁরা এই হাউস বিল্ডিং লোন পাবে। অথচ এই লোন পাবার আশায় যে সমস্ত মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তু পরিবার নিজেদের যথাসর্বস্ব খরচ করে বাড়ী তৈরী করতে আরম্ভ

হামলা করা হল তা শুনলে অবাক হতে হয়। তাদের উপর যে লাঠি চার্জ্জ করা হয়েছে, তাতে শ্রীমতী ময়নাসুন্দরী রায়, শ্রীমতী এলোকেশী বিশ্বাস, শ্রীমতী সুরবালা সরকার, পাঁচকড়ি দেবনাথ এবং শ্রীমতী সরলা সাহা প্রভৃতি এমনভাবে আহত হয়েছেন তাদের অনেকের ধনুষ্টঙ্কার রোগ হয়ে গেছে। এই সম্পর্কে মেডিক্যাল রিপোর্ট আছে। এখানে মনে রাখতে হবে যে মানুষ একটা বিশেষ অবস্থায় পড়ে হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করেছিল। কিন্তু তাদের উপর এই আচরণের একটা সীমা থাকা দরকার। আমাদের কাছে এমনও অভিযোগ আছে যে পুলিশ বিভিন্ন তাঁবুতে গিয়ে মেয়েদের কাপড়-চোপড় নিয়ে টানাটানি করেছে। সেজন্য আমার মনে হয়, এই সমস্ত ব্যাপারগুলো দেখা দরকার এবং এর একটা ব্যবস্থাও করা উচিত। এবার আমি দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সম্বন্ধে ২।১টা কথা বলব। আমি খুব সন্ধান নিয়ে জেনেছি যে, এটা একটা কলোসাল হোক্স এবং আসলে এটা রিফিউজী পুনর্বসতির পরিকল্পনা নয়। এখানে অনেক ধরণের খনিজ সম্পদ আছে বলে ভবিষ্যতে এখানে একটা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কীম হবে এবং বড় বড় ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিষ্টকে নিজস্ব টাকা খরচ করে ইণ্ডাষ্ট্রি স্থাপন করতে হবে। ইণ্ডাষ্ট্রি বাড়াবার জন্য বা তাকে কোন ওয়ার্ক দেবার জন্য পাবলিক এক্সচেকার থেকে টাকা দিয়ে রিফিউজীদের নামে সেই জিনিষ সেখানে করা হচ্ছে। সেখানে যে ৫টি জায়গার নির্দ্দেশ করা হয়েছে এবং সেখানে কোন কোন ধরণের খনিজ আকর আছে তা দেখে সেই জায়গা ডেভেলপ করার জন্য রেলওয়ে লাইন ইত্যাদি করা হচ্ছে। আমরা শুনছি যে কোন আমেরিকান মিশন এই প্রতিষ্ঠানের জন্য টাকা তুলছেন। সুতরাং এই জিনিষটা ভাববার কথা। সেজন্য বলছি যে আপনারা এই রকম হোকস দেবেন না। কৃষির জন্য জায়গা দণ্ডকারণ্য নয়, সেই জায়গার জন্য আপনাদের আসাম বা মধ্যভারতে যেতে হবে। অর্থাৎ সত্যিকারের কৃষির জন্য জমি নিয়ে যদি কৃষি পরিবারকে বসবাস করাতে চান, তাহলে আপনারা আসাম বা মধ্যভারতে যান। সুতরাং বলব যে, এটাকে একটা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কীম হিসাবে দেখুন এবং এইভাবে আর হোক্স লোককে দেবেন না।

Power of Personal Explanation.

Shri Sankardas Bandyopadhyay : Speaker, Sir, I wish to say something by way of pesonal explanation. I notice that there are always personal charges against me by some honourable members. Well, I do nott hink it is necessary to vindicate but still if the public may have a wrong impression, I wish to offer my personal explanation. Mr. C.R. Das of the Refugee Rehabilitation Directorate has been charged with having commited an offence under the Indian Penal Code. I am a professsional lawyer. He approached me to defend him. I have appeared for him once in the Calcutta High Court to point out to the learned Judges that the charges framed were not maintainable. Learned Judges accepted my contention and decided the case in a certain way. Next, I may appear, say in the Police Court with the idea of cross—examining. I have not yet put any single question. A man, however guilty he may be, has the right to seek legal assistance and we, as professional lawyers, are bound to defend him if you feel that the man should be defended. I am defending him. The case has not proceeded beyond the stage that the complaint has been examined. That is all. I have made no attempts whatsoever to ring up any public official, any police officer, anybody in the Legal Directorate or any Minister to do anything at all.

Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishn a
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—60

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shayama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chaterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Shri
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hazra. Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mondal, Shri Amarendra
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar

বসিরহাট মহকুমায় আরবেলিয়া প্রভৃতি অঞ্চল ভেসে যাচ্ছে এবং বনগাঁ মহকুমার কাসকাটা ইউনিয়নও ব্যাপকভাবে বারবার প্লাবিত হচ্ছে। এই অঞ্চলগুলি বারবার প্লাবিত হচ্ছে বলে এই অঞ্চলে নিকাশী খালগুলি বহু বৎসর ধরে মজে গেছে কিন্তু সরকার সেগুলির সংস্কারের কোন ব্যবস্থা করছেন না।

[10-50—11 a.m.]

কলিকাতার দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী যে ৭টি থানা তাতে প্রতি বছরই কোটি কোটি টাকার ফসল নষ্ট হচ্ছে। তাই বহু বছর ধরে মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এই এলেকা সংস্কারের জন্য বার বার দাবী করেছি। তিনি কয়েক বছর ধরে বলছেন যে দুটি বেসিনের চাহিয়াল ও কাওরাপুকুর সংস্কারের জন্য তিনি পরিকল্পনা রচনা করেছেন কিন্তু বলছেন যে টাকার অভাব তাই সেসব সংস্কার কার্য্যকরী হচ্ছে না। কিন্তু তার ফলে দাঁড়াচ্ছে কি? গত সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরের বন্যায় এই ৭টি থানায় দৈর্ঘ্যে ২৫ মাইল প্রস্থে ১৬ মাইল, ৪০০ স্কোয়ার মাইল জায়গায় ২ লক্ষ ৫৬ হাজার একর প্লাবিত হচ্ছে এবং এর মধ্যে ধানী জমি রয়েছে ২ লক্ষ ১৪ হাজার ৮০০ একর। এতে ৮৯ হাজারট ন খাদ্য শস্য নষ্ট হয়েছে যার আনুমানিক মূল্য হবে ৪ কোটি টাকার মত। এতে খড় নষ্ট যা হয়েছে তারও দাম প্রায় দু কোটি টাকা। এ ছাড়া বাগান বাগিচার চাষে ৭৬ লক্ষ ৮০ হাজার, পানের বোরোজ ১০ লক্ষ, ঘরবাড়ী ৭৫ লক্ষ, মাছ ৪০ লক্ষ, এই সমস্ত মিলিয়ে মোট ৮ কোটি টাকার মত জিনিষ নষ্ট হয়েছে। সেদিক দিয়ে মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এই এলেকার অবিলম্বে সংস্কার করা উচিত বলে বার বার দাবী করেছি। এই যে ৭টি থানা টালিগঞ্জ, বেহালা, বিষ্ণুপুর, বজবজ, মহেশতলা, সোনারপুর, ফলতা প্রভৃতিতে ৮।৯ লক্ষ লোকের বাস, এখানকার হাজার হাজার লোক গণ-দরখাস্ত করছে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে। মনিখালী খাল স্লুইস গেট ও পাশখালসহ সংস্কার করবার জন্য ২৪ পরগণা, আলিপুর সদর ও জেলা উন্নয়ন কমিটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে এবং বলেছে এই অঞ্চলের খালগুলি সংস্কারের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তা সত্ত্বেও জানিয়াছেন ভারত গভর্ণমেণ্ট হয়ত টাকা কম দেবে তাই কি করতে পারি। আমি আজকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এই ৭টি থানার মানুষ প্রতি বছর ভুগবে এই ৮।৯ লক্ষ লোক যেখানে বাসকরে সেখানকার ৪০০ স্কোয়ার মাইল এলেকার ফসল এভাবে নষ্ট হবে সেই এলেকার খাল সংস্কারের জন্য কি ব্যবস্থা করছেন? তাছাড়া আমার জেলার ব্যারাকপুর, বঁনগা মহকুমার, বসিরহাট মহকুমার, ডায়মণ্ডহারবারের খালগুলি সংস্কারের জন্য আপনার কাছে অনুরোধ করছি। আমি ইতিপুর্ব্বেও আমার জেলার খালগুলি সংস্কারের জন্য বলেছি। আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবার দাবী করছি যে কাটাখালী, চড়িয়াল কাওড়াপুকুর, বলরামপুর, পঞ্চান্নগ্রাম, ষষ্ঠীতলা, আকুলসা, মাঝেরআট, গোয়াবেড়িয়া, বাগী, গদাখালী, রায়পুর, বাওয়ালী, নঙ্গী, বিরলাপুর, মানখালী খালগুলির সংস্কার করা হোক্ এবং মেটিয়াখাল, হাটগাছির খাল কাকদ্বীপের খাল, বতিবিল, নোয়াইবিল, ইছাপুর খাল, নৈহাটী খাল, সাতালী খাল সংস্কারের জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি।

Dr. Kanailal Bhattacharjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে এই বিতর্কে একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রত্যেক সদস্যর মুখ থেকে একই কথা বেরোচ্ছে গত ১৯৫৯-৬০ সালে যে বিধ্বংসী বন্যা বাংলা দেশের উপর দিয়ে হয়ে গিয়েছে তার সম্বন্ধে সকলকেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বলে তাঁদের বক্তৃতার ভিতর

রক্ষা হয়। তারপর দেখুন, গড়বেতায় তিনকড়ি দিগর তার ২২ টা শেয়ার আছে, তার বোধ হয় তিলক কাটা মাটি ছাড়া আর কিছু নেই ; কারণ ঘরের সামনে সামান্য কিছু জায়গা আছে, বেশী জমি জায়গা নেই, সে দু'একটা [illegible] নসেশানের টাকা পায়নি।

2-25—2-35 p.m. [illegible]

তিনি এ[illegible]র দরখাস্ত দিলেন। এ্যাড-ইণ্টারিরিম কমপেনসে[illegible]গর কর্মী [illegible] তার খাজনা বাকী ছিল তাই—এ্যাড-ইণ্টা[illegible]পেনসেশান [illegible]কে জানান হল কিন্তু ডিপার্টমেণ্ট কিছুই [illegible] ভদ্রলোক কেস করতে [illegible] কোর্টে, জাজ কোর্টএ, সেখান থেকে রায় বেরুল [illegible]ড-ইণ্টারিরিম কমপেনসেশান এ্যাটাচ করা চলে না। রায় দেবার পরেও ১০ মাস হয়ে গিয়েছে কিন্তু বার বার জানান সত্বেও কোন টাকা দিচ্ছেন না। তার সম্পর্কে হল কি ? মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর যে খাজনা পাওনা—সেটার জন্য পাব্লিক ডিমাণ্ড রিকোভারি এ্যাক্ট অনুযায়ী তার এই সমস্ত নীলাম হল, নীলামের ইস্তাহার জারী হচ্ছে তার পক্ষে সেখানে টাকা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না—কাজেই বার বার দিন নিতে হচ্ছে এবং প্রত্যেকবার ২০।২৫ টাকা করে খরচ হচ্ছে। বড় লোকদের বেলায় কোন আইন কানুন নাই যে কোন উপায়ে টাকা পেয়ে যাচ্ছে। এ্যাড-ইণ্টারিম কমপেনসেশান এ্যাটাচ হয় না, রুলসএ আছে, আইনেও সেটা আছে কোর্টএর রায়েও আছে। একজন বৃদ্ধা ৯০ বছর বয়স তিনি ৩২ মাইল দুরে গেলেন, এ্যাড-ইণ্টারিম কমপেনসেশন বেরুল, বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে ডিষ্ট্রিক্ট সার্টিফিকেট অফিসার জানিয়ে দিলেন যে তাঁর কিছু লায়াবিলিটিজ আছে গভর্ণমেণ্টের কাছে তাই এটা এ্যাটাচ করা হল। সেই ৯০ বছরের বৃদ্ধা ফিরে এলেন। ফিরে এসে তাঁকে আবার কেস দায়ের করতে হয়েছে। তারপরে দেখুন গরীবদের বেলায় কমপেনসেশান কত রকম কি হচ্ছে। আর একটা ঘটনা বলছি। একটা ভদ্রলোকর সম্পত্তি রেকর্ডেও হয়েছে তার নামে এবং তার স্ত্রীর নামে রেকর্ড হওয়ার পর যখন তিনি মারা গেলেন তখন তার দরিদ্র স্ত্রী কমপেনসেশানের জন্য যখন গেলেন তার কাছে সাকৃসেশান সার্টিফিকেট চাওয়া হল। নানা প্রমাণ দিলেন যে এই আমার ছেলে আমি তাঁরই স্ত্রী। তা সত্বেও তাকে সাকৃসেশন সার্টিফিকেট দিতে হবে এটা সম্ভব নয় কারণ ৩২ মাইল দুরে কোর্টেএ যেয়ে করতে হবে।

Mr. Speaker : Please keep yourself to the Supplementary Demand.

Shri Saroj Roy :

এই ভাবে আপনারা কমপেনসেশন এর টাকা দিচ্ছেন ! একজন দরিদ্র বিধবার পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব হবে না, এত টাকা খরচ করে এত কোর্ট ফি দিয়ে সাকসেশন সার্টিফিকেট আদায় করা সম্ভব হবে না। এটা ডিপার্টমেণ্ট থেকে এনকোয়ারী করলেই প্রমাণ হয়ে যেত। শুধু তাই নয় সেখানে পাব্লিক ডিমাণ্ড রিকোভারির একটা জিনিষ গ্রামাঞ্চলে চলেছে ব্যাপকভাবে সেটা হচ্ছে জমিদারদের কাছে যে সমস্ত খাজনা অন্যান্য ছোট ছোট মধ্য স্বত্বাধিকারীর বাকী ছিল সেই এ্যাক্ট অনুযায়ী এক ধারার দিক থেকে সার্টিফিকেট জারী হচ্ছে, মুন্সেফ কোর্ট থেকে যেগুলি ডিক্রী হয়েছিল সেগুলি জারী হবে কোর্ট মারফৎ হবে, তা না করে এক ধারা দিয়ে সার্টিফিকেট অফিসার জারী করার ফলে তাদের পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এটা প্রকৃত আইনসঙ্গত কি না জানতে চাই।

Vol. XXV—No. 2

WEST BENGAL
Acc. No. I 47
2.3.70

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-fifth Session

(February-April, 1960)

(From 7th March to 25th March, 1960)

Part I

(7th March, 1960)

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

Price—Indian, Rs. 1·40 nP. ; English, 2s. 1d.

Shri Sunil Das :

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি সামান্য দু-তিন মিনিট [illegible] নেবো। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের একটা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি [illegible] আমার কথা হল সাপ্লিমেণ্টারী এষ্টিমেট ৪ এ—যেটা তাথেকে অ[illegible] এষ্টিমেটের যে ডিফারেন্স, অর্থাৎ তফাৎ সেটাই সাপ্লি[illegible] হাউসের সামনে গ্র্যাণ্ট হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়। [illegible] সমস্ত হেডএ সাপ্লিমেণ্টারী চাওয়া হয়েছে, তার কতক[illegible] এবং কতকগুলি [illegible] তার কারণ কি আমি জানতে চাই। যেমন ধরে [illegible] হাজার টাকা প্রথমে ধ[illegible] পরে সাপ্লিমেণ্টারিতে চেয়েছেন ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা। এর অসুবিধা হল পরে [illegible] একসেস গ্রাণ্টএর বাজেট আসতে পারে। সেল্‌স ট্যাক্সএর খাতে যদিও চার্জ্ড হেড—সেখানে এষ্টিমেটএ আছে চার হাজার টাকা, আর ডিফারেন্স হচ্ছে তিন হাজার ও ছয়শো টাকা। এগ্রি-কালচার এ্যাণ্ড ফিসারিজ চার্জ হেড এ এষ্টিমেট হচ্ছে ১ হাজার টাকা, আর ডিফারেন্স ৫৭৫ টাকা চেয়েছেন। ইণ্ডাষ্ট্রিজ—ইণ্ডাষ্ট্রিজ এটাও চার্জডএর প্রথম এষ্টিমেট ধরা হয়েছিল ১০ হাজার টাকা, আর ডিফারেন্স চাইছেন ৯ হাজার ৬ শো টাকা। মিশ্চেলিনিয়াস ডিপার্ট-মেণ্ট-ফায়ার সার্ভিস, গ্রাণ্ট নং ৩০—এটা ঠিক আছে। সিভিল ওয়ার্কসএর এষ্টিমেট ছিল ৪ লক্ষ ২৬ হাজার আর সাপ্লিমেণ্টারি এষ্টিমেটএ চেয়েছেন ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ১ শো। তারপর সুপারএন্যুয়েশন এলাওয়েন্স এ্যাণ্ড পেনশিওনসএ এষ্টিমেট হচ্ছে ১৭ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা, আর সাপ্লিমেণ্টারি এষ্টিমেটে চেয়েছেন ১৭ লক্ষ, ৫২ হাজার টাকা। মিশ্চেলিনিয়াস কন্ট্রিবিউশন গ্রাণ্ট নং ৩৭ এটা ভোটেড। এষ্টিমেটে আছে ৪৫ লক্ষ ৯২ হাজার আর সাপ্লিমেণ্টারি এষ্টিমেটে চেয়েছেন ৪৫ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। তারপর দেখছি কমিউনিটি ডেভলপমেণ্ট প্রোজেক্টস গ্রাণ্ট নং ৪০—এষ্টিমেটে আছে ৩২ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা, আর সাপ্লিমেণ্টারি এষ্টিমেটে আছে ৬ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। তারপর ল্যাণ্ড রেভেনিউ এষ্টিমেট ধরা হয়েছে—২০ লক্ষ টাকা, আর ডিফারেন্স এষ্টিমেট হচ্ছে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তারপর গ্রাণ্ট নং ২৭-এ ৭ হাজার টাকা হল এষ্টিমেট আর ৭ হাজার ৪ শো টাকা হল ডিফারেন্স। এই যে ডিফারেন্স, এটা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এক্সপ্লেইন করতে বলছি।

The Hon'ble Syama Prasad Barman :

মিঃ স্পীকার স্যার, নারায়ন চোবে মহাশয় আমাদের এক্সাইজ কমিশনার এর বিরুদ্ধে কতকগুলি এলিগেশন করেছেন, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তিনি এই ভাবে এলিগেশন করেছেন যে আনাদের এক্সাইজ কমিশনার ইচ্ছে করে তাঁর ডিপার্টমেণ্টের কতকগুলি অফিসার কে রিভার্ট করেছেন। কিন্তু আমি তাঁকে বলতে চাই, তিনি বোধ হয় জানেন না যে সাব ইন্‌সপেক্টরকে ইন্‌সপেক্টরের পদে উন্নীত করতে হলে কমিশনার অফ এক্সাইজের কোন হাত নেই। কমিশনার অফ এক্সাইজ সাব ইন্‌সপেক্টর অফ এক্সাইজের নাম পাঠিয়ে দেন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাছে, এবং অন দি রেকমেণ্ডেশন অফ দি পাবলিক সার্ভিস কমিশন অর্থাৎ তাঁরা যাদের সুপারিশ করেন তাদের আমরা প্রমোশন দিই। তারজন্য এক্সাইজ কমিশনার মোটেই দায়ী নন। তিনি আরও বলেছেন কতকগুলি তাঁর নিজের লোককে অফিসারকে প্রমোশন দেবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু এটা মোটেই সত্য নয়। পজিশনটা কি আমি একটু পরিষ্কার করে বোঝাতে চাই। উনি যা বলেছেন সেটা আমি পড়ে শোনাচ্ছি।

Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad MC.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. PabitraMohan
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 98 and the Noes 59 the motion was carried.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 17,52,000 be granted for expenditure under Grant No. 35, Major Head "55—Superannuation Allowances and Pensions" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Bhupati Majumdar that a sum of Rs. 5,68,000 be granted for expenditure under Grant No. 36, Major Head "56—Stationery and Printing" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that a sum of Rs. 38,92,000 be granted for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 38,77,000 be granted for expenditure under Grant No. 38, Major Head "82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed that a sum of Rs. 6,38,000 be granted for expenditure under Grant No. 40, Major Head "63B—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 43,43,000 be granted for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from the Road and Water Transport Schemes—Working Expenses—82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 1,57,29,000 be granted for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" during the current year, was then put and agreed to.

[*At this stage the House was adjourned for twenty minutes.*]

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

GOVERNOR

Sreemati PADMAJA NAIDU.

MEMBERS OF THE COUNCIL OF MINISTERS.

The Hon'ble Dr. BIDHAN CHANDRA ROY, Chief Minister and Minister-in-charge of the Home Department except the Police and the Defence Branches, Departments of Finance, Development, Co-operation and Cottage and Small-Scale Industries.

The Hon'ble PRAFULLA CHANDRA SEN, Minister-in-charge of the Department of Food, Relief and Supplies and the Department of Refugee Relief and Rehabilitation.

*The Hon'ble KALI PADA MOOKHERJEE, Minister-in-charge of the Police and Defence Branches of the Home Department.

The Hon'ble KHAGENDRA NATH DAS GUPTA, Minister-in-charge of the Department of Works and Buildings and the Department of Housing.

The Hon'ble AJOY KUMAR MUKHERJI, Minister-in-charge of the Department of Irrigation and Waterways.

The Hon'ble HEM CHANDRA NASKAR, Minister-in-charge of the Department of Fisheries and of the Forests Branch of the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests.

The Hon'ble SYAMA PROSAD BARMAN, Minister-in-charge of the Department of Excise.

The Hon'ble Dr. RAFIUDDIN AHMED, Minister-in-charge of the Department of Community Development and Extension Service and Department of Animal Husbandry and Veterinary Services.

The Hon'ble ISWAR DAS JALAN, Minister-in-charge of the Department of Law and Local Self-Government and Panchayats.

The Hon'ble BIMAL CHANDRA SINHA, Minister-in-charge of the Department of Land and Land Revenue.

The Hon'ble BHUPATI MAZUMDAR, Minister-in-charge of the Department of Commerce and Industries and Tribal Welfare.

The Hon'ble ABDUS SATTAR, Minister-in-charge of the Department of Labour.

*The Hon'ble RAI HARENDRA NATH CHOUDHURI, Minister-in-charge of the Department of Education.

The Hon'ble TARUN KANTI GHOSH, Minister-in-charge of the Department of Agriculture and Food Production.

MINISTERS OF STATE OF

The Hon'ble PURABI MUKHOPADHYAY, Minister of State for the Jails Branch of the Home Department and for the Department of Refugee Relief and Rehabilitation.

The Hon'ble Dr. ANATH BANDHU ROY, Minister of State in charge of the Department of Health.

---

*Member of the West Bengal Legislative Council.

evictiong during the preceding three years for whtch figures are available are available are as follows—

1957—2,279 ; 1958—2,049 ; 1959—1,846.

[4—4-10 p.m.]

Sir, complaints reach me from time to time about the faultly operations of the Bhag Chas Board and the Bhag Chas Rules. Sir, I can assure you that when these things are brought to my notice, I try to give personal attention to these cases and if these things are brought to my notice, I shall always be glad to correct mistakes, if any.

As can be well understood, Sir, there has been increasing land acquisition in West Bengal. We, too, have been able to make increasing payment. The figures relating to compensation payment on account of land acquisition are as follows :—

1956—57	...	Rs. 3 crores and odd ;
1957—58	...	Rs. 4 crores 17 Iakhs ;
1958—59	...	Rs. 4 crores 52 lakhs.

Sir, in this connection, I would like, before I end, to say a few words about the lands requisitioned under the D. I. Rules in this State which are still retained under requisition. There was a discussion in this House when the concerned Act had another lease of life. Only the other day, in this House, life of the West Bengal Requisitioned Land (Continuance of Powers) Act, 1951 was prolonged with a view to obtaining powers for the State Government to retain under requisition the properties which were requisitioned under the D. I. Rules and were still required to be retained for the purpose of the State Government or to acquire those lands requisitioned under the said rules. Sir, as I mentioned the other day, we have sought the help of a committee consisting of members belonging to different sections of this House and we have received very valuable advice from them and we have followed their advice. As a result of that, as I mentioned the other day, we have been able to halve the area under our control and pay off half the compensation. Sir, the problem is nearing the end and I hope it will end soon.

Mr. Speaker : There are 175 cut motions. I rule out cut motion No. 2, a part of cut motion No. 26, the word 'shameless' in cut motion No. 55 and cut motions Nos. 74, 75, 76 and 167. The rest of the cut motions are taken as moved.

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that the damand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land-Holders, etc, on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

DEPUTY MINISTERS

Shri SATISH CHANDRA RAY SINGHA, Deputy Minister for the Transport Branch of the Home Department.

Shri SOURINDRA MOHAN MISRA, Deputy Minister for the Department of Education and Local Self-Government and Panchayats.

Shri TENZING WANGDI, Deputy Minister for the Department of Tribal Welfare.

Shri SMARAJIT BANDYOPADHYAY, Deputy Minister for the Department of Community Development and Extension Service, the Department of Animal Husbandry and Veterinary Services and Department of Forests.

Shri RAJANI KANTA PARAMANIK, Deputy Minister for the Relief and Supplies Branches of the Department of Food, Relief and Supplies.

*Shri CHITTARANJAN ROY, Deputy Minister for the Department of Co-operation and Cottage and Small-Scale Industries.

Shri SYED KAZEM ALI MEERZA, Deputy Minister for the Department of Commerce and Industries.

Shri Md. ZIA-UL-HUQUE, Deputy Minister for the Department of Health.

Srimati MAYA BANERJEE, Deputy Minister for the Department of Refugee Relief and Rehabilitation.

Shri CHARU CHANDRA MAHANTY, Deputy Minister for the Food Branch of the Department of Food, Relief and Supplies.

Shri JAGANNATH KOLAY, Deputy Minister for the Publicity Branch of the Home Department and Chief Government Whip.

Shri NARBAHADUR GURUNG, Deputy Minister for the Department of Labour.

Shri ARDHENDU SEKHAR NASKAR, Deputy Minister for Police Branch of Home Department.

*Shri ASHUTOSH GHOSH, Deputy Minister for the Department of Food, Relief and Supplies.

PARLIAMENTARY SECRETARIES.

*Shri MOHAMMAD SAYEED MIA, Parliamentary Secretary for Relief Branch of Department of Food, Relief and Supplies.

Shri SANKAR NARAYAN SINGHA DEO, Parliamentary Secretary for Department of Health.

Shri NISHAPATI MAJHI, Parliamentary Secretary for Department of Fisheries and the Forests Branch of the Department of Agriculture, Animal Husbandry and Forests.

Shri MD. AFAQUE CHOWDHURY, Parliamentary Secretary for the Development Department.

Shri KAMALA KANTA HEMBRAM, Parliamentary Secretary for Development and Labour Departments.

---

*Member of the West Bengal Legislative Council.

গেলেন, রেণ্ট লোয়েষ্ট ইন ইণ্ডিয়া। আজ এখানে লোয়েষ্ট রেণ্টই আছে আরো লো রেণ্ট হবে আণ্ডার দি ল্যাণ্ড রিফরমস এ্যাক্ট।

[7-20—7-32 p.m.]

তিনি রেমিশন এর কথা বলেননি, তার মুকুবের জন্য কোন কথা উঠে না, কথা উঠে কেবল ৩,৭৫ একর প্রতি খাজনার বেলায়? আর সেই সংগে কমপেনসেশান-এর কথা বলা হয়—আমি একথা বুঝতে পারি না। আমিই সবচেয়ে বেশী খুসী হব যদি রেণ্ট উঠে যায়; আমি যখন দেখি দরিদ্র কৃষকের ঘরে চাল নাই,—আমি যখন দেখি ফ্লাড ও বন্যার সময় তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজছে তখন আমার চেয়ে বেশী কেউ অনুভব করে না তাদের কথা; আমার চেয়ে কেউ বেশী অনুভব করে না যে তাদের এই সমস্ত জিনিষ মুকুব হওয়া উচিত—এবং হয়তো বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট কোন সময় এটা কনসিডার করবেন, তার কারণ, এই ল্যাণ্ড রেণ্ট আজকে যে আউটমোডেড হয়ে যাচ্ছে—তাতে কোন দেশের কোন প্রোগ্রেসিভ গভর্ণমেণ্ট সঙ্গেই থাকতে পারে না। কিন্তু এর সমস্ত জিনিষ বিবেচনা করে দেখতে হবে, এবং বিবেচনা করে অগ্রসর হতে হবে—কিন্তু কথাটা অত সোজা নয়। তিনি বলেছেন রেণ্ট এবোলিশন করে দেওয়া হোক। ভালোকথা, কিন্তু তার মানে কি দাঁড়াবে? ইনডাইরেক্ট টেক্সেশন হবে, আর ইনডাইরেক্ট টেক্সেশন-এর মানে কি? একদিক থেকে এগ্রিকালচারাল ইনকামট্যাক্স হবে যার বছরে ৫০০ টাকা ইন্‌কাম হয়তো তারও উপর। কিন্তু আমি জানি না তাতে তিনি রাজী হবেন কিনা, আমি জানি না আপনারা রাজী হবেন কিনা। তারপর এর আরেকটা দিক হচ্ছে, এছাড়া এগ্রিকালচারাল সেকশানএ ইন্‌ডাইরেক্ট টেক্সেশন টার্ণওভার ট্যাক্স হবে মাদ্রাজের মতো। আমাদের ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট হিসাব করে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে বছরে এতে ১৯ টাকা ট্যাক্স দিতে হবে। আজ আপনারা ৩·৭৫ নয়াপয়সা দিতে ও খুসী নন, সেখানে কি ১৯৲ টাকা দিতে রাজী হবেন? আরেকটা কথা আমি আপনাদের সামনে রাখছি এই রেণ্ট এবোলিশান সম্পর্কে—কার রেণ্ট? তিনি বলেছেন, সেকশন ৫ এ কে কিছুতেই নষ্ট করা যায় না, কারণ বেনামী জুডিসিয়ালি স্যাংকশন, এবং এই ৫এ যদি কড়া করতে যাই তাহলে তা হাই কোর্ট থেকে টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলা হবে, এবং তা যদি হয় তাদের হাতে যে বেনামী জমি আছে, যাদের কলকাতায় বাড়ী আছে,—তাদের'ও রেণ্ট মুকুব করা হবে? বড়লোককে প্রশ্রয় দেওয়া হোক্ এই কি তিনি চান্ ল্যাণ্ড রিফরমস সেটএ সেজন্য দরিদ্রের করভার কমাবার কথাই বলা হয়েছে। এগুলি না বুঝে হঠাৎ যদি একথা বলা হয়, তাহলে কি আমরা দরিদ্রদের বেনিফিট করব, না মহাজনদের বেনিফিট করব একথা আমি আপনাদের কাছে রাখছি। তারচেয়ে আমি মনে করি সেই প্রস্তাব অধিক বিবেচনার যোগ্য সেটা ডাঃ ঘোষ আমাকে বলেছিলেন, আমি সেবিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করব, কারণ সেই জিনিষের মানে আছে। কিন্তু সেসব খবর না নিয়ে যারা ২ লক্ষ, ১ লক্ষ কি ১০ লক্ষ টাকার মালিক তাদের সকলকে নির্বিচারে খাজনা মুকুব করা যায় না।

যাই হোক, সেবিষয় আমি আর বিশেষ কিছু এখন বলব না। এখানে আরেকটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব, সেটা হচ্ছে, জমিদারী এবোলিশন-এর কথা আমরা প্রায়ই শুনি, কৃষির উন্নতির কথা শুনি। কিন্তু এসব কথার মধ্যে অনেক কথা আছে এবং সেগুলি পরিষ্কার-ভাবে বিবেচনা করে দেখা দরকার। কৃষির উন্নতি কিভাবে হবে? আমি আমার নিজের বিচার বিবেচনা অনুসারে এনিয়ে চিন্তা করেছি; আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, কৃষির উন্নতি

WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

PRINCIPAL OFFICERS AND OFFICIALS

The Speaker ... ... The Hon'ble BANKIM CHANDRA KAR.

Deputy Speaker ... ... Shri ASHUTOSH MALLICK.

SECRETARIAT

Secretary ... ... Shri AJITA RANJAN MUKHERJEA, M.SC., B.L.

Deputy Secretary ... Shri A. K. CHUNDER, B.A. (HONS.) (CAL.), MA., LL.B (CANTAB,), LL.B. (DUBLIN), Barrister-at-law.

Assistant Secretary ... Shri AMIYA KANTA NIYOGI, B.SC.

Registrar ... ... Shri SYAMAPADA BANERJEA, LL.B.

Legal Assistant ... ... Shri RAFIQUE HAQUE, B.A.

Editor of Debates ... Shri KHAGENDRANATH MUKHERJI, BA., LL.B.

WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS

A

(1) Abdul Hameed, Hazi. [Hariharpara—Murshidabad.]
(2) Abdulla Farooquie, Shri Shaikh. [Garden Reach—24-Parganas.]
(3) Abdus Sattar, Shri. [Ketugram—Burdwan.]
(4) Abul Hashem, Shri. [Magrahat—24-Parganas.]

B

(5) Badiruddin Ahmed, Hazi. [Raiganj—West Dinajpur]
(6) Badrudduja, Janab Syed. [Raninagar—Murshidabad.]
(7) Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath. [Rajnagar—Birbhum.]
(8) Bandyopadhyay, Shri Samarjit. [Haringhata—Nadia.]
(9) Banerjee, Dr. Dhirendra Nath. [Balurghat—West Dinajpur.]
(10) Banerjee, Srimati Maya. [Kakdwip—24-Parganas.]
(11) Banerjee, Shri Profulla Nath. [Basirhat—24-Parganas.]
(12) Banerjee, Shri Subodh. [Joynagar—24-Parganas.]
(13) Banerjee, Dr. Suresh Chandra. [Chakdah—Nadia.]
(14) Banerji, Shri Shankardas. [Tehatta—Nadia.]
(15) Barman, Shri Syama Prasad. [Raiganj—West Dinajpur.]
(16) Basu, Shri Abani Kumar. [Uluberia—Howrah.]
(17) Basu, Shri Amarendra Nath. [Burtolla South—Calcutta.]
(18) Basu, Dr. Brindabon Behari. [Jagatballavpur—Howrah]
(19) Basu, Shri Chitto. [Barasat—24-Parganas.]
(20) Basu, Shri Gopal. [Naihati—24-Parganas.]
(21) Basu, Shri Hemanta Kumar. [Shampukur—Calcutta.]
(22) Basu, Shri Jyoti. [Baranagar—24-Parganas.]
(23) Basu, Dr. Manilal. [Bally—Howrah.]
(24) Basu, Shri Satindra Nath. [Gangarampur—West Dinajpur.]
(25) Bera, Shri Sasabindu. [Shyampur—Howrah.]
(26) Bhaduri, Shri Panchugopal. [Serampore—Hooghly.]
(27) Bhagat, Shri Budhu. [Mal—Jalpaiguri.]
(28) Bhagat, Shri Mangru. [Mal—Jalpaiguri.]
(29) Bhandari, Shri Sudhir Chandra. [Maheshtala—24-Parganas.]
(30) Bhattacharjee, Dr. Kanailal. [Howrah South—Howrah.]
(31) Bhattacharjee, Shri Panchanan. [Noapara—24-Parganas.]
(32) Bhattacharjee, Shri Shyamapada. [Jangipur—Murshidabad.]

Vol. XXV—No. 2

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-fifth Session

(February-April, 1960)

(From 7th March to 25th March, 1960)

Part 9

(16th March, 1960)

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

Price—Indian, Rs. 1·50 nP. ; English, 2s. 3d.

(33) Bhattacharjee, Shri Shyama Prosanna. [Sankrail—Howrah.]
(34) Bhattacharyya, Shri Syamadas. [Panskura West—Midnapore.]
(35) Biswas, Shri Mahindra Bhusan. [Bongaon—24-Parganas.]
(36) Blanche, Shri C. L. [Nominated.]
(37) Bose, Shri Jagat. [Beliaghata—Calcutta.]
(38) Bose, Dr. Maitreyee. [Fort—Calcutta.]
(39) Bouri, Shri Nepal. [Raghunathpur—Purulia.]
(40) Brahmamandal, Shri Debendra Nath. [Kalchini—Jalpaiguri.]

C

(41) Chakravarty, Shri Bhabataran. [Patrasayer—Bankura.]
(42) Chakravorty, Shri Jatindra Chandra. [Muchipara—Calcutta.]
(43) Chatterjee, Shri Basanta Lal. [Itahar—West Dinajpur.]
(44) Chatterjee, Dr. Binoy Kumar. [Ranaghat—Nadia.]
(45) Chatterjee, Shri Mihirlal. [Suri—Birbhum.]
(46) Chattopadhyay, Shri Bijoylal. [Karimpur—Nadia]
(47) Chattopadhyay, Dr. Hirendra Kumar. [Chandernagore—Hooghly.]
(48) Chattopadhyay, Dr. Satyendra Prasanna. [Mekliganj—Cooch Behar.]
(49) Chattoraj, Dr. Radhanath. [Labpur—Birbhum.]
(50) Chaudhuri, Shri Tarapada. [Katwa—Burdwan.]
(51) Chobey, Shri Narayan. [Kharagpur—Midnapur.]
(52) Chowdhury, Shri Benoy Krishna. [Burdwan—Burdwan.]

D

(53) Das, Shri Ananga Mohan. [Mayna—Midnapore.]
(54) Das, Dr. Bhusan Chandra. [Mathurapur—24-Parganas.]
(55) Das, Shri Durgapada. [Rampurhat—Birbhum.]
(56) Das, Shri Gobardhan. [Rampurhat—Birbhum]
(57) Das, Shri Gokul Behari. [Onda—Bankura.]
(58) Das, Dr. Kanailal. [Ausgram—Burdwan.]
(59) Das, Shri Khagendra Nath. [Falta—24-Parganas.]
(60) Das, Shri Mahatab Chand. [Mahisadal—Midnapore.]
(61) Das, Shri Natendra Nath. [Contai North—Midnapore.]
(62) Das, Shri Radha Nath. [Dhaniakhali—Hooghly.]
(63) Das, Shri Sankar. [Ketugram—Burdwan]
(64) Das, Shri Sisir Kumar. [Patashpore—Midnapore .]
(65) Das, Shri Sunil. [Rashbehari Avenue—Calcutta.]
(66) Das Adhikary, Shri Gopal Chandra. [Sabong—Midnapore.]
(67) Das Gupta, Shri Khagendra Nath. [Jalpaiguri—Jalpaiguri.]
(68) Dey, Shri Haridas. [Santipur—Nadia.]
(69) Dey, Shri Kanai Lal. [Janginara—Hooghly.]

এক্সটাসটেডেকটেড হয়, সাত-আট-দশ মাস পরে। কেন সেটা তারা পরের মাসে তারা পারবে না? যারা ছুটি নেয়—কেজুয়াল লিভ ইত্যাদি নেয়, তার মাইনে কেন তারা পরের মাসে পায় না? এ্যাকাউন্টস অফিসার আছে, বিরাট এ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। বহুদিন থেকে কর্মচারীরা মেডিকেল এইডএর কথা বলে আসছে। এটা তাদের পুরাণ দাবী, অতি সামান্য দাবী—বছরে একশো টাকা ফর মেডিকেল এইড এ্যাণ্ড রিলিফ। নিম্নপদস্থ কর্মচারী পরিবারদের একশো টাকা মেডিকেল রিলিফ তাঁরা দিতে পারেন না? আজ পর্য্যন্ত এটা তাঁরা করতে পারলেন না।

ইলেকট্রিসিটি যারা প্রোডিউজ করছে, তাদের এই ইলেকট্রিসিটি ইউজটা ফ্রি হওয়া উচিত। তা ও হচ্ছে না। তাদের মিনিমাম দু-টাকা ইলেকট্রিসিটি চার্জ ধরা হয়েছে। আপনার মারফৎ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়কে আমি বার বার অনুরোধ করি—তিনি যেন অন্ততপক্ষে এই ইলেকট্রিসিটি চার্জ থেকে তাদের রেহাই দেন। আর বিনা ভাড়ায় বাড়ী পেতে পারে, তার ব্যবস্থা করুন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আপনাদের এই বাড়ীটা তৈরী হচ্ছে, তাদের আপনারা বাড়ীর জন্য একটা হাউস এলাউন্স দেন। তারপর ওয়ার্কস চার্জড কর্মচারীদের কথা আমি বহুবার বলেছি। এই কেজুয়াল কর্মচারীদের আজকে রেগুলার করা অত্যন্ত প্রয়োজন হয়েছে। জলঢাকার মত স্কীম বহু নিয়েছেন। প্রতি গ্রামে ইলেকট্রিসিটি বেড়ে বাংলাদেশের গ্রামের পরিবর্ত্তন হবে। পুর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্তে আমাদের ট্রাঙ্কলাইন মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে; গ্রামে গ্রামে নতুন সভ্যতার সৃষ্টি করবে। ইলেকট্রিসিটি মারফৎ আমাদের গ্রামের সামগ্রিক উন্নতি হবে। প্রতি বছর ইলেকট্রিসিটি বোর্ড থেকে লিফ্‌স এ্যাণ্ড বাউণ্ডসএ বেড়ে চলেছে গ্রামের মধ্যে চাহিদা। আগেও বলেছি—এখনো বলছি—এই ওয়ার্কস চার্জড কর্মচারীদের গ্রেড চালু করুন। এ যদি না হয় ৩৭ নয়া পয়সা করে ডেইলি ইন্‌ক্রিমেণ্টএর ব্যবস্থা করুন। তারপর আছে গোদের উপর বিষ ফোড়ার মত এইসব কর্মচারীদের উপর চার্জ সিটের ব্যবস্থা। এখানকার শৈলেন মোতারেক ও ভোলা ব্যানার্জী—দুজন খুব সৎ ও পরিশ্রমী ছেলে, ইয়ংম্যান—এই দুজনকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিনি। তাদের উপর স্লিমজি গ্রাউণ্ডে চার্জসিট হয়েছে—সো কেজ করেছে। কি অপরাধ তাদের? সামান্য অপরাধ যদি করে থাকে, তার জন্য এ কে? কত বড় বড় অপরাধ অফিসাররা করছে, তার কি ব্যবস্থা হচ্ছে? সামান্য কেরানী একশো টাকা বা ৭০৲ টাকা বেতন পায়, তাদের ব্যাপারে এই রকম ব্যবস্থা। সিলেকশন কমিটি সব সময় সুবিচার করে না। ধুলিখানের বটকৃষ্ণ গাঙ্গুলীকে প্রমোশনের জন্য পরীক্ষা দিতে দেন নি। সাধারণ গ্রামীন মানুষের স্বার্থে বোর্ড কি করেছে দেখুন। আমাকে এইমাত্র মিহিরলাল বাবু বললেন যে গ্রামে ইরিগেশনের প্রশ্ন সব চেয়ে বড় প্রশ্ন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড ১৩ নয়া পয়সা করে পার ইউনিট নিচ্ছে। এই দর যদি থাকে তাহলে ইরিগেশন হবে কি করে? এই রেট দেওয়া আমাদে চাষীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। কলিকাতায় ইন্ডাষ্ট্রির জন্য যেমন একটা রেট আছে, তার রেট যেমন কম, সেই রকমভাবে, ডাক্তার রায়কে বলছি যে, ইরিগেশনের জন্যও সেই রকমভাবে রেট কমিয়ে দেবার চেষ্টা করেন।

Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay :

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় আমাদের কাছে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী উপস্থাপিত করেছেন, সেই দাবীর সম্পূর্ণ সমর্থন করতে উঠে আমি ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড

(70) Dey, Shri Tarapada. [Domjur—Howrah.]
(71) Dhar, Shri Dhirendra Nath. [Taltola—Calcutta.]
(72) Dhara, Shri Hansadhwaj. [Kulpi—24-Parganas.]
(73) Dhibar, Shri Pramatha Nath. [Galsi—Burdwan.]
(74) Digar, Shri Kiran Chandra. [Vishnupur—Bankura]
(75) Digpati, Shri Panchanan. [Khanakul—Hooghly.]
(76) Dolui, Dr. Harendra Nath. [Ghatal—Midnapore.]
(77) Dutt, Dr. Beni Chandra. [Howrah East—Howrah.]
(78) Dutta, Srimati Sudharani. [Raipur—Bankura.]

E

(79) Elias Razi, Shri. [Harishchandrapur—Malda.]

F

(80) Fuzlur Rahman, Shri S. M. [Nakashipara—Nadia.]

G

(81) Ganguli, Shri Ajit Kumar [Bongaon—24-Parganas.]
(82) Gayen, Shri Brindabon. [Mathurapur—24-Parganas.]
(83) Ghatak, Shri Shib Das. [Asansol—Burdwan.]
(84) Ghosal, Shri Hemanta Kumar. [Hasnabad—24-Parganas.]
(85) Ghose, Dr. Profulla Chandra. [Mahisadal—Midnapur.]
(86) Ghosh, Shri Bejoy Kumar. [Berhampore—Murshidabad.]
(87) Ghosh, Shri Ganesh. [Belgachia—Calcutta.]
(88) Ghosh, Srimati Labanya Prova. [Purulia—Purulia.]
(89) Ghosh, Shri Parimal. [Beldanga—Murshidabad.]
(90) Ghosh, Shri Tarun Kanti. [Habra—24-Parganas.]
(91) Ghosh, Choudhury, Dr. Ranjit Kumar. [Bagnan—Howrah.]
(92) Golam Soleman, Shri. [Jalangi—Murshidabad.]
(93) Golam Yazdani, Dr. [Kharba—Malda.]
(94) Gupta, Shri Nikunja Behari. [Malda—Malda.]
(95) Gupta, Shri Sitaram. [Bhatpara—24-Parganas]
(96) Gurung, Shri Narbahadur. [Kalimpong—Darjeeling.]

H

(97) Hafizur Rahaman, Kazi. [Bhagabangola—Murshidabad.]
(98) Haldar, Shri Kuber Chand. [Jangipur—Murshidabad.]
(99) Haldar, Shri Mahananda. [Nakashipara—Nadia.]
(100) Halder, Shri Ramanuj. [Diamond Harbour—24-Parganas.]
(101) Halder, Shri Renupada. [Joynagar—24-Parganas.]
(102) Hamal, Shri Bhadra Bahadur. [Jore Bangalow—Darjeeling.]

Mr. Speaker : Mr. Ray Choudhury, you are a veteran parliamentarian. After what I have said in the House I think, as Mr. Bankim Mukherjee has said it is tantamount to an admonition, the matter should end there.

Sri Sudhir Chandra Ray Choudhury :

তাহলে উনি যা এখানে বলেছেন তারজন্য আপনি ওঁকে তিরস্কার করছেন।

Shri Hansadhwaj Dhara :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশ বাজেট প্রতি বছর বিধান সভায় যেভাবে আমরা বিতর্কের মধ্য দিয়ে পাশ করি, উভয় পক্ষ থেকে যেভাবে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, এবারে প্রায় ৩ ভাগ সময় যে বিনা উত্তেজনায় এই সভা কাটাল, তাতে আমি ভাবলাম যে এই সভায় বোধ হয় পুলিশ বাজেট বিনা বাধায় পাশ হয়ে গেল। তবে কিছু উত্তেজনা হবে, হওয়াও স্বাভাবিক। কারণ, পুলিশ হচ্ছে ইণ্টারনাল ষ্ট্রেংথ অব দি ষ্টেট এবং তাদের উপর যত বড় বিরাট দায়িত্ব আছে এবং তাদের কাজের সঙ্গে সমস্ত সমাজ জীবন এমন ভাবে জড়িত যে তাদের বাজেট আলোচনা কালে সকল সদস্যই যদি গুরুত্বপুর্ণভাবে আলোচনা করেন তাহলে নিশ্চয়ই উত্তেজনার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এবারে ১৫৪টি কাট মোশানের মাধ্যমে পুলিশ বাজেটের ব্যয় বরাদ্দকে কমাবার জন্য যে প্রস্তাব আনা হয়েছে তা থেকে মোটামুটি যেসব কথা প্রকাশ পেয়েছে তাতে বোঝা যাচ্ছে কারো কারো মতে পুলিশের নিক্রিয়তা সমাজ জীবনকে পঙ্গু করেছে, আবার কারো কারো মতে পুলিশ অতি বেশী সক্রিয় সেজন্য শাসনাকারে পুলিশের লাঠি মাথায় পড়েছে, আবার কারো কারো মতে অথবা সকলেই আমরা জানি দুর্নীতি পুলিশের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে সর্বত্র আমরা দুর্নীতির বিচার করি—তাও আমরা কাট মোশানের মধ্যে দেখেছি। আমরা এই যে কয়েক ঘণ্টা আলোচনা করছি তাতে অনেক দুর্নীতি ত্রুটি বিচ্যুতির কথা আছে। আমি নিজে বিশ্বাস করি পুলিশের মধ্যে দুর্নীতি আছে। আমি নিজে বিশ্বাস করি আরও বহু ত্রুটি বিচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক। কারণ পুলিশকে তাদের পরম কর্তব্য এবং সমাজ জীবনের বিরাট দায়িত্ব প্রতিপালন করতে হয়। বিভিন্ন জায়গায় এই সমাজের লোক দিয়ে পুলিশ বাহিনী পরিচালিত, সেজন্য বিভিন্ন জায়গায় ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যায় এবং যাচ্ছে। তাই বলে কি আমরা বলব চিরকাল তা চলতে থাকবে, তার অবসান হবে না? তা নয়। নিশ্চয়ই তার অবসান হবে। সেজন্য পুলিশের যে কতবড় বিরাট দায়িত্ব, সমাজের কতটুকু অংশ জুড়ে তারা আছে, কতটুকু মাত্রায় তাদের নিক্রিয়তা অথবা এক্‌সেস্‌ সক্রিয়তা আছে সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সহৃদয়তার সঙ্গে এই বাজেটকে বিচার করলে তবে এই বিধান সভার কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হবে এ কথা আমি বিশ্বাস করি। এই বাজেট সম্পর্কে বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা যা বললেন কাট মোশান না থাকলেও আমরা জানি ওরা কি বলবেন। এ পক্ষ থেকে বাজেটকে সমর্থন করা হবে এটা স্বাভাবিক। সেজন্য নতুন কথা বলবার কিছু নেই। পুলিশের নিক্রিয়তা সম্পর্কে অনেক কথা আজকে আলোচিত হয়েছে। সেসম্বন্ধে আমি একটা কথা বলতে চাই। আমার ২৪ পরগণা জেলা বন্যার সময় যেভাবে আক্রান্ত হয়েছিল তাতে পশ্চিমবংগের পুলিশ, আমরা যারা কংগ্রেস, প্রজা-সোসালিষ্ট পার্টি অথবা অন্যান্য পল্লীমঙ্গল সমিতি দেশের যারা মঙ্গলের কাজ করেন, সেই দুর্দিনে সকলেই বন্যার কাজে নিয়োজিত হয়েছিলাম। কিন্তু তাদের সকলের চেয়ে পুলিশ বাহিনীর কাজ জনসাধারণের বেশী শ্রদ্ধা অর্জন করেছে।

(103) Hansda, Shri Jagatpati. [Gopiballavpur—Midnapore.]
(104) Hansda, Shri Turku. [Suri—Birbhum.]
(105) Hasda, Shri Jamadar. [Binpur—Midnapore]
(106) Hasda, Shri Lakshan Chandra. [Gangarampur—West Dinajpur.]
(107) Hazra, Shri Parbati. [Tarakeswar—Hooghly.]
(108) Hazra, Shri Monoranjan. [Uttarpara—Hooghly.]
(109) Hembram, Shri Kamalakanta. [Chhatna—Bankura.]
(110) Hoare, Srimati Anima. [Kalchini—Jalpaiguri.]

J

(111) Jalan, Shri Iswar Das. [Barabazar—Calcutta.]
(112) Jana, Shri Mrityunjoy. [Kharagpur Local—Midnapore.]
(113) Jehangir Kabir, Shri. [Haroa—24-Parganas.]
(114) Jha, Shri Benarashi Prosad. [Kulti—Burdwan.]

K

(115) Kar, Shri Bankim Chandra. [Howrah West—Howrah]
(116) Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra. [Egra—Midnapore.]
(117) Kazem Ali Meerza, Shri Syed. [Lalgola—Murshidabad.]
(118) Khan, Srimati Anjali. [Midnapore—Midnapore.]
(119) Khan, Shri Gurupada. [Patrasayer—Bankura.]
(120) Kolay, Shri Jagannath. [Kotulpur—Bankura.]
(121) Konar, Shri Hare Krishna. [Kalna—Burdwan.]
(122) Kundu, Srimati Abhalata. [Bhatar—Burdwan.]

L

(123) Lahiri, Shri Somnath. [Alipore—Calcutta]
(124) Lutfal Hoque, Shri. [Suti—Murshidabad.]

M

(125) Mahanty, Shri Charu Chandra. [Dantan—Midnapore.]
(126) Mahata, Shri Mahendra Nath. [Jhargram—Midnapore.]
(127) Mahata, Shri Surendra Nath. [Gopiballavpur—Midnapore.]
(128) Mahato, Shri Bhim Chandra. [Balarampur—Purulia.]
(129) Mahato, Shri Debendra Nath. [Jhalda—Purulia.]
(130) Mahato, Shri Sagar Chandra. [Arsha—Purulia.]
(131) Mahato, Shri Satya Kinkar. [Manbazar—Purulia.]
(132) Mohibur Rahaman Choudhury, Shri [Kaliachak—Malda.]
(133) Maiti, Shri Subodh Chandra. [Nandigram North—Midnapore.]
(134) Majhi, Shri Budhan. [Kashipur—Purulia.]
(135) Majhi, Shri Chaitan. [Manbazar—Purulia.]
(136) Majhi, Shri Jamadar. [Kalna—Burdwan.]
(137) Majhi, Shri Ledu. [Kashipur—Purulia.]
(138) Majhi, Shri Nishapati. [Rajnagar—Birbhum.]

I believe these figures have been given here. I believe it is Re. 1/8/- or something like that. But are they getting this Re. 1/8/- or whatever it is? Are the rice-mill workers getting the minimum wages which have been fixed? I will go further, Sir. That Minimum Wages Act had not given any assurance of the job. So a person who gets a job, gets the minimum wage provided the employer has been pleased to implement it. But the employer may not be pleased to employ the worker for more than one day in a week or more than one day in a month. There is no law in the land to enforce employment. Sir, unless there is some minimum weekly guarantee of wage or minimum monthly guarantee of wage, no worker is safe even if he or she is governed by the Minimum Wages Act.

Then under the Minimum Wages Act, the jobs have not been specified properly; it has not scientifically done. Even in the plantation where Minimum Wages Act has been operative for several years; no one knows what the employers will require the workers to do in lean months. In productive months of course the workers earn more than the minimum wages sometimes. So at that time the job is not so every important, but when lean months come, some employers require the employees to do something, some others require them to do something else. In some cases the job is fixed in such a way that they cannot get the minimum wage, and no worker, as I have already mentioned, is sure about getting his wage. The Minimum Wages Act no doubt is a step forward but it is a long way before we can achieve the real security of the worker's wages. By Minimum Wages Act this cannot be secured. This much should be understood by everybody that Minimum Wages Act is incomplete unless there is a weekly minimum or a monthly minimum or an annual minimum which is, of course, too much to hope for at this present stage.

Then, Sir, coming to the question of policy regarding conciliation and collective bargaining, where is the policy? Everything is dealt with on the exigencies. Some Conciliation Officers are conciliating in some way, some others are doing it in another way. Everywhere the existing condition, however deplorable is taken into consideration when conciliation or even collective bargaining is done. Of course in collective bargaining the Labour Minister or the Government have not got so much hand, but in conciliation everything is entirely in their hands—sending cases to the Tribunal, etc. We do want to go to the Tribunals, no doubt. But Tribunals drag on for months. There is no real policy on which to work. Tribunals may give contradictory awards. Tribunals may not give justified awards always. So sending of these conciliation failures to Tribunals is not really a compliment to the labour policy of any State.

The Labour Minister has mentioned the closure of factories due to dearth of raw materials. He has also mentioned a very strict import policy. I have already mentioned in my previous speech on the General Budget that as long as there is shortage of food in this country, as long as agriculture and food production is complete failure, as long as we do not pay more attention to the

(139) Majhi, Shri Gobinda Charan. [Amta East—Howrah.]
(140) Majumdar, Shri Apurba Lal. [Sankrail—Howrah.]
(141) Majumdar, Shri Bhupati. [Chinsura—Hooghly.]
(142) Majumdar, Shri Byomkes. [Bhadreswar—Hooghly.]
(143) Majumdar, Dr. Jnanendra Nath. [Ballygunge—Calcutta.]
(144) Majumdar, Shri Jagannath. [Krishnagar—Nadia]
(145) Mallick, Shri Ashutosh. [Onda—Bankura.]
(146) Mandal, Shri Bijoy Bhusan. [Uluberia—Howrah.]
(147) Mandal, Shri Krishna Prasad. [Kharagpur Local—Midnapore.]
(148) Mandal, Shri Sudhir. [Kandi—Murshidabad.]
(149) Mandal, Shri UmeshCh andra [Dinhata—Cooch Behar.]
(150) Mardi, Shri Hakai. [Balurghat—West Dinajpur.]
(151) Maziruddin Ahmed, Shri. [Cooch Behar—Cooch Behar.]
(152) Mazumdar, Shri Satyendra Narayan. [Siliguri—Darjeeling.]
(153) Misra, Shri Monoranjan. [Sujapore—Malda.]
(154) Misra, Shri Sowrindra Mohan. [Ratua—Malda.]
(155) Mitra, Shri Haridas. [Tollygunge—Calcutta.]
(156) Mitra, Shri Satkari. [Khardah—24-Parganas]
(157) Modak, Shri Bijoy Krishna. [Balagarh—Hooghly.]
(158) Modak, Shri Niranjan. [Nabadwip—Nadia.]
(159) Mohammad Afaque, Shri Choudhury. [Chopra—West Dinajpur.]
(160) Mohammad Giasuddin, Shri. [Farakka—Murshidabad.]
(161) Mohammad Israil, Shri. [Naoda—Murshidabad.]
(162) Mondal, Shri Amarendra. [Jamuria—Burdwan.]
(163) Mondal, Shri Baidyanath. [Jamuria—Burdwan.]
(164) Mondal, Shri Bhikari. [Bhagabanpur—Midnapore.]
(165) Mondal, Shri Dhwajadhari. [Ondal—Burdwan.]
(166) Mondal, Shri Haran Chandra. [Sandeshkhali—24-Parganas.]
(167) Mondal, Shri Rajkrishna. [Hasnabad—24-Parganas.]
(168) Mondal, Shri Sishuram. [Bankura—Bankura.]
(169) Muhammad Ishaque, Shri. [Swarupnagar—24-Parganas.]
(170) Mukherjee, Shri Bankim. [Budge Budge—24-Parganas.]
(171) Mukherjee, Shri Dhirendra Narayan. [Dhaniakhali—Hooghly.]
(172) Mukherjee, Shri Pijus Kanti. [Alipurduars—Jalpaiguri.]
(173) Mukherjee, Shri Ram Lochan. [Chatra—Bankura.]
(174) Mukherji, Shri Ajoy Kumar. [Tamluk—Midnapore.]
(175) Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal. [Ondal—Burdwan.]
(176) Mukhopadhyay, Srimati Purabi. [Vishnupur—Bankura.]
(177) Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath. [Behala—24-Parganas.]
(178) Mukhopadhyay, Shri Samar. [Howrah North—Howrah.]
(179) Mullick Chowdhuri, Shri Suhrid. [Sukea Street—Calcutta.]
(180) Murmu, Shri Jadu Nath. [Raipur—Bankura.]
(181) Murmu, Shri Matla. [Malda—Malda.]
(182) Muzaffar Hussain, Shri. [Goalpokher—West Dinajpur]

The motion of Shri Suhrid Mullick Chowdhury, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandari, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Taher Hussain, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward. Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Deo Prakash Rai, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ganesh Ghosh, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—103

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarti, Sj. Bhabataran

N

(183) Nahar, Shri Bijoy Singh. [Chowringhee—Calcutta.]
(184) Naskar, Shri Ardhendu Shekhar. [Magrahat—24-Parganas.]
(185) Naskar, Shri Gangadhar. [Baruipur—24-Parganas.]
(186) Naskar, Shri Hem Chandra. [Bhangar—24-Parganas.]
(187) Naskar, Shri Khagendra Nath. [Canning—24-Parganas.]
(188) Noronha, Shri Clifford. [Nominated.]

O

(189) Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md. [Entally—Calcutta.]

P

(190) Pakray, Shri Gobardhan. [Raina—Burdwan.]
(191) Pal, Shri Provakar. [Singur—Hooghly.]
(192) Pal, Dr. Radhakrishna. [Arambagh—Hooghly.]
(193) Pal, Shri Ras Behari. [Contai South—Midnapore.]
(194) Panda, Shri Basanta Kumar. [Bhagabanpur—Midnapore.]
(195) Panda, Shri Bhupal Chandra. [Nandigram South—Midnapore.]
(196) Pandey, Shri Sudhir Kumar. [Binpur—Midnapore.]
(197) Panja, Shri Bhabaniranjan. [Daspur—Midnapore.]
(198) Pati, Dr. Mohini Mohan. [Debra—Midnapore.]
(199) Pemantle, Srimati Olive. [Nominated.]
(200) Patel, Shri R. E. [Nominated.]
(201) Poddar, Shri Anandilall. [Jorasanko—Calcutta.]
(202) Pramanik, Shri Rajani Kanta. [Panskura East—Midnapore.]
(203) Pramanik, Shri Sarada Prasad. [Mathabhanga—Cooch Behar]
(204) Prasad, Shri Rama Shankar. [Beliaghata—Calcutta.]
(205) Prodhan, Shri Trailokyanath. [Ramnagar—Midnapore.]

R

(206) Rafiuddin Ahmed, Dr. [Deganga—24-Parganas.]
(207) Rai, Shri Deo Prakash. [Darjeeling—Darjeeling.]
(208) Raikut, Shri Sarojendra Deb. [Jalpaiguri—Jalpaiguri.]
(209) Ray, Dr. Anath Bandhu. [Bankura—Bankura.]
(210) Ray, Shri Arabinda. [Amta West—Howrah.]
(211) Ray, Shri Jajneswar. [Mainaguri—Jalpaiguri.]
(212) Ray, Dr. Narayan Chandra. [Vidyasagar—Calcutta.]
(213) Ray, Shri Nepal. [Jorabagan—Calcutta.]
(214) Ray, Shri Phakir Chandra. [Galsi—Burdwan.]
(215) Roy, Shri Siddhartha Shankar. [Bhowanipore—Calcutta.]
(216) Ray Chaudhuri, Shri Sudhir Chandra. [Bortala North—Calcutta.]
(217) Roy, Shri Atul Krishna. [Deganga—24-Parganas.]
(228) Roy, Shri Bhakta Chandra. [Manteswar—Burdwan.]
(219) Roy, Dr. Bidhan Chandra. [Bowbazar—Calcutta.]

Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanailal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati Charan
Hoare, Sjta. Anima
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Mirza, Janab Syed
Khan, Sjkta. Anjali
Kolay, Sj. Jagannath
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati

(220) *Roy, Shri Jagadananda. [Falakata—Jalpaiguri.]*
(221) Roy, Dr. Pabitra Mohan. [Dum Dum—24-Parganas.]
(222) Roy, Shri Pravash Chandra. [Bishnupur—24-Parganas.]
(223) Roy, Shri Rabindra Nath. [Bishnupur—24-Parganas.]
(224) Roy, Shri Saroj. [Garbetta—Midnapore.]
(225) Roy, Choudhury, Shri Khagendra Kumar. [Baruipur—24-Parganas.]
(226) Roy, Singha, Shri Satish Chandra. [Cooch Behar—Cooch Behar.]

S

(227) Saha, Dr. Biswanath. [Jangipara—Hooghly.]
(228) Saha, Shri Dhaneswar. [Ratua—Malda.]
(229) Saha, Dr. Sisir Kumar. [Nalhati—Birbhum.]
(230) Sahis, Shri Nakul Chandra. [Purulia—Purulia.]
(231) Sarkar, Shri Amarendra Nath. [Bolpur—Birbhum.]
(232) Sarkar, Dr. Lakshman Chandra. [Ghatal—Midnapore.]
(233) Sen, Shri Deben. [Cossipore—Calcutta.]
(234) Sen, Srimati Manikuntala. [Kalighat—Calcutta.]
(235) Sen, Shri Narendra Nath. [Ekbalpur—Calcutta.]
(236) Sen, Shri Prafulla Chandra. [Khanakul—Hooghly.]
(237) Sen, Dr. Ranendra Nath. [Manicktola—Calcutta.]
(238) Sen, Shri Santi Gopal. [English Bazar—Malda.]
(239) Sengupta, Shri Niranjan. [Bijpur—24-Parganas.]
(240) Shukla, Shri Krishna Kumar. [Titagarh—24-Parganas.]
(241) Singha Deo, Shri Shankar Narayan. [Raghunathpur—Purulia.]
(242) Sinha, Shri Bimal Chandra. [Kandi—Murshidabad.]
(243) Sinha, Shri Durgapada. [Murshidabad—Murshidabad.]
(244) Sinha, Shri Phanis Chandra. [Karandighi—West Dinajpur.]
(245) Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath. [Tufanganj—Cooch Behar.]

T

(246) Tah, Shri Dasarathi. [Raina—Burdwan.]
(247) Tahar, Hossain, Shri [Mirapur—Burdwan.]
(248) Talukdar, Shri Bhawani Prasanna. [Dinhata—Cooch Behar.]
(249) Tarkatirtha, Shri Bimalananda. [Purbasthali—Burdwan.]
(250) Thakur, Shri Pramatha Ranjan. [Haringhata—Naida.]
(251) Trivedi, Shri Goalbadan. [Bharatpur—Murshidabad.]
(252) Tudu, Srimati Tusar. [Garbetta—Midnapur.]

W

(253) Wangdi, Shri Tenzing. [Siliguri—Darjeeling.]

Y

(254) Yeakub Hossain, Shri Mahammad. [Naihati—Birbhum.]

Z

(255) Zia-Ul-Huque, Shri Md. [Baduria—24-Parganas.]

Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binay Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj, Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanailal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutta, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati Charan
Hoare, Sjta. Anima
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Mirza, Janab Syed
Khan, Sjkta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Monday the 7th March, 1960, at 3 p.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble BANKIM CHANDRA KAR) in the Chair, 13 Hon'ble Ministers, 8 Deputy Ministers and 195 Members.

[3—3-10 p.m.]

Adjournment Motions

Mr. Speaker : There are some adjournment motions. Consent has been refused. They can be read only.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : My adjournment motion reads thus : The business of the House do stand adjourned to raise a discussion of urgent public importance, viz., (1) the unwarranted and uncalled for show of police force before the State Bank of India Calcutta offices where a legal and absolutely peaceful strike is going on for the last three days ; (2) the extension of undue facilities by the State Transport authority by lending five State buses today to bring the blackleggers ; and (3) the participation of the Home (Police) Minister in a meeting of a small group of State Bank employees yesterday and thereby shamelessly intervening in the strike by utilising his power and abusing his official position.

যখন আপনি এটা রিজেক্ট করেছেন, সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু পুলিশ মন্ত্রী কি করে ব্ল্যাকলেগারসদের মিটিংএ গিয়ে পার্টিসিপেট করেন সেটা আমি জানতে চাই। আশাকরি, মুখ্যমন্ত্রী এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলবেন।

Mr. Speaker : You cannot speak on it. You have read it.

Dr. Ranendra Nath Sen :

স্যার, এটা একটা সিরিয়াস ব্যাপার, কেননা সারা ভারতবর্ষে আজ ষ্টেট ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট চলেছে। পুলিশ আজ সকালে যেভাবে ইণ্টারফেয়ার করেছে তা'তে পুলিশ মন্ত্রীর কিছু বলা দরকার। দলে দলে পুলিশ টিয়ার গ্যাস প্রভৃতি নিয়ে ষ্টেট বাসে করে সেখানে গিয়েছে এবং যার জন্য ষ্টেট বাসের সারভিস পর্য্যন্ত দিতে হোল।

Mr. Speaker : You are an old parliamentarian, Mr. Sen. You know the rules on this point. There cannot be any discussion.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty :

হোম মিনিষ্টার কি করে সেখানে গিয়ে পারটিসিপেট করেন ?

Shri Somnath Lahiri: My adjournment motion reads thus—The proceedings of the Assembly do now adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrence, viz., the situation arising out of the notice of dismissal dated the 27th February 1960 served on 108 employees of the Directorate of Industries, Government of West Bengal, of whom none has a service record of less than three years and many have served for 7 to 15 years. This summary retrenchment is particularly unfortunate when vacancies for a large number of posts in the Statistics and other sections of the Directorate of Industries are being filled with outsiders.

Shri Basanta Lal Chatterjee:

জনস্বার্থের দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং সাম্প্রতিক কালে ঘটিত নিম্নলিখিত বিষয়টির উপর আলোচনার জন্য বিধানসভার অধিবেশন মুলতুবী রাখা হউক। অর্থাৎ পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় রায়গঞ্জ সহরে ও ইহার থানার দ্রব্যমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি হইয়াছে, যেমন চিনি প্রতি সের ১·২৫—১·৩৭ নঃ পঃ, সরিষার তৈল প্রতি সের ২।০, টিন ও সিমেণ্ট খোলা বাজার হইতে উধাও হইয়াছে এবং মাছ প্রতি সের ১৷৷০—৩৷৷০ পর্য্যন্ত, ধান প্রতি মণ ১৫৲, চাল প্রতি মণ ২২৷৷০—২৪৲ টাকা। এত উচ্চমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে অপারগ হইয়া জনসাধারণ চরম দুর্দ্দশায় পড়িয়াছেন।

Shri Sunil Das:

স্যার এই হাউসে সমসাময়িক কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে মুখ্যমন্ত্রী কিংবা অন্য কোন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয় কোন কোন সময় তার জবাব দিয়েছেন। এখানে ষ্টেট ব্যাঙ্ক ষ্ট্রাইক সম্বন্ধে উল্লেখ করে একটা অ্যাডজার্নমেণ্ট মোশন এসেছে। ষ্টেট ব্যাঙ্ক ষ্ট্রাইক শান্তিপুর্ণভাবেই চলছে। কিন্তু, এই ষ্ট্রাইককে ভাঙ্গার জন্য মন্ত্রীমহলের পক্ষ থেকে কোন প্রচেষ্টা করা হয়েছে বলে আমাদের কানে এসেছে। সুতরাং এ সম্পর্কে একটা জবাব মুখ্যমন্ত্রী কিংবা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছ থেকে নিশ্চয়ই আমরা আশা করতে পারি। মাননীয় সদস্য যতীন বাবু যা বললেন, আমার যতদুর খবর সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সত্যতা আছে এবং কতটা সত্য তা' জানবার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

GOVERNMENT BUSINESS

Financial

Supplementary Estimates for the year 1959-60.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to present under the provision of Article 205 of the Constitution a statement of the Supplementary Estimates of expenditure for the year 1959-60.

The total amount covered by the present supplementary estimate is Rs. 7,29,91, 239 of which the voted items account for Rs. 7,03,24,100 and the charged items for Rs. 26,67,139.

Of the voted items the largest demand is under the head "54-Famine." The additional demand under this head is for Rs. 2,29,95,000 which is nece-

ssary for meeting the cost of large scale relief operations in areas affected by flood. The next highest demand is for Rs. 1,57,29,000 under the head "Loans and Advances by State Government" which is necessary for payment of loans to artisans and cultivators for relief of distress as a result of widespread flood, and for meeting the programme of disbursement of loans under certain schemes. The demand of Rs. 87,55,000 under the head "Education" is mainly due to larger provision for certain development schemes. The demand of Rs.38,92,000 under "57-Miscellaneous-Contributions" is required mainly for payment of grants to Municipalities in connection with the implementation of the Minimum Wages Act. The demand of Rs. 38,77,000 under the head "82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" is mainly due to larger programme of work for the Gas Grid Project during the current year. The reasons for excess demands in respect of each head have been clearly indicated in the booklet "Supplementary Estimate" presented to the house. The Ministers-in-charge of different departments will go into these in further detail as each demand is moved. The charged provisions amount to Rs. 26,67,139 only under fourteen different heads, the reasons for which have also been given under each head in the "Supplementary Estimate."

With these words, Sir, I present the Supplementary Estimates for the year 1959-60.

DEMAND FOR GRANT NO. 40

Major Heads: 57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure, etc.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 12,74,27,000 be granted for expenditure under grant No. 40, Major Heads "57-Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of Other State Works outside the Revenue Account."

The total of the two demands under two heads amounts to Rs. 12,74,27,000. The total demand consists of Rs. 3,37,70,000 under "57-Miscellaneous Other Miscellaneous Expenditure" and Rs. 9,36,57,000 under "82—Capital Account of Other State Works Outside the Revenue Account."

[3-10—3-20 p.m.]

The main item under "57-Miscellaneous—other Miscellaneous expenditure" is Rs. 68,49,700 under "Miscellaneous and unforeseen charges" which includes Rs. 39,10,000 for the West Bengal National Volunteer Force. This item also includes Rs. 3,19,500 for expenditure in connection with the social welfare schemes, Rs. 5,61,000 on account of buildings requisitioned for residential accommodation of Government servants and private individuals, and Rs. 10 lakhs for meeting expenditure in connection with the adoption of the metric system of weights and measures. A provision of Rs. 12,66,000 has also been included

under this item for expenditure in connection with the Tibetan refugees in Buxa camp which will, however, be recovered entirely from the Government of India. A provision of Rs 9,82,400 has been made for the cost of maintenance of various Government buildings including the Writers' Buildings, Anderson House, etc., etc. There is a provision of rupees 1 crore 20 lakh 23 thousand for miscellaneous development schemes, rupees 30 lakh for village panchayats, 1 lakh 23 thousand for aid to voluntary organisations for social welfare work, 14 lakhs for contribution to the Howrah Improvement Trust, 17 lakh 23 thousand for aid to municipalities for improvement of municipal roads, 6 lakh 29 thousand for welfare extension projects, 1 lakh 32 thousand for establishment of a composite reformatory, industrial and borstal school and 10 lakh for subsidised industrial housing scheme. The total estimated expenditure for slum clearance project is 1 crore 40 lakh out of which 35 lakhs will be met by the State and will be debitable to the State plan and the Centre's share of 1 crore 5 lakhs which is shown under the Centrally sponsored schemes outside the State plan. The total provision for man power and employment is rupees 4 lakhs 57 thousand out of which 1 lakh 83 thousand will be met by the State Government out of the plan and 2 lakh 74 thousand by the Centre. Tne total provision for establishmeut of care and after-care institution at Lillooah and establishment of district shelters in connection with the programme of after-care services and social and moral hygiene is rupees 3 lakh 93 thousand out of which rupees 3 lakhs 33 thousand will be met by the State Government out of the plan and rupees 60 thousand by the Central Government. There is also a provision of rupees 8 lakh 51 thousand for scarcity areas schemes, for example, permanent improvement of Sundarban area, and Rs. 10 lakh for private employers' sector of the subsidised industrial housing scheme under the Centrally sponsored schemes outside the State plan. The main item under the head "82 Capital account of other State works outside the revenue account" is the provision of 4 crores 72 thousand for the development and administration of industries at Durgapur. The second biggest item is the provision of rupees 1 crore 14 lakh for the Greater Calcutta Milk Supply scheme. A provision of rupees 88 lakh has also been made for the subsidised industrial housing scheme which envisages the construction of tenements by the State Government for industrial workers. 50 per cent of the cost will be received from the Union Government as subsidy and 50 per cent will be received from the Government as loan. There is also a provision of 75 lakh for fertiliser plant, 71 lakhs 28 thousand for rural housing model village scheme which is otherwise known as the Build Your Own House Scheme and rupees 34 lakh for the Salt Lake Reclamation scheme. A total provision of rupees 24 lakh has been made for remodelling Calcutta Corporation's outfall system from Bantala to Kulti, filling up of circular canal in Calcutta and Tollygunge and Panchannagram drainage scheme. There is also a provision of rupees 16 lakh 7 thousand for expansion and establishment of a T. B. hospital. This demand also includes a total provision of 14 lakh 84 thousand for construction of houses under the low income group housing scheme, Patipukur Township

scheme and construction of 41 houses at Patipukur under the middle income group housing scheme.

With these words, Sir, I commend my motion for the acceptance of the House.

Shri Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57-Miscellaneous-Other Miscellaneous Expenditure-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Kumar Pandey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,74, 27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57-Miscellaneous-Other Miscellaneous Expenditure-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Pabitra Mohan Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57-Miscellaneous-Other Miscellaneous Expenditure-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57-Miscellaneous-Other Miscellaneous Expenditure-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,74,27,CC0 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57-Miscellaneous-Other Miscellaneous Expenditure-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57-Miscellaneous-Other Miscellaneous Expenditure-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57-Miscellaneous-Other Miscellaneous Expenditure-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,74,27,000 for Expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57-Miscellaneous-Other Miscellaneous Expenditure-82-Capital Account of the State Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,74,27,C00 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57-Miscellaneous-Other Miscellaneous Expenditure-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57-Miscellaneous-Other Miscellaneous Expenditure-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57-Miscellaneous-Other Miscellaneous Expenditure-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mullick Chowdhury: Sir, I beg to move that the demend of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57-Miscellaneous-Other Miscellaneous Expenditure-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shrimati Manikuntala Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57-Miscellaneous-Other Miscellaneous Expenditure-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57-Miscellaneous-Other Miscellaneous Expenditure-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Ledu Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57-Miscellaneous-Other Miscellaneous Expenditure-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57-Miscellaneous-Other Miscellaneous Expenditure-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57-Miscellaneous-Other Miscellaneous Expenditure-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57-Miscellaneous-Other Miscellaneous Expenditure-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Rama Shankar Prasad: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57-Miscellaneous-Other Miscellaneous Expenditure-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Dr Golam Yazdani : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57-Miscellaneous-Other Miscellaneous Expenditure-82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account," be reduced by Rs. 100.

Shri Ganesh Ghosh :

স্পীকার, স্যার, আমি ৪০ নম্বর গ্রাণ্ট, মেজর হেড ৮২ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাই—পারটিকুলারলি আমি বলব দুর্গাপুর কোক ওভেন প্ল্যাণ্ট সম্বন্ধে। দুর্গাপুর কোক ওভেন প্ল্যাণ্ট, গ্যাস গ্রিড এবং পাওয়ার প্ল্যাণ্ট সম্বন্ধে যেটুকু খবর আমরা পেয়েছি সরকারের কাছ থেকে তা থেকে প্রথম দিকে ধারণা ছিল যে কোক ওভেন প্ল্যাণ্ট এবং এ্যালায়েড যে সমস্ত প্রোজেক্ট আছে সেগুলি খুব লাভবান হবে। গত বছর ১৯শে মার্চ্চ তারিখে ডাঃ রায় একটা প্রশ্নোত্তরে আমাদের যে খবর দিয়েছেন তা থেকে এবং এবারের বাজেট থেকে আমরা এ সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছি। আমাদের মনে হচ্ছে যে, দুর্গাপুর প্রোজেক্ট সম্পর্কে যথেষ্ট ভাবে চিন্তা করা হয়নি, ভাল স্কীম তৈরী করা হয়নি যার ফলে দুর্গাপুর প্রোজেক্ট থেকে আমাদের আপাততঃ নিশ্চয়ই যথেষ্ট পরিমাণে লোকসান হবে। ৪ বছর আগে দুর্গাপুর প্রোজেক্ট সম্পর্কে একখানা বই দেওয়া হয়েছিল, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট পাবলিকেশান, তাতে বলা হয়েছিল যে দুর্গাপুর কোক ওভেন এবং টার ডিসটিলেসান প্ল্যানের জন্য মোটামুটি ৫ কোটি টাকা খরচ হবে, গ্যাস গ্রীডে ৩ কোটি টাকা, থারম্যাল পাওয়ার প্ল্যাণ্টে ৪ কোটি টাকা, টোটাল ১২ কোটি টাকা খরচ হবে। গেল বছর ১৯শে মার্চ্চ একটা প্রশ্নোত্তরে ডাঃ রায় যা বলেছিলেন তাতে দেখতে পাচ্ছি যে এই খরচ অনেক বেশী হয়ে যাচ্ছে। ডাঃ রায় বলেছিলেন কোক ওভেন এণ্ড বাই-প্রোডাক্টস প্ল্যাণ্ট এবং গ্যাস গ্রিড এতে খরচ হবে ৭।। কোটি টাকা। কিন্তু কোক ওভেন প্ল্যাণ্টে ৪।। কোটি টাকা, ল্যাণ্ড এবং বিল্ডিং ইত্যাদি নিয়ে ৩ কোটি টাকা, গ্যাস গ্রিড ইত্যাদির জন্য ৩।। কোটি টাকা, থারম্যাল পাওয়ার প্ল্যাণ্টে ৩ কোটি টাকা—আগে ৪ কোটি ছিল বোধ হয় কমিয়ে ৩ কোটি হয়েছে—সমস্ত মিলিয়ে খরচ হচ্ছে ১৪ কোটি টাকা ; এটা আগে ছিল ১২ কোটি টাকা।

অবশ্য এবার বাজেটে ডেভেলপমেণ্ট সম্বন্ধে যে বইখানা দেখা হয়েছে তাতে দেখতে পাচ্ছি ১৯৫৬-৫৭, ১৯৫৭-৫৮, ১৯৫৮-৫৯, ১৯৫৯-৬০ এবং এ বছরের যা ডিমাণ্ড সব ধরে ১৮ কোটি ১১ লক্ষ টাকা অর্থাৎ যেটুকু খরচ আমরা গেলবার পেয়েছি তার চেয়ে আরো ৪ কোটি টাকা বেশী খরচ হচ্ছে। এই খরচের ভিত্তিতে যদি আমরা প্রোজেক্ট এ্যানালাইজ করি তাহলে দেখবো যে আমাদের তাতে লাভ হবে না। যতক্ষণ না পর্য্যন্ত এই প্রোজেক্ট পরিপুর্ণভাবে ফাংসন করতে থাকে কিম্বা হোল প্রোজেক্টটা আবার ভাল করে নুতন করে স্কীম করে করা না যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের অনেক বেশী ক্ষতি হবে। মিঃ স্পীকার, স্যার, গেল বছর ফেব্রুয়ারী মাস থেকে এই কোক ওভেন প্ল্যাণ্টের কাজ আরম্ভ হয়েছে, অথচ কি ভাবে কাজ হচ্ছে, কি প্রোজেক্ট সেখানে তৈরী হচ্ছে সে সম্বন্ধে কোন রিপোর্ট আমরা এখনও গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে পাইনি। শুধু এটুকু জানতে পেয়েছি যে টার এবং আরো কিছু কিছু বাই-প্রোডাক্ট তৈরী হচ্ছে এবং সেগুলি বিক্রী হচ্ছে। গ্যাস গ্রিড সম্বন্ধে আমি বিশেষ করে ২।৪টা কথা বলবো। গেল বছরের ১৯শে মার্চ্চ তারিখে ডাঃ রায় যে খবর দিয়েছিলেন তা থেকে আমরা জানতে পারি যে এই প্ল্যাণ্ট থেকে বছরে ৫২৫০ মিলিয়ান কিউবিক ফুট অব গ্যাস তৈরী হবে, এর থেকে আদ্রায় ফায়ারিং-এর জন্য প্রয়োজন হবে ২৪৫০ মিলিয়ান কিউবিক ফুট

বাকী যে প্রভূত পরিমাণে গ্যাস তৈরী হচ্ছে গেল বছর ফেব্রুয়ারী থেকে আজ পর্যন্ত দুর্গাপুর প্রোজেক্ট বুকলেটে যেটা য়্যান্টিসিপেট করা হয়েছিল ৯·৫ মিলিয়ান সেটা ওয়ান থাউজেণ্ড কিউবিক ফুট যদি এক টাকা হিসাবে ধরা হয়, যা ওদের স্কীমের মধ্যে রয়েছে, তাহলে দেখবো ডেলি ওয়েষ্টেজ হচ্ছে ১০ হাজার টাকা—প্রতিদিন আমাদের গ্যাস ওয়েষ্টেজ হচ্ছে যেটা বাই-প্রোডাক্ট হিসাবে আমরা পেতে পারতাম।

[3-20—3-30 p.m.]

যা ওয়েষ্টেজ হয়ে গেল শুধু স্কীম না করার জন্য। ডাঃ রায় চিন্তা না করে এই যে প্ল্যান তৈরী করে কাজ আরম্ভ করলেন, তার জন্য এক বছরের মধ্যে ৩৫ লক্ষ টাকা নষ্ট হয়েছে। এই ৩৫ লক্ষ টাকায় হয়ত সাতটি কাপড়ের কল তৈরী হতে পারত হয়ত ছোটখাট ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা ১০টি হতে পারত তাতে এমপ্লয়মেণ্ট পোটেনশিয়ালিটি বাড়ত অথচ ৩৫ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়ে গেল এবং বড় কথা হচ্ছে গ্যাস গ্রীড তৈরী করে, দুর্গাপুর থেকে গ্যাস এনে কলকাতায় বিক্রী করা হবে কম দামে যাতে রান্নার জন্য যে কয়লা ব্যবহৃত হয় তারজন্য যে খরচ হয়---তাতে যে নানা অসুবিধা হচ্ছে—তা হবে না এই গ্যাস যদি রিপ্লেস করতে পারা যায়। কারণ তা সস্তা দামে তারা বিক্রী করতে পারেন। এদিক দিয়ে দেখা গেল গ্যাস গ্রীড তৈরীই হয়নি। ১৯৬১ সালের মে মাসে তৈরী হবে বলেছেন। এর জন্য যে অভিজ্ঞতা তাতে আরও বহুদিন লাগবে গ্যাস গ্রাড তৈরী করতে। সেটা তৈরী না হতে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে! আর তৈরী হলে কি পরিমাণ ক্ষতি হবে আপনার স্কীমএ সেটা আমি আপনার কাছে দেখিয়ে দিচ্ছি, এই খরচের যে হিসাব দুর্গাপুর প্রোজেক্টের বুকলেট থেকে কোট করছি। এ সমস্তই গভর্ণমেণ্ট সোর্স থেকে ডাটা দেওয়া হচ্ছে। এতে বলা হয়েছে য়্যাট দি রেট অফ ১৩০০ টনস পার ডে এই কষ্ট অফ কোল ধরা হবে পার টন এতে বছরে খরচ হবে ৮৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা এষ্টিমেটেড য়্যাট ৩৫০ ডেজ। এখন অপারেশন য়্যাণ্ড মেণ্টেন্যান্স কস্ট য়্যাট ফোর পারসেণ্ট অফ দি ক্যাপিট্যাল চার্জ—এই ক্যাপিট্যাল আগে ছিল ৫ কোটি টাকা, সেটা বেড়ে গেল বছর ডাঃ রায় যা বলেছেন ৭।। কোটি টাকা হয়েছে, বইয়েতে দেওয়া হয়েছে ২০ লক্ষ টাকা এখন এই অপারেশন কষ্ট য়্যাট ফোর পারসেণ্ট ৩০ লক্ষ টাকা, ইলেকট্রিসিটি কনজামসন ৪ লক্ষ টাকা রয়েছে। ওয়াটার ফর কুলিং এ্যাণ্ড কষ্ট অফ ষ্টীম জেনারেসন ৩ লক্ষ টাকা ঠিক ধরা হয়েছে, সাণ্ড্রিজ ১ লক্ষ টাকা। ডেপ্রিসিয়েসন অফ বিল্ডিংস—বইয়েতে যে কথা বলা হয়েছে এই বিল্ডিংস' স্প্যান অফ লাইফ ২৫ বছর—সুতরাং ৩ কোটি বিল্ডিংসএ যদি খরচ হয় এ্যানুয়েল ডেপ্রিসিয়েসন চার্জ ধরা হবে ১২ লক্ষ টাকা। এ বইয়ে ডেপ্রিসিয়েসন অফ প্ল্যাণ্ট—প্ল্যাণ্টএর লাইফ ধরা হয়েছে ১৫ বছর—অতএব ৪।। কোটি টাকা যদি খরচ হয় ১৫ বছরে ৩০ লক্ষ টাকা। ইণ্টারেষ্ট য়্যাট ৪% পারসেণ্ট ৭॥ কোটি টাকার ৩০ লক্ষ টাকা। এতে টোটাল হল ১ কোটী ৯৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। এই হল গত বছরের ডেবিট আর ক্রেডিট হচ্ছে, কোক আমরা পাচ্ছি ৮৫০ টাকা দৈনিক ৩৪৮০ করে ১ কোটী ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। কোলটার ৪৫ টন দিনে ১৬৫ টাকা করে ২৫ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা বেঞ্জিন পাচ্ছি ১৪ টন ৩৫০ দিনে পাচ্ছি ৬০০ টাকা করে ২৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। সারপ্লাস কষ্ট যেটা ধরা হয়েছে ৩৩০০ মিলিয়ন য়্যাট রুপী ওয়ান করে নষ্ট হয়ে গেল এবং যতদিন গ্যাস গ্রীড তৈরী না হয় নষ্ট হয়ে যাবে, সামান্য কিছু পাওয়া যাবে ওভেন। মোটামুটি রাউণ্ড ফিগার ক্রেডিট হচ্ছে ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা সুতরাং লস দেওয়া হয় গ্যাস বাদ দিয়ে প্রতি বছর ৩৮ লক্ষ টাকা।

যদি গ্যাস সাপ্লাই করবার ব্যবস্থা হয়, তাহলে ডাঃ রায় যে ফিগার দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে য়্যানুয়েল আউটপুট হবে ৫২৫০ এম, সি, এফটি, এতে ২৮০০ এম, সি, এফটি উড বি য়্যাভেলেবেল ফর ট্রান্সমিশন আর ১৫০০ এম, সি এফটি থারম্যাল প্লান্ট পাওয়ার এ যাবে। সুতরাং আমাদের বাকী থাকে ১৭৫০ এম, সি, এফটি। যদি ১০০০ সি, সি, এফটি এক টাকা করে দাম হয়, তাহলে টোট্যাল ক্রেডিট দাঁড়ায় ১৭ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। যখন গ্যাস গ্রীড তৈরি হবে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ ২৬ হাজার টাকায় এবং টোট্যাল ডেবিট ১ কোটি ৯৬ লক্ষ ৪৫ হাজারটাকা, এবং আমাদের রেকারিং লস ২০ লক্ষ টাকা প্রতি বছর ; সেই অবস্থায় কতটুকু লাভবান হবেন, সেটা ভাবার জিনিষ। এই অবস্থায় মনে হচ্ছে আমাদের স্কীমটা আরও ভাল ভাবে ভেবে চিন্তে দেখা উচিত যে স্কীমটা মেডিফায়েড করা যায় কিনা। এত টাকা খরচ করে প্রজেক্ট করা হচ্ছে, যার জন্য বাংলার একটা স্থায়ী ক্ষতি না হয়, সেদিকে খুব বেশী চিন্তা করে করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। কারণ, তাহলে এর আগেই গ্যাস গ্রাড তৈরি হত। প্রতিদিন দশ হাজার টাকা করে এই গ্যাস গ্রীড এর জন্য খরচ পড়ছে। এটা চিন্তা করা উচিত। বলা হচ্ছে চীফ রেটএ গ্যাস যাতে সাপ্লাই করতে পারি তার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং ডাঃ রায় বলেছেন ১৯৬১ সালের মে মাস থেকে আমরা দিতে পারবো। এখানে এই বাজেট বইতে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাতে বলা হচ্ছে গ্যাস গ্রীড সম্বন্ধে যে tender specification of gas grid has been finalised by the consulting Planning work and alignment of gas pipe line has been completed and detailed work of survey of the alignment has been started.

অর্থাৎ কোন দিক দিয়ে পাইপ লাইনব সবে তার সার্ভেটা কমপ্লিট হয়েছে। তারপর বলা হচ্ছে কাজ আরম্ভ হবে ফার্ষ্ট ইনস্টলমেণ্ট অফ দি সীমলেস ষ্টীল পাইপ ইন ১৯৬১ মেতে আসবার পর। সুতরাং এই অবস্থায় ১৯৬১ সালের মে মাসে কি করে গ্যাস দেওয়া সম্ভব হবে, তা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। ডাঃ রায় হয়ত বলবেন হবে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ১৯৬১ সাল কেন ১৯৬২ সালেও হয় কিনা সন্দেহ আছে। না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা এটা বিশ্বাস করতে পারছি না। আমাদের প্রতিদিন ১০ হাজার টাকা করে খরচ হয়ে যাচ্ছে। এই ১০ হাজার টাকা কনসার্ভ করবার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা, সে বিষয় চিন্তা করতে বলি। ডাঃ রায় বলেছেন যে কোক ওভেন থেকে ৫২৫০ এম সি এফটি গ্যাস প্রতি বছর তৈরি হবে। আর তার থেকে ওভেন লিজিংএর জন্য ২৮০০ এম, সি, এফটি খরচ হবে, এবং যেটা বিক্রয় করা হবে সেটা হচ্ছে ১০৫০ এম, সি, এফটি, সুতরাং কলকাতার জন্য যেটা বাকী থাকছে, সেটা হচ্ছে ৩৩০০ এম, সি, এফটি, তারপর ট্রান্সমিশন কস্ট ধরা হয়েছে দশ আনা। সুতরাং দুর্গাপুর প্রজেক্টে যে কস্ট দেখান হয়েছে সেটা হচ্ছে ২০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা কস্ট অফ অপারেশান এ্যাণ্ড মেণ্টিন্যান্স ইনক্লুডিং স্যালারি এ্যাডস্যাডরা। সেখানে যদি য়্যামাউণ্ট অফ গ্যাস কমে যায়, তাহলে দেখতে পাচ্ছি ট্রান্সমিশন কস্ট সামান্য। ফিগার ওয়ার্ক করে দেখা যাচ্ছে ট্রান্সমিশন কস্ট ফর ইচ ইউনিট অফ ১০০০ সি, এফটি, হচ্ছে। এক টাকা চার আনা। সুতরাং ১০০০ সি, এফটি, গ্যাস ডেলিভার্ড এ্যাট দি মহ্ব অফ দি গ্যাস গ্রীড তার কস্ট পড়ছে অতএব ২।০ দিয়ে গ্যাস ওখান থেকে কলকাতায় এনে বিক্রয় করলে, এতে কি কোল রিপ্লেস করতে পারবো। কখনও রিপ্লেস করা সম্ভব হবে না। এই গ্যাস দিয়ে কোলকে রিপ্লেস করা কিছুতে সম্ভব হবে না, কারণ, গ্যাসএর দাম পড়ছে দু'টাকা চার আনা। তার উপর আবার প্রফিট রয়েছে। তাছাড়া আমরা শুনেছি দুর্গাপুর প্ল্যাণ্ট থেকে খুব হিউজ

য়্যামাউণ্ট অফ গ্যাস হবে না, সুতরাং ওটা যদি চালুও হয় তাতে লাভ হবে না এবং প্রথম কয়েকমাস লোকসান হবে। সুতরাং সব দিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বর্ত্তমান স্কীমে, ঐ গ্যাস কোল যেটা রান্নার পারপাসএ ইউজ হয় সেটা আমরা কখনই রিপ্লেস করতে পারবো না।

[3-30—3-40 p. m.]

যে রকম লুজলি চিন্তা না করে স্কীম করা হয়েছে তাতে সন্দেহ হচ্ছে? এই যে ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর য়্যাকুইজিসন টেকিং ওভার সম্বন্ধে যে বিল এসেছে, তাতে সন্দেহ হচ্ছে। গেলবারে এই বিলটি আমাদের আপত্তি করবার পরে উইথড্র করা হল। এবার আবার দেখছি এর পারপাস হচ্ছে ফর আলটি য়্যাকুইজিসন অফ দি ম্যানেজমেণ্ট। অর্থাৎ কিনা সাধারণভাবে বলতে গেলে ঐ কোম্পানীকে কিছু পাইয়ে দেওয়া হবে য়্যাট দি কস্ট অফ দি ষ্টেট এক্সচেকার টেমপোর্যারিলি রীট্রিট ডাঃ রায় করেছিলেন; এই সমস্ত হাউসের সামনে আবার ব্যাকডোর দিয়ে তিনি নিয়ে এসেছেন। ইট উড হ্যাভ বিন ভেরি অনেষ্ট—তাঁর বলা উচিত ছিল আমি যেটা ভেবেছি ঠিকই ভেবেছি। আমার মত বাংলাদেশে কেউ ভাবতে পারে না। যদি বলতেন ঐ জ্বালান কোম্পানীকে দুই কোটি টাকা দিয়ে দেব তাহলে ভাল হ'ত তা বললেন না? বললেন ফর টেমপোর্যারী টেকিং ওভার বাই দি সেণ্ট্রাল য়্যাণ্ড আলটিমেট য়্যাকুইজিসন।

মিষ্টার স্পীকার স্যার, এমনি করে ডাঃ রায়ের খামখেয়ালী সম্বন্ধে আরো দু একটি কথা বলবো। সল্ট লেক রীক্লামেসন করবার কথা বলা হচ্ছে—ফাষ্ট ফেজ অফ দি প্রোগ্রামএ সাড়ে তিন বর্গমাইল জায়গা উচু করতে হবে, গঙ্গার পলিমাটি ফেলতে হবে। এর ১৯৬০-৬১ সালে এক্সপেক্টেড এক্সপেণ্ডিচার ৪৪ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা দি ফার্ষ্ট ফেজ অফ দি স্কীম ইজ টু বিগিন বাই ১৯৬০-৬১। যদি এবছর সেণ্ট্রাল য়্যাপ্রুভ্যাল পাওয়া যায়। য়্যাপ্রুভ্যাল পাওয়া গেছে কিনা জানিনা। এই বই থেকে দেখছি অলরেডি ৪৪ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। কিসে, হয়েছে সে কথা আপনি জবাব দেবার সময় যেন বলে দেন। আরলীয়ার এস্টিমেট ফর দি ফার্ষ্ট ফেজ দেখছি ১২ কেটি ৭০ লক্ষ। ৯ থেকে ৩ কোটি টাকা বেড়ে গেছে। টাইম হচ্ছে ৭ বৎসর এষ্টিমেটেড কস্ট ফর দি সেকেণ্ড ফেজ হচ্ছে মাটী ঢেলে পরে রাস্তাঘাট ইত্যাদি ডেভেলপ করতে লাগবে ৭ বছর এখন পর্য্যন্ত এষ্টিমেট হচ্ছে ৬ কোটী ৫০ লক্ষ টাকায় শেষ হবে। আমার মনে হয় আরো অনেক বেড়ে যাবে।
কমপ্লিট স্কীমএ ধরা হয়েছে ১০ কোটী টাকা। বলা হচ্ছে। ৩০।৪০ বছর লাগবে সময় ডেভেলাপ করবার জন্য প্লট বাই প্লট ভাগ করে মিডল ক্লাসদের কাছে বিক্রি করা হবে, ২ লক্ষ মিডল ক্লাস ফ্যামিলি জন্য মার্কেটিং সেণ্টার শপিং সেণ্টার মাঠঘাট ইত্যাদি করা হবে। গঙ্গার পলিমাটী ফেলার ৪০ বছর পরে সেখানে বাড়ীঘর করা যাবে। আমার মনে হয় তার আগে কোন ইঞ্জিনীয়ার সেখানে বাড়ী তৈরি করবেন না। আরো ষাট বছর ফেলে রাখতে হবে। এতে করে কলকাতার কনজেসন কমবে কি? কমবে না। যে জিনিষ অনেক এগিয়ে ছিল, সেই সার্কুলার রেলওয়ে করলে কনজেসন অনেক কম হতো। ডাঃ রায়ের উদ্ভট পরিকল্পনার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেল। ওভারহেড রেলওয়েএর জন্য কত টাকা খরচ হয়ে গেল। শেষ পর্য্যন্ত তাও হল না। সার্কুলার রেলওয়েএর কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেলেও শেষ পর্য্যন্ত ডাঃ রায় তা পুস করলেন না। আবার সল্ট লেক রীক্ল্যামেশন করবেন, তারজন্য মধ্যবিত্তেরা হা-পিত্তেস করে বসে থাকবে। তারজন্য ধরা

হয়েছে ৭০ লক্ষ টাকা। আরো ৯০ লক্ষ টাকায়ও হবে কিনা জানি না। আর কিছু না হোক ডাঃ রায়ের প্রিয় কিছু ভাগ্যবান কনট্রাক্টররা কয়েক লক্ষ টাকা পকেটস্থ করতে পারবেন।

তারপর দীঘা সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যাপার হচ্ছে। সেখানেও বহু টাকা খরচ করা হচ্ছে। দীঘায় যে বাড়ী তৈরি করা হচ্ছে রাস্তার দুদিকে সমুদ্রের দিকে বাড়ী ভাঙ্গতে আরম্ভ করেছে। কিছুদিন পরে আর তার চিহ্নও থাকবে না। একটা ডেভেলপমেণ্ট কোম্পানী কো-অপারেটিভ হেলথ রেসট সোসাইটীকে বহু টাকা দেওয়া হচ্ছে। সরকার থেকে টেনেমেণ্ট তৈরি করে ওয়ান চীপ হোটেল করা হবে, মাঠ তৈরী করা হবে, মার্কেট হবে, একটা শপিং সেণ্টার তৈরী করার জন্য প্ল্যাটফর্ম হবে। তারমধ্যে এই টেনেমেণ্ট তৈরী হয়েছে। আর যে গুলি তৈরি হবে বলা হচ্ছে, তার বেশীর ভাগ তৈরি হবে বলে মনেও হয় না।

Shri Sunil Das :

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি এই গ্র্যাণ্টেএর উপর বলতে গিয়ে দুর্গাপুর প্রোজেক্ট সম্বন্ধে কিছু বলবো, এবং তারপর আমার সময় থাকলে ইনডাষ্ট্রিয়াল হাউসিং স্কীমএর স্লাম ক্লিয়ার্যান্স প্রোজেক্ট সম্বন্ধে কিছু বলবো। দুর্গাপুব প্রোজেক্ট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় এই প্রোজেক্ট সম্বন্ধে আমাদের উদ্বেগ রয়েছে। আমাদের দুর্গাপুব প্রোজেক্ট বাংলাদেশের শিল্পায়তনের ভবিষ্যতের একটা অন্যতম প্রকৃষ্ট পথ বলে ভেবেছিলাম এবং এখনও ভাবি। কিন্তু তার পথে যে অন্তরায় দেখা দিয়েছে স সম্পর্কে আমরা উদ্বেগ প্রকাশ না করে পারি না। অন্তরায় দুই রকম। প্রথম অন্তরায় অভ্যন্তরীন, দ্বিতীয়, সাধারণত ভারতবর্ষীয় স্তরে যে অন্তরায় সেই অন্তরায়। এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই, অভ্যন্তরীন অন্তবায়ের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলতে হবে যে দুর্গাপুব প্রোজেক্ট যদিও এখন পর্য্যন্ত তার সম্পূর্ণ রূপ পবিগ্রহ কবেনি তাহলেও যত-টুকু দুর্গাপুব প্রোজেক্ট অগ্রসব হয়েছে তার ভিতর আর একোনমির কোন অবকাশ আছে কিনা সেটাও আমাদের বিচার্য্য। এই প্রসঙ্গে আমি, মাননীয় স্পাকার মহাশয়, আপনাব দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৫৯ সালের জুন, জুলাই মাসে দুর্গাপুব প্রোজেক্টএ, বিশেষ করে আজকে কোক ওভেন প্রোজেক্ট সম্পর্কে যে বিতর্ক উঠেছিল, যে বিতর্কের ফলে জন-সাধারণের মনে আরো সংশয় এবং উদ্বেগে ভরে গিয়েছিল সেদিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি আশা করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এ সম্পর্কে সরকার পক্ষের কি বক্তব্য আছে দুর্গাপুর কোক ওভেন প্রোজেক্টএর সুষ্ঠু পরিচালনা সম্পর্কে, কি বক্তব্য আছে, সেটা আমাদের বলবেন। আমবা দেখেছি দুর্গাপুর সম্পর্কে সে সময় এই ধবণের একটা সংশয় উপস্থিত হয়েছিল যে দুর্গাপুর প্রোজেক্টএর যে ইনষ্টলেশন, সেই ইনষ্টলেশনে কিছু গুরুতর ত্রুটি রয়েছে। যে প্ল্যাণ্ট আনা হয়েছে, যন্ত্রপাতি আনা হয়েছে, তাতে কিছু গুরুতর ত্রুটি রয়েছে। দুই নং হল আমরা সেই সময় দেখেছি যে দুর্গাপুর কোক ওভেন থেকে যে কোক উৎপাদিত হল সেই কোক বিক্রয় হল না। এই কোকের বাজার আছে কি নেই সে সম্বন্ধেও সংশয় উপস্থিত হয়েছে। তিন নং হল, যে ধরণের কোক উৎপাদিত হল সেই প্রকৃতির কোকএর বাজার সত্য-সত্যই আছে কিনা। সুতরাং এই প্রকারের কোক ঐ সব ষ্টীল কারখানায় যে কোক তৈরী হয়, তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর একটা বোঝা হয়ে থাকবে কিনা সে সম্পর্কেও সংশয় উপস্থিত হয়েছে। আমরা জানি দুর্গাপুরে, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন, যে প্রায় ৩ লক্ষ টন কোক বৎসরে উৎপাদিত হবার কথা। এবং সেখানে যে

ধরণের কোক হবার কথা সেই ধরণের কোকএ শতকরা ৩০ ভাগ ছোট ছোট কোক বা স্মলস হবার কথা।

[3-40—3-50 p.m.]

কিন্তু দেখলেন—অন্ততপক্ষে সংবাদপত্রে যা প্রকাশিত হয়েছে—দুর্গাপুরে মেকানিক্যালি স্ক্রীনিং করবার যে ব্যবস্থা অর্থাৎ কোক ছেঁকে ফেলবার যে ব্যবস্থা আছে তাতে বেশীর ভাগ কোক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ৩ ইঞ্চির কম গরম হয়ে যাচ্ছে যার ফলে দুর্গাপুরে যারা খরিদ্দার তাদের কাছ থেকে আগে অভিযোগ উঠেছে যার জন্য মেকানিক্যাল স্ক্রীনিং ব্যবস্থা সরিয়ে ফেলে সেখানে ম্যানুয়েল স্ক্রীনিংএর ব্যবস্থা করা হয়েছে—এটা যদি সত্যিই হয়ে থাকে তা'হলে এটা অত্যন্ত গুরুতর ত্রুটি বলে আমি মনে করি, কারণ যদি মেকানিক্যাল স্ক্রীনিংএর পরিবর্তে ম্যানুয়েল স্ক্রীনিংএর ব্যবস্থা করতে হয় তা'হলে এত টাকা খরচ করে মেসিনারী কেনবার দরকার ছিল? আমি আশাকরি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জানাবেন। তারপর, গত ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ষ্টেটসম্যানএ একটা সংবাদ দেখেছি তাতে গতবার আমি যে সংশয় প্রকাশ করেছিলাম সেটাই সমর্থিত হচ্ছে—সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ষ্টীল কারখানায় বর্তমানে সরকারী অর্থাৎ পাবলিক সেকসনএ ৩টা এবং প্রাইভেট সেকসনে দুটো ষ্টীল কারখানার কোক ওভেন যে কোক উৎপাদন হচ্ছে—এবং অন্যান্য বহু প্রকারের কোক বাজারে রয়েছে—তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দুর্গাপুর কোক এঁটে উঠবে কিনা সে সম্পর্কে আমি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম, এবং দেখা যাচ্ছে দুর্গাপুরএর য়্যাডমিনিষ্ট্রেসন মিঃ গাঙ্গুলীও এঁর একটা বক্তব্যে সেই ধরণের সংশয় প্রকাশ করেছেন। সারা ভারতবর্ষে কোকএর যে এফেকটিভ ডিম্যাণ্ড ৬ লক্ষ টন বলে আমি জানি—আমি জানি না এর মধ্যে এই ইফেটিভ ডিম্যাণ্ডএর নতুন কোন হিসাব হয়েছে কিনা—কিন্তু যদি ৬ লক্ষ টন হয় এবং বিভিন্ন কোক ওভেন ষ্টীল কারখানার থেকে যে কোক উৎপন্ন হচ্ছে সেই কোকএর সংগে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠবে কিনা সে সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া দরকার—এবং আমি আশাকরি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আমাদের এই বিষয়ে নিঃসংশয় করবেন। তারপর, আমার বক্তব্য হচ্ছে, আপনারা যে হিসাব দিয়েছেন, আমি দেখছি সিভিল এষ্টিমেট থেকে যে, কোক ওভেন বাই-প্রোডাক্টস এবং বিভিন্ন কোক ওভেন থেকে উৎপাদিত কোক যে রেভেনিউ ১৯৫৯।৬০ সালে এষ্টিমেট করা হয়েছিল সেটা আর রিভাইজড বাজেট এই দুটোর মধ্যে আসমান জমিন পার্থক্য দেখা যাচ্ছে, অর্থাৎ, ১৯৫৯।৬০ সালে বাজেটএ ১ কোটি ৬০ লক্ষ ধরা হয়েছিল, কিন্তু রিভাইজড বাজেটএ সেটা নেমে এসে ৪০ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে—এসব আয় হচ্ছে কোক ওভেনের কোক থেকে এবং অন্যান্য বাই-প্রোডাক্টস সব মিলিয়ে। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি পূর্বেই বলেছি যে, কোক ওভেনএর যে কোক ৩ লক্ষ টন বছরে তৈরী হবে—অবশ্য দুর্গাপুরে সব ব্যাটারিতে এখনো আগুন জ্বলেনি—সেদিক থেকে ৩ লক্ষ টন বছরে হচ্ছে না—যাই হোক, ৩ লক্ষ টন নাহলেও যদি ধরি ২ লক্ষ টন হচ্ছে, তা'হলে আপনি হিসাব করে দেখুন—শুধু যদি ১ লক্ষ টনও হয়—১৯৫৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী যেদিন কোক ওভেন কারখানা চালু হয়েছে—কিংবা ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখ থেকে যদি হিসাব করেন কণ্ট্রোল প্রাইস ৪৪ টাকা দরে, তাহলেও শুধু মাত্র উৎপাদিত কোকএর দাম ৪০ লক্ষ টাকার উপর হয়। তাই আমার এখানে বক্তব্য হল, অন্যান্য বাই-প্রোডাক্টস কোথায় গেল? সেই বাই-প্রোডাক্টস কি তাহলে বিক্রী হচ্ছে না? কিংবা সেগুলি কেউ ব্যবহার করে না, যেমন এ্যামোনিয়া, সালফিউরিক এ্যাসিড, বেনজোন, ক্রুড ন্যাপথা সলভেণ্ট ন্যাপথা এগুলি গেল কোথায়? এজন্য এখানে ১৯৫৯ সালের এষ্টিমেটএর সংগে

রিভাইজড রিসিটসএর আসমান জমিন ব্যবধান দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—এবং এখানেই আমি মনে করি দুর্গাপুরের প্রকৃত আশঙ্কা নিহিত রয়েছে। দুর্গাপুরে আমরা চাই একটা সেল্ফ-সাফিসীয়েণ্ট প্রফিট আর্নিং-দুর্গাপুর কোক ওভেন ইনডাষ্ট্রি ইকোনমিক্যালী সাউণ্ড হবে এটাই আমরা চাই। কিন্তু এখানে আমরা ভয়ঙ্কর রকম ত্রুটি দেখতে পাচ্ছি—এই ত্রুটি যদি না দূর করতে পারি, বাইরের সংগে, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে দুর্গাপুর কোক ওভেন ইণ্ডাষ্ট্রিজ নিয়ে আমাদের পশ্চিমবাংলার স্বার্থের যে সংঘাত রয়েছে, তাতে তাহলে আমরা কি করে নিজেদের পায়ে দাঁড়াব। আমরা যদি দুর্গাপুরের ওয়েষ্টেজ বন্ধ না করতে পারি তা'হলে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে কি করে আমরা শক্তি নিয়ে পাঞ্জা লড়ব, সুতরাং আমি আশাকরি যে, রেভিনিউ রিসিটস কেন এত কমে গেল সে সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আমাদের এখানে একটা বিবৃতি দিবেন—এবং বাই-প্রোডাক্টসগুলি বিক্রী হলে যে আয় হত তারও একটা ছবি এখানে দেবেন। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি জানি এক্সপানসন করতে গেলে খরচ কিছু বাড়বে, কিন্তু সেই খরচটা যদি আনুপাতিক হারে না হয় তা'হলেই আমাদের সংশয় থেকে যায়। আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে, ১৯৫০।৬০ সালে য়্যাডমিনিষ্ট্রেসনএর জন্য ওরিজিন্যাল এষ্টিমেট থেকে রিভাইজডএ খরচ বাড়ল ২॥ লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ ২১ হাজার—এবং ১৯৬০-৬১ সালে এটা আরো বেড়ে যাচ্ছে। তারপর, একজিকিউসন এবং অপারেসন এই দুটো দিকেই পাশাপাশি খরচ বেড়ে যাচ্ছে। আমি যতদুর জানি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল যা আছে তাতে অপারেসন খরচ কিছু বাড়তে পারে, কিন্তু একজিকিউসন খরচ তার সংগে সংগে বাড়বে কেন? রিসিটস্ আরও বাড়াবে না কেন? ক্যাপিটাল একাউণ্টসএ যে রিসিটস্ দেখান হচ্ছে সেটার অর্থ কি? সেটা জমি বিক্রির টাকা না কি সেটি স্পষ্ট হওয়া দরকার। স্যার, সেটা খরচ যদি ধরি অর্থাৎ সমস্ত কষ্ট অফ প্রোডাকসান যদি ধরি—তাহলে আমরা কি দেখছি সেটা দেখুন। ১৯৫৫ সালে কোক ওভেন এনকোয়ারী কমিটী হিসাব করেছিলেন যে এ্যাকচুয়াল এ্যানুয়াল কস্ট অফ প্রোডাকসান ১ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা হতে পারে। এই ১ কোটি ১৭লক্ষ টাকার সঙ্গে ৫।৭ এর এদিক ওদিক হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। এছাড়া জিনিষ-পত্রের দাম বেড়েছে, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল প্রাইস ইনডেক্স বেড়েছে—এটা আমরা জানি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে ১ কোটী ১৭লক্ষ টাকা যদি ২কোটীতে গিয়ে দাঁড়ায় তাহলে কি হয়? আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৬০-৬১ সালে যা এগ্রিমেণ্টের ভিত্তি তাতে কষ্ট অফ প্রোডাকসন প্রায় ২ কোটীতে গিয়ে দাঁড়াবে। কারণ সাসপেন্স খাতে যে খরচ সেটা ধরিনি, সাসপেন্স খাত থেকে কিছু খরচ হতে পারে নাও পারে। ১ কোটী ১৭ লক্ষের জায়গায় ২ কোটীর কষ্ট অফ প্রোডাকসান কেন দিল? কেননা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল প্রাইস ইনডেক্স যে বিবরণ তা হয়নি। সুতরাং এ সম্পর্কে আমাদের জানবার অবকাশ হচ্ছে যে কষ্ট অফ প্রোডাকসান এতে বেড়েছে কেন? সেজন্য আমার বক্তব্য হল যে দুর্গাপুর ফ্যাক্টরীর কোক ওভেন প্রোজেক্ট সার্থক করে তুলতে হলে সরকার পক্ষ থেকে আরও সতর্ক হওয়া দরকার এর একোনমি যত রাস্তা আছে তার সমস্তগুলেতে এক্সপ্লোর করা দরকার এর সেদিক থেকে একোনমি আনা দরকার। আমি গ্যাসের ওয়েষ্টএর সম্পর্কে পুনরুক্তি করব না, কারণ আমার পুর্ব বক্তা গণেশবাবু সে সম্পর্কে বলেছেন। কিন্তু আর একটী প্রসঙ্গ যেটা প্রথমে বলেছিলেন সেটা আবার বলছি। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ঐই কোক ওভেনএর সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। বেনজল কত পরিমাণ প্রোডিউস হচ্ছে সেই বেনজল ওভেন নিয় আমরা কি করব? আমাদের এখানে যা বেনজল হচ্ছে সে সম্পর্কে পুর্ব্বে বলা হয়েছে—দৈনিক ১৪টন? অন্যান্য ষ্টীল প্রোজেক্টে কত পরিমাণ বেনজল হচ্ছে তার একটা হিসাব দিতে পারি। নভেম্বর মাসে টাটা আইরন এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানীতে ৫৩½ হাজার গ্যালন বেনজল তৈরী

হয়েছে ভিলাইতে মাসে ১০ হাজার টনের উপর বেনইল তৈরী হচ্ছে। এখানকার এই বেনজল নিয়ে আমরা কি করব এবং বড় বড় ইস্পাত কারখানায় যে বেনজল সেই বেনজলের সঙ্গে আমরা প্রতিযোগিতায় পারব কিনা সেটা দেখা দরকার। আমাদের বেনজল নিয়ে আমরা কোনঠাসা হয়ে থাকব কিনা সেটা ভাবা উচিত। স্যার, বেনজল একটা মাদার লিকার গুড বেনজল থেকে ডেরিভেটিভস্ ইণ্টারমেডিয়েস্ ডাই ষ্টাফ ড্রাফস তৈরী হয় দুর্গাপুরের বেনজলে সেইভাবে এক্সপ্লোইট না করতে পারি তাহলে দুর্গাপুর একটা একোনমি ইউনিট হবে না। আমরা জানি কেন্দ্রীয় সরকার এসম্পর্কে প্রধান অন্তরায়। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বলব যে তাঁরা আজকে এ বিষয়ে ঐকটু শক্ত হয়ে দাঁড়ান।

[3-50—4 p.m.]

মিঃ স্পীকার স্যার, তাঁরা বলেন যে, দুর্গাপুরের যে সমস্ত প্রোডাক্টস বিশেষ করে, বেনজল তা' তাঁরা ব্যবহার করবেন এবং তা' ছাড়া ডাই স্টার্ফ এ্যাণ্ড ড্রাগসএর ইণ্টারমিডিয়েটস্ তৈরী করবার সুত্রপাত হিসেবে ওখানে পাবলিক সেক্টরে কারখানা খুলিবেন। এ যদি করেন তা'হলে নিশ্চয়ই তাঁরা বাঙলাদেশের সমর্থন পাবেন এবং কারখানা হিসেবে দুর্গাপুর যখন কোল বেস্‌ড কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রি তখন এই দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে যদি তা' গঠন করতে পারেন তাহলে বাংলাদেশের বহু যুবকের কর্ম্মসংস্থান হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেদিক থেকে দুর্গাপুর কারখানা যখন সুরু হয়েছিল তখন আমরা আশা করেছিলাম যে এটা সত্যিই একটা প্রফিট মেকিং ইণ্ডাষ্ট্রি হবে এবং তার চেয়েও বেশী সত্যি ছিল যে এই দুর্গাপুর পশ্চিম-বাংলার যুবকদের সামনে কর্ম্মসংস্থানের এক নুতন পথ এনে দেবে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে কেন্দ্রীয় সরকার অন্তরায় হওয়ায় আমাদের সেই আশা আজ ধুলিসাৎ হতে চলেছে। আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই যে তাঁরা দৃঢ় পদক্ষেপ করতে প্রস্তুত আছেনকিনা, না ঐ সম্ভাবনাময় বেনজল-কে কল্যাণ, বোম্বে প্রভৃতি জায়গায় পাঠিয়ে সেখানকার শিল্পপতিদের তা' এক্সপ্লইট করবার সুযোগ দিয়ে তাদের কেমিক্যাল শিল্পকে বড় করতে সাহায্য করবেন? মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এছাড়া আমি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল হাউসিং এবং স্লাম ক্লিয়ার‍্যান্স সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। স্লাম ক্লিয়ার‍্যান্স য়্যাক্ট যদিও এখানে খুব ছটা করে পাশ করা হয়েছিল কিন্তু বাজেট থেকে যা' দেখছি তাতে মনে হয় তা' ডেড লেটারে পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছে, ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা যদিও এই সেকেণ্ড প্ল্যানে বরাদ্দ ছিল কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তার সামান্য মাত্রই ব্যয় হয়েছে এবং ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল হাউসিং স্কিম সম্বন্ধেও ঐ একই অবস্থা। তারপর সাব-সিডাইজড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল হাউসিং স্কীমএ ৪কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ার প্লানে বরাদ্দ ছিল—যা' এই বইতে লেখা আছে যে, প্রভিসন ফর সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ার প্লান। কিন্তু তাতেও দেখছি যে এই ৫ বছরে টোট্যাল এষ্টিমেটেড আউট লে ২কোটি ৭৯লক্ষ টাকা অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৫০ ভাগের বেশী তাঁরা এগুতে পারেন নি। প্রতি বছরেই এঁরা কিছু কিছু হিসেবে দেন কিন্তু আমরা দেখছি যে আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল হাউসিং স্কীম সম্বন্ধে বাজেটে বলেছেন যে ১৯৫৯ সালে ২১০৮টি বাড়ী কমপ্লিট করেছেন এবং আরও ১৮৯৮টি বাড়ী কমপ্লিট করবেন, যেটা ১৯৫৯।৬০ সালের মার্চ্চ মাসে হবে। এছাড়া ৯৭৮টি বাড়ীর কন্‌ষ্ট্রাক্‌সন ইন্ প্রোগ্রেস এবং ২১৬৪টি বাড়ী ইন্ ভেরিয়াস ষ্টেজেস অফ ইম্‌প্লীমেনটেসন, অর্থাৎ যেগুলি ১৯৬০।৬১ সালে কিছুই হবেনা। কাজেই ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল হাউসিং স্কীমএর এই যে শ্লথগতি এ সম্বন্ধে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে একটা বিবৃতি চাইছি। আরেকটা জিনিষ দেখছি যে কারায়া হাউসিং এবং গড়িয়াহাটা হাউসিং স্কীম এ বাড়ীগুলি তৈরী

হয়ে বিলি হয়ে গেছে। এই বাড়ীগুলি তৈরী হয়ে গেছে, অথচ রিসিপ্টস রিডাক্সন অফ এক্সপেণ্ডিচার এই খাতে কোন পেমেণ্ট দেখান হয়নি। তাহলে কি বিনা ভাড়ায় বাড়ীগুলো রয়েছে? নিশ্চয়ই সেখানে ভাড়া পাচ্ছে। আমার বাড়ীর সামনে গড়িয়াহাটা স্টেটে দেখেছি সব বাড়ী ভাড়া হয়ে গেছে। প্রত্যেকটি ফ্ল্যাটের ভাড়া যা আসছে তার সব রিসিটস তৈরী হয়নি কেন সেটার জবাব আমরা চাইছি এবং বস্তি ডোয়েলার্সদের সম্পর্কে এই শ্লথ গতি কেন সে সম্পর্কেও আমরা জবাব চাইছি।

[4—4-10 p.m.]

Dr. Bindabon Behari Basu :

মিঃ স্পীকার, সার, গ্র্যাণ্ট নম্বর ৪০, ম্যাজর হেডস আদার মিস্চেলেনিয়াস এক্সপেণ্ডিচার অন্তরভুক্ত ইণ্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটির গ্রাণ্ট সম্বন্ধে কিছু বলব। ১৯২০ সালে বেঙ্গল এ্যাক্টের পর ইণ্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি বাংলাদেশে ঐ নামে কাজ আরম্ভ করে। সেই সময় থেকে তাদের কর্মসূচী সাধারণতঃ মিলিটারী স্বার্থে নিবদ্ধ ছিল। যুদ্ধে আহত ও নিহত সৈনিকদের পরিবারে সাহায্য কার্য্যে এই প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মসূচীকে নিবদ্ধ রাখত। ১৯৫০ সালে এ্যামেণ্ডেড হবার পর এই সমিতি সিভিলিয়ানদের মধ্যে কাজ আরম্ভ করে। তার পুর্বে ১৯৪২ সালে দুর্ভিক্ষের সময় সিভিলিয়ানদের মধ্যে কিছু কিছু কাজ আরম্ভ করে। ইংরাজ শাসনকালে সাধারণতঃ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাজা-মহারাজা, রায়বাহাদুর, খান বাহাদুর, বন্দুকের লাইসেন্স হোল্ডার প্রভৃতি এই সমস্ত লোক যুক্ত ছিল এবং এদের টাকা নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান তৈরি হত এবং সাধারণতঃ সিভিলিয়ানদের দিকে এরা দৃষ্টি দিত না। ১৯৪২ সালের দুর্ভিক্ষের পর যখন এরা সিভিলিয়ানদের মধ্যে কিছু কিছু কাজ আরম্ভ করে তখন থেকে সাধারণ মধ্যবিত্তদের কাছ থেকে এরা চাঁদা নিতে আরম্ভ করে এবং লটারী, বার্ষিক এবং এ্যাসোসিয়েট সভ্য সৃষ্টি করে বার্ষিক কিছু অর্থের সংস্থান করে। কিন্তু এর কার্য্য নির্বাহক কমিটির গঠনতান্ত্রিক যে নিয়ম সেটা এখনও একই ভাবে চলে আসছে, সাধারণ ভাবে ১৯২০ সাল থেকে রেডক্রস সোসাইটির কার্য্য প্রধানতঃ এর কার্য নির্বাহক কমিটির মনোনীত সদস্যরাই পরিচালনা করে থাকেন। সাধারণতঃ রেডক্রস সোসাইটিতে এ্যাসোসিয়েট মেম্বার, বার্ষিক মেম্বার, লাইফ মেম্বার, নানা ভাবে বহু অর্থ যুগিয়ে আসছে। কার্য্য নির্বাহক কমিটির মনোনীত সদস্যদের দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানটী পরিচালিত হওয়ার ফলে দেখা যাচ্ছে যে রুলিং পার্টি তাদের নিজেদের মনোনীত লোককে কার্য্য নির্বাহক কমিটিতে গ্রহণ করে সেচ্ছাসেবা মূলক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এই প্রতিষ্ঠানটীকে কুক্ষিগত করে রেখে দিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্য্য সুচীর মধ্যে ফ্রি মিল্ক ক্যানটিন অন্যতম। সার, আপনি জানেন যে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ছোট, ২ স্কয়ার মাইল এরিয়ার মধ্যে ৭টি মিল্ক ক্যানটিন চালু আছে অথচ ৬০ স্কয়ার মাইল দীর্ঘ এলাকা বিশিষ্ট পল্লী অঞ্চলে মাত্র ৩।৪টি মিল্ক ক্যানটিন চালু করা হচ্ছে। সে দিক থেকে বহু আবেদন নিবেদন করা সত্বেও এই প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে আরও বেশী মিল্ক ক্যানটিন খোলার কোন প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। সেই জন্য স্যার, আমার মনে হয় এই আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানটীকে আরও বেশী সাধারণের কাজে লাগাবার জন্য এর মধ্যে সাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গ্রহণ করা উচিৎ এবং একটা এ্যাডভাইজারি কমিটির গঠন করা উচিৎ। প্রতিটি জেলায় আমরা দেখেছি এমন সমস্ত ব্যক্তিকে মনোনয়ন:

করা হয়েছে যাঁরা কোনদিন কার্য্যনির্বাহক কমিটির সভায় আসেন না এবং এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কার্য্যে যথেষ্ট অর্থও সাহায্য করেন না। সে জন্য আমার মনে হয় নির্দলীয় সমাজ-সেবী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি গ্রহণ করে এই প্রতিষ্ঠানকে আরো জনপ্রিয় করে তোলা দরকার। এই প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে মফঃসল এবং সহরের বহু টিউবারকিউলোসিস রোগীকে কিছু কিছু সাহায্য দেওয়া হয়, মাঝে মাঝে কিছু ইনজেকসন দেওয়া হোত কিন্তু ইদানীং সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমার মনে হয় পল্লী অঞ্চলে যে সমস্ত টিউবারকিউলোসিস রোগী সরকারী সাহায্য বা বেসরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং চিকিৎসায় কোন সুযোগ পাচ্ছে না তাদের দায়িত্ব রেডক্রস সোসাইটির হওয়া উচিৎ। গত বছর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনার সময় স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে সুদুর পল্লী অঞ্চলে টিউবারকিউলোসিস রোগীদের সাউথ ডোমিনিলিয়ারী ট্রিটমেণ্টের ব্যবস্থা করা হবে কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি। আমার মনে হয় পল্লী অঞ্চলে রেডক্রস সোসাইটীর কার্য্য প্রসারিত করে এই সমস্ত রোগীদের দায়িত্ব রেডক্রস সোসাইটির উপর দেওয়া দরকার এবং একটা করে স্থানীয় কমিটি করা দরকার। এই স্থানীয় কমিটির পক্ষে আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করা সম্ভব হতে পারে। স্যার, কেহ কিছু হাতের কাজ এবং ফ্লাই ট্রেনিং এই রেডক্রস সোসাইটির মারফৎ হয়ে থাকে কিন্তু এই কাজ ভাল এবং এত সীমাবদ্ধ যে প্রতিটি জেলায় এর কোন কার্য্যের প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেজন্য স্থানীয় কমিটি এবং য়্যাডভাইসারী কমিটি গঠন করে প্রতি জেলায় ফ্লাই ট্রেনিং এবং হাতের কাজ শিখিবার ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন এবিষয়ে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ইংরাজ আমলে এই প্রতিষ্ঠানের মারফৎ দুঃসহ, নিহত এবং আহত সৈনিকদের সাহায্য দেওয়া হত এবং তাদের পরিবারদের পেনসন দেওয়া হত। আমি সরকারকে এবিষয়ে চিন্তা করতে বলছি যে গত স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং ইদানীং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে যে সমস্ত যুবক নিহত হয়েছে তাদের পরিবারবর্গকে আর্থিক সাহায্য দানের কথা এই রেডক্রস সোসাইটির মারফৎ বিবেচনা করার স্বার্থকতা আছে। সরকার যেন এবিষয়ে একটু চিন্তা করেন। বিভিন্ন মিল্ক ক্যান্টিনে আমরা দেখেছি কোন কোন সময়ে এমন দুধ সরবরাহ করা হয় যা মনুষ্য খাদ্যের অযোগ্য। সেজন্য আমি মনে করি এই দুধ বিভিন্ন ক্যান্টিনে বিতরণ করার পুর্বে টেষ্ট করে দেখা দরকার যে এই দুধ মনুষ্য খাদ্যের যোগ্য কিনা। সহরাঞ্চলে এমন সমস্ত জায়গায় মিল্ক ক্যান্টিনগুলি চালু রাখা হয়েছে যে তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। গত বন্যার পর পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন দুর্গত এলাকায় গোমড়ক হবার ফলে সেখানে দুধের অভাব দেখা দিয়েছে। আমি সরকারকে অনুরোধ করবো সহরাঞ্চলে অপ্রয়োজনীয় ক্যান্টিনগুলি তুলে দিয়ে বর্ত্তমানে পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় সেগুলি চালু করার কথা যেন তারা চিন্তা করেন। সবশেষে য়্যাডভাইজারি কমিটি—প্রতিটি জেলায় আমরা দেখছি এমন সমস্ত ব্যক্তিকে রেডক্রস সোসাইটিতে মনোনীত করা হয়েছে যারা এই সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। সেই কারণে স্থানীয় বিধানসভার সভ্যদের য়্যাডভাইজারি কমিটিতে রাখতে পারেন কিনা সেটা যেন সরকার একটু বিবেচনা করে দেখেন এবং বিধানসভার সভ্যদের সেই কমিটিতে রাখলে আমার মনে হয় এই প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।

টিউবারকিউলোসিস রোগীদের ইতিপুর্বে রেডক্রস মারফৎ যে সমস্ত ঔষধ এ্যান্টিবাওটিক্ ড্রাগ দেওয়া হত তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এগুলি যাতে পুনরায় চালু হয় সেবিষয় দৃষ্টি দিতে সরকারকে অনুরোধ করছি।

Shri Subodh Banerjee :

[4-10—4-20 p.m.]

স্পীকার মহাশয়, কোন দেশে সাধারণ মানুষের মৌলিক সমস্যা মূলতঃ ৩টি জিনিষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান—এই তিনটী জিনিষ যদি না দেওয়া যায় তাহলে ফিজিক্যাল লিভিং অসম্ভব, মেণ্ট্যাল লিভিং তো দুরের কথা। ফিজিক্যাল লিভিং হলে মেণ্ট্যাল স্যাটিসফ্যাকসন, কালচুর্যাল স্যাটিসফ্যাকসনেব জন্য চেষ্টা করা যেতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক রাষ্ট্রে তার বাজেট প্রণয়ন ক্ষেত্রে এই তিনটি প্রাইমারী নীডস মেটাবার দিকে বিশেষ নজব দেওয়া দরকার। প্রথমতঃ যে সরকার এই তিনটি প্রাইমারী নীডস মেটাতে পারে না সেই সরকারের কোন অধিকার নাই টিকে থাকাব, আসনে থাকার। অথচ আমরা এই বাজেটের দিকে যদি তাকিয়ে দেখি তাহলে দেখতে পাব এই তিনটি জিনিষেই সরকারের চরম ঔদাসীন্য রয়েছে। খাদ্যের কথা বাদই দিলাম কারণ খাদ্যের যখন আলোচনা হবে তখন দেখাব। বস্ত্রের পার ক্যাপিটা কনজামসনএর হিসাব দেখুন। যুদ্ধের পুর্বে যে কনজামসন ছিল তার চেয়ে ফল্ করেছে। যুদ্ধের পুর্বে—হিসাবে দেখা যায়—বাংলাদেশে যেখানে ১৬ গজ কাপড় ব্যবহার করত আজকে সেখানে ১১ গজের মত এসে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া ধরুন বাসস্থানের কথা বাজেটের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন, বড় বড় অঙ্ক রয়েছে, একবার তাকিয়ে দেখুন—৫৭ নম্বরে মিসেলেনিয়াস এ্যাণ্ড আদার মিসেলেনিয়াস এক্সপেণ্ডিচার, সেখানে দেখছি স্লাম ক্লীয়ারান্স প্রোজেক্ট আপনি জানেন স্যার, যে কলকাতার বিশেষ সমস্যা হিসাবে এই বস্তী সমস্যা দেখা দিয়াছে। কলকাতার জনসাধারণের প্রায় ৩৩ ভাগ এই বস্তীতে বাস করে। যখন এই স্লাম ক্লীয়ারান্স বিল বিধানসভায় আনা হয়েছিল তখন বলা হয়েছিল এগুলি ভেঙ্গে সুন্দর সুন্দর ইমারত তৈরী হবে, বাড়ী হবে। তখনই আমরা বলেছিলাম যে রকম সরকার দ্রুত পবিকল্পনা গ্রহণ করে চলেছেন এতে ১০০।১৫০ বছব আগে এই বস্তীগুলি পরিষ্কার করা সম্ভব হবে না, ভাল বাসস্থান সম্ভব হবে না, সেদিনকার সেই সন্দেহ আজ বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে, বাজেটে তাই পরিলক্ষিত হচ্ছে। মিঃ স্পীকাব, আপনি তাকিয়ে দেখুন ১৯৫৯।৬০ সালে বাজেট এষ্টিমেট ধরা হয়েছিল স্লাম ক্লীয়ারান্স প্রোজেক্টএ ২৭ লক্ষ টাকা যে জায়গায় সেখানে রিভাইজড এষ্টিমেটএ দেখছি ৬ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা অর্থাৎ মোট কথা যাই হোক এই যে এ্যামাউণ্ট রিভাইজড এষ্টিমেটএ বাড়ার কথা। রিভাইজড এষ্টিমেট এমন হতে হবে, পরিকল্পনা বস্তীব যা ছিল, যে টারগেট ছিল উন্নয়নের, সে টারগেটএ পেঁীছাতে পারি। সেই টারগেট যদি আমাদের শক্তির পক্ষে বেশীও হয় তাহলেও আপ্রাণ চেষ্টা করবো যাতে শক্তিকে গীয়ার আপ করে টারগেটএ গিয়ে পেঁীছুতে পারি। সংশোধিত বাজেট সেরকমই হওয়া দরকার। কিন্তু হল কি ? যে টাকা বরাদ্দ ছিল, প্রভিসন ছিল, সে টাকা দিতে পারলাম না, সংশোধিত বাজেটে আরও কমিয়ে দিলাম। কেন এর কারণটা কি ? এটা কেন কমিয়ে দিতে চান সেটা খোলাখুলি বলুন। বাসস্থানকে দেখতে গেলে দু-রকমে, দু-ভাগে দেখা দরকার—সহরের বাসস্থান আর গ্রামের বাসস্থান। সহরের বাসস্থানকে আবার দু-ভাগে ভাগ করতে হবে। একটা হল বস্তীবাসীদের উন্নয়ন আর একটা হল মিডল ক্লাসদের বাসস্থানের পরিকল্পনা। আমরা দেখতে পাচ্ছি ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট দুটা প্রোজেক্ট নিয়েছেন কি তিনটা প্রোজেক্ট নিয়েছেন,—এইটাই কি খুব আশার কথা ? এতে আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। এটা নিন্দার জিনিষ। দু-একটা প্ল্যানএ ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট যদি বাড়ী করে, তাহলে সেখানে বড় জোর দু-শো লোককে রাখবার জন্য বেনিফিট দেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া আমরা দেখছি—৩৩ পারসেণ্ট পপুলেসন হচ্ছে—বস্তীবাসী, যারা কলকাতায় বাস করে, তাহলেও লোক সংখ্যা

আরও বেড়ে যাবে। সুতরাং তাঁরা যে কথা বলেন বস্তী উন্নয়নের জন্য, সেটা শুধু তাঁদের মুখের কথা। তাকে কার্য্যকরী করার প্রয়াস এই বাজেটের মধ্যে দেখছি না। সুতরাং তাঁদের কথা বিশ্বাস করতে পারছি না। আপনারা এইসব কথা বলতে পারেন, ভোট ক্যাচিং ডিভাইস হিসাবে বড় বড় কথা বলতে পারেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তার য়্যাকচুয়াল রিফ্লেকসন ইন দি বাজেট দেখছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা, স্বীকার করতে পারি না যে বস্তীবাসীর সমস্যা সমাধানের জন্য আপনারা সত্যই ব্যবস্থা করছেন। এটা গেল বস্তীবাসীর সম্বন্ধে। দ্বিতীয় কথা মধ্যবিত্ত সমাজের লোকের যাদের বাড়ী নেই। এ সম্বন্ধে আপনারা খুব বড় বড় কথা বলছেন, কিন্তু কার্য্যত কিছুই হচ্ছে না। বিদেশে যাবার আমার ক্ষমতা নেই, কিন্তু, বইএ পড়ে যতটা জেনেছি—সুইডেনের মত একটা দেশ, যেটা খুব ডেভেলপড কান্ট্রি নয়, সেখানে কেমন করে সাধারণকে হাউস দেয়। কো-অপারেটিভ করে এবং গভর্ণমেণ্ট সাবসিডি হিসাবে টাকা দিচ্ছেন, সেই টাকায় বাড়ী করে সাধারণকে দেওয়া হয়। যে রেণ্টটা মাসে মাসে দিচ্ছে, সেটা বাড়ীর কষ্ট হিসাবে জমা পড়ছে, এবং রেণ্টএর দ্বারা বাড়ীর কষ্ট যখন ক্লিয়ার আপ হয়ে যাচ্ছে, তখন বাড়ীটা তার হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ সে বাড়ী ভাড়া হিসেবে নিয়ে তার বাড়ী হয়ে যাচ্ছে। এই রকম কোন স্কীম এখানে আছে? অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে বাড়ীর মালিক করবার যে স্কীম, সেই ধরণের কোন হাউসিং স্কীম আপনারা করতে পারেন নি। তারপর বাড়ী ভাড়া দেবার ব্যবস্থাই বা কোথায়? যে কোন খবরের কাগজের দিকে তাকিয়ে দেখলে, দেখতে পাবেন লেখা আছে য়্যাকোমোডেশন টু লেট, রুমস ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে। কিন্তু তার ভাড়া দেখলে চোখ রাঙ্গিয়ে যাবে। আমি আজকের ষ্টেটসম্যানএ দেখেছি থ্রি-রুমড ফ্ল্যাটএর জন্য ২০০ টাকা ভাড়া চাওয়া হয়েছে। মধ্যবিত্ত আমরা সাধারণত আমাদের মা, বোন, বিধবা মা, বোন ভাগ্নী প্রভৃতি সকলকে নিয়ে এক বিরাট পরিবার হয়ে এক জায়গায় থাকি। সুতরাং আমাদের মত পরিবারের তিনখানা ঘরে, দুশো টাকা ভাড়া দিয়ে থাকা কি করে সম্ভবপর হবে, সেকথা একবার মন্ত্রীমহাশয় চিন্তা করে দেখুন। আজকে এইযে কনসেপসান—ইণ্ডিভিডুয়ালিষ্টিক ট্রেণ্ড বেড়ে আসছে, ক্যাপিট্যালিজম ডেভেলপ করছে, কিন্তু ফ্যামিলি ডিসইন্টিগ্রেশন বেড়ে যাবেই, তাকে রোধ করতে পারবেন না। এটা আমরা জানি আলটিমেটলি ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী নিয়ে দাঁড়াবে কনসেপসান অফ ফ্যামিলি। কিন্তু যতদিন সেই অবস্থা না হচ্ছে, এই অবস্থা চলবে। একটা ছোট ফ্যামিলির কম পক্ষে দুটো ঘর দরকার। মিডল ক্লাস য়্যাভারেজ ইনকামতে দেখছি ১২৫ থেকে ১৫০ টাকা বাড়ী ভাড়া লাগছে। আর একটি মিডল ক্লাস লোকের য়্যাভারেজ ইনকাম ২০০ টাকার বেশী হবে না। তাহলে দেখলাম কি? তার যে ইনকাম, তার মেজর পোরসান চলে যাচ্ছে বাড়ী ভাড়া দিতে। সুতরাং সরকারের উচিৎ সাবসিডি হিসাবে টাকা দিয়ে হাউসের ব্যবস্থা করা। তাঁরা পরে যে স্কীম নিয়ে ছিলেন তাও সাকসেসফুল হয়নি। যত টাকা য়্যালোট করেছিলেন, সেই য়্যালটমেণ্টএর সিকি অংশও খরচ করতে পারেন নি। আমরা দেখছি প্রভিশন ফর দি সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ারস প্লানএর জন্য ৯,৭৭,০০০ টাকা খরচ করা দরকার ছিল, কিন্তু আপনারা য়্যাকচুয়ালী খরচ করলেন মাত্র ৮১ হাজার টাকা। অর্থাৎ—

১৯৫৬-৫৭ সালে ৫৭ হাজার টাকা,

১৯৫৭-৫৮ সালে ৪ হাজার টাকা,

১৯৫৮-৫৯ সালে ১০ হাজার টাকা,

১৯৫৯-৬০ সালে ১০ হাজার টাকা,

সবসুদ্ধ মোট ৮১ হাজার টাকা আপনারা খরচ করলেন। যেখানে ৯ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা

য়্যালোটমেণ্ট হ'ল, সেখানে খরচ করলেন ৮১ হাজার টাকা মাত্র। তাছাড়া সবকটি বাড়ীও তৈরী করতে পারলেন না।

আপনারা কি করছেন বাড়ী ভাড়া কণ্টোল করবার জন্য? ভাড়া কণ্টোলএর কোন ব্যবস্থাই আপনারা করতে পারেন নি। সোসালিষ্ট কাণ্ট্রির কথা ছেড়ে দিন, ক্যাপিটালিষ্ট কাণ্ট্রি লাইক ওয়েষ্ট জার্মানী, ফ্রান্সএর দিকে তাকিয়ে দেখুন—সেখানে যখনই কোন বাড়ী খালি হয়, সবকারকে জানাতে হবে এবং সরকার ঠিক করে দেবে কি রকম রিজিনিবেল রেণ্টে সে বাড়ী ভাড়া দেবে। এরকম ধরণের কোন ব্যবস্থাই আপনারা করেন নি। এত গেল সহরের ব্যাপার, আর গ্রামের কথা বলে লাভ নেই। আপনারা মুখেই বলে থাকেন গর্ব করে যে আইডিয়্যাল ভিলেজ, মডেল ভিলেজ তৈরী করবেন, কিন্তু কার্য্যত কিছুই হচ্ছে না।

[4-20—4-30 p.m.]

আদর্শ গ্রাম তৈরী করবেন তাঁরা। বাংলাদেশ গ্রাম-প্রধান। এখানে বক্তৃতায় শুনি বাংলাদেশের গ্রাম যদি না বাঁচে, তাহলে বাংলাদেশ বাঁচবে না, আপনারা বাঁচাতে পারেন না। ক্যাপিটালিষ্টএর ভিত্তি হচ্ছে—ভিলেজকে এক্সপ্লইট করে সহরকে বাঁচান। কাজেই ক্যাপি-টালিষ্টরা তা করতে পারেন না। ৭৫০৲ টাকা তাঁরা এক একজনকে দেবেন বাড়ী তৈরীর জন্য। এই ৭৫০৲ টাকা ফিফ্‌টি পারসেণ্ট অফ দি টোটাল কষ্ট অফ বিল্ডিং। অর্থাৎ পনের শো টাকায় গ্রামে বাড়ী তৈরী হয়—এঁরা কোথায় আছেন? বাপ পিতামহ হয়ত তাদের জন্য বড বড় বাড়ী তৈরী করে গেছেন। তাঁরা জানেন না—একখানি ইটের ঘর করতে গেলে কত টাকা লাগে। তাঁরা মডেল ভিলেজ তৈরী করবেন রিফিউজীদের জন্য। গ্রামসএরও অধম—একখানা ঘর তৈরী করতে গেলেও সেখানে এর চেয়ে ঢের বেশী টাকা লাগে। সেখানে তাঁরা এক একজনকে দিচ্ছেন ৭৫০৲ টাকা। সারা গ্রাম খুঁজলেও পাবেন না, এঁরা আবার মডেল ভিলেজ করবেন। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল হাউসিং স্কীম, প্ল্যাণ্টেশন হাউসিং স্কীমএর জন্য বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, তাও বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আসল কথা—সমস্যার গুরুত্ব যদি তাঁরা না বোঝেন তাহ'লে এই ভাবেই তাঁরা চলতে থাকবেন। তাঁরা তাহ'লে খোলাখুলি বলে দেন—ফুলের সাজি সাজাতে গেলে যেমন করতে হয়, তেমনি বাজেট এষ্টিমেট করতে হলেও এই রকম দেখাতে হয়—ওয়েলফেয়ার ক্যাব্যাক্টার মেনটেন করতে হয়। টাকা দিয়েছি বটে, কিন্তু তা তো খরচ করবার জন্য দেই নাই। এটাই এই বাজেটের বিশেষত্ব বলে আমি মনে করি।

Shri Dhirendra Nath Dhar :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি সবচেয়ে কম টাকা ধরা হয়েছে—এমন একটা আইটেম নিয়ে আলোচনা করতে চাই। তা হচ্ছে—ডিসপোজাল অফ সিউয়েজ এ্যাণ্ড প্রোডাকশন অফ সিউয়েজ গ্যাস।

আমার বিশ্বাস ছিল, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী—তিনি একাধারে একজন বড় ডাক্তার এবং দ্বিতীয়তঃ পাবলিক হেলথ সম্বন্ধে আমাদের সকলের চেয়ে বেশী বোঝেন। সেই সঙ্গে তিনি একজন ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিষ্টও বটে; দেশের শিল্প বৃদ্ধি হোক, এ সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ আছে; সারা জীবনে অনেক রকম কীর্ত্তিকলাপ আছে। এই ব্যাপারে দেখা যায় প্রায় ৫ বছর আগে যে টাকা ধার্য্য করা হয়েছিল, অদ্যাবধি তার একটি টাকাও খরচ হয় নাই, তাহলে এর গুরুত্ব কি? এই সিউয়েজ—যা থেকে সিউয়েজ গ্যাস তৈরী হয়—তা' বুঝতে হবে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি সহরে সিউয়েজ—সালেজ—অথবা এই জাতীয় জিনিষ—অপরিষ্কৃত ময়লা জল ট্রিট করা হয়। ট্রিট করে জলকে একাধারে পরিষ্কৃত করে নদীতে

ফেলে দেওয়া হয়; আর একদিকে সার তৈরী হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবান গ্যাস। তপসিয়াতে এইরকম একটা প্লাণ্ট বসাবার কথা আছে। প্রায় ২০।২১ বছর আগে বাশতলায় যে প্লাণ্ট করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখবার আছে, সেই অভিজ্ঞতা এখানে কাজে লাগান যেতে পারে। কিন্তু তপসিয়াতে আজ পর্য্যন্ত কিছু হ'লনা। সম্প্রতি দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটীর ঐ রকম একটা প্লাণ্ট দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। সেখানে দেখলাম--দিল্লীর সমস্ত ময়লা জল---সালেজ ওয়াটার সমস্ত ওয়াটার ট্রিটমেণ্ট প্ল্যাণ্ট মারফৎ জল ঠিক করছেন। তা থেকে গ্যাস তৈরী করছেন। আবার নলী দিয়ে বের করে দিচ্ছেন। সেখানে স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হচ্ছে না। আমি বলতে পারি কলকাতার ময়লাজল ও আশেপাশের মিউনিসিপ্যালিটীর ময়লাজল আজকে কলকাতা ও অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটীর অধিবাসীদের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে। তার ফলে নানারকম ব্যাধি এখানেতে হচ্ছে। তা থেকে উদ্ধার পেতে গেলে ঐরকম ব্যবস্থা করা দরকার—ঐরকম একটা প্লাণ্ট আজকে এখানে এষ্টাবলিশ করতে হবে। এবং এটা দেখছি দিল্লীর সে প্ল্যাণ্টএ এমন কিছু খরচ করা হয়নি। সে জিনিষ করতে কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হয় নি। সমস্ত দিল্লীর জন্য মাত্র একটি প্লাণ্ট এবং সেই একটি প্ল্যাণ্ট দিয়েই সমস্ত দিল্লীর লোককে ফিড করছে। তার মেইণ্টেন্যান্স খরচাও খুব বেশী নয়। তাদের খরচ হয়েছে ৩০ লক্ষ টাকা এবং সেটা খুব সুন্দরভাবে চলছে। এখানে যেভাবে করা হচ্ছে, এবার কিছু টাকা ধরলেন, ওবার কিছু ধরলেন, এরকম ভাবে হবেনা। এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে যাতে সত্যসত্যই একটা প্ল্যাণ্ট বসান যায় তার জন্য উপযুক্ত টাকা ধার্য্য করা উচিত।

এ সম্বন্ধে আর একটা কথা বলছি, কলিকাতা অধিবাসীদের বাসস্থানরে ব্যবস্থা। গত বৎসর দেখলাম যে স্লাম ক্লিয়ার্যান্স বিল পাশ হল, তখন আশা করেছিলাম যে বস্তিতে যারা বসবাস করে তারা যাতে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারে তার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু তার কিছু দেখলাম না। কেবলমাত্র ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট থেকে কতকগুলি টেনেমেণ্টস করা হয়েছে কিন্তু তা খালি পড়ে আছে। এর কারণ হচ্ছে এর এত বেশী ভাড়া করা হয়েছে যে তা দিয়ে বস্তি-বাসীরা সেখানে বাস করতে পারে না। এই ধরণের টেনেমেণ্ট করে লাভ কি? অর্থাৎ যারা অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় বাস করে সেই ধরণের বাসিন্দাদের যাতে সত্যসত্যই অল্প ভাড়ায় বাড়ী দিতে পারেন, যাতে তারা সুন্দরভাবে জীবনযাত্রা করতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা উচিত। শুধু টাকা ধরলেই, আর বাড়ী করলেই হবে না, সেই বাড়ীর ভাড়া যদি এত বেশী হয় তাহলে কেউ সেখানে বাস করতে পারবে না এবং স্লাম ক্লিয়ার্যান্সও হবে না। তারপর মধ্যবিত্ত পরিবারের কথা বলছি। এদের অবস্থা আরো খারাপ। আমি দেখেছি যে বাড়ীতে আগে দু' একটি ফ্যামিলি বাস করতো সেখানে এখন ১৫।১৬টি ফেমিলি বাস করছে। এখানে লোক সংখ্যাও বেশী হয়েছে। আমি একটা গলির কথা জানি সেখানে আগে ১৭টি ফ্যামিলি বাস করতো। কিন্তু কিছুদিন আগে আমি ষ্ট্যাটিষ্টিকস নিয়ে দেখেছি ১৩৫টি ফ্যামিলি বাস করছে, এবং এক একটা ফেমিলিতে যদি ১০ জন করেও লোক ধরা যায় তাহলে সেই বাড়ী-গুলিতে ১৩৫০ জন লোক বাস করছে। তাছাড়া সেই বাড়ীগুলির যে কনডীশন সেই কনডীসানে কোন সুস্থ লোক বাস করতে পারে না। এই সমস্ত বাড়ীর ছেলেমেয়েদের আমরা দেখতে পাই যে, নানারকম রোগে ভুগছে। ভাড়ার দিক দিয়েও দেখতে পাচ্ছি যে লোক-সংখ্যা বাড়ার জন্য ভাড়া বাড়ছে। সরকার থেকে যদি বেশী বেশী করে বাড়ী তৈরী করে অল্প ভাড়ায় দেওয়া যায় তাহলে মধ্যবিত্তদের বসবাসের সুবিধা হতে পারে।

তৃতীয়তঃ আর একটা কথা হচ্ছে, সল্ট লেক রিক্লেমেসন। এ সম্বন্ধে অনেকেই বলেছেন এবং আমরাও আগে বলেছি। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের পরিকল্পনা আছে যে এখানে গঙ্গার মাটি ফেলে ক্রমশঃ উঁচু করবেন, উঁচু করে শক্ত করবেন এবং শক্ত করে এমন অবস্থায় আনবেন যাতে সেখানে ঘরবাড়ী তৈরী হয়। এবং দু'এক বৎসরের মধ্যে ঘরবাড়ী তৈরী হবে আশা করেন। কিন্তু আমরা জানি যে একটি পুকুর বুজিয়ে বাড়ী তৈরী করতে গেলেও ২৫।৩০ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়। এমন কি যারা জমি কিনতে চায় তারাও এই ২৫।৩০ বৎসরের ভরাট জমি কিনতে ভয় পায় কারণ সেখানে বাড়ী করা দুষ্কর। এবং যদি বাড়ী করেও তাহলেও একতলা বাড়ীর বেশী করতে সাহস পাবেনা। সেখানে এই সল্ট লেক এরিয়ার জল সরিয়ে দিয়ে মাটী ফেলে বাড়ী তৈরী করে মধ্যবিত্ত পরিবারকে বাসস্থান দেবেন এবং এইভাবে কলিকাতার ক্রাউড কমাবেন সেটার আশা খুব কম। আমি এখানে একটা প্রস্তাব দিতে চাই কলকাতা শহরের আশেপাশে অনেক জমি পড়ে আছে—আমি সেখানকার ঠিকানা দিতে পারি, সেই ঠিকানা নিয়ে সরকার সেখানে বাড়ীঘর করতে পারেন। আমি যে পল্লীতে বাস করি সেই পল্লীতে একটা জমি আছে, তা লম্বা ও চওড়ায় প্রায় তিন বিঘা হবে, সেটা নিয়ে সেখানে বাড়ী করতে পারেন কিন্তু সেদিকে কেউ নজর দেননি।

[4-30—4-40 p.m.]

যে সব বাড়ী পুরানো হয়ে গিয়েছে—এই রকম অনেক বড় বড় বাড়ী আছে, বর্ত্তমান জগতে এই ধরণের বাড়ী রাখা অস্বাস্থ্যকর এবং আন-ইকনমিকও বটে। এই সব বাড়ী ২ বিঘা তিন বিঘার উপর, এই সমস্ত পুরানো বাড়ী আমরা বড়বাজারে ও নতুনবাজারে দেখতে পাই। এই সমস্ত বাড়ী ভেঙ্গে ১৩ তলা ১৪ তলা করা যায়, তাহলে ২০০।৩০০ লোকের বাসস্থান হতে পারে। বাড়ী করার পর সেই অঞ্চলের তো বটেই, অন্য অঞ্চলের লোকের থাকার জায়গা হতে পারে। সরকার এই ধরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। তারপর যারা কলকাতা সহরে চাকরী বাকরী করে তাদের যে টাকা অফার দেওয়া হয়, তাতে কলকাতা সহরে বাড়ী করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। বিশেষতঃ জমি কিনে বাড়ী করা তাদের আয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। যদি তারা পুরান বাড়ী কেনে এবং রি-কনষ্ট্রাক্ট করে বা ইমপ্রুভমেণ্ট করার জন্য যদি সরকার তাদের লোন দেন, তাহলে তারা লোন নিতে পারে এবং সত্যিকারের তাদের লোন দেওয়া সার্থক হতে পারে। এবং আমি জানি এই রকমভাবে লোন নিতে অনেকে আগ্রহশীল আছেন। গত বছর আমি সরকারকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম কিন্তু তা কার্য্যকরী হয়নি। তারপর লার্জ স্কেলে যে কবে বস্তী উন্নয়ন হবে তা আমরা বুঝতে পারি না। তারচেয়ে যদি একটা বস্তী নিয়ে পিসমিল ভাবে তার উন্নয়ন করবার চেষ্টা করেন এবং ইমপ্রুভমেণ্ট হয়ে গেলে তাদেরই য়্যাকোমোডেট করতে পারেন। এই ভাবে বস্তীর একটা অংশ নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে পারেন। তাহলে স্লাম ক্লীয়ারেন্স কাজ অগ্রসর হতে পারে এবং বস্তীবাসীরাও সেইখানেই থাকতে পারবে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Sudhir Kumar Pandey :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ৫৭-মিস্লেলেনিয়াস—আদার মিস্লেলেনিয়াস এক্সপেণ্ডিচার, য়্যাটস্টেটরা সম্বন্ধে আলোচনা করতে উঠে প্রথমে আমি বলব যে, এখানে এর আগে রাজ্যপালের ভাষণের উপর আলোচনাকালে জনৈক কংগ্রেস সদস্য বলেছিলেন, গান্ধিজী রাম রাজত্ব বলতে পঞ্চায়েত রাজই বুঝতেন। বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই পঞ্চায়েত গঠনের উদ্যোগী

হয়েছেন এবং অনেক পঞ্চায়েত গঠন করেছেন। কিন্তু সেই সমস্ত পঞ্চায়েতের কি অবস্থা সেটা আমি আজকে সভার সামনে রাখতে চাই। অঞ্চল পঞ্চায়েত যেখানে যেখানে গঠন করা হয়েছে, সেখানেই দেখা গেল ট্যাক্স বেড়ে গেল। এমন কি কোন কোন জায়গায় দুইগুণ আড়াইগুণ পর্য্যন্ত ট্যাক্স বেড়ে গেল। এমন কি গরুর গাড়ীর উপর, কুঁড়ে ঘরের উপর, গোয়াল ঘরেরও উপর, তার গরু-বাছুরের উপর ইনকাম ধরে তার উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা হল। গ্রামের কুটীর শিল্পের উপর, তাঁতী, কামার, কুমোর ও তন্তুবায় ইত্যাদির উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা হল। প্রথমে কুটীর শিল্পের উপর ধার্য্য করেছিলেন না। তারপর ডাইরেক্টার অফ পঞ্চায়েত-সমূহ ইনকামএর উপর ট্যাক্স ধার্য্য করতে হবে এই রকম একটা নির্দ্দেশ দিলেন এবং তার পরেই ট্যাক্স বেড়ে গেল। আমরা জানি যেখানে অঞ্চল পঞ্চায়েত স্থির করলেন যে জন-সাধারণের উপর ট্যাক্স বাড়াবেন না সেই ভাবে বাজেট তৈরী করে অঞ্চল পঞ্চায়েতের মিটিংএ অনুমোদন করে ইনস্পেক্টর অফ পঞ্চায়েতসএর কাছে পাঠালেন ; কিন্তু তিনি বাজেট ফেরত পাঠিয়ে দিলেন, কারণ ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়নি বলে। বীনপুর থানার বেলপাহারী অঞ্চল পঞ্চায়েত যেখানে ১৯০০ টাকা ট্যাক্স ছিল সেখানে ২১০০ টাকা ট্যাক্স করার পর তবে ইনস্পেক্টর অফ পঞ্চায়েতস অনুমোদন করলেন। এই আমরা শাসন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের নমুনা দেখতে পাচ্ছি। সেই রকম বীরভূমের সীরা অঞ্চল পঞ্চায়েত গরুর গাড়ীর উপর ট্যাক্স ধার্য্য না করে বাজেট পাঠালেন, তখন ইনস্পেক্টর ফেরত পাঠালেন—যেহেতু গরুর গাড়ীর উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা হয়নি বলে। তারপর যখন তারা ট্যাক্স ধার্য্য করে পাঠালেন তখন সেই বাজেট অনুমোদিত হল। এইসব কারণে আজকে জনসাধারণ অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছে। সরকার যদি ইচ্ছা করেন তাহলে ৫৭এর ৩ উপধারাতে কতকগুলি জিনিষের উপর ট্যাক্স ছেড়ে দিতে পারেন যেমন বাস্তুর উপর, গরুর গাড়ীর উপর এবং নানা-রকমের বৃত্তির উপর কুটীর শিল্পের উপর ইত্যাদি। কিন্তু এ সবের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা হচ্ছে। তাদের এডুকেশন ট্যাক্স দিতে হচ্ছে, যারা কারবার করেন তাহলে লাইসেন্স ফী বার্ষিক ৬ টাকা ট্যাক্স দিতে হবে। তারপর যারা দোকান করে তাদের ৩ প্রকারের প্রত্যক্ষ ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। এই সমস্ত কারণে জনসাধারণ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়েছে। তারপরে স্যার, এই সব অঞ্চল পঞ্চায়েতের যারা কর্ম্মচারী অর্থাৎ চৌকিদার তাদের কাজ হচ্ছে রাত্রিতে পাহারা দিতে হয় দিনে ট্যাক্স আদায়কারী হিসেবে সাহায্য করতে হয়। তাদের সপ্তাহে সাত দিনই হাজিরা দিতে হয় এবং ২৪ ঘণ্টা তাদের ডিউটি দিতে হয়। তাদের মাহিনা দেওয়া হয় ১১ টাকা। দৈনিক ৭ আনার কম পায় যা দিয়ে এক বেলার খোরাক চলে না। সেইজন্য আমি দাবী করছি যে ন্যায়সঙ্গত মাহিনা তাদের দেওয়া হউক যাতে তারা খেয়েপরে বাঁচতে পারে। আজকে সরকার থেকে বারে বারে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেন। কাগজ-কলমে এই পঞ্চায়েত-গুলিকে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়—তাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হবে, রাস্তাঘাট করবে লাইটের ব্যবস্থা করবে, কিন্তু সরকার কি ব্যবহার করছেন। এখন তাদের কাজ হচ্ছে সারা বছরে একটা অধিবেশন করে বাজেট পাশ করা। আর কোন কাজই তাদের দিয়ে হচ্ছে না। এমন কি লোন বিতরণের ব্যবস্থাও সরকার তাদের মনোনীত কমিটি মারফত রিলিফ দেবার ব্যবস্থা করছেন। গ্রামের পঞ্চায়েতের যারা মেম্বার তারা জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত তারা গ্রামের প্রত্যেককেই চেনে, তারাই প্রকৃত গ্রামের অবস্থা জানে, তারা জানে যে সত্যিকারের দুঃস্থ কারা, কাদের প্রকৃত রিলিফ দরকার, তারা জানে কার কত জমি এবং

কোন জমিতে কি রকম ফসল হয় এবং কাদের কৃষি ঋণের প্রয়োজন। আজকে কৃষি লোন বলুন আর রিলিফই বলুন সব কিছু পঞ্চায়েতের উপরই ভার দেওয়া উচিত। যদি সত্যিকারের আমাদের কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে চাই, তাহলে সমবায় প্রথায় চাষ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই চালু করতে হতো কিন্তু কোন দায়িত্বই দেওয়া হচ্ছে না। সরকার মাত্র ১ হাজার টাকা সাহায্য দিচ্ছেন। এই এক হাজার টাকা দিয়ে কি উন্নয়ন কাজ হবে আপনারা তা বুঝতে পারছেন। এক একটা অঞ্চলের মধ্যে ৫।৬টী গ্রামসভা থাকে। এক হাজার টাকার মধ্যে নির্ব্বাচনের জন্য টাকা কেটে রাখছেন তারপর যে টাকা এক একটা অঞ্চলে পড়ছে তাতে ১০০।১২৫ টাকার বেশী ভাগে পড়ে না। সুতরাং এই টাকা দিয়ে কি রাস্তা, আলো, কুয়া ইত্যাদি কিছুই হতে পারে না। কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে না।

[4-40—4-50 p.m.]

এত কম টাকায় কোন কিছু উন্নয়নের ব্যবস্থা হতে পারে না। গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর কতগুলি ইনকামের ব্যবস্থা কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছু করা হচ্ছে না। গ্রাম পঞ্চায়েতে যদি খোয়াড় বা ফেরী ঘাট থাকে তাহলে তার ইনকাম গ্রাম পঞ্চায়েৎ পাবে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত রাজ্য সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতকে সেই ক্ষমতা দেননি। জেলাবোর্ড ফেরী ঘাট বা ফেরী গ্রাম পঞ্চায়েৎকে দিতে রাজী নয়। ল্যাণ্ড বেভিনুার ফেরীঘাট যেখানে আছে অর্থাৎ তারা তার ইনকাম গ্রাম পঞ্চায়েৎকে দিতে রাজী নন। কাগজে কলমে যে সমস্ত ইনকামের কথা আইনে লেখা আছে তা তারা ভোগ করতে পারছে এবং তার ফলে তাদের অনেক কাজ টাকার অভাবে আটকে যাচ্ছে। পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু দিন পুর্বে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে একটা সার্কুলার গিয়েছিল যে আপনারা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কাজ বি, ডি, ও অফিসে পাঠান। এই সময় ওদের ধারণা হয়েছিল যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মানে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার, এই সম্পর্কে তাদের পরামর্শ তাঁরা গ্রহণ করবেন। এইভাবে যখন বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েৎ তাদের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে পাঠালেন তখন শোনা গেল যে এটা তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য নয়, এটা গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা। এইভাবে তারা পরে ১০।২০।২৫ হাজার টাকার পরিকল্পনা করে বি, ডি, ও অফিসে পাঠিয়েছেন কিন্তু বি, ডি, ও অফিসে তারা যে পরিকল্পনা পাঠান সেগুলো কি করে কার্য্যকরী হয় যদি না তাকে টাকা দেওয়া হয়। এই টাকা যদি জনসাধারণের উপর ট্যাক্স করে তুলতে হয় তাহলে গ্রামের উন্নতি করা আর সম্ভব হবে না। খাদ্য উৎপাদন সমবায় ইত্যাদি সম্পর্কে গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্ম্মীদের সঙ্গে বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টের সরকারী কর্ম্মচারীদের—কৃষি এন, এই,স ব্লক, সি, ডি, পি-ভাল ভাবে বসে পরিকল্পনা করেন না। এইভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে অফিসারদের কোন যোগাযোগ না থাকায় খাদ্য উৎপাদন বিশেষ হচ্ছেনা। কুটির শিল্প উন্নয়নের জন্য কোন পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হয়নি। স্বেচ্ছাশ্রম সম্পর্কে অফিসাররা বলেছেন যে পাবলিকরা যেন স্বেচ্ছাশ্রম করেন এবং সে সম্বন্ধে যন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। এই ব্যাপারে তাঁরা একটা সার্কুলার দিয়ে চুপ করে বসে আছেন। রাস্তা ইত্যাদির কাজ করার জন্য যে স্বেচ্ছাশ্রমের কথা অফিসাররা বলছেন সে কথা তাঁরা গ্রামে গিয়ে বলেন না। অথচ এই কথা বোঝাতে তাঁরা গ্রামে লোকের কাছে যান না। কারণ তাদের সাহস কম এবং নানারকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ভয়ে তাঁরা যান না। এই কারণে অফিসারদের সঙ্গে গ্রামের জনসাধারণের যোগাযোগের ভীষণ অভাব এবং তাতে কাজ এগুচ্ছেনা। সেজন্য আপনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করব যে ৫৭ ধারায় ৩ উপধারা প্রয়োগ করে বাস্তুর উপর, গরুর গাড়ীর উপর এবং কুটির শিল্পের উপর

যে ট্যাক্স আছে সেটা যেন বিজ্ঞপ্তির দ্বারা তুলে নেন এবং খাজনার অর্দ্ধেক টাকা যেন গ্রাম পঞ্চায়েৎ ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ পায়। এছাড়া ফেরী ঘাট এই খোঁয়াড়ের টাকায় যাতে গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেওয়া হয় সেই ব্যবস্থা যেন করা হয়।

Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ৫৭ নম্বর মিসসেলিনিয়াস এ্যাণ্ড আদার মিসসেলিনিয়াস এক্সপেণ্ডিচার খাতে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এখানে রেখেছেন তা' সমর্থন করতে উঠে আমি সেই দাবী এবং দুর্গাপুর কোক ওভেন সম্পর্কে দু-একটা কথা বলতে চাই। প্রথমতঃ আমি বলতে চাই যে, এই দুর্গাপুর কোক ওভেনই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীনে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রথম সূচনা এবং আমি একে অত্যন্ত দৃঢ় পদক্ষেপ বলে মনে করি। দুর্গাপুর কোক ওভেন সম্বন্ধে কোন আলোচনা করতে হ'লে ভারতবর্ষে যে যে কোক ইনডাষ্ট্রি আছে তার সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা না করে কিছু বলা যায় না। ভারতবর্ষে অবশ্য ব্যক্তিগত মালিকানায় কোক্ তৈরী করার কতকগুলি কারখানা আছে কিন্তু তাহলেও আমরা দেখছি যে কিছুদিন যাবৎ দুর্গাপুর ষ্টীল প্রোজেক্ট, ভিলাই, রাউরকেল্লা প্রভৃতি লোহার কারখানা পত্তন হয়েছে এবং তাদের কোক ওভেন থেকে কোক তৈরী হচ্ছে। এতদিন পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত মালিকানায় কোক তৈরী হয়ে ভারতবর্ষের বাজারের চাহিদা মেটান হোত কিন্তু তারপর সরকারী পরিচালনার মাধ্যমে বড় বড় ষ্টীল প্রোজেক্টএর কোক ওভেন থেকে কোক যখন বাজারে আসতে লাগল তার পরিপ্রেক্ষিতে যদি বিচার করি তাহলে দেখব যে, দুর্গাপুর কোক ওভেন যখন প্রথম সুরু হ'লো তখন বাজারে তাদের মালের যথেষ্ঠ চাহিদা থাকলেও তারা যখন কোক প্রোডাকসন ষ্টার্ট করল তখন তা' চারিদিকের ষ্টীল কারখানাগুলি নিজেদের কাজেই লাগাল এবং বার্ণপুর টাটার মত যে সমস্ত ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে কারখানা ছিল তাদের সঙ্গে দুর্গাপুরের কোক্‌কে খোলাবাজারে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসতে হ'লো। এতদিন পর্য্যন্ত যারা বিভিন্ন পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ম্যানুয়েল কন্‌ট্রাক্টএর মাধ্যমে কোক্ সাপ্লাই করে আসছিল এবং ব্যক্তিগত মালিকরা যে সুবিধা দিয়ে তাদের ম্যানুয়েল কন্‌ট্রাক্ট মেনটেন করছিলেন, দুর্গাপুর কোক ওভেন তৈরী হওয়ার পর তাদের কোক নিয়ে বাজারে গিয়ে বছরের মাঝখানে তাদের কন্‌ট্রাক্ট ব্রেক করে সেখানে ঢোকা সম্ভবপর ছিল না, কাজেই আমরা প্রথম প্রথম দেখেছি যে সেখানকার কোক্ বাজারে গিয়ে স্থান পায়নি। এই যখন অবস্থা তখন যদি আমরা তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করি—অর্থাৎ যেমন চারিদিকে শুনলাম যে দুর্গাপুরের তৈরী কোক্ ভাল হচ্ছে না বলে বিক্রয় হচ্ছে না--তা'হলে সঠিক অবস্থা বুঝতে পারবনা। এখানে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল, যেমন হোষ্টেলে খেতে বসে যদি আমরা বলতাম যে আজকের মাছ তো' একেবারেই পচা—সঙ্গে সঙ্গে সকলেই বলে উঠত, তাইতো এযে খাওয়াই যাচ্ছে না। কিন্তু আবার যদি কেউ বলত যে, ম্যানেজার যখন আজ মাছ নিয়ে এল তখন তো টাটকাই ছিল, তখন আবার সকলে বলে উঠত, হ্যাঁ ; টাটকাই তো ছিল—এও ঠিক সেই অবস্থা অর্থাৎ একটা ধুয়ো তুলে ঐ সব কথা বলা হচ্ছে। যা হোক্, আমরা দেখেছি যারা এতদিন পর্য্যন্ত বাজারে নিজেদের তৈরী কোক্ চালিয়ে আসছিল তারাই দুর্গাপুরকে বিপদের সম্মুখীন করেছিল। কিন্তু দুর্গাপুরের কোক্ ওভেন যে থেকে কোক্ তৈরী হয় তার বিশ্লেষণ রিপোর্ট দেখলে দেখা যাবে যে, ফুয়েল রীসার্চ ইনষ্টিটিউট থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা করে তাদের রিপোর্টে যদিও ২৪% এ্যাস আছে বলে বলেছেন, কিন্তু দুর্গাপুর কারখানা পরে সেটাকে ২২%এ নিয়ে এসেছে। আজকে

আমি এ কথা বলতে চাই যে, এই দুর্গাপুর কোক্ ওভেন সম্বন্ধে কারও মনে কোন সংশয় নেই বা থাকা উচিতও নয়। টাটা কোম্পানীর মত কারখানা যারা নিজেদের চাহিদা মেটাবার জন্য নিজেরাই কোক্ তৈরী করে নেন তাঁরা পর্য্যন্ত এই দুর্গাপুর কোক্ ওভেনএ ৫০ হাজার টাকার অর্ডার প্লেস করেছেন। এ থেকেই বলতে চাই যে, যদি দুর্গাপুরের কোকের কোয়ালিটি খারাপই হো'ত তা'হলে তাঁরা কখনও তা নিতেন না। এ ছাড়া মাইসোর এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে দুর্গাপুরের কোকের চাহিদা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে।

[4-50—5-15 p.m.]

এখানে আমি বলতে পারি যে কাল পর্যন্ত দুর্গাপুরের শেষ হিসাব যা পেয়েছি তা থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টন কোক্ যা উৎপন্ন হয়েছে এবং ১০ টন বেঞ্জল যা তৈরী হয়েছে বোধ হয় কিছু মাল আর নেই। এতদিন পর্যক কোক্ তৈরী হয়ে পড়ে আছে এই যে প্রস্তাব ছিল, এই প্রস্তাবের পিছনে যে ভিত্তি ছিল সেদিন তার যুক্তিও ছিল। কিন্তু আজ দুর্গাপুর কোক্ ওভেন বাজারের সুযোগ পাওয়ায় তার কোকের চাহিদা বেড়ে গেছে। তা'ছাড়া, টার এবং বেঞ্জল যা আমরা পাচ্ছি তারও বাজারে চাহিদা দিনের পব দিন বেড়ে চলেছে। সেজন্য টার এবং বেঞ্জল আর জমা থাকছে না এ খবর আমরা শুনেছি। দুর্গাপুর সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন আমাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছে সেটা নিরসন করতে হয়ত আরও গভীর বিশ্লেষণের প্রয়োজন হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভংগি নিয়ে যা আমরা দেখেছি তাতে মনে হয় দুর্গাপুব কোক্ ওভেনে যে কোক্ তৈরী হচ্ছে তার কষ্ট অব প্রোডাক্সান অনেক বেশী এবং এটা কোন ইকনমিক্ ইউনিট হবে না এই অভিযোগ যারা করেছেন দুর্গাপুর কোক্ ওভেনের তারা হিতাকাংখী নন বা সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে যে প্রথম শিল্প গড়ে উঠেছে তা তারা শেষ করে দিতে চান একথা আমি বলতে চাই না। কিন্তু আমি এখানে বলতে চাই যে কোকের কোয়ালিটি সম্বন্ধে যারা অভিযোগ এনেছিলেন তারা হয়ত সততার সঙ্গে এই কথা বলতে চেয়েছিলেন যে দুর্গাপুর কোক ওভেন ভাল হোক। কিন্তু কাল পর্যন্ত যে হিসাব পেয়েছি তা' থেকে মনে হয় এটা ইকনমিক ইউনিট হবে। দুর্গাপুর কোক ওভেনে দুটো ব্যাটারি পুরো চালু হলে যে পরিমাণ প্রোডাক্সান হবে তা আমরা নিতে পারিনা। দুটো ব্যাটারি পুরো চালু হলে দুর্গাপুর কোক ওভেন প্রায় ৩॥ লক্ষ টন কোক প্রোডিউস করবে—এর সঙ্গে বেঞ্জল আছে, টার আছে এবং তা ছাড়াও আপনারা জানেন যে দুর্গাপুব কোক ওভেন প্রোজেক্ট যদি ঠিক এইভাবে থেকে যেত তা'হলে এত ইকনমিক ইউনিট হত না। গ্যাসগ্রিড আছে, দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী গ্রো করেছে এবং এখন বাজারে কোকের কষ্ট অব প্রোডাকসান আমরা হিসাব করে দেখছি প্রায় ৪৬ টাকার কিছু বেশী পড়ে যদিও কোকের বাজার দর ৪৫ টাকা ডিপ্রিসিয়েনস কষ্ট কম করে। আমাদের এটা ৩॥ লক্ষ টন প্রডিউস হয়ে আসবে, তার সঙ্গে প্রায় ৫০ টন টার আসবে; এখন আমরা পাই ২৫ টন এবং বেঞ্জল, আসল বেন্‌জিন আমরা প্রায় পাউজেণ্ড টন পার মান্‌থ পাবো। গ্যাসগ্রিড যা চালু হতে চলেছে, হয়ত ১৯৬১ সালের জুনের মধ্যে বা একটু সময় নিয়ে শেষ হবে—সেই গ্যাসগ্রীড যদি কমপ্লিট হয়, দুর্গাপুরের ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী যদি দুর্গাপুর কোক ওভেন বাই প্রোডাক্টকে নিয়ে, থার্মালপাওয়ার ষ্টেশন যদি গ্যাস নিয়ে তাদের হিটিংএর কাজ চালায় এবং অন্যান্য শিল্পের যাদের গ্যাসের চাহিদা আছে তা যদি দুর্গাপুর মেটাতে পারে তাহলে এই সমস্ত ধরে দেখা যাবে যে দুর্গাপুর কোক ওভেন প্রোজেক্ট একটা লুজিং কনসার্ণ নয় এবং এটা একটা সেল্‌ফ সাফিসিয়েণ্ট ইউনিট হতে পারে। এই কোক ওভেন প্রোজেক্ট করে বাংলাদেশে একটা নুতন

শিল্পের পত্তন করে ডাঃ রায় গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে শিল্পক্ষেত্রের কাজে নেমে যে দুর পদক্ষেপ দিয়েছেন সেজন্য তাঁকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানানো উচিৎ। আরো একটা বিশেষ কারণে তিনি আমাদের ধন্যবাদের যোগ্য সেটা হচ্ছে দুর্গাপুর কোক ওভেনে, আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে তারা সকলেই মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর ঘরের শিক্ষিত যুবক প্রায় ৯০ পার্সেণ্ট লিটারেড এডুকেটেড ইয়ংমেন্ সেখানে কাজ করে। আমি মনে করি সমস্ত দিক থেকে বিচার বিবেচনা করে সহানুভূতি মনোভাব নিয়ে আমাদের এই কাজের সমালোচনা করা উচিৎ।

Shri Ledu Majhi :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বিকেন্দ্রিত আত্মশাসনই স্বরাজের সত্যরূপ। এবং পঞ্চায়েৎ শাসন ধারা তার এক অঙ্গ। স্বাধীনতার অধিকারের লড়াইয়ের সঙ্গে গান্ধীজী এই জন-অধিকারের জন্য লড়েছিলেন এক দেশের আশা ছিল স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে জনগণ সকলে এই আত্ম-শাসনের অধিকার পাবে। কিন্তু জনগণ আজো তা পায়নি। আজ পঞ্চায়েতের ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু তা সার্ব্বজনীন নয়। সরকারী ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে--সকলের জন্য এই অধিকার আজ নেই কংগ্রেস সরকার নিজের প্রভাবের ক্ষেত্র বুঝে বুঝে তাকে পঞ্চায়েতের অধিকার দিচ্ছেন। আইনে আজ সকলের জন্য অবিলম্বে এই অধিকার অপরিহার্য্য হওয়া চাই কিন্তু এই পঞ্চায়েতও জনগণের সত্যকার অধিকারের পঞ্চায়েত নয়। এর গঠন—সম্পূর্ণ আমলাতান্ত্রিক। আমলাদেরই প্রভুত্বের ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে এবং পঞ্চায়েৎ যেন আজ গাঁয়ের সম্মিলিত চৌকিদারী এতে আত্ম কর্ত্তৃত্বের মর্য্যাদা নেই। এই রকম পঞ্চায়েতের গঠন ও আজ নানা কৌশলের মধ্যে করা হচ্ছে পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচন বিষয়ে তথ্য, জ্ঞান, সময় সুযোগ প্রভৃতি পাওয়া চাই। ভাল ভাবে প্রচার ক'রে উপযুক্ত সময় দিয়ে নির্বাচন হওয়া উচিত। যে পঞ্চায়েৎ ধারার নমুনা আমরা দেখছি—তাতে আমাদের ধারণা হয়েছে অফিসার-দের যোগাযোগে তাঁবেদার পঞ্চায়েৎগুলি বহু অন্যায় আচরণ করে। অত্যাচার ও রাজনৈতিক স্বার্থসাধন চলে এর বহু প্রমাণ আমাদের আছে। পঞ্চায়েৎ গঠনের সঙ্গে পঞ্চায়েতী মনোভাবে জনগণকে গঠিত করতে হবে। যারা জনগণকে গড়বে—সেই অফিসাররা যদি আজ পঞ্চায়েতকে ভুলপথে চালায় তবে সত্যকার শাসন বিকেন্দ্রিত হতে কষ্টকর হবে—বিলম্ব হবে।

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[*After adjournment.*]

Shrimati Manikuntala Sen :

[5-15—5-25 p.m.]

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বাজেটের মিসেলেনিয়াস খাতে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী উপস্থিত করা হয়েছে ৫৭ নম্বরে তার অন্তর্ভূক্ত গৃহ সমস্যা সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা এখানে উপস্থিত করতে চাই। যে হিসাব পাওয়া যায় বাজেটের মধ্যে তাতে এই পর্য্যন্ত কলকাতায় যে সমস্ত বাড়ী তৈরী হয়েছে তার মোট সংখ্যা দেখা যায় ৭৪৭৩টি মাত্র বিভিন্ন অংশে। এর মধ্যে মধ্যবিত্ত-দের যে বাড়ী আছে সেগুলি এবং ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল হাউসিং স্কীম ওয়ার্কিং ক্লাসএর জন্য—যা হয়েছে এবং বাড়ীর সমস্ত মিলিয়ে ৭৪৭৩টি। কড়ায়া হাউসিং স্কীমে এবং গড়িয়াহাট হাউসিং স্কীমে লো-ইনকাম গ্রুপএর জন্য কিছু কিছু বাড়ী হয়েছে, কল্যাণী হাউসিং স্কীমএও ২৫৭৬টি হয়েছে, এ সমূহের এবং আগে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সাবসিডাইজড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল হাউসিং স্কীম ১৪ হাজার বাড়ী করবার প্রথম টারগেট ছিল, সেটা কমিয়ে ১০ হাজার করা হয়েছে,

কিন্তু হয়েছে মাত্র ৪ হাজার। স্লাম ক্লিয়ার‍্যান্স সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল এর চেয়ে আর একটু বেশী হবে কিন্তু মোট ৮৯৬টি টেনেমেণ্ট হয়েছে। সবশুদ্ধ যোগ দিয়ে দেখি ৭৪৭৩টি হয়েছে। কলকাতার গৃহ সমস্যা সম্পর্কে সরকার না জানেন তাও নয়। এই গৃহসমস্যা সমাধানের জন্য সামান্য অর্থ বরাদ্দ করা হয় অথচ এই গৃহ-সমস্যা এত তীব্র যে সেকথা বোধ হয় বার বার বললেও খুব বেশী হবেনা বলা। আমি আর একবার একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে কলকাতায় শতকরা ৪৯টি পরিবার ফ্ল্যাট বাড়ীতে বাস করে আর শতকরা ৫১টি পরিবার কাঁচাঘর বা ঐ ধরণের ঘরে বাস করে এবং এর মধ্যে মাত্র ২টা একটা সেল্‌ফ কন্‌টেণ্ড ফ্লাটে বাস করতে পারে অর্থাৎ জলকল পায়খানা আলাদা এমন ব্যবস্থার বাড়ীতে মাত্র শতকরা ২জন বাস করতে পারে আর বাদ বাকী সবাই বাস করে হয়ত একটি কল ৫টি পরিবার সাধারণ পায়খানা, এই অবস্থায় এটা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সবাই জানেন। শুধু তাই নয় এটা কলকাতায় একটা নূতন ধরণের সমস্যা সৃষ্টি করে। এই গৃহ-সংকট, থাকবার জায়গার অভাব নানারকম সমস্যার সৃষ্টি করে। ছেলেমেয়েদের পড়াবার সুযোগ নাই, একখানা ঘরে সমস্ত লোককে বসতি করতে হয়, রান্নাবান্না সবকিছু করতে হয়, ঐখানেই ছেলেমেয়ে বড় হয়, জায়গার অভাবে পড়ার জন্য রাস্তায় যেতে হয়, ফুটপাতএর উপর যেতে হয় তারপর জায়গার এত অভাব যে একটু খেলার জায়গা নাই, খেলতে দিতে হয় ফুটপাতে। আমি পার্ক এর কথা নাই বললাম কিন্তু ঘরের মধ্যে যে একটু খেলনা নিয়ে বসবে তারও জায়গা নাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাই। ফলে যে সমস্যা দাঁড়াচ্ছে এই সমস্যায় অল্পবয়সী ছেলেরা, বাচ্চারা এবং স্কুল-গোয়িং চিল্‌ড্রেন্‌রা বেশীর ভাগই রাস্তায় বসে দিন কাটায়, রাস্তায় ক্রীকেট খেলে, গুলি খেলে, সমস্ত কিছু করে। এই যে সমস্যা এই সমস্যা দুর করার জন্য ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে মুস্কিল আছে। প্রধান উপায় হচ্ছে হাউসিং করে ঘর দেওয়া, ঘর না দিতে পারলে ঘরে প্রবেশ করান যায় না, রাস্তায় থাকার ফলে এদের শেষ পরিণতি হয় উঠতি গুণ্ডা। বড় হয়ে পড়াশুনা চুলোয় যায়, ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়, এদের সর্ব্বনাশ হয়। একখানি ঘরে সমস্ত সংসার নিয়ে বাস করতে হয় কিন্তু মেয়েরা যখন বড় হয় তখন একখানা ঘরে বাস করা সম্ভব হয় না, এই যে পরিস্থিতি আমাদের যে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এটা কি কেউ চিন্তা করেন? বাজেট দেখলে মনে হয়না এ সম্পর্কে সরকার চিন্তা করেন। যদি শতকরা ৫ ভাগ কিংবা ২ ভাগ লোককে স্লেফ কনটেণ্ড বাড়ী দিয়ে সরকার আত্মসন্তুষ্ট থাকতে পারেন তাহলে এই সমস্যার কোনদিন সমাধান হবেনা। এই গৃহ সমস্যার দুটি দিক আমি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে চাই। একটা হচ্ছে—খুব ঘটা করে বলা হচ্ছে যে লো-ইনকাম গ্রুপ যাদের অল্প আয় তাদের লোন দেওয়া হবে, বাড়ী করতে সাহায্য করা হবে। সেখানে যে অবস্থা ঘটছে তাতে দেখা যায় লো-ইনকাম গ্রুপএ পর্য্যন্ত মাত্র বাড়ী হয়েছে ১৮৯০টি এবং যেটা বরাদ্দ করা হয়েছিল তার অর্দ্ধেক দেওয়া হয়েছে বাকী অর্দ্ধেক দেওয়া হয়নি। আমি প্রশ্ন করি কেন দেওয়া হয়নি? ধার করবার লোকের অভাব নাই, লোক টাকা চাইছে অথচ দেওয়ার কি অসুবিধা আছে? একমাত্র দেখবো যে সমস্ত সর্ত করা হয়েছে লোন দেবার জন্য সেই সর্ত পুরণ করে মধ্যবিত্তরা যারা বাড়ী করবে তারা তা নিতে পারেন না। এই সর্তের মধ্যে নানারকম সর্ত কণ্টকিত করা হয়েছে, যাতে এই লোন না নিতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে দাঁড়াচ্ছে কি? তারা টাকা দিতে পারে না। টাকা যদি জমা থাকবে, মানুষকে না দেওয়া হবে তবে লোনএর কথা কেন বলা হয়—নিম্ন আয়ের লোকদের বাড়ী করার কথা। তাছাড়া এই নিম্ন আয়ের লোকদের জায়গা পাওয়া এক সমস্যা, সর্ত হচ্ছে

জায়গা পেতে হবে। কলকাতা এবং আশেপাশে জায়গা পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আজকে এসম্বন্ধে আর একটা কথা উপস্থিত করতে চাই।

কলকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট-এর পক্ষ থেকে বহু জমি কলকাতার সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রী করা হয়। এটা সকলে জানেন যে এই জমি বিক্রয় প্রায় কেলেঙ্কারীর পর্য্যায়ে উঠেছে। যেখানে সাড়ে চার হাজার—পাঁচ হাজার টাকা কাঠা হওয়া উচিত, সেই জমি বিক্রী হচ্ছে—১২ হাজার—১৩ হাজার টাকা কাঠা। এটা অক্সান সেল-এ বিক্রয় করা হচ্ছে। এই রকমভাবে ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট থেকে অক্সান থেকে জমির দাম—৫ হাজার টাকা কাঠা যেখানে হবে, সেখানে ১৩ হাজার, ১৪ হাজার টাকায় কাঠা উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একি সম্ভব—নিম্ন আয়ের লোকেরা এত দামে জমি কিন্‌তে পাবে? কেন তা সম্ভব হয় না? জমিও নয়, লোনও, নয়! এই যদি পরিস্থিতি হয়, তাহলে এই টাকা বরাদ্দ করার অর্থ কি? এই রকম করে লো ইনকাম-এর লোকেদের জন্য অর্থ বরাদ্দের মানে হয় না। এই ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট-এর জমি লটারী করে কি বিক্রী করা সম্ভব নয়? অথবা ন্যায্য দামে প্রাইওরিটি দিয়ে—কেন বিক্রী করা সম্ভব হচ্ছে না? অবশ্য ১২ হাজার, ১৩ হাজার টাকায় কিনবার লোকের অভাব নাই কলিকাতায়। সেই জমি অক্সান-এ দেওয়া হলে পরে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের লোকে সেই জমির ধারের কাছেও আসতে পারবে না। আমি প্রশ্নে রাখলাম—ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট-এর পক্ষ থেকে—সম্ভব কিনা, যে এই জমি ন্যায্য দামে বিক্রী করা হবে। কলকাতার উপরে নিম্ন আয়ের লোকেরা কিনতে পারে এবং তারপরে লোন পাবে। লোনের সর্ত হচ্ছে—আগে জমি চাই, তারপর দুজন গ্যারেণ্টার চাই। লোনের প্রথম বছর ৭০০ টাকা দিতে হবে। এই রকম যদি সর্ত, তাহলে কেউ সেই লোন নিতে পারবে না। এর কি দরকার আছে? জায়গা ও বাড়ী—তো থাকছে। এইভাবে নানারকম সর্ত যদি চাপান হয়, তাহলে এই লোন কেহ নিতে পারবে না। আমি মনে করি—এই ধরণের যে ঘোষণা সরকার থেকে যে সাহায্য করা হবে, এই বোগাস ঘোষণায় কোন লাভ নাই। কোন মানুষই তাদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে বাড়ী করতে পারবে না। সরকারেরও ঘরের টাকা ঘরেই থাকবে।

[5-25—5-30 p.m.]

দ্বিতীয় কথা—বস্তি সম্পর্কে, স্লাম ক্লিয়ারান্স বিল নিয়ে এই হাউসের মধ্যে কি কাণ্ডই না হয়ে গেল! এই বিল এলে মনে হলো পশ্চিমবঙ্গ সরকার—বিশেষতঃ মুখ্যমন্ত্রী বস্তিবাসীদের দুঃখে ভয়ঙ্কর কষ্ট পাচ্ছেন। এখনই তাদের জন্য বাড়ী করে দিতে না পারলে, তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন না। তাড়াতাড়ি যেমন করে হোক—এই বিল পাশ করতেই হবে। তখন আমাদের সমস্ত রকম পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এই বস্তিকে কিভাবে ইম্প্রুভ করা যেতে পারে, কত টাকায় করা যেতে পারে, ইত্যাদি তখন প্রত্যাখান করা হয়েছে। আজকে কি দেখছি? বিল পাশ হবার পরে দীর্ঘদিন চলে যাবার পরে মাত্র ৮৯৬ খানা টেনেমেণ্ট হয়েছে। কলকাতার বস্তিবাসী আড়াই লক্ষ পরিবারকে হাউসিং দিতে হবে। তার ইচ্ছা কি এই সরকারের আছে? তখন বিল পাশ করবার জন্য এত তাড়াহুড়া কি উদ্দেশ্য ছিল? তা'হলে ক'লকাতা বস্তির মানুষকে বস্তি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। এই বিল পাশ হলে জমি ও বাড়ী কিছুই পাওয়া যাবে না। এই কি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল? আমি পরিষ্কার অভিযোগ করতে চাই—এই উদ্দেশ্যে যখন এই বিল হ'ল না—এই বিলের ফলে তারা বিতাড়িত হয়ে গেল দেখলাম। তখন মুখ্য মন্ত্রীর বাড়ী করবার সাধ থাকলে মাত্র ৮৯৬টি বাড়ী কি করে হয়? সমস্ত টাকা সরকারের হাতে আছে। কেন তাঁরা জমি উদ্ধার করতে পারলেন না, গৃহ নির্ম্মাণ

করতে পারলেন না ? তার কি জবাব সরকার দেবেন ? যদি তাঁরা ঠিক করে থাকেন, এই বাড়ী করা সম্ভব হবে না, আড়াই লক্ষ পরিবারকে গৃহ দেওয়া সম্ভব হবে না, এই যখন বাস্তব ঘটনা, তখন তাদের যে পরামর্শ রেখেছিলাম, জমি এ্যাকোয়ার না করে বস্তির উন্নতি করবার জন্য—তারা টকা খরচ করুক। সেই বস্তির জলকল, পায়খানা প্রভৃতির উন্নতি করে সাধারণ মানুষের সেটা বাসযোগ্য করা হোক্। বাড়ীও দেবনা, টাকাও ছাড়বো না এবং বস্তিরও উন্নতি করতে পারব না। এই সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়ে গৃহ সমস্যা সমাধানের জন্য এই টাকা বরাদ্দ করার কোন অর্থও দেখি না।

Dr. Jnanendra Nath Majumdar : Sir, I rise to speak on Grant No. 40, Major Heads : 57—Miscellaneous, etc. and I do so without prejudice to the Rule issued on you, Sir, by the High Court at my instance.

আমি এই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্পেশালি বলতে চাই কল্যাণী সম্বন্ধে। আমরা বারবার এখানে বলেছি, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আমাদের তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সত্যের অপলাপ করে অনেক আশ্বাস দেন কিন্তু কিছুই হয় না। আমি এখানে কয়েকটি জিনিষ বলতে চাই, যে, কল্যাণীতে ড্রেন ১৭ ইঞ্চি দেবার কথা ছিল সেখানে ৭ ইঞ্চি দেওয়া হয়েছে, তার দরুণ ড্রেনগুলি বসে গিয়েছে। আমার বাড়ীর সামনে ১২০ ফুট বসে গিয়েছে এবং পাশে ১৪০ ফুট বসে গিয়েছে। যেখানে বসে গিয়েছে সেখানে মাটী চাপা দেওয়া হচ্ছে এর ফলে বাকী ড্রেনগুলিও বসে যাচ্ছে। এক দফায় সেখানে চুরি হয়েছে, বাকী আর এক দফায় হবে। উনি যখন সেখানে যান তখন শুধু চূণকাম করে রাখা হয় যার ফলে উনি কিছুই দেখতে পান না। সেখানে যে আসল রাস্তা কাঁচড়াপাড়ার রাস্তা, যেটা দিয়ে লোকে জমি বাড়ী কিনতে আসবে সেই আসল রাস্তাটাই মেরামত করা হয় না। সেখানে গিয়ে এই রাস্তাটার কোন কিছু করবার কথা কেউ কখনও ভাবে না। যেখানে একটা ভাল জিনিষ ছিল পার্ক, সেখানেও শুনছি ব্যয় সংকোচ হচ্ছে, সেখানে আর ফুল করা হয় না, ষ্টেট ফ্লাওয়ার গার্ডেনএর ফুল মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে বিক্রী করা হচ্ছে এবং তার মধ্যেও ভাগ আছে। তারপর সেখানে যারা ফ্যাক্টরী করবার চেষ্টা করছিল তারা সব উঠে আসছে, শিল্পমন্ত্রীর ছেলের শিল্পের কথা বলতে পারি না। অনেকে টেলিফোন পায়নি, সেখানে বড়দের মধ্যে সেন-পণ্ডিতরা নিজেরাই টেলিপ্রিণ্টার করে নিয়েছে এবং সরকারের যারা লোক তাদের বাড়ীতে টেলিফোন হয়েছে। এইসব কণ্ট্রাডিকসন এর জন্য কল্যাণীতে টেলিফোন হয়নি। কল্যাণীর কথা বলতে গেলে আরো অনেক কথা বলতে হয়। এরপর বাড়ীর কথা। সেখানে অনেক বাড়ী পড়ে আছে। আমার বাড়ীর পাশে প্রায় ৩০ খানা বাড়ী পড়ে আছে। নানা জায়গায় খবর নিয়ে জানতে পারলাম না যে এই বাড়ীগুলি কি জন্য হয়েছে। য়্যাগ্রীকালচার মিনিষ্টারকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন বোধ হয় মিল্ক কমিশনারের, আবার মিল্ক কমিশনারকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন আমি জানিনা। এরপর আমি শুনলাম যে এইগুলি নাকি ইউনিভারসিটি কোয়ার্টার্স হবে। ইতি-মধ্যে সেখানকার মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলেরা—সব ভদ্রলোকের ছেলে—ঐ বাড়ীগুলির কল চুরি করে বিক্রী করে দিচ্ছে। তাদের মধ্যে আবার কয়েকজন পুলিশে ধরা পড়েছে। বিপদ সেখানেই কারণ একবার পুলিশের ছোঁয়া লাগলে তাদের জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী সেখানে গাড়ী করে যান, একবার আমাকে বললেন যে আমার বাড়ী যাবেন। কিন্তু অফিসাররা তাকে সব জায়গা ঘুরিয়ে নিয়ে এসে আমার ওখানে ছেড়ে দিলেন। এবং তিনি আমার বাড়ীতে চা খেয়ে চলে এলেন। তিনি ওখানে গেলে সব ড্রেসিং করে ছেড়ে দেওয়া হয় যাতে তাঁর

চোখে কিছু পড়ে না। তারপর কল্যাণীতে যে সব ইণ্ডাষ্ট্রিজ করা হবে তাতে আমরা ভেবেছিলাম যে এর সারাউণ্ডিংএ যে সব রেফিউজী আছে তাদের কাজ দেওয়া হবে। সেখানে শিক্ষিত ছেলেরাও আছে, তারা আনস্কিলড কাজও করতে পারে। কিন্তু তাদের না নিয়ে কলকাতা থেকে লোক নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এবং শুধু তাই নয় সেখানে যেসব ভদ্রলোকের ছেলেরা গিয়েছে তাদের মিনিয়্যাল কোয়ার্টার্সএ থাকতে দেওয়া হয়েছে। এক একটা ঘরে দুইটি করে ফেমিলি থাকতে দেওয়া হচ্ছে। আর একটা কথা বলতে চাই যে কল্যাণীতে একটা স্পিনিং মিল হবার কথা ছিল, কিন্তু ঠিক তার পাশেই বি. এল, নান ৩০ লক্ষ টাকা দিয়ে একটা স্পিনিং মিল খুলছে, সে জায়গাটার নাম হল কাঁটাগঞ্জ গকুল, তার পাশে বহু রেফিউজী আছে, সেখানে স্কোয়েটার্স অথোরাইজড কলোনী আছে তাদের কাজ দেওয়া হলে তারা খেয়ে পরে বাঁচতে পারতো। তাদের দুরবস্থা আমি নিজে ঘুরে ঘুরে দেখে এসেছি। সেখানে এরজন্য ৭।৮ লক্ষ টাকা খরচ করে জাপান থেকে জিনিষপত্র নিয়ে আসা হয়েছে এবং তার জন্য যে বাড়ী তৈরী হচ্ছে সেগুলি সব এক্সপেরিমেণ্টাল ভাবে তৈরী হচ্ছে। চূণবালি দিয়ে গাথনি হচ্ছে। একবার গাথনি হচ্ছে আবার বর্ষাকালে সেগুলি পড়ে যাচ্ছে, তবু তাঁরা বলছেন এটা নাকি ওয়েলফেয়ার স্টেট, এইভাবে ৭ লক্ষ টাকা নষ্ট হচ্ছে। দুইজন দারোয়ান সেখানে থাকে তারা টুকিটাকি কাজ করে। তাই আমি বলি এইদিকে একটু তাকিয়ে দেখুন।

[5-35—5-45 p.m.]

The Hon'ble Dr Bidhan Chandra Roy: Because I happen to move a motion asking the Legislature to sanction a large amount my demand has got the pride of place and on the first day it has been brought before the House. I welcome it for this reason. I believe that the only way in which you can solve various problems of the State would be to develop the big industries and with them the small industries.

I will begin with Durgapur Coke Oven Plant. My friend Shri Sunil Das has been an unsparing critic of the coke oven plant. I remember his saying on a previous occasion that very likely there would not be enough demand for coke to feed the plant as much as we have started. As a matter of fact, I have been at the Government of India to sanction a second coke oven plant. Probably members are aware that in order to get this scheme through I have got to get the sanction of the Planning Commission, of the Industries Department, of the Steel Mines and Power and also of the Finance Department—I have got to get through four Departments. Only on the 19th February last I received a letter after two years of agitation. They have now realised that there is need for another coke oven plant and they have written to us, "The Government of West Bengal can now process their scheme further and they should approach the Department of Economic Affairs so that they might examine the proposals in regard to the foreign exchange. Possibly we will be able to get over that". I read out this letter to show that it is not possible for me to move one step forward without getting these men at different places every one of whom seems to think that he knows more than the others—before I can get a scheme through.

The fact that they have allowed another coke oven plant to be started is proof positive that they believe all about the coke position. In fact the Coal Price Revision Commitee have examined the proposals regarding hard coke. The consensus of opinion at the meeting was that while it would be possible to meet the growing demand of hard coke by the third Five Year Plan by fully exploiting the potential of the by-product, coking plant and supplementing supplies from the beehive coal, it would be necessary to build further capacity for hard coke for catering to the additional demand for the rest of the Plan period. They have been very very cautious in giving sanction for the second coke oven plant. There are two difficulties in the way ; one is that there is a large quantity of beehive coke which is produced in Bihar and West Bengal. I have repeatedly protested to the Government of India and to this Steel, Mines and Power Department that these men who do the beehive coke utilise coal of various description. Some of them are very valuable, rich coal, but in the process of making the coke they waste the gas, the tar, the benzene and all the by-products. Therefore I said that we should not allow these men to exploit our coal situation in this way. And therefore possibly there may be some arrangements made between the beehive coke production house and ourselves. With regard to this present coke oven plant all I should say is that at the present moment for one year we have run one battery only. We have not run two-batteries.

My friend, Shri Sunil Das, has been surprised that while we would credit 1 crore 60 lakhs for the year 1959-60 we have credited only Rs. 49 lakhs. That is not the whole picture. Rupees forty lakhs plus there is coke and coal—the two together would be another forty—together would be eighty lakhs. If you take that item just before, viz. the operational expenditure, you will find the operational expenditure has come down from Rs. 1 crore 60 to 73 lakhs because, as I said, only one battery is being used. Sir, at the present moment I think it better that our friends should know the position. At the present moment up till now we have produced 1 lakh 36 thousand tons whereas we have shown 74, 663 tons.

My friend, Shri Ananda Mukherjee has said that in the beginning there was some amount of doubt. Various criticisms were made mainly in the interest of the beehive coke. I even discovered—and that was really the final crucial thing about it—I even discovered that if a man wanted to take the coke and went to the Government of India for a permit to take the coke oven plant coke, he was given a permit for the bee-hive coke. You can imagine why that was so ?

There was another suggestion that perhaps our coke was not of the very good quality. Subsequent experiments were conducted at Dhanbad laboratory and they found that it contained only 22 per cent and therefore we have now entered into a contract with the Tata Iron and Steel Company for supply of 50,000 tons of hard coke—at the rate of 10,000 tons a month from April, 1960. Besides that we have made arrangements with the Industry who are prepared to take 30,000

tons from March 1960—at the rate of 5,000 tons a month. Besides, there are parties who have contracted for coke and, as I have said, 74,000 tons of coke have already been sold. Sir, along with the coke that have been produced, we also produced mother benzele, crude benzele, benzele—Industrial grade No. II—refined benzele, pure benzele and more expensive toulene oil and solvent naptha and sulphuric acid. We are in consultation with the Bengal Chemical and others to utilise these for the purpose of developing by-products of these particularly various types of substances from it. Besides this, we have already got sanction for establishment of a tar distillation plant. This will give us light oil, napthalene oil, wash oil and other kinds of oil. This will be available after the coal tar distillation plant is in operation. The sanction has been given and the order has been placed. It will be coming some time after.

[5-45—5-55 p.m.]

Now, it is true that if you take the economy of a coke oven plant merely on the basis of cost of production of the coke and the sale price of the coke, we may lose and it would give you a wrong picture. It is only when we can utilise the bye-products, of coke, utilise the gas, utilise the benzene, utilise the coal tar distillation products, then only we will be able to get the proper return. As it is, I have calculated that roughly speaking, we have sold and got in stock materials in one year which is almost equal to about two to three lakhs less than the cost of production. This cost includes the depreciation but it does not include either the interest or the sinking fund on the capital invested. Sir, it is perfectly true that we should not aim merely on the distillation of tar, we should have primarily the intermediaries for the manufacture of chemicals. I have told the Central Government that it was Bengal who started the Bengal Chemical and Pharmaceutical Works in 1899—long before any other part of India knew how to manufacture chemicals from these substances. But the difficulty is that there are powerful people in the West who have got more money than we have and who through the matching arrangement can induce people from outside to come and start business there. Here in Bengal our difficulty is that we have not got that advantage but still I am hopeful that I shall be able to start some smaller industries because I feel that my young men would be very capable in working these small industries. I am told that in Pimpri near Poona where the anti-biotic plant has been established, there are a large number of technicians who belong to Bengal—I do not know but I have been told so—and they have gone from here. In any case, I believe that unless we can develop in as many respects as possible, the products of the coke oven plant will not only not be able to satisfactorily solve the commercial value of the project but we shall not be able to relieve unemyloyment in a very large measure. So far as the present plant is concerned, it is expected to give 4 per cent but when the plant is doubled, we shall be able to get larger return. But that is not the real point. My point in pressing for a second coke oven plant was that I did not want to be always hankering and asking for coke oven gas from the steel plant, although they are

/ery kind and they have agreed to give us the gas, but we do not know there nay be other claimants who may take away the gas from the steel plant. Therefore, it is necessary that we should try to get our own arrangements for he purpose of finding suitable raw materials for our fertilisers.

Sir, for a fertiliser plant from which we expect to get 1,000 tons of urea and .bout 60,000 tons of nitro phos or any other equivalent of ammonium nitrate, we vill require something like 18 million cft of gas. The present plant gives is about 16 million. When the two batteries will start working—we have not tarted the two batteries as we do not want to incur expenditure inless and until we are satisfied about the economies of the whole thing—we vill be producing 32 million cft of gas As you know, there are 3 or 4 big ndustries coming up in the neighbourhood, viz. Babcock and Wilcox High Pressure Boiler manufacturers, there is the mining instrument factory and the Optical instrument factory, which is part of the Russian Scheme—all these vill require a certain amount of gas. So also the coke oven plant itself may equire gas, but we have already arranged, to have a producer gas factory which vill use lower type of fuel and we can utilise that for the purpose of firing the actory. In that case we shall be only using about 6 to 8 million cft of gas here from the first plant which will leave with us about 20 to 24 million cft of ;as of which 8 million cft would come to Calcutta and 16 to 18 million will be .vailable for the fertiliser plant.

Sir, in this connection I refer to my friend Shri Ganesh Ghosh's criticism. He says,

উনি বলেছেন, আপনারা চিন্তা করে দেখেছেন কি ? চিন্তা করে দেখতে গিয়েই তো ঐ ২০।৫০ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেল ।

First of all, we did not know how to reclaim. As you know, we ha ve got two alt Lakes in Calcutta, one is the North Salt Lake and other is the South Salt ake. It is true that the North Salt Lake is now being used by some of the ig fishermen who are very anxious not to allow Government to take up this /ork because they make plenty of money, but I am not prepared to accept their rgument on that score.

Shrimati Manikuntala Sen just now said that more houses have to be built. My question is where is the land ? It is true that large part of Calcutta is being eclaimed by the Improvement Trust which means that where there was a lane of 8 to 10 ft. there is now laid down a road of say, 100 to 120 ft. What does t mean ? It means that the owners of the house nearby who are dispossessed nay get some more money than the men who first purchased the land, but that noney is not enough for buying another land. Supposing original price of the and was Rs. 200 per cottah and the owners have got Rs. 2,000 per cottah which ie Improvement Trust thought to be a very high price. Yet, the point is that iey cannot go to another place and get any land for Rs. 2,000. You can irdly get any land anywhere in Calcutta under Rs. 4,000 a cottah. Therefore,

my attempt was to try and find for the people of Calcutta land where they can build their houses.

Sir, there is an area of 3·75 sq. miles which has been reclaimed and even making allowances for some area for the purpose of roads and other development projects—I have calculated—we shall get the money return if we sell the land at Rs. 2,000 to Rs. 2,100 a cottah.

[5-55—6-5 p.m.]

We shall get all the money that we now invest in this plan which is about 19 crores. We shall get back a little more than 20 crores. In fact, I have suggested to the Department concerned that they should try and sell the land to the people even before the proper development has taken place. My friend Shri Ganesh Ghosh is doubtful whether it will be finished in sixteen years. Well, we have not yet given the contract to anyone. We have asked for tender. It is open to tender. Two firms have given their quotations. The prices are not very different, but the contract is that they must complete their scheme in six years' time. Not only that, they have agreed that as a portion is reclaimed and developed, that portion may be sold, so that you need not wait for six years for the purpose of selling. I feel that if you are thinking in terms of slum clearance, if you are thinking in terms of housing of the low income-group people, if you are thinking in terms of industrial housing, we must have some land, and it is not difficult. If we go through this project, we shall be able to produce quite a large number of plots—which will be about 20,000 plots—which may be given to the people. My friend Shri Ganesh Ghosh wants to know who would carry it out and whether we have got the permission of the Government with regard to it. Sir, it took us a long time and a great deal of effort to get the permission, but eventually we have got from the Ministry of Finance the permission to release the foreign exchange of Rs. 1 crore and 70 lakhs. The total amount of foreign exchange necessary is about Rs. 3 crores 48 lakhs, and the firm is prepared to take half of that at the present moment and the rest may be given later. Therefore, we have not only got the sanction of the Government for payment to the Dutch firm concerned which has given their expert report as regards the reclamation of this land and development of that land, but also we are doing another thing. If any gentleman is curious enough he may go there. I had been there twice and I have found that they are trying to find out a method by which the salt surface of the lake may be converted into an area where cultivation can go on. They have produced a scheme of removing the salt water by a particular method. However, that would take some time. We are also thinking of asking this firm to give us another scheme for development of 8 square miles of area for cultivation in various project. Now, this particular scheme, as I said, was being delayed because of the difficulty of foreign exchange, but the Government of India have ultimately given permission. In fact, I may tell you one thing. When I had been in Europe the year before last I went to Holland and I met the Ministry concerned there and they agreed to

elea se the firm's quotations if a certain quantity was paid in foreign exchange n advance. The rest could be paid later. As you know in Europe there is a ystem by which the Government does not allow any contractor in any of the ountries to negotiate for the supply of goods unless a certain portion of the oreign exchange is deposited at the time of giving order.

We had a great deal of talk on this point and eventually I succeeded. Sir, do not know whether I need labour my points any further. I may state for 1ose who want to know that there are four schemes for housing purpose. One subsidised industrial housing scheme. We have provided 98 lakhs under 1is head. This represents provision for projects which we took up and projects which the Calcutta Improvement Trust will take up. The expenditure is nanced by the Government of India in the shape of subsidy of 50 p. c. nd loan 40 p. c. Then there is the subsidised industrial housing scheme of the rivate employers. We find in our scheme an amount of 10 lakhs as subsidy and 5 p. c. as loan and advances. In this case the subsidy is of 25 p. c. and the 37½ . c. loan is to be given by the Government of India provided the Government f Bengal is prepared to give 37½ p. c. to the employer or the employer consents find 37½ p. c.

When we have the slum clearance scheme, as I said a little while ago, our 1ain difficulty is about getting land, as all the land round about Calcutta which as vacant or nearly vacant has been squatted upon by the refugees. I believe 1ere are about 147 squatters' colonies. The Government of India and the iovernment of West Bengal are trying to regularise these. But there are certain :strictions—one is that the tenement built for the bustee dweller should not be 1ore than one mile from the bustee dwellers whose residences are to be taken, 2) there should be as far as possible arrangements for industrial work so that e dwellers may continue their pursuits, (3) in that new house the rent should ot be very high. I went to Bombay to see some of the industrial houses and was surprised to find that the minium rate of rent there was from 18/- to 20/- nwards. Of course the Bombay workers, as far as I know, get more than in est Bengal, but in any case I may point out that if you build a tenement for e industrial worker you must be able to build it at a cost—that he might be le to pay. In the case of slum clearance the difficulty is not so much because that case Government gives 75 p. c. subsidy but in case of industrial housing is only 25 p. c. subsidy and 25 p. c. loan. The difficulty is that in the case of 1m clearance it is essential that the rent should not be high. In Baidyabati 1d Shyamnagar although the houses for the industrial workers have been built 1t they are not prepared to occupy those houses.

·5—6-15 p.m.]

Sir, we are looking into the matter and we may be able to make some asonable arrangement. Now, Sir, even if we build the houses, the workers e not prepared to occupy them. That is another difficulty. It may be that obably they do not like the construction of the houses or there may be some

other reason, but, in any case, that is what has happened in some cases. As a matter of fact, we have now taken statistical survey of many of the bustees in Calcutta, showing the number of people living in those bustees, the number of houses and how many of them are kutcha and how many of them semi-kutcha and semi-pucca, what are the types of industry that they follow, whether they would like to have any other industry in their neighbourhood and so on. We are taking complete data and our idea is to take up three bustees in one area and, first of all, take a place of land in the neighbourhood, build a tenement there and then put the people of these three bustees in that tenement and then take over the bustees and reproduce certain types of buildings in those bustees. After a great deal of troubles, we have been able to locate one piece of land of 10 bighas near Manicktala and we propose to start it there.

Then, for the plantation labour housing scheme, Rs. 5 lakhs has been put in the budget. 80% of the cost of construction of houses for plantation labour will be advanced to the planters up to a ceiling of Rs. 2,400 per tenement.

Besides that, Shrimati Manikuntala Sen knows that we have been trying to build houses in Calcutta—one of such houses, I believe, she is still occupying or she was occupying, I do not know. We are trying to increase the number of such houses. We have got one such house at Karaya, one at Entally and now we have got one at Gariahat Road. We are trying to have a township scheme at Patipukur. We are taking up a certain land which was in the possession of a certain co-operative society which they could not develop. We are trying to put into effect this Patipukur Township Scheme.

Then there is the middle-income group housing scheme. The Government have started this scheme of giving to a particular person up to Rs. 20,000—Rs. 16,000 for construction, Rs. 4,000 for the land and its development and the person concerned must himself find Rs. 5,000. This is the middle-income group housing scheme. We want to take a piece of land for that purpose in Patipukur and develop it and we hope we will be able to finish it this year.

Then we have a scheme for providing housing accomodation for working girls. We have nearly 500 and odd houses in Kalyani.

My friend Dr. Majumdar has expressed his disapproval of certain things that are happening in Kalyani. I may tell him that I have got the news about the sinking of some of the sewers and I have asked the Chief Engineer of the Improvement Trust to find out the causes and also find out who are responsible for them so that we may realise the money. In any case, that is receiving our attention.

As regards telephone, I may tell him that telephone is not really under the State Government, but I have told the Postmaster-General about it and he says he has written to the Government of India and will try to find out if any more connection can be given. But I was saying that in Kalyani all the houses have been practically taken up. Whatever is left over will be taken up by the staff of the Kalyani University who will be located there for the time being until they

build their own houses. We have therefore ordered another 400 houses under the low income group housing scheme so that we may be able to get some shelter for those who want to come to Kalyani and stay there.

This is perhaps all that has been said. I have tried to reply to all the points. We are trying very fast to develop this State and its industrial potentiality. It is possible that some friends may think that the method that we have adopted could be improved upon. I am always open to any suggestion of that type. But after all we have got to be responsible to our Legislature. I have got also to satisfy in many cases the Central Government because without satisfying them we can not get permission for getting machinery from abroad nor can I get the foreign exchange. These are our difficulties but in spite of our difficulties we are on the right path and we will be able to achieve our objectives as quickly as possible.

I oppose all the amendments and commend my motion for the acceptance of the House.

The motion of Subodh Banerjee that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 4o, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure--82—Capital Account of other State works outside the Revenue Account" be reduced by Rs 100 was then put and lost.

The Motion of Shri Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expendilure under Grant No. 40, Major Heads "57—Miscellaneous— Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The Motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 12,74,27,CC0 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "5 7—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The Motion of Shri Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumder that the demand of Rs. 12,74,27.000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57—Miscellaneous--Other Miscellaneous Eependiture—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost

The motion of Dr. Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57—Miscellaneous— Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost

The motion of Dr. Jnanendra Nath Majumder that the demand of Rs.12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57—Miscellaneous— Other Miscellaneous Eependiture—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Mallik Chowdhury that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Iedu majhi that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Mojor Heads "57—State Works Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other Miscellaneous—outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

[6-15—6-25 p. m.]

The motion of Shri Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :

NOES—121

Abdul Hameed Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, The Hon'ble Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Anani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty Shri Bhabataran
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri. Gopal Chandra
Das Gupta, The Han'dle Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak Shri Shib Das
Ghosh, Shri. Bejoy Kumar
Ghosh, The Han'ble Larun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur, Rahaman, Kazi
Hansda Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mirtyunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath

Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kingar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byemkes
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mandal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mahammad, Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Srimati Tusar
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Ray, Shri Arabinda
Ray, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singa, Satish Chandra

AYES—68

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri Shri Pancugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee,Shri Shyama Prasanna
Bose, Shri Jagat

:hakravorty, Shri Jatindra Chandra
:hatterjee, Shri Basanta Lal
:hatterjee, Dr. Hirendra Kumar
:hattoraj, Shri Radhanath
:hobey, Shri Narayan
:howdhury, Shri Benoy Krishna
)as, Shri Gobardhan
)as, Shri Natendra Nath
)as, Shri Sunil
)ey, Shri Tarapada
)har, Shri Dhirendra Nath
)hibar, Shri Pramatha Nath
lias Razi, Shri
ianguli, Shri Ajit Kumar
ihosal, Shri Hemanta Kumar
ihosh, Shri Ganesh
ihosh, Shrimati Labanya Prova
iolam Yazdani, Shri
Ialder, Shri Ramanuj
Ialder, Shri Renupada
:ar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
:onar, Shri Hare Krishna
ahiri, Shri Somnath
Iajhi, Shri Chaitan
Iajhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Samar
Naskar, Shri Gangadhar
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shrimati Manikuntala
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 68 and the Noes 121, the motion was lost.

The motion of Shrimati Manikuntala Sen that the demand of :s. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads 57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of ther State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was hen put and a division taken with the following result :

AYES—68

ıbdulla Farooquie, Shri Shaikh
ianerjee, Shri Dhirendra Nath
ianerjee, Shri Subodh
ianerjee, Dr. Suresh Chandra
iasu, Shri Amarendra Nath
iasu, Shri Brindabon Behari
ısu, Shri Chitto
ısu, Shri Gopal
ısu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna

Bose, Shri Jagat
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chattoraj, Shri Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Shri
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Samar
Naskar, Shri Gangadhar
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadnanda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shrimati Manikuntala
Sengupta, Shri Niranjan

NOES—121

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas

Dey, Shri Kanailal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mirityunjoy
Jehangir, Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkes
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik Shri Sarada Paasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr.Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra

Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar

The Ayes being 68 and the Noes 121, the motion was lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 12,74,27,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :

AYES—68

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Bose, Shri Jagat
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chattoraj, Shri Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Shri
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Samar
Naskar, Shri Gangadhar
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar

:ay, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
:oy, Dr. Pabitra Mohan
.oy, Shri Rabindra Nath
oy, Shri Saroj
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shrimati Manikuntala
Sengupta, Shri Niranjan

NOES—121

bdul Hameed, Hazi
bdus Sattar, The Hon'ble
bul Hashem, Shri
adiruddin Ahmed, Hazi
anerji, Shri Sankardas
andyopadhyay, Shri Smarajit
anerjee, Shrimati. Maya
anerjee, Shri Profulla Nath
arman, The Hon'ble Syama Prasad
asu, Shri Abani Kumar
asu, Shri Satindra Nath
hagat, Shri Budhu
hattacharyya, Shri Syamadas
anche, Shri C. L.
ose, Dr. Maitreyee
rahmamandal, Shri Debendra Nath
hakravarty, Shri Bhabataran
hatterjee, Shri Binoy Kumar
haudhuri, Shri Tarapada
as, Shri Ananga Mohan
as, Shri Bhusan Chandra
as, Shri Kanailal
as, Shri Khagendra Nath
as, Shri Mahatab Chand
as, Shri Radha Nath
as, Shri Sankar
as Adhikary, Shri Gopal Chandra
as Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
ey, Shri Haridas
ey, Shri Kanailal
hara, Shri Hansadhwaj
gpati, Shri Panchanan
olui, Shri Harendra Nath
utt, Dr. Beni Chandra
utta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Shri Nikuuja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahanty, hriS Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkes
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoarnjan

Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed, Israil, Shri
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad, Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Ghandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar

The Ayes being 68 and the Noes 121, the motion was lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 12,74,27,000 fc expenditure under Grant No, 40, Major Heads "57—Miscellaneous—Oth Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outsic the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and a divisio taken with the following result:

AYES—86

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharajee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shayama Prasanna

Bose, Shri Jagat
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chattoraj, Shri Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hementa Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh. Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Shri
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somhath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Samar
Naskar, Shri Gangadhar
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri, Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shrimati Manikuntala
Sengupta, Shri Niranjan

NOES—121

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakarvarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chaudhuri, Shri. Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra

Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur, Rahaman Choudhury Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkes
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Bhikari
Mondal Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar Shri Khagendra Nath
Noronha Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha Shri Dhaneswar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal

Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha, Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar

The Ayes being 68 and the Noes 121, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 12,74, 27,000 be granted for expenditure under Grant No. 40, Major Heads "57—Miscellaneous—Other Miscellaneous Expenditure—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account", was then put and agreed to.

DEMANDS FOR GRANT No. 16

Major Head : 28—Jails.

The Hon'ble Purabi Mukhopadhyay : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 1,04,08,000 be granted for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails."

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসএর সামনে জেল দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দ পেশ করবার সময় নুতন করে জেল বিভাগের নীতি, এবং বিশেষ করে তার কর্মপন্থা সম্বন্ধে, বিশেষ কিছু বলবার নেই। একথা অবশ্য সকল সদস্যই ভাল করে জানেন, এই হাউসএ, জেলবিভাগ যে নীতি দিয়ে চালানো হয় তা বহুবার পেশ করা হয়েছে এবং সকলেই তা সমর্থন জানিয়েছেন। আজকে সেইজন্য নুতন করে পলিসি সম্বন্ধে না বলে, গত এক বৎসরে যে যে কাজ করা হয়েছে তার একটা আভাস শুধু আপনাদের সামনে রাখবো।

এই হাউসএ আপনারা প্রবেশন য়্যাক্ট পাশ করেন। অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই প্রবেশন সিষ্টেম যাতে বিভিন্ন জেলে আরো ছড়িয়ে দেওয়া হয় তার জন্য এ বৎসরে ১২জন প্রবেশন অফিসার নিয়োগ করার ব্যবস্থা হয়েছে। তার মধ্যে ৮জন প্রবেশন অফিসার ইতিমধ্যেই যোগদান করেছেন, তাদের লিখিত করে পাঠাবার পর বাকী ৪ জন কাজে যোগদান করছেন। এই প্রবেশন অফিসারদের বম্বেতে পাঠান হয় যেখানে টাটা ইন্‌ষ্টিটিউট, বম্বে, সোস্যাল সায়েন্স শেখার ব্যবস্থা আছে, সেখান থেকে শিক্ষা লাভ করে এসে তাঁরা এখানে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। একথা আপনি জানেন, অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রবেশন য়্যাক্ট এখানে পাশ করলেও, সেইসময় এখানে বলা হয়েছিল, আদালতগুলি যদি এই প্রবেশনএর সুযোগ না নেয় তাহলে সরকার পক্ষ থেকে নুতন করে এই আইন অনুসারে কিম্বা তার প্রয়োগ পদ্ধতির দ্বারা নুতন করে কিছু করবার আমাদের থাকবে না। কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি যা আশা করেছিলাম, প্রবেশনএর জন্য আদালত থেকে কেউ আসেনি। তথাপি আমাদের পক্ষ থেকে এই অফিসার নিয়োগ করে আমরা তাদের জেলের আওতায় আনতে পারি তার ব্যবস্থা করছি। গত বৎসর যখন বাজেট পাশ করা হয়েছিল তখন আমরা পরিকল্পনা নিয়েছিলাম প্রেসিডেন্সি জেলএ ছাতার কারখানা তৈরী করান জন্য। এমন ধরণের শিল্প জেলে করতে চেয়েছিলাম যা শিখলে তা তাদের ভবিষ্যতের সম্পদ হবে এবং বাহিরে গিয়ে তারা সমাজে স্বাবলম্বী হতে পারে এবং বারবার করে যাতে তাদের জেলে ফিরে না আসতে হয়। এটা বাস্তব সত্য যে বেশীর

ভাগ লোকই অপরাধমূলক মনোভাব নিয়ে জেলে আসেন না, এর জন্য বহু পরিমাণে দায়ী তারা কোন হাতের কাজ জানে না এবং এই কাজ জানা না থাকায় তারা সাধারণ নাগরিকের মত জীবন যাপন করতে পারে না, সেইজন্য বাধ্য হয়ে অপরাধ করে জেলে আসে। এই জন্য যাতে কোন না কোন শিল্প তাদের শিখিয়ে দেওয়া হয়, সেইজন্য জেলখানায় বিভিন্ন শিল্প এবং হাতের কাজের ব্যবস্থা করা যয়েছে। এই ছাতার কারখানায় কম মূলধনে তাদের শেখার ব্যবস্থা হয়েছে।

[6-25—6-35 p.m.]

এই শিক্ষণ পদ্ধতিতে সুদূরপ্রসারী ফললাভ হয়েছে এবং যারা বাইরে যাবে তাদের পক্ষে মূলধন যোগাড় করা শক্ত হবে না। গ্রীষ্মে এবং বর্ষায় বহুলোক রাস্তায় রাস্তায় ঘুরাঘুরি করে এবং তারা কাজও পেয়ে থাকে। সুতরাং আমাদের এখান থেকে যারা বাইরে যাবে তারাও সামান্য মূলধন নিয়ে রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারে। এই ছাতা কারখানা থেকে ইতি-মধ্যে—আমরা যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলাম সেই পরিকল্পনায়—একবৎসর ধরে আমরা সবশুদ্ধ ৩০ জন লোককে হাতে কাজ শেখাতে পেরেছি এবং ইতিমধ্যেই সেটা লাভজনক হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন যে সব শিল্প ৫টা সেণ্ট্রাল জেলে এবং ডিষ্ট্রিক্ট জেলে রয়েছে তাতে খরচ হয়েছে ১১ লক্ষ ১০ হাজার ২৫৪ টাকা, ওয়েজ হিসেবে তাদের দেওয়া হয়েছে ২ লক্ষ ২৫ হাজার ১৯ নয়া পয়সা আর সরকার লাভ পেয়েছেন ১লক্ষ ৫৯৩০ হাজার টাকা। এখানে মাননীয় সদস্যদের আমি জানাতে চাই যে, জেলখানায় কোন শিল্পই এমন করে শিখান হয় না যাতে লাভের দিকে নজর রেখে সেই শিল্প চালান হয়—এখানকার মানুষদের আমরা এমন সব শিল্পে ও কর্মে নিয়োগ করে রাখতে চাই যাতে করে ভবিষ্যৎ জীবনে তারা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে রুজিরোজগার করে চলতে পারে। তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে এদের হাতের কাজ শেখান হয়। অতএব, সরকার লাভ করতে পারলেন কিনা সেটাই বড় কথা নয়। শুধু দেখা হয় যে উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলি করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে কিনা। জেলে উৎপন্ন কোন বস্তু যাতে বাজারে কম্পিটিসনএ না আসে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়—তা সত্ত্বেও আমরা যে মূলধন খরচ করেছিলাম সেই মূলধন উঠে এসে ১ লক্ষ ৫ হাজার ৯৩০ টাকা আমাদের প্রফিট হয়েছে। এর ভেতর ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৬০৮ টাকা আমরা ওয়েজ হিসাবে দিতে পেরেছি। গতবার আমি বিধানসভায় বলেছিলাম ওয়েজ আর একটু বাড়ান যায় কিনা তা আমরা চিন্তা করব। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে, এমনকি ভারতের বাইরে অন্যান্য জায়গায় মজুরীর যে ব্যবস্থা আছে তাতে আমরা দেখছি সবদিক থেকে ভাল আমেরিকা রাশিয়ার ব্যবস্থা। সেখানে বাইরে একজন লোক রোজগার করে তার দৈনিক যা মজুরী হয়, জেলখানায় তার থেকে অর্দ্ধেকের বেশী কোথাও দেওয়া হয় না। মাননীয় সদস্যরা এখানে বার বার একথা বলেছেন তাদের আরো মজুরী দেওয়া যায় কিনা বর্তমান পরিকল্পনা পরিবর্তন করে—আমরা এই বিষয়ে স্থির নিশ্চিত যে, এখানে যে মজুরীর ব্যবস্থা রয়েছে, সেই মজুরী এর বেশী করা উচিৎ নয় যে, একজন লোক বাইরে কাজকর্ম করলে যে মজুরী পেত তার থেকে বেশী পাবে। রাশিয়ারও সিস্টেম দেখতে পাচ্ছি, সেখানে বাইরে কাজ করলে যে মজুরী পেত ভিতরে তার ৫০% থেকেও কম, প্রায় ২০ ভাগ দেওয়া হয়, আমেরিকাতেও তাই। ইংল্যাণ্ডএ তাঁরা একবার এই সিস্টেম বন্ধ করেছিলেন, পরে তাদের বিশেষজ্ঞরা যে ব্যবস্থা করেছেন তা বাইরের মজুরী অপেক্ষা কম। আজ বাংলা দেশে বেকার সমস্যা রয়েছে স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের দেশের বাইরে শিল্পকর্মে যারা নিযুক্ত হয়েছে, তাদের মজুরীর হারও খুব বেশী নয়। সেইসমস্ত জায়গায় যে মজুরী রয়েছে তার

থেকে জেলখানায় বেশী দেওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। তবে আমরা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করিনি। তাঁদের যা মত সেটা আমি আপনাদের সামনে রাখছি—আপনি জানেন, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাংলা দেশে জেলের বাইরে যারা কাজ করে তারা ১৲ টাকা থেকে ১।০ টাকা পর্য্যন্ত আয় করে, সেদিক থেকে গড়পড়তা হিসাবে জেলে আমরা ৬।৮।১০ আনা পর্য্যন্ত মজুরী দিয়ে যাচ্ছি। আমি গতবার বাজেট অধিবেশনে বলেছিলাম যে, যাতে বাড়ীতে পাঠাতে পাবে তার জন্য, এবং জেলখানায় যে টাকা খরচ করতে পারবে তার অংশ কমিয়ে দিয়ে যাতে মেয়াদের শেষে পুরো টাকা নিয়ে যেতে পারে তার জন্য একটা পরিকল্পনা ছিল—তাতে এই ব্যবস্থা ছিল যাতে ½ মাত্র জেলখানায় খরচ করতে পাবে। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করেছি, কিন্তু মজুরীর হার বাড়ানোর পক্ষে কেউ মত দেন নি। কিম্বা এটা কমিয়ে জেলখানায় আরেকটু বেশী খরচ না করে যাতে বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারে সেই পরিকল্পনা করার কথা মাননীয় সদস্যরা বলেছিলেন। কিন্তু এই পরিকল্পনাও বিশেষজ্ঞরা গ্রহণ করতে রাজী হননি। তাঁরা বলেছিলেন, যদি তারা অর্দ্ধেকও খরচ না করতে পারে তা'হলে দীর্ঘমেয়াদী যারা তাদের একটা একঘেয়েমি আসবে—এবং এই একঘেয়েমির ভাব মানসিক সংস্কারের দিক থেকে ক্ষতিকারক হবে। অতএব, কেউ যদি অর্দ্ধেকের বেশী জমা রাখতে চান তাহলে অপশান থাকবে, সেটা খরচ না করে জমা রাখতে পারবে, কিন্তু বাধ্যতামূলকভাবে ½ খরচ করতে দেব এতে অনেকের বিশেষ করে কয়েদীদের মত নাই।

তারপর, এখানে অনেক প্রবেশনারী অফিসারদের কথা বলেছেন। আমাদের বহু পোষ্ট টেম্পোরারী ছিল, যেগুলি এখন পারমানেণ্ট পোষ্ট করে দেওয়া হয়েছে—যেখানে গেজেটেড অফিসার ছিলেন ৩৭, তার মধ্যে ৩৩জন পারমানেণ্ট হয়েছেন; নন-গেজেটেড যেখানে ছিল ২ হাজার ১৬৩, তার মধ্যে এখন মাত্র টেম্পোরারী ২১৯ জন রইলেন, ২৩৮২ জন ইতিমধ্যেই পারমানেণ্ট হয়েছেন, বাদ- বাকী যারা টেম্পোরারী রয়েছেন তাঁদের যাতে আস্তে আস্তে শিক্ষা দিয়ে এই বিভাগে পারমানেণ্ট করা যায় তার ব্যবস্থা করার কথা সরকার চিন্তা করছেন। তাঁদের বেতন সম্পর্কে—সরকার পে-কমিটি নিয়োগ করেছেন, সুতরাং তাঁদের কাছ থেকে কি ধরণের রিপোর্ট আসবে তার উপরই সব নির্ভর করছে। তাঁরা যে ডিসিসন দেবেন সরকার মেনে নেবেন। এই ব'লে এই বিভাগের ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুরীর জন্য আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker : There are many cut motions of which, cut motions Nos. 9 and 49 are out of order, because the subject matter of those motions viz., release of prisoners, relates to other Head. The rest of the cut motions I take them as moved.

Shri Narayan Chobey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move thatt he demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Shri Jagat Bose: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Dr. Pabitra Mohan Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Shri Phakir Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Shri Renupada Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Shri Gopal Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Shri Mihir Lal Chatterji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguly: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Shri Haridas Mitra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Shri Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Dr. Radhanath Chattoraj: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" by reduced by Rs. 100.

Dr. Dhirendra Nath Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Shri Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhupal Chandra Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mallick Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for evpenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে কাবামন্ত্রী আমাদের কাছে যে বক্তব্য রেখেছেন সে সম্পর্কে আমি দুই একটা কথা বলতে চাই। তিনি বলেছেন যে আমরা বারে বারে একই কথা বলি। আমাদের জেলেব অভ্যন্তবে যে কিছু উন্নতি হয়েছে সেটা বারে বারে এখানে বলে লাভ নাই। কেননা প্রত্যেক সদস্যরা এতে সমর্থন জানিয়েছেন। এখানে একটা কথা বলতে চাই যে কারামন্ত্রী যে চিত্র এখানে এঁকেছেন তা সম্পূর্ণ অসত্য। আমি এখানে বলতে চাই জেল-খানার ভিতরে সাধারণ কয়েদীদের জীবনযাত্রার মান খুব বেশী পরিবর্ত্তন হয়নি। আমি নিজে বিভিন্ন জেলে ঘুরে যে তথ্য সংগ্রহ কবেছি আপনার মাধ্যমে সেই সম্পর্কে দুই একটা কথা বলতে চাই। আজকে সাধারণ কয়েদীরা পড়াশুনা কবতে চায় কিন্তু লক্-আপএর বাহিরে পড়াশুনার কোন ব্যবস্থা নাই।

[6-35—6-45 p.m.]

একথা মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় নিশ্চয় অস্বীকার করবেন না। আমরা একথা তাঁকে বারবার জানিয়েছি যে তাঁদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করা উচিৎ। জেলখানায় থাকলে তাদের মনের ভেতর অন্য জিনিষ আনতে হলে তাদের পডাশুনার স্কোপ দেওয়া উচিৎ, কিন্তু তা দেওয়া হচ্ছে না। তারপর সামান্য টিচিং দিয়ে যেগুলি করা যায় সেগুলি কথা হচ্ছে না। আমি সম্প্রতি আলিপুর জেলে একটা কথা শুনলাম যে আলিপুব জেলে বিভিন্ন জেল থেকে কয়েদী এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয কিন্তু দুঃখেব রিষয় যে আলিপুব যেটা সেণ্টার অব ট্রিটমেণ্ট ফর আদার জেলস প্রিজনার্স—সেই জেলে অনেকদিন থেকে মেডিক্যাল স্পেসালিষ্ট তো নেই। বহু কয়েদীদের কাছে শুনেছি যে তাদের ভাল রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। মেডিক্যাল কলেজ ও অন্যান্য কলেজে এক্সরে কবার জন্য যে সমস্ত কয়েদীদের ঠিক করা হয় তারা ৬।৭ মাস বা ১ বছর অপেক্ষা করেও এক্স-বেব জন্য বাহিরে যেতে পারে না। সুতরাং আমার মনে হয় আলিপুর জেলে এমন ব্যবস্থা করা হোক যাতে সেখানে এক্সবে করা যায়। কয়েদীদের বিভিন্ন জেল থেকে এনে যাতে সেখানে এক্স-রে করা যায় তারজন্য তাঁকে অনুরোধ করছি। তারপর লাইব্রেরীর জন্য কিছু গুলি দেবার ব্যবস্থা করা হোক। সাধারণ কয়েদী যাদের পড়াশুনায় ইচ্ছা আছে তাদের জন্য লাইবে্রীতে ভাল ব্যবস্থা করা উচিৎ। সেণ্ট্রাল জেলে ৩০০ টাকা গ্রাণ্ট দেওযা হয়, কিন্তু আমার মনে হয় এটা বাড়িয়ে ৫০০।৭০০ টাকা করা উচিৎ যাতে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষামূলক বই সেখানে রাখা যেতে পারে। আমি এ বিষয়ে আপনার মাধ্যমে কারামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী যেটা হবে সেই শতবার্ষিকী উপলক্ষে জেলের কয়েদীদের জন্য সরকারের তরফ থেকে রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী উপহার দেওয়া হোক। সেগুলিকে জেল লাইব্রেরীতে রাখা হবে। আমরা বিভিন্ন কয়েদীদের জিজ্ঞাসা করে দেখেছি যে তারা রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী পড়তে ইচ্ছুক। কিন্তু জেলে একটা বই নেই। বাংলাদেশের বিভিন্ন রাইটারের ভাল ভাল বই সেখানে রাখা উচিৎ। এ ব্যাপারেও আমি

কারামন্ত্রী মহোদয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে তিনি যেন এই সমস্ত ব্যবস্থা করেন। তারপর বলব যে জেলে যে মেডিক্যাল ষ্টক আছে সেটা এত ষ্টিরিওটাইপড যে সেখানে ভাল ভাল অনেক ঔষধ পাওয়া যায় না। আমি জেলের হাঁসপাতালের কর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে দেখেছি যে ভাল ঔষধ অনেক সময় পাওয়া যায় না। এদিক থেকে জেলের মেডিসিন সিষ্টেম আরও এনরিচ্ করা দরকার। এরপর কয়েদীদের জন্য একটা কেন্দ্রীয় রিডিং-রুম করা উচিত এবং সেখানে মাসিক বিভিন্ন সব কাগজ সরকারের তরফ থেকে রাখা উচিৎ। আমি এমন সব প্রিজনার লক্ষ্য করেছি যে দৈনিক কাগজ পড়তে চায় এবং আজকে এ সম্বন্ধে বিধানসভায় আমাকে উত্থাপন ক'রতে বলেছে। এরা অনেকে জেলে বসে দুনিয়ার খবর ও দেশের খবর জানতে চায়। সুতরাং এদিক থেকে এটা সম্ভব কিনা মন্ত্রীমহাশয়কে ভেবে দেখার জন্য আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করছি। জেলমন্ত্রী মহাশয়া বারে বারে বলেছেন আমরা জেলের কয়েদীদের জন্য প্যারোল সিষ্টেম ইন্ট্রোডিউস করেছি। আমি বলব এই প্যারোল সিষ্টেম সুবিধা ২।১ জন ছাড়া আর কেউ পায় না। প্যারোল সিষ্টেম এমনভাবে করেছেন যাতে কয়েদীরা বাহিরে যেতে না পারে কারণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় প্যারোল পেতে হলে যে সমস্ত জিনিষ আপনারা করেছেন সেগুলো জানা কয়েদীদের পক্ষে সবসময় সম্ভব হয় না। সুতরাং প্যারোল সিষ্টেমকে আরো লিবার্যালাইজ করা যায় কিনা যাতে কয়েদীরা প্যারোল পায় সেদিকে মন্ত্রীমহাশয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপর আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয়া কারামন্ত্রীকে কাকদ্বীপ, দমদম ও বসিরহাট ও জেশপের রাজনৈতিক বন্দীদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজ নিতে বলব। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে তাঁদের স্বাস্থ্যের অত্যন্ত অবনতি ঘটেছে। উদাহরণ স্বরূপ আমি কয়েকটি ঘটনার কথা বলছি যে, গজেন মালি যিনি কাকদ্বীপ মামলায় অভিযুক্ত, তার ডান হাতখানি অবশ হয়ে গেছে, পান্নালাল দাশগুপ্ত ১ মাসে ৬ পাউণ্ড ওজন হারিয়েছেন, তাছাড়া তরণী সাহু, সুজয় বারিক প্রভৃতির স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। ওয়েট চার্ট থেকে দেখেছি যে, বিজয় মণ্ডলের ওজন যেখানে পূর্ব্বে ছিল ১১৭ পাউণ্ড, তা এখন ১০২ পাউণ্ডে নেমেছে, ক্ষীরোদ বেরার ওজন ছিল ১২৮ পাউণ্ড, তা নেমে এখন ১১৪ পাউণ্ড হয়েছে। কাজেই এই অবস্থায় আমি এঁদের সুচিকিৎসার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এবং বলছি যে যখন এঁদের জেলে আজ প্রায় ১০।১১ বছর হোল, এঁদের স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে গেছে তখন অবিলম্বে এঁদের একটা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। আরেকটা কথা হচ্ছে যে, কাকদ্বীপের বন্দীদের সকলকেই এক জেলে রাখা হোক্ বলে তাঁরা মন্ত্রীমহোদয়ার নিকট আবেদন করা সত্ত্বেও তার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। তা ছাড়া কালিপদবাবুর পুলিশ এবং আই, বি, ডিপার্টমেণ্ট সব সময় এঁদের পেছনে লেগে রয়েছে। আজ ১০ বৎসর হয়ে গেল, কাজেই এখন আর এঁদের উপর প্রতিহিংসা নেওয়া উচিত নয়, তাঁদের চিঠিপত্র সব সেন্সার করা হচ্ছে যখন কোন ইণ্টারভিউ হয় তখনও আই, বি উপস্থিত থাকছে এবং কাকে কোন জেলে ট্রান্সফার করা হবে তারও ব্যবস্থা পুলিশ করছে। আমি এই জিনিষের প্রতিবাদ করি এবং বলতে চাই যে, এক একজন কয়েদী সেখানে ৬।৭।১০ বৎসর আণ্ডার ট্রায়েলএ খেটেছে এবং তারপর ৫।৭ বৎসর কনভিকশানএ খেটেছে তখন তাঁদের প্রতি যে রকম দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল তা জেল দপ্তর থেকে দেওয়া হচ্ছে না। এঁরা তাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বহুবার কমপ্লেন করেছে কিন্তু সেদিক থেকে তাঁদের চিকিৎসার কোন সুবন্দোবস্ত হচ্ছে না। আরেকটা কথা আপনার মাধ্যমে বলতে চাই, মন্ত্রীমহোদয়া বলেছেন যে আমরা জেলখানার ভিতর কয়েদীদের শিল্পের মাধ্যমে এমন শিক্ষা দেব যা'তে তাদের

বারে বারে আবার জেলে ফিরে আসতে না হয়। উনি এটা খুব ভাল কথাই বলেছেন এবং আমাদেরও এরকম সাজেশনও ছিল। কিন্তু এই মনোভাব নিয়ে যদি কয়েদীদের উপকারার্থে তাদের কোন শিল্পবিষয়ক শিক্ষা দিতে চান যাতে তারা বাইরে এসে কোন একটা বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে, তাহলে যে ধরণের শিল্প শিক্ষাব্যবস্থা জেলখানায় থাকা উচিত তা সেখানে আছে কি বা তার প্রতি উনি দৃষ্টি দিয়েছেন কি? আমি জেলখানার প্রেসএর সম্বন্ধে জানি যে, যেখানে ৪০ কোটির মত ফরমএর ডিম্যাণ্ড হয় সেখানে এঁরা মাত্র ২২ কোটি সাপ্লাই করতে পারে। এবং তা ছাড়া সেটি একটি ওল্ড মডেল প্রেস। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার জেলখানার ষ্টাফ এর মধ্যে দেখেছি এবং সেটা হোল এই বাঙালী ও ইউরোপিয়ান ডিসিপ্লিন অফিসারদের চাকরীর তারতম্য। সেখানে এই ধরণের ডিক্রিপ্যান্সি এখনও রয়েছে যে, একজন ইউরোপিয়ান আর য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান ডিসিপ্লিন অফিসার পাবে ২৫০৲ টাকা মাইনে আর একজন বাঙালী ডিসিপ্লিন অফিসারের ২০০৲ টাকা মাইনে, ডিসিপ্লিন অফিসারদের মধ্যে এই যে তারতম্য এখনও বজায় রাখা হয়েছে আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করি এবং কারামন্ত্রী মহোদয়ার নিকট থেকে এর একটা জবাব চাই।

[6-45—6-55 p.m.]

Shri Haridas Mitra :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, গত বছর মাননীয় জেল মন্ত্রীমহাশয়া তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন যে বিভিন্ন জেলে যাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন বা দীর্ঘদিন জেলে থেকেছেন তাঁদের সম্বন্ধে তাঁরা স্মৃতি ফলক করবেন। আমরা খবর নিয়ে দেখেছি যে বাংলাদেশের কোন জেলে এখনও এরকম কিছু করা হয়নি। আমি মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করবো সেটা যেন তাড়াতাড়ি করার তিনি ব্যবস্থা করেন। আর একটা বিশেষ ঘটনার কথা নিরঞ্জনবাবু বলেছেন, আমিও বলতে চাই যে বর্ত্তমানে পশ্চিমবাংলায় ৩৭জন দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বন্দী রয়েছেন—দমদম-বসিরহাটের ১৯জন, জেসপ কারখানায় ৯জন, এবং কাকদ্বীপের ৯জন রয়েছেন। এঁদের সম্বন্ধে আজকে বিচার করার সময় হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি। পান্নালাল দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁর রাজনৈতিক জীবন ছিল—এখনও তিনি যদি বেরিয়ে আসেন তাহলে দেশকে কিছু দিতে পারেন এবং আমি মনে করি যে তাঁর রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ এবং তাঁর ব্যবস্থা ও পদ্ধতির সঙ্গে আমার সম্পূর্ণভাবে দ্বিমত আছে কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত ত্যাগ এবং দেশপ্রেম সম্বন্ধে আমাদের মাঝে কোন দ্বিমত নেই। এক্ষেত্রে আমি বলবো যে ১৯৪২ সালে আগষ্ট আন্দোলনে রাজনৈতিক কারণে যে হত্যা হয়েছিল—অসিত এবং বিনুর কেস মহাত্মাজী সেই কেসের জন্য সমস্ত দেশবাসীর কাছে এবং তদানীন্তন সরকারের কাছে আপীল করেছিলেন। সেই অসিত এবং বিনুর পলিটিক্যাল মার্ডারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এঁদের সম্বন্ধে কন্সিডার করার জন্য, এঁদের ছেড়ে দেবার জন্য আমি সরকারের কাছে জেল মন্ত্রীমহাশয়ার মাধ্যমে আবেদন করছি। কারণ পরিবর্ত্তিত পটভূমিকায় মানবতার নামে এটা করা দরকার বলে আমি বিশ্বাস করি। গত বারো বছরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জেলে কনভিক্টদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ১৯৪৭ সালে সমস্ত বাংলাদেশে কনভিক্টস ছিল ৬৩৮৩জন, ১৯৫৮ সালের শেষে দেখছি ৬৯২৯জন—⅓ অংশ ওয়েষ্ট বেঙ্গলে তার সংখ্যা। আণ্ডার ট্রায়াল যেখানে ১৯৪০ সালে ৪২৬০জন ছিল, ১৯৫৮ সালের শেষে দেখছি ৯৩৩২জন, অর্থাৎ ২০০ পার্সেণ্ট আণ্ডার ট্রায়াল প্রিজনার বেড়ে গেছে কিন্তু যে তুলনায় এটা বাড়ছে

সেই তুলনায় জেলে জায়গা একটুও বাড়েনি। আর একটা ব্যাপার—দমদম এবং অন্যান্য জেলে যে রকম মশা তাতে প্রিজনারদের যদি মশারী দেয়া না হয় তাহলে তাদের ভীষণ অবস্থা হয়। আমরা দীর্ঘকাল আগে ১৯৩২ সালে যখন জেলে ছিলাম তখন তো আমরা সেই আমলে মশারী পেতাম প্রত্যেকে। আমি আরো ২।১টা সাজেসসন মন্ত্রীমহাশয়ার সামনে রাখতে চাই—আমাদের প্রায় এক পুরুষ লিউনেটিক্‌স আছে এবং ফিমেল লিউনেটিক্‌সের সংখ্যা প্রেসিডেন্সী জেলে কালকের তারিখ পর্য্যন্ত ছিল ৮৮জন কিন্তু মাত্র ৫০ জনের জায়গা আছে। বহরমপুর জেলে কিছু ফিমেল প্রিজনার আছে। আমি মন্ত্রীমহোদয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে আলীপুর স্পেশাল জেলটিকে ফিমেল জেলে রূপান্তরিত করুন। জেলে ৫॥ শো থেকে ৬ শো প্রিজনারের জায়গা আছে। বর্ত্তমানে ফিমেল কন্‌ভিক্টের সংখ্যা ৩॥ শো থেকে ৩৭৫জন বহরমপুর এবং প্রেসিডেন্সী ধরে। কাজেই আলীপুর স্পেশাল জেলকে যদি ফিমেল জেলে রূপান্তরিত করেন তাহলে সুবিধা হয়, কারণ মন্ত্রীমহাশয়া দেখেছেন যে প্রেসিডেন্সী জেলে ফিমেল ওয়ার্ড জেল গেট থেকে বহু দূরে এবং ৩।৪টা ওয়ার্ড পার হয়ে মেয়েদের ওয়ার্ডে আসতে হয়—এটা কোন দিক দিয়েই ভাল বলে আমি মনে করি না। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমহোদয়াকে ইণ্টারভিউর কথা বলছি—জেলে যে ইণ্টারভিউ হয় সেখানে প্রাইভেসি বলে কোন জিনিষ নেই। তারপর পায়খানা সম্বন্ধে আপনার কাছে অনেকবার বলেছি। তারপরে জেলে কন্‌ভিক্টদের দিয়ে নার্সিং করার যে প্রথাটা চলে আসছে সেটা বন্ধ করে দিন। বাইরে থেকে কোন ফিমেল এবং কোন নার্স নিয়ে এসে তার ব্যবস্থা করুন। ক্লাসিফিয়েডদের কথা বারবার বলেছি—যারা অত্যন্ত জঘন্যতম অপরাধ করে জেলে আসে তারা ক্লাসিফায়েড হয়ে যায়? সেবার আপনি বলেছিলেন যে আইন বদলাতে হবে কিন্তু আমি বলছি আপনি সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টকে এম্পাওয়ার করুন তাদের রেফার করার জন্য—এইসব থেকে যেমন ডেমোক্রাটিক মুভমেণ্টে যারা জেলে যান সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের যেমন ক্ষমতা আছে রেফার করার তেমনি কেউ যদি জঘন্যতম অপরাধে অপরাধী হয়ে ক্লাসিফিকেসন পেয়ে থাকে তাহলে তার ক্লাসিফিকেসন যাতে কেটে যায় তার জন্য তাকে রেফার করার ক্ষমতা আপনি দিন যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জেল কোড বদল করা হচ্ছে। আর সুপারয়্যানুয়েটেড অফিসারকে আপনারা কেন রেখেছেন? আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে চারু চক্রবর্ত্তী রয়েছেন—গত ১৯৫৯ সালের ৪ঠা মার্চ তাঁর চাকুরী শেষ হয়েছে, তাঁকে ১ বছরের এক্সটেন্‌সন দিয়েছেন, আমার বোধ হয় এক্সটেনসন দেবেন। জরাসন্ধকে এবার দয়া করে আর এক্সটেনসন দেবেন না। তবে গোস্বামী যিনি রয়েছেন দমদম জেলে তিনি একজন সুপার-য়্যানুয়েটেড অফিসার তাঁকে কেন এক্সটেনসন দিচ্ছেন? তারপর ওয়ার্ডার এবং জেল ক্লার্ক এদের অনেক সুবিধা করে দিয়েছেন—তারা টেম্পোরারী ছিল পার্মানেণ্ট করে করেছেন কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এদের অন্ততঃ কিছু টাকা দিন হাউস য়্যালাউন্স হিসাবে অথবা তাদের জন্য ঘর তৈরী করে দিন।

Dr. Kanailal Bhattacharjee:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় আমাদের কাছে বলেছিলেন যে জেল গুডস তৈরী করে এবং তা বিক্রি করে তাঁরা ১ বছরে ১ লক্ষ টাকা লাভ করেছেন। কিন্তু বাজেটে আমরা যা দেখলাম তাতে জেল গুডস তৈরী করতে যা খরচ হয় বিক্রি করে তাতে বিশেষ কিছু লাভ হয় না, সেটা প্রায় পুরাপুরি থেকে যায়। আমার মনে হয় এ বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয়ের একটু দৃষ্টি দেওয়া দরকার, কারণ তাঁরা বাইরে যা ওয়েজ, নিজেই বললেন, তার ওয়ান থার্ডের

বেশী ওয়েজ দেননা—সেখানে লেবার ইনসেন্টিভ ক্যাপিটাল ইনসেন্টিভ এবং জিনিষপত্র যা বেরিয়ে আসে তা বাইরের দামের চেয়ে কিছু সস্তা দামে তারা বিক্রি করেন না—তা সত্ত্বেও জেলে যে জিনিষ ওয়ান থার্ড লেবার দিয়ে লেবার ইনসেন্টিভে যে ইনডাষ্ট্রিতে তৈরী করেন সে জিনিষ বিক্রি করা সত্ত্বেও তাদের খরচ করে লাভ থাকেনা এটা বিশেষ চিন্তার বিষয় এবং এ বিষয়ে মন্ত্রীমহাশয়কে দৃষ্টি দিতে বলি। আমার যতটুকু ধারণা তাতে মনে হয় যে—জেলে গিয়ে দেখেছি জেল সেড গুডস যে সমস্ত তৈরী হয় তার অনেক কিছু চুরি যায়—চুরি-চামারীর ফলে লাভ হয়না। এর দ্বারা যদিও স্টেট এক্সচেকার বাড়বে না তাহলেও আমার মনে হয় নীতির দিক থেকে এটা দেখা দরকার। জেলের মধ্যে কয়েদীরা এবং জেল অফিসিয়ালস মিলে যে চুরি বিদ্যা এইভাবে প্র্যাক্‌টিস করে সেটা নীতির দিক থেকে খুব ভাল দেখায়না। আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে; আমার আগের বক্তারা যদিও বলেছেন তবুও রিপিট করে আমি বলব যে ইনসেন্ প্রিজনারদের আলাদা করে রাখার কোন বন্দোবস্ত নেই। এ সম্পর্কে বন্দোবস্ত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, সরকারের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ। আমরা বারবার বলেছি যে দমদম, আলিপুব, প্রেসিডেন্সি জেলে আজ পর্য্যন্ত স্যানিটারী ল্যাট্রিন করা হয়নি, ল্যাট্রিনের বন্দোবস্ত অত্যন্ত খারাপ, সেদিকে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। কয়েদীদের পড়াশুনা করবার কোন সুযোগ সুবিধা জেলের মধ্যে দেওয়া হয়না। অবশ্য মন্ত্রী মহাশয় বড় বড় কথা বললেন যে তিনি কয়েদীদের চরিত্র সংশোধন করার জন্য অনেক স্কীম নিয়েছেন কিন্তু তাদের পড়াশুনা করতে দেননি। আমার মনে হয় সেই সুযোগ দিলে তাদের চরিত্র সংশোধনের একটা স্কোপ আসবে। তারপব জেলেব মধ্যে কয়েদীদের তে পঞ্চায়েৎ নির্বাচন হয় সে সম্বন্ধে আমি মন্ত্রী মহাশয়কে দু চারটা কথা বলতে পারি এই হিসাবে যে আমি নিজে সেই নির্বাচনের সময় জেলে ছিলাম। তাদের নির্বাচন সম্বন্ধে কোন লিখিত আইন নেই। জেল সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট তাঁর খেয়ালখুশী মত নির্বাচন সম্পন্ন করেন। আমার চোখের সামনে একটা নির্বাচন দেখার সুযোগ হয়েছিল, সেটার সম্বন্ধে বলেছি। তিনি কয়েদীদের ডাকলেন, ১৫০ জন কয়েদী উপস্থিত হল, তাদের বললেন যে তোমরা কাকে চাও হাত তোল। সেখানে ২১ জন ইলেকটেড হবে, কি মেথডে ইলেকটেড হবে তা কিছু বললেন না। সেখানে ৩০ জন ক্যানাডডেট ছিল। তিনি প্রত্যেককে হাত তুলতে বলায় তারা সকলেই প্রত্যেকবার ঐ ৩০ জনের জন্য হাত তুলেছে এবং তাতে ঐ ৩০ জন ১৩০ টা করে ভোট পেয়েছে। তখন তিনি তা থেকে বেছে ২১জনকে ইলেক্ট করে দিলেন। এইভাবে জেলে ইলেকসান হয়। সেইজন্য আমি বলছি ইলেকসান সম্বন্ধে একটা নীতি থাকা দরকার।

[6-55—7 p.m.]

অন্ততঃ যারা সত্যি দাঁড়াতে চায় অনেক বেশী হয়তো ভোট পেয়েছে তা সত্ত্বেও ডিফিটেড হয়ে যাচ্ছে, একজন লোকের ৩০বার ভোট দেবার ক্ষমতা নাই, অথচ ৩০বারই ভোট দিচ্ছে। তাই নির্ব্বাচন পদ্ধতিতে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলবার নাই।

আমি হাওড়া জেলার একজন ভিসিটর, বহুবার অথরিটীএর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, সেখানে জলের অত্যন্ত অভাব, স্নান করতে পারে না, ড্রিঙ্কিং ওয়াটারএর অভাব খুব, মেমোর‍্যাণ্ডাম লেখে দিয়েছি, তা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা হয় না।

আমার শেষ কথা হচ্ছে যে কথা নিরঞ্জনবাবু বলেছেন, হরিদাসবাবু বলেছেন—পান্নালাল দাশগুপ্ত ইত্যাদি কয়েকজনের স্বাস্থ্য খুব খারাপ বন্দী মুক্তি কমিটির সভাপতি হেমন্তবাবু

দুদিন আগে পান্নালাল দাশগুপ্তের সঙ্গে ইণ্টারভিউ করে দেখেছেন যে তার স্বাস্থ্য খারাপ। আমি আবেদন জানাই এই সমস্ত বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হোক। এদ্বারা দেশের একটা ভালকাজ করা হবে বলে মনে করি।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty :

স্যার, আমাদের মন্ত্রীমহোদয়া দুটি ডিপার্টমেণ্টএর সঙ্গে জড়িত, রিফিউজী রিহ্যাবিলিটেসন এবং জেল, বোধ হয় সেজন্য তিনি গুরুভার বহন করতে হচ্ছে বলে জেল ডিপার্টএর দিকে তেমন নজর দিতে পাচ্ছেন না। আমি তাঁর কাছে জবাব চাইব তিনি গত একবছরের মধ্যে কবার জেল ভিজিট করেছেন। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে জেলকোড্ রিভিসন-পার্টিসনএর সময় থেকে এই জেলকোড রিভিসনের ভার দেওয়া হয়েছিল শ্রীঅজিত মুখার্জির উপর, তিনি বোধ হয় এখন প্রেসিডেন্সি জেলএর সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট হয়ে আছেন; তারপর ভার দেওয়া হয় শ্রী জে. সি. ঘোষ মশায়, ডেপুটি সেক্রেটারী, তিনিও চলে গেছেন রিটায়ার করে। এখন পি. কে. বিশ্বাস মহাশয়কে রিটায়ার করার এক্সটেনসন দিয়ে স্পেশাল অফিসার করা হয়েছে, তার উপর ভার পড়েছে এই রিভিশনএর ১২ বছরে একাজ হল না—অথচ এই সময়ের মধ্যে অষ্টাদশ মহাভারত লেখা হয়ে যায়, কিন্তু আমাদের জেলকোড রিভিশন সম্ভব হয়ে উঠল না। যেহেতু মন্ত্রীমহোদয়া সেদিকে নজর দিতে পাচ্ছেন না।

৩ নম্বর হল, তিনি নজর না দেওয়ার ফলে আই, জি'র উপর সমস্ত ভার দেওয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই আই, জি, কবার জেল ভিজিট করেছেন, হয়ত করেছেন কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর রিপোর্ট কবার দিয়েছেন? সেণ্ট্রাল জেলে দুবার যাবার কথা বছরে, আমি জানতে চাই কবার তিনি গিয়েছেন এবং রিপোর্ট দিয়েছেন? ডিষ্ট্রিক্ট জেলেও যাবার কথা দু'বার, তিনি কবার গিয়েছেন জানতে চাই। মন্ত্রীমহোদয়া অনেক ইণ্ডাষ্ট্রীর কথা বলেছেন, যেখানে নাকি স্থাপন করা হচ্ছে, তিনটির কথা বলেছেন, আর একটা যে আছে তার কথা বলেননি। সেটা হল কোন বিশেষ লোকের উপর ভার দেওয়া হয়েছে, ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেণ্ট এর যে ছাতার কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে প্রেসিডেন্সি জেলে সেখানে প্রিসাইড করার জন্য। ছাতার কারখানা সেখানে স্থাপন করা হয়েছে কিনা জানতে চাই। এবং এত লোকসান হচ্ছে যে, যে মাইনে দেওয়া হয় অফিসারদের তার খরচ পর্য্যন্ত উঠে না? দমদম জেলে ব্ল্যাঙ্কেট ফ্যাক্টরীর জন্য কয়েক বছর ধরে খরচ হচ্ছে। আই, জি, এবার এই ব্ল্যাঙ্কেট তৈরী হওয়া সত্বেও কয়েক হাজার সেণ্ট্রাল টেণ্ডার কমিটি মারফৎ টেণ্ডার নিয়ে—তাতে কারচুপি আছে—কয়েক হাজার ব্ল্যাঙ্কেট নিয়েছেন। সেখানে যে ব্ল্যাঙ্কেট তৈরী হয় তার ভিতর দিয়ে মন্ত্রী-মহোদয়াকে দেখা যায়, এমন চমৎকার ব্ল্যাঙ্কেট।

তৃতীয় হচ্ছে প্রিজন্স ডাইরেক্টোরেট এবং যে নিয়ম আছে সেই নিয়মানুসারে সেণ্ট্রাল টেণ্ডার কমিটিতে মিটিংএ মন্ত্রীমহোদয়ার প্রিসাইড করার কথা, এপর্য্যন্ত আমাদের খবর তার একটিতে মন্ত্রীমহোদয়া সভাপতিত্ব করেননি। আই, জি'ই সেখানে সভাপতিত্ব করেছেন।

7—7-5 p.m.]

তার ফল কি হয়েছে আমরা দেখেছি, আমাদের পাবলিক ট্রেজারী, সরকারের কোষাগার থেকে একলক্ষ টাকার মত হবে, লোকসান হয়েছে। আজকে সেখানকার গলদের জন্য লোকসান হয়েছে। একটি ভদ্রলোক শ্রীরামকানাই ধর, তিনি টেণ্ডার দিলেন, মন্ত্রীমহোদয়া

সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। সেণ্ট্রাল টেণ্ডার কমিটির মিটিংএ আই, জি, প্রিজাইড করলেন, সেই রাম কানাই ধর টেণ্ডার দিলেন, সেই টেণ্ডার অ্যাকসেপ্ট করা হ'ল। পশ্চিম বাংলার সমস্ত জেলে জল সরবরাহ করা হবে, প্রায় ২০ হাজার মণ চাল সাপ্লাই করার কথা। আর্নেষ্ট মানি না দেওয়া সত্বেও তার সেই টেণ্ডার অ্যাকসেপ্ট করা হল। আর্নেস্ট মানি দেওয়া হ'লনা, তাসত্বেও তার টেণ্ডার অ্যাকসেপ্ট করা হল। কিন্তু হঠাৎ চালের দর বেড়ে গেল, তাই তিনি মুস্কিলে পড়ে গেলের, তখন তিনি বললেন আমার টেণ্ডার অ্যাকসেপ্ট করলেন কেন ? আমিত আর্নেষ্ট মানি জমা দিইনি। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা—আবার সেকেণ্ড টেণ্ডার কল করা হল। কিন্তু আই, জি, ঠিক করলেন, ঠিক আগে যে পরিমান চালের জন্য রামকানাই ধরকে দেওয়া হয়, সেই পারমাণে জন্য আবার টেণ্ডার চাওয়া হলে সন্দেহ হতে পারে সেইজন্য আরও বেশী পারমান চাল সাপ্লাই করবার জন্য টেণ্ডার কল করা হল এবং অন্য চীপার টেণ্ডার কে বাদ দিয়ে, চার টাকা বেশী দরে টেণ্ডার অ্যাকসেপ্ট করা হ'ল। সেই টেণ্ডার রেট হচ্ছে ২৫ টাকা ৬৭ নয়া পয়সা, চার টাকা বেশী করে। আজকে যখন উড়িষ্যা থেকে চাল আসছে, দু-তিন টাকা দাম কমে গিয়েছে, সেই সময় চার টাকা বেশী দরে চালের টেণ্ডার নেওয়ার ফলে—২০ হাজার মণ চালের টেণ্ডারএর জন্য আজকে সরকারী ট্রেজারী তথা পাবলিক ট্রেজারী থেকে প্রায় এক লক্ষ টাকা বেরিয়ে গিয়েছে। আমি মাননীয়া মন্ত্রীমহোদয়াকে জিজ্ঞাসা করতে চাই এই যে সেণ্ট্রাল টেণ্ডার কমিটি মিটিং হয়েছিল, তাতে তিনি কয়বার উপস্থিত ছিলেন ? তাঁর উপস্থিত না থাকার ফলে এবং আই, জির উপর সমস্ত কিছু ছেড়ে দেওয়ার ফলে আজকে এই দুর্নীতি চলেছে। সুতরাং আমার প্রস্তাব হচ্ছে—আজকে মুখ্যমন্ত্রীমহাশয় এখানে উপস্থিত নেই, আমাদের মন্ত্রীমহোদয়াকে একটা ডিপার্টমেণ্ট থেকে রেহাই দিয়ে, তাঁকে পূর্ণ-মন্ত্রী করে জেলের সমস্ত দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হোক, যাতে তিনি গুরুভার বহন না করে আজকে সজাগ দৃষ্টি রেখে জেলের কাজ ভালভাবে চালাতে পারেন।

Shri Saroj Roy :

স্পীকার মহাশয়, আমরা আশা করে ছিলাম যে অন্ততঃ কংগ্রেস সরকারের রাজত্বে বাংলাদেশের জেল, সেটা বৃটিশ আমলে ছিল রীপ্রেসন এর মূল জিনিষ, সেটাকে রীফরমেটরী ইনষ্টিটিউট হিসাবে বাংলাদেশের সরকার দেখাবেন ; এই রকম আমাদের একটা ধারণা ছিল এবং এই রকম একটা আউটলুক মন্ত্রীমহোশয়ার কাছ থেকে পাবো, যে কয়েকবার পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু বাস্তবিক যা দেখা যায় গত ১২ বছরের মধ্যে জেলখানার ভিতর মাত্র দু-একটা বিষয় রিফর্ম করা হয়েছে। কিন্তু ১২ বছরের মধ্যে সেটা করা যেতে পারত, তা করা হয়নি এবং সেটা করলে বিশেষ কিছু ক্ষতি হতো না। সেই সমস্ত কাজ না করার প্রধান কারণ হল এই সরকারের যে সহানুভূতি, সে আউটসাইড থাকা উচিত ছিল বন্দীদের প্রতি তার অভাব। একটু আগে মাননীয়া মন্ত্রীমহোদয়া বলে গেলেন যে জেলখানায় কয়েদীদের রিফর্ম হওয়া দরকার এবং সে সম্বন্ধে একটা চেষ্টা চলেছে। যদি সত্যিকারের আউটলুক থাকতো তাহলে নিশ্চয় তিনি তা করতেন। জেলখানার বন্দীদের প্রতি সরকারের যে খুব বেশী সহানুভূতি নেই, সেটা প্রমাণ করবার জন্য আমি এখানে দু-একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। মেদিনীপুর জেলায় যেটা হাসপাতাল, সেটা বৃটিশ আমলে যে ভাবে ছিল, ঠিক সেই ভাবেই আছে। সেটা বন্দীদের রাখবার একটা ঘর ছিল, বহু লোক সেখানে গিয়েছে, সেটাকে হাসপাতাল বলা যায় না, দ্যাট ইজ লাইক এ ডানজিয়ন , তার কোন রকম পরিবর্ত্তন হয়নি। দিনের বেলায়

আলো পর্য্যন্ত যায়না। তাছাড়া যে সমস্ত নার্স রাখা দরকার তার কোন প্রকার বিধি ব্যবস্থা হয়নি।

[7-5—7-15 p. m.]

মেদিনীপুর জেলে যে সেল আছে, সেটা বৃটিশ শাসনের অভিসম্পাত বলা যায়। আজও সেখানে বন্দীদের রাখা হয়। যাদের বেশীদিন জেল হয়, তাদের সেখানে রাখা হয়। হ্যাণ্ড লেবার বলে ঘানি জেল থেকে উঠে গেছে। কিন্তু মেদিনীপুর জেলে যে জল টানান হয় গরুর মত, তাতে ঘানির চেয়ে কম লেবার হচ্ছেনা। এই জাতীর লেবার আজও সেখানে করান হচ্ছে। তাছাড়া যেখানে কোন খরচ হত—বন্দীদের নিজেদের খরচ পেত। ডিভিসন থ্রি সেখানে কোন মস্কুইটো নেট দেওয়া হয়ন, এটা সত্যি কথা, সেখানে সহানুভূতি যদি থাকতো, তাহলে এটুকু অন্ততঃ করতে পারতেন আণ্ডারট্যায়াল প্রিজনার—মেদিনীপুরে আমি জানি, সে বিষয়ে জানান হয়েছিল, তাদের দিয়ে কাজ করান হয়, অথচ কোন রেমিউনারেশন তাদের সেজন্য দেওয়া হয় না। এ সম্বন্ধে সবকারের খোঁজ নেওয়া উচিত। মেদিনীপুরে যে সমস্ত পলিটিকাল প্রিজনার আছে, যাদেব কৃষক আন্দোলনে জেল হয়েছে। খড়্গাপুরের ৫ জন বন্দী আছে। খড়্গাপুরে বেলের ব্যাপারে যে গোলমাল হয়েছিল, তার বন্দী। তাদের কোন ডিভিসন দেওয়া হয়নি। যারা কুৎসিৎ জঘন্য সমস্ত কাজ করে যায়, তাদেরও সেখানে াডভিসন হয়। কিন্তু যারা সমস্ত কৃষক আন্দোলনের লোক, মজুর আন্দোলনের লোক, মেদিনীপুর জেলে আছে, তাদের আজ পর্য্যন্ত কোন ডিভিসন দেওয়া হয় নাই। তারপর য়্যালিগেসন সম্বন্ধে কথা উঠেছে। লক্-আপের পরে সেখানে কোন রকম লাইট দেওয়া হয় না। ইতিপুর্বেও বলেছিলাম—যে সমস্ত বন্দী স্কুলে পড়বার সুযোগ পায়নি, লক্-আপের পরে লাইট পেলে, তারা একটু লেখাপড়া শিখবার সুযোগ পায়। সেটুকু যদি দেওয়ায় কিছু খরচও বাড়ে, তাহলেও তার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। অবশ্য তাদের প্রতি একটু সহানুভূতি থাকলে, তাহলে তা করা যেত।

আব একটা কথা বিশেষভাবে বলতে চাই—যে মন্ত্রীমহোদয়া যেটা স্বীকার করে গেছেন যে যারা হ্যাবিচয়্যাল ক্রিমিন্যাল নয়, সেদিক থেকে তিনি যদি সিবিয়াস হন, তাহলে একটা কমিটি থাকা উচিত—যাবা রাগের ঝোঁকে সেই সমস্ত ক্রাইম করে জেলে যায়, নিতান্ত অভাবে পড়ে জেলে যায় তাদের সম্পর্কে প্রতি ৬ মাস অন্তব অন্তর কমিটি বসে বিবেচনা করা উচিৎ তাদের বিলিজ কবে দেওয়া যায় কিনা। সাময়িকভাবে যদি জেলের কিছু কিছু নিয়ম পরিবর্তন করা যেত, তাহলে তিনি যে বক্তৃতা দিলেন, তার অর্থ হয়।

The Hon'ble Purabi Mukhopadhyay :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিভিন্ন বক্তা—এই বিভাগেব ব্যয়বরাদ্দ পাসের বিরুদ্ধে যে বক্তৃতা করেছেন, আমি অনুরোধ করবো—বিশেষ করে যে সমস্ত চার্জ্জ অত্যন্ত সিরিয়াস বলে আমি মনে করি, সেগুলির জবাব দেবাব মত সময় যেন আমাকে দেওয়া হয়।

প্রথমে আমি শ্রীযতীন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দুর্নীতি বিষয়ক অভিযোগ সম্বন্ধে অনেক জবাব দিতে চাই। প্রথমে আমি জানাই জেল বিভাগের বিভিন্ন জেলের জন্য যে ভিজিটর্স কমিটি আছে, তাতে শুধু কংগ্রেস পক্ষীয় সদস্যরাই আছেন তা নয়, বিরুদ্ধ দলীয় প্রতিটি পার্টি থেকে স্থানীয় জেলগুলির যাঁরা জেল ভিজিটর্স—আজ পর্য্যন্ত মন্ত্রী হিসেবে তাঁদের সে সমস্ত জেল ইনস্পেকশন রিপোর্ট পেয়েছি—বিশেষ করে আমার এই দপ্তরে জেল ভিজিটর এবং এই

বিধান সভার উভয় পক্ষীয় সদস্যদের নিয়েই জেল কন্সালটেটিভ কমিটি আছে। তাদের কোন সভায় কোন রিপোর্টে আজ পর্য্যন্ত স্পেশালি কোন করাপসন-এর য়্যালিগেশন আনা হয় নাই। আমি জোরের সঙ্গে মন্ত্রী হিসেবে একথা তাঁদের বলতে চাই। যদি তাঁদের ধারণা ছিল জেলের ভিতর দুর্নীতি এত সুদূরপ্রসারী, তবে কি তাঁদের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল না— জেল ভিজিটর হিসেবে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে—যে কোন সময়ে জেলকে কোন খবর না দিয়ে যে কোন বিভাগের কয়েদীদের সম্বন্ধে যে কোন জিনিষ তাঁরা দেখে আসতে পারেন। আজ পর্য্যন্ত স্পেসিফিক য়্যালিগেশন একটিও আমি পাই নাই। ভেগ ধরণের ২।১টি তাঁরা মুখে যা বলে গিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে তা তদন্ত করে তার ফলাফল জানিয়েছি। তাঁরা বহু ক্ষেত্রে সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন এবং স্বীকার করেছেন স্পেসিফিক দিতে পারেন না। আমি যতীন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথা অবাক হয়ে শুনছিলাম, তাঁর বক্তৃতায় যে চিঠির কথা উল্লেখ করেছেন, সেই চিঠির কপি আমার ফাইলে আছে, এবং সেই চিঠির উপর যে তদন্ত হয়েছে তার রিপোর্টও আমার সঙ্গে নিয়ে এসেছি। তার কারণ এই ধরণের য়্যানোনিমাস চিঠি দিয়েছেন লিখিতভাবে, সেটাকে আমি ক্লু বলেই মনে করি, সেই জন্য তার উপর তদন্ত করে আমি এই দরখাস্তের তদন্ত করি। সত্য সত্যই টেণ্ডার কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে আমি নিজে সেখানে উপস্থিত থাকি না। প্রথম যেদিন এই বিভাগে এসেছিলাম, সেদিন থেকে চেয়ারম্যান হলেও মন্ত্রী হিসাবে সেই টেণ্ডার বাতিল করা হোক, বা গ্রহণ করা হোক এ বিচার করলে সেই টেণ্ডারের পুরো দায়িত্ব মন্ত্রীর উপর এসে পড়ে। তার পরে যদি কেউ মন্ত্রীর কাছে আবেদন করে যে, কোন টেণ্ডার য়্যাকসেপ্ট করা হোক বা রিজেক্ট করা হোক, তাহলে পরে তাঁকে কোন পক্ষের হয়ে কোন মতামত দেওয়া যেতে পারে না। কারণ সে অপরাধ যদি হয়েই থাকে তাহলে আমারও সেই অপরাধ হবে। অতএব সেখানে লাষ্ট আপীল হিসাবে মন্ত্রীর থাকা উচিত। এবং এই দরখাস্ত আবার সঙ্গে সঙ্গে, এই দরখাস্তের প্রথম কথা ছিল যে, মন্ত্রী নিজে উপস্থিত থাকেন না বলে এই জিনিষ হয়। এই অভিযোগ আসার পর এর তদন্ত করে এর রিপোর্টের উপর অর্ডার দিই যে, মন্ত্রী নিজে চেয়ারম্যান থাকবে না, আই, জি, প্রিজনস তার চেয়ারম্যান থাকবে। এই অর্ডার শুক্রবারে দিই। কারণ এর তদন্তে যদি কোন কিছু প্রমাণিত হয়, তাহলে মন্ত্রী যদি নামেমাত্র চেয়ারম্যান থাকে তাহলেও দায়িত্ব তার উপর এসে যাবে। সেইজন্য আই, জি, প্রিজনস-এর সভাপতিত্বে টেণ্ডার গ্রহণ করা হোক। সেখানে চেয়ারম্যান তিনিই থাকবেন এবং মন্ত্রী লাষ্ট আপীল হিসাবে থাকবে। যাই হোক এই কমিটিতে উপস্থিত না থাকলেও রামকানাই ধরের তদন্তের রিপোর্ট আপনার সামনে তুলে ধরতে চাই। কারণ এই সমস্ত জিনিষ চেপে গেলে সদস্যদের মনে সন্দেহ হতে পারে যে এর মধ্যে হয়ত কারচুপি আছে। আমার কাছে যে তিন পৃষ্ঠা তদন্তের রিপোর্ট আছে তা শুনবার মত ধৈর্য্য যদি সদস্যদের থাকে তাহলে আমি তা পড়ে শুনাতে রাজী আছি।

A voice from opposition Bench :

কে তদন্ত করেছে, নাম বলুন।

অধ্যক্ষ মহোদয়, যে এনকোয়ারী করেছে তার নাম দিতে আমি রাজী নই। কারণ রামকানাই-এর দলকে আমি জানাতে চাই না কোন অফিসার গিয়ে এটা তদন্ত করেছে, তাদের দ্বারা যাতে সেই অফিসার ইনফ্লুয়েন্সিয়াল না হয়, তার জন্য আমি এই নাম গোপন করতে চাই।

[7-15—7-25 p. m.]

আমি এখানে পুরো দায়িত্ব নিয়ে বলতে চাই যে, যে কোন অভিযোগের তদন্ত আমি যে কোন অবস্থায় মুখোমুখি পেশ করতে রাজী আছি। জেলখানায় যে চাল আসে তার বেশীর ভাগ ডিপার্টমেন্ট আমাদের সাপ্লাই করে থাকে। এই রামকানাই ধর ১৭টা জেলে চাল সাপ্লাই করবেন বলেছিলেন, কিন্তু তদনুযায়ী কণ্ট্রাক্ট সই কোরে ৬টা জেলে মাত্র সাপ্লাই দেন, বাদবাকী বাতিল হয়ে যাবার পর তিনি চিঠি লিখে জানান যে, সেখানে যে রেট দেওয়া হয়েছে, তাঁর এমপ্লয়ী ভুল করে তার থেকে কম রেট দিয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একবার টেণ্ডার দিয়ে যদি এমপ্লয়ীরা ভুল করে থাকে সেই ভুলের দায়িত্ব সরকার নিতে রাজী নন। অতএব, টেণ্ডার যদি বাতিল হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তার কোন প্রকারে অভিযুক্ত করতে পারবেন না। তারপর, এই ডিপার্টমেণ্টে টেণ্ডার য়্যাকসেপ্ট করে যে চাল দেওয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে,

there is absolutely no loss to this Department. On the contary there would be some gain as the Food Department price for medium rice is lower. On examination of the papers I find that it was a fact that the party has not deposited the requisite earnest money in respect of all their tenders.

আশা করি শ্রীযুক্ত যতীন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এতে শান্ত হবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মনে হয়, আমি যা বলেছি তাই এখানে যথেষ্ট। আমি আপনাদের কাছে আগেই বলেছি যে, এটা পাওয়া গিয়েছে মাত্র শুক্রবার, আজকে সোমবার প্রাথমিক তদন্ত করে যা পাওয়া গিয়াছে তা আমি আপনাদের নিকট উপস্থিত করলাম। আমি পুর্ব্বেই বলেছি যে এটা আমি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী দিয়ে এনকোয়ারী করা এবং আপনারা যদি চান সেই ফাইন্যাল এনকোয়ারী রিপোর্ট হাউসের সামনে পেশ করব। তারপর, তিনি বলেছেন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ডিসিপ্লিন অফিসাররা বেশী বেতন পান, এটা মজার কথা। আমি এখানে ডিসিপ্লিন অফিসারের বেতনের হার আপনাদের সামনে তুলে ধরছি—যাঁরা পুর্ব্বে আমাদের এই নতুন হার প্রবর্ত্তিত হবার আগে চাকরী করতেন তাঁরা পুর্ব্বেকার হারেই বেতন পাচ্ছিলেন, পরে সেই হার পরিবর্ত্তন করে কমান হয়েছে। যে সকল বিভাগেই পুর্ব্বনির্ধারিত হার কমিয়ে দিলেও সেই হার অনুযায়ী যারা মাইনে পেতেন, তাঁর বেতন নিম্ন হারে নিয়ে আসা যায় না। এই হিসাবে এটা একটা য়্যাকসিডেন্ট যে সব কয়জনই ডিসিপ্লিন অফিসার বৃটিশ আমলে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছিলেন। আমি এখানে অন্য কোন অবাঙ্গালীর সম্বন্ধে কোন কথা বলতে চাই না, ভারতীয় ও অ-ভারতীয় সম্বন্ধেও কোন কথা তুলতে চাই না। আমি মনে করি, যে দপ্তরই হোক, যে যেখানেই থাকুক, স্কেল অফ পে রিভিসন হবার আগে যে স্কেল পেতেন, এখন সেই স্কেল কিছু নেমে আসার জন্য সেই লোকদের অন্যায্য বা কম দেওয়া হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রে বাঙ্গালী নয়, ভারতীয় নয়, এবং এ নিয়ে প্রতি বৎসর প্রশ্নও উঠে না। তারপর শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয় বলেছেন যে মন্ত্রী মহাশয় যে চিত্র দিয়েছেন সেই চিত্র সত্য নয়—আমি তাঁকে জোরের সঙ্গে জানাতে চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের জেলখানায় এমন কোন ভাল ব্যবস্থা থাকা উচিত নয় যেটা বাইরের সমাজে পারিবারিক পরিবেশে পাওয়া যেতে পারে না। আজ যে কারা সংস্কার হয়েছে, আজ যে শাসনপদ্ধতি রয়েছে সেই শাসন-পদ্ধতির মূল কথা, পাপের পথে যে নৈতিক অবনতি হয়েছিল, যে অপরাধপ্রবণতা ছিল, তার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে সংস্কার করা। জেলখানায় বয়স্ক শিক্ষার মধ্যে দিয়ে ধর্ম্ম শিক্ষার

মধ্যে দিয়ে, হাতের কাজ ও নৈতিক শিক্ষার মধ্যে দিয়ে এই পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়েছে। য়্যামেনিটিস এখন বাড়ান যায় না, যে য়্যামেনিটিস একজন সাধারণ নাগরিক পায় না—জেলে খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদির যা ব্যবস্থা আছে তা পরিবর্ত্তন করে ভালো করা এমন করা উচিত নয় যা বাইরের লোক পেতে পারে না, তা না হলে সেটা একটা এ্যানুরমেণ্ট হয়ে পড়বে। কারা সংস্কারের মূল কথা, তাব সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে হবে, যার ফলে তার নৈতিক উন্নতি হয়, তার যা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল সেটা ঘুরে যেতে পারে। সেদিক থেকে আজকে আমাদের জেলখানায় যে ব্যবস্থা রয়েছে, আশাকরি নিরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয়ও সেটা স্বীকার করবেন। তারপর ব্ল্যাঙ্কেট ফ্যাক্টরী সম্বন্ধেও এখানে একটা অভিযোগ উঠেছে এই উপলক্ষে ব্ল্যাঙ্কেট তৈরীর কাজ খুব বেশী দিন হয়নি হাতে নেওয়া হয়েছে; সুতরাং এরি মধ্যে আশা করা যায় না যে, জেলখানার প্রয়োজন অনুযায়ী এখনই সরবরাহ করা যেতে পারে। মাননীয়, অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সবশুদ্ধ প্রয়োজন ১৪ হাজার ৬০৭টি ব্ল্যাঙ্কেট। এক্ষেত্রে যদি মাত্র ১ মাসের আউটপুট দেখে বলা হয় এগুলি আপনারা উৎপাদন করলেন না কেন তাহলে সঙ্গত হবে না। বাইরের যা ওয়েজ ষ্ট্রাকচার জেলখানার সঙ্গে তা বনে না, এখানে প্রফিট করার ব্যবস্থাও নাই, ওযেজে বেশী দেবার ব্যবস্থা নাই, এই অবস্থায় এটা আরো ভাল ভাবে চলে না কেন এই প্রশ্ন করা হয়েছে।

এর মূল কথা হচ্ছে যে এরা ট্রেনড লোক নয়। আনট্রেনড লোক দিয়ে যদি শিল্প চালাতে হয় তাহলে যে প্রোডাকসান হবে তা বাইরের ট্রেনড পার্সোনেল বা সেমি-ট্রেনড লোকের সঙ্গে কম্পিটিশানে পারা যাবে না। আমার বক্তব্য আর কিছু নাই। আমার যা বরাদ্দ তা হাউসকে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। সমস্ত এমেণ্ডমেণ্টগুলো অপোজ করছি।

Mr. Speaker: With the exception of cut motion No. 7 on which division has been asked for and cut motions Nos. 9 and 49 which are out of order, I put the rest of the motions to vote.

The motion of Shri Narayan Chobey that the demand of Rs.1,04,08,000 for expenditure under grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under grant No. 16, Major Head' '28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorti that the deman of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jagat Bose that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Pabitra mohon Roy that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Roy that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharjee that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" bd reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" bc reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gopal Basu that the demand of Rs. 1.04,08,000 for expenditure under Grant No, 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16' ;Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Haridas Mitra that the demand of Rs. 1,04,08,000 fo expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced b Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 1,04,08.000 for expenditure uuder Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, wrs then put and lost.

The motion of Shri Tarapada Dey that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Mullick Chowdhury that the demand of Rs.1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das : that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sengupta that the demand of Rs. 1,04,08,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following results :—

AYES—60

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chattoraj, Shri Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Shri
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Majhi, Shri Chaitan
Majni, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Majhi, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Majumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankin
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Pakhir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shrimati Manikuntala
Sengupta, Shri Niranjan
Taher Hossain, Shri

NOES—111

Adbul Hameed, Hazi
Addus Sattar, The Ho n,ble
Abul Hashem, Shri
Babiruddin Ahmed, Hazi
Bondyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, The Hon'ble Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Shyma Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu

Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravary, Shri Bhabataran
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Choudhuri, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majumdra, The Hon'ble Bhupati
Majumdra, Shri Byomkes
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabani Ranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Poddar, Shri Anandilall
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri, Trailokyanath
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna

Roy, *The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra*
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar

The Ayes being 60 and the Noes 111, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Purabi Mukhopadhyay that a sum of Rs. 1,04,08,000 be granted for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" was then put and agreed to.

Adjournment

The House was then adjourned at 7.30 p.m. till 3 p.m. on Tuesday, the 8th March, 1960, at the Assembly House, Calcutta.

Vol. XXV—No. 2

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-fifth Session

(February-April, 1960)

(From 7th March to 25th March, 1960)

Part 2

(8th March, 1960)

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

Price—Indian, Rs. 1·50 nP. ; English, 2s. 3d.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Tuesday, the 8th March, 1960, at 3 p.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble BANKIM CHANDRA KAR) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 9 Deputy Ministers and 202 Members.

[3—3-10 p.m.]

Mr. Speaker : I understand there are three adjournment motions. I have refused consent to all of them. The honourable members may read them.

Adjournment Motions

Shri Sudhir Chandra Bhandari :

অদ্যকার এই বিধান সভার কাজ মুলতুবী রাখিয়া জনসাধারণের অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপুর্ণ এবং সম্প্রতি কালে ঘটিত একটি বিষয় আলোচনা করা হউক, উক্ত গুরুত্বপুর্ণ বিষয়টী হইতেছে এই যে বজ-বজ লাইনের .৭৭ নং ও ৭৭এ নং রুটের বাসের ভাড়া বে-আইনীভাবে অতিরিক্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে ।

Dr. Ranendra Nath Sen : Sir, my motion runs thus :-

"This Assembly do now adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurence, namely, (i) the illegal lockout by the employers of Bengal Enamel Works at Palta throwing out more than a thousand workers on the streets on the 28th February, 1960, (ii) the Police interference on the peaceful workers, promulgation of Section 144 Cr. P.C. in the area banning meetings and processions and intimidation of workers by the Police in favour of employers, and (iii) the threat of the Registrar of Trade Unions to cancel the registration of the Union which is illegal and direct interference in the right to form and functioning of trade unions."

আমি একটা কথা বলতে চাই যে ষ্ট্রাইক হলে পর সেই ষ্ট্রাইকএর জন্য ওয়ার্কাস্ ইউনিয়ন এর রেজিষ্ট্রেসন ইত্যাদি ক্যানসেল করার হুমকী দেওয়া হচ্ছে । সাত্তার সাহেব এসব জানেন ।

Mr. Speaker : Dr. Sen, no statement please.

Shri Basanta Lal Chatterjee :

জনস্বার্থের দিক হইতে গুরুত্বপুর্ণ এবং সম্প্রতিকালে ঘটিত নিম্নলিখিত বিষয়টির উপর আলোচনার জন্য বিধান সভার অধিবেশন মুলতুবী রাখা হউক । অর্থাৎ পঃ দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানা ও কুশমণ্ডী থানার অন্তর্গত লাম্‌ভোর ও অন্যান্য মৌজার দরিদ্র ভাগচাষীগণ ১০ দশ টাকা একরে কি দিয়া স্বত্ত্ব জমি বন্দোবস্ত লইয়াছেন । বর্ত্তমানে জোতদার তাঁহাদের

উপর উচ্ছেদ মামলা দায়ের করিতেছে এবং জোর পূর্বক ধান লইয়া যাইতেছে। জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে নালিশ করিতেছে। স্থানীয় থানা কুশমণ্ডী এবং রায়গঞ্জ মহকুমা পুলিশ অফিসারকে জানাইয়া নাম্ভোর গ্রামের বর্গাদারগণ কোন ফল পাইতেছেন না। দরিদ্র বর্গাদারকে সরকারের সাহায্য করা প্রয়োজন। আজ বর্গাদারগণ অতিশয় বিপদাপন্ন হইয়াছেন। সর্বপ্রকার উচ্ছেদ বন্ধ করা হউক বর্ত্তমানে আইন জারী করিয়া।

DEMAND FGR GRANT NO. 23

Major Head: 40—Agriculture, etc.

Mr. Speaker: There are many cut motions of which only No. 57 is out of order. I request the Hon'ble Tarun Kanti Ghosh to move the demand for Grant No. 23.

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 4,86,23,000 be granted for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account".

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের এই বছরের বাজেট মুভ করতে এসে প্রথমে আমি একথা বলতে চাই যে,গত বছর আমরা কতটা এ্যাচিভমেণ্ট করেছি না করেছি সে ফিরিস্তি না দিয়ে আমাদের দেশের কৃষি ও খাদ্যোৎপাদনের যে সমস্যা তা' কি করে মেটান যায় সে সম্বন্ধে আপনাদের সামনে আমার বক্তব্য পেশ করব এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ জানাব যে, তাঁরা তাঁদের উপদেশ দিয়ে বাধিত করুন। এছাড়া আমরা যে পথ বেছে নেবার চেষ্টা করছি সে সম্বন্ধে তাঁদের যদি কিছু বলার থাকে তা' বললে আমাদের মত বদলে নেবার সময় নিশ্চয়ই এখনও রয়েছে। প্রথম কথা বলা যায় যে আমাদের বাংলাদেশে সর্বসমেত ১ কোটি ৩০ লক্ষ একর জমি রয়েছে—এই জমিতে সিঙ্গল ক্রপিং চাষ হয়। ডাবল ক্রপিং ধরলে ১ কোটি ৫১ লক্ষ একর জমিতে চাষ হয়ে থাকে। আমরা যদি ৩।৪ বছরের গড়পড়তা হিসেব দেখি তাহলে দেখব যে এই জমি থেকে আমরা গড়পড়তা ৪০ লক্ষ টন চাল পেয়েছি, ৮।৯ লক্ষ টন জুট পেয়েছি—যেটা বেল-এর হিসেবে ধরলে প্রায় ২৫ লক্ষ বেল জুট হবে। এবং অন্যান্য সিরিয়ল্‌স যদি ধরি তাহলে ১৯৫৮।৫৯ সালে আমরা ৪৮ লক্ষ ৫৯ হাজার পেয়েছি। আমাদের দেশ হচ্ছে প্রধানত: ওয়ান ক্রপ স্টেট। সুতরাং চালের উৎপাদন যদি আমরা বৃদ্ধি করতে পারি তাহলে কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করতে পারব। অন্যদিক থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে ১ কোটি ৩০ লক্ষ একর জমির মধ্যে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ একর জমিতে ধান চাষ হয়ে থাকে। আমাদের পশ্চিমবাংলায় যেখানে ৫৫ লক্ষ টন ধান চাল দরকার সেখানে আমরা ৪০ লক্ষ টনের বেশী উৎপন্ন করতে পারছি না। গত ৩।৪ বছরের হিসেবে ১৯৫৩ সালে ভাল বৃষ্টি হয়েছিল বলে সেই বছর বাংলাদেশে বাম্পার ক্রপ হয়েছিল—প্রায় ৫৩ লক্ষ টন। কিন্তু তারপর থেকেই আমাদের ৩৮।৩৯।৪০।৪১।৪২ মধ্যেই থেকে যাচ্ছে। গত ৪ বছরের ইতিহাস যদি দেখি তাহলে দেখব যে আমাদের পশ্চিমবাংলায় প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় হবার ফলে চাষের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি। আপনারা জানেন যে,

১৯৫৬ সালে বন্যা হয়েছে, ১৯৫৭।৫৮ সালে ড্রাউট হয়েছে। গত বছর যদিও ভাল ফসলের আশা আমরা করেছিলাম কিন্তু খুব বেশী বন্যা হওয়ার ফলে আমাদের সেই আশা পূর্ণ হয়নি, তবুও আমি জানাতে পারি যে, গত বছর বন্যা হওয়া সত্বেও তার আগের বছরের চেয়ে আমাদের উৎপাদন প্রায় ১ লক্ষ টনের বেশী হয়েছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, যদি বন্যা না হত তা'হলে আরও ৭।৮ লক্ষ টনের উৎপাদন বেশী হতে পারত। আমি মনে করি এর কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর ছিল, তার কারণ খুব ভাল বৃষ্টি আমরা আউসের শেষে এবং আমনের সুরুতে পেয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরে বন্যা হওয়ার ফলে সেই সুযোগ আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। এই বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে আমাদের সাধারণ কৃষকরা আপ্রাণ চেষ্টা করে সোণার ফসল ফলিয়েছিল। কৃষি বিভাগের কর্ম্মীদের কাজকর্ম্ম এবং ভাল বীজ ইত্যাদি সরবরাহ করার ফলেই এই উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাদের হয়ত ক্রেডিট থাকতে পারে। গত ৪ বছর ধরে আমাদের ফসলের যখন একই রকম অবস্থা থেকে যাচ্ছে তখন মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটা ক্যাবিনেট সাবকমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই ক্যাবিনেট সাবকমিটি যে একটা এক্সপার্ট কমিটি গঠন করেছিলেন সেই এক্সপার্ট কমিটির মধ্যে ৬ জন বড় বড় সায়েনটিস্ট এবং বিশেষজ্ঞরা ছিলেন।

[3-10—3-20 p.m.]

এই এক্সপার্ট কমিটি কৃষি বিভাগের যাঁরা বিশেষজ্ঞ রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে বসে একটা পরিকল্পনা করে আমাদের সামনে দিয়েছেন যাতে করে আমরা আমাদের দেশের খাদ্য সমস্যা বেশীর ভাগ সমাধান করতে পারব বলে আশা করি। এই কমিটি আমাদের সামনে রেখেছিলেন আমাদের প্রোডাক্‌সন হচ্ছে ৪০ লক্ষ টন, এবং আজকে যে ১৫ লক্ষ টন ঘাটতি সেটা না রেখে তাঁরা রেখে ছিলেন ১৯৬৬ সালে কত ঘাটতি আমাদের দেশে দাঁড়াবে এবং সেটা আমরা কতটা পুরণ করতে পারব। আমরা আমাদের হিসাব মত দেখতে পাচ্ছি যে যেখানে আজ ১৫ লক্ষ টন ঘাটতি রয়েছে সেখানে ১৯৬৬ সালে এই ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ২২।২৩ লক্ষ টন, কারণ আজকে আমাদের যে ৩ কোটি ১৩ লক্ষ লোক সংখ্যা আছে সেখানে যদি ১০৮ পার্সেণ্ট পার এ্যানাম বাড়ে তাহলে আমাদের লোক সংখ্যা ১৯৬৬ সালে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে দাঁড়াবে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ। আজকে পার ক্যাপিটা কন্‌জামসান যেটা রয়েছে ১৬·৫ আউন্স সেটা যদি ১৭ আউন্স ধরি তাহলে আমরা দেখতে পাই চালের এখন যা দরকার হচ্ছে তার চেয়ে আরো বেশী ২২।২৩ লক্ষ টন দরকার হবে—৬২।৬৩ লক্ষ টন আমাদের উৎপন্ন করা দরকার। আজকে আমাদের যে ১৫ লক্ষ টন চালের ঘাটতি হচ্ছে সেটা মেটাবার জন্য আমরা হয়ত উড়িষ্যা থেকে ৩।৪ লক্ষ টন চাল পেতে পারি আর বাকিটা হয়ত আটা দিয়ে মিট আপ করবার চেষ্টা করছি। এই ১৫ লক্ষ টন ঘাটতি যদি ২২ লক্ষ টনে দাঁড়ায় তাহলে আমরা জানি এই ঘাটতি পুরণ করা ভারত সরকারের পক্ষেও অসম্ভব হয়ে পড়বে। তার কারণ হচ্ছে এই যে আমাদের ভারতবর্ষে প্রধানতঃ ৩টি সারপ্লাস ষ্টেট রয়েছে—উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং অন্ধ্র-প্রদেশ। উড়িষ্যার সঙ্গে ইস্‌টার্‌ন্‌ ইন্‌ডিয়া পারটি-কুলারলি বেঙ্গলকে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মধ্যপ্রদেশে যেটা বেশী উৎপন্ন হবে সেটা বোম্বেকে দিয়ে দিতে হবে কারণ বোম্বেতে ১ মিলিয়ান টন খাদ্য ঘাটতি রয়েছে, আর অন্ধ্র প্রদেশে যেটা বেশী উৎপন্ন হয় তা কেরালা এবং মাইশোরকে দিতে হয় কারণ মাইশোরে ঘাটতি হয় ২।২॥ লক্ষ টন এবং কেরালায় হয় ৭।৭॥ লক্ষ টন। অতএব আমরা আশা করতে পারি না যে ৩টি ষ্টেট আমাদের কিছু পাঠিয়ে দেবে। এই ৩টি ষ্টেট থেকে যদিও সবটা

পাঠিয়ে দেয় তাহলেও আমরা সব ঘাটতি পুরণ করতে পারব না। এক্সপার্ট কমিটি যে কথা লিখেছেন তা আমি পড়ে দিচ্ছি, আপনারা বুঝতে পারবেন। এক্সপার্ট কমিটি লিখেছেন —

"the chronic food problem in West Bengal has become very grave with the increase in population added with the influx of refugees and due to continuous unfavourable weather conditions. The deficit in rice—the staple food of the State is enormous. This year's deficit of rice calculated on per capita consumption of 16·5 oz. per day which in our opinion is a fairly accurate consumption figure, would come to more than 1.5 million tons and with the increase in population at the rate of 2 p.c and a slight increase in consumption figure of 5 oz. per day, the deficit is likely to be of the order of 5 lakhs tons in the year 1966,i.e,. at the end of 3rd 5 yr. plan. We do not think it will be possible for the Govt. of India to make good this deficit through internal procurement in India or by importing from abroad. It should be borne in mind that mainly there are 3 surplus rice-producing States in India, namely, Orissa, Andhra and Madhya Pradesh, and even if the entire quantity of surplus rice in these 3 States is diverted to West Bengal, there still will be a large deficit which will be almost impossible for the Govt. of India to import from outside in view of the world rice position. To tackle the problem so as to increase the production of rice by at least 25 lakhs tons by the end of the 3rd 5yr plan, we have a comprehensive and coordinated scheme which should be tackled asa whole,as otherwise we are very much afraid the desired result would not be achieved. No monetary consideration or foreign exchange difficulty should stand in the way of implementation of the schemes in this State for augmentation of food as otherwise this State is bound to face a serious crisis during the next 3 to 5 years' time. Along with the deficit in rice, West Bengal is also deficit in wheat, pulses, sugar and other essential commodities."

কাজে কাজেই এক্সপার্ট কমিটী যে সমস্ত জিনিষগুলি দেখে এই ওয়ার্নিং দিয়ে গেছেন তা যদি সম্পূর্ণভাবে অবহিত হয়ে গ্রহণ করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা না করি তাহলে আজ থেকে ৪।৫ বছর পরে এমন একটা সিচুয়েসান এ্যারাইজ হতে পারে, যেখানে পপুলেসান এই রকম বেড়ে যাচ্ছে, যখন বাইরে থেকে খাদ্য এনে আমাদের খাদ্য ঘাটতি পুরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। এইজন্য তাঁরা বলেছেন ফরেন এক্সচেঞ্জ ক্রাইসিস কোন রকম monetary consideration should not stand in the way of the implementation of the food production Scheme.

তাঁরা বহু চিন্তা করে আমাদের সামনে যে ৬টি প্রস্তাব রেখেছেন তা, আমি জানি, আপনাদের কাছে নতুন হবে না। তার কারণ কৃষির উন্নতি করতে গেলে আজকের দিনে প্রত্যেকে জানেন যে কি কি দরকার—তারা সেটার উপর বেশি করে জোর দিয়েছেন। তারা বলেছেন যে আমাদের প্রথম দরকার

immediate steps for drainage system

প্রতিদিন আমরা দেখতে পাই যে যেখানে খাদ্য উৎপাদন করা কত শক্ত, যেখানে মানুষ চেষ্টা করে কষ্ট করে খাদ্য উৎপাদন করছে সেখানে খাদ্য, উৎপাদন হয়ে যাবার পর বেশি বৃষ্টি হয়ে বন্যা হয়ে অনেক ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আপনারা জানেন ১৯৫৪ সালে নর্থ বেঙ্গলে একটা

বন্যাও হয়েছিল। সে বন্যাও দেখবার জন্য আমাদের প্রেসিডেন্ট এবং আইন মিনিষ্টর দুজনেই এসেছিলেন এবং ১৯৫৬ সালেও আমরা দেখেছি বন্যা হয়েছে। গত বছরেরও দেখলাম কি রকম বন্যা হয়ে গেছে। অতএব ড্রেনেজ সিস্টেমের অভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে বহু ফসল হয়ে যাবার পর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আপনারা নিশ্চয়ই অনেকে ঘুরে বেরিয়ে দেখতে পান যে আমাদের যে সমস্ত বিলগুলি ছিল যেখানে কোনদিন চাষ হত না আজকে সেখানেও চাষ হচ্ছে—ন্যাচারাল ওয়াটার রিজারভয়ের যেগুলি ছিল এবং ন্যাচারাল ওয়াটার রিজারভয়ার যেগুলি সেগুলি ভাল হিসাবে কাজ করতো এবং অনাবৃষ্টির সময় যেগুলি থেকে জল নিয়ে আমরা সেচের ব্যবস্থা করতে পারতাম আজকে সে জমিতে চাষ হয়েছে। কিছুদিন আগে বারাসতে যে নাংলা বিল আছে—আমার বন্ধু চিত্তবাবু এবং ওখানকার আরো অনেকে আমার কাছে এসেছিলেন, আমি সেখানে নিজে গিয়েছিলাম—গিয়ে দেখলাম যে সেখানে একটা বিরাট বিল ছিল সে বিলেতে জল থাকতো এবং যে জল দিয়ে জলসেচন করে তারা বহু হাজার বিঘা জমিতে সোনার ফসল ফলাতে পারতো সেই বিল আজকে ধান চাষ হবার ফলে বিলের মাটি উঁচু হয়ে গেছে, ফলে একটা বৃষ্টি হলে আর সেখানকার জল ধরে রাখতে পারে না। সেজন্য জমি ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে এবং বিলেতে যারা চাষ করবার চেষ্টা করছে তারা ফসল পাচ্ছে না। অতএব আজকে খুব বেশি করে আমাদেব ফ্লাড কণ্ট্রোল মেজার নেওয়া দরকার এবং ড্রেনেজ সিষ্টেম ভাল করে করা দরকার। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের একটা ফলাড ইনকোয়ারী কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং আমরা আশা করি যদি ফ্লাড ইনকোয়ারী কমিটির রিপোর্ট পাবার পর ভারত সরকার এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুজনে মিলে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন; কিন্তু আমাদের বিশেষজ্ঞদের মতে এটা হচ্ছে ফাষ্ট প্রাইওরিটি। দ্বিতীয় প্রাইওরিটি তারা বলেছেন যে আমাদের দেশে ইরিগেসনের অভাব, কৃষিকার্য্য করতে গেলে জল যদি না থাকে তাহলে কৃষিকার্য্য করা সম্ভব নয়। অতএব তারা বলেছেন আমাদের দেশে যদি খাদ্যের প্রোডাকসন বাড়াতে হয় তাহলে ৫।৬ বছরের মধ্যে আরো ৩০ লক্ষ একর জমিতে আমাদের সেচের বন্দোবস্ত করতে হবে। তারা অবশ্য বলেছিলেন ৪০ লক্ষ একর জমিতে কিন্তু আমাদের ইরিগেশন এবং কৃষি বিভাগের হিসাবে আমরা দেখলাম যে একসংগে ৪০ লক্ষ একর জমিতে সেচের বন্দোবস্ত করার মত অর্থ, মেশিনারী এবং জনবলের অভাব আমাদের আছে। তাই আমরা ৩০ লক্ষ একর জমিতে সেচের বন্দোবস্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আপনারা জানেন দামোদর ভ্যালী এতবড় বিরাট পরিকল্পনা এটকা হয়েছে তার থেকে মাত্র ৯ লক্ষ একর জমিতে আমরা এই বন্দোবস্ত করতে পারছি। অতএব ৪০ লক্ষ একর জমিতে করা সোজা কথা নয় কারণ এতে বহু এক্সপার্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং এক্সপার্ট লোকের দরকার হয়।

[3-20—3-30 p.m.]

আজকে ৪০ লক্ষ একর জমি সোজা কথা নয়। সেদিক দিয়ে আমরা ৩০ লক্ষ একর জমিতে সেচের বন্দোবস্ত করার ব্যবস্থা করছি। তার ১৫ লক্ষ একর জমিতে ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্ট থেকে এবং ৩০ লক্ষ একর জমি বন্দোবস্ত করছি কৃষি-বিভাগ থেকে। আমাদের দেশে বড় বড় সেচ যেমন ময়ূরাক্ষী, দামোদর, কংসাবতী এগুলি করা হয় ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্ট থেকে আর ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা করা হয় এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেণ্ট থেকে। ছোটখাট সেচের মধ্যে পুকুর কিংবা বাঁধ তৈরী করে এবং কুয়ো থেকে জল সেচের বন্দোবস্ত করা। এছাড়া আমরা দুটো পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চলেছি সেটা জানাতে চাই। সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে ডীপ

টিউবওয়েল ইরিগেশনএর বন্দোবস্ত সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু হয়নি। ইতিপুর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া এক্সপ্লোরেটরী টিম এখানে এসেছিল, এসে তারা ৩৬টি জায়গায় এক্সপ্লোরেসন করেছিল। তার মধ্যে ৩৪টি জায়গায় তারা সাকসেসফুল হয়েছে। যদিও আমরা দেখি ডীপ টিউবওয়েল খুব বেশী করা হয়নি তাহলেও এটার পসিবিলিটিস যথেষ্ট রয়েছে। কোনটা সাকসেসফুল হবে আর কোনটা হবে না সেটা ঠিক হবে, যেটা দ্বারা ১ ঘণ্টায় ২৫ থেকে ৩০ গ্যালন জল উঠবে—সেটাই ইকনমিক্যালি পসিবল হবে। তার চেয়ে কম হলে পর এত অল্প জল জমিতে দেওয়া যাবে—যাতে জমির কৃষককে বেশী খরচের ভার বহন করতে হবে, কাজেই সেটা সম্ভবপর হবে না। সেদিক দিয়ে আমরা দেখছি যেখানে যেখানে করেছে সেখানে বেশীর ভাগ জায়গাতে সাকসেসফুল হয়েছে। আমি এখানে বলতে পারি যে ২৪ পরগণার বারাসত বনগাঁ অঞ্চলে ডীপ টিউবওয়েল হবার সম্ভাবনা রয়েছে, নদীয়ায় ও মুর্শিদাবাদে হওয়া যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের মেদিনীপুরের কয়েকটি জায়গায় হবে না কিন্তু অন্যান্য জায়গায় সাকসেসফুল হয়েছে। ওয়েষ্ট দীনাজপুর, মালদহ, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিংএ আমরা ডীপ টিউবওয়েল করেছি। সেখানে পসিবিলিটিস দেখা গেছে এবং সেখানে ক্রমে সম্ভব হবে। এক একটা ডীপ টিউবওয়েল করতে আমাদের খরচ পড়ে ৭০।৭৫ টাকা এবং এ দ্বারা ২৫০ একর জমিতে জল সেচ করাতে পারবো। এদিয়ে শুধু রাউণ্ড দি ক্লক সারা বছরই জল দেওয়া সম্ভবপর হবে না। যেখানে বড় বড় নদী-উপত্যকা পরিকল্পনায় ডিফেক্ট আছে খুব জোর বেশী বৃষ্টি হলে সে বছর হয়ত জল দিতে পারবে, রবিশস্যের জন্য জল দিতে পারবে কিন্তু যে বছর বৃষ্টি হল না সে বছর জল দেওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। সেখানে এই ডীপ টিউবওয়েল যদি করা হয়, যদি কোন বছর বৃষ্টি কম হয় তাহলেও সেই বৃষ্টির উপর নির্ভর করে না থেকে, প্রতি বছর সমানভাবে জল দিতে পারা যাবে এবং সেখানে এই ডীপ টিউবওয়েল থাকবে সেখানে ৩টা ক্রপ করা সম্ভব হবে। কাজেই হয়ত কোন ফারটিলাইজার প্লাণ্ট, গ্রীন ম্যানিওর তৈরী করলে আরলি আমন, লেট আউস, তারপর রবিশস্য এভাবে তিনটি ফসল করতে পারা যাবে। এই ডীপ টিউবওয়েল ছাড়া নূতন একটা জিনিষ করতে চাই—সেটা হচ্ছে, লিফট ইরিগেসন পাম্প। এ দ্বারা নদী থেকে বড় বড় পাম্পিং যন্ত্র দিয়ে ২০০।২৫০ একর জমিতে জল দেওয়া যায়। নদীতে যদি অল্প জল থাকে ৪।৫ ইঞ্চিও প্রবাহিত হয় তাহলেও সেখানে জল তুলে নিয়ে ২০০।২৫০ একর জমিতে জল দিতে পাববো। এ দুটো জিনিষ যদিও পশ্চিমবঙ্গে তেমন ভাল ভাবে এক্সপেরিমেণ্ট করা হয়নি কিন্তু অন্যান্য জায়গায় যেমন পাঞ্জাবে, বিহারে, উত্তর প্রদেশে এটা যথেষ্ট পরিমাণে সাকসেসফুল হয়েছে। এক উত্তর প্রদেশেই প্রায় ৬ হাজার ডীপ টিউবওয়েল রয়েছে। যখন আমি এগ্রিকালচারাল ফেয়ারএ গিয়েছিলাম তখন শুনেছিলাম যে পাঞ্জাবে ১৫।২০ হাজার ডীপ টিউবওয়েল করার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের এখানে ৩ হাজার ডিপ টিউবওয়েল এবং ৩ হাজার লিফট ইরিগেশন-এর পরিকল্পনা রেখেছি সবশুদ্ধ, সিক্সথ ইয়ার প্ল্যান-এ।

এখানে এই যে ধানের জমি এবং রবি শস্যের জমি এই সমস্ত মিলিয়ে ২৫০ একর করে পার টিউবওয়েল ধরা যায় তাহলে আমরা দেখতে পাবো এ থেকে ৯ লক্ষ একর জমিতে জল দিতে পারবো।

তাছাড়া আর একটা জিনিষ সেটা হচ্ছে লিফট ইরিগেশন, আমরা সাকসেসফুল হয়েছি এক্সপেরিমেণ্ট করে। আপনি জানেন কৃষকরা বলদ লাঙ্গলে জুড়ে মাঠে চাষ করেন। তারপর চাষ হয়ে গেলে, বলদ চুপ করে বসে থাকে, খেতে দিতে হয়। কাজেই ঐ বলদকে

সেচের কাজে লাগান সম্ভব কিনা চিন্তা করলাম। স্যালো টিউবওয়েল করে তার সঙ্গে এমন পাম্প দেবো, যে পাম্পএর জন্য ইলেকট্রিসিটি বা মবিল অয়েল দরকার হবে না। ঐ বসে থাকা বলদকে দিয়ে যদি স্যালো টিউবওয়েল পাম্প চালাতে পারি তাহলে ইলেকট্রিসিটির দরকার হবে না এবং সেটা কৃষকের আয়ত্বের মধ্যে থাকবে। কৃষক তার নিজের প্রয়োজন মত, স্যালো টিউবওয়েলএর পাম্প এ বলদ জুড়ে দিয়ে, নিজেই নিজেদের বন্দোবস্ত করে নিতে পারবে।

আমি আনন্দের সঙ্গে জানতে পারি যে আমরা প্রাথমিক ভাবে সেটার এক্সপেরিমেণ্ট করে সফলকাম হয়েছি। যাতে মাস-স্কেল এ করা যায় তার জন্য চেষ্টা করছি। এটা যদি করতে পারি তাহলে ঐ স্যালো টিউবওয়েলএর দ্বারা এক থেকে দেড়শো হাজার একর জমিতে জল সেচন করতে পারবো। দেখা গিয়েছে এতে প্রায় এক ঘণ্টায় ১০০ গ্যালন জল উঠছে। এটা যদি সব জায়গায় করতে পারি তাহলে আমার বিশ্বাস যে ডীপ টিউবওয়েলএর যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেদিকে টাকা খরচ না করে, ছোট ছোট লিফট ইরিগেশনএর দিকে চলে যেতে পারবো। তার কারণ আজকে মনে রাখা দরকার যে ডীপ টিউবওয়েল এবং ইলেকট্রিসিটি দিয়ে, লিফট ইরিগেশন এ জল সাপ্লাই করতে অনেক খরচ এবং তার জন্য রেকারিং এক্স-পেনস্ যেটা লাগে দিতে হবে, এবং গ্রামের ভিতর প্রত্যেক জায়গায় ইলেকট্রিসিটি নিয়ে যেতে হবে, এবং বড় বড় পাম্প, ইলেকট্রিসিটি মেনটেন্ করতে হবে; এবং তারজন্য বাইরের উপর নির্ভর করতে হবে। কিন্তু আজকে একজন কৃষক যে নাকি দু-তিন একর জমির মালিক, সে যদি একটা ঐ ধরণের ছোট পাম্প এর বন্দোবস্ত করে নিতে পারে, তাহলে তার আর ইলেকট্রিসিটির উপর নির্ভর করতে হবে না, তাকে জলকরও দিতে হবে না। সেটাকে বারুইপুরে এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখেছি এবং কিছুটা সফলও হয়েছি। তবে অবশ্য যেখানে স্যালো টিউবওয়েল বা ডীপ টিউবওয়েলএর পরিকল্পনা আছে সে দিক দিয়েও আমরা এগিয়ে যাবো।

তারপর ইরিগেশন সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই। আমি নিজে অন্ততঃ ঘুরে ঘুরে যেটুকু দেখেছি তাতে বলতে পারি আমাদের পুকুর সংস্কারের কাজ বেশী দুর এগোয়নি। আপনি জানেন আগে টেষ্ট রিলিফ থেকে পুকুরের কাজ হত। পুকুর সংস্কারের জন্য পঞ্চাশ ভাগ টাকা টেষ্ট রিলিফ বাবদ দেওয়া হয়, আর বাকী পঞ্চাশ ভাগ টাকা গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া দেন। এবং তাঁরা বলেন একজনকে যদি পুকুর সংস্কার করে দিই, তারপর যদি সে সেই পুকুরটা বিক্রি করে দেয়, তাহলে তার ব্যক্তিগত লাভ হবে। অতএব তাঁরা বলেছিলেন যদি পুকুরটা তাঁদের নামে লিখে দেন তাহলে পুকুর সংস্কার করিয়ে দেবো। তারপর আমাদের টেষ্ট রিলিফ এ যে পুকুর সংস্কারের কাজ হচ্ছিল সেটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পুকরিণী সংস্কারের যে বাকী আইন ছিল, তাতে বলা আছে যে এটা ২০ বছরের জন্য রাখা হবে, এবং তাতে করে ভাল কাজ হচ্ছিল না। আমি আপনাদের কাছে পরিষ্কার করে জানতে চাই কোন পথে এটা করতে পারবো। কারণ আমি বিশ্বাস করি বড় বড় পরিকল্পনা যা করবো তার চেয়ে বেশী জোর দেওয়া উচিত ছোট ছোট কৃষি পরিকল্পনার দিকে। মাননীয় সদস্যরা উপদেশ দিন কি ভাবে কি কি করলে আমাদের পুকরিণীগুলি সংস্কার করতে পারি এবং তার দ্বারা সেচের বন্দোবস্ত করতে পারি। তাছাড়া; আজকে যদি পুকরিণীগুলি সংস্কার করতে পারি তাহলে তাতে আমরা মৎস চাষও করতে পারবো। ইরিগেশনএর দিকে আমরা সবচেয়ে বেশী জোর

দিয়েছি। কিন্তু, তাছাড়াও সার, বীজ প্রভৃতি দিয়ে কৃষককে সাহায্য করছি। যাতে ভাল ডিসট্রিবিউসন করতে পারি তারজন্য আমরা বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি।

সভাপতি মহাশয়, আপনি বোধ হয় জানেন পশ্চিমবঙ্গে একশোটা সিড ফার্ম করেছি এবং এই সকল সিড ফার্ম থেকে বছরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মণ ভাল সিড্ তৈরী হয়, সেই ভাল সিড চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যত জমি আছে, সেখানে বীজ ডিস্ট্রিবিউট করবার জন্য যদি সিড ফার্ম এর উপর নির্ভর করতে হয় তাহলে ১৫।২০ বছর লেগে যাবে আমাদের ডিসট্রিবিউট করতে।

[3-30—3-40 p.m.]

আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে এই—আমাদের দেশেতে-এই পশ্চিমবঙ্গে ৩৮ হাজার গ্রাম আছে। এই ৩৮ হাজার গ্রামের প্রত্যেকটি গ্রামে একজন করে ভাল কৃষককে বেছে নেব—যার অন্ততঃ ২০ থেকে ২৫ একর জমি আছে। এই বেশী একর জমির মালিককে বেছে নেব এই কারণে যে ভাল সীড্ তাকে দিলে সে বাজারে বিক্রী করতে বাধ্য হবে না। তাকে এক মণ ভাল সীড্ দেব। সাধারণতঃ আমাদের দেশে তিন রকম জমি আছে—উঁচু, মাঝারী ও নীচু। এক মণ সীডে ৯ বিঘা জমি চাষ করা যায়। এক মণ সীড্ যাকে দিলাম, সে ৯ বিঘা জমি চাষ করে ৪৫।৫০ মণ ভাল সীড্ মালটিপ্লাই করতে পারলে আমরা তার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করব, তার নিজের জমির জন্য ১৫।২০ মণ রেখে দিয়ে বাকী ৩০।৩৫ মণ সীড ৩০।৩৫ জন কৃষককে এক্সচেঞ্জ করিয়ে দেবে। আর তাদের যে সীড্ সেটা একে দিয়ে দেবে বাজারে বিক্রী করবার জন্য এবং ভাল সীড্ নেবে তাদের জমিতে বপন করবার জন্য। আবার ঐ ৩০টী কৃষক ভাল সীড্ উৎপন্ন করে—৯ মণ করে নিজেদের জন্য রেখে বাকীটা অন্যান্য কৃষকদের দিয়ে দেবে। এইভাবে যদি চলে তাহলে ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে সারা দেশের মধ্যে ভাল সীড্ সাপ্লাই করতে পারবো। প্রতি গ্রামের একজন কৃষককে এই ভাবে নিয়ে কাজ করা খুব শক্ত নয়। প্রতিটী গ্রাম আপনাদের কারো না কারো নির্বাচনী এলাকার মধ্যে। আমি বিশ্বাস করি আমার সহকর্মী বন্ধুরা যদি একটু ইণ্টারেস্ট নেন্ তা'হলে নিশ্চয়ই একজন করে কৃষককে বাচাতে পারবেন। তাঁরা এক মণ ধান নিয়ে এই ভাবে মালটিপ্লিকেসন করতে পারেন। আপনারা জানেন আমাদের প্রতিটী ইউনিয়নে একজন করে এগ্রিকালচার এ্যাসিসটেণ্ট ও একজন করে গ্রামসেবক রয়েছে। আর এক একটি ইউনিয়নে ১০।১৫টী করে ভিলেজ রয়েছে। একজন গ্রামসেবক ও একজন এগ্রিকালচার এ্যাসিসটেণ্টকে এই ১০।১৫টী গ্রামের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখতে হবে—তারা ঐ সীড্ নিয়ে মালটিপ্লিকেসন করছে কি করছে না। তারপর একইভাবে আরো ২৫।৩০ জন কৃষকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে হবে। আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে এর দ্বারা আগামী ৩ বছর থেকে ৫ বছরের মধ্যে সারা দেশে ভাল সীড দিয়ে দিতে পারবো। এতে করে আর একটা প্রব্লেম সল্‌ভ্‌ড করতে পারবো—সীড দেওয়ার কথা জুলাই মাসে, সেটা গিয়ে পৌঁছিল অক্টোবর মাসে। কাজেই তা দিয়ে কাজ হবে না। প্রত্যেক গ্রামে যদি নিউক্লিয়াস সীড্ ফার্ম করতে পারি, তাহলে সেই সীড় যাওয়া আসার জন্য যে সময় নষ্ট হলো সে জন্য সময় মত সীড্ আস্‌তে পারলো না, তা বন্ধ হয়ে যাবে। আর একটা জিনিষ হবে এক জেলায় যে সীড্ হবে, তা সেই জেলার আবহাওয়ায় ঠিক হয়। অন্য জেলায় হয়ত সেটা ভাল নাও হতে পারে। মেদিনীপুরের সীড্ হয়ত বীরভূম চলে যাবে। এই যে সব ডিফিকালটি এর দ্বারা সেই সমস্ত জিনিষ রিমুভড হবে। কৃষি উৎপাদন যদি বৃদ্ধি

করতে হয়, তাঁরা বলছেন বেশী করে ফারটিলাইজার ও ম্যানিওর দিতে হবে। আমরা যা ফারটিলাইজার পাচ্ছি, তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অল্প। আপনারা জানেন ফারটিলাইজার সম্বন্ধে অনেক লোকের অনেক অভিযোগ আছে। সেই অভিযোগ, আমি মনে করি, আমি এটা বলছি না অভিযোগের কোন কারণ নাই,—না না কারণ থাকতে পারে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে—আমাদের দরকার হচ্ছে ১ লক্ষ টন ফারটিলাইজার; সেই জায়গায় আমরা পাই ২০ হাজার টন। কাজেই লোকের মধ্যে অভিযোগ জমে ওঠা অসম্ভব নয়। তাতে যদি কোন দোকানদার করাপসন করে, সেটা অসম্ভব কিছু নয়। সর্ট সাপ্লাই এর কারণ এবং আমরা তা দূর করার চেষ্টা করছি। ১৯৫৬-৫৭ সালে আমরা পেয়েছি ২৮ হাজার টন এ্যামোনিয়া সালফেট; ১৯৫৭-৫৮ সালে পেয়েছি ২৮ হাজার টন; ১৯৫৮-৫৯ সালে পেয়েছি ২৫ হাজার টন; আর ১৯৫৯-৬০ সালে মুখ্যমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করার ফলে আমরা পেয়েছি প্রায় ৪০ হাজার টন। এবং এই বৎসরে শ্রদ্ধেয় এস, কে, পাতিলের সঙ্গে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর যে কথাবার্তা হয়েছে তা থেকে আশা করি এ বৎসরে আরো বেশী পাবো। তাহলেও একথা বলতে চাই আমাদের দেশে যা দরকার সেটা পুরণ করা ভারত সরকারেরও ক্ষমতা নেই। সিন্দ্রিতে যে ফারটিলাইজার তৈরী হয় তার দ্বারাও সম্পূর্ণভাবে আমাদের চাহিদা মিট করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের ফারটিলাইজার ফ্যাকটরি করার কথা হচ্ছে। এবং সেই ফ্যাকটরি হলেও আরো ৪।৫ বৎসর লেগে যাবে তার প্রোডাকসন হতে। অতএব, ইন দি মিনটাইম এবং আমাদের এক্সপার্টদের মতে শুধু কেমিকাল ফারটি-লাইজার এর উপর জোর না দিয়ে আমাদের

green manure and compost

সার বেশী করে তৈরী করার চেষ্টা করা উচিত। তাছাড়া যেখানে জল বেশী পাওয়া যায় না সেখানে কেমিক্যাল ফারটিলাইজার দিলে ফসল কমে যেতে পারে। অতএব আজকের দিনে আমাদের যে অভাব তা পুরণ করা যায় এই

green manure and compost

সার দিয়ে। সেইজন্য আমরা টারগেট করতে চাই যে, আমাদের আলটিমেটলি ৩৮ হাজার গ্রাম রয়েছে। এই ৩৮ হাজার গ্রামের মধ্যে, এক একটা গ্রামে যদি আমরা ১০০ টন করে টারগেট করি—

green manure and compost

সার তৈরী করার জন্য—অবশ্য এর মধ্যে যে সমস্ত ছোট গ্রাম আছে সেখানে হয়ত ৫০ টন হবে, আবার কোথাও বা ১৫০ টনও হবে—মোটামুটিভাবে ১০০ টন গড়ে ধরলে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ পর্য্যায় গিয়ে আমাদের দেশে প্রায় ৩৮ লক্ষ টন

green manure and compost one-twentieth nitrogenous element

পেতে পারি তার চেষ্টা করতে হবে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে কমপোষ্ট সার তৈরী হবে তার থেকে

One-twentieth nitrogenous element

আমরা পাবো। অতএব ৩৮ লক্ষ টন গ্রীন ম্যানিওর আমরা যেমন পাবো তেমনি ২ লক্ষ টন নাইট্রোজেনাস এলিমেনটস পেতে পারবো। ফারটিলাইজার এও ম্যানিওর এর সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জিনিষ করতে হবে সেটা হচ্ছে

plant protection and soil conservation

আজকে খবরের কাগজে দেখবেন যে এনিয়ে একটা কথা উঠেছে শ্রী পাতিলকে যে চিঠি দিয়েছিলেন সে চিঠি নিয়ে। কথা হচ্ছে, নিশ্চয়ই আমাকে আপনাদের বলতে হবে, এই যে বন্যা হয়ে গেল তারপরেও আমাদের কৃষি বিভাগের সহকর্মীদের ধারণা ছিল যে হয়ত এবারে বন্যা হওয়া সত্ত্বেও ৪৫।৪৬ লক্ষ টন ধান উৎপন্ন হবে। আমি তখন সাংবাদিক বন্ধুদের বলেছিলাম যে এখন আপনারা এটা কাগজে দেবেন না, এমনিতে বলেছিলাম যে, আমরা যে হিসাব পাচ্ছি তাতে হয়ত ৪৫/৫৬ লক্ষ টন হতে পারে। যখন সঠিক হিসাব পেলাম তখন দেখলাম যে ৪১½ লক্ষ টনের বেশী হবে না। এর কারণ বন্যার সময় যে সব গাছ দাঁড়িয়ে ছিল, বন্যা শেষ হয়ে যাবার পর তা পড়ে গেল এবং পোকায় তা নষ্ট করে দিল। অতএব ফসল যা হবে মনে করেছিলাম তার চেয়ে অনেক কম হল এবং সেইজন্য হিসাবে তারতম্য হয়ে গেল। কিন্তু তবুও আমাকে বলতে হবে যে পাবলিকলি স্টেটমেণ্ট আমি করিনি। তবুও আজকে স্বীকার করতেই হবে বাংলা দেশে এই বৎসর বেশী নষ্ট হয়েছে। প্ল্যাণ্ট প্রোটেকসন-এর জন্য বেশী করে দরকার। এবং এই পোকায় খাওয়া বন্ধ করতে হলে একটা জিনিষ বলতে চাই যে এরজন্য আমাদের সকলকেই চেষ্টা করতে হবে। আজকে সরকারের পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে প্রতি ইঞ্চি জমিতে একটা করে ইনযেকটিসাইড স্কোয়াড দাঁড় করিয়ে দিয়ে প্ল্যাণ্ট প্রোটেকসন করা। এর একমাত্র উপায় হচ্ছে সারভিস কো-অপারেটিভ। এটা যখন সর্ব্বত্র হয়ে যাবে তখন তাদের আমাদের কৃষি বিভাগ হেল্প করতে পারবে। কয়েকটা গ্রাম জুড়ে একটা সারভিস কো-অপারেটিভ তারা নিজেরা প্ল্যাণ্ট প্রোটেকসন করতে পারবে। আমরা এখানে—জানি বলতে—পারি যে আমরা একটা থানা ইউনিট রেখে দেবো, কিছু ইনযেকটিসাইড স্প্রেয়ার রেখে দেবো, এবং যেখান থেকে খবর আসবে সেখানে তারা এই প্ল্যাণ্ট প্রোটেকসন-এর ব্যবস্থা করতে পারবে। প্ল্যাণ্ট প্রোটেকসন-এর সঙ্গে সঙ্গে জোর দিতে হচ্ছে

Soil conservation and land reclamation

এর উপর। আজকের দিনে যে সমস্ত জমি ফ্যালো হয়ে পড়ে আছে পশ্চিমবঙ্গে, আমাদের চেষ্টা করতে হবে সেইগুলি পরিষ্কার করে যাতে চাষের মধ্যে নিয়ে আসা যায়।

[3-40—3-50 p.m.]

এসেমব্লী সেসনএর আগে আমি ৭।৮ জেলা ঘুরে এলাম কৃষি এবং সেচবিভাগের কর্মীদের সংগে আলাপ আলোচনা করবার জন্য। সে সময় আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন জায়গায় যথেষ্ট পরিমাণ ফ্যালো ল্যাণ্ড এখানে পড়ে রয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এসব জমিতে ফসল উৎপাদন করা যায় কিনা, কারণ, আমাদের এক্সপার্টদের মত যে, আমরা যে সব জমিতে ধান্য উৎপাদন করি তার অনেক জমিই হল মারজিনাল অর সাবমার্জিনাল ল্যাণ্ড; এসব জমিতে নতুন করে চাষ হবে কিনা সে সম্বন্ধে আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। মেদিনীপুর কোলাঘাট অঞ্চলে আমরা একটা এক্সপেরিমেণ্ট অলরেডি করেছি এবং প্রায় ৩ হাজার একর জমিতে চাষ আবাদের ব্যবস্থা করেছিলাম এবং সে ফসল থেকে আমরা ১৫ হাজার মণ আউস ধান পেয়েছিলাম। সুতরাং এটা ঠিক যে, এই জিনিষ করবার জন্য আমাদের যথেষ্ট সংকল্প রয়েছে, এখন শুধু আমাদের চেষ্টা করে দেখতে হবে কোথায় কি ভাবে করা। এজন্য আমাদের কালচারাল প্র্যাকটিস্ গ্রহণ করতে হবে এবং কোথায় কিভাবে কোন্ পদ্ধতিতে চাষ করলে আরো ভালোভাবে ফসল ফলাতে পারি সেই ভাবে অগ্রসর হতে হবে। এই প্রোগ্রামের সঙ্গে

আমাদের আরো ৩টি জিনিষ যোগ করতে হবে, সেই তিনটি জিনিষ হচ্ছে, টাইম্‌লি করতে হবে, এবং এর সংগে তিনটি বিভাগ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, কৃষির সংগে সেচ বিভাগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে, কৃষির সঙ্গে উন্নয়ন বিভাগের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে—এবং এই তিনটি বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে যদি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা যায় তাহলে আমাদের কাজের সুবিধা হবে। তারপর সরকারী কর্মচারীদের সংগে কৃষকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে। আজ আমাদের ব্যবস্থাপক সভা থেকে আরমা বলেছিলাম অমুক অমুক জায়গায় কত মাইল রাস্তা করতে হবে, কিন্তু এতেই কার্য্য সমাধা হবে না— এই জন্য চাই জনসাধারণের সহযোগিতা, এক্সপার্ট-ইনজিনীয়ার, মেটিরিয়ালস্‌ ইত্যাদি। যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিয়ে কাজ করতে হবে, সেখানে জনসাধারণের সহযোগিতা না পেলে আমরা আমাদের টারগেটএ পেঁছুতে পারব না

unless there is fullest cooperation between the people and the producers and between different officials at the village level.

অতএব, এই প্রোগ্রাম কার্য্যকরী কবতে গেলে যা করা আমাদের দরকার তা আমি আপনাদেব সামনে বলছি—আমবা হিসাব কবে দেখেছি যে, আজকে আমাদের দেশে ধানের উৎপাদন ২২ লক্ষ টন করা এখনি সম্ভব নয়, আমবা থ্রী মিলিয়ান একবে সেচের ব্যবস্থা করে ১৭।১৮ লক্ষ টন ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি কবতে পারি—এই প্রোগ্রামে ১১০ কোটি টাকার মধ্যে কৃষি বিভাগে খবচ হবে ৬০।৬৫ কোটি, সেচ বিভাগে খরচ হবে ৪৫।৫০ কোটি, ফারটিলাইজার ম্যানিওবএব ধবা হয়েছে ৭ কোটি, সীড্‌ স্যাচুয়েসনএ ধবা হয়েছে ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা, ইমপ্রুভড কালচাবাল প্র্যাকটিস ধবা হয়েছে ২ কোটি ৮২ লক্ষ,

reclamation of waste land and soil conservation

এ ৩ কোটি ৪০ লক্ষ, সবশুদ্ধ ১২৫ কোটি আমবা এই ৬ বৎসরের প্রোগ্রামে ধরেছি খাদ্যোৎ- পাদন বৃদ্ধি কবাব জন্য। আপনাদেব কাছে আরেকটা জিনিষ বলি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমাদেব পশ্চিম বাংলায় কৃষি বিভাগের জন্য ছিল ৬৭০ কোটি ৮৮ লক্ষ, সেক্ষেত্রে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমবা রেখেছি ৯৭ কোটি। সুতরাং আপনারা বুঝতে পারছেন যে, আজকে কৃষির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা সম্পর্কে আমরা অবহিত হয়েছি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশনকে জানিয়েছেন আমাদের দুরবস্থার কথা। আজকে যদি থ্রী মিলিয়ন একর জমি আমবা সেচ ব্যবস্থার মধ্যেই আনতে পারি এবং ডাবল্‌ ক্রপিংএর ব্যবস্থা করতে পাবি তাহলে আমাদের ন্যাশনাল ইন্‌কাম বাড়বে এবং ইন্‌ডাসট্রিয়ালাই- জেসন এর জন্য যে ব্যবস্থা দরকাব সেটাও সম্ভব হবে। সুতবাং আমাদের এই প্রোগ্রাম সাকসেসফুল হবে কিনা তা নির্ভব করছে আমবা কিভাবে কাজ করছি তার উপর। আমি একথা বলছি না যে, আমি খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে দেব, তবে আমি এই কথা বলতে পারি যে, আমাদের এই প্রোগ্রাম যদি কার্য্যে রূপায়িত করতে পারি তাহলে আমাদের গ্রামীন বাংলায় যে দুর্দ্দশা রয়েছে তা বহুলাংশে দুর করতে পারব। তাতে করে আজকের দিনের বেকার সমস্যা সমাধানেরও সহায়তা হবে। আমি এই প্রসংগে আরেকটা কথা বলতে চাই যে, এই বাজেট হবার পর এই পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে, আমরা এই পরিকল্পনায় আরো ২ কোটি টাকা বেশী খরচ করব এবং সেটা আমি সাপ্লিমেণ্টারি বাজেট হিসাবে পেশ করব। মোটামুটি যা খরচ করতে চাই—তা হচ্ছে লিফট ইরিগেশনএ প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা, ডাপ টিউবওয়েলএ ১ কোটি ৮লক্ষ, ডিসট্রিবিউসন অব কেমিক্যাল ফারটিলাইজারএ ২০ লক্ষ টাকা, সীড স্যাচুরেসন ৮ লক্ষ, রিক্লেমেসন অব ওয়েসট ল্যাণ্ড ২ কোটি

in the y6th ear of the 6th year plan.

এগুলি আমি সাপ্লিমেণ্টারি বাজেটে আনব। বাজেট হয়ে যাবার পর এই স্কীম তৈরী হয়েছে —তার ফলেই আমি আগে এগুলি দেখতে পারিনি।

Mr. Speaker : *All the cut motions except 57 are taken as moved.*

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Researeh outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Kumar Pandey : Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capitlal Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Dr. Radhanath Chattoraj : Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Accounts", be reduced by Rs. 100.

Shri Basantalal Chatterjee : Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Researeh outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Dr. Pabitra Mohan Roy : Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture- Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Accounts", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhuban Chandra Kar Mahapatra : Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced to Rs. 100.

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Ooutlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhupal Chandra Panda: Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumder: Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural mprovement and Research outside the Revenue Account", be reduced by ts. 100.

Shri Phakir Chandra Roy: Sir, I beg to move that the sum of ls. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced to ls. 100.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty: Sir I beg to move that the sum of s. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—griculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural nprovement and Research outside the Revenue Account", be reduced by s. 100.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhay: Sir, I beg to move that the sum of s. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—griculture,—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural nprovement and Research outside the Revenue Account", be reduced by s. 100.

Shri Jagat Bose: Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23000 r expenditure under Grant No. 23, Major Heads "Agriculture—Agriculture, id 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvemrnt and Research utside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Elias Razi: Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for penditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, id 71—Capital Outlay on Schemes of Agricutural Improvement and Reasearch itside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Basu: Sir, I beg to move that the sum Rs. 4,86,23,000 r expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture id 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research itside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharyya: Sir, I beg to move that the sum of s. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—griculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural nprovement and Research outside the Revenue Account", be reduced by s. 100.

Shri Haran Chandra Mondal: Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Haldar : Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No.23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta : Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23 000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Renupada Halder : Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads '40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Gangadhar Naskar : Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Gobardhan Das : Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Bankim Mukherji : Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86 23,000 for expenditure under Grant No. 23, Mojor Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outley on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Ghosal : Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Ri. 100.

Shri Syed Badrudduja : Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah : Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, aud 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research ontside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das : Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 or expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement nd Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy : Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for xpenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, nd 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research utside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera : Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for xpenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, nd 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research utside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri B. P. Jha : Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for xpenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, nd 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research utside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Mihir Lal Chatterjee : Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 or expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement nd Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhakta Chandra Roy : Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23000 or expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement nd Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani : Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for xpenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, nd 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguly : Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 or expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement nd Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Dr. Dhirendra Nath Banerji : Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural mprovement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mallik Choudhury : Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23. Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural mprovement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das: *Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture,* and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs.100.

Shri Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the snm of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Reveune Accounts", be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86 23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee: Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure Major Heads No. 23, Major Head "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Gobardhan Pakray: Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant Na. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Jagadananda Ray: Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Jamadar Majhi: Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Aricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal: Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 the expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Accounts", be reduced by Rs. 100.

The Food Production Minister has said thst we want 5·5 million tons of rice. But I want to tell him that simply 5·5 million tons of rice will not do. We also require ·6 million tons of dal, ·3 million tons of oil, about 8 million eggs, 3 billion tons of vegetables, 1·2 million tons of fish, 2·4 million tons of milk, 1.2 million tons of fruits and ·6 million tons of gur at least to get the minimum balanced diet for the people of W. Bengal. Sir, this should be our target for having the minimum balanced diet. Sir, I want to know from the Minister, even after spending this Rs. 126 crores, in how many years we will get this minimum balanced diet. Our friend Shri Bijoylal Chatterji will always say "Wait and wait", but I want to eat something from the achievement of theirs.

Sir, when the refugees came to Israel in certain area 56 new villages were formed and a large part of the area was brought under intensive cultivation by the immigrants, brought straight form ships or aeroplanes to their new homes, and what has been the result after two years ? "The basic calculations are that from each type of farm, the settler and his wife (who contributes some 50 working days in the poultry farm or in the fields) between them put in 350 fully productive working days a year. It has been found that even after two years, the average return per family at one of the villages, after allowance for rent and other such items, was Rs. 5,200 per years, while many families earned twice this amount." Sir, this is what has been achieved in Israel after two years but here we find that after twelve years of independence, we are given the sermon that we must build brick by brick. Not merely that. We are told theory is easy but practice is difficult. We are given *ad nauseam* the school boy's dictum that people learn in their school days but there is not one such fool in this House who does not understand that a building is to be built brick by brick. I want to know from the Food Production Minister after how many years he will be able to give us this. After spending 125 crores—I do not mind if you spend 125 crores or even 500 crores—Israel has spent 13,000 crores but even an ordinary maid-servant gets the food that the Prime Minister gets—if that can be assured I would vote for a budget not merely of 125 crores but 1,250 crores. I want to know what will be the result after spending the money. Will the Food Production Minister say, "If we cannot achieve the desired result I will walk out". They will not say that. They will say, "Whatever happens we are here". They are planning for six years thinking that they will go on merrily in this cavalier fashion.

As regards the Food Department there are so many officers in that Department—so many experts. Ask those experts to have several farms and let them say after spending the money "yes, this result has been obtained." I have experience of Israel. A lady Mrs. Freudenberg told me that she and her husband both came to Israel from Berlin. She was a student of Professor Einstein in Berlin. She told me that they came from Berlin and took to agricultural work. She preferred village life to life in Jerusalem now. Her husband is a professor there. She told me, "I like the village life because we have got all the amenities in the village—

electricity, gas cooking, motor vehicle, road and everything," in addition *"I had a beautiful garden which I cannot get in Jerusalem". If you give equal amenities* to the villagers which you and I get, the villagers will get incentive for more work. More production will not come either from the Minister or Mr. Ray, the Secretary of the Agriculture Department. If they go to the villages and show that they can produce much more than the villagers and produce profitably, then the villagers will listen to them ; otherwise not.

The Minister has said so many things about irrigation and drainage. Irrigation is a vital necessity. He has said that after six years, after spending 125 crores only 30 per cent of the land would be irrigated. Three million out of 10 million will be irrigated after spending 125 crores. What would be the result ? I would ask the Food Minister to divert some of their intellect to the villages from the Secretariat. The Director of Agriculture who is supposed to be an expert in paddy production should be sent to the villages with a big farm of some 100 acres. If he can show the result then only the villagers will take to it.

[4—4-10 P.m.]

They are now talking of starting a fertiliser plant at a cost of twenty crores. But the minister probably does not know that most of our cowdung which is a good fertiliser is not being used as fertiliser because of the fuel difficulty, and if the Government makes arrangement for supply of cheap fuel to the cultivator, then they will not use cowdung as cooking material but they will use it as fertiliser and there will be more production. If 20 crores are given as subsidy to the cultivator in the form of fuel, then all the cowding will be saved, for the purpose of being utilised as fertiliser. Then we are doing somthing unbalanced also. 28,000 tons or 40,000 tons of ammonium sulphate are being talked of but what about superphosphate or potash supply. The minister does not say anything about those things. Agriculturists must be assured of credit at the time of cultivation and also marketing facilities and the Government must see that there are co-operative societes or some other agencies.

Our friend, Shri Mihir Lal Chatterjee has been always saying that the unscrupulous merchants always take $2\frac{1}{2}$ seers more per maund—what is called *dhalta* or somthing like that and then there is a system of *Iswarbritty*. I say this corruption must be removed.

Our friend, Shri Bijoylal Chatterjee says that corruption is all round but we do not pay for that corruption all round. If there is corruption, should the Government pay for that corruption. Mr. Bijoylal Chatterjee wants to perpetuate that. He does not object to that. When I talk of corruption, he says there is corruption all round. It reminds me of a common Bengali saying which is this,

একেত হনু তারপরে যদি রামের আজ্ঞা পায়
দরজা থাকতে হনু কোণা ভেঙ্গে যায় ।

That is what will happen. There is corruption and there may be corruption in the Government Department too. Corruption may be seen in various things. In

Shri Provash Chandra Roy: Sir, I beg to move that the sum of *Rs. 4,86,23,000 the expenditure under Grant No. 23, Major Heads* "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Apurbalal Majumdar: Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Majoı Heads "40—Agriculture—Agriculture, ann 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra: Sir I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grrnt No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shrimati Labanya Prova Ghosh: Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Chitto Basu: Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Roy: Sir, I beg to move that the sum of Rs 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Deo Prakash Rai: Sir, I beg to move that the sum of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Dr. Prafulla Chandra Ghose: Mr. Speaker, Sir, I have listened to the speech of our Food Production Minister with all the careful attention that it deserves but I do not understand why he took 45 minutes to discuss 126 crores' plan when he has not given us any copy of that plan and when we have been only asked to discuss today the budget for 4 crores 86 lakhs or a total provision of 594 lakhs. I do not know what we are discussing today. I would request the Food Production Minister to give us the plan and allot one day for its discussion. Today we have been asked to vote for or against the budget. I would request the Food Minister to give us the plan—full details of the plan so that we could read it and digest it. Otherwise it would be very unfair to the members of the legislature. Sir, when we are asked to sanction a budget the budget must be a performance budget and not simply a cost and credit budget that so much expenditure should be sanctioned. What has been said here? Only one fact has been given by the Food Production Minister or the Agriculture Minister that 50,000 maunds of paddy seed have been distributed from the various farms that have been set up.

[3-50—4 p.m.]

Sir, I do not know how much money has been spent on the various farms and what has been the cost per maund of the seeds that have been produced. Now, 50,000 maunds of paddy seeds means it will serve 1 lakh acres of land-that means that out of a total of 10 million acres, only 1 lakh acres or barely 1% will be served. Then, in how many years will it cover the whole area? Our friend Shri Bijoylal Chatterji will probably say "We are building brick by brick". But then it will probably take one hundred years and three or four generations will pass before we can reach our goal. He does not probably realise that it is unburnt brick and brick of clay which after rain-fall will simply be washed away.

Sir, I would like to know what is the germination percentage of these 50,000 maunds of seeds. Sir, I have received various complaints on this score. Even a Congress M.L.A. told me—I do not want to disclose his name—that he took seeds from the Government farm and the germination percentage was barely 10. That is what even a Congress M.L.A. told me privately. So, I want to know from the Food Production Minister if he is prepared to guarantee that germination percentage will be 90. If a cultivator takes seeds and if the seeds do not germinate, will the Food Production Minister guarantee that the loss will be borne by the Government, that Government will give the money back for the loss? Otherwise, what is the good of it?

Then, Sir, besides the Agriculture Ministry, there are different Ministries for Animal Husbandry, Fishery, Food Distribution and Cottage Industries. Of course, I do not object to having any number of Ministries. Formerly, Agriculture and Animal Husbandry were under one Ministry, but now they are under separate Ministries. Sir, let them form a Board or Co-operative society of five or seven Ministers so that we can get real food that we want.

many people in agriculture. It is not merely my saying. The Development Commissioner of Bihar, Mr. Pandey, delivered a lecture during his visit to Israel and said—I am sure he is still in Israel as I find this news bulletin is dated March 1, 1960—he said, "Israel's agriculture is very modern, well-planned and it is good that they have diversified farming instead of single crops, We in India suffer from having too many people farming single crops on too little land". Therefore, we must have to get economic units. There is too much of partial unemployment in the villages. Our friend Dr. R. Ahmed, during the last budget session said in his speech that the "days of dhenki had gone"-the days of cottage industries had gone. He had American education. I can understand his mind. I do not blame him. But I would only implore him to give sufficient food, clothing, education and medical treatment for the children of the soil. I shall not complain of anything. That is all that I want to say about that, but so long as this condition remains, so long as you cannot do that, cottage industries must be linked with agriculture. The Agriculturists remain unemployed for most part of the year—about 8 to 9 months in the year. While coming from Burdwan to Howrah or from Midnapur to Howrah after December-January I see fallow lands on both sides of the train and the reason is that only one crop is cultivated in the year. I do not know whether you will be able to give double cropping so that agriculturists have no time to spare in the year, but so long this condition remains, if you cannot do that, things which can be produced in the cottages should not be produced in the big factories. Only then the poor cultivator will get some subsidiary income. Otherwise what wil lhappen is this. Prices of agricultural commodities will rise up and immediately there will be a row in Calcutta. You will listen to the town people, the Calcutta people, but you won't listen to the village people, because there are dumb millions in the villages and here we have got vociferous millions in the town. That is the difficulty. But I have seen new signs in the villages. The villagers also want,—as the Mayor of Calcutta says "we want pure drinking water, we want electricity"—they also say "we also want electricity, we also want pure drinking water in the villages. If the people of Calcutta do not come to the villages as teachers and doctors, we also won't send them food to Calcutta. Therefore you must realise that a new time is coming and you must remove this difference between Calcutta and rural areas. You must give them equal comforts in the villages. If you want to do that, you must plan that way ; otherwise it will not do.

Another thing I want to tell you about is milk powder. Our friend Shri Prafulla Sen who was the Ex-President of the Red Cross used to distribute thousands of pounds of milk powder to the poor villagers thereby ruining our dairy industry altogether. He has been more or less unknowingly so also, the Government of India unknowingly responsible for the deterioration of our cattle wealth and dairy industry. In Europe milk powder is not consumed by the people. The skimmed milk is used there for pigs, sheep and poultry. What they cannot use for pigs, sheeps and poultry there, they dry up and convert that into powder and send that to this country for the poor people of India. We don't want that kind

of thing. If you want the dairy industry to grow, if you want pure milk, that milk powder must be banned altogether. You are talking so much of milk and this and that, but from my personal experience I want to say this. Recently I had been to a village in Purulia where there is a Basic educational institution helped by the West Bengal Government. Thre was a meeting of the Gandhi Memorial Trust workers and I went there. When I started from Purulia itself, a town, two seers of milk was given along with me. I asked the people 'why are you sending milk ? 'They said 'you won't get one ounce of milk in that village., That is the condition in the villages. Then from that village I came to the town of Purulia. I was taken to the Government Basic Educational training College. There I asked the Principal "what food do these teacher trainees take ?" I was told by the Principal, "they do not get milk once in a month, and once in ten days they get fish". I do not know how many of our legislators would be satisfied with fish once in ten days and no milk in the course of a month. That is the condition of the country. Unless you can improve that condition, there is no hope for this country with under-nourished, ill-fed, poor villagers. You must see that those villagers get necessary incentives and when our food production Minister will make a plan, he must plan not merely for a Prafulla Ghose or a Bidhan Chandra Roy or a Tarun Kanti Ghose, he must plan for the poorest man in the land. If you can do that I shall be glad to sanction the budgeted amount. I shall only refer to one item in the Budget, Blue Book, page 559. Under the head "Development of local manurial resources" there is an amount estimated at Rs. 8·58 lakhs. I live in the villages and I know that nothing is being done in that direction. Of course many things may be written in the reports, but nothing is being done. It is a sheer waste. If you can create more farms and put them in charge of your experts and ask them to make them profitable and if they can make them profitable, then there will be something.

[4-20—4-30 p.m.]

Otherwise the minister may say that you are very good, very intelligent but you are unfit for this purpose. However much love, affection and regard I may have for Shri Tarun Kanti Ghose, if it is a question of appointing him as a Professor of Chemistry, I shall be the first person not to allow it, because he may explode himself as well as the students. So Shri Tarun Kanti Ghosh may tell his officers that they are very good, very intelligent, very nice people but they are unfit for this purpose. You ask them to deliver goods. I hope the Food Minister will give us a complete picture of the plan for 126 crores. We are now concerned with Rs. 486 lakhs but about that he has not told anything except one sentence that 50,000 maunds of paddy seeds have been produced. But does that require 5 crores ? So, I hope when a Minister delivers the budget speech, he will confine himself to the budget and then get the money sanctioned for the budget. I am thankful to the Speaker for giving me so mnch time and also to members but I hope that the Govenment must be hard-working in this matter of food production. I have offered my criticism in that spirit. My essential point is that Govern-

medicine there is corruption. Sometimes we get only water in the ampule—pure distilled water and nothing more than that. So there is pure corruption like pure distilled water. So I only want to tell them that corruption must be removed from the Government department. Remove corruption by all means—five per cent corruption always you can allow. Even at the time of Upanishad there were thieves and scoundrels but the predominating factor was honesty. If that is the thing, and if there is 95 per cent honesty, I should be perfectly satisfied but if 99·9 recurring is corruption, then how can one be complacent ? I can assure him that 99·9 recurring is corraption. Credit and marketing facilities should be there. There should also be fixation of price or rather the parity of price between the industrial product and the agricultural product. Price should be fixed not merely by the Government but by the Gevernment, consumers and the agriculturists' representatives together. Prices have got to be fixed. Supposing potato price is Rs. 7-8 this year per maund and on that basis the cultivators spend money next year and the prices fall down to say rupees five, then they lose everything. After that they will not like to cultivate potato. That is the difficulty. Therefore, prices must be fixed beforehand. Similar is the case with jute. Year before last jute prices fell down very much and therefore last year there was less production of jute.

And the price of paddy went up and the price of jute went down. Therefore they did not produce more jute. I know jute must be produced. About 10 lakh acres of land is under jute cultivation producing about 9 lakh maunds of jute. That is necessary. But from the 10 million acres of paddy land that we have it is easy to produce the amount of rice that we require. It is easy to produce not merely rice but vegetables, dahl and also the mustard seeds that we require. As for mustard seed, I find in the budget there is a provision for oil research. I do not know what is the result of that research, the Food Minister has not said anything. We have got dearth of oil fat in out State of West Bengal. I had more or less all the samples of oil seeds and mustard seeds that are used in West Bengal analysed from the University College of Science laboratory. I found that the oil seeds of Ranchi Lohardaga contain 10 per cent more oil than the mustard seed that we have in West Bengal in Murshidabad and Nadia and other places, and if that seed can be introduced in this State—I have not done any experiment if that can be done, then it is all right. I do not know what this research team has done. I thought that the Food Minister would give us a resume of the work that has been done as result of the research and if our research scientists do omething at least, if they cannot write in Bengali, if they have forgotten their nother tongue, they may even write in English and send us at least what esult has been achieved, we shall be able to comunicate that result to the griculturists in areas where we live.

Then, I have been saying, Sir, about remission of land revenue as an incentive. am glad Shri Sankardas Banerjee, the ex-Speaker of our Assembly, has also dvocated remission of land revenue. Year before last 76 per cent was the

collection charge. This year 1959-60—96 per cent was the collection charge and next year 79 per cent will be the collection charge. This is our Land Revenue Department, and 20 per cent is more or less the saving. But the Government does not want to spare even that 20 per cent. I have made a suggestion to our Revenue Minister. I said that up to 5 acres of land, remit all land revenue and ask your Revenue Officers to prepare a list of people who have more than 5 acres of land. Then by the month of Chaitra—last day of the year—they must send the land revenue by money order to Gevernment and if they do not send the revenue by money order by that date, distress warrants would be issued against them. The Hon'ble Revenue Ministei said that it was a good suggestion and 'I will consider it". I hope the Cabinet will take note of that. They say what are we to do with these Government officers ? I have never heard such a thing. If the Government officers are not wanted in a department and they are still to be kept then what about the whole country ? Why do you think of the few privileged people and not of the country as a whole ? There are so many persons who are unemployed, give them unemployment doles. So I would ask the Government not to think of the few Government officers, think of the country as a whole. If the Governmant officers are not wanted, way do you keep them in the department ? I do not understand this trade union mentality anyhow. What is the use of keeping the officers if they are unwanted ?

[4-10—4-20 p.m.]

If they are useful only then they should be kept. Otherwise they should be asked to go and work in the field. As for minimum salary and maximum salary there should be a ratio just as in Germany. My friend Shri Syamadas Bhattacharjee was saying the other day that there has been more inflation in Germany than in India. But he forgot to mention that there has been inflation in the salary too. I may tell him that a German friend of mine, in whose house I stayed while in Hamburg, came to India and told me that in 1953 the minimum income in Germany was 250 Marks, and the highest—for a nobeal laureate—was 1500 Marks, but in 1957 it was raised to 300 and 2,000 Marks respectively. Here our I.A.S. officers are not satisfied even with Rs.2,000 whereas a nobel laureate in Germany was satisfied with 1500 Marks in 1953 and 2,000 Marks in 1957. I have not seen a single man in Germany who does not get sufficient milk, fruit, fish, meat of butter everyday. I want to be assured only of these things and not of salary. If our friend Shri Syamadas Bhattacharjee can assure us of these things I shall not complain of anything. That is the main thing our Food Minister must do.

We have got too many people in agriculture today. An economic unit in agriculture should be 5 acres. I an glad, Sir, Shri Binoba Bhabe, who was an advocate of giving land to the landless has come to this idea after so many years. If you give the minimum half acre, one acre or one bigha of land to a cultivator it will do no good to him. It will be only distribution of poverty because with that land he cannot maintain his family nor can he maintain himself. He remains a poor man and continues borrowing and borrowing all his life. We have got too

ment should make arrangements for irrigation and drainage both. Some areas are suffering from non-drainage. There is too much water-logging and there must be drainage arrangements. There should be good seed with high percentage of germination and there should be adequate marketing facilities, some fillip must be given to the cottage industries, and there should be remission of land revenue for some years to come—at least in the revised form I have suggested. There should be diversified farming and not merely one crop. Otherwise you will never be able to make this country self-supporting in food. With these words, Sir, I resume my seat.

Shri Khagendra Kumar Roy Chowdhury :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই এগ্রিকালচার সম্বন্ধে দু-চারটি কথা বলে মন্ত্রী মহাশয়কে বাধিত করিতে চাই। উনি আগেই তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন উপদেশ দিয়ে ওঁকে যেন আমরা বাধিত করি। ওঁর বক্তৃতার কথা বলতে গেলে এই কথা বলতে হয় উনি ভাল সীড ব্রিডিং করেছেন। এক মণ সীডে প্রায় ৯ বিঘা জমি চাষ হতে পারবে এবং ৪৫ মণ ভাল সীড তৈরী হবে। এই ভাবে ৪৫ × ৪৫ গুণ করে করে বাডতে থাকবে। তার কথায় হিতোপদেশের একটা কথা মনে পড়ছে। শেষ পর্য্যন্ত গলা ধাক্কা। তিনি হিসেবটা উল্টো দিকে কেন করলেন না। গত বার বছর ধরে ঘাটতি করেছেন এবং সেটা আজ বাড়তে বাড়তে ৪০ লক্ষ টনে এসে দাঁড়িয়েছে। এটা করতে কত বছর সময় লাগবে? এটা বললে বুঝতে সুবিধা হবে—বাস্তব পরিস্থিতি কি? উনি পরিকল্পনার কথা বলেছেন।
Second five year Pl[illegible]eriod
এর মধ্যে ওঁদের উ[illegible]ন। যে লক্ষ্য ছিল এবং তাতে যে টাকা খরচ করেছেন, সে সম্বন্ধে আমি দু-একটি কথা প্রথমে বলতে চাই—সাজেসন পরে দেব।

আমার প্রথম কথা হচ্ছে—যে পরিকল্পনা করেছেন, তার কতকগুলি টার্গেট করেছেন? সেই টার্গেট পুরণ করবার দায়িত্ব ওঁদের নাই। নিজেরা জানেন টার্গেট পুরণ করি বা না করি কিছু এসে যায় না। অর্থাৎ কিছু টাকা ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী টাকা খরচ করা এবং সেই টাকা খরচ করতে গেলে কিছু স্কীম ইত্যাদি স্থির করা। এ ছাড়া আর কিছু করেন নাই। পরে হিসেব দেখলে তা বোঝা যাবে। প্রথমে
Second five year Plan period
এর মধ্যে কৃষি,
Community Development, N.E.S. Block
ইত্যাদিতে খরচ হবে ২৯ কোটি টাকা। এই ২৯ কোটি টাকা খরচ করে একটি জিনিষ হয়েছে যে আপনার লক্ষ্যের ধারের কাছেও তাঁরা পৌছতে পারেননি। অথচ টাকা যা ধার্য্য ছিল তার চেয়ে বেশী খরচ তাঁরা করেছেন; আর টার্গেট কমে গেছে। গড়ে টাকা বেশী, টার্গেট কম। প্রথমেই এটা সবচেয়ে আগে করা দরকার। উৎপাদন যদি বাড়াতে হয় তাহলে মাথা পিছু উৎপাদন বাড়ানর জন্য যে প্রচেষ্টা তা করা দরকার। মাথা পিছু করতে গেলে কালটিভেটরস্‌দের যে পরিমাণে সাহায্য করা উচিত
Loans, seeds, agricultural implements
দিয়ে, এবং তা' করতে গেলে যে টাকা দেওয়া দরকার তা দেওয়া হয়নি। এবং যাও বা দেওয়া হয়েছে তা ঠিক জায়গায় যায়নি বা সময় মত যায়নি। অবশ্য ৩০ কোটি টাকা তাঁরা খরচ

করবেন, এই প্ল্যান পিরিয়ডএর মধ্যে। কিন্তু তাঁদের টারগেটএ পৌছান ত দূরের কথা উৎপাদন আরো কমছে। আমার কথা হচ্ছে ৩০ কোটি টাকা কেন ৩০০ কোটি টাকা করলেও হবে না কারণ তাদের খাঁই বড় বেশী। যাই হোক, এগ্রিকালচার বাড়াবার জন্য যদি সত্যিকারের সাহায্য তাদের দেবার ব্যবস্থা করেন, যদি ইনসেনটিভ দিয়ে উৎসাহ দেন, তাহলে এগ্রিকালচার্যাল প্রোডাকসন বাড়াতে পারবেন। কিন্তু আপনারা যে সাহায্য দেন তার মধ্যে একটা বিরাট অংশ ভাগচাষী—এই ভাগচাষীর সংখ্যা যে কত তার হিসাব আমার কাছে নেই, তবে ১৯৫১ সালের সেনসাস রিপোর্ট দেখেছিলাম ৭ লক্ষ ভাগচাষী পরিবার বাংলা দেশে আছে। তারা কম জমি চাষ করে না—তাদের কোন রকম সাহায্য দেওয়া হয় না। তারা কৃষি ঋণ পায় না যেহেতু জমির ডীড্স দেখাতে হয়, ক্যাটল পারচেজ লোনও পায় না। মজার কথা হচ্ছে এই উৎসাহ না পাবার জন্য যে জমি তারা চাষ করে সে জমিতে যা উৎপাদন হবার কথা তা হচ্ছে না, কারণ তারা নিজেদের জমির দিকে নজর না দিয়ে অন্যের জমিতে মজুরী খাটতে যায়। সুতরাং তাদের নিজেদের জমিতে যে ফসল হবার কথা তাও কমে যাচ্ছে। ভাগচাষীদের যদি সাহায্য করা হয় তাহলে উৎপাদন বাড়ে কিন্তু তা না করার জন্য উৎপাদন কমে যাচ্ছে। ভাগচাষীদের কোন রকম সাহায্য দেন না। তরুণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, এই ভাগচাষীরা কি চীন দেশ থেকে এসেছে, না রাশিয়া থেকে এসেছে? এদের শেকড় কোথায়? এদের টাকা না দিয়ে টাকা দিচ্ছেন জমিদার গোষ্টিকে, তাতে কি উৎপাদন বেড়েছে? ৩০ কোটি টাকা ব্যয় হতে চলেছে তাতে উৎপাদন কত বাড়বে সেটা আলোচনা হওয়া দরকার। তাদের সাহায্য করার কোন ব্যবস্থা নেই। বরং কিছু কিছু জায়গায় ভাগচাষীদের যাও বা লোন দেওয়া হয়েছে তাতে দেখছি তাদের ক্ষতিই হয়েছে। তাদের উপর সার্টিফিকেট জারী করে টাকা আদায় করার চেষ্টা হচ্ছে। এতে তাদের উৎসাহ পাওয়া ত দূরের কথা, ভবিষ্যতে তারা আর কোন দিন লোন নিতে যাবে না। তাদের যদি লোন দেবার চেষ্টাও করেন তাহলেও তারা লোন নেবে না।

তারপর আপনার জল পথ। প্রত্যেক বৎসর আলোচনা হয় যে এর ব্যবস্থা কি করলেন। এগুলি যে অবস্থায় আছে তাতে শুধু সরকারের গাফিলতির জন্য লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি ভেসে যাচ্ছে। আমি অন্য এলাকার কথা ছেড়েই দিলাম, আমি যে এলাকা থেকে নির্ব্বাচিত হয়েছি, আরাপাচ পরিকল্পনার কথা শুনেছি। এখানে ৪টি পাম্প রয়েছে। এবার খুব বর্ষার সময়েও দু'টির বেশী পাম্প চলেনি, এর ফলে সোনারপুরের সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে গেল। আপনার ফিগার দেখলেই বুঝবেন। এখানে আপনার ক্রটি বিচ্যুতিগুলি ঠিক সময় হস্তক্ষেপ না করার জন্য বহু এলাকার ধান নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এমব্যাঙ্কমেণ্টএর ব্যাপারেও দেখছি বারবার একই জিনিষ হচ্ছে, বাঁধ রক্ষা না করার জন্য প্রত্যেক বৎসর জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেখানে এক বৎসরে যা করছেন পরের বৎসরে তা ভেসে যাচ্ছে। এর এক্সপ্লানেসন কি? এটা কেন আপনারা দেখেন না? কোন জায়গায় হয়ত স্লুইস গেট সামান্য একটু খারাপ হয়েছে সেটা ঠিক মত সারানর অভাবে বহু জায়গায় জমি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এবং এগুলি সরকারের নজরে আসলেও ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্ট বলে ওটা এগ্রিকালচার্যাল ডিপার্টমেণ্ট-এর কনসার্নড, আবার এগ্রিকালচার্যাল ডিপার্টমেণ্টএ গেলে বলে ও ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্টএর কনসার্নড। এ যেন ঠাকুরের ঘরের পয়সা, না ভোগের পয়সা। এই সমস্ত সময়ে সে সমস্ত ডিপার্টমেণ্টএর কনসার্নএ আছে তাদের উচিত এক সঙ্গে বসে ঠিক করা। কি করে জল নিকাশ করা যায়, স্লুইস গেট গুলি ঠিক করা যায়।

[4-30—4-40 p.m.]

কিন্তু প্রত্যেক বছরই একই হিসেব দিচ্ছেন। তারপর কৃতিত্বটা একটু বলি। আপনারা ল্যাণ্ড রিক্লেমেসন যা করেছেন তাতে আমি বলতে চাই যে আপনাদের কি লক্ষ্য ছিল, টারগেট ছিল আর কি করেছেন। দোফসলা আপনারা করবেন বলে খুব জোর গলায় প্রচার করেছিলেন কিন্তু আমরা বাস্তবে কি দেখেছি—কিছুই করতে পারেন নি। তারপর চাষীদের উৎসাহিত করার কথা বলেন। কৃষকদের উৎসাহিত না করলে সত্যিকারের প্রোডাকসন বাড়া সম্ভব নয়। ওঁরা কিরকম উৎসাহ দিচ্ছেন তার একটু নমুনা দেখুন। কিছুদিন পূর্ব্বে দামোদর ভ্যালী এলাকায় চাষীদের উপর জোর করে ট্যাক্স আদায় করেছেন। তাদের উপর উৎপীড়ন করা হয়েছে। সেখানে দোফসলা তো দুরের কথা এক ফসলই কি রকম হারে হয়েছে তা আপনারা সকলেই জানেন। আর উৎসাহ দেবার কথাটা আমার থেকে হয়ত অজয় বাবু ভাল করে বলতে পারবেন। মোট কথা একটা জিনিষ পরিষ্কার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গড় ফলন আমাদের দেশে কি সামগ্রিক ভাবে কি মাথাপিছু কমে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে প্রফুল্ল বাবু একটা হিসেব দিয়েছিলেন এবং সেখানে বলেছিলেন যে চীনেতে যে পরিমাণ জমিতে চাষ হয় ভারতবর্ষে তার চেয়ে বেশী পরিমাণ জমিতে চাষ হয়। সেখানে আমি অন্য কারো কথা বলব না। আমাদের শ্রদ্ধেয় ডাঃ জে, সি, ঘোষ প্লানিং কমিশনের মেম্বার তিনি বলেছেন ভারতবর্ষের উৎপাদন পৃথিবীর মধ্যে লোয়েস্ট। তিনি চীনের ব্যাপারে কিছু কিছু মন্তব্য করেছেন সেগুলি আমি একটু পড়ে দিচ্ছি

It is no wonder therefore that our crop production per acre is the lowest in the world. Chinese agriculture provides more food per capita from 275 million acres of land for 600 million people than Indian agriculture does for 38 crores of people from 350 million acres of land.

অথচ আজকে উল্টোকথা আমরা বিধান সভায় আমরা শুনতে পাচ্ছি। তবে আমি তরুণবাবুর কাছে অনুরোধ করব তিনি যেন প্রফুল্লবাবুর মত সব সময় বাজে তথ্য দিয়ে কথা না বলেন তাহলে কিন্তু মুস্কিল হবে। আমি এখানে আপনাদের দেওয়া তথ্য থেকে বলছি দেখুন আমাদের আজ কোথায় আপনারা দাঁড় করিয়েছেন। সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানএ আপনাদের টারগেট ছিল, এবং আপনারা বলেছিলেন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আপনারা ৬·৫৬ লাখ টন গ্রেন বাড়াবেন, তরুণবাবু একবার বলেছিলেন যে ৫৪ লক্ষ টন হয়েছিল। কিন্তু সেটা আমরা দেখ্‌ছি ৫০·৯ লক্ষ টন হয়েছে। এরমধ্যে একবার শুধু ৫৭ সালে কিছুটা বেড়েছিল। কিন্তু এই পিরিয়ডএর মধ্যে ৪০এর বেশী বড় একটা হয়নি। এই এত টাকা খরচ কোরে সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান পিরিয়ডএর মধ্যে ৬ লক্ষ টন বেশী ধানের উৎপাদন বাড়াবেন বলেছিলেন, কিন্তু তা বাড়াতে পারেন নি। বরং কমে যাচ্ছে। তেমনি হুইট, ১৯৫৫-৫৬ ছিল ৪৩,০০০ টনস আর ১৯৫৭-৫৮এ ১৯,০০০ টনস হয়ে গেল। তারপর গ্রাম ১৯৫৫-৫৬ ছিল ১৩৭ থাউজেন্ড টনস, ১৯৫৭-৫৮ হয়ে গেল ৯০ থাউজেন্ড টনস। তারপর সুগারকেনএ ১৯৫৫-৫৬ ছিল ১২৯ থাউজেণ্ড টনস সেটা কমে হ'ল ৮৫ থাউজেণ্ড টনস। এইভাবে অয়েল সীডস ১৯৫৫-৫৬ ছিল ৪৯ থাউজেণ্ড টনস সেটা কমে ১৯৫৭-৫৮এ কমে হল ৩৫,০০০ টনস। এই রকম ভাবে পার একর আমরা কি রকম এগিয়েছি তার একটু নমুনা দেখুন। প্রথমে রাইস ধরা যাক। ১৯৫৫-৫৬এ ১১·১১ মানড পার একর ছিল সেটা কমে ১৯৫৭-৫৮এ হল ১০·৭৪ মানড।

তারপর হুইট ১৯৫৫-৫৬এ ৭'৬৩ মানড্ পার একর ছিল সেটা ১৯৫৭-৫৮ কমে দাড়িয়েছে ৬'২৫। তারপর গ্রাম ১৯৫৫-৫৬এ ১১'৯৮ সেটা কমে ১৯৫৭-৫৮ দাড়াল ৯'৭১। তারপর অয়েল সীডস এ ১৯৫৫-৫৬ ছিল ৪.১৭ সেটা কমে ১৯৫৭-৫৮এ দাড়াল ৩.৮১। এই রকম ভাবে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে প্রত্যেক জিনিষে পার একরএ কমেছে। কোটি কোটি টাকা খরচ করে স্কীম তৈরী করে তা এই পিরিয়ডএর মধ্যে কার্য্যকরী করব এই সব কথা আপনারা বলেন আর কতদূর সেই টারগেটএ পৌঁছিয়েছেন তা একবার দেখুন। আপনারা বলেছিলেন এই পিরিয়ডের মধ্যে ডিষ্ট্রিবিউসন অব সীডস্ বিলি করবেন ৬.৮ লাখ টনস সেখানে মাত্র ৪৩ হাজার মণএ পর্য্যন্ত বিলি করতে পেরেছেন। প্রায় কাছাকাছি আর কি। তারপর সীডস্ ফার্ম এই পিরিয়ডএর মধ্যে ১০০টা করবার কথা ছিল কি করেছেন—৪৮টা কমপ্লিট হয়েছে আর ৩৫টার কাজ চলছে—আমারা ধরে নিতে পারি এখনও কাজ আরম্ভ হয় নি। তারপর রিক্লেমেসন অব ওয়েস্ট ল্যাণ্ড বলেছিলেন ১ লক্ষ বিঘা করবেন। এই ৪ বছর ধরে এত টাকা খরচ করে কি করলেন—মাত্র ২৪ হাজার একর জমি উদ্ধার করেছেন। এই হচ্ছে আপনাদের কৃতিত্ব। তারপর স্মল ইরিগেসন্ মারফৎ ৪ লক্ষ একর জমিতে সেচের বন্দোবস্ত করবেন, আর করছেন মাত্র ৪ হাজার ৮০০ একর। এই সব হচ্ছে আপনাদের দেওয়া হিসেব। আমার নিজের মনগড়া হিসেব নয়। সেইজন্য বলছি আজকে উৎপাদন [illegible] তো দূরের কথা, এই ৪ বছরের মধ্যে কি সামগ্রিক ভাবে কি মাথাপিছু সমস্ত উৎপাদন কমে [illegible]। আমি যে তথ্য এখানে পরিবেশন করলাম সব ওয়েস্ট বেঙ্গল সরকারের পাবলিস করা বই থেকে দেবার চেষ্টা করেছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ভাবে যদি চলে তাহলে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর কোন সম্ভবনাই নেই। আপনারা বারবার সাজেসসনএর কথা বলেন সহযোগিতার কথা বলেন কিন্তু আমরা জানি এটা আপনাদের একটা কৌশল মাত্র। বিধান সভায় এসব সাজেসসনএর কথা সহযোগিতার কথা বলে বাহিরে অন্য রকম নীতি চালান অন্য কথা বলেন এটা আমরা বুঝি। আমরা প্রত্যেক বছর সাজেসসন দিই কি ঐগুলি তো কখন কার্য্যকরী হতে দেখি না। হাজার হাজার বিঘা চাষের জমি জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয় মেছোভেরী করবার জন্য আমরা বরাবর বলে এসেছি। এখানে হেমবাবু বসে আছেন। তিনি সব জানেন, কিন্তু আপনারা সে সব বন্ধ করবার কোন ব্যবস্থা করলেন না। তারপর স্লুইস গেট খারাপ হয়ে গেলে তা সারাবার কোন ব্যবস্থা আপনাদের নেই। বাঁধ ভেঙ্গে গেলে তা মেরামত করবার কথা বলা হয় ছোট সেচের পরিকল্পনা দেওয়া হয় আপনারা সে সব কার্য্যকরী করেন না, আর এখানে কো-অপারেসন সাজেসন সহযোগিতা ইত্যাদি বলে আমাদের ধাপ্পা দেওয়া হয়।

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh:

ছোট সেচের জন্য ও বাঁধ মেনটেনএর জন্য যদি সাজেসন দিতে পারেন তো বলুন।

Sri Khagendra Kumar Roy Chowdhury:

লোক্যাল পিপল্দের সঙ্গে পরামর্শ নিয়ে সাবডিভিসনাল বেসিসএ কমিটি করুন, ইরিগেসন্ ডিপার্টমেণ্টএর অফিসারদের সঙ্গে আপনার ডিপার্টমেণ্টএর অফিসার সঙ্গে এক সঙ্গে বসে পরামর্শ করুন এবং অফিসারদের আরও দায়িত্ব দিন। সাধারণ মানুষের পরামর্শ নিয়ে কাজ করুন তাহলে কিছু করা সম্ভব।

[4-40—5-50 p.m.]

সুতরাং তাদের যাতে মেলাবার বন্দোবস্ত করা যায় সেই ব্যবস্থা করুন। কারণ তা' না হলে এ-ডিপার্টমেণ্ট ও-ডিপার্টমেণ্ট মিলতে মিলতেই সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যে আপনারা যদি মাথা পিছু উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ভাগচাষীকে উৎসাহিত না করেন তাহলে কিছুই হবে না। ভাগচাষীকে লোন দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। আমরা জানি যে অনেক জায়গায় গরুর অভাবে চাষ করতে পারে না। চাষের সময় গর্ভমেণ্টের তরফ থেকে যদি সেণ্টার খুলে গরু হায়ার দেওয়া হয় তাহলে ভাল হয়। আপনারা যদি মনে করেন যে টাকা পাওয়া যাবে না তাহলে অন্ততঃ সেণ্টার খুলে যাতে তাদের সস্তায় ভাড়া পাওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করুন। ভাগচাষীরা যাতে সস্তায় ষাঁড় ও সিড্ ভাড়া পেতে পারে তার ব্যবস্থা করুন। কিন্তু আমাদের এত দিনের অভিজ্ঞতায় আমরা জানি যে আপনারা তা' করবেন না। আর একটি জিনিষ এই প্রসঙ্গে বলব আপনারা ডিমনষ্ট্রেশান সেণ্টার খুলে এক্সপেরিমেণ্ট করছেন এবং ডিমনষ্ট্রেশান ব্যবস্থা করছেন ভাল কথা। কিন্তু আপনাদের এই ফল কোথায় লাগবে সেটা ভাবা দরকার। আপনাদের ডিমনষ্ট্রেশান সেণ্টারের শিক্ষা যদি সমগ্র বাংলা দেশে লাগাতে হয় তাহলে কৃষকদের জমির মালিক করতে হবে। এটা অবশ্য আপনার ডিপার্টমেণ্টের ব্যাপার নয়। কিন্তু আমরা জানি যে এটা আপনাদের কাছে ইমপসিবল ব্যাপার। সোনারপুরে ব্লক ডেভালাপমেণ্ট এরিয়াতে ৩।৪ বছর কাজ হয়েছে, কিন্তু ভাগচাষীরা উৎপাদনের হার বাড়াতে পারছেন না। আসল কথা হচ্ছে যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভাগচাষীকে জমির মালিক না করতে পারেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার ডিপার্টমেণ্টের এক্সপেরিমেণ্ট যাই হোক না কেন বা সিডলোন দেবার যা[illegible] করুন না কেন তাতে কিছু হবে না। অর্থাৎ সেই ছাতুর লাভের মতন হবে [illegible] বলছিলাম এর পরের বছরে যেন এসব আব শুনতে না হয়। আজকে যে ভাবে উনি ডে[illegible] দেখালেন সেটা খুব ভাল কথা যে উনি এটা স্বীকার করেছেন, যা অন্য কেউ করেন না। আপনি পাকা হননি বলে বোধ হয় এটা স্বীকার করেছেন। এর আগে প্রফুল্লবাবু এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে 'টন টন' বলতেন এবং জুলাই-এ এত টন, আগষ্ট-এ এটন ইত্যাদি এক একবারে এক এক রকম বলতেন। অর্থাৎ প্রফুল্লবাবু খালি ৭ লক্ষ, ৯ লক্ষ টন ছাড়া আর কিছুই বলতেন না। আপনারা যদি বিরোধী দলের সহযোগিতা না নেন এবং শুধু যদি নিজের দলের লোকের কথা শোনেন এবং তাদের লোন দেন তাহলে কোন দিন উৎপাদন বাড়বে না। সেজন্য বলব যে আমরা হয় যে সমস্ত কথা বলি তার কিছু যদি কার্য্যকরী করেন তাহলে সমস্যার খানিক সমাধান হবে, আর আমাদের সব কথা যদি উড়িয়ে দেন যা প্রফুল্লবাবু বা অন্যান্যরা দেন তাহলে বুঝব যে আপনিও কিছু করতে পারবেন না।

Dr. Maitrayee Bose :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার মত শহরের লোকের পক্ষে এগ্রিকালচার এবং খাদ্যোৎপাদন সম্পর্কে কিছু বলা হয়ত ধৃষ্টতা হতে পারে কিন্তু আজকে এই খাদ্যোৎপাদনের সঙ্গে বেকারী যে ভাবে জড়িয়ে রয়েছে তা'তে এ সম্বন্ধে কিছু না বললে কর্ত্তব্যের অবহেলা হবে বলে মনে করি। আজকে ভারতবর্ষে বিশেষ করে এই বাংলাদেশে যে বেকারী অত্যন্ত বেড়ে গেছে তা কেউ অস্বীকার করছে না, অর্থাৎ এমপ্লয়মেণ্ট পোটেনসিয়ালিটি বলে যেটা আছে তা আমাদের কমে গেছে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, উৎপাদনের পরিমাণ কম হওয়ার জন্য এবং দেশে খাদ্যের ঘাটতি হওয়ার জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া গভর্ণমেণ্ট দিনের পর দিন ইমপোর্ট কণ্ট্রোল বাড়িয়ে দিচ্ছেন এবং তার ফলে ছোট ছোট শিল্পগুলি বিপন্ন

হয়ে যাচ্ছে এবং বড় বড় শিল্পগুলিও কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানী না করতে পারায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত ছোট বড় শিল্প বন্ধ হওয়ার ফলেও বেকারের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। ক্লোজার কমিটি বলে একটা কমিটিতে আমার কাজ করবার সুযোগ হয়েছিল, কিন্তু ছোট ছোট কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বা সেগুলো আর খোলবার সম্ভাবনা না থাকায় আমরা আর একটা মিটিংও করতে পারছি না। কোলকাতা পোর্টের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত আছেন তাঁরাই জানেন যে সেখানে আজ কি পরিমাণ খাদ্যশস্যের আমদানী হচ্ছে, এবং কোলকাতা পোর্টের যা কিছু ইকোনমি তা' সবই খাদ্যশস্যের উপর নির্ভর করে। আজ টেলকো, রুরকেল্লা ও দুর্গাপুর প্রভৃতি কারখানার আমদানী বন্ধ হয়েছে এবং এখন যদি এই খাদ্যশস্যের আমদানীও বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কোলকাতা পোর্টের যথেষ্ট ক্ষতি হবে। কিন্তু একথা সকলেই জানেন যে, আমাদের মত কৃষিপ্রধান দেশকে যদি প্রচুর আমদানী করতে হয় তাহলে অন্য শিল্প গড়ে উঠতে পারবে না। আমাদের খাদ্যোৎপাদনের পথে প্রধান অন্তরায় যেটা আমি ২৪ পরগণা জেলায় দেখেছি এবং পূর্ববর্তী বক্তাও বলেছেন, সেটা হোল ঐ লোনা জলের সমস্যা। আমার এ বিষয়ে খুব ব্যাপক অভিজ্ঞতা না থাকলেও এটা বলতে পারি যে, যদি বসিরহাটের দিকে কেউ যান তাহলে দেখবেন যে হাজার হাজার বিঘা জমিতে লোনা জল তুলে মাছের চাষ করা হচ্ছে। তা' ছাড়া স্লুইস গেটগুলি মেরামত করার কোন ব্যবস্থা তো' নেই এবং এমন কি যা'তে তা' না করা হয় সেই ব্যবস্থা হচ্ছে। আজকাল বাজারে মাছের যে রকম অভাব তাতে অনেকেই হয়ত বলবেন যে মাছের যত বেশী চাষ হয় ততই ভাল। কিন্তু আমি বলব যে তারজন্য এই লোনা জল দিয়ে ধান নষ্ট না করে অন্য কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত। আমি গঙ্গার দু-পাশে দেখেছি যে সমস্ত জেলেরা বাস করে তারা প্রচুর মাছ ধরা সত্বেও তা' কোলকাতায় আমদানী না করার জন্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অন্ততঃ এগুলি যদি সার হিসেবেও ব্যবহার হোত তাহলে ভাল হোত। মেদিনীপুরের জেলেরা সুন্দরবন এলাকায় গিয়ে মাছ ধরে সেগুলিকে সুটকী করে। কিন্তু তারা যে পদ্ধতিতে সুটকী করে তাতে ½ অংশই নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু তবুও যদি এগুলোকে কোলক'তায় আনার ব্যবস্থা থাকত তাহলে আমাদের এই ডিপ সি ট্রলার-এর এত প্রয়োজন হোত না। কাজেই ঐগুলোকে ভাল করে অর্গানাইজ করে কাজে লাগান উচিত। তা'ছাড়া "দিঘাতে" কো-অপারেটিভের মাধ্যমে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা' যদি এখানেও হোত তা'হলে ভাল হোত। এবারে আমি খাদ্যোৎপাদন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, যদি লোনাজল তুলে মাছ ধরতেই হয় তাহলে এখন ব্যবস্থা করুন যা'তে ধান নষ্ট না হয়।

[4-50—5-0 p.m.]

এবং মাছ সরবরাহ করবার জন্য নোনা জল তুলে ধানের জমি নষ্ট না করেও অন্য উপায় আছে। তারপর ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা আজকের দিনে খুব কথায় কথায় হয়েছে। দামোদরে বাঁধ দিয়ে বিশেষ কিছু হয় না, সেখান থেকে চাষীরা খুব বেশী উপকার পাচ্ছে না, ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনায় খুব ভাল হবে। সেচ পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে তা আমি অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে রাখতে চাই। রাজ বাঁধে আমার একটা প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে ৫ বছর আগে আমি একটা ছোট দীঘি কাটাবার ব্যবস্থা করেছিলাম। সেই দীঘি কাটাতে আমাকে ½ অংশ খরচ দিতে হবে এবং গভর্ণমেন্ট ½ অংশ দেবেন এবং আমার প্রতিষ্ঠানের ১৩ একর যে জায়গা আছে, তার ভিতরে কোন জায়গাতে হবে সেটা বিশেষজ্ঞরা ঠিক করবেন। বিশেষজ্ঞরা এসে এমনই ঠিক করলেন

যে এক পাশে রাজ বাঁধ থাকায় জলটা টেনে নেয়, আর এক দিকে স্প্রিং থাকায় সেখান থেকে জলটা টেনে নেয়। কাজেই ৯ হাজার টাকা খরচ করে যে দীঘিটা করলাম তার জলটা ২ বছরের মধ্যেই শুকিয়ে গেল। কাজেই মাছ ছটফট করতে করতে মরে গেল, সেগুলি রাজ বাঁধে ফেলে দিতে হল। কাজেই এই ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনাগুলিকে যদি কার্য্যকরী করতে হয় তাহলে বিশেষজ্ঞদের সত্যিকারের বিশেষজ্ঞ হতে হবে, এই রকমভাবে চলবে না। দীঘিটার দৈর্ঘ এবং প্রস্থ কত সে ফিগারটা আমার মনে নাই কিন্তু এমনভাবে গভীর করা হল যে সূর্যের তাপে জল অনেকখানি শুকিয়ে গেল। বিশেষজ্ঞকে বলতে তিনি বললেন ওর ভেতরে ক্র্যাক হয়েছে, এঁটেল জমি রোদ লেগে ফিসিওর হয়ে গেছে। এমনভাবে জল শুকিয়ে গেছে যে পুকুরের তলাটা রোদ লেগে ফিসিওর হয়ে গেছে, সিমেন্ট দিয়ে সেই জায়গাটা গ্রাউটিং করতে হবে। তারপর তিনি বললেন ধারগুলিতে সব ঘাসের চাপড়া লাগাতে হবে, মাটি ধুয়ে ধুয়ে পড়ছে সেজন্য গভীরতা কমে যাচ্ছে। আমি বললাম ঘাসের চাপড়া লাগাতে কত লাগবে ? তিনি বললেন ৫ হাজার টাকা লাগবে। যে দীঘিটা ৯ হাজার টাকা খরচ করে কাটা হয়েছে, তাতে ঘাসের চাপড়া লাগাতে ৫ হাজার টাকা লাগবে। যাহোক, এখন মাটি ধুয়ে ধুয়ে তার ফাটলগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, জল কিছুটা থাকে। আমরা চোখের সামনে দেখছি যে নোনা জল তোলা বন্ধ করা যায়, মাছ অন্য রকমে উৎপন্ন করা যায়, ছোট সেচ পরিকল্পনা সুপরিকল্পিতভাবে করা যায়—কিন্তু আমরা কিছু পেরে উঠছি না ; এইজন্য পেরে উঠছি না যে আমরা দৌড়াদৌড়ি করি, লাফালাফি করি, বদনাম হয়ে যায়, মেজাজ খারাপ বলে কিছু করতে পারি না। শেষ পর্যন্ত যা কষ্ট করে, খরচ করে করলাম সে অনুযায়ী ফলটা নিতান্ত কম হল। সেইজন্য আমি বিশেষ করে আমাদের তরুণ মন্ত্রীকে বলছি, তিনি তাঁর তরুণ উৎসাহ নিয়ে যেন দেশের উন্নতি করবার জন্য চেষ্টা করেন। আমাদের সহযোগিতা সম্পূর্ণ পাবেন।

Shri Chitto Bosu :

মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এই দপ্তরের নূতন মন্ত্রী মহাশয় তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতায় যে নূতন পরিকল্পনার যে ব্লু প্রিন্ট আমাদের আছে রাখলেন সেই ব্লু প্রিন্ট দেখে মনে হল যে এটা পর্বতের মুষিক প্রসব ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি কৃষি এবং খাদ্য উৎপাদন মন্ত্রীত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। তারপর আমরা আশা করেছিলাম যে বাংলাদেশের খাদ্যসঙ্কট দূর করবার জন্য একটা নূতন পরিকল্পনা নিয়ে নূতন মন্ত্রী মহাশয় বোধ হয় এই দপ্তরের ভার গ্রহণ করবেন। ১২৬ কোটি টাকার যে ফিরিস্তি তিনি আমাদের সামনে রাখলেন আমি জানি না তিনি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি খাতে যে উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা করবার কথা আছে তাতে যে ছয়টা পয়েন্টের কথা বলা হয়েছে তার চেয়ে কোন কথা বাড়িয়ে বলতে পেরেছেন কিনা। যে সমস্ত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এই রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছে তারা ইনিয়ে বিনিয়ে সেই ছয়টা কথাই বলছেন। এই ছয়টা পয়েন্টের মধ্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সামনে সেই সমস্ত খাতে ব্যয় বরাদ্দ করার পরে কোথায় সাফল্য অর্জন করেছেন এবং কোথায় ফলাফল অর্জন করেছেন তার ও একটা হিসাব আমার মনে হয় আমার বন্ধু খগেন বাবু দিয়েছেন। কাজেই এই দেখে আমার মনে হয় যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি খাতে যে সমস্ত জিনিষগুলি আছে সে সম্পর্কেএকটু বেশী বেশী বরাদ্দ করা ছাড়া অন্য কোন নূতন দৃষ্টিভঙ্গী এর সঙ্গে প্রতিফলিত হয়নি। মিঃ স্পীকার স্যার, একটা কথা আমি না বলে পারছি না যে তিনি কৃষি এবং খাদ্য উৎপাদন

মন্ত্রী তিনি খাদ্য উৎপাদনের কথা বলতে চান, কৃষকের কথা বলতে চান না। কৃষকের কথা মনে না রেখে, কৃষকের জীবন সম্পর্কে কোন তথ্য না রেখে, কৃষকের জীবন সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা না রেখে কৃষির উন্নতি তিনি করবেন এবং তার মধ্য দিয়া দেশে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি হবে একথা আমি কখনও কল্পনাও করতে পারি না। মিঃ স্পীকার স্যার, বেশী বলবার সুযোগ আমার নেই—শুধু এ কথা বলি যে কৃষকের জীবনের পরিবর্ত্তন করতে গেলে যে পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব, তা করতে গেলে যে জিনিষগুলি প্রয়োজন তা হোল মোটামুটি এই কৃষকদের প্রয়োজনীয় ঋণ দিতে হবে তাদের কৃষিকার্য্য করবার জন্য, তাদের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সার সরবরাহ করতে হবে ক্ষেতে ব্যবহার করার জন্য, উন্নত ধরণের বীজ সরবরাহ করতে হবে উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য এবং জল সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। সর্বোপরি যে কথা তাঁর ভাবা উচিৎ তা' হচ্ছে এই যে গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা ঋণ এবং করভারে প্রপীড়িত—এর থেকে তাদের মুক্ত করতে না পারলে তাদের উৎপাদন করার দিক কোন রকম ইণ্টারেষ্ট বা উৎসাহ থাকবে না। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি জানেন যে কৃষকের খাজনা বা ঋণ মকুবের কথা এখানে বহুবার আলোচিত হয়েছে কিন্তু ব্লু প্রিণ্টে এ সম্পর্কে কোন কথাই আমরা জানতে পারলাম না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে আমি বলতে চাই যদি প্রকৃত খাদ্য উৎপাদন করতে চান এবং কৃষকদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে চান তাহলে বাংলাদেশের কৃষকদের ঋণ এবং করভার থেকে মুক্ত করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। বাংলাদেশের কৃষকরা আজ ফজলুল হক সাহেবকে স্মরণ করে এই কারণে যে তিনি তাদের কর এবং ঋণ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন।

মন্ত্রী মহাশয়ও তেমনি আজকে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করবার জন্য প্রচেষ্টা হিসাবে সেই সমস্ত কৃষকদের দাসত্বের হাত থেকে মুক্ত করে তাদের ধন্যবাদভাজন হন। মিঃ স্পীকার স্যার, বাজেট সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি ২।১টা কথা বলি—১২৬ কোটি টাকার কথা আমি আর তুলছি না কেন না সেটা আমাদের আলোচনার জন্য আসেনি। আমি দেখলাম এবার যে বরাদ্দ করা হয়েছে এগ্রিকালচার্যাল ডেভেলপমেণ্টে বর্ত্তমান সালে রিভাইজে সেখানে ছিল ৪ কোটি, ৭ লক্ষ টাকা, সেটা এবার কমিয়ে দিয়েছেন ৩ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা, ডেভেলপমেণ্ট স্কীমএ যেখানে ছিল ৩ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা উন্নয়ন করবার জন্য, সেখানে কমিয়ে দিয়েছেন ৩ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার মত কম এবং সর্বসাকুল্যে যে বাজেট বরাদ্দ করেছেন সেখানে ছিল ৪ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা সেখানে ৪ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা টাকার মত কম; অথচ কৃষির উন্নয়ন করবার জন্য পরিকল্পনা এবং ব্লু প্রিণ্ট পেশ করছেন। তাঁরা একটা পয়েণ্ট অত্যন্ত ন্যায়সংগতভাবে এবং সময়সংগত হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন ডাঃ ঘোষ। সারা বাংলাদেশে পাট উৎপন্ন করে চাষী তাদের কথা একটু বলি। তাদের জন্য বাজারের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা আছে—এ কথা আমরা জানি—

Pilot Scheme for the marketing of jute in West Bengal.

এই খাতে যেখানে ১৯৫৯-৬০ সালে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল সেখানে তাকে করা হল ১ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা—আর এবার নূতন মন্ত্রীর আমলে বাংলাদেশের পাট চাষীদের বাজারের অবস্থা যখন খারাপ তখন ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করেছেন।

[5-0—5-5 p.m.]

অর্থাৎ বাজারের ব্যবস্থা না করে কৃষকদের মার্কেটিং ফেসিলিটি দেবার সুযোগ না দিয়ে তাদের উৎপাদন করতে দেওয়া হাস্যকর ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়।

আর একটা কথা বলা দরকার। নূতন মন্ত্রী হয়েছে এ বিভাগে, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এই অনুরোধ করব অন্ততঃপক্ষে কৃষি এবং খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে ৩টি বিভাগের একত্রীকরণ দরকার। তা হচ্ছে খাদ্য বিভাগ, ভুমি রাজস্ব বিভাগ এবং কৃষি বিভাগ এই তিনটি বিভাগ পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই তিনটি বিভাগকে একসঙ্গে না করলে এবং তার সঙ্গে ডেভেলপমেন্ট এবং সেচ বিভাগকে সহযোগী হিসাবে না রাখলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে না। কাজেই আমি মনে করি থানা লেভেলএ সরকারী কর্মচারীদের কোঅরডিনেসন মারফৎ যে কাজ করবেন সেই কোঅরডিনেসন উপরের স্তরে হওয়া উচিত, তিনটি দপ্তর একসঙ্গে থাকলে খরচ কমে প্রশাসনিক খরচ কমে। কাজেই এই একত্রীকরণ যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ সমস্যার সমাধান হবে বলে আমি মনে করি না।

তারপর আর একটা কথা বলছি—আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের কথা। আপনি জানেন সারের কথা হয়েছে, আমরা পর পর কিভাবে সার পেয়েছি সেটা আমরা শুনতে পেলাম এবং এটাও শুনলাম সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। যা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাই তার সরবরাহে এবং বিতরণে কেলেঙ্কারী আছে সেটা মন্ত্রীমহাশয়ও জানেন। আমরা জানি আমাদের কৃষিদপ্তরের যিনি সেক্রেটারী শ্রী সি, কে, রায় তাঁর পুত্র শ'ওয়ালেস কোম্পানীতে একজন বড় অফিসার সেই সুবাদে সরকারী সবরবাহ বিতরণ করার পূর্ণ অধিকার—সোল এজেন্সী রয়েছে এ কোম্পানীর। এটা সংবাদপত্রে বেরিয়েছে, দায়িত্বশীল সংবাদপত্রে এটা প্রকাশিত হয়েছে যে সেই সার বাংলাদেশের কৃষক না পেয়ে মাদ্রাজে চালান হয়ে গেছে। চা বাগানের মালিকদের স্বার্থে। এই কাজ করার ক্ষমতা এই দপ্তরের সেক্রেটারীর হাত অত্যন্ত বেশী। এ সম্বন্ধে মন্ত্রীমহাশয় কোন তদন্ত করেছেন কিনা জানি না। এই বিধানসভায় সি, কে, রায় সম্পর্কে অনেক আলোচনা পূর্ব্বেও হয়েছে। যখন তিনি রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি পদে ছিলেন তখন তার কার্যকালে পারমিট দেওয়া সম্পর্কে যে দুর্নীতি চলেছিল তার সঙ্গে যে তিনি জড়িত ছিলেন সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে। অথচ এই ধরণের দায়িত্বশীল পদে তিনি আছেন। যে বিভাগের দায়িত্ব হচ্ছে বাংলাদেশকে বাঁচাবার যে কথা মন্ত্রীমহাশয়ও বললেন, বাংলা-দেশ বাঁচবে কি মরবে এই জীবন মৃত্যুর সমস্যার সঙ্গে যে দপ্তরের সম্পর্ক সেই দপ্তরে যদি এই ধরণের দুর্নীতিপরায়ণ একজন প্রশাসনিক ব্যক্তিকে রাখেন তাহলে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি এটা জানি যে এই বিভাগের আমলাতান্ত্রিকেরা কৃষকদের সামান্য কাজ করতে গিয়ে কি গাফিলতী করে। স্পীকার মহাশয়, আমি জানি আমার নিজের কেন্দ্রের একটা অঞ্চলে বিড়লা কলেজ অব এগ্রিকালচার আছে সেখানকার জমি আপনারা চান। সেখানে হরিণঘাটা ফার্মএর জন্য যে জমি আছে সে জমিতে ফার্ম না করে আবার আর একটা অঞ্চলে করতে চান। আমি তথ্য জানতে চেয়েছিলাম সরকারের কাছে সরকারের আসল কি বক্তব্য ২।২॥ মাস হয়ে গেল, আমি মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে গিয়েছি, রাইটার্স বিল্ডিংসএও গিয়েছি কিন্তু আমার সে চিঠির জবাব আজ পর্য্যন্ত পাইনি। এই ভাবে যদি কাজ চলে এবং বিভাগ দুর্নীতিগ্রস্ত হয় তাহলে কৃষি সমস্যার সমাধান নেই —একথাই বলবো।

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes].

[*After adjournment*]

[5-20—5-30 p.m.]

Shri Provakar Pal :

মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে আমরা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে আলোচনা সুরু করেছি, সেটা হচ্ছে কৃষি। কৃষির উপরে বাংলা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকখানি নির্ভর করছে। কৃষিতে শুধু দেশের সমৃদ্ধি, সম্পদ বৃদ্ধি করছে, তা নয়, এটা বাঙ্গালীর জীবন ধারণের একটা পথও বটে। এ রকম একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ের আলোচনার সুরুতে আমি আমাদের তরুণ মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ মহাশয়কে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আগামী তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশে সমগ্রভাবে খাদ্য সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে বলে, তিনি যে আভাষ দিয়েছেন, তাতে আমরা খুব আনন্দিত ও খুসী হয়েছি। কিন্তু দুঃখের কথা গত ১২ বছর ধরে পশ্চিমবাংলা সরকার যে খাদ্য ও কৃষিনীতি অনুসরণ করে চলেছেন, তাতে দেশের কৃষিসমস্যা সমাধান হতে পারেনি। যে শিল্পের উপর শতকরা ৭২জন বাঙ্গালী নির্ভরশীল, তার উপর যদি বিশেষ গুরুত্ব না দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের জাতির প্রতি অপরাধ করা হবে বলে আমি মনে করি। বিগত কয়েক বৎসর ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে কৃষি-নীতি অনুসরণ করে চলেছেন তা কার্য্যকরী হয়নি, বা সাফল্য লাভ করতে পারেনি এই কারণে যে কৃষির উপর যতখানি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, তা তাঁরা দেননি। আমরা দেখতে পাই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সমগ্র পশ্চিমবাংলার জন্য ১৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, তার থেকে মাত্র সাড়ে সাত কোটি টাকা কৃষির জন্য ব্যয় করা হচ্ছে। আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি যে জাতির অধিকাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল, সেখানে এই কৃষি শিল্পকে উপেক্ষা করা হয়েছে। যখন বাংলা দেশের খাদ্য সমস্যা একটা দুষ্ট ক্ষতর মত চেপে বসে রয়েছে এবং বাংলাদেশের খাদ্য মন্ত্রীকে খাদ্য সংগ্রহের জন্য ছুটে যেতে হচ্ছে অন্য প্রদেশের মন্ত্রীসভা ও শাসক কর্ত্তৃপক্ষের কাছে, তখন এই কৃষি শিল্পকে যদি উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারেন, তাহলে এটা একেবারে ব্যর্থতায় পরিণত হতে বাধ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি মনে করি বাংলাদেশের প্রকৃত সম্পদ হচ্ছে জমি, সেই জমিতে যদি আমরা ইনটেনসিভ কাল্‌টিভেসন করতে পারতাম তাহলে বাংলাদেশকে খাদ্য বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে পারতাম। আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি সেখানকার সমস্যা আমি জানি, সেখানে ৯৯জন কৃষিজীবি—সেখানে কৃষির উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ বিশেষ কিছুই করেন নি। এটা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে জল কৃষির জন্য অত্যন্ত আবশ্যক, সেই জল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়া হয়নি এবং উন্নত ধরণের রোগমুক্ত বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়নি এবং উন্নত ধরণের সারেরও ব্যবস্থা করা হয়নি। আমরা দেখতে পাই, পশ্চিমবাংলার কৃষিজীবি সরকারের কোন প্রকার সাহায্য না পেয়েও ১৯৫০-৫১ সালে ১৪ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন করেছিল। তারপর ১৯৫৮-৫৯ সালে ৩৪ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন করে। কিন্তু তার উপযুক্ত মূল্য না পাওয়ার ফলে, তারা বাধ্য হয়েছে পাট উৎপাদন কমাতে, যার জন্য ১৯৫৯-৬০ সালে মাত্র ২৬ লক্ষ বেল পাট তৈরী হয়েছে।

গত বৎসর কৃষি বিভাগে যে আয় হয়েছে, তার কথা একটু বলেছিলাম—পাটের দর বেঁধে দেওয়া হোক। দুঃখের বিষয় বাংলা সরকার ও ভারত সরকার সেদিকে কর্ণপাত করেন নাই। লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা পাট শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে—এই যে চাষী—তারা রোদে পুড়ে জলে ভিজে পাট উৎপাদন করে। অথচ তার জন্য তারা ন্যায্য মূল্য পায় না। আগের

বাবে মূল্য ছিল ২২।২৩ টাকা। এত কষ্ট করে পাট উৎপাদন করেও তারা ৩০ টাকা দাম পায় না। তারা ২২।২৩ টাকা দরে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। আমাদের দেশে এমন কোন কো-অপারেটিভ সোসাইটি গড়ে উঠেনি যাতে করে কৃষকরা সাময়িকভাবে মাল রেখে দৈনন্দিন খরচের যোগান দিতে পারে। আমি এদিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নূতন কৃষিমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাচ্ছি পাটের একটা ন্যায্য সর্বনিম্ন দাম বেঁধে দিন। আমি মনে করি ৩৫ টাকা থেকে ৪০৲ টাকা এই দাম বেঁধে দেওয়া উচিত। এটা আমি শুধু অনুরোধ করবো না, এটা আমি তাঁর কাছে দাবী করবো।

আর একটা ভাল ফসল আমাদের দেশে আলু। আমরা দেখছি ১৯৫০-৫১ সালে ২৮ লক্ষ টন আলু তৈরি হয়েছিল। ১৯৫৮-৫৯ সালে আলু তৈরি হয়েছে প্রায় ৪১ লক্ষ ৩৯ হাজার টনের মত। তা সত্ত্বেও আমরা মহীশুর, মাদ্রাজ, সিমলা, নৈনিতাল থেকেও আলু আমদানী করতে বাধ্য হয়েছি। এর পরিমাণ প্রায় ৮ লক্ষ টন। তাছাড়া ৩ লক্ষ ২৭ হাজার টন সীড পারপাসএ নৈনিতাল প্রভৃতি স্থান থেকে আসে। আমি মনে করি বাংলাদেশে আলুর উৎপাদন বাড়াতে হলে উন্নত ধরনের রোগমুক্ত বীজ ও ভাল সার দেওয়া প্রয়োজন। তাহলে আর অন্য প্রদেশ থেকে এত হাজাব হাজার মণ আলু আমদানী করা দরকার হ'ত না। এটাকে কৃষি বিভাগের শৈথিল্যও বলা যেতে পারে, বা তাদের বিফলতাও বলা যেতে পারে। এর ফলে বাংলাদেশ থেকে বহু টাকা প্রত্যেক বছর অন্যান্য প্রদেশে চলে যাচ্ছে। এদিকে সরকার একটু দৃষ্টি দিলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। আর আমরাও যদি একটু চেষ্টা করি এবং চাষীর সঙ্গে সহযোগিতা করি, তাহলে আলুব বিষয় আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারবো। সরকারের পরিকল্পনা উপস্থিত করে যে ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী মন্ত্রীমহাশয় দাবী করেছেন, তাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি।

Shri Sudhir Chandra Bhandari :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের কৃষিমন্ত্রী আমাদের কাছে যে ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী চেয়েছেন, তার পরিমাণ গত বছরের চেয়ে কম। মন্ত্রীমহাশয় তো বললেন আমাদের আবাদ যোগ্য জমির পরিমাণ হচ্ছে—১ কোটি ৩০ লক্ষ একর এবং লোক সংখ্যা ২ কোটি ১৩ লক্ষ ইত্যাদি। কিন্তু ব্যয় বরাদ্দের সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি টাকার পরিমাণ কমে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেছেন আরো ২ কোটী টাকা তিনি খরচ করেছেন। তবুও ধরা গেল ৬ কোটি ৮৬ লক্ষ ২৩ হাজার। এ ছাড়া এই রকম একটা অবস্থা বাংলাদেশে কেন সারা ভারতবর্ষের ৭০ থেকে ৮০ জন লোক যে কৃষি শিল্পের উপর নির্ভরশীল, এই রকম গুরুত্বপুর্ণ খাতে এত কম টাকা বরাদ্দ, এও একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। পুলিশ খাতে ও শিক্ষা খাতের তুলনায় এই খাতে যে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না, সেটা চিন্তা করবার বিষয়। সেজন্য বলছি এই তাচ্ছিল্য ও অবহেলা এই ব্যাপারে, খাদ্য সম্পর্কে নানা কারণের কথা বলা হয়েছে উৎপাদন ক্ষেত্রে, তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের রাজ্যপালের ভাষণ যেটা দেখলাম যে এবছর ফসল উৎপন্ন হয়েছে ৩৫।৩৬ লক্ষ টন, আর আমাদের কৃষিমন্ত্রীর বিবৃতিতে এখানে দেখা গেল ৪০।৪১ লক্ষ টন।

[5-30—5-40 p.m.]

এই যে একটা তারতম্য এরমধ্যে কোনটা সত্য এবং কোনটা সত্য নয়। রাজ্যপালের ভাষণে ১৯৬০ সালে, এই বৎসরে, আমাদের ফসল উৎপাদন চালের সংখ্যায় ৩৫ লক্ষ থেকে

৩৬ লক্ষ টন। গত বৎসরের তুলনায় ৫।৬ লক্ষ টন কম। গত বৎসর হয়েছিল ৪০ লক্ষ থেকে ৪১ লক্ষ টন। এই ত অবস্থা। যাই হোক এই অবস্থাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলে আমি মনে করি। আমাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে কিন্তু সার, বীজের জন্য যে টাকা ধরা হয়েছে তাতে ৪ কোটি বিঘা জমিতে কি হবে? এবং সেই টাকা ত শুধু কৃষকদেরই দেওয়া হবে না, এই টাকায় সরকারী কর্মচারীদের পিছনেও নানাভাবে খরচ হবে। সুতরাং কৃষির উন্নতির জন্য কি সাহায্য করা হবে। এটা খুবই কম, বিঘা প্রতি ৪।৫ আনার বেশী পড়বে না, এতে জন মজুরের তামাক বিড়ির পয়সাই হবে না। এতে কৃষির কি উন্নতি হবে তা বুঝতে পারি না। এই বৎসর চাষের ব্যাপারে নানা জনে নানা কথা বলছেন। এই বৎসর যে বন্যা হল তা ইচ্ছাকৃত কিনা, পরিকল্পিত ভাবে আবাদ নষ্ট করে দেওয়া হল কিনা সে বিষয় সন্দেহ আছে। কারণ সে সময় দেখা গিয়েছে যখন জল দরকার জুন-জুলাই মাসে তখন জল পাওয়া গেল না, এক ফুট দেড় ফুট পর্য্যন্ত জল ধান গাছের গোড়ায় দেখা গিয়েছে। তারপর দেখা গেল সেপ্টেম্বর মাসে যে বৃষ্টি হল সেই বৃষ্টির পরিমাণ হিসাবমত দেখতে পাচ্ছি ১৭ থেকে ২২ ইঞ্চি হবে। কিন্তু ১৮—২০ ইঞ্চি জলও যদি হয়ে থাকে তাহলেও তিন ফুটের বেশী হয় না কিন্তু দেখা গেল সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে ৭।৮ ফুট জল। এই জল কোথা থেকে এলো? সেইজন্য এই বন্যা ইচ্ছাকৃত কিনা এ সম্পর্কে তদন্ত হওয়া উচিত। এ হিসাব থেকে বোঝা যায় যে বৃষ্টির জল থেকে এ বন্যা হয়নি। তারপর জলের যখন প্রয়োজন হল না, জল নিকাশের প্রয়োজন হোল তখন দেখা গেল হুগলী নদী দিয়ে ৭।৮ ফুট উঁচু হয়ে জল যাচ্ছে। এর প্রতিকার না হলে ভাল বীজ ও সার দিয়ে চাষের কি উন্নতি হবে? এই জল কোথা থেকে এলো, সারা বৎসরের হিসাব দেখলে দেখা যাবে। বিশেষ করে এই ৯টি জেলায় যে আবাদ নষ্ট হয়ে গেল সেখানে কোথাও ৫০ ইঞ্চি কোথাও ৬০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়েছে এবং তার যে জল তা মাটীতেই অৰ্দ্ধেক টেনে নিয়েছে সেখানেও ৩ ফুটের বেশী জল হয় না। পার্ব্বত্য অঞ্চলে বেশী জল হয়, ১২২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত জল হয় কিন্তু সেখানে জল নিকাশেরও ব্যবস্থা আছে। তাই এটাকে চক্রান্ত বলেই আমাদের সন্দেহ হয়। খাদ্য আন্দোলনের সময় যেমন ৮০ জন লোককে খুন করা হয়েছে এখানেও তেমনি ডি, ভি, সির জল এনে এই চক্রান্ত করা হয়েছে। এই সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করা উচিত। সেইজন্য মন্ত্রী মহাশয়কে বলি যে এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। শুধু মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ভুলালেই হবে না সত্যিকারের কাজ যদি করতে হয় তাহলে এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আর এই যে ১৫।২০ কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে এটা এগ্রিকালচার্যাল এসিস্ট্যান্টদের দিয়ে খরচ করা উচিত। এবং ছোট ছোট পরিকল্পনার জন্য জনসাধারণের সাহায্য যা দিতে হয় তা ১/৩ অংশ নয়। তাদের দিতে হয় ৫৫ ভাগ এবং সরকার দেন ৪৫ ভাগ। এদিকেও আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

[5-40—5-50 p.m.]

Shri Haran Chandra Mandal:

মাঃ সভাপাল মহাশয়, আমি কৃষিমন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা মনোযোগের সহিত শুনেছি। তিনি একটা গুরুত্বপুর্ণ কথা বলেছেন—কৃষির সংগে যারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সেই কৃষকদের সংগে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। এ সম্পর্কে আমি একটা ঘটনার কথা বলি, তাহলেই বুঝতে পারবেন কি ভাবে এঁরা যোগাযোগ রক্ষা করেন—তিনি যখন রেফুজি ডিপার্টমেণ্টএর মন্ত্রী ছিলেন তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম আমাদের দেশে একবার চলুন রেফুজিদের দুঃখ দুর্দশা দেখে আসবেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, গ্রামে ভয়ঙ্কর কাদা, সুতরাং সেই দেশে

তিনি যাবেন কি করে। যাইহোক, বর্তমান বৎসরে ২৬ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন কৃষি খাতে—এই টাকার কৃষির কতখানি উন্নতি হবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে। বিভিন্ন দিকে এঁরা পরিকল্পনা করছেন এবং লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করছেন। বীজ পরীক্ষা, বীজ উৎপাদন, কৃষি উৎপাদন বিষয়ক গবেষণা ইত্যাদির কথা আমাদের শুনিয়ে হাউসের সদস্যদের মনকে আকৃষ্ট করছেন মন্ত্রীমহাশয়। কিন্তু তাদের যা কার্য্যপদ্ধতি তার আমাদের দেশে উৎপাদনের হার না বেড়ে ক্রমশঃই কমে যাচ্ছে। এখানে মাঃ সদস্য চিত্তবাবু কৃষকদের উন্নতির কথা বলেছেন। যারা ফসল ফলাবে, যাদের শ্রমদানের ফলে উৎপাদন বাড়বে, সেই কৃষকদের উন্নতি কি ভাবে হবে সে সম্বন্ধে কোনকথা মন্ত্রীমহাশয় হাউসের সামনে রাখেননি। আজকাল অনেক বড় বড় কথা, কৃষি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা শোনা যাচ্ছে, কিন্তু কৃষকেরা এসব কথা চিন্তা করতে পারে না, একটা মাত্র কথা তারা জানে যে, সময় মত যদি চাষ করা যায় প্রচুর ফসল ফলতে পারে। এঁরাই আবার প্রচার করে থাকেন বসুন্ধরার মারফৎ যে, পুরো শ্রাবণ এবং ভাদ্র মাসের ১২ দিনের মধ্যে যদি জমিতে রোপণের কাজ শেষ করা যায় প্রচুর ফসল ফলান যায়, কিন্তু কৃষি বিভাগের এমনই গবেষণার কৃতিত্ব যে, এঁরাই ভাদ্র মাসের শেষ দিকে আমন ধানের বীজ সরবরাহ করেন—যদি ভাদ্র শেষ করে বীজ সরবরাহ করা হয় তাহলে কি চাষীরা আশ্বিনে ধান রোপণ করবে? আমি দেখেছি হাসনাবাদে এবং ক্যানিং অঞ্চলে এভাবে বীজ সরবরাহ করা হয়। আরো মজার কথা, যে বীজ সরবরাহ করা হয় তা এত কম যে, যেখানে একটা য়ুনিয়নে ১৪।১৫ হাজার পরিবার বাস করে সেখানে মাত্র ৬।৭ মণ দেওয়া হয়। কিছু কিছু গম ও ছোলা দেওয়া হয় মাঘ মাসের শেষ দিকে বা ফাল্গুনের প্রথমে—এভাবে যদি রবিশস্যের চাষের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে তার ফল কি ফলবে এবং চাষীরা কি পরিমাণ উৎসাহ পাবে একবার বিবেচনা করে দেখুন। এভাবে আপনারা কি করে দেশের উন্নতি করবেন আমি বুঝতে পারি না। আমাদের কৃষিবিভাগ নতুন খোলা হয়েছে, এবং নতুনমন্ত্রী নবীন উৎসাহে কাজ আরম্ভ করেছেন, তিনি যদি তাঁর কর্ত্তব্য পালনে ক্রটি না করেন, আশা করি কিছুটা উন্নতি হতে পারে। গ্রাম সেবাদলের উপর ভার আছে বীজ ডিষ্ট্রিবিউসন এবং কৃষি গবেষণা ইত্যাদি দেখাশুনা করার, কিন্তু যদি মাত্র ৬।৭ মণ বীজ দেওয়া যায় প্রতি য়ুনিয়নে তা দিয়ে কি করে চাষ হতে পারে আমি বুঝতে পারি না। তারপর যে বীজ সরবরাহ করা হয় তা নিয়ে নানাপ্রকার হীন কাজ করা হয়, সেই বীজ গোপনে বিক্রী করে দেওয়া হয়। এ প্রসংগে আমার বক্তব্য, অসদুপায়ে কোন মহৎ কাজ হয় না, এবং পিছনে সদুদ্দেশ্য থাকা দরকার। তারপর শেষের কথা, তিন কিস্তিতে কৃষিঋণ দেওয়া হয়, প্রথম ভাদ্র মাস, দ্বিতীয় আশ্বিন মাসে—

তারপর, একটা কৃষি পরিবারে মাত্র ২০৲ টাকা লোন দিলে তাতে কি করে চলতে পারে, যে ক্ষেত্রে ২৮ টাকা করে এক বস্তার দাম। তারপর, যখন কৃষকেরা বীজ ও টাকা সংগ্রহের জন্য ছোটাছুটি করে সেই সময় যদি তা তাদের না দেওয়া হয়, তাহলে উৎপাদন বাড়বে কি করে? তারপর, এঁদের যারা সাপোর্ট করেন তাঁদেরই মাত্র লোনের টাকা দেওয়া নয়। তারপর ক্যাটল পারচেজ লোন, ১০০ জন যদি দরখাস্ত করে ৫ জন মাত্র পায়। তাও আবার যাদের ধরার লোক আছে তারাই পায়। অতএব, সরকারের কাছে আমার আবেদন, যাদের প্রকৃত দরকার তাদের যদি ক্যাটেল পারচেজ লোন দেওয়া হয় তাহলেই একমাত্র চাষীরা চাষের কাজে মনোযোগ দিতে পারবে।

Shrimati Sudharani Dutta :

মি: স্পীকার, স্যার, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয়বরাদ্দ দাবী করেছেন সেটা সমর্থন করে আমি বলতে চাই আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির উন্নতি না হ'লে আর্থিক মানোন্নতি কখনো সম্ভব নয়। স্বাধীনতার পর আমাদের বাংলাদেশে কৃষির উন্নতি যদিও যথেষ্ট হয়েছে কিন্তু নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য জনসাধারণ তা উপলব্ধি করতে পারছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সম্প্রতি যে দুর্যোগ হয়ে গেল, তা'তে শুধু পশ্চিমবাংলার ৯টি জেলাই নয় আরও বহু জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাঁকুড়া জেলা সম্বন্ধে জানি যে সেখানে বহু গরীব চাষী এই বন্যার ফলে গৃহহারা হয়েছে। কৃষিমন্ত্রী মহাশয়কে আরেকটা কথা বলতে চাই যে, কৃষি ঋণের ব্যবস্থা এবং সার বণ্টন কেন্দ্র এমনভাবে করুন যাতে চাষীরা উপকৃত হতে পারে। তা' ছাড়া প্রত্যেকটি অঞ্চল-পঞ্চায়েতে একটি করে সার বণ্টন কেন্দ্রখুলে যাতে চাষীদের উৎসাহ প্রদান করা যায় তারও ব্যবস্থা করা উচিত। ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনাগুলোকে সেচ বিভাগের অধীনে আনলে পর খুব ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে এবং যা', আমাদের জেলায় আমি দেখেছি। কংসাবতী পরিকল্পনা খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এবং যার ফলে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হুগলী জেলা খুব উপকৃত হবে। আরেকটা কথা সেচমন্ত্রী মহাশয়কে বলতে চাই যে, এই কংশাবতী পরিকল্পনা গ্রহণ করার ফলে যে সমস্ত গ্রামগুলি উদ্বাস্তু হয়েছে তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন এবং ন্যায্য ক্ষতিপুরণের ব্যবস্থা যা'তে হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। একটু আগে আমাদের কৃষিমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, এই স্যালো, ডিপ এবং অটো-টিউবওয়েলগুলি বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং শিলাবতীতে হয়েছে এবং আশাতীতভাবে এ থেকে ফল পাওয়া গেছে। আজ আমি আপনার মাধ্যমে কৃষিমন্ত্রীকে অনুরোধ করব যাতে এরকম অটো-টিউবওয়েল কংশাবতী নদীর ধার দিয়েও যায় তার ব্যবস্থা করুন। তবে যদি উপস্থিত অতগুলো সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তত: বাঁকুড়া জেলায় এবং কংসাবতী যে যে জেলা দিয়ে গেছে যেমন মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে এগুলোর ব্যবস্থা করুন। এ ছাড়া অটো-টিউবওয়েলের জন্য যদি চাষীদের ঋণ দিয়ে উৎসাহিত করা হয় তাহলে অনেক ভাল ফল পাওয়া যাবে।

[5-50—6 p.m.]

Shri Basanta Lal Chatterjee

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজ এখানে যে সমস্ত বক্তৃতা হোল তা'থেকে বুঝলাম যে এই কৃষি খাতে বহু টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলের দিকে তাকালে আমরা দেখব যে, এই সমস্ত টাকা খরচ করে সেখানকার জনসাধারণের জীবনের কোন উন্নতিই করা হয়নি। আজ সেখানে গেলে দেখবেন যে তারা খেতে পায় না এবং তাদের জমিরও কোন বন্দোবস্ত করা হয়নি। আজ যদি আমরা মোট জনসংখ্যা ভাগ করি তাহলে দেখব যে, বাংলদেশের মোট জনসংখ্যা হচ্ছে ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ১০ হাজার ৩০৮ জন এবং তার মধ্যে সারা কৃষির উপর নির্ভরশীল তাদের সংখ্যা হচ্ছে ১ কোটি ৪১ লক্ষ ৯ হাজার ৫১৬ জন। তা' ছাড়া, এর মধ্যে যারা ২ থেকে ৫ একর পর্য্যন্ত জমির মালিক তাদের সংখ্যা হোল ১১ লক্ষ ৬৯ হাজার এবং ভাগচাষী ও ভুমিহীন ক্ষেতমজুরের সংখ্যা হোল ৬০ লক্ষ। এই যে দরিদ্র পরিবারগুলি রয়েছে, তারা বছরের মধ্যে ৩ মাস মাত্র দু-বেলা খেতে পায় এবং অবশিষ্ট ৯ মাস একবেলা করে খায় এবং তাও আবার ধার কর্জ্জ করে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এরকম অবস্থায় সরকারের তরফ থেকে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তা' অতি সামান্য মাত্র। সরকারের

কথা যদি বলতে হয় তাহলে বলব যে, মূল কথা ছিল যে কৃষকদের হাতে খাস জমি দেওয়া বে। *কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ভেষ্টেড ল্যাণ্ড যা, বছরে ১০ টাকা একর প্রতি ফী দিয়ে* ন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে জোতদার ভাগচাষ বোর্ডে এবং রায়গঞ্জ জুডিসিয়াল কার্টে নালিশ করে বর্গাদারদের হয়রাণ করেছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এমতাবস্থায়ও রকার তাদের কোন সাহায্য করছেন না। আমি কুশপন্তী গ্রামে গিয়ে জানতে পেরেছি যে, ব সব ভাগচাষীরা ১০ টাকা একর প্রতি ফী দিয়ে জমি নিয়েছিল, তাদের বাড়ী থেকে জোর রে ধান কেড়ে নিয়েছে। তারা কুশপন্তী থানায় এবং রায়গঞ্জ এস, পি-র কাছে জানিয়েছে ন্তু তা' সত্বেও কোন ব্যবস্থা করা হয়নি।

তাহলে এই যে ভেষ্টেড ল্যাণ্ড দেওয়া হচ্ছে, সেটা কি কার্যে পরিণত করা হচ্ছে না? াষের উপর দাঁড়িয়ে তারা যাতে জীবন যাপন করতে পারেন সেদিকে সরকারের দৃষ্টি নেই। ষি ঋণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। একজন মাননীয় সদস্য গরু কেনার কথা বলেছেন। ামরা জানি যে দরখাস্ত করলে সময়মত গরু কেনার জন্য ঋণ পাওয়া যায় না। গ্রুপ লোন ওয়া সত্যি কথা, কিন্তু ২৫ টাকা মাত্র গ্রুপ লোন দেওয়া হয়েছে যাতে কিছু হয় না। কা-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে যে কৃষি ঋণ দেওয়া হচ্ছে তা অতি সামান্য। আমাদের ইটাহার ানায় গত বৎসর বন্যা হবার পর কৃষি ঋণ আদায় করার জন্য কর্ম্মচারীদের বলা হয়েছে যে তামরা যদি আদায় না করতে পার তাহলে তোমাদের চাকরী যাবে। এর ফলে সেখানে রু ধরা হচ্ছে, সার্টিফিকেট জারী করে মাল ক্রোক করা হচ্ছে সুদ এর জন্য ইটাহার থানার ষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ বিষয়ে তাদের সময় দেওয়া দরকার এবং যাতে তারা ফসল ৎপাদন করতে পারে সেদিকে নজর দেওয়া দরকার। আমার মনে হয় এটা মকুব করতে ারলে ভাল হয়। আমাদের দেশে সেচ ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আমাদের পশ্চিম িনাজপুর জেলাতে সেচ ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। আমাদের ওখানে জমিদাররা তাদের ুকুরগুলো বন্দোবস্ত দিয়ে দিয়েছে। সেই সব পুকুরগুলো যদি শুধু মাছ জিওবার জন্য রাখা য় তাহলে চাষের জন্য জল পাওয়া যাবে না। আমার মনে হয় রায়গঞ্জ ও বালুরঘাটে যে ২৯ হাজার বিঘা জমি আছে তাতে যদি জলের সুবন্দোবস্ত করা যায় তাহলে ফসল ভালই বে। সেখানকার এন, ই, এস, ব্লকে টিউবওয়েল ও পাম্পিং মেসিন থাকা দরকার। কিন্তু ন, ই, এস ব্লকে কোন পাম্পিং মেসিন নেই। আমাদের ওখানে যে ৩টা টিউবওয়েল বসান য়েছিল, তার পার্টস খারাপ হয়ে যাওয়াতে অনেকদিন হল সেগুলো অকেজো হয়ে পড়ে আছে —সারাবার কোন ব্যবস্থা নেই। পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় যে ৮টা বড় বিল রয়েছে তাতে যদি স্লুইস গেট দেওয়া হয় তাহলে অনেক ফসল হতে পারে। সে গুলোর নাম হচ্ছে— রাণীপুর বিল, রাজগ্রাম, বুড়িমণ্ডল ও কাঞ্চন বিল। যদিও প্রথম ৩টা বিল আণ্ডার কনষ্ট্রাকশন রয়েছে, কিন্তু কাজ এত দেরীতে হচ্ছে যার জন্য ফসলের খুব ক্ষতি হচ্ছে। উনি যে ফিগার দিলেন তাতে দেখলাম যে ফসল বেড়ে যাচ্ছে। আমার এখানে যে কোটা রয়েছে তাতে দেখছি ১৯৫৮-৫৯ সালে ৪০।৪১ লক্ষ টন আউস, আমন হয়েছিল, আর এ বছর ১৯৫৯-৬০ সালে ৩৬.৯ লক্ষ টন উৎপন্ন হয়েছে। এই থেকেই দেখা যাচ্ছে যে বন্যার দরুণ কিছু কম উৎপন্ন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকার করেছেন যে, বন্যায় ক্ষতি হয়েছে; আমাদের পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় একরে ১৫ মণের বেশী ফসল হয়নি, ইটাহার থানার সর্ব্বোচ্চ ফসল একরে ১৬ মণ ২৫ সের হয়েছিল এবং জয়হাট থানায় একরে মাত্র ৭ মণ হয়েছে। অতএব দুর্ভিক্ষ কি করে ঘুচবে সেটাই বুঝুন। আমাদের পশ্চিম দিনাজপুর এগ্রিকালচার

ট্রেনিং কলেজ স্থাপনের জন্য বলব। এখানে পোকায় যে ধান নষ্ট করে তার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সাব-ডিভিশন্যাল ট্রেনিং কলেজে বা এন, ই, এস ব্লক অফিসে রাখা উচিত। এগুলি যাতে যথাসময় চাষীরা পায় তার ব্যবস্থা করা উচিত। এ বিষয়ে যুবকদের শিক্ষা দান করা উচিত। এবং এই যে ফার্ম যেখানে আপনাদের স্টক রাখার ব্যবস্থা হয়েছে সেটা এখনও পর্য্যন্ত হয়ে উঠেনি, কেবলমাত্র ধান এবং পাটের বীজ স্থানীয়ভাবে মজুত রেখে যাতে যথাসময়ে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কৃষকদের ভেতরে যাদের কৃষিকার্য্যে বিশেষ উৎসাহ আছে এবং আমাদের দেশে ফসল ফলায় এই রকম ছেলেদের নিয়ে এসে বেশ কিছুদিন ট্রেনিং দিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ শেখান প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দিল্লীতে যে বিশ্বমেলা হল সেখানে আপনারা পাঠালেন কাদের—না যাদের পাঁচশো বিঘা জমি আছে, যারা কোনদিন চাষ করে না, তাস খেলে রকে বসে বসে, তাদের প্রতিনিধি বিশ্বমেলায় পাঠালেন। যারা গিয়েছিল তাদের নাম ধরে ধরে চেহারা পর্য্যন্ত দেখিয়ে দিতে পারি। এইভাবে টাকা খরচ হয়—কোন কাজ হয় না। আপনাদের এবং মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ আপনারা গ্রামে গিয়ে দেখে আসুন আমরা যে কোটি কোটি টাকা কৃষি খাতে খরচ করি তার দ্বারা জনজীবনে কি পরিবর্ত্তন আনতে পেরেছি? ঐ গদিতে আজ যাঁরা আছেন তাঁদের সকলের মাথা যোগাটে, কেউ কিছু করতে পারেন না। কাজেই কৃষির ক্ষেত্রে যদি একটা পরিবর্ত্তন আনার চেষ্টা না করেন তাহলে কিছুতেই দেশের দুর্ভিক্ষ দূর হবে না। আমাদের যে মূল মন্ত্র—কৃষকদের হাতে জমি দিতে হবে, তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতে হবে, তাদের হালের বলদ দিতে হবে, কৃষকদের সমস্ত ঋণ মকুব করতে হবে, তাদের খাজনা কমিয়ে দিতে হবে, তা নাহলে কৃষির উন্নতি হতে পারে না। এই কৃষক আমাদের অন্নদাতা, এই কৃষক আমাদের চিরদিন খাইয়ে এসেছে, এদের উন্নতি করতে না পারলে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। বড় বড় পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে, সেগুলি করুন, তার দ্বারা আমাদের যে কিছু অগ্রগতি হয় না একথা বলি না; কিন্তু মূল অগ্রগতি হবে যদি আমরা কৃষকদের স্বাবলম্বী করে তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড় করাতে পারি। এই যে ভেষ্টেড জমি দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন এটা বিশেষভাবে তদন্ত করে যাতে জমিটা ঠিকমত বিতরণ হয় তার ব্যবস্থা আপনারা করুন এবং পতিত জমি উদ্ধারের ব্যবস্থা করুন—এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[6—6-10 p.m.]

Shri Renupada Halder :

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, খাদ্য সমস্যা বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যা এবং খাদ্য সমস্যার সাথে কৃষি সমস্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমরা দেখছি কৃষির উন্নতির জন্য মোট রাজস্বের শতকরা ৩·২ ভাগ বরাদ্দ করা হয়েছে কিন্তু এই টাকা খরচ হবে কিনা সন্দেহ আছে। এর পূর্বে যা খরচ হয়েছে তার হিসাব দেখলে দেখা যায় যে বরাদ্দ টাকা পুরাপুরিভাবে খরচ হয়নি এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার আগামী আর ১ বছরের মধ্যে খরচ হবে কিনা আমাদের সন্দেহ আছে। সেজন্য এটার দিকে নজর রাখা দরকার। আজকে কৃষির উন্নতি করতে হলে ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার দিকে সরকারের বিশেষ নজর রাখা দরকার। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার জন্য ২ কোটি ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ধরা হয়েছিল, তার মধ্যে গত ৩ বছরে যা খরচ হয়েছে তার পরিমাণ হচ্ছে ৬৭ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা। আমরা যদি ধার নিই যে ২ বছরে যা খরচ ধরা হয়েছে সেটা যদি খরচ হয় তাহলে ১ কোটি ৫৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার মত খরচ করা হবে, বাকী ৬১ লক্ষ

৮০ হাজার টাকার মত খরচ করা হবে না। স্থির কৃষিউন্নতির জন্য যদি এইভাবে চেষ্টা করা হয় তাহলে কোন দিনই কৃষির উন্নতি হতে পারে না, উৎপাদন বৃদ্ধি হতে পারে না। এই রকমভাবে যদি আমরা ফিগার ধরি তাহলে বুঝতে পারা যায় যে বরাদ্দকৃত বহু অর্থ খরচ হয় না। সুন্দরবনের যে সমস্ত এলাকায় নোনা জলের জন্য চাষ আবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই সমস্ত এলাকায় ডিপ টিউবওয়েল, ইরিগেসান টিউবওয়েল বসিয়ে যাতে চাষ আবাদ ভালভাবে হতে পারে সেদিকে সরকারের নজর রাখতে হবে সরকারের তরফ থেকে গত বছর যেখানে ৯৫ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল সেখানে মাত্র ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে-তিন বছরে এই টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বাকী যে দুবছর আছে তাতে যে টাকা ব্যয় করবার জন্য বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে৩৫ লক্ষ ৯৫ হাজার মত অর্থাৎ বরাদ্দ টাকার মধ্যে ৬৯ লক্ষ টাকার মত কম খরচ হবে। এই বাংলাদেশে যেখানে ইরিগেশনের প্রয়োজন আছে, টিউবওয়েলের প্রয়োজন আছে সেখানে এই সমস্ত টাকা খরচ করা হচ্ছে না। আমরা দেখেছি যে যে বছর প্রয়োজন মত এবং সময় মত বৃষ্টিপাত হয় সে বছর বাংলায় ক্রপ হয়, আরযে বছর বৃষ্টিপাত বেশিহয় বা বৃষ্টিপাত কম হয় সে বছর চাষ সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতয়েব সেক্ষেত্রে এরকম ধরণের বরাদ্দ টাকা খরচ না করাটা একটা ক্রিমিনাল অপরাধ বলে আমি মনে করি। কৃষির উন্নতি বাড়াতে গেলে সেখানে জমি চাষের উন্নতি করা দরকার এবং ছোটখাট যে সমস্ত প্লট ভাল আছে সেগুলির কনখানি ভাল দরকার। এই সমস্ত ব্যাপারে কৃষি দপ্তরের অগ্রগতির দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে যে, সে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয় তাও খরচ করা হয় না তাদের কাজকর্ম্ম সমস্ত কচ্ছপ গতিতে চলছে। যেমন পতিত জমির উদ্ধার সম্পর্কে ধরা যেতে পারে সরকারের তরফ থেকে এবছর যেক্ষেত্রে ৭ হাজার ১০০ একর পতিত জমি উদ্ধার করার কথা ছিল সেক্ষেত্রে কেবল মাত্র ১ হাজার ৩ শো ২৭ হাজার একর জমি উদ্ধার করা হয়েছে, তারা যা হিসাব দিয়েছেন তার মধ্যে এটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এবং যা জমি উদ্ধার করা হয়েছে সে ভাল লাঙ্গলের অধীনে এসেছে কিনা তাও বলা মুসকিল কারণ অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এক্ষেত্রেও সেই রকম কেবল হিসাবটা আমাদের কাছে পরিবেশিত হয়েছে। বাস্তবে কি হচ্ছে তা আমরা জানিনা। তারপরে কনসলি ডেশন অব হোল্ডিং সম্বন্ধে আমরা দেখেছি একটা জায়গাতে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে অথচ সেই ব্যাপারে গত তিন বছরে কোন টাকা খরচ করা হয়নি। পরিকল্পনার তিন বছরে যখন এই টাকা খরচ করা হয়নি তখন আমাদের ধারণা আর যে দুটো বছর আছে সেই দুটো বছরেও তা খরচ করা যাবে না। আগে আমরা বলেছিলাম যে মাটী পরীক্ষা করবার জন্য সরকারের তরফ থেকে একটা পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ইংরাজ আমলে তারা সেই ধরণের একটা পরীক্ষা করেছিলেন এবং করে তার একটা রিপোর্ট ষ্টুয়ার্ড কমিটি দিয়াছিলেন। সেই নব রিপোর্ট সঙ্গে আমরা দেখেছি কেবলমাত্র বর্দ্ধমান এবং হুগলী এই দুটো জায়গার মাটি সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হয়েছিল, অন্যান্য জায়গার মাটি টেষ্ট করা হয়নি। আজকে কংগ্রেস সরকারের তরফ থেকেও এ ব্যাপারে কোন রকম প্রচেষ্টা নেই সেটা পরিস্কার করে বুঝতে পারা যায়।

[6-5—6-10 p.m.]

কৃষির উন্নতির জন্য মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে উন্নত ধরণের বীজ সরবরাহের জন্য আমরা ১০০টা সীড ফার্ম করেছি। এই সীড ফার্ম-এর যে হিসাব দেখছি তাতে মাত্র ৪৮টি করা হয়েছে বাকী কটির কাজ চলেছে এখন পর্য্যন্ত সেগুলি কার্য্যকরী বা তৈরী করা হয়নি। এই সমস্ত ক্ষেত্রে দেখছি সীড ফার্ম-এ এখন পর্য্যন্ত যদি কাজ না হয় তাহলে যে

প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে ২৫ হাজার মণ ধান সীড হিসাবে দিবেন সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবেন না। অবশ্য তিনি পরে সংশোধন করে বলেছেন ৫০ হাজার কিন্তু কাগজে যে হিসাব দেখেছি তাতে ২৫ হাজারই লক্ষ্য। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সীড তৈরীর ব্যাপারে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে এবং যেভাবে চলেছে তাতে আমার ধারণা ৫০ বছরেও কৃষকদের সীড দেওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এভাবে যদি কাজ চলে তবে কৃষির কোনদিন উন্নতি হবে বলে আশা করতে পারি না। এ ছাড়া দেখছি সার ব্যাপারে সরকার তরফ থেকে যে সার সরবরাহ করা হচ্ছিল সেই সরবরাহ ব্যাপারে যখন লোক প্রতিবাদ করল যে সেই সার বেশী দামে বাইরে বিক্রয় হয়ে যাচ্ছে এবং অধিক মূল্যে যেসব চা বাগানে, দার্জ্জিলিং-এ, মাদ্রাজে চলে যাচ্ছে এই অভিযোগ আনার পর সরকার তরফ থেকে আর সার দেওয়া হয় না। যে টাকাকড়ি দেওয়া হয় সার কেনবার জন্য তাও খুব কম সংখ্যক লোককে দেওয়া হয়। একটা ইউনিয়ন যেখানে ১৫।১৬ হাজার লোক সেখানে ১০।১২ কি ১৫ জনকে লোন দেওয়া হয় সার কেনবার জন্য, সেই সারও আবার বাজারে পাওয়া যায় না কাজেই চাষী যে লোন পায় সেটাও পেটে খায় সেটা মাঠে খরচ হয় না এ বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা দরকার যাতে সার তৈরী করতে পরে, এবং সাথে সাথে যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেটা যাতে সুষ্ঠু ভাবে দেওয়া হয়।

আমি আর একটা কথা বলতে চাই—আজকার দিনে সেচের ব্যবস্থা সবচেয়ে আগে করা দরকার। সবশেষে আমি এ কথা বলতে চাই যে আজকে এই সমস্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করলেই চাষীদের উন্নতি হবেনা—যদি না চাষীর অবস্থা ভাল করা যায়। আগে চাষীর হাতে জমি দেওয়াব ব্যবস্থা করা দরকার। যতক্ষণ চাষী নিজের হাতে জমি না পাচ্ছে ততক্ষণ তাকে ভাগচাষী হিসাবে কাজ করতে হবে ফলে উৎপাদন বাড়ে না বাড়তে পারে না। বীরভুমে দেখেছি চাষী সেচেব জল পায় না। সে সমস্ত জায়গায় সেচের জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার, সেচের জল না পেলে চাষীব সব চেয়ে বড় অসুবিধা হয়। আজকে চাষীরা কাজে উৎসাহ পায় না কারণ তাদের নিজেদের জমি নাই। তাই আজকে আমি চাষীর হাতে জমি দিতে অনুরোধ করবো এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষির উন্নতির জন্য সমস্ত দায়িত্ব পরিপূরণ করার জন্য অনুরোধ জানাব।

[6-10—6-20 p.m.]

Shri Pramatha Nath Dhibar :

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এই সভায় যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় তিনি আমাদের সামনে রাখতে পারেন নি। তিনি বলেছেন এক্সপার্ট কমিটি নানা রকম যে সব সুপারিশ করেছে, আমরা সেই রকমভাবে কাজ করে যাবো। কিন্তু গত ১২ বছরের কার্য্যকলাপের দিকে যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে আমাদের পশ্চিমবাংলার সরকার চাষীদের উন্নতিকল্পে এমন বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। নানারকম দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে তাদের দিন কাটাতে হচ্ছে। এই অবস্থায় তাদের খাজনা মকুব করা বাঞ্ছনীয়। ১৯৫৮ সালে অনাবৃষ্টির জন্য চাষীরা ভাল শস্য ফলাতে পারেনি, তা সত্ত্বেও সেচ বিভাগ ক্যানাল কর আদায়ের জন্য এখন থেকে তাদের তাগিদ দিচ্ছেন। তারপর ১৯৫৯ সালের বন্যার ফলে চাষীদের অত্যধিক ক্ষতি হয়েছে। বিশেষত বর্দ্ধমান, বীরভুম, নদীয়া, মেদিনীপুর. হাওড়া এই সমস্ত অঞ্চলে চাষীদের দুরবস্থা চরমে দাঁড়িয়েছে, তা কল্পনা করা যায় না। গত দু'বছরে

তারা এত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে কোন প্রকার কর দেবার আর তাদের সামর্থ নেই। এমন কি কৃষি কর আদায়ের বদলে যে লোন দেওয়া হয়েছে, সেগুলি তারা শোধ করতে পারবে কি না সন্দেহ আছে। তাদের এই সমস্ত লোন মকুব করা দরকার। আমি আশা করি মন্ত্রীমহাশয় এদিকে দৃষ্টি দেবেন। সার বণ্টন সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় যখন বর্দ্ধমানে গিয়েছিলেন, তখন চাষীরা তাদের নানারকম অভাব অভিযোগ, দুঃখ দুর্দ্দশার কথা তাঁকে জানান। আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। আমি আর একটা কথা বলতে চাই সরকারের কৃষিবিভাগ—এখন কোন উল্লেখযোগ্য কাজ চাষীদের সুবিধার জন্য করতে পারেন নি। পশ্চিমবাংলার নানাস্থানে পতিত জমি যেমন ছিল তেমনিই রয়েছে তাকে উদ্ধার করা হয়নি; এমন কি সেচবিভাগ পর্য্যন্ত সেদিকে কোন নজর দেননি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন পানাগড়ে বেশে বহু কৃষি জমি পতিত পড়ে আছে; মন্ত্রীমহাশয় যদি ঐখানের সামরিক বিভাগের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন তাহলে অন্ততঃ ঐ এলাকার চাষীরা 'ভাগেও' ঐ জমিতে চাষ করবার সুযোগ পায়। কিন্তু তাঁরা তা করবেন কিনা জানিনা। আমার অনুরোধ তিনি স্থানীয় লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চাষের ব্যবস্থা করুন।

আসানসোলের কৃষকদের জন্য বহুদিন ধরে আন্দোলন করে আসছি। ঐ সমস্ত এলাকার চাষের জমিকে সেচবিভাগ, এবং ডি, ভি, সি একেবারে নষ্ট করে বানচাল করে দিচ্ছেন। আসানসোল সব্‌ডিভিসনে কোলিয়ারীর যারা মালিক, তারা সেখানকার চাষীদের জমি নষ্ট করে দিচ্ছেন ইট, পাথর, মাটি ফেলে। এ সম্পর্কে এস, ডি, ও এবং সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের সেই জমি ফেরৎ পাবার বা তার জন্য কমপেনসেসন পাবার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি।

আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এদিকে দৃষ্টি দিয়ে, যাতে ঐ অঞ্চলে চাষীরা নুতন জমি পায়, এবং যে জমি তারা হারিয়েছে, সেই জমি যাতে তারা উদ্ধার করতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা করবেন।

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেট বইটা প্রথমে পড়ে, একটা জিনিষ দেখে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম—গভার্ণার বলেছিলেন চাষীর দিকে বেশী নজর দিতে হবে, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহাশয়ও বলেছেন কৃষির দিকে বেশী নজর দিতে হবে, কিন্তু বাজেটের হিসাব দেখে তার কোন পরিবর্ত্তন বুঝতে পারছি না। যাইহোক, কৃষিমন্ত্রী এখন এখানে বললেন চাষীর উন্নতি করবার জন্য তাঁরা কি চেষ্টা করছেন বা পন্থা অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেছেন কৃষির উন্নতিকল্পে বিশেষজ্ঞ কমিটি বসিয়েছেন, এবং অন্যান্য ভাবে চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমাদের যেটা চোখে লাগছে ১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত একর প্রতি জমিতে উৎপাদনের হার একই প্রকার রয়েছে, এটা লক্ষ্য করবার বিষয়। অর্থাৎ কৃষি উৎপন্নের কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। দ্বিতীয় হচ্ছে—সমস্ত দুনিয়ায় ধানের একর প্রতি যা উৎপাদন, তার সঙ্গে তুলনা করে দেখলে দেখা যাবে আমরা সবচেয়ে নীচের স্তরের স্থান অধিকার করে আছি। অর্থাৎ আমাদের যদি মেডাল পেতে হয়, তাহলে ভুতের মেডাল পেতে হবে। শুধু ধানের ব্যাপারেই নয়, আলু প্রভৃতি অন্যান্য ফসলের ব্যাপারেও এই ধরণের ব্যবস্থা চলেছে। সুতরাং এই অবস্থায় যদি সিরিয়াস এফর্ট না করেন, তাহলে অত্যন্ত অন্যায় হবে বলে আমি মনে

করি। চীন তো কয়েক বছরের মধ্যে একর প্রতি ৪২ মণ করেছে। আমরা তা কেন পারবো না। সেদিকে আমাদের চেষ্টা থাকা দরকার। আমার চীনের জয়গান করা প্রয়োজন হয়েছে। আমাদের এই কলংকের অবসান হওয়া দরকার। আমি সেজন্য ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার কথা বলছি। কেন্দ্র থেকেও বলা হয়েছে বাংলাদেশ খাদ্য ঘাটতি অঞ্চল বলে অনেকের ঘাড়ে গিয়ে আমরা পড়ি। ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণ করতে পারলে উৎপাদন বাড়াতে পারবো। কেন্দ্রীয় রিপোর্টও তাই বলে। কৃষিবিভাগের যে ১০ হাজার টাকার স্কীম আছে, তাতে পাব্লিককে অর্দ্ধেক টাকা দিতে হবে এবং সরকারকে অর্দ্ধেক টাকা দিতে হবে। এই রকমভাবে কোথায় ও কোন স্কীম চালু হচ্ছে না। কাজেই কৃষি বিভাগের এই ছোট ছোট দিক থেকে কৃষির কোন উন্নতি হচ্ছে না। অথচ আপনারা খোঁজ নেবেন বিভিন্ন জায়গায় গ্রামে কোন খাল বা বাঁধ সংস্কার করলে, স্লুইস গেট মেরামত করে দিলে তার দ্বারাও চাষের অনেকখানি উন্নতি হয়। এই রকম হাজার হাজার প্রস্তাব নিয়ে আপনাদের দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেগুলিতে কোন ফল হয় নাই। কারণ সেগুলি উচ্চস্বরে আসেনি। আপনাদের ঐ ১০ হাজার টাকা স্কীমের অর্দ্ধেক-অর্দ্ধেক দেবার নীতিব পরিবর্ত্তন না করলে, কৃষির উৎপাদন বাড়তে পারে না। যতগুলি গ্রামের লোক চাচ্ছে—যদি কৃষি বিভাগ তা বিচার করে দেখেন যদি তাঁরা দরকার মনে করেন দেশের লোক অর্দ্ধেক না দিলে করবো না এটা না করে আপনারা কাজ সুরু করুন। ফসল বাড়ান নিশ্চয়ই গ্রামবাসীরা সাহায্য করবেন। আপনাদের ঐ কন্‌ডিসন দিয়ে চাষের কোন উন্নতি হবে না। ছোট পরিকল্পনায় অনেক বেশী কাজ হতে পারতো। যে নীতি আপনারা গ্রহণ করেছেন—পাবলিক অর্দ্ধেক দিলে বাকী অর্দ্ধেক সরকার দেবেন, এই পুরাতন নীতি এ্যামেণ্ড করে নীতির পরিবর্ত্তন করুন। তাহলে ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনায় অনেক উপকার হবে।

দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে বীজ। এবারে বন্যার পরে সরকার থেকে বোরো বীজ দেবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আমরা উড়িষ্যা থেকে আনতে চেয়েছিলাম। তা আনাও সম্ভব হল না। হাওড়া জেলায় যে বীজ দেওয়া তা নিকৃষ্ট ধরণের। অবশ্য কিছু তার মধ্যে ভাল বীজ ছিল। বন্যা পীড়িত অঞ্চলে ভাল বীজ দেওয়া সরকারের উচিত ছিল। তা নয় এদের মড়ার উপর খাড়ার ঘা দেওয়া ঠিক নয়। এই বীজে ধান হয়নি। চাষের এখনো যাতে সেখানে বীজ ধান গিয়ে পৌঁছায়, তা করা দরকার।

তারপরে আপনাদের সারের ব্যাপারে আগে নিয়ম ছিল সারটা লোন হিসেবে দিতেন। এখন ব্যবস্থা টাকা লোন দেবেন, কিন্তু সারটা নগৎ কিনে নিতে হবে। হাওড়ার বন্যা পীড়িত অঞ্চলে আজ সারটা লোন হিসেবে দিচ্ছেন না। সরকার বলছেন টাকা লোন দেবেন। আলু চাষের সার তাঁরা দিবেন। কিন্তু যে আলু উঠে গেছে। সারটা লোন হিসেবে দেবার ব্যবস্থা সরকার করুন। যদিও এতে ব্লাক মার্কেটিয়ারদের অসুবিধা হবে। কিন্তু চাষীদের খুব সুবিধা হবে। আর একটা অনুরোধ সরকারকে অন্তত এটুকু করুন যাতে সময়মত সার ও বীজ কৃষকদের কাছে পৌঁছায়, তাহলে কিছুটা সুবিধা হবে।

আর একটা হচ্ছে পাটের দাম বেঁধে দেওয়া উচিত। আমরা কৃষক সভা থেকে অনেকদিন চাচ্ছি যে পাট চাষীর ও চাষের উন্নতি করতে হলে পাটের দাম বাড়ান উচিত। সে দাম কমপক্ষে ৩৫৲ টাকা করুন। তারাও বলেছে—চাষের ও চাষীর উন্নতির জন্য পাটের দাম বাড়ান দরকার। তারা যে রেকমেণ্ডেসন দিলেন, সেটা আপনারা কিছুই কার্য্যকরী করছেন না। সিন্‌সিয়ারলি চাষের উন্নতি করতে হলে সেই ধরণের এফর্ট করুন। তা না

হলে বিশেষ কিছু হবে না। সত্যি কথা আপনারা চাষের উন্নতি করতে চাচ্ছেন। রেকর্ড রাখুন সরকার পক্ষ থেকে সিরিয়াসলি চাষের উন্নতি হচ্ছে কিনা। এখন তাদের সে সদিচ্ছা প্রমাণ করতে হবে।

6-20—6-30 p. m.]

Shri Bhawani Prasanna Talukdar :

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, আমার অবশ্য সময় খুব কম, বেশী কথা বলবার সৌভাগ্য হবে না, তবুও আমাদের কৃষি উন্নয়ন এবং কৃষি খাতে যে টাকা বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে সেটার সম্পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি, এবং আমাদের উৎপাদন মন্ত্রী যে প্রোগ্রাম আমাদের শুনালেন, আশাকরি তিনি তাতে সম্পূর্ণ সফল হবেন, এবং তারজন্য আমি তাঁকে এখনই অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি বাংলাদেশের একটা সুদুর প্রান্ত, কুচবিহার থেকে আসছি এবং সেখানকার কৃষি ও কৃষিউন্নয়ন সম্বন্ধে আপনার মাধ্যমে দু'একটি কথা বলতে চাই। ১৯৫২ সালের ফ্লাড হবার পর থেকে আমাদের ওখানে প্রোডাকসন বড়ই কমে গিয়েছে। গত ডিসেম্বর মাসে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আমাদের ওখানে এত কম আবাদ হচ্ছে কেন। তার কারণ কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ নজর সেখানে দেওয়া হয় নি। ১৯৫৮-৫৯ সালে আমাদের ওখানে আমন ধানের আবাদ হয়েছিল ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার একর জমিতে, এবং প্রতি একরে মাত্র ১১ মণ ধান হয়েছিল। এবং গত বৎসর পনেতিন লক্ষ একর জমিতে আবাদ হয়েছিল এবং একর প্রতি ৯ মণ হয়েছিল। আউস ধান ১৯৫৮-৫৯ সালে পেয়েছিলাম ১ লক্ষ ৬১ হাজার টন। ৫০০ একর জমিতে আবাদ হয়েছিল এবং প্রতি একরে ৫.২৫ মণ হিসাবে উৎপাদন হয়েছিল, গত বৎসর একটু বেশী আবাদ হয়েছিল, প্রায় ১৭০ একর জমিতে বেশী আবাদ হয়েছিল এবং প্রতি একরে ৭ মণ করে হয়েছিল। কিন্তু এই আউসের একটা ভয়ানক শত্রু হচ্ছে পোকা। কুচবিহারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই পোকার জন্য বহু ধান নষ্ট হয়ে গিয়েছে। গ্যামাকসিন জাতীয় কতকগুলি প্রতিষেধক দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাতে খুব ভাল ফল হয়েছে তা নয়। আমি সরকারের কাছে, বিশেষ করে, উৎপাদন মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ করবো যাতে এই শত্রু বিনাশ করা যায় তার ব্যবস্থা করার জন্য। জুট আমাদের ১৯৫৮-৫৯ সালে ১ লক্ষ ১৯ হাজার একর জমিতে আবাদ হয়েছে আর ৩.৭২ বেল করে একর প্রতি হয়েছে। আর গত বৎসর মাত্র ৮৫ একর জমিতে আবাদ হয়েছে, আর ২.৫০ বেল পার একর হয়েছে। তামাক—এটা আমাদের একটা বড় মনি ক্রপ—সেখানে ১৯৫৮-৫৯ সালে আবাদ হয়েছিল ২৯৪২৪ একর জমিতে, উৎপাদন হয়েছিল ৭ মণ করে পার একরে। গত বৎসর ২১ হাজার কয়েক শত একর জমিতে আবাদ হয়েছিল এবং উৎপাদন হয়েছিল ৫½ মণ করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে আমাদের ওখানে উৎপাদন ক্রমশঃ কমে আসছে। আমি আশা করি, আমাদের ওখানে এই সমস্ত জিনিষের সমস্যা উপলব্ধি করে, যাতে বাড়ান যায় সেদিকে নজর দেবেন।

কুচবিহারে সেচের নীতি গ্রহণ করা হয় নি, পুর্বেও সেচ ছিলনা, এখনো নাই। আমাদের এই অঞ্চলে আরো প্রচুর পরিমাণে তামাক হত যদি সেচ থাকত। বর্তমানে চাষীরা কাঁচা-কুয়ার দ্বারা কোনমতে তামাকের সেচের ব্যবস্থা করে। তারপর, তামাকের চাষে প্রচুর সারের দরকার হয়, সার যদি সময়মত এবং আরো প্রচুর পরিমাণে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারত তা'হলে আমাদের ঐ অঞ্চলের তামাক চাষের উন্নতি হত। তাই মাননীয় মন্ত্রীমযাশয়ের কাছে আমার ঐকান্তিক অনুরোধ যাতে প্রত্যেক জায়গায় সেচের ব্যবস্থা করা হয় তিনি যেন সেই

ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তারপর, আমাদের গো-সম্পদ বর্ত্তমানে লোপ পেতে বসেছে, গরুগুলি এত ক্ষীণকায় হয়ে পড়েছে যে ভেড়ার মত হয়ে গিয়েছে। গোসম্পদের উন্নতির জন্য কোন কোন অঞ্চলে কিছু ভাল ষাঁড় দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাদের সংখ্যাল্পতার জন্য গোসম্পদের সেরকম উন্নতি হতে পারছে না। আমি এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। গত বৎসর বাজেট অধিবেশনে আমি বলেছিলাম যে, উপযুক্ত শিক্ষাদি লে কুচবিহারের অনুর্বর জমিতেও প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপন্ন হতে পারে। আমি শুনেছি যে, আসামে ধান্য উৎপাদনে ব্রহ্মদেশীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে উৎপাদনের শক্তি বাড়ান হয়েছে। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এই প্রস্তাব করি যে, সে সব জায়গায় কিছু লোক পাঠিয়ে সেই পদ্ধতি তাদের শিখাবার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। তারপর, আমাদের অঞ্চলের কোন কোন জায়গা, কার্তিক মাসের পরে একেবারে মরুভুমির আকার ধারণ করে। আমি দেখেছি যত্র দু'চারটে রর ব্যালেফ টিউবওয়েল বসান হয়েছে। যদি বিদ্যুৎ নাই পাওয়া যায় তাহলে ছোট ছোট সেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তারপর, আমি আরেকটা কথা বলব, অসৎ কর্মচারী দ্বারা সব ডিপার্টমেন্টই ভর্তি হয়ে গিয়েছে এদিকেও সরকারের সতর্ক হওয়া উচিত।

[6-30—6-40 p. m.]

Dr. Radhanath Chattoraj :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কৃষি বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয়ের ভাষণ মনোযোগের সংগে শুনেছি, কিন্তু তাঁর ভাষণে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে কোন মৌলিক নীতির কথা পাইনি। এই বৈজ্ঞানিক যুগে, আমাদের দেশে কৃষির উন্নতি বিধানে মৌলিক ও গঠনমূলক কার্য্যপদ্ধতির অভাবে খাদ্যশস্যের উৎপাদন সন্তোষজনক ভাবে হচ্ছে না। এজন্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে যান্ত্রিক চাষ পদ্ধতির প্রবর্তন করা প্রয়োজন বলে মনে করি। যদি ময়ূরাক্ষী এলাকায় সমবায় কৃষির প্রবর্তন করে ভাল ভাবে সেচ ব্যস্থা করা যায় তাহলে অনেক কাজ হতে পারে—এজন্য পরীক্ষামূলক একটা ব্যবস্থা করার জন্য আমি তাঁকে অনুরোধ জানাচ্ছি। অনেক জমিতেই দুইবার ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। যে জমি এখনো পড়ে রয়েছে সেসব জমিতে নানাবিধ খাদ্য ও তরিতরকারী উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন বিষয়েই সরকারী বিভাগের মধ্যে কোন প্রকার সমন্বয় দেখতে পাই না। কৃষি, সেচ ও খাদ্য বিভাগের মধ্যে সমন্বয় না আনতে পারলে কোন দিনই আমাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে না। আমি যে এলেকা থেকে এসেছি সেই এলেকায় অধিকাংশ জমি দোফসলী করা সম্ভব। এই ব্যাপারে আমি মন্ত্রীমহাশয়কে একটা চিঠি দিয়েছিলাম, সেই চিঠি মন্ত্রীমহাশয় সেচ বিভাগে পাঠিয়ে দিয়েছেন, এখন সেচমন্ত্রীমহাশয় বলছেন তিনি কৃষিমন্ত্রীকে ব্যাপারটা জানাবেন। সুতরাং এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে সেচ বিভাগে সমন্বয় সাধন করা আশু প্রয়োজন। তারপর আরেকটা বিষয়ের প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি—আমাদের অঞ্চলে ড্রেনেজ স্কীম-এর জন্য যে টাকা ধার্য্য করা হয়েছিল, এটা গুরুত্বপুর্ণ কাজ—কিন্তু তাসত্বেও আমি দেখে আশ্চর্য্য হলাম যে, সেই টাকাও খরচ করা হল না। আশাকরি মন্ত্রীমহাশয় এ সম্পর্কে সদুত্তর দেবেন। তারপর, বীজ সরবরাহ ও কৃষি-ঋণ সম্পর্কেও বহু অভিযোগ আছে; প্রথম কথা, এগুলি সময়মতো চাষীর হাতে গিয়ে পৌঁছে না। গরু কিনবার জন্য যে টাকা দেওয়া হয় তা অত্যন্ত কম, অন্ততঃপক্ষে এজন্য ২৫০ টাকা দেওয়া উচিত, ভাগচাষীরা বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী গরু কিনবার টাকা পায় না, এই আইন পরিবর্তন করা প্রয়োজন। আমাদের বীরভুম জেলায় ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনাধীনে যদি সেচ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে যদি করা যায় তাহলে অনেক জমিই দোফসলী করা সম্ভব। এ সম্পর্কে একটা

অনুরোধ সরকারকে জানাতে চাই—সেচ পরিকল্পনায় বর্তমানে জনসাধারণের দেয় হচ্ছে ⅔ অংশ, আমি প্রস্তাব করি এই নিয়ম পরিবর্তন করে সরকার যেন ⅔ অংশ দেন। গত বন্যায় বর্ধমান ও বীরভূম জেলার অনেক জমিতে বালি পড়ে জমির উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এগুলি প্রতিকার না করলে চাষের অনেক ক্ষতি হবে। এই অবস্থায় সরকার থেকে খাজনার জন্য তাগাদা দেওয়া হচ্ছে। ময়ুরাক্ষী এলেকায় যাতে ক্যানেল কর বন্ধ থাকে তার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি।

Shri Bhupal Chandra Panda :

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, বাংলাদেশের এই সংকটের দিনে মন্ত্রীমহাশয়ের বাজেট বরাদ্দ দেখে আমি খুব ঘাবরে গিয়েছি। তিনি এখানে একটা ফিরিস্তি দিয়ে বললেন যে এক্সপার্ট কমিটি যখন হয়ে গেছে তখন আর চিন্তার কোন কারণ নেই। কিন্তু সেই এক্সপার্ট কমিটির যে সমস্ত রেকমেণ্ডেসন এখানে রাখলেন তা'তে আমার সেই তেতুল বিচির গল্পই মনে পড়ে গেল। যেমন, একজন লোক একটি তেতুল বিচি মাটিতে পুতে বলেছিল যে, এই বিচি পুতলাম, এরপরে গাছ হবে, তারপর সেই গাছ বড় হলে তা' কেটে তক্তা তৈরী করব এবং তা' বিক্রী করে যে টাকা পাব তা' দিয়ে বাড়ী তৈরী করব—এখানেও ঠিক সেই অবস্থা। আজকের যেটা মূল প্রশ্ন এবং যেটা বাংলাদেশের সমস্ত সেক্টরকে নাড়া দিয়েছে তা' হোল যে, এই খাদ্য সংকটের দিনেও আমাদের উৎপাদন কেন বাড়ছে না এবং এর মূল কারণ কোথায় নিহিত রয়েছে? আজকে মাননীয় সদস্যেরা অনেকেই বলেছেন যে, যে ফসল উৎপাদন করে অর্থাৎ সেই কৃষককে যে পর্য্যন্ত উৎসাহিত করা না যাবে সে পর্য্যন্ত উৎপাদন বাড়বে না। কিন্তু এই কৃষককে উৎসাহিত করতে গেলে জমির মালিকানা ও বিলি বণ্টন প্রভৃতির মত কতগুলি জিনিষ আজ মৌলিক প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিয়ে আমাদের কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িছে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও সরকারের নীতির কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। আমাদের মৌলিক বাধা যা' রয়েছে তার কাছে এই সেচ পরিকল্পনা, বীজ ও সার বণ্টন প্রভৃতির প্রশ্ন নেহাৎ সেকেণ্ডারী, কেননা এগুলির উন্নতি করা তেমন কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু মন্ত্রীমহাশয় আজ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, ১৯৬৬ সাল পর্য্যন্ত যদি এইভাবে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে আমাদের খাদ্যের অভাব এবং ঘাটতি আরও বাড়বে এবং সেই ঘাটতি কি করে পুরণ করা যাবে সেটাই আজ আমাদের চিন্তা করতে হবে। কিন্তু আমি মন্ত্রীমহাশয়কে বলতে চাই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভুমি সংস্কার করে কৃষকদের হাতে জমি দিয়ে তাকে উৎসাহিত করতে না পারছেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কিছুতেই ফল হবে না। যাক, সেটা যখন আজ আলোচ্য বিষয় নয় তখন আমি অন্য কথা আনি এবং সেটা হোল এই যে সেচ পরিকল্পনার নামে এবারে ডীপ টিউবওয়েল সিংকিং বা স্যালো টিউবওয়েল প্রভৃতি, কয়েকটা স্কীমএর কথা বলেছেন তা'তে আমি বলতে চাই যে, এখনও স্বাভাবিক প্রকৃতির সাহায্যে যে সমস্ত সেচ ব্যবস্থা হ'তে পারে অর্থাৎ জঙ্গল থেকে যে সব জল নেমে আসে তাকে ব্যবহার করা উচিত এবং এর ফলে টেষ্ট রিলিফএর মাধ্যমে স্থানীয় লোকেরাও কিন্তু কাজ করতে পারে। অন্য দিকেযে সমস্ত ওয়াটারলগড এরিয়া আছে সেগুলোকে যদি কেটে পরিষ্কার করা যায় তাহলেও অনেকটা উপকার হতে পারবে। ডীপ সিংকিং টিউবওয়েল বা স্যালো সিংকিং টিউবওয়েল যদি করেন সে ভাল কথা কিন্তু স্বাভাবিক প্রকৃতির সাহায্যে যা' হতে পারত সেদিকে যদি সরকার নজর দিতেন তা'হলে এই দামোদর, ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনা থেকে আশা ও উৎসাহের পরিবর্ত্তে আজ যে বিরাট হতাশা নেমে এসেছে তা' হয়ত আসত না। এটা আজ সকলেই জানেন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

সেচ পরিকল্পনার দ্বারা বেশ খানিকটা অগ্রসর হওয়া যায়। যা'হোক, আরেকটা বিষয় সম্পর্কে অনেকেই বলেছেন এবং আমিও বলতে চাই যে, জমিদারদের আমলে সে সমস্ত পুকুরগুলি ছিল এবং যা' থেকে সেচ ব্যবস্থা হোত তা' আজ ল্যাণ্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট থেকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে।

[6-40—6-50 p. m.]

আমার মনে হয় যে সমস্ত পুষ্করিণীকে পুনরায় রিক্লেম করা উচিত। রিক্লেম করার জন্য আইনে যদি কোন বাধা থাকে তাহলে আমার সাজেসান হচ্ছে যে সেই পুষ্করিণীর জল চাষের জন্য যাতে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা উচিত। সারের কথা মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে সার দেওয়া বাড়াবার পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি কিন্তবরাকিন্ত বরাদ্দের ক্ষেত্রে আমরা সে রকম কিছু দেখতে পাচ্ছি না। অবশ্য সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে কি করবেন জানি না। এখানে যা দেখছি তাতে গ্রীন ম্যানিওর, টাউন কমপোজড, বোন মিল, সুপার ফসপেট ইত্যাদির দিক থেকে দেখছি যে বাজেটে বরাদ্দ অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর পলিসির দিক থেকে দেখছি যে সারের লোন টাকায় দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এর কারণ কি? ফসলের দিক থেকে যে সার দেওয়া হয় তা যদি মনোপলিষ্টদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে কি করে খাদ্য উৎপাদন বাড়বে। সুতরাং সারের লোন সারেই দেওয়া উচিত। আমাদের দরিদ্র দেশের মানুষরা সারের লোল টাকায় নিতে পারবে না। সেজন্য বলছি যে সারের লোন সারে দেবার ব্যবস্থা করা হোক। বীজ সরবরাহ সম্বন্ধে অনেকে বলেছেন যে এটা দুর্নীতিপুর্ণ, কিন্তু আমি সে বিষয়ে উল্লেখ করছি না এই বীজ সম্পর্কে আমাদের দুটো জিনিষ লক্ষ করা দরকার। এখানে বীজের ক্ষেত্রে দেখছি যে বোরো প্যাডি সম্পর্কে যে রিসার্চ করা হবে তাতে বেটার ভেরাইটিস অব বোরো প্যাডি সম্পর্কে গত বছর বরাদ্দ ছিল ২৬ হাজার, কিন্তু এ বছর এক হাজার দিলেন

breeding of salt and flood resisting varieties of paddy

গত বছর ছিল ৩৩ হাজার, এ বছরে কোন বরাদ্দ নেই। এ ছাড়া অন্যান্য রিসার্চের দিক থেকে দেখুন যে সেখানে

investigation about in seckpert of paddy

গত বছরে ছিল ১৮ হাজার ৮৪৫ টাকা এ বছর কিছু নেই ;

Rice plan in relation to efficiency

সম্পর্কে যে বরাদ্ধ ছিল, এ বছর কিছু নেই।

Effect of ammonia sulphate in paddy land

ক্ষেত্রেও কোন ব্যবস্থা নেই। এই ব্যাপারে যদি তাঁরা টাকা নেই বলেন তাহলে আমি বলব যে

subdivisional agriculture office

উন্নতির জন্য অফিস ফার্ণিস করার জন্য ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে;

union agricultural axesis taxt

দেয় জন্য ৩৭ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। সুতরাং এই বিষয়ে সরকারের পারবর্ত্তন না হলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে না। শেষে একটা কথা বলতে চাই যে, রিলিফ কমিটি মারফত

লোন দেওয়ার ব্যবস্থা থাকাটা অত্যন্ত দুর্নীতিপূর্ণ এর সেখানে স্বজন পোষণ ইত্যাদি নানারকম জিনিষ চলছে। সুতরাং এই প্রথার পরিবর্ত্তন করে নির্ব্বাচিত কমিটির মারফত যদি এই ব্যবস্থা চালু না করেন তাহলে সেখানে কোন ভাল কাজ হবে না এবং প্রকৃত চাষীর কল্যাণ তাতে হবে না।

Shri Ajit Kumar Ganguli :

মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আপনার কাছে অনেক সহযোগিতার কথা শুনিয়েছেন। আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে তিনি মুখে সহযোগিতার কথা বলেন কিন্তু সহযোগিতা বা উপদেশ তিনি চান কিনা সেটা বলা বড় মুস্কিল। সম্প্রতি আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে বন্যার সময় মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বনগাঁয়ে গিয়েছিলেন—সহযোগিতার মনোভাব বা প্রমাণ আমরা তাঁর কাছ থেকে পাইনি, উপরন্তু তাঁর উদাসীনতা আমরা লক্ষ্য করেছি। এটা তাঁর নিশ্চয়ই মনে আছে যে যখন ঘটনা চক্রে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তখন আমি জানতে পারলাম ছোলা আর মুসুরী তাঁদের কাছে সমান হয়ে গেছে। উনি নিজেই বলেছিলেন যে বাংলার ফ্লাড অঞ্চলের জন্য এত ছোলার বীজ চেয়েছে। যখন বলা হল যে মুসুরের বীজ দরকার, উনি ইংরাজীতে বললেন যে গ্রাম সীড—একই কথা, কিন্তু এক কথা নয়। যদি সাধারণ মানুষের সাথে সহযোগিতা করা যায় তাহলে ছোলা আর মুসুরী যে আলাদা সেটা বোঝা যায়। এই সাথে আর একটা কথা মন্ত্রী মহাশয়কে জানাই যে তাঁর কিছু কিছু অফিসারের মাথা অত্যন্ত মোটা হয়ে গেছে, সাধারণ লোকের মাথার সাথে সমান করতে চেষ্টা করবেন। আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি—২৪-পরগণা জেলার এগ্রিকালচারাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ফ্লাড রিপোর্টে এক জায়গায় হিসাব দিয়েছেন যে ২৪-পরগণায় গত বছরে ফ্লাড হওয়া সত্বেও ধান বেশী হয়েছে। আজকে কেন তিনি একথা বলেছিলেন, কারণ মন্ত্রী মহাশয়ের মাথায় ওটা ছিল। সেখানকার একজন বলেছেন এটা কমিয়ে দেখালে পারতেন, যদি পরে বেশী হয়, তাহলে সেটা ভাল হত, যদি বেশী দেখিয়ে পরে কম হয়ে যায় তাহলে হয়ত মুস্কিল হবে। তিনি বলেছিলেন মিনিষ্টার টোনে যে মন্ত্রীরা এটা চান। এই যদি চান, এইভাবে যদি রিপোর্টগুলি দিতে থাকেন তাহলে আমরা কোথায় যাব, কি করব, এইভাবে রিপোর্ট চেয়ে লাভ হয় না, রিপোর্ট দেওয়ার ফলে জনসাধারণের পক্ষে সুবিধা হয় না। উনি যশোর জেলার ছেলে, আমারও যশোর জেলায় বাস, সেজন্য স্মল ইরিগেশান সম্বন্ধে তাঁকে একটা কথা মনে করিয়ে দিই যে বাংলাদেশ জুড়ে চেষ্টা করে দেখতে পারেন যে সমস্ত লো ল্যাণ্ডস আছে সেগুলিকে বিল বাঁওড় বলা হয়, এগুলিকে যদি আপনি সংযোগ করতে পারেন তাহলে স্মল ইরিগেশান করবার পক্ষে সুবিধা হবে এবং এগুলির দিকে যদি নজর দেন তাহলে স্মল ইরিগেশানের সার্থকতা আপনার কাছে ফুটে উঠবে। স্মল ইরিগেশানের সঙ্গে যুক্ত স্লুইস গেট, এমব্যাঙ্কমেণ্টেরও সরকার। কিন্তু মজা এই যে আপনার ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে এই ডিপার্টমেণ্টের কোন নিবিড় সম্পর্ক নেই—উল্টে ঝগড়া আছে। ঝগড়ার ফলে এই হয় যে আপনার ডিপার্টমেণ্ট যা চাচ্ছে ফসল বাড়াব—তা দুবে থাকুক, কৃষকের সর্ব্বনাশ বছরের পর বছর হচ্ছে। সুতরাং এই তিনটাকে একত্রিত করতে পারেন কিনা এদিকে নজর দিন। এদিকে নজর দিলে সুন্দরবনের ডেভেলপমেণ্ট সম্বন্ধে আপনি বুঝতে পারবেন। এই সাথে যুক্ত হচ্ছে

Land Development and Consolidation

সোনাগাওস অর্থাৎ খাল ও বাঁওড়গুলি যদি আপনারা একত্রিত করতে পারেন তাহলে জল বেরিয়ে যাবে, ড্রেনেজের ব্যবস্থা হবে, সেই ড্রেনেজের মধ্য দিয়ে বহু জমি উত্থিত হবে এবং সেই জমিতে অনেক ভাল ফসল দেখা যাবে এবং খাদ্যের দিক থেকে ভাল হবে। আপনার এক্সপার্ট কমিটী যে কথা বলেছেন তা নিশ্চয়ই আপনার ভাল লেগেছে, তা না হলে এত জোর করে বলতে পারতেন না যে

no monetary Consideration *i. e.* foreign exchange Should Stand in the way,

স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমহাশয়কে জানাচ্ছি যে, আপনি কি করেছেন—আপনারা লিফট ইরিগেশান পাম্পিং প্ল্যাণ্টে ৪ লক্ষ টাকা ধরেছেন দেন, গত বছর যা ধরেছিলেন তার তুলনায় কম, তারপর সাপ্লিমেণ্টারীতে বাড়াচ্ছেন। স্মল ইরিগেশনে তাই, ডিপ টিউব-ওয়েলে তাই—আগের বছর থেকে কম। অথচ বলছেন

monetary consideration should not stand

আপনারা যে পাম্পের কথা বলেছেন সেই ছবিটা গ্রামের কৃষকদের দেখিয়েছি। যারা ষাঁড় গরু দিয়ে করাতে চান—এই ছবিটা আমার কাছে আছে—ফটো দেখতে পারেন—দেখবেন এগুলি এখনও দেওয়া হয়নি। এবং ৭ শো গ্যালন যদি আপনি তোলেন তাহলে দেখতে পারেন যে গরু ঘোরানোর খরচ উঠছে না, কাল আপনাকে পারো মোটা পাইপের টিউবওয়েল বসাতে হবে এবং সেই জল কি করে তোলা যায় সেদিকে নজর দিতে হবে। সর্ব্বোপরি এই জিনিষটাকে যদি সফল করতে হয়, তাহলে বসাটা ঠিকভাবে আপনাকে করতে হবে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আপনার ডিপার্টমেণ্ট এগুলি করতে পারেনি। কাগজে বের করেন বটে এই করছে তাই করছে কিন্তু কাজ যাতে ঠিকভাবে হয় সেদিকে আপনাকে একটু নজর দেবার জন্য অনুরোধ করছি। আমার থার্ড ভাইটাল পয়েণ্ট সারের কথা—নিশাপতি মাঝি মহাশয় এখানে আছেন কিনা জানিনা, যশোর জেলে তাঁর সঙ্গে আমাদের গল্প হোত। উনি শ্রীমিকেনে ছিলেন সেখানে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ নিজে মানুষের সেবায় নাইট সয়েল সেগুলি নিয়ে কাজে লাগাবার বন্দোবস্ত করেন। এখানে বহু পাম্পিং গ্রাউণ্ড মিউনিসিপ্যালিটিতে রয়েছে, সেগুলিকে কাজে লাগাবার আপনি চেষ্টা করেন না অথচ এর উৎপাদিকা শক্তি অনেক বেশী, এগুলিকে সহজেই কাজে লাগানো যায়। ডাঃ ঘোষ বলেছেন যে গ্রামাঞ্চলে গোবর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সব ফুয়েল হয়ে উড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে—সেদিকে একটু আপনাকে নজর দিতে বলি। সারের দিকে যদি দৃষ্টি না রাখেন তাহলে আমি বলবো, কেবল ইরিগেশনের ব্যবস্থা করে কিছুই লাভ হবে না। ফার্টিলাইজার সম্বন্ধে স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন যে এটা একটা লুটের কারবারে পরিণত হয়েছে এবং আরো ২১১জন সদস্য বলেছেন, ফার্টিলাইজার লোন টাকায় দিতে যাচ্ছেন কেন এই ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। স্পীকার মহাশয়, এই সব টাকা লুট হবে। সার কেউ খেতে পারে না, সার বেশী চুরি করা সম্ভব নয়, কিন্তু ওঁরা এটা করছেন কেন সেটা আমরা গতবারে বলেছিলাম। আমি মন্ত্রীমহাশয়কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ওঁরা স্বজন পোষণের জন্য অতি কৌশলে এই সারের লোন টাকায় দিতে যাচ্ছেন তাহলে সব লোকজনের টাকা মারার তাহলে খুব সুবিধা হবে। সার দিলে তো এত টাকা মারার সুবিধা থাকে না, সার কিছুটা কাজে লাগান দরকার। সেজন্য আমি বলি যে সার, সার হিসাবে দেবার চেষ্টা করুন। ফার্টিলাইজারের যে কথা চিত্তবাবু বলেছেন সেটা সত্য যে কোলকাতায় সার চলে যায়, বাংলাদেশের কৃষকের কাছে তা পৌঁছায় না। যদি আপনি খবর নেন তাহলে জানতে পারবেন যে এই কাণ্ড সেখানে ঘটছে। আমার লাষ্ট কথা কৃষকের চাষ যদি তুলতে হয়

উনি বলেছেন যে অন্য জায়গায় লোক দিয়ে করা যায়, এখানে কৃষক লাগাবেন। মন্ত্রীমহাশয় *কৃষকদের কি করে কাজে লাগাবেন যদি সে সময়মত চাষের টাকা না পায়?* ওঁর বক্তব্যের মধ্যে বা এক্সপার্টদের বক্তব্যের মধ্যে কোথাও দেখলাম না নাই যে চাষীদের যে টাকা লাগবে সেই টাকা তিনি কোথা থেকে দেবেন। অনেক সদস্যের কাছ থেকে শুনেছেন যে ২০।২৫।৩০ টাকায় কৃষকদের কিছু ব্যবস্থা হয় না। স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়কে একটা কথা বলি যে আপানার বিভাগের যত দরদ ঐ ২৫ একর জমিওয়ালাদের প্রতি তাদের বীজ দিয়ে বলিষ্ঠতাই করবেন কাজেই আমি অনুরোধ করছি যে অল্প জমির মালিক যাদের ৬।৭ একর জমি আছে তারাই হচ্ছে সব থেকে বেশী তাদের যদি চাষে উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারেন তবেই আপনাদের ফসল উৎপাদন সত্যি করে বাড়তির দিকে যেতে পারে, আর যদি কেবল বড় বড় জোতের মালিকদের প্রতি আপনার কৃষি বিভাগ বেশী ঝোঁক দেন তাহলে কিছুই হবে না। এবার ফডারের কথা বলেই আমি শেষ করবো—

[6-50—7 p.m.]

সব শেষে ফডারের কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করি। গরুর যদি খাদ্য না থাকে তাহলে চাষের ক্ষতি হবে। কাজেই এই খাদ্য বিতরণের যদি ব্যবস্থা না করতে পারেন তাহলে ফল ভাল হবে না।

Shri Phakir Chandra Roy :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ট্যাঙ্ক ইরিগেশন সম্পর্কে কি করা দরকার সে সম্পর্কে হাউসের পরামর্শ চাইছেন। আমি তাই সাজেস্ট করছি যে যত হাজামজা পুকুর আছে সেই সমস্ত পুকুর বিকুইজিসন করা হোক।

Derelict Tank Improvement Act

এর এ্যামেণ্ডমেণ্ট হয়েছে কিনা, যদি না হয়ে থাকে তাহলে সেটা এ্যামেণ্ড করা হোক। আর একটা অসংগত ব্যাপার আছে। যে ক্যানেল আছে সেইগুলি

Derelict Tank Improvement Act

ইমপ্রুভড হয় না। এই অসঙ্গতি দূর হওয়া দরকার। যে অঞ্চলে ক্যানেলের সংস্কারের কাজগুলি আরম্ভ হয়েছে বস্তুতঃ সব জায়গায় কাজ হয় না সেটা যাতে

Derelict Tank Improvement Act

অনুসারে হতে পারে সেটা ব্যবস্থা করা দরকার। তা ছাড়া আর একটা কথা ডি,ভি, সি-র কথা বলছি। গ্রামের লোকের সম্মেলন করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এই হচ্ছে ডিপার্টমেণ্টের নির্দ্দেশ। গ্রামের লোকের সমবেতভাবে কোন কাজ করার মনোবৃত্তি নাই। কাজেই ইরিগেশন ফ্যাসিলিটিজ ময়ূরাক্ষী এলাকায় যাতে

Village Canal Irrigation Dept.

থেকে ও সেচ বিভাগ থেকে করে দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

সারের জন্য এখন টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু সারের জন্য টাকা দিলে দেখা যায় সেই টাকা সারের জন্য খরচ হয় না, গরীবদের পেটে চলে যায় কাজেই লোন যদি দেওয়া হয় তাহলে সারেই দিতে হবে এবং ফসল উঠলে যাতে সেই সারের জন্য পেমেণ্ট পাওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। যে সব ইনসেনটিভ দেওয়া দরকার তার মধ্যে বীজ দিয়ে ইনসেন-

টিভ দেওয়ার দরকার নাই। কারণ ধান ঝারাই যখন হয় তখনই প্রত্যেক চাষী বীজ রেখে দেয়। অবশ্য অতি বৃষ্টি বা বৃষ্টি না হওয়ার জন্য চারা গাছ যদি নষ্ট হয়ে যায় তখন চাষীর পক্ষে বীজ দরকার হয়, সেই সময় সরকার যদি বীজের ব্যবস্থা করেন তাহলেই যথেষ্ট। বেশী seed Multiplication farm
করে টাকা অপচয় করার দরকার হয় না। কারণ চাষী যদি ফসলের দর পায় তাহলে আপনিই চেষ্টা করবে। সেজন্য চাষীর ধান ঝাড়াইয়ের আগে নবেম্বর মাসে প্রতি বছর ধানের দর যদি বেঁধে দেওয়া হয় এবং উচ্চ হারে ঘোষিত হয়, এবং সরকার যদি পাটের দামও আষাঢ় মাসে বেঁধে দেন এবং তাতে যদি লাভ হয় তাহলেই যথেষ্ট চাষীর জন্য করা হবে। অতিরিক্ত ইনসেনটিভ-এর প্রয়োজন হয় না। চাষীকে যদি সেচের জল দিতে পারেন উপযুক্ত মূল্যে এবং যে ঋণ চাষীর দরকার সেটা যাতে সে সময় মত পায় সে ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলেই অনেক ফসল ফলবে। তাই লোক দেখান যে এত প্রভিসন করা হচ্ছে সেই প্রভিসন করার প্রয়োজনও থাকবে না।

[7—7-10 p.m.]

Srimati Labanya Prova Ghosh :

দীর্ঘ দশ বৎসর রাজ্য শানের পর কংগ্রেস নেতৃমণ্ডলী উপলব্ধি করেছিলেন কৃষি বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একথা বলার বিশেষ প্রয়োজনছিল। কৃষি উন্নয়ন বিষয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বের অযোগ্যতার প্রতি সমগ্র দেশেব ক্ষোভ এবং আক্রোশের সামনে এই ধারণা দেবার সেদিন দরকার ছিল যে, এতদিন বিষয়টি উপলব্ধি করাই হয়নি বলে এই অবস্থা ঘটেছে। কিন্তু একবার যখন উপলব্ধি করা হয়েছে তখন কাজের আর বিলম্ব ঘটবেনা। কিন্তু কাজের নামে এবিষয়ে আজও পর্য্যন্ত যা করা হচ্ছে তাতে আমাদের এই উপলব্ধি হয়েছে যে 'গুরুত্ব' এই শব্দটির আবোপটাই কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে গুরুত্বপুর্ণ নয়। তাই যে বিষয় কে তাঁরা জাতীয় জীবনে গুরুত্বপুর্ণ মনে কবেন সেই মহান বিষয়গুলি নিয়েও তাঁরা ছেলে খেলা করতে পারেন। অর্থাৎ জাতিব জীবন নিয়ে তারা ছেলে খেলা করতে কুণ্ঠিত নন। কৃষির মত জরুরী, ব্যাপক এবং মহান বিষয়ে পরিকল্পনা বা ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ থাকার অর্থ বহু অর্থ ব্যয়, শ্রম এবং সময় ব্যয় করেও তাকে ব্যর্থতায় পরিণত করা। সকল কৃষির জন্য পুর্ণাঙ্গ আয়োজন চাই। চাষীদেব যথাযথরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে তার কর্মকে কেন্দ্র ক'রে তারজন্যে সর্ববিধ আয়োজন সম্পূর্ণ কবা চাই। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্নজনকে বিভিন্ন সহায়তা দিয়ে সহায়তার তথাকথিত কৃতিত্বকে পণ্ডশ্রমে পরিণত করেছেন। কেউ ঋণ পেয়েছেন-জলের উপায় কোনো পায়নি, কেউ জল পেয়েছে ঋণ পায়নি। যে সারের সহায়তা পেয়েছে তার চাষের বলদের তভাবে চাষ বন্ধ। এই ধারা চলেচে। সরকারী ক্ষমতা অনুসারে দরিদ্র চাষীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সংখ্যকদের পরের পর পুর্ণাঙ্গ আয়োজনে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে হবে। কৃষির উন্নয়নে উন্নত পর্য্যায়ের সেচ, সার, বীজ, যন্ত্র ও গোসম্পদ চাই। এরজন্য শিক্ষা, সুযোগ, সংগঠন ও সমবায় শক্তি চাই। চাষীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারের ব্যাপক এবং তীব্র প্রচেষ্টা চাই এসবের গুরুত্ব আজও উপলব্ধি হয়নি। কর্মেই তার প্রকাশ ঘটেছে। কৃষির সর্বোত্তম সহায়কে যে সেচ তাকে সফল করার যে সার্থক ব্যবস্থা বিকেন্দ্রিত সেচ ব্যবস্থা তার আয়োজনের প্রতি আজও লক্ষ্য নেই। শুধু কতকগুলি কেন্দ্রীভুত বৃহৎ কাজ নিয়ে আত্মতৃপ্ত থাকলে এই দরিদ্র, দুর্ভিক্ষ ও দুর্যোগের

অবসান হবে না। ব্যাপক ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রিত সেচের বিশাল যে কাজ, তার জন্য আজ যোগ্যতার পরিচয় দেওয়া চাই। সালকেট প্রভৃতি যে সার জমির ক্ষতি করেছে উচ্চমূল্যের সেই সারের দিকেই একমাত্র লক্ষ্য না রেখে অন্য বিবিধ জৈবিক সার পাওয়ার যে প্রচুর সম্ভাবনা সমূহ রয়েছে তার দিকে আজ সরকারী লক্ষ্য খুবই কম। জনগণের মধ্যে উন্নত কৃষির প্রতি আগ্রহ, ধারণা, উদ্যোগ, উৎসাহ প্রভৃতি সৃষ্টির জন্য দেশের দিকে দিকে যথার্থ আয়োজনের কোথাও কিছু নেই। আমাদের জেলা বহুভাবে অনাদৃত, ক্ষতিগ্রস্ত এবং অনগ্রসর। বঙ্গভুক্তির পর থেকে দীর্ঘ তিন বৎসর পার হয়ে গেল। কিন্তু কৃষি প্রসারের আদৌ কিছু আয়োজন হয় নি কতকগুলি কৃষি ফার্ম হবারও কথা ছিল। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত তা হল না। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জানা গেছে চেষ্টা ক'রেও জমি পাওয়া যায় নি। অর্থাৎ জনগণের ওপর সরকারের কোনো প্রভাব নেই। সরকারের যোগ্যতা নেই এবং রাজনৈতিক দুষ্টচক্রের দ্বারা চালিত হয়ে সরকারী কর্মচারীরা যে সব ব্যক্তিদের আশ্রয় করে কাজ চালাতে চাইছেন, জনগণের ওপর তাদেরও কোনো প্রভাব নেই। মুক্ত মন নিয়ে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলির সহায়তা চাইলে জেলায় কৃষি প্রসারের কাজে অকুণ্ঠ জন—সহায়তার পরিবেশ লাভ হোতো। কিন্তু যেখানে অগণিত দুর্গত জনগণের কল্যাণ লক্ষ্যের মধ্যে নেই—যেখানে রাজনৈতিক স্বার্থ কৃষিকে সাম্‌নে রেখে ব্যর্থ অভিনয় ক'রে জাতির আশা আকাঙ্খাকে ধুলিসাৎ করে দিচ্ছে—সেখানে আমাদের দিক থেকে সহায়তা দেবার কোনো অবকাশ বা পথও আজ নেই।

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি খুব সংক্ষেপে উত্তর দেবার চেষ্টা করবো, ৭টা বেজে গিয়েছে। ডাঃ ঘোষ প্রথমে বলেছিলেন যে বিষয়ে আজকে বাজেট উত্থাপন করেছেন সে বিষয় বিশেষ কিছু না বলে কেন আমি আমাদের যে পরিকল্পনা খাদ্য উৎপাদন, সে সম্বন্ধে কথা বললাম। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে ৪ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার জন্য আমি বাজেট উত্থাপন করেছি—আর ৮৬ লক্ষ টাকার ডিটেইলটা বইতে দেওয়া রয়েছে। তাই আমি ভাবলাম যে আমরা যখন এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে
we are going to take step
সেই সময় যখন একটা সুবিধা পেয়েছি তখন আমরা আমাদের মাননীয় সদস্যরে সঙ্গে গিয়ে আলাপ আলোচনা করে নেব। তাই আজকে আমি গতানুগতিক ভাবে ২০ হাজার একর জমি সেচের মধ্যে আনতে পেরেছি, ২০ হাজার বিলি করেছি, ১৩টা জায়গায় কার্য্য করেছি, এই ভাবে না বলে, কি করতে যাচ্ছি সেইটাই বলেছি।

২০ হাজার মণ আমরা বিলি করেছি। ১৩টা জায়গায় আমরা সীড্ ফার্ম করেছি। তাতেও হবে না। কি আমারা করতে যাচ্ছি সে কথা বলতে চাচ্ছিলাম—
total distibution of seeds
সম্বন্ধে। আমি বলেছিলাম একশোটা সীড্ ফার্ম যদি করতে পারি, তাহলে তা থেকে বাৎসরিক ৫০ হাজার মণ সীড্ আমরা পেতে পারি। সেটা হলে আমরা ভালভাবে ডিসট্রিবিউট করতে পারবো—যারা দেশ ষ্ট্যাণ্ডারড করতে পারবো—কুইকলি সদস্যদের আমি জানতে চাই ২ লক্ষ ৬৪ হাজার মণ সীড্ আমরা পশ্চিমবাংলায় এ বছর ডিসট্রিবিউট করেছিলাম। পাট আলু ডাল সব মিলিয়ে এমারজেনসির জন্য করেছিলাম। আইটেম বাই আইটেম ও

বলতে পারি যদি আপনারা চান। আমরা এবার না মালটিপ্লাই করেছি, সেই অনুযায়ী এবারে ৭ লক্ষ একর জমিতে ভাল সীড্ দিয়ে চাষ করতে পেরেছি। উনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তার জারমিনেসন পারসেনটেজ কতটা হয়েছে? আমি বিশেষজ্ঞদের হিসেব অনুযায়ী বলতে পারি সেটা এইটি পারসেণ্ট, এইটি পারসেণ্টএর কম হলে সেই সীড্ আমরা দেই না। তবে হতে পারে কোন জায়গায় খারাপ হয়েছে। সব জায়গায় যে ভাল হয়েছে তা বলতে পারবো না।

ডা: ঘোষ ফারটিলাইজার সম্বন্ধে বলেছেন—য়্যামোনিয়া সালফেট ও অন্যান্য কি হয়েছে না হয়েছে। আমরা এই য়্যামোনিয়া সালফেট ভারত সরকারের কাছ থেকে পাই। অন্যান্যের সঙ্গে এই য়্যামোনিয়া সালফেট আমরা বিলি করেছি প্রায় ৪০ হাজার টন; মিকচার সেখানে বিলি করেছি ১২ হাজার টন; সুপার ফসফেট বিলি করেছি ২১৬৫ টন, বোন মিল দু-হাজার টন, ইউরিয়া ১১৫৭ টন; আর অন্যান্য বিষয় সেখানে সেটা বিলি করা হয়েছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় কম—যা দরকার তা করতে পারি নাই। অয়েল সীড রিসার্চ সম্বন্ধে এটুকু বলতে পারি যে সেই অয়েল সীড রিসার্চ রিপোর্টটা পড়লে বুঝতে পারবেন যে টাকার অপব্যয় হয়নি। কিছু কাজ তার দ্বারা হয়েছে।

ডাবল ক্রপিং সম্বন্ধে, এরিগেশন সম্বন্ধেও কাজ করছি। প্যাডির উপরও হবে। আর
Wheat, Sugar, Mustard Oil, Oilseeds, Potato—
যথেষ্ট পরিমাণ ঘাটতি আছে।

ডা: ঘোষের নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা যদি এটা সম্পূর্ণভাবে করতে পারি—তাহলে ৮২ কোটি টাকা রোজগার করতে পারবো। চালহবার জন্য আরো ৩৫ কোটী টাকা রোজগার হতে পারবে—যদি অন্যান্যভাবে ডাবল ক্রপিং করতে পারি।

খগেনবাবু দেখিয়েছেন—১৯৫৫-৫৬ সালে কি ছিল, ১৯৫৭-৫৮ সালে কি ছিল, কত ফসল কম হয়েছে ফিগার দিয়ে দেখিয়েছেন। ১৯৫৭-৫৮ সালে আপনারা যদি গড়পড়তা ধরেন, তাহলে সেই জিনিষই দাঁড়াবে। ১৯৫৭-৫৮ সালে খুব বেশী রকম ড্রাউট ছিল। ১৯৫৮-৫৯ সালেও দেখবেন ১৯৫৫-৫৬ সাল থেকে ফসল অনেক বেশী হয়েছে। তাহলে মনে রাখতে হবে ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ এই দুটো বছরই ড্রাউট ইয়ার গেছে। কৃষিবিভাগ খুব বেশী নির্ভর করে প্রকৃতির উপর। আমি রিডারস ডাইজেসট এ এক জায়গায় পড়েছিলাম আমেরিকার মত ধনীর দেশেতে টেকসাস অঞ্চলে কয়েক বছর ধরে বৃষ্টি না হবার দরুণ তাঁরা ডীপটিউবওয়েল করেছিলেন। বৃষ্টি হলনা–সেই টিউবওয়েল থেকে জল তুলে নেবার ফলে জলের লেভেল খুব তলায় চলে গেল। সুতরাং পরিষ্কার ভাবে বুঝতে হবে আমরা যতই যা কিছু করিনা কেন, প্রকৃতির বিরুদ্ধে আমরা যেতে পারবোনা। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যদি দেশ সম্পূর্ণভাবে চলে যায়, তবে সে কাজে পুরোপুরি আমাদের সফলতা লাভ করা সম্ভব হবে না। ফসলের ফলন একর প্রতি নিশ্চয়ই কমে যাচ্ছেনা, যদিও তা স্পেকটাকুলার ভাবে বাড়েনি; কিন্তু আমি বলবো ফসলের ফলন কমে যায়নি।

[7-10—7-20 p.m.]

কিন্তু ফসল কমে যায় নি। তার কারণ আমাদের এখানে গত ৫ বৎসরের উৎপাদনের হিসাব দেখলে দেখা যাবে ৩৫।৩৬ লক্ষ টন খাদ্যশস্য হোত, সেটা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ লক্ষ টন। এখানে তিনি আর একটা কথা বলেছেন, কো-অপারেশন আমরা চাই কিন্তু কো-

অপারেশন দিতে এলে তাদের কাছ থেকে তা নেওয়া হয়না। আজ পর্য্যন্ত উন্নয়ন ব্যাপারে কো-অপারেশন দিতে এসে ব্যার্থ হয়েছেন। এ রকম ব্যাপার আমার জানা নেই। আমি কৃষি বিভাগের সম্বন্ধে বলতে পারি, এখানে যে কোন মানুষ, সে যে কোন দলভুক্তই হোকনা কেন, জনসাধারণের সেবার ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করতে চাইলে সে সাহায্য নিশ্চয়ই গ্রহণ করা হবে। শ্রদ্ধেয়া মৈত্রী বসু প্যাডি ফিল্ডকে ফিসারি তে ডাইভার্ট করার কথা বলেছেন। কিন্তু সেদিকে আমরা সজাগ আছি এবং চেষ্টা করে যাচ্ছি যাতে এই রকম জিনিষ না হতে পারে। এবং পুকুরের সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন তার উত্তর এখন দিতে পারিনা, বিশেষজ্ঞদের মত নিয়ে বলতে পারি। পুকুরে জল কেন থাকে না সে বিস্তারিত তথ্য তুলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। ছোট সেচ পরিকল্পনায় পুকুর কাটা যেতে পারে এবং সে পুকুর সহজে নষ্ট হয়ে যাবেনা। চিত্তবাবু প্রথমেই বলেছেন যে কৃষি বিভাগের জন্য এত টাকা খরচ হচ্ছে কিন্তু তার মধ্যে নুতন কথা কিছু. শোনালেন না। কৃষির উন্নতি করতে গেলে যা বলা দরকার তাই বলছি, সেখানেত আর তৈরী করে গল্প বলা যায় না। কৃষি উন্নতি করতে গেলে সেচ দরকার হবে, সার দবকার হবে, মেথড অব কালটিভেসন এর কথা বলতে হবে এবং তাই বলা হয়েছে। অবশ্য তিনি একটা বড় কথা বলেছেন যে কৃষির উন্নতি করতে হলে কৃষি ঋণ থেকে কৃষককে মুক্ত করতে হবে। আমি বলবো নিশ্চয়ই তিনি একটা ভাল সাজেসন করেছেন। এটা ঠিক ৩০লক্ষ কৃষক পরিবার যা আছে, তাদের আমরা একেবারে সরকারের উপর নির্ভরশীল করতে চাইনা, ঋণের ভারে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। ১৯৫৬ সালে যখন বন্যা হয়েছিল তখন সরকার তাদের টাকা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন, ১৯৫৮ সালে যখন ড্রাউট হয়েছিল তখন ডাক্তার ঘোষ, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ও প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের মধ্যে একটা এগ্রিমেণ্ট হয়েছিল এবং দুই একরের কম জমি যাদের তাদের মুকুপ করা হয়েছিল। নিশ্চয়ই কৃষকদের সম্বন্ধে আমবা ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি এবং ভবিষ্যতে ব্যবস্থা অবলম্বন করবো। কৃষকদের সবাইকে আমরা সব জিনিষ ফ্রি দিতে পারবো সেটা সম্ভব নয়। এটা তাদের সম্মানের পক্ষেও উচিং নয়। তারপর বাজেট কেন কম হয়েছে ও বৎসরেরর চেয়ে বর্ত্তমান বৎসরে একথা অনেকে প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু আপনারা দেখবেন যে এই দুই টাকার মধ্যে, যেটা সাপ্লিমেণ্টারিতে পাবেন, যেগুলি কৃষি বিভাগের মধ্যে ছিল সেগুলি এবার এতে ধরা হয়নি, যেমন

animal husbandry milk

ইত্যাদি, এইগুলি যদি ধরা যায় তাহলে আরো ৫-৬ কোটি টাকা বেড়ে যাবে। তারপর যে কথা বলছিলাম যে ড্রুউট এরিয়ার জন্য ডাঃ ঘোষ ও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মিলে ঠিক করেন যে দুই একর পর্য্যন্ত যাদের জমি তাদের খাজনা মুকুব করা হবে।

এ ভয়েস—কবে থেকে ইমপ্লিমেনটেড হয়েছে ?

This thing was announced in the paper

শ্রদ্ধেয় প্রভাকর পাল বলেছেন জুটএর প্রাইজ ফিক্স করেননি কেন। আমি একজন কৃষি কর্ম্মী হিসাবে, বাংলা দেশের মানুষ হিসাবে নিশ্চয়ই এটা চাইবো, এবং জুট হচ্ছে একটা প্রধান ক্যাস ক্রপ যা থেকে বহু ফরেন এক্সচেঞ্জ আমাদের আমদানী হয় কিন্তু এটা আমার বিভাগ কিম্বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর নির্ভর করে না, গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার উপর এটা নির্ভর করে।

এখানে সুধীর ভাণ্ডারী মহাশয় বলেছেন যে, এককালে নাকি কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি—তাঁহলে আমি বলবো, আমরা ইচ্ছা করলেই যে টাকা খরচ করব মনে করি সেই টাকা খরচ করতে পারিনা, তার কারণ ডীপ টিউবওয়েল বিভিন্ন জায়গা থেকে মাল মসলা আনতে হবে। আমরা নিশ্চয়ই গুরুত্ব দিচ্ছি, এবং দিবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করছি। আমি গভর্ণাস স্পীচ সম্বন্ধে একথা উল্লেখ করছি তা আবার বলে দিচ্ছি, গভর্ণর যে কথা বলেছেন

the total production of Aman and Aus rice in West Bengal in 1958 and 1959 varied between 40 and 41 Lakh tons.

অতএব, ৩৬ লক্ষ টন নয়। বন্যা হওয়া সত্ত্বেও এই বছর এক লক্ষ টন বেশী খাদ্যোৎপাদন হয়েছিল। কোন কোন সদস্য বলেছেন যে টাকা খরচ হয়েছিল তাতে ৬ লক্ষ টন বেশী খাদ্য হবার কথা ছিল, তার কি হল ? মাননীয় সদস্যরা যদি ভাল কার দেখেন তাহলে দেখবেন যে, আমাদের খাদ্যোৎপাদন এবছর নিশ্চয়ই ৬ লক্ষ টন বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপর, ফার্টিলাইজার ডিসট্রিবিউসন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একজন মাননীয় সদস্য আমাদের বিভাগের সি, কে, রায় মহাশয়কে ব্যক্তিগত আমন্ত্রণ করেছেন। আমি মনে করি যদি বিভাগীয় কার্য্যাবলীর জন্য কাউকে দায়ী করতে হয় তাহলে সেক্রেটারীকে না করে মন্ত্রীকে দায়ী করাই সংগত, কারণ সেক্রেটারীর পক্ষে এখানে কোন কথা বলা সম্ভব নয়। যাই হোক, আমি সদস্যদের জানাতে চাই যে, সি, কে, রায় কোন দিনে স'ওয়ালেস কোম্পানীতে কাজ করেন না বা সি, কে, রায়ের কোন আত্মীয়-স্বজনও স'ওয়ালেসে কাজ করে না। এখানে শ্রীমতী সুধাবাণী দত্ত এনটিটিউব-ওয়েল সম্বন্ধে একটা কথা বলেছেন—আমি তাঁকে জানাতে চাই যে, আমরা এটা যথাসম্ভব ইউটিলাইজ করার চেষ্টা করব, বিশেষ করে, বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুরে করবার জন্য চেষ্টা করব। পাম্পিং মেসিন সম্বন্ধে আমাদের ডিফিকালটি হচ্ছে ফরেন এক্সচেঞ্জএর—তা সত্ত্বেও আমরা চেস্টা করব আরো হেলপিং মেসিন ধারে ধারে দিতে হবে সেগুলি কৃষকেরা কাজে লাগাতে পারে। স্মল ইরিগেশন সম্বন্ধে শ্রীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে কথা বলেছেন, তাকে আমি বলতে চাই যে, ৫০/৫০ স্কীম সারা ভারতে কাজ চলছে, সুতরাং এখানে যদি আমরা নতুন কিছু করতে যাই তাহলে ভারত সরকার রাজী হবে না ভবানী প্রসাদ তালুকদার মহাশয় যে কথা বলেছেন সেটাও আমরা চেষ্টা করব। পেষ্ট যাতে ধ্বংস করা যায় তার ব্যবস্থা করা হবে শ্রীরাধা নাথ চট্টরাজ যে কথা বলেছেন, কো-অপারেটিভ ফারমিং সম্বন্ধে—এটা কংগ্রেসেরই নীতি, সুতরাং কেহ যদি সার্ভিস কো-অপারেটিভ করতে যান তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করার চেষ্টা করব। এখানে ফার্টিলাইজার সম্বন্ধে বলা হয়েছে—আমি নিজে ৭।৮টা জেলা ঘুরে এসেছি—আমরা চেষ্টা করছি ফার্টিলাইজার যাতে চাষীরা পেতে পারে। ভূপাল পাণ্ডা মহাশয়কে আমি বলব, টাকা দিয়ে, ক্যাস দিয়ে, কাইণ্ড দিয়ে আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করব—তবে আজকে আমাদের দেশের কৃষকেরা ফার্টিলাইজার মাইণ্ডেড হয়েছে—আজ তারা নিজেদের সম্বন্ধে অজ্ঞাত নয়। এটা একটা সাধারণ মোটা কথা যে, যাদের দিয়ে আমরা কাজ করব তাদের যদি আমরা আর্থিক উন্নতি না করতে পারি তাহলে আমাদের কোন পরিকল্পনাই সার্থক হবে না। সুতরাং সেদিকে লক্ষ করে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। তবে কথা হচ্ছে যে, সবজিনিষ আমরা সময়মত করে উঠতে পারিনা। যেমন করেই হোক, আমাদের খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়াতে হবে, এটা না করে আমাদের উপায় নাই। এর পরে যদি কোন বাধা থাকে তাহলে সেই বাধা আমাদের দূর করতে হবে। লক্ষ লক্ষ মানুষ নিয়ে খাদ্যের কারবার, সুতরাং আমি মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ জানাব যে, আপনারাও এগিয়ে আসুন, যাতে বাংলা দেশে

র্দ্দশা ঘুচিয়ে দিয়ে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে পারি তার জন্য আমাদের সকলকে সমবেতভাবে চষ্টা করতে হবে। এই বলে আমি কাটমোসনস এ বিরোধিতা করে আমার মোসন গ্রহণ করার জন্য আমি সদস্যদের অনুরোধ জানাচ্ছি।

Mr. Speaker : There are 124 cut motions. At the begihning I declared cut notion No. 57 to be out of order, but subsequently, after reconsideration, I iave transferred cut motions Nos. 57 and 30 to appropriate heads. The rest of he cut motions except Nos. 41, 43, 113 and 121 are put to vote.

7-20—7-31 p.m.]

Thc motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost·

The motion of Shri Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost·

The motion of Shri Bhuban Chandra Kar Mahapatra that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Seri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Roy that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agrieulture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and los t.

The motion of Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agricultuie—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jagat Bose that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricaltural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Elias Razi that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No, 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Resarch outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharjee that the demand of Rs. 4,86,23,0C0 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Haran Chandra Mondal that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture— Agriculture, and 71---Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs. 4,86,23,C00 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 4,86,23 C00 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobardhan Das that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads '40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Reveue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bankim Mukheriee that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put an dlost.

The motion of Shri Syed Badrudduja that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Natendra Nath Das that the demand of Rs. 4,86 23,000 for expenditure under Grant No. 23, Mojor Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outley on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40 -Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agricultue—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Benarashi Prosad Jha that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, aud 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhakta Chandra Roy that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculiure—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was theu put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Mullick Chowdhury that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricutural Improvement and Reasearch outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Tarapada Dey that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agricultre—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23. Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100. was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chottopadhyay that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobardhan Pakray that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jagadananda Ray that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jamadar Majhi that the demand of Rs. 4,86,23000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agricultnre—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shrimati Labanya Prova Ghosh that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Roy that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Accounts", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Researeh outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—123

Abdul Hameed ,Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, The Hon'ble Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty Shri Bhabataran
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Parimal

Ghosh, The Han'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Halder, Shri Kuber Chand
Hansda Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mirtyunjoy
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Sudhir
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mandal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Raikut, Shri Sarojenra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Srimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—54

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri Shri Pancugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee,Shri Shyama Prasanna
Bose, Shri Jagat
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chattoraj, Shri Radhanath
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam, Yazdani, Shri
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Amarendra
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 54 and the Noes 123, the motion was lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :

NOES—123

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, The Hon'ble Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit

Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhyay Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Kuber Chand
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Sudhir
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari

Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—54

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Bose, Shri Jagat
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chattoraj, Shri Radhanath
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh. Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Shri
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Amarendra
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra

Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 54 and the Noes 123, the motion was lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :

NOES—123

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerjee, The Hon'ble Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati. Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhyay Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Sri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Kuber Chand
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Mahanty, Shri Charu Chandra

Mahata Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Sudhir
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Ghandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Hoque, Shri Md.

AYES—54

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu. Shri Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharajee, Shri Panchanan

Bhattacharjee, Shri Shayama Prasanna
Bose, Shri Jagat
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chattoraj,] Shri Radhanath
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Profulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Shri
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal Shri Amarendra
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Panda, Shri, Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 54 and the Noes 123, the motion was lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No, 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :

NOES—123

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, The Hon'ble Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, ShriDebendra Nath
Chakarvarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Shri Binoy K JƏUɯn
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri. Tarapada

Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Gakul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Kuber Chand
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur, Rahaman Choudhury Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Sudhir
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar Shri Khagendra Nath
Noronha Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna

Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Cnandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Hoque, Shri Md.

AYES—54

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Bose, Shri Jagat
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chattoraj, Shri Radhanath
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Shri
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Amarendra
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 54 and the Noes 123 the motion was lost.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 4,86,23,000 for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculture—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :

The motion of the Hon'ble Tarun Kanti Ghosh that a sum of Rs. 4,86,23,000 be granted for expenditure under Grant No. 23, Major Heads "40—Agriculcure—Agriculture, and 71—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research outside the Revenue Account", was then put and agreed to.

Adjournment

The Housc was then adjourned at 7-31 p.m. till 3 p.m. on Wednesday, the 9th March, 1960, at the Assembly House, Calcutta.

Vol. XXV—No. 2

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-fifth Session

(February-April, 1960)

(From 7th March to 25th March, 1960)

Part 3

(*9th March, 1960*)

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the
West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

Price—Indian, Rs. 1·60 nP. ; English, 2s.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesday the 9th March, 1960, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble BANKIM CHANDRA KAR) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 210 Members.

[3—3-10 p.m.]

Laying of Annual Report of the Damodar Valley Corporation and Audit Report for the year 1957-58.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji : Sir, I beg to lay before the Assembly the Annual Report of the Damodar Valley Corporation and Audit Report for the year 1957-58.

Laying of Budget Estimates of the Damodar Valley Corporation, 1960-61.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji : Sir, I beg to lay before the Assembly the Budget Estimates of the Damodar Valley Corporation for the year 1960-61.

Ruling of Mr. Speaker on the point raised by Shri Jatin Chakravorty and Shri Subodh Banerjee on 23rd February, 1960.

Mr. Speaker : Honourable members will please remember that I promised to give my ruling over the question of privilege raised by Shri Jatin Chakravorty and Shri Subodh Banerjee. I have given my written ruling. That will be part of the proceedings and will be laid on the table.

Hon'ble Members will please remember that I had assured the House that I would reconsider the observations made by some hon'ble Members on the effect of the rulling I had given on the 3rd March last. I have considered very carefuly the observations made by the Members and with great respect I may state that the ruling given by me on the 3rd March last, stands.

The question of disbelieving the statement of a Member and the question of Speaker's arrogating the functions and powers of Privilege Committee, which were raised by Shri Siddhartha Sankar Ray, do not arise. I have neither disbelieved the statement of the Member nor have I arrogated the powers as will be evident from my observations made on the 3rd of March last. Shri Siddhartha Sankar Ray raised two points which I answer in the negative. I may inform the hon'ble Members that a Bill before it is circulated to the Members is published under Rule 48 of the West Bengal Legislative Assembly

Procedure Rules in the "Calcutta Gazette" and the public receive the copies of the Bill long before the Members are given copies of the Bill from the Assembly Office. The Members receive the copies of the Bill only after a notice is received from the Member-in-charge of the Bill intimating his desire to proceed with the Bill. The practice in India differs largely from the practice obtaining in the House of Commons. In the House of Commons copy of a dummy Bill is presented and the House orders printing of the Bill in each case.

On the last occasion, Shri Jatin Chakravorty had asked me to enquire into the matter. But Shri Subodh Banerjee had actually raised the question of privilege. His point of privilege was that briefing of a Member to support a clause is a breach of privilege. But I may add with due respect to the hon'ble Member that request to a Member to support some provisions of a Bill unconnected with threatening the Member or bribing the Member in case he does not, is not a *prima facie* case for privilege.

Speaker's duty is to see if there is a *prima facie* case for reference to the Committee of Privileges and in that case only, he will refer the matter to the Committee. In this case, I found no *prima facie* case and that was my observation. No question as to the belief or disbelief of a Member arises and that is why I had asked the Member to put in a question to get more facts. By suggesting this procedure I thought the purpose of the enquiry for which the Member had requested me would be met.

I would like to draw the attention of the House to a case of a similar nature reported in the House of Commons Debate (vide H.C.D. 1909 Vol. IX, Col. 2423). In that case the explanatory memorandum on a Bill was published in a newspaper long before the Members had received the copies and long before it was laid on the Table of the House. The question of privilege was raised and the Speaker found no *prima facie* case and it was not referred to the Committee of Privileges. I would like to refer to another case reported in the Lok Sabha Debate, dated the 5th September, 1955. The question of privilege was raised on the ground that the Bank Award Commission Report was published in a newspaper in advance of placing the Report on the Table of the House. The Speaker held that it was improper but in spite of his doubts he did not refer the matter to the Committee of Privileges. His observation was that impropriety should be distinguished from the breach of privilege. Shri Subodh Banerjee had drawn my attention to the cases where premature disclosure of budget takes place. He will agree with me that such premature disclosures are not deemed to be a breach of privilege either in India or in the United Kingdom, although the House has ample power to take action otherwise in any manner it chooses—, I would refer to Thomas case, Dalton case & Deshmuk case. [Ref. H.CD. 1936, Vol. 321, C1345 and also H.C.D. 1948 Vol. 444. C 821 see also L.S.D. 19 March, 1956]. I have already observed that Speaker has no authority to prejudge an issue. The Speaker is the custodian of the rights and privileges of the House and is charged with the imperative duty to guard jealously the powers and privileges of the House. I can assure the Members that this right

will never be allowed to be infringed. but it is also the duty cast on the Speaker to see that there is a *prima facie* case, before the matter is referred to the Committee of Privileges. If the Speaker finds a *prima facie* case he refers it to the Committee. As there was no *prima facie* case,, I did not refer it to the Committee of Privileges.

So my previous ruling stands.

[At this stage the House was adjourned for 15 miuutes]

Government Business

DEMAND FOR GRANT NO. 41

Major Heads : 57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons, etc.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 5,74,34,000 be granted for expenditure under Grant No. 41, Major Heads : "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons".

যদিও আমি এইমাত্র ৫ কোটি ৭৪ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকার জন্য আপনাদের কাছে দাবী পেশ করেছি কিন্তু যথার্থ হবে ১০ কোটি ১ লক্ষ ৭৪ হাজার। কেন্দ্রীয় সরকার ৫৭-হেড-এ যে টাকা দেবেন সেটা এর মধ্যে ধরিনি। অর্থাৎ আমাদের সরকার যে নোট ৭৮ লক্ষ টাকা খরচ করবেন সেটাই ধরা হয়েছে। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার ৫ কোটির উপর যে টাকা দেবেন সেটা ধরলে সমগ্র দাবীর পরিমাণ ১০ কোটি ১ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। প্রত্যেক বছর যখন আমরা ডিসপ্লেসড পারসন-দের জন্য টাকার দাবী করি তখন আমাদের মনে হয় যে, এদের পুনর্বাসনের জন্য কি করতে পেরেছি তার একটা হিসেব দেওয়া মন্দ নয় এবং মাননীয় সদস্যেরাও নিশ্চয়ই একটা হিসেব পেতে চান। প্রায় ৩ (তিন) বছর পূর্ব্বে আমি যখন এই বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন দ্বিধাহীনভাব বলেছিলাম যে, আমাদের পুনর্বাসনের কাজ সুষ্ঠুভাবে হয়নি। আমরা পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য করেছি—যেমন, ঘর করার জন্য, জমি কেনার জন্য এবং ব্যবসা করবার জন্য টাকা দিয়েছি। কিন্তু এঁদের মধ্যে অর্দ্ধেক সংখ্যক লোকের সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসন হয় নাই। যে সমস্ত মাননীয় সদস্যদের সঙ্গে আশ্রয়প্রার্থী ভাইবোনদের সামান্য একটু যোগ আছে বা যাঁরা এঁদের একটু খোঁজখবর নেন, প্রত্যহ সকাল ও বিকেলে তাঁদের কাছে দলে দলে লোক আসে এবং বলে যে আমরা খেতে পাচ্ছি না, থাকবারও কোন জায়গা নেই বা যে ঘর তৈরী করেছিলাম তা' পড়ে গেছে, সরকারের কাছ থেকে কৃষির জন্য যে জমি আমরা পেয়েছিলাম তা'তে ভাল ফসল হচ্ছে না। ১৯৫৬ সালে যখন বন্যা হয় তখন আমরা খবর পেয়েছিলাম যে হাজার হাজার আশ্রয়প্রার্থী ভাই-বোনের ঘর-বাড়ী বা জমি নষ্ট হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আমরা বলেছিলাম যে ঘর তৈরীর জন্য এঁদের পুনরায় সাহায্য দিতে হবে, তখন তাঁরা বললেন যে, এঁরা এখন তোমাদের নাগরিক এটা তোমাদেরই দায়িত্ব। পশ্চিমবাংলায় ১৯৫৯ সালে যে দারুণ

বন্যা হো'ল এবং তা'তে আশ্রয়প্রার্থীদের যে ক্ষতি হোল তখন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পৃথকভাবে গৃহ নির্ম্মাণ ঋণ বা অন্যান্য বাবদে সাহায্যই পাইনি। কারণ এবারেও ঐ একই কথা বলা হয়েছে যে ওঁরা পশ্চিম-বঙ্গের সিটিজেন এবং অন্যান্য লোককে যেমন তোমরা সাহায্য দিচ্ছ এঁদেরও তাই দিতে হবে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে আজকে পশ্চিমবাংলায় যত যক্ষা রোগা আছে তার অধিকাংশ যক্ষা রোগী সংখ্যা অনুপাতে এই সমস্ত ডিসপ্লেসড পার্সন। একথা সকলে জানেন যে আমরা ৬০০ বেড হাঁসপাতালে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য রেখেছি। এবং এছাড়া আরও যে প্রায় ২½ হাজার শয্যা আছে তার অনেক শয্যা এঁরা দখল করে আছেন। আমাদের পশ্চিমবাংলায় জমি নেই। অনেক সময় যদিও বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে অমুক জায়গায় এত জমি আছে। কিন্তু ওঁরা একথা ভাল করে জানেন যে পশ্চিমবাংলায় আমরা যত পরিমাণ জমি চাষে এনেছি ভারতের মধ্যে এত পরিমাণ আর কেউ চাষে আনে নাই। আমাদের পশ্চিমবাংলার ল্যাণ্ড ইউটিলিজেসনএর পার্সেণ্টেজ হচ্ছে ৮৭ ভাগ। অর্থাৎ যে জমি চাষের আমলে আসতে পারে সেগুলি ছাড়া খারাপ, মাঝারী, নিকৃষ্ট, মার্জিন্যাল, সাব মার্জিন্যাল ইত্যাদি সমস্ত জমিতেই আমরা চাষ আরম্ভ করেছি। শুধু রিফিউজীদের কথা নয়, বাঁকুড়া, বীরভুম, মেদিনীপুর সদর মহকুমা যেখানে রিফিউজী নেই সেখানেও প্রতি বছর আমরা লক্ষ লক্ষ লোককে সাহায্য দিচ্ছি। কারণ তারা অনেক মার্জিন্যাল ও সাবমার্জিন্যাল জমিতে চাষ করছে। বাঁকুড়া জেলায় ২৫ বিঘা জমি আছে এমন লোককেও আমাদের টেষ্ট রিলিফে কাজ করতে হয়। কেননা তাতে ভাল ফসল হয় না—হয়ত ৩।৪ বছর অন্তর একবার ভাল ফসল হয়। কাজেই এইসব লোককেও সাহায্য দিতে হয়। আমি আজ সকালবেলা দেখলাম যে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় আমাদের এখানে রিলিফ বেশী দেওয়া হয়। অর্থাৎ পশ্চিমবাংলায় রিলিফের খাতে যত টাকা ব্যয় করা হয় অন্য কোন প্রদেশে তা ব্যয় করা হয় না। এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে এখানে ঘন বসতি। জমির উপর চাপ বেশি। অনুর্ব্বর জমিতেও চাষ ক'রতে হয় বাধ্য হয়ে।

[3-10—3-20 p.m.]

পুরুলিয়া এবং পুর্ণিয়ার খানিকটা অংশ পাওয়া সত্বেও আমাদের পশ্চিমবাংলায় বর্ত্তমানে প্রতি বর্গ মাইলে ৮ শত ৪০ জন লোক বাস করে এবং যদিও পশ্চিমবাংলায় অনেক বড় বড় শিল্প আছে এবং বড় বড় শহরও আছে---কলকাতার মত শহর তো ভারতবর্ষে আর নেই—তা সত্বেও পশ্চিমবাংলায় এমন বহু লোক আছে যাদের জমি ইকনমিক্ হোল্ডিং নয় খুব উৎপন্ন কম। মাননীয় প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কিছুদিন আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসেছিলেন এইজন্য যে, ড্রাউট হওয়ার দরুণ—অনাবৃষ্টির দরুণ—১৯৫৮ সালে ২ একর পর্য্যন্ত যাদের জমি আছে তাদের খাজনা রেহাই দিতে হবে যদি সেখানে কোন সেচের ব্যবস্থা না থাকে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেটা মেনে নিয়েছেন। তিনি এইজন্য মেনে নিয়েছেন যে, ২ একর করে যাদের জমি আছে, বৃষ্টির অভাবে তাতে ফসল হয় নাই। তাদের সংসা রচলে না। তাদের মধ্যে অনেকে সরকারের কাছ থেকে ডোলস পায়, অনেকে টেষ্ট রিলিফের কাজ করে—১৯৫৭ সালে করেছে, ১৯৫৮, ১৯৫৯ সালে করেছে, এবারে ১৯৬০ সালে আবার বন্যার জন্য করবেই। কাজে কাজেই আমাদের বলবার বিষয় হচ্ছে যে এই পশ্চিম বাংলায় লোকসংখ্যার অনুপাতে ফলনের পরিমাণ অতি কম। পশ্চিমবাংলার সমস্ত ভুমি আমরা চাষের আমলে এনেছি, কাজে কাজেই এখানে আশ্রয়প্রার্থী কৃষকদের পুনর্ব্বাসনের সম্ভাবনা খুব বেশী নাই। একথা আমরা অনেকবার বলেছি। আমাদের কথা তাঁরা হয়ত মনে

মনে মেনে নিয়েছেন কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাঁরা মেনে নেননি। যারা চাষী নয় এই রকম আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্ব্বাসনের জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে। আমাদের এখানে একটা রিফিউজী বিসিনেসমেনস রিহ্যাবিলিটেশন বোর্ড (আর, বি, আর, বি) হয়েছিল, তাঁরা প্রায় ৮৯ লক্ষ টাকা দিয়েছেন—৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ঋণ দিতে পারতো এই বোর্ড। এখন সেই বোড উঠে গেছে। যাঁরা লোন পেয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই বিশেষ কিছু ক'রতে পারেন নাই। আমি একটা সার্ভে করেছিলাম যে তাঁরা কিরকম ব্যবসা চালাচ্ছেন। আমাদের একটা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ষ্টেটিসটিক্যাল ব্যুরো আছে তারা সার্ভে করে বলেছেন যে প্রায় শতকরা ৬০ জন লোক ব্যবসায় বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। আমরা কিছু কিছু ইণ্ডাষ্ট্রিকে সাহায্য করেছি, কথা ছিল, তাঁরা ৭ হাজার ৮ শত লোককে কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেবেন, তারমধ্যে তাঁরা এ পর্য্যন্ত ২ হাজার ৩ শত লোকের কর্ম্মসংস্থান করেছেন। পশ্চিমবাংলায় দেখতে পাচ্ছি যে, উড়িষ্যা থেকে, বিহার থেকে, মধ্যপ্রদেশ থেকে, অন্ধ্র প্রদেশ থেকে, কেরালা থেকে, উত্তর প্রদেশ থেকে লোক আসছে শ্রমের কাজ করবার জন্য। কেউ তাদের ডেকে আনেনি, কেউ তাদের চাকরিতে নিয়োগ করেনি এ কথা সত্য। তারা আমাদের এখানে আসছে, কাজ করছে, রোজগার করছে, রাস্তার ফুটপাথে অনেকে শুয়ে থাকে ঝাঁকা মাথায় দিয়ে, তাদের মুটে বলা হয়—কিন্তু তারা ৩৷৷ টাকা ৪ টাকা, আমি জিজ্ঞাসা করেছি, অনেকে ৫ টাকা পর্য্যন্ত দৈনিক রোজগার করে। আজকে পশ্চিমবাংলার এই অবস্থা আমাদের বুঝতে হবে। যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে আমাদের সকলকে বলতে হবে যে, পশ্চিম বাংলায় রিফিজীদের পুনর্বাসনের সম্ভাবনা নাই। আজকে আমরা অনেক জায়গা থেকে খবর পেয়েছি—মাননীয় বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা জানেন যে অনেক জায়গাতে যাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল তারা সেখান থেকে চলে আসছে। ডেজারটারের সংখ্যা কম নয়, তাদের মধ্যে অনেককে আমরা ক্যাম্পে রেখেছি। শিয়ালদহে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই ডেজারটার। সরকার তাদের পুনর্বাসনেব জন্য যে টাকা মঞ্জুর করেছিলেন সেই টাকা পেয়েও তারা সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। অনেকে পূর্ববঙ্গ থেকে টাকা নিয়ে এসেছিলেন, সেই টাকায় হয়ত ব্যবসা-বাণিজ্য করে- কেউ সাফল্যলাভ করছেন এতে সন্দেহ নেই। (বিরোধীপক্ষের সঙ্গে হয়ত অনেকের আলাপ আছে) অনেকে আবার ভালকরে কিছু করতে পারেননি। এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা। এই অবস্থার মধ্যে আমরা যদি সবাইকে পুনর্বাসন দেবার চেষ্টা করি পশ্চিমবাংলায় তাহলে আমরা সফলকাম হব না। পশ্চিমবাংলায় ৭ লক্ষ পরিবার যারা ভুমিহীন কৃষক, লোকসংখ্যা ৩৫ লক্ষ প্রায়। যারা ভাগ চাষ করে তাদের পরিবার সংখ্যাও প্রায় ৭ লক্ষ। প্রায় ৯ লক্ষ পরিবার আছে যাদের হোল্ডিং আন-ইকনমিক—এই সমস্ত লোকের কথা আমাদের ভাবতে হবে। কাজেই পশ্চিম-বঙ্গে কৃষকদের পুনর্বাসন দেবার মত জমি নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে বাগজালায় একটা অঞ্চল যেটা জলে ডুবে থাকত সেখানে ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ব্যয় করে খাল কেটে—প্রায় ৩৪ হাজার একর জমি রিক্লেম করা হয়েছিল। আমরা সেখানে কয়েক হাজার আশ্রয়প্রার্থীকে নিয়ে গিয়েছিলাম, তাদের দিয়ে খাল কাটানো হয়েছিল এবং তাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে এই জমি যখন রিক্লেমড হবে তখন "তোমাদের এখানে পুনর্বাবনের ব্যবস্থা আমরা করে দেবো"। কিন্তু সেইসব জমি যাদের তারাও কেউ ধনী নয়—কারো ৬ বিঘা, কারো ৯ বিঘা, কারো ৫ বিঘা জমি আছে। সেই জমি যখন উদ্ধার হল—প্রথমতঃ হাইকোর্টে মামলা-টামলা হল—এবং আমরা যখন এই সমস্ত আশ্রয়প্রার্থীকে

সেখানে বসাতে গেলাম তখন আমরা তা পারলাম না, আন্দোলন আরম্ভ হোল। আমাদের এপক্ষের লোকেরা আন্দোলনে যোগ দিলেন, ওপক্ষের লোকেরাও তার নেতৃত্ব নিলেন—ফলে এমন হোল যে আমরা সেখানে আশ্রয়প্রার্থী বসাতে পারিনি। এটা আজ সবাইকে স্বীকার করে নিতে হবে যে পশ্চিমবাংলায় জমি নেই। জমির জন্য এমন একটা হাঙ্গার রয়েছে যে কোথাও এতটুকু জমি যদি আমরা রিক্লেম করতে পারি, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিহীন কৃষক তারা যাবে সেই জমি দখল করবার জন্য এটা স্বীকার করতেই হবে। আমি আজ সকালে দেখছিলাম যে সমবায়ের মাধ্যমে আমরা বহু লোককে টাকা দিয়েছি—আমার যতদূর মনে পড়ছে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা আমরা দিয়েছি। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা সমবায়ের মাধ্যমে কিছু শিখে রোজগার করবে এই জন্য কিন্তু দুঃখের বিষয় শতকরা ৯৯টা এই রকম সমিতি ব্যর্থকাম হয়েছে, তারা কিছুই করতে পারেন নি। সেজন্য আমি যে কথা বলতে চাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সেটা হচ্ছে এই যে পশ্চিমবাংলায় পুনর্ব্বাসনের বেশী আর উপায় নেই, আর বেশী লোককে এখানে পুনর্বাসন দেওয়া যাবে না এটা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। অনেক জায়গা থেকে আন্দোলন হচ্ছে, আমরাও খবর পাচ্ছি। ৩২ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী ভাইবোন এখানে এসেছেন, তারমধ্যে বর্তমানে ১ লক্ষ ২৩ হাজার লোক ক্যাম্পে আছেন, প্রায় ৫০ হাজার লোক বিভিন্ন হোমস-এ আছেন। এই যে ১ লক্ষ ২৩ হাজার লোক ক্যাম্পে আছেন তারমধ্যে কিছু কৃষক আছেন, কিছু এমন আছেন যারা ছোটখাট ব্যবসা করতেন বা করতে পারেন। বছর দুয়েক আগে ৪৫ হাজার পরিবার ক্যাম্পে ছিল। তারমানে ২ লক্ষের উপর লোক, কথা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১০ হাজার পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবেন পশ্চিমবাংলায়—আমরা এটা পারবো কি পারবো না এ ভয় আমাদের মনে হয়েছিল এবং নানা উপায়ে প্রায় ৬ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন দিয়েছি ; যা এগ্রিমেণ্ট হয়েছিল সেটা আমরা প্রায় সার্থক করেছি এবং যেটুকু বাকী আছে তাদের আমরা পুনর্বাসন দেবো। এর মধ্যে অনেক বায়নানামা করা আছে—অনেক বন্ধু এখানে বল্লেন এই, বায়নানামাগুলি ঠিকঠিক করছেন না কেন, কৃষক পরিবারের পক্ষে বায়নানামায় জমি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। আমরা গত দুবছরে বায়নানামায় বহু লোককে জমি দিয়েছি—তারমধ্যে কৃষক পরিবার খুব কম, প্রায় ৬ হাজার লোক জমি পেয়েছে বায়নানামায় গত দুবছরে, তার বেশীর ভাগ লোকে ছোটখাট ট্রেড করছেন—যদি হিসাব করে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে এক একটা জেলায় এক একটা অংশে কত লোকের বাস তার মধ্যে শতকরা ৩০ বা ৪০ জন স্মল ট্রেডার্স লোন নিয়েছেন।

[3-20—3-30 p.m.]

এই টাকা তারা ৬।৭।৮ মাসে খেয়ে ফেলে তারপর ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। সেদিন আমার কাছে এক আমেরিকান ভদ্রলোক এসেছিলেন তিনি বললেন আমরা তো দুধ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি আপনাদের রিফুউজী ক্যাম্প কলোনীতে। কারণ সেখানে যে দুধ দিই তারা তা সমস্ত বিক্রী করে দেয়। আমরা অনেক বার চেষ্টা করেছি যে গুঁড়ো দুধ না দিয়ে গুলে দেব লিকুইড ফর্মএ দেব, কিন্তু তারা নিতে অস্বীকার করেছে, লিকুইড দুধ তারা নেবেনা কেননা লিকুইড ফর্ম এ নিলে সে দুধ বিক্রী করতে পারেনা। তিনি বললেন দুধ ক্যাম্পএও দেওয়া আমরা বন্ধ করে দেব, আমি বললাম আমরা দেখছি লিকুইড ফর্মএ দিতে পারি কিনা, যদি না দিতে পারি আপনাদের দুধ আপনারা বন্ধ করে দিতে পারেন।

যেকথা আমি বলতে চাই পুনর্বাসনের সুব্যবস্থা হচ্ছেনা, আমাদেরও দোষ আছে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি পূর্ব্ব পাঞ্জাবে যত সংখ্যক লোক হিন্দু, শিখেরা এসেছিল, পশ্চিম পাঞ্জাবেও প্রায় ৩৩ সংখ্যকই লোকই মুসলমান ভাইয়েরা চলে গিয়েছিল। তাছাড়া পূর্ব্ব পাঞ্জাবে যারা এসেছিল তারাও সকলে পূর্ব্ব পাঞ্জাবেই থাকতে চায়নি। যদিও পূর্ব্ব পাঞ্জাবে অনেক জমি ছিল কারণ অনেক জমি ফেলে গেছল মুসলিম ভাইয়েরা তা সত্বেও মাননীয় সদস্যরা সকলেই জানেন যে এই পাঞ্জাবের রিফুজিরা দিল্লীতে আশ্রয় নেয়, ভোপালে আশ্রয় নেয়, পেপসুতে আশ্রয় নেয়। তারা উত্তর প্রদেশে গিয়েছে, বিহারে গিয়েছে এমনকি কলকাতা সহরেও আমরা দেখতে পাব বহু পাঞ্জাবী আশ্রয় নিয়েছে, তারা বোম্বেতেও আশ্রয় নিয়েছে। তারা ভাল ভাল হোটেল করেছে। আমরা কিন্তু পাচ্ছিনা। কলকাতায় অনেক হোটেল পাঞ্জাবীরা এসে করেছে, সেখান থেকে তারা এসে করতে পারে আমরা বাঙ্গালীরা কেন পারিনা! আমাদের বাঙ্গালী উদ্বাস্তুরা সুযোগ সুবিধাও পেয়েছে, টাকাও পেয়েছে কিন্তু তারা করতে পারেনি। আমাদেরও দোষ আছে বই কি? আমাদের দোষ যত আছে গুণও তত আছে। বাস্তবিক কথা হচ্ছে সমস্ত রিফুজি ভাই-বোনেদের পশ্চিমবাংলায় পুনর্বাসন যদি জোর করে দেওয়াও যায় তাহলেও তাদের আমরা ক্ষতি করবো, আমরা তাদের সর্ব্বনাশ করবো, তাদের বন্ধু আমরা হবনা, তাদের প্রতি আমরা শত্রুতাই করবো। একথাই আমি বলতে চাইছি যে অনেক সমস্যা আছে ছোটখাট যে সমস্ত সমস্যা আছে সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই বিভিন্ন সদস্য তাদের কাট মোশন দিয়েছেন তার সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করবেন, বিতর্ক হবে এবং তার উত্তরও দেব। একটা কথা এখানে বলতে চাই বর্ত্তমানে ক্যাম্পবাসীদের দণ্ডকারণ্যে যাবার জন্য বহুবার বলেছি। দুঃখের বিষয় দণ্ডকারণ্যের ডেভলেপমেণ্ট অথবিটির কাজ ভাল হয়নি কি কারণে কেন হয়নি মাননীয় সদস্যদের অনেকেই জানেন, তার উপর কোন কর্ত্তৃত্ব আমাদের নাই, কোন দায়িত্বও নাই। কাজে কাজেই সেই সমস্ত কথা যদি উল্লেখ করতে হয় তাহলে অবান্তর হয়। তবে সত্যই যে ৪৫ হাজার পরিবার ক্যাম্পে ছিল এবং আমরা ভেবেছিলাম ১০ হাজার পরিবার এখানে রাখবো আর ৩৫ হাজার পরিবার বাইরে চলে যাবে। তার মধ্যে আশা ছিল একটা মোটা অংশ দণ্ডকারণ্য স্কীমে পুনর্বাসন পাবে কিন্তু সেটা সফল হয়নি। আমাদের অংশের যেটুকু সেটা আমরা ঠিক ঠিকই করেছি, আরও ৫।৬ হাজার পরিবার উত্তর প্রদেশে পুনর্বাসন পেয়েছে কিন্তু দণ্ডকারণ্যে এ পর্য্যন্ত পশ্চিমবাংলার ১৩০০ পরিবারের কিছু বেশী গিয়েছে এবং যদিও সেখানকার সম্বন্ধে কারও কারও কাছ থেকে ভাল খবর পেয়েছি, আবার অনেকের কাছ থেকে এমন খবরও পেয়েছি যাতে আমাদের মনে খুব আশা জাগছেনা এজন্য যে, লোক সেখানে গিয়ে করবে কি?

কাজে কাজেই আমাদের সকলকে ভাবতে হবে আমাদের কি করা উচিত। এক একটা প্রদেশের অবস্থা আমি দেখছিলাম। বিহারে দেখলাম দু-লক্ষের উপর রেফিউজি গিয়েছে, তাতে তাঁরা মহাসংকিত হয়ে পড়েছেন, তারা মনে করছেন এত লোক আমাদের এখানে এলো। অথচ বিহারের প্রতি বর্গমাইলে লোক সংখ্যা আমাদের এখানকার প্রতি বর্গমাইলে লোক সংখ্যার অর্দ্ধেকের চেয়ে কিছু বেশী। উড়িষ্যার বসতি বাস্তবিক খুবই পাতলা। সেখানে মাত্র কয়েক হাজার রেফিউজী গিয়েছে, তাতেই তাঁরা বলছেন আর নিতে পারবো না। আসাম সীমান্তে ঢের জমি পড়ে আছে, সেখানে প্রায় চার লাখ রেফিউজি গিয়েছে। তাঁরা বলছেন আমাদের আর জমি নেই, অমুক-তমুক কারণ দেখিয়ে তাঁরা বলছেন আমাদের জমিটমি আর নেই। নদীয়া জেলায় পার্টিসনের পুর্বে ৭ লক্ষ লোক ছিল, এখন সেখানে ৭ লক্ষ আশ্রয়-প্রার্থি নিয়ে লোক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫ লক্ষ। কাজে কাজেই আজকে পশ্চিমবাংলার কত

লোক থাকতে পারে, সে বিষয় চিন্তা করতে হবে। যদি বাঁকুড়ায় পাঠাই, তারা বলে আমরা এখানে থাকতে পারবো না। আমরা কেলেঘাই, গড়বেটা প্রভৃতি এই সমস্ত জায়গায় কিছু কিছু জমি উদ্ধার করেছি এবং ক্যানট্যুর বাঁধ করে এন্টি-এরোসন মেজার্স নিয়ে চাষের ব্যবস্থা করেছি। এবং যাতে ভুমি বেশী ক্ষয় না হয় সে দিকে বিশেষ নজর রেখে এই রকম ব্যবস্থা করেছি। আমরা হিসেব করে দেখেছি সেখানে বড় জোর দু-হাজার পরিবার যেতে পারে। আমি তিস্তা-চরে গিয়েছিলাম, সেখানে একটা জমিও পেয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে পুনর্বাসন দেওয়া খুব সাংঘাতিক বিপদজনক। কারণ সেখানে দেখা গিয়েছে তিন বছরের মধ্যে এক বছর জলে ডুবে থাকে। সুতরাং সেখানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলে জলে ডুবে একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজে কাজেই আমরা ভাবছি আশ্রয়প্রার্থীদের রাখবো কোথায়? আমাদের বিভাগ থেকে জমির খোঁজ হচ্ছে। চাষের জমি চর অঞ্চলে কিছু হয়ত পেতে পারি, কিন্তু এখানে ঘরবাড়ী করা যাবে না। সুতরাং তারা থাকবে কোথায়? পুর্ববঙ্গ থেকে যাঁরা এখানে চলে এসেছেন, তাদের পুনর্বাসন সমস্যা নিয়ে আজকে সকলে চিন্তা করছেন। পুর্ব পাঞ্জাব থেকে যারা এসেছেন তাদের পুনর্বাসনের সমস্যা সমাধান হয়ে গিয়েছে। যদিও পশ্চিবঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা শুধু আমাদের পশ্চিম বাংলার নয়, এটা সর্বভারতীয় সমস্যা, কিন্তু তার সমস্ত দায়িত্ব আজ আমাদের উপর এসে পড়েছে, এবং বিরোধীপক্ষের মাননীয় সদস্যরা আমাদেরই বেশী করে দোষ দিচ্ছেন। আজকে নিশ্চয়ই কাট মোশনস সবাই মুভ করবেন, তার আলোচনা হবে, বিতর্ক হবে। কিন্তু এমন বিতর্ক হওয়া উচিত যাতে গঠনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়। সকলে মিলে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে আমাদের পশ্চিম বাংলার পুনর্বাসন সমস্যা, যার সমস্ত আর্থিক কাঠাম ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে, সেটা কি করে মেরামত করতে পারি।

আমি এই কথা বলে আমার টাকা মঞ্জুরীর জন্য আপনার মাধ্যমে হাউসের কাছে আমার ডিম্যাণ্ড টুটি উত্থাপিত করছি।

Mr. Speaker : There are 123 cut motions of which Nos. 65, 70 and 90 do not belong to this Grant. So, they are struck off the list. The rest of the cut motions are taken as moved.

Shri Ajit Kumar Ganguli : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads : "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads : "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Samar Mukherjee: *Sir, I beg to move that the demand of* Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads: "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads: "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Dr. Pabitra Mohan Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads: "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads: "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads: "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads: "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Jagat Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads: "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Phakir Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads: "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads: "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Panchu Gopal Bhaduri: S'r, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads: "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Sitaram Gupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads: "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Dr. Radha Nath Chattoraj: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads: "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharyya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads: "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Somnath Lahiri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads: "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaceo Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Jyoti Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Majoı Heads : "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads : "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Gopal Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads : "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads : "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Haridas Mitra : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads : "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Ganesh Ghosh : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for Expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of the State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Dr. Dhirendra Nath Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads : "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Perspns" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads : "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads : "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads : "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Chaitan Majhi : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for Expenditure under Grant No. 41, Major Heads : "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Kumar Mullick Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads : "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads : "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads: "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Rama Shankar Prasad : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Tarapada Dey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads: "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Hccount—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads: "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads: "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82--Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100.

Shri Samar Mukhopadhyay :

মিঃ স্পীকার, স্যার, প্রফুল্লবাবুর বক্তৃতা খুব আগ্রহ সহকারে শুনছিলাম এবং তখন মনে হচ্ছিল যেন ভূতের মুখে রাম নাম। যেন সম্প্রতি বাংলাদেশের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্পর্কে যে গুরুতর বিপর্য্যয় দেখা দিয়েছে সেটাকে ঢাকা আজকে অসম্ভব। সরকারী পরিকল্পনাগুলিতে যে চূড়ান্ত ব্যর্থতা, তাকে লুকিয়ে রাখা আজকে সম্ভব নয়। প্রফুল্লবাবু তাঁর বক্তৃতার টোনকে একটু বদলেছেন। কেননা ইলেকশন আসছে, সেটাকে চোখের সামনে রাখার প্রশ্ন। তিনি এই কথা স্বীকার করলেন যে যাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগের এখনও কোন ব্যবস্থা হয়নি। তিনি ১৯৫৮ সালে যে কথা বলেছিলেন, ১৯৬০ সালে আবার ঠিক একই কথা বলছেন। এবং এটাও একটা সঙ্কার ব্যাপার তিনি আজ প্রথম আইন সভায় দাঁড়িয়ে স্বীকার করলেন যে দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে যে আশা আমরা

পোষণ করেছিলাম সে আশা পুরণ হয়নি, এবং যে ১৩০০ উদ্বাস্তু পরিবার সেখানে গিয়েছে—কার্য্যত তারা পুনর্বাসন কিছুই পায়নি। আজ বিভিন্ন ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের উপর ৬০ দিনের নোটিশ জারী করে বলা হচ্ছে—হয় তোমরা দণ্ডকারণ্যে যাও, আর না হয় এই ছয় মাসের ডোল নিয়ে ক্যাম্প থেকে কেটে পড।

[3-30—3-40 p.m.]

হয় দণ্ডকারণ্য যেতে হবে, না হয় ৬ মাসের মত ডোল নিয়ে ক্যাম্প থেকে কেটে পড়। কি চমৎকার সামঞ্জস্য! দণ্ডকারণ্য ব্যর্থ হয়েছে অথচ আমাদের আশা পুরণ হয়নি। সেখানে লোক যেতে চাচ্ছেনা। অথচ তিনি আবার নোটিশ জারী করছেন ৬০ দিনের মধ্যে বেছে নিতে হবে—দণ্ডকারণ্য যাবে কি যাবে না। তার মানে কি? অর্থাৎ সোজা তাদের বলে দিচ্ছেন তোমাদের দায়িত্ব আমাদের নাই—ক্যাম্প থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দিলাম। ১২ বছর ডোল পাওয়াবার পরে এই বাস্তুহারাদের শিয়াল কুকুরের মত তাড়িয়ে দিতে তাঁদের কোন লজ্জা বা সংকোচ নাই, কোন বিবেচনা পর্য্যন্ত নাই।

একই সঙ্গে দণ্ডকারণ্যের ব্যর্থতা, একই সঙ্গে ৬০ দিনের নোটিশ। সেই নোটিশ কিভাবে যাচ্ছে? গোপালপুর শিবতলা ক্যাম্প সম্বন্ধে কাগজে আপনারা পড়েছেন। গত ৭ই তারিখে সেখানে লাঠি চার্জ হয়েছে। এমন কি মেয়েদের উপর ও লাঠি চার্জ হয়েছে—সে কাহিনী আরো শুনবেন গত ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতার উৎসব হচ্ছে, সেদিন সন্ধ্যা বেলা তাদের নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল আজকে ক্যাম্প বন্ধ হয়ে গেল—ক্যাম্প ইজ ক্লোজড তার পরদিন ২৭শে সকাল বেলা আর্মড পুলিশ নিয়ে সেখানকার অথরিটি সুপারণ্টেণ্ডেণ্ট মেডিকেল হাসপাতাল, মেডিক্যাল এরেঞ্জমেণ্ট সমস্ত কিছু উঠিয়ে নিয়ে ক্যাম্প থেকে চলে আসলেন। তাদের বলে দেওয়া হল, তোমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে পানাগড় ও অন্যান্য স্থানে। সেই ক্যাম্প মিলিটারী হাসপাতাল, সেই ষ্ট্রাকচারএ জলের বন্দোবস্ত আছে, টিনের শেড, পাকা দেওয়াল—সেখানে তারা এতদিন বাস করছিল। সেখানে সামান্য কয়েকদিনের নোটিশ দেওয়া তাঁরা প্রয়োজন বোধ করলেন না। অবিলম্বে ছেড়ে যেতে হবে। কোথায় যেতে হবে? এক মাইল দূরে মাঠে নূতন তাবু কিনে বসবাস করতে হবে। গভর্ণমেণ্টের অর্ডার—যদি না যাও, সঙ্গে সঙ্গে ডোল বন্ধ। আজকে সেখানে অনশন করতে তারা বাধ্য হয়েছে এবং সেই অনশন প্রত্যাহার না করার সিদ্ধান্ত করায় যখন আমরা সুষ্ঠু ফয়সোলার চেষ্টা করছি, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করছিলাম, ঠিক তখন ৭ই তারিখে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের পাঠালেন রিহ্যাবিলিটেশন কমিশনারের সঙ্গে আলোচনার জন্য। আর ওদিকে ৭ই তারিখ ভোরবেলা ক্যাম্পে গিয়া পুলিস উপস্থিত হলো এবং যাঁরা অনশন করেছিলেন, তাঁদের গ্রেপ্তার করলেন, আর বাকী লোকের উপর—এমন কি মেয়েদের উপর পুলিস লাঠি চার্জ করলো। কয়েক জনের অবস্থা গুরুতর। যখন দণ্ডকারণ্যের এই অবস্থা, তখন তারা বিভিন্ন ক্যাম্পে নোটিশ দিয়ে যা অবস্থা তাঁরা করেছেন, প্রতি মাসে ২ হাজার ক্যাম্প পরিবারকে নোটিশ সার্ভ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় ১৪ হাজার পরিবারের উপর নোটিশ জারী করা হয়েছে এবং হাজার হাজার পরিবারের ডোল কেটে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের ক্যাম্প থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য বন্দোবস্ত হচ্ছে। সুতরাং প্রফুল্লবাবু বললেন যে আমাদের দুর্ভাগ্য বিহার তাদের নিতে চাচ্ছে না, উড়িষ্যা তাদের নিতে চাচ্ছে না, আসামও তাদের নিতে চাচ্ছে না। অথচ তোমাদের সেখানে যেতে হবে। এটা বিবেচনা করলে বুঝতে পারবেন—আজ যেখানে বাঙ্গালী বাস্তুহারারা নিজেদের দোষে ঘরবাড়ী থেকে

বঞ্চিত হয় নাই, হয়েছে আমাদের দেশের বিকৃত রাজনীতির ফলে। তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল—তোমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা হবে। সেই বাংলাদেশের গভর্ণমেণ্টের কাছে বাঙ্গালী বাস্তুহারারা যদি এইরূপ ব্যবহার পায়, সেখানে অন্য প্রদেশে পাঠালে সেখানকার গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে সহানুভূতিমূলক ব্যবহার পাবে—এ তারা কি করে আশা করতে পারে ? তা আশা করতে পারে না। সেখানে যে জমি দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, সেই জমির কথা প্রফুল্লবাবু বললেন। ২৫ একর জমি আছে যাদের—বাঁকুড়াতে তাদের ডোল দিতে হচ্ছে, রিলিফ দেওয়া হচ্ছে। সেই রকম জমি বাইরে যারা যাচ্ছে তাদের দেওয়া হচ্ছে। উড়িষ্যায় যাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল ৮।১০ বছর আগে, যেখানে আজ সত্যাগ্রহ, অনশন ধর্মঘটের পথ তাদের গ্রহণ করতে হচ্ছে। আজ তাদের সামনে আর অন্য পথ নেই। উড়িষ্যা সম্বন্ধে আরো অন্য বক্তার কাছে বিস্তৃতভাবে শুনবেন, এবং সেখানে যারা বাকী আছে তারাও আবার ডেসার্ট করে চলে আসবে। কারণ তাদের কোন উপায় নেই। এটা কোন রকম যুক্তি, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্যান্য রাজ্য থেকে, সবকারের মুখেই শুনেছি। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, লোক চলে আসে কারণ সেখানকার আর্থিক অবস্থা খারাপ, আর সেখানেই আমরা রিফিউজী পাঠাচ্ছি। সেখান থেকে লোকে পশ্চিমবঙ্গে জীবিকার সন্ধানে চলে আসে সেখানে আমরা তাদের পাঠাচ্ছি। তাঁরা বলেন পশ্চিমবাংলার সেটুরেশন হয়ে গিয়েছে, এখানে আর কোন সম্ভাবনা নেই আমাদের শতকরা ৮৯ ভাগ জমি ল্যাণ্ড ইউটিলাইজেশনএর মধ্যে এসেছে। কিন্তু আমরা একথা বলি যে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, প্রফুল্লবাবু বলেছিলেন, অবশ্য আমাদের চাপে পড়ে, যে ক্যাম্পগুলির ১০ হাজার এগ্রিকালচারিষ্ট ফ্যামিলিকে আমরা পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন দেবো। তিনি হিসাব দেখিয়েছেন যে তার বেশীর ভাগকেই দেবার চেষ্টা করেছেন এবং আমাদের বক্তব্য আমরা রাখতে পেরেছি। কিন্তু এই হিসাব সম্পূর্ণ ভুল। কেননা হিসাবের মারপ্যাচে প্রফুল্লবাবু সিদ্ধান্ত তা আমরা জানি। তাঁর হিসাবে তিনি বলেছেন প্রায় ৬ হাজার বায়নানামা আমাদের বিবেচনাধীন আছে। এবং তাঁরা বলেছেন দুই বৎসরে ৫।৬ হাজার বায়নানামা স্যাংকশন করেছি। কিন্তু তারা যে হিসাব দিয়েছেন সেই হিসাবে দেখছি যে এক বৎসর দেড় বৎসরের মধ্যে ৫—৫½ হাজার পরিবার ক্যাম্প থেকে পশ্চিমবাংলায় পুনর্বাসন পেল। ক্যাম্প থেকে যারা ডিসপার্শেল হয়েছে, সেই ডিসপার্শেলএর ১০ হাজার ফ্যামিলি যাদের জমি দেবার কথা ছিল তা দিয়ে পারেননি, এবং যে টুকু হয়েছে তাহাদের নিজস্ব চেষ্টায় হয়েছে। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমাদের কাছে যে ৬০ হাজার একর জমি একোয়ার করবেন এই রিফ্যুজি ফ্যামিলির জন্য। এবং সে জমি ভেষ্টেড ইন দি গভর্ণমেণ্ট সেটা কোন প্রাইভেট ল্যাণ্ড নয়। কিন্তু সেই জমি উন্নতি করার কোন চেষ্টা গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে হয়নি। তাঁরা যে জমি রিক্লামেশন করেছেন তার হিসাব বাজেট বইতে দেখলেই এবং সে সংখ্যা পড়লেই আপনি বুঝতে পারবেন। ১৯৫৮-৫৯ সালে

lands already acquired 56,750 acres, number of refugees who have been alloted plots 57,000

১৯৫৮-৫৯ সালে আমাদের কাছে প্রতিশ্রুতি দেবার আগের অবস্থা সেই সময় তাদের বাজেট বইতে তাঁরা লিখেছেন

land under various stages of acquisition 13,000 acres

১৯৫৯-৬০ এর বাজেট বইতে দেখলাম তাঁরা বলেছেন

land already acquire and taken possession of 62,476 acres.

আর ১৯৬০-৬১ এর বাজেটে তাঁরা হিসাব দিয়েছেন

land already acquired and taken possession of 62,595 acres,

অর্থাৎ ১৯৫৯-৬০ সালে তাতে বলছেন ৬২, ৪৭৬ একর্স, আর ১৯৬০-৬১-এর বাজেট বলছেন ৬২, ৫৯৫ একর্স, অর্থাৎ এক বৎসরের মধ্যে ৬০ হাজার একর জমি তারা অ্যাকোয়্যার্ করেছেন এবং যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পুরণ করেছেন। কিন্তু মোট জমি উন্নয়ন হয়েছে ১১৯ একর ৬০ হাজারের মধ্যে। এবং তারপর বৎসর থেকে ১৯৫৯-৬০ তে বলছেন ল্যাণ্ড আণ্ডার ভেরিয়াস ষ্টেজেস অফ এ্যাকুইজেশন তার পরিমাণ ১২২৭৩; ১৯৬০-৬১এ বলছেন, ল্যাণ্ড আণ্ডার ভেরিয়াস ষ্টেজেস্ অফ এ্যাকুইজেনন তার পরিমাণ ৩২০০ একর।

[3-40—3-50 p.m.]

অথচ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ৬০ হাজার একর জমি কমসেকম ২০ হাজার উদ্বাস্তু পরিবারকে দেওয়া হবে। এখন এই দুটো কম্পেয়ার করলে বুঝতে পারবেন যে পশ্চিম বাংলায় যে স্কীমস ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশন এণ্ড ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট সে সম্বন্ধে বাংলাদেশের গভর্ণমেণ্ট ডেফিনাইটলি কোন প্রগ্রেস করছেনা এবং এই ব্যাপার উইলফুলি নেগলেক্ট করছেন। এবং পাঠাবার জন্য ১২ ঘণ্টার নোটীশও দেবার দরকার হয়নি, ক্যাম্পে গেলেন এবং জোর-জবরদস্তি করে রিফিউজীদের তুলে নিয়ে চলে গেলেন। বাংলাদেশে কিছু কিছু প্রমিজড স্কীমস কি ভাবে ফেলে রাখা হয়েছে তার উদাহরণ দিচ্ছি—তাঁরা বলেছিলেন উল্টাডাঙ্গা মার্কেট করে দেবেন, সেজন্য সেখানে কিছু জমিও একোয়ার করা হল, কিন্তু এবারের বাজেটে সেটা ড্রপ করা হয়েছে, তার কোন মেনশনই নাই। ৪ হাজার ফ্যামিলি কোনক্রমে নিজেদের চেষ্টায় একটা বাজার খাড়া করেছিল, তাতে তাদের কোনরকমে জীবিকার সংস্থান হয়েছিল, হয়তো চেষ্টা করলে সেনট্রাল গভর্ণমেণ্টকে এবা বাজেটে রাজীও করাতে পারতেন, কিন্তু বাংলাদেশের গভর্ণমেণ্টের বাজেট প্রপোজালের কোন মেনশনই নাই। এভাবে ৪ হাজার উদ্বাস্তু পরিবারের রিহ্যাবিলিটেশন স্কোপ নষ্ট হয়ে গেল, এবং যেটা অনেক চেষ্টার পর স্যাংকশণও হল, সেটাও মেটিরিয়ালাইজ করার জন্য কোন ব্যবস্থা করলেন না এই সরকার। কুপার্স ক্যাম্প টাউন স্কীম ১৯৫৬ সালের স্কীম এবং তারা সেটা স্যাংকশনও করেছিলেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেটা বাস্তবে পরিণত হল না। এই সরকার থিওরেটিক্যালি অনেক কিছু পরিকনল্পনা গ্রহণ করেন, কিন্তু বাস্তবে সেই সমস্ত পরিকল্পনার কোন প্রগ্রেস ই আমরা দেখতে পাই না। আমি এখানে আরো দুই একটা ক্যাম্পের কথা বলব উদাহরণ ,স্বরূপ—যেমন, নন্দননগর ক্যাম্প—সেখানে ৭ বৎসর আগে ১০ লক্ষ টাকার বেশী খরচ করে একটা ঝিলের পাশে জমি নিয়ে ডেভেলপমেণ্ট করার কথা ছিল, এবং সেখানে ১২৪টা পরিবার সেখানে বসান হয়েছিল। এবং সেখানে মেকানাইজড মেথড করা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট হল না, এবং এখন শোনা যাচ্ছে যে, সেই ক্যাম্পটা উঠে যাবে। হঠাৎ ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ক্যাম্প ক্লোজ বলে নোটীশ জারী করা হল। ২২ লক্ষ টাকা ডোল এবং ১০ লক্ষ টাকার জায়গা কিনে শেষ পর্য্যন্ত সেখানকার লোকদের বলা হল ক্যাম্প বন্ধ হয়ে গেল। এসব ব্যাপারের এঁরা কি ব্যাখ্যা দেবেন আমি জানি না। দিল্লীর সেণ্ট্রাল হলে কয়েকদিন আগে মিঃ খান্নার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল—আমি তাঁকে বলেছিলাম আপনারা এই রকম করে বায়নানামা

বন্ধ করলেন যাতে করে জোরজবরদস্তিমূলক ভাবে বাংলাদেশের বাইরে পাঠান যেতে পারে, তিনি আমাকে বল্লেন আমরা সাবকুলেট করে দিয়েছি, সেই ডকুমেণ্টটা পড়ে দেখবেন, তাতে দেখবেন ৯০ দিনের নোটীশের বিষয় লেখা আছে,

to make arrangement for themselves under the bynanama scheme or to move for rehabilitation to Dandakaranya where they will be provided with work at the initial stage.

আমি যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম বায়নানামা বন্ধ করলেন কেন, তিনি বলেন আমাকে দোষ দিচ্ছেন কেন, বাংলা সরকার যা করেন তাই হবে। সুতরাং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকেও বাংলাদেশের গভর্ণমেণ্ট আঘাত করছেন। আজকে চারিদিকে খান্না সাহেবের পদত্যাগের দাবী উঠছে এবং পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন সংবাদপত্রে সেই দাবী তীব্রভাবে জানান হয়েছে। আজ আমরা একথা নিঃসন্দেহে বলব যে, দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে এবং আজ প্রমাণিত হয়েছে এই দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের পক্ষ থেকে যে সন্দেহ ও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে সেটা ঠিক। এজন্য পশ্চিম বাংলার পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনও সমভাবে দায়ী এবং আমরা মনে করি শ্রীখান্নার সঙ্গে তাঁরও পদত্যাগ করা উচিত। কিছুদিন পূর্ব্বে বায়নানামার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে, ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের বায়নানামার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় রিলিফ কমিশনারকে ফোন করেন এবং একটা চিঠি দেন—আমি যখন তাঁকে বল্লাম, কৃষিজীবী পরিবারের বায়নানামা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে—তাতে তিনি খানিকটা চটে যান এবং আমাকে বল্লেন, তুমি আমার উপর কথা বলবে না– আমি মনে করলাম মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বোধ হয় কিছু ব্যবস্থা করে দিলেন এবং সেইরকম কোন আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং বোধ হয় গভর্ণমেণ্টের আছে। সেই চিঠিতে তিনি লিখছেন,

these men want to be rehabilitated, I want that Zonal Officers should help them to get land under bynanama scheme and help them to be rehabilitated.

এই চিঠি নিয়ে যখন রিলিফ ক্যাম্পের কাছে গেলাম তিনি বল্লেন, হবে না, চীফ মিনিষ্টার লিখেছেন বটে, কিন্তু তিনি সব কিছু জানেন না। চীফ মিনিষ্টার যদি না জানেন তবে পলিসি ফরমুলেট করছে? আজকে এইভাবে বাংলাদেশের রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেণ্টে একটা চেওজ ও এনার্কি চলছে। হাজার হাজার মানুষকে নোটীশ সার্ভ করে ক্যাম্প থেকে বার করে দেওয়া হচ্ছে। ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ডের কথা সকলেই জানেন। এই ষ্টাইপেণ্ড না পাওয়ার ফলে ২ লক্ষ ছাত্র এডুকেশন থেকে বঞ্চিত হতে চলেছে। ২০০ স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে এবং ৩ হাজার টিচার আনএমপ্লয়েড হয়ে যাবে। অন্যান্য সেকশন থেকে ক্যাম্প রিফিউজীদের প্রাওরিটির নাম করে অন্যান্য সেকশনের রিফিউজীদের নানারকম বেনিফিট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খান্না সাহেবের ডকুমেণ্টে দেখলাম প্রাওরিটি ক্যাটাগোরী ছাড়া অন্যান্য নন্-ক্যাম্প রিফিউজী সম্বন্ধে সমস্ত স্কীম সাসপেণ্ড হয়ে গেল এবং ১লা মে থেকে ফ্রেস লোন এপ্লিকেশন দেওয়া হবে না।

[3-50—4 p.m.]

প্রাওরিটির অভিযোগে অনেক অন্যান্য ক্যাটাগোরী রিফিউজীদের হেলপ করছেন। অর্থাৎ কোয়ার্টার্স কলোনী হচ্ছে গভর্ণমেণ্ট কলোনী এবং তারা প্রাওরিটি ক্যাটাগোরী পাচ্ছে। তাদের অবস্থা কি শুনুন। তারা আজকে ঘর বিক্রি করে দিচ্ছে। তাদের মধ্যে

টি, বি, সবচেয়ে বেশী, কোন এমপ্লয়মেন্টের কোন বন্দোবস্ত নেই এবং ইণ্ডাষ্ট্রির জন্য যে টাকা দেওয়া হয়েছিল তাতে যেখানে ৮ হাজার লোককে এমপ্লয়মেন্ট দেবার কথা ছিল সেখানে মাত্র ২ হাজার লোককে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সবদিক থেকে আজকে ক্রাইসিস য়্যাকুট পর্য্যায় এসে গেছে। এই অবস্থায় সমস্ত জিনিষটা রিনিউ না করে, আমাদের ডেকে সিরিয়াসলি কোন আলোচনা না করে আজ আমাদের আবেদন জানান হচ্ছে যে কনট্রাকটিভ সাজেসান দাও? আমরা বরাবরই প্রবলেম সল্‌ভড করার জন্য কনট্রাকটিভ সাজেসান দিয়েছি। আমরা বরাবরই ক্যাটাগোরীয়্যালী বলে এসেছি যে পশ্চিমবাংলায় যে জমি আছে সে জমি উন্নয়ন করলেই ক্যাম্পবাসীদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া যায়। আজ এই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগে যদি বলা হয় যে এই সমস্ত জমিতে ফসল হবে না তাহলে বলব যে আপনারা বর্ত্তমান যুগকে অস্বীকার করছেন। আপনারা সুরাটগড় ফার্ম্মের অল ইণ্ডিয়া প্রোডাকসনের কথা জানেন। রাজস্থানে সেই সুরাটগড় ফার্ম্মে এখন প্রতি একরে ২০ মণ গমের ফলন হচ্ছে। সুতরাং ক্রুশ্চেভ সাহেব যখন এখানে এসেছিলেন তখন অনায়াসে তাঁরা বলতে পারতেন যে আমাদের এই জমিতে ফসল ফলানোর জন্য তোমরা হেলপ কর। এইভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আপনারা যদি জমির উন্নতি করতে পারতেন—তাহলে শুধু বাস্তুহারাদের নয়, পশ্চিমবাংলার ভূমিহীন কৃষকও ভূমি পেতে পারত। কিন্তু সে রকমের কোন পরিকল্পনা এই সরকারের নেই। কোন ডেভেলপমেণ্ট স্কীম কার্য্যকরী করতে এঁরা আগ্রহশীল হন না। সেইভাবে এঁদের হেড়োভাঙ্গা স্কীম, কেলেঘাই স্কীম আমরা দেখেছি। গড়বেতা স্কীমে যেখানে বহু পরিবারকে পাঠাবার কথা ছিল, সেখানে শুনলাম যে মাত্র ১৪৩টি ফ্যামিলি গেছে। কিন্তু মেদিনীপুরের পাশে এই স্কীম যখন হচ্ছে তখন সেখানকার কাছাকাছি যে সমস্ত ক্যাম্প আছে তাদের বাসিন্দাদের সেখানে পাঠান উচিত ছিল। কিন্তু তাদের সেখানে ট্রান্সফার করা হয়নি। অর্থাৎ যেখানে কম কষ্টে রিহ্যাবিলিটেশান হতে পারত সেখানে তা হল না। আবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জমি উন্নয়ন করে এদের অনায়াসে ভালভাবে রিহ্যাবিলিটেশান করা সম্ভব হত। সুতরাং পশ্চিমবাংলা যে স্যাচুরেশান লেবলে এসে হাজির হয়েছে—এসব যুক্তির কোন ভিত্তি নেই এবং এর পেছনে যে পলিটিক্যাল মোটিভ আছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। শেষে আমি একটা কথা বলব যে, বিভিন্ন ক্যাম্প বাস্তুহারাদের যেভাবে অনশনে মারার ব্যবস্থা হয়েছে তার প্রতিবাদ সুরু হয়ে গেছে। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট যদি তোদের কথা পুনর্ব্বিবেচনা না করেন তাহলে আগামী ২৫শে বিক্ষোভ প্রদর্শন হবে এবং আগামী ৩১শে মার্চ্চের পর ক্যাম্প অনশন সুরু হবে এবং এতে যদি কোন ফল না হয় তাহলে পশ্চিমবাংলায় ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হবে এবং একে রোখবার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের নেই।

Mr. Speaker: Honourable members, I would draw your attention to the fact that a cut motion means that the demand be reduced by Rs. 100 and to do so a member intimates that he wants to raise a discussion about a matter and for that purpose only a short statement is necessary. But I find that in Grant No. 50, cut motion No. 12, two pages have been closely printed and practically the whole speech has been given in the name of the cut motion. This should be discouraged. I request you not to do so.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar:

স্যার, এই কাটমোশন সম্পর্কে লোকসভার স্পীকার মিঃ মবলঙ্কর দু-একটা নিয়ম করেছিলেন যে, যেসব মেম্বার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন না তাঁদের কাটমোশনে যদি ২৭০টি

পর্য্যন্ত শব্দ লেখা থাকে তাহলে সেটা প্রেসিডিংস-এ ইনক্লুডেড হবে। তা' ছাড়া, আই মে বি রং শুনেছি যে, কনফারেন্স যেটা হয়েছিল সেখানেও এই প্রিন্সিপল গ্রহণ করা হয়।

Mr. Speaker :

এটায় বোধ হয় এক হাজার শব্দ আছে।

Shri Subodh Banerjee :

স্যার, পয়েণ্ট হচ্ছে যে, সকলেই হয়ত বক্তৃতা করেন না, কিন্তু তা'হলেও এমন কতকগুলি জিনিষ থাকে যেগুলি গভর্ণমেণ্টের অ্যাটেনশনে আনা দরকার এবং সেই জিনিষই হয়েছে। কাট মোশন-এ ঠিক আর সকলে পলিসি দেয়।

Mr. Speaker :

আমি একটা পড়ে শোনাচ্ছি, এখানে লেখা আছে যে, "জেলা শাসকের নির্দ্দেশ সত্ত্বেও নির্ব্বাচন হলনা আর জেলা শাসক নির্ব্বাচন যা'তে হয় তার চাপ দিলেন না—শিব হয়ে রইলেন।"

Shri Nepal Ray :

অন এ পয়েণ্ট অফ প্রিভিলেজ, স্যার, এই হাউসের সামনে ৩ বছর আগে কম্যুনিষ্ট মেম্বার জগৎ বসুর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ এনেছিলাম যে, রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেণ্টে সে কিছু ম্যালপ্রাকটিস করেছে। সেটা প্রিভিলেজ কমিটিতে গেছে আজ প্রায় ৩ বৎসর হোল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কিছু হোল না। আমি জানতে চাই যে সেটা কি আমরা রিটায়ার করলে পর হবে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে আমি সেই চার্জ্জ প্রমাণ করাতে পারব। কাজেই এবিষয়ে আপনার রুলিং চাই—একটা ডেফিনিট তারিখ বলুন।

Mr. Speaker : Honourable members know that the Privilege Committee will be formed soon. The old Committee is *functus officio* and, therefore, the matter will be considered when the new Committee is formed.

Dr. Suresh Chandra Banerjee :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে মাননীয় মন্ত্রী প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের বক্তৃতা শুনলাম। আমি কয়েক বৎসর ধরেই তাঁর বক্তৃতা শুনছি এবং দেখেছি যে তাঁর বক্তৃতায় নূতন কোন কথা নেই, বরং একই কথা তিনি বারবার শোনাচ্ছেন পশ্চিমবাংলায় আর কৃষিযোগ্য জমি নেই। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, পশ্চিমবাংলায় যে আর কৃষিযোগ্য জমি নেই এবং উদ্বাস্তদের পুনর্বসতির জন্য বাংলাদেশের বাইরে পাঠাতে হবে একথা তিনি কখন বুঝতে পালেন? এ পর্য্যন্ত পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তদের জন্য ১৫৭ কোটি টাকা খরচ হয়েছে, অর্থাৎ এই তুলনায় পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তদের জন্য কম খরচ হয়েছে। যা' হোক, সরকারের যদি নিশ্চিত ধারণাই ছিল যে পশ্চিমবাংলায় জমির অভাবে উদ্বাস্তদের পুনর্বাসন সম্ভবপর নয় বা তাদের আয়ের কোন ব্যবস্থাও নেই তা'হলে এই সমস্ত কলোনী কেন প্রতিষ্ঠিত করা হোল বা ঐ ৩।৪।৫ কাঠা জমি, গৃহ ঋণ এবং ব্যবসা ঋণ প্রভৃতি দেওয়া হোল? সরকার কি ভেবেছিলেন যাদেরই ব্যবসা ঋণ দেওয়া হচ্ছে তারা সকলেই ব্যবসা করতে পারবে? সরকারের যদি নিশ্চিত ধারণাই ছিল যে, পশ্চিমবাংয় জমির অভাবে উদ্বাস্তদের কৃষির মাধ্যমে

পুনর্বাসন সম্ভব নয় তা'হলে শিল্পায়নের মাধ্যমেই তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা উচিৎ ছিল ছোট ষ্টেট অর্থাৎ যেখানে জমির অভাব অথচ লোক সংখ্যা বেশী সেখানে যেমন শিল্পায়ন কর হয় আমাদেরও তাই করা উচিৎ ছিল। এই যে ১৫৭ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে তা' য শিল্পায়নের জন্য খরচ করা হোত তাহলে পশ্চিমবাংলায়ই সকল উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন সম্ভবহোত সে কথা আমরা আজ ৬ বৎসর ধরে বলে আসছি। কয়েক বছর আগে গয়েসপুরে গিয়ে যখ দেখলাম যে উদ্বাস্তুরা তাদের বাড়ীঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে তখনই বুঝলাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে নীতি অনুসরন করে চলেছেন তা' ব্যর্থ হয়েছে। সরকারী কলোনীগুলির অবস্থা প্রফুল্লবা ভাল ভাবেই জানেন।

[4—4-10 p.m.]

কোটি কোটি টাকা গৃহ ঋণ এবং ব্যবসা ঋণ দেওয়া হয়েছে। অথচ তারা কিছু কর পারছেনা। প্রফুল্লবাবু বলেছেন তাদের মধ্যে নানারকম রোগ দেখা দিয়েছে, তারা যক্ষ রোগে মরছে। যক্ষা হাসপাতালে তাদের জন্য ২ হাজার বেড সংরক্ষিত আছে, তাতে সং লান হচ্ছে না। প্রফুল্লবাবু তাদের জন্য কি ব্যবস্থা করতে চান। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২ হাজার ক্যাম্প উদ্বাস্ত পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন। ২৫ হাজার ক্যাম্প উদ্বা পরিবারকে পশ্চিমবাংলার বাইরে নেওয়া হবে। সরকার উদ্বাস্তুদের নির্দ্দিষ্ট পুনর্বাসন নী অনুসারে বসিয়েছেন, তারা বসেছে, তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য সরকার কি ব্যব করেছেন এ কথার উত্তর যদি প্রফুল্লবাবু দয়া করে দেন তাহলে খুশী হব। ৩।৪ বছর আ ডাঃ রায়ের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন এদের জন্য সুতার ক করা হবে। খোসবাস মহল, তাহেরপুর, গয়েসপুর এবং হাবড়ায় এদের জন্য ৪টি সুতার ক করা হবে। এগুলো হলে পর আরও করা হবে। এই নীতি অনুসারে একটা সুতার কলে বাড়ী-ঘরের নির্মাণ গয়েসপুরের কাছে কাটাগঞ্জে আরম্ভও করা হয়েছিল। রিলিফ কমিশনা আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে শীঘ্রই মিলের কাজ আরম্ভ হবে। আমরা আশা কর ছিলাম যে গয়েসপুরের লোকেরা কাজ পাবে। আমার কাছে সে চিঠি আছে। কিছুদি পরে দেখা গেল যে কাজ শ্লথ হয়ে আসছে। এখন শুনছি যে মিল হবে না। কোন নী অনুসারে সরকার সেই মিল করতে আরম্ভ করলেন—কোন নীতি অনুসারেই বা সেই মিল ব করে দিলেন? শুধু গয়েসপুরে নয়, তাহেরপুরেও মাননীয়া মন্ত্রী পুরবী মুখার্জ্জি গিয়ে ভি প্রস্তর স্থাপন করে এসেছিলেন—বাস, ঐ পর্য্যন্তই, তারপর আর কিছু হোল না। প্রফুল্লবা বলেছেন যে কয়েকটি মিলকে লক্ষ লক্ষ টাকা অগ্রীম দেওয়া হয়েছে, তাদের সঙ্গে এই ক ছিল, যে তারা ৮ হাজার রিফিউজী নেবে, তার মধ্যে মাত্র ২ হাজার নিয়েছে। তারপর রি রিলিটেশন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কর্পোরেশন স্থাপন করা হল, কর্পোরেশন এনাগাদ ২৭ লক্ষ টা বিভিন্ন কলকারখানাকে দিয়েছেন, কিন্তু কত অগ্রীমউদ্বাস্তুর পুনর্বাসন হয়েছে সে কথা আম প্রফুল্লবাবুর কাছ থেকে জানতে চাই। সবচেয়ে বেশী সংখ্যক উদ্বাস্তু বাস করে সরকা কলোনীতে। সরকারী কলোনীতে যারা বাস করে তারা কিভাবে বেঁচে থাকবে? আম দের কাছে কন্‌ষ্ট্রাকটিভ প্রোগ্রাম চেয়েছেন—আমি গঠনমূলক কর্ম্মী, চিরকাল কন্‌ষ্ট্রাকটি প্রোগ্রামের কথা বলে এসেছি, আজও বলছি বলছি যে এদের যদি বাঁচিয়ে রাখতে চান তাহ এদের জন্য শিল্প স্থাপন করতে হবে, সুতা কল করতে হবে। অন্য ধরণের মিল কর হবে। এখনও সময় আছে। সরকার যদি আগে থেকে প্রোগ্রাম ঠিক করে কাজ করতে অনর্থক ১৫৭ কোটি টাকা খরচ না করে যদি নির্দ্দিষ্ট গঠনমূলক সায়েণ্টিফিক প্রোগ্রাম অ

সাবে খরচ করতেন এবং দৃঢচিত্তে তা না অনুসরণ করতেন তাহলে এতদিনে উদ্বাস্তু পুর্নর্বাসন সম্ভব হত এবং পশ্চিমবাংলার বাইরে তাদের পাঠাতে হত না। পশ্চিম জার্মানী কি করেছে, ইসরায়েল কি করেছে। এসব ছোট ছোট রাষ্ট্র কিভাবে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে তা যদি সরকার বিচার করে দেখতেন পশ্চিমবাংলার ভেতরে কি করে ৩২ লক্ষ লোককে রাখা যায় এই সব যদি সায়েন্টিফিক্যালি ভাবতেন তাহলে পথ পেতেন, কিন্তু তা সরকার করেননি। সরকার টাকা পেয়েছেন, খরচ করেছেন—১৫৭ কোটি টাকা খরচ করেছেন, এ ব্যাপারে আরো কোটি কোটি টাকা খরচ করবেন কিন্তু কোন ফলই হবেনা। সরকারের কোন নির্দ্দিষ্ট পুনর্বাসন নীতি নেই। উদ্বাস্তুরা যাতে করে বেঁচে থাকতে পারে এমন কোনও পরিকল্পনা সরকারের নেই। আজও সময় আছে। আমি আগে অনেকবার বলেছি, এখনও বলছি যে—শিল্পায়নের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে সরকার যদি অগ্রসর হন তাহলে তার দ্বারা বহু কলোনীর উদ্বাস্তুরা বাঁচবে, সমস্ত উদ্বাস্তুরাই তাতে বাঁচবে এবং দণ্ডকারণ্যে তারা যাবে কি যাবেনা বলতে পারিনা তবে তার দ্বারা পশ্চিমবাংলার ভেতরেই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্ভবপর হবে। প্রফুল্লবাবু নিজেই বলেছেন, কলোনীর উদ্বাস্তুরা বড়ই দুস্থ। দুস্থতো সত্যই কারণ তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হয়নি। যারা দুস্থ তাদের সাহায্যের ব্যবস্থা বজায় রাখতেই হবে। অথচ সরকার এবার বাজেটে রিলিফের টাকার পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছেন। ১৯৫৯-৬০ সালে রিলিফের জন্য বরাদ্দ ছিল ৪ কোটি ৬ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা এ বৎসর তা কমিয়ে করা হয়েছে ৩ কোটি ২৬ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা। অর্থাৎ এ বৎসর গত বৎসরের তুলনায় ৭৯ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা কম বরাদ্দ করা হয়েছে। উদ্বাস্তুদের দুঃখের অন্ত নেই। তারা দুঃখের চরম সীমায় এসে পৌঁছে—এমত অবস্থায় সাহায্যের পরিমাণ কমানো নির্মম নির্দয়তা।

আমার সময় কম। এবার আমি কনট্রাক্ট ডিভিশনের কথা কিছু বলবো। খুব বড় বড় পরিকল্পনা সরকার কলোনীসমূহের জন্য করেছিলেন। কলোনীর ভেতরে বড় বড় পাকা রাস্তা হবে, নর্দমা হবে, পুকুর হবে আরও অনেক কিছু হবে এবং সেজন্য কনট্রাক্ট ডিভিশনের খাতে বহু টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এ খাতে এ বৎসর ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এ টাকার অঙ্ক গত বৎসর এখাতে যত খরচ করা হয়েছে তার চাইতে ১৪ হাজার টাকা বেশী। কনট্রাক্ট ডিভিশনের অপকর্ম সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী নিকট অনেক পত্র দিয়েছি। কনট্রাক্ট ডিভিশন অনেক পাকা রাস্তা তৈরী করেছেন বটে, কিন্তু এসব রাস্তা এত খারাপ ভাবে তৈরী করা হয়েছে যে দু'তিন বৎসর যেতে না যেতেই রাস্তার উপর থেকে পিচ উঠে গেয়েছে এবং রাস্তার মধ্যে মধ্যে গর্ত্ত দেখা দিয়েছে। এ ভাবে চললে অদুর ভবিষ্যতে এসব রাস্তা আর পাকা থাকবে না। কনট্রাক্ট ডিভিশন কলোনীসমূহের ভেতরে অনেক নর্দমা তৈরী করেছেন। কিন্তু নর্দমাসমূহ এমন খারাপ ভাবে তৈরী হয়েছে যে এসব নর্দমা দিয়ে বর্ষার জল নিস্কাষিত না হয়ে জমে ওঠে এবং রাস্তার দুপাশের বাড়ীসমূহ ভাসিয়ে নেয়। কনট্রাক্ট ডিভিশন বড় বড় পুকুর কেটেছেন। কিন্তু এবার পুকুর কাটা কখনও শেষ হয় না। পুকুর থেকে তোলা মাটি পুকুরের পারে এ ভাবে রাখা হয় যে বর্ষার সময় যে মাটি আবার পুকুরে গিয়ে পরে। ফলে পুকুরসমূহ আবার ভর্ত্তি হয়ে যায়। সে মাটি আবার কেটে ফেলতে হয়। কনট্রাক্ট ডিভিশনের অপকর্মের চুরান্ত দৃষ্টান্ত নিচুতলা কলোনী। এ কলোনীটি কল্যাণী কল্যাণী ষ্টেশন থেকে তিন মাইল দুরে। অতি নিচু জমিতে এ কলোণীটি স্থাপিত হয়। ১৯৫৬ এর বন্যায় এ কলোনীটি ভীষণ ভাবে ভেসে যায়। বন্যার পর সরকার এ কলোনীর

জমি উঁচু করবার জন্য দুটি বড় পুকুর কাটার ব্যবস্থা করেন। এ উদ্দেশে বহু টাকা বরাদ্দ করা হয়। বৎসর পর বৎসর ধরে এ পুকুর কাটা চলছে। কলোনীর জমি বিশেষ উন্নত হচ্ছেনা। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে। পুকুর থেকে কেটে তোলা মাটি বর্ষার সময় আবার পুকুর ভর্ত্তি করে।

4-10—4-20 p.m.

এ বিষয়ে আমি অনেকবাব সরকারকে চিঠি লিখেছি, প্রফুল্লবাবুকে যে যে দেখতে বলেছি কিন্তু কিছুই করা হয়নি। একটা এনকুয়েরী কমিটি করা খুবই দরকার।

আর একটা কথা বলেই আমি শেষ করবো কারণ সময়ও হয়েগেছে। কথাটা হল এই এডুকেশন গ্র্যাণ্ট ইন এইড কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে হয়েছে কি? আগে ছেলেরা বাৎসরিক পরীক্ষায় শতকরা ৩৩ নম্বর পেলেই গ্র্যাণ্ট পেত কিন্তু এখন নূতন নিয়ম হয়েছে যে প্রতি বিষয়ে শতকরা ৪৫নম্বর পাওয়া চাই তাহলে গ্র্যাণ্ট পাবে নইলে নয়। এই নিয়ম করাতে বহু ছেলের পড়াশুনা বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। তারা এসে আমাদের কাছে কান্নাকাটি করে স্পীকার মহোদয়, আপনি জানেন উদ্বাস্তু ছেলেদের অবস্থা ভাল নয় অথচ তাদের পড়া বিশেষ দরকার। যদি স্কুল ফাইনালটা পাশ করতে পারে তাহলে কোন রকমে একটা চাকরি বাকরি করে খাবে। এদের কোন রকম অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে পড়ার জন্য যে টাকা পেত সেই টাকা কমিয়ে দেওয়া হযেছে। বুক গ্র্যাণ্ট কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

আর একটা কথা বলি। সেটা হল সরকাব ট্রেনিং কাম ওয়ার্ক সেণ্টারের এ পরিকল্পনা অনুসারে সুন্দর সুন্দর দালান করাচ্ছেন, দেখতে খুব ভাল। বহু ছেলে মাসে ২৫ টাকা করে বৃত্তি পাচ্ছে। কিন্তু কিছুই শিখে না, ৬ মাস এক বছর ধবে শিখে স্বাধীনভাবে কোন কাজ করতে পারেনা। সরকার বেকারী দুব করবার জন্য যে স্কীম করলেন তা ব্যর্থ হয়ে গেল। বাস্তব তথ্য আমি জানি স্বচক্ষে দেখেছি। সেজন্য বলি অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুণ, তা না হলে উদ্বাস্তুরা মরে ভূত হয়ে যাবে।

Shri Hemanta Kumar Basu :

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, উদ্বাস্তু সমস্যা আজকে প্রায় ১২ বছব ধবে আমাদের সামনে রয়েছে। আমরা এই অ্যাসেম্বলীতে এবং অ্যাসেম্বলীর বাইরে বারবার বলে আসছি যে একটা সুষ্ঠু পুনর্বাসনের কার্য্যক্রম তাঁরা গ্রহণ করুন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত কোন সুষ্ঠু কার্য্যক্রম দেখতে পেলাম না, দেখতে পাচ্ছি না। উদ্বাস্তুদের কখনো পশ্চিমবঙ্গে, কখনো বিহারে, কখনো ইউ-পিতে, কখনো উড়িষ্যাতে, শেষকালে দণ্ডকারণ্যে পাঠান হচ্ছে। দণ্ডকারণ্যের যে বিবরণ আমাদের সামনে আছে, খান্না সাহেবের সঙ্গে ফ্লেচার সাহেবের যে মতবিরোধ ঘটেছে দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন নিয়ে সেই সমস্তও আমাদের সামনে এসেছে তাতে আমরা দেখছি যে বাংলাদেশে তাদের স্থান হল না এবং দণ্ডকারণ্যে যে কিভাবে তাদের পুনর্বাসন হবে সেকথাও আমরা ভেবে ঠিক করতে পাচ্ছি না। যেন বাংলা গভর্ণমেণ্ট চায়, কোন ভাবে উদ্বাস্তুদের দণ্ডকাবণ্যে পাঠিয়ে দিতে, ভারত গভর্ণমেণ্টও তার কোন সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারছে না। এই নিয়ে একটা মতবিরোধ হয়েছে—কেউই দায়িত্ব নিতে চান না, ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধান হচ্ছে না।

আজ আমি যেখানেই যাই—বাংলাদেশের সর্ব্বত্র হাহাকার। কলোনী ও ক্যাম্পের মধ্যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন উদ্বাস্তুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কাউকে জোর করে দণ্ডকারণ্যে পাঠান হবে না। তারপর দেখা যাচ্ছে, এখন বলা হচ্ছে পশ্চিমবাংলায় জমির অভাব, সুতরাং তাদের বাইরে যেতে হবে। পূর্ব্বে বলা হল ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠান হবে না, অথচ দেখা যাচ্ছে সমস্ত ক্যাম্পে ক্যাম্পে ডোল বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে; তার মানে হচ্ছে—তোমাকে জোর করে সাইরে পাঠাবো, আর তা নাহলে তোমাব ডোল বন্ধ হয়ে যাবে। পূর্ব্বে ডাঃ রায় বলেছিলেন বাইরে কাউকে পাঠান হবে না, কিন্তু এখন দেখছি—জোব করে তাদের এখান থেকে নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে। এই রকম একটা ব্যবস্থা কেউ কখনও মেনে নিতে পারে না। আমরা দেখেছি তাঁরা যে ব্যবস্থা করেছেন উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পাঠাবার জন্য, তাতে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ক্যাম্প অধিবাসীদের মধ্যে মাত্র কয়েক হাজার পরিবারকে সেখানে পাঠাতে পেরেছেন, তার চেয়ে বেশী ব্যবস্থা করতে পারেননি। যারা যেতে চাইবে না, তাদের ছয় মাসের একটা ডোলের ব্যবস্থা করে দিয়েই যেন তাঁদের কর্ত্তব্য উদ্বাস্তু সম্পর্কে শেষ করতে চান। বলা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে স্থান নেই, তাদের জীবিকাব ব্যবস্থা এখানে করা সম্ভব নয়। অতএব ছয় মাসের ডোল দিয়ে তাদের ক্যাম্প থেকে তাড়াবাব ব্যবস্থা কবেছেন। এটা কি রকম সরকারের নীতি হল, অর্থাৎ কোন নীতি অনুসরণ কবে তাঁরা কাজ করতে চান, তা আমরা বুঝতে পারছি না। এটা অত্যন্ত অদ্ভুত এবং অযৌক্তিক। এই বকম নীতির দ্বারা উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধান করা কখনই সম্ভব নয়। তারপর দেখা যাচ্ছে স্ক্রীনিং কবা হয়েছে, তার ফলে অনেক লোকের ডোল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হয়ত কোন লোকেব চিকিৎসার জন্য, তাকে কিছুদিনের জন্য বাইরে যেতে হয়েছে, বা তাকে চাকরী করতে হচ্ছে বাইরে এসে তাব পরিবারকে ক্যাম্পে রেখে, তাদের ডোল বন্ধ হয়ে যাবে। এই রকমভাবে বহু দুস্থ পবিবারের ডোল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

তারপর জবরদখল কলোনী সম্বন্ধে আমাব বক্তব্য হচ্ছে—সেখানে যারা বাস করছে, তাদের অর্পণপত্র দেওয়া হয়েছে ঠিকই। কিন্তু সবকাব যে আইন পাশ করেছিলেন তাদের কমপেনসেশন দেওয়া সম্পর্কে, সেই আইন পাশ কববাব সময় ডাঃ বায় বলেছিলেন—তাদেব আর বেশী কমপেনসেশন দিতে হবে না, কমপেনসেশন খুব সামান্যই দিতে হবে। কিন্তু এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেই কমপেনসেশনের বহব। এইভাবে কমপেনসেশন দিতে দিতে পুনর্ব্বাসনের কোন অর্থ থাকবে না, সমস্ত অর্থ ব্যয় হয়ে যাবে। কাজেই জবরদখল কলোনীগুলি রিকুইজিশান করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের জমির কমপেনসেশনের হার যদি বেশী করা হয় তাহলে কিভাবে তাদের পুনর্বাসন করা হল একথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। কাজেই এ বিষয়টির প্রতি আমি সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তারপর নন-ক্যাম্প রিফ্যুজিদের মধ্যে যারা টি, বি, বা যক্ষা রোগী তাদের সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে শোনা যাচ্ছে এবং একটা সার্কুলার দেওয়া হয়েছে যে, যারা অ্যাডাল্ট তারা ২০ টাকা করে টি, বি, গ্র্যাণ্ট পাবে আর মহিলাদের ১৫ টাকা করে দেওয়া হবে। টি, বি গ্র্যাণ্ট যক্ষা রোগীদের যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে তাদের দিন কি করে চলবে। আমি মনে করি এটা খুব অন্যায় হচ্ছে—নন-ক্যাম্প রিফ্যুজিদের টি, বি, গ্র্যাণ্ট বন্ধ করে দেওয়া। এইভাবে তাদের সাহায্য বন্ধ করে দেওয়ায় একটা অমানুষিক পরিচয় দেওয়া হচ্ছে, সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই।

করেছিল, আজকে তারা সর্বস্বান্ত হয়েছে। ইতিপূর্বে সমালোচনার পরে প্রায়ই কতকগুলি ব্যাপার আমরা দেখেছি কয়েক মাস ধরে সাইক্লোস্টাইল এ হিসেবপত্র আমাদের কাছে পাঠাচ্ছেন। এই মাত্র একটা দিয়ে গেল। গতকাল একটা পেয়েছি, আমাদের অভিযোগ—শ্রীখান্না সে সমস্ত হিসেবপত্রের বিস্তৃত বিবরণ এখন দিতে চাই না। রিহ্যাবিলিটেশন খাতে যখন নন-অফিসিয়াল বক্তৃতার সময় হবে, বিস্তৃত তথ্য তখন পরিবেশন করবো।

কিন্তু আজকে আমার অভিযোগ যে, শ্রীখান্না মিথ্যা, বিকৃত এবং অতিরঞ্জিত তথ্যের দ্বারা এই পরিষদের সদস্যদের সমর্থন পাবার চেষ্টায় অবতীর্ণ হয়েছেন। পার্লামেণ্টারী শিষ্টাচারে যদি না বাঁচতো তাহলে আমি তাঁকে এই অভিযোগ করতাম যে তিনি মিথ্যাবাদী কিন্তু পার্লামেণ্টারী শিষ্টাচারে বাঁধে বলেই তাকে আমি মিথ্যাবাদী বলতে পারি না, আমি তাই অভিযোগ করছি নিজেকে মন্ত্রীর গদীতে রাখবার জন্য মরিয়া হয়ে তিনি তার চেষ্টায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং সমর্থন ক্রয় করার চেষ্টা করছেন

in his attempt to keep himself on the ministerial saddle he has started buying support.

স্যার, আমি এই অভিযোগ করেছিলাম তাঁর বিরুদ্ধে যে, শুধু তিনি পুনর্বাসনকে রাজনৈতিক স্তরে নামিয়েছেন তা নয়, দলীয় রাজনৈতিক স্তরে নামিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সংকীর্ণ চক্রান্তে ঢুকেছেন যার ফলে এই সর্ব্বনাশ দেখা দিয়েছে। তাই আজ আত্মরক্ষার চেষ্টায় একদিকে রাজ্য পুনর্বাসন মন্ত্রী প্রফুল্লবাবু, অন্যদিকে কংগ্রেস ভবনে শ্রীঅতুল্য ঘোষকে নানাভাবে, নানা প্রকারে অর্থ সাহায্য করে তাদের হাতে রাখবার চেষ্টা করছেন। শুধু তাই নয় তাঁর দু'মুখো চরিত্র দু'মুখো সাপের মত। এইসব কথা পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বলেছেন, লোকসভার সদস্যদের কাছে বলে বেড়িয়েছেন যে তিনি অর্থ সাহায্য করে অতুল্যবাবুকে কিনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। এবং সেণ্ট্রাল হলে পার্লামেণ্টে তিনি প্রফুল্ল বাবুর বিরুদ্ধে জঘন্য ব্যক্তিগত অপবাদ রটিয়ে বেড়াচ্ছেন। শ্রীখান্না বলে বেড়াচ্ছেন, তাঁর হাতে এমন সমস্ত ডকুমেণ্ট আছে যে তাঁকে যদি যেতে হয় তাহলে প্রফুল্লবাবুকেও তিনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন। এই ভাবে ব্ল্যাকমেল করেছেন তিনি। কংগ্রেস সদস্যদের কাছে আমার আবেদন, পার্লামেণ্টে ছাড়াও সবগুলি সংবাদ পত্রে যে জনমত প্রতিফলিত হয়েছে তাতে এই অভিযোগ যদি সত্যি নাও হয় তাহলেও শুধু জনমত সম্মানের জন্যও করা উচিত। এবং আমাদের চেয়ে তাদের দায়িত্ব, তাদের কর্ত্তব্য অনেক বেশী কারণ তারা সংখ্যা গরিষ্ঠ। কাজেই আমাদের দাবী হচ্ছে লোকসভা যেমন দণ্ডকারণ্যের উপর একটা পার্লামেণ্টারী তদন্ত কমিটি করতে চাচ্ছে তেমনি এখানেও আমরা তা করতে চাই। এই হল এক নম্বর, দুই নম্বর হচ্ছে ১৯৬০—৬১ সাল পর্য্যন্ত পুনর্বাসন দপ্তরে পুরানো এবং বর্ত্তমানে কি পরিমাণ বকেয়া আছে তা অ্যাসেস্ করা হোক, পূর্ব্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে কি ধরণের বৈষম্য করা হয়েছে তা বিচার করার জন্য। তিন নম্বর হচ্ছে, দণ্ডকারণ্যে কেন্দ্রীয় দপ্তরের কার্য্যকলাপের কথা যা সংবাদ পত্রে বেরিয়েছে তা সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য একটা ইনভেষ্টিগেটিং কমিটি করা হোক। সেই ইনভেষ্টিগেটিং কমিটিতে যদি সম্ভব হয় তাহলে সমস্ত দলের সদস্য নিয়ে কমিটি গঠন করা হোক, তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে শুধু কংগ্রেসের সদস্যরাই থাক আমরা তাতে আপত্তি করবো না, আর তাও যদি না হয় তাহলে বাংলাদেশে যারা সর্ব্ব জনমান্য নেতা আছেন তাদের নিয়ে সেই কমিটি করা হোক, এই দাবী আমি কংগ্রেস সদস্যদের কাছে করছি। দ্বিতীয়তঃ স্যার, আমাদের এখানে স্পেশাল অফিসার অ্যাপয়েণ্টেড্ হচ্ছে। যে সময় রিট্রেঞ্চমেণ্ট

হচ্ছে সেইসময় শ্রীপ্রফুল্ল সেন এবং রিহ্যাবিলিটেশন কমিশনার, শম্ভু ব্যানার্জী, এই দপ্তরে কতকগুলি সুপারয়্যানুয়েটেড লোককে রি-এমপ্লয় করছেন। (১) ডি, এল, সেন অ্যাসিসট্যাণ্ট সেক্রেটারী, রিলিফ অ্যাণ্ড রিহ্যাবিলিটেশন, (২) এস, মজুমদার ডেপুটি সেক্রেটারী; (৩) মেজর বুন্ম স্পেশাল অফিসার, ডিসপারসালের কোন কাজ নেই, খালি টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে সিগারেট খান আর ঘুমান ; (৪) নির্মল দাশগুপ্ত, ডেপুটি কণ্ট্রোলার এমপ্লয়মেণ্ট।

[4-30—4-40 p.m.]

এই নির্মল দাশগুপ্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—মন্ত্রীমহাশয় জবাব দিন—এণ্টি-করাপশন ডিপার্টমেণ্ট থেকে রেকমেণ্ড করা হয়েছিল কিনা তার সাসপেনশনের জন্য এবং তার বিরুদ্ধে ডিপার্টমেণ্টাল প্রসিডিংস করার জন্য রেকমেণ্ডেশন এসেছিল কিনা ? কিন্তু তাঁকে এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছে। এইভাবে যদি এক্সটেনশন দিতে হয় তা'হলে ক্যাবিনেট স্যাংকশন দরকার হয়। ক্যাবিনেট মেমোর‍্যাণ্ডামে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় ডিউলি অ্যাপ্রুভড এ্যাণ্ড পাসড বলে লিখে দেবার পরই এক্সটেনশন হয়ে থাকে। তারপর শ্রীপ্রাণেশ চক্রবর্ত্তী ডেপুটি কণ্ট্রোলার ২৪-পরগণা—স্যার, ১৯৫০।৫১ সালে যখন ২০ হাজার রিফিউজী পরিবার এসেছিল তখন একজন ডেপুটী সেক্রেটারী, ২জন এ্যাসিসট্যাণ্ট সেক্রেটারী, একজন ডাইরেক্টর অফ ডিসপারসাল এণ্ড ট্র্যান্সপোর্ট ছিল, আজকে সেই জায়গায় দপ্তর তুলে দেবার পর ৩জন ডেপুটী সেক্রেটারী, ৩জন এ্যাসিসট্যাণ্ট সেক্রেটারী, ২জন সি, ডি, টি,। আজকে, স্যার, এভাবে সুপারয়্যানুয়েটেড লোকদের এক্সটেনশন দেওয়া হচ্ছে। তারপর চীফ এঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন বোর্ড, যে এনকোয়ারী করেছিলেন সেই এনকোয়ারী কেন চেপে রেখেদিয়ে এক্সপেডাইট করা হচ্ছে না। যদি এই বিভাগে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়, যদি এর মরাল টোন উন্নত করতে হয়— এখানে আমি বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের সংগে প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই বিভাগে সেই পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে কিনা। কোন অফিসার যদি জঘন্য অপরাধে অভিযুক্ত হয়, কোন অফিসার যদি অ্যাকুজড অফ মরাল টার্পিচুড হয় তাহলে সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুলস অনুসারে তাঁকে সাসপেণ্ড করার কথা---কিন্তু একজন অফিসার, শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ ১১ই জুন তারিখে অ্যারেষ্টেড হয়েছে, এখন তার বিরুদ্ধে কেসচলছে—এসব কথা আজকে সকলেই জানেন। আমি এখানে দেখাব তাঁরা কি করে ইণ্টারভেন করেন—তাঁকে ১১ই জুন তারিখেই সাসপেণ্ড করার কথা ছিল, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় পর্য্যন্ত রাজী ছিলেন, চীফ সেক্রেটারীও রাজী ছিলেন, আমি প্রফুল্লবাবুকে জিজ্ঞাসা করছি তিনি তাতে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কিনা—যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত ১৯শে তারিখে তাঁকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। আমার তৃতীয় প্রশ্ন, একথা সত্য কিনা যে, আমাদের ভুতপুর্ব স্পীকার এবং বিশিষ্ট কংগ্রেস সদস্য শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জী মহাশয় একজন মন্ত্রীকে সংগে নিয়ে—আমি তাঁর নাম করব না, তা'হলে হয়তো তিনি কেঁদে ফেলবেন—চীফ সেক্রেটারীর উপর প্রেশার দিয়েছিলেন কিনা সাসপেনশন অর্ডার প্রত্যাহার করবার জন্য ? আমার আরেকটা প্রশ্ন হোল, ডাঃ পঞ্চানন ঘোষালকে—যিনি এখন এ্যাণ্টি-করাপশন ডিপার্টমেণ্টের চার্জে আছেন তাঁকে শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জী তার গ্রেপ্তারের পর রিলিজ করে দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন কিনা—যখন তিনি তাতে রাজী হননা তখন তাঁকে শঙ্করদাসবাবু ধমকে দিয়ে বলেছিলেন কিনা, আমি তাহলে ডাঃ রায়কেই বলব। তারপর তিনি অ্যারেষ্টেড হবার পর ট্রাইং ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে যখন ওকে উপস্থিত করা হয় তখন পুলিশ আপত্তি করেছিল চিত্তরঞ্জন দাসকে বেইল দিতে—আমি এখানে প্রফুল্লবাবুকে

জিজ্ঞাসা করতে চাই, তিনি ট্রাই: ম্যাজিষ্ট্রেটকে টেলিফোন করেছিলেন কিনা যাতে বেল দেওয়া হয়—আমি শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই—যে লোক নাকি নারীধর্ষনের মত জঘন্য অভিযোগে অভিযুক্ত সেই চিত্তরঞ্জন দাসকে নিয়ে যাবার জন্য প্রফুল্লবাবুর গাড়ী দেওয়া হয়েছিল কিনা—

Shri Jagannath Kolay :

On a point of order, Sir. The Honourable member cannot discuss this matter as the case is sub-judice.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty :

আমি প্রয়োজন হলে এখানে ফটো দাখিল করব।

Mr. Speaker : You cannot say anything about the merit of the case.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : Sir, I have not said anything about the merit of the case.

Shri Sudhir Chandra Ray Choudhuri : Sir I want to speak on the point of order raised by Mr. Kolay. Mr. Chakravorty was never discussing the merit of the case. He was simply criticizing the conduct of the Minister who took advantage of his official position and was trying to influence the officers and the Magistrate. That has got nothing to do with the merit of the case.

Mr. Speaker : But he referred to the facts"

নারী-ধর্ষণ করেছেন !

Shri Sudhir Chandra Ray Choudhuri : But that is not referring to the merit of the case. Sir, you are a reputed criminal lawyer and I am surprised to hear that reference to a charge means discussing the merit of the case.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen :

কিন্তু যতীনবাবু যা বলছেন সেটাতো এখনো কোর্টের বিচারাধীন—

Shri Sudhir Chandra Ray Chaudhury :

যতীনবাবু যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন, কিন্তু মেরিট অফদি কেস সম্পর্কে কিছু বলেননি তিনি।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty :

এখানে ফ্যাক্ট হচ্ছে তিনি সেই অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন—এবং তাঁর বিরুদ্ধে এমন জঘন্য অভিযোগ আনা সত্বেও মন্ত্রীমহাশয় কোর্টে যাতায়াত করার জন্য তাকে গাড়ী দিয়েছেন। আর শঙ্করদাস ব্যানার্জী মহাশয় নানাকাজে ব্যস্ত থাকা সত্বেও চিত্তদাসের মুক্তি বিধানের ব্যবস্থা করে শান্তিলাভের চেষ্টা করেছেন—অবশ্য মানসিক শান্তি।

আমি এবার অন্য প্রসংগে যাচ্ছি—তবে মূল ঘটনা এক, যে খান্না তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে বেড়ায়, তার সম্পর্কে নানাকথা বলে বেড়ায়, সেই খান্নাকেই তিনি অ্যাপ্রোচ করেছিলেন কিনা চিত্তদাসকে—যে ৬ মাস তাঁকে সাসপেণ্ড করে রেখে দেওয়া হয়েছে সেই সময়টা কভার করার জন্য আরো ৬ মাস তাঁকে এক্সটেনশন দেওয়ার জন্য' কারণ তিনি টেম্পোরারী ম্যান,

পাবলিক সার্ভিস কমিশনএর মাধ্যমে তিনি আসেননি। আজকে যেখানে হাজার হাজার মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ঘরের নির্মমভাবে রিট্রেঞ্চ করা হচ্ছে যার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন হচ্ছে এবং খবরের কাগজগুলির পক্ষ থেকে নিন্দা করা হচ্ছে, সেই অবস্থায় একজন লোকের এক্সটেনশনের জন্য তিনি এভাবে চেষ্টা করেছেন—তাঁর জায়গায় একজন জোনাল অফিসার অ্যাপয়েন্টেড হয়েছেন, তাঁকেও পুরো মাইনে দিতে হচ্ছে, আবার সাসপেনশন অ্যালাউন্স হিসাবে চিত্তদাসকে ৪২০ টাকা দেওয়া হচ্ছে। আমি যেসমস্ত প্রশ্ন তুলেছি সেগুলি জবাব দেওয়ার জন্য মন্ত্রী-মহাশয়কে আবার জানাচ্ছি—এবং আমার ছাঁটাই প্রস্তাবের উপর আমি ইনসিষ্ট করছি।

Shri Benoy Kishna Chaudnury :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি যে কয়েকটা বিষয় সম্পর্কে বলব আশা করি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী-মহাশয় সেগুলি শুনবেন। সামান্য কতগুলি জিনিষ ইমাজিনেশানের অভাবে, কিভাবে কোথায় করলে পর কি পরিণাম হতে পারে সে সম্পর্কে ভেবে না দেখার ফল কি গুরুতর হতে পারে তার দু'একটা উদাহরণ আমি দেব। প্রথমতঃ, যেসমস্ত রিফিউজী ক্যাম্প করা হয়, ক্যাম্প লোকেশনের আশেপাশে যদি দেখা যায় বেশী সংখ্যায় মুসলিম রয়েছে সেই জায়গায় ক্যাম্প করা উচিত নয়, অথচ এই জিনিষই হচ্ছে। এর ফলে নানারকম ঘটনা ঘটেছে, এবং শুধু যে সম্প্রতি ঘটছে তা নয়, গত ৪ বৎসর ধরে এই ধরণের বহু ঘটনা ঘটেছে। এই ব্যাপারে শ্রীঅশোক মিত্র মহাশয় যখন বর্দ্ধমান জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে আমার এক-বার আলোচনা হয়েছিল। পুর্ব্ববাংলার রিফিউজীদের এমন জায়গায় বসান উচিত নয় যেখানে নাকি গোলমালেব স্থষ্টি হতে পারে। যেমন, মুসলমান অধ্যুষিত মেমারী এলাকায় এই ঘটনা হয়েছে—হয়তো কোথাও ছাগলে ক্ষেতের ফসল খেয়ে ফেললো, তাই নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে নানারকম অবাঞ্ছনীয় অবস্থার স্থষ্টি হয়। এটা এমন কোন বড় কথা নয়, পলিসির ব্যাপারও নয়, শুধু ইমাজিনেশানের উপব নির্ভর করে কোথায় কিভাবে করা দরকার।

[4-40—4-50 p.m.]

এইসব শুধু একটা ইমাজিনেশানের ব্যাপার এবং এইসব দিকে দীর্ঘসূত্রতা না হয় সেজন্য এদিকে একটু বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। তাবপর অনাথা মেয়েদের জন্য আপনারা যেখানে ক্যাম্প করবেন তার লোকেশানটা একটু ভাল করে বিবেচনা করবেন। আসানসোলে বগলা বলে একটা জায়গায় যেখানে ক্যাম্প কবেছেন তার পাশে জে, কে, নগর য়্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরী এবং ৩ দিকে ৩টা কোলিয়ারী আছে। দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন যে কোন লোক জানেন যে কোলিয়ারীর অবস্থা কেমন হয় এবং সেখানে অনাথা মেয়েদেব রাখা ঠিক নয। সেখানে কোন ফেনসিং ওয়াল নেট—এমন কি তারের বেড়া পর্য্যন্ত নেই। এটা মিলিটারী আমলের একটা ষ্ট্রাকচার। সেখানেই তাঁবুতে তাঁরা বাস করছেন এবং তার চারিদিকে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এলাকা। ঠিক এইরকম ভাবে বিজয়নগর কলোনী বলে আছে—যার চারিদিকে তাড়ির আড্ডা আছে। এই রকম ধরণের এলাকায় ক্রিমিন্যালদের আড্ডা সাধারণতঃ হয়। কিন্তু এইসব জেনেও মেয়েদের সেখানে রাখা হয়েছে। এই সামান্য জিনিষ থেকেই সরকারের ব্যয়হীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। গোপালপুরে কি ঘটনা হয়েছে শুনুন। একটা ডেসপারেট সিচুয়েশান না হলে মানুষ হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করে না। আপনারা যদি মনে করে থাকেন যে অনশনকারীদের অবস্থা খারাপ এবং তাদের যদি হসপিটালাইজেশানের প্রয়োজন হয়, তাহলে তা নেবারও একটা পদ্ধতি আছে এবং তার সম্পর্কে খানিকটা ধৈর্য্যের ব্যাপার আছে। কিন্তু তা করে যেভাবে সামরিক অভিযানের মতন সকাল বেলায় প্রায় ৩০০ জন লোক নিয়ে গিয়ে তার উপর সেখানে

The matter has been taken charge of by the police and they are proceeding according to law. I do not understand why Mr. Jatin Chakravorty is trying to charge me with unprofessional conduct and other things. Of course, I do not expect any better thing from Mr. Jatin Chakravorty whose life's ambition happens to be to vilify others. [Noise and interruptions from opposition benches]. He is not the only man that I will defend. Perhaps you will have to come to me and catch hold of my feet saying 'save me'.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : I wlil never go to you.

[Noise and interruptions].

DEMAND FOR GRANT NO. 41.

Major Heads : 57-Miscellaneous—Expenditure On Displaced Persons, etc.

[4-50—5 p.m.]

Shri Haridas Mitra :

মিঃ স্পীকার, স্যার, উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে বিধানসভায় গত ৩ বছর ধরে যা কিছু গঠন মূল আলোচনা আমরা করেছি তা দেখছি সবই অরণ্যেরোদন হয়ে গেছে। কারণ, উদ্বাস্তুদের জন্য সামান্যতম মঙ্গলকর কিছু কাজ করবার ক্ষমতা এই অসহায় পঙ্গুবমত পশ্চিবঙ্গ সরকারেব নেই। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পশ্চিমবংগ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের তল্পিবাহক মাত্র। গত বিধানসভার অধিবেশনে তরুণ কান্তি ঘোষ মহাশয় যিনি তখন এই বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন, পরিষ্কারভাবে আমাদের কাছে বলেছিলেন যে ৫ টাকা পর্যন্ত উদ্বাস্তু বিভাগে ব্যয় করবাব ক্ষমতা তাঁদের নেই, তাঁরা শিখণ্ডীর মত শুধু সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাঁব খেয়াল খুশীমত উদ্বাস্তু নিধন যজ্ঞে তাঁর ষ্টীম রোলার চালিয়ে দিচ্ছেন। আমরা এর আগে বহু গঠনমূলক মন্তব্য দিয়েছি। কিন্তু আজকে অন্ততঃ পক্ষে এ সম্বন্ধে কিছু কড়া কথা, অসংখ্য অপকীর্তির নায়ক শ্রীমৎ খান্নাব কিছু কার্যকলাপের কথা এই হাউসের সামনে রাখা দরকাব। গত ২ বছর ধরে পুনর্বাসন ব্যাপারে তিনি যে চণ্ডনীতি চালিয়ে যাচ্ছেন সেই চণ্ডনীতির জন্য সমস্ত উদ্বাস্তুমহল আজকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। তাঁর দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা, বিভিন্ন রাজ্যে পুনর্বাসন পরিকল্পনা, ছোট, মাঝারি কুটির শিল্পের দ্বারা অর্থনৈতিক পুনর্বাসন প্রহসণে পরিণত হয়েছে। খান্না সাহেব চাতুর্যপূর্ণ খোশামোদের দ্বারা ডাঃ রায়কে হাত করে এ্যাডভাইজারের চাকরি পেলেন। তারপর কংগ্রেস এম,এল,এ, দের ভোটে তিনি রাজ্য সভায় গেলেন এবং নানা ছলকলায় ৪ মাসের মধ্যে গদিয়ান হয়ে গেলেন। আমরা প্রথম ধাক্কা শ্রীমৎ খান্নার কাছে পেয়েছিলাম ১৯৫৮ সালে। যেদিন সুদূর সৌরাষ্ট্রের পাণ্টুয়া শিবিরে এক মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটেছিল ৭০ জন বাঙালী বিধবা সেদিন নিখোঁজ হয়েছিল সেদিন মন্ত্রী তরুন কান্তি ঘোষ মহাশয় বলেছিলেন যে সে কথা তিনি আমাদেব জানাবেন। এই ৭০ জন বাঙালী বিধবা যারা সুদূর সৌরাষ্ট্রের পথে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল তাদের সম্বন্ধে তিনি কি খবর পেয়েছেন তা আমরা আজ পর্যন্ত জানতে পারলাম না। প্রফুল্ল বাবুর কাছে আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই যে বাংলা সরকার কি আজকে এতই ক্ষমতা শূন্য হয়ে গেছেন, এতই কি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছেন যে বাংলাদেশের ৭০ জন মা, বোন, তারা পথে ঘাটে কোথায় চলে গেল সে খবরটুকু পর্যন্ত আমরা জানতে পারলাম না? শ্রীমৎ খান্না এদের চিকালের জন্য লোক চক্ষুর

অন্তরালে ছেড়েদিলেন। আমরা এর সুস্পষ্ট এবং পরিষ্কার জবাব প্রফুল্ল বাবুর কাছ থেকে চাই। তরুণ বাবু এ সম্বন্ধে কিছু জবাব দিয়ে যাননি। খান্না প্রথমে এসে সীমান্ত বন্ধ করে দিলেন এবং সীমান্ত বন্ধ করার ফলে পুর্ববাংলার বহু হিন্দু আজকে চিরকালের জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্বাসিত হয়ে গেল। জহরলালের সেই প্রতিশ্রুতি

They are ours and will remain ours whatever may happen

আজও এই কথা আমাদের কানের গোড়ায় ভাসছে—সমস্ত বানের জলে ভেসে গেল। বাংলার বাইরে পুনর্বাসনের কত মনোরম চিত্র আমাদের দেখান হয়েছিল—বলা হয়েছিল যে ১০ লক্ষ একর জমি পাওয়া যাবে। ৪ বছরের শেষে আমবা দেখলাম যে ৫০ হাজার একর জমি পাওয়া গেল তার মধ্যে ২৯ হাজার একরের নক্সা খান্না গদিয়ান হবার আগে হয়েছিল। ১০ লক্ষ একর যেখানে পাওয়া যাবে বলা হয়েছিল সেখানে মাত্র ২১ হাজার একর জমি পাওয়া গেল। কিরকম জমি পাওয়া গেল তার নমুনা দেখুন স্যার, মধ্যপ্রদেশে সারবুজা জেলায় ৫৫০ টি পরিবারকে ৭ একর করে জমি দেওয়া হয়েছে, এই ৭ একব জমিতে মাত্র ৩০ মণ ধান হয়েছে অর্থাৎ বিঘাপ্রতি ১।০ মণ ধান। তাদের মেনটেনান্স গ্রাণ্ট দেওয়া হয়নি। কয়েকদিন আগে ফেব্রুয়ারী মাসে নৈনিতালে রতন ফার্মে একটা অগ্নিকাণ্ড হয়, সেখানকার জয় বাহাদুর সিং বলে জি, আর, ও, উদ্বাস্তুদের উপর লাঠি চার্জ করেন। উড়িষ্যায় পুনর্বাসনের ব্যর্থতার প্রতিবাদে ভুবনেশ্বরের তুলসীপুর ক্যাম্পে, ইদ্‌গা ক্যাম্পে লাঠিচার্জ হয়েছিল এবং যেসমস্ত উদ্বাস্তুদের ঐ সব জায়গায় পাঠান হয়েছিল তাদের মধ্যে ৩৮২ জনকে গ্রেপ্তার করা হযেছে। জেলের বাইরে অনশন চলছে—সিন্ধু বালা দেবী প্রভৃতি অনশন চালাচ্ছেন। আমি প্রফুল্ল বাবুকে জিজ্ঞাসা কবছি যারা বাংলাব বাইবে বিভিন্ন জায়গায়, উড়িষ্যায়, সারবুজায় রয়েছেন তাদের সম্বন্ধে বাংলার পুনর্বাসন মন্ত্রীব কি কোন দায়িত্ব নেই, তাদের খবর নেবার জন্য প্রফুল্ল বাবুর কি এতটুকু চেতনা বোধ নেই ? এ সম্পর্কে আমরা প্রফুল্লবাবুব কাছ থেকে জবাব চাই। মেহেরচাঁদ খান্না তার পুনর্বাসনের ব্যর্থতা ঢাকবার জন্য দুটো পলিসি করেছিলেন। প্রথম পলিসিটা হচ্ছে ডেথ য়্যাণ্ড ডিসচার্জ পলিসি মৃত্যু ও বিতাড়ন। ১৯৫৭ সালে পুনর্বাসন দিলেন ১৯ হাজার ১৩ জনকে তার মধ্যে মৃত্যু ও বিতাডন করলেন ২৫ হাজার ৮৪১ জনকে, ১৯৫৮ সালে পুনর্বাসন দিলেন ২৫ হাজার ৯৫৫ জনকে, মৃত্যু ও বিতাড়ন কবলেন ১৩ হাজার ৬শো লোককে একবারে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। সিক্রণিং কমিটি তৈরী করলেন রাজবংশী নামক একজন অফিসার, এবং তাঁর সঙ্গে পশ্চিমবাংলায় ক্যাম্প সুপারিনটেডেণ্ট এ, আর, ও, প্রভৃতি অফিসারকে নিয়ে। তাঁরা বিভিন্ন ক্যাম্পে ঘুরে সিক্রণিং করে নির্বিচারে তাদের নাম কেটে দিলেন। কত অন্ধ, খঞ্জ, আতুর, বৃদ্ধ তাঁদের চোখের জলে আজকে বাংলা ভেসে যাচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় এমনি করে সিক্রণিং করে নাম কেটে দেওয়া হয়েছে ১৩ হাজার ৩৬৭ জনের। এর মধ্যে শুনেছি বহু ঘুষের কারবার ছিল। মন্ত্রী মহাশয় যদি খবর নেন তাহলে জানতে পারবেন কারণ যাদের সিক্রণিং এ নাম কেটে দেওয়া হয়েছে তাদের বহু লোক পুনরায় পশ্চিমবাংলার পনর্বাসন দপ্তরে বহু খরচ করে আবার বিকম্পিভাবে স্যার বলেছেন। আমি ব্যক্তিগত ভাবে বহু ক্যাম্প ঘুরেছি এবং সেখানে দেখেছি যে পি এস ক্যাম্প কিভাবে অত্যাচার করে এমনি ভাবে নাম কেটে দিয়েছেন। মেহেরচাঁদ খান্নার শাসন উদ্দেশ্য যেন তেন প্রকারেন নাম ভাল কেটে দেওয়া। শুধু কি তাই ৯০ দিনের নোটীশ দিতে আরম্ভ করেছেন। ১৯৫৮ সালে বাংলাদেশে যে বিরাট আন্দোলন হয়ে গেল তার পরিপ্রেক্ষীতে আমাদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি ডাঃ রায় দিয়েছিলেন যে কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাইরে

পাঠানো হবেনা সেই প্রতিশ্রুতি ধুলিস্যাৎ হয়ে গেল। খান্না ডাঃ রায়ের প্রতিশ্রুতিকে পদাঘাতে তলিয়ে দিলেন কিন্তু বাংলাদেশের সরকার তার কোন প্রতিবাদ করেননি। বারে বারে আমাদের কাছে বায়নানামা স্কীমের কথা বলা হয়েছে---খান্নাসাহেব কালকে আমাদের কাছে যে কাগজ পাঠিয়েছেন তাতে দেখছি যে বায়নানামা এগ্রিকালচারার ফ্যামিলির আর পশ্চিমবাংলায় হবেনা। এই নিরীহ বাস্তহারা মানুষ, উৎপীড়িত মানুষ তাদের কাছে গত ৬।৭ বছর যাবৎ সিস্কীমের কথা বলা হয়েছিল আজকে এসব ধোকাবাজী হয়েছে—তাদের এখানে বায়নানামা হবে না, হাজার হাজার বায়নানামা পড়ে ছিল। একথা যদি আগে বলতেন তাহলে তারা এমনি করে বহু শ্রম বহু অর্থ ব্যয় করে এবং ছুটোছুটি করে এই মরীচিকার পেছনে অন্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করতো না। এবার দণ্ডকারণ্যের কথা একটু বলি---দণ্ডকারণ্য নিয়ে আমাদের দেশে বহু আলোচনা হয়েছে এবং এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ইউনয়্যানিমাসলি আমরা দণ্ডকারণ্য সমর্থন করেছিলাম নীতিগত ভাবে যদি সত্যসত্যই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সেখানে হয়। খান্নাসাহেব কালকে দেখলাম গত দুই বছরের মধ্যে বহু বিঘোষিত দণ্ডকারণ্যে ১০ কোটি টাকা অলরেডি খরচ করে ১৫শো ১টি পরিবার নিয়ে গেছেন গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত, আর তাতে লোক ছিল ৭ হাজার ৩২ জন। বাংলাদেশে ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৯৩৩ জন উদ্বাস্ত বিভিন্ন ক্যাম্পে রয়েছেন---আজ বলেছেন প্রতি মাসে ২ হাজার করে পরিবার তিনি দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যাবেন। খান্নাসাহেবের এই সমস্ত কথা শুনে প্রফুল্ল বাবু আপনি যেন মরীচিকার স্বপ্ন দেখবেন না। খান্নাসাহেবের এই সমস্ত কথার মধ্যে একটা মাত্র কৃতিত্ব আছে সেটা হচ্ছে শিবির ভেঙ্গে দেবার কৃতিত্ব, পুনর্বাসনের কোন কৃতিত্ব তাঁর আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। যে মানুষ দু-বছরের মধ্যে ১॥০ হাজারের বেশী পরিবারকে দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যেতে পারেন না তিনি প্রতি মাসে দু-হাজার করে পরিবার দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যাবেন এসব স্বপ্নবিলাসে অন্ততঃ বাংলাদেশের মানুষ কখনও ভুলতে পারে না।

[5-0—5-20 p.m.]

দু বছরে দণ্ডকারণ্যে শ্রীখান্না বলেছিলেন যে তারা ২৫০০ একর জমিতে উদ্বাস্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবেন। করা হয়েছে কত ? ৩৫০০ একর জমি। এ বছরে ৫ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা খরচ করবার কথা ছিল। খরচ করতে পেরেছে ৩ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। ফরাসগাঁও, নারাজপুর, অমরাবতী এই সমস্ত জায়গা পুনর্বাসনের উপযুক্ত করতে বাধ্য হয়েছে কেননা কোন জমি দখল করতে পারেননি, জমিতে কোন পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারেননি। আজকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যেসব উদ্বাস্তরা গিয়েছে তারা কাজ না পেয়ে উপবাসের সম্মুখীন হয়েছে। আমি জানতে চাই পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বাঙ্গালী উদ্বাস্ত যারা আছে তাদের সম্বন্ধে এর মন্ত্রীমণ্ডলী কিংবা পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রীমণ্ডলীর কোন দায়িত্ব নাই ? তারা কি শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের তল্পীবাহক হয়ে শিখণ্ডীর মত দাঁড়িয়ে থাকবেন আর যো হুকুম হলে চলবেন ? এঁদের কি কোন দায়িত্বই নেই ? এমন কি আজকে দণ্ডকারণ্য প্রজেক্ট যা হয়েছে সেখানেও বাঙ্গালীদের সুযোগ সুবিধা না দিয়ে আজকে শ্রীখান্না অন্য লোকদের দিতে আরম্ভ করেছেন। আজকে দণ্ডকারণ্যে যারা যাবে সেই বাঙ্গালী উদ্বাস্তদের সেখানে সুযোগ দেওয়া হোক্। আমি গতবার এখানে বলেছিলাম যে আমরা দণ্ডকারণ্য দেখতে যেতে চাই। আমি জিজ্ঞাসা করি প্রফুল্ল বাবুকে জিজ্ঞাসা করি অন্য উপমন্ত্রীদের তারা কি একজনও গত ২ বছরের মধ্যে

সেখানে যেতে পেরেছেন ? যদি না পারেন তবে কেন পারেননি ? আমি খান্না সাহেবকেও লিখেছিলাম যে আমি দণ্ডকারণ্য দেখতে যেতে চাই এবং একথাও জানিয়ে দিয়েছিলাম যে তরুণ কান্তি ঘোষ মহাশয় আমাদের এস্যুরেন্স দিয়েছিলেন যে তিনি আমাদের নিয়ে যাবেন শ্রীখান্না তার উত্তরে লিখলেন।

you have made a reference to the statement made by Shri Tarun Kanti Ghosh in the Bengal Lagislative Assembly. It was not done with our concurrence at all nor have we so far received any reference from the State Government with regard to the visit of the members of the Bengal Legislative Assembly to Dandakaranya.

এর চাইতে অপমানকর আর কি হতে পারে এই মন্ত্রীমণ্ডলীর পক্ষে ? যে চিঠি শ্রীখান্না দিয়েছেন এর চেয়ে আর কিছু হতে পারেনা। তারপর ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স করপোরেশন ১০ কোটি অথরাইজড ক্যাপিটাল নিয়ে সুরু হয়েছিল। ভাবলাম এর মাধ্যমে হয়ত বাংলাদেশের উদ্বাস্তদের কাজ হবে, ৯ হাজার মানুষকে কাজ দেওয়া হবে এসব বড বড় কথা বললেন—আজকে প্রফুল্লবাবু বললেন ২৩০০ লোকের কাজের কথা, এর মধ্যেও কত লোকের হয়ত কাজ চলে যাবে। কিন্তু কাঁটাগঞ্জে ও কল্যাণীতে ২৭ লাখ দিয়ে ১০টি স্কীম করলেন, এ সম্বন্ধে খান্না সাহেব লিখছেন—

Likely to provide employment for 1300 persons.

হতে পারে নাও হতে পারে সবই ভবিষ্যতের কথা।

স্টাইপেণ্ড বন্ধ করে দিলেন, শ্রীখান্না বন্ধ করে দিলেন—২ লক্ষ ছাত্রের। তাই আমাদের চিঠি লিখেছেন—এ বছর ১৯৫৮—৫৯ সালে ৬৮ লক্ষ ৪২ হাজার এডুকেশন খাতে দিয়েছি এবং আগামী বছর এই খাত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। প্রতি বছর ২০ পারসেণ্ট করে এই খাতে টাকা কেটে দেবো। আমি এখানে একটি মাত্র কথা বলতে চাই। বাংলাদেশে যে সমস্ত কংগ্রেসী বন্ধু এম এল এ আছেন যারা শ্রীখান্নাকে ভোট দিয়ে রাজ্য সভায় পাঠিয়েছেন তারা দাবী করুন যে খান্নাকে পদত্যাগ করতে হবে, বাংলাদেশের সমস্ত মানুষ মিলে বাধ্য করতে হবে শ্রীখান্নাকে পদত্যাগ করার জন্য। আপনারা যদি বদ্ধপরিকর হন তাহলে এ কাজ হতে পারে।

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes]

[*After adjournment.*]

[5-20—5-30 p.m.]

DEMAND FOR GRANT NO. 41

Major Heads : 57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons etc.

Shri Suhrid Mullick Chowdhury :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগ—একটা দুর্নীতির পাপচক্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না। কারণ যাদের কাছে আপনার মাধ্যমে বলবো তাদের সম্বন্ধে যদি দেখি তাহলে দেখা যাবে, সেখানে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং সেই সম্পর্কে বলা নিষ্ফল। তবে এখানে একটা কথা বলতে চাই সেটা

হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় তাঁর গাড়ি দিয়ে থাকেন ডেপুটি মন্ত্রীকে। কিন্তু ডেপুটি মন্ত্রী যিনি, তিনি এই সম্পর্কে ২৫০ টাকা করে ভাতা নিয়ে থাকেন, অথচ গাড়ী ব্যবহার করেন প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের। সুতরাং গোড়ায় যদি গলদ্ থাকে তাহলে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের মধ্যে গলদ থাকবে এতো জানা কথা। সুতরাং তাঁদের সম্পর্কে এখানে কিছু বলতে চাই না। কিন্তু একথা বলবো মন্ত্রী মহাশয়ের যদি সাহস থাকে তাহলে, তিনি যেন এটা জুডিসিয়াল এনকুয়ারীর ব্যবস্থা করেন, তাহলে আমি প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টের এমন কতকগুলি ঘটনা তুলে ধরতে পার সে ঘটনাগুলির যদি জুডিসিয়াল এনকুয়ারী হয় তাহলে সেই কমিটির কাছে উপস্থিত করবো। আজকে সেই সম্পর্কে কিছু না বলে, অন্য কয়েকটা ব্যাপার আপনার মারফৎ জানাতে চাই।

এর আগে এখানে প্রফুল্ল সেন মহাশয় বলে গিয়েছেন যে দণ্ডকারণ্য সম্পর্কে তিনি যে একটা গৌরবোজ্জল আলো দেখেছিলেন, এখন তিনি সেটা আর দেখছেন না। কিন্তু তা সত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি দণ্ডকারণ্যে পাঠাবার জন্য সমস্ত ক্যাম্পের উপব জোর করে পাঠানর ব্যবস্থা অব্যহত রেখেছেন। এই ব্যবস্থা অব্যহত রাখার ফলে হাজার হাজার উদ্বাস্তু পরিবার তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, এবং সেই সম্পর্কে আমাদের মন্ত্রীমহাশয় কোন উচ্চবাচ্চ করলেন না। স্ক্রীনিংএর নামে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভুল তথ্যের উপর নির্ভর করে হাজার হাজার পরিবারকে বঞ্চিত করেছেন তাদের ক্যাস ডোল বন্ধ করে দিয়ে। সে সম্পর্কে তাঁর পক্ষে কি করনীয়—তা তাঁর বক্তৃতায় কিছুই পেলাম না।

তারপর ছাত্রদের সম্পর্কে আমরা দেখতে পাচ্ছি—ইতিপুর্ব্বে এখানে আলোচিত হয়েছে—যে সমস্ত ছাত্রদের এপর্য্যন্ত সাহায্য দিয়ে আসা হচ্ছে। তাঁরা এখন একটা নিয়ম করলেন ৫০ পারসেণ্ট মার্কস রাখতে হবে, তারপর শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় যে সময় উদ্বাস্তু বিভাগে মন্ত্রী ছিলেন সেই সময় আমরা তাঁর কাছে একটা ডেপুটেসন দেবাব ফলে সেটা ৪৫ পারসেণ্টে নেমে আসে।

কিন্তু এখন আবার দেখতে পাচ্ছি ৪৫ মার্ক দূরের কথা—এখন তাঁরা নিয়ম করেছেন যেখানে তারা ৪৫ মার্ক পাবে, সেখানে তারা ৫০ পারসেণ্ট ছাত্রদের সাহায্য করবেন। আর বাদবাকী সম্পর্কে কোন দায়িত্ব নাই। এই ধরণের ব্যবস্থা যে কোন সভ্য সরকার করেন তা আমরা ভাবতে পারি না। যাঁরা মার্কের উপব বিচার করবেন তাব আবার ৫০ পারসেণ্ট দেওয়া, আর ৫০ পারসেণ্ট দেওয়া হবে না—তার মানে কি? তবে কাদের দেওয়া হবে? এই সম্পর্কে সরকারের কাছ থেকে জানতে চাই তাঁরা কি নীতিব উপর এই ব্যবস্থা করছেন? আমি এর আগে বলেছি—গভর্ণরস স্পীচের উপর। এর ফলে ২ লক্ষ উদ্বাস্তু ছাত্র লেখাপড়া শেখা থেকে বঞ্চিত হবে এবং তিন হাজারের মত শিক্ষক যাঁরা এ থেকে অর্থ উপার্জ্জন করছেন, তাঁরা তা থেকে বঞ্চিত হবেন এবং বহু স্কুল উঠে যাবে। এই অবস্থা কি চলতে দেওয়া উচিত? তার সম্পর্কে কি বিকল্প ব্যবস্থা হয়েছে—সে সম্পর্কে মন্ত্রীমহাশয়ের কাছ থেকে শুনতে পেলাম না।

তারপর দণ্ডকারণ্য সম্পর্কে এঁরা যে কথাটা বলছেন, তবু আমাদের পাটাতে হবে কিন্তু আমি কিছুদিন আগে উড়িষ্যায় গিয়েছিলাম এবং সেখানকার যে সমস্ত রিফিউজী আছে তাদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে এসেছি। এঁরা বললেন এক হাজার উদ্বাস্তু আছে উড়িষ্যায় কিন্তু আমি যে খবর পেয়েছি, নিজে দেখে এসেছি সেখানে ৩০ হাজার উদ্বাস্তু গিয়েছিল

র্তমানে ১৩ থেকে ১৬ হাজার উদ্বাস্তু পরিবার রয়েছে। সেই উদ্বাস্তুরা এমন অবস্থায় রয়েছে যা আমরা কল্পনা করতে পারি না। কটক সহরেতে উদ্বাস্তুদের একটি সম্মেলন ডাকা হয়েছিল। সেই সম্মেলনে ৬০ মাইল দূর থেকে উদ্বাস্তুরা পায়ে হেঁটে এসেছে। গায়ে একটা জামা পর্য্যন্ত তাদের নাই। হেঁটে আসবার সময় পথে কিছু খায় নাই—শুধু জল খেতে খেতে এসেছে। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিভাবে তোমরা জীবন যাপন করছো? তারা বললে সেখানে ভিক্ষা দেবার মত অবস্থা সেখানকার জনসাধারণের নাই। আমি তাদের কথা সেখানকার উদ্বাস্তু বিভাগের মন্ত্রীর কাছে উপস্থিত হয়ে জানালে তিনি বললেন দেখুন, আমার তো সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের টাকার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং সেখান থেকে টাকা না পেলে আমরা কিছু করতে পারি না। সুতরাং তারা প্রতিদিন ভিক্ষার অভাবে, অর্থোপার্জনের অভাবে কিভাবে দুর্বিসহ জীবনযাপন করছে। এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের পক্ষে সে কথা চিন্তা করা একটা স্বপ্ন মাত্র। সুতরাং এই যেখানে অবস্থা, আমার মনে হয়, আমি সেখানের খবর পেলাম—দণ্ডকারণ্যে ১৩ জন উদ্বাস্তুকে ভালুকে মেরে ফেলেছে। এই যেখানে অবস্থা, এই অবস্থা যদি চলতে থাকে, তাহলে আমাদের এখান থেকে ক্যাম্প রিফিউজীদের বাইরে নিয়ে গিয়ে কি অবস্থার মধ্যে ফেলেছেন? সে সম্পর্কে আমি মনে করি একটা তদন্ত এখান থেকে হওয়া উচিত। আমি আপনাকে অনুরোধ করবো, আপনার ভেতর নিশ্চয়ই মানবতাবোধ আছে—, আপনি দয়া করে মন্ত্রীমহাশয়কে এ সম্পর্কে বলে একটা এনকুয়ারী করার ব্যবস্থা করুন। এই আপনার কাছে আমি আবেদন জানাই।

Shri Haridas Dey :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজ উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে এখানে সমালোচনা হচ্ছে। মন্ত্রী মহাশয় তাঁদের কাছে সহযোগিতা চাইলেও তাঁরা তার ক্রিটিসাইজ করছেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় সুরেশ ব্যানার্জ্জী—পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের রাখবার কথা আগেও বলেছেন। আজও বলছেন। তিনি নদীয়া জেলা থেকে এসেছেন। তিনি জানেন নদীয়ায় কত রিফিউজী আছেন। আর এটাও জানেন নদীয়া জেলার আয়তন কতটুকু।

[5-30—5-40 p.m.]

নদীয়া জেলার আয়তন ১৫ শত বর্গমাইল এবং সেখানে লোকসংখ্যা ১৫ লক্ষের উপর, তার অর্দ্ধেকই উদ্বাস্তু। রাণাঘাট, চাকদায় অনেক উদ্বাস্তু এসে বাস করছে। রাণাঘাটে প্রায় ৩ লক্ষ উদ্বাস্তু আছে এবং সেখানে ১৯টি স্পনসরড কলোনী আছে। এছাড়া সেখানে ক্যাম্পে ৫৩ হাজার উদ্বাস্তু আছে, তাদের নানা বিষয়ে সাহায্য, ডোল বাবদ কোটি কোটি টাকা গভর্ণমেণ্ট থেকে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু একটা কথা হচ্ছে, এই যে উদ্বাস্তুরা আছে, এই উদ্বাস্তুদের আজ পর্য্যন্ত জীবিকার কোন ব্যবস্থা হয়নি। রাণাঘাট সাবডিভিসনে তাহেরপুর, গয়েশপুর প্রভৃতি যে সমস্ত স্থানে কনসেনট্রেটেড রিফিউজী আছে সেখানে স্পিনিং মিল করার কথা ছিল কিন্তু তা আজ পর্য্যন্ত হয়নি। একটা সুখের কথা যে, কল্যাণীতে একটা স্পিনিং মিল করার চেষ্টা হচ্ছে, সেখানে আমরা বলতে চাই কল্যাণী নদীয়া জেলার এক প্রান্তে অবস্থিত। কল্যাণীতে স্পিনিং মিল হলে কল্যাণীর নিকটবর্ত্তী ২৪ পরগণার শিল্পাঞ্চলের যে সব অবাঙ্গালী আছে, তাদের আধিপত্যই বেশী হবে আমাদের এই আশঙ্কা আছে। সেখানে যে পরিমাণে লোক আছে তাদের সেইভাবে সুযোগ দেওয়া হবে বলে আমি মনে করি না।

স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো যে, শান্তিপুর, কল্যাণী, চাকদা এই বিরাট এরিয়াতে খুব বেশী জনবসতি ও বহু উদ্বাস্তু আছে; তাই সেখানে যাতে এই রকম বৃহৎ শিল্প হয় সে বিষয়ে যেন তাঁরা চেষ্টা করেন। নদীয়া জেলা ঘাটতি এলাকা, তার উপর অধিক সংখ্যক উদ্বাস্তু এসেছে। তেমনি এই জেলার ক্রমিক খাদ্য সঙ্কটের কথা বিবেচনা করে সেচের ব্যবস্থা যাতে ভালভাবে হয় তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। জনসংখ্যার এই যে বিপুল চাপ, এর জন্য উদ্বাস্তরাই যে নদীয়ায় দুর্ভোগ ভোগ করছে তা নয়, স্থানীয় অধিবাসীরাও খাদ্যসঙ্কট ও বেকার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এই বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য শুধু বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠা করলেই হবে না, নদীয়ায় কুটীর শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প, তাঁত, কাঁসা, পিতল ইত্যাদি সেগুলিও যাতে উন্নতি লাভ করে সেদিকেও চেষ্টা সরকার করছেন; কিন্তু আরো বেশী করে করা উচিত। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই জেলায় যে কয়েকটী ক্যাম্পের কথা বলেছি। এই জেলায় কতকগুলি বড় বড় ক্যাম্প আছে, এই ক্যাম্পে ৮।১০ বৎসর ধরে উদ্বাস্তরা যে পরিবেশে বাস করছে তাতে সেখানে নৈতিক আবহাওয়া নষ্ট হয়েছে। শুধু যে সেখানকার নৈতিক আবহাওয়া নষ্ট হয়েছে তা নয়, তার পার্শ্ববর্ত্তী যে সমস্ত গ্রাম ও সহর আছে তাদেরও নৈতিক আবহাওয়া নষ্ট হচ্ছে। আমি সেইজন্য অনুরোধ করবো যে, এই ক্যাম্পগুলির সত্বর বিলুপ্তি লাভ করিয়ে ক্যাম্প উদ্বাস্তদের যাতে সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসন হয় তার ব্যবস্থা করেন। এবং তাতে যে শুধু উদ্বাস্তদেরই কল্যাণ হবে তা নয়, এতে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ হবে। আর একটা কথা বলতে চাই দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে। দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে এই হাউসে যে আলোচনা হয়েছিল তখন সকলেই এই পরিকল্পনা স্বীকার করেছিলেন। এখন দেখতে পাচ্ছি, যে, তারা বাইরে গিয়ে, ক্যাম্পে গিয়ে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা করছেন। এমন কি রাজনৈতিক বামপন্থী নেতারা নিজেরা কলিকাতার আশেপাশে গিয়ে উদ্বাস্তু ক্যাম্পের মধ্যে যারা নিরীহ তাদের ভিতর ফলস প্রোপাগাণ্ডা করছেন।

সেনট্রাল গভর্ণমেণ্ট বলছেন, আমরা কিছু জানি না, ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট জানেন; কিন্তু আজকে এটা কি হচ্ছে? আজকে এভাবে একে অন্যের উপর শুধু দোষারোপ করলেই চলবে না। আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই যে, রাণাঘাট কীর্ত্তিনগর কলোনী এখনো রেগুলারাইজড হয়নি, হবে কিনা বলা যায় না। কুপার্স ক্যাম্প টাউনসিপ এবং কীর্ত্তিনগর কলোনী—এগুলির কি ভাবে হবে সরকার থেকে বলে দেওয়া উচিত, কারণ সেখানকার অধিবাসীরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। আমি উপসংহারে বলতে চাই যে, নদীয়ার উদ্বাস্তু শিবিরগুলি তুলে দিয়ে অন্যান্য জেলায় উদ্বাস্তদের সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা উচিত, কারণ নদীয়ার উপর আর চাপ দেওয়া উচিত নয়। নদীয়া জেলায় আরো যদি বায়নানামা দেওয়া যায় তাহ'লে সমগ্র জেলার অর্থ-নৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে যাবে। বিভিন্ন জেলায় এমন ভাবে এদের ছড়িয়ে দেওয়া উচিত যাতে তারা নিজে সুষ্ঠু জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারে। ক্যাম্পের বাইরে যারা নিজেদের চেষ্টায় পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করে নিয়েছে আজ তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে—তাদের অর্থ নৈতিক পুনর্ব্বাসনের জন্য বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প আমাদের রাজ্যে গড়ে তোলা দরকার।

Shri Chaitan Majhi:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, উদ্বাস্তরা আজও বাস্তু পায়নি তাই আজও উদ্বাস্তু সমস্যা রয়েছে। এ সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত ছিল সমাধান না ক'রে ক্যাম্প বন্ধ করা ও উচিত নয়।

অন্যান্য প্রদেশেও উদ্বাস্তরা সহানুভূতি পাচ্ছে না দণ্ডকারণ্যে ও অবাঙ্গালীদের প্রভুত্ব গড়ে উঠেছে—এই অবস্থায় অসহায় উদ্বাস্তদের বিপদগ্রস্ত করা হচ্ছে। অথচ বাংলা ভাষার সীমা-ক্ষেত্রের মধ্যেই তাদের ঘর দেবার ঠাঁই আছে সে কথা বলার সাহস সরকারের নেই। পুরুলিয়া প্রভৃতি বাংলার কয়েকটি জেলায় এবং বিহারের বাংলাভাষী অঞ্চলে এদের বসাবার ব্যবস্থা ও দাবী করা হোক, পতিত জায়গা বহু আছে সেগুলিতে শিল্পাঞ্চল ক'রে, শিল্পনগরী ক'রে, তাঁদের বসানো হোক। এতে এদেরও লাভ হবে আর এ' অঞ্চলবাসীরও লাভ হবে। এতে এরা নিজেদের সাংস্কৃতিক জীবনও জনতার সহানুভূতি পাবে। কৃষিতে এদের লাগানো বৃথা কৃষিতে অনগ্রসর এ' সকল অঞ্চলে শিল্পনগরী করলে এদেরও লাভ হবে এ' অঞ্চলবাসীরও লাভ হবে। জাতীয় কল্যানে যা প্রয়োজন তার দাবী সাহসের সংগে আজ করা দরকার।

[5-40—5-50 p.m.]

Shri Niranjan Sengupta :

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি জবর দখল কলোনীও সরকারী কলোনী সম্পর্কে আলোচনা করব। বাংলা দেশে প্রায় ১৪০টি জবরদখল কলোনী আছে, অথচ এই কলোনী গুলি আজ পর্য্যন্ত রেগুলারাইজড হয়নি। সরকারের তরফ থেকে প্রতিবারই বলা হয় রেগুলারাইজড করার ব্যবস্থা হচ্ছে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অর্পনপত্র প্রদানের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু টালিগঞ্জ অঞ্চলের ৩৪টি কলোনীর মধ্যে একটি কলোনীও আজ পর্য্যন্ত তা পায়নি। গত ১২ বৎসর ধরে উদ্বাস্তরা নিজেদের চেষ্টায় এ গুলি গড়ে তুলেছে, সরকার থেকে কোন সাহায্য করা হয়নি। অথচ আমরা জানি সরকারের বহু অর্থ অপচয় হচ্ছে, তবে বহু বার ফটোগ্রাফার পাটিয়ে ফটো নেওয়া হচ্ছে,এ ভাবে প্রভূত অর্থনাশ করা হয়েছে। গত বন্যায় এবং অন্যান্য কারণে বহু পরিবারেও ঘর পড়ে গিয়েছে, তাদেরও হাউস বিল্ডিং লোন দেওয়া হয় নি। সুতরাং জবর দখল কলোনীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সরকার তাঁদের মতলব পরিষ্কার করে বলুন, তা না হলে লোকের মনে মিসগিভিংস বেড়ে যাচ্ছে। সরকারের উপর তাদের আস্থা লোপ পাচ্ছে। টালিগঞ্জ মাষ্টার প্ল্যানে এ সব জবর দখল কলোনী সম্পর্কে কি চিন্তা করা হচ্ছে আমি সে সম্পর্কে মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছ থেকে জানতে চাই। এ ব্যাপারে একটা হৃদয় বিদারক অবস্থার কথা আমি নিবেদন করতে চাই আপনার মাধ্যমে, জবর দখল কলোনীর উদ্বাস্তরা বহু কাল থেকে কোন সরকারী সাহায্য পায় নি, অথচ কম্পিটেণ্ট অথরিটির মারফৎ তাদের উপর কম্‌পেন্‌সেশন ধার্য্য করা হচ্ছে এবং এ ভাবে বহু পরিবারকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। বহু পরিবার গৃহ নির্মানের জন্য লোনও জায়গা চেয়েছে, কিন্তু তাদের সেই সুযোগ না দিয়ে তাদের ঋণগ্রস্থ করে সেটি অভিযুক্ত করা হচ্ছে। উদ্বাস্তদের এই সরকার মানুষ বলে গণ্য করেন না তা আমি আপনার মাধ্যমে জানতে চাই। তারপর, আজ গভর্ণমেণ্ট কলোনীর অবস্থাও সঙ্গীন হয়েছে। একটা প্লান নাকি হয়েছে, হাউস বিল্ডিং লোন এর কোটাও নাকি স্যাংশন করেছেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই হচ্ছে না, লোকে অর্দ্ধেক ঘর তুলে বসে আছে। হালিসহরের মল্লিকবাগ কলোনীর সাধারণ উদ্বাস্ত পরিবারের অনেকে অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু আপনারা তাদের অর্থ নৈতিক পুনর্বাসনের জন্য কোন কিছু করলেন না। কয়েক দিন পুর্বে রেডিওতে শুনলাম মল্লিক বাগ কলোনীর উন্নয়নের জন্য কয়েক লক্ষ টাকা আপনারা খরচ করছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন উন্নয়নের ব্যবস্থা সেখানে নেই। এই ভাবে খাসবাটি কলোনী বা বাংলাদেশের অন্যান্য কলোনী গুলির উন্নয়নের কোন

ব্যবস্থা আপনারা করেছেন না। অথচ দেখা যাচ্ছে যে দিনের পর দিন লোকেরা সেখানে অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকছে। আপনারা ছোট ও মাঝারী শিল্প কোথায় তৈরী করেছেন তার একটা জবাব দেবেন। আমরা বহুবার বলেছি যে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন ছাড়া এদের আর কোন গতি নেই। কিন্তু সে সব দিকে না গিয়ে আপনারা হয়ত একটা প্লট অফ ল্যাণ্ড দিচ্ছেন, সামান্য কিছু হাউস বিল্ডিং লোন দিচ্ছেন, ব্যবসা করার জন্য সামান্য টাকাও দিচ্ছেন কিন্তু আমি বলি সে ভাবে সামান্য লোন দিয়ে তাদের অর্থ নৈতিক পুনর্বসতি করা যাবে না। আমি অভিযোগ করবো সাধারণ উদ্বাস্তুদের জীবনকে আপনারা দুর্বিসহ করে তুলেছেন এবং যার ফলে তারা অনাহারে, অর্দ্ধাহারে জীবন যাপন করছে। আমার আর একটা কথা হচ্ছে যে পলাশী উদ্বাস্তু মহিলা ক্যাম্পে বহু উদ্বাস্তু মহিলা আছেন, তারা এক তাঁবুতে ৮।১০ বৎসর ধরে আছেন তাদের সেই তাঁবু ছিড়ে গেছে এই বর্ষায় অনেক জল পড়ে। এই বিষয়ে তারা মন্ত্রীমণ্ডলীকে এই রিহ্যাবিলিটেশান ডিপার্টমেণ্টকে জানিয়েছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা হল না। সেদিন পুরবী মুখোপাধ্যায় মহাশয়া বললেন যে জেলখানার কয়েদীদের বাইরের সাধারণ মানুষের চেয়ে ভাল অবস্থায় রাখব না, কিন্তু বাইরের সাধারণ মানুষের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে তাদের যে কি অবস্থা হবে সেটা সহজেই বোঝা যায়। অর্থাৎ ৮।১০ বৎসর একই তাঁবুতে থাকার ফলে সেই তাঁবু ছিড়ে গিয়ে ভেতরে জল পড়ে এবং এবিষয়ে তারা আবেদন নিবেদন করেছে, কিন্তু আপনাদের রিহ্যাবিলিটেশান ডিপার্টমেণ্ট এবিষয়ে একদম চুপচাপ। এইসব বিষয়ে দায়িত্ব কার সেটা আপনার মাধ্যমে আমি জানতে চাই। বার বার বলা হয় যে আমরা রিহ্যাবিলিটেশান দেব, ক্যাম্পে যারা আছে তাদের সাহায্য করব এবং এজন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট থেকে আমরা টাকাও আনছি অথচ আপনারা তাদের সাধারণ অভিযোগগুলির প্রতিও দৃষ্টি দেননা। তারপর মানিকতলা অঞ্চলে যে সব উদ্বাস্তু মুসলমানদের গৃহ দখল করে আছে সে গুলি ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং তারা সেই গৃহ ছেড়ে দিতে চায় এবং তাদের অনেকে বায়নানামা করেছেন। কিন্তু সেই বায়নানামার ব্যবস্থা সরকারের তরফ থেকে আজ পর্য্যন্ত করা হয় নি। এমন বহু কেস আছে যাদের বায়নানামা আছে, কিন্তু সরকারের তরফ থেকে কোন লোন পাচ্ছে না ফলে সেই ভাঙ্গা ঘরেই ধরা ঘরে জীবন যাপন করছে। এ প্রসঙ্গের এ কথা বলতে গেলে মুসলমানদের যে ঘর গুলি নেওয়া হয়েছে বায়নানামা গ্রহণ করে তাদের সেখান থেকে তুলে দিয়ে, তারা (মুসলমান) যদি সেই ঘর পেতে পারে সে দিকে দৃষ্টি দিন। এই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কথা বলতে গিয়ে আমি উদ্বাস্তু ডিপার্টমেণ্ট সম্বন্ধে একটা কথা বলব। এখানকার প্রায় ৬ হাজার কর্মচারী আজ বিক্ষোভ জানাচ্ছে কারণ তাদের এখন ছাঁটাইয়ের খড়্গ ঝুলছে। এই ডিপার্টমেণ্টে যাঁরা কাজ করছেন তাদের ভবিষ্যতকে আপনারা আজ মুছে দিতে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে মন্ত্রীমণ্ডলীর কি মত সেটা আজ এই বিধানসভায় বলবেন।

[5-50—6 p.m.]

Shri Pramatha Ranjan Thakur :

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আজ কয়েকবৎসর ধরে এই বিধান সভায় উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে যদিও নানারকম আলোচনা হচ্ছে কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে চাইযে, এই সমস্যা মীমাংসার দিকে না গিয়ে ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছে। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের প্রারম্ভিক বক্তৃতা আমি খুব মন দিয়ে শুনেছি এবং তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এই জন্য যে, তিনি অন্ততঃ স্বীকার করেছেন যে বাস্তবিকই আমরা উদ্বাস্তুদের জন্য কিছু করতে পারিনি এবং যেহেতু সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট কিছু কিছু

রেছে সেইজন্য এঁরা দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। কয়েক বৎসর আগে ঠিক এই জায়গা থেকেই বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ করবার জন্য সরকার খুব উচ্চ গলায় প্রচার করেছিলেন এবং রোধীপক্ষকে বলে ছিলেন যে আপনারা এটায় বাঁধা দেবেন না। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে াজ কয়েকমাস যাবৎ কাগজে কলমে এবং লোকের মুখ থেকে যা' শুনতে পাচ্ছি তাতে মনে য় বাস্তবিকই দণ্ডকারণ্য ইজ এ ফেইলিওর। দণ্ডকারণ্যে যে সমস্ত লোক কাজ করে তাদের া বাঙ্গালীদের প্রতি কোন দরদ নেই তার একটা ঘটনা আপনাদের শোনাচ্ছি। একটি ছেলেকে আমি মানুষ করেছিলাম এবং সে আমার বাড়ী থেকেই গ্রাজুয়েট হয়। তারপর যখন ই দণ্ডকারণ্যে নূতন বাঙালী কলোনী গড়ে উঠল তখন আমি ইচ্ছে করেই তাকে দণ্ডকারণ্যে াকুরী নিয়ে যেতে বললাম। সেখান গিয়ে সে আমাকে যে চিঠি দিয়েছে তা' এক মর্ম্মান্তিক াহিনী এবং সেটাই আপনাদের শোনাচ্ছি। সে লিখেছে "যদিও আমরা অফিসার তবুও াঙালী হিসেবে আমাদের এখানে কোন স্থান নেই। আপনি বলেছিলেন যে বাঙালীদের জন্য ূতন বাংলা দেশ গঠণ করা হবে কিন্তু বাস্তবে দেখছি তার কিছুই হয়নি। অবাঙালী অফি-ারদের জন্য আমাদের নানারকম নির্যাতন ভোগ করতে হচ্ছে এবং যার ফলে চাকুরী করা প্রায় ়সম্ভব হয়ে উঠছে। আমি ঘুরে ফিরে দেখেছি যেসব বাঙালী উদ্বাস্তুরা এখানে এসেছে তাদের চ্যাটার্ড করে পিঞ্জরাপোলের ভিতর রাখা হয়েছে"। কাজেই এই যখন অবস্থা তখন আপনার সেখানে কি গঠণ করতে পারবেন? যদিও আপনারা এই হাউসের মধ্যে নানারকম সাজেসন দিচ্ছেন, কিন্তু আমি বলব যতক্ষন পর্য্যন্ত খান্নাকে রি কল করা না হয় বা যতক্ষন খান্না সেখানে াকবে ততক্ষন কোন বাঙালী উদ্বাস্তু সেখানে যাবেনা বা যাওয়া উচিত নয়। খান্নাকে অপসারিত করে সেখানে একটা বোর্ড গঠন করুন এবং দেখুন সেখাদে কি হ'তে পারে বা না াারে। দণ্ডকারণ্য যদি বাঙালীদের জন্যই করা হয় তা'হলে সেখানে বাঙালীর কৃষ্টি, সভ্যতা ামস্ত কিছু বজায় থাকবে। কিন্তু আজ দেখছি শুধু ঐ খান্নার জন্যই সেখানে কিছু করা যাচ্ছে া বা কোন বাঙালী অফিসারকে সেখানে পাঠাতে পারছেন না। আপনাদের উচিত ছিল সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টকে ইনফ্লুয়েন্স করা যাতে বাঙালীরা সেখানে অগ্রাধিকার পায়। কিন্তু তা করছেন না বলেই মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে আমি অভিযোগ করছি। এখানকার মাননীয় সদস্য প্রফুল্ল ঘোষ, সুরেশ বন্দোপাধ্যায় এবং আমি প্রত্যেকেই বলেছিলাম যে আমরা দণ্ডকারণ্যের বিরুদ্ধে নই এবং গভর্ণমেণ্ট যদি আমাদের সহযোগিতা চান তাহলে আমরা তা' করব। কিন্তু আমরা সেখানে যেতে রাজী থাকা সত্বেও আজ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট আমাদের নিয়ে গিয়ে জায়গাটা দেখাতে পারলেন না যাতে আমরা বুঝতে পারি যে সেখানে বাঙালীর পক্ষে থাকা সম্ভব কেনা। কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যখন আমার যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে তখন যদি আমাকে সেখানে নিয়ে যেতেন তাহলে হয়তো কতকগুলি কৃষক পরিবারকে সেখানে বসাতে পারতাম। পশ্চিমবাংলায় যেসমস্ত উদ্বাস্তুরা বসেছে তার মধ্যে কৃষিজীবিরা যদিও অনেক সময় আমার কাছে আসে কিন্তু আমি তাদের এমন কোন আশা ভরসা দিতে পারছিনা যে তারা দণ্ডকারণ্যে গিয়ে সুখে থাকতে পারবে। তবে দণ্ডকারণ্য যে ফেইলিয়োর হয়েছে এবং সেখানে যে কোন কাজ হচ্ছে না বা বাঙালীর পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয় তা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার পর আরেকটা কথা বলতে চাই যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদিও বলছেন যে ৩২ লক্ষ লোক এখানে এসেছে কিন্তু আমি মনে করি তার চেয়ে অনেক বেশী লোক এসেছে এবং তারা অনেক স্থানে নিজেদের চেষ্টায় বসেছে। এই সমস্ত লোক চায় যে গভর্ণমেণ্ট আমাদের সহায়তা করুক, কেননা তারা মনে করছে যে আমরা বাংলাদেশের পুনর্গঠণ করছি। একথা সত্য যে এই

উদ্বাস্তদের আগমনের ফলে পশ্চিমবাংলার অনেক উন্নতি হয়েছে। অনেক অনুর্বর জমি উর্বর হয়েছে, অনেক কিছু সুবিধা হয়েছে। উদ্বাস্ত এসে অনেকগুলি স্কুল খুলেছে কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সেদিকে নজর দেননি। সকলেই জানেন যে আমি ঠাকুর নগর কলোনী নামে একটা কেলানী করেছিলাম। দুঃখের বিষয় আজ ১২ বছর হয়ে গেল সেখানে কোন ষ্টেশন হয়নি। আমরা একটা ষ্টেশন চেয়েছিলাম সেখানে, জেনারাল ম্যানেজার বললেন সিডিউল কাষ্টস কলোনী ওখানে প্লাটফরমের দরকার হয় না। এইরকম ব্যবহার যদি গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে পাওয়া যায় তাহলে সিডিউল কাষ্টের কি উন্নতি করবেন, অন্য লোকের কি উন্নতি করবেন? এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কিন্তু আমি ধন্যবাদ দেব পুর্ণেন্দু নস্করকে। তিনি লিখেছিলেন তাতে কাজ হয়েছে। এখন ষ্টেশনের কাজ আরম্ভ হয়েছে। আমি বহু কষ্টে একটা স্কুল করেছিলাম। সেটাকে ১১ ক্লাসে পরিণত করবার চেষ্টা করেছিলাম এবং এ সম্বন্ধে আমি মন্ত্রীমহাশয়ের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন যে দরখাস্ত করুন। ৩ বছর হয়ে গেল একটা ইনসপেক্টর পর্য্যন্ত সেখানে যায়নি। রাস্তাঘাটের জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে বলেছিলাম যে রাস্তা যদি পাকা করে দেন তাহলে ঠাকুর নগর শহরে লোকের যাবার সুবিধা হবে, কিন্তু রাস্তা পাকা করার কোন রকম বন্দোবস্ত হয়নি। ১৫৭ কোটী টাকা সেণ্টাল গভর্ণমেণ্ট ব্যয় করলেন কিন্তু কোন কাজে লাগালেন তা বুঝতে পারলাম না এই রকমভাবে কতদিন চালাতে পারবেন? আমি আর একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে অনেক উদ্বাস্ত আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে যে রকম পরিস্থিতি তাতে পুর্ব্ববঙ্গের গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে যদি কোন রকম বন্দোবস্ত করতে পারেন তাহলে আমরা চলে যেতে পারি। আমি আমার সরকারকে বলব যে সেই ব্যবস্থা করুন। যারা ওখানে ফিরে যেতে চায় তারা যাতে বিনা পাসপোর্টে ওখানে ফিরে যেতে পারে সেই ব্যবস্থা সরকার তাদের জন্য করুন। আমি পুনরায় বলব যে জেনেশুনে খান্না থাকতে কোন দিন কোন বাঙালী উদ্বাস্ত যেন দণ্ডকারণ্যে না যায়—এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[6—6-10 p.m.]

Shri Satyendra Narayan Majumdar :

মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বলার বিষয় খুব সংক্ষিপ্ত। আমার মনে হয় একটা ব্যাপারের মধ্য দিয়ে প্রফুল্লবাবুর উদ্বাস্ত পুনর্বাসন নীতির চেহারাটা পরিস্কার হয়ে গেছে। আমি বলছি সেইসব উদ্বাস্ত ব্যবসায়ীদের সমস্যার কথা যারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়, উত্তর বাঙলার বিভিন্ন জেলাতে সরকারী রাস্তার ধারে দোকান করে জীবিকা নির্বাহ করছে। তাদের সব জায়গায় সরকারী রাস্তার উপর অনধিকার প্রবেশকারী বলে ব্যবসা লোন-টোন দেওয়া হয়না। তবুও তারা নানা রকম চেষ্টা করে জীবিকা নির্ব্বাহ করে আসছে। তাদের অন্যান্য দাবির মধ্যে প্রধান দাবি ছিল তাদের জন্য বাজার তৈরি করা দরকার। বাজার তৈরি করলে সেখানে তারা বসতে রাজী আছে। অনেক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব অনেক জায়গায় দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমরা যতদুর জানি সরকার তাতে কর্ণপাত করেননি। একটা জায়গায় যে ধরণের ব্যাপার হয়েছে সেটা আমি আপনার কাছে বিশদ ভাবে বলব। আলিগড়ে উদ্বাস্ত ব্যবসায়ীদের নতুন বাজার তৈরি করবার জন্য ১৯৫৩ সালে ৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। তারপর আবার ১৯৫৯ সালে আরও বহুলক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে—কত হয়েছে ঠিক জানিনা, কারণ, সে সম্বন্ধে ২বছর আগে প্রশ্ন দিয়েছিলাম যে কত লক্ষ টাকা উদ্বাস্তদের নতুন বাজার তৈরি করবার জন্য খরচ

করা হয়েছে, তার কোন জবাব আজ পর্য্যন্ত পাইনি এবং পাবনা বলে ধরে নিয়েছি। বাজার তৈরির প্রথম থেকে উদ্বাস্তু ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিরা বারবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করে বলে এসেছেন যে বাজারের যেসমস্ত ত্রুটি আছে সেগুলি সংশোধন না করলে ওখানে যেয়ে আমাদের পক্ষে সুবিধা হবে না। যেমন ঘরগুলি এত ছোট করা হয়েছে যে তার ভেতর কোন রেষ্টুরেণ্ট কাপড়ের দোকান বা কোন বড় দোকান করা যেতে পারে না। দ্বিতীয় কথা খুব সংগতভাবে তাঁরা বলেছেন যে আমরা ওখানে যাবো ব্যবসা করতে যাতে কেনা বেচা হয় তার পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে হবে অর্থাৎ বাস ষ্টাণ্ড করে দেওয়া, কি পরিত্যক্ত রেল লাইনের একটা রাস্তা আছে সেই রাস্তা দিয়ে সেখানে যাতে যানবাহন চলাচল করতে পারে তার একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া প্রভৃতি এগুলি করলে তাঁরা সেখানে যেতে পারেন। এই সমস্ত ব্যাপার সরকার এই দুবছর ধরে কোন কর্ণপাত করেননি অথচ এবিষয়ে বহুবার বহু ডেপুটেশন হয়েছে। মাঝে মাঝে শুধু এদের সবানোর জন্য খগেনবাবুর বিভাগ থেকে চাপ দেওয়া হয়েছে—এখন অবশ্য সেটা স্থগিত রাখা হয়েছে। নির্ব্বাচনের সময় এলে একরকম করাহয়, আবার নির্ব্বাচন চলে গেলে আর একরকম করা হয়; এই রকম জিনিষ আমরা বিভিন্ন ব্যাপারে দেখেছি। কিন্তু সম্প্রতি যে ব্যাপার সেখানে হয়েছে সেটা হচ্ছে লাস্ট ষ্ট্র অন দি ক্যামেলস ব্যাক—অর্থাৎ এদের কোন রকম সুবিধা তো দেয়াই হয়না উপরন্তু এখানে নূতন বাজারে স্টল নেওয়ার ব্যাপারে যে সর্ত্তগুলি এঁদের উপর চাপিয়েছেন পুনর্বাসন বিভাগ সেগুলি আমি একটু পড়ে শোনাচ্ছি, তাহলে দেখবেন যে কিধরণের সর্ত্ত দেওয়া হয়েছে এবং এর থেকে কি সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। একটা সর্ত্ত হচ্ছে :—

"That the Licensee will have no right, title or interest in the stall or shop allotted to him'

তারপর হচ্ছে—

'That the Licensee will not be able to let out or mortgage or sell or transfer in any manner his right/under this license to use the said shop or stall"

তারপর এসম্বন্ধে সরকার কিছু যুক্তি দেখাতে পারেন। তারপর হচ্ছে :—

"That the Licensee will not be able to change the nature of his business without the prior consent of the Deputy Commissioner, Darjeeling'

অর্থাৎ মাছের ব্যবসা করেছিলাম তাতে লোকসান হচ্ছে তার বদলে যদি কমলালেবুর ব্যবসা করতে হয় তাহলে আগে ডেপুটী কমিশনারের অনুমতি নিয়ে তা করতে হবে। তার মানে এটা করতে বহুদিন সময় চলে যাবে। তার পরের সর্ত্ত হচ্ছে

'The Licensee will pay a daily fee of—within 7 p. m. of each day. In case of default of payment of fees for seven consecutive days, the license will stand determinated and the Licensee will forthwith vacate the said shop or stall. The stock and assets of the business of the Licensee shall stand charged for the due payment of the said fees'

জিনিষ বিক্রী হোক বা নাহোক এটা না দিতে পারলে প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলায় এই অবস্থা তার হবে। তারপর আরো আছে

'That the Licensee will have to keep 14 days' fees advance as deposit with the Government for which he will not be entitled to any interest. The advance so kept will be released to the Licensee after the determination of the Licensee after deducting the Government dues, if any.'

'That the fee, if in arrears, shall be realisable as public demand under the Public Demands Recovery Act.'

'That the Licensee will keep in permanent deposit one month's fee in advance with the Deputy Commissioner, Darjeeling, and the said sum will be adjusted as fee for the last month of the occupation of the said shop or stall by the Licensee.'

এতো অসুবিধাজনক সর্ত্ত দিয়েও এই সরকার সন্তুষ্ট হন নি, এই সমস্ত লোকগুলিকে মারিবার জন্য তাঁরা আরো অস্ত্র হাতে রেখেছেন :

'That the Governor shall have the right to terminate this license without assigning any reason after giving a fortnight's notice thereof to the Licensee.'

এই লোকগুলি সরকারের কাছ থেকে ধান পাননা, তাঁরা ব্যবসা করে যাচ্ছিলেন এবং তাঁদের সংখ্যা কম নয়—তাঁদের নিয়ে রাজনীতির দাবাখেলা সরকারপক্ষীয় লোকেরা বহু খেলেছেন। তারপর যখন বাজার খোলা হল তখন তাঁদের পরামর্শগুলি শোনা হয়নি। তাঁদের মাঝে মাঝে আশ্বাস দেওয়া হয় যে যদি তোমরা বাজারে যাও তাহলে তোমাদের পরে ধান দেওয়ার ব্যবস্থা করবো বা বিবেচনা করে দেখবো। আমরা শুনেছি খান্নাসাহেব তাঁদের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন, ঐ বিভাগের প্রতিনিধিরাও দেখা করে এসেছেন এবং তাদের অভিযোগগুলি ও পরামর্শগুলি বিভিন্ন সময়ে বলেছেন তাঁরা একথা কখনও বলেননি যে আমরা সেখান থেকে উঠবো না। মাঝে মাঝে শুনি যে তাঁরা না উঠায় শিলিগুড়ির রাস্তার উন্নতি হচ্ছে না। তারা বলেননি যে যাবো না—তারা এটুকু বলেন যে এখানে ব্যবসা বানিজ্য করে খাবার একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা হোক। তাতো করাই হয়নি বরং যে সমস্ত সর্ত্তগুলি আমি পড়লাম সেগুলি তাদের উপর চাপানো হয়েছে। এর চেয়ে বেশী কিছু বলার আর প্রয়োজন নেই—সেখানে কি ব্যাপার চলছে সেটা সহজেই আপনি বুঝতে পারছেন।

Shri Jyoti Basu :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার সময় খুব কম। তাই আমি একটা বিশেষ বিষয়ে আপনার মাধ্যমে সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই। সেটা হচ্ছে ক্যাম্পের বাস্তহারাদের সম্পর্কে যে বিষয়ে এখন ২।৩ জন বলেছেন। আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে যে সরকারের কাজকর্ম্ম বিবেচনা করে দেখলাম যে এদের প্রতি তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং প্রতারনা করেছেন। এবিষয়ে আমি এখন নিঃসন্দেহ কারণ অমি দেখলাম এই যে প্রফুল্লবাবু বক্তৃতায় বললেন ৩০।৪০ লক্ষ বাস্তহারা এসেছে এদের কারও কি কিছু হয়েছে ? কারও কিছু হয়নি। এখন মোট ১॥ লক্ষ লোক ক্যাম্পে আছে, প্রায় ৩৫ হাজার পরিবার যাদের আমরা বাংলা দেশের বাইরে চলে যেতে বলছি। এই যে ১॥ লক্ষ, আর বাদবাকী সবতো ব্যবস্থা হয়েই গিয়েছে অনেকবার সেটা বলেছেন, এদের সম্বন্ধে আমার মনে হচ্ছে এবার ওঁরা যেন নূতন জন্তু আবিস্কার করেছেন, এরা যেন মানুষ নয়! এরা যে মানুষ একথা মনে যদি থাকে তাহলে অসুবিধা হয়। সরকারপক্ষ ধরেই নিয়েছেন এরা মানুষের পর্য্যায়ে নেই। এই ব্যবস্থা করে অনেক কৃতিত্বের কথা বলেন, পশ্চিমবাংলায় অনেক করেছেন? খান্না সাহেব দোষী, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট কিছুই করছে না, নূতন কথা শুনলাম আজ প্রফুল্লবাবুর কাছে। কি কৃতিত্ব! ৫০ কোটি টাকা ডোল খরচ করেছেন বাংলা দেশে, বলে গেলেন, কেমন টাকা ডিষ্টিবিউট করেছেন দেখিয়ে দিয়েছেন। ৫০ কোটি টাকা ভিক্ষা দিলেন এতদিন ধরে; কেন দিলেন? কিছুদিন দিতে হবে, ১বছর কি

২ বছর কিন্তু বছর বছর ভিক্ষা দিযে গেলেন তাদের জন্য কোন চেষ্টাই করলেন না, কোন কুটির শিল্প গড়ে তুললেন না, এসম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারকেও বুঝালেন না !! মুখ্য মন্ত্রীমহাশয় তাঁর বাজেট বক্তৃতায় অনেক কথা বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার এটা দিচ্ছেনা ওটা দিচ্ছেনা, ঐ টাকাগুলি না দিলে চলবেনা। কিন্তু বাস্তুহারাদের সম্পর্কে কিছু বললেন না। কেন এটা বুঝাতে পারলেন না যে এখানে অনেক সমস্যা ! পশ্চিমবাস্তুহারাদের সমস্যার মত সমস্যা ভারতবর্ষের কোথাও নাই ? যদি এই টাকা দিয়ে কোন ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তুলতেন তাহলেও বুঝতাম, কিন্তু তা হলনা। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিরাট বিরাট শিল্প হচ্ছে। প্ল্যানিং কমিশন বলেছেন বাংলাদেশ শিল্পে উন্নত কাজেই অন্য জায়গায় শিল্প গড়ে তোল, গড়ে তুলতে হবে নিশ্চয়ই ব্যাকওয়ার্ড এরিয়াতে গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশের সমস্যা—বিশেষ সমস্যা এর জন্য টাকা ঢালতে হবে। এনিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝালেন না কোন তর্ক বিতর্ক করলেন না।

তারপর আমরা দেখছি যেখানে বারে বারে বলা হচ্ছে যে জমি নেই সেখানে এটা কেন ? এই স্ট্যাটিষ্টিক্যাল হ্যাণ্ডবুক অফ ১৯৫৯ তাতে আপনারা বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার হিসেব করে দেখাচ্ছেন যে ২৩ লক্ষ একর জমি এখানে চাষযোগ্য করা যায়। এটা এই স্ট্যাটিষ্টিক্যাল হ্যাণ্ডবুকে রয়েছে। যদি এটা ঠিক হয় যে এক ইঞ্চিও জমি নেই তাহলে এই স্ট্যাটিষ্টিক্যাল হ্যাণ্ডবুকটা কারেক্ট করবেন তো ? আপনারা বলছেন জমি নাই, অথচ বইয়েতে দেখছি আছে। যদি আছে তো উদ্ধার করছেননা কেন ? হয়ত বলবেন খরচ বেশী। কিন্তু বাস্তুহারাদের যাদের দণ্ডকারণ্যে পাঠানো হচ্ছে সেখানে বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি, চেষ্টা করলে আপনারাও জানতে পারবেন যে সেখানে প্রতি বছর প্রতি এগ্রিকালচারাল ফ্যামিলীর পেছনে খরচ করেন ৬ হাজার টাকা। আর বাংলাদেশে বলছেন ৩॥ হাজার টাকা। তাহলে তো এই জমি উদ্ধার করে একটু একটু করে বাস্তুহারাদের বসিয়ে দিতে পারতেন, সেটা কেন করলেন না ? এখন এই সমস্ত অকর্মন্যতার জন্য আপনারাই দায়ী, এই পরিকল্পনাহীনতার জন্য আপনারাই দায়ী এবং এই যে মানবতাবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী আপনাদের তার জন্য কাকে দোষ দেবেন ? এজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজেই তো দায়ী। তাই আজকে বাঙালী বাস্তুহারাদের জন্য আমরা বাঙালী যদি অনুভব না করি তাহলে অন্যরা কি করে করবে—তা আমি বুঝতে পারি না।

[6-10—6-20 p.m.]

আমি দেখলাম দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আপনাদের টার্গেট ছিল ৫০ হাজার একর জমি আপনারা রিক্লেইম করবেন। কিন্তু এখন বাজেট দেখছি মাত্র চার হাজার একর আপনারা করেছেন। তাহলে কেন বললেন ৫০ হাজার একর ? কেন এই টার্গেট নিলেন ? অবশ্য আমরা একথা বলছিনা যে সব ৫০ হাজার একর জমি নিয়ে উদ্বাস্তুদের বসিয়ে দিন। আমরা বলি অন্ততঃ ৪০ হাজার, কিম্বা ১০ হাজার একর জমি নিয়ে, সেখানে উদ্বাস্তুদের বসাতে পারেন। যখনই আমরা একথা বলি তখনই কংগ্রেস পক্ষের লোক ও মন্ত্রীরা বলেন ওরে বাবা, এ কি করে হবে। আপনারা ঐ যে আরাপাঞ্চ এর কথা বলেন, সেখানে দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম সেখানকার স্থানীয় চাষীরা এসে সমস্ত জমি দখল করে বসে আছে। আর ঐ একটা নিয়ে আপনারা বলতে আরম্ভ করেন—অ্যাজ ইফ বাংলাদেশের চাষীদের জন্য সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ক্ষেত মজুরকে জমি দিয়ে দিয়েছেন, যারা গরীব মানুষ তাদের জমি দিয়েছেন, যাকিছু দরকার ; সব কিছু করে ফেলেছেন ; আর সব দোষ উদ্বাস্তুদের ঘাড়ে চাপা-

বেন। মনে করেছেন জমি উদ্ধার করলেই একেবারে বিপদ। কিন্তু তা মোটেই হয়না। আমরা সবাই মিলে বসে, বিবেচনা করে দেখবো বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কোথায় কি জমি পাওয়া যায়, তা উদ্ধার করবো, এবং সেখানে উদ্বাস্তুদের বসাবো। এই মনোভাব নিয়ে যদি কাজ করতেন তাহলে সাত্যকারের খানিকটা কাজ হত। যদি ঐ ৫০ হাজার একর জমির জায়াগায় অন্তত ৩০।৪০ হাজার কিম্বা ১০ হাজার একর জমিও দিতে পারতেন পুব বঙ্গের মানুষকে, উদ্বাস্তুকে। তাহলে আমার মনে হয় না এই নিয়ে পশ্চিমবাংলায় ঝগড়া ঝাটি বা মারামারি বা একটা বিরোধ স্বষ্টি হত। এখন কি হল? এই সমস্ত স্কীম করবার পর যখন এইগুলি কার্য্যকরী করতে পারলেন না; তখন আপনাদের অকর্ম্মণ্যতা ঢাকবার জন্য, গাফিলতা, সীমাহীন গাফিলতা ঢাকবার জন্য—আপনারা বলছেন এখন ক্যাম্প আমরা বন্ধ করে দেবো। বলা হচ্ছে—ক্যাম্প থেকে তাদের বার করে দাও, ক্যাম্পগুলি বন্ধ করে দাও। জানেন যে আপনারা তা করতে পারবেন না, তবু জেদ করে আপনারা বললেন। যারা এই নিয়ে আন্দোলন করেন, তাঁদের ঘরের শিশুদের দুধ বন্ধ করে দিলেন। আর এখন বলা হচ্ছে কি বীরত্ব,—খান্না সাহেব করতে পারছেন না, আমরা কি করবো? প্রফুল্লবাবু বললেন আমরা উৎসাহিত হতে পারছি না। তাই উঁনি আমাদের দরুন উৎসাহিত করছেন বাস্তুহারা-দের পুনর্বাসন দিয়ে প.শ্চম বাংলায়। খান্নাসাহেব দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করতে পারছেন না, তাই উনি উৎসাহিত হতে পারছেন না। আর আপনি এই অবস্থা করলেন। আমরা বারেবারে আপনার কাছে গিয়ে বললাম এই জিনিষ করবেন না। পারবেন না বন্ধ করতে জুলাই মাসের মধ্যে ক্যাম্পগুলি। কোথায় নিয়ে যাবেন এই সমস্ত উদ্বাস্তুদের? দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না, আগে সেখানে গিয়ে দেখে আসুন, তারপর আস্তে আস্তে ব্যবস্থা করুন। তিনি বললেন না, আমবা যখন ব্যবস্থা করেছি,—তাদের সেখানে পাঠাবো। সবত আপনি পণ্ডিত নেহেরুকে বুঝিয়ে দিলেন। বললেন আমি তাঁকে চিঠি লিখেছি—সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে, কিছু ভাবনা করবার নেই, আমরা কোটী কোটী টাকা খরচ করছি। এই চিঠি আমার কাছে আছে। এই জিনিষ হল। সব বুঝিয়ে দিলেন, আর এখানে কি করলেন? সব উদ্বাস্তুগুলিকে আপনি মারলেন। খুব কৃতিত্ব দেখালেন আন্দোলন ভেঙ্গে দিয়ে, মা, বোনদের সেখানে ঠেঙ্গিয়ে। এই অবস্থা আপনারা করেছেন। এখানে আবার বলি তারা দণ্ডকারণ্যে যাবার জন্য উৎসাহিত হতে পারছেনা বলে বুঝি, তাদেব উপর ৬০দিনের নোটীশ দিয়ে বসে আছেন। তাদের ক্যাম্প থেকে তুলে দেবার জন্য। এর লজিকটা কোথায়? এর লজিকটা কোথায় বুঝতে পারছেন না। যদি না পারেন আপনারা বুঝতে তাহলে আপনার তাদের সঙ্গে আলোচনা করা দবকার, তাদের বোঝান দরকার এইভাবে করোনা, আর একটু সময় নাও, যখন এটা ব্যর্থতায় পর্য্যুদস্ত হয়েছে। কিন্তু আপনাবা সেদিকে গেলেন না। সেই আগের প্লানে টিক করলেন। এখন আমার কথা হচ্ছে এই যে আপনারা সমস্ত করতে গিয়ে একটা প্রচণ্ড রকম ভাঁওতা রিফিউজীদের দিচ্ছেন ইচ্ছাকৃত ভাবে। এ নয়, যে আপনারা সব না জেনে করেছেন; এ বললেত চলবে না। কারণ আমি ১৯৫৭ সালের অ্যাসেম্বলী প্রসিডিংস এ দেখেছি—যখন সেই সময় একটা প্রস্তাব আলোচনা হচ্ছিল সেখানে কংগ্রেস পক্ষের দায়িত্বশীল লোকেরা এই রকম সব বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। আমি তারই একটু পড়ে শোনাচ্ছি—"আমি মনে করি আমাদের এমন একটা অবস্থা এসেছে,—বাংলার বাইরে বাংলা ভাষা প্রচার করে, বাংলার কালচার্ড, কৃষ্টি সমস্ত ভারতবর্ষে যদি ছড়াতে পারি তাহলে বাংলার শক্তি বৃদ্ধি পাবে। তারপর তিনি বলছেন সেখানে চাল খুব ভাল হয়, আর সেইসব অঞ্চলে

সেইসঙ্গে আখের চাষ এবং আরও বহুরকম চাষের সুবিধা আছে। এটা আমি জানি এবং এই জায়গা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই বলবেন যে সেখানে এই ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে রাবার প্ল্যানটেশন এর সুযোগ সুবিধা পাওয়া যেতে পারে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রেশম ও কিছু কিছু ফলের উৎপাদনের ও সুযোগ সেখানে পাওয়া যেতে পারে।" এটা একজন দায়িত্বশীল কংগ্রেস সদস্য শ্রীবিজয় সিং নাহারের নামে। তিনি এই সমস্ত কথা বলেছেন। এই ধরণের আরও অনেক কংগ্রেস সদস্যদের বক্তৃতা আছে, আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না। এটা একটা প্রস্তাবের উপর আলোচনা হচ্ছিল। আপনাদের প্রস্তাব ছিল ওয়েলকাম করেছি। আমি বললাম ওয়েলকাম করবো না। ওয়েলকাম করবার আগে, সেখানকার অবস্থা জানবার চেষ্টা করুন— কি হয়েছে বা হবে এবং কিরকম সার্ভে হয়েছে—। তারপর আপনারা আমাদের ডাকুন, আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করুন, আলোচনা করুন। সেখানে সমস্ত সার্ভে হয়েছে কিনা, এইসব যখন বলছিলাম, তখন হঠাৎ দেখলাম মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় তিনি আমাকে ইণ্টারভেন করে বলতে আরম্ভ করলেন

they have completed the survey and given the map.

তিনি আবার বলতে লাগলেন

30 thousand Sq. miles have been surveyed and the map has been prepared.

এই কথা তিনি বললেন। অর্থাৎ ম্যাপ তিনি পেয়েছিলেন এবং সার্ভের সমস্ত রিপোর্টও তিনি পেয়েছিলেন। আমি এর সমস্তই মিথ্যা কথা আন-পালামেণ্টারী হলে বলবো—অসত্য কথা তাঁরা বলেছেন। আমরা কাগজে দেখেছি এরোপ্লেনে করে সার্ভে হয়েছে, যার অর্থ তাঁরা দিচ্ছেন—৮০ হাজার স্কোয়ার মাইল তিনটি প্রদেশ মিলে। সেখানে খনিজ সম্পদ আছে, নূতন করে আমেরিকা ডিসকোভারীর মত আর একটা বাংলাদেশ সেখানে তাঁরা গড়ে তুলবেন। শঙ্করদাস ব্যানার্জ্জী,—তাঁকে আমি ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করছি না, তিনি যা তখন বলেছিলেন—এটা কি দায়িত্বের কাজ করেছিলেন? তিনি নিজের পয়সা খরচ করে গেলেন সেখানে। অনেক ম্যাপ তিনি নিয়ে এসে বললেন—শিলং থেকেও ওখানকার ক্লাইমেট অনেক ভাল। সেখানে ভাল জমি আছে, খাল আছে, জল ইত্যাদি আছে। যাও, যাও, তাড়াতাড়ি তোমরা যাও। এ কি দায়িত্বজ্ঞানের কাজ তিনি করেছিলেন? তারপর এখানে প্রস্তাব কি পাশ হলো? আমি যা বলেছিলাম তখন, তার মধ্যে যাচ্ছি না। প্রস্তাব কি হল? প্রস্তাবটী ছিল এই—

১ নম্বর—

(1) West Bengal Government should ascertain from the Government of India the details of the proposed scheme for the development of Dandakaranya; (2) Thereafter call a conference of representatives of different parties and groups of this House and place the scheme before it for consideration; and (3) The implementation of the scheme, when finally approved, should be undertaken by a Statutory Body in which the West Bengal Government should be adequately represented.

এই হ'ল সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব এখানকার। কিন্তু তার ফলে কি হল? এই তো গেল প্রস্তাব। সেখানে আমি বলছি, যে সরকার আমাদের সঙ্গেও প্রতারণা করলেন,—যাকে বলে ব্রীচ অফ ফেথ আমাদের সঙ্গেও হলো। হাউসে একটা প্রস্তাব পাশ হলো। আমি

জানতে চাই, এই প্রস্তাব নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাঁদের কি কথা হয়েছিল ? যদি হয়ে থাকে, তবে কি তাঁরা বলেছিলেন ? তা কোনদিন আপনারা হাউসের সামনে বলেননি। এই তিনটী প্রস্তাবের মধ্যে একটীও তাঁরা মানেননি। যদি তাঁরা তা না মেনে থাকেন, তাহলে তা এ্যাসেমব্লীর সামনে ফিরে জানান উচিত ছিল। এটা জানাবার সৎসাহস তাঁদের থাকা উচিত ছিল। মুখ্যমন্ত্রী ও প্রফুল্ল সেন মহাশয় আমাদের বলতে পারতেন—দেখো, আমরা কিছু করতে পারলাম না। এই অনেষ্টটুকু তাদের থাকা উচিত ছিল। একটী কথাও আপনারা মানলেন না। কেন্দ্রীয় সরকারও কোন ব্যবস্থা করলেন না। আপনারাওআমাদের সঙ্গে কোন সম্মেলন করলেন না। না করেই বললেন— দণ্ডকারণ্য ঠিক আছে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আজ বলবো, একটা রিস্ক নিয়েই বলবো ওঁরা সংবাদপত্র মোবালাইজ করে ফেলেছেন। সংবাদপত্র আপনাদের মোবালাইজ করেছে—সংবাদপত্র এ সম্বন্ধে আরো একটু বেশী লিখতে আরম্ভ করলো প্রশংসা করে। নূতন আমেরিকা ডিসকোভারী হচ্ছে, নানারকমছবি দিয়ে তাঁরা লিখলেন। আমাদের এক বন্ধু সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এ্যাসেমব্লীতে, তখন তিনি গভর্ণমেণ্ট পক্ষে ছিলেন ; রামায়ণ মহাভারত থেকে কত কি শোনালেন। সেখানে ময়ূরের কেকাধ্বনি শোনালেন, ভ্রমরের গীত পর্য্যন্ত শোনালেন। চমৎকার জায়গা। অবশ্য তিনি বলেছিলেন এই সব কণ্ডিশনস ফুলফিলড় আমরা করবো। এটা সরকার পক্ষের কথা, ওঁর কথা নয়। তার একটীও কণ্ডিশন ফুলফিলড হয় নাই—নট ওয়ান, তা সত্বেও দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে খান্নাকে বলেছি, আমাদের একবার নিয়ে যান না সেখানে। তবুও তাঁরা কোন ব্যবস্থা করেন নাই। ডাঃ ঘোষ ও আমি একসঙ্গে বলেছি, অন্য সময়েও বলেছি, কেউ সে ব্যবস্থা করেন নাই। এখানে কংগ্রেস তরফ থেকেও কোন মন্ত্রী বা রিফিউজী দরদী দায়িত্বশীল সদস্যরা কেউ সেখানে গিয়েছিলেন কিনা জানিনা। যা হোক্ এই যে দণ্ডকারণ্য ডেভেলপমেণ্ট অথোরিটি ওখানে যা আছে, সেখানের কি অবস্থা ? পশ্চিমবাংলা সরকারের কিছু প্রতিনিধি তাতে আছে, নাম কি তাঁদের ? কয়জন প্রতিনিধি আছেন ? নেই তো ! আপনাদের প্রতিনিধি তাঁরা নিচ্ছেন না। এই জিনিষ আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেখানে দেখছি, উপর দিকে যাঁরা বড় বড় অফিসার আছেন, তার মধ্যে তিন জনের বেশী বাঙ্গালী নাই, আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি। অথচ বাংলাদেশের রিপ্রেজেনটেটিভ থাকবে বলে শুনেছিলাম। প্রস্তাবও পাশ করেছিলেন। এমনও শুনছি ক্লাশ থ্রী, ক্লাশ ফোর কিছু ষ্টাফের সেখানে রিক্রুটমেণ্ট হয়েছে। কিন্তু কোথাও তার জন্য অ্যাডভারটাইজমেণ্ট করা হয় নাই। সে সব কোথাও কিছু নাই—তাঁদের ইচ্ছেমত নিয়েছে। বাঙ্গালী যারা যাবে বলে শুনেছিলাম, তাদের মধ্য থেকে শতকরা ৭৫ ভাগ চাকরীতে নেওয়া হবে ; আর শতকরা ২৫ ভাগ চাকরী স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা নেওয়া হয় নাই। যাঁরা সেখানে কথা বলতে পারবে, সেই রকম বাঙ্গালী অফিসার থাকা উচিত ক্লাশ টু, ক্লাশ ফোর ষ্টাফ—তা তাঁরা নিচ্ছেন না। এখন দেখছি, হঠাৎ সেখানে ঝগড়া লেগে গেল।

[6-20—6-30 P.m.]

তারপর সেখানে দেখলাম হঠাৎ একটা ঝগড়া লেগে গেল অথরিটীর সঙ্গে মিনিস্টারের এবং সেখানে অথরিটী বদলে গেল। কেন বদলে গেল তা আমরা জানিনা। এটা কাকেও কন্‌সাল্ট না করেই করা হল। তারপর এমনও শুনলাম যে উড়িষ্যা জায়গা দিতে পারবে না। মধ্য প্রদেশ ও উড়িষ্যার মধ্যবর্ত্তী কোন একটা জায়গা দেওয়া হয়েছে ঠিক কিন্তু সেখানে ও আমরা দেখলাম, যে আজ এতদিন হয়ে গেল, তার কোন ফাইনাল রিপোর্ট প্রিপেয়ার

করা হয়নি। ডি, ডি, এ, দেয় নি, মিনিষ্টারও দেন নি। সেখানে মাষ্টার প্ল্যান করার কথা হয়েছিল দণ্ডকারণ্যে, কিন্তু আজ অবধি তার কোন রিপোর্ট দেননি, পার্লামেণ্টে দাখিল করেননি, কোথাও দেন নি। এখন আমরা শুনছি যে ডি, ডি, এ, বা অথরিটীর জায়গা বেছে নেবার ব্যাপারে কোন হাত নেই। মধ্য প্রদেশ এবং উড়িষ্যা সরকার যে জায়গা দেবে সেই জায়গাই এদের নিতে হবে। এবং এমন সব জায়গা দেওয়া হয়েছে যে গুলি স্ক্যাটার্ড এমন সব জায়গা দেওয়া হয়েছে যা একটা থেকে আর একটা অনেক দূরে। অথচ আমার কাছে পার্সোনালী খান্না সাহেব বলেছিলেন সে, লোকে বলেছে বাঙ্গালীকে আমরা বিভিন্ন প্রদেশে পাঠাচ্ছিনা কেন? এর কারণ হচ্ছে দণ্ডকারণ্যে ডি, ডি, এ, হচ্ছে সুপ্রিম অথরিটী, সেখানে তারা দেখবেন যে বাঙ্গালীরা যাতে সব এক জায়গায় থাকতে পারে এবং সেইজন্য আমরা সব বাঙ্গালীকে এক জায়গায় রাখবার চেষ্টা করছি, সেখানে একটা নূতন বাংলা গড়ে তুলবেন। কিন্তু আজ কি দেখছি, এটা কি একটা ব্রিচ্ অফ্ ফেইথ্ নয়? তারপর এবার এই হাউস এ একটা কথা শুনছি। এপক্ষ ওপক্ষ থেকে, যে খান্না সাহেবকে সরিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে ঐ যে ওখানে প্রফুল্ল বাবু বসে আছেন, তিনি কি করছেন, তাঁর ত এই জিনিষ গুলি জানা থাকা দরকার যে সেখানে এই সব জিনিষ হচ্ছে। আমাদের ডি, ডি, এর, হাতে এমন সব জমি দেওয়া হচ্ছে যা চাষের অযোগ্য। যেমন আমি শুনেছি পাবাল কোট বলে একটা জায়গায় ৯ হাজার একর জমি এই বৎসর রিক্লেইম করার কথা আছে, কিন্তু দেখা গেল সেখানে ১৬ শত একর জমি মধ্য প্রদেশ সরকার অ্যালোট করেছে এবং সেক্ষেত্রে ও হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে ৭ শত একর জমি পাওয়া যাবে বাকী জমি চাষের অযোগ্য। অর্থাৎ চাষ যোগ্য বলে মনে করেন না অথরিটী। তারপর আরো যে সব জায়গা আছে এখান থেকে কোনটা ১১২ মাইল থেকে ২৪০ মাইল দূরে দূরে, যেমন ফরাসগঞ্জ ইত্যাতি জায়গা। সেখানে আমরা শুনেছি যে আরো ২।৩ বৎসর ক্যাম্পে রাখা হবে। ক্যাম্পেই যদি উদ্বাস্তুদের থাকতে হয় তাহলেত তারা বাংলাদেশেই থাকতে পারতো। তারপর বরাগাও বলে একটা জায়গায় ১৯৮৮ একর জমি রিক্লেইম করা হয়েছে, তার মধ্যে ১,৫০০ একর জমি সুইটেবল্ ফর এগ্রিকালচার এবং সেই হিসাবে ৭ একর করে জমি এক একটা পরিবারকে দেবার কথা ছিল কিন্তু পরে এক্সপার্টরা গিয়ে বলেছেন যে ৭ একর জমি চাষ করতে পারবে না, বাজে জায়গা, ৪½ একর জমি চাষ করতে পারে। এই ত অবস্থা তাঁরা করেছেন। এই জমির কথায়, যে সমস্ত উদ্বাস্তু সেখানে গিয়েছে, তাদের এই সমস্ত জমির টাইটেল ডিড করার জন্য মালিককে, তা জিজ্ঞাসা করলে ডি, ডি-এ বলে আমরা জানি না, মন্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন তিনিও জানেন না। কেউ তা জানেন না। আজ পর্য্যন্ত তা ঠিক হয় নি। এই অবস্থায় তাদের উৎসাহ কি করে হবে। সেখানে ডি, ডি-এ ১২০ টা টিউব-ওয়েল সার্ভে না করেই করলেন ফলে তার শতকরা ৪০ ভাগ টিউব-ওয়েলে জল নেই। এবং তারা বলেছেন যে সেখানে জল পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। কষ্টলী স্কীমস করতে হতে পারে। তারপর আরো ৩৩ হাজার একর জমি, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, সার্ভে করে পাওয়া গিয়েছে। অথচ এখানে তিনিই বলেছিলেন কথায় কথায় যে কোন সার্ভে করা হয় নি, এখন বলছেন সার্ভে করা হয়েছে। অবশ্য এখন কিছু কিছু জায়গায় সার্ভে করেছেন তা ঠিক। তারপর বাংলা ভাষার প্রসার লাভ করাবেন বলেছিলেন, সেদিক দিয়েত দেখতেই পাচ্ছি যে কি করেছেন। নৈনিতালে স্কুলে গিয়ে দেখলাম যে সেখানে একজনও বাঙ্গালী শিক্ষক নেই। আমি এই জন্য বলছি যে, আমি জানি,

আমাকে সংবাদ দিয়েছে যে প্রাইমারী স্কুলস কিছু কিছু ভলাণ্টারী ভাবে বাস্তুহারারা করেছে। তার মানে সেটা কিছুই হয় নি। সেকেণ্ডারী এডুকেশানের কোন ব্যবস্থা সেখানে নাই, থাকতে পারে না। এই হ'ল সেখানকার একটা অবস্থা, আরো ডিটেইলস থাকতে পারে, আমি সেসব জানি না। আমি শুধু বলতে চাই, তাহলে দাঁড়ায় কি? এই দাঁড়ায় যে,—প্রফুল্লবাবু খালি কনষ্ট্রাক্টিভ সাজেশনের কথা বলেন, এই রিফিউজী রিহ্যাবিলিটেশন ব্যাপারে আমাদের পক্ষ থেকে বহু কনষ্ট্রাক্টীভ সাজেশন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আপনারা কখনো তা গ্রহণ করেছেন কি? আপনারা দেখছেন রিফিউজীরা বাংলাদেশর পথে পথে ঘুরে বেড়ায়' আমরা তাদের কথা বলি, তাদের ব্যাপার নিয়ে আন্দোলন করি সুতরাং এই সুযোগে তাদের কোন রকমে দণ্ডকারণ্যে পার করে দাও। আমি এই কনষ্ট্রাক্টিভ সাজেসন দিচ্ছি—আপনি, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, রিজাইন করুন, তা যদি করেন তাহলেও অন্তত বুঝতে পারবো, আপনি অনারেবল লোক, নিজেকে অনার করতে জানেন। আর খান্নাকেও বল্‌ছি, তিনিও রিজাইন করুণ। এখনও সময় আছে, এসব বন্ধ করুণ। ডি, ডি, এ, এর সঙ্গে বসে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার চিন্তা করে দেখুন, একটা টাইম টেবল্‌ কি করে সার্ভে করে করা যায় এবং সেখানে সত্যিকারে উদ্বাস্তুদের জায়গা হতে পারে কিনা এসব দেখে শুনে কাজ করুন, আন্দাজে শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে এঁদের এখানে সেখানে ছড়িয়ে দেবেন না।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I will take only two minutes to make a short statement. It is true that we passed a resolution here in the House that the implementation of the scheme should be under a statutory body and that West Bengal should be adequately represented on it along with other States. Sir, even before the resolution was passed, as far back as 1956-57, when Mr. T. T. Krishnamachari was the Finance Minister, at the National Development Council I raised this issue and it was decided to have an area which would be controlled by four representatives—one from Bengal, one from Orissa, one from Andhra and one from Madhya Pradesh. But it so happened that the land belonged to Madhya Pradesh and Orissa and their Governments, we were told, were not willing to share responsibility with the Bengal Government with regard to the Dandakaranya Scheme. Secondly, I insisted that in the matter of provision of medical relief, education and resettlement and rehabilitation, they should be under the guidance of Bengalee officers. They have taken one of our Bengalee officers as Engineer who has gone there with a certain number of Engineers and I am told that he has been trying to make up the leeway but I do not know how far he has been successful. So far as Education and Medical Departments are concerned, it is only recently about three days ago that I received a letter from the Minister of Rehabilitation to select a person with a certain amount of dynamism who would control the Medical and the Education Departments there. Sir, I can definitely say that although I am kept in the picture in the sense that I get reports of what is happening there, we are not consulted before action is taken. It is true also that the different State Governments met here once. I was present at the meeting and there the question of selection of areas was taken up. What Shri Jyoti Basu has said is not exactly what the representatives stated at the meeting. They said that they would be

prepared to give any quantity of land in the three States as you like and the selection would depend upon the Dandakaranya authorities. I do not know what has happened since. I confess that things are going on there not with our knowledge or consent and action is being taken previous to our consent. We are told when the action has been. That is not a satisfactory proposition because I have always maintained and I have said over and over again that after all it is the Bengali refugees that have to go there, and therefore, the whole control should be more or less in the hands of the Bengalis. I had suggestsd certain names but they were not accepted by the Chief Officer of the area.

[6-30—6-40 p.m.]

Sir, Shri Jyoti Basu says, "you resign on that issue. "It may be suitable for him but I do not know whether he will be able to comehe re if I resign—somebody else will come. That is not the point. You cannot go on resigning on every issue of disagreement with the Government of India. What I say, and I say deliberately, is that Bengalis should be more closely associated with any development that happens in the Dandakaranya area.

The report that Shri Jyoti Basu mentioned to-day was given to me day before yesterday by a person who had gone to Dandakaranya and saw things there. He reported to me about what has happened. I have written to the Gentral Government but I do not know how far I will succeed in this matter.

I have nothing more to say.

Shri Apurbalal Majumdar :

মিঃ স্পাকার, স্যার, আজ কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীখান্নার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মনে চরম ও তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে ; কিন্তু একটা কথা—যে কথা শ্রীখান্না বারবার বলেছেন—এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি বলছেন তিনি শ্রীসেন বা পশ্চিমবাংলা সরকারের সম্মতি না নিয়ে কোন কাজ করেননি, তাঁর একবার কোন প্রতিবাদ এখন পর্য্যন্ত শ্রীসেনের কাছ থেকে পাইনি। যে স্ক্রীনিং কমিটির উপর বাস্তুহারাদের চরম বিক্ষোভ, সেই কমিটির রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট যখন ২১শে অক্টোবর তারিখে দেওয়া হয়েছিল, তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ক্যাস ডোল বন্ধ করার কথা এবং এই ৩০ দিনের সময়ের কথা জানান হয়েছিল, এবং শ্রীসেনকে একথাও লিখে পাঠান হয়েছিল যে, যদি এর মধ্যে কোনও অসংগতি থাকে, বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন বক্তব্য থাকে তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি যেন আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ও লজ্জার কথা, শ্রীসেনের পুনর্বাসন দপ্তর তখন তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেননি বা এর মধ্যে যে সব ভুলত্রুটি আছে সেদিকেও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি। তারপর মিঃ স্পাকার, স্যার, আমি আপনাকে এই মেমো নং ১৭৭৪, এটা একবার দেখতে অনুরোধ করছি—যদি কোন ক্যাম্পবাসীর মাসিক আয় কমপক্ষে ৫০ টাকাও শুধু হয় তাহলে স্ক্রীনিং কমিটির রিপোর্টে তার ক্যাস ডোল বন্ধ হয়ে যেতে পারে, অন্য ক্ষেত্রে নয়। তাঁদের সাকুলার

Where the employment is of a casual nature dole should be withheld only for such employment. In such a case proper care should be taken to resume cash dole to the families concerned immediately after they are out of employment.

কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গ সরকার এই নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেননি বা ভুলত্রুটি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার যে কথা বলেছিলেন তার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেননি। গত ২৪শে আগষ্ট তারিখে যে সভা হয়েছিল, শ্রীসেন এবং তাঁর দপ্তরের সেক্রেটারী তাতে উপস্থিত ছিলেন এবং সেই সভায়ই ৯০ দিনের নোটিশ দিয়ে উদ্বাস্তু বিতাড়নের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল—কিন্তু তখনও আমাদের পুনর্বাসন মন্ত্রী একটি কথা পর্য্যন্ত বলেন নি। সুতরাং আমরা শ্রীখান্নার অপসারন যেমন দাবী করি, তেমনি শ্রীসেনের অপসারণও দাবী করি। কারণ পুনর্বাসন দপ্তর পরিচালনায় তিনি যে একমাত্র ব্যর্থতারই পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, উপরন্তু নিলজ্জ ও অসহায়ের মতো খান্নাকে এইরকম মানবতাবিরোধী কাজে সহায়তা ও সমর্থন করেছেন। কাজেই তাঁর অপসারণের যে দাবী শ্রদ্ধেয় জ্যোতি বাবু তুলেছেন তা' আমি সমর্থন করি এবং বলি যে, খান্নার সঙ্গে প্রফুল্ল সেনেরও অপসারণ হওয়া দরকার ও পুনর্বাসনের পথ সুন্দর হওয়া দরকার।

[6-40—6-50 p.m.]

Shrimati Maya Banerjee :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় তাঁর বিভাগের জন্য অর্থ মঞ্জুরীর দাবী করে যে বক্তব্য এখানে পেশ করেছেন, তা' সমর্থন করতে উঠে আপনার মাধ্যমে এই কক্ষের উভয় দলের মাননীয় সদস্যদেব শুধু এইটুকু বলব যে, আমি এই বিভাগের উপমন্ত্রী হওয়ায় আমার বক্তব্য হয়ত অনেকেই ভালভাবে গ্রহণ করতে পারবেন না বা কোন কোন বিষয় হয়ত সমালোচনামূলক হয়ে উঠবে। কিন্তু তবুও বহুদিন রাজনীতি করার ফলে এবং বাংলাদেশের অনেক জায়গা ঘোরার ফলে এবং তা' ছাড়া এই হাউসের সদস্যা হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষে যেটা ভাল বা খারাপ বলে মনে করব তা বলার অধিকার আমার আছে এবং আশা করি, সে অধিকাব থেকে বঞ্চিত হব না বা হওয়া উচিতও নয়। কাজেই আমার সমালোচনার ভঙ্গি তাঁরা চিন্তা করে গ্রহণ করবেন। বিভিন্ন সদস্য আজ এখানে বসে যে সব কথা বলেছেন, তা' আমি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়েই শুনেছি। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্য্যন্ত এই বিভাগের সঙ্গে আমার সম্পর্ক রয়েছে; কিন্তু তাতে আজ যতখানি অপদার্থ বানাবার চেষ্টা করেছেন—অবশ্য আমার নাম করে বলেননি—তাতে শুধু আমার একটা কথাই মনে পড়ছে যে, "তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল"। পশ্চিমবাংলায় শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি নানারকম বিভাগ আছে এবং প্রত্যেক বিভাগ থেকেই এই বাজেট সেসন-এ এ রকম অর্থ মঞ্জুরীর দাবী করা হয় এবং তা' পাশও করা হয়। কিন্তু এই বিভাগ সম্পর্কে যে ধরণের আলোচনা আজ হোল, তা'তে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ভারতবাসী হয়ে বা পৃথিবীর যে কোন স্বাধীন দেশের লোকের পক্ষে এটা জানা দরকার যে, উদ্বাস্তু সমস্যার জন্য পশ্চিমবাংলা দায়ী নয়। গত কয়েক বছর ধরে যে সমস্ত মাননীয় অতিথিরা এখানে এসেছেন, তাঁরাই জিজ্ঞাসা করেছেন যে, তোমাদের ষ্টেশনে ষ্টেশনে এবং রাস্তায় এত ভীড় কিসের এবং এই কোলকাতা শহর যা' সারা পৃথিবীর মধ্যে একটা বিখ্যাত শহর বলে পরিচিত, তারই বা এ রকম অবস্থা কেন? মিসেস পেথিকলরেন্স যখন এসেছিলেন, তিনিও একথা বলেছেন যে, সেই পুরাতন ভারতবর্ষ বা কোলকাতা নেই কেন? এটা সকলেই জানেন কিন্তু তাই বলে তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বা প্রফুল্ল সেন মহাশয় যে কি করে দায়ী হতে পারেন সেটা আমার মাথায় ঢুকছে না। ভারতীয় রাষ্ট্রে একটা ফেডারেল টাইপ অফ গভর্ণমেণ্ট রয়েছে

এবং তার একটা দায়িত্বও রয়েছে, কিন্তু বাস্তুহারা সমস্যা পশ্চিমবাংলায় কখন কিভাবে আসবে তা' নির্ভর করছে পাকিস্তানের সঙ্গে কি রকম সম্পর্ক থাকবে তার উপর। কোলকাতা শহরে যদি শিয়ালদহ বলে একটা ষ্টেশন না থাকত, তা'হলে বোধ হয় এরকম একটা চাপ পশ্চিম-বাংলার উপর আসত না এবং বিরোধী দলের পক্ষেও এত রটনা বা ব্যক্তিগত আক্রমণ করবার সুযোগ হোত না। অধ্যক্ষ মহাশয়, আজ বিরোধী দলের সদস্যদের কনষ্ট্রাক্টিভ ক্রিটিসিজম্ এবং সাজেশন দেবার কথা যা' মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, তা'তে আমার মনে হয় তিনি এ কথা এই জন্যই বলেছেন, যেহেতু তাঁরা সব জিনিষ নিয়েই শুধু দলাদলি করেন আর ভোটে নামবার জন্য কেবল মুখরোচক কথা বলেন। কিন্তু যেখানে মানুষ নিয়ে সম্পর্ক, হিউম্যান ম্যাটেরিয়াল নিয়ে কারবার করতে হবে সেখানে এগুলোকে রাজনীতির উর্দ্ধে রেখে মানবতার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখুন। কাজেই একজন সদস্যা হিসেবে আমি বলব যে, যারা পূর্ববাংলা থেকে এখানে এসেছে তাদের সমস্ত দায়িত্ব ভাবত সরকানের এবং এটা নুতন করে বলার অর্থই হোল এই বিধান সভাকে অপমান করা। আমাদের মন্ত্রীরাই কেবল মাইনে পান না—লেজিসলেটর হিসেবে যখন আমরা সকলেই মাইনে পাই, তখন এই বাজেট সেসন-এর সময় আমাদের পড়াশুনো করে জানা দরকার যে, কোনটা সেণ্ট্রাল সাবজেক্ট আর কোনটা প্রভিন্সিয়াল সাবজেক্ট। যা' হোক, আজ যারা আমাকে হেসে উড়িয়েছেন বা টিণ্ট করেছেন এবং ঐ দার্জ্জিলিং-এর বন্ধু যিনি রয়েছেন, তাঁরা বাস্তুহারাদের সম্বন্ধে কতটুকু জানেন আমি জানি না, তবে বাংলাদেশের উদ্বাস্তুরা যে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা' আমরা ভাল করেই জানি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এ রকম একটা সিরিয়াস সাবজেক্ট-এর রিপ্লাই দেবার অধিকার যদি আমাকে না দেওয়া হয় বা সমস্যাটাকে পুনর্বিন্যাস করতে না দেওয়া হয় তাহলে আমি বসে যেতে পারি---আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আমি পূর্বে বলেছি এবং এখনও বলছি যে, যখন এটা সম্পূর্ণ সেণ্ট্রাল সাবজেক্ট তখন রাজ্যসরকার কিছুই করতে পারে না। তবে আপনারা এই হাউস থেকে নিশ্চয়ই দাবী করতে পারেন বা সন্দেহ হলে সত্যিকারের কোথায় কি অবস্থা হয়েছে তা জানতে চাইতে পারেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজ বিরোধী দলের নেতা জ্যোতিবাবু দণ্ডকারণ্যের প্রস্তাব পড়ে এবং তার সঙ্গে আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়—যিনি আজ ওখানে বসে আছেন, তাঁর কথা উল্লেখ করে খুব ভালই করেছেন। সেদিন তিনিও বক্তৃতা করেছিলেন এবং আমিও করেছিলাম। আজ যেহেতু আমাদের কাজ করতে হচ্ছে, তাই সমস্ত অপবাদ মাথা পেতে নিতে হচ্ছে; কিন্তু তিনি সমস্ত বোঝা আমাদের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে ওপাশে চলে গেছেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যে, প্রস্তাবের ভালমন্দ সব আমাদের ঘাড়ে দিচ্ছেন কেন? আপনারা সকলেই জানেন যে, ১৯৫৮ সাল থেকে এই দণ্ডকারণ্যে কাজকর্ম্ম সুরু হয়েছে এবং এ বিষয়ে একটা পুস্তক আপনাদের কাছে বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু জ্যোতি বাবু যেভাবে প্রেস-কে অপবাদ দিলেন, তা'তে মনে হয় যেন তাঁদের কাউকে পারচেজ করে নিয়ে ঐ সমস্ত ছবি বা'র করা হয়েছিল। কিন্তু দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে ভারত সরকার তখন যে পুস্তিকা ছেপেছিলেন, তার সমালোচনা প্রসঙ্গে বাংলাদেশের সমস্ত প্রেস তাদের বক্তব্য পেশ করেছিলেন এবং তাঁরা সেটা খুব অন্যায় করেছে বা তার মধ্যে দুর্নীতি আছে বলে আমি মনে করি না। ১৯৫৮ সালে পুজোর সময় আমাদের সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন এখানে এসেছিলেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে সপ্তমী পুজোর দিন হুগলীর সেই কুখ্যাত ক্যাম্প, রিলায়েন্স ক্যাম্প, কাশীপুর ক্যাম্প এবং ঘুসুরি ক্যাম্প প্রভৃতি নানাস্থানে ঘুরেছি এবং ফ্লেচার সাহেবও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এই সমস্ত

ক্যাম্পের বাস্তুহারারা আমাদের অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই বলেছিল যে, পশ্চিমবাংলার এই সমস্যা সমাধানের জন্য যদি নুতন জায়গায় গিয়ে কলোনী করতে হয় তাহলে তাতে তারা রাজী আছে। তারা এরকম মত দেওয়ার পর বড় বড় এক্সপার্টরা এলেন এবং কাজও এগুতে লাগল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, এই পরিকল্পনাকে পুনর্বাসন পরিকল্পনা বলা হয়নি এবং তার কারণ হচ্ছে যে, আজ ভারতবর্ষে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে ভিলাই, দুর্গাপুর, ভাক্রা-নাঙ্গাল, ময়ূরাক্ষী ও দামোদর প্রভৃতি সে সব প্রজেক্ট হয়েছে এও ঠিক তেমনি একটি প্রজেক্ট। সেখানে যখন বহু ঐকর জমি ও খনিজ সম্পদ পড়ে আছে, তখন যদি ভারতবর্ষের এই ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা ও খাদ্যাভাবের দিনে সেই জমি ও খনিজ সম্পদকে পুনরুদ্ধার করে সেখানে নানারকম ফ্যাক্টরী প্রভৃতি তৈরী করে একটা নুতন দেশ তৈরী করা যায় তাহলে সত্যিকারের একটা কাজ হবে এবং এটাই ছিল পরিকল্পনা। প্রাথমিক স্তরে প্রচুর টাকা খরচা করতে হবে বলে ভারত সরকারের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করে কাজ আরম্ভ হয়েছে।

আমরা নিশ্চয়ই পিছপা হইনি—আপনাদের মুখ দিয়ে সেই সুর বেরিয়েছে। আজকে অনেকে বললেন উড়িষ্যায় যাদের পাঠিয়েছেন, দেখুন সেখানে লাঠি চার্জ হচ্ছে, বিহারে যারা গেছে বেতিয়ায় গণ্ডগোল হয়েছে, ইউ, পি-তে গণ্ডগোল হয়েছে, মধ্যপ্রদেশে গণ্ডগোল হয়েছে। এটা সকলেই জানেন যে, যদি এক জায়গায় সকলকে বসিয়ে দেন তাহলে কৃষ্টিও থাকবে, সংস্কৃতিও থাকবে, আবার সকলে ভালভাবে দেশকে গড়ে তোলার কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। এই জন্যই তো আমরা দণ্ডকারণ্যের গুণাগুণ শুধু নয়, আমরা মনেপ্রাণে চেয়েছিলাম যে এই পরিকল্পনা হোক ; কিন্তু তারপরে ব্যাঘাত দেখা দিয়েছে। আজকে যে অবস্থা হয়েছে, ক্যাম্পের নোটিশের ফিগার দেখেই তা বুঝতে পেরেছেন। আপনারা বলেছেন, ১৩ হাজারের উপর একসঙ্গে নোটিফিকেশান করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে সদস্যদের কাছে এই কথাই নিবেদন করব যে, থিয়েটার রোডে যে অফিস সেটা আমাদের অফিস নয়, সেটা ভারত সরকারের অফিস। সেখানে ভারত সরকার থেকে একটা সম্মেলন বলুন বা সভা বলুন একবার ডাকা হয়েছিল এবং সেখানে আমাদের পশ্চিমবাংলার এই বিভাগের যত এমপ্লয়ী আছেন তাঁদের নিমন্ত্রণ করে ডেকে নেওয়া হয়েছিল—সবই কি অলীক ? সেখান ভারত সরকারের দু'জন মন্ত্রী ছিলেন—খান্নাজী এবং শ্রীঅশোক সেন। আমরাও ছিলাম সেখানে, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন মহাশয়ও ছিলেন এবং তাঁর বক্তৃতা আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, দণ্ডকারণ্যের কাজ করতে গিয়ে যে সমস্ত কর্ম্মচারীরা সহযোগিতা করবেন না তাঁদেরও আমরা ক্ষমা করব না—এগুলি অলীক কথা নয়। তাহলে নিশ্চয়ই প্রচেষ্টা ছিল। প্রেস যা লিখেছেন অলীক লিখেননি—প্রচেষ্টা ছিল। আজকে এখানে শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে খুব আন্‌-স্যাটিসফ্যাক্‌টি কন্‌ডিশান, স্টেট অব এ্যাফেয়ার্স, এটা সত্য কথা এবং কেন এটা ঠিকমত চলছে না সে খবরও আপনারা মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে শুনেছেন। তবে আমরা যে নীরব নই তা শুধু বোঝাবার জন্য আমি একটা মাত্র চিঠি পড়ে দেবো সেটা আমাদের মন্ত্রী মহোদয় লিখেছেন যে, মন্ত্রী মহোদয়ের পদত্যাগ দাবী ওঁরা করেছেন। নিশ্চয়ই তাঁর পদত্যাগ করা উচিৎ, কারণ পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রে নজির আছে মন্ত্রীরা যদি কোন কাজে ফেল করেন তাহলে তারা পদত্যাগ করেন ; কিন্তু বিচার করে দেখতে হবে যে, ঠিক ঠিক খবর নিয়ে সেই পদত্যাগ দাবী করা হয়েছে কিনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি এটা বিচার করে দেবেন যে খবরের উপর

ভিত্তি করে এই পদত্যাগ দাবী করা হয়েছে সেই খবরটা ঠিক না ভুল। আমি একখানা মাত্র পত্র পড়ে শোনাচ্ছি—১২-১২-৫৯ তারিখে, আমরা জানতে পারলাম হাজার হাজার ক্যাম্পারের উপর কোথা থেকে সব নোটীশ বৃষ্টির মত ঝুপঝুপ করে পড়ছে। খবর নিয়ে দেখলাম এ, জি, বেঙ্গলে নোটীফিকেশন হয়ে গেছে, ডোল বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর আমাদের জোনাল অফিসারদের ডাকা হল, তাঁরা বল্লেন আমরা কিছুই জানি না—আমাদের কাছে কিছুই আসেনি, তবে নাম আসছে এই এই লোকের ডোল কাটা গেল। তখন আমরা একটা কনফারেন্স করলাম রোটারী হলে এবং সেই কনফারেন্সে সমস্ত বিষয় আমরা আলোচনা করলাম। দায়িত্বশীল কর্মীদের ডাকা হোল, মন্ত্রীদের মধ্যে মাননীয় শ্রীপ্রফুল্ল সেন মহাশয় ছিলেন, আমি ছিলাম এবং শ্রীযুক্তা পুরবী মুখার্জ্জী ছিলেন। সেখানে যে ডিসিসন হয় প্রত্যেকটি জিনিষের যা যা আমরা প্রোটেষ্ট করি বা বিকোয়েষ্ট বলেও ধরতে পারেন তার পরিপ্রেক্ষিতে যেগুলি খুব বেশী দরকার ডোল এবং জমির বিষয়ে সে চিঠি গেছে আমি সেটা আপনার মাধ্যমে পড়ে শোনাচ্ছি।

My dear Khannaji,

I write to draw your immediate attention to the serious situation that has developed as a result of 90 days' notices now being served by your Ministry on agriculturist and non-agriculturist families alike in camps. These notices also contain a clause to the effect that no expenditure on maintenance of these families in the camp would be reimbursable by your Ministry after 90 days from the date of issue of your letter and a copy is being given to the Accountant General, West Bengal. The agriculturist families are being given two options, namely :

(a) to make arrangement for themselves undert he bainanama scheme within 90 days, and

(b) on being asked to do so to move for rehabilitation to Dandakaranya where they will be provided with the work in the initial stage.

The non-agriculturist families are being given three options as follows :—

(i) to take a plot and housing loan in one of the colonies ;

(ii) to take on rent a tenement in the housing colonies ; and

(iii) to make arrangements for themselves under the bainanama scheme.

I have tried to appreciate the principles underlying these orders and my reactions are noticed for your consideration. I may retrace the background in this connection for your convenience. In the conference held with the Union Finance Minister on 3rd and 4th July, 1958 it was decided that of the 45,000 families in camp at that time the State Government anticipated that they would be able to absorb not more than about 10,000 families within the State. For this the State Government would formulate schemes for rehabilitation and submit them to the Government of India for approval. As regards the remaining 35,000 families the Government ofI ndia would make arrangement for their rehabilitation in States outside West Bengal including the Dandakaranya Project. It was further decided that each refugee family would be offered rehabilitation as indicated above and the head of a family would be allowed time up to maximum of two months from the date of the offer to accept or to decline it The family

which declined the offer would cease to be the responsibility of the Government and would be paid a sum equivalent to six months' cash dole. The State Government has so far resettled about 6,000 families out of 10,000 families whose rehabilitation in West Bengal has anticipated. Your Ministry has so far taken out 2,600 families for rehabilitation outside the State including the Dandakaranya Project. The decision in this conference clearly indicates that a definite offer of Rehabilitation has to be made to a family before asking the head of the family to accept six months' cash dole and quit. Some time in August this year you had a discussion with me about the dispersal from camps of families who were gainfully employed and I did mention to you that such families should be paid off doles as early as possible. But the options now being offered as far as I remember were not discussed at that time. But I find these options were enunciated in the discussion you had with my Secretary on 14th August, 1959 and my Secretary was perhaps under the impression that these options also along with this scheme of serving 90 days notice were agreed upon after discussion. I will now discuss the options you are offering. For agriculturists, it is not possible to ask any family definitely to complete bainanama for the purchase of agricultural land within West Bengal within 90 days. Such lands do not just exist in any quantity. I am all in favour of urging them to enter into a bainanma. But it is unfair to stop their doles on their failure to enter into a contract for the purchase of agricultural land when every one knows that it is very difficult to secure such land. I however fully agree that if any family declines to move for rehabilitation to Dandakaranya or to any other site indicated by Government and has earlier failed to enter into a bainanama that family may be served with a notice and doles may be stopped. In the case of non-agriculturists, the option to take a plot and housing loan in one of the colonies is all right. But here the offer must come from Government. We have very few developed plots to offer: We should find out how many plots, developed or undeveloped, can be allotted to camp families and then make a definite offer to a number of camp families and serve them with 90 days' notice. The option of taking on rent a tenement in the housing colonies cannot be enforced except on a voluntary basis, for the obvious reason that there is the condition of payment of rent and discontinuance of doles. The third option given to the immediate non-agriculturists is to make arrangement for themselves under the binanama scheme. [interruptions noise].

The situation is that notices have been served on 3,853 agriculturist families and 4,004 non-agriculturists families and that each day the period of 90 days is running out for some groups of families or other. In the meanwhile we cannot make any definite offer of settlement within the State or outside the State to a large number of such families.

[6-50—7 p.m.]

অধ্যক্ষ মহোদয়, এতে আরও বেশী থাকলেও আমাকে বলতে দিতে হবে। কারণ এর উপরই আমাকে বলতে হবে। এ চিঠি পলিসি নিয়েই লেখা।

,'If we allow this state of affairs and thousands of families are denied doles without any definite offer of rehabilitation before them we shall be rihtly accused and we will have no defence. I will request you therefore to rescind or stay the orders you have issued."

একথা বলে এ, জি; বেঙ্গলকে রিকুয়েষ্ট করা হয়েছে যে আপনি জানিয়ে দিন যাতে আমাদের কমিশনার ডোল রেস্টোর করে দেন। সে কথাত আমরা এ, জি, বেঙ্গলকে বলতে পারতাম। কিন্তু আপনাদের সন্দিগ্ধ মন, সেজন্যই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এখানে বলতে চাই আজকে সারাদিন যে ডিবেট করা হয়েছে এবং তাতে যে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে তা একেবারে ভিত্তিহীন। আর, পি, এস, পি, এর কিছু সদস্য যেমন মাননীয় হরিদাসমিত্র মহাশয়ও খুব ভাল জানেন যে তাঁরা যখন বাগজোলায় হাঙ্গার ষ্ট্রাইক্ লিড করছিলেন, তখন বেচারা ষ্ট্রাইকাররা কিছু জানেন না কেন ষ্ট্রাইক্ করছে। তারা রাত দুপুরে আমাকে এসে বলল যে আমাদের যদি জানান হত যে সরকার এই সমস্ত স্টেপ নিয়েছে তাহলে আমাদের প্রাণ কি এত সস্তা যে আমরা অনশন ধর্ম্মঘট করবো? পুর্ব্ব বাস্তহারা সংসদের সভাপতি সুধাংশু গাঙ্গুলী মহাশয় এবং প্রজা সোসিয়েলিষ্ট পার্টির যারা বাংলার বোধ হয় সম্পাদক ধীরেন ভৌমিক মহাশয় লিখিত প্রস্তাব করে আমাদের সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তাও আমার কাছে রয়েছে। আমি জানি এই সব কথা বললে ওরা চটে যান, হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। কেন? না বাইরে বেড়িয়ে যার বলার সুযোগ থাকে না, তাই আজকে যা খুসী তাই বলার পর খবরের কাগজে বেরুলে পর আবার ১ বছরতাদের নেতৃত্ব বুনিয়াদ হয়ে থাকবে। সে জন্য আমি বলতে চাই যে এ সাবজেক্ট হচ্ছে সেণ্ট াল সাবজেক্ট, ভারত সরকারের মত ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না। ভারত সরকার যে টাকা দেন যে ভাবে এ্যালট করে দেন তা ছাড়া তার বাইরে কিছু আমরা করতে পারি না। আমাদের দপ্তর শুধু অ্যাসেস করেন এবং খবর দেন, ডিসিশন নেন তারা, যেমন যেমন ডিসিশন দেন, যেমন নির্দ্দেশ থাকে সে রকম ভাবে এই বিভাগ কাজ করে। আজ পর্য্যন্ত অফিসের মধ্যে কাজের কোন গাফিলতী হয়েছে বলে আমি মনে করতে পারি না।

আমার দপ্তরে আর একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। তারা বলেছিলেন যেমন যেমন স্ট্রেংথ কমবে তেমন তেমন তাদের অ্যাবজর্ব করা হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনি সেখানে গেলে নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন যে তারা বুকে কার্ড লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে চাকুরি চলে যাবে। এটা মাননীয় জ্যোতি বোস মহাশয় বললে আমি জানবো কিংবা হরিদাস মিত্র মহাশয় বললে আমি জানবো কিংবা সমর মুখার্জ্জি মহাশয় যাকে কখনো আমি দেখিনি আমার দপ্তরে, তিনি বললে আমি জানবো কিংবা সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী মহাশয় যিনি অসভ্য টসভ্য কথা বলে গেলেন তিনি বললে জানবো তা আমি মনে করি না। সকালে অকল্যাণে যাই, সেখান থেকে ফিরে বিকালে রাইটার্স বিল্ডিংএ যাই, নিশ্চয়ই তাদের সম্পর্কে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব জানি কিন্তু আমার হাত পা-বাঁধা কিছু করার উপায় নাই, যেমন তারা পরিকল্পনা দেবেন তেমনি আমরা ব্যবস্থা করে পাঠাবো। কুপী ক্যাম্পে এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে আমি গিয়েছি, কুপী ক্যাম্পে আমি কালকেও গিয়েছি। হুগলীতে একজনকে হাঙ্গার ষ্ট্রাইক্ করেমেরে ফেলার ব্যবস্থা হচ্ছিল, এখনি ট্রাঙ্ককল পেয়েছি, সকালে সুধাংশু বাবু নিজে এসে অ্যাশিওর করে গিয়েছেন এবং সেই হাঙ্গার ষ্ট্রাইক্ উইথড্র হয়ে গেছে। আজকে যে, সমস্ত ক্যাম্পএ হাঙ্গার ষ্ট্রাইক্ উইথড্র হয়ে গেল সেটা কি আমরা সকলকে কিনে ফেল্লুম বলে টাকা দিয়ে?

সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী মহাশয় বলে গেলেন গাড়ী নিয়ে আমরা ঘুরে বেড়াই কি সব কার এর জন্য জুডিসিয়াল এনকোয়ারী করার জন্য। আচ্ছা বিরোধী দলের সদস্যরা প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের গাড়ীতে আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন তাহলে তারা কি সব দুর্নীতি পরায়ন ? সমস্ত ক্যাম্পে ক্যাম্পে ওদের নিয়ে গিয়েছি, বলোদিয়া ক্যাম্পে গিয়েছি, সেখানে এস, ডি, পি, ও, কে পুলিশের লাঠি কেড়ে নিয়ে মেরেছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, অহিংসা রাজ্য বলে খুব হাসাহাসি করা হয়; আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম, একা যাইনি, ওরা জেল থেকে বেরিয়ে এসে আমাদেরই সেই গাড়ীতে গিয়েছে—এর চেয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আর .ক হতে পারে ?

[7—7-10 p.m.]

আমি সেখানে গিয়ে দেখে এলাম, আমি একা যাইনি ওঁদেরই কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট যোগেন মণ্ডল, যিনি সম্প্রতি জেল থেকে বেরিয়েছেন, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছি। এরচেয়ে বড় গণ-তান্ত্রিক পদ্ধতি আর কি হতে পারে। সেখানে বাউটিয়া ক্যাম্পের মেয়েরা আমাকে দেখে হাত দেখায় এবং বলে মা, আমরা ডাক্তারী এড নিইনি, আমাদের যদি পুলিশে ধরে নিয়ে যায়! তাহলে আবার লাঠি কিকরে হল ? ওরা বলে আমরা মারপিট করতে গেলাম তাই।

এখানে একজন সদস্য বললেন মেয়েদের নাকি রাত্রিবেলা কাপড় জামা ধরে টানাটানি করা হয়। আমি একজন মহিলা আমার মনে লাগে। কোন ঘর থেকে কোন মহিলাকে টেনে বার করা হয়নি। যদি পুলিশের লাঠি কেড়ে নিয়ে মারপিট করতে যায় তাহলে লাঠি খাবে। কাজেই তাদের লাঠির দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন কারা ? সেইজন্য আমি বাস্তুহারা সমস্যা নিয়ে দিনের পর দিন কয়েকমাস ধরে ওঁদের সঙ্গে বসে কথাবার্ত্তা বলেছি। এঁদের আমি সেখানে কোনদিন দেখিনি, এঁদের বিষয় আমি বলতে পারবো না। কিন্তু প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টি এবং বিভিন্ন সময় যতীন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এসেছেন। যেমন নন্দন নগরের ব্যাপারে এসেছেন।

১লক্ষ ৮০হাজার টাকা মঞ্জুর করে দেওয়া হয়েছে আমাদের সরকার পক্ষ থেকে ডেভেলপ-মেণ্ট করবার জন্য। সেখানেত ট্রাক্টর এর তলায় পড়ে প্রান দিতে হল না ? কাজেই সময় মত যদি আমাদের কাছে এসে বলা হয় এবং ওঁরা যদি আমাদের সঙ্গে বসেন তাহলে ভাল হয়। যে কো-অপারেশন এর আহ্বান আজকে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানিয়েছেন সেই সুরে আমি সুর মিলিয়ে বলব এটা অসত্য নয়। কয়েকদিন আগে আমি বিধান সভার দোতালায় বসে ওঁদের সঙ্গে চার ঘণ্টা ধরে কনফারেন্স করেছি। তাঁরা সমাজ সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান করুন, আসুন একসঙ্গে আমাদের সঙ্গে ঘুরুন, কাজ করুন। যেখানে আমাদের হাত বাঁধা, সেখান এরচেয়ে বেশী করা সম্ভব নয়।

এখানে আমি আর একটা মাত্র কথা আপনার মাধ্যমে বলবো —পালামেণ্ট বলে যে একটা জিনিষ আছে, অর্থাৎ লোকসভা, সেখানে প্রতিটি দলের প্রতিনিধি আছেন, তাঁরাতো সেখানেতেই তাঁদের কথা বলতে পাবেন। এখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ কমিউনিস্ট নেতা কম্পা-রিজন করতে আরম্ভ করলেন খান্নাসাহেবের প্রতি দরদ, আর প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের পদত্যাগ। এতে আমার মনে হয় বাংলাদেশের পজিশনকে হেয় করা হচ্ছে। খান্নাসাহেব নিশ্চয়ই তা নন। তাঁর কি অসুবিধা আছে সেটাও জানা দরকার। সেখানে আমরা যেতে পারিনা। কিন্তু ওঁদের যাঁরা প্রতিনিধি পালামেণ্টে আছেন' তাঁরা সেখানেই এ প্রশ্নের ফয়সলা করতে পারেন। আমরা আজকে যে বাজেট তুলেছি, যে গ্র্যাণ্ট চেয়েছি তা মঞ্জুর করা দরকার; কেননা আমাদের হাতে বহু কাজ রয়েছে, যেমন কলোনী ডেভেলপমেণ্ট করা,স্কোয়ার্ট কলোনী

গুলিকে রেগুলারাইজড করা। সেখানে বিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য স্টাইপেণ্ড যেমন তাঁরা মঞ্জুর করেছেন, সেই অনুপাতে দেওয়া হচ্ছে। বাইরে কেলেঘাই, হেড়েভাঙ্গা, গড়বেতা এবং আমাদের এখানে, যেমন টালিগঞ্জে, সেখানে পলট্রির ব্যবস্থা করেছি। যেসমস্ত ছোট ছোট স্কীম আছে, সেই সমস্ত স্কীমে কাজ করতে গিয়ে কি কি ন্যায়, অন্যায় হয়েছে, ভাল মন্দ কথা গুলি যদি তাঁরা বলতেন তাহলে আমাদের পক্ষে উপকার হ'ত। এইটুকুই আমি শুধু তাঁদের কাছে অনুরোধ করবো : আমাদের দপ্তর সব সময়ই খোলা আছে, এটা একটা সমাজ সেবা মূলক দপ্তর। এটা পার্লামেণ্ট বিভাগ নয় ; এটা উঠে যাবে যেদিন সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। আর আমি একথা বলতে চাই যদি তাঁরা কোন ক্যাম্প উদ্বাস্তুকে তাঁদের হাঙ্গার ষ্ট্রাইকে যোগ দেবার জন্য, আমাদের না জানিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকেন, তবে তাঁরা ভুল করেছেন। আমাদের জানালে পর আমরা যতদূর পারবো মানবতার সঙ্গে, সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাদের দেখবো এবং বাঁচাবার চেষ্টা করবো। আর একটা পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা গ্রহণ করবার জন্য, আমি অনুরোধ করবো ভারতসরকারের কাছে আবেদন করতে। এই বলে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট এখানে উপস্থাপিত করেছেন, সেটায় সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এখানে আমার সম্বন্ধে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। অন্ এ পয়েণ্ট অফ পার্সোন্যাল এক্সপ্লানেশন, শ্রীযুত শঙ্কর দাস ব্যানার্জ্জী মহাশয় যখন এ সম্বন্ধে জবাব দিয়েছেন, তখন আমার না বললেও চলত ; তবু আমি একটা কথা এখানে বলতে চাই।

সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী মহাশয় প্রথম বলেছেন—যে বিভাগে মন্ত্রী, উপমন্ত্রীরা দুর্নীতিগ্রস্থ, সে বিভাগেত সবই দুর্নীতিগ্রস্থ। এই অভিমত যদি তাঁর হয়ে থাকে তাহলে আর কি বলবো।

দ্বিতীয়ত: তিনি বলেছেন জুডিসিয়াল এনকোয়ারী করতে হবে—কেন না, আমি মন্ত্রীর গাড়ি চড়ে বেড়াই। এবং মোটর কার অ্যালাউস ২৫০ টাকা পাই। ২৫০ টাকা কোন উপমন্ত্রীই পান না। সকাল ৯ টা থেকে দেড়টা অবধি অফিস করে, আবার ৩ টা থেকে ৬।৭ টা পর্য্যন্ত রাইটার্স বিল্ডিংস এর দপ্তর এ্যাটেণ্ড করতে হয়। সুতরাং নিউ আলিপুর থেকে রাইটার্স বিল্ডিংস কতবার ট্যাক্সিতে চড়ে ২০০ টাকার যাতায়াত করা যায়—সেটা আপনাকে একটু চিন্তা করতে বলি। তারপর উনি খবর নিয়েছেন আমি কোন সময় টুর বিল দিই কিনা ? উনি বলেছেন আমি নাকি প্রফুল্ল বাবুর গাড়িতে চড়ে যাতায়াত করি। কিন্তু আমি তাঁকে জানাতে চাই আমারও গাড়িতে এরা অনেকে যাতায়াত করেন এবং এমনকি প্রফুল্ল সেন মহাশয় ও আমার গাড়িতে চড়েন। অন্যান্য অনেক উপমন্ত্রী ও আছেন যাঁরা মন্ত্রীর গাড়িতে চড়ে যাতায়াত করে থাকেন। এমন কি আমি দেখেছি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ও অনেক সময়, মাঝে মাঝে খাদ্য মন্ত্রী মহাশয়ের গাড়িতে চড়েন, আবার খাদ্য-মন্ত্রী মহাশয়ও মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের গাড়িতে যান এতে যে কি করে জুডিসিয়াল এনকোয়ারী করবার প্রয়োজন হল, তা আমি জানি না। আমি জানি যে পুলিশ বিভাগে তাঁরা কিছু খুব ভাল ভাল ডগ্ এনেছেন চেজ করবার জন্য। আমি জানি না এই সমস্ত সদস্যরা সেই ভাবে চেজ করেছেন কি না ?

Shri Suhrid Mullick Chowdhury :

মি: স্পীকার স্যার, মাননীয়া মায়া ব্যানার্জী বলেছেন—আমি অসত্য উক্তি করেছি। আমি একথা বলতে চাচ্ছি—আমি অসত্য উক্তি কিছু করিনাই। জুডিসিয়াল এনকোয়ারী-এর

কথা যেটা বলেছি—সে ওঁর অধস্তন কর্মচারীদের বিরুদ্ধে। তাছাড়া শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জ্জী সম্পর্কে—এটুকু আমি বলতে চাই—একটা খবর আমি পেলাম, তা ওঁকে জানিয়ে দিতে চাই—এই খবরটা আমি পেয়েছি। তবে নারী সব সময় অবধ্যা, কাজেই তাঁর সম্বন্ধে আর কিছু আমি বলতে চাই না।

Shri Siddhartha Shankar Ray : Mr. Speaker, Sir, unfortunately I have to rise for the purpose of giving a personal explanation. The Leader of the Opposition mentioned my name in connection with a speech which I delivered on the 5th July, 1957. I want to state categorically that I did not make a speech in an irresponsible manner. Whatever I had said, I said with the fullest approval, consent and, in fact, at the dictation of the Government including the Chief Minister. I was not the Refugee Rehabilitation Minister but nonetheless I was chosen to speak on behalf of the Government in respect of that resolution and whatever I said was the view of the Government. I did not in the slightest manner depart from the approved line of the Government or the avowed policy of the Government and whatever I had stated was the policy of the Government. Furthermore, as far as the resolution was concerned, three conditions were laid down and it was only because these three conditions were laid down that I spoke, but I find that none of these conditions have been fulfilled by the Government. I mentioned this last year. I mention it again today.

Another matter I would like to mention is that Miss Maya Banerjee—I do not blame her—she has misled the House. The matter is within the jurisdiction of the State. I suppose Mr. Prafulla Sen does not know it. It comes within the Seventh Schedule, List III of the Concurrent List, Entry 27, read with Article 246(2) of the Constitution of India. (Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay:—Sir, is this personal explanation ?). Sir, I have the right to correct a Minister when she makes an unconstitutional statement, and that is exactly what I am saying. The Government has made an unconstitutional statement. The State has fullest jurisdiction. Sir, if you and the other members have a nodding acquaintance with the Constitution you will find that the Gevernment has jurisdiction.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen :

স্যার, এখানে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে বিরোধী পক্ষ ও সরকারী পক্ষ থেকে—তার জবাব আমি আগেই দিয়েছিলান— ; নতুন করে আর বিশেষ কিছু বলবার নাই।

একটা কথা—আমাদের হাওড়া নর্থ থেকে যে সদস্য এসেছেন মিঃ মুখার্জ্জী—তিনি বলেছেন আমাদের সেখানে কতকগুলি কর্মচারীকে জোর করে আমরা রেখেছি, তাদের কোন কাজ নাই। আমাদের যতীন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেছেন কয়েক জন কর্মচারী আমরা রেখেছি—, সেখানে তাদের কোন প্রয়োজন নাই তা ছাড়া ওঁরা আরও অবান্তর কথা অনেক বলেছেন। যেমন ডাঃ ব্রহ্ম—তাঁর বয়স প্রায় ৫৫ বছর—, এখন ও সুপার অ্যানুয়েটেড হন নাই। তাঁকে কোন দিন কেউ সিগারেট খেতে দেখেন নাই। যতীন চক্রবর্ত্তী মহাশয় দেখেছেন তিনি টেবিলে পা তুলে সিগারেট খান। তিনি সব সময় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমাদের কর্মচারীদের মধ্যে তিনি খুব কর্মঠ।

আমাদের ডিপার্টমেণ্টে যে কয়জন কর্মচারীকে রাখা হয়েছে—, তাঁদের বিশেষ কাজের জন্য আমরা রেখেছি। নির্মল দাশগুপ্তকে মাত্র দেড় মাসের জন্য রাখা হয়েছে। তার বেশী সময় দেই নাই। শ্রীএ, এন, রায়, আমাদের বিভাগে নাই, আমাদের ডেভেলপমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টএ চলে গেছে। সি, আর, দাস, সম্বন্ধে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা বার বার বলেছি—তার বিরুদ্ধে একটা মামলা সাব-জুডিস আছে। কাজেই তার সম্বন্ধে কোন আলোচনা এখানে না করাই ভাল। নিয়মমত চার্জশীট হবার পর সাসপেণ্ড করা হয়।

[7-10—7-20 p.m.]

সেখানে চার্জশীট দেবার আগেই তাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছিল। আমাদের এখানে একজন সদস্য, শ্রীমুখার্জ্জী, তিনি হাওড়া নর্থ থেকে নির্ব্বাচিত হয়েছেন, তিনি আমাদের রিলিফ কমিশনার শম্ভু ব্যানার্জ্জীর সঙ্গে একটি ক্যাম্পের বিষয় নিয়ে দেখা করেছিলেন এবং তাতে তিনি বলেছেন,—আমি জায়গাটার নাম বলে দিচ্ছি—শিবতলা ক্যাম্প। তাঁর হয়ত জানানেই যে এই জায়গাটা ডিফেন্স ডিপার্টমেণ্টের। তারা চলে যেতে বলেছে। কাজে কাজেই চীফ মিনিষ্টারের কথা অগ্রাহ্য করা হয়নি। এবং তিনি চীফ মিনিষ্টারকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এখানে আমাদের থাকবার উপায় নেই। তাই বর্ত্তমানে আমরা শিবতলা থেকে অন্যত্র রিফিউজী ক্যাম্প সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেছি। তারা যদি পানাগড়ে যেতে চায় তাহলে আমরা দেখবো পানাগড়ে তাদের আনা যায় কি না। তারপর বলেছেন যে এখানকার ৬ হাজার কর্মচারীকে রিট্রেঞ্চ করা হবে। কিন্তু তা ঠিক নয়। তাদের রিট্রেঞ্চ করা হবে না। কারণ এর আগে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য বিভাগে ১২ হাজার কর্মচারীকে সারপ্লাস বলে ঘোষণা করা হয়েছিল কিন্তু আমরা প্রত্যেক কর্মচারীকে অলটারন্যাটিভ এমপ্লয়মেণ্ট দেবো বলেছিলাম এবং আমরা ১২ হাজার কর্মচারীকে তা দিয়েছি। আমাদের এই রিফিউজী রিলিফ ডিপার্টমেণ্টএ ও যে সমস্ত কর্মচারী আছে তাদেরও আমরা অন্য জায়গায় চাকরী দেবার চেষ্টা করছি এবং অনেককে দিয়েছিও। এখানে শিলিগুড়ি মার্কেট সম্বন্ধে কথা উঠেছে। শিলিগুড়ি মার্কেট সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় মজুমদার মহাশয় বলেছেন যে, শিলিগুড়ি মার্কেট এর সব ব্যবস্থা হয়ে গেল, একমাত্র রাস্তার ব্যবস্থা পুরোপুরি হয়নি। আমি নিজে শিলিগুড়ি মার্কেটএ দুইবার গিয়েছি, আমাদের পূর্ব্বমন্ত্রী খগেন বাবু সেখানে অনেক বার গিয়েছেন, সে রাস্তা এমন কিছু খারাপ নয় যে সেখানে বাজার বসান যায় না। এই নিয়ে আন্দোলন না করে যারা জোর করে রাস্তা দখল করে বসেছে তাদের পরিষ্কার বলে দেওয়া উচিত যে রাস্তা ছেড়ে তোমাদের মার্কেটএ চলে আসতে হবে। এই মার্কেট অনেক টাকা খরচ করে কেন্দ্রীয় সরকার তৈরী করে দিয়েছেন। আমাদের এখানে দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে অনেক কথা শুনলাম, ভাল, মন্দ। আমাদের এখানে যিনি ইঞ্জিনীয়ারিং মেম্বার তিনি বাঙ্গালী এটা সকলেই জানেন।

[এ ভয়েস্ উল্টাডাঙ্গা মার্কেটএর কি হল ?]

উল্টাডাঙ্গা মার্কেট এর কথা হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিতে চেয়েছিল কিন্তু সেখানে জমি নিয়ে গোলমাল ছিল ; সেটা আমাদের ও দোষ নয়, কেন্দ্রীয় সরকারেরও দোষ নয়, পরে কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন যে এখানে মার্কেট করার প্রয়োজন নেই। টাকা না পেলে আমরা করতে পারি না। একজন মাননীয় সদস্য কুপার্স ক্যাম্পকে টাউনাশিপে পরিণত করার কথা বলেছেন। আমি তাঁকে বলতে পারি ১৫ শত পরিবারের জন্য সেখানে আমরা আর্বান কলোনী করেছি এবং ইতিমধ্যেই ২২৯টি পরিবারকে সেই ক্যাম্প থেকে সরান হয়েছে।

একটা কথা আমি এখানে বলতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গে, সেটা মাননীয় সদস্য জ্যোতি বসু বলেছেন ২৩ লক্ষ একর জমি আছে, এখানে আমরা বার বার বলেছি যে এখানে এই মার্জিনাল বা সাব মার্জিনাল ল্যাণ্ডএ লোক বসান মহাপাপ। পশ্চিমবঙ্গে বহু জায়গায় ২৫ একর জমিকেও ইকনোমিক্ হোল্ডিং বলে গণ্য করতে পারা যায় না কাজে কাজেই এখানে আর লোক বসান উচিত নয়। এর একটা প্রমাণ দেব। আমরা হেড়োভাঙ্গায় অনেক খরচ করে লোক নিয়ে গিয়েছিলাম, সেখানে জমি পুনরুদ্ধার করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু শুনলে আপনারা আশ্চর্য্য হবেন শ্রীখান্না যখন সেখানে গিয়েছিলেন তখন অনেক আশ্রয়প্রার্থী তাঁকে গিয়ে বলেছিল যে, আমরা হেড়োভাঙ্গায় থাকবো না, এর চেয়ে আমাদের দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যান। শুনলে আশ্চর্য্য হবেন যে ৩৭টি পরিবার হেড়োভাঙ্গা থেকে দণ্ডকারণ্যে চলে গিয়েছে এবং আরো শুনলে আশ্চর্য্য হবেন যে, আরও ৫০টি পরিবার আমাদের বলেছে, যে তারা হেড়োভাঙ্গা থেকে দণ্ডকারণ্যে যাবে।

দণ্ডকারণ্যে অনেক অসুবিধা আছে আমরা জানি, দণ্ডকারণ্যে অনেক ত্রুটি আছে আমরা জানি। কিন্তু একজন উদ্বাস্তু সেখানে গিয়ে আমাকে একটা চিঠি লিখেছেন এভাবে শত সহস্র প্রণামপূর্বক ইত্যাদি লিখে তিনি লিখেছেন, "আপনার কৃপায় এই দণ্ডকারণ্যে এসেছি। এখানে এসে যাকিছু দেখেছি, বুঝেছি তার অনেকাটা বাংলাদেশে আমরা যে হানাহানি করেছি তার চেয়ে শতসহস্র গুণে ভাল। বিঘা প্রতি এখানে ফলন বেশী, তবে জলের কিছু অভাব আছে, এবং টিউবওয়েল মাত্র ২০ ফিট ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের সঙ্গে মেদিনীপুরের দাঁতন ক্যাম্পের ১৫টি ফ্যামিলি এসেছে, বীরভূমের ৭টি, বর্ধমাণের ৪টি, এই মোট ২৬টি ফ্যামিলি এসেছে। তবে শুনছি আরো ২০০ ফ্যামিলি আসবে। যদি আমাদের ওখান থেকে কারও মত থাকে এবং বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে তাহলে পাঠিয়ে দেবেন। এবং ডাঃ হরেন্দ্র নাথ ঘরামিকে বলিবেন তাঁর সঙ্গে যে কয়েকটা ফ্যামিলি আছে তাদের যেন তিনি নিয়ে আসেন। ৩নং ক্যাম্পের শ্রীদাম দাসকে যাতে আনতে পারে তার ব্যবস্থা করবেন। বাংলাদেশে থেকে জীবনটাকে যেন শেষ না করে দেয়।"

সুতরাং দণ্ডকারণ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে। এখানে টি, বি রুগীর সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। রুগীদের বাছাই করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের একটা বোর্ড আছে, আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগেও একটা বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। যারা রোগ থেকে নিরাময় হয়েছেন তাদের টি, বি, গ্রাণ্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং আগে যেখানে তার পরিবারবর্গের ভাতা ৭৫ টাকা ছিল সেখানে ৫৫ টাকা করা হয়েছে। শিক্ষা সম্বন্ধেও গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া টাকা কমিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা বলছেন যাদের পুনর্বাসন হয়েছে সরকার তাদের শিক্ষার দায়িত্ব নিতে পারেন না, সেজন্য প্রত্যেক বৎসরই টাকা কমিয়ে দিচ্ছেন এবং ২।৩ তিন বৎসর পরে এজন্য তাঁরা আর আলাদা টাকা দেবেন না, কারণ তাঁরা মনে করছেন এই সমস্ত লোক যাদের জন্য অর্থব্যয় করছেন তারা পশ্চিমবাংলার নাগরিক হয়ে গিয়েছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ-সরকারই তাদের জন্য সর্ব্ব বিষয়ে দায়ী। আমার মনে হয় মাননীয় সদস্যরা আর কোন প্রশ্ন করেন নি। সুতরাং যে সমস্ত অভিযোগ উপস্থিত করা হয়েছে তার বিরোধীতা করছি।

Mr. Speaker: I put all the cut motions except Nos. 9, 36, 85 and 98.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 5,74.34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The Motion of Shri Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumder that the demand of Rs. 5,74,34.000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Eependiture on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Jagat Basu that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Roy that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Panchu Gopal Bhaduri that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sitaram Gupta that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharyya that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Somnath Lahiri that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Jyoti Basu that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gopal Basu that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motlon of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna *Konar that the demand of* Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous— Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs.100 was then put and lost.

The motion of Shri Chaitan Majhi that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Parsons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Kumar Mullik Chowdhury that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Eependiture on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The Motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Mojor Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The Motion of Shri Tarapada Dey that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chattapadhyay that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

[7-20—7-27 p.m.]

The motion of Shri Samar Mukherjee that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads: "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :---

NOES—128

Adbul Hameed, Hazi
Addus Sattar, The Hon,ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Prafulla Nath
Barman, The Hon'ble Shyma Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhyay, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand

Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikari, *Shri Gopal Chandra*
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar. Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Modak. Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Dhirendra Narayan
Mukherjee. Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar. Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar. Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Panja, Shri Bhabani Ranjan
Pati, Shri Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri, Trailokyanath
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Roy, Th Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra

Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Shri Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammap
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—70

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta kumar
Basu, Shri Jyoti
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal Shri Bijoy Bhusan
Majumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mitra, Shri Satkari
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Amarendra
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar

Ray, Shri Pakhir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Roy, Shri Siddhartha Shankar
Sen, Shrimati Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi
Taher Hossain, Shri

The Ayes being 70 and the Noes 128, the motion was lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 54,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads: "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons...82...Capital Account of other State Works outside the Revenue Account...Expenditure on Displaced Persons...Loans and Advances by State Government...Loans and Advances to Displaced Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :---

NOES—128

Abdul Hameed ,Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty Shri Bhabataran
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Han'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Halder, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hembram, Shri Kamalakanta

Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mhato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Dhirendra Narayan
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumal
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhndu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati Shri Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Raikut, Shri Sarojenra Deb
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—58

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra

Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharya, Dr, Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh. Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Amarendra
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Siddhartha Shankar
Sen, Shrimati Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi
Taher Hossain, Shri

The Ayes being 68 and the Noes 128, the motion was lost.

The motion of Shri Haridas Mitra that the demand of Rs. 54,74,34,000 for expenditure under Grant No. 41, Major Heads: "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displased Persons" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—129

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerjee, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati. Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhyay Shri Bijoylal
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahaman, Shri S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammad Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna

Mondal, Shri Sishuram
Mukhurjee, Shri Dhirendra Narayan
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Shri Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Ghandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Hoque, Shri Md.

AYES—70

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra

NOES—130

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Kagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Snri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammad Israil, Shri

Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Dhirendra Narayan
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Dr. Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda.
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—70

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar

Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mitra, Shri Satkari
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal Shri Amarendra
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Subrid
Naskar, Shri Gangadhar
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Roy, Shri Siddharta Shankar
Sen, Shrimati Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi
Taher Hossain, Shri

The Ayes being 70 and the Noes 130, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Prafulla Chandra Sen that a sum of Rs. 5,74,34,000 be granted for expenditure under Grant No. 41, Major Heads: "57—Miscellaneous—Expenditure on Displaced Persons—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Expenditure on Displaced Persons—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances to Displaced Persons", was then put and agreed to.

Adjournment.

The House was then adjourned at 7-27 p.m. till 3 p.m. on Thursday, the 10th March, 1960, at the Assembly House, Calcutta.

Vol. XXV—No. 2

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-fifth Session

(February-April, 1960)

(From 7th March to 25th March, 1960)

Part 4

(10th March, 1960)

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

Price—Indian, Rs. 1·60 nP. ; English, 2s.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday, the 10th March, 1960, at 3 p.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble BANKIM CHANDRA KAR) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 10 Deputy Ministers and 209 Members.

[3—3-10 p.m.]

Message

Mr. Speaker : There is a Message from the Governor which reads as follows :

"Members of the Legislative Assembly,

I have received with great satisfaction your message of thanks for the speech with which I had opened the present session of the Legislature.

PADMAJA NAIDU,
Governor of West Bengal."

Refusal of consent to adjournment motions.

Shri Apurbalal Majumdar : Sir, I gave notice of an adjournment motion to which you have refused your consent. The motion reads :

The assembly do now adjourn to discuss a matter of urgent pubiic importance and of recent occurrence, namely, that the barbaric and pre-planned joint attack of the Assam Police Force and a number of persons of the Mikir Tribes to forcefully eject the East Bengal refugee agriculturists from the "Uttar Barbil" of Mikir Hill district, Assam, culminating in indiscriminate firing of the Assam Police on the refugee satyagrahis and the simultaneous attack of a number of Mikir people with bow and arrows and country made guns, under Government patronage, killing five and injuring about fifty persons on 9-3-60 has once demonstrated the ruthless, inhuman and brutal attitude of the authorities faced with by the refugee outside the West Bengal and has roused widespread resentment amongst the people of this State.

Shri Bejoy Bhusan Mandal :

অতি জরুরী জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট ও অতি আধুনিক কালে সংঘটিত নিম্নবর্ণিত বিষয়টি আলোচনার জন্য বিধান সভার কার্য্য মুলতুবী রাখা হউক। বিষয়টি এই যে, হাওড়া জেলার

উলুবেড়িয়া সহরের নাগরিকগণের দ্বারা আহুত এবং ৬ই মার্চ্চ, ১৯৬০ তারিখে সন্ধ্যায় উলুবেড়িয়া কালীবাড়ী প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া ঘোষিত একটি জনসভা বিনষ্ট করিবার অসদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া উলুবেড়িয়ার পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ সাধারনের স্থান উক্ত কালীবাড়ী এলাকায় ও তৎসংলগ্ন সারারণের ব্যবহার্য পার্কে ১৪৪ ধারা জারি করিয়া উলুবেড়িয়ার নাগরিকগণের মনে দারুণ অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে।

Mr. Speaker : I would request members not to send in adjournment motions during the budget discussion.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Why ?

Mr. Speaker : Because it is your day.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : It is our day all right but we have also got the privilege to send adjournment motions.

Mr. Speaker : Nobody disputes the privilege.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : I am afraid you cannot say like that because if something happens . . .

Mr. Speaker : I have not given direction I have simply requested.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : But the request also should have been in keeping with the spirit of the privileges of members.

Mr. Speaker : I had a talk with your Chief Whip and he has agreed to this arrangement.

Shri Jyoti Basu : Mr. Speaker, Sir, I had a discussion with Shri Ganesh Ghose about the talk he had with you. You may request the members as you have done just now that ordinarily during the budget discussion as we get an opportunity to discuss every item in the budget, therefore we may raise so many matters which come up. But if this direction or request means that adjournment motions cannot be brought in this House, then it is impossible to abide by that request. I will give you an example. Now, here is something—of course, I am not going into the merits of it. But supposing today we are discussing education and some very important thing crops up in West Bengal in some place or other, we are certainly entitled to think that instead of discussing the education budget, we shall take that other matter which we raise by means of adjournment motion. Therefore, I think the rules are clear about that and whether you will give your consent or not is a different matter.

GOVERNMENT BUSINESS

DEMANDS FOR GRANT No. 20

Major Head : 37—Education

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 13,75,69,000 be granted for expenditure under Grant No. 20, Major Head : "37-Education".

Sir, in making the demand for grants for education I would first of all point out to the honourable members that I am making a larger demand this year by about 28 lakhs under this head than that made in the last year, although it is quite true that the highest expenditure on schemes of development on the basis of a five year plan is incurred in the third and the fourth years and not in the last year of the quinquenium. Expenditure under this head has made steady progress, as you will see, starting from Rupees 10 crores 7 lakhs 88 thousand, the expenditure incurred in the first year of the Second Five Year Plan. From Rupees 10 crores 7 lakhs 88 thousand in 1956-57 it mounted to Rupees 11 crores 37 lakhs 90 thousand In 1957-58 and to Rupees 12 crores 93 lakhs 48 thousand in 1958-59 and in the current year, we hope not only to make the best fullest use of the amount the House was pleased to grant at this time last year, but out revised estimate is going to be Rupees 14 crores 35 lakhs 50 thousand, i. e., higher by Rupees 87 lakhs 55 thousand, so that it might be possible for us to make good the programe of work that we had to take in hand. In the light of our commitments and programme for the next year we are making a demand for Rupees 13 crores 75 lakhs 69 thousand under head 37-Education in the present budget. As it is proposed, it is the biggest item of our budgeted revenue expenditure. But this again is not the entire expenditure for Education that we propose to incur in 1960-61.

[3-10—3-20]

If you look at page 101 of the Red Book you will find that our total expenditure on Education under this and other related heads has been estimated at Rs. 15,70,43,700 as against Rs. 14,40,40,300 demanded and sanctioned last year. It has been possible for us to do so because as you will see from our development budget—I mean the White and not the Read Book that our total allotment of Rs. 21,96,00,000 under the Second Five Year Plan has been augmented by little more than 4 crores. Were it not possible for our Government to do so then the tempo of development under the head of Education would surely have suffered. Thus instead of resting on our oars till the implementation of the Third Plan it will be possible for us to continue the race.

On the eve of the transfer of power in 1946-47 the number of primary schools within the area of this State was 13,772 only and the number of students attending them was 9,59,521 and there were 33,567 teachers employed therein. In the first year of freedom the number of schools increased to 13,950 with 10,44,111 students and 35,430 teachers. In 1951-52 the number of primary schools rose to 15,164 with a total number of 14,90,313 students and 43,930 teachers. At the end of the First Five Year Plan, i. e. 1955-56, the number of schools increased to 23,081 with 21,79,037 students and 69,174 teachers and at the end of the third year of the Second, i. e. the current Plan, i. e. in 1958-59, the number of schools went up to 26,290 with a total enrolment of 24,44,445 students and with 77,113 teachers. It will thus be seen that because it was possible to increase the number of primary and junior basic schools to more

than 26,000 and to employ much more than double the number of teachers it was possible to grant facilities of primary education to very much larger number of students, larger by 250 percent, since we attained freedom with the result that the Planning Commission would rank this State as one of the most advanced among the States in India so far as Primary Education was concerned. To maintain our progress our demand for primary education in the present Budget comes up to Rs. 5.11 crores, i. e. nearly 37.1 per cent of our total demand under head 37-Education for 1960-61.

I see from the cut motions tabled that introduction of compulsion in Primary Education is desired by some of the members. I do not know whether the present members of the Assembly are aware that before any National Plan was adopted and the Constitution of India was promulgated a scheme of compulsory primary education was framed by the West Bengal Government and approved by the West Bengal Legislature in 1950-51. In pursuance of that scheme compulsory primary education came to be in force in 5743 villages out of a total of about 35,000 villages in West Bengal—in other words in about one-sixth of the total number of villages. That scheme was not pushed forward after some time as the Attendance Committees were not functioning properly and were unwilling to take coercive measures lest they antagonise the people thereby. However, we have been conferring recently with the representatives of the District School Boards how that scheme may be pursued with vigour.

Sir, another question which may be raised in this connection is what West Bengal the has done during all these years to improve conditions of service of primary teachers. Honourable members are aware that just before we achieved freedom, the scales of pay and allowances of primary teachers were Rs. 32.50 for' A' category teachers, Rs. 24.50 for teachers of 'B' category, Rs. 20.50 for teachers of 'C' category. Their pay and allowances have been twice revised during these years and their present scales are Rs. 67.50 for teachers of 'A' category, Rs. 62.50 for teachers of 'B' category and Rs. 52.60 for teachers of 'C' category. Similarly, basic trained teachers who used to get Rs. 45.94 in 1949-50 are getting Rs. 72.19 from 1956-57 and Basic trained Head teachers who were getting Rs. 65.62 in 1949-50 are now getting Rs. 91.87. The last revision of salary scales of primary (Basic) teachers involved an additional recurring expenditure of about Rs. 60,70,000/-. The benefit of gratuity and provident fund contribution granted this year will require further additional expenditure of Rs. 20 to 22 lakhs every year. On the top of these, the primary teachers' wards reading in Secondary Schools are also going to be exempted from payment of tuition fees. I do not say that these can be considered quite adequate or sufficient remuneration or amenities which can place the primary teachers above want, but if we remember that the Government of India had recently fixed Rs. 40/- as the minimum salary for primary teachers which, as we had occasion to hear from Dr. Shrimali in his speech at the Bhatpara Conference, many States could not grant, then I think it will be acknowledged that we have not made insignificant efforts to improve the

pay and prospects and the conditions of service of primary teachers within the limits of our resources.

So far as Secondary Education is concerned, the total number of schools in our State just before independence in 1946-47 was 1,746 with an enrolment of 3,87,829 with 15,645 teachers employed therein. In the first year of independence, the number of schools rose to 1903 with an enrolmeut of 5,22,500 students and staff of 17,631 teachers. Just before the First Plan period, i.e. in the year 1951-52 the number of schools was 2467 with 5,81,832 students and with 22,832 teachers serving in them. At the end of the First Five Year Plan, i. e. in 1955-56, the number of such schools increased to 3,166 with a total enrolment of 6,93,603 and with 27,988 teachers. And in the third year of the Second Five Year Plan, the number further increased to 3,708 schools with 7,96,024 students and 34,169 teachers.

To promote the quality of and upgrade of secondary education, 522 schools have been upgraded into 11-year schools till the current year, of which 404 are multipurpose schools, i. e. in which more courses than one have been sanctioned. Of the 404 multi-purpose schools 339, have Science, 61 Commerce, 44 Technical, 41 Agriculture, 56 Home Science and 25 Fine Arts Courses. Therefore, together with 522 Humanities Course, these upgraded schools have altogether 1088 Courses sanctioned in them.

[3-20—3-30 p.m.]

Another important step that has been taken in the sphere of Secondary Education is the exemption of tuition fees of girls reading in the lower secondary stage up to class VIII in rural areas. There is a misconception in the minds of many that only the girls reading in girls' institutions are to get the benefit. It is not so. Even the larger number of girls reading in boys' i. e. co-educational schools will have the benefit of exemption. About 23,000 girls reading in classes V to VIII are going to be benefited at present.

In this connection I would like to mention also that so far as the secondary teachers are concerned their improved scales of salary were first introduced in 1948-49, i, e. just after independence and thereafter they were granted dearness allowance. Recently they have been placed on higher scales of salary involving additional expenditure of Rs. 1,56,40,000 during the Second Five Year Plan.

To keep up the tempo of development therefore we are going to make a total demand of Rs. 3,13,16,000 for secondary education in the Budget before us.

As regards training facilities provided to teachers there were 54 Training Schools and 5 B. T. Colleges in 1946-47 with 1310 and 221 trainees respectively. During 1947-48 the same number continued. At the beginning of First Plan period, i. e. in the year 1951-52, the number of Post-Graduate Training Colleges rose to 8 including the College for Physical Education and the enrolment rose to 1513. At the end of the First Plan period, the total number of Post-Graduate Training Colleges was 10 with 964 students and that of Training Schools—although it remained 54—they had larger enrolment of 1780 students.

Now the intake capacity of the existing Post-Graduate Training Colleges has been raised to 1305. Four new B. T. Colleges have been established with 640 seats and 3 more Training Colleges will, it is expected, come to function next year each with 120 seats. With the completion of this programme it will be possible to train 2305 teachers annually at the Post-Gradute level.

A new type of teachers' training institutions to provide training at the Under Graduate level was set up under the Second Five Year Plan with 490 seats. Another 120 seats have been sanctioned and are expected to be available fiom next year.

The up-to-date intake capacity of Training institutions at the primary stage stands at 2,628 iu 59 such schools. In 1960-61, these institutions will be ableto to cater for 400 more students.

As to collegiate education since 1946-47 when there were only 51 colleges with an enrolment of 28,126 students. the number of colleges in 1958-59, at the end of the 3rd year of the Socond Five Year Plan, rose to 113 with a total enrolment of 1,18,186 and the State Government had to contribute Rs. 72,61,000 towards the direct expenditure on colleges as against Rs. 14,20,224 in 1946-47.

Honourable members have already come to know from Her Excellency's inaugural address how we have been trying to meet the demands for the development of collegiate education apart from our normal cost for the same, to enable the colleges to conduct 3-year degree course and to provide grants to match the grants made by the U.G.C. towards the cost of the revision of the college teachers' salary. A further provision of Rs. 80,87 lakhs has been made in the budget for improvement of Colleges for introduction of 3-year degree course.

For the development of University Education, apart from the statutory grants made to the Calcutta University, provision has been made in the Budget for matching grants to the Calcutta University. Rs. 17,09,000 is proposed to be given to the Jadavpore University and Rs. 87,98,000 has been provided for the establishment and development of the Burdwan and Kalyani Universities.

Altogether a demand for Rs. 31,00,000 is included in the total demand for grant under this head for financial assistance to the existing Universities and for the establishment of new Universities and a separate demand of Rs. 81.23 lakhs is made under head 81-Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account.

For promotion of Dance, Drama and Music provision of Rs. 8,85,000 has similarly been made under this head as well as under head 81-Civil Account. This includes provision for the establishment of the Tagore Institute of Dance, Drama and Music and other fine arts together with the cost of acquisition of the ancestral house of the Poet at Jorasanko.

Before independence there was hardly any scope of technical education excepting at the college level that was provided by the Bengal Engineering

College, Shibpur and the College of Engineering and Technology at Jadavpur. The State Council of Technical Education started functioning in 1950. In 1950-1951 the State Government started 3 Polytechnics to impart training in various technical jobs. Besides the Polytechnics 4 temporary techinical institutions were started in the same year and three Engineering Schools were also taken over by the State Government from private management. Prior to that the development of Bengal Engineering College, Shibpur, was taken in hand in accordance with the recommendations of the Engineering and Technical Education Committee. Now there are 16 Engineering Institutions for Diploma Courses including one for mining and another for printing with a total number of 5790 seats. Seven out of the sixteen polytechnics provide also training in draughtsmanship course besides Diploma Course with a total number of 360 seats. Besides the Polytechnics there are 6 junior technical schools with a total capacity of 960 students. These institutions are meant for students who have completed their middle school stage. There are also 40 technical institutions to provide for craft training with a total capacity of 4600.

For higher education in Engineering at the college level the Bengal Engineering College has now an annual intake of 400 students besides the scope for such Engineering educution with 370 annual intake that is provided by the Jadavpur University. Post-Graduate facilities are also available now both at the Bengal Engineering College and at the Jadavpur Engineering College.

We are going to set up 4 new polytechnics and five new junior technical schools this year and the Durgapur Engineering College is going to be established with Central assistance.

A few words are necessary to indicate the progress of our Social Education scheme. This was first launched in West Bengal in the year 1949-50, with a provision of Rs. 3 lakhs only in the Budget. Initially, work under the scheme started with 579 adult education centres opened at different places. The number of such centres upto January, 1960, has come to be 3,143 and 1,75,000 people have been attending these centres.

[3-40—3-40 p.m.]

The Programme spreading adult social education amongst the illitterate population is being intensively pursued through the ageney of the Development Blocks and well-known voluntary organisations.

Development of a State-wide public Library Service constitutes an important feature of our social education programme. Altogether 18 District Libraries —one in each district and one more in the three bigger districts of 24 Parganas, Midnapore and Burdwan have been estadlished. Bisides these District Libraries, 24 Area Libraries and 264 Rural Libraries have been established to provide library service to the people living in villages 100 such libraries have been sanctioned during the current financial year and provision has been made to set up 100 more during the next financial year i.e. 1960-61.

I have endeavoured to give a somewhat detailed account of the development that has taken place in the different stages and speheres of education as I see from the cut motions tabled that many, if not most of them, are based on misconcepticns and would not probably have been tabled if the members were well-informed about the activitics of the Educcation Department and its efforts and endeavours to expand facilities of mass education and social education as well as to enlarge the scope of higher ebucation in different branches thereof, in Arts and Sciences, Technology and Fine Arts. We do not claim that we have taken an educationally starved country near the goal, but although the goal may yet be distant we are sure that we are proceeding on right track and in perfect accordance with our National Plan making undeniable progress towards our goal as well as the best use of the resources available to us.

With lhese words I commend my motion far the acceptance of the House.

Mr. Speaker : There are two hundred and twenty seven cut motions out of which cut motions Nos. 63, 81, 82, 144, 145, 153 and 176 have not been included under this Head. I take other cut motions as moved.

Shri Ajit Kumar Ganguli : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Narayan Chobey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Kumar Pandey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Mangru Bhagat : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs, 100.

Shri Niranjan Sen Gupta : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Radhanath Chattoraj : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhubon Chandra Kar Mohapatra : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I beg to move that the sum of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhupal Chandra Panda : Sir, I beg to move that the sum of Rs. 13, 75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Jagat Bose : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69.000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37– Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Rabin Mukherjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Dr. Pabitra Mohan Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Dr. Pramatha Nath Dhibar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Maji : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Phakir Chandra Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Panchu Gopal Bhaduri : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Elias Razi : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharya : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be rednced by Rs. 100.

Shri Sitaram Gupta : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Haran Chandra Mondal : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Renupada Halder : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Sisir Kumar Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Ghosal : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri S. A. Farooquie : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Jyoti Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Gobardhan Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Somnath Lahiri : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Syed Badrudduja : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal : Sir, I beg to move that the demand ot Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Gopal Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Banarashi Prosad Jha : Sir. I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Mihir Lal Chatterji : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Samar Mukherji : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for Expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhakta Chandra Ray : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Golam Yazdani : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,74,34,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Shyamaprasanna Bhattacharya : *Sir, I beg to move that the demand of* Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Ganesh Ghosh : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure underGrant No. 20, Major Head "57—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69.000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Amarendra Nath Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shrimati Manikuntala Sen : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shrimati Labanya Prova Ghosh : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Gobordhan Pakray : *Sir, I beg to move that the* demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mullick Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Jamadar Majhi : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 or expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be educed by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Dhar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Pravash Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Tarapada Dey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Tahir Hussain : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100.

Shri Rama Shankar Prasad : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Deo Prakash Rai : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education", be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Majumdar :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যেখানে শেষ করলেন আমি সেখান থেকেই আরম্ভ করব। তিনি বল্লেন যে এই সভার সদস্যরা শিক্ষা বিভাগের কাজ সম্বন্ধে ওয়েল ইনফরমড নন, তাই যদি হয় তাহলে সেই দোষ কার? শুধু শিক্ষা দপ্তর কেন, কোন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্পর্কে কি কখনো এই সভার সদস্যদের ওয়েল ইন্‌ফরমড করার জন্য

সরকার পক্ষ চেষ্টা করেছেন ? তাঁরা সহযোগিতার কথা বলেন, কিন্তু সহযোগিতার নেওয়া চেষ্টা করেছেন ? এই উপলক্ষে আমি একটা জিনিষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করছি—আমাদের পার্লিয়ামেণ্টএ বিদেশের কথা বলছি না—প্রত্যেক মন্ত্রীদপ্তরের সংগে সংশ্লিষ্ট ইনফরমেল কনসালটেটিভ কমিটিস আছে, যাতে করে দপ্তরের কাজ ও সন্তোষজনক চলতে পারে এব সদস্যরা সরকারী কার্য্যাবলী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থকতে পারেন। এখানে যদি সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা হত তাহলেও তাঁর একথা বলার একটি যুক্তি থাকতো, কিন্তু তা তাঁরা করেননি কাজেই এই মন্তব্য না করে হাউসের সময় বাঁচালেই ভাল হত।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় তাঁর বাজেটে অনেক কথাই বলেছেন, আমি সেগুলি ধীরে ধীরে আলোচনা করব। প্রথম কথা, তিনি নিজেই বলেছেন, চলতি বৎসরে সংশোধিত বাজেটে খরচ ১৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা, এবারকার বাজেটে বরাদ্দ করেছেন ১৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা প্রায় ৬০লক্ষ টাকার মতো কমান হয়েছে—এর কারণ কি ? দেখা যায় গত বৎসরের বাজেটে মিসসেলেনিয়াস খাতে ৫ লক্ষ টাকার মতো ছিল, অথচ পরে বাড়িয়ে সেটা ৬৪ লক্ষ টাকারও বেশী হয়েছিল—সেই অভিজ্ঞতা থাকা সত্বেও এবার মিসসেলেনিয়াস খাতে ৮ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে—যদি সেটা বেড়ে যাবার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। বর্ত্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এটা এভাবে কমান আশ্চর্য্য লাগছে আরো বেশী করে এই কারণে যে, এই বৎসর তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তিত হবে, প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, মাধ্যমিক শিক্ষকদের ছেলেপিলেদের বিনাব্যয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা—এসব জিনিষ এবৎসর প্রবর্তিত হবে বলে পরিকল্পনা আছে—এজন্য বহু টাকার দরকার। কিন্তু বাজেটে হিসাব করে দেখা যায় অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ খাতে এবার বরাদ্দ কম করে ধরা হয়েছে—এর কারণ কি ? আশা করি জবাব দেবার সময় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় এ বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করবেন। আমি পরিসংখ্যানের মধ্যে খুব বেশী যাব না—কয়েকটা জিনিষই মাত্র আলোচনা করব। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, শিক্ষার জন্য বরাদ্দ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে—এজন্য তিনি নাকি গর্ববোধ করেন—সেজন্যই একটি বিষয়ের প্রতি আমি বিশেষ করে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষন করছি—আমাদের দেশে এখনো পর্য্যন্ত শিক্ষাব্যয় ৯০-৯৫ ভাগ অভিভাবকেরাই বহন করে যাচ্ছেন, তাঁদের উপর চাপ বেড়েই চলেছে। এই প্রসংগে আরেকটা বিষয় উল্লেখ করব—পণ্ডিত নেহরু থেকে ডাঃ শ্রীমালী সকলেই বলছেন প্রাথমিক শিক্ষকদের মাইনে বাড়ান হয়েছে। সময়াভাবে আমি এখানে সব কথা বলতে পারব না, তানাহলে আমি তাঁদেরই কথা উদ্ধৃত করে দেখাতে পারতাম যে, এই বাড়ানটা অতি অকিঞ্চিৎকর, এবং প্রয়োজনের তুলনায় যে অনেক কম সেই কথা বলাই বাহুল্য। প্রাথমিক শিক্ষকেরা প্রয়োজনের তুলনায় ন্যূনতম মাইনেও পান না, এবং তাঁদের প্রভিডেণ্ট-ফাণ্ড এবং ছেলেপিলেদের জন্য বিনাব্যয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা এত দিনের আন্দোলনের পর হতে যাচ্ছে। খবরের কাগজে দেখেছি যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা বরাদ্দ ৮০০ কোটি থেকে ৩০০ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে— এর কারণ কি ? —এটা আমি খবরের কাগজে দেখেছি, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া এখনো পাইনি। এ সম্পর্কে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় কোন খবর রাখেন কি না জানতে চাই, কারণ খবরটা যদি সত্যি হয়, তাহলে এটা একটা অত্যন্ত আতংকের কথাই বলতে হবে। এখবর যদি সত্যি হয়, তাহলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার আজকে যে সব রূপায়নের প্রস্তুতি চলেছে তা বানচাল হয়ে যাবে, সেজন্য এসমস্ত বিষয়গুলি এখানে আমাদের কাছে বলা দরকার। তারপর, আমি একটা গোড়ার কথা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করি—কি

শিক্ষা দিচ্ছেন, যে টাকা খরচ করেছেন তার ফল কি হচ্ছে এটা কি কখনও খোঁজ করে দেখেছেন ? এই সভায় শুধু আমরাই নয়, ডাঃ ঘোষও এখানে বহুবার বলেছেন যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাট অপচয় হচ্ছে, এই অপচয় প্রতিরোধ করার জন্য কোন ব্যবস্থা করেছেন, যে শিক্ষা দিচ্ছেন সেই শিক্ষা কার্য্যকরী হচ্ছে কিনা বিচার করে দেখেছেন কখনো ? একথা আজকে দেশে সকলেই বলেন, আপনিও বলেন,—প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা যার উপর সমস্ত শিক্ষা বোধ দাঁড়াবে, তার ভিত্তি পাকাপোক্ত ও শক্ত করতে হবে, কিন্তু সেই ভিত্তি শক্ত করার জন্য কোন ব্যবস্থা করেছেন। শিক্ষাবিদগণ বলেন, প্রাইমারী শিক্ষা ব্যবস্থা এমন ভাবে করা উচিৎ যাতে সর্বোচ্চ শিক্ষা পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্তরে একটা যোগাযোগ থাকে—তার ব্যবস্থা করেছেন কিছু ? আজ প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাট অরাজকতা চল্ছে, যেমন শহর ও গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতর কোন সামঞ্জস্য নাই এবং গ্রাম ও শহরের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ রয়েছেন যার ফলে সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বিশৃংখলা দুর্নিবার হয়ে উঠেছে। প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি দাবি করেছেন পুরানো শিক্ষা আইন বদ্‌লে একটা নতুন শিক্ষা আইন প্রবর্ত্তন করতে হবে সমগ্র পশ্চিমবাংলায়,—স্কুল বোর্ডের পুনর্গঠন ও অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে, এ সব বিষয়ে কিছু করেছেন ? তারপর, প্রাথমিক শিক্ষা কি ধরণের হবে সে সম্পর্কে কোন পরিষ্কার ধারণা আছে ? আপনি বল্‌বেন আমি জানি, সরকার ঘোষনা করেছেন বুনিয়াদী শিক্ষা হবে। কিন্তু এর ভালমন্দর দিক আমাদের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছেন ? এই বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যাপারে বেসিক এডুকেশন এসেসমেণ্ট কমিটি যে সমস্ত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন সে সম্বন্ধে কি করেছেন ?

3-40—3-50 p.m.]

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ভেতরে শিক্ষাক্রমের কোন সামঞ্জস্য নেই। কিন্তু করে সুসামঞ্জস্য বিদ্যালয়কে নিম্নবুনিয়াদীতে পরিণত করবেন সেটা আপনি বলতে পারেন। শুধু তাই নয়, নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের কোন সামঞ্জস্য নেই। এর ফলে যারা নিম্ন বুনিয়াদী থেকে পাশ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হতে যায় তারা তখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হতে পারে না। অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হতে হয়, নতুবা তাদের শিক্ষা বন্ধ হয়ে যায়। এর কারণ হচ্ছে যে, তাদের ইংরাজী বা হিন্দী শেখান হয় না। কিন্তু তারা নিম্ন বুনিয়াদী থেকে পাশ করে বেরুল, তারা কি উচ্চ বিদ্যালয়ে যাবে না ? এরূপ যারা উচ্চ বুনিয়াদী থেকে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাবে তাদের ভেতরও কোন সামঞ্জস্য নেই। সুতরাং এ সবের কি হবে তার জবাব আপনি দেবেন। এর ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে অপচয় ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। এবার আমি আর যে একটা কথা বলব সেটা আমাদের শিক্ষামন্ত্রী হয়ত পছন্দ করবেন না, কিন্তু কথাটা সত্যি বলে বলতে হবে এবং আপনারাও সকলে ভেবে দেখবেন। উনি প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের কথা বলেছেন, কিন্তু প্রাথমিক সমস্ত শ্রেণীর যারা ছাত্র, তাদের সত্যিকারের গুণগত শিক্ষা দেবার জন্য আপনারা কি করেছেন ? আমি বলতে পারি যে, দেশের সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দেবার ব্যাপারে আপনাদের একটা বিরাট উপেক্ষা রয়েছে। আমি গতবারে একটা কথা বলেছিলাম যে, আপনাদের শিক্ষা দপ্তরের ঘাড়ে এখনও সেই ঔপনিবেশিক আমলের ডাউনওয়ার্ড ফিলট্রেসন থিওরী রয়েছে এবং তাতে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় আপত্তি করেছিলেন। আপনি থিওরী হিসাবে ডাউনওয়ার্ড ফিলট্রেসন থিওরী প্রয়োগ করছেন একথা বলছি না ; কিন্তু কার্য্যতঃ যার উপর ভিত্তি করে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা উঠে

দাঁড়াবে, সে সম্বন্ধে এখনও চূড়ান্ত উপেক্ষা ছাড়া আর কি আছে। আপনি মাধ্যমিক শিক্ষা-ক্ষেত্রে পুনর্গঠনের কথাও বলেছেন। কিন্তু পুনর্গঠনের নামে সেখানে এমন কতকগুলি কাজ হচ্ছে, যার ফলে একদিকে সত্যিসত্যি কার্য্যতঃ শিক্ষার সঙ্কোচ হচ্ছে, আর একদিকে শিক্ষার সংস্কার একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। এবারের বাজেটে দেখছি উচ্চতর বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপনের বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছেন। কেন কমিয়ে দিয়েছেন সেটা বলবেন? সম্প্রতি শিক্ষা-দপ্তর থেকে সার্কুলার দিয়েছেন যে, নূতন কোন হাই স্কুল করতে গেলে সেট যদি হায়ার সেকেণ্ডারী না হয় তাহলে তাকে য়্যাফিলিয়েশান দেওয়া হবে না এবং হায়ার সেকেণ্ডারী হতে হলে তাকে কতকগুলি সর্ত্ত পুরণ করতে হবে। কিন্তু হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করার মত ব্যবস্থা কি আপনারা করেছেন? অর্থাৎ আপনারা কি সব টাকা দিতে পারবেন, উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক দিতে পারবেন? আপনারা সর্ত্ত দিয়েছেন যে, শিক্ষণ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক হওয়া চাই, কিন্তু আপনারা তা দিতে পারবেন? কোলকাতার অনেক উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে দেখা যাবে যে বিজ্ঞানের শিক্ষক নেই, অর্থনীতির শিক্ষক নেই। অথচ আপনারা চালাও সার্কুলার দিয়েছেন যে, নূতন একটা স্কুল সেটা হায়ার সেকেণ্ডারী না হলে হতে পারবে না। এর ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সমস্ত অনগ্রসর এলাকা সেখানে শিক্ষা বিস্তার সত্যিসত্যি বন্ধ হয়ে যাবে এবং আপনারা তাই করেও দিতে চাইছেন। আমি একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, অনগ্রসর এলাকার ব্যাপারে শিক্ষাদপ্তর যে মনোভাব নিয়ে চলেন তাকে উডেন-হেডেড মনোভাব ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এই রকম পরিস্থিতিতে যদি এই রকম একটা সার্কুলার দেওয়ার মানে যে আপনারা অনগ্রসর এলাকায় শিক্ষা বিস্তারকে বন্ধ করে দিচ্ছেন। তারপর ঐ সব জায়গার উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেতন বাড়াতে অভিভাবকদের উপরে একটা বিরাট চাপ পড়েছে। এর ফলে ছাত্রসংখ্যা যেখানে বাড়ার কথা সেখানে তা বাড়ছে না—একথা কি শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় ভেবে দেখেছেন? নিম্নবিত্ত অভিভাবক—যার ৩।৪টি ছেলে সে তাদের শিক্ষার খরচ পোষাতে পারছে না, কিম্বা ২টো ছেলেকে উচ্চতর শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে, না-খেয়ে বাকী ২ জনকে শিক্ষা দিচ্ছে। অথচ যদি শিক্ষার খরচ না বাড়ত, তাহলে এদিক দিয়ে এই জিনিষগুলি বাড়ার অনেক সম্ভাবনা ছিল। যাই হোক, মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা সংস্কারের নামে যা করছেন সেটা একটা প্রহসন মাত্র। মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারে গত বৎসর আমি অনেক আলোচনাই করেছি বলে বিস্তৃত আলোচনা করব না; কিন্তু তবুও কতকগুলি কথা বলব! এখানে পাঠ্যের চাপ এত বেড়েছে যে, অল্পবয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে এটা একটা বিরাট ব্যাপার। আশা করি, এই বিষয়টা এখানে যাঁরা অভিভাবক আছেন তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ নিয়ে আমাদের দেশের অভিভাবকরা এখনও মুখর হয়ে ওঠেননি—যেটা হওয়া উচিত ছিল। জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর কথা যদি বলেন তাহলে সেটা আমি স্বীকার করি; কিন্তু তাও বাড়ানোর একটা পদ্ধতি আছে। উনি সাদা বই যেটা দিয়েছেন তাতে লেখা আছে যে, বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী তাঁরা শিক্ষা সংস্কার করছেন। আমি একটা কথা বলব যে, সিলেবাস সম্বন্ধে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন বলেন যে, শিক্ষনীয় বিষয়গুলি ইণ্টার-রিলেটেড হওয়া উচিত এবং প্রত্যেক বিষয়ে

'Contents should be so far as possible envisaged as "broad fields", units which can be correlated better with life rather than narrow items of information".

কিন্তু তা কি করা হচ্ছে? আপনারা সিলেবাস চালু করেছেন কিন্তু 'সমাজ

শেখানোর মত কোন বই নেই। ক্লাস সেভেনএ ইকনমিক্স যাদের পড়তে হয়, তাদের different forms of income, national income, plan ল' অফ ডিমিনিসিং রিটার্নস পড়তে হবে। সাইকোলজিতে মাইণ্ড, এটেনসান, উইল পাওয়ার পড়তে হয়। ক্লাস এইটে ইতিহাস যাদের পড়তে হয়, তাদের পৃথিবীর ইতিহাস, মধ্যযুগের ইউরোপের বর্বর জাতির আক্রমণ, বাইজেনটাইন্ সভ্যতা, মধ্যযুগের ইউরোপে তুর্কি জাতির উত্থান, রোমান যুগ, বৃটিশ যুগ, লঙ পার্লামেণ্ট, শতবর্ষের যুদ্ধ, শিল্প বিপ্লব, জার্মানী ইটালীর ঐক্যলাভ, ফরাসী বিপ্লব, চীন বিপ্লব, রুশ বিপ্লব ইত্যাদি পড়তে হবে। এর মাঝখানে আমাদের দেশের ইতিহাস তাদের পড়তে হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়ার ব্যাপারে সেখানে চর্য্যাপদ শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন থেকে আরম্ভ করে এই রকম ধরণের অনেক জিনিষ পড়তে হয়। এগুলি সব কলেজে শেখান হয়। কিন্তু কোন বই কি শিক্ষকদের হাতে দিয়েছেন যাতে তাঁরা পড়ে নিতে পারেন। স্কুলগুলিতে খোঁজ নিয়ে দেখবেন যে, স্কুল লাইব্রেরীতে কোন বই দেওয়া হয়নি। সেখানে রেফারেন্স হিসাবে যে সব বই রাখা হয়েছে সেগুলি বি, এ, ক্লাসের বই। সেইগুলি অত্যন্ত দামের বই। ক'জন অভিভাবক সেগুলি কিনতে পারেন? সেজন্য পরীক্ষায় পাশের জন্য তারা নোট পড়ে। এই হচ্ছে আপনাদের শিক্ষা সংস্কারের মূল কথা। শিক্ষকরা উপযুক্ত বই পাওয়া যায় না বলে তাঁরা পড়ান বন্ধ করে অনেক ক্ষেত্রে ছেলেদের বক্তৃতা শোনান। এইভাবে আপনারা যে ব্যবস্থা করছেন তাতে সেটা ডেড ওয়েট অফ এক্জামিনেসন হচ্ছে। কিন্তু ওদের উপর চাপ দেবার ফলে কি অবস্থা হচ্ছে সেটাও একবার শুনুন। আজ-কাল অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই অনাহারক্লিষ্ট। অনেক সময় ক্লাসে পড়তে পড়তে অল্পবয়স্ক ছেলে-মেয়েরা অজ্ঞান হ'য়ে গেছে এবং পরে মাষ্টার মহাশয়রা খোঁজ করে দেখেছেন যে, হয়ত তার ২ দিন খাওয়া হয়নি। এ ছাড়া পরীক্ষার সময় ছাত্রদের উপর এত বিরাট চাপ পড়ে যে, তাঁরা অনেক সময় পরীক্ষা দিতে দিতে অজ্ঞান হয়ে যায়। আজকাল এক্জামিনেসনে পাশ করার অনেক টেকনিক বেরিয়েছে বলে ছাত্ররা সেই সাহায্য নিচ্ছে। কিন্তু এ ছাড়া তাদের আর কোন উপায় নেই, কারণ পাঠ্য তালিকার চাপ অত্যন্ত বেশী। আগে যা বললাম এসব বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় একটু খোঁজ নিয়ে দেখবেন। এবার ইনটেলিজেন্স টেষ্ট সম্বন্ধে কিছু বলব, কারণ এটা দেখবার সুবিধা আমার হয়েছে। একটা কলমে একটা প্রশ্নের উত্তরকে ভেঙ্গেচুরে সাজিয়ে দিয়ে বলা হল যে, কোথায় কি হবে বা পড়বে দেখিয়ে দাও।

[3-50—4 p.m.]

এটাই কি হয়ে গেল চূড়ান্ত কথা? জিনিষটা যাতে রসবোধ হয়, যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ বাড়ে সেই ধরণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন কিন্তু তা কিছুই হয়নি। ফলে হচ্ছে কি—ছাত্র-ছাত্রীরা মুখস্থ বিদ্যা শিখছে। প্রত্যেকের ঘরে ছাত্র-ছাত্রী আছে—পরীক্ষার সময় হলে দেখবেন যে তারা কেবল মুখস্থ করে। আগের যুগে ছাত্র-ছাত্রীরা একটা উৎসাহের সাথে পড়তো, কিন্তু এখনকার ছাত্র-ছাত্রীরা সব মুখস্থ করে, কারণ অভিভাবকেরা বইএর খরচা যোগাতে পারেন না। অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা বলেন যে, আমাদের আন্দোলনের ফলে মাইনে বেড়েছে বটে, কিন্তু কাজের চাপ আমাদের অত্যন্ত বেড়েছে; আমরা যে একটু পড়েশুনে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দেবো তা সময় পাই না। ঠিক পুঁজিবাদী কারখানাগুলোতে যে রকম মজুরের মাইনে বাড়ালে কারখানার মালিক তাদের কাজের চাপ বাড়িয়ে সমস্ত উসুল করে নিতে চায়—সেইরকম ভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও কাজের চাপ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের

সাহায্য করবার জন্য তাঁদের শিক্ষক বাড়ানোর জন্য যে ব্যবস্থাগুলি করা দরকার তা কিছুই করেননি। কলেজ শিক্ষার ক্ষেত্রে আমি আজকাল সরকারী মহলে একটা কথা শুনেছি, এখানে মুখ্যমন্ত্রী এবং আরো কেউ কেউ বলেছেন যে, আজকাল কলেজগুলি ওয়েটিং রুমে পরিণত হয়েছে, ওভার ক্রাউডিং কলেজে কমান উচিত। প্রত্যেকেই উহা স্বীকার করেন, কিন্তু ওভার ক্রাউডিং কমানোর কতকগুলি যে পুর্বসর্ত্ত আছে সেগুলি পুরণের জন্য শিক্ষাদপ্তর বা গভর্ণমেণ্ট কি করেছেন ? আমি কিছুদিন আগে কাগজে দেখেছিলাম, ইউ, জি, সির ফিলিপ কমিটি একটা রিপোর্ট দিয়েছেন---সেই রিপোর্টটা আমি পাইনি, কিন্তু যতটুকু জানা গেছে তাতে ঐ রকম ধরণের একটা জিনিষ রয়েছে যে, ইউনিভার্সিটিকে কিছুতেই ওয়েটিং রুমে পরিণত করা হবে না। সেটা শুনে শিক্ষাবিদদেব মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে—তাঁরা বলেছেন যে, ইউনিভার্সিটির দরজা ছেলে-মেয়েদের সামনে বন্ধ করে দিলেই কি কাজ হয়ে গেল, আর কোন রাস্তা নেই—এতে কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল ? একথা অনেকে বলেছেন যে, তাদের সেখানে ভেরিলিকটসএ পরিণত করে কি এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ? ওভার ক্রাউডিং কমাতে বা শিক্ষার মান উন্নত করার ব্যাপারে কেউ আপত্তি করেনা, কিন্তু সেখানে পুর্ব সর্ত্তগুলি পালন না করে যদি কবেন তাহলে কি হবে ? মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর শেষ করার পর ছেলে-মেয়েদের বিভিন্ন দিকে যাবার য়্যাভিনিউজ স্থষ্টি করা হোক, সেই য়্যাভিনিউজ স্থষ্টি কবে তারপব চালু হোক যে সকলে ইউনিভার্সিটিতে যাবে না। কিন্তু সেই য়্যাভিনিউজ স্থষ্টি না করে তাদের যদি দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে একে শিক্ষা সংকোচ ছাড়া আর কি বলবো ? কোলকাতায় বড বড কলেজগুলিতে ফেজড রিডাকসন হয়েছে, তার ফলে ছাত্রদের যে সমস্যাগুলি স্থষ্টি হয়েছে তাব জন্য কি বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে ? যেমন একটা অবস্থার স্থষ্টি হয়েছে ইণ্টারমিডিয়েট বা ডিগ্রী পরীক্ষায় যে সব ছাত্র ফেল করে তাদের বেশীর ভাগ কোথাও ভর্ত্তি হতে পাবে না—এই সমস্যা কি সমাধান হবে ? যারা আর্টস পড়ে তারা না হয় প্রাইভেট পরীক্ষা দিতে পাবে, কিন্তু যারা সায়েন্স পড়ে তাদের পক্ষে প্রাইভেট পরীক্ষা দেওয়াব তো স্থযোগ নেই বরং তাদের দরজা বন্ধ কবে দেওয়া হয়েছে। তারপর আর একটা কথা শোনা যাচ্ছে, যদি সত্য হয় তাহলে বাস্তবিকই আশংকাব কথা। ফিলিপ কমিটি নাকি স্থপারিশ করেছেন যে, কলেজগুলির সান্ধ্য বিভাগে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা বন্ধ করে দেওয়া হবে—তাহলে যে সব ছাত্রবা সবকারী অফিসে বা অন্যান্য জায়গায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে সান্ধ্য কলেজে পড়েন তাদেব বিজ্ঞান শিক্ষা বন্ধ কবে দিচ্ছেন এ একটা অদ্ভুত ধরণেব জিনিষ। যেখানে বলা হচ্ছে শিল্পায়ন করতে হবে, বিজ্ঞান শিক্ষা বাড়াতে হবে বলে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা করা হচ্ছে—সেখানে এ রকম জিনিষ যদি হয়, তাহলে আশংকা করবার যথেষ্ট কাবণ আছে। আজকাল আর একটা জিনিষ দেখছি যারা ফেল করে তাদের কথা বারবার কবে বলা হচ্ছে। সমস্ত সভ্য জগতে অকৃতকার্য্য ছেলেদের একবার চান্স দেওয়া হয়, এখানে কি চান্স দেওয়া হয়েছে ? উপরন্তু শিক্ষার মান উন্নয়নের নাম করে ওভার ক্রাউডিং কমানোর নাম কবে, কলেজগুলিকে ওয়েটিং রুমে পরিণত করা হবে না, এই সমস্ত কথা বলে সব দরজা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। আজকাল এক ধরণের কথা বলতে শোনা যায় যে, যেসব ছাত্র ফেল কবে পড়াশুনা করে না তারা উচ্চ শিক্ষায় কেন যাবে ? এখানে মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন—সেদিন হুমায়ুন কবীর সাহেবও সমাবর্ত্তন উৎসবে বলে গেছেন। হুমায়ুন কবীর সাহেব বোধ হয় আজকাল গদীতে বসে সোয়েল হেডেড হয়ে যাচ্ছেন ; কিন্তু আবার ঐ সমাবর্ত্তন উৎসবে পরের দিন উপাচার্য্য মহাশয় বলেছেন যে, শতকরা ৬০টা ছেলে

ম্যানিউট্রেসনে ভোগে, শতকরা ৩০জনের আই-ছাইট ডিফেকটিভ এবং অনেক ছাত্র যক্ষাতে ভুগছে। সুতরাং কি অবস্থায় তারা লেখাপড়া শিখবে—তাদেব দোষটা কি? তাদের.কি এই দোষ যে তারা মন্ত্রীদের ছেলে নয়, কি বড় বড় সরকারী কর্ম্মচাবীদের ছেলে নয় এবং মুনাফাখোর চোরাকারবারীদের ছেলে নয়—এই দোষেই কি তারা ফেল করেছে? অথচ আপনারা শিক্ষা সংস্কারের কথা বলছেন। এতদিন যে শিক্ষা ব্যবস্থা চলে আসছে তাতে ডেড ওয়েট অব একজামিনেশন ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পবিবর্ত্তন না করে যদি উচ্চাশিক্ষার পথ দরজা বন্ধ করে দিতে চান, তাহলে সেটাকে শিক্ষা সংকোচ কবা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। আমাব আরো অনেক কিছু বলাব ছিল, কিন্তু সময়াভাবে তা বলতে পাবলাম না।

Shri Sisir Kumar Das : Mr. Speaker, Sir, if one looks at the Education budget one finds that the amount spent on education has risen from 10·3 crores in 1956-57 to Rs. 14·36 crores in 1959-60 and to Rs. 13·76 crores in 1960-61—that is a rise by 35·5 percent. But if we analyse the figures a little, we shall find some interesting facts. Between 1956-57 and 1960-61 the total expenditure on education had risen by Rs. 3·68 crores but during this period the state of West Bengal has obtained grant-in-aid to the extent of Rs.4.25 crores from the Central Government as subvention. · Therefore, from the resources of the State the total amount spent on education has decreased. You will find that the amount spent on education from the State's own resources has declined from Rs. 10·8 crores in 1956-57 to Rs. 9·51 crores in 1960-61. During these years the total revenue of the State had risen from 54·49 to 79·17 crores excluding the Central grant in aid. None of it has been spent on education. Excluding Central grant in aid the revenues of the State has risen by 25/- per cent. While all other departments seem to have been benefited by the buoyancy in the State revenue, education has been able to get only a small sum. The main item which has increased among the items on education is the Central grant. Another point to note is that while the Central subvension for the various development schemes have risen from 3·15—revised budget—1959-60 to Rs. 4·25 crores 1960-61, the total budget expenditure on education has declined by 63 lakhs.

[4—4-10 p.m.]

According to the budget estimates for 1959-60 and 1960-61 the total revenue of the State of West Bengal has increased to the extent of 9·13 crores out of which the Education Department will receive a bare increase of Rs. 28 lakhs. Therefore, there is no proportionate increase in the expenses on education out of the rising resources of the State. Then if we look to the various departmental schemes, we will find that the Government propses to spend Rs. 3·90 crores on the Second Plan. I feel that the amount is rather small considering the fact that there are Government Colleges and 531 teachers. Out of that amonut of Rs. 3 crores and 93 lakhs, 30 per cent is to be spent on the Presidency College alone and other nine colleges will spend only 70 per cent. I do not understand why the Presidency College which is so well-

equipped and on which large sums of money have been spent already will receive so much of the grant alone. You are following a dispersal scheme. You want to disperse the college students into other colleges but what do we find ? We find that you are starving all other Government Colleges only for the purpose of feeding one Government College and that is the Presidency College.

Dr. Radhakrishna Pal: What about your Contai ?

Shri Sisir Kumar Das: I am a student of Presidency College, I tell you. There is no question of Contai College, Mr, Radhakrishna. But I should tell you that this one-sided development of the College is not justifiable by any means whatsoever. You say that there has been a concentration of students in Calcutta. How will there be a dispersal of students to the mofussil ? If the Krishnanagar or Hooghly College or other Government Colleges are not well-equipped and if you do not give houses to teachers who have been recruited from other parts of Bengal, what will they do ? They will want and they do want to come away to Calcutta. You know that very well. Why do they do ? Because they have no houses where they can stay. That is the reason.

Then there is another thing. The Government Colleges have been given a generous sum of Rs. 16,500/- for library. Education grant for library for this year is Rs. 16,500/- for ten colleges. Therefore, it has clearly come out what amount of money is being spent on library. Then I want to speak something about the Jadavpur University.

I looked into the budget carefully to find out what was the sum that was being spent on the Jadavpur University. But strangely enough, you won't find Jadavpur University under the head. You won't find Jadavpur University at all. What do you find ? At page 366 of your Blue Book you find a grant of Rs. 50,000/- to the Jadavpur Engineering College. Then at page 303 you find grant to the College of Engineering and Technology, Jadavpur, Rs. 1,65,000. But at page 412 of ihe Blue Book you will find development of University Education and under that head the college name of Jadavpur University is not mentioned. But the sum sanctioned is Rs. 31 lakhs. May I ask the Education Minister for what purpose for the University that Rs. 31 lakhs is meant ? So far as I understand during the previous year the sum mentioned was Rs. 20,35,000/-. May I take it for granted that that was the sum which was spent for the Jadavpur University ? This year because there has been another University—the University of Burdwan—the sum cannot be up to Rs. 31 lakhs. Compare this with the University of Calcutta. That has attained a static condition. Every year not a single penny is added to that. But if you look to the budget of the Jadavpur University—if my presumptions are correct i. e. at page 412 you will find total amount of University education is Rs. 31,30,000/-. If that is meant for Jadavpur University, you will find that big sums of money are being spent for the Jadavpur University. For what purpose ?

The Jadavpur University Act was passed in the year 1955. The first Constitution of the University provided for a Governing Body which was known

as the University. There is no Syndicate. The Act provided for a provisional Governing Body for four years of which Dr. B. C. Roy being the President of the National Council of Education became automatically the President of the University, and the post of the President of the University is supposed to be equivalent to the Vice-Chancellorship of the Calcutta University. Dr. Roy granted a Constitution unto himself by which he became the Vice-Chancellor of the University of Jadavpur. All other Universities have the Governor of West Bengal as their Chancellor, but Dr. Roy feels himself too exalted to be under the Governor of West Bengal and, therefore, he has framed a Constitution of the Jadavpur University where he alone can be the Chancellor. The University has three Colleges—the College of Arts, the College of Science, the College of Engineering. For the College of Arts, I tell you, there are seventy teachers. One is the Dean of the Faculty of Arts. Another is a Principal of the College of Arts, and there are seven Professors, numerous readers and numerous lecturers. And what is the total strength of the students ? 350—70 teachers. And what is the sum spent on that ? I ask the Hon'ble Minister for Education to put up into facts and figures—what are the numbers of students, how much is spent on every student of the Jadavpur University ? Why this hush hush policy. By reading the Books of Budget you will never come to know what money is being spent for what institution excepting for some institutions, but for the Jadavpur University it is absolutely blank, because it is an institute largely of Dr. B. C. Roy. Look at the Jadavpur University Budget and see how the expenses have gone up. In 1956-57 there was a Vice-Chancellor, I mean Rector, Dr. Triguna Sen and there were three Deans of Faculties. They were not paid any salaries, but this year three Principals of the three Colleges are drawing a salary of Rs. 1500 to Rs. 2000. What is the position of the Calcutta University in this respect ? The position is that there are two Secretaries—one Secretary for the post graduate teaching in Arts and one Secretary for the post graduate teaching in Science. They manage the administrative side of the Calcutta University, but here there are three Principals drawing Rs. 1500 to Rs. 2000 every month. And what are their functions ? What are they doing ? Mr. Speaker, Sir, these three Deans along with the Rector manage the whole show of the Jadavpur University including three Colleges. On the 7th of February 1960 they have appointed the Principals. I shall give the reason why. A year or two back one Shri Ashim Kumar Dutt became an incumbent of the post in the University of Jadavpur.

[4-10—4-20 p.m.]

There was no Principalship then. He was made the Dean of the faculty of Arts though he was completely a new comer and only because he was related to the Chunders—Ashoke Chunder and Apurba Chunder and so he was provided with a salary of Rs. 1200-1500. This year in order to satisfy him Dr. Roy has made him the Principal of the Arts College on a salary of Rs. 1500-2000. This post was not advertised, no applications were asked for,

the Public Service Commission was not consulted and Dr. Roy made the appointment. Along with this two other Principalships have been created for the College of Science and College of Technology. Sir, that is the state of affairs. There is another thing. From the Board of Secondary Education a circular has gone to all the constituent schools that the meeting of the Governing Body must be held in the school premises. It cannot be held either in the Secretary's house or in the President's house. But what has happened in the Governing Body of the Jadavpur University. It is held at the residence of Dr. B. C. Roy, at 36, Wellington Square, as if it is his household department. This is going on merrily.

Sir, last year I pointed out to the Education Minister about an anomaly that professors or lecturers who were appointed two years ago with high first class marks in M. A. are getting less than those recruited later with second class marks. This is a fact. The reason is that these persons who have been recruited later have served Government Institutions longer. I pointed out this anomaly but it has not been rectified upto now. Further more, Sir, this deparment is so dishonest that we connot expect any good from it. I shall read to you a circular issued by this Education Department which says that those teachers who want to apply for other jobs, their applications will not be forwarded if they want to join any private institution or temporary posts. Circular is dated 30-11-56 No. 701296 A from the D. P. I., West Bengal, to Shri J. C. Das Gupta. It is also suggested there that applications from permanent hands for temporary posts for temporary posts and non-Government appointments should be discouraged.

That means that those who have been in the office on a less salary, though with a higher qualification, are not allowed to apply for temporary jobs in Government service or for permanent posts in non-Government service. That is the state of affairs. This is dishonesty galore. Now, I beg to point out...

[At this stage the red light was lit]

Sir, I have got two minutes more.

Mr. Speaker : You have no time, twenty minutes were given to you. Your time is over.

Shri Sisir Kumar Das : All right, Sir, give me one minute, Sir, the Department of Economics on the Barrackpore Trunk Road made an application to the Education Department for a matching grant of Rs. 45,000/-. The University Grants Commission said that if they can get Rs. 45.000/- either from Goverment of West Bengal or from the University of Calcutta, then they will give Rs. 45,000/- for expansion of the Department of Economics. Letters were written to the Education Department but no reply has been received during the last year.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Which college ?

Shri Sisir Kumar Das : It is the Department of Economics in the University. Therefore, you see, Sir, the stepmotherly attitude of the Education Department. Only 21 lakhs statutory grant has been given and nothing more, not a penny more during all these years for such a department of Dr. B. C. Roy. The Jadavdur Univerity, the Kalyani University and other universitiss are growing up day by day like mushrooms and money is being spent like water,

Shri Sasabindu Bera :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই শিক্ষা খাতে ১৩,৭৫,৬৯,০০০ টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর মঞ্জুরীকৃত টাকা যে ভাবে ব্যয় করা হ'য়েছে তা দেখে আমরা নিশ্চিত ব'লতে পারি যে এই টাকা আবার অপচয় হতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ক্ষেত্রের নিদারুণ বিশৃঙ্খলা ও ব্যর্থতা আমাদের এই রাজ্যের কিশোর ও যুবশক্তির ব্যাপক অপচয় করছে। এই জন্য আমরা দেখছি বাংলা দেশে সর্ব্বপ্রকার অগ্রগতির চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ এই অগ্রগতির চেষ্টায় শিক্ষাকে যে স্থান দেওয়া উচিত ছিল, যে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত ছিল, তা দেওয়া হয় নি। প্লানিং কমিশনের সায়েন্টিফিক য়্যাণ্ড টেক্‌নিক্যাল ম্যানপাওয়ার য়্যাণ্ড পার্‌স্পেক্‌টিভ্ প্লানিং ডিভিশন কর্ত্তৃক "এ্যাডুকেটেড পার্সন্‌স ইন্ ইণ্ডিয়া, ১৯৫৫"। নামে যে পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মুখবন্ধে শ্রীপ্রশান্ত মহলানবিস বলেছেন,—

"Spread of education must go in advance of economic development. At a technical level an increasing supply of trained personnel is essential for a rapid progress of industrialization. In India a shortage of technical and scientific manpower has developed in many direction which calls for purposeful action,"

আমাদের যে কোন উন্নতির দিকে যদি আমরা দৃষ্টি দিই তাহলে দেখবো একই সমস্যা সর্ব্বত্র। শিল্প সংক্রান্ত অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে কথা, কৃষি বা খাদ্য উৎপাদন বিষয়ে অগ্রগতির ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। সরকার ১২ বৎসর ধরে সরকারী কৃষি বিভাগ মারফৎ অধিক খাদ্য উৎপাদনের চেষ্টায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। শেষে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনের জন্য যদিও একটা নূতন মন্ত্রী উৎপাদন করেছেন কিন্তু তবুও খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে না। সর্ব্ব প্রকার পরিকল্পনা ব্যর্থ হচ্ছে। সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। পরিকল্পনা-গুলিকে লোকে বুঝছে না, আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছে না। কারণ এ সকল, বুঝবার জন্য লোকের যে শিক্ষার প্রয়োজন তা তাদের নেই। পুরাতনকে ছেড়ে নূতনকে গ্রহণ করবার উপযোগী ক'রে তুলবার জন্য জনসাধারণের মধ্যে সে শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল—প্রাথমিক শিক্ষা ও সমাজ ও বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে যা দেওয়া উচিত ছিল—আমাদের শিক্ষা দপ্তর তা দিতে পারেন নি।

প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলি। সংবিধানের নির্দ্দেশক নীতির কথা অর্থাৎ দশ বৎসরের মধ্যে ৬ থেকে ১৪ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বাদই দিলাম। ৬ থেকে ১১ বৎসর বয়স্ক সকল বালক বালিকাদের জন্য বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা এখনও পর্য্যন্ত হল না। স্বাধীনতার শুভ লগ্নে যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা জন্ম গ্রহণ;করেছিল, তাদের ১৩ বৎসর বয়স হল, কিন্তু তাদের সকলের শিক্ষার সুযোগ সুবিধা না থাকায় তাদের অনেকে শিক্ষার অভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইংরাজ

আমাদের ১৯১৯ সালের ও ১৯৩০ সালের যে দুইটি আইন ছিল প্রাথমিক শিক্ষার জন্য, সেই দুইটি আইন বদলে তাদের স্থলে একটা নূতন সুপরিকল্পিত ও সুসমঞ্জস আইন তৈরী করা আজও হল না। সমস্ত রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য সুপরিকল্পিত একটা পন্থা গ্রহণ করা দরকার কিন্তু সে ব্যবস্থা আজও হয়নি। এ বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয়ের প্রতিশ্রুতি শুনেছি, কিন্তু কাজে কিছুই হয় নি। প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দেখাযায় যে জেলা স্কুল বোর্ড গুলি শিক্ষা প্রসারের চেয়ে দলীয় স্বার্থ সাধনে বেশী তৎপর থাকেন, শিক্ষা ক্ষেত্রেও আজ এই অবাঞ্ছনীয় জিনিষ সংক্রামিত হয়েছে। কুচবিহার ও পুরুলিয়ায় আজও স্কুলবোর্ড গঠিত হ'ল না। আজ প্রাথমিক শিক্ষকগণ চরম ভাবে অবহেলিত। স্কুল বোর্ড এলাকায় তাদের বেতন ৫২৷৷০, ৬২৷৷০ ও ৬৭৷৷০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তাদিয়ে এই দুর্মূল্যের বাজারে কোন মানুষ সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে পারে না। মিউনিসিপ্যাল এলাকায় কোন নির্ধারিত হারের বালাই নেই। অনেক আন্দোলন অনেক চিৎকার করার পর প্রাথমিক শিক্ষকগণের ছেলে মেয়েদের বিনাবেতনে মধ্যমিক স্তব পর্য্যন্ত পড়ান সুবিধা হল, কিন্তু তাও সকলের জন্য নয়। স্কুল বোর্ড এলেকায় সরকার নির্ধারিত যে হার আছে তার চেয়ে বেশী যদি কোন শিক্ষক মাইনে পান তাহলে সেই শিক্ষক বিনাবেতনে তাঁর ছেলে মেয়েব শিক্ষাব সুযোগ পাবেন না। শিক্ষকদের প্রতি সরকার কর্তৃক এই বৈষম্যমূলক আচরণের কাবণ কি? মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক এঁদের চেয়ে বেশী মাইনে পান, একজন প্রধান শিক্ষক ৪।৫ শত টাকা পর্য্যন্ত বেতন পান, তাঁদেব ছেলেপিলেদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ থাকবে মাধ্যমিক স্তর পর্য্যন্ত, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষকদের বেলায় সেই সুযোগ থাকবে না এটাকে সবকারী স্বৈরাচার ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? গত ৩০শে এপ্রিল তারিখে প্রাথমিক শিক্ষকগণ প্রতীক ধর্মঘট করেছিলেন, এজন্য মেদিনীপুব, চব্বিশপরগণা, হুগলী ও হাওড়া জেলার শিক্ষকগণের একদিনের মাইনে কাটা হল, অন্য জেলায় হল না। এই চারিটি জেলার শিক্ষকদের উপর এরূপ আচরণ কেন করা হ'ল?

ক্লাশ ওয়ান থেকে ক্লাশ ফাইভ পর্য্যন্ত ছেলেদেব বই যা টেক্স্‌ট বুক কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়—তাদের মূল্য এখনও পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট করা হ'ল না। ফলে পুস্তক প্রকাশ করা ৪০।৫০ পারসেণ্ট কমিশনে বই বিক্রী ক'রে লাভ করছে—মাঝের ব্যবসায়ীরা অভিভাবকদের থেকে পুরো দাম নিচ্ছে—আর গরীব অভিভাবকগণ মারা যাচ্ছেন। উচ্চতর শ্রেণীসকলের পুস্তকের মূল্য নির্ধারণের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এই সকল নিম্ন শ্রেণীর পুস্তকের মূল্য নির্দিষ্ট করবাব কোন ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত হ'ল না।

সমাজ শিক্ষা ওবয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজ দেখে মনে হয় কংগ্রেসের দল গুছানোর জন্য জনসাধারণের টাকার অপচয় করা হচ্ছে। সমাজ শিক্ষা শাখাটা আজো টেম্পোরারী যার ফলে কর্মচারীরা নিয়মিত বেতন পান না—কর্মের এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে তাঁরা ভালভাবে কাজ করতে পারেন না। জেলা উপদেষ্টা কমিটিগুলি কয়েকজন সরকারী কর্মচারী এবং বাকী সব কংগ্রেসদলীয় মনোনীত সদস্য নিয়ে গঠিত হবার ফলে সেই কমিটিগুলি দলীয় প্রতিষ্ঠানের রূপ পরিগ্রহ করে দলীয় স্বার্থসাধনে ব্যাপৃত থাকে। ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে প্রকৃত প্রয়োজনীয় শিক্ষার আলোক পড়ে না। কোন উন্নয়নমূলক কাজে তাদের সাড়া পাওয়া যায় না। জাতি সঙ্কট থেকে গভীরতর সঙ্কটের দিকে এগিয়ে যায়।

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখি ডি, পি, আই, এর পদ আজও খালি। শ্রীডি, এম, সেন, ১লা মার্চ্চ ১৯৫৭ থেকে ডি, পি, আই, পদে অফিসিয়েট করেছেন। সেকেণ্ডারী বোর্ডকে

বাতিল করা হ'য়েছে। সেখানে আজকে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের একনায়কত্ব চলছে। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সেকেণ্ডারী বোর্ডকে পুনর্গঠিত করার কোন চেষ্টাই নাই। সেকেণ্ডারী বোর্ড পরিচালনার জন্য কোন আইন পর্য্যন্ত আনতে পারলেন না। পরিবর্তিত শিক্ষার ব্যবস্থা উপযোগী শিক্ষক পাওয়া যাবে কিনা সে কথা না বিবেচনা করে হাই স্কুল এবং পাশাপাশি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলস্ এবং মাল্টিপার্পাস স্কুলস্ স্থাপন করা হচ্ছে। মাল্টিপার্পাস্ স্কুলস্, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলস্এর জন্য উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যায় না। এখানে শিক্ষা একটা প্রহসনে পরিণত হ'য়েছে। ১৬০০ হাই স্কুলের মধ্যে এযাবৎ মাত্র ৪০৪টিকে উন্নীত করা হ'য়েছে, ৬০৬টি কোর্স প্রবর্তিত হ'য়েছে। আলোচ্য বৎসরে ৪০টি কোর্স প্রবর্তিত হবে—প্রায় ৩০টি স্কুল উন্নীত হবে। এই শম্বুক গতিতে কত দিনে সব হাই স্কুল উন্নীত হবে?

শুধু মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগেই নয়, সমগ্র শিক্ষা বিভাগেই আজ একটা চরম বিশৃংখলা উপস্থিত হয়েছে। ১৯৫৯ সালের সিভিল লিষ্ট থেকে দেখা যায় যে, শিক্ষা বিভাগে মোট ৯৮৫টি পদের মধ্যে ৩১৫টি পদ খালি অর্থাৎ ⅓ অংশ পদে লোক নেই। প্রিন্সিপাল প্রোফেসার মাধ্যমিক শিক্ষক সব মিলিয়ে ৮৮০টি পদের মধ্যে ২৯৮টি পদ অর্থাৎ শতকরা ৩৪ ভাগ খালি। তারপর অশিক্ষক যাঁরা ডাইরেক্‌সন, ইন্‌স্পেক্‌সন, সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্স ইত্যাদি প্রশাসনিক কাজে যাঁরা থাকেন তাদের ১০৫টি পদের মধ্যে ১৭টি খালি। এই সকল খালি পদের কিছু কিছুতে সুপারয়্যান্যুয়েটেড এণ্ড রিটায়ার্ড লোক দিয়ে বা অফিসিয়েটিং দিয়ে কাজ চালানো হ'চ্ছে। অধিকাংশ পদ খালি। মূল শিক্ষা বিভাগের যখন এই অবস্থা, মফঃস্বলে স্কুলের জন্য কলেজের অধ্যাপকের যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক কি ক'রে পাওয়া যাবে? যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকের অভাবে হায়ার সেকেণ্ডারী মাল্টিপারপাস স্কুলএ শিক্ষার কার্য্য ব্যহত হচ্ছে। ব্যক্তিদের শিক্ষাক্ষেত্রে বড় বড় ইমারত খাড়া হ'চ্ছে, সাজ সরঞ্জাম জমা হ'চ্ছে, সিলেবাসের চাপ বৃদ্ধি হ'চ্ছে—কিন্তু শিক্ষক নেই। উপযুক্ত মাইনে দিয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের শিক্ষাক্ষেত্রে আনবার কোন ব্যবস্থা নেই। মাইনের ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের উপর বৈষম্যমূলক আচরণ। এই অবস্থায় শিক্ষার কাজ কি ক'রে ভালভাবে চ'লতে পারে?

ফ্লাড এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ছাত্রদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ক'রে তাদের বেতন মকুব করা হবে সরকার থেকে এ আশ্বাস দেওয়া হ'য়েছিল। কিন্তু আজও সে বিষয়ে কিছু করা হয়নি। বিদ্যালয়গুলি ছাত্রদের থেকে মাইনে পাচ্ছে না। তাদের অবস্থা অচল হ'য়ে পড়েছে।

এবৎসর প্রাইমারী ফাইন্যালে রচনামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হ'ল—এটা এই শ্রেণীর ছাত্রদের সম্পূর্ণ অনুপযোগী—অত্যন্ত আন্‌সাইন্টিফিক্ আন্‌সাইকোলজিকাল। আমাদের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাই এই রকম অবৈজ্ঞানিক ও অমনস্তাত্বিক ভিত্তির উপর চ'লছে। দেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ক'রে তাকে গণতান্ত্রিক, বৈজ্ঞানিক ও মনস্তত্ব সম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন।

[4-30—4-40 p.m.]

Shri Khagendra Nath Bandyopadhyay :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজ যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষাখাতে যে ব্যয়বরাদ্দ উপস্থিত করেছেন তা সমর্থন করে আমি কিছু বলতে চাই। আমার সময় কম বলে আমি আমার বক্তব্য স্কুল এডুকেশন এর উপর সীমাবদ্ধ রাখব। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তারা বিরোধী পক্ষ থেকে

বললেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে ও আমাদের সংবিধানের অনুসারে ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপাল প্রাথমিক শিক্ষা ফ্রি এ্যাণ্ড কম্পালসারী করতে আমাদের সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। সর্ব্বপ্রথম শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে এজন্য অভিবাদন জানাই যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে যেখানে ২২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যখন শেষ হবে তখন অন্ততঃ পক্ষে ৪ কোটি ৬ লক্ষ টাকা বেশী খরচ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় চলতি বৎসরে ১৯৬০।৬১ সালের যে ব্যয়বরাদ্দ আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করা হয়েছে তাতে দেখা যাবে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রায় ৩৭% অর্থাৎ ৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

আজকে এ কথা প্রায়ই শোনা যায় যে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষায় কোন উন্নতিই হয়নি, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা বিচার বিশ্লেষণ করে বিদ্যালয়ের সংখ্যা, ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা এবং শিক্ষকের সংখ্যার দিক থেকে যদি ১৯৪৭।৪৮ সনের সঙ্গে ১৯৫৮।৫৯ সনের তুলনা করি তাহলে দেখব যে, ১৯৪৭।৪৮ সালে যেখানে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৩, ৯৫০ সেখানে আজ ২৬, ২৯০, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যেখানে ছিল ১০ লক্ষ ৪৪ হাজার আজ ২৪ লক্ষ ৪৪ হাজার, শিক্ষক যেখানে ছিল ৩৫ হাজার সেখানে আজ তা ৭৭ হাজারেরও অধিক এবং তার মধ্যে ট্রেন্‌ড শিক্ষক হচ্ছে ২৮ হাজারের বেশী। সর্ব্বপ্রথমে আমি একথা বলব যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হওয়ার পূর্ব্বে পশ্চিম বাংলার এই ৩০, ৭৭০ স্কোয়ার মাইল—অর্থাৎ যেটা পশ্চিম বাংলার এলাকা—তার ৮৩৫ স্কোয়ার মাইল এলাকাতে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষামন্ত্রী ১৯৫০ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে কম্পালসারী ও ফ্রি এডুকেশনের ব্যবস্থা করেছেন, এবং বীরভুম জেলার প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থেকে একথা বলতে পারি যে—বীরভুম জেলার ১৭৩ টি ইউনিয়নের মধ্যে ৪৫ টি ইউনিয়নে অর্থাৎ শতকরা ২৫ ভাগ এলাকায় কম্পালসারী ফ্রি প্রাইমারী এডুকেশনের ব্যবস্থা চালু আছে। সেণ্ট্রাল স্পনসোর্ড স্কীম এবং ষ্টেট স্কীম এ সরকার আরও ১০৮০ টি বিদ্যালয় তৈরী করবার নীতি গ্রহণ করে ইতি মধ্যে ৭৭১ টি বিদ্যালয় তৈরী করেছেন এবং তার মধ্য দিয়ে আনস্কুলড এ্যারিয়া সম্বন্ধে যে সার্ভে হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে সেই সব জায়গায় বিদ্যালয় হতে পারবে। কিন্তু আমার মনে হয় এর একটা প্রধান বাঁধা দেখা দিচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে যে, অভিভাবকদের সোসিও-ইকনোমিক রিজন অর্থাৎ তাঁদের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক দুরবস্থার জন্য। যাঁরা আজ আবশ্যিক শিক্ষা দেওয়া হোলনা বলে চেচাচ্ছেন—তাঁরা যদি এই মাপকাঠিতে বিচার করেন তাহলে দেখবেন যে আবশ্যিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলে খাতায় হয়ত নাম পাওয়া যাবে কিন্তু যে সমস্ত অভিভাবকের ছেলেরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কিছু উপার্জ্জন করে তাদের তাঁরা বিদ্যালয়ে পাঠাবেন না। এছাড়া স্কুলের পরিবেশ এবং শিক্ষকের যোগ্যতার অভাবের জন্য স্কুলকে আকর্ষনীয় করা যাচ্ছে না। কম্পালসারী এডুকেশন সম্বন্ধে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যতদুর শুনেছি তাতে যদি এটা সর্ববাংলায় করতে হয় তা'হলে ১২৭ কোটি টাকা লাগবে। আমাদের এই পশ্চিম বাংলায় ১৯৪৭।৪৮ সালে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে মাত্র ৩৭ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল আর সেখানে চলতি বৎসরে দেখছি ৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। কাজেই এই ১২৭ কোট টাকা যদি খরচ করা সম্ভব হয় তাহলে নিশ্চয়ই আইনতঃ বাধ্যতামূলক ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা কম্পালসারী এডুকেশনের ব্যবস্থা হবে। আজকে যখন সরকার অপচয় বন্ধ করবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে স্কুলের দিক থেকে এবং শিক্ষক নিয়োগের দিক থেকে সার্বজনীন করবার ব্যবস্থা করছেন তখন আমার অভিজ্ঞতার দিক থেকে আমি সরকার এবং শিক্ষামন্ত্রীর কাছে নিবেদন করব যে,

যে সমস্ত অভিভাবকরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে চান না তাদের স্কুলে আনবার জন্য মিডডে মিল এবং জামা, কাপড়, বই, শ্লেট প্রভৃতি দিয়ে সরকারের তরফ থেকে ইনসেনটিভ দেওয়া হোক। এ সবের ব্যবস্থা করতে না পারলে আবশ্যকীয় শিক্ষার ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে হবে না। আর একটা জিনিষ গ্রামাঞ্চলে দেখেছি যে, ৪র্থ এবং ৫ম শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়তে চায় না। কজেই এ সম্পর্কে বিভিন্ন জেলার স্কুল বোর্ডকে একটা নির্দ্দেশ দেওয়া উচিত যে যেখানে সম্ভব সেখানে যেন ডাবল সিফট করা হয়। আজ সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে যে সমস্ত গ্রাম সেবিকা দেখা যায় তাঁদের যদি এই ডাবল সিফটিং স্কুলে শিক্ষিকা নিয়োগ করে গ্রাম সেবিকাদের সহযোগিতায় মেয়েদের পড়াশুনা করবার ব্যবস্থা হয় তাহলে তার ফল ভাল হবে বলে মনে করি। আমাদের শিক্ষামন্ত্রী গত বছর ঘোষণা করেছিলেন যে গ্রামাঞ্চলে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত বালিকাদের বিনা বেতনে পড়ান হবে এবং এর ফলস্বরূপ দেখছি যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের আসার সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। সরকার এই নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নূতন শিক্ষক নেবার সময় শিক্ষিকা নিয়োগকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং তাঁদের জন্য কিছু কিছু লেডি টিচার্স কোয়ার্টার্স এর ব্যবস্থা করেছেন। তবে বাস্তবক্ষেত্রে দেখছি আরও টিচার্স কোয়ার্টার্স তৈরী করা প্রয়োজন কেননা তা না হলে ভাল শিক্ষিকারা গ্রামে যেতে চাচ্ছেন না। তাঁদের নিরাপত্তার জন্য এটা যে একান্তই করা প্রয়োজন তার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করছি। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকাল প্রায়ই শুনছি একটু আগে একজন শ্রদ্ধেয় বক্তাও বললেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং জুনিয়র বেসিক স্কুল কিছুই হয়নি। আজ পর্য্যন্ত এই পশ্চিম বাংলায় যে ১০৭৬ টি বেসিক স্কুল হয়েছে তার মধ্যে এক বীরভূম জেলাতেই ১১৪ টি স্কুল আছে এবং সেখানকার নজির দিয়ে বলতে পারি যে সেখানের বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণী থেকে ছাত্রছাত্রীরা পাশ করে গভর্ণমেণ্ট স্কুলে এসে ফার্ষ্ট, সেকেণ্ড প্রভৃতিও হচ্ছে। স্কুল বোর্ডের সভাপতি হিসাবে আজ পর্য্যন্ত একটি খবরও আমার কাছে এসে পৌঁছায়নি যে বেসিক স্কুল থেকে পাশ করে তাদের সেকেণ্ডারী স্কুলে ভর্ত্তি হতে অসুবিধা হয়েছে। আজ সরকার প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার করে সমস্ত গুলোকেই বেসিক প্যাটার্নে নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করছেন এবং এটাই হোল অরিয়েণ্টেশন অফ প্রাইমারী এডুকেশন এর মূল কথা। আজ যদি ভারতীয় ভিত্তিতে রাজ্যগত ভাবে দেখি তাহলে দেখব যে, সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার নীতি এমনভাবে মেনে নিয়েছেন যাতে ছাত্রছাত্রীদের অন্ততঃ ৩টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় এবং সেগুলো হোল যে :—

(১) ছাত্ররা হবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক ;

(২) তারাই হবে সমাজের উৎপাদনাত্মক অঙ্গ এবং তাদের জীবনে সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত হবে।

এই ভাবে প্রাথমিক শিক্ষাকে নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার সময় এবং সিনিয়র বেসিক স্কুল ও মালটিপার্পাস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলএও ৩টি জিনিষের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এবং সরকার শিক্ষাদান ও পরীক্ষাদান পদ্ধতি সংস্কার করার দিকে ঝুঁকেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়েও থ্রি ইয়ার ডিগ্রী কোর্স প্রবর্ত্তন করে এই নীতির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। প্রত্যেকটী স্কুলই যাতে রাতারাতি মালটিপার্পাস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলএ পরিণত হয় এটা বাংলাদেশের সকলেই আমরা চাই কিন্তু উক্ত মালটিপার্পাস স্কীম এর সমালোচনায় মুখর হতে আমাদের বাঁধে না কিন্তু আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে সারা ভারতে ৭৪৩টি হায়ার

সেকেণ্ডারী স্কুল এর মধ্যে এক মাত্র পশ্চিম বাংলাতেই ৫২২টি রয়েছে। তা ছাড়া এই যে জুনিয়র হাই স্কুল এবং হাই স্কুল রয়েছে এবং যাদের সংখ্যা হচ্ছে ক্রমাগত ১৯৫০ এবং ১৮০৬ সেখানে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ওয়ান ট্রেস এডুকেশন শিক্ষা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে করে সেই সব স্কুল থেকে ছেলেরা এসে নিজেদের হায়ার সেকেণ্ডারীতে ফিট ইন করতে পাচ্ছে না। কাজেই আমি সরকার ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব যে এই সমস্ত জিগির এবং দাবীর কাছে নতি স্বীকার না করে এমন কোর্সের ব্যবস্থা করুণ যাতে নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় থেকে উচ্চতর মধ্যবিদ্যালয় পর্য্যন্ত জুনিয়র বেসিক টু হায়ার সেকেণ্ডারী যে শিক্ষনীয় নীতি রাখা হয়েছে এই সব বিদ্যালয়ে তাড়াতড়ি তা প্রবর্ত্তন হয়। একটু আগে শুনলাম যে আমাদের টেকনিক্যাল এ্যাণ্ড সায়েন্স এডুকেশনেব দিকটা নাকি সংকোচ করা হচ্ছে। আমি গত বৎসরের বাজেটের সময়ও বলেছিলাম এবং এবারেও সেই পলি-টেক্নিক্ এবং টেকনিকাল স্কুল এর প্রকৃত অবস্থা কি তা বলতে গিয়ে বলব যে আজকে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই একটি করে পলিটেকনিক হয়েছে। আজ আমি সরকার এবং শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করব যাতে সেই সিনিয়র বেসিক এর পর প্রত্যেক জেলায় জুনিয়ব টেক্নিক্যাল স্কুলের সংখ্যা বাড়ান যায় তার চেষ্টা করবেন এবং এব্যবস্থা হলে পরে যাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ তারাও হায়ার এডুকেশন নিতে পারবে এবং জুনিয়র টেক্নিক্যাল স্কুলএ শিক্ষা গ্রহণ করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। আমার সময় অত্যন্ত কম, তবে নাম্বার অফ টেকনিক্যাল স্কুল যাতে বাড়ান হয় তার জন্য অনুরোধ করছি। এবৎসর যে সব ছেলেরা হায়ার সেকেণ্ডারী থেকে চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়ে বেড়িয়ে আসবে তাতে আমি খবর পেয়েছি যে তারা এই শিবপুর এবং দুর্গাপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজএ ৫ বৎসর ইন্টিগ্রেটেড কোর্স এ পড়বার সুযোগ পাবে।

[4-40—4-50 p.m.]

আজকে অনেক অভিভাবক জিজ্ঞাসা করেন যে যারা এবছর টেক্নিক্যাল বা সায়েন্স কোর্স এ পরীক্ষা দিয়ে মেডিক্যাল কলেজে পড়তে চাইবে তাদের কি ব্যবস্থা হচ্ছে? এবছর টেকনিক্যাল বা সায়েন্স চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়ে যারা বেরুবে তাদেব মধ্যে যারা মেডিক্যাল কলেজে পড়তে চাইবে তারা যাতে মেডিক্যাল কলেজে ইন্টিগ্রেট কোর্সে অসুবিধা না পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে দৃষ্টি আকর্ষন করছি এই সেখানে বোধ হয় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাশ হয়ে যাবে কিন্তু কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কোন কলেজকে ট্যাগ করে দেওয়া হয়নি। আমার মনে হয় সরকার যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে যাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়াবার পরিকল্পনা আছে তখন আমি বলব যে বিশ্ববিদ্যালয় যখন তাঁরা করবেন তখন তাঁরা অন্তত:পক্ষে কিছু কিছু কলেজ যদি তার সঙ্গে ট্যাগ করে দেন তাহলে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন অনেক কলেজের সংখ্যা আছে সেই নুতন বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি কিছু কলেজ চলে যায় তাহলে এখানে পড়াশুনার দিকে বেশী নজর দিতে পারা যায়। এমনও খবর আমাদের কাছে আসে যে যাবা যাদবপুর থেকে পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের মধ্যে কিছু কিছু আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে একই বছরে। এতে এডুকেশনের ডুপ্লিকেশন হচ্ছে বলে আমি মনে করি। সেদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। এই কয়েকটি কথা বলে শিক্ষামন্ত্রী যে দাবী উপস্থিত করেছেন তাকে পুর্ণ সমর্থন জানিয়ে এবং অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় সত্যেন মজুমদার মহাশয় সিলেবাস সংক্রান্ত ব্যাপারে *তাঁর তথ্যপূর্ণ ভাষনের মাধ্যমে তার যা কিছু ক্রটি সে গুলি উদ্ঘাটিত করেছেন কিন্তু তিনি আণ্ডার গ্রাজুয়েট ক্লাস পর্য্যন্ত বলেছেন, আমি পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের সিলেবাসের যে ক্রটি* আছে সে সম্পর্কে সামান্য কিছু বলবো কিন্তু তার আগে প্রাথমিক স্তরের সরকার পক্ষ থেকে যে সমস্ত বই ছাপানো হয় তাতে যে মারাত্মক ভুল থাকে সে গুলিকে যে কিছু সংশোধন করা হয় না তার প্রতি আমি শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করছি, সরকারের পক্ষ থেকে যে কিশলয় ছাপানো হয় তাতে দেখতে পাচ্ছি—পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতিকে, না শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ—এই লেখাগুলি এখনও চলছে। সুতরাং এ গুলি যেন সংশোধন করা হয়। এবার আমি পোষ্ট গ্রাজুয়েটের কথা বলি, বিশেষ করে ইকনমিকস গ্রাজুয়েটের—আগে আমরা যখন কলেজে পড়েছি সেই সময় জেসি কোয়াজী ছিলেন প্রিন্সিপাল, প্রেসিডেন্সী কলেজে। ইকনমিকসএ তিনি বিশেষ করে তিনটা বইএর কথা বলতেন—মার্সাল, পিগু এবং এজওয়ার্থ। তারপর যখন কিনস সাহেব এলেন তখন তিনি সেই সময় কিনসের কথা বলতেন। এই তিনটা বই এর উপর ভিত্তি করে ইনটেনসিভ যে নলেজ সেই নলেজ গড়ে উঠতো এবং বাইরের কতকগুলি রেফারেন্স বই পড়া হত কিন্তু আজকে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের সিলেবাসে ইকনমিকস এর উপর ১৬১ টেকসট বুক্স দেখছি—তারফলে সুপারফিসিয়াল নলেজ বাড়ছে, ইনটেনসিভ নলেজ কমে যাচ্ছে। প্রফেসর ক্লাসে এসে নোট ডিকটেট করে থাকেন এবং ছাত্রেরা সেই নোটের ভিত্তিতে সুপারফিসিয়াল নলেজ নিয়ে পাশ করেন। তাঁরা পাশ করবার পর আবার প্রফেসর হন। এই যে ভিসান্ সার্কল এই ভিসান্ সার্কল চলছে এবং তাঁরা এসে যখন আবার ছাত্রদের শিখাচ্ছেন অধ্যাপক হিসাবে তখনকার সুপারফিসিয়াল নলেজ চলে, ইনটেনসিভ নলেজ আর আজ কাল ইম্পার্ট করা হচ্ছে না। এর নেট রেজাল্ট কি দেখছি—বাংলা দেশে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের ছেলেদের যেমনি তার র‍্যাপিড ডিটেরিওসেন হচ্ছে এবং তার ফলে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় অন্যান্য প্রদেশের ছাত্রদের সঙ্গে বাংলার বাঙ্গালীর ছেলেরা পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে পাশ করবার পর, এম. এ. পাশ করবার পরও দাঁড়াতে পারছেন না। কারণ সেই ইনটেনসিভ নলেজ তাঁদের নেই। তারপরে আণ্ডার গ্রাজুয়েট ক্লাসে চলে আসুন সেখানে যে পলিসি গ্রহণ করা হয়েছে তার ফলে কি দাঁড়াচ্ছে এবং তার এ্যাড মিনিষ্ট্রেশন কি হচ্ছে? এই এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের ভার যিনি সেক্রেটারী শ্রীযুৎ ডি. এন. সেনের উপর। তাঁর কথা বহুবার বলেছি—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়—তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহান—কত কথা আর বলবো। তিনি গভর্ণমেণ্ট কলেজগুলি কনট্রোল করেন, স্পনসোর্ড কলেজগুলিকে কন্ট্রোল করেন। তাঁর অবস্থাকে, ভার্স অফ রিকুয়িজিট নীপার অফ প্রফেসরস, পর্য্যাপ্ত পরিমাণ প্রফেসর নেই এবং যে সমস্ত পোষ্ট খালি পড়ে আছে, সেখানে আমরা দেখছি সেই সমস্ত পোষ্ট ফিল আপ করা হচ্ছে না এবং তার কারণ কি সেটা সত্যপ্রিয় রায় মহাশয় গতকাল বিধান পরিষদে বলেছেন যে, তিনি নিজের স্বার্থ সম্পর্কে কেবল সিরিয়াস হন। কোথায় স্ত্রীকে নিয়ে যাবেন, ২৫ হাজার টাকা টি, এ, বিল করবেন কিনা সেদিকে তার কেবল নজর। সেজন্য কোন এ্যাডমিনিষ্ট্রেসনের দিকে নজর দিতে পারছেন না এবং ফলে আমরা কলেজে কলেজে দেখছি, ছাত্ররা আন্দোলন করছে যে আমরা আরো পর্য্যাপ্ত সংখ্যক প্রফেসর চাই। এইভাবে বর্দ্ধমান রাজ কলেজে আন্দোলন করার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেখানকার ছাত্রদের এই আন্দোলনের নেতা তুষার কান্তিলালকে ভিকটিমাইজ করা হয়েছে।

স্যার, ফিজিক্সের প্রফেসরকে বলা হয় যে আজ প্রফেসর নেই, বাংলা তো খুব সোজা সাবজেক্ট সবাই পড়াতে পারে—আপনি গিয়ে পড়িয়ে আসুন। এই ব্যাপার বর্দ্ধমান রাজকলেজে চলছে। তাঁর দু'নম্বর কীর্ত্তির কথা শুনুন। ডাঃ রায়ের আশ্রিতদের মধ্যে যতজন আছেন তিনি তার পুরোভাগে আছেন, তাই বিধানবাবুর সদ্‌গুণের কিছু কিছু অনুকরণ তিনি করছেন। তিনি ডাঃ রায়ের আশ্রিতবৎসল, তাই তাঁরও কিছু আশ্রিত বৎসল আছে। তিনি কিভাবে ইণ্টারফেয়ার করেন দেখুন—সরোজিনী নাইডু কলেজ রিফিউজী স্পনসোর্ড কলেজ। শ্রীযুক্তা লতিকা ঘোষ, প্রিন্সিপাল. সেখানে ভাইস-প্রিন্সিপাল হিসাবে রাখা হয়েছে মিসেস মাসুদকে। মিসেস মাসুদ হলেন, মিঃ মাসুদ ছিলেন এ, ডি, পি, আই, তাঁর অধীনস্থ আশ্রিত বৎসল—তাঁর স্ত্রীকে ভাইস-প্রিন্সিপাল করা হয়েছে। সরোজিনী নাইডু কলেজে প্রিন্সি-পালের মাইনে হল ৬শো টাকা আর ভাইস-প্রিন্সিপাল মাইনে পান ৭শো টাকা এবং মাসুদকে ৩শো টাকায় লিফট দিয়ে শুনছি শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের প্রোকটর করা হয়েছে। তিনি হিষ্ট্রির ছাত্রী হিষ্ট্রির প্রফেসর অথচ তাঁকে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজে ৩শো টাকা বেশী দিয়ে প্রোকটর করা হয়েছে। অথচ ঐ সরোজিনী নাইডু কলেজে ভাল ভাল অধ্যাপিকা আছেন—আমাদের এখানকার এম এল এ মিসেস আভালতা কুণ্ড তিনি সেখানে প্রফেসরী করেন, তাঁকে ভাইস-প্রিন্সিপাল করা হল না। মিসেস ইন্দিরা বোস লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিকসের ডিগ্রীধারী তাঁকে করা হল না অথচ মিসেস মাসুদ হলেন অর্ডিনারী বি এ উইদাউট এনি অনার্স। তারপর চিনসুরায় হুগলী উইমেন কলেজে তিনি কিভাবে ইণ্টারফেয়ার করেন দেখুন। সেখানে শান্তিশুধা ঘোষ মহাশয়া হলেন প্রিন্সিপাল, তাঁর কথা বাংলাদেশের প্রত্যেকেই জানেন এবং এই কলেজ বাংলাদেশে যত মেয়েদের কলেজ আছে সবার মধ্যে বেষ্ট এবং রেজাণ্টও ব্রিলিয়াণ্ট। সেখানে গভর্ণিংবডিতে সিনিয়র প্রফেসর এবং ইংলিস সিলেক্ট করা হবে। শান্তিসুধা ঘোষ মহাশয়া গভর্ণিংবডির সিটিংএ দু'জনের মধ্যে একজনকে সিলেক্ট করে নিলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে গ্রহণ করা হল। তারপর আর একটা মিটিং ডাকা হল কনফারমেসন অব প্রসিডিংসএর দোহাই দিয়ে। সেখানে ঐ মিঃ ডি. এন. সেনের অত্যন্ত পেট মিস্‌নিটা যিনি এখন বর্দ্ধমানের ডিভিসনাল কমিশনার তিনি গভর্ণিং বডির প্রেসিডেণ্ট। তিনি কনফারমেসন অব প্রসিডিংসএর দোহাই দিয়ে সেটা রি-অপেন করলেন, রি-ওপেন করে যাঁকে রিজেক্ট করা হয়েছিল আগের মিটিংএ, সেই প্রফেসরকে সিনিয়র প্রফেসর অব ইংলিস হিসাবে নেওয়া হল।

[4-50—5-0 p.m.]

আর ৩নং কাজ হল এই সুপার এনুয়েটেড লোকদের কি রকমভাবে চাকুরিতে রাখছেন দেখুন। বি, কে, সেনের ৬৬ বৎসর হয়েছে। অরিজিনালী তিনি ডেপুটী সেক্রেটারী, ফাইনেন্স ডিপার্টমেণ্ট, তারপর সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডের ফাইনেনসিয়াল এ্যাডভাইজার করা হয়েছে, ৫ বছর গভর্ণমেণ্টের আণ্ডারে রি-এমপ্লয়েড হলেন এক্সটেনসন পেয়ে। দ্বিতীয় হল হেমন্তকুমারসেন, তিনি একজন রিটায়ার্ড এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার অফ পুলিশ, তাঁকে করা হয়েছে সিকিউরিটি অফিসার, কাজ কি? যখন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোডের বাড়ীতে বোর্ডের অফিস ছিল, সেখানে একটা পেয়ারা গাছ ছিল। সেই পেয়ারা গাছের তিনি পাহারা দিতেন—এখন [হাস্য] পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীতে অফিস গিয়েছে. সেখানে তো পেয়ারা গাছ নেই, তাই এখন তাঁকে কি ডিউটী দেওয়া হয়েছে জানতে চাই। তারপর আর একজন হচ্ছেন—পি, সি,

দাস, স্পেশাল অফিসার ; স্যার শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় নেহাৎ ভদ্রলোক তাই সবই তাঁকে সহ্য করতে হয়। বিরোধী পক্ষের একজন কংগ্রেস সদস্য বলেছিলেন যে, তিনি শিক্ষাশার্দ্দূল, কিন্তু স্যার তিনি আজকে নখদণ্ডগলিত শিক্ষাশার্দ্দুল। তাই ওঁর মত লোককে ডি, এম, সেন সেক্রেটারীর আত্মীয়স্বজন পোষণ ও আশ্রিতবৎসল হতে হয় এবং নেপটিজম, করাপসান তার মধ্য দিয়ে চলে। তাঁর সম্বন্ধে এত কথা কাউন্সিল এবং বিধান সভায় চলে, কিন্তু তাঁকে ইণ্টারফেরেন্স সবই সহ্য করতে হয়।

স্যার, আমার লাষ্ট কথা হল, রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী যার এক বছর মাত্র বাকী আছে, আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে, জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালর স্থাপনের কি হল, এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত জানতে চাই। বাড়ী দখল করার কত বাকী আছে সেটা জানতে চাই। বিস্তৃত প্রোগ্রাম হয়েছে কিনা জানতে চাই। স্যার, আমার এলেকায় রবীন্দ্র পাঠচক্র বলে একটা প্রতিষ্ঠান আছে, গত ২২ বছর ধরে তার কাজ চলেছে, তারা বাংলা ভাষা প্রচার করছে। রবীন্দ্র সংক্রান্ত বহু কিছু প্রচার করছে, তার পরিচালক বিরোধীদলের লোকনয় কংগ্রেসী দলের লোক শুভেন্দু বসু। কিন্তু স্যার, তাঁর নাম রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী যে কমিটি করা হয়েছে তাতে নাই। সেই কমিটিতে ডি, এম, সেন কর্ত্তাপক্ষের আছেন। কিন্তু সেই এলেকার একটা প্রতিষ্ঠান যারা ভাল কাজ করছে, সেই প্রতিষ্ঠান কি আজ রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য সরকার পক্ষ থেকে যে কমিটি করা হয়েছে তাতে তার স্থান হল না। কারণ কি ? বিরোধী দলের নেতা জ্যোতি বসু মহাশয় ঐ কমিটিতে আছেন এবং এই অধম কমিটির মধ্যে আছেন, কংগ্রেসী দলের লোকেরাও হয়ত আছেন। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য ডাঃ ঘোষ আমাদের শ্রদ্ধাভাজন, তিনিও আছেন বলে আমার খবর আছে, অথচ সেই কমিটিতে আজকে ঠাঁই দেওয়া হচ্ছে না এই পাঠচক্রকে। তাই অনুরোধ জানাব, যেন রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত ব্যাপারে বিস্তারিত জবাব দেওয়া হয়। এই বলে আমার ছাঁটাইপ্রস্তাব রাখছি পলিসি সংক্রান্ত ব্যাপারে, দুর্নীতির কথা বললাম, শিক্ষা সংস্কারের পথে সরকার যেভাবে চলেছেন এবং পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে উচ্চ এবং নিম্ন শিক্ষার সত্যেন মজুমদার মহাশয় বলেছেন, সেজন্য সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে চাই না। এই বলে যে গ্র্যাণ্ট উপস্থিত করেছেন তা সমর্থন করতে পারলাম না।

Shri Tarapada Dey :

মিঃ স্পীকার স্যার, শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় বিভিন্ন তথ্য দিয়ে আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে তিনি পশ্চিম বাংলার শিক্ষা সমস্যার প্রায় সমাধান করে ফেলেছেন। তাঁরা যে পদ্ধতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, সেই পথে নাকি শীঘ্রই আমাদের দেশে শিক্ষা সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয়ে যাবে।

পশ্চিম বাংলায় স্কুল ও ছাত্রদের সংখ্যা নিশ্চয়ই বেড়েছে। ১৯৪৭ সালের সঙ্গে যদি তুলনা করে দেখি, তাহলে দেখা যাবে বর্ত্তমানে স্কুল ও ছাত্রদের সংখ্যা বহু গুণ বেড়ে গিয়েছে। ডেভিড হেয়ার সাহেবের সময় যত স্কুল ও ছাত্র সংখ্যা ছিল, মাউণ্ট ব্যাটেন এর সময় তার চেয়ে অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছিল, এবং বর্ত্তমানে তার চেয়ে বহু গুণ বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু তাতে আমাদের দেশে শিক্ষা সমস্যার সমাধান সম্পূর্ণ হয়নি। আমরা চাই শিক্ষা সংস্কার এবং শিক্ষার পুনর্গঠন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে পথ অবলম্বন করে চলেছেন তাতে শিক্ষা বিস্তৃতির মূলে কুঠারঘাত করা হচ্ছে। গ্রামে গ্রামে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও তরুণরা

যে ভাবে আগ্রহ নিয়ে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে আপ্রাণ চেষ্টা করছে, সেই প্রচেষ্টাকে সরকার ব্যহত, খর্ব্ব ও ধ্বংস করবার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

আমি আর একটি বিষয়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অবশ্য এ সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয় উল্লেখ করেছেন। এটি হচ্ছে বর্ত্তমান ডি, পি, আই এর সার্কুলার। সম্প্রতি ডি, পি, আই একটি সার্কুলার দিয়েছেন। তাতে বলা হয়েছে যে ১৯৬০ সাল থেকে টেন্থ ক্লাস এর হাই স্কুল আর মঞ্জুর করা হবে না, সমস্ত জুনিয়র হাই স্কুলকে একেবারে ইলেভেন্থ ক্লাস করতে হবে। আমরা চেয়েছিলাম টেন্থ ক্লাস ও ইলেভেনথ ক্লাস স্কুল গুলির একই সিলেবাস করা হোক। কিন্তু তা করা হল না, টেন্থ ক্লাস স্কুল গুলিকে আলাদা করে রেখে দেওয়া হল। অথচ এখানে বলা হচ্ছে জুনিয়র হাই স্কুল গুলিকে ইলেভেন্থ ক্লাস হিসাবে মঞ্জুরী দেওয়া হবে না। ইলেভেন্থ ক্লাসে ট্রান্সফার করার জন্য তাঁরা টেম্পোরারী স্যাংশন দেবেন। তারপর বলা হচ্ছে যদি দু-বৎসরের পর ইলেভেন্থ ক্লাসএ উন্নীত করতে না পারেন তাহলে সে ট্রান্সফার করতে পারবে না, তাকে সেই স্কুল হিসাবেই থাকতে হবে। এ কি রকম ব্যবস্থা, বুঝি না।

তারপর ইলেভেন্থ ক্লাস স্কুল সুরু করবার সর্ত্তগুলি দেখলেই বোঝা যাবে গ্রামাঞ্চলে এইগুলি করা অসম্ভব। সর্ত্তগুলি হচ্ছে—শিক্ষক কম পক্ষে ১০ জন রাখতে হবে। হেড মাষ্টার এম, এ. বি, টি, হবেন। ইলেকটিভ সাবজেক্টস এর জন্য দু-জন এম, এ, চাই, বাকী সব গ্রাজুয়েটস হবেন। তা ছাড়া একজন ক্রেফট টিচার রাখতে হবে। পাঁচ হাজার টাকা রিজার্ভ ফাণ্ড হিসাবে রাখতে হবে। ১৩ খানা ঘরযুক্ত বিল্ডিং হবে। এক হাজার বই যুক্ত লাইব্রেরী রাখতে হবে। গ্রামাঞ্চলে এই সকল সর্ত্তগুলি পালন করা অসম্ভব। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমস্ত জুনিয়র হাই স্কুলগুলিকে এই ভাবে ইলেভেন্থ ক্লাস স্কুলে পরিণত করা সম্ভব নয়। ১২১৬টি জুনিয়র হাই স্কুল আছে, তার মধ্যে মাত্র ৫৪৩ টিকে ইলেভেন্থ ক্লাস স্কুলে পরিণত করতে পেরেছেন বহু চেষ্টার পরে। তাও এদের অধিকাংশ সহরে। এবং এই সমস্ত স্কুলের উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে, তাহলে গ্রামের স্কুলের কি অবস্থা, সেটা একটু চিন্তা করে দেখুন। তাছাড়া আমাদের জুনিয়র হাই স্কুলের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছেন, তার হিসাব হচ্ছে ২০৪৩ টি। আজ যদি এই অবস্থা করা হয়, তাহলে ডি, পি, আই সাহেবের সার্কুলারকে কার্য্যকরী করা যাবে না, এবং গ্রামাঞ্চলে স্কুলের সংখ্যা না বেড়ে আরও কমে যাবে। এইটথ ক্লাস এর ছাত্র ছাত্রীদের সবাইকে পড়াশুনা ত্যাগ করতে হবে। তাঁরা যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন—তাতে শিক্ষা বিস্তার হবে না, শিক্ষাকে ব্যাহত করা হবে, ধ্বংস করা হবে। সেই জন্য আমি এই সার্কুলারের তীব্র প্রতিবাদ করছি।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের পশ্চিম বাংলায় স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে আঘাৎ হানা হচ্ছে। আজকে এখানে মেয়েদের স্কুলের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ৩৪৩ টি। গ্রামাঞ্চলে ক্লাস এইটথ পর্য্যন্ত বিনা বেতনে স্ত্রী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু ডি, পি, আই এর বর্ত্তমান সার্কুলারে জন্য—স্ত্রী শিক্ষার বিস্তৃতির উপর চরম আক্রমণ হচ্ছে। এই নিয়ে আমি চিফইন্সপেক্টর অফ উইমেন্স এডুকেশন এ, এন, বোস এর সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম, তিনিও এই সার্কুলারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এবং বলেছেন যদি এই সার্কুলারকে চালু করা হয় তাহলে গ্রামাঞ্চলে স্ত্রী শিক্ষা সম্পূর্ণ ভাবে ব্যাহত হবে। সুতরাং আমি সমস্ত মাননীয় সদস্যদের এবং বিশেষ করে কংগ্রেস পক্ষের চিন্তাশীল সদস্য যাঁরা আছেন, তাদের সকলের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তাঁদের

অনুরোধ করছি তাঁরা সকলে মিলে শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয়কে জোর করে বলুন এই ধ্বংস মূলক পরিকল্পনার কাজ বন্ধ করার জন্য। আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এই ধ্বংস মূলক পরিকল্পনা থেকে নিস্কৃতি হবেন।

তারপর প্রাইমারী এডুকেশন্ বা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ও দেখা যায় সরকারের গাফিলতি আছে। আজ প্রায় ১৩ বছর হতে চললো আমরা স্বাধীন হয়েছি—এখনও পর্য্যন্ত আমাদের এখানে কম্পালসারী এ্যাণ্ড ফ্রি প্রাইমারী এডুকেশন হ'ল না। হয়ত বলবেন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এটা করবার ব্যবস্থা আছে,—যদি হয় খুব ভাল কথা। কিন্তু প্ল্যানিং কমিশন বলেছেন যে কম্পালসারী এ্যাণ্ড ফ্রি প্রাইমারী এডুকেশন না করার ফলে শতকরা ৫০ ভাগ ছাত্র শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বা বাদ পড়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, প্ল্যানিং কমিশন আরও বলেছেন যে প্রাইমারী এডুকেশন্‌কে বাড়াতে গেলে জনসাধারণের পরিপূর্ণ সহযোগিতা চাই। সেদিক থেকে যে সমস্ত কমিটি হয়েছিল, সেগুলিকে সরকার খর্ব করে দিচ্ছেন। সরকার জনসাধারণ থেকে যতদূর সম্ভব দূরে থাকবার চেষ্টা করছেন। সর্ব্ব প্রথম যে প্রাথমিক শিক্ষকদের পরিপূর্ণ সহযোগিতার প্রয়োজন, সেই প্রাথমিক শিক্ষকদের উপর অমানুষিক ব্যবহার করা হচ্ছে।

তারপর শিক্ষকদের বেতন সম্পর্কে যদি আমরা দেখি—তাহলে দেখাযাবে তাঁরা অত্যন্ত অল্প বেতন পান। এই অল্প বেতনে তাঁরা তাঁদের জীবন চালাতে পারেন না। এই সমস্ত প্রাইমারী শিক্ষকরাই গঠণ করেন আমাদের দেশের সুকুমারমতি বালকদের চরিত্র, যারা ভবিষ্যৎ জগতের এক একটা স্তম্ভ হিসাবে দাঁড়াবে। আজ যদি সেই প্রাথমিক শিক্ষকদের সমাজে কোন স্থান না থাকে, চাকরীর যদি কোন স্থায়ীত্ব না থাকে, তাঁরা যদি নিজেদের ভরণ পোষণের উপযোগী মাইনা না পান, তবে তাঁদের পক্ষে শিক্ষা দানের দিকে মন-প্রান ঢেলে দেওয়া একেবারে অসম্ভব।

[5—5-20 p.m.]

সামান্য ৬২৷৷০ টাকা মাইনে প্রাথমিক শিক্ষকদের দিয়ে আমরা জাতি গঠন করতে পারি না। তাতে ছেলেরা মানুষ হতে পারে না। তাছাড়া তাঁরা বিভিন্ন পর্য্যায়ের শিক্ষকদের বেতন হারের মধ্যে একটা ডিসক্রিমিনেশনের ব্যবস্থা করেছেন। ম্যাট্রিক ট্রেণ্ড স্পেশাল কেডার শিক্ষকরা ও নর্ম্মাল জুনিয়র স্কুলের শিক্ষকরা যে বেতন পান, তার তুলনায় বি-এ ও আই-এ পাশ করা ছেলেরা বেশী মাইনে পায়। এই অবস্থা চলতে দেওয়া উচিত নয়। এটা বন্ধ করা উচিত। এ ছাড়া আর একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই স্পেশাল কেডারের শিক্ষকরা যাতে ছেলেদের ভালভাবে শিক্ষা দিতে পারেন, তার জন্য তাঁদের চাকরী স্থায়ী করা প্রয়োজন। সেটা আপনারা আজ পর্য্যন্ত করলেন না। আর একটা জিনিষও বন্ধ করা আশু দরকার। আপনারা এই প্রাথমিক শিক্ষকদের যখন তখন—আপনাদের খুসী অনুযায়ী এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে বদলী করে তাঁদের পক্ষে চাকরী করা একেবারে অসম্ভব করে তুলেছেন। অনেক সময় শিক্ষকদের পক্ষে অন্য জায়গায় গিয়ে কাজ করা সম্ভব হয় না। এখানে বহু সদস্য আছেন,—তাঁরা জানেন, কিভাবে অন্যায়ভাবে প্রাইমারী শিক্ষকদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ট্রান্সফার করে তাঁদের জীবনকে পর্য্যুদস্ত করা হয়।

তারপর মাধ্যমিক শিক্ষকদের কথা বলতে গেলেও ঐ একই কথা খাটে। আমি নিজে একজন শিক্ষক। শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে আজ সমস্ত সদস্যদের চিন্তা করা উচিত। এই সব শিক্ষকরা তাঁদের চাকরী জীবনের শেষে কোথায় যায়, কোথায় থাকে, কি খায়,—

এই কথাটা যদি চিন্তা করা না যায়, তাহলে একটু সুস্থ সবল জাতি তাঁদের দ্বারা গড়ে উঠতে পারে না। আমাদের দেশের শিক্ষকরা—তাঁদের চাকরীর স্থায়িত্ব নাই, সমাজেও তাঁদের কোন সম্মানজনক স্থান নাই। সমস্ত জীবন হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পরে ক্লান্ত দেহে, শ্রান্ত মনে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছায়,—তখন আর তাঁদের দাঁড়াবার কোন স্থান থাকে না। গরীব শিক্ষকদের তখন ভিক্ষাবৃত্তিই একমাত্র অবলম্বন হয়। একমুঠো ভিক্ষার জন্য শেষে তাঁরা লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ান। আমি জানি বহু শিক্ষক তাঁদের অবসর জীবনে ভিখেরী হয়েছেন। যাঁরা সমাজ ও জাতিকে গঠন করবেন, যাঁদের উপর লক্ষ লক্ষ ছাত্রদের শিক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত,—তাঁদের প্রতি এই অবজ্ঞা, অবহেলা, অশ্রদ্ধা, তাঁদের প্রতি এই অহেতুক অবিচার কখনো কোন স্বাধীন জাতি সহ্য করতে পারে না।

শেষে আমি স্যার, আপনার মাধ্যমে কয়েকটি দাবী মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে রাখতে চাই। আমার প্রথম নম্বর দাবী হচ্ছে—জুনিয়র হাই স্কুলগুলিকে মঞ্জুরী না দেওয়ার জন্য ডি-পি-আই যে সার্কুলার দিয়েছেন—সেটা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হোক। তা যদি না করা হয়, তাহলে শিক্ষার বিস্তৃতি সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় হচ্ছে—স্পেশাল কেডার শিক্ষক ও অন্যান্য প্রাথমিক শিক্ষক—যাঁদের চাকরী স্থায়ী নয়, তাঁদের চাকরী স্থায়ী করার ব্যবস্থা করা হোক্।

তৃতীয় দাবী হচ্ছে—নামমাত্র মাইনে দিয়ে সরকার শিক্ষকদের হত্যা করবার চেষ্টা করছেন,—তাঁদের সমস্ত স্তরের শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতনের ব্যবস্থা করা হোক্।

চতুর্থ দাবী হচ্ছে—বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হোক্।

পঞ্চম দাবী হচ্ছে—ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট পরীক্ষা বন্ধ করা হবে না, বজায় রাখতে হবে।

ষষ্ঠ দাবী হচ্ছে—স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য স্বতন্ত্র করে প্রতি জেলায় একজন করে স্কুল পারদর্শকের ব্যবস্থা করা হোক্।

সপ্তম দাবী হচ্ছে—ক্লাস টেন ও ইলেভেন ক্লাসের স্কুলগুলিতে ক্লাস নাইন ও ক্লাস টেন-এর একই সিলেবাসের ব্যবস্থা করা হোক্।

প্রাথমিক শিক্ষকদের কোন রকমে বদলী করা চলবে না।

বন্যা প্লাবিত অঞ্চলে যে সমস্ত স্কুল বন্যার দরুণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, সেই সব স্কুলের পুনর্গঠন করবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা হোক্।

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[*After adjournment*]

[5-20—5-30 p.m.]

Deputation of Shop Assistants

Shri Nepal Ray :

স্যার, পশ্চিমবঙ্গের দোকান কর্ম্মচারীদের তরফ থেকে প্রায় দুই হাজার লোক বিক্ষোভ করে এখানে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের দোকান কর্মচারীদের জন্য কোন রকম আইন প্রণয়ন করবার চেষ্টা হচ্ছে না, তাদের প্রোটেকশনএর জন্য কোন আইন নেই। তাদের ১৪।১৫ ঘণ্টা করে কাজ করতে হয়, তাছাড়া ঠিকমত মাইনে দেওয়া হয় না, ছুটি দেওয়া হয় না। সেইজন্য তাদের একটা মেমোরাণ্ডাম আমি মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর কাছে পেশ করতে চাই।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty :

স্যার, আমি এক মিনিট বলতে চাই এই ব্যাপার নিয়ে। আমাদের মাননীয় শ্রমমন্ত্রী বলেন যে, তিনি দোকান কর্মচারী আইন সংশোধন করার চেষ্টা করছেন। তিনি যদি এ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলেন তহেলে ভাল হয়।

The Hon'ble Abdus Sattar :

আমি এক মিনিটেই বলে দিচ্ছি। একথা ঠিক নয় যে দোকান কর্মচারী আইন নেই। একটা আইন আছে সেটা সংশোধন করে একটা নূতন আইন আনছি। আমি আশা কার দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই এই আইনের খসড়া ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত হবে।

Dr. Maitreyee Bose :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে একটা প্রশ্ন করতে চাই। তিনি যখন উত্তর দেবেন তখন যদি এই প্রশ্নের উত্তর দেন তাহলে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। (১)নং হচ্ছে গান্ধীজীর প্রচলিত বুনিয়াদী শিক্ষা নইতালিন এর সঙ্গে আজকের বুনিয়াদী শিক্ষার কি সম্পর্ক ? (২) নং, গান্ধীজীর প্রচলিত বুনিয়াদী শিক্ষায় যারা শিক্ষা পাবে, তাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য কোন ইন্টিগ্রেশন প্রোগ্রাম আছে কিনা ? (৩) নং, যে সমস্ত অনাথ শিশু আশ্রম এডুকেশন ডিরেকটোরেট-এর অধীনে আছে সেইগুলিকে ক্রমশ: ছোট করে নিয়ে এসে গভর্ণমেণ্টের যে সমস্ত অনাথ শিশু আশ্রম আছে সেখানে এই সমস্ত ছেলেদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা যায় কিনা ?

DEMAND FOR GRANT NO. 20

Major Head : 37—Education.

Shri Natendra Nath Das :

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় গত শনিবারে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং আজকে যে কথা বললেন, তাতে মনে হয় তিনি যেন প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও ব্যাপক করবার জন্যই পরিকল্পনা করছেন। কিন্তু সংবিধানে আছে এটা ১৪ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত করতে হবে। বালিকাদের জন্য করেছে, সেটা ক্লাস এইট পর্য্যন্ত। কিন্তু এটা তাঁর স্মরণ থাকা দরকার যে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ১৪ বৎসর বয়স্ক ছাত্রদের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক করতে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর স্কুলবোর্ড, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারে আমার বক্তব্য কিছু রাখবো যদিও আমার সময় কম। স্কুল বোর্ডের ১৯৩০ সালে যে রুলস, যে আইন হয়েছিল তা আজ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করা হল না। আমি দেখেছি যে এই স্কুল বোর্ডের যে আইন তা সম্পূর্ণ আনডেমোক্রেটিক, অগণতান্ত্রিক। আমি মেদিনীপুর জেলার কথা বলছি। সেখানে ১০ বৎসর আগে যে জেলাবোর্ড হয়েছিল, যে ইলেকশন হয়েছিল, যার পরে জালান সাহেবের আমলে আর হল না, সেই পুরানো জেলা বোর্ডই সেখানে ৫ জন সদস্যকে পাঠিয়ে দিল শিক্ষাবোর্ডে। এ ছাড়া শিক্ষাবোর্ডে সরকারের মনোনীত সদস্যও আছে। কাজেই শিক্ষাবোর্ডের ভিতরে যাতে সমস্ত শ্রেণীর লোক থাকে,—রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যাতে এটা সংগঠিত না হয়, সেদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

[5-30—5-40 p.m.]

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের মেদিনীপুর জেলায় যা দেখছি তাতে এ কথা বলতে একটু দ্বিধা হয় না যে, স্কুল বোর্ড আজকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। এখন আমি সাধারনভাবেই শুধু বলব, কাটমোশানে আমি বিস্তারিতভাবে দেখাব যে, আজ শিক্ষা ব্যাপারেও কি রকম রাজনীতি করা হচ্ছে। এখানে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় একটা সারকুলারের কথা বল্লেন শিক্ষকদের ডিপার্টমেণ্টাল ট্রান্সফার সম্বন্ধে, কিন্তু সেই সারকুলার কার্য্যকরী হচ্ছে বলে মনে হয় না। যে সব শিক্ষক কংগ্রেসের দলীয় প্রচারকার্য্যে অংশ গ্রহণ করতে রাজী হন না তাঁদের বদলী করে দেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষকদের মাইনে সামান্য, তাঁদের কার্য্যস্থল যদি বহুদূরে হয় তাহলে তাঁদের পক্ষে অসুবিধা হয়। যদি তাঁদের কার্য্য সম্পাদনে কোন ত্রুটির দরুন শাস্তি দিতে হয় তাহলে ডিপার্টমেণ্ট তাঁকে অন্যভাবে শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তাঁদের বদলী করে দেওয়া হচ্ছে। তারপর আমি জানি, আমার নিজের কনষ্টিটিউসন-তে এই রকম ঘটনা হয়েছে—রাজনৈতিক কারণে স্কুলবোর্ড মঞ্জুরী দিচ্ছে না—স্কুল ইন্সপেক্টিং ষ্টাফ রিকমেণ্ডেসন করা সত্বেও স্কুলবোর্ড মঞ্জুরী দেয় না। তার একমাত্র কারণ এই যে, বামপন্থী এলেকায় স্কুলএ মঞ্জুরী দেওয়া হবে না—এ ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে মঞ্জুরী না দেওয়ার ? এগরা থানায় বিলোনীয়া স্কুলের মঞ্জুরী দেওয়া হচ্ছে না যদিও ডিপার্টমেণ্ট থেকে রেকমেণ্ড করা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার সিলেবাস সম্পর্কে মাননীয় সত্যেন মজুমদার বিশদভাবে বলেছেন, আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, এই দু'টার মধ্যে সিলেবাস এমন তফাৎ যে, প্রাথমিক শিক্ষা পাশ করে যখন হাই স্কুলে ভর্ত্তি হবার জন্য যায় তখন ছেলেরা উপযুক্ত বিবেচিত হয় না। "কিশলয়" বিতরণের ব্যবস্থা মফঃস্বলে করা উচিত, শুধু কলিকাতায় এজেন্সি রাখলে ছাত্রদের কাছে পৌঁছাতে অনেক দেরী হয়। এই ব্যবস্থার দরুণ ব্ল্যাক মার্কেটে ডবল দাম দিয়ে কিনতে হয়। জেলা টাউনে ও মহকুমা টাউনে এজেন্সী দেবার ব্যবস্থা করা উচিত বলে আমি মনে করি। প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড-এর ব্যবস্থা ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে কার্য্যকরী হবে বলে বারবার ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত তার কোন ব্যবস্থা হল না। তাঁদের সার্ভিস বুকও এখনো খোলা হল না। যে সমস্ত শিক্ষক ১৯৫৯।৬০ সালে অবসর গ্রহণ করেছেন বা করবেন তাঁদের গ্রাচুইটি দেবারও কোন ব্যবস্থা হল না। দশ বৎসর স্থায়ী চাকরী হলে গ্রাচুইটি পাবার অধিকারী হওয়া সত্বেও আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন ব্যবস্থা হল না। তারপর যোগ্যতা নির্দ্ধারণের জন্য ইণ্টারভিউর নিয়ম থাকা সত্বেও নিজেদের খামখেয়াল অনুসারে নিজেদের দলপুষ্টির জন্যকয়েকজন শিক্ষককে বসিয়ে দেওয়া হয়। কার্য্যদক্ষতা বা সিকিউরিটি উপেক্ষা করে নিজেদের ইচ্ছামত একজনকে বসিয়ে দিলেই হল। এ নিয়ে শিক্ষক-দের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ রয়েছে। তারপর, মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি শুনলে অবাক হবেন যে, জানুয়ারী মাসের বেতন তো দূরের কথা, ডিসেম্বর মাসের বেতনও এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি,—আমি, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে জানতে চাই শিক্ষা বিভাগে, কি সেক্রেটারিয়েট কি ডাইরেকটোরেটএ কার বেতনের টাকা এভাবে বাকী পড়ে থাকে, তারা তো সকলেই পেয়ে গিয়েছেন। দরিদ্র শিক্ষক, এমনিতেই তাঁদের সংসার চলে না, এর উপর তাঁদের মাইনে যদি এভাবে বাকী পরে তাহ'লে শিক্ষা বিভাগের কর্মকুশলতার উপর মানুষের কখনই শ্রদ্ধা থাকতে পারে না। এনিয়ে আমাদের আইন সভায় বহুবার আলোচনা হয়েছে—এর একটা সুব্যবস্থাও মন্ত্রী মহাশয় করতে পারেন না ? তারপর অনেক

স্কুলের ১৯৫৭।৫৮ সালের গ্র্যাণ্ট এখনো সম্পূর্ণ পাওয়া যায়নি, আবার কোন কোন স্কুলে সেকেণ্ডারী এডুকেশন সম্বন্ধে আমি এখানে বলছি—১৯৫৮।৫৯ সালের ফাইনাল গ্র্যাণ্ট পাননি। সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ড আর এডুকেশন ডিরেক্টোরেট এই দুইএর দ্বৈত শাসনের ফলে আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে এক দারুণ বিশৃংখলা দেখা দিয়েছে। আমি এখানে একটা বিশেষ স্কুলের প্রতি শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—কাঁথি সহরের, চন্দ্রমণি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় ৫০।৬০ বৎসরের বিখ্যাত স্কুল। এই বিদ্যালয়ের কিছু কিছু ছাত্রীকে কাঁথি সহরের ক্ষেত্রমোহন বালক বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করলেন সেখানকার কংগ্রেসী চাঁইরা, এবং এজন্য সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডএ উপমন্ত্রী চারুচন্দ্র মহান্তীসহ সহশিক্ষার জন্য ডেপুটেশন-এ এসেছিলেন, কিন্তু দুইবার তাঁদের দাবী টার্ণড ডাউন হয়। কিন্তু কি কারণে জানিনা এবার তাঁদের স্পেশাল পারমিশন দেওয়া হয়েছে। আমি এখানে মেয়েদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাই না, তারা প্রাইভেট ছাত্রী হিসাবেও পরীক্ষা দিতে পারত। আমি এ বিষয়ে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Shrimati Labanya Prova Ghosh

শিক্ষার প্রশ্নের সংগে যেখানে গণতান্ত্রিক জীবনের প্রশ্ন জড়িত, যেখানে দেশের অর্থনৈতিক জীবনের—তথা সর্বাঙ্গীন অগ্রগতির প্রশ্নের সংগে শিক্ষার প্রশ্ন জড়িত, সেখানে জরুরী পরিস্থিতির মধ্যে শিক্ষাকে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে হবে। এখানে উচ্চতর গভীরতর শিক্ষা ব্যবস্থার সংগে ব্যাপকতর জরুরী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশ্নও সবিশেষ প্রয়োজনের। কিন্তু সমাজে সৌভাগ্যবান প্রগতি সম্পন্নের দল—যাঁদের হাতে ক্ষমতার নেতৃত্ব তাঁদের এই ব্যাপকতর শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি অন্তরের আগ্রহ মাত্র নেই। তা থাকলে জনজীবনের আশা আকাঙ্খার সংগে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হবার চেষ্টা তাঁরা করতেন। তাদের অর্থ নৈতিক সামাজিক জীবনের দৃষ্টিতে তাদের বিশেষ শিক্ষার চাহিদার সংগে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার জন্যে এই সৌভাগ্যবানের দল জনজীবনের ক্ষেত্রে নেমে আসতেন। কিন্তু আজ তাদের জীবনের সংগে যেমন এদের যোগ নেই—তেমনি তাদের জন্য আন্তরিক কোনো পরিকল্পনাও এঁদের নেই। জাতিগঠনের প্রথম অধ্যায়ে যে শিক্ষা সবচেয়ে জরুরী সেই গণশিক্ষার স্থান আজ আদৌ নেই। মামুলি শিক্ষার যে ব্যবস্থাটুকু আছে শিক্ষা ব্যবস্থার আড়ম্বরের চাপে তারও শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসতে চায়। দেশের চাহিদার দৃষ্টিতে শিক্ষার বিষয় বস্তু ও তার প্রসারটাই আজ বড়। কিন্তু তাঁদের কাছে আজ বড়ো শিক্ষার নামে আয়োজনের বৈভব। সেজন্য কাজের গতিও আজ অবরুদ্ধ হয়ে আছে। দেশের জনসাধারণ শিক্ষার প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান সহজ আগ্রহে নিজেদের ধারায় নিজেদের চেষ্টা ও শক্তিতে কাজ আগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। যদি অনুমোদন পায় এবং যদি কর্মধারার সুযোগ্য নির্দেশ ও কিছু সহায়তা পায়। কিন্তু অনুমোদনের পায়ে আজ ব্যয় বহুল গৃহ ব্যবস্থার ও বহুবিধ আড়ম্বরের সর্ত্তের বেড়ী পরিয়ে রাখা হয়েছে। বিহারের হাত থেকে যে মানভূম বাংলায় এলো সে মানভুম বহু ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও অনগ্রসর। আমাদের আশাছিল এখানের পিছিয়ে পড়া কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আন্তরিকতার দৃষ্টি নিয়োজিত হবে। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে যে এহেন মানভুমের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক আবর্ত্ত, যে উদাসীনতা, যে অমনোযোগিতা ও অব্যবস্থা চলেছে তা সমগ্র রাজ্যের অবস্থারই পরিমাপক। অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক লক্ষ্যে অযোগ্য, অবিহিত, স্কুল নামধেয় আখড়াকে যে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে তা আর যাই হোক, আইন সংগত নয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে—স্কুল কমিটির ব্যবস্থাকে কার্য্যসিদ্ধির ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টারও দৃষ্টান্তের অভাব হবে

না। যে শিক্ষকের দাবী ন্যায়সংগত তাকে বিশেষ উদ্দেশ্যে বঞ্চিত করে অপর অনুগ্রহ ভাজনের জন্য অন্যায়ভাবে ক্ষেত্র করার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত ও জমা হয়ে আছে। দীর্ঘসূত্রিতা —দুর্নীতি—এই দুটি মূল সরকারী স্বভাব ধারা পুর্বের মতই আজও শিক্ষা বিভাগেরও স্বাভাবিক সত্য। সরকারী ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত উচ্চ স্কুল বিষয়েও ব্যাপক অভিযোগ ঘটে আসছে, কিন্তু প্রতিকার ব্যবস্থা নেই। আরো বহু ব্যবস্থার বিষয়ে এই এক কথা। মানভূম বাংলার সংগে যুক্ত হওয়ার ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সকল বিশেষ প্রশ্নের অভ্যুদয় হোল, আরও কতকগুলি প্রশ্ন আজও শিক্ষাদপ্তরের মধ্যে অমীমাংসিত রূপে ঘুরপাক খাচ্ছে। তারজন্য বহু ব্যক্তি অনিশ্চয়তা ও ক্ষতির মধ্যে আছেন। এগুলিকে মনোযোগ দিয়ে দেখবার মত অবসরও আজ শিক্ষা বিভাগের নেই। সরকারী অপর যন্ত্রগুলির মত শিক্ষা বিভাগায় যন্ত্রও গতানুগতিকতা বহন করার জন্যই কর্মব্যস্ত। যে শিক্ষার দৃষ্টিভাব বিপ্লব আনে সে দৃষ্টির পরিচয় এখানে নেই। তাকে রুদ্ধ করে রাখবার আয়োজনই এখানে সম্পূর্ণ।

[5-40—5-50]

Shrimati Abhalata Kundu :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় শিক্ষাখাতের জন্য যে ব্যয়বরাদ্দের দাবী উপস্থিত করেছেন তাকে আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। আমাদের বিরোধী পক্ষের বক্তারা এতক্ষণ পর্যান্ত যে সমস্ত বক্তৃতা করলেন তা আমি শুনেছি। তাঁদের বক্তৃতা শুনে আমার মনে হোল যে, বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে এতদিন পর্য্যন্ত যে কোটি কোটি ব্যয় হোল তা' সবই যেন অপব্যয় হয়েছে। কিন্তু আমি বলব যে এ চোখ বুজে সত্যকে অস্বীকার করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের দেশ দু-শ বছর ধরে পরাধীন ছিল এবং সেই পরাধীনতার যুগে এদেশের শিক্ষার দীপ যে নিভে গিয়েছিল সে কথা মিথ্যে নয়। তবে আজ এই ১১ বছরের স্বাধীনতার মধ্যে আমাদের সরকার যা' করেছেন তা মোটেই নগণ্য নয়, প্রাথমিক শিক্ষা, সেকেণ্ডারী এডুকেশন এবং ইউনিভার্সিটি এডুকেশন এর যে দিকেই তাকাই না কেন আমরা দেখব যে আমরা পিছিয়ে তো নেই বরং এডুকেশন-এর বিরাট সম্প্রসারণ ঘটেছে। কিন্তু তাঁরা এটা স্বীকার না করে কেবলই বলছেন যে কিছুই হয়নি। কিন্তু আমার মনে হয় ইভেন দি ডেভিল হ্যাজ হিজ ডিউ। যা হোক, সরকার যা' করেছেন এর একটা স্বীকৃতি তাঁদের কাছ থেকে আমরা আশা করি। আমি অবশ্য এ কথা বলছি না যে আমাদের শিক্ষাখাতে আর কিছু করবার নেই বা সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। আমি কয়েক বৎসর ধরে এই শিক্ষা বিভাগের কাজে রত রয়েছি এবং শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে আমার খুব আনন্দ হয়, আমি বহু দিন ধরে এই শিক্ষা বিভাগের কাজকর্ম্ম খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেছি এবং প্রতিটি সমস্যার কথা চিন্তা করেছি। আমার সময় খুব সংক্ষিপ্ত কাজেই আমি প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা এবং কলেজের শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি সে সম্বন্ধে কিছু বলব। একটি দিকের কথা হচ্ছে উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। শিক্ষা বিভাগের পুরাতন নিয়ম ছিল যে, যিনি কলেজে অধ্যক্ষ হবেন তার প্রথম শ্রেণীর কোয়ালিফিকেসন থাকা দরকার। আজ কাগজে কলমে সেই কোয়ালিফিকেসনের কথা আছে বটে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা প্রথম শ্রেণীর লোক পাইনা। এর কারণ হচ্ছে যে, আজ জাতীয় সম্প্রসারণের দিনে প্রচুর লোক বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করে শিক্ষাক্ষেত্র পরিত্যাগ করে উচ্চতর বেতনে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। তবে এদিকে একটা উল্লেখ যোগ্য ঘটনা হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস কমিশন এর প্রচেষ্টায় শিক্ষকদের ও বেতন বৃদ্ধির

চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ব্যবস্থার ফলে কলেজের শিক্ষকদের অবস্থা যে পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে হয়ত এমনও দেখা যেতে পারে যে শিক্ষকদের বেতনের হার এখনও তেমন উপযুক্ত হয়নি বলে আমরা যোগ্যতাসম্পন্ন লোক পাচ্ছি না। সে ক্ষেত্রে আমি সরকারকে অনুরোধ করব যে, তাঁরা যেন উপযুক্ত লোককে শিক্ষাক্ষেত্রে আকর্ষণ করবার প্রচেষ্টা করেন এবং সকল দিকে দৃষ্টি রাখেন। কেননা শিক্ষার কথা যাঁরা ভাবেন তাঁরা যদি উপযুক্ত না হন তাহলে শিক্ষা ক্ষেত্রের সমস্ত প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য হয়ত পে স্কেল রিভাইজ করার দরকার হতে পারে যাতে করে যোগ্যতর লোকদের শিক্ষাক্ষেত্রে আকর্ষণ করা যায়। তবে যদি বেতন বৃদ্ধি করা সম্ভব নাই হয় তাহলে অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকাদের নানা রকম সুযোগ সুবিধা এবং সমাজে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা দিতে হবে যাতে করে তাঁরা সংসারের সকল চিন্তা ভাবনা থেকে দূরে থেকে নিশ্চিন্ত মনে একমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রেই আত্মনিয়োগ করতে পারেন। আর একটা কথা বলব যে আজকাল ছাত্রছাত্রী মহলে ক্রমবর্দ্ধমান উশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে এবং এ সম্বন্ধে বহু মনীষী তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে সবচেয়ে বড়কথা এবং যেটা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি সেটা হোল যে, স্বাধীনতার পর আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উশৃঙ্খলা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা যখন ছাত্র জীবন যাপন করেছি তখন আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। কিন্তু আশ্চর্য্য যে, তখন আমরা এই জিনিষ দেখিনি অথচ আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে আসছে এবং কলেজের বাড়ীঘর, আসবাব পত্র সব ভেঙ্গে ফেলছে।

[5-50--6 p.m.]

সেখানকার বিল্ডিংগুলি ডিসটার্ব করছে, এগজামিনেশান হলে সেখানে অসৎ উপায় নেওয়া হচ্ছে সেখানে তা ধরতে গেলে যিনি পাহারা দিচ্ছেন তাঁকে নানা ভাবে ভয় দেখান হচ্ছে, এই সমস্ত অনেক জিনিষের কথা চিন্তা করলে অত্যন্ত লজ্জা পেতে হয় এবং গভীর দুঃখ পেতে হয়। অবশ্য জাতীয় নেতাদের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় নৈতিকমান উন্নয়নের জন্য যে পরিষদ নিয়োগ করেছিলেন তাঁরা এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে শিক্ষা ক্ষেত্রে চরিত্র গঠনের দিকে প্রধাণতঃ দৃষ্টি দেওয়ার সময় এসেছে। আমরা স্কুল কলেজে ইতিহাস, ভূগোল, ইংরাজী পড়াই কিন্তু যেসমস্ত বড় বড় গুণ জাতীয় জীবনকে বড় করে তোলে, সে সমস্ত জিনিষকে আমরা ইটারন্যাল ভ্যালু অফ লাইফ বলতে পারি এই সমস্ত জিনিষগুলির দিকে স্কুল কলেজে দৃষ্টি দেওয়া হয় না। আমরা আশা করব কেন্দ্রীয় বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী আমাদের বাংলা দেশের স্কুল কলেজগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক মান উন্নয়ন করার দিকে দৃষ্টি দেবেন। সমাজে বাস করতে হলে সত্যিকারের কি আচরণ আমাদের করা উচিত,—শিক্ষকদের সংগে ছাত্রদের, পিতার সঙ্গে পুত্রের এবং একটা নাগরিকের সঙ্গে আর একটা নাগরিকের সত্যিকারের কি সম্পর্ক হওয়া উচিত হোয়াট সুড দি রাইট কাইণ্ড অফ রিলেসনশিপ এটা যদি আমরা না শিখাতে পারি তাহলে আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে। সে জন্য আজকে ছাত্র সমাজের মধ্যে এত উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায়। তবে আমি অবশ্য এ কথা বলিনা যে শুধু মাত্র কতকগুলি নীতির বুলি শিখিয়ে দিলেই সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে, কারণ, ছাত্র সমাজের বাইরেও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। গতকাল রাজ্যসভায় বক্তৃতার সময় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী কারমারকার বলেছেন যে

"I hardly find any foodstuff which is not adulterated. It reflects totally on the moral values of the people".

এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে সমগ্র দেশ জুড়ে জাতীয় চরিত্রের অবনতি ঘটেছে যার জন্য নাকি এটা হতে বাধ্য। কোন কোন সদস্য যখন বলেছেন যে এর জন্য গভর্ণমেণ্টই দায়ী তখন তিনি বলেছেন যে একা গভর্ণমেণ্ট কি করতে পারেন—যেখানে ১শো টা লোক দোষ করেছে সেখানে ১ জনকে ধরে শাস্তি দিতে পারেন কিন্তু সকল লোককে তো শাস্তি দিতে পারেন না। এ রোগের যদি কোন ঔষধ আবিষ্কার করতে হয় তাহলে সমস্ত দেশ জুড়ে আমাদের জাতীয় জীবনের নৈতিক মানকে উন্নত করবার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে জনসম্পদ। সেই জনসম্পদ যাতে সত্যিকারের নাগরিকের মর্যাদা লাভ করতে পারে সে দিকে যদি দৃষ্টি দিতে না পারি তাহলে কেবল মাত্র প্রোজেক্টস করে ড্যাম্স করে আমরা আমাদের দেশকে রক্ষণ করতে পারব না। আজ থেকে দুই হাজার বছরেরও বেশী আগে এথেন্সের বিখ্যাত পলিটিসিয়ান পেরিকিল্স বলেছিলেন

"Houses and cities do not make men but men them"

মানুষই সৃষ্টি করেছে নগর, মানুষই সৃষ্টি করেছে সভ্যতা, কাজেই নগর দিয়ে সভ্যতার পরিমাপ হবে না। আমরা এত বড় বড় হর্ম্য গড়ে তুলেছি তা দিয়ে আমাদের সভ্যতার পরিমাপ হবে না, যখন আমাদের একজন নাগরিক বিদেশে যে কোন জায়গায় গিয়ে সত্যিকারের একজন সিটিজেন্স অফ দি ওয়ার্লড হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে তখনই আমরা জানব যে সত্যিকারের নাগরিক তৈরী করতে পেরেছি এবং সেটা করবার জন্য আমাদের সরকারের সমস্ত প্রযত্ন নিয়োগ করা উচিত বলে আমি মনে করি। আমাদের রাষ্ট্রের প্রতীক হচ্ছে অশোক চক্র। সম্রাট অশোকের মহান আদর্শকে আমরা আমাদের রাষ্ট্রের মহান আদর্শ বলে স্বীকার করে নিয়েছি। প্রজার কল্যান কল্পে সম্রাট অশোক যে কথা বলেছিলেন তা আমি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সম্রাট অশোক তাঁর ত্রয়োদশ শিলালিপিতে বলেছিলেন যে প্রজারা আমার সন্তানের তুল্য, তাদের ঐহিক কল্যাণ কামনা যেমন করে থাকি তাদের পারলৌকিক কামনাও তেমনি করে থাকি। অনেকে হয়ত বলবেন যে পরলোক আছে কিনা তাই তো আমরা জানি না। পরলোকের কথা যদি বাদই দিই তাহলেও আমাদের এই বিশ্বলোকে সকলের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে গেলে নৈতিক শিক্ষার দিকে অবশ্য জোর দিতে হবে; তা যদি দিতে না পারি তাহলে আমরা খুব বেশী দূর এগুতে পারব বলে আমার মনে হয় না। যাহোক, বক্তব্য শেষ করবার আগে আমি শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় শিক্ষা খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ করেছেন তাকে সমর্থন করছি এবং বলছি যে স্বাধীনতার ১৩ বৎসরের মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে তিনি যে বিরাণ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছেন তা যেন প্রশমিত হতে দেবেন না, দেশকে আরও অধিকতর অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবেন এই আশা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Amarendra Nath Basu :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি শিক্ষা খাতে আলোচনার সময় শিক্ষার সাধারণ নীতি এবং পদ্ধতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। এ সম্বন্ধে বহু বক্তা বলে গেছেন। আমি মনে করি সামান্য কিছু আলোচনার দ্বারা শিক্ষার পদ্ধতি আমরা পরিবর্তন করতে পারবনা কারণ আজ সরকার যাদের হাতে তারা অন্যভাবে চিন্তা করেন। আমি শুধু প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূক এবং অবৈতনিক ভাবে অতি সত্বর চালু করা হোক এই কথা বলব। আমার মনে হয় এই সভার সকল সদস্যই আমার সঙ্গে একমত হবেন এবং শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ও এটা স্বীকার করবেন।

অবশ্য তিনি ধীরে ধীরে এই পথে অগ্রসর হচ্ছেন ; কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এদিকে যত বেশী জোর দেওয়া যায় এবং এই কাজটা যত তাড়াতাড়ি চালান যায় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। স্বাধীনতা পাবার ১২ বছর পরে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে কতগুলো বৃহৎ বৃহৎ শিল্প আমাদের দেশে হয়েছে, কৃষির পদ্ধতি পরিবর্তন হয়েছে কি না, দেশের মানুষকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পেরেছি কি না, সমস্ত মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নত করতে পেরেছি কি না, দেশের মানুষ যাতে স্বাস্থ্যবান হয় সে দিকে নজর দিতে পেরেছি কি না। যদি এই সমস্ত দিকে নজর না দিই তাহলে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমি মনে করি শিক্ষার ভিত্তি হল প্রাথমিক শিক্ষা। সে জন্য আপনাদের কাছে আমি দাবী রাখছি যে যত শীঘ্র এটাকে ভালভাবে অবৈতনিক করে চালু করা যায় তার ব্যবস্থা আপনারা করুন। বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় একটি মানুষের ৪টি ছেলের মধ্যে ২টি ছেলেকে পড়াবার সুযোগ যদি সে সরকারের কাছ থেকে পায় তাহলে তার অনেক উপকার হয়। সেজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে যে সমস্ত বই পড়ান হয় তা যদি আপনারা অমনি দিতে পারেন তাহলে ভাল হয়, আর তা যদি না হয় তারা যাতে খুব কম মূল্যে বই পায় তার ব্যবস্থা করুন। আর একটা পদ্ধতি আমরা দেখছি, সেটা হচ্ছে এই যে প্রত্যেক বছর বই পরিবর্তন করা হয়। এটা যাতে না হয়—দাদার বই যাতে ভায়েরা পড়তে পারে সে ব্যবস্থা আপনারা করুন। বই বছর বছর পরিবর্তন করলে সত্যই অভিভাবকদের বড় অর্থ কষ্ট হয়, সে জন্য এদিকে আপনাদের নজর দেওয়া উচিত। আর একটা কথা—ছেলেরা স্কুলে যখন পড়তে যায় তখন তাদের দিনে অন্ততঃ একবার যাতে একটু পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া যায় সে দিকে সরকারের সম্পূর্ণ নজর দেওয়া উচিত। তারপর, স্কুলভবনগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে একেবারে অনুপযুক্ত। সেজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে বিদ্যালয়ভবন নির্মান করার জন্য এমন ভাবে প্ল্যান তৈরী করুন যাতে প্রচুর আলো বাতাস যেতে পারে এবং এই সঙ্গে ছেলেদের খেলাধুলা করবার জন্য যেন খেলার মাঠ থাকে। ছেলেরা সেখানে ৫।৬ ঘণ্টা থাকে, তাদের যাতে সেখানে অন্ধকার ঘরে থাকতে না হয়, আলো বাতাস যুক্ত ঘরে থাকতে দেওয়া হয় সে ব্যবস্থা করা উচিত। আমি গতবারে বলেছিলাম যে প্রাথমিক শিক্ষার ভার সম্পূর্ণ মেয়েদের হাতে দেওয়া উচিত। তাঁরা মা বোনের মত যত্ন নিয়ে ছোট ছোট ছেলেদের যেভাবে শেখাতে পারবেন বোধ হয় পুরুষরা তত পারবেন না। সেজন্য আমার দাবী হচ্ছে মেয়েদের হাতে প্রাথমিক শিক্ষার ভার দেওয়া হোক। আর একটা কথা হচ্ছে শিক্ষকদের মাইনে অত্যন্ত কম, তার উপর আবার তাঁরা পান না। যাঁরা জাতি গড়বার দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁদের মাইনে কিছু বেশী হওয়া উচিত যাতে তাঁদের সংসার চলতে পারে—এদিকে সরকারের নজর দেওয়া উচিত। আর একটা কথা হচ্ছে, নিরক্ষরতা দূর করবার জন্য যেভাবে চেষ্টা করা উচিত সেই ভাবে সরকার করছেন না।

যাতে কেউ আমাদের দেশে এরকম কেউ না থাকে অন্ততঃ সই করতে পাচ্ছে না। একটা খবরের কাগজ পড়বার মত দুচার খানা বই পড়বার মত ব্যবস্থা আপনাদের করা উচিত। আজ এই বক্তব্য রেখে একথাই বলবো যে ব্যয় বরাদ্দ এনেছেন তা সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে পাচ্ছি না, তার বিরোধিতা করছি।

[6—6-10 p.m.]

Shri Deo Prakash Rai : Mr. Speaker, Sir, before independence our leaders used to say that the aim of education under the British regime was to produce clerks only and that the system of education in independent India would be

radically changed. We believed and hoped that free India would be illuminated *with intellectual luminaries in every sphere of our national life.* But these *twelve years of independence have belied our hopes. The system of education* formulated by the British which was condemned as *anti-national produced* national leaders like our Rashtrapati Dr. Rajendra Prasad, Upa-Rastrapati Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, Netaji Subhash Chandra Bose, Royal Bengal Tiger Sir Asutosh Mookerjee, Sir J. C. Bose, Sarojini Naidu, Iswar Chandra Vidyasagar, Dr. Raman, Dr. Bhaba, the Chairman of the Atomic Energy Commission of free India and a host of others. But after independence the Government has cast the whole country with darkness at noon. The Government all over the country in general and in the State of West Bengal in particular have converted the temples of learning into no better than underwould dens. We cannot let the Government go scotfree when they try to save their face by condemning the students as indisciplined. You will ask me, who is responsible ? In your heart of hearts you know the answer. It is the Government who is not only to be condemned but censured and dismissed. I must, in all sincerity warn all the honourable members of this House that if we do not get rid of the present inefficient policy-makers in the Education Ministry and take up education in right earnest the Bengal of Rashtrapati Surendra Nath Banerjee, Deshabandhu C. R. Das, Gurudev Tagore and Netaji Bose will hang her head low with shame by producing an army of disillusioned, dejected and frustrated youths. During the British regime you know—every body of us knows—that there were two types of education—one was made for the wards of the rulers and the other for the wards of the ruled. The educational institutions that imparted education to the wards of the rulers always produced administrators and rulers, and the other type produced clerks with slave mentality. Sir, even after indipendence the same types of education still exist in our country—one for the children of the 'have-nots' and the other for the wards of Ministers, Secretaries, D.P.I. and others—in other wards for the 'haves' when Education itself which is responsible to cultivate and develop emotional integrity and national character is defective, when the youths of the country are diamatrically devided into two classes even in the temples of learning, when this class-consciousness is rooted & revolting in their minds from the very formative years of their life, how can you forge a disciplined national solidarity ?

Sir, the Leaders of the Opposition have thrown light on the many dark sides of the Education Ministry. I shall devote a little time which is now left at my disposal to focuss the attention of the House to some of the problems of the District of Darjeeling. Sir, in 1955 on the eve of the visit of the States Reorganisation Commission, so-called Congress leaders from Calcutta gathered in the hill station, Darjeeling and then it was promised to the hill people by no less a person than Dr. B. C. Roy himself that there would be a residential University for North Bengal in Darjeeling. But what do we find now ? They brought in a Bill for Kalyani University and now a Bill is already on the anvil

for the Burdwan University. I am interested because Darjeeling is my district. The other day Dr. Roy said that it must be centrally situated considering the *distance from each district of North Bengal. That gave us an inkling of his mind and how the Government is moving in this respect. Sir, while* formulating policies for different matters, it is found that Darjeeling is always neglected. In the Secondary Schools Nepali has been recognised as the medium of instruction. But there is no budget provision at all to produce text-books in Nepali. The hill people are educationally backward. Sir, without any budget provision for publishing books in Nepali, how can you promote education in the educationally backward area of Darjeeling ?

Shri Sishuram Mandal :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় শিক্ষাখাতে যে ব্যয়বরাদ্দ উত্থাপিত করেছেন আমি তা সমর্থন করতে উঠেছি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতায় যে সমস্ত তথ্য পরিবেশন করেছেন এবং বাস্তব অবস্থার সাথে পরিচয়ের ভিত্তিতে আমি বলতে পারি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে শিক্ষার অগ্রগতি অব্যাহত রাখা হয়েছে এবং ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দিকে চলেছে। বাজেটে যে সমস্ত দিকে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে তার মধ্যে শিক্ষাখাতে অর্থ বরাদ্দ সবচেয়ে বেশী।

তার মধ্যে শিক্ষাখাতে অর্থ বরাদ্দ সবচেয়ে বেশী। আরো তুলনা করে যদি দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে প্রতি বছরেই শিক্ষাখাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এবারে দেখবো কি ? কি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, কি মাধ্যমিক শিক্ষা, কি সমাজ-শিক্ষা, কি প্রাথমিক শিক্ষা— প্রত্যেক স্তরে যেমন ব্যাপকতার দিকে সরকারের দৃষ্টি রয়েছে, তেমনি এই সব শিক্ষা এবং যাঁরা এই সব শিক্ষার ভার নিয়ে আছেন, সেই সব শিক্ষকদের গুণের উন্নতির দিকেও সরকারের দৃষ্টি রয়েছে। পুর্ব পুর্ব বারে বিরোধীপক্ষের তরফ থেকে শোনা গেছে শিক্ষা কেবল বিস্তারই হচ্ছে, কিন্তু শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি হচ্ছে না। বিস্তারের দিকে লক্ষ্য প্রথম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের গুণের উন্নতি যে দরকার, সে কথা সরকার ভুলে যাননি। সেইজন্য শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যাও ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে এবং সেই সব খাতের অর্থ বরাদ্দও বেড়ে বেড়ে চলেছে। যাঁরা বলছেন যে শিক্ষাপদ্ধতি এমনিই হয়েছে যে শিক্ষার দ্বার অনেকের কাছে রুদ্ধ হতে চলেছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি পরীক্ষা-- কি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা, কি মাধ্যমিক পরীক্ষা, কি প্রাথমিক পরীক্ষা---এই সব পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যা দ্বারা কি প্রমানিত হচ্ছে ?

ডিসপার্স্যাল স্কীমে শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ করবার পন্থা বলে বিরোধী পক্ষের তরফ থেকে শুনলাম। আমরা তো দেখতে পাচ্ছি এই ডিসপার্স্যাল স্কীমের একটা সুবিধা হয়েছে এই মফঃস্বলের যে সব ছাত্ররা কলকাতায় এসে বেশী খরচ দিয়ে পড়তে পারতো না,—তাঁরা অধিক সংখ্যায় সেই সব কলেজে স্থান পাচ্ছে এবং সেখান থেকে পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারছে। এতে করে ছাত্র-ছাত্রীরা উন্নতির দিকে চলেছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি–যে শিক্ষাপদ্ধতিতে একটা পরিবর্ত্তন নিয়ে আসবার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তার সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা প্রত্যেকবারই যেমন হয়ে থাকে, এবারেও তা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই মাধ্যমিক শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তনের জন্য যে চেষ্টা করছেন, তাতে সকলে বুঝতে পারছেন সংখ্যার দিক দিয়ে মালটিপারপাস স্কুলের সংখ্যা

পশ্চিমবাংলায় অন্যান্য সব রাজ্যের চাইতে বেশী হয়েছে। হতে পারে শিক্ষকের অভাবের জন্য এই সব শিক্ষালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের বাঞ্ছিতমত হচ্ছে না। আমি সেদিকেও দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গ সরকার নজর দিয়েছেন। সেই সব শিক্ষকদের শিক্ষণের সরকার ব্যবস্থা করছেন। সায়েন্স শিক্ষার জন্য কনডেন্সড কোর্স খুলে দিয়েছেন—যাতে করে শিক্ষকরা সায়েন্স শিক্ষা গ্রহণ করে এই মালটিপারপাস স্কুলে শিক্ষা দিতে পারে।

অনারস পড়াবার জন্য অনেক কলেজের সাহায্যের হার সরকার বাড়িয়ে দিয়েছেন। এমনি করে অনারস ছাত্রদের প্রোভাইড করবার ব্যবস্থা সরকার করেছেন। সেখান থেকে পাশ করে বেরিয়ে—এই সব পালটিপারপাস স্কুলে ছেলেরা উপযুক্ত শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে পারবেন। এ বিষয়ে আমার একটা বক্তব্য অছে।

[6-10—6-20 p.m.]

অনেক দিক দিয়ে তারা অসুবিধা ভোগ করছে। প্রথমতঃ বেতনের হার মালটিপারপাস স্কুলে ইণ্টারমিডয়েটের সমান করে এইগুলি শিক্ষা দিতে হবে। কলেজে যে গুণসম্পন্ন শিক্ষকের প্রয়োজন এখানেও সেই গুণসম্পন্ন শিক্ষকের প্রয়োজন। একটা কলেজের শিক্ষকের নিম্নতম বেতনের হারের চেয়ে ঢের কম বেতন এই মালটিপারপাস স্কুলের শিক্ষকদের দেওয়া হয়। কাজেই শিক্ষকদের গুণসম্পন্ন করাও যেমন দরকার তেমনি দরকার তাঁদের পে স্কেলের উন্নতি বিধান করা। নইলে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকেই আসেন কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে অধিক বেতন পেলেই তাঁরা শিক্ষার কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য দিকে চলে যান। এই দিকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং গভীরভাবে এই সম্বন্ধে চিন্তা করতে বলছি। তা ছাড়া সামাজিক শিক্ষা। সামাজিক শিক্ষা আমাদের দেশে ক্রমশঃ উন্নতির দিকে যাচ্ছে। নিরক্ষর লোকের সংখ্যা কমে কমে আসছে এবং আক্ষরিক জ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা বাড়ছে। তাদের সেই শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য যেমন লাইব্রেরী সম্প্রসারণের ব্যবস্থা হয়েছে—আমি জানি প্রত্যেক জেলায় একটি করে জেলা লাইব্রেরী হয়েছে, থানায় থানায় লাইব্রেরী হয়েছে, রুরাল এরিয়াতে লাইব্রেরী হয়েছে—তেমনি এরিয়া বেসিসেও লাইব্রেরী বাড়ানর প্রয়োজন আছে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে একটা কথা না বলে পারছি না, সেটা সকলেই সমর্থন করবেন। সেটা প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন পাবার সমস্যা। বেতন পাবার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্ট। এটা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের ভিতর। তাই উচ্চ পর্য্যায়ে এর ব্যবস্থা যদি না করা যায় তাহলে শিক্ষকদের যে দুর্দ্দশা, সে দুর্দ্দশা ঘুচান সম্ভব হবে না।

Shri Rabindra Nath Roy :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য এখানে যে ব্যয় বরাদ্দ উপস্থাপিত করেছেন, সেই ব্যয় বরাদ্দের দ্বারা মূলগতভাবে আমাদের দেশের শিক্ষা জীবন, সাংস্কৃতিক জীবন, সমাজ জীবন ও আর্থিক জীবনের কোন ভাবেই রূপায়িত হবে না সে সম্বন্ধে আমরা প্রত্যক্ষ সন্দেহ পোষণ করি এবং তারাও পরোক্ষ ভাবে সন্দেহ পোষণ করেন। তারা পরোক্ষভাবে সন্দেহ পোষণ করেন এই জন্য যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের পক্ষপাতিত্ব, এবং দলগত রাজনীতি প্রচার করার জন্য, একচেটিয়া শিক্ষা ব্যবস্থা রাখবার যে প্রচেষ্টা করে চলেছেন, তা প্রকাশ্যে বলবার তাদের শক্তি নেই, এই জন্য তারা পরোক্ষভাবে এটা অনুভব করেন ও বোঝেন। আমি প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধেই আমার বক্তব্য

সীমাবদ্ধ রাখবো। আমাদের জেলা স্কুল বোর্ড তৈরী হয়েছে সেটা কোন গণতান্ত্রিক উপায়ে কোন নির্বাচিত করা হয় না। মামুলি যে ইউনিয়নগুলি আছে তাদের মেম্বার দ্বারাই এটা নির্বাচিত হয়, এবং তাতে দেখা যায় যে নির্বাচন এমন ভাবে হয় যাতে করে রাজনৈতিক স্বার্থই রক্ষা করা যায়। স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ করার দায়িত্ব যদিও ইনস্পেক্টর এর হাতে তা সত্বেও দেখা যায় যে পার্টির দলীয় রাজনীতির স্বার্থে এইগুলি করা হয়। জেলাবোর্ডগুলি আজকে দলীয় রাজনীতি প্রচারের পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে। যে সব অঞ্চলে যথেষ্ট স্কুল আছে, সেই সব অঞ্চলেই কি অজ্ঞাত কারণে স্কুল ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। কৃষক অধ্যুষিত অঞ্চলে যেখানে নাকি এখনো পর্য্যন্ত শিক্ষা প্রসার লাভ করতে পারেনি, প্রয়োজন অনুসারে স্কুল করা হয় না। স্থানীয় লোকের প্রদত্ত চাঁদায় ও চেষ্টায় যেসব স্কুল স্থাপিত হয়েছে এবং দুই জন মাত্র শিক্ষক নিয়ে কাজ চল্‌ছে সেইসব স্কুলের স্যাংসন ৩।৪ বৎসরের মধ্যেও আসে না। স্যাংসন আসে সেই সব স্কুলের যেখানে নাকি কন্‌ট্রাক্টর এর মাধ্যমে ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল ইনস্পেক্টর এবং জেলা বোর্ডের সভ্যদের মধ্যে ভাগাভাগি হতে পাবে। তারপর, রাজনৈতিক কারণে শিক্ষকদের নিয়োগ করা হচ্ছে, এবং বদলী করা হচ্ছে—যাতে শিক্ষকগণ আগামী সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রচার কার্য্য করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগ ও বদলীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে আমি বহুবার স্কুল বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে জানিয়েছি। কিন্তু কোন প্রতিকার হয় নি। আমার কন্‌ষ্টিটিউয়েনসীতে একটা বেসিক স্কুলের জন্য ১৯৫৫ সালে টাকা ও জমি দেওয়া সত্বেও আজ পর্য্যন্ত সেই স্কুল হয়নি, অথচ তার বহুপরে যেখানে জমি ও টাকা দেওয়া হয়েছে সেসব জায়গায় হয়ে গিয়েছে। এজন্য চব্বিশপরগণার জেলা স্কুল ইনস্পেক্টরকে অভিযুক্ত করছি; আমি নিজে তাঁর সংগে দেখা করেছি, কিন্তু কোন প্রতিকার তিনি করেন নি। আমি শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই এই অব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য তিনি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন সে কথা তিনি যেন এখানে পরিষ্কার ভাবে বলেন। তারপর, প্রাথমিক শিক্ষকদের সার্ভিস বুক আমার পুর্বে আরো অনেকেই বলেছেন—আমিও দাবী জানিয়েছি যেন অনতিবিলম্বে এর ব্যবস্থা করা হয়।

Shai Gopal Basu :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ফরচুনেইটলি হোক, আর আনফরচুনেইটলি হোক, কালকে আপনি আমার কাটমোশান সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন; আমি আপনাকে জানাতে চাই যে, আমার ৭টা কাটমোশান একসংগে লেখা আছে—সেজন্য আপনি ভুল করেছেন, কারণ কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটি ও বেলঘরিয়া ওয়ার্ড সম্পর্কে গত ৪ বৎসর ধরে একই কথা বলে আসছি, কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় আজ পর্য্যন্ত কিছুই করছেন না।

[6-20—6-30 p.m.]

Shri Bhupal Chandra Panda:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি কয়েকটা বিষয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথম কথা হচ্ছে, শিক্ষাখাতে কত টাকা কোন্ কোন্ আইটেম বরাদ্দ করেছেন সেটাই বড় কথা নয়; বড় কথা হচ্ছে, শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনার কথা বলা হচ্ছে তা কার্য্যতঃ কতখানি বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে। আজ এখানে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নানা

রকম দুর্নীতির কথা অনেক মাননীয় সদস্যই বলেছেন, আমি এখানে আমার জেলার সম্পর্কে প্রধাণতঃ বলব—আজ জেলা স্কুল বোর্ডের শিক্ষকদের নিয়োগও বদলীর ব্যাপারে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মঞ্জুরীর ব্যাপারে একটা অদৃশ্য ও গোপন হস্তের খেলা চলছে। আর যে সব শিক্ষক স্কুল বোর্ডের কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করে চলতে না পারেন, অথবা কংগ্রেসের সেরাস্থানীয় ব্যক্তিদের যদি বিরাগভাজন হন কোন কারণে, তাহলে তাঁদের দুর্ভোগের সীমাপরিসীমা থাকে না। আজ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে একটা রীতিমত ইজম্ সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং শিক্ষকগণের ভাগ্য নিয়ে কর্তৃপক্ষ ছিনিমিনি খেলছেন। শিক্ষকগণের স্বাধীন মতামতের কোন উপায় নাই, স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ নাই। যে সব শিক্ষকের আত্মসম্মান বোধ আছে তাঁরা শেষপর্য্যন্ত হাই কোর্ট পর্য্যন্ত গিয়েছেন এসব অত্যাচার ও অবিচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য। আজ শিক্ষাক্ষেত্রে এই যে বিশৃংখলা চলছে ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে এর মূলীভূত কারণে হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রেও আজ দুর্নীতি অনুপ্রবেশ করেছে। যদি কোন শিক্ষক কোন কারণে স্কুল বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে যেতে বাধ্য হন কোন অভিযোগের প্রতিকারের জন্য তাহলে তাঁর কাছ থেকে নানা কায়দাকৌশলে টাকা আদায় করা হয়।

আমাদের এলাকায় এই সমস্ত ঘটছে। দ্বিতীয় কথা বলতে চাই যে, হয়ত কোন জায়গায় একটা স্কুল রয়েছে কিন্তু আসলে দেখা গেল যে সে রকম কোন গ্রাম বা থানার নাম পর্য্যন্ত নেই; অথচ স্কুল চলছে। এ রকম ১০ বৎসর ধরে এই নামে স্কুল চলছে এবং এর বিরুদ্ধে আমরা অনেকবার বলেছি, ইনসপেক্টর গিয়েও তদন্ত করেছে কিন্তু আসলে তার কোন প্রতিকারই হয়নি। এ ধরণের বে-আইনী স্কুল যাতে আর না চলে তার ব্যবস্থা করা উচিত। আমি নাম করে বলতে পারি যে, নন্দীগ্রামে মোহনচন্দ্র কর নামে একটা প্রাইমারী স্কুল চলছে এবং সেখানে ৩ জন শিক্ষকের বদলে মাত্র একজন শিক্ষক আছেন এবং সেও আবার যেহেতু ব্যবসা করে তাই তাঁর মেয়েকে দিয়ে স্কুল চালায়। এ ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য আমরা বহুবার বলেছি কিন্তু কোনই প্রতিকার হয়নি। স্কুল বোর্ডের নামে সেখানে জমি দেওয়া হয়েছে এবং চারু বাবু যখন গিয়েছিলেন তিনিও আশ্বাস দিয়েছিলেন, স্কুল বোর্ডের মেম্বাররাও ইনকোয়ারী করেছেন কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই স্কুলের কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। আরেকটা কথা বলতে চাই যে, প্রাইমারী স্কুলে অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা মানের দিক থেকে আই, এ, এবং বি, এ, পাশ কিন্তু তা' সত্ত্বেও তাঁদের পে স্কেল না দিয়ে ঐ প্রাইমারীর স্কেল দেওয়া হয়েছে। তা' ছাড়া জুনিয়র হাইস্কুলে ডেফিসিট গ্রাণ্ট দেওয়া হচ্ছে না এবং অধিকন্তু অন্যান্য দিক থেকে তাঁদের নানারকম অসুবিধার মধ্যে রাখা হয়েছে। স্পেশাল ক্যাডার এবং রেগুলার টিচারদের মাইনের ব্যাপারেও একটা ডিসক্রিমিনেসন রয়েছে, অর্থাৎ যাঁরা স্পেশাল কেডার তাঁরা পাচ্ছেন ৮০৲ টাকা এবং রেগুলার টিচাররা সেখানে পাচ্ছেন ৯৫৲ টাকা। এ ছাড়া আমাদের ওখানে মাদ্রাসায় উর্দ্দু পড়াবার কোন ব্যবস্থা নেই। আজ আপনারা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং ব্যাক-ওয়ার্ড ট্রাইব্‌সদের জন্য যখন স্পেশাল ব্যবস্থাকরছেন তখন এই মাইনোরিটিসদের জন্যও সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া দরকার। আমাদের জেলা একটি খুব বড় জেলা কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে কলেজীয় শিক্ষা বা টেকনিক্যাল শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। ঘাটাল মহকুমায় আজ পর্য্যন্ত কোন কলেজ হয়নি এবং একটি মাত্রই টেকনিক্যাল স্কুল রয়েছে। আমাদের পলিটেকনিকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে কাজেই সেগুলির সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি পায় তার ব্যবস্থা করবেন এবং এর সঙ্গে আমি স্ত্রীশিক্ষার প্রতিও দৃষ্টি দিতে বলছি। এ ছাড়া দাশুন, বেলদা এবং তমলুক প্রভৃতি জায়গায়ও কলেজ হওয়া দরকার। কাঁথিতে যদিও একটি কলেজ রয়েছে কিন্তু ছাত্ররা

নানারকম অসুবিধার মধ্যে রয়েছে এবং প্রফেসার পায়না বলে অভিযোগ করেছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এবারে আমি আরেকটি গুরুত্বপুর্ণ সমস্যার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এবং সেটা হোল যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আজ পুলিশের তরফ থেকে নানারকম *অত্যাচার চালাচ্ছে। কথায় কথায় শিক্ষকদের নামে পুলিশ রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছে এবং পুলিশ ভ্যারিফিকেসন-এর নাম করে তাঁদের মুণ্ডপাত করবার জন্য মাথার উপর এই খড়্গ ঝুলিয়ে* রাখা হয়েছে। এইভাবে এঁরা যে পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন তাতে মনে হয় যে শিক্ষাদপ্তর আজ পুলিশ দপ্তরে পরিণত হয়েছে। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[6-30--6-40 p.m.]

Shri Basanta Lal Chatterjee :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমরা জানি যে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড এবং জাতিকে উপযুক্ত শিক্ষা না দিতে পারলে সমাজের উন্নতি হয় না। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, গত সালের তুলনায় এ বছরে ৫৯ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা শিক্ষা বাজেটে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ আমরা দেখছি যে পুলিশ বাজেটে ৬ লক্ষ টাকার উপর বেশী ধার্য্য করা হয়েছে। আমাদের পশ্চিম দিনাজপুর জেলা শিক্ষার ব্যাপারে অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে। আমাদের জেলাতে দেখতে পাই যে পুরুষ মাত্র ১৮% এবং স্ত্রীলোক মাত্র ৫%. শিক্ষিত। পশ্চিম দিনাজপুরে কলেজ ২টা, স্পেশাল স্কুল ১২টা, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ৮টা, মালটিপারপাস ৩টা, হাইস্কুল ১৯টা, জুনিয়র হাইস্কুল ৮২টা, প্রাইমারী স্কুল ৯৭৫টা এবং বেসিক টিচার ট্রেণিং সেণ্টার মাত্র ২টা আছে। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ। এখানে ইটাহার থানার লোকসংখ্যা ৮০ হাজার ৯৭৩ জন এবং হাইস্কুল মাত্র ১টা, বংশীহারিতে ৫১ হাজার ২৭৬ জন লোকের জন্য হাইস্কুল একটা; ঘাসমুণ্ডীতে ৫৬ হাজার ৩১৪ জনের জন্য একটা মাত্র হাইস্কুল; রায়গঞ্জ মিউনিসিপ্যাল এলাকা বাদে গ্রামাঞ্চলে একটাও হাইস্কুল নেই এবং হেমতাবাদে ৩৪ হাজার ৬৮০ জনের জন্য একটাও হাইস্কুল নেই। এই হচ্ছে পশ্চিম দিনাজপুরের প্রকৃত অবস্থা। আপনারা ১১ ক্লাস হাইস্কুল স্থাপনের যে সার্কুলার জারী করেছেন সেটা আমাদের সম্পূর্ণ অবাস্তব। সেজন্য আমরা এই সার্কুলার প্রত্যাহার করতে বলছি এবং ১০ ক্লাস হাইস্কুল যেটা ছিল সেটা চালানোর আমরা পক্ষপাতী। প্রাইমারী শিক্ষকদের অবস্থা খুব শোচনীয়; কারণ এঁরা মাত্র ৬২৷৷০ বেতন পান। এঁদের জন্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা করা দরকার। এছাড়া প্রাইমারী, জুনিয়র এবং হাইস্কুলের সংখ্যাগুলি গ্রামাঞ্চলে বাড়ান দরকার। ডেফিসিট গ্রাণ্ট প্রতিটা প্রাইমারী, জুনিয়র এবং হাইস্কুলে না দিলে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে না। সেজন্য বলছি যে, ডেফিসিট গ্রাণ্টের ব্যবস্থা করা দরকার। তারপর আপনাদের ডেভেলপ-মেণ্টের টাকা থেকে ইটাহার, মারনাই, গুলন্দর, ভুপালপুর ইত্যাদি জায়গায় বিল্ডিং গ্রাণ্ট দেওয়া দরকার। কারণ জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা এত খারাপ যে তাঁরা সেখানে টাকা দিয়ে নিজেরা বিল্ডিং করতে পারছেন না। শিক্ষাসমস্যাও আমাদের এখানে খুব দেখা দিয়েছে। বি. টি., বি-এস-সি টিচার্স গ্রামাঞ্চলে পাওয়া যায় না। শিক্ষক সরবরাহের ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে কিছু না থাকায় ভীষণ অসুবিধা হয়। সেজন্য আমার মনে হয় এই দিকে সরকারের সাহায্য করা দরকার। দিনের বেলায় যারা কাজ করে তাদের সুবিধার জন্য রায়গঞ্জ কলেজে নাইট সিফটের ব্যবস্থা করা দরকার। এই নাইট সিফট খোলার জন্য সরকারের কিছু সাহায্য করাও প্রয়োজন। পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় একটা পলিটেকনিক

স্কুল করা দরকার। এই পলিটেকনিকটি ভূপালপুর রাজবাড়ীতে যদি খোলা হয় তাহলে আপাতত: কাজ চলতে পারে—কারণ সেখানে প্রচুর ঘর আছে। একটা জুরিসডিকসন নির্দ্ধারণ করে আগামী অধিবেশনে যাতে উত্তর বাংলায় একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিল আনা হয় সেদিকে আমি সরকারকে অনুরোধ করব। কারণ উত্তর বাংলায় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। এ ছাড়া আমাদের এখানে একটা ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজ হওয়া অত্যন্ত দরকার। একটা মেডিক্যাল কলেজ উত্তর বাংলায় প্রতিষ্ঠা করা দরকার। পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় যে কোন জায়গায় যদি এই সব করা হয় তাহলে আমরা নিশ্চয় সাহায্য করব। এ ছাড়া আমাদের অঞ্চলে যে ফোক ড্যান্স, লোক সঙ্গীত ইত্যাদি অন্যান্য সে সমস্ত গান-বাজনা আছে যে সম্পর্কে বিশেষভাবে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। কম্পালসারী ফ্রী এডুকেশন সম্পর্কে অনেকে বলেছেন বলে আমি খুব বেশী বলব না। বই যা সিলেকসন করা হয় তাতে দেখা যায় যে ছেলেদের চেয়ে বইয়ের ওজন বেশী। কিশলয় বই সরকার ঠিকমত সরবরাহ করতে পারছেন না। বইয়ের দাম যাতে কম হয় এবং সকলে যাতে কিনতে পারে সেদিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। প্রাইমারী শিক্ষকদের বেতন সম্বন্ধে একটা কথা বলব। এদের বেতন যেখানে ৬৷৷২০ টাকা দেওয়া হয় সেখানে অন্য জায়গায় কি ভাবে খরচ করছেন সেটা একটু দেখাই।

ডিরেকসান্ অফিসে আপনারা একজনকে মাইনে দিচ্ছেন বছরে ২১ হাজার টাকা এবং সেখানে যে ক্লার্ক আছে তাদের মাইনে গড়ে মাসে ১৩৩ টাকা পড়ে আর পিয়নের মাইনে মাসে ২৫ টাকা পড়ে না—এই রকম অবস্থা। তাছাড়া ইনসপেক্সান অফিস যেটা রয়েছে সেখানে এত তারতম্য করা হয়েছে যেটা আমাদের কাছে খুব একটা অসামঞ্জস্য বলে মনে হয়। একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ইনসপেক্টর মাইনে পাচ্ছেন বছরে ১০ হাজার ২ শত টাকা আর ২১৭ জন বাঙালী পুরুষ ইনসপেক্টর মাইনে পাচ্ছেন বছরে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা আর মহিলা ইনসপেক্টর পাচ্ছেন বছরে ২ হাজার ১ শত ১৯ টাকা। এই তারতম্য আজও আমাদের দেশে রয়েছে। অথচ আমরা নীচের দিকের প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বাড়াতে চাচ্ছি না, তাদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের কোন ব্যবস্থা আমরা করতে চাচ্ছি না। স্কুলগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে দফায় দফায় ট্যাক্স দিয়ে কিছুতেই উন্নতি করা সম্ভব নয়। কাজেই গ্রামাঞ্চলের স্কুল কেবল মাত্র লাম্প গ্রাণ্ট না দিয়ে ডেফিসিট গ্রাণ্ট যাতে দেওয়া হয় সে দিকে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকে স্কুলের যেটুকু উন্নতি দেখান হচ্ছে সেই উন্নতিটুকু যদি খতিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন যে মিউনিসিপ্যাল এরিয়ায় আপনারা উন্নতি করেছেন কিন্তু সুদূর পল্লী অঞ্চলের যদি সেনসাস নিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন যে খুব কম উন্নতি হয়েছে। একেবারে কিছু করবেন না অথচ বেতন নেবেন, গদিতে বসে থাকবেন-তা হয় না। সংখ্যার দিক থেকে গ্রামাঞ্চলে উন্নতি দেখাচ্ছেন কিন্তু জনসাধারণ যে অন্ধকারে ছিল আজও তারা সেই অন্ধকারে রয়েছে। গ্রামের জনসাধারণকে যদি সুশিক্ষিত করে না তোলা যায় তাহলে কিছুতেই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হবে না এবং আপনারা যে শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছেন সেই শিক্ষানীতির আমূল পরিবর্তন না হলে কিছুতেই জনসাধারণের উন্নতি হবে না। আপনারা খাতের পর খাতে টাকা নেন কিন্তু সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আপনাদের কোন চেষ্টা দেখছি না। সেজন্য আমি বিশেষ করে বলছি যে এই শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে গ্রামাঞ্চলের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখুন। আমি কেবল পশ্চিম দিনাজপুরের ছবি দিলাম, এই রকম ভাবে উত্তর বঙ্গের প্রতিটি জেলার ছবি হবে—এই হচ্ছে আমার বক্তব্য।

Shri Bhawani Prasanna Talukdar :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষা খাতে এবারে যে বাজেট ধরা হয়েছে তার জন্য আমি শিক্ষা মন্ত্রীকে আপনার মাধ্যমে অভিনন্দন জানিয়ে এবং তাকে পুর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমাদের কুচবিহার জেলার শিক্ষা বিষয় সম্বন্ধে দু'চারটা কথা আপনার মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে রাখতে চাই। আমার সময় খুব কম সেইজন্য অমি বিস্তারিত আলাচনা করতে পারব না। কুচবিহার অতি অনগ্রসর জেলা। সেখানে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল মাত্র ৯টি, হাই স্কুল ১৩টি, জুনিয়র হাই ২২টি, এম, ই, স্কুল ৭৮টি, জুনিয়র বেসিক ২৬টি, প্রাইমারীসব রকম ক্যাটাগারী মিলে ৭২৫টি, এই আমাদেব আছে। কলেজেব মধ্যে গভর্ণমেণ্ট কলেজ ভিক্টোরিয়া কলেজ একটা আছে, আর স্পনসড কলেজ দিনহাটায় একটা আছে, আর জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজ কুচবিহারে একটা আছে, দিনহাটায় একটা আছে। কুচবিহারের ভিক্টোরিয়া কলেজ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব প্রথম কলেজ যেগুলি তাব মধ্যে অন্যতম। পুর্বে এই কলেজে "এম. এ," এবং "ল" পড়ান হত। আচার্য ব্রজেন শীল, স্বর্গীয় জয়গোপাল ব্যানার্জি প্রভৃতি প্রখ্যাত অধ্যাপক ঐ কলেজে ছিলেন, আর আজ আমাদের বলতে লজ্জা হচ্ছে, কলেজের অবস্থা অতি শোচনীয়, প্রিন্সিপাল সম্প্রতি মারা গেছেন, তাঁকে নিয়ে ৯জন প্রফেসার নেই। লাইব্রেরীয়ান নেই, তাব ফলে ৮ শত ছেলে মেয়েদের পড়ার বড় কষ্ট হচ্ছে। এই অবস্থাব কি পবিবর্তন করা যায় না? স্যাব, আমি আপনার মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয়েব কাছে আমাব একান্ত বিনীত নিবেদন জানাচ্ছি যে শীঘ্রই যাতে এই অবস্থা দুরীভূত হয় তাব ব্যবস্থা করে এই ৮ শত ছেলে মেয়েদেব শিক্ষা যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় তার যেন তিনি ব্যবস্থা করেন। ওখানকাব আর একটি খবব এই যে ৭৮ টি আমাদের এম, ই, স্কুল আছে, তাব মধ্যে ২ টি কুচবিহার সদর টাউনে আছে—গভর্ণমেণ্ট এম, ই, স্কুল; তার ভেতরে ৭৬ টি রিঅর্গানিজেশন হচ্ছে—৪৪ টা স্কুল সিনিয়র বেসিক এবং ৩২ স্কুল জুনিয়র বেসিক হচ্ছে এবং এর জন্য খরচ হবে বোধ হয় ৩৪ লক্ষ টাকা। এর জন্য আমাদের নিশ্চয়ই অভিনন্দন জানাতে হবে, ধন্যবাদ জানাতে হবে। কুচবিহার অত্যন্ত গরীব স্থান, শুনেছি যে আমাদের সিনিয়র স্কুলের জন্য ৬৬ হাজার টাকা খরচ হবে, তার মধ্যে লোকাল কন্ট্রিবিউশান হিসাবে ১০ বিঘা জমি এবং নগদ ৮ হাজার ৩।৪ শত টাকা দিতে হবে। আমাদের অঞ্চলটা খুব গরীব, সেজন্য আমি শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে নিবেদন করছি যে লোকাল কন্ট্রিবিউটশান জমি তারা দিতে সর্বদাই প্রস্তুত আছে, যদি নগদ টাকার পরিমানটা কমিয়ে দেন তাহাল খুব উপকার হয়। আমাদের কুচবিহার জেলায় একটা নিয়ম ছিল যে মেয়েরা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত ফ্রি টিউশান পাবে। এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা যে সারা পশ্চিম বাংলায় ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ার জন্য মেয়েদের কোন খরচ লাগবে না। কিন্তু কুচবিহারে মেয়েরা যে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল গভর্ণমেণ্ট স্কুলে সেই সুযোগ যাতে অব্যাহত থাকে সে জন্য আমি শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে নিবেদন করব। আমাদেব ওখানে এতগুলি রিঅর্গানাইজেসন হচ্ছে— সিনিয়র বেসিক হবে, কাজেই আমাদেব জেলাতে একটা সিনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজ হওয়া দরকার। কুচবিহারে বর্তমানে যে জুনিয়র বেসিক স্কুল আছে তাতে শিক্ষক খুব কম, তা বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। আর আমাদেব নর্থ বেঙ্গলের লিভিং বড় কস্টলি, শিক্ষকদের বড় কষ্ট হয়। প্রফেসারস এবং শিক্ষকদেব জন্য যাতে নর্থ বেঙ্গল এ্যালাওয়েন্স ধার্য হয় সেজন্য আমি আপনার মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাই এবং তিনি যে বাজেট উপস্থিত করেছেন তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[6-40—6-50 p.m.]

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শনিবার দিন যখন শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন না, তখন অজয়বাবু নোট নিচ্ছিলেন। অজয় বাবুর ইরিগেশান সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা হয়। ইরিগেশন সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে কি না জানি না, কিন্তু নোট নেওয়ায় যে অভিজ্ঞতা নেই এটা বুঝতে পারলাম। হয় তিনি নোট নিয়েছিলেন সেটা সুষ্ঠুভাবে নেওয়া হয়নি না হয় এটার কৃতিত্ব হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রীর—তিনি নোটের মধ্যে যেগুলি অসুবিধা ছিল সেগুলি কেটে দিয়ে ডিসক্রিসান ইজ্দি বেটার পার্ট অফ ভেলু এটা প্রমাণ করেছেন। উনি সেদিন এগ্রিকালচারাল স্কীম সম্পর্কে আমাকে কটাক্ষ করেছিলেন। তাঁর অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে ১৯৫৯ সালের তাঁর ডিপার্টমেণ্টের যে লিষ্ট আছে সেটা মন্থন করে আমি বের করেছিলাম। অতএব তাতে যদি কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে তাহলে "ইথে গৌরব তোমার" এই কথা আমি জানাচ্ছি। তারপর আর একটা জিনিষ জানাতে চাই—জাষ্টিফিকেশান দিয়েছিলেন যে মিডনাপুর কমার্স স্কীম থাকার জন্য—জানিনা কোন শিক্ষা মন্ত্রী এই রকম

rank ignorance of academic aspect of the multipurpose school

আছেন কিনা। তাতে একথা নেই যেহেতু মেদিনীপুর কলেজে কমার্স আছে সেখানে ছেলে যোগাবার জন্য হাই স্কুলে কমার্স থাকবে—এই উদ্দেশ্য ছিল না। মুদালিয়ার কমিশন বা অন্যান্য জায়গায় যেখানে মাল্টি-পার্পাস স্কুলের উদ্দেশ্য ছিল সেখানে অন্য দিক থেকে এ্যানালাইসিস ছিল।

জব এনালাইসিস ছিল, ছেলেদের সাইকোলজিক্যাল এনালাইসিস করা যায় কি না—এসব ছিল কিন্তু কলেজের কমার্স ডিপার্টমেণ্ট, এই কমার্স স্কীম করবে এই সব অদ্ভুত যুক্তি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে শুনেছি। অন্য জায়গা থেকে আমরা এজিনিষ পাই না। উনি যে বক্তৃতা দিলেন তাতে তিনি বললেন আমরা যদি তথ্য জানতাম তাহলে অনেক সমালোচনা করতাম না, সত্যই করতাম না। কিন্তু সেই তথ্য যাতে জানতে পারি সে সম্বন্ধে আপনি কি করেছেন এখন পর্যন্ত জানি না। তথ্য আমাদের জানা নাই উনি বলেছেন; প্রাইমারী এডুকেশন সার্ভে হয়েছে ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ এটা পাবলিশ হয়েছে কি না জানতে চাইছি। এসোসিয়েশন থ্রু দিয়ে তিনি বলেছেন, প্রাইমারী এডুকেশন সার্ভে হয়েছে ওয়েষ্ট বেঙ্গল-এ এটা পাবলিশ হয়েছে কিনা জানতে চাইছি। এসোসিয়েশন থ্রু দিয়ে তিনি বলেছেন—

The report is only meant for the department.

আমরা মেম্বার এসেম্বলীর রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করবার, তথ্য জানবার উপায় নাই। বর্তমান শিক্ষাসাচিব সম্বন্ধে আমি বিরুদ্ধ সমালোচনা করবো না, কারণ কালকে আপার হাউস এও এই সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা হয়েছে তারপরে আমি যদি বস্ত্র হরণ করতে চাই তাহলে সি, এস, পি, সি, এ, এর হাতে ধরা পড়বো। আমি শুধু এখানে একটা কথা জানাতে চাই-যখন পূর্ববর্তী ডি, পি, আই, ডাঃ পরিমল রায় ছিলেন তখন পাব্লিসিটি হত, তখন বই ছাপা হত। আমি আজকে জিজ্ঞাসা করতে চাই শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে এবং তার সচিবকে কোন জিনিষ কি তারা পাবলিশ করেছেন ওয়েষ্ট বেঙ্গল সম্বন্ধে ডেট এবং ফিগার দিয়ে, ডাঃ পরিমল রায় চলে যাবার পর? মিঃ ডি, এম সেনের আসার পর থেকে?

Bengal was one day ruled by the Pal Dynasty and the Sen Dynasty. The Pal Dynasty is no more but the Sen Dynasty is continuing strong.

আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই এ ব্যাপারে কোন জিনিষ বেরোয়না। অথচ উনি বলছেন আমরা যদি তথ্য জানতাম !! শুধু আমাদের নয় সেণ্ট্রাল এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট এর সার্ভে রিপোর্ট এও বেরোয়নি। এরা সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টকেও বঞ্চিত করেছেন। অথচ আজকে আমাদের উপদেশ দিলেন যদি তথ্য জানতে পারতাম ! বলি তথ্য জানবো কি হাত গুণে ? না কি গণকের কাছে গিয়ে ? যদি এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট থেকে পাবলিসিটি না হয় ? আর যে তথ্য জানি তা বার করলে পর মেজাজ ওদের গরম হয়ে যায় !

Outlook of the State Government and the outlook of the Central Govt.

কত তফাৎ দেখুন। সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট এর এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী মিঃ স্যাদিন্' এটা বলেছেন

Experiments of Primary and Basic Education, 1956, published by the Ministry of Education,

তিনি কি বলছেন

The Ministry of Education has been anxious to provide publicity for all significant and promising educational experiments. Education can become a living and dynamic force only if its doors and windows are kept open. I do not know why in this matter our Education Department and educational workers should have to carry their lights under the bushel.

অতএব এজিনিষ আমরা করছি না—এ নালিশ আমরা করছি না, সেণ্ট্রাল এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট এর সেক্রেটারী করছেন। এত ঢাকঢাক গুড়গুড় কেন ? এডুকেশন তো আর রাজনীতি নয় ! স্যার আমি আপনার মাধ্যমে একথা জানতে চাই—পশ্চিমবঙ্গে এডুকেশন এর উন্নতির জন্য যদি কোন রকম প্রচেষ্টা হয় তাহলে আমি তা সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করবো। সেখানে সেণ্ট্রাল মিনিষ্ট্রিতে কন্সাল্টেটিভ কমিটি হয়েছে, এষ্টিমেট কমিটি হয়েছে, এখানে কি করছেন ? এখানে কি কেউ শিক্ষা সম্বন্ধে ইণ্টারেষ্টেড না ? আজকে শুধু আমি বলতে চাই কংগ্রেসী বন্ধুদের নাকের কাঁদুনি কি আমরা শুনি নি লবীতে ? এটা কি সত্য নয় যে কংগ্রেসী বন্ধুদের মধ্যেও পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আছে এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট এর বিরুদ্ধে। মাঝে মাঝে আমরা সহানুভূতি দেখাই এডুকেশন মিনিষ্টার এর প্রতি কিন্তু মন্ত্রী মহাশয়ের সাধ্য নাই এবিষয়ে তিনি কিছু করেন। কারণ যে সচিব আছেন তার প্যাট্রন হচ্ছেন অন্য লোক সেখানে তিনি হাত দিতে পারেন না, এটা সত্য কথা—এটা কি তিনিও বুঝেন না বা জানেন না ?

[Noise & Interruptions]

স্যার আমারএই এ যে সময় যাচ্ছে, আমি কিন্তু এ সময় আনন্দবাবু কিংবা মন্ত্রীমহাশয়ের কাছ থেকে আদায় করে নেব। তারপর যেটা বলছিলাম কোন জিনিষ কি ওরা পাবলিশ করেছেন স্কুল কোড বা অন্য কিছু ? এ জিনিষ আমরা পাই না—সত্যেনবাবু প্রশ্ন দিয়েছেন আজকে পেলাম।

If the Government publication entitled, "Rules framed under the Bengal Primary Education Act", is out of print.

পাওয়া যায় না, এ জিনিষের কি করেছেন ? এ জিনিষটা ব্ল্যাক্-আউট করছে কে, সেই লোকটাকে বার করা হোক্ এবং এটাই আমি বলতে চাই কন্সাল্টেটিভ কমিটি এবং এষ্টিমেট

কমিটি যেখানে যেরকম আছে সে রকম করুন, আমরা সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করবো একথা আমি বলছি।

[6-50—7-0 p.m.]

গত বছর শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় তাঁর বাজেট বক্তৃতার সময় ইংল্যাণ্ড এর এডুকেশন সম্বন্ধে খুব গর্ব্ব করে বলেছিলেন। ইংল্যাণ্ড এর এডুকেশন সম্বন্ধে এক খানা বই নাকি বেরিয়েছে, সেটা তিনি খুব ভাল করে পড়েছেন এবং তার একটা কপি এখানে রাখা হয়েছে। সেটা মিউজিয়াম কপি হতেপারে, কিম্বা আর্কিওলজিকেল রিসার্চ বই হতে পারে। কিন্তু তিনি কি এই বইখানা পড়েছেন—সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের এষ্টিমেটস কমিটির ১৯৫৯-৬০ সালের রিকমেন্ডেশন? ইংল্যাণ্ডের বইতে যা আছে তার চেয়ে অনেক বেশী কথা এই বইতে আছে। সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের এই কমিটির চেয়ারম্যান তিনি বলছেন

"A analysis of the action taken by the Government on the recommendations in the fourth report of the Estimates Committee is given in Appendix C. It would be observed therefrom that out of 44 recommendations made in the report 36 recommendations—81·8 per cent—have been fully accepted by the Government".

এঁকে আমি নমস্কার জানাবো। কিন্তু এষ্টিমেট কমিটি শিক্ষা ক্ষেত্রে যে ভাবে রিকমেন্ডেশন করেছেন, তাতে আমি তাকে নমস্কার জানাতে পারি না, তাকে ধিক্কার জানাই। এদের কোন কষ্ট নেই, অথচ ২১ পারসেণ্ট নিচ্ছেন। কমিটি বলছেন সচিবই হচ্ছে এডুকেশন, এডুকেশনই হচ্ছে সচিব। এইত হল বাংলা দেশের শিক্ষার অবস্থা। তারপর আর একটা ব্যাপারের কথা আমি এখানে বলতে চাই। আমি দুটা সভায় গিয়েছিলাম একটা প্রেসিডেন্সী কলেজের সভায়, আর একটা ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং ইনস্‌টিটিউটের সভায়. আমি এই জন্য সেখানে গিয়েছিলাম যে আমাদের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয় বক্তৃতা দেবেন, অতএব শিখতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি মজার কথা—আমরা এখানে যে ভাবে সমালোচনা করি, বক্তৃতা করি—এখানেত তিনি সেই রকম ভাবে তার উত্তর দেন না, যে রকম ভাবে সেখানে তিনি বললেন। আমি শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম—তিনি বললেন

we are antiquated in understanding things.

তাঁর বক্তৃতা শুনে খুব আনন্দ হল। খাদ্য খেলাম কিন্তু রিউমিনেটিং, চিউয়িং দি কাড্‌স। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রেসিডেন্সী কলেজের সভায় বলেছেন আমাদের শিক্ষকদের অভাব, উপযুক্ত শিক্ষক নেই। তারপর ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজএ গিয়ে সেখানেও বললেন যে আমাদের শিক্ষকদের অভাব। এখন যখন মাল্টিপারপাস স্কুল করতে যাচ্ছি, সেখানে উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যায় না। বি. এ. অনার্স, বি. টি, এম. এ. সেকেণ্ড ক্লাস. বি. টি, সব পাওয়া যায় না। উনি খবর রাখেন কি না জানি না, তবে শিক্ষা সচিব মহাশয়ের জানা উচিত যে ২৫০টি স্কুলের এনালাইসিস হয়েছিল তার মধ্যে হিউম্যানিটিস্ পড়াবার জন্য মাষ্টার ৫০ পারসেণ্ট কলেজেতে নেই। আণ্ডার কোয়ালিফাইড সায়েন্স মাষ্টারদের কথা ছেড়েই দিলাম, কারণ উনি শুনলে হয়ত আঁতকে উঠবেন। হিউম্যানিটিস্ পড়াবার লোক নেই। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় শিক্ষার বই সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন এবং শিক্ষা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা উনি বলেছিলেন। আমি ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে নিজের কানে শুনে এসেছি যে ওঁর নাতনীর বই দেখে,

উনি চমকে উঠেছিলেন। উনি চমকে উঠেছিলেন কেন? তার কারণ, সেই বইএ যেসমস্ত জিনিষ আছে তা ভাল ফাষ্ট ক্লাস মাষ্টার না হলে ছেলেদের বোঝাতে পারবেন না। ঐ দিন ঐখানে এই সমস্ত কথা উনি বলে ছিলেন, অথচ এখানে এই ধরণের কথা তাঁর মুখ থেকে বলতে শুনিনি। সেখানে কেন এই সমস্ত বে-ফাঁস কথা বলতে যান? তখন ফিলিংস এর মাথায় সেখানে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং ইনসটিটিউসনএ সেই কথা বলে ফেলেছিলেন। তার কারণ বলে দিচ্ছি। সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ড যে সমস্ত স্কুলের বই তৈরী করেন, তা দিগ্গজ পণ্ডিত দিয়ে করা হয়, এবং তাদের যত যা কিছু পাণ্ডিত্য আছে, তাতে পশ্চিম বাংলা গভর্ণমেণ্ট মনে করেন তারা একেবারে প্রেম চাঁদ, রায় চাঁদ স্কলার; এদের মত আর কেউ টেক্সট্ বুক তৈরী করতে পারেন না। টেক্সট্ বুক তৈরী করবার সময়, মাষ্টার মহাশয়দের পরামর্শ নিয়ে করা হয় না, যারা স্কুলে পড়ায়, তাদের সঙ্গে কন্সাল্ট করে তৈরী হয় না। সেই জন্য এই জিনিষ হয়েছে। নিজের নাতনীর মাথায় লগুর পড়েছে, তাই হয়ত মন্ত্রী মহাশয় একটু হুঁশিয়ার হবেন। তারপর আর একটা জিনিষ বলতে চাই—উনি সেকেণ্ডারী এডুকেশন এর কথা বলেছেন, তাঁকে আবার বলছি, এর ব্যবস্থা অত্যন্ত হতাশাজনক হয়েছে। সেকেণ্ডারী এডুকেশন এর মাল্টিপারপাস ব্যবস্থা সম্বন্ধে এখানে একজন বন্ধু বললেন। তিনি বাঁকুড়া থেকে এসেছেন, তাঁর নাম হচ্ছে শিশুরাম বাবু। শিশু বাবু একটু বয়স্ক হলে পর, তিনি বুঝতে পারবেন তাঁর কথা। অর্থাৎ বাংলাদেশে মালটিপারপাস স্কুলের সংখ্যা কেন এত বেশী? তার কারণ মালটিপারপাস স্কুলের মধ্যে মধু আছে। অন্যান্য ষ্টেট্ এর চেয়ে পশ্চিম বাংলায় মালটিপারপাস স্কুলের সংখ্যা বেশী, অথচ কোয়ালিফাইড টিচার নেই আর মধু হচ্ছে—সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট এর কাছ থেকে ৬০ পারসেণ্ট টাকা পাওয়া যায়। এই সমস্ত ব্যাপারে ৬০ পারসেণ্ট খরচ সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট বহন করছেন। নগদ টাকা, কিছু নাড়াচাড়াতে সুবিধা হয়। সেখানে একটু প্রেম হবে বইকি। এই জন্যই এতগুলি মালটিপারপাস স্কুল করবার কারণ হয়েছে। সেকেণ্ডারী এডুকেশন এর ভিতর মালটিপারপাস জিনিষ পড়ানত একটা গৌরবের কথা। কিন্তু এখানে একটা জিনিষ বিশেষ ভাবে দেখা যাচ্ছে। এখানে ভাল মাষ্টারের ব্যবস্থা নেই, টেক্সট্-বুক এর অব্যবস্থা, কোয়ালিফাইড টিচার নেই। সেই জন্য সেদিন আমি বলেছিলাম আমাদের দেশের ছেলে গুলিকে রায় হরেন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয় এবং ডি, এম, সেন মহাশয় গিণিপিগ এর মত হত্যা করছেন। ওঁদের এখানে ট্রায়াল হওয়া উচিত, বিচার হওয়া উচিত।

আর একটি কথা বলতে চাই—গত বছরও বলেছিলাম সেকেণ্ডারী বোর্ডের অফিস সম্বন্ধে কেলেঙ্কারীর কথা। প্রথম দিনে তিনি কান দেন নাই। দ্বিতীয় দিনে বললে তিনি বলেছিলেন অনুসন্ধান করবো। আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে বলতে চাই মন্ত্রীমহাশয়কে,— বলে যান তিনি কি অনুসন্ধান করেছেন সেই দুর্নীতি সম্বন্ধে। আমি এখানে বলবো যে জিনিষ সম্বন্ধে প্রাইম মিনিষ্টার পণ্ডিত নেহরু বলেছিলেন করাপশন সম্পর্কে ডেফিনিট সংবাদ পেলে,আমি অনুসন্ধান করবো, এন্‌কোয়ারী করবো। এখানে এই এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট সম্বন্ধে একটা এন্‌কোয়ারী কমিটি বসান হোক। সেই এন্‌কোয়ারী কমিটি আমাদের এই লেজিসলেচারের সমস্ত দলের মেম্বারদের লোকদের নিয়ে বসান হোক। আমাদের এখানে কি দুর্নীতি আছে কি না আছে—সেটা তাঁরা অনুসন্ধান করে দেখবেন। হরেন বাবু সেখানে কত অসহায়? আপনাদের হয়ত মনে আছে তখন যুগান্তর কাগজে বেরিয়েছিল— পান্নালাল বাবু হতাশ হয়ে তাঁর সচিবের কোলে বসে রয়েছেন। পান্নালাল বাবু সেই সময়

শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও আমি তার পুনরুক্তি করে সেই কথাই বলবো—বর্ত্তমান শিক্ষামন্ত্রীও অসহায় হয়ে ঐ সচিবের কোলেই বসে আছেন। ছিল একই আছে—দৃশ্য কিছুই বদলায় নাই। সেকেণ্ডারী বোর্ড যে বাড়ীতে, সেই বাড়ীর ব্যাপারে তুলসী কালোয়ারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিলেন এডুকেশন মিনিষ্টার, তাঁর পকেট ভরবার জন্য। তিনি কংগ্রেস পার্টির সদস্য,—সেই পার্টির মধ্যে কেন একটা অনুসন্ধান হবে না ? সরকারের টাকা—এই গরীবের টাকা বিনা অনুসন্ধানে চলে যাবে ? শুধু অনুসন্ধান করবো বলে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। সেই অনুসন্ধানের রিপোর্ট আমরা চাই। তার জন্য আমরা সাহায্য ও সকল প্রকার সহানুভূতি জানাব। এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট-এর জন্য এবং অন্যান্য ডিপার্টমেণ্ট-এর জন্য কন্সালটেটিভ কমিটি, এষ্টিমেট কমিটি, যেমন সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট করেছেন, তেমনি এখানেও থাকা দরকার। কারণ এটা তো আর নূতন জিনিষ নয়। দু' জায়গায়ই কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট ; বয়ঃজ্যেষ্ঠরা যখন করেছেন, তখন কনিষ্ঠরা করলে তাতে দোষ কি ?

তাঁরা তাঁদের পক্ষপুষ্ট আচ্ছাদনে যে গুটিকয়েক সেক্রেটারী রেখেছেন—সে হচ্ছে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট-এর সেক্রেটারী, স্বাস্থ্য বিভাগের সেক্রেটারী এবং এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট-এর সেক্রেটারী এবং এই তিনজন সেক্রেটারী হচ্ছে—ট্রিপড অফ আওয়ার চীফ মিনিষ্টার।

Shri Nepal Roy :

এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট-এর সমস্ত জায়গায় গলদ আছে মানি—কিন্তু ডাঃ চাটার্জ্জী যেখানের ভাল ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল, সেখানকার স্বরূপ কি ?

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay :

On a point of personal explanation Sir,

নেপাল বাবু কি জানেন না আমি চার পাঁচ বছর হলো ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল থেকে রিটায়ার করেছি ? তাঁর আর একটু আপ-টু-ডেট হওয়া উচিত।

[7—7-10 p.m.]

Shri Trailokya Pradhan :

স্যার, আমাদের এক বন্ধু মেদিনীপুর জেলা স্কুল বোর্ড সম্পর্কে অভিযোগ করে বলেছেন—স্কুল আছে, অথচ সেই নামে কোন গ্রাম নাই, মৌজা নাই। আমি বন্ধুকে জানাতে চাই আপনার মাধ্যমে—এমন অনেক বিদ্যালয় আছে, যেখানে সেই নামে কোন মৌজা বা গ্রাম নাই। কাঁথি নামে প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চতর বিদ্যালয় এমন কি কলেজও আছে, কিন্তু কাঁথি নামে কোন গ্রাম নাই। সাতমাইলা হাই স্কুল, প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, কিন্তু সাতমাইলা নামে কোন মৌজা নাই। দীঘা প্রাথমিক স্কুল আছে, হাইস্কুল আছে, অথচ দীঘা নামে কোন মৌজা নাই। এমন অনেক গ্রাম আছে, যেখানে এই গ্রামের নামে মৌজা প্রচলিত নাই, অন্য নামে ডাকা হয়। বহুদিন থেকে সেই নামে স্কুল চলে আসছে। সেন্সাস দেখে এবং মৌজার জে-এল নম্বর দেখে নামকরণ হয়। সেই সমস্ত নাম পরিবর্ত্তন সুরু হয়েছে। হয়ত, অচিরে হবে। কিন্তু সবক্ষেত্রে সম্ভব হবে না।

আর একটা কথা বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রাজনৈতিক কারণে বদলী করা হয়। আমি তাদের জানাই—মেদিনীপুর জেলা স্কুল বোর্ডের অধীনে প্রায় ১২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক আছেন। তাদের বদলী খুব কম সংখ্যায় হয়। একজন হাইকোর্টের কেসের কথা বলেছেন। যেখানে ১২ হাজার শিক্ষক কাজ করেন, সেখানে হয়ত এ রকম

দু'একটা হতে পারে। কিন্তু কোন বদলী রাজনৈতিক কারণে হয় নাই। যখন কোন বদলী হয়েছে, তখন দেখা গেছে সেই শিক্ষক তাঁর কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন নাই এবং সেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করার জন্য তাকে বদলী করা হয়েছে।

হয়ত আমার বন্ধুগণ তারাই এর পিছনে রাজনীতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। আমি এই কথা বলবো যে, তাঁরা বলেছেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য অনেক দরখাস্ত করেও তারা মঞ্জুরী পাননি। আমি জানি শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ করা হয়। মেদিনীপুর জেলায় ঢের প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে—অল্প অল্প দূরত্বে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিদ্যালয় হয়নি এমন জায়গা নেই। মেদিনীপুরে রাজনৈতিক দলগতভাবে নির্ব্বাচন বহু হয়েছে ও বহু হচ্ছে। মাত্র ২।১টি জায়গায় বিরোধী সদস্যরা নির্ব্বাচনে দাঁড়ায় না। আমাদের ওখানে ৩২টি আসনের জন্য ৩২টা আসনেই তারা নির্ব্বাচনে দাঁড়িয়েছেন এবং প্রাথমিক শিক্ষকরা যে নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন না একথা আমি বিশ্বাস করি না, করবোও না। তারা সকলেই যে কংগ্রেসকে সমর্থন করেন তা নয় বিরোধী পক্ষকেও সমর্থন করেন। সুতরাং বিরোধী পক্ষরা ও রাজনীতি করে থাকেন।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে বিরোধী পক্ষ থেকে এবং আমাদের কংগ্রেস পক্ষ থেকেও অধিকাংশ ভাষণ যা দেওয়া হয়েছে, তা বাংলা ভাষায় কাজেই আমি জবাব বাংলাতেই দেবো। সত্যেন মজুমদার মহাশয় প্রথম সমালোচনা করতে উঠে যা বলেছেন, তার প্রথম দফা হচ্ছে যে মিস্‌সেলেনিয়াস হেডএ মাত্র ৮ লক্ষ টাকা কেন? ডেভেলপমেণ্ট এর কথা বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেণ্ট এর কথা বলছেন, অথচ মিস্‌সেলেনিয়াস হেড এ মাত্র ৮ লক্ষ টাকা কেন? অন্য কেউ বললে আমি ব'লতাম যে তিনি বাজেট পড়েন নি। কিন্তু সত্যেন বাবুকে আমি সে কথা বলতে পারি না, তিনি পড়াশুনা করেই সমালোচনা করার চেষ্টা করেন এবং তিনি ইল-ইন্‌ফরর্মড নন, তবু আমি তাঁকে বলবো যে তিনি যদি ভাল করে বাজেট পড়ে দেখেন তাহ'লে দেখবেন যে মিসসেলেনিয়াস হেডএ মাত্র ৮ লক্ষ টাকানেই, সেখানে ৩৯ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ধরা আছে। তিনি আরো বলেছেন যে, মিসসেলেনিয়াস হেডএ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ কোন কথা নেই। কিন্তু এখানে ইয়থ ওয়েলফেয়ার, টেক্সট্‌ বুক মুদ্রণ ইত্যাদি ব্যাপারের জন্য এই খরচের ব্যবস্থা আছে, এখানে কোন বড় বড় দফার খরচার ব্যবস্থা নেই। তারপর তিনি বলেছেন যে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে খরচ হয়, তার মাত্র শতকরা ৯ ভাগ সরকার দিয়ে থাকেন, আর সব দেশের লোক দিয়ে থাকে। প্রথম কথা হচ্ছে, আমরা যদি সেকেণ্ডারী এডুকেশন কমিশন এর রিপোর্ট দেখি তাহলে দেখতে পাবো আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আমরা খরচ করেছি ১৯৫৫-৫৬ সালে ৭৭'৭ পারসেণ্ট। আজকে এর চেয়ে অনেক বেশী খরচ বাড়ান হয়েছে। কিন্তু ১৯৫৫-৫৬ সালেও শতকরা ৭৭'৭ পারসেণ্ট খরচ করা হয়েছিল, আমার কাছে গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ার রিপোর্ট আছে তাতেও দেখতে পাবেন।

ইউনিভার্সিটি এডুকেশনএ শতকরা ৫০ টাকার বেশী খরচ করের পশ্চিমবংগ সরকার। আমার ধারণা যে, যে সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেস সরকার আছে, যেমন বোম্বে, ইউ. পি, মধ্যপ্রদেশ মাদ্রাজ—তাদের সকলের থেকে বেশী খরচ করেন ইউনিভার্সিটি এডুকেশনে পশ্চিমবংগ সরকার।

[7-10—7-20 p.m.]

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay :

হ্যাঁ, সেকেণ্ড লোয়েষ্ট ইন ইণ্ডিয়া

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri :

ব্যঙ্গোক্তির উত্তর দেবোনা। একথা ঠিক নয় যে আমি যে ফিগার দিয়ে থাকি তা প্রাচীন ফিগার। তিনি যদি দেখেন তাহলে দেখবেন একটা স্পেয়ারএ—প্রাথমিক শিক্ষাই হোক, মধ্য শিক্ষাই হোক, আর উচ্চ শিক্ষাই হোক, পশ্চিমবংগ সরকার যথেষ্ট বেশী ব্যয় করেন অনেক সরকারের চেয়ে ; দ্বিতীয় কথা তিনি বলেছেন,'টিচারদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হচ্ছে কিছু নাকি বোঝা যাচ্ছে না। আমি কাউন্সিলএ জানিয়েছি, এখনও জানিয়ে দিচ্ছি যে, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে'উইথ এফেক্ট ফ্রম্ দি ফার্ষ্ট অফ এপ্রিল, ১৯৫৯'—যেসময়ের কথা বলেছি সেই সময়েই করেছি—আমরা কথা বলে ফিরিয়ে নিই না। তারপরের কথা হচ্ছে, কি শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষার স্তর কি ? —যে শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বত্র প্রচলিত, আমরা সেই শিক্ষাই দিচ্ছি, বেসিক্ এডুকেশনও প্রবর্তন করছি। জনৈক বক্তা, বোধ হয় ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু মহাশয়া বলেছেন কি ধরণের বেসিক্ এডুকেশন, এই প্রসংগে আমি তাঁকে জানাচ্ছি যে আমাদের এখানে যেটা প্রবর্তিত হয়েছে, সেটা ঠিক ওয়ার্ধা স্কীম অনুযায়ী হয়েছে কিনা আমি সঠিক বল্‌তে পারবনা। ডাঃ হীরেন চট্টোপাধ্যায় ব্যংগকরে বলেছেন, এটা হরেন্দ্র বাবু মার্কা বেসিক এডুকেশন। তাঁর অবগতির জন্য আমি তাঁকে বল্‌ছি, খেরে খের কমিটি যার মধ্যে ডাঃ জাকির হোসেনের মত বুনিয়াদী শিক্ষানায়ক ছিলেন, তাঁদেরই সুপারিশ অনুসারে আমাদের এখানে বেসিক এডুকেশন প্রবর্তিত হয়েছে, সুতরাং আমার মার্কা নয়। তারপর কথা উঠেছে, জুনিয়র বেসিক স্কুল এর ছেলেরা কোথায় যাবে, ইন্‌টিগ্রেশন এর কি ব্যবস্থা হয়েছে ? দুটো ব্যবস্থা আছে। প্রথম কথা হচ্ছে, জুনিয়র বেসিক স্কুলএ পাঁচটা মান আছে—জুনিয়র বেসিক স্কুল থেকে সিনিয়র বেসিক স্কুলএ যেতে পারে, সাধারণ স্কুলেও যেতে পারে, ক্রাফট ট্রেনিংও নিতে পারে যদি সাধারণ স্কুলে আসে সেখানে এসে ক্লাস এইট পর্য্যন্ত পড়তে পারে। কাজেই ইনটিগ্রেশন এর ব্যবস্থা হচ্ছে না বা নেই কথা ঠিক নয়। শুধু তাই নয়, ক্লাস এইট থেকে টেক্‌নিকাল স্কুলএ যেতে পারবে। সুতরাং ওঁরা যদি এবিষয়গুলি ভাল করে অনুসন্ধান করে জেনেশুনে সমালোচনা করেন তাহ'লে তার প্রশ্নকরা বা উত্তর দেওয়ার অবকাশ হয় না। তারপর, গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ার রিসেণ্ট সার্কুলারএ বলা হয়েছে সব স্কুলই একাদশ শ্রেণীর বেসিক স্কুলএ রিকগনাইজ করতে হবে, তাহ'লে 'সাধারণ দশম শ্রেণীর স্কুল ভবিষ্যতে আর রিকগনেশন দেওয়া হবে না—এই সার্কুলার কেন দিলেন, এর মানে কি ? এটা আমরা দিইনি, দিয়েছেন সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট, তারাই বলেছেন ভবিষ্যতে যেন প্রচলিত দশম শ্রেণীর স্কুলকে আর রিকগনাইজ না করা হয়, এখন থেকে সব ইলেভেন্‌থ ইয়ার স্কুল হবে, কারণ তানাহ'লে দুটো সিলেবাস একটা দশম শ্রেণীর স্কুল এর জন্য আরেকটা ইলেভেন্‌থ ইয়ার স্কুলের জন্যথা করে না। প্রি-ইউনিভার্সিটি ক্লাস এখন টেম্পোরারী এ্যারেঞ্জমেণ্ট মাত্র, প্রি-ইউনিভার্সিটি ক্লাসও চিরদিন থাকবে না। কাজেই সব স্কুলই ইলেভেন্‌থ ইয়ার স্কুল বলে গণ্য করে নিয়ে একই সিলেবাস যাতে হতে পারে সেই নির্দ্দেশই দেওয়া হয়েছে। কাজেই এখন থেকে দশম শ্রেণীর হাইস্কুল বলে রিকগনেশন হবে না, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল বলে গণ্য হবে এই হচ্ছে সার্কুলার। তারপর সত্যেন মজুমদার মহাশয় বলেছেন মধ্য শিক্ষা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। পাঠ্যসূচী

সম্পর্কে ডাঃ হীরেণ চট্টোপাধ্যায় ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে প্রদত্ত আমার বক্তৃতা উল্লেখ করে বলেছেন, আমার নাত্নী নাকি বইএর বহর দেখে ভয় পেয়েছিল—কথাটা অধিক সত্য। তবে বইএর সিলেবাস আমাদের ডিপার্টমেণ্ট থেকে করা হয় না, পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাস বা পাঠ্যসূচীর নির্দ্ধারণ অনুমোদন এই দুটোই করে থাকেন বোর্ড অফ সেকেণ্ডারী এডুকেশন। তাঁরা আমাদের মত নেন না, বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ফ্রেম্ করেন। তারপর তিনি বলেছেন, পাঠকের নাকি রসবোধ হয় না. এটা করাবে কে? রাইটার্স বিল্ডিংএ আমাদের এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট না টিচার্স? টিচার্সরা যদি সকল সময়ই মনে করেন শিক্ষাদান ছাড়া তাঁদেরও আরো কিছু করণীয় আছে তাহ'লে তাঁরা কি করে পাঠকের রসবোধ সঞ্চার করবেন? আরেকটা কথা উঠেছে, শিক্ষক কোথায়? একথা আমরা বল্লে দোষ হয়। প্রথমেই একথা বল্তে পারি যে, মাল্টিপার্পাস স্কুলের রিকগনেশনএর সকলের আগে কোয়ালিফাইড টিচার্স না দেখে অন্য কিছু বিবেচনা ক'রে আমরা দিই না বা করি না—ষ্টাফ সম্পর্কে ডিষ্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টরের রিপোর্ট পেলে সেখানে কোয়ালিফাইড ষ্টাফ অর্থাৎ এম. এ, এম. এস-সি, বি.এ, বি. এস-সি, (অনার্স) আছেন জানতে পারলেই আমরা রিকগনেশন দিই। সম্প্রতি সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকে একটা নির্দ্দেশ এসেছে যে, এম.এ, এম. এস-সি, ষ্টাফ ছাড়া যেন আমরা মালটিপারপাস স্কুলের রিকগনেশন না দিই। তবে বর্তমানে আমাদের বি. এ, বি. এস-সি, (অনার্স) দিয়ে অনেক জায়গায় কাজ চালাতে হবে, তানাহলে বাংলাদেশে একাদশ শ্রেণীর স্কুলের প্রসার একেবারে কমে যাবে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে চাহিদা মত এম. এ, এম. এস-সি আমরা পাচ্চি না, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে এম. এ, এম. এস-সি অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক বের হয়।

প্রিন্সিপাল খগেন্দ্র নাথ সেন মহাশয় নবপ্রবর্তিত থ্রি ইয়ার্স ডিগ্রি কোর্স সম্বন্ধে সংবাদ পত্রে যে একটা আর্টিকেল লিখেছেন তাতে দেখেছি থ্রি ইয়ার্স ডিগ্রি কোর্স করতে গেলে কলেজে যে ষ্টাফ দরকার হবে তা' আমরা কোথায় পাব। কাজেই শিক্ষার সংস্কার ততটা হতে পারে যত দূর শিক্ষক পাওয়া যায়—তা' নাহলে শিক্ষার প্রসার দ্রুত হবে না। শিক্ষার প্রসার কেবল গভর্ণমেণ্ট করবে না বা ক'রতে পারে না। উচ্চ শিক্ষার প্রসার করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য দরকার অর্থাৎ যাঁদের হাতে পোষ্ট গ্রাজুয়েট টিচিং এর ভার রয়েছে। তারপর সত্যেন মজুমদার মহাশয় বলেছেন যে শিক্ষাজগতে একবার যে ফেল করেছে তাকে বর্জন না করে আর একবার সুযোগ দেওয়া উচিত যা'তে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার যে সুযোগ দেওয়া উচিত তিনি মনে করেন অন্যান্য শিক্ষিত দেশে কিন্তু তা' মনে করে না। যেমন গ্রেট বৃটেনে কেউ স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট পেলেই সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না। সেখানে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের এ্যাডমিশন টেষ্ট করে নিয়ে থাকেন। তারপর ইউ, জি, সি, বলেন যার এ্যাবিলিটি এবং এ্যাপটিচুড নেই তাকে ইউনিভার্সিটি এডুকেশন বা ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার অর্থ হচ্ছে ন্যাশনাল ওয়েষ্ট, হয়ত এমনও হতে পারে যে তার খরচ তার পিতা বা অন্য কেউ দেন কিন্তু তাহলেও অযোগ্য ছাত্রের পক্ষে দ্যাট ইজ এ ন্যাশনাল ওয়েষ্ট—এই হচ্ছে বিলাতের ইউ, জি, সির ও মত। তারপর, শিশির দাস মহাশয় বলেছেন যে,

why so much is being spent on primary education—

না কি একটা বলেছেন। প্রাথমিক শিক্ষায় আমাদের বেশী খরচ করতেই হবে কেননা ওটা হচ্ছে মাস এডুকেশন এর জন্য। তারপর বলা হয়েছে

what is the break up of 31 lakhs for the University ?

আমি আমার প্রাথমিক ভাষণে বলেছি যে, ষ্টেচুটরি গ্রাণ্ট ছাড়া ইউনিভার্সিটিদের ৩১ লক্ষ এ্যাডিশনাল এক্সপেণ্ডিচার দেওয়া হয়েছে এবং যার মধ্যে ৭১৮ লক্ষ টাকা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, ১৭ লক্ষ টাকা যাদবপুর ইউনিভার্সিটি এবং বাকী টাকা বোধ হয় নিউ ইউনিভার্সিটি পাবে—এই হোল ৩১ লক্ষ টাকার ব্রেক আপ। তারপর ডাঃ রায় যাদবপুর ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেণ্ট হওয়া সম্পর্কে যে প্রশ্ন তোলা হয়েছে তার উত্তরে বলতে চাই যে তিনি ইলেকসনএ কনটেষ্ট করে সেখানে প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন—ইচ্ছে করে যাননি। সেখানে ঐ প্রেসিডেণ্টের পদের জন্য যখন নিইলেকসন হয় তখন তিনি তাতে কনটেষ্ট করেছিলেন এবং ডক্টর রায় হ্যাজ বিন ইলেক্‌টেড এগেইন এবং সেটা ইলেক্‌সন আণ্ডার দি ষ্টেচুট। শ্রীযুক্ত শিশির দাস আরও একটা কথা বলেছেন যে,

not a single pice has been added to the statutory grant of the Calcutta University.

এ কথা সত্য নয়। অনেক বছরই ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিকে ষ্টেচুটরি গ্রাণ্ট দেওয়া হয়ে থাকে অর্থাৎ ১৬ লক্ষ টাকা এবং ৫॥ লক্ষ টাকা—এবং সেটার বিধান কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টই করেছেন—। এ ছাড়া তাঁদের আরও যে সমস্ত প্রয়োজন হয় তার জন্যও অতিরিক্ত টাকা দেওয়া হয় এবং প্রায় প্রতি বছরেই দেওয়া হয়েছে। আরেকটা কথা এখানে বলা হয়েছে যে, আমরা নাকি ইনষ্টিটিউট অফ ইকোনমিক্সকে ম্যাচিং গ্রাণ্ট দিচ্ছি না, এ কথাও ঠিক নয়। ইনষ্টিটিউট অফ ইকোনমিক্স ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির কাছ থেকে যে গ্রাণ্ট চেয়েছে সেটা ডেভেলপমেণ্ট গ্রাণ্ট হিসেবে মঞ্জুরীর জন্য ইউ, জি, সিতে যায়। এটা যখন ম্যাচিং গ্রাণ্ট এর বিষয় তখন গভর্ণমেণ্ট অফ ওয়েষ্ট বেঙ্গল তো আর সব টাকাটা দেবে না। কিন্তু ইউ. জি, সিকে প্রায় ৫ বারেরও বেশী তাগিদের পর তাগিদ দেওয়ায় সম্প্রতি ফোর্থ মার্চ্চ তাঁরা জানিয়েছেন যে এ গ্রাণ্ট তাঁরা দেবেন। অর্থাৎ এটাকে একটা ডেভলপমেণ্ট স্কীম হিসাবে যে ইউ. জি. সি. এগ্রিণ্ট করেছেন সেটা আমরা ফোর্থ মার্চ্চ জেনেছি, অর্থাৎ আমাদের বাজেট প্রস্তুত হবার পর বলতে গেলে। তারপর আমাদের জানতে হবে যে ইউনিভার্সিটি কত টাকা দিতে পারবেন এবং যদি তাঁরা না পারেন তাহলে আমাদেরই সাহায্য ক'রতে হবে।

[7-20—7-30 p.m.]

কিন্তু যেহেতু এটা আমরা ৪ঠা মার্চ্চ জেনেছি এবং অর্থাৎ আমাদের বাজেট একরকম প্রস্তুত হ'য়ে গেলে। বাজেট এ সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি আর কিছু করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট অফ ওয়েষ্ট বেঙ্গল কিছুই করেননি। ইট ইজ সিটিং টাইট প্রভৃতি যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে তার কোন ভিত্তি নেই। শ্রীযুক্ত শরবিন্দু বেরা এবং শ্রীযুক্ত ভুপাল পাণ্ডা ডিষ্ট্রীক্ট স্কুল বোর্ডের বিষয়ে যে সমস্ত সমালোচনা করেছেন সে সম্বন্ধে কিছু বলব না কারণ জেলা স্কুল বোর্ডের আইনতঃ কতকগুলি অধিকার আছে। যতীন চক্রবর্ত্তী মহাশয় 'বলেছেন যে, প্রাইমারী টেক্সট বুক্‌স-এর অনেক জায়গায় "অজস্র ভুল" আছে। অর্থাৎ জগতে যদি কেউ ভাল এবং অভ্রান্ত থেকে থাকে তা' হলে তিনি হচ্ছেন এই যতীন চক্রবর্ত্তী মহাশয়। প্রাইমারী টেক্সট বুকস সিলেক্‌সন-এর জন্য প্রোফেসর, হেড মাষ্টার প্রভৃতিদের নিয়ে একটা কমিটি করা হয় অর্থাৎ যাকে বলে প্রাইমারী টেক্সট বুকস সিলেক্‌সন কমিটি, তাঁরাই পুস্তক পরীক্ষা ও নির্ব্বাচন

করেন। তবে যদি কিছু ভুল ত্রুটি থাকে তা'হলে সঠিক জানালে নিশ্চয়ই তা অনুসন্ধান করা হবে। তারপর বলেছেন যে পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ইকোনমিক্স-এর সিলেবাস-এ ১৬১খানা বই রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করি যে সেটা কি আমরা অর্থাৎ এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট বা ডিরেক্টরেট করেন? যতীন বাবু এখানে বসে এই সমস্ত স্পিস দিচ্ছেন কিন্তু তিনি যদি সিনেট-এর মেম্বার হতেন তাহলে বুঝতেন যে কোথায় কি বলতে হবে। তারপর শিক্ষা বিভাগের দুর্নীতি সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দিয়ে অনেক কথা এখানে বলেছেন। এ ধরণের দুর্নীতির কথা এখানে এবং কাউন্সিলে শুনতে শুনতে কান ঝালপালা হয়ে গেল। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে দমদম কলেজে মিসেস মামুদকে ৭ শত টাকা মাইনে দিয়ে নিযুক্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ কত বড় দুর্নীতিমূলক কাজ করেছেন এডুকেশন ডিরেক্টরেট অথবা ডাঃ ডি. এম. সেন! স্যার, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আগে এ্যাসেমব্লী এবং কাউন্সিল-এ একটা নিয়ম ছিল যে, যিনি বাইরের লোক অর্থাৎ যাঁর এখানে উত্তর দেবার সুযোগ নেই তাঁর নাম নিয়ে কোন সমালোচনা করা উচিত নয়, কিন্তু এখন দেখছি সেই নিয়ম উঠে গেছে। যা'হোক মিসেস মামুদের নিয়োগের ব্যাপারে কি দুর্নীতি হোল আমি বুঝতে পারছি না। মিসেস মামুদ ইউ, পি, গভর্ণমেণ্ট-এ ক্লাস ওয়ান সার্ভিস-এ ছিলেন এবং ৭ শত টাকা মাইনে পেতেন এবং এখানেও তাঁকে সেই ৭ শত টাকাতেই নিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁকে সিলেক্ট করেছেন সেণ্ট্রাল সিলেক্সন কমিটি এবং সেই কমিটির মেম্বারদের মধ্যে ছিলেন,

Ex-Principal B. M. Sen, Mr. A. K. Chanda, Ex-Director, and Additional Secretary, A. D. P. I., Development

এবং ডিরেক্টর বা সেক্রেটারী ছিলেন। কাজেই এ ব্যাপারে ডাঃ সেন-ই যে একমাত্র রেসপনসিবল তা' ঠিক নয়। আমি জিজ্ঞাসা করি, পাব্লিক সার্ভিস কমিশন যদি করতেন তাহলে এঁদের থেকে প্রাচীন শিক্ষাবিদ লোকেরা কি করতেন? কলেজের শিক্ষক নির্ব্বাচন ব্যাপারে প্রিন্সিপাল সেন, এ. কে. চন্দ—এঁদের থেকে কি কোয়ালিফায়েড লোক কোথায় পাওয়া যেত? তারপরে বলেছেন যে মিসেস মামুদের পে এবং প্রিন্সিপ্যালের পে এক রকম নয়—প্রিন্সিপ্যালের পে কম। ঠিক জানেন না। তবে মিস লতিকা ঘোষ সরকারী কার্য্যকালে শেষ বেতন পেতেন ৬৫০, কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল হবার জন্য তাঁকে একষ্ট্রা স্পেশাল পে দেওয়া হয়েছে ১০০ টাকা কাজেই তাঁর এখনকার বেতন বা পে হল ৭৫০৲ টাকা। তাঁর পে মামুদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। চক্রবর্ত্তী মহাশয় কিছুই জানেন না, না জেনেশুনে কেবল সমালোচনা করেন, "দুর্নীতি" "দুর্নীতি" করেন। তারপরে বসন্ত চ্যাটার্জী মহাশয় একটা কথা বলেছেন যে ওয়েষ্ট দিনাজপুরে হাইস্কুল খুব কম আছে। ওয়েষ্ট দিনাজপুরের লোকসংখ্যা অনুসারে হাইস্কুল কম আছে মনে হয় না ওখানে হাইস্কুল ২৮টা আছে। কোন বিশেষ জায়গায় হয়ত না থাকতে পারে সেটা স্বতন্ত্র কথা কিন্তু ওয়েষ্ট দিনাজপুরে মোট ২৮টা হাইস্কুল আছে। তারপরে উনি বলেছেন আমাদের ওখানে পলিটেকনিক হওয়া উচিত, কিন্তু একটা পলিটেকনিক স্থাপন করতে গেলে ৩ লক্ষ টাকা ক্যাপিটাল একসপেণ্ডিচার এবং ৪ লক্ষ টাকা রেকারিং একসপেণ্ডিচার লাগে। আমরা সম্প্রতি একটা পলিটেকনিক স্থাপন করতে যাচ্ছি মালদায়। এখন মালদায় করলে বলবেন ওয়েষ্ট দিনাজপুরে হল না, আবার ওয়েষ্ট দিনাজপুরে করলে বলবেন মালদায় হল না তাহলে কি করা যায়? তবে থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে যদি আমরা বেশী টাকা পাই তাহলে আমাদের ওয়েষ্ট দিনাজপুরে হয়ত একটা পলিটেকনিক করা সম্ভব হবে। আর নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির কথা? সে তো আমরা আগেই বলেছি যে করবো, ওঁর ভাষণের জন্য তো

আমরা অপেক্ষা করছিলাম না ; 'কিন্তু আমাদের যখন নর্দান ইউনিভার্সিটি বিল আসবে তখন আশা করি অপোজিসন পার্টি সেটার বিরোধিতা করবেন না। আমি আর বেশী কিছু বলবো না অনেক কথা বলা হয়ে গেছে। আমি এখানেই শেষ করছি।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay :

সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডের বাড়ি ভাড়াব ব্যাপারটা কি হ'ল বলুন ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, I had occasion to give a detailed reply on this subject during the last session of the Assembly. Sir, I am very sorry that a matter which has been disposed of has been raised again and I am asked to reply to that point over again. I hope it will not be repeated for the third time in future and I shall not have any occasion to reply to that point again.

Sir, accommodation in the previous office buildings of the Board of Secondary Education was inadequate. With the steady increase in the number of Secondary Schools under its administration and also in the number of School final examinees each year, it became inpossible for the Board's staff to work in those buildings under conditions of acute shortage of accommodation.

Since 1955 the Board had been on the lookout for a suitable house for the accommodation of its offices, but without success. A number of houses were inspected in 1957 and 1958, but attempts to secure them failed. In November, 1958, the Board came up with a proposal to rent house at 77, Park Street, Calcutta. They reported that it was a six-storied building with a total floor area of 40,000 sq. ft.

[7-30—7-42 p.m.]

Adjacent to it was a small vacant plot which the owner was agreeable to spare exclusively for the Board's use. The owner also agreed to instal a lift in the building.

The Board had further talks with the owner who did not agree to let out the house on Rs. 7,500 which was suggested to the Board. But in his letter dated 20th November 1958 he stated his own terms. The Board considered these terms to be reasonable, — the terms that were offered by the owner of the house in his letter dated the 20th November 1958. The Board's D.O. No. 78 dated 5. 1. 59 clearly stated that the covered space was 40,000 square feet and that the estimate of 28,830 square feet was the net floor space available to the Board after excluding the space for passages inside the new building in each floor, quarters for Darwans, farashes etc., a tank and space for electric transformer to be installed for the supply of alternating current. The gross floor space for which rent is payable is therefore not 28,000 square feet but 43,890 square feet. The Board would have to pay the municipal taxes and have to incur a capital expenditure of Rs. 60,000. etc. etc.

Such here the terms were settled by the Board. My friend gave out half the story and not the full of it. Without knowing or giving out the whole story he accused the Government. I say, his here the most a irresponsible accusations made in this House. I hope that in future responsible M.L.A.'s will not indulge in such pastime.

Mr. Speaker: I put all the cut motions except those on which division has been called.

The motion of Shri Ajit Kumar Gunguli that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37–Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Narayan Chobey that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37--Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Mangru Bhagat that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditnre under Grant No. 20, Major Head "37—Educatton" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that demand of Rs, 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bhuban Chandra Kar Mahapatra that the demand of Rs. 13,75,69,0C0 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head '37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Expenditure" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Stayendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—E ducation" be reduced by Rs. 100 was then put andlost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Jagat Bose that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "3 7—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100,was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Roy that the demand of Rs. 13,75,69.000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Panchu Gopal Bhaduri that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Elias Razi that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharya that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost,

The motion of Shri Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sitaram Gupta that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Haran Chandra Mondal that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Edudcation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sishir Kumar Das that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Jnanendra Nath Majumdar that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Ghosal that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No, 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri S. A. Farooquie that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gobordhan Das that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Somnath Lahiri that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Syed Badrudduja that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The Motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 13,75'69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Mojor Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gopal Basu that the demand of Rs. 13,75,69,00 for expenditure under Grant No 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Natendra Nath Das that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Soraj Roy that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Banarashi Prosad Jha that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No, 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs, 100 was then put and lost.

The Motion of Shri Mihir lal Chatterjee that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Samar Mukherji that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bhakta Chandra Ray that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Shyamaprasanna Bhattacharya that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was than put and lost.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Amarendra Nath Basu that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shrimati Manikuntala Sen that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20 Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shrimati Labanya Prova Ghosh that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Educaton" be reduced by Rs. 100 was then put and lost

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Roy that the demand of Rs. 13,75'69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expediture under Grant No. 20 Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Mullick Chowdhury that the motion of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of of Shri Jamadar Majhi that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Edncation" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Provash Roy that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Tarapada Dey that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Taher Hussain that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditnre under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was than put and lost.

The motion of Shri Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Garnt No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was than put and lost.

The motion of Shri Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education", be reduced by Rs 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—131

Adbul Hameed, Hazi
Addus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Shyma Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra

Dutta, Shrimati Sudharani
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar. Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkes
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri. Sishuram
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabani Ranjan
Pati, Shri Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri, Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Roy, Shri Nepal
Ray, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal

Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—62

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Shri
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Majumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mondal, Shri Amarendra
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Pakhir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 62 and the Noes 131, the motion was lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—129

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Syamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkes
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Umesh Chandra

Mardi. Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Shri Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rfiauddin The Hon'ble Dr. Ahmed
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr.Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—51

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias, Shri Razi

Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimoti Labanya Prova
Golam, Shri Yazdani
Halder, Shri Ramanuj
Halder Shri Renupada
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hara Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mondal, Shri Amarendra
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Shri Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy Choudhury, Shri Khageedra Kumar
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 61 and the Noes 129, the motion was lost.

The motion of Shri Jyoti Basu that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—130

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay Shri Bijoylal
Chaudhury, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath

Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam, Soleman Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Byomkes
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Umes Chandra
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bejoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Rasbehari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Shri Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Roy, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Anath Bandhu
Roy Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra

Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Hoque, Shri Md.

AYES—62

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Shri
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mandal, Shri Bejoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mondal, Shri Amarendra
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath

Roy, Shri Saroj
Roy Choudhury, Shri Khagandra Kumar
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 62 and the Noes 130, the motion was lost.

The motion of Shri Gobardhan Pakray that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following rusult :—

NOES—131

Abdul Hameed ,Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, ShriBhusan Chandra
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Halder, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra

Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkes
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Misra. Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhndu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Rash Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Shri Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojenra Deb
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—61

Abdulla Farooque, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna

Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam, Shri Yazdanl
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 61 and the Noes 131 the motion was lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 13,75,69,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—130

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Syampada
Bhattacharyya. Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, ShriDebendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran

Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri. Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharni
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir, Kabir Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkes
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Shri Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad

Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri, Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 60 and the Noes 130 the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri that a sum of Rs. 13,75,69,000 be granted for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" was then put and agreed to.

Adjournment

The house was then adjourned at 7-42 p.m. till 3 p.m. on Friday, the 11th March, 1960, at the Assembly House, Calcutta.

Vol. XXV—No. 2

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-fifth Session

(February-April, 1960)

(From 7th March to 25th March, 1960)

Part 5

(11th March, 1960)

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the
West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

Price—Indian, Rs. 1·57 nP. ; English, 2s. 8d.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 11th March, 1960, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble BANKIM CHANDRA KAR) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 10 Deputy Ministers and 206 Members.

[3-0—3-10 P.m.]

Adjournment motion

Dr. Kanailal Bhattacharjee

স্যার, আমার অ্যাড্‌জার্ণমেণ্ট মোশান আপনার পারমিশান নিয়ে আমি এখানে পড়ে দিচ্ছি।

Sir, my adjournment motion runs thus: The Assembly do now adjourn to discuss the following matter of urgent public importance and of recent occurrence—That the Howrah Police has taken recourse to highhanded action in the shape of arrest and torture to the passengers of routes No.52 (Howrah Station—Ramrajatala) and 58 (Howrah Station-Chatterjee Hat) who have been forced to boycot the buses due to an abnormal rise in bus fares of all stages and due to very bad and inadequate service of the buses and the inaction of the District Magistrate and District R. T. A. in the matter.

আমি এই বিষয়ে পুলিশ মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করছি এবং আমি তাঁর কাছে এ সম্পর্কে একটা পিস্‌ফুল সেটলমেণ্ট চাই—উই ওয়াণ্ট হিজ ইণ্টারফিয়ারেন্স আমরা চাই। মন্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ে ইণ্টারফিয়ার করুণ।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee

আমরা ইণ্টারফিয়ার করেছি।

Photograph in the Amrita Bazar Patrika

Shri Jatindra Chandra Chakravorty.

স্যার, আজকের অমৃত বাজার পত্রিকা এবং যুগান্তর পত্রিকায় একটা ফটো ছেপেছে। আমি, স্যার, আশ্চর্য্যান্বিত হলাম—এটা আমি প্রোপ্রাইটির দিক থেকে বলছি—দুদিন আগে আপনি যে রুলিং দিয়েছেন তা নিয়ে আমি কিছু বলতে চাইনা। এই ছবিতে দেখছি যে, বি, এল, জালান আপনাকে পাশে নিয়ে ছবি তুলেছেন।

Mr. Speaker :- You are entirely wrong, he is N. K. Jalan.

Shri Jatindra Chandra Chakravotry : Party in honour of Shri Bankim Chandra kar, Speaker, West Bengal Legislative Assembly, (left to right) Shri N. K, Jalan, ShriB. L. Jalan, Shri Kar.

এখানে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, এটা কি প্রপার না ইম প্রপার

Mr. Speaker : It is nothing improper.

GOVERNMENT BUSINESS

Demand for Grant No. 21
Major Head : 38—Medical
and
Demand for Grant No. 22
Major Head : 39-Public Helath

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 6,60,62,0C0 be granted for expenditure under Grant No. 21, Major Head-38 Medical."

I also beg to move that a sum of Rs. 3,76,12,000 be granted for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health"

Sir, in moving the budget grants I should as usual, give a brief account of the activities of the Health Department during the current year and also an indication of the proposals for the year to follow.

I should state at the outset that the grants moved for under the Mojor Heads "38-Medical" and "39-Public Health" do not represent the total budget provision made by Government for health purposes, provision for which have also be made under 50-Civil works, 81-Capital Account, 82-Capital Account Loans and Advances. The tolal provision stands at Rs. 13,96,02,000 against Rs. 11,44,55,500 of the current year showing an increase of Rs. 2,51,46,500 over current year's budget.

Sir, as I stated in this House last year, we have been pursuing a co-ordinated Health Plan giving equal emphasis on the curative and the preventive sides, and integrating both at all levels as far as practicable.

The basic service is provided through Health Centres located in rural areas. There are at present 486 Health Centres-164 Primary and 322 Subsidiary-with 4050 beds functioning within the State. The construction of three more Health Centres has been completed and works are in progress in respect of 84 Health Centres. We have provided Rs. 88 lakhs under this head for the coming year.

At the district and sub-divisional level the programme of upgrading of the hospitals is being pursued steadily. The upgraded district hospital at Hooghly and the Subdivisional Hospitals at Bongaon and Raigunge were opened last year. During the current year the upgraded hospitals at Suri and at Vishnupur have so far been opened and those at Malda, Balurghat, Jhargram and Rampurhat may be started very soon. Works are in progress in respect of one District Hospital and four Subdivisional Hospitals. During the current year we sanctioned construction of Sadar Hospitals at Baraset, Asansol and Uluberia. The programme for next year includes five more Subdivisional Hospitals. The total provision under this head is Rs. 78 lakhs including 53 lakhs under "81-Capital Account".

As regards other State Hospitals it may be mentioned that the construction of the 1000- bedded Tuberculosis Hospital at Dhubulia is nearing completion, and we have already opened 250 beds in this Hospital and 250 more beds will be opened shortly. In the Nilratan Sircar Medical College and Hospital sanction has been given for construction of a new block to accommodate 360 beds and an Emergency Department at an estimated cost of Rs. 47, 45, 000.

We have also sanctioned the construction of 500-bedded hospital at Kalyani at a total estimated cost Rs. 77, 46, 000. This hospital, when constructed, will be utilised for the treatment of overflow cases from the congested Calcutta Hospitals.

Sanction has also been given to start 320 additional general beds in the Infectious Diseases Hospital at Beliaghata, where space is available almost throughout the year, except in the peak period of Cholera and Small-pox epidemic lasting for a few months. For these seasonal cases extra accommodation has been provided by construction of pucca sheds at a total cost of over Rs. 2 lakhs and six more sheds are under construction.

In the R. G. Kar Medical College Hospital which was taken over by the Government since 1958. 200 additional beds have been sanctioned with necessary additions and alternations of the buildings. All the buildings of this Medical College Hospital are under thorough repairs at a total estimated cost of over Rs. 3 lakhs.

Ambulances ervice in hospitals and Health Centres is being steadily increased. We have so far added 36 new ambulances under the Second Plan and a proposal for provisionof 66 more ambulances is under consideration at present.

The State Government is also pursuing the principle of giving grant-in-aid to deserving non-Government Medical Institutions in this State in order to enable them to fulfil their task. During the last financial year a total amount of Rs. 42,84,000 was given as grant to different Institutions.

[3-10—3-20 p.m.]

Under-graduate medical education is being imparted as before in 3 Government and 1 Non-Government Medical College in Calcutta, and one Non-Government Medical College at Bankura. With a view to develop the preventive side of medicine and create a public health bias among the medical graduates, the three State Medical Colleges have been provided with a Department of Preventive and Social Medicine.

Moreover, to give special training to medical and non-medical auxiliary personnel in the treatment of tuberculosis cases, a Tuberculosis Demonstration Centre has recently been sanctioned in the Medical College, Calcutta.

Post-graduate medical education and research are being conducted as before in the Institute of Post-graduate Medical Education and Research and also in

the School of Tropical Medicine, Calcutta. Three new departments—Department of Biophysics, Department of Virology and Department of Micology—have been sanctioned this year in the School of Tropical Medicine. Additional construction for housing the Department of Virology at the School of Tropical Medicine is nearing completion.

Improvement of the Dental College by construction of new buildings at a total estimated cost of Rs. 4 lakhs is progressing satisfactorily.

Four Dental Clinics attached to District Hospitals have been sanctioned and are likely to be started soon. Besides one Mobile Dental Van has been working since last year.

A Training Centre has been started at Burdwan for training of medical and auxiliary health personnel, like Sanitary Inspectors and Health Assistants.

The programme of training of nurses is being continued as before and although there is need for expansion, difficulty is being experienced in securing suitable accommodation for the trainees. It is a happy sign that a large number of girls are now coming forward to take up nursing as a profession ; but unfortunately, a vast majority of them do not have the necessary education required for following up the nursing course. The pay scale and service conditions of the nursing personnel have already been liberalised, and it is hoped that a large number of qualified candidates would gradually be available for this service.

There was some amount of discontent among the Class IV workers of hospitals and health centres which occasionally disturhed the smooth working of these institutions. With a view to remove grievances among this category of hospital workers, their pay scale and Service conditions have recently been revsied, provision having been made for increase of the emoluments and for promotion to higher grades.

The unprecedented floods of October, 1959, which badly affected ten out of fifteen districts in this State, presented a very difficult public health problem for us. The situation was, however, successfully tackled by mobilising all available resources of the Government as well as by enlisting the active co-operation of voluntary organisations. 19.95 lakhs of affected population were given inoculation against cholera and enteric fever, and 3.75 lakhs were given treatment for general diseases. Milk powder, medicine and disinfectants were liberally distributed among the affected people and 464 water-supply sources were either constructed or repaired and 10,000 water-supply sources disinfected in the flood-affected areas. It is gratifying to note that except in a few sporadic cases of suspected cholera, which is usual even under normal conditions, there was no outbreak of any epidemic disease in the flood-affected districts.

The most outstanding event in the field of public health during the year was the participation of the World Health Organisation in the scheme for eradication of cholera in Greater Calcutta, comprising Calcutta, Howrah and the industrial

belt on either side of the River Hooghly for a stretch of about 40 miles. The Expert Committee set up for the eradication of cholera has located this area as the endemic home of this epidemic disease which visits this State annually and spreads out to other parts of the country.

With a view to eradieate this disease this Government have taken up the preparation of a comprehensive scheme of Metropolitan Watersupply, Sewage disposal and Drainage with the help of a team of experts provided by the W. H. O. The Expert Team already completed the preliminary survey and have studied the problem thoroughly in consultation with all local organisations and technical experts concerned. The final report of the team is now being awaited. The recommendations of the W. H. O. experts will be followed up by engineers to be provided by the United Nation Technical assistance Board.

A programme for control of Cholera and Small-pox simultaneously by mass immunisation of the vulnerable population is under the active consideration of the Health Department.

We are also puruing our programme of improving the water supply both in the urban and rural areas as before. In urban areas ten water supply schemes were already completed and six water supply schemes which were taken up last year have now made considerable progress and some are nearing completion. During the current year, we have so far sanctioned six more water supply schemes at a total estimated cost of Rs. 1,13,000 and three more are likely to be sanctioned very soon.

In the rural areas 9,000 sources of water-supply were completed during the 2nd Five Year Plan up to the end of December 1959 and another 3,000 sources are likely to be completed during the remaining period of the year. Next year's programme includes construction of 6,000 sources of water-supply in the rural areas at an estimated cost of Rs. 90 lakhs.

Malaria Eradication programme is being pursued vigorously through 26 Control Units covering the entire area in this State. Intensive spraying programme will be continued next year also. It has further been decided to start Surveillance Organisation. Next year's budget provision for the purpose is Rs 61,66,000 excluding assistance in kind received through the Government of India.

Tuberculosis is continuing to be one of the most serious health problems of the State. Side by side with expansion of facilities for institutional treatment we are pursuing the programme of establishment of chest-clinics, the number of which has come up to 50.

We have also sanctioned 2 mobile mass-miniature X-ray units which will be ready to function very shortly.

We are also continuing the scheme for supply of anti-tuberculosis drugs free of cost to indigent patients affected with Tuberculosis through the out-door department of Goverment Hospitals and Health Centres.

The programme of B. C. G. vaccination is also being continued. Nine Domiciliary Treatment Units are also functioning as before. In the next year's budget we have provided Rs. 45 lakhs for expansion of Tuberculosis Hospitals, Rs. 5 lakhs for Chest-Clinics and Rs. 4,25,000 for B.C.G. Vaccination Campaign.

For better control of leprosy one hundred more beds for leprosy vagrants are being added to the existing Leprosy Home at Gouripur.

We are also continuing to pay capitation grant to six non-Government Leprosy Homes. This year we have sanctioned 12 Leprosy Treatment Centres, with 4 sub-centres under each in the endemic zone for leprosy, and four additional centres will be sanctioned during the next financial year. We have provided 7.75 lakhs in the next year's budget for leprosy control work.

It is gratifying to note that at the instance of the Hon'ble Chief Minister a Leprosy Aftercare Colony Society hass ince been registered, with a view to start an Aftercare Colony for the rehabilitation of coured and convalescent leprosy patients. The State Government have sanctioned a grant of Rs. 2 lakhs for this work.

Maternity and Child welfare activities in this State have been integrated with the work of Family-planning, which is one of the most important schemes under the 2nd Five Year Plan. We have so far started 62 Maternity and Child welfare cum-Family Planning Centres attached to different State Hospitals and Primary Health Centres in rural areas.

[3-20—3-30 p.m.]

And sanction has recently been given for starting 21 additional centres. During the coming year we propose to start 20 more similar centres attached to Primary Health Centres. There is a budget provion of Rs. 4 lakhs next year for the purpose.

For the improvement of students' health we have so far sanctioned one District School Health Unit in each district, with 1 Medical Officer, 1 public Health nurse together with ancillary staff. These units are responsible for orgainsation, co-ordination and supervision of School health work in the districts, conducted through Health Centres. We have provided Rs 4. lakh in the budget for this Scheme.

For improvement of the nutritional status of expectant and nursing mothers as well as infants and School children, free milk distribution centres have been organised in Maternity and Child Welfare Centres, Government Health Centres and other Centres run by voluntary organisations. In addition a substantial quota of milk is being distributed through Scnool Fedding Centres in different primary Schools. At present there are about 4,000 milk distribution centres in the State through which 55 lakh pounds skimmed milk are being distributed: In addition, multi-vitamine tablets, and capsuls

are also being distributed among the under-nourished women and children particularly, in the rural areas.

The Statistical Braach of the Health Directorate has been strengthened during the Second Five-Year Plan Period ; hospital and Vital Statistics are being collected, coded and compiled with mechanical aid in this Section. Thanks to the generosity of the W. H. O. we haver ecently had the benefit of the guidance of an expert W. H. O. consultant. Next year we have provided 1.74 lakhs for the central compilation of health statistics

The Medical benefit scheme under the Employees' State Insurance Act, which has so long been financed from the Labour Department budget will be transferred to the Medical budgetfrom the next year with provisicnofRs1. ,07,15,000/-out of which Rs 26,78,000/- will be met by the State Government and the balance by the Employees State Insurance Corp Jration. This Seheme coverning about 21 lakhs of workers in Calcutta and Howrah is already in operation. Service is given throtgh the Clinice of over 700 panel doctors on fixed capitation fees, through Specialts' Centres in 10 different hospitals. 235 general and 120 Tuberculoste indoor beds davebeen reserved in different haspitals under the Scheme It has been proposed to extend the operation of this scheme to the industrial ereas in the districts oi 24-Parganas and Hooghly next year.

Sir, I have indicated in brief some of the important activities in the health sector of this Goverment. I do not think I should take further time to go into more details at this stage. The health problems of this State are vast and complicated and are intimately connected wich the economic progress of the people. Nevertheless, we are progressing steadily, and I am confident with the co-operation of the people at large and the zeal and devotion of all workers in the Government as well as voluntary organisations we hope to progress with greater speed towards our goal.

With these words Sir, I would request the House to accept my motion for budget grants under "38-Medical and 39-Public Health."

Mr. Speaker : There are 300 cut motions in the two grants. They may be taken as moved.

Shri Ajit Kumar Ganguly : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60, 62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Narayan Chobey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60, 62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Mangru Bhagat: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60, 62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Dr. Pabitra Mohan Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60, 62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6, 60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhupal Chandra Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6, 60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Maior Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Jagat Bose: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be credued by Rs. 100.

Shri Pramatha Nath Dhibar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6, 60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60, 62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100,

Shri Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6, 60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Elias Razi: Sir, I beg to move that the demand of Rs, 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Phakir Chandra Ray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60, 62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6, 60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60, 62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Sitaram Gupta : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Renupada Halder : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6, 60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60 62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Jyoti Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Syed Badrudduja : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60, 62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Gopal Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das : Sri, I beg to move that the demand of Rs. 6,60, 62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100

Shri Saroj Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No, 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Benarashi Prosad Jha : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Mihirlal Chatterjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6, 60,62,000 for expenditure under Grant No, 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Samar Mukhopadhyay : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced be Rs. 100.

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Ganesh Ghosh : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60, 62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant. No. 21. Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Amarendra Nath Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant. No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6, 60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Manoranjan Hazra : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Dhar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "30-Medical" be redced by Rs. 100,

Shri Bijoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60, 62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mallik Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Jamadar Majhi : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Amarendra Mondal : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Ledu Majhi : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar. Sir I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Tarapada Dey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Taher Hossain : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Shaikh Abdulla Farooquie : Sir I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das : Sir I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Deo Prakash Rai : Sir I beg to move that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Bankim Mukherjee : Sir I beg to move that the demand of Rs. 6,60, 62,000 for expenditure under Grant No. 21,Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100.

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12, 000 for expenditure under Grant No. 22 Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguly: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Kumar Pandey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Mangru Bhagat : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100,

Dr. Radhanath Chattoraj : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Dr. Pabitra Mohan Ray : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12, 000 for expenditure under Grant No 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Mojor Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhupal Chandra Panda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Panchugopal Bhaduri Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Maji : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,76, 12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Mead "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100,

Shri Phakir Chandra Ray : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Haran Chandra Mondal : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Haldar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Renupada Haldar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar : Sir I beg to move that the demand of Rs. 3, 76,12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Ghosal : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76,12,000 for expenditure under Grant No, 22 Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Jyoti Basu : Sir. I beg to move that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Gangadhar Naskar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant. No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Syed Badrudduja : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Gopal Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Narayan Chobey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Benarashi Prosad Jha : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,76, 12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be redueed by Rs. 100.

Shri Samar Mukhopadhyay : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,76, 12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Ganesh Ghosh : Sir, I beg to move that the demand/ of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 2?, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Dr. Dhirendra Nath Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76,12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari : Sir, I to beg move that the demand of Rs. 3, 76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Publi Health" be reduced by Rs. 100.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100

Shri Bhadra Bahadur Hamal : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,76, 12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Jagat Bose : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanai Lal Bhattacharya : Sir, I beg to move that the demand ofRs. 3,76, 12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Jamadar Majhi : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shrimati Manikuntala Sen : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head 39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Chaitan Majhi : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Dhar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak : Sir. I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mullick Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Amarendra Mondal : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12,000 expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Tarapada Dey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Taher Hussain : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head 39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri S. A. Farooquie : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3, 76, 12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Shri Deo Prakash Rai : Sir, I beg to move that the demand of Rs 3, 76, 12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" be reduced by Rs. 100.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar :
মিঃ স্পীকার স্যার, চিকিৎসা এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগের এই যে বাজেট মন্ত্রীমহাশয় আমাদের সামনে নিয়ে এলেন তা দেখে এবং তাঁর বক্তৃতা শুনে একটা কথা মনে হল ইংরাজীতে যাকে বলে মিল্ক এণ্ড হানি—সবই স্মুথলি চলছে। একথা প্রথমে দাঁড়িয়ে বলতে হয় যে ঠিক এই বিভাগটা এই রকম ভাবে চলছে না। সমাজের সামনে আজকে একটা বিশৃংখলা চলছে যাকে ইংরাজীতে বলা যায় ক্যায়স। আপনি আজকে যদি সমাজের যে কোন ব্যক্তিকে, যে কোন চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করেন তাহলে এক আমাদের ডিরেক্টরেটের উপরে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা ছাড়া আর সকলেই বলবে যে আজকে চিকিৎসা জগতে যে ক্যায়স চলছে এর থেকে বড় ক্যায়স আর কোন ডিপার্টমেণ্টে দেখতে পাওয়া যায় না। এটা কেবল আমি বলছি না,

আমাদের সামনে যাঁরা বসে আছেন তাঁরাও একথা বলে গেছেন। এমনকি বিজয় সিং নাহার পর্য্যন্ত বলে গিয়েছেন। মিনিষ্টারের স্ত্রী, যখন এ্যাকসিডেণ্ট হয়ে গেছে, তাঁর বাচ্চাকে নিয়ে মেডিকেল কলেজে গেছেন, ২ ঘণ্টা মেডিকেল কলেজ তাকে এ্যাটেণ্ড করেনি অর্থাৎ এমনই নিজেদের কণ্ট্রোল, মিনিষ্টারের উপর এই রকম ভক্তি চলছে। এই অপদার্থতা কেন, এই অকর্মন্যতা কেন সেটা আমি একটু বলতে চাই। যে কোন স্বাধীন দেশে জনস্বাস্থ্য হল দেশের সম্পদ। সেই সম্পদ নিয়ে এঁরা ছিনিমিনি খেলছেন। এই পলিসি, এই অপদার্থতা, এই অকর্মণ্যতা কতদুর গিয়ে পড়েছে তার নজির তুলে ধরব। আমরা কিছু কিছু কনস্ট্রাকটিভ সাজেসান দিয়েছিলাম কারণ, আমাদের ধরণা ছিল যে ডেমোক্রাসির যুগে আমাদেব সাজেসান কিছু নেবে, কিন্তু এঁরা কিছু নেননি। আমি কংগ্রেস সরকারের কি চেহারা সে সম্বন্ধে দুটো কথা বলতে চাই। বাজেটে রেভেণিউ আর্নিং ডিপার্টমেণ্টস নয় যেগুলি তাদের ভিতর খরচ যদি দেখেন তাহলে দেখবেন এ্যাড্মিনিষ্ট্রেশন এবং পুলিশ, জনস্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা এই দুটাকে কম্পেয়ার করলে রাষ্ট্রের কি চেহারা তা দেখতে পাওয়া যাবে। ১৯৫৭-৫৮ এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে বাজেটে যা দেওয়া হয়েছিল এ্যাড্মিনিষ্ট্রেশন ইনক্লুডিং পুলিশ খাতে তাতে আমরা দেখেছি যে ১৯৫৭-৫৮ সালে ১২ কোটি ৮৩ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল, খরচ হয়েছিল ১৩ কোটি ৩৪ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা অর্থাৎ ৫০ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা বেশী খরচ হয়েছিল। আর ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেটে ছিল ১৩ কোটি ২৫ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা আর খরচ করা হয়েছিল ১৩ কোটি ৫৯ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা অর্থাৎ ৩৩ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা বেশী খরচ করা হয়েছিল। সাম টোটাল ঐ ২ বছরে পুলিশ এবং এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনে বেশী খরচ হয়েছিল ৮৪ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা, তার মধ্যে ৪০ লক্ষ টাকা শুধু পুলিশে খরচ করা হয়েছিল। মেডিকেল এবং পাবলিক হেল্থে ১৯৫৭-৫৮ সালে ধরা হয়েছিল ৭ কোটি ৩০ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা আর খরচ করা হয়েছিল ৬ কোটি ১০ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা, কাজ করতে পারেননি ১ কোটি ১৯ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকার। ১৯৫৮-৫৯ সালে ৭ কোটি ৮ লক্ষ ১৫ হাজার বাজেট করেছিলেন, খরচ করেছিলেন ৬ কোটি ২৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা অর্থাৎ ৮৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা খরচ করতে পারেননি। এই ২ বছরে প্রায় ২ কোটি ৩ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা খরচ করেননি। ব্লু বইটা দেখছিলাম। খরচ করেননি মানে খরচ তারা বাঁচাননি—খরচ করতে পারেননি এবং খরচ করবার ইচ্ছা করেননি। যেখানে সরকার পুলিশ খাতে ৪০ লক্ষ টাকা বাজেট থেকে বেশী খরচ করেন, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনে বাজেট থেকে ৮০ লক্ষ টাকা বেশী খরচ করা হয় অথচ যেখানে জনস্বাস্থ্য এবং হেল্থ প্রবলেম নিয়ে ২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা খরচ হয় না, সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে, সেই সরকারকে যদি কেউ সোসালিষ্ট ষ্টেট বলে তাতে আশ্চর্য্য হবারই কথা।

সুস্থ মানুষ যখন খাবারের জন্য আন্দোলন করবে তখন তাদের লাঠি দিয়ে ঠেঙ্গাবার জন্য পুলিশ পোষতে পারেন। কিন্তু অসুস্থ মানুষ রোগ নিয়ে যখন হাসপাতালে যেতে চায়; রোগীদের হাসপাতালের আউটডোরে যেতে চায় তখন তাদের বেলায় এঁরা খরচ করতে পারেন না এবং আপনি দেখুন স্যার, যতটুকুন খরচ করছে সেটুকুনও কনট্রাক্টরের পেটে বেশী গেছে। সেগুলিতে আমি আস্তে আস্তে যাচ্ছি এবং যেটুকু চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে ন্যাইন এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন্ এক কোরাপশন চলছে সেটা আমি আস্তে আস্তে আপনার সামনে

তুলে ধরছি। কাজেই এর উপর যদি আবার বলেন যে এটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, এটা কল্যাণকারী রাষ্ট্র, সমাজতান্ত্রিক পথে আমরা পা দিচ্ছি তা যেন আমার মনে হয় যে এর থেকে বড় ধাপ্পা দুনিয়াতে আর কিছু হতেপারে না। সুতরাং আমি বলবো যে এটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চেহারা নয়; এটা পুলিশী রাষ্ট্রের চেহারা, ফ্যাসিজমের চেহারা। শুধু বাজেটের হিসাব দেখলেই বুঝাযায় যে এটা পুলিশী রাষ্ট্রের চেহারা, ফ্যাসিজমের চেহারা। তারপরে একটা কথা আমাদের মিনিষ্টার ছোট্ট করে বলে গেছেন—বলতে হয় বলে বলেগেছেন, তিনি অবশ্য কলের পুতুল, যেমনভাবে নাড়ানো হয় তিনি তেমনভাবে নড়েন। কোন পলিসি নিয়ে তিনি ইণ্টারফিয়ার করেন না বা কাজকর্ম ও বিশেষ কিছু দেখেন না, তার উপর যাঁরা বসে আছেন তাঁরা যা বলেন তিনি তাই করেন এবং নীচে যাঁরা আছেন তাঁরা যেমনি ভাবে চালান তিনিও সেই ভাবে চলেন। কাজেই আমার কথা হল খরচ হচ্ছে ঠিকই কিন্তু যে টাকাটা খরচ হল তাতে জনসাধারণের কতটা উপকার হল সেটা আমাদের দেখা দরকার। তারপরে দেখা দরকার যাদের চিকিৎসা প্রফেসন তাদের কতটা উপকার হল। শেষ দিকে দেখা দরকার যারা চালাচ্ছেন তাদের কতটা উপকার হল। আমার মনে হয় যারা চালাচ্ছেন তাদের সব থেকে বেশী উপকার হচ্ছে, যাদের চিকিৎসা প্রফেসন এবং জনসাধারণ তাদের কম উপকার হচ্ছে। কেন হচ্ছে সেটা বলি। একটা ছোট্ট কথা তিনি বলে গেছেন সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা সোসিও ইকোনমিক প্রবলেম্। সেদিকে এঁদের যদি একটু নজর থাকতো তাহলে ভাল হত। অবশ্য আমি যে কলেজ থেকে পাশ করেছি উনিও সেই কলেজ থেকেই পাশ করেছেন।

[3-30—3-40 P.m.]

সংস্কৃতে একটা কথা আছে "সংসর্গজা দোষ গুনভবন্তি"। ডাঃ অনাথ বন্ধু রায় এখানে রয়েছেন, এতদিন আমরা জানতাম তিনি সত্যসত্যই সৎলোক কিন্তু এখন দেখছি অসৎ সংসর্গে পড়ে, দলে পড়ে তিনিও সেরকম হয়েছেন। আমি একথাই বলতে তাই সোসাল ইকোনমিক প্রবলেম এর কথা বললেন কিন্তু একটা প্রধান জিনিষের কথা বললেন না। আমি একজন চিকিৎসক হিসাবে বলছি, আমি বড় বড় চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখেছি যে শতকরা ৫০ জনের রোগ আজ ম্যালনিউট্রিশান এর জন্য হয় এবং সেই ম্যালনিউট্রিশান এজন্যই বেশী যে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তদের অনেককে একাহারে কিংবা অনাহারে দিন কাটাতে হয়। এঅবস্থায় রোগের সঙ্গে ফাইট্ করতে পারে না, অনাহারে থাকলে রোগের সঙ্গে ফাইট করতে পারেনা, এ অবস্থায় আপনি বলছেন চিকিৎসার উন্নতি করছেন, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি করছেন। এই যে কথা তিনি উল্লেখ পর্য্যন্ত করলেন না! আমি আরও দেখছি মুনাফাখোর ও ধনিক-শ্রেণীর হাত থেকে আজ মধ্যবিত্ত বাঁচতে পারেনা। বাজারে ঘি এর সেণ্ট তেলের সেণ্ট পাওয়া যায় স্যার, অ্যাডালটারেশান এমনভাবে চলেছে: উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং ধনিকশ্রেণীও এই ম্যালনিউট্রিশান-এর পর্য্যায়ে এসে পড়েছে, একটা কথাও শুনলাম না এই অ্যাডালটারেশান-এর কি করতে পারা যায়। বার বার আমরা একথা বলেছি কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন পরিবর্ত্তন না করলে যে শ্রেণীর সমাজ চলেছে তাকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে না দিলে ভাল হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। এবং এও বলা দরকার এবং তাতেই প্রমাণিত হবে কংগ্রেসীদের কি চরিত্র। এদেরই ফাইনান্স মিনিষ্টার দেশমুখ বলেছিলেন অ্যান্টিকরাপশান ট্রাইবুনাল এর কথা। অ্যাডালটারেশান দূর

করতে হলে উইথ সামারি পেনাল পাওয়ার্স যদি শাস্তির ব্যবস্থা হয় তাহালে এটা একদিকে বন্ধ হতে পারে। জনস্বাস্থ্যও হয়ত কিছুটা উন্নত হতে পারে। ভবিষ্যতে সমৃদ্ধি কিছুটা ও বাড়তে পারে। কিন্তু কংগ্রেস্ ওয়ার্কিং কমিটি যার একটা অংশ এখানে বসে আছে তারা বললেন ট্রাইবুনাল করার দরকার নাই। পণ্ডিত নেহেরু, এক সময় বলেছিলেন যে কোন ব্ল্যাক মার্কেটার্স এবং অ্যাডালটারেটার্সকে ল্যাম্প পোষ্ট এ ঝুলিয়ে দেবেন। বলি তিনি কটাকে টাঙ্গিয়েছেন ? তিনি ট্রাইবুনাল করেননি, বলেছেন পার্টির মধ্যে এটা করবো, ঘরে ঘরেই সেরে নেবো। কাজেই তাঁর নিজের কথায় বলতে গেলে এটাই বলতে হয় যে গোড়া কেটে আগায় জল দেবার চেষ্টা করছেন এবং জলটা এমন ভাবে ঢালছেন। লোককে এমনভাবে ধাপ্পা দিচ্ছেন যাতে নিজের পকেটে বেশী পড়ে, কণ্ট্রাক্টরবা বেশী পায় সেটাই তিনি করতে চান। আজকে তিনি এমন একটি লিষ্ট দিয়ে গেলেন যেন কি চমৎকার করে ফেলেছেন। হেলথ্ সেণ্টার সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু বলতে চাই না। যেগুলি হওয়ার কথা ছিল তার ফিফটী পার্সেণ্ট ও হয়নি। অধিকাংশ হেল্থ সেণ্টার এ আজকে চিকিৎসক আছে তো নার্স নাই, নার্স আছে তো কম্পাউণ্ডার নাই, কম্পাউণ্ডার আছেতো ঔষধ নাই—অধিকাংশ হেলথ্ সেণ্টার এরই আজকে এই অবস্থা। যেগুলি হওয়াব কথা সেগুলিও হয়নি। বনগাঁ, আলিপুব দুয়াব, শিলিগুড়ি মালদহের কথা এখানে বলছি। এই তো হচ্ছে। এমন কি টাকা দিয়েও হচ্ছে না। তরাইতে, বিষ্ণুপুরে হয়নি, বসিবহাটে, সুন্দরবনে টাকা দিতে চায় কিন্তু করবাব কি চেষ্টা করছেন ? বিষ্ণুপুব, বসিবহাট, সুন্দববন, এই সমস্ত জাবগায় অতি কম হয়েছে, যে সমস্ত ডিভিশনাল হাঁসপাতাল রয়েছে আজকে সেখানে যে অব্যবস্থা তা বলবাব কথা নয়। আমি এক একটা উদাহরণ তুলে ধবছি। যেমন দার্জ্জিলিং ডিষ্ট্রিক্ট হাঁসপাতাল, ইংবেজ আমলে চলত ইদানীং কাগজে দেখে থাকবেন চিকিৎসকবা ওযার্ড এ যায় না, অপারেশান করে না, টাকা দিলে রোগী ভর্তি হয়, বোগী দেখেনা। অথচ ওব কথা শুনলে মনে হয় এভরিথিং ইজ অল-রাইট, সমস্ত চলেছে, কাগজেপত্রে ঠিক চলেছে। আজকে ডিষ্ট্রিক্ট হাঁসপাতালে এই অবস্থা এবং সেখানে যারা বসে আছে তারা অকর্মণ্য, অপদার্থ এই হল উপবের দিকে অবস্থা। আর যারা নীচু দিকে আছে তাবা কাজ করতে চাইছে, কাজ করতে চাইলেও তাদেব কাজ করতে দেন না, বলা হয় আমি চার্জ এ আছি আমি ওসব দেখবো। ওসব নাড়াচাড়া কবোনা। হাড় ভাঙ্গলে, জুড়তে চাও জুড়তে পাব কিন্তু বোগীভর্ত্তি আমি কববো। এবাই সুপাব সিলেকশান গ্রেড এ আছে। এইসব কথায় আমি পরে আসবো কিন্তু এই হচ্ছে ডিষ্ট্রিক্ট হাঁসপাতাল এবং ছোট ছোট হাঁসপাতালগুলির চেহারা। কলকাতার হাঁসপাতালগুলিব অবস্থাত আপনি স্যার, জানেন। এমন কি কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে কলিকাতাব হাঁসপাতাল সম্পর্কে অনেক অভিযোগের কথা বলা হয়েছে। বাড়ী তৈরী করছেন ৪৭ লক্ষ টাকা খরচ করে, কিন্তু যাঁরা হাঁসপাতাল চালাবেন তাঁদেব জন্য সেবকম কোন ভাল বন্দোবস্ত করা হচ্ছে না। নীলবতন সরকার হাঁসপাতালের জন্য বাড়ী তৈবী কবেছেন, কিন্তু সেখানকার ডাক্তাব, নার্স, কর্মচারীদের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই। মেডিকেল কলেজের কথা আর বললাম না স্যাব, কারণ তার সম্বন্ধে অনেকবার বলা হয়েছে বাঙ্গর হস্‌পিটাল বলে একটা হাঁসপাতাল আছে, সেখানে বেড্ ছিল ২০০, সেটা বাড়িয়ে ৩০০ বেড করা হয়েছে, তা ছাড়া আরও ২০০টা এক্সট্রা বেড্ আছে। এতগুলি বেড বাড়ান হয়েছে অথচ তার জন্য একটি ডাক্তারও বাড়ান হয়নি। অর্থাৎ ২০০ লোকের চিকিৎসার জন্য যে কয়জন ডাক্তার ছিল, তাঁরাই ৫০০ জন লোকের চিকিৎসা

করছেন। এবং সেখানে একটা পেথোলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট আছে। সেখানে বহু লোকের পেথোলজিক্যাল এক্‌জামিনেশান করা হয়। আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে নিয়ম আছে যে আগে রোগীকে এক্‌জামিন করে, তার রোগ নির্ণয় করে, রোগ ধরা পড়লে, তবে তার চিকিৎসা করা হয়, তাকে ওষুধ দেওয়া হয়। আগে একজন মাত্র পেথোলজিষ্ট ছিলেন। তিনিই বর্ত্তমান ৫০০ বেডের কাজ করে চলেছেন, পেথোলজিষ্ট এর সংখ্যা বাড়ান হয়নি। এই হচ্ছে—কলকাতা হাঁসপাতালের অবস্থা। তারপর স্যার এঁদের অকর্মণ্যতা ও চুরির কথা একটু বলতে চাই। অবশ্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে কারও নাম করে বলতে চাইনা। কারণ এখানে ব্যক্তিগত ভাবে বলে লাভ নেই, এটা ব্যক্তিত্বের কথা নয়, এটা সমষ্টিগত। যাঁরা এই দেশকে বিপর্য্যস্ত অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে আমি বলতে চাই। কেননা, কোন ব্যক্তিকে, বা কোন বিশেষ ডাক্তারকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে আর একজনকে এনে বসালেই যে সব ঠিক হয়ে যাবে, তা আমি বিশ্বাস করি না এ সম্বন্ধে আমি পরে বলবো। আমি এখন যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে—এখান থেকে বলা হয়েছিল যে ষ্টেণ্ডারডাইজেশান অফ আউট পেশাণ্টস্ ডিপার্টমেণ্ট করা হবে। অর্থাৎ ষ্টেণ্ডারডাইজেশান অফ আউট পেশাণ্টস্ ডিপার্টমেণ্টস সরকারী হাঁসপাতালগুলিতে করা হবে, এটা অ্যাক্‌সেপ্ট হয়েছে। আউট পেশাণ্টস্ ডিপার্টমেণ্ট-এ সাধারণত যে ওষুধ দেওয়া হবে, সেটা সাধারণ ওষুধ এবং সেটা সব জায়গায় একরকম ভাবে দেওয়া হবে। একথা স্বীকার করা হয়েছে, এরজন্য টাকা স্যাংশান্ড করা হয়েছে, সেই টাকায় ওষুধ কেনা হয়েছে কিন্তু আউটডোর এ সে ওষুধ পাওয়া যায় না। যে কোন লোককে জিজ্ঞাসা করলে, কিম্বা নিজে যে কোন আউটডোর এ গিয়ে খোঁজ করে দেখলে দেখতে পাবেন সেখানে এসেন্‌সিয়াল মেডিসিন দেওয়া হয় না। এটা একটা বড় টাকার অঙ্ক, এবং সেই টাকা দিয়ে যে ওষুধ কেনা হয়, সে ওষুধ কোথায় যায় ? আমি মিনিষ্টার এর কাছ থেকে শুনতে চাই। যে কথা আমি আগে বলেছি সেই ভাবে যদি ব্যবস্থা করা হত, ষ্টেণ্ডারডাইজেশান অফ দি হস্‌পিটাল্‌স করা হত, তাহলে ইনডোর এর উপর যে প্রেসার বাড়ছে ইন্‌ভেষ্টিগেশন বা চিকিৎসার জন্য তা অনেক পরিমাণে কমত। আজকে যদি ডিষ্ট্রিক্ট হস্‌পিটালগুলি ভাল করে চালান হত, প্রভিন্সিয়াল হস্‌পিটালগুলি ভাল করে চালান হত, তাহলে যে ব্যাপার আমরা দেখছি মেডিকেল কলেজে, মেওতে, তা হতে পারত না, স্যার। কাজেই আমার কথা হল—শুধু এখানে একটা লিষ্ট পড়ে দিলেই হয় না, তাদের জন্য দরদ থাকা চাই, জনসাধারণের জন্য কি করা উচিত, সে সম্বন্ধে ভাল করে চিন্তা করতে হবে। খালি নিজেদের পকেট ভারী করবো এ করলে চলবে না। তারপর কথা হল টিচিং সম্বন্ধে। হাঁসপাতালে টিচিং এর অবস্থা প্রায় অন্যান্য জায়গার মতই হয়েছে। মাষ্টার মশাইদের ঠিকমত মাইনে দেওয়া হয় না। তাঁদের নন্ প্রেক্‌টিসিং অ্যালাউন্স বলে ১০০ টাকা বা ১৫০ টাকা দিয়ে তাদের প্রাইভেট প্রেকটিস্ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। কার্মাইকেল মেডিকেল কলেজকে যখন সেমিন্যাশানালাইজ করেছিলেন, পুরো ন্যাশানালাইজ করেননি, পুরো ন্যাশনালাইজ করলে হয়ত ভাল হত। যাইহোক, যখন তাকে সেমি ন্যাশানালাইজ করা হল তখন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এখানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন হাজার টাকা পার পেশাণ্ট খরচ করা হবে এবং ১৪ হাজার টাকা ষ্টুডেণ্ট এর জন্য খরচ করা হবে। এইটা তিনি তখন প্রমিস করেছিলেন। কিন্তু এখন ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছে। ওখানে শ্রমিক যাঁরা আছেন তাঁরা একটু চেঁচামেচি করে জীবন ধারণের মত সামান্য কিছু উপকার পেয়েছেন। স্যার, এখানে একটা কথা আছে আঙ্গুল না ঢোকালে ঘি বেরোয় না, এবং আঙ্গুলকে বড় করে ঢোকাতে হয়। এঁদের একটা বড় পরিবর্ত্তন করা দরকার বলে মনে

হচ্ছে। যাঁরা হাউস ষ্টাফ্ তারা থ্রেট.করেছিলেন, তাঁরা ষ্ট্রাইক করেছিলেন, তাই তাদের কিছুটা সুবিধা হয়েছে। কিন্তু টিচার, যাঁরা ছেলেদের তৈরী করবেন তাদের অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। একটা ডিপার্টমেণ্টের কথা বলে আমি শেষ করবো স্যার। একজন ডাক্তারকে মাত্র ২৫০ টাকা বেতন দিয়ে ডিপার্টমেণ্টাল হেড এ রাখা হয়েছে। তিনি প্রেক্‌টিস করতে পারবেন না এবং তার জন্য বা অন্য কোন অ্যালাউন্স নেই। আজকের দিনে ২৫০ টাকা মাইনেতে পরিবার পরিজন নিয়ে একজন লোকের পক্ষে সংসার চালান খুবই মুস্কিল। অর্থাৎ ওঁরা বলছেন মুণি ঋষির যুগে কৌপিন পরে ঋষিরা যেমন গড়াত, এঁরা তাই করুন। কিন্তু তা এখন চলবে না স্যার, পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে। তারপর দেখা যায় সিলেকশান গ্রেড এ যিনি ষষ্ট, তিনি ঐ ডিপার্টমেণ্ট এ গভর্ণমেণ্ট সার্ভেণ্ট হিসাবে ৪৫০ টাকা ৫০০ টাকা মাইনে পান। সেখানে কি ব্যাপারটা আমি ঠিক জানি না স্যার। এই হল এঁদের টিচিংএর ব্যবস্থা। পোষ্ট গ্রাজুয়েট পড়ান সম্বন্ধে নানা রকম কথা উঁনি বললেন, আমি সে সম্বন্ধে পরে বলবো। এঁদের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনও ঠিক তাই—উপর থেকে নীচের দিকে যদি দেখেন তাহলে দেখা যাবে শতকরা ১৯ ভাগ কাজ হয় সেখানে। ডিরেক্টোরেটে, ডিরেক্টারই হচ্ছেন ওয়ান ম্যান সো। কিন্তু সেখানে আর একজন এসেছেন, যিনি জয়েণ্ট ডিরেক্টার তিনি সবেতেই খুচ-খুচ করেন। ডিরেক্টার যা করতে চান জয়েণ্ট ডিরেক্টার বাদ দিতে চান। ডিরেক্টার বললেন এই ছেলেগুলিকে ইণ্টারভিউ করো, তারা চাকরি পাবার উপযুক্ত কিনা? জয়েণ্ট ডিরেক্টার ইণ্টারভিউ করেন,—যে সমস্ত ছেলেরা এফ. আর. সি. এস. পাশ করে এসেছেন তাদের জিজ্ঞাসা করেন তোমরা মেট্রিক সার্টিফিকেট এনেছো? উনি এফ. আর. সি. এস্, এম. বি. পাশ করবার সময় মেট্রিক পাশ করেছিলেন কিনা জানি না, স্যার। যে ছেলে এফ. আর. সি. এস. পাশ করে সেখানে ইণ্টারভিউ দিতে গিয়েছে, তাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তুমি মেট্রিক সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছো? মিঃ স্পীকার স্যার, তাহলে বুঝুন সেখানে কি ব্যাপারটা চলেছে।

[3-40—3-50 p.m.]

ছেলেটি এফ. আর. সি. এস. পাশ করে গিয়েছে—তাকে জিজ্ঞাসা করেন মেট্রিক সার্টিফিকেট এনেছ? এই ব্যাপার চলে। ডিরেক্টার এ্যাণ্ড জয়েণ্ট ডিরেক্টার এদের জন্য দেওয়া শতকরা ১৯ ভাগ। তাঁরা সুপার সিলেক্‌শন গ্রেড পান। এম. এস. এর কিছু কিছু লোক যাঁরা এর ক্রিটিসিজম্ করছিলেন, তাঁদের ও সুপারসিলেক্‌শন গ্রেড দেওয়া হয়েছে যাতে আর বেশী ক্রিটিসিজম্ না হয়। অথচ ভাল লোক যখন নিয়ে আসা হয়, তখন বলা হয় তাদের দায়িত্ব নেই, আমাদের ছেলেরা সব উচ্ছন্নে গেছে, দেশাত্মবোধ নাই। আমি একটা কেসের কথা বলবো স্যার—তিনি হচ্ছেন সত্যেন বসুরায়, একজন ব্রিলিয়াণ্ট ষ্টুডেণ্ট। বিলেতের এফ. আর. সি. এস., ইনি বিলেতে ক্রম্পটন হাসপাতালে কিছু কাল কাজ করেছিলেন। তিনি এখানে এসে চেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট এ কাজ করেন; ৫৯০ টাকায় ঢুকেছিলেন। চেষ্ট ডিপার্টমেণ্টকে ডেভেলপ্ করেন—পি. জি. হাসপাতালের, তাঁকেও এই সুপার সিলেক্‌শন দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তার চেয়ে ঢের নিকৃষ্টতর ছেলে, তার নাম করতে চাই না, সে এই সুপার সিলেক্‌শন গ্রেড পেয়েছে। যে খোষামোদ করতে পারে, তেল দিতে পারে, সেই এই সিলেক্‌শন গ্রেড পেতে পারে। সেই ভদ্রলোক এখন কেম্ব্রিজে অফার পেয়ে চলে যাচ্ছে। তাকে না জানলে হয়ত শুনতাম যে অ্যাভারেজ ইণ্টেলিজেন্স এর লোক। এক-

জন এম. বি. ডি. টি. ও. এম. এস. মিলিটারীতে কাজ করেছেন, তাকে এরা বলছেন এ ভদ্রলোক অ্যাভারেজ ইন্টেলিজেন্স এর লোক।

একজন ভদ্রলোক এম. বি. ডি. টি. ও. এম. ও. পাশ করে চার বছর কারমাইকেল কলেজে গায়নাকোলজি ডিপার্টমেণ্ট-এ কাজ করেছেন। এম, আর. কগ্. কৃষ্ণনগরে ছিলেন—মিডওয়াইফারী স্পেশালিষ্ট, তার জন্য কোন বন্দোবস্ত নাই। তাঁকে বাদ দিয়ে আর একজনকে সুপার সিলেকশন গ্রেড দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। অল্পদিন আগে তিনি পাশ করেছেন। তাঁর নাম চারু মিত্র। আমার নিজের ভাগ্নে—ইউনিভার্সিটিতে যে কোনদিন কোন সাবজেক্ট এ সেকেণ্ড হয় নাই। যে প্রাইমারী এফ. আর. সি. এস. পাশ. করে বিলেত থেকে আমেরিকা গিয়ে দু'বছর যাবৎ ক্যান্সার রিসার্চ করেছিল। সেই সময়েতে আমেরিকাকে দু'বার রিপ্রেজেণ্ট করেছিল—ইণ্টারন্যাশানাল রেডিও লজিক্যাল কনফারেন্স এ্যাণ্ড ক্যানসার কনফারেন্স। সেখান থেকে এখানে এসে ক্যানসার সম্বন্ধে রিসার্চ করবার জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন তাঁকে সিলেকশন করেছিল। তারপর তিনি ডিরেক্টার অফ হেলথ্ সার্ভিসেস এর সঙ্গে দেখা করলে তিনি বললেন—দুদিনের মধ্যে পোষ্টিং পাবে। আড়াই মাস তিনমাস পার হয়ে গেছে—আজ পর্য্যন্ত তিনি তার পোষ্টিং অর্ডার পান নাই। এ সম্বন্ধে জয়েণ্ট ডিরেক্টার বারে বারে চেষ্টা করেছেন। এখন বলছে মেডিকেল কলেজে যাও। আমি বললাম কেন ওখানে যাচ্ছ? তিনি বলেছেন কিছুদিন ওখানে দেখব; তারপর মাইগ্রেট্ করে মাকে নিয়ে চলে যাব।

আমার পুত্রের ব্যাপার। ডিরেক্টার অফ হেলথ সার্ভিস আমাকে বলেছিলেন—টাকা তো অনেক রোজগার করেছিলেন, ষ্টেটের কাজে ছেড়ে দিন; আমি চেষ্টা করছি যাতে ষ্টেটে নিযুক্ত হয়। তাঁর কাছে নিয়ে গেলে এপয়েণ্টমেণ্টও দিয়েছিলেন। তা তিনি রাখলেন না। ইণ্টারভিউ-র চিঠি পাঠালেন, তাতে যত সর্ত্ত ছিল বাংলা দেশের যে কোন জায়গায় যেতে রাজী কি না? সে বলেছিল আমি সার্জ্জারী করতে পারবোনা। এতে বলা হলো তার এটিচুড্ খারাপ, ফরচুনেটলি তার বাবা আছে, খেতে পরতে পাবে। এই হলো তাদের চালাবার নিয়ম। আমার সময় কম, বেশী বলতে পারলাম না। এর দৃষ্টান্ত আমি ভুরি ভুরি বলতে পারি। আনন্দি লাল পোদ্দার, বিজয় সিং নাহার প্রভৃতি এরা বলছেন আমারা কুরুড ক্রিটিসিজম্ করছি। এটা আনপার্লামেণ্টারী কিনা জানিনা। এই অনিয়মের বার বার ক্রিটিসিজম্ আমরা করেছি। এরা ইনকরিজিবল বলে কিছুই হয় নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের কথায় বলি—"এরা আসলে ভয় পাইনা, কিন্তু হাসলে ভয় পাই।" যাদের নাম করলাম তারা নিজেদের বিক্রী করে দিয়েছেন। এই যে অন্যায় অনিয়ম তারা করে চলেছেন—এটা আমি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—

"অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃনা তারে যেন তৃণ সম দহে।"

এখনো সময় আছে। তারা ইচ্ছা করলে দেশকে এখনো সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন।

Dr. Pabitra Mohan Roy.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এবারের চিকিৎসা এবং জনস্বাস্থ্যের খাতে, মুখে আগেই বলতে চাই, ১৯৬০-৬১ সালে চিকিৎসার জন্য ৬ কোটি ৬০ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা, এবং জনস্বাস্থ্যের

খাতে ৩ কোটি ৭৬ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ; মোট ১০ কোটি ৩৬ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা আমাদের মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় দাবী করেছেন। আমি এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত একচুয়াল খরচ হয়েছে তাতে দেখতে পাচ্ছি ১৯৫৮-৫৯ সালে, সেখানে যে বাজেট ছিল, সেই রিভাইজড বাজেট-এ দেখছি মেডিকেল এ ৫ কোটি ১৩ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা, কিন্তু খরচ হয়েছে ৫ কোটি ৯ লক্ষ ৫১, হাজার টাকা। বাকি যেটা খরচ হলনা তার পরিমান হচ্ছে ৪ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা। আর পাবলিক হেলথ, জনস্বাস্থ্য খাতে, রিভাইজড্ বাজেট এ ঐ বৎসরে ধরা হয়েছিল ২ কোটি ৪ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। খরচ একচুয়ালি হয়েছে ১ কোটি ৪ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। বাকি থাকে ৯০ লক্ষ১৯ হাজার টাকা। দুইটি মিলিয়ে ৯৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ১৯৫৮-৫৯ সালে আমাদের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রী খরচ করতে পারেননি বা করেননি। সে বৎসর খরচ হয়েছিল ৭ কোটি ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা আর এবার ধরা হচ্ছে ১০ কোটি ৩৬ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। এখানে বাজেট ইনফ্লাটেড করে রাখা হচ্ছে এবং এই ইন্‌ফ্লাটেড্ বাজেট দেখলে মনে হবে যে বাংলা দেশের জনস্বাস্থ্য,বাংলা দেশের চিকিৎসার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যা করেছেন, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এত সুন্দর আর কেউ করেনি। অথচ সে বৎসর প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয় করতে পারেননি, বা করেননি, বা করার চেষ্টাও করেননি। দুই বৎসরে প্রায় দুই কোটি টাকা এইভাবে খরচ করতে পারেননি। অথচ আমাদের যা বিশেষ করা দরকার, শহরে শহরে, পল্লীতে পল্লীতে, সাবডিভিসান এ, ছোট ছোট শহরে বিভিন্ন থানায় হাসপাতাল করা, তা একটিও হয়নি। স্যার, আমি যে এলাকায় বাস করি সে এলাকায় প্রায় দুই লক্ষর উপর লোকের বাস। দম্‌দম্, সেখানে একটা ২০০ বেড এর হাসপাতাল হতে পারে। কলিকাতার পর বারাসত ও রাজার হাটের মধ্যের অংশে এটা হতে পারে। কিন্তু বল্‌লেই বলা হয় যে টাকা নেই করতে পারবনা। অথচ গত বৎসর দেখছি যে ৯৪ লক্ষ টাকা ফেরৎ দিয়াছেন, খরচ করতে পারেননি বা করেননি। অথচ এই হাউস থেকে যে টাকা আমরা স্যাংশান করলাম দেশের ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে শিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্যে, জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে, সে টাকা মন্ত্রী মহাশয় বা তার ডিপার্টমেণ্ট এর নিষ্ক্রিয় তার জন্য বা তাদের চক্রান্তের জন্য বা মন্ত্রী মহাশয় তার ডিপার্টমেণ্ট এর লোকদের কণ্ট্রোল এ আনতে পারেন না বলে, এই টাকা খরচ করা হয় না।

[3-50—4-0 p.m.]

এই ১০টা ২০০ শত বেডেড হসপিটাল করতে পারতেন। এই বই এ দেখা যাবে ফার্ষ্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান এ টালিগঞ্জে ৯ লক্ষ টাকায় একটা হসপিটাল চলতো ; ৯৪ লক্ষ টাকায় একবছরে ১০টি ২০০ শত বেডেড হসপিটাল করতে পারা যেত, কিন্তু সেই চেষ্টা করা হয়নি। লাল বইএ আরও দেখতে পাওয়া যায়

Establishment of T. B. Sanitarium, Digri and T. B. Hospital at Kanchrapara.

সেজন্য ২৪ লক্ষ টাকা। তাহলে দেখা গেল ১০টা ২০০ শত বেডেড হসপিটাল করতে পারতেন, কিন্তু সেই চেষ্টা আপনারা করেননি। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি টি. বি. রুগীদের জন্য কি করেছেন ? আজ যক্ষারোগ যে ভাবে বিস্তার লাভ করছে তাতে কিছুই করতে পারিনি এসব কথা বলে এড়িয়ে গেলে চলবেনা। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীকার্মারকার গত ৯।৬।৫৯ তারিখে কমেণ্ট করেছেন,

About 5 million people in the Country was suffering from this pulmonary tuberculosis.

এর চেয়ে লজ্জাকর আর কি হতে পারে ? বাংলাদেশে কাগজপত্রে দেখা যায় ৮ লক্ষের উপর টি. বি, রুগী আছে, হয়তো আরো বেশী হতে পারে। কত বেড আছে ? সরকারী এবং বেসরকারী মিলিয়ে ৩ হাজার। অথচ টাকা ফিরে যাচ্ছে কেননা আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রী বা তার ডিপার্টমেণ্ট খরচ করতে পারছেন না বা খরচ করছেন না। জয়েণ্ট বেঙ্গল এর ⅓ মাত্র আমাদের এখানে রয়েছে, ⅔ পূর্বপাকিস্তানে চলে গিয়েছে। আগে যে কয়জন অফিসার ছিল এখন তার চেয়ে অনেক বেশী অফিসার হয়েছে—

Director of Health services, Joint Director of Health Services, Directors, Assistant Directors, Additional Assistant Directors.

আমি স্বীকার করে নিলাম হয়তো নানা রকম ডেভেলপমেণ্টল্ ওয়ার্কস এবজন্য এতসব অফিসার দরকার হতে পারে, কিন্তু শুধু রাইটার্স বিল্ডিংস অথবা নিজেদের বাড়ীতে বসে থাকলে এই সমস্ত অফিসার দিয়ে ও কোন কাজ হবে না। জয়েণ্ট ডিরেক্টার খুব বেশী দিন অ্যাপয়েণ্টেড্ হননি, তাঁকে এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটিভ্ সাইড এ কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমরা শুনে অবাক হলাম যে, ডিরেক্টার সাহেব তাঁকে কাজ দিচ্ছেন না। আমরা মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই একথা সত্য কিনা। দমদম রাজারহাটে একটি এ, জি, হসপিটাল ছিল, কিন্তু সেই হাসপাতালটি তুলে দেওয়া হয়েছে। সেই জায়গার কাছে স্থানীয় লোক জমি দিতে প্রস্তুত থাকা সত্বেও তার কোন ব্যবস্থা হলনা। মাত্র একটি বাস সার্ভিস আছে কলকাতার সংঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য, তাও আবার বেশী রাত্রে পাওয়া যায় না এবং বাসে সবসময় রুগী নিয়ে আসা সম্ভব হয়না। কণ্টাইতে মাত্র একটি সাবডিভিশন্যাল হসপিটাল আছে ৪০।৫০ বেডের ; অনেক-গুলি তো ১২০ বেডেড হসপিটাল করলেন, কিন্তু কণ্টাইতে একটাও হলনা কেন ? তার কারণ সেখানে নানারকম রাজনীতি চলছে। আমাদের কংগ্রেসী বন্ধুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো আর হতে পারেনা। ওখানে এক বিরাট চক্রান্ত চলছে কোথায় সেই হাসপাতাল হবে তা নিয়ে। যাইহোক, এবার আমি কলকাতার হাসপাতালগুলি সম্পর্কে বলব। আমি দমদমের প্রতিনিধি দমদমে ২ লক্ষ লোকের বাস, সেখানে হাসপাতালের বিশেষ দরকার। মন্ত্রী মহাশয় বরাবর বলেছেন দমদম তো কলকাতার পাশেই, কলকাতায় এতগুলি হাসপাতাল রয়েছে। যাইহোক, এবার আমি কলকাতার হাসপাতালগুলির অবস্থা মন্ত্রী মহাশয়কে জানিয়ে দিচ্ছি। লেডি ডাফরিন হসপিটাল—শয্যাসংখ্যা ৩০০, আউটডোর পেশাণ্ট রোজ ৩০০।৪০০ এর উপর হয়। এসবের জন্য ডাক্তার ১২জন—আউটডোর ইমারজেন্সিতে ৫ জন, ইনডোর এ ৭ জন। এখন এদের রেমুনারেশান এর নমুনা দিচ্ছি—আউটডোর এ ৫ জনের মধ্যে ২ জন অবৈতনিক। তারা নামমাত্র ৩০ টাকা নিয়ে অবৈতনিক ডাক্তার বলে সই করেন। বাকী ৩ জন মাসিক ১০০ টাকা বেতন বলে নেন। তারপর আউডোর ডিউটী আওয়ার্স ৮—১২টা পর্য্যন্ত। দুদিন নাইট ডিউটী দিতে হয়। যে দিন নাইট ডিউটী থাকে, তার পরের দিন সকালে ৮টায় ডিউটী দিতে হয়। কোন স্পেশালিষ্ট নাই সেখানে। বর্ত্তমানে যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছেন তাঁর ব্যবহারের জন্য সেখানে কেউ থাকতে চাচ্ছেনা।

4-0—4-10 p.m.]

ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট হেলথ ডিপার্টমেণ্ট র অধীনে লেডি ডাফরিন। এই লেডি ডাফরিন পুরানো নামেই বিকিয়ে যাচ্ছে। কোলকাতার অন্য হাঁসপাতাল বা মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতাল সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছি বলে আর বেশী বলতে চাইনা। কিন্তু এই সব জায়গায় লোকসংখ্যা এত বেশী যে লোকের সেখানে জায়গা হয়না। সবচেয়ে মজারকথা হল এই যে মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে একজনের উপর সব ভার ন্যস্ত। আমরা দেখেছি যে এঁরা বেছে বেছে এমন একজনকে ঠিক করে নেবেন যে যার দ্বিতীয় আর ভারতবর্ষে নেই। অর্থাৎ সেখানে যেমন ডাঃ সুধীর বোস তিনি

Principal, Superintedent, Professor of Midwifery, Director Professor of Medicine.

আর বাকীগুলি

Director of Eye, Opthalmology, Medicine and Surgery.

স্যার, বাংলাদেশে বা কলিকাতা শহরে কি ডাক্তারের অভাব আছে। আমি জানি যে বিদেশ থেকে শিক্ষিত হ'য়ে ট্রেনিং নিয়ে বহু ইয়ংমেন যারা এসেছে তারা এখানে কোন স্থান না পেয়ে ইউরোপে চলে যাচ্ছে, লণ্ডন শহরে গিয়ে প্র্যাকটিস করার সুযোগ পাচ্ছে। আমি জানি আমার বহু ডাক্তার বন্ধু মালয়, বার্মা, ঘানায় গিয়ে ডাক্তারি করছে। অথচ তাঁদের আমাদের এখানে রাখার কোন চেষ্টা এ সরকার করছেন না। এ না করার কারণ হচ্ছে যে এর মধ্যেও ওদের রাজনীতি আছে। এবার আমি আমার বাড়ীর কাছে অবস্থিত আর, জি, কর হাঁসপাতালের কথা বলব। আমার নিজের সামান্য অসুখ হলেই আমাকে আর, জি, কর হাঁসপাতালে নিয়ে আসবে। আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির যে এম্বুলেন্স আছে তাকে বলাই আছে যে নিকটে যে হাঁসপাতাল আছে সেখানেই নিয়ে যাবে। এই আর, জি, কর হাঁসপাতাল সম্বন্ধে বহু অভিযোগ এই হাউস থেকে এবং বাহিরের থেকে করার পর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং নিশ্চয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এটাকে নিজেদের হাতে নিয়ে নেবার জন্য ব্যবস্থা করলেন। সে জন্য ১৯৫৮ সালে আমাদের কাছে এই উপলক্ষে আর, জি, কর হসপিটাল বিল এল এবং শেষ পর্য্যন্ত বহু বাগ-বিতণ্ডা করার পর আর, জি, কর এ্যাক্ট পাশ হল। সেই আর, জি, কর এ্যাক্টের সেকসন ৫ এ আছে

The State Government shall by notification in the Official Gazette appoint a Committee to be called the R. G. Kar Medical College Hospital Committee for the management of the institution in accordance with the provisions of this Act and rules made thereunder

স্যার, ১৯৫৯ সালে জানুয়ারীতে একটা কমিটি ফরম্‌ড হয়েছিল। গতকাল যুগান্তর কাগজ আর, জি, কর হাঁসপাতাল সম্বন্ধে বহু চিত্র বেশ ভালভাবেই তুলে ধরেছেন। এ সম্বন্ধে আমিও কিছু বলব। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে যে কমিটি গঠন করা হল সেই কমিটি গঠন করার পর কি কাজ করতে পারছে সেটাই আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাই। এটা এই হাউসের ডিমাণ্ড। আমারা যে এ্যাক্ট করে দিয়েছি সেই এ্যাক্টের প্রভিশান অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা এটা আমরা ডিমাণ্ড করতে পারি এবং এটা হাউসের প্রিভিলেজ বলে আমি মনে করি। অর্থাৎ মন্ত্রী মহাশয় বা তাঁর ডিপার্টমেণ্ট

কতটুকু সেই আইন মান্য করছেন সেটাই জানতে চাই। আজ আমরা শুনছি যে একজন লোক সেই ডিরেক্টার অফ হেলথ সার্ভিসেস তিনি সেই কমিটিকে কাজ করতে দিচ্ছেন না।

স্যার, এই কমিটি যেভাবে ফরম্ হওয়ার কথা ছিল তাতে সেখানে যারা যেতেন তাঁরা খুব সাধারণ লোক নন। সেখানে যাওয়ার কথা ছিল—

Director of the Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Director of the Sechool of Trσpical Medicine, one member of the Faculty of Medicine of the Calcutta Univercity, one member tc be nominated by the Calcutta Corporation, 2 persons appointed by the State Government from among the senior members of the staff and 4 persons interested in Medical Education.

স্যার, যারা সেখানে এ্যাপয়েন্টেড্ হয়েছেন তার মধ্যে রয়েছেন—

Dr. R. N. Chowdhury, Dr. Amiya Sen, Dr. Subodh Mitra, Dr. Amiya Chakravarty, Dr. Rajat Sen, Dr. B. P. Tribedi, Dr. Ranjit Mitra, Dr. Bibek Sen Gupta.

এই নামগুলির সঙ্গে আমরা খুবই পরিচিত এবং এও জানি যে তাঁরা চিকিৎসা এবং চিকিৎসা শিক্ষাক্ষেত্রে খুবই যোগ্য এবং এদের অনেষ্টি সম্বন্ধে কোন কিছু প্রশ্ন করার নেই। অথচ দেখছি যে সেই কমিটিকে কোন কাজ করতে দেওয়া হচ্ছেনা—যেমন মেডিকেল কমিটি ছিল ভর্ত্তির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ভর্ত্তির সময় তাঁদের কাজ করতে না দিয়ে সরাসরি লাল দীঘির দপ্তর থেকে চিঠি পাঠিয়ে ভর্ত্তি করান হচ্ছে। সিলেকশন কমিটিতেও ঐ একই ব্যাপার চলছে, অর্থাৎ সেখানেও এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট এর ব্যাপারে এঁদের কাজ করতে দিচ্ছে না। যদিও এরকম বহু ঘটনা আছে তাহলেও সে বিষয়ে এখন আর কিছু বলতে চাইনা। বর্ত্তমানে কি রকম কাজকর্ম্ম হচ্ছে সে কথা বলে আমি এই হাঁসপাতালের কথা শেষ করব। আমাদের হাঁসপাতাল পরিচালনার আভ্যন্তরীণ গোলযোগেব মূলে রয়েছে দুর্নীতি এবং চক্রান্ত এবং তার ফলে রোগীদের যে কি অবস্থা হয় তার একটা দৃষ্টান্ত আমি এখানে দিচ্ছি। গত ১৫-৫-৫৯ তারিখে রাত্রি বেলায় নন্দন বিশ্বাস বলে একটি ছেলের মোটর অ্যাক্সিডেণ্ট হয়। সে হাঁসপাতালে যাওযাব পর ইমারজেন্সি মেডিকেল অফিসাব তাকে পরীক্ষা করে মনে করেন যে এর ইনডোর এ ভর্ত্তি হওয়া দরকার। কিন্তু রেসিডেণ্ট মেডিকেল অফিসার ছেলেটিকে না দেখে নিজের কোয়ার্টার থেকে ফতোয়া পাঠিয়ে দিলেন যে সিট নেই। পরে অবশ্য ডাঃ রায়ের এক চিঠিতে জানলাম যে, সে ৪৫ মিনিট পরে অ্যাটেণ্ড করেছিল। কিন্তু আমার পরিষ্কার জানা আছে যে, সে ১ ঘণ্টার মধ্যে যাননি এবং বলেছিলেন যে ফ্রি বেড নেই। আমার হাতে প্রমাণ আছে যে এই দিন সার্জ্জিক্যাল ওর্য়াড এ ১০টা খালি ফ্রি বেড ছিল। আপনারা হয়ত নিজেদের ডিফেন্স এর জন্য বলবেন যে ফ্রি বেড ছিল না বলেই ছেলেটিকে হাসপাতালে ভর্ত্তি না করে ইমারজেন্সি ওর্য়াড এ রাখা হয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় যে সেই ছেলেটি ১১ টার সময় মারা যায়। সেই ছেলেটির বাবা খুব গরীব মানুষ, সে বলেছিল এখন আমার কাছে টাকা নেই কালকে ১০ টার মধ্যে এনে দেব। কিন্তু যেহেতু তৎক্ষণাৎ সে টাকা দিতে পারলনা সেই হেতু তার ছেলেকেও ভর্ত্তি করা হোলনা। আমি বলতে চাই যে, এই সমস্ত হাসপাতালের জন্য এই হাউস থেকে টাকা স্যাংশান করা হয় কিনা এবং সে টাকা জনসাধারণের কিনা? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে

এই রেসিডেন্ট সার্জেন এর কি অধিকার আছে যে এরকম একটি রোগী যার অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার ফলে ব্রেইন ফ্রাক্চার হয়ে গেছে অর্থাৎ যে মরতে বসেছে তাকে প্রপার হসপিটাল ট্রিটম্যান্ট না দিয়ে সরিয়ে দেন? এই যদি অবস্থা হয় তাহলে এই হাসপাতালের জন্য আপনাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হাতে এত টাকা স্যাংশান দেবার কি প্রয়োজন আছে।

[4-10—4-20 p.m.]

এ সম্বন্ধে ডাঃ রায়কে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তার উত্তরে ডাঃ রায় চিঠি দিয়েছেন, তার এক জায়গায় তিনি বলেছেন—

The Resident Medical Officer's strict observance of rules regarding insistence on advance for paying patients has been an unhappy decision and on grounds of sentiment the party may have reasons to be aggrieved

স্যার, অন্ গ্রাউণ্ডস্ অব সেন্টিমেণ্ট—যার ছেলে মারা গেছে তার পক্ষে এটা সেন্টিমেণ্ট কিনা সেটা ভেবে দেখুন।

The Resident Medical officer is being warned to be more careful in future regarding the admission of patients.

ডাঃ রায় আমাদের বলেছিলেন যে ছাত্রদের শিক্ষার জন্য ২৩০ টাকা ব্যয় হয়, তার বদলে হাজার টাকা করবেন—তার কি করতে পেরেছেন? ৪ টাকা ৬ আনা করে পার বেড খরচ হয়—অন্য জায়গার মত ৮ টাকা না বাড়িয়ে ৬ টাকা করবেন বলে বলেছিলেন—তার কি করতে পেরেছেন? এই তো অবস্থা। স্যার, আমি আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে একটা কথা বলতে চাই। বাংলাদেশে আয়ুর্বেদের স্থান বিশেষ হচ্ছেনা যদিও আমরা দেখতে পাই যে বহু প্রদেশে রাজ্য সরকার কর্তৃক আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে এবং জনগণের চিকিৎসার জন্য সেইসব প্রদেশ আয়ুর্বেদের জন্য অনেক কিছু করছে। আয়ুর্বেদ ভারতবর্ষের অরিজিনেটেড জিনিষ, এটাকে সায়েন্টিফিক বেসিসে নিয়ে আপনারা এটার উন্নতির জন্য চেষ্টা করবেন এই আমার বক্তব্য।

Shri Hemanta Kumar Basu :

মিঃ স্পীকার, স্যার, স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যয় বরাদ্দ দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। সরকার অজস্র টাকা যখন খরচ করছেন তখন কিছু কাজ যে হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই কিছু কাজ হচ্ছে। কিন্তু অপব্যয়ের মাত্রা যথেষ্ট রয়েছে, দুর্নীতি, করাপসান যথেষ্ট রয়েছে। দুধ চুরি, মাছ চুরি, ষ্টোর্স চুরি, ঔষধ চুরি এবং ব্ল্যাকমার্কেটের অন্ত নেই। সেদিক দিয়ে বিরোধী পক্ষের বহু সদস্য আলোচনা করেছেন, আমি আর সে বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করতে চাই না। ডিরেক্টারদের মধ্যে অন্তর্বিরোধের ফলে যে স্বাস্থ্য বিভাগের কাজের বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। টি, বি রোগ গ্রামে বেড়ে চলেছে—যে হারে টি, বি, রোগ বাড়ছে সেই অনুপাতে হাসপাতালে বেডের সংখ্যা বাড়ছে না। টি, বি, রোগী হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে? অনেক সময় গরীব আত্মীয়-স্বজন নিতে পারেনা পাছে তার যক্ষা রোগ হয়। সেজন্য আফ্টার কেয়ার কলোনী করবার কথা এবং দেখলাম এবিষয়ে ১লক্ষ টাকা স্যাংশান্ করা হয়েছে কিন্তু মন্ত্রীমহাশয় এবিষয়ে কিছু বললেন না। আফ্টার কেয়ার কলোনী যদি খুব বেশী ডেভেলপ্ করে তবেই হাসপাতালের বেড্ খালি হবে এবং তারা

নিরাপত্তা বোধ করবে যে আমরা আফ্‌টার কেয়ার কলোনীতে গিয়ে বাস করতে পারব। তারপর আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলতে চাই। এ বিষয়ে একটা বিল আনা হচ্ছে না। একটা ফ্যাকাল্টি অফ্‌ আয়ুর্বেদিক কাউন্সিল ছিল কিন্তু সেটা ভেঙ্গে দিয়ে একটা এ্যাড হক্‌ কাউন্সিল করে দেওয়া হয়েছে। আজ ৩ বছর হল এ ব্যাপারে সরকার কিছুই করছেন না এবং যেহেতু ডাঃ রায় এবং অনাথ বন্ধু রায় এ্যালোপাথিক চিকিৎসক সেহেতু আয়ুর্বেদের উপর তাঁদের দৃষ্টি নেই। আপনারা জানেন যে উড়িষ্যাতে ১৯৫৩-৫৪ সালে ২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৫ শত ৪৩ টাকা এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে ৫ লক্ষ ৫৭ হাজার ৬৫ টাকা সেখানে ধরা হয়েছিল। ইউ, পি, তে প্রায় ১১।১২ লক্ষ টাকা, মাদ্রাজে প্রায় ১০।১১লক্ষ টাকা, বোম্বেতে প্রায় ১৫।১৬ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল। সেখানে ওয়েষ্ট বেঙ্গলে মাত্র ৫০ হাজার টাকা ধরা হয়েছিল, আর এবার দেখলাম মাত্র ১ লক্ষ টাকা। আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে একটা ষ্টেট ফ্যাকাল্টি তৈরী করে দেওয়া দরকার। গান্ধীজি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তাঁরা সকলেই এটাকে সমর্থন করেছিলেন কিন্তু এই সরকার কিছুই করছেন না। তারপর ভেটারিনারী কলেজ থেকে যারা গ্রাজুয়েট হয়ে বেরোয় তাদের কোন রেসিডেন্টের ব্যবস্থা নেই, প্র্যাক্‌টিসের কোন ব্যবস্থা নেই। তারপর একটা কাউন্সিল এবং ইন্‌ষ্টিটিউশনের ব্যবস্থা করা বিশেষ দরকার। নন্‌ রেজিষ্টার্ড মেডিকেল প্র্যাক্‌টিশনারদের সম্বন্ধে আমি যখন :ডাঃ রায়কে ১৯৫২ সালে বলেছিলাম তখন ডাঃ রায় একথা লিখেছিলেন।

It has been the definite policy of the Government that in the interest of the safety of the life of the people certain amount of training is essential for medical trainees before they can be entrusted with the lives of citizens.

সেজন্য সেভাবে রিফ্রেসার কোর্সে তাঁরা একটা ট্রেনিং নিচ্ছে এবং বড় বড় ডাক্তার তাদের সেখানে ট্রেনিং দিচ্ছেন, ডাঃ ডি, আর, ধর, ডাঃ জে, সি, চ্যাটার্জী, ডাঃ এ,কে, ঘোষ প্রভৃতি বড় বড় ডাক্তাররা তাদের ট্রেনিং দিচ্ছেন। এদের আবার স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে ভয় দেখানো হয় যে তোমরা যদি শেখাও তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে ষ্টেপ নেওয়া হবে। অথচ এই সমস্ত নন-রেজিষ্টার্ড প্র্যাকটিশনার্স তারা প্রস্তাব করছে যে কোন এ্যালোপাথিক স্কুল থেকে বা রিফ্রেসার্‌ ট্রেনিং স্কুল থেকে যদি কোন সার্টিফিকেট থাকে তাহলে কোন হাসপাতালে ৬ মাস ট্রেনিং দিয়ে তাদের রিকগ্‌নাইজ করে নেওয়া হোক্‌। কিন্তু এসম্পর্কে কোন ব্যবস্থা সরকার করছেন না অথচ ডাঃ রায় যে চিঠি দিয়াছেন সেই পত্রমত তারা রিফ্রেসার কোর্সে ট্রেনিং নিচ্ছে। কাজেই আমি বলবো যে এসম্বন্ধে যথাশীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা করা দরকার। তারপরে আমি হাসপাতালে যে সব কর্মচারী আছে ক্লাশ ফোর ষ্টাফ্‌ এবং অন্যান্য ষ্টাফের সম্বন্ধে বলবো। গত বছর থেকে তাদের মধ্যে নিউ পে স্কেল ইন্‌ট্রোডিউসের ব্যাপারে একটা বিরাট অসন্তোষ হয়। তাদের হাউস এ্যালাউয়েন্স কমে যায়। তাদের মাইনে কমে যায়। তারপর তারা ৬ ঘণ্টা ষ্ট্রাইক করে ডিমনষ্ট্রেন নিয়ে এসে ডাঃ রায়ের কাছে হাজির হয়—ডাঃ রায় এখানে এসেম্বলীতে দাঁড়িয়ে একথা বলেন যে ৩১শে মার্চের মধ্যে এসেম্বলী শেষ হলে তারা যদি ষ্ট্রাইক না করে তাহলে নিশ্চয়ই তাদের দাবীদাওয়া নিয়া আমি আলোচনা করবো। এ বিষয়ে একদিন নয়, দুদিন নয়, তিন দিনও যদি বসতে হয় তাহলে আমি তা বসবো। কিন্তু দুঃখের বিষয় এক বছর কেটে গেল তাদের দাবীদাওয়া নিয়ে কোন রকম আলাপ আলোচনা হল না। তাদের যে সমস্ত ডিমাণ্ড রয়েছে সে সম্বন্ধে আমি ডাঃ রায়ের কাছে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি—এবং এই

জানিয়েছি যে আজকে হাজার হাজার হাসপাতাল কর্মচারী এখানে এসে উপস্থিত হবে। ডাঃ রায় বলেছিলেন যে তাদের এ্যাড্ ইণ্টারিম্ ইন্‌ক্রিমেণ্টের ব্যবস্থা করবেন কিন্তু কি করেছেন তা হাসপাতাল কর্মচারীরা কিছুই বুঝতে পারছে না। সুতরাং তাদের জন্য কি করেছেন সে বিষয়ে ভালকরে তাদের কাছে গিয়ে বুঝান্ যে তোমাদের এইভাবে বেতন বাড়িয়েছি, এ্যালাউয়েন্স বাড়িয়েছি কারণ তারা এ সম্বন্ধে কিছুই অনুভব করছে না। এ বিষয়ে যুগান্তর কাগজের এডিটোরিয়ালে যথেষ্ট লেখা হচ্ছে। আগামী ২২শে তারিখে তারা টোকেন ষ্ট্রাইক করবে এবং তাতেও যদি তাদের কোনব্যবস্থা না হয় তাহলে ২৮শে মার্চ থেকে তারা ষ্ট্রাইক করতে বাধ্য হবে। যুগান্তর কাগজ পরিষ্কার করে লিখেছেন যে এই ধর্মঘট করলে পর বাস্তবিকই জনস্বাস্থ্য বিপন্ন হয়ে পড়বে কিন্তু এই সমস্ত দুস্থ দরিদ্র কর্মচারীদের দিকেও সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

[4-20—4-30 p.m.]

Shri Chaitan Majhi

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুরুলিয়া জেলায় জনস্বাস্থ্য বিভাগের বহু কাজ রয়েছে। ভারতের মধ্যে এই জেলায় কুষ্ঠ সমস্যা বেশী। কিন্তু প্রতিকারের সরকারী চেষ্টা নাই। উপযুক্ত পরিকল্পনা নাই। অন্নহীন, অর্থহীন, অনুন্নত জেলায় যক্ষা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। তারও প্রতিকারের বা চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই। পুরুলিয়া হাসপাতালে মাত্র গুটি কয়েক সিট আছে। রোগীর সংখ্যা বহু। স্বাস্থ্য কেন্দ্র যেগুলি করবার কথা হচ্ছে সেগুলি কোথায় করা হবে সে বিষয়ে অনেক রাজনীতি চলেছে। মাঝিহিড়া গ্রাম তার একটি উদাহরণ। অফিসাররা স্থির করেন মাঝিহিড়া উপযুক্ত ক্ষেত্র। অফিসারেরা অনুমোদন ও করেন কিন্তু ওখানে যাতে না হয় এখন সে বিষয়ে বহু চক্রান্ত চলেছে। তার প্রমান আছে। কারণ উপরের কর্তাদের এখন খেয়াল আছে যে ঐ গ্রামে লোকসেবক সঙ্গের প্রভাব। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যদপ্তরে প্রতিবাদ করা হয়েছে। কোন জবাব নাই। এই রকম সব অন্যায় ষড়যন্ত্র চলতে থাকলে ভাল কাজ হবে কি করে? পুরুলিয়া জেলায় মাত্র শহরে একটি হাসপাতাল আছে। চারিদিকে রোগ যথেষ্ট আছে কিন্তু সে তুলনায় হাঁসপাতালে সিট খুব কম। আবার সেখানে ও যদি কোন রকম করে রোগী ভর্ত্তি করা যায় তাহলে সেখানে ও ঔষধ পাওয়া যায়না। এই অবস্থায় মন্ত্রীমহাশয় বলছেন খুব ভাল কাজ করেছ। আজকে সব বিভাগেই কাজ এবকমভাবে চলছে, অথচ বলা হচ্ছে রাম রাজ্যের কথা। এই সমস্ত কারণে আমি বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ সমর্থন করতে পারিনা।

Shri Nepal Ray :

স্যার, আমি হাঁসপাতালের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে ডিরেক্টোরেট এর মধ্যে যে দুটি দল আছে, যে সম্বন্ধে আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুরা বলেছেন—আমি ও উল্লেখ করতে চাই। এই দল যদি থাকে তাহলে কোন ডিপার্টমেণ্ট সুষ্ঠুভাবে চলতে পারেনা। জ্ঞান বাবু যে কথা বলেছেন ডিরেক্টার যে অর্ডার দেন জয়েণ্ট ডিরেক্টার তা ক্যানসেল করে দেন। এই অবস্থা যদি হেলথ ডিরেক্টোরেট এ চলে তাহলে হয় ডিরেক্টার সাহেব রিজাইন করুন আর না হয় হেলথ মিনিষ্টার রিজাইন করুন, না হয় জয়েণ্ট ডিরেক্টার রিজাইন করুন এ যদি না হয় তাহলে বাংলাদেশের হাঁসপাতালগুলি চলবেনা এবং আমরা যারা হাঁসপাতাল কর্মচারী কাজ করি, আমরা এই জুলুম বরদাস্ত করবোনা। আমি সেজন্য অল্প সময়ের মধ্যে দুএকটি কথা রাখতে

চাই আপনার মাধ্যমে। মেডিকেল কলেজ শুধু বাংলাদেশের বিখ্যাত নয় সারা ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হাঁসপাতাল বললেও অত্যুক্তি হবেনা। আমি ডাক্তার ভাইদের কথা বলবোনা কারণ যেখানে ৭০০ বেডে রোগী থাকবার কথা সেখানে মেডিকেল হাঁসপাতালে১৫।১৬ শত রোগীকে তাদের অ্যাটেণ্ড করতে হয়। জ্ঞানবাবু যে মন্ত্রী পুত্রের কথা বললেন আমি সেঘটনা জানি। হয়ত সকলে সমান দায়ত্বশীল নয় কিন্তু যদি হাঁসপাতাল রাখতে হয়, তাহলে আরও টাকা দিতে হবে, আরও ডাক্তার বাড়াতে হবে। মানুষের উপর বাস্তবিক অত্যাচার করা উচিত নয় এবং কর্ম্মচারীদের ও সে অধিকার দেওয়া উচিত নয়।

আমার দ্বিতীয় কথা হল আর, জি, কর মেডিকেল কলেজ সম্বন্ধে। কারণ সেটা কয়েক দিন আগে আমাদের সরকারের অধীনে এসেছে। সেখানে এমন কাজ যে সুপারয়্যানুয়েটেড অফিসাররা আছেন। কিন্তু সুপারয়্যানুয়েসান এর একটা সীমা আছে। ৫৫ বছর থেকে ৬০ বছর, এবং তারপর হয়ত মেরেকেটে আরও দু বছর হতে পারে। কিন্তু এখানে ৬৭ বছর বয়স হয়ে গিয়েছে, তবু তারা রয়েছে। এরা যাবেন না স্যার, যতদিন না এরা নিমতলায় যান, ততদিন এরা সেখান থেকে যাবেন না। কেন এই রকম ব্যবস্থা রাখা হয়েছে? নুতন ডাক্তারদের চান্স দিতে হবে। যে কৌশল চলেছে তাতে দেশের ভবিষ্যৎ গঠণ করবার জন্য এরা কোন দিন কখনও চান্স পাবে না। দিনের পর দিন এরা ব্লক করে রেখেছেন। এই কথাগুলি আমি আর, জি, কর মেডিকেল কলেজ সম্বন্ধে বললাম। এবার আমি স্যার, এম, আর বাঙ্গুর হসপিটাল সম্বন্ধে বলছি। সেখানে সন্ধ্যার পরে গেলে দেখতে পাবেন যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখানকার কর্ম্মচারী মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায়। এমন অবস্থা সেখানে যে মদ চোলাই পর্য্যন্ত হাসপাতালের মধ্যে হচ্ছে; কিছু বললেও কোন ব্যবস্থা হয় না। লিখিতভাবে দরখাস্ত করেছি, কোন ষ্টেপ নেওয়া হয়নি, কোন পানিসমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়নি। সেখানে একজন ষ্টুয়ার্ট, কে, কে, রায়, তিনি লিখিতভাবে চুরি করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে জানান হয়েছে; কোন ষ্টেপ নেওয়া হয়নি। রোগী ভর্ত্তি করান হয়েছে তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে, কিন্তু খাতায় সেটা এন্ট্রি করা হয়নি। তারপর রোগীদের পথ্য মাছ, মাংস, ডিম, দুধ সব কিছু সেখান থেকে পাচার হয়ে চলে যাচ্ছে। বললেও কোন ব্যবস্থা হয়না। কাউকে ধরবার উপায় নেই, সব চোরে চোরে মাসতুত্ ভাই। হয় তাঁরা ডিরেক্টর বা বড় বড় কর্মচারীদের জামাই, না হয় ভগ্নীপতি। তাই এঁরা এদের সরাচ্ছেন না। বাঙ্গুড় হাসপাতালে আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম, সেখানে কি রকম চুরি হয় তা তিনি দেখে এসেছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার কোন প্রতিকার হল না। ডিরেক্টোরেট এর সেই লোক, সেখান থেকে ট্রান্সফার করা হল না, এবং সেখান থেকে তিনি ট্রান্সফার হবেন বলে মনে হয় না। আমি আজ কংগ্রেস বেঞ্চে দাঁড়িয়ে একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি, তার কারণ লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নিয়ে তাঁরা ছিনিমিনি খেলছেন। এই হেলথ ডিরেক্টোরেট এর লোকগুলি এতই অকর্ম্মণ্য যে তাদের কোন যোগ্যতা নেই যে, তারা এই ডিরেক্টোরেটকে চালাতে পারে। সেই জন্য আমি প্রপোজাল দিচ্ছি যদি অপোজিশান পার্টির লোক কে নিয়ে অসুবিধা হয়, তাহলে আমাদের গর্ভর্ণমেণ্ট সাইডের সদস্যদের নিয়ে একটা অ্যান্টিকরাপশান কমিটি গঠণ করে ঐ সমস্ত লোকদের যাতে সায়াস্তা করা যেতে পারে তার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা করা হোক। আমি আবার জোর দিয়ে বলছি কমিউনিষ্ট মেম্বার এবং আমাদের নিয়ে একটা কমিটি করে অ্যান্টিকরাপশান

ডিপার্টমেণ্ট খোলা উচিত। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এখানে কণ্ট্রাক্টরদের সম্বন্ধে কতকগুলি এক্সজামপল দিতে চাই। আমাদের স্বাস্থ্য খাতে প্রায় প্রতিবৎসর দশ, এগার কোটি টাকার মত অর্থ বরাদ্দ হয়। কিন্তু মজা হচ্ছে—হাসপাতালের ঔষধ, রোগাদের পথ্য, জামা, কাপড় ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিষের জন্য যে কয়েক কোটি টাকা খরচ করা হয়, সেখানে ভীষণ চুরি হয়। শুধু চুরি হয় বললে ভুল করা হবে। সেখানে পুকুর চুরি হয় বললেও ভুল করা হবে; সারা হাসপাতালের ইটগুলি পর্য্যন্ত খুলে চুরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। স্যার, আমি আর একটা এক্সজামপল দিচ্ছি। এখানকার যে সমস্ত বড় বড় কোম্পানী আছে, তারা সাধারণত অর্ডার পান না, বিলাতি কোম্পানী, যারা ঘুষদেন, তারাই অর্ডার পেয়ে থাকেন। আমাদের বাংলাদেশের জনসাধারণের টাকা এই ভাবে বাজেটে বরাদ্দ করে বিলাতি কোম্পানীকে কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হয়। আমি বলবো তাদের এই ভাবে একটি পয়সাও দেওয়া উচিত নয়। বাংলাদেশের মানুষ, যাঁরা ভাল কণ্ট্রাক্টর এবং বাংলাদেশে যে সমস্ত ভাল ভাল মেডিকেল ফার্ম আছে, তারাই এই কণ্ট্রাক্ট এর মাল সাপ্লাই করতে পারেন। সুতরাং তাঁরা যাতে এই টাকার বেনিফিট পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু তা না করে বাইরে থেকে বিলাতি কোম্পানীকে ডেকে এনে এই সমস্ত কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হচ্ছে, এবং তার ফলে ফরেন এক্সচেঞ্জ থেকে টাকা চলে যাচ্ছে। এইত আমাদের অবস্থা। তারপর স্যার, আরও মজা দেখুন—একজন ফার্ণিচার সাপ্লায়ার, ঘোষ এণ্ড কোম্পানী, তাকে গ্লুকোস সাপ্লাই করবার জন্য ২ লক্ষ টাকার অর্ডার দেওয়া হয়েছে। স্যার, চিন্তা করতে পারেন একজন ফার্ণিচার মেকার গভর্ণমেণ্টকে মেডিশিন সাপ্লাই করবেন। কেন বাংলাদেশে বড় বড় কোম্পানী যারা মেডিসিন তৈরী করে তাদের কি এই অর্ডার দেওয়া যেতে পারত না? বেঙ্গল ফার্মেটিক্যাল কোম্পানী যারা গ্লুকোস তৈরী করে তাদের কি এই অর্ডার দেওয়া যেতে পারত না?

[4-30—4-40 p.m.]

পয়সার বিনিময়ে এই সমস্ত হচ্ছে, এরজন্য দায়ী কে? যে দায়ী, আমি বলবো, তার বিচার চাই। মন্ত্রী মহোদয়কে আমি জানি অত্যন্ত অনেষ্ট কিন্তু তাঁর হাতে তামাক খেয়ে যায় অন্যে, তিনি টের পান না। তারই জন্য আমি তাঁকে দোষারোপ করছি।

আর একটা কথা, স্যার, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সম্বন্ধে রাখতে চাই। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও মন্ত্রী ডাঃ অনাথবন্ধু রায় আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন যে ম্যালেরিয়া কর্মচারীর শতকরা ৫০ জনকে হাসপাতালে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে রাখা হবে এবং আর ৫০ জন যারা হাসপাতালের মধ্যে বদলী কাজ করে তাদের থেকে রাখা হবে। আমি চেলেঞ্জ করে বলছি, মন্ত্রীমহাশয়কে অনেকবার লিখিতভাবে দিয়েছি, মুখেও বলেছি এবং আজও ফ্লোর এ দাড়িয়ে বলছি গত কয়েক মাসের মধ্যে দু-শো লোককে নেওয়া হয়েছে, যারা কোনদিন ম্যালেরিয়া কর্মচারী ছিলেন না বা হাসপাতালে ও কাজ করেননি। প্রত্যেকটি চাকরীর বিনিময়ে দু-শো টাকা করে নিয়ে এই চাকরী দেওয়া হয়েছে হেলথ ডিরেক্টোরেট থেকে। মজা হচ্ছে ফোর্জড অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার দেওয়া হয়েছে—এবং এই জালকরা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার এর বলে তারা চাকরী করছে।

আমি জয়েণ্ট ডিরেক্টার এর সঙ্গে এ নিয়ে দেখা করতে গিয়েছিলাম জানুয়ারী মাসের ১৫।১৬ তারিখে হবে; তিনি বলেছিলেন ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে এসে জেনে যেয়ো—কবে তাঁর

দেখা করার সময় হবে। বা-রে বড় মেকদারের লোক হয়েছেন তিনি, একটা আর্জেণ্ট পাবলিক ইমপর্টেন্স, একমাস পরে জানতে যাব কবে তার সঙ্গে দেখা হবে। যেখানে সব চোর, জোচ্চোর লোক কাজ করে, জাল অর্ডার নিয়ে এসে যেখানে কাজ করে সেই হেলথ ডিপার্টমেণ্টকে একটা পয়সাও দেওয়া উচিত নয়, সমূলে বিনাশ করে দেওয়া উচিত। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় তাঁর নিজের হাতে এই হেলথ ডিপার্টমেণ্ট রাখা উচিত। তিনি যদি রাখেন তাহলে আমার বিশ্বাস এ রকম অভিযোগ আমরা কখনো শুনবো না।

দুধ, মাছের কথা একটু বলি। দুধের কথা, মাছের কথা—যা-ই বলুন না কেন, মন্ত্রীমহাশয় ও জানেন, দু-মণ মাছের অর্ডার হলে, সাপ্লাই হবে একমণ। রুইমাছ বললে–বোয়াল মাছ দেবে, ভেট্‌কী মাছ বললে সমুদ্রের বাজে মাছ দেবে। সাপ্লায়াব একমণ দিয়ে দু-মণের বিল করছে। তার আবার আধমণ বাবুরা বখরা করে নিয়ে যাচ্ছেন। রোগীরা কি পাচ্ছে? আজ যেখানে মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ এর চেয়ে বেশী খায় না। কিন্তু সেটাকে ভালভাবে দিতে হবে। তা যদি না দিতে পারেন, তাহলে এই তিনজন ডিরেক্টার, জয়েণ্ট ডিরেক্টার এবং হেলথ মিনিষ্টার—ওখান থেকে বিদায় নিন্ এবং বিদায় নিয়ে আমাদের বাঁচান এবং বাংলাদেশকে ও বাঁচান। আমি জানি হেলথ মিনিষ্টার খুব ভাল লোক, সৎ লোক। বাট্ অনেষ্টি উইল নট পে। এক একটা করে লোম বাছলে কম্বলের আর কিছু থাকবে না। এখানে ও সব চোরের আড্ডা। তাদের করাপসান এর বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ। আমাদের এধারের ওধারের এম, এল, এ, দেব নিয়ে একটি কমিটি করুন এই ব্যাপার তদন্ত করবার জন্য। দেশের রোগীরা দাপাতে দাপাতে মরে যায়। তাদের মুখে এক ফোটা জল দেবার ব্যবস্থা নাই। তার জন্য সকলেব চিন্তা করা উচিত। আমাদের এই হাউসে একটি মানুষ ও নাই যিনি এ বিষয়ে দ্বিমত হবেন। সকলেই একমত হবেন এ সম্বন্ধে। এই করাপসানকে নির্মূল করতে হবে। এব জন্য যারা দায়ী, আমি তাদেব অপসাবণ চাই। এই হচ্ছে আমার বক্তব্য। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Bindabon Behari Basu :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মেডিকেল ও পাবলিক হেলথ্ খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে, তার আলোচনাকালে পূর্ববর্তী বক্তারা আলোচনা করে গেলেন। আমি আব তার মধ্যে যেতে চাই না। আমি পল্লী অঞ্চলে পাবলিক হেল্‌থ ও মেডিকেলেব যে সমস্ত কাজ কর্ম চলছে—ইউনিয়ন হেল্‌থ সেণ্টার থেকে আবম্ভ করে জেলা হাসপাতাল পর্য্যন্ত, তার কিছু বিবরণ এখানে রাখবো।

প্রথম বলবো হেলথ সেণ্টারের কথাটা যেটা—ইউনিয়ন হেলথ সেণ্টার বলা হয়। ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র বর্তমানে যে ভাবে কাজ করছে, তা খুব বীভৎস ব্যাপার।

সেখানে প্রেস্‌ক্রিপশান পিছু মাত্র ৬ পয়সা থেকে দুই আনার ওযুধ দেওয়া হয় যার ফলে সাধারণ মানুষের এই হেলথ্ সেণ্টারের উপর কোন আস্থা নেই। স্যার, রাজ্যপালিকার বক্তৃতায় দেখলাম, তিনি বলেছেন, আজ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ৫০০ পল্লী স্বাস্থ্যকেন্দ্র গঠন করা হয়েছে। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির চেহারা কিরূপ? কোন সময় সেখানে চিকিৎসক থাকে না, কিম্বা চিকিৎসক থাকলে কম্পাউণ্ডার থাকেনা, কিম্বা চিকিৎসক, কম্পাউণ্ডার থাকেনা, ওষুধ থাকে না। ডিরেক্টার অফ্ পাবলিক হেল্‌থকে বহুবার অভিযোগ করা হয়েছে যে সময়মত ওষুধ সরবরাহ করা হয় না যার ফলে হাসপাতালের দৈনন্দিন কাজ ব্যাহত হচ্ছে এবং কোন কোন

সময় ডেডলক হয়ে যায়। পল্লীস্বাস্থ্যকেন্দ্র গঠণ করার যে নীতি আছে জমিও স্থানীয় কিছু কন্ট্রিবিউশান দেবার, সে নীতি অনেক সময় কিছু সংশোধন করা হয়, কোথাও কন্ট্রিবিউশান না পেলেও জমি পাওয়া গেলে হাসপাতাল করা হয়। কিন্তু আমি জানি আমার ইউনিয়নে ৬ বিঘা জমি ও সামান্য কিছু কম কন্ট্রিবিউশান দেওয়া হলেও সেখানে হাসপাতাল গঠন করা হয়নি। এই রকম বহু জায়গায় জমি দান করার পরেও হাসপাতাল না হওয়ায় তারা বিরক্ত হয়ে জমি উইথ্‌ড্র করে নিচ্ছে। স্যার, পল্লী স্বাস্থ্যকেন্দ্র সম্বন্ধে এই রকম বহু উদাহরণ আছে সেখানে স্থানীয় কন্ট্রিবিউশান পুরোপুরি না দিতে পারায় সেখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র গঠন করা হয়নি। এবং এর ফলে ডেভেলপমেণ্ট এর কাজ পুরোপুরি ব্যাহত হচ্ছে। উলুবেড়িয়া সাবডিভিশন হস্‌পিটাল এর জন্য সেখানে ৮ একর জমি ১৯৫৬ সালে অ্যাকোয়ার করা হয়েছিল, টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং টেণ্ডার কল করা সত্ত্বেও, সরকার ওপিনিয়ন দিয়েছেন যে সেই জমি হাসপাতাল করার মত উপযুক্ত নয়! কাজেই সেখানে হাসপাতাল গঠণ করার কাজ পরিত্যক্ত হয়েছে। এই পল্লীর দিকে সরকারেব দৃষ্টি যে কতটা উন্নতমুলক তার প্রমাণ এ থেকেই পাওয়া যায়। হাওড়া জেনারেল হস্‌পিটাল, সদর হস্‌পিটাল, যার সম্বন্ধে এই হাউস এ বহু আলোচনা হয়েছে। হাওডা সদরে মাত্র একটি হাসপাতাল, এ এলাকায় প্রায় ৩ লক্ষ শ্রমিক বাস করে। সেখানে টি, বি, আউট ডোর এ প্রতিদিন প্রায় ২০০ রোগীব অ্যাটেন্‌ডেন্স হয়, সেই আউট্‌ডোর-এর ঘরগুলি পায়রার খোপের মত। ১৯৩০ সালে যখন এই হাসপাতাল সংস্কার করা হয় তখন এই ঘরগুলিতে দারোয়ানরা থাকতো, এগুলি মিনিয়ালস্‌ কোয়াটার্স ছিল। আজকে নানাপ্রকার সরকারী ডেভেলপমেণ্ট হওয়া সত্বেও এই আউটডোর এর দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। এবং এখানে প্রতিদিন প্রায় শতাধিক রোগী রাস্তায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ইনসোলেণ্টস্‌ টি, বি, আউটডোর এ দেওয়া হত কিন্তু কয়েক বৎসর হল তা দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে এবং যে সব অ্যান্টি-বায়োটিকস্‌ সরবরাহ করা হোত তাও গত দুই বৎসর হল দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে। সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে পল্লী অঞ্চলে টি, বি, রোগীদের জন্য ডোমিসিলিয়ারী ট্রিটমেণ্ট করা হবে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার ব্যবস্থা করা হয়নি। স্যার, কলিকাতা শহরে বহু বেসরকারী হাসপাতাল আছে, সেগুলির আরম্ভ থেকে বহু খ্যাতনামা চিকিৎসক তাদের জীবনের মূল্যবান সময় দিয়ে, সামান্য বেতন নিয়ে এই হাসপাতাল গঠণ করেছেন, সেই সমস্ত চিকিৎসকরা রিটায়ার হবার পর তাদের সিকিউরিটির জন্য কোন পেনসান্‌ দেওয়া হয় না, আমি সরকারকে এদিকে দৃষ্টি দেবার জন্য অনুরোধ করছি যে তারা রিটায়ার করার পর তাদের গ্রাচুইটি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। তারপর ফার্মাসিষ্টসদের গত বৎসর একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তাদের রিকগ্‌নিশান দেবার। কিন্তু পল্লীগ্রামের বহু ফার্ম্মেসী সরকারের কোন সর্ট কোর্স না থাকায় তারা অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে পড়েছে। তাঁদের রিকগ্‌নিশান দেবার জন্য একটা সর্ট কোর্স এ পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারতেন। স্যার, আজকে পল্লীঅঞ্চলে অজ্ঞতা ও নানারকম কুসংস্কারের জন্য গর্ভবতী স্ত্রীলোক ও শিশুকে হাজারে হাজারে প্রাণ বিসর্জ্জণ দিতে হয়। সে জন্য আমি বলতে পারি ডেভেলপমেণ্ট স্কীমস্‌গুলি চালু হতে সময় লাগবে, ইতিমধ্যে যদি অধিক সংখ্যক মিড ওয়াইফারী ও নার্সের ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে বহু স্ত্রীলোক ও শিশু অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পারে।

[4-40—4-50 p.m.]

Dr. Ranjit Kumar Ghosh Chaudhury :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মেডিকেল এ্যাণ্ড পাব্লিক হেল্থ খাতে এবার দেখছি ২।০ কোটি টাকা বেশী ধার্য্য করা হয়েছে এবং সমগ্র বাজেটের ১৪'৫ পার্সেণ্ট—এটা ইণ্ডিয়ার মধ্যে সেকেণ্ড হাইয়েষ্ট। গত বৎসর ভীষণ বন্যা হয়ে গেল, কিন্তু খুবই সুখের বিষয়, কোথাও এপিডেমিক হয়নি।' টি, বি, সম্বন্ধে বিরোধীপক্ষের বন্ধুরা অনেকেই সমালোচনা করেছেন। টি, বি, এর জন্য শুধু বেড এর সংখ্যা বাড়ালেই হবেনা, টি, বি, রোগ কণ্ট্রোল করতে হলে ডোমিসিলিয়ারী ট্রিট্মেণ্ট এর ব্যবস্থা করতে হবে। ডোমিসিলিয়ারী ট্রিট্মেণ্ট কোন অংশে ইনষ্টিটিউশানাল ট্রিট্মেণ্ট এর চেয়ে ইনফিরিয়র নয়। আজকাল গ্রামাঞ্চলের রোগীদের এক্স-রে ইত্যাদির জন্য শহরে ছুটাছুটি করতে হয়। প্রথমবার এক্স-রে করার পর আরো কয়েকবার চেক্ আপ করার জন্য এক্স-রে করতে হয়। আজকাল টি,বি, রোগ চিকিৎসার জন্য ঔষধপত্রের অভাব নাই।

there is an abundance of drugs for treatment of T. B.

এবং বর্ত্তমানে আমাদের দেশে স্পেশিয়ালিষ্টও অনেক আছেন। সুতরাং ডোমিসিলিয়ারী টিট্মেণ্ট এর জন্য একটা ইন্টিগ্রেটেড প্ল্যান গ্রহণ করার জন্য আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপর, এখানে আর, জি, কর মেডিকেল কলেজ অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান এবং ম্যানেজিং কমিটি সম্পর্কে এবং হেল্থ ডিরেক্টোরেট এর সংগে তাদের কি সম্পর্ক সে সম্বন্ধে মন্ত্রী মহাশয় যেন একটা ক্যাটিগরিক্যাল ষ্টেটমেণ্ট দেন। আমি জানি এমন অনেক ঘটণা আছে যে, ৬।৭ বৎসর সার্ভিস করেছেন, অথচ সরকারের হাতে যাবার পরও তাঁরা পার্মানেণ্ট হলেননা। তাঁদের ভবিষ্যৎ কি হবে বুঝতে পারছিনা। ষ্টাডি লিভ নিয়ে বাইরে যেতে পারেন না। একটা পোষ্টএর জন্য ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে এ্যাডভারটাইজ করা হয়েছিল, কিন্তু আমি যতদুর জানি এই মার্চ পর্য্যন্ত দুবৎসর চলে যাবার পরও এই ভেকেন্সী ফিলআপ করা হয়নি। দুই বৎসর ধরে একটা লোক সার্ভিস দিয়ে যাওয়া সত্বেও গভর্ণমেণ্ট থেকে কোন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন না। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় একবার বলেছিলেন আর, জি, কর নেওয়ার জন্য ১৪ লক্ষ টাকা বেশী খরচ হবে।

and this will includes. Salaries of professors, teachers and Other Staff.

দুঃখের বিষয়, হাউস ষ্টাফ যারা ষ্ট্রাইক করেছিলেন তারা তাদের পাওনা আদায় করেছেন, যারা ষ্ট্রাইক করতে পারেনি তাদের বেলায় কোন সুবিধাই হল না। সরকারের হাতে যাবার পর কিছু কিছু উন্নতি নিশ্চয়ই হয়েছে, রুগীদের পথ্যাদের উন্নতি হয়েছে, হাসপাতালের চেহারারও পরিবর্ত্তন হয়েছে। ক্লাশফোর কর্মচারীদের কথা নেপালবাবু বলেছেন; সরকার থেকে এসম্পর্কে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন, কিন্তু আইন হলেই হবেনা, সেগুলি ইমপ্লিমেণ্ট করা দরকার। শুধু রেজোলিউশান নিলেই হবেনা, সেগুলি এক্সিকিউট করা দরকার। তারপর বাংলা দেশের কোয়াকস্‌দের সম্বন্ধে দু একটি কথা বলতে চাই। পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে যে, বাংলাদেশে এমন জায়গা আছে এখনো যেখানে নাকি মাত্র ৩.৮ পার্সেণ্ট লোক পাশ করা ডাক্তারের কাছে রোগের চিকিৎসার জন্য যায়। ড্রাগ রুলস্ ইম্লিমেণ্ট না করে পাশ করা ডাক্তারদের ভাগ্য নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলা অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য আমি সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। ড্রাগ রুলস্ ইম্লিমেণ্ট

না করার জন্য আজকে গ্রামাঞ্চলে কোয়াকস্‌দের ছড়াছড়ি। যাতে গরীব লোকেরা শহরে না এসে এক্স-রে ক্লিনিসিয়ান এবং লেবরেটরীর হেলপ পেতে পারে, তার জন্য নিউ ব্লক এ একটা পরিকল্পনা অনুসারে প্রাইমারি হেলথ এবং থানা হেলথ সেণ্টার গঠণ করা উচিত। তার জন্য আমি প্রস্তাব করি যে, হেলথ সেণ্টার গঠণে জনসাধারণের কন্ট্রিবিউশান হিসাবে টাকাও জমির দেওয়ার ব্যাপারে যে নিয়ম কানুন আছে তা যেন কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ না করা হয়, প্রয়োজন অনুসারে এই ব্যাপারটা ডিল করা উচিত। তা না হলে শুধু টাকা বরাদ্দ করলে লোকের স্বাস্থ্যর উন্নতি হবে না। যেখানে যেখানে থানা হেলথ সেণ্টার রয়েছে সেই সব সেণ্টার এ কলেরা এবং স্মল পক্স এর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। তারপর সেলেক্‌শান গ্রেড এর ব্যাপারে আমার কাছে এমন খবর আছে যে, ১২ বৎসরের সার্ভিস যার হয়েছে তাঁর পরিবর্ত্তে মাত্র ৮ বৎসর যার চাকরী হয়েছে তিনি সেলেক্‌শান গ্রেড পেয়ে গেলেন।

[4-50—5-0 p.m]

Shri Siddhartha Shankar Ray: Sir, it seems the fashion of the members of the Benches opposite to criticise at random the Central Government to cast off the West Bengal Government's responsibility in respect of a particular matter. Sir, as far as the Opposition is concerned they feel that this is really a distinction without a difference. It is the old case of tweedledum and tweedledee. It is difficult to find as to how, if the Central Government is responsible for some mistake or some folly, the West Bengal Government can be declared blameless in respect of that matter. Therefore, before the Congress members criticise the Central Government I would respectfully repuest them to consider whether the Government they support in this State is worthy of the place which it is occupying. This has a particular reference to the Health Ministry which is now adorned by a well know doctor from Bankura D. A. B. Ray Unfortunately, in spite of his capabilities as a doctor his Department is perhaps the worst administered in that great citadel of superannuated officers, the Writers' Buildings. I think in so far as the superannuated officers are concerned the Health Department can take the pride of place. Sir, in the Directorate of the Health Department the Director is superannuated, the Joint Director is superannuated, the Deputy Director, Administration, is superannuated, the Deputy Director, Public Health is superannuted, the Assistant Director, Tuberculosis, is superannuated, the Assistant Director, Leprosy, the Assistant Dircetor Audit and Accounts, Special Officer cum-Evaluation Officer, the Drug Licensing Officer, all the nine most important Officers in the Directorate are superannuated officers. In the Secretariat of this Department the Secretary is superannuated, the Joint Secretary is superannuated, the Special Officer-cum-Deputy Secretary and the Assistant Secretary-cum-Special Officer are superannuated. I have not yet given you the whole list because it will take a long time. I have only taken out the most important officers from this Department and shown you how this Department is being run. A superannuated man cannot possibly have that independence that drive, that honesty, which is required of a forthright officer, which is

required of an officer having idealism, which is required of an officer having a sense of planning, which is required of an officer having that drive which is necessaary to make a department successful. And what is the result? Sir, last year the Health Minister denied certain charges I had made. He almost called me a lier. I had made specific charges against the Stores Department and he got up and repudiated the charges. Sir, I stand vindicated today What I had said one year ago has now come to pass and the Health Minister has to say that he and his Department has either been guilty of a gross mistake or had deliberately misled this House. The Central Stores Department has been managed in such a manner as to create the gravest suspicion amongst the people of the State. What are you going to do now in respect of this corruption in the Central Stores Department? Who are the officers? Are you going to haul them up? I will ask the Hon'ble Minister to answer these questions.

It is, therefore, in this state of affairs not surprising that there is no planning, no foresight, no idealism, no drive. I have very little time, Therefore, I connot analyse in the manner in which I would have liked to. Take for example the Chief Medical Officers and the District Medical Officers Some of them are allowed to practise and some of the Chief Medical Officers are not allowed to practise. Those who have joined the scheme are not allowed to practise. Those who were there previously and did not want to go into the scheme were allowed to practise. As a result of which we find that the Chief Medical Officer of the Darjeeling district has no right to practise. Similarly, the Chief Medical Officer of the Jalpaiguri district has no right to practise. The affairs have come to such a pass that if there is a serious illness in family and it is desirable to get the Chief Medical Officer's attendance, one has to go through files and papers and gazettes in order to find out which Chief Medical Officer is allowed to practise and which Chief Medical Officer is not allowed to practise, Sir, in the Birbhum Hospital there is no Eye-Surgeon. The Chief Medical Officer, Dr. Akshoy Roy, is a well-known Eye-Specialist. But he has become the Chief Medical Officer Therefore, the district of Birbhum goes without an Eye-Surgeon. Similarly ir. the case of Murshidabad, the Chief Medical Officer is a well known Eye-Surgeon. But then he is the Chief Medical, Officer. He is supposed to do only-desk work and sign files. Therefore, whatever may happen to the state of eyes in the district of Murshidabad, the Chief Medical Officer's attendance cannot be called for. But you cannot have the services of any otherEye-Surgeon because there is none. Similarly, in the district of Cooch Behar, there is a very brilliant Surgeon named Dr. Das Gupta. He has earned his reputation as a Surgeon but as soon as he became the Cheif Medical Officer, he has stopped doing any surgical Work or doing, in fact, any work at all. He has only to attend to files. I can go on repeating these instances adnauseum, but that will take a lot of time.

Sir, what has happaned in the Calcutta Hospitals? Three classes of people *have emerged-(1) whole-time* non-practsing doctors belonging to the New Cadre; (2) Honorary Surgeons and Physicians who have a right to and (3) persons who have not joined the new Cadre and as such, entitled to practise. Sir, this discrimination, this sort of difference has created all kinds of difficulties. As a result of this so much frustration is prevailing in the profession. Why don't you see it? Don't you hear the murmurs outside? Don't you see what you have done to the medical profession of which you are supposed to be a member?

Sir. in the R. G. Kar Medical College Hospital, a committee has been appointed consiting of—if I may say so—the cream of Physicians and Surgeons in Calcutra. There are some very well-known names in that committee—Dr. Amiya Sen, Dr. Subodh Mitra, Dr. B. P. Trivadi and so on and so forth. Sir, this committee has been appointed, but the Heath Department has super-imposed its decisions upon this Committee as as a result of which—may I ask the Health Minister if it is not a fact that—this Committee has not met for nearly eight months. What right have you—who has given you the right-to treat responsible people, the leaders of a noble profession in this manner, Who is this Director of yours? I found from the records that he is an M.B.B.S. of the Lucknow University.

Mr. Speaker: Please do not address the Minister. Please address him through me.

Shri Siddhartha Shankar Ray: Sir, do you know that they have appointed a ection Committee in the R. G. Kar Medical College Hospital? We were surprised to find advertisements in papers asking for applications for admission to the College. The Committee knew nothing about it. The Committee had nothing whatsoever to say with regard to the appointment of the Selection Committee to select students for admission to the College. Sir, I hope that the Health Minister will agree that this Committee consises of such members who are far superior to those who are serving him in his department. But still this Committee is not taken into confidence.

[5—5-20 p.m.]

This Committee is not working for eight months. I thought they would come out with a statement but they have not. I suppose they still exist; that Dr. Roy will somehow manage things and listen to them. We shall see whether the Chief Minister listens to vasious members of the profession in the State.

Take the planning with regard to specialists—surgical specialists have been sent only to two districts, viz., Birbhum and Berhampore. The Surgeon goes to Bribhum and finds that there is no anaesthetist there. He has to carry out the work of a Surgeon without anybody to help him as anaesthetist. He gets hold of a compounder and makes him work as an anaesthetist. Then the Government try to snatch away the compounder and give him extra training, The same thing

has happened in Berhanpore. Latest apparatus has been sent with regard to anaesthesis but that apparatus cannot be used because there is no qualifed person,

I would like to know from the Health Minister why the trained House Surgeon in the Suri Hospital who was suddenly transferred to the Leprosy Department has resigned. A person who is qualified in children's diseases has been appointed as Superintendent of Infectious Diseases. A plastic Surgeon, Miss Mukherji, has been appointed in the Children's Surgical Department There is no planning. There is on attempt no take advantage of the resources available to the state.

My time is up. I will end with paying compliment to the Department. I am deeply obliged to the authorities for having at least done this—for having declared that they are going to open a Dr. B. C. Roy Casualty Block. I am not congratulating the authorities for opening the Casualty Block but I am congratulating the authorities for associating the havc of Dr. B. C. Roy with the Casualty Block, for after all is there any other man who has succeeded in creating so many casualties—and the most important of these casualties in this State is unfortunately upon truth, honesty and efficiency. That is the Department that he stands for—the Minister sitting there.

[At this stage the House was adjourned for fifteen minutes]

[After Adjournment]

[5-20—5-30 p.m.]

Shri Renupada Halder :

মিঃ স্পীকার স্যার, জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে যে আলোচনা চলছে সেসম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা বিভিন্ন অভিযোগের কথা তুলেছেন। আমি আর সে প্রশ্নে যাবো না। আমি শুধু বলতে চাই যে আজকের দিনে এটা সরকারপক্ষ এবং বিরোধীপক্ষ সকলেই স্বীকার কবেন যে টি, বি, বোগ বাংলাদেশের মধ্যে ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে এবং টি বি রোগ সম্পর্কে সরকারের তরফ থেকে যে ব্যবস্থা অবলম্বণ করা হয়েছে তাতে রোগ দুর হওয়ার থেকে রোগ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। আমি দেখেছি যে টি, বি, রোগীরা বহুদিন ধরে বহু আবেদন করছে ভর্তি হবার জন্য কিন্তু তারা বেড পায় না। আমি দেখেছি তিন বছর আগে থেকে যারা চেষ্টা করছে তাদের চেষ্টা আজও পর্য্যন্ত সফল হয় নাই। এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে তাদের রোগের চিকিৎসা করার থেকে তাদের মৃত্যুর দিকেই বেশি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অথচ সরকারের সেদিকে কোন দৃষ্টি নেই। আমি বলতে চাই যে টি, বি, রোগ নিবারণের চেষ্টার থেকে টি, বি, যাতে ছড়িয়ে না পড়তে পারে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বণ করা দরকার। টি, বি, রোগে ভুগছেন এরকম অনেক মাষ্টার মহাশয় আছেন যে সমস্ত স্কুলে এরকম ধরণের টিচাররা কাজ করেন এবং ছাত্রদের পড়াশুনা করান, নিশ্চয়ই সেই সমস্ত স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে এই রোগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। স্কুলবোর্ডের অধীনে যে সমস্ত স্কুল আছে তার মধ্যে অনেক স্কুলে আমি দেখেছি এরকম মাষ্টার মহাশয় আছেন। কাজেই তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার এবং কোথায় ও কলোনীর মধ্যে রেখে যাতে তাঁদের চিকিৎসার

ব্যবস্থা করা যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। তা না হলে এই রোগ ছাত্রদের মধ্যে এবং ছাত্রদের মধ্যে থেকে তাদের অভিভাবকদের মধ্যে এবং সমস্ত বাড়ীর মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করবে এবং তাতে রোগার সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে যাবে। কাজেই এ বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বণ করা দরকার যাতে এই রোগ প্রসার লাভ না করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখেছি বাংলাদেশের মধ্যে কুষ্ঠরোগী অনেক ডিষ্ট্রীক্টে খুব বেশা প্রসার লাভ করেছে, অথচ এর চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই। সরকারের তরফ থেকে একবার একটা হিসাব দেওয়া হয়েছিল যে বাংলাদেশের মধ্যে প্রায় ৩ লক্ষের মত এই কুষ্ঠরোগা আছে এবং মন্ত্রীমহাশয় নিজেও স্বীকার করবেন যে এই কুষ্ঠ রোগ শতকরা ২৫ ভাগই সংক্রামক। এই রোগটাকে দুর করবার জন্য কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত সরকারের তরফ থেকে করা হয়নি। আমি বীরভুম গিয়েছিলাম, সেখানে ঘুরে দেখেছি যে এই রোগ কিভাবে বিস্তার লাভ করছে। এ ছাড়া বাঁকুড়াতে এই রোগ খুব বেশী বিস্তার লাভ করেছে। কাজেই এদিকে বিশেষ করে নজর রাখা দরকার। এ ছাড়া সরকারের তরফ থেকে বার বার ঘোষণা করা হয় যে কলেরা, বসন্ত, রোগ অনেক কমেছে। এবছর আমরা দেখছি গ্রামের পর গ্রাম কলেরা, বসন্ত রোগে ভুগছে, বহু লোক এই রোগে মারা গেছে এরকম দৃষ্টান্ত প্রচুর রয়েছে। গ্রামে গ্রামে গিয়ে সময় মত কলেরা ইনজেক্‌সান দেওয়া হয়না—হয়ত যে-দিন রোগ আক্রমণ করল তার অনেক দিন পরে কিছু লোক মরে গেলে তবে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রথম দিকে কোন ব্যবস্থা হয় না বলে বহু লোক এই রোগে ভুগে। আমি বিশেষ করে বলব যে এই সমস্ত রোগ দুর হতে পারে যদি গ্রামে টিউবওয়েল দেওয়া যায়। সরকারের তরফ থেকে যে টিউবওয়েল দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তাতে আমরা দেখেছি যে যেখানে ৪।৫ হাজার লোক রয়েছে সেখানে একটাও টিউবওয়েল নেই। প্রায় ২।৩ মাইল দুর পর্যন্ত একটা টিউবওয়েল নেই। এই রকম ধরণের ব্যবস্থা সুন্দরবনের বহু ক্ষেত্রে রয়েছে—সেগুলি দুর হওয়া দরকার। সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে ৪ শত লোককে একটা করে টিউবওয়েল দেওয়া হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে টার্গেট ঠিক করা হয়েছিল তার মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বছরে যা খরচ করা হয়েছে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম বছরে যা খরচ করা হবে তা দেখলে বুঝতে পারা যায় যে এ সম্পর্কে সরকার কতখানি জনসাধারণের জন্য খরচ করেছন, কতখানি জনসাধারণের জলকষ্ঠ দূর করতে পেরেছে,ন জন-স্বাস্থ্য রক্ষা করবার জন্য কতখানি চেষ্টা করেছেন। আমরা বাজেটে দেখি যে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারের টার্গেট ছিল ২ কোটি ৮১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, তার মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে খরচ হয়েছে ৭৮ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা; চতুর্থ ও পঞ্চম বছরে যা খরচ করা হবে বলে ধরা হয়েছে তা যদি প্রকৃত খরচ করা হয় তাহলে মোট খরচ হবে ২ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪৭ হাজাব টাকা। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সরকার এই ৫ বছরে যা খরচ করার টার্গেট ছিল সেই টার্গেট অনুসারে কাজ করতে পারেননি।

৩৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা খরচ করতে পারেন না। এর মধ্যে থেকে এটাই বুঝতে পারা যায় কিরকম কাজ হচ্ছে। সাথে সাথে একথা বলা দরকার যে রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এ্যাণ্ড স্যানিটেশান স্কীম যে টাকা বরাদ করা হয় তাতে শুধু টিউবওয়েল এরই ব্যবস্থা হয়, স্যানিটেশান এর কোন ব্যবস্থা হয় না। বাংলাদেশে টিউবওয়েল এর ব্যাপারে মিটিং হয়, অল্প কিছু টিউবওয়েল এর ব্যবস্থা হয় কিন্তু স্যানিটেশান এর কোন ব্যবস্থা নাই অথচ

বরাদ্দের মধ্যে এই খাতে টাকা খরচ হওয়া প্রয়োজন ছিল কিন্তু তা হচ্ছে না। আমরা দেখেছি বহু জায়গায় টিউবওয়েল বসানোর ব্যাপারে আনসাক্‌শেসফুল হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সে জায়গায় বসাবার কোন ব্যবস্থা হর্চ্ছেনা। অথচ যে জায়গায় আনসাক্‌শেসফুল হয়েছে বলছেন সেখানে যদি ডিপ টিউবওয়েল বসানো যায় তাহলে নিশ্চয়ই জল পাওয়া যায়, এ দৃষ্টান্ত রয়েছে। অথচ সরকার পক্ষ থেকে সে মতে কাজ হচ্ছেনা। আমরা দেখছি যেসমস্ত জায়গায় হেলথ সেণ্টার দেওয়ার কথা ছিল সেখানে টাকা দেওয়া হয়েছে। লোল্যাণ্ড যা ছিল সেটা উঁচু করার জন্য টাকাও খরচ করা হয়েছে অথচ সেখানে হেলথ সেণ্টার করার জন্য সরকার তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা হয়নি। সরকার তরফ থেকে প্রস্তাব ছিল যে ইউনিয়ন হেলথ এবং থানা হেলথ সেণ্টার করা হবে কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা দেখছি জয়নগর থানার মধ্যে একটা থানা হেলথ সেণ্টার এবং আর একটা ইউনিয়ন হেলথ সেণ্টার করা হয়েছে অথচ সেখানে ২½ লক্ষ লোকের অধিক বাস করে। এত যেখানে লোক সেখানে যদি একটি মাত্র ইউনিয়ন হেলথ সেণ্টার এবং একটি থানা হেলথ সেণ্টার করেন তাহলে জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে চিকিৎসার কতটা সুব্যবস্থা হবে তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। সে জন্য এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। এখানে সে টাকা গুলি অহেতুক বরাদ্দ করা হয় কাবণ আপনারা ঠিক মত খরচ করতে পারেন না অথচ জন সাধারণের এদিক দিয়ে যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। তাই এধরণের যদি কাজ চলে তাহলে জনসাধারণকে মৃত্যুর মুখে থেকে বাঁচান যাবেনা। সেজন্য আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একথাই বলতে চাই তারা যেন জনসাধাণের স্বাস্থ্য রক্ষার দিকে প্রকৃতই নজর রাখেন।

[5-30—5-40 p.m.]

Dr. Beni Chandra Dutt : Mr. Speaker, Sir, much has been said against the Health Department that there is corruption and there is indiscipline. That may or may not be so, but the proof of the pudding is in its eating. From the working of this Department one cannot accuse the Health Directorate and the Department as well. I can show from figures how the Department have improved from day to day. In the revised Budget estimate for 1959-60 there was a provision of 91.47 as against 31.76 in 1948-49. In our Budget Heads of Medical and Public Health the provision has steadily gone up to 9,70,88,000. This increased allocation has helped the Department not only to increase the number of hospitals in the State but also to provide more beds in the existing hospitals, to take preventive measures against diseases like malaria, tuberculosis, leprosy, etc. Maternity and child welfare scheme has also reeived its due share. The nett result has been that the incidence of death has been appreciably reduced in our State. The death rate was 18.1 in 1948-49 which has come down to 8.4 Percent The infant mortality has gone down to 59.7 Percent from 156.7 in 1948-49. Now, Sir, this incidence of decrease inthe death rate has increased the population and it has created some problem. Our Food Minister in the course of his debate on Food had expressed his views that he was unable to meet the demands of the people because of the increase in population. The Chief Minister had also expressed his: oncern as he was failing to give employment to every youth in our country for this spect of the situation. Sir, whether the population increases

or not it is the duty of a welfare State to see that the incidencc of death is reduced, child mortality reduced, no matter what repercussion it has on the State. In this connection, the opinion of Sir Alexander Flemming, the inventor of penicillin is worth quoting. While being felicitated for his wonderful discovery he expressed the view that he was doubtful whether by inventing this medicine he has done good to humanity. As the population was increasing by leaps and bounds the death rate has considerably fallen with it the birtkrate has increased. This problem should be looked after by the different heads of departments. But so far as this Health Directorate is concerned, they should go on with their duties and see that incidence of disease is still more reduced. For this commendable result of course certain other extraneous factors are responsible such as the work of the World Health Organisation who have been sparing no pains and have been spending lavishiy for the control of diseases—malaria, tuberculosis or leprosy. To add to this, the invention of drugs like penicillin and other anti-biotics have helped considerably to reduce the incidence of death. The Ministry in the Health Directorate have been harnessing all these factors successfully to keep down the incidence of diseases and for this proud achievement of this Health Section the State of West Bengal may be congratulated.

Now, Sir, I shall say a few words about the medical profession. Sir, although no clear cut policy has been laid down a small beginning seems to have been made by the introduction of the State Insurance scheme by which the labourers working in Howrah and Calcutta will have the privilege of being treated freely. For this a small amount will be contributed by the employees and the resto by the Centre. It is expected that the scheme should be extended to the families of these labourers. Side by side we find that the whole medical profession is going to be reorganised. Three scales have been fixed. A basic scale running from Rs. 250-650. In this category will come all the graduates of our university' Not only the graduates of our University but also the post-graduate diploma holders and even the foreign-trained youths, the F.R,C.S., M.R.C.P, and all those who want to enter the service shall have to come through this grade. This is something peculiar. Like the Bengali proverb 'Muri Michri Ak Kaura Holo' there will be no difference between these grades of medical men. The result will be that our youths will lose their incentive for higher study and even if they go in for it, they will try to seek employment elsewhere. I hope our Minister and the members of the Cabinet will see that clear distinction is made between those having higher qualifications and those with moderate qualifications. Otherwise the whole profession will suffer badly, graduates will lose their incentive and the standard of education in West Bengal will deteriorate. I hope our Minister will kindly take note of this.

Shri Jamadar Majhi :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বর্দ্ধমান জেলায় কালনা থানায়, যদিও এরিয়া খুব বড় হাসপাতালে মোটে ১৯ টির বেশী সিট্ নাই। যখন রোগী আসে, রোগীকে জায়গা দিতে

পারে না। সেই হাসপাতালে যে বিজলী বাতি দেবার কথা ছিল, তা আজ ও হয় নাই। মেমারী থানার হাসপাতালটা খুব বড়। সেখানে দুটো মাত্র ডাক্তার আছে—তার মধ্যে একজন বড় ডাক্তার, আর একজন আধা ডাক্তার। সেই বড় ডাক্তার ৬ মাসের জন্য কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। এই রকম অবস্থা। সেখানে রোগীর ভাল চিকিৎসা হয় না। সেই হাসপাতালের ঘরে টিনের ছাউনী, সেই ঘরে রোগীরা থাকতে পারে না। শীতের সময় খুব ঠাণ্ডা, আর গরমের সময় খুব গরম। এই রকম অবস্থায় মেমারী হাসপাতাল চলছে। কালনা, কাটোয়া, বর্দ্ধমান, মেমারী টাউনে কিছু কিছু টিউবওয়েলের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু পল্লীগ্রামে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নাই, জলের খুব অভাব। বাবুদের মত গরীবরা টাকা কড়ি দিতে পারে না। তাই গরীব আদিবাসী মেয়েরা কলে জল আনতে গেলে অন্য মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যায়। এই রকম করে দেশ চলছে। সরকার যদি আদিবাসী গরীব লোকদের জন্য টিউবওয়েল করে দেন, তাহলে খুব ভাল হয়, দেশবাসীরও অশেষ উপকার হয়।

[5-40—5-50 p. m.]

Shri Rabindra Nath Roy :

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, স্বাস্থ্যমন্ত্রী চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ উপস্থাপন করেছেন, সেই ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে সামগ্রিকভাবে সকল স্তরের মানুষের সামগ্রিকভাবে অকাল মৃত্যুর ও অপমৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন আশ্বাস নাই। এ ছাড়া ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যে উদ্দেশ্য—

To promote National Health at all its lavels and to bring it within the reach of all the people.

এই ধরণের কোন কম্প্রিহেন্সিভ প্ল্যান এর মধ্যে নেই। এই জন্য নেই যে, টাকার ব্যয় বরাদ্দ, হাসপাতালের সংখ্যা, এবং ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ান হচ্ছে এবং তার সাথে সাথে মৃত্যুর হার কমে গিয়েছে, শিশু মৃত্যুর হার কমে গিয়েছে, এইভাবে বিভিন্ন উক্তির মধ্যে দিয়ে যদিও দেখান হচ্ছে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তা হয়নি। কেন? স্বাধীনতার আগে যেরকম বিভিন্ন হাসপাতালে রোগীর ভীড় হোত এখন তার একশগুণ ভীড় বেড়ে গিয়েছে। এই জন্যই প্রশ্ন উঠে, বিভিন্ন ইন্ফেক্শানস্ হসপিটাল এর সংখ্যা বাড়ছে, ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ছে যেহেতু বিভিন্ন রকমের রোগীর সংখ্যা বাড়ছে যেহেতু বিভিন্ন ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ছে, সেহেতু স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের স্বাস্থ্যের মান নিম্নগামী হচ্ছে বলা যায়। এবার প্রশ্ন হচ্ছে নিম্নগামী হবার সাথে সাথে যে পরিকল্পনাগুলি নেওয়া হচ্ছে, তাতে কি ক্রমোন্নতি হবে। দেখা যাচ্ছে যে সব পরিকল্পনা দেওয়া হচ্ছে তা সব মামুলি ধরণের। এখানে কয়েকটি ইনফেক্শানস্ হসপিটাল এর কথা বলছি যার পিছনে আপনারা কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করেছেন এবং যে সব হেলথ ক্লিনিক করেছেন ও লেপ্রোসি হসপিটাল করেছেন তার দ্বারা এটা বন্ধ করতে পারবেন না। বিভিন্ন জেলায় কি ধরণের রোগ হচ্ছে সেটা দেখে সেইভাবে মেডিকেল ইউনিট গড়ে তোলা হয়নি, বা সেই রকমভাবে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা হয়নি। এই হল সাধারণ কথা। তারপর হস্পিটাল আপলিফ্ট সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এখানে বলা হয়েছে যে শিশুমৃত্যুর হার খুব কমে গিয়েছে। বাংলা দেশের

একটা শ্রেষ্ঠ হাসপাতাল এশিয়ার মধ্যে, যেখানে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনিং দেওয়া হয় সেখানে বহু ডিপার্টমেন্ট আছে। এই পি, জি, হসপিটাল এ ডিসেম্বর মাসে ও সেখানে প্রসূতি সদনে, মেটারনিটি এ্যাণ্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সদনে ৫-৭ টা শিশু ২।৩ দিনের মধ্যে মারা গিয়েছে। সেখানে সংবাদ নিয়ে জানা গেল ইন্‌ফেকশান অফ্ দি মাউথ থেকে মারা গিয়েছে। অর্থাৎ ফিডিং বট্‌ল থেকে ইন্‌ফেক্‌শান হয়েছে। এইত হল আপলিফট এর অবস্থা। এবং পি, জি, হসপিটাল এর মত হাসপাতালের এই অবস্থা। ওখানে ডিরেক্টোরেট এর অনেক ব্যক্তি বসে মাথা নাড়ছেন, ভাবছেন যে এটা সত্য নয়। কিন্তু আমারই এক আত্মীয় ঐ হাসপাতালে বণ্ড সই করে ডিসচার্জ নিয়ে এই অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। মেডিকেল কলেজ এরও এইরকম একটা মামুলি উদাহরণ দিচ্ছি। আমি সেখানে একটা পেসাণ্ট পাঠিয়েছিলাম নবেম্বর মাসে। তার টাং আলসার হয়েছিল। সেখান থেকে তিনমাস পরে তাকে জানান হল—

Arrangement for treatment will be made as soon as possible and the information will be given to you as soon as possible by the above Department.

এর মধ্যে তার মৃত্যু হল। এই হল আপলিফট অফ্ দি হসপিটাল এর নমুনা। তারপর আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন—

Prevention is better than the cure,

এবং আরো বহু বড় বড় কথা বক্তৃতায় বললেন। কিন্তু প্রিভেনশান কিভাবে করবে। টি, বি, রোগ আজকে কেন বাড়ছে সে কথা ডিরেক্টার জানে, মন্ত্রী মহাশয় ও জানেন। সকলেই জানেন যে নিউট্রিশান এর অভাবে এই রোগ বেড়ে যাচ্ছে। সেই নিউট্রিশান দেখার কি ব্যবস্থা করেছেন। মাত্র কয়েকটি হেলথ্ ক্লিনিক করে, বি, সি, জি, ইন্‌জেকসান দিয়ে, টিউবার-কুটিন টেষ্ট করে টি, বি, ঠেকান যায় না। তারপর রুরাল হেলথ সম্বন্ধে ও ২।১ টি কথা বলি। সেখানেও আউটডোর পেসাণ্ট এর ভীড় দুইগুণ বেশী হয়ে গিয়েছে এবং সেখানে ইনডোর পেসাণ্টদের ১ টাকা করে পথ্য দেবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যারা সেটা সাপ্লাই দেবার কণ্টাক্ট নেয় সেই কণ্টাক্টাররাই সব মেরে দেয়, তাদের পকেটেই ১২ আনা চলে যায়। বড় জোর চার আনা রোগীর জন্য খরচ হয়। এই হল পল্লীর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রোগীদের অবস্থা। যারা সেখানে থাকে, যারা না খেতে পেয়ে ম্যালনিউট্রি-শান এ ভুগছে, আর কয়েকটি সিভার অ্যানিমিয়া রোগী সেখানে ভর্তি হয়।

কোন অরগ্যাণিক ডিসিজ হলে তার ট্রিট্‌মেণ্ট এর ব্যবস্থা নাই, টাইফয়েড হলে কোলোমাইছিটিন এর ব্যবস্থা নাই, প্লুরিসি হলে ষ্ট্রেপটোমাইসিন্ সাপ্লাই করতে পারে না অথচ যখন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল তখন বলা হয়েছিল যে, সাধারণ মানুষকে তাদের ক্ষমতার মধ্যে বিজ্ঞানোচিত চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হবে। এখন শুধু দেখছি, বড় বড় প্রাসাদ হচ্ছে ার ডিপার্টমেণ্টের পর ডিপার্টমেন্ট বেড়ে যাচ্ছে। আপনারা যদি সাবডিভিশন্যাল সপাতালগুলিতে আই স্পেশালিষ্ট, অর্থোপেডিক স্পেশালিষ্ট, পেডিয়েটিক স্পেশালিষ্ট দিতে ারেন বেটার পে দিয়ে তবে দেখবেন যে, কলিকাতার হাসপাতালগুলিতে এত ভীড় হবে না। যাটারেষ্ট কাটাতে তখন লোকে কলকাতায় আসবেনা, ডেন্টাল স্কেলিং এ্যাণ্ড ফিলিং এর জন্য, াড এর কোয়াগুলেশানটিভ পরীক্ষার জন্য কলকাতার হাসপাতালগুলিতে এত লোকের ীড় হবে না। কিন্তু এর কোন ব্যবস্থা নাই। এক্স-রে অপারেটাস এর অভাবে কত

লোককে যে হয়রানি ভোগ করতে হয় তা বলে শেষ করা যায় না। তারপর, যেখানে এক্স-রে অপারেটাস আছে, সেখানে একজন লোক দিয়ে বোণ এক্স-রে, চেষ্ট এক্স-রে সবকিছু কাজ করান হয়, এদিকে সরকারের কোন দৃষ্টি নাই, অথচ ডিপার্টমেণ্টেএ ডিরেক্টার, ডেপুটী-ডিরেক্টার, এসিষ্টেন্ট ডিরেক্টার এসব অফিসারের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে। মন্ত্রী মহাশয় এখানে একটা কথা বলেছেন যে, পশ্চিমবাংলার মানুষেরজীবন শক্তি আগের চেয়ে বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু এতে আপনাদের কোন কৃতিত্ব নাই। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কে চেতনা এসেছে, মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ইনফেন্ট মিউটালিটি রেট কমে গিয়েছে, এখানে ও সেই একই কথা। শেষ করার আগে আমি শুধু একথাই বলব যে, এসব বড় বড় কথা বলে আগামীদিনের পশ্চিমবংগের মানুষকে স্বাস্থ্যের দিক থেকে সম্পদশালী করতে পারা যাবেনা।

[5-50—6-0 p.m.]

Shri Satyendra Prasanna Chattopadhyay :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, স্বাস্থ্য দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দ সমর্থন করতে উঠে আমি দুই একটি কথা বলব এই হাউসের সামনে। ভোর কমিটি রিকমেণ্ডেশান করেছিলেন দশ বৎসরের মধ্যে ১.৮৭ পারকেপিটা খরচ করতে হবে, আজকে সেই জায়গায় ৩০৯৫ খরচ হচ্ছে, প্রায় ৪।৫ গুণ বেশী। সেদিক থেকে ওয়েষ্ট অকুপাইস্ সেকেণ্ড প্লেস ইন ইণ্ডিয়া। আজ বাংলাদেশের থেকে ম্যালেরিয়া দুরীভুত হয়েছে। আগে গ্রামে হাসপাতাল ছিল না, এখন গ্রামেও হাসপাতাল হওয়ার ফলে গ্রামের লোকের খুব উপকার হচ্ছে। মেটারনিটি বেডগুলি সব সময় ভর্তি থাকে, চাইল্ড ডেথ বাংলাদেশে অনেক কমে গিয়েছে। এখন গ্রামের লোক হসপিটাল মাইণ্ডেড্ হয়েছে। আগে আগে হাসপাতালে লোক পাওয়া যেতনা, এখন এক্সট্রা বেড করেও জায়গা দেওয়া সম্ভব হয়না। মৃত্যুর হার কমে যাচ্ছে, অথচ জন্মের হার ক্রমশই বেড়ে যাওয়ার দরুণ ফেমিলি প্ল্যানিং প্রোগ্রাম এ মোবাই ইউনিট মারফৎ গ্রামে গ্রামে ফেমিলি প্ল্যানিং এ ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। এ সম্পর্কে আমি একটা কথা বলতে চাই যে, এ স্কীম অনুযায়ী গ্রামের লোকের মধ্যে কণ্ট্রাসেপটিভ গুডস বিনামূল্যে বা কম মূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা উচিত। আজ কিউরেটিভ এন্ড ওয়েল এন্ড প্রিভেনটিভ মেজারস্ও সরকার থেকে ভালভাবে করা হচ্ছে। টি. বি, রোগের চিকিৎসার জন্য প্রত্যেক থানায় স্পেশালিষ্ট থাকা দরকার, যেখানে যেখানে ইলেকট্রিসিটি আছে, সে সব জায়গায় এক্স-রে প্লাণ্ট ডিসট্রিবিউট করে টি, বি, রোগের স্পেশালাইস্ড ট্রিটমেণ্ট এর ব্যবস্থা করা দরকার। ফিলারিয়া আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েছে। এ সম্বন্ধে কিছু দিন আগে একটা ইনভেষ্টিগেশান আরম্ভ হয়েছিল, গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে ব্লাড নেওয়া হচ্ছিল, একটা রং প্রসিডারএ ব্লাড নিয়ে কাজ সেরে দিয়ে রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছে ফিলারিয়া নাই—এসম্পর্কে আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণে বাধ্য। তারপর, মেডিকেল অফিসারদের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট সম্বন্ধে দুএকটা কথা বলতে চাই।

এই অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট এত দেরী হচ্ছে কেন সেটা বুঝতে পারছি না। সে জন্য সেখানে হাসপাতালে ডাক্তার অনেক সময় থাকে না। প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার যারা প্র্যাকটিস করে তারা বুঝতে পারছেনা যে কোন দিন সরকারী ডাক্তার পেঁ ছিবে এবং তাদের আর প্র্যাকটিস হবে না। এর ফলে অনেক জায়গায় চিকিৎসার অভাবে রুগী মারা যাচ্ছে। আমরা মফঃস্বলে দেখছি যে ভাল ডাক্তার নেই। হাসপাতালে ইউদ আউট ট্রিটমেণ্ট অনেক রুগী কষ্ট পাচ্ছে। সে জন্য আমি অনুরোধ করছি যাতে তাড়াতাড়ি এই অ্যাপয়েণ্টমেণ্টগুলো

হয়। আমাদের নর্থ বেঙ্গলে দেখেছি যে ডাক্তাররা অর্ডার পেলেও তারা সেখানে গিয়ে জয়েন করে না। কারণ হিসাবে অনেক সময় দেখছি যে ডিরেক্টোরেট থেকে অর্ডার বেরুল কিন্তু যাদের সেখানে যাবার জন্য বলা হচ্ছে তাদের কেরাণী মহল থেকে না যাবার ডিসকারেজ করা হয়। এগুলি দেখার জন্য আমি অনুরোধ করছি। আমি আর একটা অনুরোধ করছি যে নর্থবেঙ্গলে যেসব ডাক্তাররা যাবেন—ক্যালকাটা এ্যালাউন্স বলে এটা এ্যালাউন্স আছে—তাদের যেন ক্যালকাটা এ্যালাউন্স দেওয়া হয়। অর্থাৎ নর্থ বেঙ্গল এ্যালাউন্স দিলে ডাক্তাররা অ্যাট্রাকটেড হবেন এবং পোষ্টেড হতে রাজী হবেন। ক্যালকাটা ছাড়া কেউ বাইরে যেতে চাননা বলে এই ব্যবস্থা করা দরকার। নর্থ বেঙ্গলে কষ্ট্ অফ্ লিভিং বেশী বলে তাদের এ ভাতা দেওয়া দরকার। এবার আমি পোষ্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনিং সম্বন্ধে কিছু বলব। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনিং বিষয়ে আমাদের ষ্টেট অনেকের চেয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। এতদিন যেখানে সারা ভারতে মেডিক্যাল ট্রিটমেণ্টে আমরা এগিয়ে ছিলাম, সেখানে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনিং এ আমরা পিছিয়ে থাকব কেন? সেজন্য আমি বলছি যে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনিং ফেসিলিটির বন্দোবস্ত যেন করা হয়।

[6—6-10 p.m.]

Dr. Radhanath Chattoraj :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা শুনলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় আয়ুর্বেদ সম্পর্কে তিনি কোন কথা বললেন না, আমাদের ধারনা ছিল যে দেশ-স্বাধীন হবার পর আমাদের আয়ুর্বেদ সম্পর্কে নানারকম গবেষণা হবে এবং উন্নত ধরণের চিকিৎসার বন্দোবস্ত হবে। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা থেকে যা বুঝলাম তাতে মনে হচ্ছে সেসব বোধ হয় হবেনা। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে পাশ্চাত্যের পদ্ধতি অনুযায়ী মেডিকেল শিক্ষা দেওয়া এবং যার মধ্যে আয়ুর্বেদের কোন স্থান নেই। কিন্তু আমার মনে হয় এই আয়ুর্বেদ সম্পর্কে আমাদের একটা ফাণ্ডামেণ্টাল নলেজ থাকা উচিত। বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বিল যখন বিধান সভায় পাশ হয় তখন অনেক সদস্যই বর্দ্ধমানে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু সরকার এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। সেখানে একটা স্কুল ছিল। কিন্তু সেটাও তুলে দেবার ফলে হাসপাতালের যা অবস্থা হয়েছে তা অত্যন্ত শোচনীয়, সেই হাসপাতালে বীরভুম, বর্দ্ধমান, এবং মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থান থেকে বহু লোক চিকিৎসা করাতে আসে বর্ত্তমানে যে অবস্থা হয়েছে তাতে সেখানে কেউ আর চিকিৎসা করাতে আসতে চায়না। কাজেই এই হাসপাতালের উন্নতির জন্য এবং একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য আমি অনুরোধ করছি, ইতিপুর্বে মাননীয় সদস্য সিদ্ধার্থশঙ্কর মহাশয় বীরভুমের কথা বলেছেন যে সেখানে কোন অ্যানেস্থেটিষ্ট নেই। আমি সেখানে গিয়ে দেখেছি যে যিনি ওখানকার চীফ্ মেডিকেল অফিসার তিনি যদিও একজন ভাল চক্ষু চিকিৎসক কিন্তু ঐ হাসপাতালে চক্ষু চিকিৎসার ভাল সাজ সরঞ্জাম নেই। কাজেই সেখানে যাতে উপযুক্ত পরিমানে এবং ভাল চক্ষু চিকিৎসার সাজসরঞ্জাম নিয়ে চক্ষু চিকিৎসার ব্যবস্থা হতে পারে তার প্রতি স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পল্লী অঞ্চলে যে সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে সেখানে মাত্র ১৲ টাকার ডায়েট দেওয়া হয় এবং তাও আবার কনট্রাক্টরের মাধ্যমে। এতেই অনুমান করা যায় যে ঐসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কিরকম ধরণের ডায়েট দেওয়া হয়। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি যাতে ভাল ডায়েট দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করুন। বীরভুম জেলায়

বক্রেশ্বরে একটা উষ্ণ প্রস্রবন আছে সেখানে নানারকম রোগী অর্থাৎ পেটের অসুখ গ্যাসট্রিক আলসার, ডিউডিনাল আলসার এবং বিভিন্ন রকমের চর্মরোগের জন্য বহু লোক স্নান করতে আসে, কেননা সেখানে স্নান করলে এই সব রোগ ভাল হয় বলে শোনা যায়। বাংলা সরকারের তরফ থেকেও সেই জল পরীক্ষা করবার জন্য নিয়েছিল। কাজেই সেখানে যখন এধরণের বহু লোক সমাগম হচ্ছে তখন একটি স্বাস্থ্য নিবাস সেখানে একান্তই প্রয়োজন। নানুর থানা এম, আর, এস, ব্লক এর অন্তর্ভুক্ত এবং সেখানে প্রায় ১লক্ষ লোকের বাস থাকা সত্বেও কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। এ ব্যাপারে সেখানে এনকোয়ারী হয়ে গেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কিছুই হয়নি। গ্রামে গ্রামে যেসমস্ত স্যানিটারী অ্যাসিষ্টাণ্টস্‌রা ঘোরাফেরা করেন তাঁদের কাছে ঔষধ থাকেনা। যাতে তাঁরা ওয়েল ইকুইপিড হয় এবং তাঁদের কাছে ভাল ঔষধ পত্র থাকে তার ব্যবস্থা করতে মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করছি। তারপর আমি বলতে চাই যে খাদ্যের ভেজাল সম্পর্কে একটা কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার কেননা এর দ্বারা বহু ব্যাধির সৃষ্টি হয়। এটা যদি বন্ধ করতে না পারেন তাহলে দেশের অবস্থা সঙ্গীন হবে। লাভপুর থানায় একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের কথা আছে। কাজেই সেটা যাতে এবৎসরই আরম্ভ হয় সেজন্য আমি মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করছি। লাভপুর থানায় মহোদরী চৌহাট্টা অঞ্চলে পুর্বেকার মহোদরী ইউনিয়নটি এবং আরও প্রায় ১৫।১৬টি গ্রাম কোপাই ও বক্রেশ্বর নদী দিয়ে ঘেরা। সেখানে কোন রেজিষ্টার্ড ডাক্তার না থাকার ফলে জন-সাধারণের যথেষ্ঠ কষ্ট হচ্ছে। লাভপুর, বিপ্রটিকুরী এবং আমেদপুর প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে তার সুযোগ তাঁরা গ্রহণ করতে পারেনা, কেননা আমেদপুর মহোদরী লাভপুর মহোদরী এবং বিপ্রটিকুরী মহোদরী প্রভৃতি সমস্তই দুরধিগম্য এবং তা ছাড়া নদীতে কোন শাঁকো নেই। কাজেই সেখানে একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা একান্তই প্রয়োজন। তবে তা যদি না পারেন তাহলে অন্ততঃ একটি মোবাইল মেডিকেল ইউনিট সেখানে পাঠান উচিত। নানুর থানায়ও একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। বীরভূমে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই। সেখানে একটি লেপ্রোসি হাসপাতাল স্থাপন করা প্রয়োজন এবং এই রোগের কারণ সম্বন্ধেও রিসার্চ হওয়া প্রয়োজন। বীরভূম জেলার লাভপুর, বোলপুর প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত হাসপাতাল আছে সেখানে কোন ইলেকট্রি-সিটির ব্যবস্থা নেই। যাতে সেই সমস্ত হাসপাতালে ইলেট্রিক আলো এবং পাখার ব্যবস্থা হয় তার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। মোবাইল ইউনিটের ডাক্তারদের মাইনে এবং ঔষধ-পত্র যাতে সরকারী তত্বাবধানে পাঠান হয় তার ব্যবস্থা করুন। ডাক্তারদের কোয়ার্টার্সগুলি যেখানে করা হয়েছে তা অত্যন্ত খারাপ জায়গা অর্থাৎ সেখানে প্রায়ই ডাকাতি হয়। তাঁদের এই অসহায় অবস্থা থেকে রক্ষা করবার জন্য সেখানে পাহারাদারের ব্যবস্থা করা উচিত। দার্জ্জিলিং হাসপাতালে ভীষণ দুর্নীতি চলছে, কাজেই সেখানে যাতে একটা ডিপার্টমেণ্টল তদন্তের ব্যবস্থা হয় তার প্রতি আমি স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Shri Ledu Majhi :

পুরুলিয়া জেলায় চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা বাড়বার কথা দুরে থাক যাও সামান্য সুযোগ আছে তার মধ্যে ও বহু অব্যবস্থা ও দুর্নীতি চলছে। চিকিৎসালয়গুলিতে ওষুধের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। গরীব জনসাধারণকে সাধারণ ওষুধও কিনে নিতে হয়। প্রত্যেক জেলায় ওষুধের ষ্টক আছে—আমাদের জেলায় নেই। পুরুলিয়া হাঁসপাতালে রোগী সংখ্যার উপযোগী

আদৌ নার্স নেই, কম্পপাউণ্ডার নেই। হাঁসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ডাক্তররা অনেকেই নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্যে কাজের প্রতি অমনোযোগিতা করছেন। এর জন্যে বহু অবাঞ্ছিত অপকৌশল ও করা হচ্ছে। চিকিৎসা বিষয়ে বহু অব্যবস্থা ও দুর্নীতিও চলেছে।

Shri Monoranjan Misra :

মিঃ স্পীকার, স্যার, আজকে এ পক্ষের বক্তাদের বক্তৃতা শুনে খুব আশ্চর্য্য হয়েছি বিশেষতঃ আমাদের নেপাল রায়ের বক্তৃতা শুনে আমি কিভাবে যে বক্তৃতা দেব তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনা। কাজেই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ যে তিনি সচেতন হন এবং সত্যসত্যই তাঁর বিভাগে এত দুর্নীতি আছে কিনা এটার প্রমাণ হওয়া উচিত। আজকে আমি বিশেষ কিছু বলবনা তবে স্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে সামান্য একটু আলোচনা করব। এটা ঠিক যে বর্ত্তমান সরকারের হাতে রাষ্ট্রের শাসনভার আসার পর থেকে অসংখ্য হেল্‌থ সেণ্টার স্থাপন করা হয়েছে, বহু জায়গায় হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে এবং যেখানে পানীয় জলের অভাব ছিল সেখানে বহু টাকা খরচ করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এটাও আজকে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন এই জন্য যে সরকার দেশবাসীকে শুনিয়েছিলেন যে প্রত্যেক ইউনিয়নে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হবে, কিন্তু আজকে আমরা বেশ দেখতে পাচ্ছি অনেক জায়গায় জমি রেজিষ্ট্রি করে দেওয়া হয়েছে, টাকা জমা দেওয়া হয়েছে অথচ আজ পর্য্যন্ত সেই সমস্ত জায়গায় হাসপাতাল স্থাপিত হয়নি। এখানে আমি কতকগুলি নাম করতে চাই—মালদহ জেলায় মথুরাপুর ইউনিয়ন, মালিয়াচক থানার অন্তর্গত মালিয়াচক, ইংরাজনন্দা থানার কাজিগ্রাম ইউনিয়ন, মোহদীপুর ইউনিয়ন, কালিয়াচক থানার অন্তর্গত পঞ্চানন্দপুর, পরাণপুর এই সমস্ত জায়গায় ৪ বছর হল জমি রেজিষ্ট্রি করে দেওয়া হয়েছে, টাকা জমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত অমীমাংসিত অবস্থায় তার প্রোপোজাল পড়ে আছে। আজ পর্য্যন্ত সেখানে কোন হেল্‌থ সেণ্টার স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়নি। কাজেই যেসমস্ত জায়গায় সরকার টাকা নিয়েছেন, জমি নিয়েছেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেই সমস্ত জায়গায় অনতিবিলম্বে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা উচিত। আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে ইনক্রিজ অফ পে। আজকে আমাদের সরকারকে দেখতে হবে যেসমস্ত হেলথ সেণ্টারে রোগীর সংখ্যা অত্যধিক হচ্ছে সেখানে ১০টা বেড করে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। সেজন্য একটা রিভিউ কমিটি স্থাপন করা দরকার। এই রিভিউ কমিটি প্রত্যেক হেলথ সেণ্টারে খোঁজ নিয়ে দেখবেন কোন্ হেলথ সেণ্টারে অত্যধিক চাপ পড়ছে, সেখানে সেইভাবে বেড ইনক্রিজ করা প্রয়োজন। সেজন্য আমি প্রস্তাব করছি যে সরকার একটা রিভিউ কমিটি তৈরী করুন এবং সেই রিভিউ কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী কোন্ কোন্ হেলথ সেণ্টারে বেড বাড়ান দরকার সেখানে তা বাড়ান। আমরা কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতায় শুনতে পেয়েছিলাম যে প্রত্যেক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে নিকটস্থ ডিষ্ট্রিক্ট মেজর রোড থেকে যোগাযোগের রাস্তা থাকবে। আজকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হতে চলেছে অথচ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে নিকটস্থ পাকা রাস্তা থেকে যোগাযোগের রাস্তা নির্ম্মিত হয়নি। আমি একটা প্রশ্ন এইসঙ্গে করে রাখতে চাই যে আমার যেখানে বাড়ী সেখানে একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে তার নাম হচ্ছে বাঙালীটোলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র। সেখান থেকে মাত্র ৫ মাইল দূরে ডিষ্ট্রিক্ট মেজর রোড আছে কিন্তু সেখানে পাকা রাস্তা হচ্ছেনা। অথচ এই ৪।৫ মাইল রাস্তা পাকা করে দিলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের যোগাযোগের রাস্তা হতে পারে। রাস্তা করবার

যখন প্ল্যান আছে তখন আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যে তিনি ঐ রাস্তাকে পাকা করবার জন্য যেন তাঁর ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে একটা স্কীম দাখিল করেন। আর একটা জিনিষ হচ্ছে—আমাদের সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের নীতি হচ্ছে প্রিভেনশান ইজ বেটার দ্যান কিউর–আজকে রোগীর উপর বেশী ঝোঁক না দিয়ে যাতে রোগ না হতে পারে সেইরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারপর, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এটা ঠিক কিন্তু এমন বহু জায়গা আছে যেখানে পানীয় জলের চাহিদা আছে অথচ সেখানে টিউবওয়েল বসান হচ্ছে না।

[6-10—6-20 p.m.]

অনেক টিউবওয়েল বসানো হয়েছে এটা ঠিক কিন্তু বহু জায়গায় হয়নি। এ সম্বন্ধে একটা বিবেচ্য জিনিষ হচ্ছে এই যে এই টিউবওয়েল বসানোর পদ্ধতিটা নৈরাশ্যজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামান্য একটা টিউবওয়েল বসাতে গেলে কোলকাতার একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার অফ পাবলিক হেলথের মাধ্যমে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কাজেই এই জিনিষটাকে এ্যাভয়েড করতে হবে, ডিষ্ট্রিক্টে যে সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট আছে সেই ডিষ্ট্রিক্ট অথোরিটির হাতে এই টিউবওয়েল বসানোর ভার দেয়া দরকার। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে কোলকাতায় একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের কাছ থেকে পাশ হতে একবছর সময় লাগে একটা টিউবওয়েল বসানোর ব্যাপারে। কাজেই এই বিলম্বিত নীতি পরিহার করার প্রয়োজন আছে। ডিষ্ট্রিক্ট অথোরিটিকে টিউবওয়েল বসানোর সমস্ত ক্ষমতা দেয়া প্রয়োজন। আমার—

next point—T.B. T.B, is an epidemic like malaria.

এটা ফ্যাক্ট যে সরকার ম্যালেরিয়া কণ্ট্রোল করে দেশের অসংখ্য জনসাধারণের প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছেন। সেজন্য আমি সরকারকে ধন্যবাদ জানাই কিন্তু তার বিনিময়ে আজ কি এসেছে? সেই ম্যালেরিয়ার জায়গায় ধ্বংসমূর্ত্তি নিয়ে টি, বি, সারা বাংলাদেশকে গ্রাস করে ফেলছে। টি, বি,-র বিরুদ্ধে সরকারের তীব্র অভিযান আমরা নিজেদের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। যতগুলি টি, বি, হাসপাতাল হয়েছে সমগ্র উত্তরবঙ্গকে বাদ দিয়ে সেইসমস্তগুলি কার্য্যকরী হয়েছে। আমি প্রস্তাব করছি যেমন কাঁচরাপাড়া হাসপাতাল আছে, যাদবপুর হাসপাতাল আছে ঠিক সেই ধরণের পরিকল্পনা উত্তরবঙ্গের দিকে নেয়া দরকার। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে টি, বি, ব্যারাম মালদয়ে সর্বত্র গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে। •আজকে যদি মানুষকে টি, বি, ব্যারাম থেকে বাঁচানো না যায় তাহলে তাতে সরকারের অকর্মন্যতা এবং অপদার্থতাই প্রমাণিত হবে। আমি প্রস্তাব করছি যেরকম উদ্যম নিয়ে ম্যালেরিয়া কণ্টোল করা হয়েছে ঠিক সেইরকম উদ্যম নিয়ে আঞ্চলিক ভাবে জেলা বেসিসে হাসপাতাল করা হোক্ এবং প্রত্যেক হাসপাতালে টি, বি, ব্যারামের জন্য ৩।৪ শো বেডের ব্যবস্থা অনিতিবিলম্বে করা প্রয়োজন, শুধু প্রয়োজনীয় করতে হবে এই আমার আবেদন। আমার নেক্‌ষ্ট পয়েণ্ট হচ্ছে ডায়েট সম্বন্ধে আমি বিভিন্ন হাসপাতালে ঘুরে দেখেছি, আমি মাঝে মাঝে কাঁচরাপাড়া হাসপাতালে যাই এবং অন্যান্য হাসপাতালে যাবার সুযোগ ও আমার হয়, সেখানে দেখেছি—

diet-system decentralisation of power.

সরকার থেকে যে ২৷৷০ টাকা করে টি, বি, রোগীদের ডায়েটের জন্য দেয়া হয় সেই টাকা সত্য সত্য খরচ হয় না–১৷৷০ টাকার বেশি সেখানে খরচ হয় না। তারপরে আমি ডিসেণ্ট্রালাইজেশন

অফ পাওয়ার এর প্রস্তাব করছি—সমস্ত ক্ষমতাকে রাইটার্স বিল্ডিংস এ কেন্দ্রীভূত না করে সমস্ত ডিষ্ট্রিক্টে ব্যাপকভাবে স্বাস্থ্য বিভাগের ক্ষমতা বিতরণ করা হোক। আমার মনে হয় প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্টে যে সি, এম, ও, রাখা হয়েছে সেই সি, এম, ও, কে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দিতে হবে। আর ডি, এম, ও, নন প্রাকটিসিং এ্যালাউয়েন্স পাবে সি, এম, ও, পাবে না এই বিভেদ থাকা উচিত নয়। নন প্রাকটিসিং এ্যালাউয়েন্স প্রত্যেককেই দেয়া উচিত। আর সি, এম, ও, এবং ডি, এম, ও,-র পাওয়ার এবং এ্যাকটিভিটি ক্লিয়ারলি ডিফাইন করা উচিত এবং সি, এম, ও, এবং ডি, এম, ও,-র মধ্যে যে গোলমাল সেটাও দুর করা দরকার এই আমার আবেদন।,

Shri Hemanta Kumar Basu :

মাননীয় স্পাকার মহাশয়, আমি একটা বিশেষ বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রায় এক সহস্র হাঁসপাতালের ক্লাস ফোর কর্মী এসেছে এসেম্বলীতে সরকারের কাছে তাদের দাবীদাওয়া পেশ করতে, তাদের দাবীদাওয়া জানাবার জন্য। আমি ইতি-পুর্ব্বেই ডাঃ রায়ের কাছে এ সম্বন্ধে পত্র দিয়েছি। আশা করি সরকার তাদের দাবীদাওয়া সহানুভুতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন যাতে তারা বাধ্য না হয় টুয়েন্টিয়্যাইটথ টোকেন ষ্ট্রাইক করতে এবং পরে জেনারেল ষ্ট্রাইক করতে।

Shri Tarapada Dey :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য বিষয়ে যে সমস্ত বড় বড় সমস্যা আছে মন্ত্রী মহাশয় তার একটা সমস্যা পুরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সবচেয়ে বড় সমস্যা আজকে পানীয় জলের সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেভাবে আজকে গ্রামাঞ্চলে টিউবওয়েল করছেন সেভাবে যদি করতে থাকেন তাহলে কোনদিন পানীয় জলেব সমস্যার সমাধান হবেনা বরং অতি অল্পদিন মধ্যে গ্রামাঞ্চলে আর ও টিউবওয়েল থাকবেনা। আমার এলেকা বালী ও ডোমজুড়ে খুব জলকষ্ট। গ্রীষ্মকালে কোন জল পাওয়া যায় না। সমস্ত মানুষকে এই টিউবওয়েল এর জলের উপর নির্ভর করেই চলতে হয়। অথচ ডোমজুড় থানায় টিউবওয়েল আছে ৮৪টি এবং বালীতে ১৭টি। এগুলি বাদে আরও প্রয়োজন কমপক্ষে ডোমজুড়ে ৫০টি এবং বালীতে ১৫টি করতে হবে এবং এ করলে জনসাধারণের জল সরবরাহের ব্যবস্থা হতে পারে। আমি রুরাল ওয়েলফেয়ার এর জন্য যে কমিটি আছে তাদের কাছে ৫০টি টিউবওয়েল চেয়েছিলাম তারা মঞ্জুর করেছে মাত্র ১৭টি দুই থানায়। এটা দেখা যায় প্রতি ইউনিয়ন এ গড়ে ২।৩ বছর পর ২।৩টি করে টিউবওয়েল খারাপ হয়ে যায়। কাজেই এইভাবে যদি টিউবওয়েল দিতে থাকেন তাহলে কোনদিন গ্রামে পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হবেনা। যে ডিপার্টমেণ্ট থেকে করছেন তাদের একটি সেট্ মাত্র ইনষ্ট্রুমেণ্ট ফলে গ্রামাঞ্চলে অনেক জায়গায় লোকেই অর্থব্যয় করতে চান কিন্তু আপনারা এই পুরাণো টিউবওয়েলগুলি সারাচ্ছেন না। সরকার এই ডিষ্ট্রিক্ট টিউবওয়েলগুলি সারাবার ভার না নিলে কোনদিন জল সরবরাহের ব্যবস্থা হবেনা। তাছাড়া টিউবওয়েল শ্যাংসান করার পদ্ধতি—১০০ টাকা করে লোকাল কণ্ট্রিবিশান এবং ডিপ টিউবওয়েল হলে ২৫০ টাকা দিতে হবে। এই যে ব্যবস্থা এটাও ঠিক নয়। গ্রামে যে দুঃস্থ এলেকা আছে বিশেষ করে সেডিউলড কাষ্ট এলেকা সেসব জায়গায় লোক টাকা দিতে পারেনা কাজেই সেখানে টিউবওয়েল হয়না। অথচ অবস্থাপন্ন জায়গায় পাশাপাশি টিউবওয়েল আছে। এমন জায়গা আছে যেখানে ১২০০ লোক সংখ্যা—দুঃস্থ

এলেকা, লোক টাকা দিতে পারেনা, বাণীপাড়া গ্রামের কথা বলতে পারি কোন টিউবওয়েল নাই। রাজাপুর মহিষকোটে ৩ হাজারের উপর লোক ৩টি মাত্র টিউবওয়েল। এক হাজার লোক একটি টিউবওয়েলএর উপর নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় জলকষ্ট এত বেশী যে লোককে জলের জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হয় এবং অনেক সময় মারামারি করতে হয়। যেভাবে টিউবওয়েল দিচ্ছেন তাতে সমস্যার সমাধান হবেনা। তাই ডেরিলিক্ট টিউবওয়েল যেগুলি আছে সেগুলি সরকারী খরচে সারাবার ব্যবস্থা করুন। এবং দুঃস্থ এলেকায় বিশেষ করে বন্যার ফলে যেসমস্ত টিউবওয়েল নষ্ট হয়েছে সেখানে বিনামূল্যে দেবার ব্যবস্থা করুন। জনস্বাস্থ্য বিভাগ এ ব্যাপারে এত অবজ্ঞা করেন যে কোন কাজ হয় না। বালী থানায় মানুষের কি কষ্ট দেখুন স্যার। চাঁদমারী নামক জায়গায় ময়লা জল এসে পড়ায় সেখানকার অবস্থা খুব অস্বস্থিকর। সেখানে কয়েকশ গজ দুরে একটা উদ্বাস্তু কলোণী করা হয়েছে, যখন উদ্বাস্তুরা আসে তখন তারা আপত্তি করেছিল তখন বলা হয়েছিল এই ট্রেন্‌চিং গ্রাউণ্ড বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যবস্থা করা হবে অন্ততঃ সরিয়ে দেওয়া হবে।

[6-20—6-30 p.m.]

আজ ঐসকল ময়লা দুর্গন্ধময় ট্রেনচিং গ্রাউণ্ড থাকায়, সেখানে লোক বাস করতে পারছেনা। যদি কোন ভদ্রলোক সেখানে যান বুঝতে পারবেন কি অবস্থা সেখানকার। সেখানে যেসমস্ত ছিন্নমূল লোকেরা এসেছে, তারা এই অবস্থার বিরুদ্ধে বরাবর প্রতিবাদ করে আসছে, কিন্তু, তার কোন ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত করা হয়নি। তাদের এই রকম অবস্থায় সেখানে থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে, এ কোন নীতি তা আমি বুঝতে পারি না। তারা আপনাদের ডিপার্টমেণ্টে বহুবার দরখাস্ত করেছে, তার কোন উত্তর দেওয়া হয়নি, তারা দেখা করতে এসেছে, দেখা পায়নি। যেখানে শত শত লোকের স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে, তাদের দেখা কি আপনি প্রয়োজন বোধ করেন না? আমি আশা করি মন্ত্রীমহাশয় এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন, এবং সেখানকার পাবলিক হেলথ সম্বন্ধে এনকোয়ারী করে, প্রকৃত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। তারপর আমি হাওড়া ড্রেনেজ সম্বন্ধে বলবো। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে ৫২ বর্গ মাইল একটি বেসিন আছে। এই ৫২ বর্গ মাইল জমির মধ্যে ৩৫ বর্গ মাইল জমিতে প্রচুর ফসল হত। কিন্তু হাওড়া ড্রেনেজের সমস্ত ময়লা জল ঐ স্থানে ফেলা হচ্ছে, ফলে বালী, জগদীশপুর, বাঁচড়া, নার্ণা, জগদা প্রভৃতি ইউনিয়নের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে যে শস্যহানি হয়েছে, এবং সেখানে জলটা একেবারে পোচে, ঘোলাটে হয়ে থাকায়, সেখান কার আশেপাশের মানুষের বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আপনার কাছে দরখাস্ত করা হয়েছে, স্বাস্থ্য বিভাগকে জানান হয়েছে, এমন কি প্রধানমন্ত্রীর কাছে ও দরখাস্ত করা হয়েছে, কিন্তু কোন উত্তর এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। সেখানে ময়লা জল ফেলার ব্যবস্থা রাখায়, সহস্র সহস্র লোকের জীবন বিপন্ন, বহু লোক রোগে ভুগছে। এ সমস্ত জানান সত্বেও, আপনি কোন ষ্টেপ নেননি, একটা চিঠির উত্তর দেননি, এবং একটা এনকোয়ারী পর্য্যন্ত করেননি। সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ যদি এত অকর্ম্মন্য হয়, তাহলে তার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে। এই ভাবে যে আপনারা জনসাধারণের স্বাস্থের দিকে দেখেন তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় তাদের প্রতি সরকার কতটা দরদী।

তারপর আমি সরকারের চেষ্ট ক্লিনিক সম্বন্ধে বলতে চাই। আজ দেখা যাচ্ছে টি. বি. রোগ সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশী।

ডোমজুড় থানায় প্রায় দু-শো জন টি. বি. রোগী আছে, আর হেলথ সেণ্টারে ৬৭ জন এবং হাওড়া জেনারেল হস্‌পিটালে ৪০ জন আছে আর বাকী রোগী যারা তাঁরা অন্য জায়গায় গিয়ে চিকিৎসা করান। ডাঃ সাহা ডোমজুড় থানা ডেঞ্জার জোন বলে মন্তব্য করেন। এবং সেখানকার রোগীদের অ্যাডভাইস করেন হেলথ সেণ্টার মারফৎ চিকিৎসা করানর জন্য। তাছাড়া ডাক্তাররা বলেন যে টি, বি, রোগ ডিটেক্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ষ্ট্রেপটোমাইসিন, ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন এ এ্যাণ্ড বি ইনজেকশান দেওয়া দরকার। কিন্তু আপনারা তা দেন না। আমি এখানে আর একটা কথা উল্লেখ করতে চাই—এই সমস্ত রোগীরা সাধারণত দুঃস্থ, তাদের পক্ষে দু-তিন বার করে হাওড়ায় এসে এক্স-রে করান খুব অসুবিধায় পড়তে হয়। ডাক্তারের মতে তাদের প্রচুর দুধ, ও ভিটামিনযুক্ত খাদ্য খাওয়া দরকার, কিন্তু তাদের ক্ষমতা নেই এই সমস্ত কিনে খাবার। সুতরাং হাওড়া হেল্‌থ সেণ্টার মারফৎ টি, বি. রোগীদের দুধ, পথ্য দেবার ব্যবস্থা করা উচিত। আমি কয়েক বছর আগে দেখেছি কয়েকজন টি. বি. রোগীকে পথ্যের অভাবে, না খেতে পেয়ে নিজেদের ঘরে পড়ে মৃত্যুর দিকে তিল, তিল করে এগিয়ে যেতে। ঝাঁপুবাগ ও গোবর্দ্ধন পাত্রের এই ভাবে মৃত্যু ঘটেছে। টি, বি ইনভেলিড রোগীদের জন্য আলাদা স্থান নেই, সাধারণ রোগীদের সঙ্গে, এক স্থানেই রেখে তাদের চিকিৎসা করা হয়, ফলে অনেক রোগী মারা যাচ্ছে। এই সমস্ত ইনভেলিড পেসাণ্টদের জন্য সেপারেট ক্লিনিক এর ব্যবস্থা রাখা দরকার।

তারপর আপনাদের মেটারনিটী সম্বন্ধেও বহু অব্যবস্থা রয়েছে। মেটারনিটী এ্যাণ্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার ক্লিনিকগুলিতে প্রয়োজনীয় ঔষধ অ্যান্‌টি অ্যানিমিক ইনজেকশান অর লিভার এক্সট্রাক্ট থাকেনা। রোগী এলে তারপর ইনজেকশান এর বন্দোবস্ত করা হয়। দুঃস্থ এলাকার রোগী সাধারণত রক্তহীন হয়ে যায়, তারা ক্লিনিক এ চিকিৎসার জন্য আসবামাত্র ইনজেকশান দেওয়া উচিত। দেরীতে ইনজেকশান দেওয়ার ফলে অনেকের মৃত্যু ঘটেছে। এইভাবে তারাবালা সর্দ্দারের মৃত্যু ঘটেছে। ডোমজুড় হেলথ সেণ্টারে বহু রক্তহীনতা, ক্রোনিক অ্যানিমিয়া কেস আসে। তাদের যদি সময়মত আগে থেকে এই সমস্ত ঔষধের ইনজেকশান দেবার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে তাদের বাঁচান। যায় আমি যে সমস্ত অসুবিধা ও অব্যবস্থার কথা বললাম, আশা করি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় তার প্রতিকারের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার তা করবেন।

Shri Benoy Kumar Chatterjee :

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, বিরোধীদলের পক্ষ থেকে পশ্চিম বাংলার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানারকম কথা শুনলাম। আমি খুব গভীর মনোযোগ সহকারে তাঁদের বক্তব্য বিষয়গুলি শুনেছি। বিভিন্ন বক্তা তাঁদের নিজেদের এলাকার মধ্যে কোথায় হেল্‌থ সেণ্টার হয়নি, কোথায় জলের অভাব আছে এবং নানারকম অভাব অভিযোগের কথা বলেছেন। তাঁরা আরও বলেছেন কোন কোন হাসপাতালের ষ্টাফদের ত্রুটী বিচ্যুতি সম্বন্ধে। আমি স্যার, আপনার মাধ্যমে এই কথা বলতে চাই যে অভাব অভিযোগ কিছু থাকতে পারে, কিন্তু তার মধ্যেও অনেক ভাল কাজ হয়েছে। আমরা যদি গত বছরের ষ্ট্যাটিস্‌টিক দেখি তাহলে বুঝতে পারবো আমাদের হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্ট কিরকমভাবে জনসাধারণের স্বাস্থ্য উন্নতির কাজের দিকে এগিয়ে চলেছে। তারপর ডেথ্‌ রেট-এর পারসেণ্টেজ কমে গেছে—৫৮ পারসেণ্ট। যে ষ্ট্যাটিস্‌টিক্স পাচ্ছি তাতে দেখা যাচ্ছে—আমাদের মৃত্যুর হার ৫৮ পারসেণ্ট কমে গেছে। কলেরা সম্বন্ধে

ষ্ট্যাটিস্‌টিকস যা পাচ্ছি, তাতে দেখছি—৯২ পারসেন্ট কলেরা রোগ কমে গেছে। আর স্মল পক্স কমে গেছে—৭৫ পারসেন্ট, ম্যালেরিয়া কমে গেছে—৯৪ পারসেন্ট, টি, বি, ৫০।৬০ পারসেন্ট কমে গেছে, ভি, ডি, কমে গেছে—৫৮ পারসেন্ট, আর...........৫৬পারসেন্ট বেড়ে গেছে। এই ষ্টাটিস্‌টিকস থেকে আপনি বুঝতে পারছেন যে আমাদের হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট কিরকম আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে।

আজ যদি ভোর কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখি তাহলে, দেখব—পারকেপিটা এক্সপেন্‌ডিচার সেখানে যা আছে, তার চেয়ে বেশী আমাদের সরকার দিয়েছেন। ডাক্তার মেডিকেল পারসোন্যাল সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যায়—ভোর কমিটি যে রিকমেণ্ডেশন করেছিলেন—দু-হাজার পপুলেশন-এর উপর এক-একজন করে ডাক্তার। আমরা সেই রিকমেণ্ডেশন থেকে অনেক বেশী এগিয়ে গিয়েছি। সেদিক থেকে আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়েছি।

আর একটি কথা আপনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে জানাতে চাই যে বিভিন্ন যেসমস্ত নন্‌-গভর্ণমেন্টাল ইন্‌ষ্টিটিউশন গড়ে উঠেছে, সেই সমস্ত ইন্‌ষ্টিটিউশন বজায় থাকার প্রয়োজন অছে। কারণ আমরা বেডের সংখ্যা বেশী বাড়াতে পারি নাই। সেইজন্য এই নন্‌-গভর্ণমেন্ট ইন্‌ষ্টিটিউশন-গুলি থাকা উচিত। তাদের বাঁচাতে হলে, প্রচুর অর্থ সাহায্যের দরকার। তার দিকে আপনার নজর দেওয়া উচিত। নন্‌-গভর্ণমেণ্ট ইন্‌ষ্টিটিউশন-এর মেডিকেল অফিসাররা অল্প পয়সা নিয়ে কাজ করেন। আপনাবা যেমন স্কুল টিচারদের এ্যালাউন্স দেন, তাদেরও তেমনি একটা এ্যালাউন্স দেবার ব্যবস্থা করা উচিত।

Shri Saroj Roy :

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, পাবলিক হেল্‌থ সম্বন্ধে যা আলোচনা হলো, তাতে আপনি এই বিভাগের অপদার্থতা, অকর্মণ্যতা ও করাপশান সম্বন্ধে শুনতে পেলেন। আর একটা রয়েছে জনস্বাস্থ্য বিভাগ নিয়ে যদি রাজনৈতিক ব্লাফ্‌ চলে, তাহলে জিজ্ঞাসা করতে হয়—সেই সম্পর্কে যদি ব্যবস্থা করতে হয়—তাহলে শুধু ঐ ডিপার্টমেন্টের বড় কয়েকজনকে সরিয়ে দিতে হবে—তা নয়, সমস্ত কংগ্রেস মন্ত্রীসভাকে সরিয়ে দেওয়া দরকার। আমি উদাহরণ দিতে পারি গত ইলেকশনের সময় খড়গপুর কংগ্রেস সেক্রেটারীকে একখানা চিঠি দেন আমাদের চীফ্‌ মিনিষ্টার ডাঃ বি,সি,রায়। তার নম্বর—ডি, ও, নং ১১০, ডেটেড্‌ দি ২৭-২-৫৭।

Dear Shri Gyan Singh,

In reply to your letter, dated 26-2-57, I may inform you that arrangements for opening an outdoor dispensary at Khargpur are being made. You may show this latter to anyone enquiring about it.

অর্থাৎ ২৬ তারিখে চিঠি লিখলেন, ২৭ তারিখে তার জবাব এলো। তারপর ইলেকশান-এ তিনি হেরে গেলেন। তারপুর আজ পর্য্যন্ত সেটা আর হয় নাই। এখন যদি এই জিনিষ নিয়ে পলিটিকেল ব্লাফ্‌ চলে, তাহলে বাংলাদেশের কর্ত্তব্য তাদের সরিয়ে দেওয়া। টি, বি, সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন উঠেছে উভয়পক্ষ থেকে—টি, বি,-তে দেশ ছেয়ে গেছে সত্যি কথা। আমি একটা স্পেসিফিক্‌ ঘটনা রাখতে চাই। ১৯৫৫ সালে মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্টে এ সম্পর্কে কয়েকটী ডাক্তার দিয়ে রিভিও করেছিলাম—৬।৭টি গ্রাম।

[6-30—6-40 p.m.]

কয়েকটি গ্রামে ধরা হল, ৬টা গ্রামে দেখা গেল। ১৯৫৫ এর আগে একটা টি, বি, কেস ছিল গড়বেতা থানার ২৭নং ইউনিয়ন খড়াহারএ, ১৯৫৫এ দেখা গেল সেটা বেড়ে গিয়েছে, এবং বর্ত্তমানে ৩টা টি, বি, কেস আছে। আর্থৎ এইগুলি ডিটেক্টেড কেস। কিন্তু বাকী গ্রাম যদি এক্স-রে করা যায় তাহলে আরো কেস পওয়া যাবে। মফরশাল গ্রামে ২০ ঘর লোকের বাস, সেখানে এক্স-রে করে পওয়া গেল ৯টি টি, বি, কেস। এই টি, বি, রোগীদের কোন রকম বিলি ব্যবস্থা করা হয় নি। আবার যদি বা ডিটেক্টেড কেস হয় তাহলে তাকে যেভাবে চিকিৎসা করা দরকার তা করা হয় না। গ্রামঞ্চলে এইসব টি, বি, রোগীকে সেগ্রিগেট না করে রাখার জন্য টি, বি, আরো স্প্রেড করে যাচ্ছে। এখানে সেগ্রিগেট করার কোন ব্যবস্থা নেই। টি, বি, যদি হয় এবং তা যদি তাড়াতাড়ি ডিটেক্টেড হয় তাহলে তার একটা ট্রিটমেণ্ট এর ব্যবস্থা করার ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু তার ব্যবস্থা না থাকায় টি, বি, আরো বেশী সেখানে স্প্রেড করে যাচ্ছে। মেদিনীপুব ডিষ্ট্রিক্টে ডিগবি টি, বি, স্যানেটোরিয়াম আছে। সেখানে একটা আউটডোর খোলা হোক এই দাবী করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি ও পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কিছু হয়নি। লাষ্ট ডিসেম্বর-এ আফ্‌টার কেয়ার কলোনী করার জন্য মিঃ চক্রবর্ত্তী ওখানে ছিলেন, সেখানে আমরা তাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসাও করে-ছিলাম এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন একমাসের মধ্যে সেখানে আউটডোর খোলা হয় এবং বলেছিলেন সে তার দরকারও আছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার কিছু হয়নি। সেখানে যদি আউটডোর খোলা হয় এবং গ্রামের লোকদের যদি এক্স-রে করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় তাহলে অন্ততঃ যেভাবে এই রোগ স্প্রেড করছে সেটা চেক করা যাবে। তারপর যে থানা হেলথ্ সেণ্টারগুলি খোলা হচ্ছে এই হেলথ সেণ্টার-এর ডাক্তারদের যদি ২।৩ মাসের জন্য একটা এই রোগ সম্বন্ধে ট্রেনিং দিয়ে দেন তাহলেও টু সাম এক্সটেণ্ট এটার প্রকৃত চিকিৎসা হবে এবং যেভাবে এই রোগ স্প্রেড করছে তা বন্ধ করা যাবে। কিন্তু তার কোন প্রকার বিলিব্যবস্থা করা হয়নি। ডিগবি আফ্‌টার কেয়ার কলোনী, সেখানে টি, বি, রোগ ভাল হয়ে গেলেও সেখানে থেকে লোকে কাজকর্ম করতে পারে কিন্তু সেখানে ভর্ত্তি হতে গেলে ৪০৲ টাকা করে দিতে হয়। ফলে সেখানে একমাত্র বড় লোকরাই থাকতে পারে। কিন্তু যারা দরিদ্র কৃষক, যাদের এই:রোগ সবচেয়ে বেশী হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে, তারা এর সুযোগ নিতে পারেনা।

স্যার, আর একটা কথা, মিদনাপুর ডিষ্ট্রিক্ট-এ ফিলারিয়া কিভাবে হচ্ছে। বাঁকুড়ায় একটা কুষ্ঠাশ্রম আছে কিন্তু এখানে আজ পর্য্যন্ত কিছু করেননি। এখানে একজন লোক বিননদায় একটা কুষ্ঠাশ্রম করেছিল জনসাধারণের টাকা দিয়ে, দীর্ঘদিন ধরে সরকারকে বলা সত্বেও সরকার সেদিকে দৃষ্টি দিলেন না যার জন্য সেটা বন্ধ হয়ে গেল। আশা করি সরকার ওখান-কার ফিলারিয়া এবং কুষ্ঠ বন্ধ করার জন্য একটা বিলিব্যবস্থা করবেন।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay :

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আমি প্রথমেই বলতে গিয়ে একটা কথা বলবো আমার নিজের বক্তব্য বলবার আগে যে, বৎসর দুই আগে আমার সঙ্গে মন্ত্রীমহাশয়ের কথা

হয়েছিল তাঁর ঘরে বসে। তখন তাঁর ঘরে দেখি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এবং তিনি বললেন যে তিনি অনেক সময় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খান। তিনি আমাদের তখন জানিয়েছিলেন যে হোমিওপ্যাথি বিল দুই মাসের মধ্যেই আসছে এবং কবিরাজী সম্বন্ধে ও একটা বিল তিনি আনবেন। কিন্তু এতদিন এত বিল এই এসেম্বলী হাউসএ কিলবিল করতে দেখলাম কিন্তু এই বিলগুলির আজ পর্য্যন্ত দেখা পেলাম না। স্যার, আমাদের যে স্বাস্থ্য মন্ত্রী তিনি হচ্ছেন একটা ইন্‌টিগ্রেটেড স্বাস্থ্যমন্ত্রী। কারণ তিনি যে বংশে জন্মেছেন তা বৈদ্য বংশ অর্থাৎ আর্য়ুবেদ, তিনি খান হোমিওপ্যাথি কিন্তু পাশ করেছেন এলোপ্যাথি, এ তিনটা ত আছেই এবং আমার মনে হয় একটু দাড়ি রাখতে পারলে হেকীম আজমলও হয়ে যেতে পারতেন। এই জন্যই বলছি যে তিনি ইন্‌টিগ্রেটেড মন্ত্রী।

[6-40—6-50 p.m.]

আমি একটা কথা আপনাকে জানাতে চাই মেডিকেল শিক্ষার অ্যানাটমির ব্যাপারে মড়া নিয়ে শিক্ষার্থীদের ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়। কিন্তু আমাদের পশ্চিম বাংলায় মড়া পাওয়া দুষ্কর ছাত্রদের শিক্ষার জন্য। পশ্চিমবঙ্গে আজকাল অনেক প্রকার চুরি চামারির কথা সকলেই জানেন, কিন্তু মড়া চুরির কথা অনেকেই জানেন না হয়তো। ভেগ্রেন্সি হস্‌পিটাল থেকে মড়া পাঠান হয়, সেই মড়া ৩ দিনের মধ্যে মেডিকেল কলেজ এ এলনা। সেই গাড়ীর ড্রাইভার বল্ল মড়াটা পচে গিয়েছে, ডিসিকশন এর কাজে লাগবেনা বলে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু মড়া কোথায় গেল তার হদিশ পাওয়া গেল না। কিন্তু আমরা জানি সেই মড়া কোথায় যায়। এক ভদ্রলোক একজন—জার্মান সাহেব কলকাতার ডালহৌসি স্কোরারে মড়ার ব্যবসা করতেন, তিনি যখন চলে যান তখন সেই ভদ্রলোক তাঁর ব্যবসা চালান। আমরা আশ্চর্য্য হয়ে যাই কাষ্টম্‌স ডিপার্টমেণ্টে ডিক্লারেশান দিতে হয়—কত মাল যাচ্ছে, কি মাল যাচ্ছে। আমাদের কালিপদ বাবুর ডিপার্টমেণ্ট কেন এই বিষয়ে এনকোয়ারী করেন না? এই মড়ার হাড় বিদেশে চলে যায়। যারা চালান দেয় তাদের টেনটাকলস প্রত্যেক মেডিকেল কলেজ, বার্ণিং ঘাট, ব্যারিয়াল গ্রাউণ্ড এবং শশ্মানে ছড়িয়ে আছে মড়ার হাড় সংগ্রহ করার জন্য। অথচ আমাদের এখানে ইউনিভার্সিটিতে একটা রেজোলিউশান ইউনেনিমাসলি পাসড হয়েছিল আমাদের দেশে অন্যান্য ষ্টেট অ্যানাটমি অ্যাক্ট হয়ে গিয়েছে। আমাদের এই রাজ্যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সব মন্ত্রীরা অগ্রগতির কথা বলেন। আমি জিজ্ঞাসা করি এই অগ্রগতি কি যমের দুয়ারের দিকে—১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে ২৬ শে তারিখে ইউনিভার্সিটি ইউনেনিমাসলি রেজোলিশান পাস করেছিল এবং ডিরেক্টার অব হেলথ সার্ভিসেসকে পাঠান হয়েছিল এই বলে যে আমাদের ষ্টেট এ অ্যানাটমি অ্যাক্ট হওয়া উচিত সায়েন্টিফিক পারপাস এ এবং ডিসিকশন শিক্ষার জন্য। আপনারা তো আমাদের এই রাজ্যের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য নানাপ্রকার স্কীম টীম করছেন, আপনাদের তো অনেক রকম অ্যাকটিভিটি দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত অ্যানাটমি অ্যাক্ট করার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা দেখতে পেলাম না। অথচ আমরা জানি এখানে মড়ার হাড় নিয়ে রীতিমত ব্যবসা হচ্ছে, এবং আমি শুনেছি যিনি এই ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন তিনি মণ্ডল কংগ্রেসের একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি, তাঁর গায়ে হাত দেওয়া চলবে না। আজকে রাইটার্স বিল্ডিংস এ যারা ডিরেক্টার হয়ে বসেছেন, সেক্রেটারী হয়ে বসে

আছেন—আমাদের দেশের সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা, এরা ১৪।১৫ শ' বেশী পাননা, কিন্তু রাইটার্স বিল্ডিংস এ তো আমি এমন লোক দেখিনা

There are people who cannot open the latches of their shoes,

এরা ২৭৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মাইনে নিচ্ছেন, তার উপর আবার অ্যালাউয়েন্সেস্ রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ যাঁরা বসে এই বিভাগ পরিচালনা করেন তাঁরা সকলেই পদার্থবান ব্যক্তি নয়, তাঁদের মধ্যেও বহু অপদার্থ আছেন। বাইরে এমন বহু ব্রিলিয়াণ্ট ম্যান আছেন, তাঁদের মাইনে সুপার সিলেক্‌শান গ্রেড পর্য্যন্ত পৌঁছায় না, তাঁদের যা গ্রেড দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে, ২৫০—৬৫০৲ এবং এই হচ্ছে ৯০ পারসেণ্ট ; তারপর ৬৫০-১২০০৲ এটা ৪ পারসেণ্ট ; তারপর, সুপার সিলেক্‌শান ১২০০-১৬০০৲ পর্য্যন্ত, এটা ২ পারসেণ্ট। এরা লেখাপড়া করবেন, না হাসপাতালে চিকিৎসা করবেন? রাইটার্স বিল্ডিংস্ এ বসে যাঁরা ফাইল টানাপোড়েন করেন তাদের জন্যই সুপারসিলেক্‌শান গ্রেড ৬০ পারসেণ্ট, আর যাঁরা রুগীর চিকিৎসা করেন ছাত্রদের লেখাপড়া শিখাবেন, তাঁদের জন্য বাকী ৪০ পারসেণ্ট, তাও আবার এঁদের অনুগ্রহ-ভাজন হতে হবে। ১২ বৎসর চাকরী না হলে সুপারসিলেক্‌শান গ্রেড পাবেন না এই রুল থাকায় অনেকেই অ্যাপ্লিকেশান করেননি, কিন্তু তলে তলে চেষ্টা চরিত্র করে ৮ বৎসর যাদের চাকরী হয়েছে তাঁরা মাঝখানে থেকে পেয়ে গেল। তারপর শিক্ষার ব্যাপার—কলিকাতার কোন একজন শিক্ষক দেখা করতে গেলে পর ডিরেক্টার অফ্ হেলথ সার্ভিসেস তাঁকে বলেছিলেন মেডিকেল এডুকেশান কোন স্পেশিয়ালিটি নয়। আজকে যিনি কলেরার চিকিৎসা করছেন কালকে তিনি অ্যানাটমির মাষ্টার হয়ে যেতে পারেন। জে,সি,এস যুগে ডিরেক্টার অফ ফিসারিস থেকে আরম্ভ করে চিফ জাষ্টিস অফ হাইকোর্ট হতে পারতেন—এও যেমন ঠিক তাই। মেডিকেল এডুকেশান সম্বন্ধে এই যদি ধারণা হয় তাহলে সেটা অত্যন্ত পুওর ধারণা একথা আমি বলব। দু তিন বৎসর আগে সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ারস্ প্ল্যান এ মেডিকেল এডুকেশান এ অগ্রগতি সম্পর্কে একটা রিপোর্ট-এ বলা হয়েছে,

Page 537, Article 11, medical colleges in India are now staffed by teachers who are permitted private practice. This Concession is an important reason for low Standard of teaching.

তাই তাঁরা বলেছেন ভারতবর্ষের ৩৫টি মেডিকেল কলেজ এ প্রত্যেক বৎসর ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে, যাতে হোলটাইম্ ইউনিট করতে পারা যায়। আমাদের পশ্চিমবাংলায় এজন্য একটা পয়সাও খরচ করা হয়নি, কিন্তু কেন হয়নি? মেডিকেল এডুকেশান এর উন্নতির জন্য সেণ্টার থেকে টাকা দিচ্ছে সেই টাকাও দেবার ক্ষমতা এদের নেই।

Bankura Medical College, R. G. kar Medical College, National Medical College, Calcutta,

অন্যান্য প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ এ মাইনে দিতে পারছেনা টাকার অভাবে। আমি মনে করি মন্ত্রীমহাশয় এবং তাঁর ডিরেক্টোরেট থেকে ১০ লক্ষ টাকা আদায় করা হোক এভাবে মেডিকেল এডুকেশান নেগলেক্ট করার জন্য। তারপর, মেডিকেল এডুকেশান সম্বন্ধে ডাঃ নারায়ণ রায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রীমহাশয় বলেছিলেন সেণ্টার থেকে পোষ্টগ্রাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশান এর জন্য ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিকে, ইউনিভার্সিটি রেজুলেশন চ্যাপটার ১১, এ ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল, এই টাকা মাঝপথে উধাও হয়ে গেল—ডাঃ নারায়ণ

রায়ের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন এটা কার্পাণীতে দেওয়া হয়েছে। এনিয়ে লোকসভায় ও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এবং এই টাকাটা এখনো উদ্ধার হতে পারে যদি মন্ত্রীমহাশয় চেষ্টা করেন। তারপর, হাসপাতালের কর্মচারীদের সম্পর্কে এপক্ষ ওপক্ষ উভয়পক্ষ থেকে আগে অনেক কথা বলা হয়েছে—শুধু ডাক্তারে রুগী বাঁচেনা, বড় বড় ডিরেক্টাররা রুগী বাঁচান না লোয়ার সাবর্ডিনেট ষ্টাফ যারা রুগীদের সেবাযত্ন করে, বেড প্যানদের, দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে নার্স, তারপর, ডাক্তার।

হাঁসপাতালের কর্মচারীদের প্রতি লক্ষ্য করে একদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে তোমরা যদি ষ্ট্রাইক কর তাহলে ইসেনসিয়াল সার্ভিস হিসাবে আইন এনে একে বন্ধ করে দেব। হাঁসপাতালে ধর্মঘট হয় এটা আমরা চাই না কারণ তাতে জনসাধারণের কষ্ট হয়। কিন্তু যে জনসাধারণের এক অংশ হাঁসপাতালে সেবা করে তাদের প্রতি কি কর্ত্তব্য কিছু নেই? একটা মোকদ্দমায় সুপ্রীমকোর্ট রায় দিয়াছেন হসপিটাল এমপ্লয়ীজ, দে কাম উইথইন ট্রেড ইউনিয়ন। সেজন্য বলছি যে ইসেনসিয়াল সার্ভিস আইন করলে সুপ্রীমকোর্টের গাঁটা মাথায় এসে পড়বে। কিন্তু আমি জানতে চাই যে হাঁসপাতালের কর্ম্মচারী যাদের দিনরাত খেটে সেবা করতে হয় তারা বেশী কাজ করেন না ডিরেক্টার্স, এ্যাসিষ্টেণ্ট ডিরেক্টার্স, ডেপুটী ডিরেক্টার্স—যাঁরা ওয়েষ্ট বেঙ্গল গর্ভমেণ্টের মোটরগাড়ী করে ঘোরেন—তাঁরা সেবা দিয়ে রোগী বাঁচাচ্ছেন? সেজন্য বলব যে হাঁসপাতাল কর্ম্মচারী যারা আছে তাদের প্রতি যদি মানবতা সুলভ ব্যবহার না করা হয় তাহলে সেখানে স্বাস্থ্যের উন্নতির কথা বলা মানে প্রহসণ ছাড়া আর কিছু নয়। এবার আমি কোলকাতার একটা হসপিটালের কথা বলব। অর্থাৎ ইসলামিয়া হসপিটালের কথা বলব। (শ্রীযুক্ত নেপাল রায়:—প্রাইভেট হাঁসপাতাল) প্রাইভেট হাঁসপাতাল হলেও স্বাস্থ্যের কথায় এটা বলতে হবে। আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতাল প্রাইভেট হলেও এর অব্যবস্থার কথা বলে একে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালকে যখন নেওয়া হয় সেই সময় আমরা ইসলামিয়া হসপিটালকে নেবার কথা বলেছিলাম। এর প্রথম কারণ হচ্ছে এর কনষ্টিউটিশান। এই ইসলামিয়া হসপিটালের মেম্বার নেওয়ার যে পদ্ধতি তাতে

That constitution is aganist in the constitution of India—any adult Muslim is qualified to be member of the society.

সেখানে তা যদি হয় তাহলে গর্ভর্ণমেণ্ট তহবিল থেকে প্রত্যেক বছর ৭৫ হাজার টাকা রেকারিং গ্রাণ্ট, ক্যাপিট্যাল গ্রাণ্ট বা ক্যাজুয়াল এণ্ড হক গ্রাণ্ট নেবার কি প্রয়োজন আছে। কারণ এটা একটা কমুণাল হসপিটাল এবং এর ম্যানেজমেণ্টের মধ্যে

any adult Muslim is qualified to be a member of the society.

অর্থাৎ সবায়ের স্থান সেখানে নেই। এই হাঁসপাতালের পুর্বতন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট যিনি ছিলেন সেই সময় সারা বাংলাদেশে একটা ষ্ট্রাইকের কথা হয় এবং ৮ ঘণ্টার জন্য একটা ষ্ট্রাইকও হয়েছিল। সেখানকার সেক্রেটারী যিনি তিনি তদানীন্তন অথারিটিজ সুপারিটেণ্ডেণ্ট এল, এস, ষ্ট্রাইক করে পেনালাইজ করেন। এর ফলে এমন অবস্থা হয় যে তাঁকে পদত্যাগ পর্য্যন্ত করতে হয়, কারণ তাঁকে হয়রানী করা হয়েছিল। তারপর সেই সেক্রেটারী করলেন কিনা সেখানে যে ইউনিয়ন ছিল সেই ইউনিয়নের মধ্যে বিবাদ যাতে হয় তার জন্য সেই

ইউনিয়নের মধ্যে কতকগুলি লোককে বেছে বেছে নিয়ে এসে তাদের মাইনে বাড়াতে আরম্ভ করছেন। এর ফলে তাদের মধ্যে ঝগড়া লাগতে লাগল। এছাড়া সেই সেক্রেটারী ছুটো দারোয়ান রাখলেন যাদের মধ্যে একজন সেখানকার লোকাল গুণ্ডা। এ বিষয়ে যুগান্তর কাগজেও লিখেছিল। তিনি সেখানে একজনকে ছুরিকাঘাত করেন। বহু-বাজার থানায় এই খবর দেওয়াতে তারা কোন ষ্টেপ নেননা। তারপর যখন ২ মাস পরে লালবাজার থানায় মুভ করা হল তখন শুনেছি যে সম্প্রতি তাঁকে এরেষ্ট করা হয়েছে। এটা সাব জুডিস কেস বলে বেশি কিছু বলবনা। আমরা জানি যে বহুবাজার থানার যিনি ও, সি, তাঁকে সেই হাঁসপাতালের ৩নং কেবিনে ভর্ত্তি করা হয়। এই কেবিনের ফি দৈনিক ৮ টাকা করে। তিনি এখানে ১২ দিন ছিলেন, কিন্তু সেই সেক্রোটরী তাঁর কাছ থেকে একটা পয়সাও নিলেন না। সেই ও, সি, ভদ্রলোক কৃতজ্ঞ লোক বলে সেই ইনষ্টিটিউশনের সেক্রেটারীর উপর হাত দিলেন না। এমন কি তাঁর আত্মীয় স্বজনকেও সেখানে তিনি ভর্ত্তি করাচ্ছেন। তিনি কোন তারিখে ভর্ত্তি হয়েছিলেন এবং কোন নং কেবিনে ছিলেন সে সব বলতে পারি। এখানে গোড়ার যারা কর্মী আছে তাদের ওর প্রতি সহানুভুতি আছে বলে এঁকে বিতারণের চেষ্টা চলছে। যাইহোক এখানে সাম্প্রদায়িক সমস্ত ব্যাপার চলছে। নেপালবাবু এনকোয়ারীর কথা বলেছেন, আমরাও চাই যে এনকোয়ারী হোক। কারণ সেখানে যখন গভর্ণমেণ্ট টাকা দেন তখন গভর্ণমেণ্টএরও নিশ্চয় দায়িত্ব আছে সেখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে সম্বন্ধে এন-কোয়ারী করা। অতএব আর, জি, করকে যেমন আপনারা নিয়েছেন সেরকম একেও আপনারা নিয়ে নিন। সেখানে ছোরা মারামারির জন্য আউটডোর পেসেণ্টের নাম্বার কমে গেছে। আগে সেখানে যে পরিমাণ লোক হত এখন আর তত লোক আউটডোরে যেতে চায় না। কারণ তারা জানেন সেখানে ছোরা মারামারি হয় এবং এই ভয়েতে তারা সেখানে যেতে চায়না। আমি বলব এখানকার একাউণ্টস চেক হোক, অডিট হোক। গভর্ণমেণ্ট সেখানে টাকা দিচ্ছেন বলেও এই সব করা দরকার। আর, জি, কর-এর একাউণ্টস চেক করার সময় সেখানে বাঙলিং বেরিয়েছিল এবং কর্পোরেশন কংগ্রেস কাউন্সিলারের ৩৬ হাজার টাকা তাহার কথাও সেখানে বেরিয়েছিল। আমি তাই আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়কে এবং তাঁর ডিরেক্টোরেটকে বলব যে কোলকাতার বুকে বসে এইরকম একটা ইম্পর্টেণ্ট হসপিটালে যে অনাচার চলছে তার অনুসন্ধান করা হোক এবং প্রয়োজন হলে আর, জি, কর-এর মতন এই হাঁসপাতালকে সরকার নিয়ে নিন। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি স্বাস্থ্য-মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যে তিনি সমস্ত বিষয়ে একটু সচেষ্ট হন। তাঁর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক সেটা এই এসেম্বলীতে নয় এর বাহিরেও আছে। সেজন্য বলব যে তিনি যেন তাঁর মত একটু এক্‌জার্ট করেন এবং দোলের মঠ হয়ে যেন বসে না থাকেন। অর্থাৎ তিনি যেন তাঁর মত এক্‌জার্ট করেন যাতে দেশের লোক বোঝে যে একজন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আছেন এবং তিনি জীবিতই আছেন।

[6-50—7 p.m.]

Dr. Maitrayee Bose :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ইসলামিয়া হাঁসপাতাল সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা যদি ঠিকই হয় যে মুসলমান ছাড়া আর কাউকে সেখানে ভর্ত্তি করা হবেনা তাহলে তা ভারতীয় কনষ্টিটিউ-শনের বিরোধী। তবে এরকম আরও দু-একটি কনষ্টিটিউশন যা আছে তাদের দেখা হোক।

যেমন বেথুন কলেজিয়েট স্কুলে কোন মুসলমান মেয়েকে ভর্তি করা হয়না বা হিন্দু স্কুলের নাম এখনও কেন হিন্দু স্কুল থাকবে।

Shri Siddhartha Shankar Ray :

I do not think it is at all unconstitutional for any section of the community to have an institution for themselves. Muslims are perfectly justified in having a hospital for themselves.

Shri Deben Sen :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সম্প্রতি আর, জি, কর হাঁসপাতালে ট্রাইবুনালের যা এ্যাওয়ার্ড হয়েছে সে সম্পর্কে দু-একটা কথা জানবার জন্য আমি দাঁড়িয়েছি। আমার কাছে গুজব এসেছে যে সেই এ্যাওয়ার্ডকে বাতিল অথবা পরিবর্ত্তন করবার জন্য গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে চেষ্টা চলছে। এসম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের যে দু-টি ডিপার্টমেণ্ট আছে অর্থাৎ লেবার এবং মেডিকেল এ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ তাদের মধ্যে লেবার ডিপার্টমেণ্টের কাছে আমি জানতে চাই যে, তারা কি সত্যিই এই এ্যাওয়ার্ডকে বাতিল অথবা পরিবর্ত্তন করবার জন্য চিন্তা করছেন? তারপর আমি মেণ্টাল কেসেস সম্বন্ধে দেখলাম যে তাদের জন্য স্পেশাল বেডস বাড়েনি। হুগলীতে যে বেড়েছে তার অন্যান্য কারণ থাকতে পারে। কোলকাতার রাস্তায় রাস্তায় আমরা যেসব মেয়ে পাগল দেখি তাদের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই দেখছিনা। পুরুষ পাগলদের প্রতি মানুষের সহানুভুতি আছে। কিন্তু মেয়ে পাগলের বিরুদ্ধে সকলেই এবং তাদের সংখ্যা প্রায় ৫০।১০০ জনের মত হবে। তাদের কি কোথায়ও রাখা যায়না বা খাওয়াবার ব্যবস্থা করা যায়না? আমি বলতে চাই যে এইসব মেয়ে পাগলদের রাস্তায় ছেড়ে না দিয়ে কোথাও রাখার ব্যবস্থা হোক। আমার নেক্সট পয়েণ্ট হচ্ছে, সম্প্রতি ২ মাস হল আর, জি, করে একটা ছেলে মারা গেছে। ১ মাস আউটডোরে তার ট্রিটমেণ্ট হচ্ছিল—ইয়ার, নোজ, এণ্ড থ্রোট তাতে কিছু ভাল হলনা। হঠাৎ সে অজ্ঞান হয়ে পড়ায় তাকে আর, জি, করে ভর্তি করা হয় এবং ১২।১টার সময় পরিবারবর্গকে বলে দেওয়া হল যে আপনারা চলে যান, ছেলে ভাল আছে। তারা ১ ঘণ্টা পরে এসে দেখল যে ছেলেটি মারা গেছে এবং ইতিমধ্যে একটা পেনিসিলিন্ তাকে দেওয়া হয়েছে। আমি এন্‌কোয়ারী করতে বলি যে যে ছেলেটি মারা গেল তার কি ডিসিজ হয়েছিল? ডায়াগ্‌নসিস হয়েছিল কিনা? পেনিসিলিন্ ইনজেক্সানএর ইমিডিয়েট কাজ কিনা? সেই পেনিসিলিন কোথা থেকে আসে? যেটা আছে তার এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানে ভুল হয়েছিল? বিশেষ করে পার্লামেণ্টে এইরকম ঘটনা ঘটেছে একজন এম, পির, উপর। আমি সেজন্য আপনাদের অনুরোধ করছি যে আপানারা এই বিষয়ে এনকোয়ারী করুন। নেক্সট পয়েণ্ট হচ্ছে তার পোষ্টমর্টেম হলনা কেন? আমরা জানতে পারলাম না কি অসুখে সে মারা গেল। সুতরাং এটা আপনাদের এনকোয়ারী করা খুবই দরকার। এই সুত্রে আপনাকে বলতে চাই যে আমি ট্রেনে আসতে আসতে রিডার্স ডাইজেষ্ট পড়ছিলাম, তাতে দেখেছি আমেরিকা একটা ড্রাগ বের করেছে—ওয়াণ্ডারফুল ড্রাগ—পাগলের মহৌষধ এবং এটা আমাদের আয়ুর্বেদ থেকে নিয়েছে। সেজন্য আমরা অনুরোধ করব যে এ বিষয়ে আপনারা দৃষ্টি দিন। আয়ুর্বেদের ভেতরে যেসমস্ত অগাধ অমূল্য সম্পদ রয়েছে তাকে এইভাবে ইগ্‌নোর করা উচিত নয়। সেই রিডার ডাইজেষ্টে প্রকাশিত ঔষধটা ব্যবহার করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। আমি আর একটা কথা বলতে চাই যে হাসপাতালে

ায়ই দেখতে পাওয়া যায় ছেলে বদল হয়ে যায়, ছেলে চুরি হয়ে যায় এটা কি টপ্ করা য় না? অনেক মেয়ে হাসপাতালে আজকাল যেতে চায় না কেননা তারা বলে যে মাদের ছেলে চুরি হয়ে যায় কিংবা বদল হয়ে যায়। আমি আপনাকে এ সম্বন্ধে নকোয়ারী করতে অনুরোধ করছি। তাছাড়া, ম্যালেরিয়া কমেছে কিন্তু কলকাতায় ত মশা বেড়েছে যে এক জায়গায় বসে পড়াশুনা করা যায় না। এ সম্বন্ধে আমি আপনাদের নুরোধ করব যে আপনারা দেখুন এটা কেন হয়েছে। আমি একথা বলতে চাই যে কতক- লি আন লাইসেন্সড্ আনরেজিষ্টার্ড মেডিকেল প্রাক্টিশনার্স আছেন প্রায় ২ হাজার রা কিছু কিছু করে খায়, গভর্ণমেণ্টের কাছে আসে না তাদের ভরণপোষনের জন্য। ন্তু তাদের লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছেনা। ৪।৫ বছর আগে একবার তাদের মধ্যে বাছাই রে ক'জনকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে যারা সক্ষম, যাদের ক্যাপাসিটি াছে তাদের যদি আমরা লাইসেন্স দিই তাহলে আমাদের ক্ষতি কিছু নেই, লাভ হবেনা -এই বলে আমি শেষ করছি।

Shri Md. Zia-ul Huque :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রায় ৪ ঘণ্টা ধরে আমি সমস্ত বক্তৃতা শুনলাম সরকারপক্ষ এবং রোধীপক্ষের বন্ধুদের। আপনারা অনেকেই জানেন যে এই কয়েক বছরের মধ্যে মাদের পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অনেক উন্নতি হয়েছে। আমি নিজে অনেক জায়গা জিট করে দেখেছি যে প্রায় কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই জায়গা পাওয়া যায় না। এতেই াণিত হচ্ছে যে আমাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অনেক উন্নতি হয়েছে এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ার জনসাধারণের আস্থা বেড়েছে। কোলকাতার হাসপাতালগুলিতেও দেখেছেন যে খানে রোগীরা জায়গা পায় না, আগের চেয়ে লোকে অনেক হসপিটাল মাইণ্ডেড হয়ে চ্ছেন। আজকে প্রত্যেকেই প্রায় হাসপাতালে আসতে পারছেন এবং এটাও ঠিক যে নকেই হাসপাতালে জায়গা পাচ্ছেন না। আমাদের কাছে অনেক লোক এসে লন যে আমরা হাসপাতালে জায়গা পাচ্ছি না। আমাদের ভর্ত্তি করে দিতে হবে, মরা যতটা পারি তাঁদের সাহায্য করি। এমনকি অনেক জায়গায় এক্সট্রা বেড দিয়েও মরা দেশের লোকদের সাহায্য করছি। রোগীর সংখ্যা বেড়েছে তার কারণ জনসংখ্যাও ড়ছে। আমাদের হাসপাতালগুলিতেও অনেক বেড বাড়ানো হয়েছে এবং হচ্ছে। পনারা দেখেছেন বোধ হয় শেঠ সুখলাল কর্ণাণী হাসপাতালে এবং অন্যান্য হাসপাতালেও ন নূতন বাড়ী করা হচ্ছে। হেলথ সেণ্টার বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে তিনটে রেখে গিয়েছিল টা ৪ শোতে পরিণত হতে যাচ্ছে। আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উপর ও লোকের ভরসা নেক বেড়েছে। যে সমস্ত অভিযোগ এখানে উত্থাপন করা হয়েছে সে সম্বন্ধে মন্ত্রীমহাশয় ত্তর দেবেন। আমি কেবল এখানে একটা কথা বলতে চাই আমার এক বন্ধু বলেছেন ঔষধপত্র নাকি কোন ফার্নিচারওয়ালা দিয়ে থাকে। এটা মোটেই ঠিক নয়। মাদের ঔষধপত্র যা সিলেকশন হয় সেটা একটা কমিটির দ্বারা হয়। সে কমিটির ধ্য অনেক বিশেষজ্ঞরা থাকেন এবং ডাক্তাররাও থাকেন বিশেষ করে লাইফ সেভিং গ বা অন্যান্য ঔষধের বিষয়ে। সেখানে এক্সপার্টরা এবং বড় বড় বিচক্ষণ ডাক্তার রা আছেন তারা পরামর্শ দিলে তবেই টেণ্ডার সিলেকশন কমিটি তা নির্বাচন করেন ং সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করি। আমি সেই কমিটির চেয়ারম্যান। কাজেই

যদি কাঠওয়ালারা ঔষধ সাপ্লাই করেন তবে তারা তা করতে পারেন কারণ তাঁদের ড্রাগের লাইসেন্স আছে। তাদের অনেকগুলি বিভাগ আছে, যেমন বিড়লাকোম্পানী মোটর গাড়ীও তৈরী করেন, আবার জুট কার্পেট ও তৈরী করেন। এখন যদি বলেন যে তারা মোটর গাড়ী তৈরী করে আবার জুট কার্পেটও তৈরী করে এটা কি করে হয় তাহলে আর কি বলবো ? কাজেই এসব কথা ভালভাবে চিন্তা করে ও বুঝে বলা দরকার। এটা একটা বাঙ্গালী কনসার্ণ তাঁদের একটা বিভাগ আছে যারা কাঠ সাপ্লাই করেন, একটা বিভাগ আছে যারা ঔষধ সাপ্লাই করেন। এরকম অনেক জিনিষ তাঁরা সাপ্লাই করেন এবং গত ছ'বছর ধরে তাঁরা এইসব সাপ্লাই করছেন। আর ভাল ভাল ঔষধ যেটা বল্লেন সেটি ভাল ভাল স্থানীয় বাঙ্গালী ফার্মের কাছ থেকেই নেওয়া হয়, যেমন ক্যালকাটা কেমিক্যাল, বেঙ্গল কেমিক্যাল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল অর্গানাইজেশন, ব্রতচারী রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, দেজ মেডিকেল প্রভৃতির কাছ থেকে নেয়া হয়। কাজেই সব বিদেশী কোম্পানীর কাছ থেকে নেয়া হয় বলে যেটা বল্লেন সেটা সত্য নয়, তবে কিছুটা সত্য আছে, কয়েক ক্ষেত্রে। স্বাধীনতার পরে আমাদের দেশে অনেক ঔষধ তৈরী হচ্ছে, প্রায় ৯০ পার্সেণ্ট ঔষধই তৈরী হচ্ছে, আর বাকী ১০ পার্সেণ্ট বিদেশী কোম্পানীর কাছ থেকে আমরা নিতে বাধ্য হই, রোগীদের সেবার কাজ ত্বরাণ্বিত করবার জন্য। আমি আর বেশী বলতে চাই না, কারণ এর পরে আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রীমহাশয় বলবেন। কাজেই এখানেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[7—7-10 p.m.]

Mr. Speaker : Let Dr. Roy reply now. Before he begins I would request honourable members not to disturb him while he would be speaking.

Shri Bankim Mukherjee : What is the time allotted to him ?

Mr. Speaker : About 25 minutes ; but certainly you want that all the points be answered.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray : Mr. Speaker, Sir, I have been listening to the speeches with rapt attention for the last few hours. One of the honourable members wanted to prescribe for me only a few minutes but how can I do justice to all the comments, criticisms and venoms which have been levelled against me in such a short time. [Noise and interruptions] I have got enough patience. As I told you on an earlier occasion, doctors excel all others in their patience and perseverance.

I have received cut motions, viz., motions for reduction of grants the number being 300.

Sir, I have received the cut motions, viz. motions for reduction of grants, their number being 300. That shows the interest the honourable members are taking on this portfolio. Sir, in the motions which have been circulated in printed form previously I have seen that some of the questions have been answered during my answer to questions also and I shall have also the opportunity to answer them in a more elaborate way. If any of the honourable members would like to be elucidated about any of the confusion

or any information that might be required, I am always ready to be at his service. Sir, the only thing that I have to say is the policy, which is common and very important. So I would only like to say within this short space of time just a statement of the policy on this floor of the House. The intention of the Government is to improve the health of the people by expansion of facilities of medical relief, both prevention and curative by expansion of the scope for medical anciliary institutions and also education, research and training. So this is the purport of the policy.

Then I come to Government policy with regard to health. [Noise and interruptions] You might get yourself corroborated with the records if you so like. You promised not to disturb but you are the persons who are the first to disturb me. So I congratulate you on your sense of keeping your words. Sir, I do not like to be disturbed by the members. Last time they created a scene and that was scandalous in a House like this and that was ventilated in the paper. I appeal to you, Sir, that I do not like to be disturbed in such a way. [A Voice : Speak in Bengali.]. It is just a subject in which there are certain technicalities which are very difficult to be expressed in our own language. So, that is the reason why I have been speaking in English. Sir, actually an impression is going to be created by the honourable members. They, first of all, tried to bring to the notice of the House that there is a disruption between the different officers and Ministers also. Sir, it reminds me of a story. The story is this : A thief who used to earn his livelihood by thieving took to religion in his later life and tried to adopt religious practice. So he went out for begging and coming to the door of a household, he stopped there and he did not find any members there. Then he found that the rice and pulses were lying spread out separately. So what he did was this. Due to his criminal mentality he wanted to make a confusion. He mixed them-both rice and the *dal* together i, e., *dalay chalay ekk koray deelow.*

[7-10—7-20 p.m.]

Sir, some of the members are trying to produce chaos and confusion, and one of the members went so far as to say that I should just now vacate my seat. He ought to know that before displacing me let him see for himself, examine for himself whether he has got earth under his own feet. Sir, I have heard Dr. Majumdar. Unfortunately, he is away from us not for ever. Sir, the confusion has been created intentionally, and an artificial situation has been created saying that my Directors—Director and the Joint Director disagree with each other, that there is difference of opinion—one goes one way and another the other way; so the work of the Department is hampered. I can tell you Sir, that I have had no experience of both of them disagreeing in any respect. General Chakravarty, my Director and Secretary—he is both Director and Secretary—has got the widest experience wider than any of the medical man in the State of West Bengal. [A voice : Even more than the Chief Minister.] Yes; the Chief Minister also has not had that experience of abroad and that in the military life.

In the administration you must have discipline. We do not know what discipline is. We do not put any stress and importance on discipline. He is so accommodating that he looks upon Col. Chatterjee [A voice : As brother] yes, as brothere—xactly, not only as brother in the profession but as brother officer also. Every brother officer has got to have the same treatment from his superior brother officer. His treatment with Col. Chatterjee is cordial, congenial and friendly. Moreover, whatever is done is not done alone. Both of them take the full responsibility of the consequences. So there is hardly any scope for making all these insinuations. Sir, Dr. Majumdar has pointed out the question of overcrowding in hospitals. [Noise and interruptions]

Shri Siddhartha Sankar Ray : Mr. Speaker, Sir, as a lawyer wouldn't you love to have him in the witness box ? [Noise and interruptions]

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray : Sir, he is the person who has broken his oath. He does not abide by any rules or ethics of law. He took oath and he has broken it. He has left an instance for the history of Bengal—that is Siddhartha Sankar Ray. He has broken his oath and he is rejoicing on the credit he has attained thereby. [Noise and interruptions]

Sir, regarding overcrowding in the hospitals, we are of course trying to increase the number of beds. As regards the question of selection of specialists, we have had recently recruitment of a large number of specialists through the Public Service Commission—about 225—who will be distributed in different posts either in district hospitals, subdivisional hospitals or in the teaching institutions. He has also depicted certain plight of certain applicants and I think, if he enquires, he can be satisfied regarding those applicants and their conditions.

Shri Siddhartha Sankar Ray : What about the Central Stores ?

The Hon'b e Dr. Anath Bandhu Ray : If he had any sense of self-respect, he would have listened to me. The cudgel is with me and the cudgel will be used properly. [Noise and interruptions]

Mr. Speaker : Order, order, he is trying to meet the charges against the department.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray : Now, Sir, he has mentioned about the post-graduate education. It is known to all members of the medical profession—not lawyers' profession—that the postgraduate education and the arrangements that we have got in West Bengal compare favourably with any other country abroad and the standard that is maintained of the qualifications in this University is really a high water mark of university qualification which can be attained by any person and so in order to enquire into that a Commission has been appointed of which Dr. B. C. Roy is the Chairman. [A voice from the Opposition Benches : Where are you ?] Nowhere. [Noise and interruptions]

I am nowhere before your eyes and before your intelligence. [Noise and interruptions]

Sir, we are talking of Shishu Shiksha that

"যাহা বোকা হয় তারা আগে হাসে। আমি শিশুশিক্ষায় পড়েছিলাম—মানুষ যারা বোকা হয়, তারা আগেই হাসে। তাঁরা আমার এইসব কথাগুলি শুনে হাসতেন তো ভাল হত। সমাজে যাঁদের বুদ্ধি আছে তাঁরা বুঝে শুনে হাসেন।"

[7-20—7-30 P.m.]

Sir, another thing which is very funny and amusing too and that is what Dr. Jnanendra Nath Majumdar has said. He has said that 19 percent is spent over the administration. If you look at the figures, Sir, you will find that the expenditure is only 3. 8 percent on that account. And I would think that Dr. Majumdar is having signs oJ sclerosis around his head. I am afraid, he might develop intracranial sclerosis of his organs.

(**Shri Siddhartha Shankar Ray :** I will ask him to consult you.)

Sir, now comes the turn of Shri Siddhartha Shankar Ray. He is oft-repeated and a reputed man. Of all things, first of all, he has mentioned that the Directorate is full of superannuated men. Sir, as a medical man I have always suspected that he has got undue allergy or intolerance of the old men . Whenever he finds an old man sitting he has no respect for him. He points his fingers at him. He has got a puerile habit which he is exhibiting for the time being--if it is unparliamentary, Sir, I beg your pardon—I do not like to have quarrel with anybody. But Shri Ray forgets that in the Derectorate today we have got the most experienced people. They are rare samples. I have had opportunities of seeing how they work, I have had experience of their work and I have also the records with me to show that the work they are doing cannot really be done by youngsters. So, I think that in all fitness of things it is quite proper to give them just a few years extension or re-employment, to people who are so experienced and who proved to be so useful for the Department.

That is why I say, 'puerile' Now, I know it is not unparliamentary. So, I am happy. Sir, a man's efficiency and usefulness increases with his age.

Then, Sir, Shri Siddhartha Shankar Ray referred to the Committee of the R. G. Kar Medical College Hospital. Sir, this Committee was formed by a Government order which was issued on the recommendation of the Legal Department. Now, the matter is under the consideration of the Law Department which is drafting rules under which this Committee will function. [Noise and interruptions]

Then, Sir, about the R. G. Kar Medical College, many grievances have been levelled. Sir, if you go to that institution, which I have done on many occasions in connection with ceremonial function and also in connections with sports and other things, you will find that that Medical College is not the Medical College which existed on the 12th May, 1958. It saphearance is completely changed. (Noise and interruptions)

My friend Dr. Hirendra Kumar Chatterji has made certain spectacular revelaations and glven some startling news to others so that he might get a position in his circle. He has spoken about the non-improvement of the institution.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadyay: I never said that improvements have not been made. I only said about the lot of the teachers and nothing else.

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray: Might be, but there were others also who have come forward with various allegations like that.

Sir, various improvements have been made in that institution, but various other improvements have also to be made.

Sir, it has been said by Dr. Mazumdar probably that provision in the budget for this department is not up to the mark. Sir, the Chief Minister promised that only 14 lakhs would be provided, bud, Sir, we have provided Rs. 24 and and Rs. 2 lakhs more is also going to be Provided because of the increment to you again of the staff which might be necessary. So, I willl have to come for that purpose.

Sir, I have not much time left. I find signs of impatience with the honourable members. But I cannot resist the temptation of referring to one matter. Sir, my friend Shri Nepal Roy has come forward with various allegations. Sir, I would like to say one word only that the sense of propriety, decency and decorum should have refrained my friend from coming and exposing himself with various untruths or perversions of truth. So, it is a pity that I have to answer my friend.

[7-30—7-41 p.m.]

There are many things but time will not allow me to deal with them in detail. I find it would satisfy my friends if I finish now. However, before I finish I would say one word (noise and interruption.)

Since independence we started with 3 health centres in the mofussil. We had no arrangement for Post-Graduate educatien. We had 12 beds in the rural areas—12 beds in 1948. Since independence there has been appreciable improvement in the field of health services and Rs-a-vis in the condition of health of the people of West Bengal.

With these words, I commend my motion for the acceptance of the House and I oppose all the out motions.

Mr. Speaker: In Grant No. 21 there are 151 cut motions. Division is wanted on cut motions Nos.- 9, 15, 46 and 80. I put all the cut motions except Nos. 9, 15, 46, and 80.

The motion of **Shri Ajit Kumar Ganguly** that the demand of Rs. 6, 60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100. was then put and lost.

The motion of **Shri Subodh Banerjee** that the demand of Rs. 6,60,62,000 or expenditureunder Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100. was then put and lost.

The motion of Shri Mangru Bhagat that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jagat Bose that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Elias Razi that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 6, 60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head, '38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100. was then put and lost.

The motion of Shri Sitaram Gupta that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Jnanendra Nath Majumdar that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38- Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jyoti Basu that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Syed Badrudduja that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gopal Basu that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Natendra Nath Das that the demand of .Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 10C, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bara that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No, 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100. was then put and lost.

The motion of Shri Benarashi Prosad Jha that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No, 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Samar Mukhopadhya that the demand of Rs. 6, 60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Shri Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 6, 60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The Motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21. Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Amarendra Nath Basu that the demand of Rs. 6, 60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 6,60,62, 000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Manoranjan Hazra that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 6,60, 62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The Motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 6,60, 62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion Shri Rabindra Nath Roy that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Mallik Chowdhury that the demand of Rs. 6, 60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jamadar Majhi that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Amarendra Mondal that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost,

The motion of Shri Ledu Majhi that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Tarapada Dey that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No.21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Taher Hossain that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Shaikh Abdulla Forooqui that the demand of Rs. 6, 60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bankim Mukherjee that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Narayan Chobey that the demand of Rs, 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :

NOES—126

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhyay, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada

Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Umesh Chandra
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri, Santi Gopal
Sinha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Singha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—68

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Heamnta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar

Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattorai, Shri, Radhanath
Chobev. Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri A t Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Shri
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mitra, Shri Satkari
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri. Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy; Shri Saroj
Roy, Shri Siddhartha Shankar
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 68 and the Noes, 126, the motion was lost.

The motion of Shri Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 6.60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be Reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :

NOES—126

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu

Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Kanai Lal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharni
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Gayen, ShirBrindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri. Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon,ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Umesh Chandra
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Muzaffar, Hussain Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal. Shri Ras Behari

Panja, Shri Bhabaniranjan
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—64

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Shri
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mitra, Shri Satkari
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid

Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Siddhartha Shankar
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 64 and the Noes 126, the motion was lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharjee that the demand of Rs. 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :

NOES—126

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarpada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shir Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda

Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Umesh Chandra
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherji, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Nasar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—67

Abdulla Farooouie, Shri Shaikh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal

Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Shri
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mitra, Shri Satkari
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Roy, Shri Siddharta Shankar
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 67 and the Noes 126, the motion was lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs 6,60,62,000 for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38-Medical" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :

NOES—126

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Babiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Kagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya

Banerjee, Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Syamapada
Bhattacharyya, Shri Shyamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Umesh Chandra
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kuma
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopa
Mukhopadhyay, The Hon'ble Pura
Murmu, Shri Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar

Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—65

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Shri
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mitra, Shri Satkari
Modak, Shri Bijoy Krishna

Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Siddhartha Shankar
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes deing 65 and the Noes 126, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray that a sum of Rs. 6,60,62,000 be granted for expenditure under Grant No. 21, Major Head "38—Meical" was then put and agreed to.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguly that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 3,76,12,000 expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Mangru Bhagat that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Radhanath that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Pabitra Mohan Ray that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Naryan Mazumar that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Panchugopal Bhaduri that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobinba Charan Maji that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Mead "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of .Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Haran Chandra Mondal that the demand of Rs. 3,76,12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Haldar that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Haldar that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jnanendra Nath Majumdar that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. was than put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22 Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jyoti Basu that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Syed Badrudduja that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dasarath Tah that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gopal Basu that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Natendr Nath Das that the demand of Rs.3,76,12, 000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Narayan Chobey that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100. was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Benarashi Prosad Jha that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be redueed by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Samar Mukhopadhyay that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandarl that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jagat Bose that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanai Lal Bhattacharya that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jamadar Majhi that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shrimati Manikuntala Sen that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Chaitan Majhi that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Ray that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Mullick Chowdhury that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Amarendra Mondal that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Tarapada Dey that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Taher Hussain that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri S. A. Farooquie that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Deo Prakash Rai that the demand of Rs 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 3,76,12,000 for expenditure under Grant No. 22, Major Head "39—Public Health" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :

NOES—121

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna

Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Umesh Chandra
Misra, Shri Monoranjan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri. Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Platel, Shri R.E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda

Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri, Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri, Nakul Chandra
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—66

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Beru, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Rari, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Shri
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shir Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mitra, Shri Satkari
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Roy, Dr. Pabitra Mohan

Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Roy, Shri Siddhartha Shankar
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 66 and the Noes 121, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy that a sum of Rs. 3.76,12,000 be granted for expendituae under Grant No. 22, Major Head "39-Public Health" was then put and agreed to.

Adjournment.

The House was then adjourned at 7-41 p. m. till 9 a. m on Saturday, the 12 th March, 1960, at the Assembly House, Calcutta.

Vol. XXV—No. 2

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-fifth Session

(February-April, 1960)

(From 7th March to 25th March, 1960)

Part 6

(12th March, 1960)

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

Price—Indian, Rs. 1·60 nP. ; English, 2s.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Saturday the 12th March, 1960, at 9 a.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble BANKIM CHANDRA KAR) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 201 Members.

DEMAND FOR GRANT NO. 11

Major Heads : XVII—Irrrigation, etc.

[9—9-10 a.m.]

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 6,96,14,000 be granted for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account".

DEMAND FOR GRANT NO. 45

Major Head : 80A—Capital outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project.

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji : Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 5,75,55,000 be granted for expenditure under Grant No. 45, Major Head "80A—Capital outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project".

স্যার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বছর ১৯৬০-৬১ সালের পশ্চিমবঙ্গের সেচ বিভাগের ব্যয় বরাদ্দের আলোচনা করছি। এই পাঁচ বছরে ডি, ভি, সি বাদে ইরিগেশন হেডে বরাদ্দ ছিল ৮ কোটি ৯২ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা, কিন্তু ১৯৬০-৬১ সালের বরাদ্দ সহ মোট খরচ হবে ১২ কোটি ৯৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। অর্থাৎ ৪ কোটি ৯৯ হাজার টাকা বেশী খরচ হবে। এই রাজ্যের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মোট নির্দিষ্ট টাকা থেকে এই বাড়তি টাকা পাওয়া যাবে। এ ছাড়া এই পাঁচ বছরে মাইনর ইরিগেশন স্কীম বাবদ ৭৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ মধ্যে খরচ হবে ৬৪ লক্ষ টাকা এবং ফ্লাড কনট্রোল স্কীমে ২৭০ লক্ষ টাকা রিমডেলিং অফ ক্যালকাটা

কর্পোরেশনস আউট ফল চ্যানেল এ ৫১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা, রিসার্চ অন বেসিক প্রোবলেম রিলেটিং টু রিভার ভ্যালি প্রোজেক্টস এ্যাণ্ড ফ্লাড কনট্রোল ওয়ার্কসে ১০ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা এবং সয়েল কনসারভেশন স্কীমে ১২ লক্ষ টাকা এই বিভাগের মারফত এই পাঁচ বছরে খরচ হওয়ার কথা।

আলোচ্য বর্ষে ১০ নং গ্রাণ্টে ২০,৯৯,০০০টাকা ও ১১ নং গ্রাণ্টে ৭,৮২,৭৫,০০০ টাকা। মোট ৮,০৩,৭৪,০০০ টাকা ধরা হয়েছে। এ ছাড়া ৪৫ নং গ্রাণ্টে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের জন্য ৫,৭৫,৫৫,০০ টাকা ধরা আছে। তাহলে এই রাজ্যের সেচ সংক্রান্ত ব্যাপারে ডি, ভি, সি. বরাদ্দ ধরে খরচ হবে ১৩,৭৯,২৯,০০০ টাকা। ৪০ নং গ্রাণ্টে সল্টলেক রিক্লামেশন স্কীমের জন্য ৩৪ লক্ষ টাকা, ডিসপজাল অফ সুয়েজ এ্যাণ্ড প্রোডাকশন অফ সুয়েজ গ্যাস স্কীমের জন্য এক লক্ষ টাকা, টালিগঞ্জ পঞ্চান্নগ্রাম জল নিকাশ পরিকল্পনার জন্য ৪ লক্ষ টাকা, কলিকাতা কর্পোরেশনের বনতলা হইতে কুলটী নিকাশী কাজের সংস্কারের জন্য ১০ লক্ষ টাকা এবং কলিকাতার সার্কুলার ক্যানেল ভরাট করবার জন্য দশ লক্ষ টাকা, মোট ৫৯ লক্ষ টাকা ধরা আছে। এইসব কাজও সেচ বিভাগের দ্বারাই রূপায়িত হচ্ছে ও হবে ৪২ নং গ্রাণ্টে কমিউনিটি ডেভলপমেণ্ট প্রোজেকটের হিসাবে সেচের জন্য যে ২৫, ৮৮, ৫০০ টাকা ধরা আছে তার মধ্যে আনুমানিক ২০ লক্ষ টাকা সেচ বিভাগের মারফতে খরচ হবে।

আলোচ্যবর্ষের ব্যয় বরাদ্দে উন্নয়ন মূলক কাজের যে গ্রাণ্টগুলি আছে সেগুলি ভাল করে দেখলে বোঝা যাবে যে ১০, ১১, ও ৪৫ নং গ্রাণ্টে শুধু সেচ সম্পর্কে বরাদ্দের পরিমান অপর যে কোন গ্রাণ্টের টাকার চেয়ে বেশী। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আলোচ্যবর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বছরই শুধু সেচ সংক্রান্ত খরচ অপর যে কোন প্রকার উন্নয়ন মূলক খরচের চেয়ে বেশী হয়ে আসছে, কেবল গত ১৯৫৮-৫৯ সালে এ' এক বছর মাত্র শিক্ষার বরাদ্দ সেচের বরাদ্দকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, এবছরে কাছাকাছি হলেও কিছু কম আছে। সেচ হল কৃষির সহায়ক। কৃষির ও সেচের বরাদ্দ ধরলে দেখা যাবে যে এই রাজ্যে অপর সকল ব্যাপারের চেয়ে এমন কি শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের চেয়ে প্রতি বছর অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়ে আসা হচ্ছে খাদ্যোৎপাদনকে।

যে পরিকল্পনায় ৫ কোটি টাকার বেশী খরচ হয় তাকে বলে বৃহৎ বা মেজর স্কীম, যাতে ৫ কোটি টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা খরচ হয় তাকে বলে মাঝারি বা মিডিয়াম স্কীম, ১০ লক্ষ টাকার কম এবং ১০ হাজার টাকার বেশী যাতে খরচ হয় তাকে বলে ছোট বা মাইনর স্কীম। ১০ হাজার টাকা এবং তার কম যাতে খরচ হয় তাকে বলে ক্ষুদ্র বা স্মল স্কীম। এই ক্ষুদ্র কাজগুলি কৃষি বিভাগ করে অপর গুলি সেচ বিভাগ করে। ট্যাঙ্ক ইরিগেশন, লিফট ইরিগেশন এবং ডিপ টিউব ওয়েল ইরিগেশনও কৃষি বিভাগই করে থাকে। এ ছাড়া অনেক ছোট ছোট বেসরকারী সেচ ব্যবস্থা আছে যার দ্বারা কএক লক্ষ জমিতে সেচের জল পায়। উন্নয়ন ও সাহায্য বিভাগ দুটিও কিছু কিছু ছোট ও ক্ষুদ্র সেচ ও নিকাশের কাজ করে থাকে।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ১৯৬০-৬১ সাল পর্য্যন্ত পশ্চিম বঙ্গে ২টি বৃহৎ সেচে (ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী) মোট ২২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, ২ টি মাঝারি সেচে ৩৫,৩৫,০০০ টাকা এবং ৪৫ টি ছোট সেচে ৩৬, ৯৮,০০০ টাকা খরচ হয়েছে ও হবে যার ফলে খরিফ চাষে উপকৃত জমির পরিমান ১৯৬০-৬১ সালে দাঁড়াবে ৫,৫৭,০০০ একর। এ ছাড়া ১৯৬০-৬১ পর্য্যন্ত সব রকমের ১৬২ টি জলনিকাশী কাজে ৪ কোটি ৪৮ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে ও হবে যাতে এ' সালে এই বাবদ উপকৃত খরিফ এলাকা দাঁড়াবে ৭, ৮৪, ৭৭৭

একর। এই সব কাজে ১৯৬০-৬১ সালে রবিচাষে উপকৃত এলাকা দাঁড়াতে পারে ১, ৩৭, ০০০ একরে।

এই রাজ্যে বৃহৎ পরিকল্পনার মধ্যে বৃহত্তম হল—দামোদর ভ্যালি পরিকল্পনা। এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রনের খরচ বাদে শুধু সেচের জন্য ১৯৬০-৬১ পর্য্যন্ত খরচ হবে ৪১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা,, যার ফলে এ' সালে খরিফ চাষে সেচের এলাকা পুরান দামোদর ও ইডেন ক্যানেলের এলাকা বাদে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার সেচ প্রাপ্ত দাঁড়াবে বলে আশা করা যায়। দ্বিতীয় বৃহৎ পরিকল্পনা হল কংসাবতী জলাধার এর কাজ চলছে। শেষ হতে এখনও কয়েক বছর দেরী আছে। আশানুরূপ টাকা পেলে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাঝামাঝি এর কাজ সম্পূর্ণ হবে। তার পুর্বেই কিছু কিছু এলাকায় সেচ দেওয়া যাবে, শেষ পর্য্যন্ত বাঁকুড়া জেলায় ৩,৫৮,৪৮১ একরে, মেদিনীপুর জেলায় ৪,০৮,৯২৯ একরে এবং হুগলী জেলায় ৩২,৫৯০ একারে মোট ৮ লক্ষ একর জমিতে খরিফ চাষের জল দেওয়া যাবে এবং মোট ১ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমিতে রবিচাষে জল দেওয়া যাবে বলে আশাকরা যায়। কংসাবতী পরিকল্পনায় শেষ পর্য্যন্ত ২৫,২৫,৮৯,৭২৪ টাকা খরচ হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। আজ পর্য্যন্ত কংসাবতী পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় প্ল্যানিং কমিশনের মঞ্জুরী পায়নি, যদি ও পাবার আশায় এই কাজে ১৯৬০-৬১ সাল পর্য্যন্ত পৌনে পাঁচ কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। তৃতীয় পরিকল্পনা হল ময়ুরাক্ষী জলাধার। এর কাজ এক রকম শেষ হয়ে গেছে। এতে ১৯৬০-৬১ সাল পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন বাদে ১৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ হবে এবং আগামী বছরে ৪, ৭৫, ০০০ একর জমিতে খরিফ চাষে সেচের জল দেওয়া যাবে আশা করা যায়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরও প্রায় ১ কোটি টাকা খরচ করলে আরও প্রায় ৫০, ০০০ একর নূতন এলাকায় সেচ দেওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। ডি, ভি, সি ও ময়ুরাক্ষীর সেচ এলাকায় নানা কারণে আশানুরূপ রবিচাষ হচ্ছে না। যাতে হয় তার জন্য চেষ্টা চলছে। এই হিসাব গুলিতে শুধু সেচ বিভাগের কাজে খরর দেওয়া হয়েছে, কৃষি বিভাগ সেচ ও জল নিকাশের যে ব্যবস্থা করছে তার হিসাব এর মধ্যে নেই।

কৃষি ও সেচ বিভাগের সরকারী প্রচেষ্টায় এবং বে-সরকারী চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গে আবাদী জমির শতকরা কত হারে সেচ দেওয়া হয়েছে ও হবে তার হিসাব ধরলে বলা যায় স্বাধীনতা লাভের বছর ১৯৪৭-৪৮ সালে এ' হার ছিল ১৮'১২। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ১৯৫৫-৫৬ সালে দাঁড়িয়েছিল ২২'৩৮, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর শেষে সেচের যোগ্য এলাকা দাঁড়াতে পারে ৩০'২৬ এ। বে-সরকারী সেচ ব্যবস্থা, সরকারী কৃষি বিভাগের ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা, এমন কি সেচ বিভাগের ছোট সেচ ব্যবস্থা প্রায় ষোলআনা নির্ভর করে আকাশের বৃষ্টির উপর।

[9-10—9-20 a.m.]

যথাসময়ে যথেষ্ট পরিমান বৃষ্টি না হলে বা অনাবৃষ্টি হলে এইরূপ সেচ ব্যবস্থাগুলি কাজে লাগে না। এই জন্য এমনও দেখা যায় যে, কোন বছর সকল প্রকারের মোট সেচ এলাকা পুর্বের বছরের এলাকার চেয়ে কমে গেছে। তবে ডি, ভি, সির ও সেচ বিভাগের কাজের ফলে এই রাজ্যের সেচ এলাকা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। কোন বছরই পুর্বের বছরের চেয়ে কম হয় না। নীচে একটি একরে হিসাব দেওয়া হল।

আনা মাসিক

	১৯৪৭-৪৮	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১
ডি, ভি, সি, নূতন এলাকা			১১,২৭১	৭৬,০৯০	২,১৬,৭৬৩	৩,০১,১৬৬	৪,৫০,০০০
ময়ূরাক্ষী	২,০৯,৯৩৪	২,৪৫,২৬৮	৩,৪২,১১৩	৩,৬২,৭৪৩	৪,৩৮,২১৪	৪,৭৫,০০	১০,০০০
কংসাবতী							
অন্যান্য স্কীম	৩,৫৪,৩৯৭	৪,০৯,১৮৫	৪,২১,৫৬৩	৪,২৪,১২৩	৪,২৪,১১৩	৪,২৪,১২৩	৪,২৬,৪২৩
মোট	৩,৫৪,৩৯৭	৬,১৯,১১৯	৬,৭৮,১০২	৮,৪২,৩২৬	১০,০৩,৬২৯	১১,৬৩,৫০৩	১৩,৬১,৪২৩

এই হিসাব মত আবাদী জমির মোট সেচের শতকরা হার দাঁড়ায় ১৯৪৭-৪৮ সালে ৩'১২, ১৯৫৫-৫৬ সালে ৫'০২ এবং ১৯৬০-৬১ আনুমানিক ১১'৩৪

১০। এই সব এলাকায় প্রতি একরে খরিফ চাষে বাৎসরিক জলকর নিম্ন হিসাবে ধার্য্য করা হয়েছে এবং হবে :—

	১৯৫৪-৫৫	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০
ডি, ভি, সি এলাকায়		৭.৭৫ টাকা	৯ টাকা	বিনাকর	৭.৫০ টাকা	৯ টাকা
ময়ূরাক্ষী এলাকায়	৬.৫০ টাকা	৭.৭৫ টাকা	৯ টাকা	১০ টাকা	১০ টাকা	১০ টাকা

সেচ বিভাগের অন্যান্য সেচ এলাকায় প্রতি একরে খরিফ চাষে বাৎসরিক ২ টাকা থেকে ৬॥ টাকা পর্য্যন্ত জলকর ধার্য্য আছে। রবিচাষের জলকর ২॥ টাকা থেকে ৬॥ টাকা একর প্রতি কোন কোন ছোট সেচের জন্য কোন করই আদায় করা হয় না। এই সব এলাকায় রবিচাষের জন্য কোন কর ধার্য্য নেই এবং সাধারণতঃ এই সব এলাকায় রবিচাষের জল দেওয়া যায় না। বৃহত্তম দুটি পরিকল্পনায় রবিচাষের জলকর প্রতি একরে নিম্নরূপ ধার্য্য আছে এবং হতে পারে :—

	১৯৫৪-৫৫,	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯
ডি, ভি, সি এলাকায় :—	এখনও জলকর ধার্য্য হয় নাই। ১৪ টাকা একর প্রতি ধার্য্য করার জন্য ডি, ভি, সি বলিতেছেন।				
ময়ূরাক্ষী এলাকায়	১৫ টাকা	×	×	৭.৫০ টাকা	৭.৫০ টাকা

১১। পশ্চিমবঙ্গে জলকরের হার অত্যধিক বলে আপত্তি তোলা হয়, এমন কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোথাও কোথাও এই করের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে প্রতি মণ ধানের দাম ছিল ১.৫০ থেকে ২.৫০ টাকা। সাম্প্রতিক কএক বছর এ' দাম হয়েছে ১২.০০ থেকে ১৮.০০ টাকা। এই হিসাবেজলকরকে অত্যধিক বলা চলে না। ভারতের অন্যান্য কএকটি রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের অনুরূপ পরিমান জলকর ধার্য্য আছে এবং ক্যাপিট্যাল লেভির আইনও আছে, পশ্চিমবঙ্গে অনুরূপ আইন এখনও হয় নি।

১২। ময়ূরাক্ষী এলাকায় প্রথমে বেঙ্গল ইরিগেশন এ্যাক্ট প্রযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু সেচ এলাকার আশানুরূপ বৃদ্ধি না হওয়ায় ক্রমশঃ বৃহত্তর এলাকায় বেঙ্গল ডেভলপমেণ্ট এ্যাক্ট

প্রয়োগ করা হয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত এলাকাকে এই ডেভলপমেণ্ট এ্যাক্টর আওতায় আনা হবে। এই ডেভলপমেণ্ট এ্যাক্ট অনুসারে জলকর ধার্য্য করতে গেলে কএক বছর ফসলের ফলন ও মূল্য দেখতে হয়। এই জন্য কর ধার্য্য না হওয়ায় কএক বছর আদায়ও হয় নি। অবশেষে ১৯৫৮ সালে ডেভলপমেণ্ট এ্যাক্ট সংশোধিত করা হয়। ফলে চুড়ান্তভাবে জলকর ধার্য্য হওয়ার আগে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবে প্রতি একরে প্রতি বছর অনধিক ১০ টাকা হারে জলকর আদায়ের ব্যবস্থা হয়েছে। জলকর আদায়ের ভার সেচ বিভাগের হাত থেকে ভূমি রাজস্ব বিভাগের হাতে যাওয়ায়, এ' কাজের জন্য এ' বিভাগকে দ্রুত সম্প্রসারিত করার প্রয়োজন হওয়ায় এবং আরও কএকটি কারণে ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৮ সালের জলকর আদায়ের ব্যবস্থা করতে দেরী হয়েছে। এ' কর অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবে ১৯৫৪ সাল থেকে পুর্বোক্ত হারে ধার্য্য করা হয়েছে। এই জলকর আদায়ের যে ব্যবস্থা হযেছে তাতে দুবছারর বকেয়া অথবা এক বছরের হাল ও এক বছরের বকেয়া কর আদায় করা হবে। এই ভাবে যতদিন না সমস্ত বকেয়া বছরের আদায় শেষ হয় ততদিন দুই বছরের জলকর এক সংগে প্রতি বৎসরে আদায় হবে। বকেয়া আদায় শোধ হলে তখন শুধু হাল সনের আদায় চলতে থাকবে। ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনার যে অঞ্চল বেঙ্গল ইরিগেশন এ্যাক্ট প্রযুক্ত আছে সেখানে এই হিসাবে ৬.৫০ থেকে ক্রমশঃ বাড়িয়ে ১০.০০ টাকা জলকর ধার্য্য আছে ও বছর বছর আদায় হচ্ছে। যেমন দাবীর পর অনাদায়ী করের উপর বছরে শতকরা ৬.২৫ টাকা হিসাবে সুদ আদায়ের ব্যবস্থা আছে তেমনই যথা সময়ে আদায় দিলে ময়ূরাক্ষীতে শতকরা ৩ টাকা ১২ নয়া পয়সা ডি, ভি, সিতে শতকরা ৫ টাকা ছাড় বা রিবেট দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। যে বছর কোন সালের জন্য জলকর প্রথম দাবী করা হবে সে বছর পর্য্যন্ত এ' বকেয়া টাকার কোন সুদ লাগবে না। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, ফসলের রোগ প্রভৃতি কোন কারণে সেচ এলাকায় পুর্ণ বা, আংশিক ফসল হানি হলে মকুবের বা আনুপাতিক জলকর হ্রাসের ব্যবস্থা ও আছে। সম্প্রতি সরকার নির্দেশ দিয়েছেন যে সেচ এলাকা যে সব অঞ্চলে ১৯৫৯ সালের বন্যার জন্য খরিফ চাষ নষ্ট হয়ে গেছে সেখানে এ' সালের জলকর তো রেহাই দেওয়া হবেই এমন কি বকেয়া সনের করের জন্য ও বিশেষ চাপ দেওয়া হবে না, শুধু তামাদি রক্ষার জন্য সার্টিফিকেট জারি করা হবে। কিন্তু এ বছর এ' সার্টিফিকেটের বলে কোন মাল ক্রোক করা হবে না। কোন অঞ্চলে এই শেষোক্ত ব্যবস্থা হবে তা স্থির করার ভারও আছে জেলার কালেকটরের উপর। ডি, ভি, সি এলাকায় কেন্দ্রীয় ডি, ভি, সি এ্যাক্ট অনুযায়ী জলকর আদায়ের খুবই অসুবিধা ছিল তাই ১৯৫৮ সালে পশ্চিম-বঙ্গের আইন সভায় ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইরিগেশন (ইমপোজিসন অফ ওয়াটার রেট ফর ডি, ভি,সি ওয়াটার) এ্যাক্ট, ১৯৫৯ নামে আইন পাশ করা হয়েছে এবং পুর্বোক্ত হিসাব মত ১৯৫৮ সাল থেকে জলকর ধার্য্য করা হচ্ছে। ডি, ভি, সি এলাকাতে জমির মালিকরা লিফট ইরিগেশন করে নিলে এ' জমির জলকরের হার অর্দ্ধেক কমিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

১৯৫২ ও ১৯৫৪ সালে উত্তর বঙ্গে ভীষণ বন্যা হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ভূমিক্ষয় নিবারণ ও নদীর ভাঙ্গন নিরোধের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করে আসছেন। চলতি বছর, অর্থাৎ ১৯৫৯-৬০ সাল পর্য্যন্ত এই রাজ্যে এইরূপ ৬৫টি কাজে ৩ কোটি ৪৬ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা খরচ করা হচ্ছে, তাতে অনেক সহর ও গ্রাম অঞ্চল উপকৃত হয়েছে ও হবে। আগামী ১৯৬০-৬১ সালে এইরূপ কাজে আরও ৮০ লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে। এই রাজ্যের জন্য ডি, ভি, সি প্রথম থেকে ১৯৬০-৬১ সাল পর্য্যন্ত ১২,৩০,৯০,৮১০ টাকা বন্যার খাতে খরচ

করবেন। যদিও উত্তরবঙ্গে প্রতি বছরই বন্যা হয়ে থাকে, সৌভাগ্যক্রমে গত ৫ বৎসর বন্যার ব্যাপকতা ও প্রখরতা পুর্ব্বাপেক্ষা কম হচ্ছে। উত্তরবঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ চলে আসছে এবং ১৯৫৯-৬০ সাল পর্য্যন্ত ৩ কোটি ১৭ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে ছোট ছোট স্থানীয় এলাকায় প্রায়ই বন্যা হয়ে থাকে।

১৯৫৬ সালে দক্ষিণবঙ্গে ব্যাপক এলাকায় যে ভীষণ বন্যা হয়েছিল তার পুর্ব্বে ৫০ বছরেও এরূপ বন্যা হয়নি। এ' বন্যার কারণ নির্ণয় ও প্রতিকারের ব্যবস্থা সুপারিশ করার জন্য এই রাজ্য সরকার একটি অনুসন্ধান কমিটি বসিয়েছিলেন। এ' কমিটির সুপারিশ মত কিছু কিছু স্বল্প মেয়াদী কাজ করা হচ্ছিল এবং দীর্ঘ মেয়াদী কাজের জন্য তথ্যানুসন্ধান চলছিল। ইতিমধ্যে গত বছর, ১৯৫৯ সালে দক্ষিণবঙ্গে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে পর পর দুটি কোথাও বা তিনটি বন্যা হয়ে গেছে। এই এলাকায় গত ১০০ বছরের মধ্যে উপর ও নিম্ন অঞ্চলে এমন প্রবল বারিপাত এবং এত ব্যাপক এলাকায় এরূপ বিধ্বংসী বন্যা হয় নি। তারও আগে কখনও হয়েছিল কিনা তার কোন ইতিহাস নেই। গত বছরের বন্যার প্লাবিত অঞ্চলের পরিমাপ, মৃত্যু ও ক্ষতির হিসাব এবং সরকারী সাহায্যের প্রকার ও পরিমাণ ইতঃপুর্বে আইন সভায় বন্যা সম্বন্ধে আলোচনাকালে জানান হয়েছে। নানা প্রকারের সাহায্য দান এখনও চলছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আবার একটি বন্যা তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করেছেন। এই কমিটি বন্যার কারণ নিরুপণ এবং প্রতিকার সম্বন্ধে সাধারণভাবে সুপারিশ করা ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বন্যা নিরোধের এক একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা তৈরী করবেন এবং এ'গুলিকে অগ্রাধিকারক্রমে সাজিয়ে দিবেন। সরকারও তাঁদের এ' সুপারিশকে পর পর রূপ দেবার চেষ্টা করবেন। অবশ্য এই ব্যাপারে কি পরিমাণ টাকা পাওয়া যাবে তার উপর কাজগুলির রূপায়ন নির্ভর করবে। এই কমিটির চেয়ারম্যান হলেন কেন্দ্রীয় সরকারের একজন প্রবীণ, সুদক্ষ, অভিজ্ঞ ও অবসরপ্রাপ্ত সেচ সম্পর্কিত চীফ ইঞ্জিনীয়ার। প্রথমে এই কমিটির সম্পাদক যাকে করা হয় তিনি ছিলেন পুর্বে পশ্চিমবঙ্গের সেচ বিভাগের চীফ ইঞ্জিনীয়ার এবং পরে বন্যা উপ-বিভাগের চীফ ইঞ্জিনীয়ার। কমিটির কাজের চাপ খুব বেড়ে যাওয়ায় এবং একই ব্যক্তির পক্ষে এই রাজ্যের বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ এবং এ' তদন্ত কমিটির সম্পাদকের কাজ চালান সম্ভব না হওয়ায় বন্যা উপ-বিভাগের চীফ ইঞ্জিনীয়ারকে এই কমিটির শুধু সদস্য রাখা হয়েছে এবং সেচ বিভাগের অপর একজন প্রবীণ ও অবসরপ্রাপ্ত সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ারকে চীফ ইঞ্জিনীয়ারের মর্য্যাদা দিয়ে এই কমিটির সর্বক্ষণের সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছে। আপাততঃ ৪ মাস এই ব্যবস্থা চলবে; এই কমিটির অন্যান্য সদস্য যথা:

১। সেণ্ট্রাল ওয়াটার এণ্ড পাওয়ার কমিশনের চীফ ইঞ্জিনীয়ার, ফ্লাড
২। ইষ্টার্ণ রেলের চীফ ইঞ্জিনীয়ার
৩। সাউথ ইষ্টার্ণ রেলের চীফ ইঞ্জিনীয়ার
৪। ভারত সরকারের মিটিরিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের কলিকাতার রিজিওন্যাল ডিরেক্টর
৫। বিহার সরকারের সেচ বিভাগের উত্তর বিহারের চীফ ইঞ্জিনীয়ার
৬। দক্ষিণ বিহারের চীফ ইঞ্জিনীয়ার
৭। বিহারের কোশী পরিকল্পনার চীফ ইঞ্জিনীয়ার
৮। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের সিভিল চীফ ইঞ্জিনীয়ার
৯। কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনীয়ার

১০। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন বিভাগের রাস্তা তৈরীর চীফ ইঞ্জিনীয়ার

১১। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ত বিভাগের চীফ ইঞ্জিনীয়ার

১২। পশ্চিমবঙ্গের বন বিভাগের কনজারভেটার জেনারেল

১৩। পশ্চিমবঙ্গের সেচ বিভাগের চীফ ইঞ্জিনীয়ার

১৪। পশ্চিমবঙ্গের সেচ বিভাগের রিভার রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের ডিরেক্টর এবং

১৫। এই বিভাগের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর ও বর্তমান সেচ বিভাগের স্পেশাল অফিসার। সভাপতি ও সম্পাদক নিয়ে মোট ১৮ জন।

১৯৫৬ সালে বন্যার পর ডি, ভি, সি ও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার ঘাড়ে বন্যার প্রকোপ বাড়াবার কিছুটা দায়িত্ব চাপান হয়েছিল। তদন্ত কমিটির রিপোর্টে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে, বরং এই দুটি পরিকল্পনা বন্যার প্রকোপকে সামান্য হলেও কিছুটা কমিয়ে দিয়েছিল এই কথাই এ' রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। ১৯৫৯ এর বন্যায়ও এ' দুটি পরিকল্পনার উপর পুনরায় অনুরূপ দায়িত্ব চাপান হচ্ছে। নূতন তদন্ত কমিটি এ সম্বন্ধে তাঁদের নিরপেক্ষ মতামত জানাবেন। তাই এখন আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না।

[9-20—9-30 a.m.]

সুন্দরবন সম্বন্ধে গত কএক বছরের বাজেট আলোচনায় অনেক কথা বলেছি। সেইগুলির পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। এইটুকু বললেই হবে যে সুন্দরবনের বাঁধ পূর্বের চেয়ে ক্রমশঃ শক্ত করে তোলা হচ্ছে যার ফলে বাঁধের ভাঙ্গনও ক্রমশঃ কমে আসছে। অনেকগুলি পুরাতন স্লুইস গেট মেরামত ও নূতন স্লুইস গেট নির্মাণ করা হয়েছে ও হচ্ছে। কতকগুলি খালের ও ছোট নদীর মুখ বেঁধে দিয়ে সুন্দরবনের বাঁধের মোট দৈর্ঘ্য কমিয়ে দিয়ে তাকে আরও শক্ত এবং আরও নিরাপদ করবার জন্য প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান চলেছে। এই ব্যাপারে যারা বিশ্বে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর দেশ নেদারল্যাণ্ড থেকে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। আলোচ্য বৎসরে তাঁদের সহযোগে একটি তথ্যানুসন্ধান কার্য প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরম্ভ করা হবে।

সেচ বিভাগ এই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে নানাপ্রকারের তথ্যানুসন্ধান চালিয়ে চলেছে। এই বিভাগের নদী বিজ্ঞান গবেষণা মন্দিরের কাজ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। বর্তমানে ক একটি বিষয়ে গবেষণা চলেছে যেমন : ১। নদীর গতিপথ আঁকাবাঁকা হওয়ার জন্য যে সমস্ত সমস্যা সৃষ্টি হয় ২। যে সব নদীতে জোয়ার ভাঁটা খেলে তাদের ক্রমশঃ যে অবনতি হয়, নদীতে এবং অপ্রাকৃতিক আধারে (রিজারভর) যে পলি বসে তার সমাধানের উপায় উদ্ভাবন, নদীর তীরকে সুরক্ষিত করবার জন্য পাথরের বদলে আরও সস্তায় মাটির সঙ্গে সিমেণ্ট মিশিয়ে শক্ত ব্লক তৈরী করা প্রভৃতি ; ভারতের আরও কয়েকটি নদী বিজ্ঞান গবেষণাগারে এই রকম পরীক্ষা ও নিরীক্ষা চলছে। সবগুলির ফলাফল একত্রিত করে ভাল সমাধান পাওয়ার আশা রাখা যায়। এ ছাড়া আমাদের এই নদী বিজ্ঞান মন্দিরে গঙ্গা ব্যারাজ, কংসাবতী জলাধার পরিকল্পনা, উত্তরবঙ্গের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য নানা গবেষণা চলেছে। এখানে নদী বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা সভা হয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সেচ বিভাগের কাজ ছাড়াও প্রতিবাসী রাজ্যগুলির, কলিকাতা পোর্ট কমিশনার্সদের এবং দুর্গাপুর প্রোজেক্টের কিছু কিছু সমস্যা সমাধানের কাজও এখানে করা হয়। এই নদী বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধির জন্য থিসিস দেওয়া যায়।

গঙ্গা ব্যারাজ সম্বন্ধে আইন সভায় বহুবার আলোচনা করা হয়েছে। এই কাজের ভ কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছেন।

এই সেচ বিভাগ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রায় ১৫ কোটি টাকা খরচ করেছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে ডি, ভি, সি ইরিগেশন ও সেচ বিভাগের ফ্লাড কন্ট্রোলসহ প্রায় ২১কো ৮২ লক্ষ টাকা ধার্য্য আছে। আলোচ্য বর্ষের পরেই, অর্থাৎ ১৯৬১-৬২ সাল থেকে তৃতী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সুরু হবে। সেচ বিভাগ তার তৃতীয় পরিকল্পনার প্রাথমিক খস তৈরী করেছে। তার আনুমাণিক খরচের পরিমান দাঁড়াতে পারে...ডি, ভি, সি বাদে প্রা ৪৩ কোটি টাকায়। এ ছাড়া ৪০ ও ৪২ নং গ্রাণ্টে কিঞ্চিত অধিক ১০ কোটি টাকা তৃতী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেচ বিভাগের হাত দিয়ে খরচ হতে পারে। ভারতের ও পশ্চি বঙ্গের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সম্ভাব্য খরচের যে আনুমানিক হিসাব পাওয়া যাচে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই সেচ বিভাগ তার প্রস্তুত তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পূ অর্থ পাবে কিনা সন্দেহ আছে। ঘনবসতির হিসাবে ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থা অধিকার করে। বর্তমানে এই রাজ্যে প্রতি বর্গমাইলে ৮৫০ জন মানুষের বাস। স্বাস্থ বিভাগের চেষ্টায় এই রাজ্যে মৃত্যুর হার কমে গিয়ে বিশে দ্বিতীয় স্থান নিয়েছে এবং মানুষে গড় পরমায়ু পুর্বের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। এদিকে এই রাজ্যে জন্মের হার বেড়ে চলে এইভাবে জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক বাড়ছে। আবাদযোগ্য অনাবাদী জমি নেই বললেই হয় একমাত্র আবাদী জমির ফলন বাড়িয়ে খাদ্যশস্যের পরিমাণ বাড়াতে হবে এই অবস্থাতেও কৃ ও সেচ বিভাগ যে তৃতীয় পরিকল্পনা তৈরী করেছে তাকে সম্পূর্ণ রূপায়িত করতে পারে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ঘন বসতিপুর্ণ দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির দেশ—এই পশ্চিমবঙ্গ প্রধা খাদ্যশস্যে আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে বলে আশা করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের সেচ বিভাগ কি করেছে, কি করছে ও কি করতে চায় এবং কি করত পারেনি তাও সংক্ষেপে জানান হল। আশা করি মাননীয় সদস্যগণ এই ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জু করবেন।

স্পীকার মহাশয়, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের ১১ বছর কেটে গেছে দ্বাদশ বর্ষে ব্যয়বরাদ্দ উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই ১৯৬০-৬১ সাল হল ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পঞ্চম বা শেষ বর্ষ। ডি, ভি, সির দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আনুমাণিক নীট ব্য ৬৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে তার মধ্যে ১ম পঞ্চবার্ষিকীর চলতি কাজগুলির জ ২৬ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। নুতন ও অন্যান্য উন্নয়ন কাজের জন্য ধরা আ ২৪ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা; তন্মধ্যে দুর্গাপুরে একটি নূতন তাপ বিদ্যুতের কারখানার জ ১২ কোটি ১৭লক্ষ টাকা, বোকারোতে চতুর্থতাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রের জন্য ৪ কোটি ১০ ল টাকা, চন্দ্রপুরায় আর একটি নুতন বিদ্যুৎ কারখানার জন্য ২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা, বিদ্যু পরিবহন প্রসারের জন্য ৫ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা এবং আর কয়েকে কাজের জন্য বাকী টাকা এ ছাড়া সুদের জন্য ধরা আছে ২৬ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা আর পরিচালনা ও কার্য্য নির্বাহ ব্যয় খাতে বরাদ্দ হয়েছে মোট ১৩ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মোট খরচ দাঁড়া ৯১ কোটি ৩২ লক্ষ এই ব্যয়ের পরিমাণ লাঘব হবে ২৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা আয়ের দ্বারা এ ভাবে মোট নীট খরচ হবে ৬৭ কোটি ৮০ লক্ষ বা মোটামুটি ৬৮ কোটি টাকা।

চন্দ্রপুরায় নূতন কারখানা ও আনুমানিক পরিবহনের জন্য যে ৪ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা দ্বিতায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যয়ে ধরা হয়েছে তা পরিকল্পনা কমিশনের পূর্ব ব্যয় বরাদ্দেধরা ছিল না।

আলোচ্য বর্ষের জন্য ১১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে তা হতে ৪২,১৯,০০০ টাকা কমে ১০,৭৬,৮৪,০০০ টাকা হবে। তার মধ্যে বিদ্যুৎ শক্তির জন্য ৬ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা এবং জল সেচের জন্য ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা থেকে ৪২,১০,০০০ টাকা বাদ যাবে, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ৮৮ লক্ষ টাকা এবং উন্নয়ন কার্য্যাদির জন্য ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। এই টাকার ভাগ দেবেন ভারত সরকার ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, বিহার সরকার ২ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৫ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। মোট বরাদ্দের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ পড়েছে শতকরা ২৩'২৩ ভাগ, বিহার সরকারের অংশে ২৩'৩২ ভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গের অংশে ৫৩.৪৫ ভাগ। প্রথম থেকে ১৯৬০—৬১ সাল পর্য্যন্ত ডি, ভি, ,সব খরচ ও বরাদ্দের মোট হিসাব দাঁড়ায় ১৫৩ কোটি ৯৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ৭৭৭ টাকা। তারমধ্যে ভারত সরকারের ভাগে পড়ে ৩৭ কোটি ৮৯ লক্ষ ৯৬ হাজার ৩৯ টাকা, বিহার সরকারের ভাগে পড়ে ৩১ কোটি ২৩ লক্ষ ৮০ হাজার ৬২৬ টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গের ভাগে ৮৪ কোটি ৮১ লক্ষ ৮৭ হাজার ১১২ টাকা। এই টাকা শতকরা হারে ভারত সরকারের অংশে পড়ে ২৪.৫৬ ভাগ, বিহার সরকারের অংশে ২০.৩৫ ভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গের অংশে ৫৫.০৯ ভাগ। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের জলাধারগুলির খরচের মধ্যে সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ,বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচের অনুপাত সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা হবে এর ফলে হয়তো উপরোক্ত টাকার পরিমাণেরও শতকরা হারের কিছু পরিবর্তন হবে।

ডি, ভি, সির প্রধান ৩টি কাজ হলো জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ। জল-সেচের খরচে ভারত সরকারের কোন ভাগ নেই। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের যে পরিমাণ জমি উপকৃত হবে সেই অনুপাতে এ' দুই রাজ্যকে টাকা দিতে হবে। ১৯৬০—৬১ সাল পর্য্যন্ত সেচের মোট ৪১ কোটি ৯৪ লক্ষ ৮৬ হাজার ৮৫০ টাকার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অংশে ৪১ কোটি ৬১ লক্ষ ১ হাজার ২৬৩ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৯৯.২ আর বিহারের অংশে মাত্র ৩৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ৫ শত ৮৭ টাকা অর্থাৎ শতকরা ০.৮ ভাগ মাত্র। বন্যা নিয়ন্ত্রণের খরচের কোন ভাগ বিহারকে দিতে হয় না। এই বাবদে ভারত সরকার ৭ কোটি টাকা পর্য্যন্ত দেবেন। বাকী সবই এই রাজ্য সরকারের দেয়। প্রথম থেকে ১৯৬০-৬১ সাল পর্য্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণের মোট ১৯ কোটি ৩০ লক্ষ ৯০ হাজার ৮১০ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৩৬.২৫ ভাগ, বাকী ১২ কোটি ৩০ লক্ষ ৯০ হাজার ৮১০ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৬৩.৭৫ ভাগ হলো পশ্চিমবঙ্গের অংশে। বিদ্যুৎ শক্তির জন্য মোট যে ৮৪ কোটি ৫৮ লক্ষ ১৯ হাজার ৪০৮ টাকা ধরা আছে, সেটি তিন সরকারের প্রত্যেকে শতকরা ৩৩.৩৩ ভাগ। এতদ্ব্যতীত নাব্য ও অন্যান্য অমুখ্য উন্নয়ন কাজের জন্য ১৯৬০-৬১ সাল পর্য্যন্ত মোট ৮ কোটি ১১ লক্ষ ৬৬ হাজার ৭০৯ টাকা ধরা হয়েছে। এই খরচ তিন সরকারের মধ্যে সমভাবে ভাগ করা হয়েছে।

ডি, ভি, সির জলে পশ্চিম বাংলার ৯ লক্ষ ৭৩ হাজার একর খরিফ চাষের জমিতে সেচ দেওয়া যাবে, আর বিহারে ১৫ হাজার ৫০০ একরে খরিফের জল দেওয়ার প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে। ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে ডি,ভি, সি, এলাকায় ১১২৭১ একর জমিতে সেচের জল দেওয়া হয়েছিল। তারপরেই অভুতপূর্ব প্রবল বন্যায় অন্যান্য অঞ্চলসহ এ' এলাকা বিধ্বস্ত হয়ে যায়, যদিও সে বন্যা দামোদর বাঁধ ভেঙ্গে হয় নি। এই বন্যায় ডি, ভি, সি'র নূতন কাটা খালগুলিরও বিশেষ ক্ষতি হয়েছিল। সেগুলি মেরামত করা হচ্ছে। ১৯৫৭ সালে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থির করেন যে ডি, ভি, সির ক্যানেলগুলিতে জল ছেড়ে দিয়ে পরীক্ষামূলক-ভাবে দেখবেন কোন কোন অঞ্চল পর্য্যন্ত জল দেওয়া যাবে। এবং কোথায় কি অসুবিধা ও বাধার সৃষ্টি হতে পারে। এ' জল যাতে কৃষকরা নিজেদের চাষের ক্ষেতে লাগাতে পারেন তার জন্য এই সব নূতন এলাকায় এ' বছর কোন জলকর নেওয়া হয়নি। এ' সালে ডি, ভি, সি'র ব্যারেজ থেকে মোট ১৪৬.০০৮ একর জমিতে জল দেওয়া হয়েছিল, তন্মধ্যে৬৯,৯১৮ একর জমি পুরাতন জামোদর ক্যানেলের অন্তভুক্ত। ১৯৫৮ দালে নূতন ও পুরাতন এলাকা মিলে ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭৬০ একর জমিতে জল দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ২ লক্ষ ২০ হাজার একর পুরাতন দামোদর ও ইডেন ক্যানেলের অন্তভুক্ত। কয়েকটি ছোট পুল, কালভার্ট রেগুলেটার প্রভৃতি বাদে াড, ভি, সির ক্যানেল কাটার অন্যান্য কাজ শেষ হয়েছে এবং গত খরিফ মরসুমে আনুমানিক ৫ লক্ষ ২১ হাজার জমিতে (এর মধ্যে পুরান ইডেন ক্যানেলের সেচ এলাকাও আছে) সেচের জল সরবরাহের ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে। তবে ঠিক কত একর জমিতে সেচ দেওয়া হয়েছে তা এখনও চুড়ান্তভাবে জানা যায়নি।

মাইথন ও পাঞ্চেটে যে দুটি জলাধার আছে সেখান থেকে দুর্গাপুর ব্যারেজের মারফতে কয়েক শত মাইল ক্যানেলের ভিতর দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আবাদের জন্য জল সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। এইগুলি তৈরী করেছেন াড, ভি, সি এবং এদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও তাঁদেরই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে পুরাতন দামোদর ও ইডেন ক্যানেল আছে যার সাহায্যে নূতন ডি, ভি, সি সিষ্টেমের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরই থেকে গেছে। ডি, ভি, সি দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছেড়ে দেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ বিভাগ সেই জল মাঠে মাঠে পৌঁছে দিবার ব্যবস্থা করেন। এই সব কাজের জন্য াড, ভি, সির ছোট বড় একদল কর্মচারী আছেন, আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও সম-পর্য্যায়ের আর একদল কর্মচারী আছেন। এ যাবৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তাঁদের নিজের খরচ বহন করতে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সেচের জন্য ডি, ভি, সি মূলধন হিসাবে এবং বছরে বছরে পৌনিক হিসাবে যে টাকা খরচ করেছেন ও করছেন তার সমস্ত দায়িত্ব শেষ পর্য্যন্ত এই সরকারেরই।

[9-30—9-40 a.m.]

যদিও াড, ভি, সির এবং এই সেচ বিভাগের কতৃপক্ষ ও কর্মচারীগণ পুর্ণ সহযোগীতায় কাজ চালাবার চেষ্টা করেন, তবুও:দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে নানা অসুবিধা এসে পড়ে তাতে দেরী হয়, ক্ষতি হয় এবং দুইটি প্রতিষ্ঠানে সমশ্রেণীর দুইদল কর্মচারী থাকার জন্য শেষ পর্য্যন্ত বার্ষিক ব্যয়ও বেশী হয়। াড, ভি, সি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুই পক্ষই এইগুলি অনুভব করেছেন। এই দ্বৈত নিয়ন্ত্রণের অবসানের জন্য স্থির করা হয়েছে যে ডি, ভি, সির সমস্ত সেচ খাল ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করবেন। কোন সঠিক তারিখ এখনও নির্ধারিত হয়নি। বহু কোটি টাকা ব্যয়ে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে তারপুর্ণ সদ্ব্যবহার করার পক্ষে াড, ভি, সি এ্যাক্টে যথেষ্ট ব্যবস্থা নেই তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই সম্বন্ধে একটি পৃথক আইন করতে হবে। বহু ব্যক্তি এবং কোন কোন প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে জেলা ও শাখা কংগ্রেস কমিটিগুলি সেচের ব্যাপারে সরকারকে সাধ্যমত সাহায্য করছেন। কিন্তু দুঃখের কথা, অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই আইনের অপব্যাখ্যা করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টাও করছেন। এমন কি যদিও আইনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে খরিফ ও রবি চাষের জল-করের সর্বাধিক পরিমাণ বেঁধে দেওয়া হয়েছে মাত্র এবং আইন প্রণয়নের সময় সরকার থেকে

একথা বলা হয়েছিল যে প্রথম থেকেই এই সর্ব্বোচ্চ হার ধার্য্য হবে না। গত দুই বর্ষায় এবং আগামী বর্ষায় সরকার কত টাকা হিসাবে জলকর ধরবেন তা এখনও চূড়ান্তভাবে ধার্য্য করেননি। তবুও ইতিমধ্যে প্রতি একরে ১২॥ টাকা খরিফে এবং ১৫ টাকা রবি চাষের জন্য জলকর ধার্য্য হয়ে গেছে বলে প্রচার করে জনগণকে বিভ্রান্ত ও উত্তেজিত করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য এ রকম চেষ্টা দেশের ও জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।

গত খরিফ মরসুমে যথেষ্ট সময় হাতে রেখে সেচের জল খালসমূহে ছাড়া সুরু করা হয় যাতে ১লা জুলাই খালের শেষ প্রান্তে জল পৌঁছুতে পারে। কারণ এ' তারিখেই চাষীরা সাধারণতঃ খরিফের সেচ আরম্ভ করে। তবে খালসমূহের উপর দিকে কিছু কিছু চাষী উপযুক্ত সময়ের আগেই নিজেদের জমিতে জল নেওয়ার জন্য কয়েকটি জায়গায় চুপি চুপি বাঁধ কাটে। এর ফলে নিম্নাংশেরচাষীদের জমিতে জল পৌঁছাতে দেরী হয় এবং তাঁদের এলাকায় জল যেতে না যেতেই তারা অবৈর্ধ্যভাবে চোরাই খাল কেটে বা সেচ খালের উপর বাঁধ বাঁধে।

বর্ষার শুরুতেই কয়েকটি এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং ইতিমধ্যেই জমি ভিজে থাকায় জমিতে জল জমে থাকার আশঙ্কায় জনসাধারণ জমির জল খালে নামিয়ে দেবার জন্য খালগুলির পাড় কাটতে আরম্ভ করেন। এখানে একথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে বিশেষ পরিমাণ জল টানবার উপযুক্ত করে খালগুলি কাটা হয়েছে, তার চেয়ে বেশী জল খালে এলে পাড়ের বাঁধ ভাঙ্গে নয়তো বাঁধ ছাপিয়ে দুপাশের জমি ডুবিয়ে দেয়। তার উপর বর্ষার শেষ দিকে অস্বাভাবিক রকমের বৃষ্টিপাত হয়। ৮ই থেকে ১২ই সেপ্টেম্বর গোপাল নগরে ১৭.৮৮ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়—এটা এ' এলাকার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের এক তৃতীয়াংশের সামান্যর কিছু বেশী। এই হিসাব থেকে অতিবৃষ্টির পরিমাণ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা সম্ভব হবে। উক্ত অতিবৃষ্টির ফলে ব্যাপক বন্যা হয় এবং তাতে ডি, ভি, সির ক্যানেলসমূহ বিপুলভাবে ক্ষতি-গ্রস্ত হয়। পুল কালভার্ট সমেত ক্যানেল ও ডিষ্ট্রিবিউটরীসমূহে মেরামতযোগ্য ক্ষয়-ক্ষতির সংখ্যা প্রায় ৫০০। অবশ্য দ্রুত মরসুমে সেচ ব্যবস্থা বাধা না পায়।

এই প্রকার অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের ফলে যে সব ক্ষয়ক্ষতি স্বাভাবিক তা ছাড়াও প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে যে সাধারণ অবস্থাতেও সেচের নূতন ক্যানেলে এইরূপ ভাঙ্গন অভুতপুর্ব কিছু একটা নয়। কারণ জল সরবরাহের প্রথম দিকের কয়েক বৎসর না গেলে নূতন তোলা মাটি ভাল-ভাবে জমে শক্ত হয়ে বসতে পারে না।

অভিযোগ করা হয়েছে যে ডি, ভি, সি তাদের অতিরিক্ত জল খালসমূহে ছেড়ে নিম্নাংশে বন্যার সৃষ্টি করেছে। এ অভিযোগ সঠিক নয়। এই সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে ডি, ভি, সি প্রবল বৃষ্টিপাতের সুরুতেই দুর্গাপুরের প্রধান রেগুলেটারটি বন্ধ করে দেন এবং খালের জল এসকেপ দিয়ে বার করবার চেষ্টা হয়। অতিরিক্ত জল নিম্নাংশে কিছু পরিমাণ দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ডি, ভি, সি এলাকায় জল দাঁড়াবার প্রধান কারণ উক্ত অঞ্চলে অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত। ডি, ভি, সি'র দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়বার জন্য জল জমেনি।

ডি, ভি, সির নূতন কাটা বা সংস্কার করা ইলসুরা ঘিয়া প্রভৃতি চ্যানেল দিয়ে ঘিয়ার মোহনায় অতিরিক্ত বৃষ্টির জল জমা হয়। ডি, ভি, সি কুন্তী হতে একটা খাল কাটছেন যাতে এই সব নিকাশী খালসমূহের জলের একাংশ হুগলী নদীতে বইয়ে দেওয়া যায়। একটা রেলওয়ে পুলের সংস্কার ব্যতীত এই খালের কাজ মোটামুটি শেষ হয়েছে। সংস্কারের কাজও এগিয়ে

চলেছে। কিন্তু রেলকর্তৃপক্ষ এটা যথাসময়ে সম্পূর্ণ করতে না পারায় এই খাল পথের নিকাশী ব্যবস্থা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। এই খালের উপর বাঘডাঙ্গায় একটা হেড রেগুলেটার তৈরী করা হয়েছে। খেয়ার জলে তাদের জমি ডুবে যেতে পারে এই ভয়ে বাঘডাঙ্গার উপরাংশের অধিবাসীরা রেগুলেটারটিকে যথেচ্ছরূপে ব্যবহার করেন। এ' কাটা খালেরই বাম তীরের বাঁধে আর একটি ভাঙ্গন দেখা দেয়। স্থানীয় জনসাধারণ নিজেদের ক্ষেতে জল নেবার উদ্দেশ্যে এই বাঁধটিতে অননুমোদিতভাবে জলপথ কেটে নেন। কাটা অংশ তারা ঠিকভাবে ভরাট না করায় এ' অংশে আর একটি ভাঙ্গন দেখা দেয়।

ঘিয়ার মোহনায় যথোপযুক্তরূপে জল নিকাশ না হওয়ায় কুন্তী খালের নিম্নাংশে যে বন্যা হয় তাতে প্রায় ৩০০০ হাজার একর জমি সাময়িকভাবে ডুবে যায়। উক্ত কথাগুলি মনে রাখলে এ কথা সহজেই বোঝা যাবে যে কুন্তী খাল কাটা না হলেও এই পরিস্থিতির উদ্ভব হতো। কারণ একটা অতিরিক্ত নিকাশী ব্যবস্থা হিসাবে এই খালটা কাটা হচ্ছে যে পরিমাণ জল এ পথে নেমে গেছে এই খালটা না থাকলে ঠিক সেই পরিমাণেই বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পেত।

বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় খরিফ ফসল নষ্ট হওয়ায় বোরো ধানের চাষ দ্বারা একটা বাড়তি ফসল তোলবার চেষ্টা করা হয়। বোরোর জন্য এপ্রিলের শেষ পর্য্যন্ত সেচ জলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যাতে আগামী খরিফ মরসুমে সেচ কোন রকমেই বাধা না পায় এজন্য ক্ষয়ক্ষতি গুলি দ্রুত মেরামত করা প্রয়োজন, এইজন্য ১৯৬০ এর ফেব্রুয়ারীর পর আর খাল গুলি সেচের জন্য খোলা রাখা যায় নি। কাজেই ব্যাপক ভাবে বোরো চাষের জন্য উৎসাহ দেওয়ার ইচ্ছা আমাদের ছিল ততখানি উৎসাহ আমরা দিতে পারি নি। অবশ্য চিরাচরিত রবি শস্যের জল সরবরাহ করা হয়েছে। ঠিক কতখানি এলাকায় বোরো ও রবি শস্যের চাষ হয়েছে সেটা এখনও জানা যায় নাই।

তিলাইয়া ও মাইথনের জল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গুলি ঠিকমত চলেছে। এই বছর পাঞ্চেতের জলবিদ্যুৎ যন্ত্র চালু হয়েছে। বোকারোতে ১,৫০,০০০ কিলোওয়াট তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। সেখানে আরও নূতন ৭৫,০০০ কিলোওয়াট বাড়ান হচ্ছে। দুর্গাপুরের নূতন ১,৫০,০০০ কিলোওয়াট তাপ বিদ্যুতের কারখানা তৈরীর কাজ এগিয়ে চলেছে। বোকারোর নূতন বিদ্যুৎ যন্ত্র এবং দুর্গাপুর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আগামী বছরে চালু হবে। এইসব কাজ শেষ হলে ডি, ভি, সি মোট ৩,৫২,০০০ কিলোওয়াট শক্তি যোগাতে পারবে। সব কেন্দ্রগুলিকে পুরাদমে চালিয়েও চাহিদা মেটানো যাচ্ছে না, খরিদ্দারের বরাদ্দ যোগান কমাতে হচ্ছে। নূতন যে উৎপাদনের আয়োজন হয়েছে ইতিমধ্যে নূতন চাহিদা তাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

এই বছর (১৯৫৯-৬০) ডি, ভি, সি বিহারের চন্দ্রপুরায় একটি ২,৫০,০০০ কিলোওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি পেয়েছেন। এ ছাড়া ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য তাঁরা আরও বিদ্যুৎ যন্ত্র স্থাপনের প্রস্তাব করেছেন। চন্দ্রপুরায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র ১৯৬৩-৬৪ সালে চালু হবে বলে আশা করা যায়। চন্দ্রপুরায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হলে ডি, ভি, সি ৫,৩৪,০০০ কিলোওয়াট শক্তি যোগাতে পারবে। ভারত সরকার ও ডি, ভি, সির হিসাব মতে এ' সময় খরিদ্দারের চাহিদা এই উৎপাদনকেও অনেকখানি ছাড়িয়ে যাবে। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে যে, এ বছর ডি, ভি, সি এর দুর্গাপুর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংগে পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের দুর্গাপুর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংযোগ স্থাপিত হচ্ছে এবং ডি, ভি, সি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে বছরে ৩ মাস (যখন তাদের ৩০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ যন্ত্র গুলি মেরামত ও পরীক্ষার জন্য বন্ধ থাকবে) ৩০,০০০ কিলোওয়াটে বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করতে স্বীকৃত হয়েছেন। এর ফলে, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহের অনেক সুবিধা হবে।

ডি, ভি, সি এর বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করছে বড় বড় লৌহ ইস্পাতের কারখানা, কয়লা, তামা ও অভ্রের খনি, রেলের ইনজিন তৈরী ও টেলিফোনের কেবল তৈরীর কারখানা প্রভৃতিতে। আবার এই শক্তি কিনছেন পশ্চিম বঙ্গ সরকার, বিহার সরকার, ভারতীয় রেলওয়েজ, কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন প্রভৃতি। এই শক্তির সাহায্যে চলছে ছোট বড় বহু সংখ্যক কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প। বাংলা ও বিহারে বহুস্থানে এই বিদ্যুৎ শক্তিকে জমিতে সেচের কাজেও লাগান হচ্ছে। এই শক্তি বিক্রয় করে ডি, ভি, সি ১৯৫৮-৫৯ সালে প্রায় ৪ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা আয় করেছেন। চলতি বছরে ১৯৫৯-৬০ সালে এ' আয় ৫ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। ১৯৬০-৬১ সালে ৭ কোটি টাকা আয় হবে অনুমান করা হয়েছে। আশা করা যায় এই দুই বৎসরএ আয় কিছু বৃদ্ধি হতে পারে। ১৯৬১-৬২ সালের শেষে বার্ষিক আয় ৯ কোটি টাকায় দাঁড়াতে পারে।

গত বন্যার সময় পাল্লা রোডের নিকট, চেন ২৮০৬, ডি, ভি, সির নাব্য খালের একটি রেগুলেটর ভেঙ্গে পড়ে। এটা বড ধরণের ইমারতী কাজ বলে এটা তৈরী করতে প্রায় ২ বৎসর লাগবে অর্থাৎ ২ টি ওয়ার্কিং সিজেনের দরকার। কাজেই পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নৌ চলাচলের জন্য আগামী ১লা জুলাই খালটি উন্মুক্ত করা যাবে না। অদৃষ্টপূর্ব আর কোন বাধা দেখা না দিলে, আশা করা যায় নাব্য খালটি আগামী বৎসরের মাঝামাঝি নৌ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা যাবে।

ডি, ভি, সি থেকে বন্যা নিয়ন্ত্রন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জলসেচ ব্যতীত ভূমি ক্ষয় নিবারণ, বন সৃজন, মাছের চাষ, মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বহু প্রকারের যে সব কাজ হচ্ছে ও হবে তার বিশদ বিবরণ গত বৎসরের বাজেট আলোচনায় বলেছি, তাহার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। বিদেশী বিশেষজ্ঞগন এক বাক্যে বলেছেন যে দামোদর উপত্যকার উন্নয়নের যে সম্ভাব্যতা আছে তাতে এ অঞ্চল একদিন ভারতের রূঢ়ে পরিণত হতে পারবে। সেই কল্পনাকে সার্থক করে তোলার দায়িত্ব নিয়েছেন ডি, ভি, সি। পশ্চিম বাংলার মধ্যে দুর্গাপুর অঞ্চলের জঙ্গল এলাকা অদূর ভবিষ্যতে শব্দ-মুখর কর্ম-চঞ্চল বিরাট এক শিল্প অঞ্চলে পরিণত হতে চলেছে।

কতকগুলি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার ক্রম বর্ধমান সংখ্যায় শ্রমিক কর্মচারীদের ছাঁটাই বা কর্মচ্যুত করার প্রয়োজন হয়। অংশীদার সরকার এর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কর্মচ্যুত অধিকাংশ কর্মচারীর কর্ম সংস্থান করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৫৯ এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৫৮০৬ জন কর্মচ্যুত কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ৮৫৪ কর্ম সংস্থান করার কাজ বাকী ছিল, ২৫।২।৬০ তারিখে এই সংখ্যা কমে ৭৭১ এ দাঁড়িয়েছে।

আমি আশা করি এই বিধান সভা ডি, ভি, সির এই ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদন করবেন।

Shri Ajit Kumar Ganguli: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6.96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Experses—18—Other Revenue expenditure financed

from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Kumar Pandey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Dr. Radhanath Chattoraj: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100

Shri Jagat Bose: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure Connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Mihirlal Chatterjee *: Sir, I beg to move that the demand* of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure Connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Dr. Pabitra Mohan Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure Connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) —80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhuban Chandra Kar Mahapatra : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure Connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) —80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhupal Chandra Panda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure Connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure Connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigntion, Embankment and Drainage Works (Commercial)

—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Phakir Chandra Ray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure Connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Pramatha Nath Dhibar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure Connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure Connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigatian, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) —80A—Capital outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Panchu Gopal Bhaduri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure Connected wtih Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) —80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Elias Razi: S'r, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigarion—

Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) —80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account'', be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation. Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Sitaram Gupta : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works-(Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Haran Chandra Mondal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-perpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Renupada Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Sisir Kumar Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation,

Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18 -Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Constrction of Irrigation, Navigation. Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) —80 A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Ghosal : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) —80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Gobardhan Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No.11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Coustruction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Jyoti Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation —Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) —80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Gangadhar Naskar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure Connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Somnath Lahiri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue.. 51B.. Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)...68A . Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)...80A...Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Syed Badrudduja: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII...Irrigation Working Expenses...18...Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue...51B.. Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes...68...Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)...68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)...80A...Capital Outlay on Multi purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII...Irrigation...Working Expenses...18...Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue...51B...Other Revenne expenditure connected with Multi-purpose River Schemes...68...Constiuction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)...68A...Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)...80A...Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII...Irrigation...Working Expenses...18...Other Revenue expenditure

financed from Ordinary Revenue...51B...Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes...68...Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)...68A Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)...80A...Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Gopal Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII...Irrigation...Working Expenses...18...Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue...51B...Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes...68.. Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)...68A...Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)...80A.. Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII... Irrigation...Working Expenses...18...Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue...51B...Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes...68...Construction of Irrigation Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)...68A... Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Work (Non-Commercial).. 80A...Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII...Irrigation...Working Expenses...18...Other Revenue expenditure-financed from Ordinary Revenue...51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes...68...Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)...68A...Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works

(Non-Commercial)...80A...Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be redueed by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII...Irrigation...Working Expenses...18...Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue...51B...Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes...68...Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)...68A...Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial).. 80A.. Capital Outlay on Multi-purpose River Scheme outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96, 14,000 for expenditure under Grant 11, Major Heads "XVII... Irrigation... Working Expenses...18.. Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue...51B...Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes.. 68.. Construction of Irrigation, Navigation Embankment and Drainage Works (Commercial)...68A...Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) ...80A...Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenu Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Jamadar Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII... Irrigation...Working Expenses...18...Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue...51B...Other Revenue expenditure Connected with Multi-purpose River Schemes...68...Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)...68A...Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)...80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Dhar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Head "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal: *Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6, 96, 14, 000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irriggation—Working* Expenses—18—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68...Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)...68A...Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) ...80A...Capital Oulay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation... Working Expenses...18...Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue...51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes.. 68...Construction of Irrigation, Navigation, Embankment ard Drainage Works (Commercial)...68A...Constrcution of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)...80A...Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Tahir Hossain: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation...Working Expenses...18...Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue...51B...Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes...68 ..Constrnction of Irrigation, Navigation, Embankment and Darinage Works (Commercial)...68A...Construction of Irrigatian, Navigation, Embankment and Drianage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Provash Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working—Expenses—18—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Deo Prakash Rai: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96.14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes —68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Comercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: *Sir, I beg to move that the demand of* Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads XVII—Irrrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Work (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi'purpose River Schemes outside the Revenue Account' be reduced by Rs. 100.

Shri Gobardhan Pakray - Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure Connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes utside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Head "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Mulii-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mullick Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6'96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Scheme outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shrimati Manikuntala Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Cons-

truction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Tarapada Dey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,C00 for Expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A— Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads

"XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shrimati Labanya Prova Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinay Revenue—51B—Other Revenue expenditure connecten with Multi,purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Work (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Chaitan Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from ordinary Revenue —51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Bankim Mukherjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure underGrant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)

—80A—Capital Outlay on M ulti-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,96,14.000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,75,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Head "80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project", be reduced by Rs. 100.

Shri Phakir Chandra Ray : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,75,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Head "80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project", be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mullick Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,75,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Head "80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project", be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,75,55,000 for expenditure under under Grant No. 45, Major Head "80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Accout—Damodar Valley project", be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury : Sir, I. beg to move that the demand of Rs. 5,75,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Head "80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project", be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,75,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Head "80A—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project", be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,75,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Head "80A—

Capital Outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project" be reduced by Rs. 100,

[9-40—9-50 a.m.]

Shri Benoy Krishna Chowdhury :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি মাত্র ২টি বিষয়ের উপর আমার বক্তব্য নিবদ্ধ রাখব এবং তার একটি হচ্ছে বন্যানিয়ন্ত্রণ সমস্যা এবং আরেকটি হচ্ছে জলকর সমস্যা। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যথাসম্ভব সংক্ষেপে কয়েকটি মূল বিষয় তুলে ধরবার চেষ্টা করব কারণ এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে আমাদের বক্তব্য একটা মেমোরেণ্ডামের আকারে আমরা ফ্লাড এনকোয়ারী কমিটির কাছে পেশ করছি। ১৯৫৬ এবং ১৯৫৯ সালের ভয়াবহ বন্যার পর বন্যানিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে পরিমাণ জোর দেওয়া উচিত ছিল তা দেওয়া হয়নি এবং তার প্রমাণ হচ্ছে এই বাজেট। ১৯৫৯।৬০ সালের ডি, ভি, সি'র বাজেটে রিভাইজড এষ্টিমেট ছিল ১ কোটি ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। কিন্তু ১৯৬০।৬১ সালের বাজেটে সেখানে প্রভিসন করা হয়েছে ৮৮ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা অর্থাৎ কম করা হয়েছে। অথচ কোনার কমিটি যারা এই কেন্দ্রীয় জলবিদ্যুৎ এবং বন্যানিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কর্ত্তা তাঁরা বলেছেন যে এসম্পর্কে যদিকি ছু করতে হয় তাহলে তা' দ্রুত এবং আশু করা কর্ত্তব্য। কারণ ৩ বৎসরের ভিতর যখন বন্যা হয়েছে, তখন যদি আগামী বৎসরের ভিতর আমরা কিছু কিছু কাজ করি তা'হলে একে নিবারণ করতে পারব। কে বলতে পারে যে আগামী বৎসরেও এর আবার রিপিটেসন হবে না? কিন্তু কার্য্যতঃ কোন গুরুত্বই দেওয়া হয়নি। তবে শুধু এই বন্যানিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে যে গুরুত্ব কম দেওয়া হয়েছে তাই নয়, যদি ডি, ভি, সি-র পরিকল্পনা ভালভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে যে কোন মানুষ যার এতটুকু চিন্তা করবার শক্তি আছে সেই বুঝবে যে এই মালটি-পারপাস স্কীম একটা ক্রশ পারপাস স্কীমে পরিণত হয়েছে এবং সেটা কেন যে হয়েছে তাই বলছি। সেখানে সেচ এবং ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কনসাম্পসন বা নেভিগেসনের জলসরবরাহের জন্য ষ্টোর-এ জল জমা করে রাখা দরকার। কিন্তু বিশেষ করে মনসুনের শেষে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে যখন পরপর ২ টা বন্যা হয়েছিল অর্থাৎ প্রথমটা ২৫শে সেপ্টেম্বর এবং দ্বিতীয়টা ১।২ রা অক্টোবর তখন ডি, ভি, সি-র কর্ত্তৃপক্ষের কাছে এই প্রশ্ন ওঠে যে আগামী বৎসরের জন্য তাঁরা জল সরবরাহ করবেন না। কেননা যদি পরের বৎসর সেরকম একটা প্রবল বন্যা আবার আসে সেইজন্য সেখান থেকে জল সরিয়ে রেখে বাঁধকে আগামী ভবিষ্যতের জন্য উপযুক্ত করে রাখবেন। কিন্তু এবারে ১৯৫৯ সালে দেখা গেছে যে মাইথনে যেখানে ফ্লাড লেভেল ৪৬০ ফুট হওয়া দরকার সেখানে ৪৮৪ ফুট ছিল এবং পাঞ্চেতে ৪১০ ফুট ছিল এবং যে প্রশ্ন আসাম ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তুলেছিলেন। অথচ বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দরকার হচ্ছে যে একটা বন্যার প্রবাহ এলে পর যথাসম্ভব শীঘ্র রিজারভার খালি করে সেখানে আবার নূতন করে বন্যার জল রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই দুটো কাজই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করা যায়। কিন্তু সেই কো-অর্ডিসনের দিকে মোটেই নজর দেওয়া হয়নি। কাজেই এদিকে জোর দিতে বলছি তা ছাড়া এসম্পর্কে একটা বিশেষ আইন যাতে ফলো করতে পারেন সে বিষয়ে নজর রাখবেন। তারপর বন্যানিয়ন্ত্রণ সমস্যার একদিকে জোর দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ উপরের অববাহিকার জল আটকে রাখা হয়। অথচ ১৯৫৬ এবং

১৯৫৯ সালের অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে প্রবল বারিপাত হলে শেষ পর্য্যন্ত জল ছাড়তে হয় এবং জল যখন ছাড়তেই হয় তখন বন্যানিয়ন্ত্রণের একমাত্র সমস্যা হচ্ছে নদী, খাল এবং আউটফল অর্থাৎ যেখান থেকে এটা সমুদ্রে যাবে তাদের এই বন্যার জল বহন করবার ক্ষমতা আছে কিনা যদি থাকে তাহলে তার উপরই সব নির্ভর করবে। কাজেই সেটাকে নষ্ট করে এটা করা যাবেনা। তবে যদি কেউ বলেন যে কেন করা যাবেনা তাহলে আমি বলব যে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ক্যানাডা ড্যাম এবং ডি, ভি, সি, ড্যাম হওয়ার পর ময়ুরাক্ষী এবং দামোদরের যে মূল খাদ তার বন্যানিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কমে গেছে এবং মেইন আউটফল দিনের পর দিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটা আমার কথা নয়, Mr. N. K. Bose, যিনি River research Director ছিলেন তিনিই বলেছেন,

"In every year of no discharge, the Damodar will become a purely tidal river in its lower reaches and there will be a deposit of silt at every ebb tide in its bed, which will eventually lead to the formation of a bottlececk and there will be intensification of flooding above the bottleneck."

এইভাবে ইনটেন্সিফিকেসান অফ ফ্লাড হচ্ছে। ১৯৫৬ এবং ১৯৫৯ সালের বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে ফ্লাডের ডিউরেশান এবং ফ্লাডের ডেপথ উভয়ই বেড়ে গেছে। বন্যায় এত ক্ষয়ক্ষতি আগে হত না এই বন্যার আক্রমণ আগে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু এবার দেখা গেছে, বিশেষকরে টেল এড-এ; বন্যাব পরেও জল সরেযেতে অনেক জায়গায় মাসাধিক কাল লেগে গেছে। সেজন্য আমাব প্রশ্ন হচ্ছে যে উপরের অববাহিকার দিকে নজর না রেখে আউটফল ড্রেনেজ সিষ্টেমের দিকে নজব রাখতে হবে। এই সম্পর্কে আমি ২।১টা জায়গার কথা বিশেষ করে উল্লেখ করছি। ময়ুবাক্ষী, দ্বারোকা প্রভৃতি সিষ্টেম থেকে যে জল যায় সেই জল শেষ পর্য্যন্ত হিজোল বিলের মধ্য দিয়া গিয়ে ভাগীরথীতে পড়ে। হিজোল বিলে নানাভাবে চাষাবাদ করার জন্য তার জল ধারণ করার ক্ষমতা ইত্যাদি যা ছিল সে সব নষ্ট হয়ে গেছে এবং বাবলা মজে যাবার ফলে এবং ব্যাণ্ডেল বার হাওড়া লাইনে যে সমস্ত ব্রীজ আছে তাতে যথেষ্ট পরিমাণে জল নিকাশের অবস্থা না থাকার ফলে এবং ভাগীরথী মুখ বাবলেব সামনে উঠে যাবার দরুণ এই অঞ্চলে দুটি বন্যায় কাঁথি এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় যে ভাবে ক্ষতি হয়েছে সেই রকম ক্ষতি আর কোন জায়গায় হয়নি। এখানকার প্রায় ৪ হাজার বর্গ মাইল এলাকা এই অববাহিকা অঞ্চলের জলের ভেতর দিয়ে যেতে হয়।

সেজন্য ১৯৫৬ সালে বন্যার পরে মণ্ডল কমিটিব রিপোর্ট যে করেছিলেন তাতে একটা ডেনজার চ্যানেল কেটে নূতন আউটফল সৃষ্টি করে দিবে যাতে সেই আউটফল দিয়ে দ্রুত জল ভাগীরথী ফেলে দেওয়ার কথা তাঁরা বলেছিলেন : দ্বিতীয়তঃ দেখা গেছে যে নদীয়া, কাটোয়া ইত্যাদি সমস্ত অঞ্চলে ডেনজার লেবেল পর্য্যন্ত বন্যার জল বহন করার ক্ষমতা ভাগীরথার নেই। এর ফলে জঙ্গীপুরের কাছে ৫৫ হাজার কিউসেক, বহরমপুরে নেট ৭৭ হাজার কিউসেক এবং কাটোয়ার কাছে ১ লক্ষ ২২ হজার কিউসেকে দাঁড়ায়। বাবলা অঞ্চলে জল ৩৫ হাজারে এসে দাঁড়ায় এবং তারপর কিছু নেবে এসে স্বরূপগঞ্জের কাছে জল এসে পড়ে এবং এই

স্বরূপগঞ্জের কাছে প্রথমটাই ভাল অনুভব করা যাচ্ছে। এখানে যদি কোন রকম বহন করার ক্ষমতা না থাকে তাহলে একটি ব্যাক প্রেসার এবং যার ফলে সমস্ত নদী মুর্শিদাবাদ, কাটোয়া এবং গঙ্গার ড্যাম্প এরিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত এলাকায় বন্যার একটা প্রভা সৃষ্টি হয়। ১৯৫৬ সালের রিপোর্টে দেখবেন যে যেখানে ১ লক্ষ ২২ হাজারের বেশী জল যেতে পারে না সেখানে ৩ লক্ষ কিউসেক জল রাখা হচ্ছে। দামোদর সম্পর্কে যে কোন অভিজ্ঞ লোক জানেন এবং আপনার কোঁয়ার কমিটির যে রিপোর্ট—যদিও প্রকাশিত হয়নি তাতে তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করেন যে যেখানে ২॥ লক্ষ কিউসেক পর্যন্ত জল ছাড়া যায় সেখানে ২ লক্ষের বেশী আর ছাড়া উচিত হবে না এবং বর্ষার সময় আরও কম জল ছাড়তে হবে। অতএব যে কোন লোক স্বীকার করবেন ১।২ তারিখে দুর্গাপুর ইত্যাদি নীচু এলাকায় ১১ হাজার কিউসেক জল ছাড়া উচিত ছিল না। অথচ ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে যখন তাঁরা ডেনজার সিগন্যাল পান তখন তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোন একসান নেওয়া হয়নি এবং ১লা তারিখে রাত্রি ১০টার পর—ডেড অফ দি নাইট—বন্যার দরজা খুলে দেওয়া হল। এইভাবে এখান থেকে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয় এবং অন্যান্য জায়গায় ৫ লক্ষ কিউসেকের উপর জল ছাড়া হয়। অতএব সেখানে এই ভাবে যে ৫ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হল তার কি কনসিকোয়েন্স হতে পারে সেটা বিচার করা হল না।

[9-50—10-0 a.m.]

এরপর ডি, ভি, সি বন্যানিয়ন্ত্রণ ব্যাপার নিয়ে প্রপারটি বাঁচিয়েছে বটে কিন্তু ডি, ভি, সি প্রপারটির জন্য যে দয়াই দেখিয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের সম্পত্তি জীবন সম্পর্কে সে দরদ দেখায় নি একথা মনে রাখা দরকার। আমি মনে করি সেদিকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া উচিত। সত্যিকারের চিন্তা দিয়া তারা সমস্ত জিনিষটাকে অনুভব করে নি। কারণ বন্যায় ১৯৫৬ সালে প্রায় ১১ কোটি টাকার মত এবং ১৯৫৯ সালে প্রায় ১শো কোটি টাকার মত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এ যদি আপনারা বন্ধ করতে না পারেন তাহলে কোনরকম জাতীয় পরিকল্পনা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন জলকরের সমস্যা—জলকরের দিক থেকে আমি বলবো যে ডি. ভি, সি এসম্পর্কে খরচপত্রের দিক থেকে সাবরিট্রাবলি সমস্ত জিনিষটা করেছেন। বন্যানিয়ন্ত্রণ, জলবিদ্যুৎ, সেচ ইত্যাদি করে যে ভাগ করেছেন এই ভাবে করা উচিত নয়। আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখা উচিত বা, যে কটা পরিকল্পনা হয়েছে তা দেশের সমগ্রভাবে আর্থিক উন্নতি করবার জন্য, সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের জন্য করা হয়েছে এবং তার ব্যয়ের অংশ যে ভাবে তুল্লে পর একটা জাতির পক্ষে কল্যাণকর হয় সেই ভাবে তোলা উচিত এবং সেদিক থেকে আমরা বিবেচনা করে দেখেছি যে এটা অসম্ভব নয়। একথা আমরা কেউ অবাস্তব ভাবে বলি না যে, যে খরচ হবে সে খরচের টাকা দেওয়া হবেনা। আপনারা যে লোন করেছে সেই লোন পরিশোধ করতে হবে না, আমরা কেবল বলছি টাকা কোথা থেকে আসবে? আমরা হিসাবে দেখছি যে ১৯৫৯-৬০ সালে বিদ্যুৎ বিক্রী করে ৫ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে এবং ১৯৬০-৬১ সালে বিদ্যুৎ বিক্রী করে ৭ কোটি টাকা পাবেন বলে ধরেছেন—এখনও অনেক বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়নি, হলে আরো বেশি হবে। সেখানে দেখা উচিত মূল আয় কোথা থেকে হতে পারে এবং আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে আগে ঐ আসানসোল কোনও কোলিয়ারীর মালিকরা সব

নিজেদের পাওয়ার হাউস মেন টেনকর তেনপ্রচুর টাকা খরচ করে। বার্ন কোম্পানীকেও রখেতে হত—লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা তাঁরা লাভ করতেন এবং নিজেদের পাওয়ার হাউস মেনটেন করতেন কিন্তু তাঁরা এখন সস্তায় বিদ্যুৎ নিতে পারছেন। কোলকাতার মানুষের উপর বাস ট্রামের ভাড়া ১ নয়া পয়সা না বাড়িয়ে যদি তাদের কষ্ট এক নয়া পয়সা বাড়াতেন তাহলে অনেক টাকা তোলা যেত এবং আমরা হিসাব করে দেখেছি ইরিগেশনের জন্য যেটা রিয়েল কষ্ট হয় সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট কষ্ট ২০ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা এবং যে টাকা সমস্ত য়্যালটমেণ্ট করা হচ্ছে সেচের ক্ষেত্রে কষ্ট হিসাবে সেটা হচ্ছে ৯লক্ষ ২৮ হাজার টাকা —সব মিলিয়ে ৩০ লক্ষের কিছু উপর। সেদিক থেকে ডি, ভি, সি এলাকায় যা ছিল অন্ততঃ দামোদরের পুরানো ক্যানেল এলেকায়, ৫৷৷০ যদি রাখেন এবং শেষ পর্যন্ত খরিফ ৯ লক্ষ ৭০ হাজারের মত একরে জল দেন তাহলে তা থেকে ৫০ লক্ষ টাকার মত উঠে আসতে পারে। অতএব আপনাদের মেন্‌টেনান্স অপারেসন ইত্যাদি সমস্ত কষ্ট উঠে আসে কিন্তু তা না করে সেই জায়গায় ১২৷৷ র কথা বলছেন। এখানে বরাবর এরকমভাবে প্রচার করা হচ্ছে যে আমরা তো আইন পাশ করিনি ১২৷৷০ কে ১৫ টাকা। আমরা তো নোটিশ দিয়েছি ৭৷৷০ টাকা, ৯ টাকা বল্লেন আগামী বৎসরে। কিন্তু কেমন করে আপনাদের বিশ্বাস করবো ? এখানে এরকম ভাবে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন ময়ুরাক্ষীর ব্যাপারে যে আইনে উর্দ্ধসীমা ১০ টাকা করে দেয়া হচ্ছে কিন্তু আমরা সেটা করবো না। সেখানে কি করেছেন ৭৷৷০, ৭৸০, ৯৲ ১০ টাকা উর্দ্ধসীমায় গেছেন। তেমনি আপনারা আসেন আস্তে আস্তে এখানেও উঠবেন—৭৷৷ টাকা থেকে ৯ টাকা এবং ১২৷৷ টাকা করবেন। ময়ুরাক্ষীর অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি ৬৷৷০, ৭৸, ৯৲ তার পরে ১০ টাকা করেছেন। কাজেই মানুষ আপনাদের কি করে বিশ্বাস করবে যে এই ১২৷৷ টাকা পর্যন্ত করবেন না এবং তা থেকেও ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার বেশি হয় না।

কোণ্ডার কমিটি বলেছেন ৩ লক্ষ একর দূরের কথা ১ লক্ষ একরের বেশী নয় এবং তাছাড়া রবি প্রভৃতি ক্রপ যেমন আখের জন্য একরকম জল লাগে আবার আলুর জন্য আর একরকম লাগে বিভিন্ন ধরণের চাষের প্রথা যদি পপ্টান না যায়, এক জায়গায় যদি সেরকম চাষ না হয়, সেরকম ফিল্ড চ্যানেল না থাকে তাহলে রবির দিক থেকে ভয়ানক অসুবিধা হয়। সেচের দিক থেকে রবি বাড়তি ক্রপ করে চাষীর অবস্থার উন্নতি হতে পারত, তা হবার সম্ভাবনা নেই। সে দিকে জল বেশি দিতে পারেন, এ ব্যাপারে কতখানি ইউটিলাইজেসান হবে তাতে গভীর সন্দেহ আছে। খরিফের ক্ষেত্রে যদি ভাল বৃষ্টি হয় তাহলে জলের প্রয়োজন নেই, জলে বরং ক্ষতি হয়। অথচ এখন পর্য্যন্ত ইন্ দি ইয়ার অফ ড্রাফট আপনাদের এই ডি, ভি, সি, সিষ্টেমের ভিতর দিয়ে জল দেবার কোন গ্যারাণ্টি নেই। দি অনলি থিং আপনারা অন্ততঃ পক্ষে একটা গ্যারাণ্টি এগেইন্‌ষ্ট ড্রাফট দিতে পারতেন তাহলে চাষীদের অনেক উপকার হত। কিন্তু আপনারা এখনও পর্যন্ত এই সিষ্টেমের ভিতর দিয়ে গ্যারাণ্টি এগেইন্‌ষ্ট ড্রাফট দিতে পারেননি। শুধু ১৯৫৮ সালের অভিজ্ঞতায় কেন যে কোন বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে খরিফের দিক থেকে কোন গ্যারাণ্টি আপনারা দিতে পারেন নি। এই যে ইরিগেশান এটা ডিফেক্‌টিভ ইরিগেশান। আপনারা ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিস্ট দের কাছ থেকে সমস্ত কষ্ট গুলি নিতে পারেন এবং বাই প্রোডাক্টস হিসাবে দরিদ্রতম ১৷৷ টাকার মানুষের ধান ১২৷৷ টাকা বলেছেন। আপনারা তার খরচ ধরেছেন ? এখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারেন যে শতকরা ৯০ ভাগ চাষীর অবস্থা উন্নত হয়েছে ? বরং অবস্থা তাদের আরও

খারাপ হয়েছে। সেজন্য কত ধান কততে বিক্রি করলে—মোটামুটিভাবে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে কিনা সেটা আপনাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। সে দিক থেকে জোর করে বলতে চাই যে অন্ততঃ পক্ষে আপনারা এই যে একটা ভীষণ পথ নিয়েছেন এ পথ নেবেন না। মানুষ আন্দোলন করে তার বাঁচার আগ্রহে। যে সমস্ত মানুষ তাদের স্ত্রী পুত্র নিয়ে ঘর সংসার করে তারা শুধু আনন্দের জন্য আন্দোলন করে না, বাঁচার তাগিদে আন্দোলন করে। আপনারা যদি বাধ্য করেন তাহলে আন্দোলন হবে যেমন বীরভূমে আন্দোলন হয়েছে, তেমনি বর্ধমানেও হবে। যদি আপনারা আগুন জ্বালাতে চান তবে সেই অগুন জ্বালাবার আগে একবার ভেবে দেখবেন।

Shri Mihirlal Chatterjee .

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সেচমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর তথ্যপুর্ণ বিস্তৃত বিবরণী আমাদের সামনে পেশ করেছেন। তার যত তথ্যই তিনি পরিবেশন করুন না কেন এবং এই কয়েক বছরে সেচ বিভাগে যত টাকা খরচ করার হিসাব তিনি আমাদের সামনে পেশ করুন না কেন, একথা সত্য যে, সেচ বিভাগের কাজের ফল গত কয়েক বছর যাবৎ আমরা পশ্চিমবংগে যা দেখতে পাচ্ছি তা অত্যন্ত শোচনীয়। ১৯৫৬ এবং ১৯৫৯ সালে যে ভয়াবহ বন্যা হল এবং যার ফলে পশ্চিমবংগের ১০টি জেলা নানাভাবে বিধ্বস্ত হল, তাতেই বোঝা যায় সেচ বিভাগের কাজের ফল কতখানি শোচনীয়। তাছাড়া এই কয়েক বছর যাবৎ পশ্চিমবংগের জমিতে খাদ্য উৎপাদনের যে পরিচয় আমরা পাই সেটাও সেচ বিভাগের চরম ব্যর্থতার পরিচায়ক। ময়ুরাক্ষী, কংসাবতী প্রভৃতি বড় বড় পরিকল্পনার কথা আমরা অনেক দিন থেকে শুনে আসছি। এই সকল পরিকল্পনার মাধ্যমে যদি জমিতে বারমাস বেশী পরিমাণ সেচের জল পাওয়া না যায় এবং জমিতে যদি বেশী পরিমাণ ফসল উৎপন্ন না হয় তাহলে সেচ বিভাগের কাজকে ব্যর্থতা ছাড়া আর কি বিশেষণে আমরা অভিহিত করতে পারি? বছরের পর বছর বাংলাদেশে আমরা খাদ্যাভাব দেখে আসছি। গত ৩।৪ বছর যাবৎ ৩৯ লক্ষ টন, কি ৪০ লক্ষ টন, কি ৪১ লক্ষ টনে আমাদের খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ সীমাবদ্ধ রয়েছে, অথচ ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনা শেষ হয়েছে, দামোদর ভ্যালি পরিকল্পনা শেষ হয়েছে—সেচ বিভাগের জন্য প্রচুর পরিমাণে টাকা খরচ করা হচ্ছে।

[10—10-10 a.m.]

এ সত্বেও যদি আমাদের সেচমন্ত্রী মহাশয় এই কথা বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে চান যে, সেচ বিভাগ যথেষ্ট করেছে, সেচ বিভাগের যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে সেটা অত্যন্ত দুঃখের কথা আফশোষের কথা। গত কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা দেশের ফসল উৎপাদন বিন্দুমাত্র বাড়েনি, বিন্দুমাত্র বাড়েনি বললে হয়ত ভুল হবে উল্লেখযোগ্যভাবে মোটেই বাড়েনি। না বাড়ার কারণ কি?বৃহৎ নদী পরিকল্পনা যেগুলি করা হয়েছে সেই সকল পরিকল্পনার জল সেচের উদ্দেশ্যে আশানুরূপ ব্যবহৃত হচ্ছেনা। যে পরিমাণ আশা করা গিয়েছিল কিংবা যে পরিমাণে আমাদের কাছে জয় ঢাক বাজিয়ে সরকার ঘোষণা করে ছিলেন, বাস্তবে তা হচ্ছেনা। গত দুবৎসর রাজ্যপাল মহোদয়া যে ভাষণ আমাদের সামনে দিয়েছিলেন তাতে ময়ুরাক্ষী এবং দামোদর পরিকল্পনায় সেচের জল কি পরিমাণ জমিতে দেওয়া হচ্ছে তার হিসাব আমরা পেয়েছিলাম। কিন্তু এবারকার রাজ্যপালিকার অভিভাষণে আমরা কোথাও শুনতে পেলাম না এই বৃহৎ নদী পরিকল্পনাগুলি থেকে কি পরিমাণ জমিতে সেচের জল পশ্চিমবংগে

সরবরাহ করেছেন। গেল দুবছরের মধ্যে সেচের জল সরবরাহের কোন উন্নতি হয়নি। যদি বিশেষ কোন উন্নতি হত তাহলে রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে সেকথা উল্লেখ করতেন। মাত্র আজ মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅজয়বাবুর মুখ থেকে আমরা শুনতে পেলাম ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় ৪'৩ লক্ষ একর জমিতে নাকি জল দেওয়া হবে। গেল বছর মাত্র ৩'৬ লক্ষ একর ধানের জমিতে জল দেওয়া হয়েছে। গত বছরও আমি বলেছিলাম, এবছরও একথা বলবো যে ময়ূরাক্ষী এবং দামোদর নদী পরিকল্পনা প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ নদী পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে বাংলাদেশে যে পরিমাণ জল সরবরাহের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল, সরকার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি শোচনীয়-ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই মনে হয় এই সকল বৃহৎ পরিকল্পনার মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও কোন ক্রটি আছে যার জন্য যে পরিমাণ জল সরবরাহের কথা সরকার সে প্রতিশ্রুতি পালন করতে পাচ্ছে না। এই জল সরবরাহের যোগ্যতার অভাব সম্বন্ধে ভাল রকমে বিবেচনা করবার এবং অনুসন্ধান করবার সময় এসেছে। সরকারের কাজ কিভাবে চলে বিশেষ করে এই সেচ বিভাগের কাজ কিভাবে চলে, কেন প্রতিশ্রুতি মত জল সরবরাহ করা যাচ্ছে না, কেন জলের অভাব, কেন ফসলের উৎপাদন বাড়েনা, কি করলে জল সরবরাহ আরও বেশী করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেচ বিভাগে কাজ কেবলমাত্র সরকারী কর্ম্মচারী দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত হয়, বিরোধী পক্ষের সদস্যরা মাঝে মাঝেও তাদের অভিমত প্রকাশ করবার বা সহযোগিতা করবার সুযোগ সুবিধা পায় না। জলসেচের ন্যায় একটা গুরুত্বপুর্ণ কাজ সম্পর্কে একদিকে সরকারী দপ্তর ও সরকারী বিভাগ এবং অন্যদিকে বিরোধী পক্ষের সদস্যদের মধ্যে যদি সহযোগিতার অভাব দেখা যায়, তাহলে অসংখ্য বৃহৎ বৃহৎ নদী পরিকল্পনা সফল করবার জন্য যে পরিমাণ টাকা খরচ করা হচ্ছে সে পরিমাণ টাকার পুর্ণ সদ্ব্যবহার আমরা কোনদিন করতে পারবো না। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা হওয়ার পর ৬ বছর অতীত হয়েছে। সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল ৬ লক্ষ একর জমিতে খরিফ শস্যের জন্য জল দেওয়া হবে। রাজ্যপালের ভাষণে শুনেছিলাম গত বছর যে মাত্র ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার একরে জল দেওয়া হচ্ছে। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল ১ লক্ষ ২০ হাজার একর জমিতে রবিশস্যের জল দেওয়া হবে। মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনবার প্রত্যাশা করেছিলাম যে তিনি হয়ত তথ্য দিয়ে বলতে পারবেন ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় ১ লক্ষ ২০ হাজার রবিশস্যের জন্য জল দেওয়ার যেখানে কথা ছিল সেই জায়গায় কি পরিমাণ জল রবিশস্যের জন্য এ বছর দেওয়া হবে।

আমার যতটুকু জানা আছে, আমি যতটুকু অনুসন্ধান করেছি—তাতে দু-হাজার একর জমিতেও রবিশস্যের জন্য দেওয়া সম্ভব হবে না। সভার প্রতিশ্রুতির তুলনায় দু-পারসেণ্ট জমিতেও রবিশস্যের জন্য জল দেওয়া হবে না। বৃহৎ বৃহৎ পরিকল্পনা করে দু বার যদি ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে এই সমস্ত বড় বড় পরিকল্পনার জন্য টাকা খরচ করে লাভ কি? বৃহৎ পরিকল্পনায় সেচের জল জমিতে সরবরাহ করা হবে এবং সেখানে দু'তিনবার চাষীরা ফসল উৎপাদন করবে, দেশের শস্যসম্পদ বৃদ্ধি পাবে এই হচ্ছে বৃহৎ পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু যেখানে ১ লক্ষ ২০ হাজার একর জমিতে রবিশস্যের জন্য জল দেওয়া হবে বলে পরিকল্পনা করা হল, শেষে মাত্র দু-হাজারের বেশী একর জমিতে জল দেওয়া হল না, তাহলে বুঝতে হবে এরচেয়ে শোচনীয় ব্যবস্থা আর কি হতে পারে। এত গেল জল সরবরাহের কথা। ময়ূরাক্ষী, দামোদর কিম্বা কংসাবতীর জয়ঢাক পেটান হচ্ছে—সরকার পক্ষ থেকে। কিন্তু কেবল মাত্র ময়ূরাক্ষী, দামোদর কিম্বা কংসাবতী প্রজেক্ট

এর দ্বারা বাংলাদেশের সব অঞ্চলে জল সেচন বা ফসল উৎপাদনের জল সরবরাহ ব্যবস্থা কি সম্পন্ন হবে ? আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগণা, হওড়ায় এবং উত্তর বঙ্গের জেলাগুলিতে জল সরবরাহের জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন ? স্যার, আমি কয়েকদিন আগে উত্তর প্রদেশের ফাইনান্স মিনিষ্টারের একটা বক্তৃতা পড়ছিলম, তাতে তিনি বলেছেন ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে উত্তর প্রদেশে ৬,৪০০টি টিউবওয়েল বসানব কাজ সম্পন্ন হবে, ইতিমধ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ উত্তর প্রদেশে টিউবওয়েল মারফৎ জল সেচের ব্যবস্থা চলে আসছে। আবও টিউবওয়েলের সংখ্যা বাড়িয়ে, অর্থাৎ ৬,৪০০টি এক বৎসরে অতিরিক্ত স্থাপন করে সমস্ত উত্তর প্রদেশে বিভিন্ন এলাকায় সেচের জল সরবরাহ করা হবে। কি গৌরবময় কাজের পরিচয়। আর আমাদের পশ্চিম বাংলায় জল সেচের কি পবিচয় আমরা পাই ? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ বিভাগ কিম্বা কৃষি বিভাগ মাঠে জল সবববাহের জন্য কোথাও দু একটা টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করেছেন কি ? কোথাও সেচের জন্য টিউবওয়েল কবা হয় নি। সেদিন আমরা মিনিষ্টার শ্রীতরুণ কান্তি ঘোষ মহাশয়ের কাছ থেকে শুনলাম সেচ ও কৃষি বিভাগেব মাধ্যমে জল সরবরাহের নুতন ব্যবস্থা বাংলাদেশের জমিতে হবে। কিন্তু আমি জানি কয়েক বৎসর পুর্বে বাংলাদেশের কয়েকটা জায়গায় কয়েকটি টিউবওয়েল স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু শুধু ইলেক্‌ট্রিসিটির অভাবে সেগুলি অচল হয়ে আছে। স্যার, আমি মনে করি বাংলাদেশের যাবতীয় কাজে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বা বিরোধ যতই থাকুন না কেন, এবিষয়ে সকলেই সম্পূর্ণ একমত যে, খাদ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সেচের ব্যাপারে সর্ব্বদলীয় একটা যোগাযোগ, সহযোগিতার পথ আবিষ্কার করা উচিত। যদি সেই পথ আবিষ্কার করতে সরকার ব্যর্থ হন বা করতে না চান, তাহলে সরকার বাংলাদেশের খাদ্যোৎপাদন ব্যাপারে মহা সর্বনাশ সাধন করবেন। কারণ কয়েক বৎসর যাবৎ দেখা যাচ্ছে—বাংলাদেশ খাদ্য ব্যাপারে ডেফিসিট, উড়িষ্যার কাছে, মধ্য প্রদেশের কাছে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বছর বছর উঞ্ছবৃত্তি করতে হচ্ছে। এই উঞ্ছবৃত্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে সর্বপ্রযত্নে ফসল উৎপাদন প্রধানতম কাজ। এই ফসল উৎপাদন বাডানর একট প্রধান উপায় হিসাবে কৃষির জন্য জল সরবরাহ করতে হবে। কৃষির জন্য জল সরবরাহের ব্যাপারে সরকারকে বিরোধী পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করবার পথ আবিষ্কার না করেন তা'হলে আমার মনে হয় বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে যে দুরবস্থা তার প্রতিকার দুঃসাধ্য।

[10-10—10-20 a.m.]

স্যার, সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট যা আমাদের এখানে পেশকরা হয়েছে, তা যখন পড়ছিলাম—তখন দেখতে পেলাম—এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে পুলিশের জন্য ১০ লক্ষ টাকা আরো বেশী বরাদ্দ করা হয়েছে এবং মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে। সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে জেলেলের জন্য সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা বেশী চাওয়া হয়েছে। এই সাপ্লিমেণ্টারি বাজেটে জেনারেল এডমিনিষ্টেশন এর জন্য আরো সাড়ে দশ লক্ষ টাকা বেশী চাওয়া হয়েছে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে দেখলাম এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে আমাদের মন্ত্রী অজয় বাবুর সেচ বিভাগের জন্য এবং তরুণ বাবুর এগ্রিকালচারের জন্য কোন অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন নাই। তাঁদের একবার যে টাকা দেওয়া যায়, তাতেই তাঁদের বিভাগ সন্তুষ্ট, সেই টাকা তাঁরা সম্পূর্ণ খরচ করতে পারেন না। অতিরিক্ত টাকা তাঁদের প্রয়োজনে আসে না, অথচ এই বিধান সভা এগ্রিকালচার এবং ইরিগেশন এই দুটো বিভাগের জন্য—টাকা খরচ করবার মঞ্জুরী দেওয়ার জন্য বিশেষ আগ্রহ আছে। বিরোধী

পক্ষে এমন কোন লোক নাই—যে লোক চায় না আরো বেশী পরিমান টাকা সেচ বিভাগে দেওয়া হোক, আরো বেশী টাকা কৃষি বিভাগে দেওয়া হোক। দুঃখের বিষয়, যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটটা আমরা সোমবার হয়ত পাশ করবো, সেই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে একপয়সাও এই দুই বিভাগের জন্য বরাদ্দ নেই। তার কারণ মন্ত্রীরা কোন টাকা চান নাই। এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কি হতে পারে। স্যার, আমি বিশেষ করে আর একটা কাজের কথা বলতে চাই। সে কথা হচ্ছে ট্যাক্স সংক্রান্ত। মাননীয় মন্ত্রী অজয় বাবু বলছেন ইরিগেশন ট্যাক্স ১০৲ টাকা ময়ূরাক্ষীতে হবে, সাড়ে বার টাকা দামোদরভ্যালীতে হবে, আর চার সাড়ে চার টাকা অন্যান্য এলাকায় তাঁরা ধার্য্য করবেন, আদায় করবেন। এই টাকা ট্যাক্স দিতে আপত্তি নাই। আপত্তি হচ্ছে কখন থেকে তা আদায় করা হবে। যতক্ষণ সেচের জল প্রচুর পরিমাণে সরকার সরবরাহ করতে না পারছে, যতক্ষণ সেই জলের সদ্ব্যবহার করবার আগ্রহ সরকার বৃদ্ধি না করতে পারছে, যতক্ষণ সেই জলের সদ্ব্যবহার করবার আগ্রহ সরকার বৃদ্ধি না করতে পারছে না, যতক্ষণ সেই জলের দ্বারা দেশে ফসলের উৎপন্নের পরিমাণ না বাড়ছে, ততক্ষণ সেই জলের অত্যধিক ট্যাক্স আদয়ের জন্য মানুষের ধৈর্য্যকে চরম সীমাতে নিয়ে যাওয়া অসমীচীন। ময়ূরাক্ষীতে ৬৲ ৭৲ টাকা, ৮৲ টাকা, ৯৲ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৩৲ টাকা সরকার ট্যাক্স করেছেন। তাতে লাভ হয়েছে কি? ১০৲ টাকা ট্যাক্স ধার্য্য করে ইরিগেশনের জন্য জল নেবার প্রবৃত্তি কি বাড়াতে পেরেছেন? ১ লক্ষ ২০ হাজার একর জমিতে জল দেওয়ার কথা ছিল—রবিশস্যের জন্য, সেখানে ২ হাজার একর জমিতে পর্য্যন্তও আপনারা জল দিতে পারছেন না। এই রকম ট্যাক্স ধার্য্য করে লাভ কি? ট্যাক্স দাবী করেই বা লাভ কি? এই রকম ট্যাক্স প্রত্যাশা করে লাভ কি? গেল বারে বলেছিলাম আগে মানুষকে জল ব্যবহার করবার অভ্যাস সৃষ্টি করতে দেওয়া হোক্, আগে জল ব্যবহার দ্বারা মানুষের আর্থিক উন্নতি হোক্। তারপর যে পরিমাণ ট্যাক্স প্রয়োজন হবে আমার বিশ্বাস, আর্থিক উন্নতি হলে মানুষ ও সেই পরিমাণ ট্যাক্স জোগাবেই জোগাবে।

আমি একটা কাটমোশনের নোটিশ দিয়ে ছিলাম এবার। বিনয় বাবুর বক্তৃতার পরে একথা সরকারকে একটা অনুরোধ করতে চাই। কাটমোশনএ ছিল

"For reducing the water rate by 50 per cent for the last year of the Second Five Year Plan and for the whole period of the Third Five Year Plan to give incensive for intensive production"

আর একবছর মাত্র বাকী সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ারস প্লান শেষ হবার। তারপর আবার থার্ড ফাইভ ইয়ারস প্লান আসবে। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা সরকার করেছেন, দামোদর ভ্যালী হয়েছে, কংসাবতী হতে চলেছে, কিন্তু ফসলের উৎপাদন সরকার একটুও বাড়াতে পারেন নি। এদেশের ফসল উৎপাদনের কাজে কি করা উচিত ছিল না ছিল, সে কথা সরকার ভাল করে বিবেচনা করুন। কারণ আপনারা যদি জলের রেট না কমান তাহলে মানুষকে জল নেওয়াতে পারবেন না এই প্রমাণ হয়ে গিয়েছে এই ৬ বৎসরে। সরকার ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা করেছেন কিন্তু লোককে জলনেবার আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেন নি। আবার এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আসছে, তবুও আপনারা লোকের মধ্যে জলনেবার আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারবেন না। এবং তা যদি না পারেন তাহলে উচ্চহারে জলের ট্যাক্স ধার্য্য দ্বারা সরকারের রেভিনিউ নষ্ট করে লাভ কি এবং ভবিষ্যতে যে ফসল উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে সেটাকেই বা নষ্ট করে লাভ কি। সেই জন্য আমি মন্ত্রী অজয় বাবুকে বলি যে, জেদ ও গোঁর পরিচয় যেন না দেন। সে পরিচয়

দেবার সময় পরে আসবে। ৫ বৎসর পরে তিনি যেমন ইস্যুট্যাক্স যেন করেন, ১০ টাকা ট্যাক্স যা আইনে করা আছে তার ব্যবস্থা তখন যেন করেন। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তিনি জলের ব্যবহার সম্বন্ধে লোককে উৎসাহিত করতে না পারেন, যতদিন পর্য্যন্ত তিনি উল্লেখ যোগ্য ভাবে জমিতে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি না করাতে পারেন, ততদিন পর্য্যন্ত এই ট্যাক্সের বাধা সৃষ্টি করে, এই বড় বড় পরিকল্পনা গুলিকে যেন ব্যর্থ না করা হয়। এই ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার জন্য, দামোদর ভ্যালি পরিকল্পনার জন্য দরদ তাঁর যতখানি আছে, সরকারী কর্মচারীদের যতখানি আছে, সেই দরদ বিরোধী পক্ষের লোকেদের কোন অংশে কম নেই। বিরোধী পক্ষের লোকেরাও চায় যে এই জলের সৎ ব্যবহার পুর্ণ ভাবে হোক। যে সব সেচ পরিকল্পনা করা হয়েছে তার দ্বারা মাঠে যে পরিমান জল দেওয়া দরকার সেই পরিমানে জল দিয়ে—সেখানে একবার মাত্র ধানের ফসল নয়—২।৩ বার ফসল উৎপাদন করার যে সম্ভাবনা আছে। সেই স্বাভাবিক সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করা হোক। এবং তার পর মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই দেখবেন যে, আইনে সর্বোচ্চ যে জলকরের ব্যবস্থা আছে, সেই পরিমান জলকর দিতে মানুষ নিজে থেকেই প্রস্তুত হবে। স্যার, আমি অন্যান্য জেলার পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। বাংলা দেশে বহু জেলা রয়ে গিয়েছে সে সমস্ত জেলায় সেচের জন্য মাঠে জল সরবরাহ করবার কোন ব্যবস্থা নেই। সেই সমস্ত জেলা, এই জন্যচিরকালই ফসল উৎপাদনের দিক দিয়ে কিম্বা আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির দিক দিয়ে পশ্চাতে থেকে যাবে? তাদের ভবিষ্যৎ কোথায়? কেবল ময়ূরাক্ষীর কথা শুনালে, দামোদরের পরিকল্পনার কথা শুনালে, ফারাক্কার কথা শুনালে, কংসাবতীর কথা শুনালেই সেই সব জেলাবাসীর মন ও আকাঙ্খা কখনই শান্ত করাতে পারবেন না। তাদের অঞ্চলে সেচের যে সম্ভাবনা আছে, সেই সব অঞ্চলের নদী, নালা, খাল, বিল—যেখানে গ্যারেজ করার সম্ভাবনা নেই—সংস্কার করার যথেষ্ট পরিমান সম্ভাবনা আছে। মুর্শিদাবাদ জেলা, নদীয়া জেলা, মেদিনীপুর জেলায়, কোন জেলাতেই এর সম্ভবনা কম নেই। কারণ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে চাই যে, সরকারের প্রচেষ্টা ছাড়াও স্থানীয় সাধারণ লোকের চেষ্টায় লিফ্‌ট ইরিগেশনের দৃষ্টান্ত বীরভূম জেলায় যা আমি দেখেছি, তা বাংলা দেশে এ পর্য্যন্ত আর কোথাও দেখিনি। নীচে থেকে জল তুলে উপরের উঁচু জমিতে সেচন করবার ব্যবস্থা করেছে বিনা সরকারী সাহায্যে, সাধারণ মানুষ নিজেদের টাকা দিয়ে করেছে। ৪ হাজার একর জমিতে লিফ্‌ট ইরিগেশনের ব্যবস্থা করতে আমি দেখেছি। জনসাধারণ, গ্রামের লোকের কাছ'থেকে চাঁদা হিসাবে বিঘা প্রতি ৪৲ টাকা করে নিয়ে সেই টাকা দিয়ে নিজেদের চেষ্টায় ইলেকট্রিক পাম্প কিনে তারা ৪ হাজার একর জমিতে সেচের চেষ্টা করছে এবং সে চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল করেছে। সরকারের টাকা তারা পায়নি এবং নেয় নি। তবু আমি একথা নিশ্চয়ই বলবো, সগৌরবে স্বীকার করবো, স্থানীয় ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্ট এই ব্যাপারে সহযোগিতা না করলে সেই কাজ সফল ও সম্পূর্ণ হোত না। আর একটা কথা স্বীকার করবো যে ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এই পরিকল্পনাকে সাহায্য করবার জন্য যদি ইলেকট্রিসিটি না দিত তাহলেও নিশ্চয়ই এই কাজ কখনও সম্ভবপর হোত না। ইরিগেশনে ডিপার্টমেণ্ট এর কাছ থেকে জনসাধারণ কোন টাকা নেয়নি।

[10-20—10-30 a.m.]

ইলেক্‌ট্রিসিটি বোর্ড এর কাছে জনসাধারণ টাকা চায়নি, নগদ ১টা পয়সাও প্রত্যাশা করেনি—তারা নিজেদের চেষ্টায় ৪ হাজার বিঘা জমিতে সেচের ব্যবস্থা করেছে। যদি একটা

জেলায় এই জিনিষ করা সম্ভবপর হয় তাহলে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলায় সম্ভব কেন হবে না? মন্ত্রীমহাশয় তার জন্য চেষ্টা করেননি কেন? যদি তিনি বলেন সেসব কাজের জন্য টাকা দরকার, এত টাকা নাই—হয়ত সত্যি কথা। আপনাদের বিভাগের যে রাজস্ব তা থেকে এখনই জায়গায় লিফ ট ইরিগেশন এর করা সম্ভব নয়, তবে দুই একটি জেলায় কাজ করে সরকার কেন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন না? লিফট ইরিগেশন এর দৃষ্টান্ত ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্ট কোথাও দেখাতে পারলেন না। অথচ বেসরকারী চেষ্টায় সাধারণ চাষীরা ৪ হাজার বিঘা জমিতে প্রথম লিফট ইরিগেসন এর ব্যবস্থা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। এই কাজ বাংলাদশে সম্ভব হয় যদি সরকার সক্রিয় চেষ্টা করেন ও উদ্যোগী হন। কত জায়গায় কতভাবে সরকারী টাকা অপব্যয় হয় ঠিকঠিকানা নাই। এসব অপব্যয় বন্ধ করার জন্য সরকার চেষ্টা করেন না কেন? বিধান সভায় বিভিন্ন খাতে আলোচনা প্রসঙ্গে টাকা অপব্যয়ের কাহিনী এখানে বহু ব্যক্ত হয়, সরকার চেষ্টা করলে ২।৪ কোটি টাকা বাঁচান অসম্ভব নয়। এই অপব্যয় বন্ধ করার জন্য সবকাব কি কখনো কোন কমিটি বসিয়েছেন, বিরোধী পক্ষেব সংগে যোগাযোগ করার জন্য কোন চেষ্টা কবেছেন? পশ্চিমবংগে সেচেব উন্নতিব জন্য, ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিরোধী পক্ষেব সদস্যদেবও যে দবদ ও মমতা থাকতে পারে একথা কি সবকার বিশ্বাস করেন না? লিফট ইবিগেশন ছাড়া বাংলাদেশে সেচ ব্যবস্থার উন্নতির আর কোন উপায় নাই। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগণা এবং উত্তববংগেব জেলাগুলিতেফ সল উৎপাদন বাড়াবাব একমাত্র উপায় লিফট ইরিগেশন। আজ ইলেক্ট্রিসিটি বিভিন্ন জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়ছে—সব জায়গায় হয়তো এখনো যায়নি, কিন্তু যেসব জায়গায় ইলেক্ট্রিসিটি গিয়েছে সেসব জায়গায় ইলেক্ট্রিসিটির মাধ্যমে জল তুলে সেচের ব্যবস্থা করে সেচ বিভাগ তো লোকের মনে উৎসাহও দিতে পারেন। যদি বেসরকারী সমবায় প্রথায় লিফট ইরিগেশন এর ব্যবস্থা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে, তাহলে সবকারেব পক্ষে কিছু না করার জন্য লজ্জার কথা আর কি হতে পারে? এবপব প্রশ্ন হল ড্রেনেজ সম্পর্কে—সব সকজায়গায় সেচের প্রয়োজনীয় না, জায়গায় বড় বড় নদী পরিকল্পনা চলে না। বাংলাদেশে বহু জায়গা আছে যেখানে সামান্য পরিমাণ জল নিকাশের ব্যবস্থা করতে পারলে বহু জমির ধান বাঁচতে পারে। গত বৎসর বন্যা হয়েছে ১৯৫৬ সালেও বন্যা হয়েছে, এসব বন্যায় সমস্ত বাঁধ ভেঙ্গেছে সেগুলি কি মেরামত করা হয়েছে? আমার নিজের জেলার কথা জানি এখনও পর্যন্ত বাঁধগুলি ভাঙ্গা অবস্থায় রয়ে গিয়েছে।—সেচমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জ্জী কি এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না যে, আগামী বন্যা আসার আগে এই ভাঙ্গা বাঁধগুলি মেরামত করা হবে? বন্যার কারণ ও তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ও বন্যা নিরোধের জন্য সেপ্টেম্বর মাসে একটা কমিটি হল, জানুয়ারী মাসে কাজ আরম্ভ করার কথা বলে আমি জানি। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা ইণ্টারিম রিপোর্টও পাওয়া যেতে পারে এই ইণ্টারিম রিপোর্ট এর পাবার পরে সেচ বিভাগের কর্ম্মচারীরা গবেষণা করবেন, কিন্তু এই গবেষণা করতে করতে আবার বন্যা আসবে, আবার বাঁধ ভাঙ্গবে, এবং জল নিকাশের ব্যবস্থা না থাকার জন্য মাঠের পাকা ধান নষ্ট হবে। আর মাননীয় শ্রীঅজয় মুখার্জ্জীর কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, যে সমস্ত বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছে সেই সমস্ত বাঁধগুলির মেরামতের কাজ যেন আগামী বন্যার আগেই শেষ করা হয়। একটা কথা শ্রীশিশির দাস মহাশয় আমাকে বলার জন্য বলছেন তাঁর এলেকা কম্পর্কে। মেদিনীপুরের পটাশপুর থানা এবং কেলেঘাই অঞ্চলে জল নিকাশের অভাবে ফসল নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় যেখানে ১ লক্ষ ২০ হাজার একরে জল দেবার

কথা রবিশস্যের জন্য সেখানে ২ হাজার একরের বেশী জমিতে জল দিতে পারেননি কৃষি ও সেচ বিভাগের মধ্যে ঐক্যমতের অভাবের জন্য। ডিপার্টমেণ্ট এ ডিপার্টমেণ্ট এ অসহযোগের জন্য বাংলাদেশের সর্বনাশ চোখের সামনে হতে যাচ্ছে। এখনো সময় আছে, বিরোধী পক্ষের মধ্যে যাঁদের ভালো লোক বলে মনে করেন তাঁদের সংগে পরামর্শ করে সেচ কার্য্যের জন্য সরকার সমবেত ভাবে চেষ্টা করুন।

[10-30—10-40 a.m.]

Shri Sasabindu Bera :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সেচ বিভাগের ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি নিম্ন দামোদর সম্পর্কে দু একটা কথা বলতে চাই। উপরের দিকে যাহোকনা কেন নিম্ন দামোদর এলাকা অর্থাৎ হাওড়া, হুগলী জেলা এই দামোদর ভ্যালি পরিকল্পনার ফলে যে অপূরণীয় ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা অস্বীকার করবার উপায় নাই। ১৯৫৬ এবং ১৯৫৯ সালে দামোদরের নিম্ন অঞ্চল হাওড়া জেলার দক্ষিণ অংশে যে বন্যা হয়ে গেল তার জন্য সরাসরি এই দামোদর ভ্যালি পরিকল্পনাকে দায়ী করা যায়। এই সমস্ত অঞ্চলের আশেপাশে, দামোদর রূপনারায়ণ ও হুগলী এই তিনটি নদী প্রবাহিত। ভাল জলনিকাশের সুযোগ থাকায় সেখানে এর পূর্বে প্রায় ৯০ বছরে এরকম মারাত্মক বন্যা হয়নি। দেখাযাচ্ছে যে এ বন্যার সুস্পষ্ট কারন ঐ দামোদরের জল। কেননা এই এলাকায় দামোদরের উপত্যকার ঢাল যেহেতু অত্যন্ত কম সেইহেতু সাধারণভাবে এই এলাকার নদীগুলির জল প্রবাহ খুব জোরালো হয না। এই এলাকায় জোয়ারের জল প্রবেশ করে বিপরীত মুখী একটা স্রোত প্রবাহিত হওয়ায় নদী থেকে পলি এসে জমে এবং তার ফলে এ জায়গায় নদীখাত উঁচু হবার সম্ভাবনা রয়েছে। জলের ধীর প্রবাহ যদি উপরের দিক থেকে নদী পথে আসে তাহলে খুব বেশী পরিমাণে সিল্ট জমা হয়ে নদীর তল অত্যন্ত উঁচু হয়ে যায় এবং সেটাই হয়েছে এই দামোদর ভ্যালি পরিকল্পনার দ্বারা। উপরের দিকে বাঁধ হওয়ার পর থেকে দামোদর ও রূপনারায়ণের নিম্নমুখী জলস্রোত ক্ষীণতর হয়েছে এবং দ্রুত পলি পড়ে এই দামোদরের তল এত উঁচু হয়েছে যে পূর্বে এর যতখানি জল বহন করবার ক্ষমতা ছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে। এবং যে হারে সিল্ট জমা হচ্ছে তাতে এখনই অনেক জায়গায় নদীতল পাশের জমি থেকে উঁচু হয়ে গেছে এবং আমাদের আশঙ্কা হয় যে, এই দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার জন্যই পার্শ্ববর্তী এলাকা যা এমব্যাঙ্কমেণ্ট দিয়ে ঘেরা রয়েছে—তার চেয়ে এই দামোদর ও রূপনারায়ণ নদীর তল আরও উঁচু হয়ে যাবে এবং তার ফলে দামোদর রূপনারায়ণের মধ্যবর্তী একটা বিস্তীর্ণ এলাকা নদীর তলদেশ থেকে নীচু হয়ে একটা বেসিন-এর আকারে পরিণত হবে এবং সেখান থেকে কোন দিনই কোন প্রকার ড্রেইনেজের সাহায্যে জল বের করা সহজ হবে না। অবশ্য ১৯৫৯ সালে যে বন্যা হয়েছে তার অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি যে আধুনিক কালে এমব্যাঙ্কমেণ্টগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে উঁচু ও মজবুত করা হয়েছে —কিন্তুতারদ্বারা সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।

হাওড়া জেলার সর্ব দক্ষিণাংশে শ্যামপুর, উলুবেড়িয়া ইত্যাদি অঞ্চলে যে বন্যাগুলি হল তার অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি যে খালের বাঁধগুলি ভেঙ্গে জল উপচে পড়ে বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। এবং মূল কারণ হচ্ছে যে নদীর তলদেশ উঁচু হবার ফলে তার জল বহন করবার ক্ষমতা নেই এবং নদীর জল খালের খোলা মুখ দিয়ে ঢুকে প্রবল জল চাপ সৃষ্টি করে বিপদ ঘটিয়েছে।

শ্যামপুর বাগনান এলাকায় কোন বন্যা এপর্য্যন্ত হয়নি আশেপাশে প্রবাহিত দামোদর, রূপনারায়ণ ও হুগলী নদী আছে বলে। কিন্তু এই নদীগুলি মজে গিয়ে আজ এই এলাকার সর্ব্বনাশ হচ্ছে। আজ এই ডি ভি সি-র জন্য দামোদর এবং রূপনারায়ণের যেঅবস্থা হচ্ছে তা আমাদের সকলের চিন্তার বিষয়। নিম্ন দামোদর, রূপনারায়ণ এবং হুগলী নদী সংস্কারের ব্যবস্থা যদি না করা যায় তাহলে নিম্ন দামোদর অঞ্চলে যে বিপদ আসছে এই খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হল তাকে ঠেকান যাবে না। আপনারা বলেন যে দামোদর ভ্যালির দ্বারা বন্যানিয়ন্ত্রণ অনেকাংশে সফল হয়েছে। কিন্তু আমি বলব যে তা যদি হ'ত তাহলে এইভাবে বন্যা হ'ত না। দামোদর ভ্যালি পরিকল্পনা যদি উপরের দিকে কিছু সহায়তা করে থাকে কিন্তু নিম্ন দামোদর এলাকায় যে আরও বেশী বিপদ ঘনিয়ে আসছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। বন্যা তদন্ত কমিটি যা বসেছে তাঁরা যে মতামত এ বিষয়ে দেবেন সে সব ভাল করে বিবেচনা করা দরকার। নিম্ন দামোদর ভাল করে সংস্কার করা দরকার। এই নিম্ন দামোদরের আশেপাশে যে সমস্ত খালগুলি আছে সেগুলির ও সংস্কার করে সেগুলির মুখে স্লুইস গেট করা দরকার। রূপনারায়ণ ও হুগলী নদীর মোহনা পর্য্যন্ত সংস্কার দরকার এবং নিয়মিত ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা দরকার। দামোদরের তল বেশী উঁচু হয়ে যাবার ফলে আশেপাশের মাঠে জল প্রবেশ করে। সুতরাং এই খালগুলিতে জলপ্রবাহ যদি সুনিয়ন্ত্রিত না করা হয় ফলে ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হয়। তার পর আর একটি কথা হচ্ছে যে ল্যাণ্ডরেভিনু এবং ইরিগেশন বিভাগের মধ্যে অনেকস্থলে নদীর এমব্যাঙ্ক খুলিরক্ষার অধিকার এই নিয়ে ঝগড়া রয়েছে। অর্থাৎ এখনও তাঁরা ঠিক করতে পারছেন না যে এইগুলি রক্ষা করার দায়িত্ব কার। উলুবেড়িয়া এবং শ্যামপুর এলাকায় বহু জায়গা ১৯৫৩ সালের বন্যায় ধুয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেগুলি আজ পর্যন্ত মেরামত করা হয় নি। এদিকে দৃষ্টি দেবেন যাতে বন্যার হাত থেকে এই বিস্তৃত অঞ্চলকে রক্ষা করা যায়।

Srimati Labanya Prova Ghosh :

খাদ্য সমস্যা, কৃষি সমস্যা, বেকার সমস্যার বহুলাংশ সমাধান নির্ভর করছে এই সেচ ব্যবস্থার সমাধানের ওপর। সকল জমির জন্য সারা বৎসর জলের ব্যবস্থা করতে পারলে অগণিত বেকারের হাত সারা বৎসর বহু কাজ পেতে পারে। কৃষিকে আজ আকাশ— নির্ভরতা থেকে মুক্তি দেওয়া ব্যবহারিক জীবনে সব চেয়ে বড়ো জাতীয় কর্ম্ম লক্ষ্য কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত বড় জাতীয় দায়িত্বের বিষয়ে সরকারী সচেতনতা আজ সবচেয়ে কম। যে প্রশ্ন জীবন মরণ সমস্যার সমতুল্য সেই প্রশ্নকে সকল রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের উর্দ্ধে রাখাই উচিত ছিল। কিন্তু গ্রামে গ্রামে ব্যাপক ক্ষেত্রে সেচের আয়োজনে যেটুকুও টাকা ছড়ানো হয়েছে তার অধিকাংশই দলীয় রাজনৈতিক লক্ষ্যেই ব্যয়িত হয়েছে। ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেচের উদ্দেশ্য ব্যর্থ এবং কাজ অবাঞ্ছিত ভাবে পণ্ড হয়েছে। আমরা জল পাই নি, গরীব জনসাধারণের অজস্র টাকা জলের মতোই অপচয় হয়ে গেছে। এই অপব্যয়ের সংগে আর একটি অবাঞ্ছিত ধারা চলেছে। সরকারী বিশেষজ্ঞের দল তাঁদের বিশেষজ্ঞতার দাবীতে জন জীবনের অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করে চলেছেন। আমাদের জেলায় কার্যকরী জলাধারের সংস্থা নির্ব্বাচন, গঠন ও প্রকৃতি বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে বুদ্ধি কুশলতারও পরিচয় পেয়ে থাকি সরকারী বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সেই বুদ্ধি কুশলতার পরিচয়ও আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাইনি। তার ফলেও দুর্নীতির কারণেও বহু সেচ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেছে তেমনি'

বিশেষজ্ঞতার এই বুদ্ধি বিভ্রান্তির জন্যও বহু সেচ-পরিকল্পনা ব্যর্থতার স্তূপে পরিণত হয়ে গেছে। আমাদের জেলার এর অজস্র উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের আজ কোন অভাব নেই। বিরাট জাতীয় অগ্রগতির জন্য যে জনসংযোগ আজ অপরিহার্য্য বিশেষজ্ঞতার আত্মাভিমান ও দুর্নীতির সুযোগের ক্ষেত্রের জন্য আজ সেই জন-সংযোগের কাম্য অবারিত পথকে রুদ্ধ করে রাখা হচ্ছে এই ব্যর্থতার মূল কারণ উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাব ও সুযোগ্য পরিচালনার দৈন্য। দেশের বিরাট এই সেচ ব্যবস্থাকে সমর্থক করতে হলে, বিকেন্দ্রিত কর্ম্মধারাতেই তা রূপায়িত করতে হবে। কাজের উপযোগিতার দিক থেকেও যেমন এর চাহিদা রয়েছে, তেমনি প্রতিকারহীন সরকারী অযোগ্যতার হাত থেকে সেচ ব্যবস্থাকে জনশক্তির হাতে প্রসারিত করে দেবার প্রয়োজনেও আজ এই বিকেন্দ্রিত কর্ম্মধারার দাবী রয়েছে। সবচেয়ে আজ বড়ো কথা এই যে, জাতীয় জীবনের সবচেয়ে এই জরুরী কর্ম্মব্যবস্থার প্রতিই যদি এহেন সরকারী ঔদাসীন্য ও বিভ্রান্তি হয় তবে আমাদের জন্য এই সরকার শাসন পরিচালনার কোন যোগ্যতা দেখাতে পারবেন শুনে আজ সকলকেই আশ্চর্য্যান্বিত হতে হবে যে, বঙ্গভুক্তির পর থেকে আমাদের জেলায় দীর্ঘ এই তিন বছরে আমাদের দিক থেকে বহু কার্য্যকরী বিশেষ স্বাভাবিক সম্ভাবনাপুর্ণ ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার বহু পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে সবের বিষয়ে আজও পর্য্যন্ত একটা তদন্তের ব্যবস্থাও হয় নি। অথচ এ সকল সেচ পরিকল্পনাগুলি জেলার ব্যাপক গণদাবীর ওপরই প্রতিষ্ঠিত। সেচের নৈসর্গিক সম্ভাবনাপুর্ণ স্বাভাবিক উৎসগুলিকে কার্য্যকরী করার কোন পরিকল্পনা সরকার নিজে থেকেও গ্রহণ করেন নি। পুষ্করিনী প্রভৃতির গতানুগতিক পরিকল্পনা যা গৃহীত হয়েছে তার প্রায় সবই যেমন অসম্পূর্ণ হয়েছে তেমনি তা যথার্থ সেচ পরিকল্পনারও অযোগ্য হয়েছে। জলাধার যদি উপযুক্তও হোত তবু কাজ সম্পূর্ণ হোত না। ভূমির গঠন প্রকৃতি অনুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থায় তাকে কৃষিক্ষেত্রে পৌঁছে দেবার, ছড়িয়ে দেবার, তাকে স্থায়িত্ব দান করবার পরিকল্পনাই সেচ পরিকল্পনার পুর্ণাঙ্গ পরিণতি। তাই, সমস্ত দায়িত্বে এবং বিষয়ের গুরুত্বে এই প্রশ্নকে না গ্রহণ করলে যে ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী—আজ তাই হচ্ছে।

[6-10—6-20 p.m.]

Shri Provakar Pal :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আমরা একটা গুরুত্বপুর্ণ জিনিষের আলোচনা শুরু করছি। পশ্চিমবংগের মত কৃষি প্রধান দেশে যে দেশেতে এখন পর্য্যন্ত খাদ্যের প্রচুর অভাব রয়েছে সেই দেশের সেচ বিভাগের যে একটা গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করার রয়েছে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের দেশ কৃষি প্রধান হওয়া সত্বেও এবং আমাদের ১২ বছর স্বাধীনতা ভোগকরা সত্বেও আজকে আমাদের কৃষি অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। কৃষি সমস্যা সমাধানের জন্য পশ্চিমবংগের কৃষি বিভাগ বিভিন্ন মাল্টিপার্পাস রিভার ভ্যালির মাধ্যমে, ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে জল দেবার জন্য যে পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করেছেন সেই জন্য আমি বাংলাদেশের সেচ মন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তবে একটা কথা আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে পরিকল্পনার মধ্যে ত্রুটি থাকায় জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৫৬ এবং ১৯৫৯ সালে পশ্চিমবংগের বুকের উপর যে বন্যা হয়েছে এই পরিকল্পনা তার জন্য অনেকাংশে দায়ী। সেচ পরিকল্পনায় যদি জল সেচনের সংগে সংগে জল নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকত তাহলে ১৯৫৬ এবং ১৯৫৯ সালের বন্যা পশ্চিমবংগের

বুকে আসত না। এ সম্পর্কে পশ্চিমবংগ সরকার যে ফ্লাড এনকোয়ারী কমিটি বসিয়েছেন এই কমিটি যদি ১৯৫৬ সালের বন্যার পর বসিয়ে তার তদন্ত করে পশ্চিমবংগে যাতে আর বন্যা না হয় তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতেন তাহলে ১৯৫৯ সালে যে বিধ্বংসী বন্যা হয়ে গেল তা সামগ্রিক-ভাবে না হলেও আংশিক ভাবে রোধ করা যেত। এ সম্পর্কে আমি যে জেলা থেকে এসেছি সেই জেলার কয়েকটি পরিকল্পনা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব দেব এবং তার সমাধানের কথা বলব। বর্ধমান বিভাগের অন্যান্য জেলাগুলির ন্যায় হুগলী জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত ভাগীরথী, দামোদর, দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ ও দামোদরের শাখা বলিয়া পরিচিত মুণ্ডেশ্বরী প্রভৃতি নদ ও নদীগুলি উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রাকৃতিক নিয়মে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। ইহা ব্যতীত এই জেলার অন্যান্য শাখানদী, খাল বিলের জলধারার গতিপথ সাধারণতঃ উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং স্থানে স্থানে তাহা পশ্চিম হইতে পুর্বে বিস্তৃত হইয়াছে। এই জেলার সমস্ত নদ-নদী ও খাল-বিলের জল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জেলার পুর্ব প্রাপ্ত ও হাওড়া জেলা দিয়া প্রবাহিত ভাগীরথীতে গিয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। এক কথায় হুগলী জেলার সমস্ত জল নিকাশনের গতিপথ ভাগীরথীমুখীন বলা চলে।

ভাগীরথী যাহা হুগলী জেলার সঞ্চিত জলরাশি ও নদীগুলির জলধারার মূল গতিপথ—সেই ভাগীরথীর ধীরে ধীরে নাব্যতা হ্রাস পাইয়াছে। ভাগীরথীর সঞ্চিত পলিমাটি উক্ত নদীগর্ভকে উচ্চতর করিতেছে অর্থাৎ গুরুত্বপুর্ণ নদীটি মজিয়া যাইতেছে। ইহার ফলে জেলার জলরাশিকে ভাগীরথী পুর্বের ন্যায় গ্রহণ করিতে পারিতেছে না; অপর দিকে জেলার অন্যান্য নদ-নদী ও খাল-বিলগুলি স্থানে স্থানে মজিয়া যাওয়ায় সেগুলিরও প্রবাহিত জলধারা বর্তমানে ব্যাহত হইয়াছে ও হইতেছে। এই সকল কারণে এই জেলায় বর্তমানে অতিবৃষ্টি ও বন্যার সময় প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন অঞ্চলে জলধারা নিষ্কাশিত হয় না ও হইতে পারে না, তার উপর সেই সময় ভাগীরথীর জলের চাপও বৃদ্ধি পায়। যাহার ফলে এই জেলার জনসাধারণ অসীম দুর্গতি ভোগ করিতেছে, শস্য উৎপাদন ব্যাহত হইতেছে ও শস্য হানি ঘটিতেছে। সেই জন্য এই সমস্যার মূল কারণ যাহা তাহার সমাধানকল্পে ভাগীরথীর নাব্যতা বজায় রাখিতে এবং তাহা প্রবাহমান রাখিতে ফরাক্কায় গঙ্গাবাঁধ নির্মান একান্ত প্রয়োজন। গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনা কার্যকরী না হওয়া পর্যন্ত এই মূল সমস্যার সমাধান হওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয়।

এই অবস্থার উপর হুগলী জেলার দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা যাহা দামোদর পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, সেই সব অঞ্চলে নুতন সেচখাল ও জল নিকাশনী খাল খনন করা হইয়াছে। বন্যা ও বর্ষার সময় সেগুলিতেও জল নিয়ম অনুসারে সরবরাহ করা হয় না ও নিষ্কাশিত হয় না। সেই জন্য অনিষ্কাশিত জলের চাপ জেলার বহুস্থানে বৃদ্ধি পায় এবং জেলা-বাসীগণের অবর্ননীয় দুর্গতির কারণ হইয়া উঠে। উপরোক্ত অবস্থা সমূহই হুগলী জেলার বিস্তৃত অঞ্চলে বিধ্বংসী বন্যা ও তাহার তাণ্ডবলীলার কারণ বলিয়া আমরা মনে করি। জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদীগুলির কোন কোন নদীর কোন কোন স্থানে মজিয়া জমিতে পরিণত হইয়াছে বা স্বতন্ত্র পুষ্করিনীরূপে ব্যবহৃত হইতেছে; সেই সকল স্থান খনন পুর্বক নদীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া সেই সকল নদীকে স্বাভাবিক ধারায় প্রবাহমান করিতে হইবে।

এই জেলার আরামবাগ মহকুমা অঞ্চলের সমস্যা ভিন্নধরনের। সেই সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। আরামবাগ মহকুমার গ্রামাঞ্চল দামোদর পরিকল্পনার সেচ বহির্ভুত এলাকা হওয়ায় সেখানকার অবস্থা আরও সংকটজনক। দামোদর ও রূপনারায়ন নদ আরামবাগ

মহকুমার মধ্যে দিয়াই প্রবাহিত। মূল দামোদর পূর্বাপেক্ষা মজিয়া যাওয়ায় ইহার অধিকাংশ বন্যার জল প্রবলবেগে ইহারই শাখা নদী মুণ্ডেশ্বরী দিয়া বহিয়া যায়। বর্ষার সময় ও বন্যার সময় পরিকল্পনার এই সেচ বহির্ভূত এলাকা এই মহকুমা দিয়া দামোদরের বন্যার জল বন্যার বিধ্বংসী তাণ্ডব অবস্থার সৃষ্টি করে। দামোদর পরিকল্পনার পরে এখনও এই মহকুমার বন্যার গতিবেগও তাহার ফলে ক্ষতি ও জনসাধারণের আতংক ও দুর্ভোগ দেখিয়া মনে হয় বর্তমান দামোদর পরিকল্পনা এই অঞ্চলের বিধ্বংসী বন্যা প্রতিহত করিতে সক্ষম হয় নাই। সেই জন্য দামোদর পরিকল্পনায় যে কয়টি বাঁধ বা ব্যারেজ নির্মিত হইয়াছে তাহা পরিকল্পনার কল্যান-রূপদানে সমর্থন বা উপযুক্ত নয়। দামোদরের উপর নূন্যপক্ষে মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী আরও দুইটি বাঁধ নির্মান প্রয়োজন।

উল্লিখিত অবস্থা সমূহের পরিপ্রেক্ষিত, আমরা নিম্নরূপ পরিকল্পনা সমূহ রূপায়নের জন্য সুপারিশ করিতেছি। আমরা মনে করি এই পরিকল্পনা সমূহ রূপায়িত হইলে তাহা জেলার জল নিকাশন ও বন্যা প্রতিরোধে বিশেষ সহায়ক হইবে। ইহার ফলে একদিকে তাহা জেলাবাসীর দুর্গতি মোচনে, অন্যদিকে সেচের সহায়ক হইবে বলিয়া তাহা শস্য উৎপাদনেও সাহায্য করিবে।

বর্ধমান জেলাব প্রান্তদেশ হইতে আসিয়া হুগলী জেলার সদর মহকুমার ধনিয়াখালি ও পোলতা থানা, এবং চন্দননগব মহকুমাব হরিপাল সিঙ্গুর ও ভদ্রেশ্বর থানার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই নদীর পরিসর, গভীরতা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং উভয় দিকের বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

এই জেলাব সদর মহকুমার ধনিয়াখালি থানার পশ্চিম উত্তর প্রান্ত হইতে বহির্গত হইয়া পোলতা থানাব পশ্চিম প্রান্ত এবং চন্দননগব মহকুমাব হবিপাল, সিঙ্গুব থানাগুলির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঘীয়া নদীতে মিশিয়াছে। এই নদীব গভীরতা বৃদ্ধি কবিতে হইবে এবং দুই দিকের বাঁধেব উচ্চতা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

Shri Provash Chandra Roy :

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, ইতিপুর্বে মাননীয় সদস্য বিনয় চৌধুরী মহাশয় দামোদর এবং ময়ুরাক্ষী পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেছেন, আমি এখানে ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা এবং জল নিকাশী ব্যবস্থাকে অবহেলা করবার ফলে পশ্চিমবাংলায় বিশেষ করে ২৪পরগণা জেলায় যে দুরবস্থা ঘটেছে সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাই। আমি মনে করি বাংলাদেশের মত একটা ঘাটতি প্রদেশ যতদিন না পর্য্যন্ত আমরা ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা এবং জল নিকাশী ব্যবস্থার উপব নজর দিচ্ছি ততদিন পশ্চিমবাংলায় খাদ্য সংকটের সমাধান হতে পারে না। আমরা বহু বৎসর ধরে দেখে আসছি যে এই সেচ খালগুলি এবং জলনিকাশী খাল-গুলি মজে যাওয়ায় ফলে প্রতি বৎসরই লক্ষ লক্ষ বিঘা জমিতে ধানের চাষ নষ্ট হচ্ছে। আমরা জানি প্রতি বৎসর বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি বেড়ে চলেছে এবং যতদিন পর্য্যন্ত না এই ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনাগুলি ঠিকভাবে করা হয় এবং জলনিকাশী ব্যবস্থার সমাধান হয় ততদিন পর্য্যন্ত এই খাদ্য সংকটথেকে বাংলাদেশ বাঁচতে পারে না। মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আমাদের ২৪পরগণা জেলায় কোলকাতা শহরের দক্ষিণ পাশ্ববর্তী বেহলা, টালীগঞ্জ, বিষ্ণুপুর, মহেশতলা, বজবজ, সোনারপুর প্রভৃতি থানা বহু বৎসর ধরে ভেসে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় ফলতা, মগরাহাট থানা, এবং সমগ্র ব্যারাকপুর মহকুমায় গ্রামাঞ্চলে ভেসে যাচ্ছে,

থেকে মনে হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ও এ বিষয় চুপচাপ বসে আছেন, তাই তার ও বক্তৃতার মধ্যে থেকে মনে হল তিনিও এ বিষয়ের প্রতি সচেষ্ট দৃষ্টি দিয়েছেন, এটাই তিনি তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতায় আমাদের সামনে রেখেছেন।

আমার কথা হচ্ছে আজকে আমাদের দেশের প্রত্যেকটি চিন্তাশীল ব্যক্তি, শুধু চিন্তাশীল ব্যক্তি নন, এ সম্বন্ধে যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে, জ্ঞান আছে, তাঁরা সকলেই চিন্তা করছেন এই রকম বিরাট বন্যা পশ্চিম বাংলার উপর দিয়ে কেন হল, তার কারণ কি ? হয়ত সোজা কথায় বলে দেওয়া যেতে পারে এই রকম ধরণের বৃষ্টি গত দু বছরের মধ্যে হয়নি। তাই এই রকম বন্যা বিগত কয়েক বছরের মধ্যে সম্ভব হয় নি। কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ নয়, এর আর একটা কারণ আছে। প্রাগ বৃটিশ যুগে আমাদের বাংলাদেশে নদীর বহতা যে রকম ছিল, আমাদের পশ্চিম বাংলায় ড্রেইনেজ এবং ইরিগেশন সিষ্টেম যে রকম ছিল, অর্থাৎ বৃটিশ আসবার দু হাজার বৎসর আগে যে সিষ্টেম চালু ছিল, তার দ্বারা আমরা দেখেছি বাংলাদেশে বন্যা এসেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্যা জলনিকাশী ব্যবস্থা ছিল বলে নেমে গিয়েছে, পলি পড়েছে, চাষের জমি উর্বর হয়েছে ; যে সমস্ত নদী বা বিল জমিতে জল সরবরাহ করে, সেগুলি বন্যার জলে পরিপুর্ণ হয়ে জল সরবরাহ করতে সক্ষম হচ্ছে। শুধু তাই নয় ট্যাঙ্ক, খাল, পুকুরগুলিকে জলপ্লাবিত করে পরিষ্কার করে দিচ্ছে এবং আমাদেব দেশের শস্য,স ম্পদকে বাড়াচ্ছে। কিন্তু বৃটিশ আসার পর আমরা একটা জিনিষ দেখতে পাই—আমাদের দেশের ড্রেইনেজ এবং ইরিগেশন সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞানের অভাবেই হোক বা তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের জন্যই তাঁরা এটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে সুরু করলেন, শুধু তাই নয়, এদিকে দৃষ্টি না দিয়ে তাঁরা রেলপথ, রাস্তা, বাঁধ ইত্যাদি তৈরী করতে সুরু করলেন তাঁদের নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য। আমাদের দেশের ড্রেইনেজ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কিনা, আমাদের দেশের ইরিগেশন তার দ্বারা বাঞ্চাল হতে পারে কিনা, সে দিকে কিছুই নজর দেন নি। তাঁরা কলকাতার পোর্ট তৈরী করেছেন বটে, কিন্তু তা শুধু নিজেদের জাহাজ চলাচলের সুবিধার জন্য, যেটুকু দরকার সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু আমাদের হুগলী নদীর জল যদি কমে যায় তাহলে তার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, সেদিকে তাঁরা নজব দেননি। আর একটা জিনিষ হচ্ছে বৃটিশ চলে যাবার পর কংগ্রেসী সরকার সে দিকে নজর দেননি। বৃটিশ যেভাবে ইরিগেশন করার বন্দোবস্ত করে গিয়েছিলেন, ঠিক সেই পন্থা অনুসরণ করেই তাঁরা কাজ করে চলেছেন। সেই জন্য আমরা দেখছি গত ১২ বছরের মধ্যে আমাদের দেশে ইরিগেশন এবং ড্রেইনেজ সিষ্টেম এর কোন ইন্‌টিগ্রেটেড প্লেন সরকারের পক্ষ থেকে তৈরী হয়নি।

[11—11-10 a.m]

গত ১২ বছরের মধ্যে আমাদের দেশে ইরিগেশন সিষ্টেম ও ড্রেইনেজ সিষ্টেম এর কোন ইনটিগ্রেটেড প্ল্যান সরকার পক্ষ থেকে তৈরী করা হয় নাই। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন করলেন কি জন্য ? না, বন্যা নিরোধ করা হবে, সেচের বন্দোবস্ত করা হবে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। তার কি হয়েছে ? সমস্ত বাংলা দেশটাকে ঠিকমত একটা পরিকল্পনার মধ্যে আনলে আজকে বলতে হত না আমাদের এই দামোদর ভ্যালী পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে চলেছে। দামোদর ভ্যালী বন্যা নিরোধ করতে পারেনি অক্ষম হয়েছে। যদি আমরা দেখতাম যে আমাদের সরকার আমাদের দেশে নদীগুলির জলনিকাশী ক্ষমতা অর্থাৎ ড্রেইনেজ

করবার ক্ষমতা আছে কিনা, সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে তাঁরা যদি একটি ইন্‌টিগ্রেটেড প্ল্যান তৈরী করতেন তাহলে আজ আর আমাদের এই ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হতো না। তাই আজ আমি সরকারের কাছে একটা কথা রাখতে চাই। আপনারা যে মেট্রোপলিটন ওয়াটার বোর্ড করেছেন, সিউয়েজ ডিসপোজাল করার জন্য গ্রেটার ক্যালকাটা ড্রেইনেজ সিষ্টেম করছেন, তৃতীয় পরিকল্পনায় ফরাক্কা বাঁধ নির্ম্মাণ করবার প্রয়োজনীয়তা আছে, আপনারা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন কলিকাতা বন্দরকে বাঁচাবার জন্য। আমি মনে করি নিশ্চয়ই এগুলির প্রয়োজন আছে। আজকে কলকাতার জল সাপ্লাই এর জন্য মেট্রোপলিটান ওয়াটার বোর্ড হবার প্রয়োজন আছে। এই সিউয়েজ ড্রেইনেজ স্কীম করা দরকার কলকাতা ও সহরতলীর ময়লাজল নিষ্কাশনের জন্য। একথা কেউ অস্বীকার করবে না। ফরক্কা বাঁধেরও দরকার। ডি-ভি-সি'র যে ভাবে পরিকল্পনা করেছেন ; তা আরো সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ করা দরকার একথা কেউ অস্বীকার করবে না। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলতে চাই—আপনি ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্টএর ভেতর দিয়ে পরিকল্পনা করেছেন করুন। তার ও প্রয়োজন আছে। একটু শুধু দৃষ্টি রাখুন সমস্ত পশ্চিম বাংলার মধ্যে জল নিষ্কাশনী পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা পরিকল্পনা করতে হবে—তা হচ্ছে সেচের পরিকল্পনা। তার জন্য এই সব পরিকল্পনা—কলিকাতা ও সহরতলীর ময়লাজল নিষ্কাশন, ফরাক্কা বাঁধ, তার সঙ্গে ডি, ভি, সি সমস্ত কিছু এক সঙ্গে—সমগ্র বাংলা দেশে একটা মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করবার প্রচেষ্টা না করে—আপনারা যদি ভাগে ভাগে এই ধরণের পরিকল্পনা করতে চান, তাহলে প্রতি বছর এই রকম করে প্রচণ্ড বন্যা এসে বাংলা দেশর সর্ব্বনাশ করবে। সেই জন্য আপনার কাছে একটা সাজেসান রাখতে চাই। আজকে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনকে একটা স্বয়ং শাসিত সংস্থা বলে অমরা মনে করি। দামোদব ভ্যালী পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ বিভাগের অন্তর্গত হওয়া উচিত ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁরা আজ সেচের বন্দোবস্ত কবেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও আজ সেচের বন্দোবস্ত করছেন। তাব সঙ্গে সঙ্গতি রাখার যদি প্রয়োজন হয এবং সে প্রয়োজন হয়েছে, তাহলে এই দুটো একই ডিপার্টমেণ্টের অধীন হওয়া দরকার। আলাদা আলাদা ডিপার্টমেণ্ট হলে এ ওর উপর দোষারোপ করবে, একে অন্যকে দোষ দেবে। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ সাফার করবে। তার জন্য আমার প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটা সুসংবদ্ধ মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করে পশ্চিম বঙ্গের জল নিষ্কাশনের বন্দোবস্ত করুন। এই হচ্ছে আমার কথা।

Shri Haran Chnndra Mondal:

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আজকে সেচ ও জল নিকাশী, বাঁধবন্দী খাতে যে বাজেট উপস্থিত করেছেন মন্ত্রী মহাশয়, আমি সেম্পর্কে একটা কথা বলতে চাই। আমাদের ২৪ পরগণা জেলায় যে সুন্দরবন অঞ্চল, সেই অঞ্চলে সেচের কোন বালাই নাই। আছে জল নিকাশী বাঁধ সেই বাঁধের যা অবস্থা জমিদারী চলে যাবার পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে বাঁধের দায়িত্ব আসার পর যে ভাবে তারা বাঁধবন্দী করেছেন, তার কথা আপনারা শুনলে আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন।

আজকে এখানে মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, সুন্দরবনের কথা আর কি বলবো সুন্দরবনে বাঁধ বন্দী হয়েছে, ড্রেইন করা হয়েছে, খালের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি এই জিনিষটার গুরুত্ব দিতে চান নি। এবং অবহেলিত সুন্দরবনের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নজর নেই বলেই মনে করি। বর্ত্তমান বৎসরের জন্য ৭ কোটি ৮২ লক্ষ ৭৫ হাজার

টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম কথা হচ্ছে বাঁধ। বাঁধ বন্দী করার যে গলদ আছে তার প্রধান কারণগুলি আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই। এই বাঁধের দায়িত্ব আছে ৪টি ডিপার্টমেন্টের উপর। একটা হল ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট, একটা হল ফুড ডিপার্টমেণ্ট, একটা হল ভূমিরাজস্ব বিভাগ, আর একটা হল এগ্রিকালচার বিভাগ। এই চারিটি বিভাগের উপর দায়িত্ব দেবার ফলে এই অবস্থা হয়েছে যে কার কাজ কে করে? কোন কাজ নিয়ে যদি ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের কাছে যাওয়া যায় তাহলে ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্ট বলে যে ভূমিরাজস্ব বিভাগ করবে, আর ভূমিরাজস্ব বিভাগের কাছে গেলে বলে যে ইরিগেশান ডিপার্টমেণ্ট করছে। পরস্পরের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব হবার ফলে কোন কিছুর মীমাংসা হয় না। আমি মনে করি এখানে সকলে এক সঙ্গে বসে পরামর্শ করে একটু সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেন তাহলে বাঁধের কাজ ভালভাবে হতে পারে। কারণ এখানে একটা স্কীম নিলে তা ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্ট সই করতে চায় না। আবার ভূমিরাজস্ব বিভাগের কাছে গেলে তারাও সই করতে চায় না। এইভাবে লোককে দিনের পর দিন হয়রাণ হতে হয়। একটা মজার কথা, আমাদের ওখানে একটা স্কীম তৈরী হয়েছিল ১০ লক্ষ মাটি কাটার জন্য। এই ১০ লক্ষ মাটির কাজ যখন শেষ হল তখন দেখা গেল যে ৫ লক্ষ মাটি পড়েছে আর ৫ লক্ষ উড়ে গিয়েছে। হয়ত বলতে পারেন যে ১০ লক্ষ মাটি কাটা হয়েছে তার মেজারমেণ্ট আছে? তবে চুরি হল কি করে। কিন্তু আমরা বলতে পারি সুন্দরবন অঞ্চলে যে সমস্ত কাজ হয়, টেষ্ট রিলিফ এর কাজ বলুন, কনট্রাক্টরদের দিয়ে কাজ করান বলুন, সেই সমস্ত কাজ কোন দিন কোন ওভারসিয়ার স্পটএ গিয়ে দেখেন না। পকেটে পকেটেই তারা মেজারমেণ্ট নিয়েছেন যার জন্য এই মাটি চুরি যায়। আর একটা মজার কথা, সুন্দরবনে ভোগের মধ্য দিয়ে জল ঢুকে হাজার হাজার বিঘা জমির ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মজুনগর গ্রামে প্রায় ২।৩ হাজার বিঘা জমির ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এবং আরো অনেক জায়গায় এইভাবে বহু জমির ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। জমিদরী আমলে আমরা দেখেছি প্রতি ৩ মাইলে একজন করে বেলদার, তার উপর একজন চাপড়াসী এবং তার উপর একজন করে ওভারসিয়ার থাকতো। আজকাল তিন মাইল অন্তর একজন বেলদার রাখা হয়েছে এবং তার কাজ শুধু সংবাদ দেওয়া। তার উপর যে সব ওভারসিয়ার আছে তাদের আড্ডা হল চায়ের দোকানে। আমাদের ওখানে গোসভা বন্দরে আমি দেখেছি যে তারা চায়ের দোকানে বসে আড্ডামারে, বাঁধের কোন খবরই রাখেনা। আর একটা আশ্চর্য্যের কথা শুনলাম, কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী বিশেষজ্ঞদের নিয়ে দিল্লীতে যখন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছিলেন তখন এই বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন করেছিলেন হোয়াট ইজ ভোগ? তারা ভোগ মানে একরকমের পোকা ভেবেছিলেন। এবং সেই পোকা মারার সুন্দর উপায় বের করে ডি, ডি, টি ইত্যাদি দেবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু ভোগের মধ্যে দিয়ে যেখানে জল চলাচল করছে সেখানে মাটি না দিয়ে, ডি, ডি, টি দিয়ে তা বন্ধ করবেন কি করে। এই ভাবে তারা ভোগ মারছেন বলে সেখানে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আরো আশ্চর্য্যের কথা সেখানে যে টাকা দেওয়া হচ্ছে, সে সমস্ত টাকাই অপচয় হচ্ছে এবং তা কোন সৎকাজে লাগছে না।

[11-10—11-20 a.m.]

সাধারণ মানুষের উপকারার্থে টাকা ব্যয় হচ্ছে না—সরকারী পেটেয়া লোকেরাই আজকাল সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। আমি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সুন্দরবনে আগে বাঁধগুলিতে লোহা কাটের বাক্স ছিল, বর্ত্তমানে দেবদারু কাঠের বাক্স দেওয়া হচ্ছে,

ফলে লোহার বাক্সগুলি এক একটা ৬।৭ বৎসর চলতো, দেবদারু কাঠের বাক্স একটা ৬ মাসও চলে না। এবং এগুলি তাঁরা দিচ্ছেন ভাদ্রমাসে আসলে যেখানে দেওয়া দরকার আষাঢ় মাসে। কয়েক বৎসর আগে সুন্দরবনে যে সম্মেলন হয়েছিল তাতে প্রখ্যাত সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমাদের বলেছিলেন যে, সুন্দরবনের উন্নতির জন্য একটা বাঁধ কমিটি করা দরকার এবং তাতে জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধি নিতে হবে কারণ জনসাধারণের সহযোগিতা ভিন্ন কোন কাজ হতে পারে না।

Shri Renupada Halder :

মাননীয় ডেপুটি স্পাকার মহাশয়, গত বৎসর ফ্লাডের জন্য বাংলাদেশের সাংঘাতিক ক্ষতি হয়েছে, অথচ সেই ফ্লাডের কারণ অনুসন্ধানের জন্য, প্রতিকারের জন্য সরকার কোন চেষ্টা করছেন বলে মনে হয় না। তারপর বহু জায়গায় জলনিকাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় ধানের ফসলও সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে। একটা সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে স্লুইস গেট করার ব্যবস্থা না থাকায় সুন্দরবন অঞ্চলে বিরাট ক্ষতি হয়েছে। জল নিকাশের ভাল ব্যবস্থার অভাবে প্রায় ২৫ হাজার বিঘার চাষ নষ্ট হয়েছে এবং এভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার ফসল নষ্ট হয়েছে। এই অব্যবস্থার জন্য আজকে সুন্দরবনেও খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। কিছু কিছু হিউম পাইপ সরকার থেকে দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল কোন কোন জায়গায় কিন্তু সেই পাইপগুলি এক বৎসরের মধ্যে অকেজো হয়ে গিয়েছে। সেজন্য আমি সরকারকে. অনুরোধ করব এ সম্পর্কে একটা ভাল পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য। বাঁধের বাউণ্ডারী সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, যে সমস্ত বাউণ্ডারী টেষ্ট রিলিফ-এর মাধ্যমে করা হয়েছে সেগুলি এক বৎসরও চলে নি, কারণ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করা হয় না। যে সমস্ত বাউণ্ডারী কনট্রাক্টর দিয়ে করান হয় সেগুলি ভালভাবে চলে, অথচ টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে করান হলে উপরে উপরে যা-তা করে কাজ সারা হয় যার ফলে প্রকৃতপক্ষে কোন উপকার না হোক্ বরং অর্থ নষ্ট হয়। সেজন্য আমি পুনরায় সরকারকে অনুরোধ জানাব যে, যেন একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজে অগ্রসর হন, নতুবা বাংলাদেশকে খাদ্য ঘাটতির হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না।

[11-20—11-30 a.m.]

Shri Bhupal Chandra Panda :

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৯ লক্ষ একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করার কথা ঘোষিত হয়েছিল; কিন্তু প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে মাত্র ৪॥ লক্ষ একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেচ দেওয়া হয়েছে মাত্র ২। লক্ষ একরে অর্থাৎ ৫০ পারসেণ্ট কাজ হয়েছে। এখন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজও শেষ হতে চলেছে, এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৫॥ কোটি টাকা খরচ করে ৫॥ লক্ষ একরে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু কাজ যে রকম মন্থরগতিতে চলেছে তাতে আশার কোন লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সেচ পরিকল্পনার ব্যাপারে যে সব বিশেষজ্ঞ কমিটি বসান হয়েছিল তারা এই কথা বলেছেন যে, প্রথম কয়েক বৎসর কৃষকদের ট্যাক্স বাতিল করতে হবে, তারপর উন্নতির অনুপাতে কিছু কিছু বাড়ান যেতে পারে। বিশেষজ্ঞ কমিটির কথা এঁরা কিভাবে রেখেছেন দেখুন, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়।

আমি ময়ূরাক্ষীর কথা বলছি। গত বৎসর এই ময়ূরাক্ষীর জন্য একটা বিল নিয়ে এসে বললেন যে আমাদের সার্ভে করে রিপোর্ট পেতে দেরী হবে কাজেই একটা ইণ্টারিম ট্যাক্স ধার্য্য করা হোক। আমরা ভাবলাম যে ডিপার্টমেণ্টের কাজে যখন দেরী হচ্ছে তখন যদি এই দামোদর এবং ইডেন ক্যানেলের মত কিছু অল্পস্বল্প ট্যাক্স ধার্য্য হয় হোক্। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে সেই আইন পাশ করিয়ে নিয়ে রেট্রোসপেকটিভ এফেক্ট দিয়ে চালু করলেন এবং সেটা উনিও জানেন। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ৪ বৎসরের আগের ট্যাক্স কৃষকরা আটকে রাখেনি। কিন্তু এখন যদি এভাবে ৪ বৎসরের ট্যাক্স আদায় করতে আরম্ভ করেন তাহলে সেচের জল নেবার ব্যাপারে কৃষককে কখনও উৎসাহিত করতে পারবেন না। কাজেই এ বিষয়ে আমি মন্ত্রী মহাশয়কে দৃষ্টি দিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করি। আজ বীরভূমে যে অবস্থার স্বষ্টি করেছেন তা দেখে মেদিনীপুর, হুগলী এবং পুরুলিয়া জেলাবাসী আমরা সকলেই এই কংশাবতী পরিকল্পনার জন্য আতঙ্কিত হয়ে উঠেছি। কারণ এই যদি নীতি হয় এবং সুরুতেই যে অবস্থার স্বষ্টি করেছেন তাতে ভবিষ্যতে যে কোন জায়গা কি অবস্থায় এসে দাঁড়াবে তা' বিচার বিবেচনা করা উচিত। কংশাবতী পরিকল্পনা সম্বন্ধে এঁরা অনেক ভাল ভাল ব্যাপার হবে বলেছেন ; কিন্তু সুরুতেই যে চাপ দিয়েছেন তা' এক অভিনব ব্যাপার। সেটা হোল যে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী গিয়ে কংশাবতী পরিকল্পনা উদ্বোধন করলেন এবং গত ২৪-১-৫৯ তারিখে তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হোল। সেই সময় গ্রামবাসীরা এসে আমাদের বললেন যে আমাদের কি অবস্থা হবে, আমরা তখন মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করাতে তিনি আশ্বাস দিলেন যে এঁদের ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বসতির ব্যবস্থা হবে। তারা বারবার লিখেছে যে যখন গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে, তখন কোথায় এবং কি ভাবে পুনর্বসতি হবে তা জানান হোক। কিন্তু এই দীর্ঘ আবেদনেও যখন কিছু হোলনা তখন প্রতিবাদ মিটিং, ডি, এম-এর কাছে ডেপুটেশন এবং প্রজেক্ট অফিসারের কাছে বারবার যাওয়ার পর তাঁরা বললেন যে আমরা কিছুই জানিনা ! তারপর যখন সেচমন্ত্রী মহাশয় উপস্থিত হলেন তখন তিনি আশ্বাস দিলেন যে এই সমস্ত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আমরা করছি। তবে কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাবে সেটা পনে এ, ডি, এম ঠিক করবেন। তিনি যদিও এই সব কথা বলে এলেন কিন্তু ইতিমধ্যে সেখানে যে ঘটনা ঘটেছে তা' এক আশ্চর্য্য ব্যাপার এবং সেটা হোল যে, কংশাবতীর পশ্চিম অর্থাৎ বাম পাশে যেখানে বাঁধ নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়েছে সেখানে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার গ্রামের লোককে কিছু না জানিয়ে ইতিমধ্যেই সেখানে মাঠের মধ্যে ট্রাক্টর চালিয়ে দিলেন। মাঠ সমান করার কাজ সুরু হয়ে গেল, কিন্তু সেখানকার লোক কোথায় যাবে বা কিভাবে তাদের পুনর্বসতি হবে তার কোন ব্যবস্থাই দেখছি না। তা' ছাড়া শোনা যাচ্ছে যে, ১৯৬১ সালের মধ্যে আমাদের সেখানে যে বাঁধ তৈরী হবে তার ফলে ঐ অঞ্চলের ২৪ থেকে ৪২টি গ্রাম ডুবে যাবে। অথচ তারই বা কি ব্যবস্থা হবে তা'ও এখন পর্য্যন্ত কিছু বোঝা গেল না। কাজেই আমি সেচমন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে, এ রকম হৃদয়হীন আচরণ করবেন না, কেননা এতে দেশের মঙ্গল হবেনা। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, উত্তরবঙ্গে যেখানে সেচ ব্যবস্থা হতে পারত, সেখানে এর কিছুই হয় নি এবং বৃষ্টির সময় সেখানে যে ধ্বস নামে তারও কোন ব্যবস্থা হয়নি। তা' ছাড়া দক্ষিণবঙ্গে লোনা জলের সমস্যা রয়েছে এবং এবারে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, নীচের লোনা জলে বন্যা হয়। কাজেই এই নীচের লোনা জলকে ঠেকানোর জন্য হুগলী এবং রূপনারায়ণ নদীর পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করা দরকার। এই নদীকে নেগলেক্ট করার জন্যই আজ কোলকাতা বন্দর এত দুরবস্থার মধ্যে এসে পড়েছে। এই অবস্থার জন্য আজ

আপনাদের একটা সাবসিডিয়ারী পোর্ট তৈরী করতে হচ্ছে। কিন্তু এই অবস্থায় যদি আপনাদের চৈতন্য উদয় না হয় তাহলে সেটা কি করে হবে জানি না। তারপর সারা দক্ষিণবঙ্গে খাল নালা প্রভৃতির মাধ্যমে লোনা জল ঢুকে দেশের ভাল জমি সব নষ্ট করে দিচ্ছে। আমরা এই অবস্থার জন্য সেচ মন্ত্রীর কাছে আবেদন করছিলাম যে, স্লুইস গেট করে বন্ধ করার চেষ্টা করুন। কিন্তু সে ব্যবস্থা তাঁরা করবেন না, কারণ তাঁদের ইঞ্জিনীয়াররা নাকি বলেছেন যে, স্লুইস গেট যদি করা হয় তাহলে নদীতে সিল্ট পড়ে অসুবিধা হবে। এর ফলে সেখানকার ড্রেইনেজ অবস্থা অত্যন্ত খারাপ—এই সমস্ত ওয়াটার লগড এরিয়ায় পরিণত হয়েছে। সেখানে ড্রেইনেজ স্কীমে জল যাচ্ছে না। এজন্য আমাদের হলদী নদীতে জল নিকাশ বন্ধ হয়ে গেছে এবং বর্ষার সময় আর জল ছাড়া যায় না। কিন্তু এই সমস্ত ওয়াটার লগড এরিয়া সম্বন্ধে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই। আপনাদের বিশেষজ্ঞরা যেমন বৃহৎ পরিকল্পনার কথা বলেছেন, তেমনি আমি বলব যে আপনারা ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনাগুলিকে নেগলেক্ট করবেন না। বীরভূম এবং উত্তর মেদিনীপুরে যে সমস্ত ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা আছে তাকে যেভাবে চেপে দেওয়া হচ্ছেবং ত্রিশ লাবতী সঙ্গে এসবগুলিকে যুক্ত করার কথা ছিল তাও যে করা হচ্ছে না, কিন্তু তার ফলে সেখানে অবস্থা যে কি হবে সেসব কি চিন্তা করেছেন? সেজন্য সেচমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন যে, আপনারা ব্যাপকভাবে ভাল ভাল পরিকল্পনা নিন এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে আপনারা অবস্থার পরিবর্ত্তন আনুন। এসব যদি না করেন তাহলে গত বন্যায় যেখানে ৮ লক্ষ একর এবং অন্যান্য অবশিষ্ট ৬ লক্ষ যে বিধ্বস্ত হয়েছে এবারে আবার তাই হবে।

Shri Parbati Hazra :

মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহাশয়, আজকে সেচখাতে আমাদের মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয় বরাদ্দ দাবী উপস্থাপিত করেছে। তাকে সমর্থন করতে উঠে আমি ২।১ টা কথা বলব। আমাদের এই দেশ কৃষি প্রধান দেশ। সুতরাং আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান করতে হলে কৃষির উন্নতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। এই কৃষির উন্নতির মূল হচ্ছে সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থা। আমরা যতই উন্নত ধরণের সার, বীজ ব্যবহার করিনা কেন তার দ্বারা কোন ফলই হবে না, যদি না আমরা উপযুক্ত পরিমানে সেচের জল যোগাতে পারি। সেজন্য আমাদের সরকার এই সেচ ব্যবস্থার বিভিন্ন উপায় গ্রহণ করেছেন এবং তারবহুমুখী পরিকল্পনার মাধ্যমে কার্য্যকরী করে বিভিন্ন এলাকায় সেচের জল সরবরাহ করে যাচ্ছেন। এর ফলে আমরা জানি যে বহু জায়গায় চাষের সুযোগ সুবিধা হচ্ছে। কিন্তু তবুও আমি একটা কথা বলব। সরকার সেচের জন্য জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে বহু জায়গায় চাষের সুবিধা করে দিয়েছেন। কিন্তু অতি বৃষ্টির সময় যখন বিভিন্ন জায়গায় জলের অত্যধিক চাপ হয় তখন সেই জল নিকাশের জন্য কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত করা হয় নি। আমরা জানি গত বর্ষার সময় অতি বৃষ্টির ফলে এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ডি, ভি, সি এর জল যোগ দেওয়ায় যখন বন্যা দেখা দিয়েছিল তখন জল নিকাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় বহু জায়গায় ঘর বাড়ী এবং ফসলের বহুল পরিমান ক্ষতিসাধন করেছে। সেই সময় দেখা গেছে যে বর্দ্ধমানের জল চাপ গিয়ে পড়েছে হুগলী জেলার উপর এবং হুগলীর জলের চাপ গিয়ে পড়ে হাওড়া জেলার উপর। অর্থাৎ উপর থেকে যেমন সেচের জল সরবরাহ হচ্ছে তেমনি যদি নীচের দিক থেকে সুষ্ঠু জল নিকাশের ব্যবস্থা করতে পারা যায় তাহলে এই বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

[11-30—11-40 a.m.]

এর সাথে নিম্ন দামোদরের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠত। অতিবৃষ্টির সময় দেখা গেছে যে দামোদরের উভয় পার্শ্বে যে সমস্ত খাল-বিল আছে তার জল দামোদরের উপর পড়ে, কিন্তু দামোদরের এমন শক্তি নেই যে সেই জল বহন করতে পারে। সেজন্য নিম্ন দামোদর সংস্কার করা একান্ত প্রয়োজন। শুধু দামোদর নয় তার সাথে হুগলী নদীর মোহনা এবং রূপনারায়ণের মোহনার সংস্কার হওয়া দরকার। এর সঙ্গে ফরাক্কা বাঁধের কথা এসে যাচ্ছে। যদি আমরা ফরাক্কা বাঁধ তৈরী করতে না পারি তাহলে যতই চেষ্টা করি না কেন জল নিকাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হবে না। সেজন্য দরকার এই ফরাক্কা বাঁধ তেরী করা। এই ফরাক্কা ব্যারেজ যাতে তাড়াতাড়ি তৈরী হয় সেজন্য মন্ত্রীমহাশয়কে চেষ্টা করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে আমাদের দামোদর নদ হুগলী নদীতে গিয়ে যেখানে মিশেছে নিম্ন দামোদর মজে যাওয়ার ফলেতে সেখানটা ক্রমশ: ক্রমশ: সিলটেড আপ হয়ে যাচ্ছে। দামোদরে যে জল প্রবাহিত হত বন্যার সময় সেই জলের প্রবাহে হুগলী নদীর মুখে সেই সিল্টগুলি পরিষ্কার হয়ে যেত কিন্তু দামোদর ক্রমশ: মজে যাওয়ার ফলে আস্তে আস্তে সেই হুগলী নদীর মুখ বন্ধ হয়ে এসেছে। সেজন্য হুগলী নদীর মুখ এবং দামোদরের নীচের দিকটা সংস্কার করে যদি দামোদরের মুখে স্লুইস গেট করা যায় তাহলে অনেক খানি সুফল পাওয়া যেতে পারে। আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের আরামবাগ মহকুমার কথা। এই অঞ্চলের অধিবাসিগণ পুর্বে বন্যাকে কখনও কখনও আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করত বা কখনও অভিশাপ বলে মনে করত। যে সময় এই বন্যার প্রকোপ খুব অল্প থাকত সে সময় সেই অঞ্চলে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হত আর তারা বন্যাকে আশীর্বাদ বলে মনে করত। বন্যা প্রবল হলে সেখানে বহুল পরিমানে ক্ষতি হত, তখন এই বন্যা তাদের কাছে অভিশাপ রূপে দেখা দিত। কিন্তু দামোদর পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়ার ফলে ঐ সব অঞ্চলের চাষীরা অনাবৃষ্টির সময় একদিনও জল পায় না এবং অতিবৃষ্টির সময় দেখা গেছে যখন জলের প্রয়োজন থাকে না তখন ক্যানেল অঞ্চল বাঁচাবার জন্য ডি, ভি, সি,র অতিরিক্ত জল ঐ অঞ্চলের উপর চালিয়ে দিয়ে বন্যার সৃষ্টি করা হচ্ছে। আমরা গত বছর বর্ষাতে দেখেছি আমাদের অঞ্চলে সুষ্ঠুভাবে আবাদ হয়েছিল, বৃষ্টির জলে যে প্রথম বন্যা হয়েছিল তাতে ফসলের কিছু ক্ষতি হয়নি, তারপর ক্রমাগত ডি, ভি, সি,র জল ছাড়ার ফলে মুণ্ডেশ্বরীর ভিতর দিয়ে ঐ জল এসে ঐ অঞ্চলের উপর চেপে থাকার ফলে ঐ অঞ্চলের ফসল সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে গেছে। সে দিকে দৃষ্টি দেবার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি। আর একটা কথা বর্ষার মরশুমে মুণ্ডেশ্বরীতে ২১ দিন অন্তর অল্প পরিমাণ জল ছাড়া হয়। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না—সেই জলটা নদী পথে বেরিয়ে যায়, তার দ্বারা কোন উপকার হয় না। আমার বক্তব্য হচ্ছে ঐ জল বর্ষার মরশুমে যেভাবে ছাড়া হয় সেটা অল্প অল্প না ছেড়ে এক কালে অতিরিক্ত মাত্রায় যদি ছাড়া যায় তাহলে তার পাশে যে সমস্ত ছোট ছোট খাল বিল আছে সেগুলিতে জল প্রবেশ করে মাঠগুলিকে প্লাবিত করতে পারে, তাতে চাষের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হতে পারে। এ বিষয়ে কার্যকরী করবার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি।

Shri Panchu Gopal Bhaduri :

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আমি দুটো স্থানীয় দাবী এবং একটা সরকারী ব্যাধি সম্পর্কে কিছু বলবো। প্রথমত: আমাদের যে শহর এলাকা তার পশ্চিম দিকে দানকুনি বেসিন—প্রায় ৫০।৬০ বর্গ মাইল এলেকা, সেটা ডি-ভি-সি সিষ্টেমে কোন সেচের জল পায় না, তার কোন উপকার পায়

না কিন্তু ডি-ভি-সি সিষ্টেমকে বাঁচাবার জন্য সেই দানকুলি এলেকায় জীবন বিপর্য্যস্ত হয়ে গেছে, ৫০।৬০ বর্গ মাইল এলেকায় সমস্ত ধান নষ্ট হয়ে গেছে। সেজন্য ঐ এলেকার লোকের পক্ষ থেকে আমি দাবী করি যে এর উত্তরাঞ্চলে ডি-ভি-সি খালের যে বাঁধ আছে সেটাকে পাকা বাঁধ করা হোক যাতে ডি-ভি-সির জল এই ৫০।৬০ বর্গ মাইল জায়গায় ধান নষ্ট না করতে পারে এবং সেখানকার জীবন বিপর্য্যস্ত না করতে পারে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে হুগলী নদীতে হুগলী ব্রীজ থেকে বালী ব্রীজ পর্য্যন্ত নদীর দুই পাড় যে খেয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে কোন আশু ব্যবস্থা করা দরকার। এ বিষয়ে ফরাক্কা ব্যারেজ কবে হবে, তারপরে এটা হবে এরকম মনে করার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ১৯৫৭ সাল থেকে নদীর পাড় ভাঙ্গতে আরম্ভ করেছে এবং শ্রীরামপুর শহরের একটা এরিয়া চাতরা ভেঙ্গে লোপ পেয়ে যাচ্ছে, ঘাট, শ্মশান ঘাট সমস্ত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং ঐতিহাসিক শ্রীরামপুর কলেজের বাস্তব পাড় পর্য্যন্ত ভাগীরথীতে খেয়ে গেছে। কাজেই এর একটা আশু প্রতিকার করা দরকার। কারণ এটা কোন্নগরের ধারে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড এসে পৌঁচেছে এবং চন্দননগর, চুঁচুড়ার এই সমস্ত রাস্তা খেয়ে নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে। সেজন্য নদীর পাড়ে কংক্রীট দিয়ে পাথর দিয়ে বাঁধার ব্যবস্থা করা দরকার। এই প্রসঙ্গে আমি সরকারী ব্যাধির কথাটা বলতে চাই এবং সেদিক দিয়ে আমি আপনার মারফৎ মাননীয় মন্ত্রী অজয় মুখার্জী মহাশয়কে আমার গভীর এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই কারণ তিনি সেটা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। ১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৫৯ সাল থেকে ভাগীরথীর ধারের লোকেরা চেষ্টা করে আসছে কি করে নদীর পাড়ের অঞ্চলগুলিকে রক্ষা করা যাবে এবং কোন কোন লোক প্রার্থনা করেছে ডেপুটেশনে গেছে যে এর একটা আশু প্রতিকার কিছু হোক্ কিন্তু অজয় বাবু জানিয়ে দিয়েছেন যে আমাদের গভর্ণমেণ্ট কোন আশু প্রতিকার করবার কথা ভাবে না, বা করতে .পারে না। কেন তিনি বলেছেন আপনি যে লিখেছেন অবিলম্বে ব্যবস্থা করার জন্য সেটা সম্ভব হবে না। কেন সম্ভব হবে না, সরকারী কার্য্য পদ্ধতির যে ব্যাধি তার জন্য এবং সেই ব্যাধিটাকে—প্রথমে আমাদের স্থানীয় ইঞ্জিনীয়াররা একটা পরিকল্পনা তৈরী করেন, সেটা বরাবর উপরে চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার পর্য্যন্ত আসে, তিনি তখন ওটা ফ্লাড কন্ট্রোলের বিশেষ ইঞ্জিনীয়ারের কাছে পাঠিয়ে দেন, সেখান থেকে পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিয়ে ষ্টেট টেকনিক্যাল কমিটির অনু-মোদনের জন্য পাঠানো হয়; সেই অনুমোদন পেলে পরিকল্পনাটা ষ্টেট ফ্লাড কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়, সেখান থেকে পরিকল্পনা অনুমোদিত হলে সেন্ট্রাল ফ্লাড কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে পাঠানো হয়, তারা পরিকল্পনা অনুমোদন করলে টাকা মঞ্জুর হয়, টাকা মঞ্জুরী আদেশ পেলে আমাদের ইঞ্জিনীয়াররা টেণ্ডার কল করেন, তারপর কন্ট্রাক্ট বিলি হয় এবং কাজ সুরু হয়। অজয়বাবু তো কাটা-কাটা উত্তর দিলেন, হবে না, তা হবেনা, তারা আন্দোলন করতে পারবে না, আমি সব ঠিক করে দেবো—আমি অজয়বাবুকে বলবো এইভাবে না করে অন্ততঃপক্ষে এটা করুন না—আপনার ডিপার্টমেণ্টের হাজারব য়-নাক্কার মধ্য দিয়ে না গিয়ে যেগুলি সংস্কার করা দরকার সেগুলি সরাসরি তাড়াতাড়ি ক'রে করে দিন না। সুতরাং এই ব্যাধি সম্বন্ধে আমি আপনার মাধ্যমে সেচমন্ত্রী এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

[11-40—11-50 a.m.]

Shri Chaitan Majhi :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুরুলিয়া জেলার উন্নতির জন্য কাঁসাই পরিকল্পনা করা হচ্ছে। বহুলোকের উন্নতি হবে তার জন্য জনকতক লোক উদ্বাস্তু হবে বলা হচ্ছে। জনকতকের

ক্ষতি হয়েও যদি লক্ষ লক্ষ লোকের কল্যাণ হয় তাহলে আমরা সমর্থন করব কিন্তু সরকারের বড় বড় পরিকল্পনার ব্যাপারে আমরা জানি। হয়ত কিছু লোকের ঘরও যাবে আর লক্ষ লক্ষ লোকেরও উপকার হবে না—লোকে এই আশঙ্কা করছে। পুরুলিয়া জেলার ভূমি গঠন অন্য জেলার মত নয়। এখানে খুব বড় জলাধার ও ক্যানেল কার্য্যকরী হবে না এই আমাদের ধারণা। ঐ খরচে বিকেন্দ্রিত ভাবে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা করলে ফল আরও অনেক ভাল হবে বলে আমাদের ধারণা। এ বিষয়ে কাজ আরম্ভ করার আগে জনমত ও জনগণের অভিজ্ঞতা বুঝে নেবার জন্য সরকারে প্রতি আমরা দাবী জানাই। বলা হচ্ছে কাঁসাই বাধ হলে খুব সুবিধা হবে। কিছু কিছু লোকের হয়ত সুবিধা হতে পারে, ৫।১০ মাইল এলাকার সুবিধা হতে পারে কিন্তু অনেকের আবার অসুবিধা হবে। খুব যে একটা উন্নতি হবে বা কৃষির উৎপাদন বাড়বে তা হবে না—কারণ পুরুলিয়ার বহুলোক উদ্বাস্তু হয়ে যাবে এই যদি হয় তাহলে এসব কি রকম উন্নতি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে সরকার তো সেটারই সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে পারেন নি। আপনারা যে পরিকল্পনা করছেন তাতে যদি সাধারণ মানুষকে যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াতে হয় তাহলে এ কি পরিকল্পনা? এদিকে বলছেন দেশে কৃষির উৎপাদন বাড়ছে বলে সেচের ব্যবস্থা করছেন আসলে কিছু কোথাও হচ্ছে না ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করছেন। এত যদি ভাল কাজ হচ্ছে তাহলে শিশু অনাহারে মরছে, লোক না খেয়ে থাকছে কেন? কাজেই কোথাও কিছু হচ্ছে না, যে টাকা বরাদ্দ করা হয় তার ২৫ ভাগ দিয়ে কাজ হচ্ছে আর বাকী ৭৫ ভাগ টাকা নিজেদের পকেটে দিচ্ছেন।

Shri Dhirendra Nath Dhar :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, দামোদর বন্যার পরেতে আমরা দেখেছি ভাগীরথীর পুর্ব্ব দিকে কি ভয়াবহ অবস্থা চলেছে। অন্ততঃপক্ষে দামোদর বন্যা এ বিষয় খুব সাকসেসফুল—সকলকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে ভাগীরথীর পুর্ব্ব দিকে যে বিরাট অঞ্চল সেটা দিনের পর দিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে।

আমি এখানে ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্ট সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। আমাদের যতখানি জানা আছে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের আমলেও এই ওল্ডেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট অফ দি গভর্ণমেণ্ট খুব এফিসিয়েন্সীর সঙ্গে করে গিয়েছেন। আমি বলবো সবচেয়ে এফিসিয়েণ্ট সার্ভিস তাঁরা সেই আমলে দিয়েছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদের ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্টের কি রকম অবস্থা তা সকলে জানেন। এই ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্টের মধ্যে এমন সব সৎ পুরুষ সমবেত হয়েছেন যে তাঁদের কার্য্যকলাপের ফলে শুধু যে ইরিগেশনই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তা নয়, তার সঙ্গে চাষাবাদ মানুষের স্বাস্থ্য, শহর, সব কিছু নষ্ট হতে আরম্ভ করেছে। এই যে দীর্ঘ দিনের অবহেলা, তার কারণ কি? আমি তাঁদেরই কয়েকটা রিপোর্ট, যা গত তিন চার বছরের মধ্যে বেরিয়েছে, তাথেকে দেখতে পাচ্ছি তাঁরা সব সময়ই বলছেন যে ৭টা স্কীম তাঁরা করেছেন। তার মধ্যে দুটা স্কীম বাগজোলা থেকে আরম্ভ করে টালিগঞ্জ পর্য্যন্ত এবং টালিগঞ্জ থেকে পঞ্চানন গ্রাম পর্য্যন্ত আর একটা স্কীম করা হয়েছে। কিন্তু কোন স্কীমের কাজে কি এ পর্য্যন্ত তাঁরা হাত দিয়েছেন? এবং যদি কোনটায় হাত দিয়েও থাকেন, সেটা কি সম্পূর্ণ করা হয়েছে? আচ্ছা, এখন দেখা যাক গভর্ণমেণ্টের নিজেদের ডিপার্টমেণ্টের মধ্যে কোন কনফিডেন্স আছে কি না? একটা বিভাগ ধরুন—রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট আর ইরিগেশন্ ডিপার্টমেণ্ট, এই দুটা ডিপার্টমেণ্ট মিলে একত্রে কি কোন কাজ করেন? একটু আগে আমার বন্ধু হারান মণ্ডোল মহাশয় বলে

গেলেন যে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টে কতিপয় দুর্নীতিপরায়ণ পুরুষ আছেন, যাঁরা কণ্ট্রাক্ট সম্বন্ধে খুবই উৎসাহী। তেমনি রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের মধ্যেও ঐ ধরণের কতগুলি লোক আছেন; যাঁদের বিরোধের ফলেতে ঐ স্থানের অধিবাসীদের কি হতভাগ্য জীবন জানিনা, তাদের দিনের পর দিন নানা রকম দুর্ভোগ ভোগ করতে হচ্ছে।

তারপর দেখা যাচ্ছে, সুন্দরবন এলাকায় যে কয়টি বাঁধ নির্ম্মাণ করা হয়েছে, সেগুলি কি ঠিক মত রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে? তা নিয়ে ত সর্ব্বদা ভীষণ বিরোধ লেগেই আছে। এ নিয়ে দুটা বিভাগে বিরোধ, দুটা দলে বিরোধ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি ভোগ করছেন ঐ মুনভাখোর গুলি, যারা সেখানে মাছের চাষ করছেন। তাদের দিকে সরকার বিশেষ তাকাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে না। সুতরাং যারা ভুক্ত ভোগা, তারা চিরকাল ভুক্তভোগী হয়েই থেকে যাচ্ছেন। ২৪পরগণা জেলায় যারা ভুক্তভোগী তাঁরা যারা যাবার উপক্রম হচ্ছেন, তাঁদের দিকে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি নেই। মুনার্ফাখোরদের সরকার বন্ধু বলে ধরে নিচ্ছেন।

২৪পরগণা জেলায় যে কয়টি নদী আছে, তাদের সম্বন্ধে সরকারের বিশেষ ভাবে জানা উচিত। অবশ্য সরকার একটা বিরাট ডিপার্টমেণ্ট খুলেছেন সেখানে ইনভেষ্টিগেশন করার জন্য গত কয়েক বছরে হাজার হাজার টাকাও খরচ করেছেন। হাইড্রলিক অবজার্ভেশন, আণ্ডার গ্রাউণ্ড ইনভেষ্টিগেশন প্রভৃতি নানারকম লংটার্ম ইনভেষ্টিগেশন তাঁবা করে যাচ্ছেন। কিন্তু তার রেজাল্ট কি হচ্ছে—তা আমবা জানি না। এটা জানবার জন্য আমরা খুবই ইণ্টারেষ্টেড। ইনভেষ্টিগেশন যদি হয়, এবং তা যদি আমরা জানতে পারি, তাহলে দেশেব লোক বুঝতে পারে যে হ্যাঁ, সত্যই সরকার একটা নানা ধরণের ব্যবস্থা কবছেন, যাব ফলেতে আমাদের এতদিনের প্রবলেম সেটা সল্‌ভ হতে পাবে। কিন্তু তা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। উপরন্তু গ্লোবাল টেণ্ডার কল কবে নর্দার্ন এরিয়াতে তাঁবা হাউজিং করছেন। কিন্তু কি করে তা করবেন, যদি সেখানে ইবিগেশন ড্রেনেজ এব ঠিক ভাবে ব্যবস্থা কবা না হয়?

তাবপর আমি কলকাতাব জলের শোচনীয় অবস্থার দিকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কলকাতার শুধু যে পানীয় জলের অভাব তা নয়, ময়লা জল পাস করানোর ব্যাপারও অত্যন্ত খারাপ। এ সম্বন্ধে মেট্রোপলিটান ওযাটাব বোর্ড ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সঙ্গে যখন আলাপ আলোচনা চলছিল তখন ভেবে ছিলাম যে একটা জিনিষ অন্ততঃ আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন সেটা হচ্ছে বাংলা দেশের লোকের স্বাস্থ্যেব কিছুটা উন্নতি হতে পারে। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। ১৮শো স্কোয়ার মাইল জায়গা কভার করে যে বোর্ড করা হয়েছে, সেই বোর্ডের জল কুলটী নদী দিয়ে যাচ্ছে। সেই কুলটী নদী, যাকে টিডাল রিভার বলতে বোঝা যায়, সেখানে তার জোয়ার-ভাটা হয়। এবং এই জোয়াব-ভাটার দরুণ ১২ ঘণ্টা জল যায়, আর ১২ ঘণ্টা জল বন্ধ হয়ে থাকে। সকলেই জানেন টিডাল এর জন্য টিডাল বিভার দিয়ে কিছু যায় না এবং ১২ ঘণ্টার মধ্যে এতবড় একটা বিরাট এলাকার জল সে টানছে এবং তার আশে-পাশের জমিগুলি একেবারে ময়লা জলে ভর্ত্তি হয়ে যায়। তার ফলে সেটা একটা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান হয়ে রয়েছে এবং সেখানকার চাষাবাদ যোগ্য জমিতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এর উপায় কি হল? বৃষ্টির সময় বলবেন অতি বৃষ্টি হয়েছে তার জন্য জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু একি কেউ এক্সপ্লেন করতে পারবে—যে কলকাতার পূর্বভাগে জল আটকে থাকলো না, কিন্তু তার দক্ষিণ ভাগে—দিনের পর দিন জল আটকে থাকলো? এমন কি ব্যাপার ঘটল যে জল আটকে রইল? জল বেরিয়ে যাবার মুখ যদি খোদাই থাকে, যদি দক্ষিণ-মুখী জল যায়, তাহলে সেখানে জল আটকে থাকলো কেন?

[11-50—12 noon]

এই যে যারা চাষের জমি নষ্ট করবার অধিকার পাচ্ছে যে সব মাছের ভেরীর মালিক, তাদের নাম সকলে জানেন। তার মধ্যে এমন ও ব্যক্তি থাকতে পারে, যিনি হয়ত সরকারের বিশেষ বিভাগের একজন প্রধান কর্মচারী। তাঁর ও সেখানে ভেরী আছে। সরকার সেদিকে তাকাবেন, না, এদিককার যারা দেশের ধান্য ফসল উৎপাদনে সাহায্য করেন, তাদের দিকে তাকাবেন।

সরকারের বহুদিনকার একটা ব্যবস্থা আছে। সেটা হচ্ছে ১৮৭২ সালের ব্যবস্থা। তখন ব্যবস্থা ছিল মাত্র ৯ লক্ষ লোকের ; যে জল তাঁরা ব্যবহার করতেন—তার ব্যবস্থা ছিল। তার দ্বারা আজ তাঁরা সহরের ৪০ লক্ষ লোকের ব্যবস্থা করছেন। এটাও দেখা যাচ্ছে সহর যে জল যাচ্ছে, তার সঙ্গে প্রচুর পরিমানে সিল্ট ও যাচ্ছে। ১৯৪২ সালে যুদ্ধের আগে এই সিল্ট পরিষ্কার করা হ'ত। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর এই সিল্ট তুলে নেওয়া বন্ধ হল। সরকার মনে করলেন পৌরসভাকে হাতে নিয়ে নিলে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্য্যন্ত সরকার হাতে নিয়ে চালালেন। সিল্ট ক্লিয়ারেন্স না হবার ফলে—সেই সিল্ট জমা হচ্ছে কুলটীর মুখ থেকে কলিকাতার মুখ পর্য্যন্ত। সহজে সেই সিল্টএর পাহাড় নড়বে না। ছাই, কয়লা ও কলকাতার খাটাল—এই সবের মিলিত একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি —সেখানে তৈরী হয়েছে। জলের ভেলোসিটি তেমন না থাকায় কুলটীর ওখানে টিডাল কোকেজ এর দরুণ ড্রেইনেজ একেবারে অচল হয়ে পড়েছে। সরকার বলছেন যে বানতলা থেকে আরম্ভ করে কুলটী পর্য্যন্ত পরিষ্কার করে নেবো। আজ পর্য্যন্ত তা টেক আপ করলেন না। নিগোসিয়েশন করছেন, অফিসিয়ালী কবে নেবেন জানি না। কিছু কিছু কাজ তাঁরা নিচ্ছেন।

আর একটা কথা বলছি—সেটার প্রতি সরকারের গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল। তা হচ্ছে যেমন ড্রেইনেজ সম্পর্কে তাঁবা খেয়াল রাখবেন, তেমনি এই ড্রেইনেজ কি করে শুধু একট' পথে না নিয়ে অন্য পথে পরিবর্ত্তন করা যায়—যেমন দক্ষিণ দিকে ডায়মণ্ডহারবারের দিকে নেওয়া যায় কিনা—সেটা ভাবা উচিত। এই বৈজ্ঞানিক জগতে এই ময়লা জলের ট্রিটমেণ্ট সম্বন্ধে বলবো সমস্ত সভ্য জগতে সিউয়েজ ওয়াটার ট্রিট্ করা হয়। সেটার দ্বারা শুধু গ্যাস বা সার তৈরী হয় না। এই জল ট্রিট্ করে নদীতে ও ফেলা যায়। যেখানে নদীর জল সভ্য জগতের কাজে লাগে। উদাহরণ স্বরূপ আমি বলতে পারি—দিল্লী কর্পোরেশন যমুনা নদীতে পর্য্যন্ত তাদের সমস্ত সিউয়েজ ওয়াটার ফেলে। সেই জল ড্রিঙ্কিং পার্পাসএ ও ব্যবহার হয়। কাজেই এই ময়লা জল পরিষ্কার কয়বার জন্য ট্রিটমেণ্ট প্লাণ্ট এব ব্যবস্থা করুন। এবং লার্জ নাম্বার অফ ট্রিটমেণ্ট প্লাণ্টস বসিয়ে, যে সর্বানাশ হচ্ছে, তা থেকে দেশের স্বাস্থ্য ও দেশবাসীকে বাঁচাতে পারবেন।

Dr. Radhanath Chattoraj :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ময়ুরাক্ষী এলাকার জল সেচের জন্য একর প্রতি ১০৲ টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকার ট্যাক্স ধার্য্য করেছেন। বীরভুমের ১২টা থানা এবং কান্দী মহকুমায় ৩টা এবং কাটোয়ার কেতুগ্রাম থানার জনসাধারণের মত একটা ব্যাপক বিক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে। তারা প্রথম কর দিতে আরম্ভ করলো, পরীক্ষা মুলক ভাবে জল দিলে—, তখন সাড়ে ছয় টাকা কর

দিত একর প্রতি। পরে ১৯৫৫-৫৬, ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮—এই তিন বছর—পরপর একর প্রতি ৭৸০, ৯৲ টাকা একর ১০৲ টাকা হারে কর আদায়ের নোটীশ দিতে সরকার আরম্ভ করলেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে ৩ বৎসর করেছেন। এই যে কর চাপান হয়েছে, কিসের ভিত্তিতে তা করা হয়েছে সেটা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই। ময়ূরাক্ষীর দ্বারা কতটুকু ফসল বৃদ্ধি হয়েছে সেই অঞ্চলে? এখানকার ক্রপ কাটিং এর যে রিপোর্ট সে রিপোর্ট এখনও হাউসএ উপস্থিত করেন নি। উপস্থিত করলে দেখতে পতেন যে সেখানে ফসল বৃদ্ধি হয় নি। তাই তাড়াতাড়ি করে বি. টি. এ্যাক্ট সংশোধন করে নিয়ে ১০৲ টাকা করে কর ধার্য্য করে দিলেন। এই ১০৲ টাকা করে কর ধার্য্য করা অনুচিত হয়েছে। আপনারা বলেছিলেন যে ৬ লক্ষ একর জমিতে জল দেবেন, কিন্তু আপনারা ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার একরের বেশী জল দিতে পারেন নি। সেই জন্য উন্নয়নের নাম করে সেখানে বিরাট ধ্বংস মূলক ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বীরভূম জেলার ই. আই. রেলওয়ে লাইনএর পূর্ব্ব অঞ্চল হতে ভাগীরথীর পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত হাজার হাজার লোক গৃহ হারা হয়েছে এবং বহু জমি বালি চাপা পড়ে গিয়েছে। উন্নয়নের নামে কি অবস্থার আপনারা সৃষ্টি করেছেন। সেটা যদি দয়া করে দেখেন তাহলে দেশের লোকের উপকার হবে। আজকে আপনারা ফ্লডপ্রেনস এনকোয়ারী কমিটি ও ক্যানেল ওয়াটার ইনভেষ্টিগেশন কমিটি যা কেন্দ্রীয় সরকার বসিয়েছিল তারা পর্য্যন্ত বলেছেন যে জলের দাম ও ক্যানেলের জলের নাম মাত্র মূল্য যা কর নেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং কৃষকদের প্রলুব্ধ করতে হবে যাতে তারা অধিক খাদ্য উৎপাদনের চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু সেদিকে আপনারা লক্ষ্য করেন নি। আজকে যদি আপনারা কৃষকের পকেটে ২৫৲ টাকা দিতে পারতেন তাহলে তারা আপনাদের ১০৲ টাকা দিতে কার্পণ্য করতো না। এছাড়া বর্ত্তমানে লোকের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যেরও দাম বেড়েছে। তারপর এই ক্যানেলের যে ব্লু প্রিণ্ট ছিল সেই ব্লু প্রিণ্ট সার্ভে করলেই ধরা যাবে যে ব্লু প্রিণ্টে যে সব জায়গায় ক্যানেল কাটার কথা ছিল তার বহু জায়গায় ক্যানেল কাটা হয় নি। যেখানে জমিদারদের জমি পড়েছে সেই জমি বাদ দিয়ে অন্য জায়গায় ক্যানেল সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তার ফলে এক জায়গায় প্রচুর জল পাচ্ছে, আর এক জায়গায় একেবারেই পাচ্ছে না এবং শাখা ক্যানেল গুলির অবস্থাও তাই। এই কর বৃদ্ধি তাই না করে ১৯৫৮ সাল পর্য্যন্ত যে জল আপনারা পরীক্ষামূলক ভাবে দিয়েছেন, এখন বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করে সেই বকেয়া কর মকুব করা দরকার। এবং জলকর ৫-৫½ টাকা বেশী করা উচিত নয়। তারপর আজ পর্যন্ত দুই ফসলা করতে পারেন নি। আপনার বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে দু, ফসল সম্ভব নয়। এবং ৬ লক্ষ একর জমিতেও আপনারা জল দিতে পারেন নি। সেই জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো কৃষকরা যাতে অধিক খাদ্য উৎপাদন করতে পারে সে জন্য যেন তারা উৎসাহ দেবার ব্যবস্থা করেন। পৃথিবীর কোন দেশের ক্যানেলের জলের উপর ট্যাক্স দিতে হয় না। রাশিয়া ও চীনের কথা ছেড়েই দিলাম, ধনতান্ত্রিক দেশ জাপান ও আমেরিকায় জলের উপর ট্যাক্স নেই। তাদের মনে কৃষকদের অবস্থার উন্নতি হলে দেশে যে সমস্ত জিনিষ উৎপাদন হবে এবং তা বিক্রয় করে তা থেকে যে সেলস ট্যাক্স পাওয়া যাবে সেই সেলস ট্যাক্স দিয়েই রাজস্ব পুর্ণ হবে। অথচ আপনারা এখানে কৃষকদের কাছ থেকে যেভাবে ট্যাক্স আদায় করছেন তা পর্য্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যাবে। দেশ প্রেম আপনাদের এক চেটিয়া নয়। এখানে এর জন্য লোক বিক্ষুব্ধ হচ্ছে তবুও আপনারা জোর করে এই ক্যানেল কর চাপিয়ে দিচ্ছেন। তাছাড়া এই ডামএর জল ছাড়ার যে নীতি

আপনারা নিয়েছেন, জনসাধারণের সুবিধার সময় জল ছাড়বেন না, আর অসুবিধার সময় জ ছাড়বেন এর ফলে বর্ত্তমানে বীরভূমের একটা বিরাট অঞ্চল ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু তৎসত্বেও এখনো পর্য্যন্ত আপনারা তৎপর হচ্ছেন না। আপনারা যেভাবে কাবে অগ্রসর হচ্ছেন তাতে আবার ফ্লাড হবে, আবার ধ্বংস হবে। আমি অনুরোধ করছি, তিলপাড় থেকে ভাগীরথী পর্য্যন্ত ময়ূরাক্ষী আরো গভীর করার ব্যবস্থা করুন, এবং দুইধারে বাঁধদেবা ব্যবস্থা করুন। কোয়া নদীর গতিপথ অন্যদিকে প্রবাহিত করুন। সর্বশেষে আমার বক্তব্য হচ্ছে ৫॥০ টাকা ক্যানেল কর বন্ধ করুন, তা' না হ'লে বীরভুম, মুর্শিদাবাদ জেলায় বিক্ষো সৃষ্টি হবে।

[12—12-10 p.m.]

Shri Tarapada Dey :

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, সেচমন্ত্রী মহাশয় হাওড়া জেলার সেচকার্য্যের ব্যাপারে চরম অবহেলা প্রকাশ করে হাওড়া জেলাকে দুভিক্ষের দ্বারে এনে হাজির করেছেন। সেচে ব্যাপারে সমগ্র হাওড়া জেলা উপেক্ষিত হয়েছে, যাও সেচ ব্যবস্থা হয়েছে তা আংশিক খণ্ডিত। কেঁদুয়া পরিকল্পনার জন্য প্রতি বৎসর আমরা আন্দোলন করছি, এই কেঁদুয়া পরি কল্পনা গৃহীত না হলে মূল সমস্যার সমাধান হবে না। ডি, ভি, সি হওয়ার পর আমরা ভেবেছিলাম আমাদের আশা-আকাঙ্খা পুরণ হবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সেই ধারণ সমূলে বিনষ্ট হয়েছে। ডি, ভি, সি পরিকল্পনার পর আমরা বরং দেখছি হাওড়া জেলার উপর নেমে এসেছে অভিশাপ, গ্রামে গ্রামে কৃষকের আর্ত্তনাদ। দামোদর পরিকল্পনার সংগে সংগে নিম্ন দামোদর পরিকল্পনা করা উচিত ও প্রয়োজন ছিল, তা করা হয়নি। জানি না ফ্লাড এন্‌কোয়ারী কমিশন নিম্ন দামোদর পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করবেন কিনা, যদি না করেন তাহলে অচিরে হাওড়া জেলা এক বিরাট শ্মশানে পরিণত হবে। হাওড়ায় কয়েকটি ড্রেইনেজ অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে—হাওড়া ড্রেইনেজ প্রায় ৫২ বর্গমাইল—এতে হাওড়া মিউ নিসিপ্যালিটির জল ফেলবার ব্যবস্থা থাকায় পলি পড়ে উঁচু হয়ে গিয়েছে এবং যার ফলে ৬৫ বর্গমাইল জুড়ে ফসল হয় না। তারপর রাজপুর ড্রেইনেজ স্কীম, এর নিজস্ব জলছাড়া বাড়তি জল গ্রহণের ক্ষমতা নাই, কিন্তু তৎসত্বেও ডি, ভি, সির কিছু অংশের জল অনন্তপুর খাল দিয়ে রাজপুর ড্রেইনেজ-এ ফেলবার ব্যবস্থা হয়েছে। তবে রাজপুর ড্রেইনেজ-এ যে চাপ সৃষ্টি হয়েছে তাতে এই ড্রেনেজই শুধু নয়, সরস্বতী এবং বরজোলা ড্রেইনেজ নষ্ট হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। হাওড়া জেলাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সরকারের কাছে কয়েকটি দাবী রাখতে চাই। প্রথম দাবী, নিম্ন দামোদর পরিকল্পনা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কেঁদুয়া পরিকল্পনা আমরা বার বার মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ জানিয়েছি গঙ্গার মুখে স্লুইস গেট করার জন্য, তা নাহলে এই পরিকল্পনা খণ্ডিত অবস্থায় থাকবে এবং মূল সমস্যার সমাধান হবে না। আমার তৃতীয় দাবী হচ্ছে, রাজপুর ড্রেইনেজ থেকে কাণাদামোদর বিচ্ছিন্ন করে অন্য জায়গায় ফেলবার ব্যবস্থা করুন এবং এখন যে মুখ আছে তা অন্তত: ১০ ফুট চওড়া করতে হবে। রাজপুর ড্রেইনেজ-এর সংগে সংগে আমি সরস্বতী পরিকল্পনার দাবীও রাখি, কারণ সরস্বতী দিয়ে হুগলীর বিরাট জলরাশি রাজপুর ড্রেইনেজে পড়ে। পঞ্চমত:, মিউনিসিপ্যালিটির জল হাওড়া ড্রেইনেজে ফেলা বন্ধ করতে হবে তারপর হাওড়া-আমতা রেল লাইনে যে সব কালভার্ট আছে সেগুলির সংস্কার করতে হবে

বহু খালে আন-অথোরাইজড বাঁধ আছে, এগুলিতে যদি স্লুইস গেট না করা হয়, তাহলে হাওড়া জেলার কৃষককুল একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে।

[12-10—12-20 p.m.]

Shri Bijoy Krishna Modak :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সেচমন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয়বরাদ্দ পেশ করেছেন তা আমি মোটেই সমর্থন করতে পাচ্ছি না। এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে, আপনি একটা আংশিক অঞ্চলের মন্ত্রী অর্থাৎ বাংলাদেশের বৃহৎ পরিকল্পনার বাহিরে যে বৃহৎ অঞ্চল পড়ে আছে তার ব্যয় বরাদ্দ অতি সামান্য। আপনার হিসেবের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ৭ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ২১ লক্ষ টাকা মাইনর ইরিগেশান এবং ফুড প্রোডাকশান খাতে ধরা হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা হচ্ছে যে গত বছরের বাজেটে যেখানে ২৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল সেখানে বর্ত্তমান বছরে ২৪ টাকা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া গত বারে ২৪ টাকা মাইনর ইরিগেশান খাতে যেটা ধরা হয়েছিল, সেখানে রিভাইজড এষ্টিমেটে দেখতে পাচ্ছি যে ১৯ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে যে সরকারের বৃহৎ পরিকল্পনার দিকে প্রধান নজর রয়েছে এর ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার দিকে কোন নজর নেই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনায় যেখানে ৭৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হল সেখানে মাত্র ৬২ লক্ষ টাকা খরচ করার জন্য এষ্টিমেট করা হয়েছে। অর্থাৎ এই এমন একটা ডিপার্টমেণ্ট যেখানে ক্ষুদ্র পরিকল্পনার জন্য যত টাকা বরাদ্দ করা আছে তার সম্পূর্ণ টাকা সমগ্র পরিকল্পনায় খরচ করার যোগ্যতা নেই। সরকার কৃষি বিভাগে গত বারে ক্ষুদ্র সেচ খাতে ৪৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিলেন, কিন্তু এবারে কৃষিখাতে ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে লিফট ইরিগেশন ২ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ কমে গেছে। স্মল ইরিগেশন ২ লক্ষ টাকা কমে গেছে এবং ডিপ টিউবওয়েলে ২ লক্ষ টাকা কমে গেছে। অর্থাৎ সরকারের শুধু সেচ দপ্তরই নয় কৃষি দপ্তরেও যে ব্যয় বরাদ্দ রয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে মূলতঃ ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার উপর জোর কম হচ্ছে। এটা দেখা গেছে যে গত বারে কৃষিখাতে ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার জন্য যে ৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ছিল সেটাও তাঁরা পুরো খরচ করতে পারেন নি—অর্থাৎ মাত্র ৪৫ লক্ষ টাকা খরচ করতে পেরেছেন। বাজেট অধিবেশনে এপক্ষ এবং ওপক্ষের বক্তা বলেছেন যে ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার উপর জোর দেওয়া দরকার। শুধু এই এসেম্বলী হাউসেই নয়, আগের বছরে যখন সারা ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তখন প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন যে ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার উপর জোর দেওয়া হবে। কিন্তু দেখছি যে ক্ষুদ্র পরিকল্পনার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে না। আমাদের সেচমন্ত্রী মহাশয় ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা করে যেখানে দেশের প্রভুত উপকার করতে পারতেন সেখানে বৃহৎ পরিকল্পনায় জোর দেবার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বস্তুতঃ বর্ত্তমান বাজেট যেটা তিনি উপস্থিত করেছেন সেটাতে একজন জলকর আদায়ের দারোগা হিসাবে তিনি উপস্থিত হয়েছেন। বর্ত্তমান বছরে দেখতে পাচ্ছি দামোদর পরিকল্পনায় ৪০ লক্ষ টাকা এবং ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় ২৮ লক্ষ টাকা জলকর আদায়ের ফিরিস্তি তিনি দিয়েছেন। অর্থাৎ গতবছরে তিনি যে টাকা আদায় করতে পারেন নি এবারে সেটাকা আদায়ের ব্যবস্থা করছেন। এরফলে পুলিশী খাতে সব টাকা খরচ করে এই টাকা আদায়ের ব্যবস্থা তিনি করছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্ত্তমান বছরে ময়ূরাক্ষীতে জলকর আদায়ের নোটিশ দিয়েছেন। আমাদের জেলাতে ১০ই ডিসেম্বর তারিখে সেখানে প্রথম জল ব্যবস্থা হয়েছিল

সেখানে গতবছর বাজেটে প্রকাশিত করা হয়েছিল যে জলকর এখন থেকেই আদায় করা হবে।

এটা আদায় করবার আগে আমি একটা কথা জানাতে চাই যে, হুগলী জেলায় জলসেচের জন্য যে সব খাল কাটা হয়েছে তা' থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী অত্যন্ত কম জল দেওয়া হয়। মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে বহু জায়গায় কৃষকরা ক্যানেলে বাঁধ বেঁধে জল নিয়েছে তার ফলে কৃষকে কৃষকে মারামারি হয়েছে এবং কেস পর্য্যন্ত হয়েছে। এটা সত্য কথা। কিন্তু মন্ত্রী-মহাশয়ের বোঝা দরকার যে, যে পরিমান খাল কাটা হয়েছে তা' থেকে যদি প্রয়োজন অনুসারে জল দেওয়া না যায় তাহলে কৃষকে কৃষকে এরকম মারামারি হতে বাধ্য। ধনেখালি এলাকায় এরকম মারামারি হয়েছে এবং পোলক থানার দাঙ্গায় মানুষ জখম পর্য্যন্ত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ ধনেখালির তলাকার অঞ্চল সিঙ্গুরের লোকেরা ম্যাজিষ্ট্রেটের এবং এস. ডি. ও'র, কাছে দরখাস্ত করেও জল পায়নি বরং তাঁদের উপর নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে তোমাদের জলকর দিতে হবে। আমি গ্রামের বহু জায়গায় দেখেছি যে এমনি ভাবে ক্যানেল কাটা হয়েছে যার ফলে সেখানে জল যায়নি এবং যাওয়ার কোন ব্যবস্থাও নেই। মেমারি থানার ১ মাইল পর্য্যন্ত জল যাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। গতবৎসর ১০ই ডিসেম্বর তারিখে যে নোটিশ দিয়েছেন তাতে দেখছি যেসব কৃষক ১ মাসের মধ্যে এসে আপত্তি জানাতে পারবে না তাদের জলকর আদায় করা হবে। আমি জানি বহু কৃষক এই গেজেটের কথা জানে না, কেন না গ্রামাঞ্চলে এসম্পর্কে কোন খবরই প্রকাশিত হয়নি এবং যার ফলে তারা আপত্তিও জানাতে পারে নি। কাজেই আমি সেচ মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে, গত বছরের জলকর আদায়ের যে ব্যবস্থা করেছেন সেটা একটু বিবেচনা করুন এবং যে সমস্ত জায়গায় জল যায় না সেই সব এলাকার লোকেরাও যাতে জল পেতে পারে তার ব্যবস্থা করুন। আর এ ছাড়া তাদের উপর থেকে জলকর আদায়ের চেষ্টা না করে তাদের আপত্তি জানাবার যথেষ্ট সুযোগ দিন। আরেকটা কথা বলব যে, হুগলী জেলায় বৃহৎ পরিকল্পনার একটা বৃহৎ অংশ যাওয়ার ফলে তার পাশের বহু অঞ্চল যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আপনি জানেন যে দামোদর পরিকল্পনা হবার পর কাগজে বেরিয়েছে যে আরামবাগ মহকুমা মরুভুমি হয়ে যাবে। যা' হোক্, আর একটা অঞ্চল অর্থাৎ হুগলী জেলার বলাগর থানা এটা যখন দামোদরের বহির্ভূত অঞ্চল তখন এ সম্বন্ধে একটা প্ল্যান নেওয়া দরকার। আমি আগেই বলেছি যে ছোট সেচ পরিকল্পনা সম্বন্ধে আপনাদের কোন দৃষ্টি নেই। আমাদের মিহিরবাবু বলেছেন যে ইউ. পি'তে তারা ব্যাপক ভাবে টিউবওয়েল খননের পরিকল্পনা নিয়েছে। কাজেই আমি বলি যে সব অঞ্চল বৃহৎ পরিকল্পার বহির্ভূত সেখানে যাতে ৫ বছরের মধ্যে ২৫ লক্ষ একর জমিতে চাষের ব্যবস্থা হতে পারে তার জন্য বাংলাদেশের একটি নিজস্ব প্ল্যান নেওয়া দরকার। মিহিরবাবু বলেছেন যে সেখানে ১॥ হাজার একর জমিতে কৃষকেরা নিজেদের চেষ্টায় চাষ করছেন। তবে আমি একথা বলতে পারি যে আমাদের বলাগর থানায় বহু অঞ্চলে চাষীরা নিজেরা টিউবওয়েল এনে সেখানে ব্যবস্থা করেছে। তবে মিহিরবাবু বলেছেন যে ১॥ হাজার বিঘায় তারা ঐ রকম সেচের ব্যবস্থা করেছে কিন্তু আমার মনে হয় যে শুধু ১॥ হাজার বিঘাই নয় এতে ৫।৬ হাজার বিঘা পর্য্যন্ত সেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বরাল অঞ্চলেও চাষীরা নিজেদের চেষ্টায় চাষের ব্যবস্থা করেছে। স্যার, যদি ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয় তাহলে আমার মনে হয় এই পরিকল্পনা আমরা স্বার্থক করে তুলতে পারব। কাজেই মন্ত্রীমহাশয়কে ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে এবং তার জন্য একটা সুষ্ঠু প্ল্যান করতে অনুরোধ করছি।

[12-20—12-30 p.m.]

Shri Sankar Das :

স্পীকার স্যার, মাননীয় সেচমন্ত্রী মহাশয় আজকে যে ব্যয়বরাদ্দের দাবী এখানে উপস্থিত করেছেন আমি বর্দ্ধমান জেলার একজন সদস্য হিসাবে এবং বিশেষ করে একজন কৃষক হিসাবে তাহা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন জানাচ্ছি। বাংলাদেশের কৃষক সম্প্রদায় যখন অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি এবং অর্দ্ধ বৃষ্টিতে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল সেই সময় আমাদের সেচবিভাগ কংশাবতী, ডি, ভি, সি, এবং ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং সেগুলিকে কার্য্যকরী করে আমাদের দেশের কৃষক সম্প্রদায়কে যে রক্ষা করেছেন তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়, যে সমস্ত জায়গায় সেচের ব্যবস্থা আজও হয়নি উত্তর বঙ্গ এবং অন্যান্য জেলাতে, সেই সব জায়গায় সেচের বন্দোবস্ত অনতিবিলম্বে করা দরকার। সেখানে টিউবওয়েল করলে জল পাওয়া যাবে কি লিফট ইরিগেশন করলে পাওয়া যাবে কি অন্যান্য উপায়ে পাওয়া যাবে—যেখানে যেটা কার্য্যকরী করা যেতে পারে সেখানে সেই সমস্ত ব্যবস্থা করে সেচের প্রসার করা বিশেষ দরকার বলে আমি মনে করি। আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা যে ব্যর্থতার কথা বলছেন—অবশ্য আমি আগেও তাঁদের একই বক্তব্য শুনেছি—আমাদের তো মনে হয় সেরকম ব্যর্থতার পরিচয় ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্ট দেয়নি। আমার বাড়ীর দুপাশ দিয়ে ক্যানেল যাচ্ছে, আমি প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে একথা জোর করে বলতে পারি যে ক্যানেলের জলে চাষ করে চাষীর যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ হয়েছে এবং জল দেওয়ার বিষয়ে যদি গভর্ণমেণ্ট আরো পার্টিকুলার হন তাহলে মনে হয় যে কৃষকের অবস্থার আরো উন্নতি হবে। সেজন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো যাতে আষাঢ়ের প্রথম দিকে বা কোন একটা দিনের মধ্যে চাষীকে জল দেওয়ার কথা জানিয়ে ঠিক সেই সময়ের মধ্যে যেন জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আর একটা কথা বলতে চাই যে আমার কনষ্টিটিউয়েন্সী কেতুগ্রাম, যেখানে ময়ূরাক্ষী এবং ডি ভি সির ক্যানেল প্রবাহিত হচ্ছে। সেখানে ক্যানেল কাটা হয়েছে ৪।৫ বছর পূর্বে কিন্তু সেই জল ডিষ্ট্রিবিউশনের ব্যবস্থা এখনও সম্পূর্ণ করা হয় নি। ক্যানেল কেটে পড়ে আছে, জল মাঝে মাঝে ক্যানেল দিয়ে বয়ে যায় চাষী চেয়ে চেয়ে দেখে কিন্তু সেই জল জমিতে ডিষ্ট্রিবিউশন করা হয় না। রেগুলেটর পাইপ ইত্যাদি যা জল ডিষ্ট্রিবিউশনের জন্য দরকার তা দিয়ে অনতিবিলম্বে চাষীদের উপকার করা বিশেষ প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। অনেক সময় আমরা জমি যে নীচু জায়গায় রেগুলেটর স্থাপনের জন্য জল নীচের দিকে গিয়ে সেচের কাজে লেগেছে কিন্তু উপরের গ্রামের লোক সেই সেচের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সে জন্য আমার একটা সাজেসন হচ্ছে যে ইঞ্জিনীয়ার বা এক্সপার্টগণ যখন ঐ সমস্ত রেগুলেটর ইত্যাদি স্থাপন করবেন তখন সেই সমস্ত অঞ্চলের অভিজ্ঞ চাষীদের সঙ্গে পরামর্শ করে যদি সেই সমস্ত জিনিষ স্থাপন করেন তাহলে আমার মনে হয় এবিষয়ে আরো ফললাভ করা যেতে পারে, কারণ স্থানীয় চাষীরা জানেন কোথায় খাল কাটলে কত জমিতে জল যেতে পারে। এবিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু একজন এক্সপার্ট বা ইঞ্জিনীয়ারের এবিষয়ে তত অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভব নয়। আমি আর একটা কথা বলতে চাই ক্যানেল কর সম্বন্ধে। মাননীয় স্পীকার মহাশয় আপনি শুনলে আশ্চর্য্য হবেন যে অনেক সময় ম্যাপ দেখে বা অফিসে বসে কর ধার্য্য করা হয়ে থাকে। আমার এরিয়ার মধ্যে আমি দেখেছি একটা গ্রামের কোন এক ভদ্রলোকের খামার বাড়ীতে ক্যানেল কর বসানো হয়েছিল। সেজন্য মাঠে যখন জল দেওয়া হয় সেই জল কোথায় কোথায় কোন জমিতে গেল সেটা দেখে এই সমস্ত জিনিষ করা উচিত—ট্যাক্স করা উচিত এবং তাতে

যদি সরকারের বেশী কর্মচারী নিয়োগ করতে হয় তা করতে হবে কারণ তাতে সরকারের লাভই হবে। আবার দেখা যায় অনেক লোক জল পায় না বলে ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে। আমি সেজন্য সরকারকে অনুরোধ করবো আপনার মাধ্যমে যে ক্যানেল কর জল দেবার সময় ঠিক করে নেওয়া উচিত এবং সেইভাবে তাঁদের কর্মচারীদের নির্দেশ দেওয়া উচিত। আর একটা কথা আমি বলতে চাই আমাদের অঞ্চলে কুনুর এবং অজয় এবারে ক্যানেলের জল এবং বর্ষার জলে বন্যা সৃষ্টি করেছে। কুনুরে প্রায় প্রতি বছর ক্যানেলের জল এসে বন্যা সৃষ্টি করে—শস্য নষ্ট করে দেয়। সেটার সংস্কার করা দরকার এবং অজয়ের বাঁধ যাতে তাড়াতাড়ি বর্ষার আগেই হয় সে বিষয়ে আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শুধু আজকের ৪ ঘণ্টা নয়; মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর এবং বাজেটের সাধারণ আলোচনার উপর যে বিতর্ক হয়েছিল তারও কিছু কিছু জবাব আমি আজকে দেব। অবশ্য ২২॥ ঘণ্টা ধরে বিরোধী দল যে কথা বলেছেন, তার জবাব আমি ২২॥ মিনিটে শেষ করতে পারব এ কথা বলছি না। আমি বেছে বেছে দু'চারটার জবাব দেব। মাননীয় সদস্য ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ বলেছেন যে ফরাক্কা ব্যারেজের কোন উল্লেখ নেই। আমি গত বাজেটে বলেছি এবং বহু প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বহু সময় বলেছি যে কেন্দ্রীয় সরকার ফরাক্কা ব্যারেজের দায়িত্ব নিয়েছেন। কাজেই আমাদের বাজেটের মধ্যে এর কোন ব্যবস্থা নেই। কেবল ওদের কতকগুলি ইনভেষ্টিগেশান হয়, তাতে ওরা কিছু কিছু টাকা চান, আমরা তাঁদের অর্ধেক যোগাব দিই, এছাড়া আমাদের দায়িত্ব নেই। এর মানে এই নয় যে ফরাক্কা ব্যারেজ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন গুরুত্ব দিচ্ছেন না—পশ্চিমবংগে বহু রেল বা পোষ্ট অফিসের প্রয়োজন থাকলেও সেটা যেমন আমাদের রাজ্য সরকারের হাতে নেই, এও তেমনি। বিরোধী পক্ষের মাননীয় নেতা শ্রীজ্যোতি বাবু বলেছিলেন যে সেচ এলাকা মাত্র শতকরা ৩ ভাগ বেড়েছে। তিনি খবরের যে টুকরো-টাক্‌রা অংশ যোগার করেছেন তা সবটা ঠিক নয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় সেচ বিভাগের সেচ এলাকা ছিল কৃষি এলাকার ৩·১২ ভাগ এবং অন্যান্য বিভাগের সেচ এলাকা ছিল ১৫ ভাগ, মোট ১৮·১২ ভাগ। আর ১৯৬০-৬১ সালে দাঁড়াচ্ছে সেচ বিভাগ ১১·৩৪ এবং অন্যান্য বিভাগ মিলিয়ে ১৮·৯২ মোট ৩০ ২৬ ভাগ। কাজেই ১৮ থেকে ৩০ ২৬ ভাগে বেড়েছে এটা মাত্র ৩ ভাগ নয়। ১ কোটি ২০ লক্ষের ৮ পার্সেণ্ট এটা ধরতে হবে। মাননীয় সদস্য হেমন্ত বাবু বলেছিলেন যে দামোদর পরিকল্পনা রূপায়ণে গাফিলতি থাকার ফলে বন্যা হয়েছে। রূপায়ণে গাফিলতি আছে কিনা কিম্বা তার কার্য্য পরিচালনায় দোষ আছে কিনা এই সমস্ত এন্‌কোয়ারী কমিটি দেখবেন। কাজেই এই নিয়ে আমি কিছু জবাব দেব না। তবে আমি আমার বক্তব্যে বলেছি যে অনুরূপ অভিযোগ দামোদর এবং ময়ুরাক্ষীর বিরুদ্ধে করা হয়েছিল ইতিপুর্বে ১৯৫৬ সালের বন্যার পর। আমরা সেখানে যে এন্‌কোয়ারী কমিটি বসিয়েছিলাম তাঁরা একবাক্যে বলে গিয়েছেন যে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন—এবারে কি ফল হবে আমি বলতে পারি না।

Shri Deben Sen :

সেই এন্‌কোয়ারী কমিটি আপনারা বসিয়েছিলেন না সেন্‌ট্রাল গভর্ণমেণ্ট বসিয়েছিলেন ?

সেই এন্‌কোয়ারী কমিটি আমরা বসিয়েছিলাম।

[12-30—12-40 p.m.]

কোন মাননীয় সদস্য বলেছেন, ময়ূরাক্ষী যেই শেষ হল অমনি বন্যা হল। একটা যে "কাকতালীয়' ন্যায় আছে, যেই কাক উড়ল, অমনি তালও পড়ে গেল। ১৯৫৬ সালে ময়ূরাক্ষী শেষ হতে না হতেই বন্যা হল এই রকম যুক্তি, অদ্ভুত যুক্তি। ১৯৫৬ সালের বন্যা তদন্ত রিপোর্ট এর কথা বললেন। কেউ কেউ নানা রকম কথা বলেছেন, যেমন কলকাতা সহরে রেলওয়ে ব্রীজ সে সব নিয়েও আমাকে টানাটানি করছেন, কিন্তু সেগুলি তো সেচবিভাগের কাজ নয়। লিফট ইরিগেশন ট্যাঙ্ক ইরিগেশন, টিউবয়েল ইরিগেশন ডিপ টিউবওয়েল ইরিগেশন কৃষি বিভাগ করে থাকে, সেচ বিভাগ করে না।

বিনয়বাবু ভাল কথা বলেছেন, আমি জানি যে তিনি এ সম্বন্ধে খুব খবরাখবর রাখেন, পড়াশুনা করেন তিনি গঠন মূলক প্রস্তাব ওদিয়েছেন সেজন্য তাকে আমি ধন্যবাদ দিই। তিনি যে কথা বলেছেন সেটা হল তদন্ত কমিটির যা বক্তব্য তেমনি ভাবে করুন। তদন্ত রিপোর্ট কি বেরোয় তা দেখা যাবে।

Shri Deben Sen :

আপনারা কি কোন মেমোরেণ্ডাম দিয়েছেন কমিটির কাছে ?

না গভর্ণমেণ্ট কোন কিছু দেবে না, পাবলিককে বলা হয়েছে যা দেবার তাঁরা দেবেন। আমাদের যে টার্মস অফ রেফারেন্স তাতে একথা আছে ডি, ভি, সি ও ময়ূরাক্ষীতে বন্যা আর একটু বাড়িয়েছে কিনা সেটাও তদন্ত করতে হবে। তিনি জলকর সম্বন্ধে বলেছেন ইরিগেশন ফ্লাডের ইলেকট্রিসিটি এই তিনটা আলাদা না করে একসঙ্গে আয়-ব্যয় ধরা হোক্। তাঁকে আমি বলতে পারি যে শুধু আমাদের কথায় হবে না। ডি, ভি, সি এ্যাক্ট ২য় একটা সেণ্ট্রাল এ্যাক্ট। তিনটি—গভর্ণমেণ্ট বিহার গভর্ণমেণ্ট, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট, সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের মত ছাড়া ডি, ভি, সি এ্যাক্টের পরিবর্ত্তন হতে পারে না। ইচ্ছামত আমরা চেষ্টা করলেই হবে না। গতবার বিধান সভায় প্রস্তাব এনেছিল এ সম্বন্ধে এবং সে প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিক্রমে পাশ করা হয়েছিল ডি, ভি, সি এ্যাক্টের পরিবর্তনের জন্য। সে প্রস্তাব নিয়ে ডাঃ রায় কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন তাতে বিশেষ ফল হয় নি।

শ্রীমিহির লাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন যে কয়েক বছরের চাষীর ফলন ব্যর্থতার পরিচায়ক। তিনি কারণ দেখিয়েছেন আমাদের দেশে বাংলাদেশে মোট ফলন রবিশস্যের বাড়ছে না, যখন বাড়ছে না তখন তোমার সেচ ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। তাকে আমি একথা বলি যে, ১৯৬০-৬১ সালে সেচবিভাগ, কৃষিবিভাগ এবং বেসরকারী চেষ্টা সব মিলিয়ে আবাদী জমির শতকরা ৩০ ভাগ জমিতে সেচ হবে। যেখানে শতকরা ৭০ ভাগে সেচ নেই, যার জন্য অজন্মা হয়, শুকো হয়, সেখানে যদি ৩০ পার্সেণ্ট সেচ দেওয়া হয় তাতে যতটা ফলন হবে তাদ্বারা সমস্ত ঘাটতি পুরণ হতে পারে না। সেজন্য সেচ যতটা দেওয়া হয়েছে ব্যর্থ হয়েছে এটা বলা যুক্তিসঙ্গত কিনা তিনি ভেবে দেখবেন। রাজ্যপাল মহোদয়ার ভাষণে সেচের হিসাব নেই বলেছেন, সে হিসাব আমি এখন দেবব লেই সেখানে ব্যাপক ভাবে দেওয়া হয় নি। তিনি বলেছেন তোমরা যে পরিমান জমিতে সেচের জল দেবে বলেছিলে তা দিতে পারে নি। এটা ঠিক, হয়ত ১ বছর ২ বছর পিছিয়ে গিয়েছে। ৬ লক্ষ একরে দেবার কথা ছিল পায়নি। কারণ যে সব বড় বড় অথোরিটিস বিশেষজ্ঞ তাঁদের মতে এটা ধরা হয়েছিল যে মোট জমির শতকরা ৭৬ ভাগ জমি সেচ পাবার যোগ্য। এই শতকরা ৭৬ ভাগ কি ৭৫ ভাগ ধরে ৬ লক্ষ একর হয়েছিল। বাস্তব

ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে জল দিতে গিয়ে, জমি উঁচু নীচু বলে সব জায়গায় জল যায় না। তাই ৭৬ ভাগে দেওয়া যাচ্ছে না, কমে যাচ্ছে। পাঁচ লক্ষ দাঁড়াবে আগামী বছর, এর উপর আরও এক কোটি টাকা খরচ করলে পর ৭০।৭৫ হাজার একর বাড়তে পারে। সেটা আমি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ধরবো। (এ ভয়েস ফ্রম অপোজিশন বেঞ্চ—লিফট ইরিগেশনের কি ব্যবস্থা করেছেন ?) উনি একটা লিফট ইরিগেশন করেছেন বলে খুব বাহাদুরী নিয়েচেন। ওঁর মত যদি আরও দশ জন বে-সরকারী ভাবে করতেন নিজেদের এলাকায়, তাহলে ভাল হত। সব কাজই আমার ঘাড়ে চাপাতে চান কেন ?

তারপর টিউবওয়েলের কথা। তিনি বলেছেন উত্তর প্রদেশে তারা ৬৪০ ডিপ টিউবওয়েল করতে যাচ্ছেন—আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সেক্ষেত্রে পিছিয়ে রইল কেন ? এর কারণ কোথাও একটা ডিপ টিউবওয়েল করতে হলে, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার মত ছাড়া হয় না। তাঁরা প্রথমে মনে করে ছিলেন পশ্চিমবাংলায় ডিপ টিউবওয়েল ভাল হবে না। তারপর তাদের জোর করে বলাতে তাঁরা পরীক্ষামূলক-ভাবে কয়েকটা নিয়েছিলেন এবং সেখানে সর্ত্ত ছিল, যে পরীক্ষাটা ব্যর্থ হবে সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ে চাপবে আর যেটা সফল হবে সেটা রাজ্য সরকার নেবেন। এই ভাবে একটা পরীক্ষা করে দেখা যায়, পশ্চিমবাংলায় অনেক জায়গা আছে যেখানে ডিপ টিউবওয়েল হতে পারে। আপনারা দেখছেন আমাদের কৃষি বিভাগের মন্ত্রীমহাশয় বলে ছিলেন কয়েক কোটি টাকার ডিপ টিউবওয়েল পরিকল্পনা নিতে আমরা সাহস করেছি। মাননীয় সদস্য আরও বলেছেন যে সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্ট বাজেটে পুলিশ আছে, শাসন বিভাগ আছে, নেই চাষের, কৃষির কথা। তার কারণ সেচ ও কৃষি ব্যবস্থা আমাদের যতটা করবার ক্ষমতা আছে, আমরা ফাসিং করে, পাচ বছরের টাকা ধরে কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের টাকা বাকী থাকছে না, যারা যাচ্ছে না, এখন প্রয়োজনও হচ্ছে না। তবে শেষ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শুধু সেচ বিভাগে ধরা ছিল ৮ কোটি টাকার মত, তার দেড়া খরচ হবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ কালে।

তিনি বলেছেন কর যে ধরা হয়েছে ১০ টাকা সেটা খুব বেশী নয়, তাতে আমি রাজী আছি। রাজী থাকার জন্য তাকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। তবে শেষ কালে যে একটা 'কিন্তু' জুড়ে দিয়েছেন, যে আমি থাকাকালিন যেন দশ টাকা না হয়, সেটা ভাগ্যে ফলবে না। তিনি আর একটা বিষয় বলেছেন—জল যেখানে দেওয়া হচ্ছে না, সেখানে যেন টাকা নেওয়া না হয়। আমি তাঁকে জানাতে চাই—জল দিয়ে লোকের ফসল বাড়িয়ে তবে আমি টাকা নিই। আমি জল না দিলে, কোথাও টাকা নিই না। সেচ বিভাগ জল দিলেও ফলন বাড়ে না, একথা কেউ বলছেন না।

[এ ভয়েস ফ্রম অপোজিশন্ বেঞ্চ—আমি জানি—জল না দিয়ে টাকা নেওয়া হয়েছে।]

তাই যদি হয় তাহলে জলের এত প্রয়োজন হত না। অবশ্য এমন হতে পারে—একটা বড় এলাকা ঘোষণা করলাম, সে জলকরের অধীনে এল। সেখানে কোন বিশেষ মাঠে হয়ত জল গেল না। যার জমিতে জল গেল না, তিনি দরখাস্ত করলে, তদন্ত করে সত্য হলে জল-কর মকুব করে দেওয়া হয়। জল একেবারে দেওয়া হয়নি, এ রকম কোন প্রশ্ন নেই।

মিহির বাবু বললেন লোককে উৎসাহিত করুন। লোক উৎসাহ পাচ্ছে—কি না পাচ্ছে সেটা মিহির বাবুর জানা উচিত ছিল। উৎসাহের চোট এমন ধারা যে যত দাবী আসছে, সেই

দাবী আমরা পূরণ করতে পারছি না। এত দাবী আসছে যেহেতু লোকের উৎসাহের অভাব নেই।

বন্যায় ময়ূরাক্ষীর বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছে, যেগুলি সেচ বিভাগের বাঁধ, সেগুলি আমরা মেরামত করেছি। যে সমস্ত ক্যানেল এলাকায় ল্যাণ্ড রেভিনিউ বিভাগের বাঁধ আছে সেগুলি মেরামতের জন্য তিন লাখ টাকা দিয়েছেন, কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে।

[12-40—12-50 p.m.]

শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা দেবী বলেছেন—তাঁর পুরুলিয়ার কথা। পুরুলিয়া বাংলাদেশে আসাতে আমরা খুবই আনন্দিত। তিনি অনেকগুলি প্রস্তাব দিয়েছেন পুরুলিয়া সম্বন্ধে। কোনটা গৃহীত হয় নাই বলে তিনি বলেছেন—তা ঠিক নয়, পুরুলিয়াতে আমরা দশটা স্কীম চালু করেছি। এই দশটা ৫৭ লক্ষ ১৭ হাজার টাকার স্কীম। তাতে ১৯৫৯-৬০ সালে ব্যয় করেছি দেড় লক্ষ টাকা, ১৯৬০-৬১ সালে ১৯ লক্ষ ৬৪ হাজার ব্যয় করবো। বাকীটা পরের বছরে ব্যয় করা যাবে। এ ছাড়া আড়াই কোটি টাকার একটা বড় স্কীম করা হয়েছে। শ্রীযুক্ত মাঝি আপত্তি করেছেন—আপার কংশাবতী স্কীমের জন্য ১৭॥ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। ৪ কোটি ২৬ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা খরচ হবার পর শেষ পর্য্যন্ত—৭ হাজার একর জমি উপকৃত হতে পারবে। সেদিন লাবণ্য দেবী আমার কাছে ওদের নিয়ে এসেছিলেন। আমি বলেছি কোন আপত্তি থাকলে আমাকে জানালে সমাধানের চেষ্টা করবো, স্কীম ছেড়ে দেবার প্রশ্ন আসে না। এতবড় একটা উপকারের কাজ ছেড়ে দেবেন কেন ?

সুন্দর বনে আমরা ক্রমশঃ বাঁধগুলি শক্ত করছি। সুন্দর বনে ১৯৫৬ সালের বন্যায় দু-দিনে আড়াই শো জায়গায় ভেঙ্গে ছিল। এই দু-তিন বছরে সাতশো—সাড়ে সাতশো ভাঙ্গন হয়েছিল। ১৯৫৯ সালের বন্যায় ১০।১২ জায়গার বেশী ভাঙ্গেনি। শুধু তাই নয়—সুন্দর বনে আমরা ১৯৫৫ সালে এ লাটদারী চলে যাবার পর দায়িত্ব নিয়েছি। তখন প্রায় দু-হাজার মাইল বাঁধ এবং ২০৭টা মেশনরী স্লুইস ছিল সবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমরা তার ৮৯টা ভালভাবে মেরামত করেছি। ২৫টাতে মেরামতের কাজ চলছে এবং বাকী ৫৭টার মেরামতের কাজ ও শীঘ্র হাতে নেওয়া হবে। এ ছাড়া আরো মেশনরী স্লুইস করেছি। তা ছাড়া ৮৮ টা হিউম পাইপ স্লুইস করেছি, ৫১টা হিউম পাইপ স্লুইস তৈরী হচ্ছে। এই সব তৈরী করবার প্লান এষ্টিমেট তৈরী করতে করতে মাঝখানে অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে আমরা ৩৪৪টা বাক্স স্লুইস করেছিলাম। তাতে দোষ ত্রুটি থাকতে পারে—অসম্ভব নয়।

একজন সদস্য বলেছেন আমরা সুন্দর বনের দিকে নজর দেইনি। আমরা কি রকম নজর দিচ্ছি—তা এই সব কাজ থেকে বোঝা যাচ্ছে। সুন্দর বনের জন্য আমরা সাড়ে তিন কোটি টাকা খরচ করেছি, ভূমি রাজস্ব ও সেচ বিভাগ মিলে। কোন কাজ করা হয় নাই—এই কথা ঠিক নয়। কোথাও কোন বাঁধ যে খারাপ হয় নাই, বা কোন ত্রুটি নাই—এ দাবী আমি করতে পারি না।

কানাইবাবু বলেছেন ১৯৫৮-৫৯ সালের বন্যা কেন হল ? প্রাক্ বৃটিশ যুগে নদীগুলি বহতা ছিল। আজ একথা আড়াইশো বছর বৃটিশ শাসনের পরে বলা হচ্ছে। মানুষের ভুলে ও দোষে সে বৃটিশই হোক, আমাদের জনসাধারণই হোক, ইঞ্জিনীয়ারই হোক—সবের ভুলে ক্ষতি

হয়েছে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর একটা জিনিষ দেখুন—মানুষ যেমন বুড়ো হয়, নদীও তেমনি বুড়ো হয়ে যায়। একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই।

[এ ভয়েস :- কিন্তু আমাদের মন্ত্রীরা বুড়ো হয় না।]

পাঁচু গোপাল ভাদুড়ী মহাশয় গঙ্গার ভাঙ্গনের কথা বলেছেন। আমরা যে কিছুই করি নি তা নয়। তবে একথা ঠিক যে গঙ্গায় ব্যাপকভাবে বহু জায়গায় যা ভেঙ্গেছে তার সবগুলিই আমরা মেরামত করতে পেরেছি তা নয়, কিছু কিছু করেছি। এবং তার আমি লিষ্ট দিয়ে আপনাদের ভারাক্রান্ত করতে চাই না। তিনি আমাকে যে চিঠি পড়ে দিলেন সেই চিঠির ভিতর দিয়ে তিনি কি সমালোচনা করতে চাচ্ছেন তা আমি বুঝলাম না। তিনি বলতে চেয়েছেন যে কেউ আমাদের মানে না। কিন্তু তিনি ভুল করছেন যে এটা পশ্চিমবঙ্গের নয়, এটাকা আসে কেন্দ্রের কাছ থেকে। ১৯৫৪ সালে যে প্রবল বন্যা হয়েছিল উত্তর ভারতবর্ষে, সেই বন্যার পর কেন্দ্রীয় সরকার একটা আলাদা বিভাগ করেন এবং সেখান থেকেই এই টাকাটা পাওয়া যায়। এটা পশ্চিম বঙ্গের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার টাকা নয়। এই টাকা পেতে হলে সব ষ্টেট মিলে একটা নিয়ম করেছে এবং যে বিপর্য্যয়ের কথা বলেছেন তাতে সেই টাকা পেতে হলে তাদের নিয়ম অনুসারে নিতে হবে। সে নিয়ম না মানলে একটা পয়সাও পাওয়া যাবে না। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের একটা সম্পর্ক আছে তাই গায়ের জোর সেখানে চলে না। চট্টরাজ মহাশয় সেচ করের কথা বলেছেন। তিনি ঐ অঞ্চলের লোক তিনি জানেন সেখানে এখনও ক্রপ কাটিং শেষ হয় নি, সার্ভে চলছে, সার্ভে কমপ্লিট হলে দেখা যাবে কত ফসল বেড়েছে। কিন্তু ডেভেলপমেণ্ট এ্যাক্টএ আছে যে বর্দ্ধিত ফসলের অর্দ্ধেকের বেশী ট্যাক্স করা যাবে না। আমরা ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত করেছি। এটা ইণ্টরিম্ ব্যবস্থা। যদি দেখা যায় যে ১০৲ টাকা করতে পারা যাবে না তাহলে কমিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু চট্টরাজ মহাশয়ের বাড়ী ঐ অঞ্চলে, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করছি যে সেচ দেবার ফলে বিঘা প্রতি কি একমণ ধানও বাড়েনি? একমণ ধান বাড়লেও তার দাম হয় ১২৲ টাকা। তাহলে একরে কৃষককের ৩৬৲ টাকা বেশী লাভ হচ্ছে। তার খরচ খরচা বাদ দিয়ে যদি ২০৲ টাকাও লাভ থাকে তাহলে তার অর্দ্ধেক ১০৲ টাকা যদি সরকার নেয় তাতে এমন কিছু অন্যায় করা হবে বলে মনে করি না। তারাপদ বাবু সেই যে কেঁদুয়ায় গেট করতে হবে বলে ধরে রেখেছেন এধরেই রেখেছেন। আমাদের ইঞ্জিনীয়াররা বলেছেন যে আরো ২।৪ বৎসর দেখা দরকার। কিন্তু তিনি বলছেন যে না আজই গেট করতে হবে। চট্টরাজ মহাশয় আরো বলেছেন যে দুই ফসলা করতে পারেন নি। দুই ফসলা হলে ত আরো বেশী ট্যাক্স দিতে হবে। সে টাকা ও আমরা দাবী করছি না। শ্রীবিজয় মোদক বলেছেন যে ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার জন্য যে টাকা ধরা হয়েছিল তা খরচ করতে পারেন নি। এখানে যে ৬৪ লক্ষ টাকা বাকী আছে তার বেশীর ভাগ টাকাই আমাদের জমির দাম হিসাবে দিতে হবে। ল্যাণ্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট থেকে টাকা দিতে খুব দেরী হয়ে যায়। টাকা, মালমসলা, যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিনীয়ার ইচ্ছামত পাওয়া যায় না। কাজেই আমদের ধাপে ধাপে কাজ করতে হবে। বলা হয়েছে রাধা নাচবে না। রাধা নাচেনা কেন? রাধাকে নাচাতে গেলে তেল পুড়াতে হয়। কিন্তু মাননীয় সদস্যদের কাছে যদি তেল চাই, অল্প কিছু টাকা চাই, সরকারী আয় বাড়ানোর জন্য যদি কোন কথা হয়, তখন তাঁরা লাঠি নিয়ে আমাকে তাড়া করেন আমার ঘাড় ভাঙ্গবেন বলে। আবার বলেন রাধা কেন নাচে না।

[12-50—1-2 p.m.]

Mr. Speaker : I will now put all the cut motions under Grant No. 11 to vote except cut motions Nos. 70, 73, 96, 100 and 161, on which division will be called.

(All the cut motions except Nos. 70,73,96,100 and 161 were then put and lost.)

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Jagat Bose that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bhuban Chandra Kar Mahapatra that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Panchu Gopal Bhaduri that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Elias Razi that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100. was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharjee that the demand of Rs. 6,96,14'000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sitaram Gupta that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Haran Chandra Mondal that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Haldar that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation. etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Herds "XVII—Irrigation, etc., be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Sisir Kumar Das that the demand of Rs. 6.96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Jnanendra Nath Majumdar that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gobardhan Das that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Jyoti Basu that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, ete." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Syed Badrudduja that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gopal Basu that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Natendra Nath Das that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Jamadar Majhi that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11. Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Radha Nath Chattoraj that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc-." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Taher Hossain that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gobardhan Pakray that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Mullick Chowdhury that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shrimati Manikuntala Sen that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Tarapada Dey that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shrimati Labanya Prova Ghosh that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Chaitan Majhi that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Roy that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bankim Mukherjee that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Hedas "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation, etc." be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion Shri Somnath Lahiri that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation etc." be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result :

NOES—110

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Shyama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya. Shri Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand

Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkes
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pemantle, Shrimati Olive
Poddar, Shri Anandilall
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shukla, Shri Khishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra

Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—59

Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Shri
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherjee, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 59 and the Noes 110, the motion was lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads XVII—Irrigation etc. be

reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result :

NOES—111

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam So n, Shr
Gupta, Shri Nikunja Behari
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkes
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Shri

Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pemantle, Shrimati Olive
Poddar, Shri Anandilall
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—58

Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
asu Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Shri
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Konar, Shri Hare Krishna
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath

Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 58 and the Noes 111, the motion was lost.

Ths motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads XVII—Irrigation etc. be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result :

NOES—111

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal Shri Debendra Nath
Chatterjee, Shri Benoy Kumar
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay Shri Bijoylal
Chaudhury, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam, Soleman Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Ammina
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata

Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkes
Mandal, Shri Krishna Prasah
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umes Chandra
Madri, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Sowrindra Mohan
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pemantle, Shrimati Olive
Poddar, Shri Anandilal
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Anath Bandhu
Roy Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Roy Singha, Sari Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Hoque, Shri Md.

AYES—59

Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath

Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Gauguli, Shri Ajit Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Shri
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumder, Shri Apurba Lal
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishne
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherjee, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr, Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy Choudhury, Shri Khagandra Kumar
Sen, Shri Deben
Sen, Srimati Manikuntala
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 59 and the Noes 111, the motion was lost.

The motion of Shri Mihir Lal Chatterjee that the demand of Rs. 6,96,14,000 for expenditure under Grant No, 11, Major Heads XVII—Irrigation etc. be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result :

NOES—110

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chatterjee, Shri Benoy Kumar
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath

Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Halder, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkes
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra. Shri Monoranjan
Misra, Sowrindra Mohan
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaqua, Shri
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhndu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pemantle, Shrimati Olive
Poddar, Shri Anandilall
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojenra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—57

Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Ganguli, Shri Ajit Knmar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam, Shri Yazdanl
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherjee, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 57 and the Noes 110, the motion was lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 6‘96,14,000 for expenditure under Grant No. 11, Major Heads XVII—Irrigation etc. be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result:

NOES—110

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shri Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath

Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Syampada
Bhattacharyya. Shri Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharni
Gyen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jehangir, Kabir Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandia
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkes
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Muzaffar Hussain, Shri
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pemantle, Shrimati Olive
Poddar, Shri Anandilall
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu

Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—59

Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Shri Kanailal
Bhattacharjee, Shri Shayama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chaterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh. Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Shri
Gupta. Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra. Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Binoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherjee, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri, Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath

Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 59 and the Noes 110, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji that a sum of Rs. 6,96,14,000 be granted for expenditure under Grant No. 11, Major Heads "XVII—Irrigation—Working Expenses—18—Other Revenue expenditure financed from Ordinary Revenue—51B—Other Revenue expenditure connected with Multi-purpose River Schemes—68—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)—68A—Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)—80A—Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account", was then put and agreed to.

Mr. Speaker : I will now put all the cut motions under Grant No. 45, and then the main motion to vote.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 5,75,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Head "80A—Capital outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project," be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Roy that the demand of Rs. 5,75,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Head "80A—Capital outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project," be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Mullick Chowdhury that the demand of Rs. 5,75,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Head "80A—Capital outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project," be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 5,75,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Head "80A—Capital outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project," be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 5,75,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Head "80A—Capital outlay on Multi-purpose River Schemes out side the Revenue Account—Damodar Valley Project," be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 5,75,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Head "80A—Capital outlay on Multi-purpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 5,75,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Head "80A—Capital outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project," be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Taher Hossian that the demand of Rs. 5,75,55,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Head "80A—Capital outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project," be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji that a sum of Rs. 5,75,55,000 be granted for expenditure under Grant No. 45, Major Head "80A—Capital outlay on Multipurpose River Schemes outside the Revenue Account—Damodar Valley Project," was then put and agreed to.

Adjournment

The House was then adjournment at 1.2 p.m. till 1.15 p.m. on Monday, the 14th March, 1960, at the Assembly House, Calcutta.

Vol. XXV—No. 2

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-fifth Session

(February-April, 1960)

(From 7th March to 25th March, 1960)

Part 7

(14th March, 1960)

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the
West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

Price—Indian, Rs. 2·20 nP. ; English, 3s. 3d.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Monday, the 14th March, 1960, at 1-15 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble BANKIM CHANDRA KAR) in the Chair, 15 Hon Ministers, 10 Deputy Ministers and 197 Members.

[1-15—1-25 p.m.]

Mr Speaker: I have got to say something before the work begins. On agreement amongst the different Parties and Groups there has been allotment of two hours' time for discussion and voting of supplementary demands. Final disposal of the Grants under supplementary heads will commence at 3-15 p.m.

Supplementary Estimate for the year 1959-60

DEMAND FOR GRANT No. 2

Major Head: 65—Payment of Compensation to Land-holders, etc., on the abolition of the Zamindary System.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 8,50,000 be granted for expenditure under Grant No. 2, Major Head "65—Payment of Compensation to Land-holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" during the current year.

DEMAND FOR GRANT No. 3

Major Head: 8—State Excise Duties

The Hon'ble Syama Prasad Barman: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 1,10,000 be granted for expenditure under Grant No. 3, Major Head "8—State Excise Duties" during the current year.

DEMAND FOR GRANT No. 5

Major Head: 10—Forest

The Hon'ble Hem Chandra Naskar: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 1,37,200 be granted for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" during the current year.

DEMAND FOR GRANT No. 6

Major Head : 11—Registration

The Hon'ble Iswar Das Jalan : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 1,56,000 be granted for expenditure under Grant No. 6, Major Head 11—"Registration" during the current year.

DEMAND FOR GRANT No. 9

Major Head : 13—Other Taxes and duties

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 68,000 be granted for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties" during the current year.

DEMAND FOR GRANT No. 14

Major Head : 25—General Administration

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 12,27,000 be granted for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" during the current year.

DEMAND FOR GRANT No. 16

Major Head : 28—Jails

The Hon'ble Purabi Mukhopadhyay : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 6,54,000 be granted for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" during the current year.

DEMAND FOR GRANT No. 17

Major Head : 29—Police.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 9,53,000 be granted for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" during the current year.

DEMAND FOR GRANT No. 18

Major Head : 30—Ports and Pilotage

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, on the recommendation of the Governor. I beg to move that a sum of Rs. 1,36,000 be granted for expenditure under Grant No. 18, Major Head "30—Ports and Pilotage" during the current year.

DEMAND FOR GRANT No. 20

Major Head : 37—Education

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move t[illegible] of Rs. [illegible]7,55,000 be granted for expenditure under Grant No. 20[illegible]d "[illegible]ation" during the current year.

DEMAND FOR GRANT No. 30

Major Head : 47—Miscellaneous Departments—Fire Services

The Hon'ble Iswar Das Jalan : Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 6,02,900 be granted for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" during the current year.

DEMAND FOR GRANT No. 31

Major Head : 47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services

The Hon'ble Adbus Sattar : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 28,56,000 be granted for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" during the current year.

DEMAND FOR GRANT No. 33

Major Head : 54—Famine

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 2,29,95,000 be granted for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" during the current year.

DEMAND FOR GRANT No. 34

Major Head : 54B—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 25,000 be granted for expenditure under Grant No. 34, Major Head "54B—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers" during the current year.

DEMAND FOR GRANT No. 35

Major Head : 55—Superannuation Allowances and Pensions

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 17,52,000 be granted for expenditure under Grant No. 35, "55—Superannuation Allowances and Pensions" during the current year.

DEMAND FOR GRANT No. 36

Major Head : 56—Stationery and Printing

The Hon'ble Bhupati Majumdar [illegible] on the recommendation of the Governor, I [illegible] Rs. 5,68,000 be granted for expenditure [illegible] Head "56—Stationery and Printing" du[illegible]

DEMAND FOR GRANT No. 37

Major Head : 57—Miscellaneous—Contributions

The Hon'ble Iswar Das Jalan : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 38,92,000 be granted for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" during the current year.

DEMAND FOR GRANT No. 38

Major Head : 82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 38,77,000 be granted for expenditure under Grant No. 38, Major Head "82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" during the current year.

DEMAND FOR GRANT No. 40

Major Head : 63B—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 6,38,000 be granted for expenditure under Grant No. 40, Major Head "63B—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works" during the current year.

DEMAND FOR GRANT No. 45

Major Head : XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes, etc.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 43,43,000 be granted for expenditure under Grant No. 45, Major Head "XLVIA—Receipts from the Road and Water Transport Schemes—Working Expenses—82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" during the current year.

DEMAND FOR GRANT No. 48

Major Head : Loans and Advances by State Government

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move [illegible] The Supp[illegible]29,000 be granted for expenditure under Grant N[illegible]d Advances by State Government" during t[illegible]

Mr. Speaker : There are certain [illegible] because they refer to policy. The honourable members know t[illegible]ies are not discussed so far as supplementary estimates and dema[illegible] concerned. There are also certain cut motions which are out of [illegible] because they refer to matters which are beyond the scope of the grant concerned. The following cut motions are out of order:—

Grant No. 2—cut motion No. 2
Grant No. 5—cut motion No. 4 (Last portion)
Grant No. 9—cut motion No. 2
Grant No. 14—cut motions Nos. 10 and 13
Grant No. 16—cut motion No. 7 (in part)
Grant No. 17—cut motions Nos. 3 (in part), 9 and 10 and 11 (in part) and 12
Grant No. 20—cut motions Nos. 11 (in part) and 14
Grant No. 30—cut motions Nos. 2 and 5
Grant No. 33—cut motions Nos. 8 (in part), 9 and 15
Grant No. 35—cut motions Nos. 2 and 3
Grant No. 37—cut motion No. 6
Grant No. 40—cut motion No. 5

The rest of the cut motions are taken as moved.

Shri Ganesh Ghosh : Sir, it has been decided that the Supplementary Estimates will be discussed for two hours.

Mr. Speaker : Yes, they will be discussed for two hours and if they are not finished before 3—15 p.m., they will be put to vote.

DEMAND FOR GRANT No. 2

Major Head : 65—Payment of Compensation to Landholders, etc., on the abolition of the Zamindary System.

Shri Ramanuj Halder : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,50,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Head "65—Payment of Compensation to Land-holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Deo Prakash Rai : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,50,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Head "65—Payment of Compensation to Land-holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Bankim Mukherji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,50,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Head "65—Payment of Compensation to Land-holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" during the current [illegible] by Rs. 100.

Shri Prava[illegible] [illegible] that the demand of Rs. 8,50,000 for expend[illegible] Head "65—Payment of Compensati[illegible] [illegible]tion of the Zamindary System" d[illegible] current year [illegible] by Rs. 100.

[illegible]**olam Yazdani** : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,50,000 [illegible] expenditure under Grant No. 2, Major Head "65—Payment of Compensation to Land-holders, ete., on the abolition of the Zamindary System" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,50,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Head "65—Payment of Compensation to Land-holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,50,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Head "65—Payment of Compensation to Land-holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Bhupal Chandra Panda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,50,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Head "65—Payment of Compensation to Land-holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" during the current year be reduced by Rs. 100.

DEMAND FOR GRANT No. 3

Major Head : 8—State Excise Duties

Shri Ramanuj Halder : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,10,000 for expenditure under Grant No. 3, Major Head "8—State Excise Duties" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Narayan Chowbey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,10,000 for expenditure under Grant No. 3, Major Head "8—State Excise Duties" during the current year be reduced by Rs. 100.

Dr. Bindabon Behari Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,10,000 for expenditure under Grant No. 3, Major Head "8—State Excise Duties" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguly : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,10,000 for expenditure under Grant No. 3, Major Head "8—State Excise Duties" during the current year be reduced by Rs. 100.

DEMAND FOR GRANT No. 5

Major Head : 10—Forest

Shri Ramanuj Halder: Sir, I [illegible] demand of Rs. 1,37,200 for expenditure un[illegible]0—Forest" during the current year be reduce[illegible] [illegible]propriation Act—to

Shri Basanta Kumar Panda: Sir, I [illegible] that the Rs. 1,37,200 for expenditure under Grant No, 5, Major Head "10—. during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Deo Prakash Rai: Sir, I beg to move that the demand Rs. 1,37,200 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—F(during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguly: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,37,200 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Ray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,37,200 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" during the current year be reduced by Rs. 100.

DEMAND FOR GRANT No. 6

Major Head : 11—Registration.

Shri Bindabon Behari Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs 1,56,000 for expenditure under Grant No. 6, Major Head "11-Registration" during the current year be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that ihe demand of Rs. 1,56,000 for expenditure under Grant No. 6, Major Head "11-Registration" during the current year be reduced by Rs. 100.

DEMAND FOR GRANT No. 14

Major Head : 25-General Administration.

Shri Somnath Lahiri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,27,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" during the current year be reduced by Rs. 100.

Dr. Pabitra Mohan Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,27,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Halder : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,27,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" during the current year be red[illegible] 100.

[illegible] Majumdar [illegible]

Dr. Binda[illegible] to move that the demand of Rs. 12,27,0[illegible] No. 14, Major Head "25-General Adm[illegible] [illegible]duced by Rs. 100.

[illegible] Kumar [illegible] beg to move that the demand of [illegible]000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,27,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Chitto Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,27,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,27,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Dhar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,27,000 for expendituae under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Renupada Halder : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,27,000 for expenditnre under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 12,37,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25-General Administration" during the current year be reduced by Rs. 100.

DEMAND FOR GRANT No. 16

Major Head : 28-Jails

Shri Phakir Chandra Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,54,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" during the current year be reduced by Rs. 100.

Dr. Bindabon Behari Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,54,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails during the eurrent year be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,54,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Mihir Lal Chatterjee : Sir, [illegible] the demand of Rs. 6,54,000 for expenditure under [illegible] "28—Jails" during the current year be reduced [illegible]

Shri Chitto Basu : Sir, I beg to [illegible] for expenditure under Grant No. 16, [illegible] year be reduced by Rs. 100.

DEMAND FOR GRANT No. 17

Major Head : 29-Police

Shri Ramanuj Halder : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,53,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,53,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,53,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" during the current year be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,53,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" during the current year be reduced by Rs. 100.

Dr. Bindabon Behari Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,53,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Chitto Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,53,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Provash Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,53,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguly : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,53,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Renupada Halder : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,53,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,53,00 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" during the curre year be reduced bv Rs. 100.

Shri Apurba ...g to move that the demand (Rs. 9,53,00... ...o. 17, Major Head "29-Police during the ...

... beg to move that the demand (...000 for expe... ...rant No. 17, Major Head "29-Police ...e current year be ... by Rs. 100.

DEMAND FOR GRANT No. 18

Major Head: 30—Ports and Pilotage

Dr. Bindabon Behari Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,36,00 for expenditure under Grant No. 18, Major Head "30-Ports and Pilotage during the current year be reduced by Rs. 100.

DEMAND FOR GRANT No, 20

Major Head : 37-Education

Dr. Pabitra Mohan Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 87,55,00 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" during th current year be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Halder : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 87,55,00 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" durin the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee : Sir, I beg to move that the demand o Rs. 87,55,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education' during the current year be reduced by Rs. 100.

Dr. Bindabon Behari Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs 87,55,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education' during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Chitto Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 87,55,00 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" during th current ye... be reduced by Rs. 100.

Shri Gobordhan Das : Sir, I beg to move. that the demand of Rs. 87,55,00 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" durin the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 87,55,00 ıor expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" during th current year be reduced by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Dhar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 87,55,000 for expenditure under Grant [illegible] 20, Major Head "37-Education during the current year be reduc[illegible]

Dr. Golam Yazdani : Sir, I be[illegible] Rs. 87,55,000 for expenditure under Grant N[illegible]" during the current year be reduced by Rs.[illegible]

Shri Saroj Roy : Sir, I beg to [illegible] of Rs. [illegible] for expenditure under Grant No. 20, [illegible] "37-Education" the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 87,55,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" during the current year be reduced by Rs. 100.

DEMAND FOR GRANT No. 30

Major Head : 47—Miscellaneous Departments—Fire Services

Shri Dhirendra Nath Dhar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,02,900 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" during the current year be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,02,900 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,02,900 for xpenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" during the current year be reduced by Rs. 100.

DEMAND FOR GRANT No. 31

Major Head : 47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services

Shri Basanta Kumar panda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 28,56,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Turku Hansda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 28,56,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Chitto Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 28,56,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" during the current year be reduced by Rs. 100.

Dr. Dhirendra Nath Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 28,56,000 for expenditur[illegible] No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departm[illegible]ces" during the current year be reduced by R[illegible]

Shri [illegible] move that the demand of R[illegible] No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments [illegible] Services" during the current year be [illegible] by Rs. 100.

DEMAND FOR GRANT No. 33

Major Head : 54—Famine

Dr. Pabitra Mohan Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,29,95,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Halder : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,29,95,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" during the current year be reduced by Rs. 100.

Dr. Bindabon Behari Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,29,95,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,29,95,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Mihir Lal Chatterjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,29,95,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Chitto Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,29,95,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,29,95,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguli : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,29,95,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" during the current year be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,29,95,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" during the current year be reduced by Rs. 100.

Dr. Dhirendra Nath Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,29,95,000 for expenditure un[illegible] 33, Major Head "54—Famine" during the current year be redu[illegible]

Shri Renupada Halder: [illegible] demand of Rs. 2,29,95,000 for expenditur[illegible]—Famine" during the current year be redu[illegible]

Shri Saroj Roy: Sir, I beg to mo[illegible] of Rs. 2,2[illegible] for expenditure under Grant No. 33, Majo[illegible]—Famine" during th[illegible] year be reduced by Rs. 100.

Shri Provash Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,29,95,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" duri[illegible] the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Bhupal Chandra Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,29,95,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" during the current year be reduced by Rs. 100.

DEMAND FOR GRANT No. 34

Major Head: 54B—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers.

Shri Chitto Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "54B—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Renupada Haldar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25, 000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "54B—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers" during the current year be reduced by Rs. 1 0.

DEMAND FOR GRANT No. 36

Major Head: 56—Stationery and Printing

Shri Chitto Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,68,000 for expenditure under Grant No. 36, Major Head "56—Stationery and Printing" during the current year be reduced by Rs. 100

DEMAND FOR GRANT No. 37

Major Head: 57—Miscellaneous—Contributions

Dr. pabitra Mohan Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 38,92,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 38,92,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" during the current year be reduced by Rs. 100

Shri Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 38,92,000 for expenditure under [illegible] No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" during [illegible] be reduced by Rs. 100.

Shri Dhiren[illegible] Majumdar: [illegible] move that the demand of Rs. 38,92,000 [illegible], Major Head "57—Miscellaneous—[illegible] reduced by Rs. 100.

[illegible]pal Chandr[illegible] [illegible] to move that the demand of [illegible]) for expenditure under [illegible] No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" during the current year be reduced by Rs. 100.

DEMAND FOR GRANT No. 38

Major Head: 82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account

Shri Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 38,77,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Head "82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Dhar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 38,77,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Head "82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" during the current year be reduced by Rs. 100.

DEMAND FOR GRANT No. 40

Major Head: 63B—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works

Shri Ramanuj Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,38,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "63B—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Phakir Chandra Ray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,38,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "63B—Community Development Projects, National Extension Services and Local Development Works" during the current year be reduced by Rs. 100.

Dr. Bindabon Behari Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,38,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "63B—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Deo Prakash Rai : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,38,000 for expenditure under Grant No. 40, M[illegible]ead "63B—Community Development Projects, National Extensi[illegible] Development Works" during the current year be redu[illegible]

Shri Hemanta Kumar Gho[illegible] demand of Rs. 6,38,000 for expenditure un[illegible] -Community Development Projects, N[illegible] and L[illegible]lopment Works" during the current yea[illegible]s. 100.

DEMAND FOR GRANT No. 45

Major Heads : XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes, etc.

Dr. Pabitra Mohan Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 43,43,000 for exepnditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from the Road and Water Transport Schemes—Working Expenses—82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 43,43,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from the Road and Water Transport Schemes—Working Expenses—82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" during the current year be reduced by Rs. 100.

Dr. Bindabon Behari Basu : Sir, I beg to move that thc demand of Rs. 43,43,000 for expcnditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from thc Road and Water Transport Schemes—Working Expenses—82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Dhar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 43,43,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from the Road and Water Transport Scheme—Working Expenses—82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Sehemes outside the Revenue Account" during the current year be reduced by Rs. 100.

DEMAND FOR GRANT No. 48

Major Head : Loans and Advances by State Government.

Shri Phakir Chandra Ray : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,57,29,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta : Sir, I bcg to move that the demand of Rs. 1,57,29,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Chitto Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,57,29,000 for expenditure under Grant No, 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" during the curr[illegible]d by Rs. 100.

Shri Saroj R[illegible] Majumdar [illegible] demand of Rs. 1,57,29,000 for expenditure [illegible] Loans and Advances by State Governm[illegible] by Rs. 100.

[illegible] **Kumar** [illegible] move that the demand of [illegible],000 for expen[illegible] under [illegible] No. 48, Major Head "Loans and [illegible] by State Governmen[illegible] the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee : Sir, I beg to move that the demand of [illegible] 1,57,29,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Adv[illegible]ces by State Government" during the current year be reduced by Rs. 100.

[1-25—1-35 p.m.]

Shri Somnath Lahiri :

স্পীকার মহাশয়, সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে হুটো পাশাপাশি হেড দেখতে গিয়ে একটা তুলনা-মূলক চিত্র নজরে পড়ল। ৩৩ নম্বর গ্রাণ্টে ফেমিন খাতের মধ্যে দেখলাম ফ্লাড এ্যাফেক্‌টেড এরিয়াতে জল সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মনে হল যে আমাদের সরকার জল দান করতে ভোলেননি। যদিও বন্যার জল তারা যথেষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু তাহলেও মেহেরবানী করে ১ লক্ষ টাকা ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমের জন্য বরাদ্দ করেছেন। জলের কথা এদের মনে আছে। তার পাশের পাতাটা ওল্টাতে দেখলাম ৩২ নম্বর গ্রাণ্টে রয়েছে রাজ্যপাল মহোদয়ার বাড়ীতে এস্‌টেটস ডিভিশন বিল্ডিং‌এ জল সরবরাহ বাড়াবার জন্য ডিম্যাণ্ড করা হয়েছে ১ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। কাজেই এই হুটো পাশাপাশি চিত্র থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে হাজার হাজার ফ্লাড এ্যাফেক্‌টেড মানুষকে যেখানে জলসরবরাহের জন্য ১ লক্ষ টাকার গ্রাণ্ট চেয়ে সন্তুষ্ট সেখানে রাজ্যপাল মহোদয়ার ভবনের একটা অংশে জল সরবরাহের জন্য ১ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা না হলে তাদের চলছে না।

আরও দেখলাম হাজার হাজার মানুষ বন্যায় গৃহহীন হয়ে আছে, এখনও পর্য্যন্ত তারা বাড়ীঘর তুলতে পারছে না, তাদের বাড়ীঘর তোলবার ব্যাপারে ব্যবস্থা করা হবে এমন কথা সাপ্লিমেণ্টারী এষ্টিমেটের মধ্যে পেলাম না। কিন্তু পেলাম কলকাতা এবং দার্জিলিং‌এর রাজভবনের সংস্কারের জন্য সাপ্লিমেণ্টারী এষ্টিমেটে ১ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে! যদিও রাজ্যপালের বিষয়টা আমার কাটমোশানের বিষয় নয় তাহলেও সবিনয়ে এটা রাজ্যপাল মহোদয়ার কছে নিবেদন করতে চাই যে, যে বছরে বন্যার তাণ্ডবে লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হল, জলহীন হল, সেবছর অন্ততঃ এই ধরণের খরচ তাঁর নামে না লিখলেই কি চলত না?

তারপর মনে হল এটা স্বাভাবিক, কারণ আমাদের সঙ্গে রাজ্যপালের পদটার কোন সম্বন্ধ নেই। আমরা তাঁকে নির্বাচন করি না, আমাদের ভাল মন্দে তিনি আছেন কি না আছেন তাও আমরা টের পাইনা। তবে এটুকু জানি যে কেন্দ্রীয় সরকারের ডাণ্ডা হিসাবে তিনি প্রদেশে রয়েছেন। ভারতের সংবিধানের মধ্যে যেটা প্রতিক্রিয়াশীল অংশ সেটা হল গভর্ণরের নিয়োগ

পদ্ধতি এবং সেই প্রতিক্রিয়াশীল কার্য্য পূরণ করবার জন্য গভর্ণর নিযুক্ত আছেন। কাজেই তাঁর এবং তাঁর চাপরাসী বরকন্দাজের কথা সর্ব্বাগ্রে [illegible] করতে হবে এটা স্বতঃসিদ্ধ। ডিমাণ্ডে সেকথা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

তারপর দেখলাম ক্যাবিনেট মিনি[illegible] ন্ত্রীর সংখ্যা আমাদের প্রদেশে ৩৫ জন। কংগ্রেসে [illegible] জন-তার মানে বোধ হয় প্রতি ৪॥ জন কংগ্রেস [illegible] করেও সব কংগ্রেসী এম, এল, এর উন্নতি [illegible] জেহ ১৩ জন মিনিষ্টারের ১৩ ঘোড়ার গাড়ীর জায়গায় এখন ১৪ [illegible] চালাতে চান। সেজন্য [illegible] বাবুকে প্রোমোশন দিয়েছেন ক্যাবিনেট মিনিষ্টারের র‍্যাংকে। অথচ মিনিষ্টার খাতে কিরক[illegible] খরচটা বেড়েছে দেখুন—১৯৫৩-৫৪ সালে ১০ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা, ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে দাঁড়িয়েছে ১২ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা অর্থাৎ ২ লক্ষ টাকা এই খাতে বেড়ে গেছে[illegible] দেশের লোকের দিক থেকে কোন ফল তাতে হয়নি। তরুণবাবু একটা প্রেসের লর্ড। সেইজন্য তরুণ বাবুকে কিছুটা খুশী করার প্রয়োজন আছে, বিশেষ করে কিছু দিন আগে স্বয়ং অতুল্য বাবুর সঙ্গে মল্ল যুদ্ধ করেছিলেন—করলেও শেষে আধা নাকখত দিয়ে ফিরে এলেন। বিধানবাবু তাঁর সেই কৃতিত্ব ভোলেননি—সুতরাং তাঁকে প্রোমোশন দিয়ে দিলেন। বেচারা ডাঃ আমেদ সাহেব এতদিন ১৩ ঘোড়ার ক্যাবিনেটের মধ্যে সরকারের কৃষিক্ষেত্রে চরে বেড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ সেই ঘোড়াটাকে ডিঙ্গিয়ে এসে কৃষির ক্ষেত্রে ঘাস খেতে আরম্ভ করলেন তরুণবাবু। বেচারা আমেদ সাহেবের বিপত্নীক অবস্থায় এখন এ্যানিম্যালদের হাজব্যাণ্ডগিরি করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই!

যাহোক; সে নাহয় বুঝলাম যে ক্যাবিনেট মিনিষ্টার ১৩ জন ছিলেন ১৪ জন হলেন। আমি অবশ্য একটা কথা বলে নিই যে তরুণ বাবুর যোগ্যতা, অযোগ্যতার প্রশ্ন তুলছি না অন্য মন্ত্রীদের তুলনায়; কারণ সমস্ত মন্ত্রীই এক গোয়ালের গরু—

creatures of the same anti-people policy—

সুতরাং যোগ্যতার, অযোগ্যতার প্রশ্ন তুলছি না, খরচের প্রশ্নটাই তুলছি। তারপর দেখুন স্যার; ১৯৫৭-৫৮ সালে মন্ত্রীদের একটু চক্ষুলজ্জা ছিল বলে তাঁরা বলেছিলেন যে আমরা স্যালারী থেকে একটা ভলাণ্টারী কাট করলাম—শতকরা ১০ টাকা করে আমরা ছেড়ে দেবো। খুব বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিল, সমস্ত কাগজ সেটা ফ্রণ্ট পেজ নিউজ করলো এবং মিটিংএ মিটিংএ গালভরা বক্তৃতাও শুনলাম। তারপরে বাজেট খুলে দেখলাম ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেটে আছে মন্ত্রীদের ভলাণ্টারী কাটের খাতে ১৫ হাজার টাকা ডিডাকশন। হিসাব করে দেখলাম মোট মাইনের ৪·৮ পার্সেণ্ট এই রকম হয়। যাহোক আমরা ভাবলাম প্রথম বছরের খেলা এটা বোধ হয় চেপে গেল। পরের বছর থেকে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবেন। ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেটে দেখলাম ২২৫ টাকা সর্বসাকুল্যে সমস্ত মিনিষ্টাররা ত্যাগ করেছেন —ভলাণ্টারী কাট। হিসাব করে দেখলাম ·০৬ পার্সেণ্ট এবং সামনের বছর যে ·০৬ পার্সেণ্টটা একেবারে ·০০ হয়ে যাবে এবিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। তবে আমার ধমক খাওয়ার পর আবার যদি তাঁদের চক্ষুলজ্জা হয় তাহলে আমি তাঁদের ধন্যবাদ দেবো।

মন্ত্রীরা যে বেশি মাইনে নেন এবং বেশি মন্ত্রী নিযুক্ত হন এটা অন্যায় এই দরিদ্র দেশে। কিন্তু তার চেয়ে বেশি অন্যায় হলো ঢাক পিটিয়ে বলা হল যে আমরা ভলাণ্টারী কাট করছি

তারপরে কাট করলেন না। এটা শুধু অন্যায় নয়, এটা হল শঠতা, প্রবঞ্চনা জনসাধারণের কাছে।

এই প্রবঞ্চনার আর একটা ন [illegible] এষ্টিমেটের মধ্যে দেখলাম, ইলেকশন খাতে। সাউথ [illegible] টিটিউয়েন্সীতে বাই ইলেকশন হবে তার ফটো তুলতে [illegible] টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। আমরা একটু [illegible] ইলেকশনের মেন ট্যাকটিস হল ফল্‌স [illegible] গর কর্মী [illegible] কংগ্রেসদল [illegible] যাতে জাল ভোট না হয় তার জন্য [illegible] উঠলেন। আমি [illegible] under [illegible] যখন শুনলাম যে বিধানবাবু নিজে অগ্রণী [illegible]ছেন—সাউথ ওয়েষ্ট ক্যালকাটা পার্লামেণ্টারী কনষ্টিটিউয়েন্সীর ইলেকশনে যাতে ফটো তোলা হয় তার জন্য তিনি ইলেকশন কমিশনারের কাছে পয়েণ্টটা খুচিয়ে তুলেছিলেন। আমরা তখন ভাবলাম ব্যাপারটা কি? তারপরে যখন মাসের পর মাস যেতে লাগলো সিটটা ভ্যাকেণ্ট হবার পরে; অথচ ফটো তোলা হয় না এবং ইলেকশনের ডেট ঘোষণা করা হয় না প্রায় এক বছর কেটে গেল তখন বুঝলাম যে এই ফটোর পিছনে আসল প্যাঁচটা কি। আসল প্যাঁচ হল যে এই কনষ্টিটিউয়েন্সীর বাই ইলেকশনে কংগ্রেসকে গুহারা হারতে হবে সেই ভয়ে দিন যতই পিছিয়ে দেয়া যায় ততই মঙ্গল এবং ইলেকশনটাকে পিছিয়ে দেয়ার এটা হল ট্যাকটিক্স ফটো তোলার নাম করে। আমরা এবিষয়ে ইলেকশন কমিশনারের কাছে আপত্তি করেছিলাম যে ফটো তুলুন না তুলুন, যখন থেকে সিট ভ্যাকেণ্ট হল তার অল্প দিনের মধ্যে বাই ইলেকশনের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে হবে কারণ ফটোর তোলার অজুহাতে সেই এলেকার অধিবাসীরা তাঁদের প্রতিনিধি পাঠানোর অধিকার থেকে অনেক দিন ধরে বঞ্চিত আছে। ইলেকশন কমিশনার তখন বল্লেন যে একটা আধটা সেসনের বেশি দেরী কিছুতেই হবে না। অথচ কয়েকটা সেসন পার হয়ে গেছে, এখনও ষ্ট্যাম্প ফটো হয়ে উঠেনি। আপনি কাগজে দেখে থাকবেন স্যার, যদিও এ্যাকচুয়াল ফিগারটা আমি জানিনা, বোধ হয় ৩॥০ লক্ষ ভোটারের মধ্যে মাত্র ২ লক্ষ ভোটারের ফটো আজ পর্য্যন্ত তোলা হয়েছে। যে ব্যবস্থা তারা করেছিলেন তাতে এরকম হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন শুনছি আবার বিধান বাবুরা নাকি তাগাদা দিয়াছেন ইলেকশন কমিশনারের কাছে যে পয়লা মের মধ্যে ইলেকশন করতে হবে। পয়লা মের মধ্যে ইলেকশন করান তাতে আমাদের আপত্তি নেই বরং আমরা চেয়ে ছিলাম আরো অনেক আগে ইলেকশন হয়ে যাক্। কিন্তু ভোটারদের ফটো তোলা শেষ হোক বা না হোক বয়ে গেল, যা ফটো হয়েছে তাতেই ইলেকশন করতেই হবে এই যদি সরকারের মতলব হয়, তানা হলে আমরা এবং জনসাধারণ তা বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নই।

[1-35—1-45 p.m.]

একটা নামকোওয়াস্তে ঘোষণা করা হচ্ছে যে সেণ্টাল যে কয়টা পার্ক আছে তাতে বুথ করা হবে—সেখানে লোক গিয়ে ফটো তুলে আসবে। তারপর যদি কোন লোক ফটো তুলতে না পারে তাহলে তাকে বলে দেওয়া হবে যে—তুমি ভোট দিতে পারবে না। এখানে আমি পরিষ্কার বলে দিতে চাই—আমি ঐ এলাকার একটা অংশ রিপ্রেজেণ্ট করি সুতরাং ভালমত জানি—প্রত্যেক ভোটারকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পুর্ণ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে ফটো তোলার ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাদের ভোটের অধিকার কেড়ে নেবার কোন অধিকার আপনাদের নাই। বুথএ গিয়েও ফটো তুলবে কি করে? রাজী হলেও সে যে ভোটার তার জন্য তাকে প্রমাণ দিতে হবে, বাড়ীওয়ালা কিংবা অন্ত ৪।৫ জন লোককে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে আইডেন্টিফাই

করাতে হবে—তা কি করা সম্ভব ? ভোট দেওয়াই তার জীবনে একমাত্র কাজ নয় ! বাড়ী ওয়ালা বা অন্য কোন লোককে নিয়ে গিয়ে [illegible] যে সে ভোটার, তারপর ফটো তোলা হবে, তারপরও সে ফটো তার হাতে [illegible] বে না—এই যে ব্যবস্থা এটা চলবে না। প্রত্যেকের বাড়ী [illegible] র ব্যবস্থা যদি করেন এবং সে ফটো ভোটের আগে [illegible] না করে যে ব্যবস্থা হয়েছে এটাকে প্রবঞ্চনা, [illegible] তা সাউথ ওয়েষ্ট ক্যালকাটা পার্লিয়ামেণ্টারী [illegible]

তারপর স্যার, সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের চরিত্র [illegible] তার মধ্যেই সরকারের [illegible] নীতি বেরোবে। সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটএ যে সমস্ত খাতে টাকা চাওয়া হয়েছে, তার মধ্যে [illegible] এডুকেশন খাত ছাড়া বাকী অধিকাংশ খাতেই হল পুলিশ, জেল, রেজিষ্ট্রেশন এক্সসাইজ ইত্যাদি যার সঙ্গে কোন জনকল্যাণের সম্বন্ধ নাই। অথচ আপনি দেখবেন ১৯৫৮-৫৯ সালের জন্য যে একচুয়ালস (লেটেষ্ট সামনে যা রয়েছে) তাতে দেখছি পাবলিক হেলথ বিভাগে সরকার বাজেটে যা ধরেছিলেন তার মধ্যে ৯০ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারেন নি, মেডিকালএ ৫ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারে নি, এগ্রিকালচারএ ৬১ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারেন নি। এমন কি ফেমিন খাতেও প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারেন নি। বাজেটের আসল চরিত্র হল জনকল্যাণ মূলক এই সমস্ত বিভাগে অধিকাংশ বিভাইজড বাজেটের বরাদ্দ সম্পূর্ণ খরচ করে উঠতে পারেন না। কিন্তু মানুষের কাছ থেকে যে কর আদায় হয় তার থেকে বরাদ্দের চেয়েও বেশী খরচ হয় শাসন, শোষণ ও প্রহার অর্থাৎ পুলিশ, জেল ইত্যাদি বিভাগে। সেই বাড়তি বরাদ্দের জন্য সাপ্লিমেণ্টারী এষ্টিমেট পরিষদের সামনে হাজির হয়। এই হল সরকারের সাধারণ নীতি এবং চরিত্র।

সরকার হয়ত বলবেন দেখুন ৭ কোটি সাপ্লিমেণ্টারীতে ধরা হয়েছে তার মধ্যে ২ কোটি ৩০ লক্ষ শুধু ফেমিনএর জন্য নিয়েছি সুতরাং জনকল্যাণ মূলক নয় এই বলে কোন সন্দেহ করতে পারবেন না। কিন্তু আপনি দেখবেন স্যার ১৯৫৮ থেকে, ১৯৬০-৬১ সাল পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি বাজেট বই খুঁজে খুঁজে দেখলাম প্রত্যেক বছর বাজেট এষ্টিমেটএ লেখা আছে দুভিক্ষ খাতে কম ধরা হল ইন দি হোপ অফ এ গুড ইয়ার ! পরে প্রতি বছরই সাপ্লিমেণ্টারী এষ্টিমেটএ বলা হয়, না তাতে কুলোলনা না—কারণ গুড ইয়ার হয়নি ! ইন দি হোপ অফ এ গুড ইয়ার কম বরাদ্দ ধরা হল এটা প্রতি বছরই লেখা আছে, শুধু ১৯৫৯-৬০ সালে ইন দি "এক্সপেক-টেশন" অফ এ গুড ইয়ার লেখা আছে—এ ছাড়া আর কোন পরিবর্ত্তন নাই ! কাজেই এহচ্ছে হিসাবের কারচুপি। এটা তারাও জানেন। দেশকে তারা যে অবস্থায় এনেছেন কোন বছর গুড ইয়ার হবে বলে আশা পরিপূর্ণ হতে পারে না, দুভিক্ষাবস্থার এমনি ক্রনিক হয়েছে। তার জন্য তারা গোড়ায় কম করে ধরে তারপর বেশী করে ধরে বলছেন আমরা অনেক কিছু করছি।

তারপর আর একটা যা করছেন, আপনি স্যার কিছুই বুঝতে পারবেন না। একটা স্যাম্পল্ দিই এই ধরুন ফেমিন খাতে প্রথম

Item—Isolated work house and normal Relief operation

এর জন্য মোট ২৭ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে সেই টাকার খরচের হিসাব দেওয়া হয়েছে—প্রথম হচ্ছে

Pay and allowance of officers and establishment

এতে যাবে ৭ লক্ষ ৪ হাজার কন্টিজেন্সীতে যাবে ২০ লক্ষ। এখন এই কন্টিজেন্সীর মানে কি? আমি ভাবলাম বিলিফ [illegible] খরচ হচ্ছে ৭ লক্ষ টাকা—আর ১৯।২০ লক্ষ টাকা কন্টি[illegible] Majumdar [illegible] জেন্সী খরচই বেশী? কিন্তু তা নয়। এই গোটা [illegible] কোন খরচই নেই—সব খরচটাই শুধু সেলারি[illegible] গর কর্মী [illegible] ম কন্টিজেন্সী চার্জেসএর ব্রেক ডাউন [illegible] হয়েছে [illegible] ট্রান্সপোর্ট চার্জেস রেলে ও লরীতে যা [illegible] কিছু ঐ কন্টিজেন্সি under [illegible] হেছে। রেল ও লরীমালিকরা পাবে ৩ লক্ষ [illegible] হাজার টাকা। আর দ্বিতীয় ডিলারদের রিমুনারেশন পারিশ্রমিক হচ্ছে—৭ লক্ষ ৭৫ [illegible]জার টাকা। আর তৃতীয় অফিস খরচ, বিবিধ নিয়ে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, এই সমস্ত ধরে মোট ২৭ লক্ষ টাকা হয়ে গেল। রেল, লরীর, মালিক, ডিলার, কন্ট্রাক্টার, রিলিফের ডিলার আর সরকারী কর্মচারী সবটা ভাগ করে নিলেন। যারা বন্যায় ভুগছে তারা কি পেল বা না পেল, তা হিসাবের মধ্যে নেই এবং থাকলেও তা বোঝা সম্ভব নয়।

এইটাই আমি আপনার দৃষ্টিতে আনতে চাই, এঁদের বাজেট করবার পদ্ধতি অপূর্ব্ব। রিলিফের পরিমান কত, কোথা থেকে এলো, কোথায় গেল ডিলারদের কত টাকা রিমুনারেশন হিসাবে দেওয়া হয়েছে, কোন রেল চার্জে কত টাকা দেওয়া হয়েছে তার হিসাব বাজেট বইয়ের কোন জায়গায় দেখতে পেলাম না। আমি তিনটা বই তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, কোথাও পাওয়া গেল না। এই আইটেমএর এক্সপ্লানেশনের সম্ভাবনাও নেই এই বই থেকে।

তারপর তৃতীয় আইটেম দেখুন ডিষ্ট্রিবিউশন অফ সিডস। তার জন্য মোট খরচ ধরা হয়েছে ৪৭ লক্ষ টাকা। তার পে এ্যাণ্ড এ্যালাউয়েন্সেস বাবদ ধরা হয়েছে ২৭ হাজার টাকা। শুধু এ্যালাউয়েন্স কত তা এই হিসাব থেকে বোঝাবার উপায় নেই। এই গুলি ছাড়া আর বাকী সবগুলি নিয়ে ৪৩ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা ধরা হয়েছে কন্টিজেন্সীতে। কিন্তু ব্লু বুক বা রেড বুকএর কোথাও থেকে জানতে পারবার উপায় নেই যে এই কন্টিজেন্সী কিসের জন্য। কোথাও তার এক্সপ্লানেশন পাবেন না।

ডিষ্ট্রিবিউশন অফ সীডস খাতে মোট ৪৭ লক্ষ টাকা খরচ দেখান হয়েছে। কিন্তু শুধু সীডস এর জন্য কত খরচ পড়েছে? এই প্রশ্ন সাধারণতই মনে জাগে। কত সীডস ডিষ্ট্রিবিউটেড হয়েছে তা জানবার জন্য, আমি এই বাজেটের মোটা মোটা ছাপান বইগুলো খুঁজে দেখলাম কিন্তু তার কোন জবাব পেলাম না। তারপর আমি অনেককে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি, তাঁরাও কিছু বলতে পারলেন না। তখন আমি বিধান বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন সীড তো সীড ফার্ম থেকে আসছে, তার হিসাব এখানে ধরা হবে কেন? তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম কত সীডস সীড ফার্ম থেকে এলো বলতে পারেন? এমন তিনি কোথায় টেলিফোন করে জেনে বললেন, ৪৫।৪৬ হাজার মণের মত সীড, সীড ফার্ম থেকে এসেছে। এই সীড গ্রাট্যুইসাচনস্ রিলিফএর সীড বাদ দিয়ে। এটা দেখে আমার মনে একটা খটকা লাগলো। ৪৬ হাজার মণ সীড এর কত দাম হবে? ১২ টাকা করে মণ প্রতি দাম ধরলেও ৫ লক্ষ ৫২ হাজার টাকার বেশী হয় না। আর এই সীড বিতরণ করতে মোট খরচ পড়েছে ৪৭ লক্ষ টাকা, এত অসম্ভব। এযে ছেলের চেয়ে, ছেলের গু অনেক ভারী! তখন আমি তাঁকে আবার ধরলাম, তিনি ভেবে চিন্তে, শেষ কালে আবার টেলিফোন করে জেনে বললেন

ঐ সীডটা কন্টিজেন্সীর মধ্যে ধরা হয়েছে। আমরা এতদিন জানতাম কন্টিজেন্সী মানে ইন্সিডেন্টাল বা সর্ত্ত সাপেক্ষ খরচ। বিধান বাবুর এই সীড ডিষ্ট্রিবিউশনএর মূল উদ্দেশ্য তাহলে হল তাঁর অফিসার এমপ্লয়ী ও ডি- Court. রা সীড বিতরণটা একেবারেই তার ওপর কন্টিজেন্ট।

[1-45—1-55 p.m.]

Shri Dasarathi Tah :

opropriation Act—to

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সরকার যে financial year is f ধরেছেন, উপর অতিরিক্ত এই বাজেট আমাদের সাম hen a need. ছেন—এটা একটা রে গেছে। কিন্তু আবার হচ্ছে—যে খাতে তিনি আবার নূতন করে বরাদ্দ চাচ্ছেন আমি আনন্দে সঙ্গে তা মঞ্জুর করতে পারি যদি সেই সেই খাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে আমাদের দাবীগুলি তিনি পুরণ করেন।

আমি প্রথমে আমাদের ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী বিমল বাবুর দপ্তরের কথা একটু বলি। তাঁ আবার টাকা চেয়েছেন। তাঁকে বারে বারে একথা বলি—যারা ছোটখাট জমিদার এবং মধ্যস্বত্ব যাদের ছিল, তাদের টাকা কেন তাড়াতাড়ি দিয়ে যা শেষ করা উচিত, তা আজ পর্য্যন্ত করলেন না? বিশেষ করে বারে বারে আমার যে অভিযোগ—সেই দেবোত্তর সম্পত্তি সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কোন একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আইন বিধিবদ্ধ করলেন না। তার ফলে অতীতের সমস্ত কিছু ছিল দেবোত্তরের পূজা উৎসব, গাজন ইত্যাদি সবকিছু বন্ধ হয়ে গেল—ঠাকুরও বিসর্জ্জন হচ্ছে, এবং ঢাকী পর্য্যন্ত তার সাথে বিসর্জ্জন হচ্ছে। এ সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতায় কোন ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি না। বড় বড় যেগুলি দেবোত্তর—যেমন তারকেশ্বর মস্তবড় এষ্টেট, বহু টাকা আয়। জমিদারী একটা গ্রহণ করলেন,—কিন্তু তারকেশ্বর ষ্টেটে যে ব্যাপার চলছে, তা জমিদারীর বাড়া। সেখানে তিন সেঞ্চুরী কেন বহু শতাব্দীর সেই প্রজা ঠেঙ্গানী একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে আছে। অতবড় তীর্থস্থান, সেটা লুটপাট চলছে। এপর্য্যন্ত আপনারা সেদিকে একটু নজর দিলেন না। ও বিষয়ে আমরা বলি, বিরোধী পক্ষ থেকে ও হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটি, স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি ও অন্যান্য যাঁরা রাজনৈতিক দল—তাঁরা বলেছেন তারকেশ্বর মন্দিরের বিরাট সম্পদ যাতে জনসাধারণের কাজে লাগে—সেই ভাবে যেন পরিচালনার ব্যবস্থা হয়। যদি সেখানে যান, উনি নিশ্চয়ই যান, ভক্তি না থাকে ভয়ে যান, সেখানে দেখবেন না আছে স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা, না আছে সেখানে ভদ্রলোকের ভদ্রতা রক্ষার ব্যবস্থা। সেখানে শুধু লুটপাট চলছে। তা সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত কোন ইঙ্গিত পেলাম না এ বিষয়ে তাঁরা তদন্ত করছেন, কিংবা মন্দির পরিচালনার জন্য কোন বিল ইত্যাদি প্রণয়ন করছেন। এর কোন কিছু পেলাম না।

আমাদের পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণ তাঁরা আন্দাজই করতে পারছেন না যে জমিদারী উঠে গেছে, এমন ব্যাপার সেখানে চলছে। সেখানে হাটের উপর জুলুম চলছে। এই হাটগুলির ভালভাবে পরিচালনার জন্য রাজস্ব বিভাগ থেকে যদি এমন আইন করে দেন যে সেগুলি ইউনিয়ন বা পঞ্চায়েতের অধীন থাকবে। এরা বেট তৈরী করে দেবেন। অধিকাংশ হাটে রয়েছে—এক দান নিচ্ছে—জিনিষ বা কাইওএ. আবার পয়সা ও নিচ্ছে। অবশ্য হাওড়া হাটের কথা আলাদা। সেখানে দিনে ডাকাতি চলছে। কয়েক বছরের মধ্যে জমিদারী দখল আইন প্রণয়ন করে কার্য্যকরী করা হচ্ছে। কিন্তু হাটের ব্যাপারে কোন সংস্কার হয়েছে বলে কেউ

বুঝতে পারছে না। এ অবস্থায় কেমন করে আমরা জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে ঐ ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করে দেই, কেমন করে [illegible]ভূতির সঙ্গে আপনাদের সঙ্গে কাজ করি, সেটা বিবেচনা করি? হাটগুলি [illegible]ষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে বলে দিতেন, তাহলে বিশেষ [illegible] Majumdar

আর এ [illegible]বে? এটা তুলে নিলে ভাল হয়। তার [illegible]রার ব্যাপারে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি [illegible]েখানে [illegible] সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা গ্রামে গ্রামে [illegible] ব্যবস্থা করে এবং [illegible] under [illegible]জনের রেকর্ড করা জমি দশ টাকা দিলে অন্যের [illegible]মে রেকর্ড হয়। আবার বিশ টাকা দিলে তার নাম কেটে দেওয়া হয়। আমরা বহু ক্ষেত্রে দেখেছি একই লোক তহসীলদার, পঞ্চায়েৎ প্রধান বা ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট হয়েছে। একটা আইন পরিষ্কার ভাবে বিচার বিভাগ থেকে করা উচিত—যাতে করে বলা থাকবে যে বিনি তহসীলদার বা সরকারী কর্মচারী, তিনি অন্যান্য কাজ করতে পারবেন না। তাহলে ভাল হয়। সেদিকে আপনারা বিশেষভাবে দৃষ্টি দেন নাই। তাছাড়া াপরার একটা ইতিহাস অস্পষ্ট হয়েছে। যাইহোক্ সেটা কাগজে কলমেই হয়েছে, এ যাবৎ কার্য্যে হয় নি। সেটা গত বসৎরের দুর্ভিক্ষ ও বন্যা জনিত অঞ্চলে দুই একরের কমজমিব খাজনা রেহাই দেবার কথা বলেছিলেন। তার মধ্যে বহু আবর্জ্জনা ছিল, সেটা একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু কার্য্যতঃ এটা একটা ঘেরালো ব্যাপার হয়ে আছে। যেমন ধরুণ এক গৃহস্থের চার ভাই। সেই চার ভাই যখন পৃথক হয়ে গেল তখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে তাদের জায়গা জমি ভাগ হয়ে গেল এবং দুই একরেরও জমি কম হয়ে গেল। সেই জায়গাতেও রেহাই পাবে কিনা সেটা বলে দিন, তাহলে আরো আশ্বস্ত হতে পারি। তারপর যে বড় দুর্যোগ হয়ে গেল তাতে গভর্ণার থেকে আরম্ভ করে সকলেই বলেছেন যে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে গেল। গত বর্ষায় যেখানে বন্যা হয়ে গেল এবং যেখানে কোনকালে বান হয় না সেখানেও বন্যা সৃষ্টি হল কিন্তু তবুও সেই জায়গায় পুরো ফসল হবে বলে আমাদের কৃষি মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রী, এমন কি শ্রমমন্ত্রী পর্য্যন্ত দুই হাত তুলে গৌরাঙ্গের মতো বললেন যে এবারে বাম্পার ক্রপ হবে। সে জায়গায় আমরা দেখছি আরো ফসল কম হয়েছে, এমন কে যে জায়গায় সাধারণতঃ ফসল হানি হয় না সেখানেও এবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। আজকে সেখানেও অনটন দেখা দিয়েছে। তবে এবার একটা শুভলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি, সে শুভ লক্ষণ কার্য্যে পরিণত না হলেও শুনতেও সুখ সেটা হচ্ছে পশ্চিম বাংলার ভূমিরাজস্বকে তুলে দিয়ে অন্য আকারে তা নেওয়া। এই প্রস্তাব যেমন ডাক্তার ঘোষ করে ছিলেন তেমনি ওদিকের শংকর দাস ব্যানার্জ্জী মহাশয় ও তা সমর্থন করেছেন। এবং শুধু তাই নয় আমাদের পোদ্দার মহাশয় ও পরের ধনে পোদ্দারী করে বলেছেন যে এটা হওয়া উচিত। আমি বলি অন্ততঃ আপনাদের হাত খুলুক, এই বৎসর থেকেই যদি সুরু করেন। গত বৎসরের বন্যায় যে সমস্ত জমি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, হেজে কজে গিয়েছে, চাষের জমির উপরে যে আধ হাত মাটি থাকে বন্যায় সেটা চেঁছে নিয়ে গিয়েছে, কিম্বা কোথাও ৩।৪ ফুট বালি পড়ে তা অনাবাদী করে ফেলেছে। আপনারা ঘোষণা করেছেন যে তাদের খাজনা আমরা রেহাই করছি। সেটা এমনিতেও আদায় করতে পারবেন না। খালি বৎসর বৎসর সেই জের টেনে টেনে যাবেন। এই বৎসরের বন্যায় ট্রান্স দামোদর অঞ্চল, অজয়ের বন্যার ফলে সেই অঞ্চল, খড়ি নদীর বন্যার সেই অঞ্চল, এই সমস্ত জায়গা ব্যাপক ভাবে বন্যায় ধ্বংস হয়েছে। এই সব জায়গায় খাজনা

রেহাই দেবার ফতোয়া দিয়েছেন, তাতে তাদেব কল্যাণ হবে, চাষীরা উৎসাহিত হবে এবং দেশের খাদ্যের উৎপাদন ও বৃদ্ধি পাবে। একটা বিষয়ের প্রতি এবার দুর্ভিক্ষ তাবণ মন্ত্রী সেন মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, টেষ্ট রিলি[illegible] Court. [illegible]নও এত কার্পন্য করছেন কেন? একমাত্র দেখছি কবিরাজ মহাশয়েব বতি[illegible] is the Supple[illegible] আমাদের পর্বস্থলী থানায়

Mr. Speaker : Mr. Tah, you [illegible] to [illegible] refer to the policy.

Shri Dasarathi Tah :

আচ্ছা পলিসি উচ্চাবণ কবছি না, কিন্তু এই প্রসঙ্গে কথা হচ্ছে যে তিনি টেষ্ট বিলিফএর ব[illegible] এখনও পর্য্যন্ত আবন্ত কবেন নি। এটা অত্যন্ত মারাত্মক কথা। ট্রান্স দামোদব অঞ্চলে জানা যা শেষ হয়ে গেল। আপনি হয়ত তা দেখার সুযোগ পান না কাবণ আপনি বে[illegible]হয আজকাল চাঁপডাঙ্গা দিয়েই আবামবাগ যাতাযাত কবেন। এখানে হানাগুলি ভেঙ্গে গিয়ে সর্ব্বনাশ হয়ে গিযেছে, সেখানে সাধাবণ মানুষ মাটি বযে বয়ে তাব কতটা কববে। সেখানে ২২ টি হানা সেটা যদি টেষ্টবিলিফএব মাবফৎ কববেন বলে দেন তাহলে আমনা আশ্বস্ত হতে পাবি। অজয় বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে, যেটা সত্তাব সাহেবেব নির্ব্বান এলাকা, সেখানেও টেষ্ট রিলিফএর কাজ আবন্ত হয নি। তাবপব এখন গরুব খাদ্য নেই। এখানে ৬০৲ টাকা কবে খড়ের কাহণ। ভূমিরাজস্ব বিভাগে আমবা বাব বাব ওকথা বলেছিলাম যে, এষ্টেট একুইজিসন আইন হতে যাচ্ছে, গোচব ভাঙ্গবেন না, কিন্তু আপনাবা গোচব ভেঙ্গে দিলেন যাব জন্য আজকে গরু বাখতে পাবা যাচ্ছে না। গরুব খাদ্য পাওযা যাচ্ছে না। যেমিন শুধু মানুষের খাবারেব জন্যই নয, মানুষ ত কলকাতা চলে এসে ইন ক্লাব জিন্দাবাদ কবতে পাবে কিন্তু গরুরা?

[1-55—2-5 p.m.]

এখনো বহুযুগ চলবে, শতাব্দী লাগবে, গরুবা যখন তাদেব শিং নিযে আপনাদেব গুঁতাতে আসবে তাদেব দাবীদাওযা জানতে এসে। সেজন্য গরুব খোবাকীব জন্য আপনাবা কি কবতে চান সেটা মন্ত্রী মহাশয়কে আমাদেব পবিষ্কাব বলাব জন্য অনুরোধ কবি। তাবপব আমাদের মৎস্যমন্ত্রী মৎস্য চাষেব জন্য ববাদ্দ চেযেছেন—আমি তাঁকে বলব, যে জাযগায বড় বড় জলা রয়েছে এবং গভর্ণমেণ্টে-এব খাল বযেছে এবং বনগাঁযে যেটা আমাদেব পশ্চিমবংগের বর্ডার-এর সীমান্ত সেখানে যেসব বাঁওব আছে সেগুলিকে কোওপাবেটিভ এব মধ্যে আনতে পারেন, কিন্তু অপনারা তো সমবায়েব ধার দিযেও যাচ্ছেন না। আমরা যা রিপোর্ট পেয়েছি তাতে আমবা দেখতে পাচ্ছি যে, একেবারে তক্ষকস্বরূপ কতগুলি ধনী লোককে আপনারা ব্যবস্থা দিচ্ছেন মৎস্য শিকাব করার জন্য। মাছেব জন্য অবশ্য বিমলবাবুও খানিকটা দায়ী। কারণ, রাজস্ব বিভাগ যে পুকুরগুলি ছিল কোন প্রকাব আইনেব গণ্ডী না মেনে সবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে জমি করে দিয়েছেন। টিউবওয়েল কবে জলেব সমস্যা কিছুটা সমাধান হচ্ছে বটে, কিন্তু টিউবওযেল-এতে তো মাছ হবে না। সেজন্য মাছের যদি পুবো চাষ কবতে হয় তাহলে জেলে সাজতে হবে, ল্যাণ্ড এ্যাণ্ড ল্যাণ্ড বেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট এব ভূমি ব্যবস্থাকে নতুন কবে আবাব গড়তে হবে, তা না হলে সমস্ত কিছুই পণ্ড হয়ে যাবে। আর যে সমস্ত কথা রয়েছে তা হচ্ছে স্কুল বোর্ড সম্বন্ধে, এডুকেশন সম্বন্ধে—এখানে অনেক বড বড় কথা শুনলাম; মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

রায় হরেন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয়, তিনি ভালো লোক, তাঁকে অন্য কিছু বলতে চাই না, একটা কথা শুধু বলি, পল্লীঅঞ্চলে স্কুল বোর্ড [illegible] ইংরাজ আমলের ইউনিয়ন বোর্ডএর মতো এগুলিকে স্বয়ংসিদ্ধ করে— [illegible] ও ইউনিয়ন বোর্ডের মতোই একেবারে বাজে— সেজন্য [illegible] চাকরী তো দেওয়া হয়ে গিয়েছে, যে সমস্ত টিচা[illegible] ওয়া শেষ হয়েছে। অতএব এবার স্কুলবো[illegible]গের কর্মী [illegible] সাধারণের প্রতিনিধিরা সেখানে গিয়ে কা[illegible] পারেন। এক্ষেত্রে [illegible] হবে। বর্ত্তমান স্কুল বোর্ডের কয়েকটা [illegible] আমি জানি। সেখানে [illegible] কিভাবে একজন শিক্ষককে জেলার একপ্রান্ত [illegible] শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে একেবারে অন্য প্রান্তে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে—যেহেতু তাঁর আমাদের সঙ্গে কিছু বন্ধুত্ব আছে, যদিও জামালপুর এলেকারও একটা বেসিক স্কুল ছিল। তাঁর নাম [illegible] রাধারমণ পাল এবং তিনি একজন গঠনমূলক কর্মী। আরেকটা ঘটনা তো হাই কোর্টে তবে তার নিষ্পত্তি হয়। তাই আমার বক্তব্য, স্কুলবোর্ডগুলি হয় সংস্কার করুন, না হয় স্কুলবোর্ডগুলি তুলে দিন—এমন একটা সংস্কার করুন, যেমন কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট এর মধ্যে দিয়ে সব কিছু হবে। অতএব সব ভেঙ্গেচুরে দিয়ে একরকম করুন, তা না হলে এমন বিশৃংখলা চলবে যার তুলনা হয় না। এই প্রসঙ্গে আমি আপনাদের বার বার অনুরোধ করি, এই যে আমাদের দাবিগুলি, এগুলি আপনারা চিন্তা করুন, এবং চিন্তাকরে যাতে যথা শীঘ্র সম্ভব সলভ্ করা যায় তার চেষ্টা করুন। যেহেতু আমরা বলছি তাই বলে অন্যায় জিদ করবেন না। সর্বশেষে আমি পুলিশ মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি একটা বিষয়ের প্রতি। এই জিনিষটি এই এসেম্বলীতে আসা অবধি আমরা বার বার বলে আসছি এবং এজন্য আমাদের হৃদয়ে বেদনা সঞ্চিত হয়ে আছে। আমাদের রায়না থানা যেখানে অবস্থিত সেখানটায় হাট, বাজার, টেলিগ্রাফ অফিস ইত্যাদি সবকিছুরই সুবিধা আছে, কিন্তু তা সরিয়ে এমন এক জায়গায় মাঠের মধ্যে নিয়ে গেলেন—হয়তো তাতে পুলিশের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হয়েছে, আসামীকে জোর প্রহার দিলেও কিছু বলার নাই কিন্তু সেখানে কর্ম্মচারীদের ট্রান্সফার করলে তাঁদের একরকম নির্বাসনই দেওয়া হয়, কারণ সেখানে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সেরকম ব্যবস্থা নাই। আমাদের রায়না থানা যেখানে ছিল, সেখানে সরকারের নিজস্ব জমি রয়েছে, হাট বাজার রয়েছে এবং থানাটাও মধ্যস্থলে অবস্থিত—এতে সকলেরই সুবিধা। এই জায়গায় পুনরায় রায়না থানাতে তাকে ঘরজামাই করে না রেখে, পৈত্রিক ভিটাতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমি পুলিশ মন্ত্রীকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

Shri Chitto Basu :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবি করেছেন সেগুলির দিকে এক নজর দৃষ্টি দিলে এটাই প্রমাণ হবে যে কতগুলি অনাবশ্যক খাতে অনাবশ্যক ব্যয় করা হচ্ছে। যেসব গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ সর্বাগ্রে করা প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার উল্লেখ নাই। তাই আমি মনে করি যে এই ব্যয় বরাদ্দর দাবি সমর্থনযোগ্য নয়। আমি এই প্রসঙ্গ কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমেই দেখুন, পুলিশ খাতে ৯ লক্ষ ৮ হাজার টাকার দাবি উত্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এ্যালাউয়েন্সেস এ্যাণ্ড কন্টিজেন্সীতে ১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা, ট্রাভেলিং অফ ডিষ্ট্রিক্ট অফিসারস এ জন্য ৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। কন্টিজেন্সী সম্পর্কে সোমনাথ বাবু যে কথা

বলেছেন তাতে আমি তাঁর সঙ্গে একমত,—এই যে বিরাট পরিমাণ টাকা অফিসারদের ট্রাভেলিং এবং কন্টিজেন্সীর নাম করে খরচ করা [illegible] সে সম্পর্কে আমাদের সরকারের কোন একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নীতি নাই। [illegible] আমাদের একটা দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখছি ভি, আই, পি, [illegible] কর্মচারীদের ট্রাভেলিং এর জন্য এই অর্থ দেওয়া হয়ে[illegible] আলোচনা করব তখন দেখাব কি রকম অর্থের অপ[illegible] মত টাকা পাওয়া যায় না। আরেকটা বিষয়ে [illegible] আকর্ষণ [illegible] রকম অনাবশ্যক ব্যয় হয় দেখুন—জেনারেল এড[illegible] লক্ষ ১৭ হাজার টা[illegible] সেক্রেটারিয়েটএর জন্য ৩ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা বরাদ্দ চেয়েছেন ডিষ্ট্রিক্ট এডমিনিষ্ট্রেশনএর জন্য ২ লক্ষ ২৬ হাজার, মন্ত্রীদের এণ্টারটেনমেণ্ট ২৯ হাজার ১৯ টাকা, লেজিসলেটিভ এসেম্বলী এ্যাণ্ড কাউন্সিল মেম্বারদেব ভাতা ইত্যাদি বৃদ্ধি করার জন্য ৭১ হাজার ১০০ টাকা—এভাবে জেনারেল এডমিনিষ্ট্রেশন খাতে অর্থ অপব্যয় করা, যার থেকে জনসাধারণ থেকে কোন সুবিধাসুযোগ পাচ্ছে না—এগুলি সমর্থন করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। তারপর, ফেমিন খাত—মাঃ স্পীকার মহাশয়, আপনি লক্ষ্য করবেন যে, যেখানে প্রথম বাজেট এষ্টিমেট করা হয়েছিল ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, রিভাইজড বাজেটএ সেটা বাড়িয়ে ৬ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা।

[2-5—2-15 p.m.]

স্যালারি এব এষ্টাব্লিসমেন্ট খাতে সমস্তটা যোগ করলে আপনি দেখবেন এর জন্য সেখানে তাঁরা ২ কোটি টাকা দাবি করেছেন। সেখানে প্রায় ৮৫ লক্ষ ২৫হাজার টাকা ব্যয় করা হবে। স্যালারি এব এষ্টাব্লিসমেন্ট মানে হচ্ছে সরকারী কর্মচারীদেব ভাতা ইত্যাদি। আপনি চিন্তা করে দেখুন যে যেখানে এইভাবে টাকা খরচ হচ্ছে সেখানে রিলিফে এর রিলিফ গ্রাণ্টএর জন্য দেওয়া হচ্ছে মাত্র ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। আমি একটা অঙ্ক কষে দেখলাম যে রিলিফ বিতরণেব জন্য শতকরা ৩৭ ভাগ টাকা খরচ হচ্ছে। এটাকে গ্রাম্য প্রথায় যদি হিসাব করি তাহলে দেখব যে একটাকা রিলিফ বিতরণ করবার জন্য ৬ আনা খরচ হচ্চে। স্পীকার মহাশয়, আপনি তাহলে চিন্তা করুন যে যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক রিলিফের অপ্রাচুর্য্যের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে সঙ্কটের সম্মুখীন হচ্ছে সেখানে ১ টাকা রিলিফ বিতরণ করতে গিয়ে ৬ আনা খরচ হচ্ছে। সুতরাং এই দাবি সমর্থন করার কথা আমারা কল্পনা করতে পারি না। সীডের ব্যাপারে অন্য কিছু আর পুনরাবৃত্তি করব না। হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে ৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার বীজ বিতরণ করার জন্য ৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। অবশ্য এ বিষয়ে হিসাবের কোন কারচুপি আছে কিনা তা জানিনা। কিন্তু যে বই দিয়েছেন সেই বই দেখে মনে হয় যে ৬ লক্ষ টাকার বীজ বিতরণ করার জন্য ৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। রিলিফ এবং বন্যার খাতে যে ভাবে ব্যয় বরাদ্দ যেভাবে খরচ হচ্ছে তার ফল দেখলে অবাক হতে হবে। আমরা জানি এই ভাবে ব্যয় করার ফলে কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হচ্ছে, কিন্তু রিলিফের জন্য যা প্রয়োজন তা করা সম্ভব হয় নি। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখলে দেখবেন যে বিভিন্ন জেলার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের লোকেরা এখনও ঘর মেরামত করার জন্য টাকা পায়নি। সেখান-কার যে সমস্ত লোকের ঘব ভেঙ্গে গিয়েছিল তাদের ঘর মেরামত করার জন্য সরকারী যে সাহায্য বা লোন দেবার কথা ছিল তা সব জায়গায় এখনও গিয়ে পৌঁছায়নি। বারাসাত মহকুমায় সাবডিভিশন্যাল অফিসার যিনি এই মহকুমার জন্য ৩ লাখ টাকা চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এ

পর্য্যন্ত ৭০ হাজার মাত্র পেয়েছে—দুবারে ৩০ হাজার করে। তাহলে দেখুন যে যেখানে একটা বন্যার কবলে পড়ে তারা ... হারিয়েছে এবং যেখানে আর ২ মাস পরে কাল-বৈশাখী ও বর্ষা দেখা ... ও পর্য্যন্ত দেওয়া সম্ভব হল না। বীজ যা দিয়েছেন ... কটা ডেভলপমেণ্ট ব্লকে যেখানে ৭০।৮০ হাজার লো... ওয়া হয়েছে এবং তাও আবার বপনের সময় ...গের কর্মী... নে গিয়ে পৌছায়। এর ফলে যে সমস্ত ...হবার সম্ভাবনা... ভাবে আমরা জানি যে রিলিফ খাতে যে ... বরাদ্দ করা হয় ... অংশই সরকারী কর্মচারীদের রাহা খরচ, ভাড়া ...র্চ ইত্যাদিতে ব্যয়িত হয়। এ ছাড়া একটা সমস্যা যে আছে সেই সমস্যা সমাধান করার জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ করার প্রয়োজন ছিল তা করা সম্ভব হয়নি। আমি আপনার মারফৎ রিলিফ মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি যে সরকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে সমস্ত বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে ঘর বাড়ী পড়ে গেছে তা মেরামত করার জন্য লোন ইত্যাদি দেওয়া হবে। কিন্তু যেসমস্ত উদ্বাস্তু পল্লী জবরদখল কলোনীতে আছে তারা এই সাহায্য পাচ্ছে না। আপনাদের নাকি নিয়ম আছে যে জবর দখল কলোনীতে কোন সাহায্য করবেন না—অর্থাৎ তাদের ঘর ভাঙ্গার জন্য মেরামতী সাহায্য বা ঐ রকম অন্য কোন সাহায্য কিছুই করবেন না। মাননীয় মন্ত্রী তরুণ বাবু বলেছিলেন যে, চিফ্ মিনিষ্টারের স্পেশাল ফাণ্ড থেকে এই সমস্ত উদ্বাস্তুদের সাহায্য করা হবে। জানিনা এ সম্পর্কে কি হয়েছে। কিন্তু এই ধরণের কোন কিছু সম্ভব না হলে অনতিবিলম্বে যে ভাবে হোক এঁদের সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন। আমরা জানি যে বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় কৃষকদের ঋণ সরবরাহ করবার একটি মাত্র মাধ্যম যেটা আছে তা' হচ্ছে সমবায় সমিতি। কিন্তু সেখানে যে সমিতিগুলি ঋণ গ্রহণ করেছে তার শতকরা ৭৫ ভাগ ঋণ না দিলে এ বৎসর তারা আর ঋণ পাবে না। এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে, বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় যারা সোসাইটির মারফতে ঋণ গ্রহণ করেছিল তাদের ফসলহানি হওয়ার জন্য ঋণ গ্রহণ করা সত্বেও তারা সুদ দিতে পারছেনা এবং যার ফলে ঐ সমস্ত সমিতিগুলি আজ ভাঙ্গনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। কাজেই যদি এই সমবায় সমিতিগুলিকে বাঁচাতে চান তাহলে এ ধরণের বরাদ্দ করা দরকার যাতে এই সমস্ত সমিতিগুলি তাদের সাহায্য করে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

Shri Narayan Chobey :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট এষ্টিমেটে মাননীয় মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ বর্মণ মহাশয় যে অর্থ বরাদ্দ চেয়েছেন আমি সে সম্পর্কে আপনার মাধ্যমে কিছু বলতে চাই। মাননীয় সদস্য সোমনাথ লাহিড়ী মহাশয় এখানে বলেছিলেন যে এই ডিপার্টমেণ্টের দুর্নীতির ফলে এবং এই ডিপার্টমেণ্টে কর্মচারীদের প্রমোশন দেওয়া এবং না দেওয়ার ফলে ওখান কার কয়েক জন কর্মচারী হাইকোর্টে কেস করে জিতেছে এবং তাদের প্রমোশন ফিরে পেয়েছে। তার ফলে যা, হয়েছে সে সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে, ১০ জন লোক গত বছর এপ্রিল মাসে প্রমোশন পেল এবং তা, ছাড়া হাইকোর্টে জিতে আরও ৬ জন লোক প্রমোশন পেল এবং তার ফলে ৪।২।৬০ তারিখে ১১৩ নং নোটিশ দ্বারা আরও ৬টি পোষ্ট ক্রিয়েট করে সেখানে নিয়োগ করা হোল অর্থাৎ ক্যাবিনেটের স্যাংশন নিয়ে স্পেশাল পোষ্ট ক্রিয়েট করে সেখানে ৬ জন লোককে নেওয়া হোল এবং আরও হয়ত কয়েক জনকে বেশী মাইনে দিয়ে নেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। যারা ইন্সপেক্টর ছিলেন তাঁদের ডিমোশন করা হোল এবং তাঁরা অবশ্য পরে হাইকোর্টে জিতে

আবার ইন্‌সপেক্টর হয়েছেন। এই হোল বর্ম্মণ সাহেবের ডিপার্টমেণ্ট এবং এর জন্য দায়ী হচ্ছে ঐ ডিপার্টমেণ্টের কমিশনার মুকুন্দ প্রসাদ সেন। তাঁর অপদার্থতার জন্য এক্সাইজ ডিপার্ট-মেণ্টে চরম বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। [illegible] মাধ্যমে তাঁদের প্রমোশন পেল তাঁদের ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাস [illegible] যে অন্যায় খরচ হচ্ছে এর জন্য দায়ী বাংলাদেশের এক্[illegible]নীতির জন্যই এগুলো হয়েছে। তিনি হয়ত ক[illegible]রণা যে যাবার আগে তাঁর যারা পোষ্য বা যারা [illegible]কিন পা[illegible] এবং বরাত যারা তাঁর পি, এ, হিসেবে কাজ করেন [illegible] দেব বা প্রমোশন [illegible] করে দিয়ে যাব। ১৯৫৯ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে [illegible] নূতন লোক নিয়োগ করা হোল এবং তার আগে ১৯৫৭ সালে যারা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে এসেছিল তাঁদের প্রমোশন বাতিল করে দেওয়া হোল। তখন এ ব্যাপার নিয়ে কর্ম্মচারীদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৫৭ সালের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের লোক যারা হাইকোর্টের মাধ্যমে জিতে আবার ইন্‌সপেক্টরের পোষ্ট পেলেন তাদের জন্য এই মুকুন্দ সেন গভর্ণমেণ্ট অব ওয়েষ্ট বেঙ্গলের এক্সাইজ ডিপার্টমেণ্টকে বেশী খরচ করাতে বাধ্য করলেন। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি কয়েক জন লোকের সম্বন্ধে জানি যারা এবারে প্রমোশন তো পেলই না হয়ত কয়েক দিন পরে তাদের নামিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আবার এমনও কয়েক জন আছে, যেমন অমিয় ভাদুড়ী, যার সম্বন্ধে মুর্শিদাবাদের সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট শ্রীগৌবদাস হালদার অত্যন্ত এ্যাডভার্স রিমার্ক করা সত্ত্বেও তাকে প্রমোশন দেওয়া হোল। তারপর অশ্বিনী সরকার যিনি দীর্ঘ ৮ বছর ধরে ২৪পরগণা জেলায় এস. আই. ছিলেন বর্ত্তমানে তিনি একটি কভেটেড পোষ্টে অর্থাৎ ইনসপেক্টরের পদে প্রমোশন পেলেন এবং তিনি আমাদের মন্ত্রীমহাশয়ের ভাগ্নী জামাই।

[2-15—2-25 p.m.]

আমরা এও জানি যে আমাদের কমিশনার সাহেবের মেহেরবাণীতে কিছু লোককে বিশেষ পোষ্টে বেশ কিছুদিন ধরে রেখে দেয়া হয় যদিও নিয়ম আছে তিনবছরের মধ্যে বিভিন্ন অফিসারকে ট্রান্সফার করার। বনমালী ভট্টাচার্য্য, ইনসপেক্টর, তিনি পার্টিসনের পর থেকে এপর্য্যন্ত ২৪ পরগণা জেলায় আছেন এবং বেশ অর্থ তিনি কামিয়ে নিচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে আমি শ্রীমুকুন্দ সেন যিনি এখন কমিশনার তার সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। তাঁর সম্বন্ধে এর আগে যিনি কমিশনার ছিলেন শ্রীরঞ্জিৎ চৌধুরী তিনি অত্যন্ত এডভার্স রিমার্ক করে বলেছিলেন যে এই ভদ্রলোককে যেন কোনদিন কমিশনার না করা হয়। এর পরে ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট শ্রীরঞ্জিৎ চৌধুরীর সেই রিমার্ককে সম্মান দিয়ে তাঁকে কমিশনার করেন নি, তাঁরা কমিশনার করেছিলেন শ্রীশঙ্কর মিত্রকে, শ্রীকে, পি, সেনকে। পরে দেখা গেল যে মন্ত্রী মহাশয়ের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র শ্রীবাসুদেব বালাকে প্রমোশন দিতে হবে এবং তার জন্য এই ভদ্রলোককে যদি কমিশনার না করা যায় তাহলে শ্রীবাসুদেব বালাকে ডেপুটী কমিশনার করা যায় না। সেজন্য যখন শ্রীকে. পি. সেন. আই. এ. এস. চলে গেলেন কমিশনার পোষ্ট থেকে তখন মুকুন্দ বাবুকে কমিশনার করা হল যাতে করে তাঁর প্রিয়পাত্র শ্রীবাসুদেব বালা প্রমোশন পেতে পারেন। এর পর থেকে এই ডিপার্টমেণ্টে এমন দুর্নীতি চলেছে যে ডিপার্টমেণ্টের সাধারণ কর্ম্মচারীরা এবং অন্যান্য অফিসাররা ভালভাবে কাজ করতে পারেন না যার ফলে দেখা যায় যে এই ডিপার্টমেণ্টে যেভাবে রেভিনিউ আসা

উচিত ছিল তা আসে না এবং যে ভাবে দুর্নীতি দমন করা উচিত ছিল তা করা হয় না ফলে দেখা যাচ্ছে যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল বেলেটের সর্বত্র চোলাই মদের কারবার চলছে অথচ ডিপার্ট- মেণ্টাল অফিসাররা নিষ্ক্রিয় [illegible] রা মনে করেন যে ভাল কাজ করলেও যতক্ষণ না শ্রীম [illegible] ক্ষণ কোন প্রমোশন পাওয়া যাবে না যদিও পাওয় [illegible] করে দেয়া হবে। এই ডিপার্টমেণ্ট সম্বন্ধে [illegible] গের কমা [illegible] লেছেন সেটা স্পীকার মহাশয় ; আমি আ [illegible] দিনে একটু [illegible]—

[illegible] it appear to me to under [illegible] ice with the land to refer to any of [illegible] petitioner.

তারপরে আবার তাকে বিপোর্ট করা হয়েছিল। এরপবে একবাব যখন তাঁর সম্বন্ধে কেশ হয় ১৯৫৮ সালেব জুনমাসে এবং গভর্ণমেণ্ট যখন দেখলেন যে কেসে হেরে যাবেন তখন গভর্ণমেণ্ট তাঁর সঙ্গে কম্প্রমাইজ করলেন ; তারপর গভর্ণমেণ্ট আবার তাঁকে ডিমোট করলেন। এরপরে হাইকোর্টের জাজ রিমার্ক করেছেন।

in my opinion respondents have committed some errors as was evident on the last occasion and it seems that the said basis on which the order was passed is either not understood or completely ignored.

অর্থাৎ শ্রীমুকুন্দ সেনের পাল্লায় পড়ে এক্সাইজ ডিপার্টমেণ্টে হাইকোর্টের যে রায় তাকে হয় সেন আবার ট্যাঙ্ক করেছেন না হয় ইনোর করেছেন। জাষ্টিস সিন্‌হা তাঁর রিমার্কে এই কথা বলেছেন এবং মুকুন্দ বাবু কেন এরকম করছেন—না, যেহেতু তিনি ডিসেম্বর মাসে চলে যাবেন সেইহেতু চিকোয় বিটায়ার মোট তাঁর প্রিয়পাত্রদের কিছু পোষ্ট দিয়া বিদায় নেবেন। ফলে আমি বলতে চাই যে এই ডিপার্টমেণ্টের লোয়ার এবং হাইয়ার অফিসারদের মধ্যে একটা চুড়ান্ত মাত্রায় টেনসন এসে গেছে। তাঁরা বলেন ভালভাবে কাজ করেও যদি প্রমোশন না পাওয়া যায় তাহলে কাজ করে লাভ কি ? তার ফলে থ্রু আউট দি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল বোর্ট আপনি দেখবেন চোরাই মদের কারবার চলেছে। আমরা যদি কোন অফিসারকে বলি মশাই ওমুক জায়গায় চোরাই মদ বিক্রী হয় তাহলে তাঁরা বলেন যে আমারা কি করবো আমাদের হাত পা বাঁধা কিছু করতে গেলে চাকরী চলে যাবে। হয়ত গিয়ে দেখবো অমুক এম. এল. এর. লোক, মণ্ডল কংগ্রেসের লোক সে জন্য আমরা ধরতে পারি না। এই ভাবে আমরা দেখতে পাই যে এই ডিপার্টমেণ্টে স্বজনপোষণ নীতি চলছে এবং এর পেছনে প্রচ্ছন্নভাবে মন্ত্রীদেরও হাত আছে যার ফলে এই ডিপার্টমেণ্টের অফিসারদের মধ্যে একটা ফ্রাস্‌ট্রেসনের ভাব এসে গেছে। আমি আশাকরি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এবং মন্ত্রীসভা এদিকে একটু নজর দেবেন।

Shri Saroj Roy :

মি: স্পীকার স্যার, সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে ল্যাণ্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেণ্টের জন্য মন্ত্রী মহাশয় ৮লক্ষ ৫০ হাজার টাকা চেয়েছেন। সে দিক থেকে আমি কয়েকটা কথা বলব। যদি ঐ বেঞ্চের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করা যায় তাহলে বোধ হয় অজ সকলেই একদা জেনারাল রিমার্ক করবেন যে গত ৪।৫ বছর ধরে এই ডিপার্টমেণ্ট গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার দিক থেকে একটা অরাজকতার সৃষ্টি করেছে। আমি বিশেষ করে কম্‌পেন্‌শোনের দিক থেকে বলব। কয়েক

দিন আগে স্পীকার মহাশয় আপনি শুনেছিলেন যে এখানে ঐ বেঞ্চের সদস্য শঙ্করদাস ব্যানার্জি মহাশয় ছোট ছোট মধ্যস্বত্বাধিকারীদের টাকা দেওয়া হচ্ছে না, তারা *নানারকম* অসুবিধায় পড়েছে বলে যে দুঃখ প্রকাশ [illegible] দাবী করেছিলেন তাতে আমরা যথেষ্ট আশ্চর্য হয়েছিলাম [illegible] পরে ছোট ছোট মধ্যস্বত্বাধিকারীদের সম্বন্ধে খুব খানিক [illegible] তখন তাঁকে আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম যে স [illegible] হচ্ছে সেই টাকাটা তাদের না দিয়ে ছোট ছোট মধ্য [illegible] আপনারা [illegible] ছেন না ? তখন তিনি ঐ বেঞ্চ থেকে জবাব দিয়ে [illegible] বড় মধ্যস্বত্বাধিকারীদের [illegible] টাকা দেওয়া হয়নি। আমি তখন মেদিনীপুর জমিদারি কোম্পানীর নামটা বললাম। [illegible] বলেছিলেন যে ওটা অসত্য, ওটা ঠিক নয়। মেদিনীপুর জমিদারি কোম্পানী ছাড়া আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আপনারা সকলেই জানেন যে ভবানীপুরের সব চেয়ে বড় জমিদার নলিনী মিত্রের কলকাতায় বহু বাড়ী আছে, সম্পত্তি আছে, মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্টে ব্রাহ্মণ পরগনায় তার জমিদারী ছিল, তাঁকে কম্পেন্সেসানের টাকা কিভাবে দেওয়া হল ? যেটা সাধারণতঃ রুলসে আছে—৩ (এ) বলে যে ফর্ম আছে সেই ফর্ম ফিল আপ করে সই করতে হয়, তারপর সেটাকে দাখিল করবার পর সেটার সম্বন্ধে এন্‌কোয়ারী করা হয় এবং কম্পেন্সেশান রোল তৈরী করা হয়, তারপর ৬ মাস ১ বছর যাবার পর কম্পেন্সেশান দেওয়া হয়। আমি জানি, সেটা ঠিক কিনা মন্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি, যে বোর্ড অব রেভেনিউ এর যিনি এ্যাসিসটেণ্ট সেক্রেটারী, এস. এন. মিত্র—ইনিও মিত্র, উনিও মিত্র—টেলিফোনিক মেসেজ দিলেন মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্টের কম্পেন্সেশান ডিপার্টমেণ্টকে যে নলিনী বাবুকে এত টাকা দিয়ে দেওয়া হোক। নলিনী বাবু যখন টাকা আনতে গেলেন তখন দেখা গেল যে ৩ (এ) ফর্ম ফিলআপ করা হয়নি, সই নেই। তিনি বে-কায়দায় পড়লেন। তাঁকে ফর্ম দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে তিনি কোন রকমে ফরমালিটি মেনটেন করলেন এবং নলিনী বাবু সেখান থেকে মোটা টাকা পেয়ে গেলেন। আমার কাছে যেটুকু খবর আছে তাতে জানা যায় তিনি প্রায় ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা কম্পেন্সেশান পেয়েছেন এবং অন্য দিক থেকে যে সমস্ত খবর শুনেছি তাতে প্রায় সবশুদ্ধ তিনি ১ লক্ষ টাকা পেয়েছেন। এটা কতদূর ঠিক, কতদূর বেঠিক সেটা মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে জানতে চাই। তাছাড়া মেদিনীপুর জমিদারি কোম্পানী কত লক্ষ টাকা পেয়েছেন সে সম্বন্ধে তিনি তাঁর জবাবে বলবেন। কম্পেন্সেশান অফিসার ঘটনাটি দেখে অবাক হয়ে গেলেন। উপর থেকে একটা টেলিফোনিক মেসেজ গেল—কোন আইন নেই, কোন রুল নেই, এমনি টাকা দেওয়া হয়ে গেল। এইভাবে টাকা দেওয়া যায় তাহলে এটাকে পরিষ্কার ভাবে করাপশান বলা যেতে পারে। উপরে যদি এইভাবে করাপশান থাকে তাহলে নীচেকার কর্মচারীদের মধ্যে করাপশান থাকাটা মোটেই আশ্চর্য নয়। গরীবের সম্পর্কে নানা রকম কথা বলা হয়েছিল কিন্তু এই সমস্ত কথা যখন শঙ্কর বাবু অস্বীকার করলেন তখন বুঝতে বাকি রইল না যে স্তাট ওয়াজ মিয়ারলি ক্রোকোডাইল টিয়ার্স তাছাড়া আর কিছু নয়। ছোটদের বেলায় কি হচ্ছে—গড়বেতায় একজন শিক্ষকের বিধবা স্ত্রীর একখানা ঘর ছাড়া আর কিছু নেই, তাঁর যেটুকু সম্পত্তি ছিল সব চলে গেছে, তিনি কম্পেন্সেশানের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন, তাঁর নাম হল রাম সুন্দরী দেব্যা, তিনি পেলেন না। তাছাড়া তার কি হল-না- যেহেতু তাঁর পুর্বেকার জমিদার কোম্পানীর খাজনা বাকি ছিল সেহেতু পি. আর. এ্যাক্ট অনুযায়ী তাঁর ঘরের চৌকাঠ, জানালা, দরজা নিলাম করতে আরম্ভ করল। তখন পাড়া প্রতিবেশী এসে জামিন দাঁড়াতে তাঁর ঘরটি

আমি প্রথমেই চারটি নাম সম্বন্ধে বলছি—শ্রীসুকুমার রায়, শ্রীধরনীধর মণ্ডল, শ্রীসুধীররঞ্জন চ্যাটার্জি, এবং শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ ঘোষ—এ[illegible]র নাম পাবলিক সাব সার্ভিস কমিশনের কাছে পাঠান হয়। তারপর [illegible] শ্রীসুকুমার রায়কে ইন্‌সপেক্টর করা হয় ১৪.২.৫১ তারি[illegible] করা হয় ২৫.২.৫১ তাং এবং শ্রীসুধীর রঞ্জন চ্যাটার্জিকে

"The names [illegible] with other eligible officers to the Public Service Comm[illegible] finalisation of the cadre under the [illegible]rectorate, for fill[illegible] un[illegible] [illegible]teen permanent and twenty temporary [illegible]cies. The Commission did not recommend the officers either in the [per]manent or in the temporary posts........."

"The P.S.C. was moved to reconsider its previous recommendation but it reg[re]ted its inability to do the same as the performances of the officers during officiating period were not up to the mark. Thereafter the officers filed mandamus petitions under Article 226 of the Constitution before the High Court, Calcutta, against the orders of their reversion as Sub-Inspectors. The rules were disposed of by consent and the officers were allowed to officiate as usual with the specific condition that their continuance as Inspectors will depend on the periodical revision of the panel to be carried out by the P. S. C.

In 1959 the names of the officers with up-to-date records of service were again sent to the Commission along with all eligible officers for consideration of their cases in the existing permanent and temporary vacancies. The names of these officers were again excluded from both permanent and temporary lists. Government accepted the recommendations of the P.S.C. and the officers were reverted and posted as Sub-Inspectors. The officers again obtained rules under Article 226 of the Constitution and the rules have recently been finalised. The High Court held that as the names of the officers have not at all been included in the panel the officers concerned are losing chances for promotion during the period after which the panel is to be reviewed and as such the reversion amounts to a penal measure and they ought to have been asked to show cause against reversion by starting departmental proceedings."

[2-35—2-45 p.m]

আমরা এখন কি করছি যে সে ব্যাপারে আপীল করা যায়—এবং সেখানে সিঙ্গল জাজ থাকবে।

সেটা আমরা কন্সিডার করছি।

কাজেই কমিশনার অফ এক্সাইজ তাঁর দায়িত্বে করেছেন—সেটা মোটেই ঠিক নয়। কারণ বিকজ হি ইজ নট এ মেম্বার অফ দি এসেম্বলী। তাঁর জানা উচিত তিনি একজন এম. এল. এ, রেসপন্সিবল্ ম্যান, তিনি জানেন—ইন্‌সপেক্টরস অফ এক্সাইজ আর গেজেটেড অফিসারস এবং তাঁদের প্রমোশন করছে—পাবলিক সার্ভিস কমিশনের থ্রু দিয়ে সেটা হয়। পাবলিক সার্ভিস কমিশন দু-দুবার তার নাম অমিট্ করেছে বা রিভার্ট করেছে।

[এ ভয়েস : হাইকোর্ট কি বলেছেন ?]

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha.

নীয় স্পীকার মহাশয় আজ এখানে আ[illegible] Court. [illegible] সম্বন্ধে কয়েকটা কথা উঠেছে। ার মনে হয় সে বিষয়ে এখনই জবা[illegible]d [illegible] the Suppl[illegible] পরই কয়েক ঘণ্টা এ সম্বন্ধে আলোচনা হবে, তার tio. [illegible] তে চাই—আমার াও সামান্য। সেটা হচ্ছে আমি [illegible] con[illegible] the p[illegible] াম, তার উপর রা ২০ লক্ষ টাকা চাই। তার কা[illegible] ppropriation Act—to [illegible] ধিকারী ছিলেন, তাঁদের financial year is f[illegible] ম্পনসেশন আরো কিছু বেশী দিতে চাই। hen a need [illegible] চাই—কি গরীব ত চাই—কাকে দেওয়া হচ্ছে বাজেট পেশ করবার সময় সে হিসেব দেব—ধ[illegible] সামান্য উঠেছে—সেটা তখন পরিষ্কার হবে। তাছাড়া আমি একথা বলেছি যে সাড়ে ার লক্ষ। সাড়ে আট লক্ষে কুলোচ্ছেনা—তার জন্য আমি এসেছি আশাকরি আপনারা র করবেন।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen :

ানীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সর্বপ্রথম জনৈক মাননীয় সদস্যের কথার কারচুপির উত্তর দিতে ়া হচ্ছে তিনি তাক্ লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন এই কথা বলে যে এক টাকা বাজ বার জন্য ছয় আনা পয়সা খরচ আমরা করেছি।

[এ ভয়েস : করছেন তো !]

মোটেই নয়। তাঁরা হিসেব বোঝেন না—তারা সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে পারেন । আমি হিসেব করে দেখেছিলাম—এক টাকা বিলি করবার জন্য দু-নয়া পয়সা খরচ হয়, আনা নয়। কাজে কাজেই বলতে হয়—তাঁরা হয় হিসেব বোঝেন না, বোঝবার চেষ্টা রেন না। একজন মাননীয় সদস্য—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়ে বোঝবার চেষ্টা রেছেন। কিন্তু দেখা গেল তিনি তা বুঝতে চান নাই, লোককে ভুল বোঝাবার চেষ্টা রেছেন। তাতে সফলকাম হতে পারবেন না এটা আপনিও জানেন আমরা সকলেও জানি খানে অবশ্য একটা কথা স্বীকার করবো, আমাদের এই যে হিসাবের বই, সে লাল বইই লুন, আর সবুজ রংএর বইই বলুন, সেই হিসাবের মধ্যে প্রবেশ করতে গেলে সবটা ভাল করে ঝতে হবে, ভাল করে পড়তে হবে। মাননীয় সদস্যরা যদি বুঝতে না পারেন, তাহলে তাঁরা চ্ছা করলে মন্ত্রীদের কাছে যেতে পারেন কিন্তু না বুঝে এই রকম আবোল তাবোল বলা ঠিক য় যে ৯৫ লক্ষ টাকা সেলারীতে খরচ হয়েছে। সার্ভিস এষ্টাব্লিশমেন্টের মধ্যে যদি দেখেন াহলে দেখবেন যে এর মধ্যে পরিষ্কার করে লিখে দেওয়া হয়েছে কন্টিজেন্সী, তারপর লেখা াছে ফর পারচেজ এ্যাণ্ড ডিষ্ট্রিবিউশন অফ সিডসএ ৮৯ লক্ষ টাকা। তারপর মাননীয় পীকার মহোদয়, আপনি জানেন, এই বন্যার সময় এত বেশী লোককে সাহায্য দেওয়া হয়েছে লাফটার] হাসির কথা নয়, ঠাট্টার কথা নয়, সকলেই মনে মনে ভেবে দেখুন, এক সময়ে ২ লক্ষ লোককে আমরা গ্রাট্যুইসাচ ডোলস দিয়েছি। এক জায়গায় নয়, দু'জায়গায় নয়, এগারোটা জেলার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিয়েছি। মাননীয় সদস্যরা সকলেই জানেন এবার উড়ো জাহাজ থেকে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের সাহায্যে বহু চাল ফেলেছি। চিড়ে ফেলেছি, গুড় ফেলেছি। মাননীয় সদস্যরা জানেন, এবার যে বন্যা হয়েছিল বাংলাদেশে এরকম বন্যা আর কোন দিন দেখিনি, এত বড় বন্যা হওয়া সত্ত্বেও রোগ খুব কম হয়েছে। এর কারণ, এখানে এবার একটা হিসাব দেখছিলাম যে নূতন টিউবওয়েল করে দিতে বলা হয়েছে ৭৯৬ টি

তার মধ্যে ৫০০ টি নূতন টিউবওয়েল খনন করা হয়ে গিয়েছে, পুরানো ২৭৫ টি মেরামত করতে বলা হয়েছে এবং আমরা [illegible] কিছু বলেছি, কূঁয়া, ইন্দারা প্রায় এক লক্ষের উপর, যেগুলি সোর্সেস [illegible] স্ত ডিসইনফেক্ট করা হয়েছে রিলিফ বিভাগ থেকে। আমাদের [illegible] য় ১৯½ লক্ষ লোককে টিকা দেওয়া হয়েছে, তা সত্ত্বেও এত কম খর [illegible] চরি এবং গর্ব্ব করে বলতে পারি, আমাদের রিলিফ বিভা [illegible] রী কর্মীরা বন্যার সময় সেবার মনোভাব নি[illegible] করেছিল। সে [illegible] হোক, আমাদের বিভাগই হোক্, আর [illegible] রেভিনিউ বিভাগই হোক, [illegible] এক টাকা বিতরণ করতে মাত্র দুই নয়া পয়সা খরচ [illegible]রেছেন। এতে হাসবার কিছু নেই। একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে বহু ঘরবাড়ী পড়ে গিয়েছে—এটা সত্য কথা যে অনেক ঘর বাড়ী পড়ে গিয়েছে—কিন্তু এটা ঠিক নয় যে তাদের টাকা দেওয়া হয়নি। আমি দেখলাম যে ইতিমধ্যেই ৩৫ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। একজন সদস্য বলেছেন যে একমাত্র কবিরাজ মহাশয়ের কনষ্টিটিউয়েন্সীতে তার বড়ির জোরে কাজ হয়েছে, একথা সত্য যে কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয় একজন বড় কবিরাজ; কিন্তু তার বাড়ির জোরেই সেখানে কেবল কাজ হয় নি, আরো অনেক জায়গায় কাজ হয়েছে এবং টেষ্ট রিলিফে প্রায় দুই কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। কাজে কাজেই আমরা যে টাকা চেয়েছি তার সদব্যবহারই হয়েছে একথা সকলেই জানেন এবং বিরোধীপক্ষের সদস্যরাও জানেন। এরপর আমার আর কিছু বলার নেই, আর যাঁরা না বুঝে বলেছেন তাঁরা অবান্তর কথাই বলেছেন।

[2-45—2-55 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, before I proceed to reply to some of the points raised in the debate, may I have your permission, Sir, To refer to a point which is of great interest not merely to every member of the Assembly but also to every person in West Bengal. You will recall that on the 29th of December, 1958, we passed a resolution in this House protesting against the readjustment of boundaries between West Bengal and East Pakistan by transfer of certain territories from West Bengal to East Pakistan and *vice versa.*

The matter was referred to the Central Government and the President referred the matter to the Supreme Court under Article 143 (1) of the Constitution. I have just received a telegram to say that a Special Bench of the Supreme Court today gave its opinion that the 195 agreement between the Prime Ministers of India and Pakistan regarding the transfer of a part Berubari Union and exchange of Cooch Behar enclaves amounted to cession of part of India's territory in favour of Pakistan, and that Parliament was not competent to make law for the implementation of the Agreement under Article 3 of the Constitution. The implementation of the Agreement, the Court held, could be effected only by an amendment of the Constitution as provided under Article 368 of the Constitution. That vindicates the position that we had taken. I am glad that the Supreme Court has accepted our point of view. In fact, this is exactly the point of view which our Law Officers have taken that Article 3 of the Constitution does not empower the

Parliament to pass a Law delivering that part of the territory. That requires the amendment of the Constitution. I am glad that our position has been vindicated by the Supreme Court.

Sir, a question has been asked what is the Supplementary Estimate? Under Article 205 of the the Constitution [illegible] shall, if the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of article 204—that is the laws of the past Appropriation Act—to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need has arisen during the financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year, or if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year, then a supplementary estimate has to be placed before the House. In this case the supplementary estimate that is given before the House today that practically followed the revised estimate that is in the Red Book or in the Blue Book. Only a revised estimate is made on the general basis of the expenditure of nine months and the probable expenditure of three months, because the Budget has to be made ready by the beginning of January. The Supplementary Estimate is a later edition, that is to say it is formed sometimes in the beginning of February or the middle of February and placed before the House. It is practically the same as the revised estimate, in many cases it is less than the revised estimate, unless there is a service which is not contemplated in the original estimate and has been given effect to during the course of the year. In that case a supplementary estimate will follow. This year I have looked through every item of the supplementary estimate and found that in some cases the supplementary estimate is less than the revised estimate provided for in the budget, and in many cases it is the same as the revised estimate.

Another thing I want just now to say is this. Sir, there is a friend of ours who is very fond of the Bengali language and who always use the word *prabanchana*. He thought that we the Ministers gave up some Salary. We do not give up the salary. I do not understand what is meant by "*prabanchana*' or *banchana*, but the fact remains other Ministers starting with myself, State Ministers and Deputy Ministers contributed some portion of the salary. Last year, in 1958-59, the total amount that had been collected was Rs. 26119·35 nP. So we donot deceive people. Those who cheat others they are often in the habit of thinking that others are cheating but that is not always the case with the world. What actually was the case is that the Accountant General said that in one case it was put down that the salary was not being taken and the next amount was there. Sir, the only difficulty is that Shri Somnath Lahiri thinks that he understands figures but, Sir, he understands in a peculiar way. He came to me with the figure for relief. I

never told him that it was 45,000 maunds. In fact Jyoti Basu was there and I said that 45,000 was the amount of seed which was colleted from our seed farm and I said that I did not know the exact amount of seed purchases from other places because I am not in the know of things. After telephoning I, however, immediately told him about the figure. But he things that he would make a capital out of that and he has tried to do it now. It is true that in the Blue Book on page 857 the figure and the word "contingency" are there but in Red Book it does not appear. There is only the distribution of seeds. If he cared only to read the two books he would have found. The nomenclaure used is ... confusing but in our Red Book the figure is there under the head 'distribution of seed'. Sir, it is not possible to cheat the Accountant-General and ... he need not be so particular about 'cheating'.

Now about the photographs, I do not know how many victims there are about it but I am myself a victim. I know there are certain bogus voting particularly in town areas. But, Sir, it is not my doing, it is not the Government of West Bengal's doing, it is the Government of India's doing. The parliament has given some special power and procedure for preventing personations of electors. They have ordered—the Election Commissioner has issued how to avoid impersonation. They have ordered photographs to be taken. The day on which election is to take place is not fixed by me. So my friend need not say *prabanchana* (cheating). It is nothing of the kind at all. Although one of my officer is with the Election Commissioner but he takes his order from the Commissioner and not from me. Sir, there is one very big thing I ought to mention in this respect and that is that the electoral roll is defective in more than one way. Number of Persons have been entered in one name in the same constituency. Premises have been wrongly entered. Some adresses do not exist at all. Large Number of persons were shown at premises which were trade union office or business establishments and no one lived there. Large number of persons have been shown in a place where it is physically impossible to accommodate those persons at one time.

[2-55—3-5 p.m]

This is what was found actually and the result has been that in spite of the best efforts, of the three lakhs of people in that area about two lakhs of people have been photographed and attempts are being made to finish the whole thing by the third week of April, I think. But what I am trying to say is this. It was decided to make a quick revision of the rolls. In the first round about 1 lakh 9 thousand people have been photographed and in the same proces, i. e., up to the revision of the rolls, another 91 thousand have been photographed making a total of 2 lakhs 1 thousand. 130 photographers were employed. The average voter welcome this system. The experiment has proved among other things that electorcal rools without photographers at the same time can be very defective in congested cities like Calcutta. I say with a great deal of confidence that there are professional men who make it their job to act as substitutes in places lik

the town of Calcutta and the reason is quite simple. A large number of people come to and go from Calcutta every day—five, six or seven lakhs people come and go—and it is easy to impersonate any individual and therefore it is not very diffiicult for a town like Calcutta to have a large number of bogus voting cards. It is expected that by photographs we shall eliminate the bogus voting. Everybody who is an honest candidate and depends upon honest voters should welcome this suggestion and we need not do *"bangskaura"* because this will help anybody except those who try to come by the back door.
এ ভয়েস ফ্রম দি অপজিশন বেঞ্চেস এতো প্রবঞ্চনা করা হচ্ছে। কি প্রবঞ্চনা হ'[illegible] আর আমি কি করব ? আমি ত আর নিজে গিয়ে ফটোগ্রাফ নেব না।

Sir, I think we have answered many of the points that have been rais[illegible] House on account of the supplementary estimates. As we have pointed out, Sir, the supplementary estimates are intended for the purpose of getting the [illegible]nction of the House for any extra expenditure that might have been made or is about to be made in course of the year and to which the sanction of the House was needed. I may tell you that it is not that the amount that is in the supplementary estimate is the final amount because the whole thing will depend on the 31st March. There may be a certain amount of difference between the figures given in the supplementary estimates which were done some time is the middle of February and beginning of March—there may be some amount of difference, but generally speaking, what happens is that every department is asked whether the amount that is provided for in the revised estimate is what it is expected to spend in course of the year and if it is not expected to spend, to that extent the amount is deducted in the supplementary estimates. Sir, I have not very much to say about the supplementary estimates except to say that I hope members will agree to pass all the estimates that have been placed before the House and I oppose all the cut motions.

Shri Somnath Lahiri :

On a point of information, Sir, may I ask the Chief Minister.
১৯৫৭।৫৮ সালের একচুয়াল খরচ ১৯৫৯।৬০ সালের বাজেট বইতে যা' আছে তা'তে মিনিষ্টার, ডেপুটি মিনিষ্টার, পালিয়ামেণ্টারী সেক্রেটারী প্রভৃতির জন্য টোটাল খরচ লেখা হয়েছে ৩ লক্ষ ৩১ হাজার ৮৭৩ টাকা এবং ভলাণ্টারী কাট ইন পে অফ মিনিষ্টারস লেখা হয়েছে ১৫ হাজার ৬৫০ টাকা। অতএব পে যদি ৩ লক্ষ ৩১ হাজার এবং ভলাণ্টারী কাট যদি ১৫ হাজার টাকা হয়, তাহলে আমার হিসেবে ৪·৮ পারসেণ্ট হয়—১০ পারসেণ্ট হয় না। পরের বৎসর ১৯৫৮।৫৯ সালে একচুয়াল যা আছে তাতে পে অফ অফিসারস, মিনিষ্টার টু পালিয়ামেণ্টারী সেক্রেটারী ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার ৮০০ টাকা, আর ভলাণ্টারী কাট ২২৫ টাকা, এটা কি বুঝলাম না।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Ray :

১৯৫৭।৫৮ সালে ৭ মাসের ক্যালকুলেশন করে এটা দেওয়া হয়েছে। আপনি যদি লিষ্ট দেখতে চান তাহলে দেখতে পারেন। একাউণ্টেণ্ট জেনারেল বললেন আলাদা আলাদা করে দেখাতে সেইজন্য এইভাবে আলাদা করে দেখিয়েছি।

Mr. Speaker : I now put all the cut motions on all the Demands to vote.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs. 8,50,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Head "65—Payment of Compensation to Land-holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" during the current year, be redueed by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 8,50,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Head "65—Payment of Compensation to Land-holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bankim Mukherjee that the demand of Rs. 8,50,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Head "65—Payment of Compensation to Land-holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 8,50,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Head "65—Payment of Compensation to Land-holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 8,50,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Head "65—Payment of Compensation to Land-holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 8,50,000 for expenditure under Grand No. 2, Majar Head "65—Payment of Cempensation to Land-holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 8,50,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Head "65—Payment of Compensation to Land-holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 8,50,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Head "65—Payment of Compeusation to Land-holders, etc., on the abolition of the Zamindary System'. during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs., 1,10,000 for expenditure under Grant No. 3, Major Head "8—State Excise Duties" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Narayan Chobey that the demand of Rs. 1,10,000 for expenditure under Grant No. 3, Major Head "8—State Excise Duties" during the current year, be reduced by Rs. 100, was than put and lost.

The motion of Dr. Bindabon Behari Basu that the demand of Rs. 1,10,000 for expenditure under Grant No. 3, Major Head "8—State Excise Duties" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 1,10,000 ır expenditure under Grant No. 3, Major Head "8—State Excise Duties" ɹring the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs. 1,37,200 for ‹penditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" during the current ;ar, be reduced by Rs. 100, was then put andlost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 1,37,200)r expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" durin ɹrrent year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 1,37,200 for κqenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" during the current ear, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 1,37,200 for xpenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" during the current ear, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 1,37,200 for expendi- ure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" during the current year, be educed by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Bindabon Behari Basu that the demand of Rs. 1,56,000 'or expenditure under Grant No. 6, Major Head 11—"Registration" during the 'urrent year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 1,56,000 for :xpenditure under Grant No. 6, Major Head 11—"Registration" during the :urrent year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Somnath Lahiri that the demand of Rs. 12,27,000 for :xpenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administra- ion" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs. 12,27,000 for :xpenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 12,27,000 for :xpenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 12,27,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Bindabon Behari Basu that the demand of Rs. 12,27,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 12,27,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" during the current year, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 12,27,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 12,27,000 for expendi-nder under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" ig the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

he motion of Shri Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 12,27,000 fo expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" during the current yerr, be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs. 12,27,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 12,27,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration', during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Ray that the demand Rs. 6,54,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The mstion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 6,54,000 for expenditure under Grant No. 16, Majore Head "28—Jails" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Bindabon Behari Basu that the demand of Rs. 6,54,000 for expenditure unner Grant No. 16, Major Head "28—Jails" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Mihir Lal Chatterjee that the demand of Rs. 6,54,000 for expenditure under Grant No. 16, MajorrHead "28—Jails', during ths current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 6,54,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "21—Jails" duiing the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs. 9,53,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 9,53,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 9,53,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 9,53,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 9,53,000 expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" during the cur year, be reducear by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Bindabon Behari Basu that the demand Rs. 9,53,000 for expenditure under Gtant No. 17, Major Head "29—Police" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 9,53,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 9,53,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs. 9,53,000 for enpenditure under Grant No, 17, Major Head "29—Police" during the current year, be reduced by Rs. 100. was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 9,53,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 9,53,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 9,53.000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Bindabon Behari Basu that the demand of Rs. 1,36,000 for expenditure under Grant No. 18, Major Head "30—Ports and Pilotage" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 87,55,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand Rs. 87,55,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" during the current year, be reduced by Rs, 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chtterjee that the demond of Rs. 87,55,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 87,55,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Bindabon Behari Basu that the demand of Rs. 87,55,000 expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobardhan Das that the demand of Rs. 87,55,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 87,55,000 for expenditure under Grant No. 20, "Major Head "37—Education" during the current ye ar bə reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Srhi Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 87,55,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 87,55,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head '37—Educaiion" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 87,55,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Mujumdar that the demand of Rs. 87,55,000 for expenditure under Grant No, 20, Major Head "37—Education" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 6,02,900 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 6,02,900 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments —Fire Services" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 6,02,900 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 28,56,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Turku Hansda that the demand of Rs. 28,56,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and loet.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 28,56,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 28,56,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 28,56,000 for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 2,29,95,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put aad lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs. 2,29,95,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Bindabon Behari Basu that the demand of Rs. 2,29,95,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 2,29,95,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Mihir Lal Chatterjee that the demand of Rs. 2,29,95,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 2,29,95,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 2,29,95,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 2,29,95,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 2,29,95,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" during the current , be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 2,29,95,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs. 2,29,95,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 2,29,95,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famie" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 2,29,95,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 2,29,95,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 25,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "54B—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs. 25,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "54B—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 5,68,000 for expenditure under Grant No.36, Major Head "56—Stationery and Printing" during the current year, be reduced by Rs.100, was then put and lost.

The motion of Dr. Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 38,92,000 for expanditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs. 38,92,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 38,92,000 for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous—Contrition" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Dhar that demand of Rs.38,92,000 for expenditure under Grant No.37, Major Head "57—Miseellaneous—Contributions" during the current year, be reduced by Rs.100, was then put and

The motion of Shri Bhupal Chandra Panda that ihe demand of Rs.38,92,000 for expenditure under Grant No.37, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that the demand of Rs.38,77,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Head "82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 38,77,000 for expenditure under Grant No. 38, Major Head "82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" during the current year, be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs. 6,38,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "63B—Community Development Projects,National Extension Service and Local Development Works" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Phakir chandra Roy that the demand of Rs. 6,38,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "63B—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Bindabon Behari Basu that the demamd of Rs. 6,38,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "63B—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 6,38,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "63B—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Woks" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 6,38,000 for expenditure under Grant No. 40, Major Head "63B—Community Development Projeces, National Extension Service and Local Develoment Works" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 43,43,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from the Road and water Transport Schemes—Working Expenses—82B—Capital Outlay on Road and Water transport Schemes outside the Revenue Account" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 43,43,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from the Road and Water Transport Schemes—Wor king Expenses— 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Bindabon Behari Basu that the demand of Rs. 43,43,000 for expenditure under Grant No. 45, Mojar Heads "XLVIA—Receipts from the Road and Water Transport Schemes—Working Expenses—82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" during the urrent year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 43,43,000 for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from the Road and Water Transport Schemes—Working Expenses—82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 1,57,29,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" during the current year be reduced by Rs. 100, was than put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 1,57,29,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 1,57,29,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 1,57,29,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by state Government" during the currentyear be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 1,57,29,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans ann Advances by state Government" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 1,57,29,000 for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by state Government" during the ct rrent year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

Mr Speaker : I now put all the demands except 14 and 17 to vote.

The motion of the Hon'ble Bimal Chandra Sinha that a sum of Rs. 8,50,000 be granted for expenditure under Grant No.2, Major Head "65—Payment of Compensation to Land-holders, etc., on the abolition of the Zamindary Sy— t" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Syama Prasad Barman that a sum of Rs. 1,10,000 be granted for expenditure under Grant No.3, Major Head "8—State Excise Duties"during the current year; was than put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Hem Chandra Naskar that a sum of Rs. I,37,200 be granted for expenditure under Grant No.5, Major Head "10—Forest" during the current year, was then put and agreed to,

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that a sum of Rs. 1,56,000 be granted for expenditure under Grant No.6, Major Head 11—"Registration" during the current year was then put agreed to.

The motion of the Hon'ble Dr Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 68,000 be granted for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties" during the current year was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Purabi Mukhopadhyay that a sum of Rs. 6,54,000 be granted for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs, 1,36,000 be granted for expenditure under Grant No· 18, Major Head "30—Ports and pilotage during the curecnt yea", was then put agreed to.

The motion of the Hon'ble Prafulla Chandra Sen that a sum of Rs. 87,55,000 be granted for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37-Education" during the current year, was than put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that a sum of Rs.6,02,900, be granted for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" during the current year, was then put anc agreed to.

The motion of the Hon'ble Abdus Sattar that a sum of Rs. 28,56,000 be granted for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Prafulla Chandra Sen that a sum of Rs. 2,29,95,000 be granted for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 25,000 be granted for expenditure under Grant No. 34, Major Head "54B—privy Purses and Allowances of Indian Rulers" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 17,52,000 be granted for expenditure under Grant No. 35, Major Head "55—Superannuation Allowances and Pensions" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Bhupati Majumdar that a sum of Rs. 5,68,000 be granted for expenditure under Grant No. 36, Major Head "56—Stationery and Printing during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble I swar Das Jalan that a sum of Rs. 38,92,000 be granted for expenditure under Grant No. 37, Major Head "57—Miscellaneous —Contributions" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs.38,77,000 be granted for expenditure under Grant No. 38, Major Head 82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed that a sum of Rs. 6,38,000 be granted for expenditure under Grant No. 40, Major Head "63B—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sun of Rs. 43,43,000 be granted for expenditure under Grant No. 45, Major Heads "XLVIA—Receipts from the Road and Water Transport Schemes—Working Expenses—82B—Capital Outlay on Road and water Transport Schemes outside the Reveue Account" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 1,57,29,000 be granted for expenditure under Grant No. 48, Major Head "Loans and Advances by State Government" during the current year, was then put and agreed to.

3-5—3-15 p.m.

Shri Subodh Banarjee :

On a point of order, Sir.

এই ভাবে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট পাশ হতে পারে না।

I draw your attention to Rule 119

১১৯এ প্রসিডিওর দেওয়া আছে প্রত্যেকটা গ্রাণ্ট আলাদাভাবে পাশ করাতে হবে। প্রত্যিটা গ্রাণ্ট ধরতে হবে, ধরার পর সেখানে যে কাটমোশানগুলি আছে সেগুলি ডিসপোজ অফ করার পর গ্রাণ্ট পাশ করাতে হবে। সেই গ্রাণ্টটা যখন ডিসপোজ অফ হবে, এ্যানাদার গ্রাণ্ট আপ করতে হবে এবং কাটমোশানগুলি ডিসপোজ অফ করতে হবে, করে সেই গ্রাণ্ট পাশ করাতে হবে। আপনি করলেন কিন্তু সমস্ত কাটমোশানগুলি লাম্প টুগেদার করে ভোটে দিয়েছিলেন এবং সমস্ত গ্রাণ্টগুলি লাম্প টুগেদার করে করছেন। স্পেসিফিক ডিরেকশন হচ্ছে এভরি গ্রাণ্টকে ভোটে দিতে হবে সেপারেটলি এবং আলাদা জায়গায় পাশ করাতে হবে।

Mr. Speaker : If any honourable member wants that, I will have to do it.

Shri Subodh Banerjee : It is no question of wanting.

Mr. Speaker : All right, I will do that.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 12,27,000 be granted for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" during the current year was then put and a division taken with the following result :—

AYES—94

Abdus Sattar, The Hon'ble
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Hasda, Shri Lakshan Chandra

Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkes
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purab
Murmu, Shri Jadu Nath
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Rash Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Thakur, Shri Pramatha Ranjan

NOES—54

Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada

Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Shri
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Konar, Shri Hare Krishna
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri, Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Satkari
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 94 and the Noes 54, the motion was carried.

Mr. Spaeker : I will now put Grant No. 17 to vote.

Shri Subodh Banerjee :

সমস্ত গ্রাণ্টগুলি আলাদা করে দিচ্ছেন তো ?

Mr. Speaker :

আমি আলাদা করেই পড়বো ।

Shri Subodh Banerjee :

আমি যেটা পয়েণ্ট আউট করতে চাচ্ছি একটা প্রসিডিওর যে করা হয়েছে, এক একটা গ্রাণ্ট ধরুণ এবং তার অধীনে যে কাটমোশানগুলি আছে সেগুলি ডিসপোজ অফ করুন । আগে আপনারা লিষ্ট দিয়েছেন তো—ষ্টার্ট য়্যাক্রেস । গোড়া থেকে ধরুন, এক একজন মিনিষ্টার যে মোশান মুভ করছেন তার অধীনে যতগুলি কাটমোশান আছে ডিজপোজ এটা করুন ।

Mr. Speaker : I will first put Demand for Grant No. 17 ; then I will put every other Demand for Grant before the House except No. 14.

The motion of the Hon'ble Kali Pada Mookerjee that a sum of Rs. 9,53,000 be granted for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" during the current year, was then put and a division taken with the following result :—

AYES—98

Abdus Sattar, The Hon'ble
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya

Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Shyama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C.L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mritrunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkes
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Rash Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar

Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Thakur, Shri Pramatha Ranjan

NOES—58

Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta kumar
Basu, Shri Jyoti
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Shri
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Satkari
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakrey, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 98 and the Noes 58, the motion was carried.

Mr. Speaker: I am now putting every Demand for Grant except Nos. 14 and 17.

The motion of the Hon'ble Bimal Chandra Sinha that a sum of Rs. 8,50,000 be granted for expenditure under Grant No. 2, Major Head "65—Payment of Compensation to Land-holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Syama Prasad Barman that a sum of Rs. 1,10,000 be granted for expenditure under Grant No. 3, Major Head "8—State Excise Duties" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Hem Chandra Naskar that a sum of Rs. 1,37,200 be granted for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that a sum of Rs. 1,56,000 be granted for expenditure under Grant No. 6, Major Head "11—Registration" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 68,000 be granted for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Purabi Mukhopadhyay that a sum of Rs. 6,54,000 be granted for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 1,36,000 be granted for expenditure under Grant No. 18, Major Head "30—Ports and Pilotage" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri that a sum of Rs. 87,55,000 be granted for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that a sum of Rs. 6,02,900 be granted for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Abdus Sattar that a sum of Rs. 28,56,000 be granted for expenditure under Grant No. 31, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Prafulla Chandra Sen that a sum of Rs. 2,29,95,000 be granted for expenditure under Grant No. 33, Major Head "54—Famine" during the current year, was then put and agreed to.

3-15—3-40 p.m.]

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 25,000 be granted for expenditure under Grant No. 34, Major Head "54B—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers" during the current year, was then put and a division taken with the following result :—

AYES—98

Abdus Sattar, The Hon'ble
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das. Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nash
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkes
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar

Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shrl Sarojendra Deb
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Thakur, Shri Pramatha Ranjan

NOES—59

Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Thri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Shri
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mitra, Shri Satkarj

[*After Adjournment*]

Extra bus service for Intermediate Examinees.

Mr. Kanailal Bhattacharjee : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি বিশেষ জরুরী বিষয়ের প্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ৫২ নং এবং ৫৮ নং রুটের বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়াতে সেখানকার লোকদের যাতায়াতের বড় অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। কাল থেকে ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষা আরম্ভ হবে, সুতরাং সরকার যদি এদিকে দৃষ্টি দেন এবং কয়েকটা ষ্টেট বাসের বন্দোবস্ত ঐ দিকে করেন তাহলে পরীক্ষার্থীদের সুবিধা হতে পারে। এটা না করলে, পাঁচশো থেকে হাজার পরীক্ষার্থীর খুব অসুবিধায় পড়তে হবে। এ বিষয় আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Mr. Speaker : All right.

[3-40—3-50 p.m.]

DEMAND FOR GRANT No. 2

Major Head : 7—Land Revenue, etc.

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha ; Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 5,94,65,000 be granted for expenditure under Grant No. 2, Major Head "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land-Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System."

Sir, I would like at the beginning to place a few facts before the House in order to facilitate discussion on the subject. I will deal with the comments made on my budget earlier including the points raised during discussion on the Supplementary Estimate at the time of my reply. As I have told yon just now I would try to present first the main outline of my budget. The main figures relating to income are as follows :—

1956—57	...	Rs. 4·44 crores
1957—58	...	Rs. 5·44 crores
1958—59	...	Rs. 5·74 crores
1959—60 Budget	...	Rs. 6·67 crores
1959—60 Revised	...	Rs. 5·04 crores
1960—61 Budget	...	Rs. 5·80 crores

It will be seen that as compared to Budget Estimates this year, the Revised Estimates show a fall of more than 1 crores. As the Red Book explains, the decrease is due mainly to fall in collection of rent in areas affected by floods and remission of rent in respect of holdings measuring two acres or loss in non-irrigated areas.

I now come to the expenditure side. The main heads of expenditure, apart from the payment of compensation are as follows :—

(1) Charges of administration.

(2) Outlay on improvements.

(3) Rates, etc.
(4) Capital expenditure on colonisation.
(5) Survey, Settlement and Record Operations.
(6) Land Records.
(7) Assignments and compensation.
(8) Works, etc.

It would be interesting to note the increase in expenditure on certain items. Our expenditure on the maintenance of embankmenis, for example, has fluctuated as follows :—

1956—57	...	Rs. 3·5 lakhs
1957—58	...	Rs. 22 lakhs
1958—59	...	Rs. 58 lakhs

And this year i. e. 1959—60 it has reached the colossal sum of Rs. 1 crore 8 lakhs. It will be seen, therefore, that we are spending increasingly heavy amount for the maintenance of embankments. We had good results too. For instance, the Collector. 24-Parganas, has reported that the number of breaches in the Sunderban area was 198 in 1957—58, the corresponding figure in the year 1958—59 being only 12 before the cyclone.

"Here were of course breaches during the cyclone but I am happy to report have already been closed.

Now, I home to a very important point. In this House as also in the newspapers misleading report has appeared that the cost of collection of this department is 96 p. c. of our total receipts. I say categorically that this figure is nothing but wrong because those who have got this figure have not cared to go into our Blue Book or Red Book or they have not understood the meaning of the heading from where it has been taken. The Chief Minister has already explained the points that the total outgoings should not be confused with collection cost. When it comes to 96 p.c. we have taken into account not only our cost of collection but also our expenditure on embankments, of survey and settlement and various other items. That is to say that the total expenditure of our department comes to 76 p.c. in one year or 96 p.c. in another. Sir, I am at a loss to understand why those who criticise this department did not scrutinise the figures that came in their hands and I declare categorically that it is a totally wrong piceure which they have drawn. If the cost of collection has to be calculated only the machinery for collecting land revenue has to be assessed againse the total receipts and not other items such as expenditure on embankments, etc. Keeping strictly within these limits the figures should be as follows :—

1958—59—Receipts 5·74 crores, cost of collection 1·23 crores. the percentage works out at 21·4 p. c.

1959—60—Receipts 5·04 crores, cost of collection 1·30 crore, percentage works out at 25·7 p. c.

In this year's budget 1960—61, total collection would be 5·80 crores, cost of collection will be 1·42 crore and percentage is 25 p. c. I think this is not unreasonable. (Shri Mihirlal Chatterjee : It is increasing). Yes, but the cost of collection can be pushed down. In U. P. a tehsildar collects about Rs. 50,000 and in our old Khas Mahal a tehsildar collects Rs. 50,000. So if you want to push down the cost then so many people will have to be thrown out of employment. If we rationalise the whole system then we can reduce our expenditure by 2/3 yds but this will be at the cost of these unfortunate tehsilders. Therefore I would ask the honourable members to note that the cost of collection is nothing out of ordinary. I hope this finally disposes of the point and there should be no misunderstanding about it.

During the year, survey and settlement operations were continued in all the 15 districts. Considerable headway has been made in Purulia where out of 2398 square miles 709 square miles have surveyed. In Purulia we are following the standard procedure. It is expected that the records would be accurate and dangers of interpolations and large filing of cases after final publication would be reduced to the minimum.

[3-50—4 p.m.]

Sir, some criticism has been made by different sections of the House that settlement operations are being delayed and should have been finished earlier. Sir, I too would have been glad if these operations could have been finished earlier but the House will remember that at the strong insistence of all sections of this House a further opportunity had to be given to the people for correction of records and section 44 (2a) had to be introduced. If you refer to the proceedings of the House on the occasion when this amendment was introduced, you will find that almost all section acclaimed the introduction of section 44 (2a) for the simple reason that it is more costly for correction of records to go to a civil court and it is much cheaper to have it corrected through settlement procedure. Had this section not been introduced, people would have been forced to go to the tribunal or to civil court for every little correction. Therefore the House as a whole must take responsibility for this delay. We received about 17 lakhs applications under the said section and about 50 percent of the applications have already been disposed of, We are hoping that the settlement operations will be practically over by the next year except in kalimpong, kishengunj and Purulia and that would also lead to a substantial saving in expenditure of about a crore and a half every year.

It would not be out of place to make a passing reference to the allegation of corruption, etc. I shall have much to say in my reply but I can only mention a few words about this. I can assure the House that all cases reported to the Government are very thoroughly enquired into and our officers also are on the constant look out for finding out corruption cases, if there are any. For instance in the settlement branch alone, 216 persons have been punished in various ways.

I now turn to the question of payment of compensation. I quite appreciate the anxiety of the members for the payment of final compensation. There is not the slightest doubt that the lower income intermediaries are passing through very difficult days and the sooner they are fully pid of, the better not only for them but also for the rural economy of West Bengal. If they can get something substantial at one time, they can start small industries or do something. For these reasons I am no less anxious than the members of the House to make final payment to these intermediaries and I shall have much to say in the matter. Before proceeding to that point, however, let me give to this House the figures of adinterim compensation and annuities. The ad-interim compensation in 1956-57 amounted to Rs.30 lakhs and annuities Rs.4 lakhs. Next year, that is, 1957-58, ad-interim compensation went up to 94 lakhs and annuities to 14 lakhs. In the next year, that is, 1958—59, ad-interim compensation went up to 1 crore 45 lakhs and annuities to Rs.16 crores. In 1959—60, up to the 3lst of January only —and three months yet remain—in these 9 months we have been able to pay already 1 crore 49 lakhs in the shape of ad-interim compensation and 13 lakhs in the shape of annuities and in the supplementary estimates we have asked for 20 lakhs more besides the provision of 1 crore 50 lakhs.

Now, I refer to another point. I could have also mentioned this in my reply but the House may be interested to get the figures at this time. It was mentioned and it is frequently mentionod and some criticisms are levelled that big intermediaries received payment while the small intermediaries are in great difficulty. I cannot understand this criticism for the simple reason that I have had a break-down of the compensation that has been paid income-wise and the figures work out as follows :—

Rs. 1 to 250/—income group has received 37.7 percent of the total compensation as yet paid and 251 to 750—27.3. Therefore if we add these two income brackets, the percentage comes up to 65. Then from 751 to 2,000 the percentage is 10.6 and therefore if you add this to the previous figure, the percentage come to 75. Therefore 75 percent of the compensation payment has been limited to the income group of Rs.1 to 2,000/—per year, and I think, Sir, this will be an adequate reply to the criticism that big owners are getting payment. of course, in the law anybody who has been deprived of his land will get payment, but you will see from these figures that our special efforts are to make payment as far as possible to the lower income groups and they are nine in numer and we are trying our level best to pay them as much as we can.

It will be found, Sir, from the above figures that not only the lower income groups have received heavier payment but also so far as the overall picture is concerned, the tempo has gone up much higher and I know of many cases of small intermediaries where the entire cash compensation available to them has been fully paid and only the bond portion remains to be paid.

I would also like to mention another point in this connection. Because of section 26 of the Estates Act the rule was that we could make payment to any

intermediary up to 50 percent of the total compensation or of the cash portion whichever is lower. As many people have already reached that limit, as I mentioned just now, and the Goverment felt the necessity of making payments still further, and it is being considered whether the payment rule can still further be liberalised. If this can be done very large payment will be made and that, I hope, will substantially relieve the distress.

A few words about final compensation. As I have already said, I am extremely anxious to finish paying off the exvintermediaries. Once we can free ourselves of this we shall have more and more time and money for tackling our rural problems. As I have already said, our officers in charge of compensation work have already started preparing compensation roll and about 2 lakhs of preliminary rolls have almost been prepared. The amount originally budgeted for preparation of compensation roll for 1959—60 was Rs.92.90 lakhs. We have surrendered some amount but that does not mean that the work has been slowed down. The saving is mainly because this has been dovetailed with the work of the Settlement Deparment and the thing is progressing rapidly. As a matter of fact I am keeping a keen eye on it and the tempo of the work is going up, and we hope to proceed fast with the preparation of compensation rolls.

Sir, I would like to inform t e House about the relief we have granted to the tenantry. Members of the House are aware that there was an agreement this year between Dr. B. C. Roy and Dr. P. C. Ghosh and accordingly orders have been issued for remission of rents for this year for holdings in non-irrigated areas not exceeding 2 acres. The original circular has been followed up by an explanatory circular. This applies to the whole of West Bengal. Over and above that special instruction have been issued for the flood affected areas. The main provisions are as follows, (1) no pressure for recovery of rental is to be put in these areas, (2) certificate proceedings would be adopted for the purpose of saving limitation ouly, (3) the Collectors should send up proposals for remission, if any, as soon as possible. I think this would substantially relieve the distress in the flood affected areas.

Before I conclude, I would like to touch briefly the question of land. As I have reported from time to time taking over of possession by Government is making progress. What is more important is that in some areas we have been able to complete the disposal of section 44(2a) petitions and preparation of maps without which redistribution is impossible. We have, therefore, instructed our officers to take up redistribution work where these preliminary condition have been fulfilled. This would be done in the nature of preliminary distribution pending final distribution under the Land Reforms Act.

Sir, there are various other topics which I wish I could have touched but I have already taken up a long time of the House and as I indicated in the beginning, I shall try to tuch upon some other points in the course of my reply.

The problem of eviction of bargadars has been kept in check during the year under review as the following figures will indicate. The numbers of actual

Shri Sudhir Kumar Pandey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land-Holders, etc., on the abalition of the Zamindaro System" be reduced by Rs. 100.

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land-Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Mangru Bhagat: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land-holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Radhanath Chattoraj: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Mihir Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee: Sir I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhuban Chandra Kar Mahapatra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc, on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Turku Hasda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Panchu Gopal Bhaduri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguly: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Phakir Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc, on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharyya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Haran Chandra Mandal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Renupada Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc,. on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Bankim Mukherji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Jyoti Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Gangadhar Naskar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Syed Badruddoja: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100

Shri Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Binoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition af the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Gopal Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2. Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhakta Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads, "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Dr. Dhirendra Nath Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Jagadananda Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhupal Chandra Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Suhird Mallick Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Jamadar Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grnt No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindari System" be reduced by Rs. 100.

Shri Bejoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Pravash Chandra Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Deo Prakash Rai : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, ete., on tne abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Ghosal :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, প্রথমেই এই খাতে আলোচনার সময় বলে রাখতে চাই বিরোধীপক্ষের চাপে যে ভুমিসংস্কার আইন পাশ করা হয়েছিল তাকে কার্য্যকরী করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা তাদেরও খানিকটা হয়েছিল যার ফলে সরকারের হাতে জমি পেতে গেলে এই আইনকে আরও সংশোধন করা প্রয়োজন, এটা মন্ত্রীমহাশয় কিছুটা উপলব্ধি করেছিলেন, যার ফলে সিলেক্ট কমিটি করা হয় এই আইনকে সংশোধন করার জন্য। গত যে সনে এটা সংশোধনের প্রস্তাব আশার কথা ছিল, কিন্তু আমরা যত দুর জেনেছি সরকার পক্ষের মধ্যে এমন এক শক্তি বাস করছে যে শক্তি তার বিরোধিতা করেছে এবং এই বিরোধিতা করার ফলে সরকারকে ঠুটোজগন্নাথের মত দাড়িয়ে থাকতে হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অসহায়ের মত বসে থাকতে হয়েছে। এবারে আমরা আশা করেছিলাম বাজেটের এই প্রস্তাব আসবার আগেই ঐ সংশোধিত বিল আসবে। এবার সেটা আলোচনা হবে—যদিও তার মধ্যে ভালর দিকও

আছে খারাপের দিক ও আছে, ভালর দিকটা নিয়ে সংশোধিত করে তা কার্য্যকরী করা হবে। আমরা যতদুর শুনেছি যে সরকার পক্ষের যে প্রবল বিরোধী আছে এই সিলেক্ট কমিটির রিকমেণ্ডেশন সত্বেও এবারে বিধান সভায় আনতে দেবেন না।

স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধমতও নাকি আছে একথা আমরা শুনেছি। এই দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের কতটুকু মনের জোর আছে যার দ্বারা এই বিল তিনি আবার বিধান সভায় আনতে পারবেন সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এ সম্বন্ধে আমারা নিশ্চয় তাঁর বক্তব্য জানব এবং তাতে বোঝা যাবে যে অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এই আইন যখন পাশ হয়েছিল তখন সরকার মনে করেছিলেন এবং ঘোষণাও করেছিলেন যে সরকারের হাতে বেশ এক বড় অংশ জমি আসবে যে জমি তাঁরা বাংলাদেশের কৃষক, ক্ষেত মজুর এবং কম জমির মালিককে বিতরণ করে বাংলাদেশের গ্রামের অর্থনৈতিক চেহারা পরিবর্ত্তন করতে পারবেন। আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে এই আইন তৈরী হবার অনেক আগে যারা ভেষ্টেড ইন্টারেষ্ট তাঁরা সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন। এইভাবে ৫ (ক) ধারায় দরখাস্ত করে বেণাম জমি ধরার চেষ্টা করতে গিয়ে শুনানীর সময় যে অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে তাতে দেখেছি যে এগ্রিকালচার ইনকাম ট্যাক্স যখন বসে তখন থেকেই জমির মালিকরা সতর্ক হন এবং ভবিষ্যতে কোন আঘাত এলে সেখানে থেকে কি করে বাঁচা যাবে তার ক্ষেত্র তাঁরা তখন থেকেই প্রস্তুত করেন। দ্বিতীয় যে এলাকাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত মজুর, বর্গাদার এলাকা বা লক্ষ লক্ষ বিঘার জমির মালিক যেখানে ছিল সেখানে কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি—সুন্দরবন সেটেলমেণ্ট এ্যাক্ট নামে একটা সেটেলমেণ্ট হয়েছিল তাতে সেই সময় জমি বণ্টন হয়ে গেছে। ৫ (ক) দরখাস্ত করে যখন শুনানী হল তখন দেখা গেল যে সেই আইনের বেগড়ায় পুরানো যারা জমির মালিক তারা আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধবের নামে সমস্ত জমি বণ্টণ করে দিয়েছেন। এইভাবে ৫ (ক) এর দরখাস্ত সেখানে টিকল না। সুতরাং সরকারের যেখানে জমি পাবার আশা ছিল সেখানে তাঁরা এই পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে জমি উদ্ধার করতে পারলেন না। এখানে যে আইন পাশ হয়েছে সেই আইনকে কার্য্যকরী করার জন্য বিরোধী দল চেষ্টা করলেও তা এই আইনের কাঠামোর মধ্য দিয়ে সম্ভব হবে না। আজ যে অবস্থা হয়েছে তাতে সরকারের হাতে কতটুকু জমি এসেছে সেটা বিমলবাবু বলবেন এবং কৃষককে জমি দেবার ভিত্তিতে বাংলাদেশের কৃষকের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের যে কথা ছিল তা কতদুর হয়েছে সেটাও তিনি বলবেন।

[4-10—4-20 p m.]

কিন্তু আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে আমরা দেখেছি যে, মূল যে ঘোষণা ছিল অর্থাৎ যে ঘোষণাকে অবলম্বন করে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি হবে ভেবে ছিলাম তাতে আমরা হতাশ হয়েছি। আমাদের মনে হচ্ছে কোথায় যেন একটা প্রবল বাধা এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের অভিজ্ঞতায় অমরা জানি যে জমিদারী দখল আইন পাশ হয়েছে এবং সেই আইনের উপর দাঁড়িয়ে কৃষককে জমি দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখছি সবই অবাস্তবে পরিণত হয়েছে। যদি আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা সামনে রাখি তাহলে একথা পরিষ্কার করে বলতে পারি যে, যদি এই আইনের সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন না করা যায় তাহলে যে ঘোষণা করা হয়েছিল সে ঘোষণা কাগজে পত্রেই থাকবে তা' দিয়ে বাংলাদেশের কৃষক ও সাধারণ মানুষের জীবনে কোন মঙ্গল করা যাবে না। সারা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যতটুকু অভিজ্ঞতা আমাদের আছে তা'তে এটাই দেখেছি। সরকারের কাছে আমি জানতে চাই এবং আশাকরি নিশ্চয়ই এর জবাব দেবেন যে, কোন্ জায়গায় তাঁরা এসে

দাঁড়িয়েছেন এবং সারা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতির কথা বলেছিলেন সেই অগ্রগতি কোন্ জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে বা কোথায় তার বাধা এসে দাঁড়াল এবং তাকে দূর করবার জন্য কি চিন্তা তাঁরা করছেন। স্পীকার মহাশয়, আমি গ্রামে দেখেছি যে জমিদারী দখল আইন পাশ হওয়ার পর গ্রামের সাধারণ মানুষ ভেবেছিল যে এবারে বোধ হয় তাদের অবস্থার গতি কিছুটা পরিবর্ত্তন হবে। কিন্তু আমরা দেখলাম যে কৃষকের হাতে জমি আসার পরিবর্ত্তে যারা নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী অর্থাৎ যারা জমিকে অবলম্বন করে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন গড়ে তুলেছিল সেই নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থার কাঠামো ভেঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। কৃষকেরা কোন জমি পায়নি বা ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষীদের অবস্থারও কোন পরিবর্ত্তন হয়নি এবং অন্যদিকে যারা মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল তারা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। কম্‌পেনসেশান বা খেসারত সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বললেন যে আমরা শনৈ: শনৈ: করে অগ্রসর হচ্ছি। কিন্তু আমরা গ্রামে দেখেছি যারা জমির উপর তাদের সামাজিক জীবন দাঁড় করিয়েছিল তাদের বাঁচবার আর দ্বিতীয় কোন অবলম্বন নেই। এঁরা শনৈ: শনৈ: করে অগ্রসর হবার যে পদ্ধতি এখানে রাখলেন সেই অর্থের যা কম্‌পেনসেশনের উপর পাল্টাভাবে বাঁচবার আর কোন রাস্তা তাদের নেই এবং তার ফলে দাঁড়িয়েছে যে, সমস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক জীবন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে তারা ভিখিরীতে পরিণত হয়েছে। তাদের বাঁচাবার জন্য পাল্টা কোন একটা পরিকল্পনা যা করা উচিত ছিল সেই পরিকল্পনার কোন ইঙ্গিত তাঁদের নীতির মধ্যে বা দৃষ্টিভঙ্গীতে না থাকার ফলে তারা আজ অসহায় অবস্থায় যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁরা টুকরা টুকরা করে কমপেনসেশান ১ কোটি না ২০ লক্ষ টাকার মত দিলেন এবং এর দ্বারা তারা তাদের সামাজিক জীবনে হয়ত ১।২।৩ শত টাকার মত পেল। কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়, যাদের ৩০ বিঘা জমি ছিল যার উপর দাঁড়িয়ে সে তার সমাজ জীবন গড়ে তুলেছিল এখন তাদের সেই ইনকাম আর নেই—সব শেষ হয়ে গেছে। কাজেই আমি বলতে চাই যে তাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন করার ইঙ্গিত কোথায়? ভুমিসংস্কার আইনের প্রশ্ন সামনে রেখে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে আজ একথাই বলতে হবে। কাজেই আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে একথাই বলতে পারি যে এই আইনের সংশোধন, পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করা ছাড়া আপনারা একটুও জমি পাবেন না বা কোন একটা সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা ছাড়া আপনারা অগ্রসর হতেও পারবেন না। এই যে শনৈ: শনৈ: করে অগ্রসর হবার কথা বলছেন এটা সম্পূর্ণ অসত্যে পর্য্যবসিত হবে এবং এই অর্থ তাদের সামাজিক জীবনে কোন কাজেই লাগবে না। এই হচ্ছে আমাদের অত্যন্ত সাধারণ সামগ্রিক ভুমি সংস্কার আইন এইং তার যা প্রতিফলন হয়েছে তা থেকে আমরা মোটামুটি এটা দেখেছি। স্পীকার মহাশয়, আমরা তখন বলেছিলাম যে একটা ইউনিট ধরে জমির পরিমাণ ঠিক করুন। আপনারা মাথাকে ভিত্তি করে জমির পরিমাণ ঠিক করলেন। আমরা বললাম একটা ফ্যামিলিকে ভিত্তি করে জমির সীমানা বাঁধুন, আপনারা মাথাকে ভিত্তি করে ঠিক করলেন। ডেমোক্রাটিক ষ্টেট, প্রত্যেকের ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে। কৃষককে জমি দিতে চাই, তাদেরও মধ্যে গণতন্ত্র আছে, আবার যারা মাথা নিয়ে বেঁচে আছে তাদের মধ্যেও গণতন্ত্র রাখতে চাই, অতএব মাথার ভিত্তিতে জমি দিতে হবে। ফলটা কি দাঁড়িয়েছে—না-সেখানে মাথা এত বেড়ে গিয়েছে যে জমি দিয়ে তাদের পেট কুলায় না। আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে মাথা গুনতি করে আপনারা যদি জমি দিতে চান তাহলে ভাগচাষী, ক্ষেতমজুর এবং কৃষকদের কাছে যে ২।৪ বিঘা জমি আছে তা দিয়ে পুরণ না করলে মাথা ভরবে না। যদি সত্যসত্যই আপনাদের যে গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্রকে চালু করতে হয় তাহলে

নীচের তলার মাথাকে একেবারে উচ্ছেদ করে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই কারণে আমরা বলছি আজকে এই সমস্ত অভিজ্ঞতা সামনে রেখে পরিবার হিসাবে যদি জমির পরিমাণ ঠিক না করেন, এই আইনকে গোড়া থেকে ফাঁকি দেবার যে বন্দোবস্ত হয়েছে সেখান থেকে ধরে নিয়ে আজকে বাস্তব অবস্থার কথা চিন্তা করে যদি পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা না করেন তাহলে সম্ভব হবেনা কৃষকের হাতে জমি দেওয়া। স্পীকার মহাশয়, এই আইনে যতটুকু সুযোগ সুবিধা আছে—সেই ৫ (ক) মতে বেনামী জমি ধরতে গেলাম তখন সরকার বললেন আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন, দরখাস্ত করুন, আমরা তদন্ত করব, আমরা শুনানী করব, করে সত্য-সত্যই যাতে বেনামী জমি ধরা যায় তার ব্যবস্থা করব, সেজন্য তোমাদের কো-অপারেশন চাই। আমরা ৫ (ক) মতে দরখাস্ত করে তার শুনানীর ব্যবস্থা করলাম কিন্তু এমন ঘটনা দেখেছি যেখানে সরকার আমাদের বললেন যে যতক্ষণ না ৫ (ক) ধারা মতে যে দরখাস্ত তার শুনানী শেষ হচ্ছে অর্থাৎ মালিক ঠিক না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত যে বর্গাদার আছে সেই বর্গাদারকে মালিকের অংশের ধান ট্রেজারীতে জমা দিতে হবে এবং শুনানীর পর যিনি মালিক সাব্যস্ত হবেন তিনি ট্রেজারী থেকে নেবেন এই নিয়ম তৈরী করে দিলেন সেখানে সরকারের অধীনস্থ যিনি কর্মচারী ২৪পরগণা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিমদিনাজপুর, কুচবিহার জেলার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট সরকারী খরচে প্রচার ইস্তাহার করে দেশবাসীকে জানিয়ে দিলেন যে ৫ (ক) মতে দরখাস্ত থাকলে যতক্ষণ পর্যন্ত তার শুনানী বাদ থাকছে ততক্ষণ পর্যন্ত আগের যিনি মালিক আছেন তাকে ধান দিতে হবে।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha : That was Wrong.

হ্যাণ্ড বিল দিয়ে প্রচার করা হয়েছে। আপনাকে সেটা জানান হয়েছিল। আমরা এটা বুঝিনা যে সরকার একটা নীতি গ্রহণ করলেন আর তাঁর কর্মচারীরা কি করে তার উল্টো নীতি গ্রহণ করলেন। এটা অদ্ভুত ব্যাপার। এ জিনিষগুলি কোন সাহসে তারা করে? সরকারের কর্মচারীরা সরকারের ঘোষিত নীতিকে উল্টে দিয়ে দেশবাসীকে জানাচ্ছে যে ওটা নীতি নয়, এটা হচ্ছে নীতি। এই ধরণের কর্মচারীরা বহাল তবিয়তে কাজ করে চলেছে। তাদের এই ধরণের কাজকে প্রতিরোধ করবার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন? ভবিষ্যতে যে এই ধরণের অন্যায় কাজ তারা করবে না তার গ্যারান্টি কোথায়? আমরা জানি যারা এই সব ইস্তাহার প্রচার করেছেন তাদের শাস্তি না হয়ে বরং খাস রাইটার্স বিল্ডিংএ প্রোমোশন হয়েছে।

[4.20—4-30 p.m.]

ফলে যারা জোতদার, যারা জমি বেনামী করে রোখ সরকারকে ফাকি দিয়েছে, দেশবাসীকে ফাঁকি দিচ্ছে, সরকারের আইনকে অগ্রাহ্য করেছে তাদেরই উৎসাহ বেড়ে গেছে। যাদের জমি দেবার কথা আপনারা ঘোষণা করেছিলেন—অবশ্য বিমলবাবুর রাজত্বে নয়, তখন আর একজন ছিলেন কিন্তু ঐসরকার—অভিজ্ঞতায় দেখা গেল যে এটা একেবারে মায়াকান্না। আমি একথা বলবো আপনাদের তলার কর্মচারীরা চেষ্টা করেন ভাগচাষী, ক্ষেতমজুর, গরীব কৃষক এদের যত পারেন দাবাতে আর মালিকের পক্ষে যত পারেন প্রচার করেন এবং তাদের বলা হয় যে তোমাদের মনবনের পেছনে আমরা আছি—এই অবস্থা চলছে। আসলে আমা দেচছি যে মুখে যতই বলুন না কেন এবং বিমলবাবুর যতই সদিচ্ছা থাকুন না কেন তিনি যে নীতিকে বহন করছেন তাতে করে তাঁর পক্ষে কোন জিনিষ করা একটু শক্ত। কারণ সিলেক্ট

কমিটিতে যে প্রস্তাব করান হয়েছে সেটায় পদে পদে তিনি আঘাত খাচ্ছেন কেন না সেই গোষ্ঠিয়াই পরিবার সেই কেপ্টড ইন্টারেষ্টের লোক ওখানে এখন আছেন যারা পেছন থেকে তাঁকে ঠেলে সেরে যচ্ছেন। কাজেও আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই অবস্থায় পরিত্রাণ না হবেন কৃষকের হাতে যে জমি যাবে না এসম্বন্ধে আমরা নিশ্চিৎ এবং সেই পরিবর্ত্তন খুব সহজে হবে বলে আমরা মনে করি না—আমাকে তীব্র আন্দোলন, অনেক আঘাতের মধ্যে যা এতদিন হয়েছে সেটা চল্লে তবেই হতে পারেন। বিমল বাবুর পার্টী সত্যই এবার হবে—তিনি বেশ প্রগতিশীল থাকবে চেষ্টা করেন এবং তিনি কতটা প্রগতিশীল থাকতে পারেন কাজের মধ্য দিয়ে সেটার পরিক্ষা হবে। স্যার, আর পরে দেশবাসী মনে করলো জমিদারী দখল আইন পাশ হয়েছে, সরকারের হাতে জমিগুলি জমিদার জোদোয় সোটাদাররা প্রচুর অর্থ উপার্জন করতো, ২১ ভাগ সরকারী তহবিলে জমাদিত এবং বাকী ভাগটা নিজেদের খরচ করতো, এবার বোধ হয় খাজনার একটা ব্যবস্থা হবে কৃষকরা অনন্ততঃ বার্ড্ডেন থেকে খানিকটা মুক্তি পাবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে মান্ধাতা আমলের সেই নীতি আজকে চালু আছে, তার কোন পরিবর্ত্তন নেই চার বছর কেটে গেল। তারপরে এক বিঘা বাড়তিটার ছাড় হবে কোথায়? এটা তো আজও কার্য্যকরী হল না কোন খানে রাখার চেষ্টা করতে পারছে না? এই খাজনার কথা বল্লেন ৬ বিঘা একটা হোল্ডির এর মধ্যে হকার চায়। যদি একটা ১৯ বিটা হোল্ডিং এর মধ্যে ৬বিঘা থাকে—সেটার ব্যবস্থা কোথায়? এক বিঘা বাস্তভিটায় ছাড় তার ব্যবস্থা কোথায়? অপরটা ৫ কাটা হোল্ডিংএর মধ্যে দাদার কথা বলেছেন কেন? এমনও তো জমি আছে একশো বিঘা ২০ বিঘা হোল্ডিংএর মধ্যে ৬ বিঘা আছে, তার মধ্যে তো এটা পড়ে না। সুন্দরবনের এমব্যাঙ্ক সেক্টর কথা বলেছে কিন্তু আমি বলবো বাঁধ বাঁধলেই কি হল, বাঁধে চারটি মাটি ফেল্লেই কি তা রক্ষা করা হয়? তাকে পাহাড়া দেয়া, তারপর বাঁধের সঙ্গে ইরেগনচার প্রশ্ন প্রভৃতি সমস্ত প্রশ্ন আসে। আপনি বাঁধ বাঁধবেন, মাটি ফেল্লেন কিন্তু জল নিকাশের পথ যদি না থাকে, স্লুইস যদি তাকে জো থাকে তাহলে ঐ বাঁধ কোন কাজে লাগবে না। কাজেই এই সামগ্রিক পরিকল্পনা নিয়ে তাদের যে রক্ষা করবার ব্যবস্থা কাটা কোথায়? তার কোম ইঙ্গিতে দেখলান না। একটা সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট বোর্ড হয়েছিল কয়েক বছর আগে ৩।৪ বছরের মধ্যে এক ঘণ্টা একটা বিটক হয়েছিল। তারপর সে জীবিত না হত, ঠিক তার অবাহা তার কোন হদিশ নেই।

সব শেষে সার্কুলার দিয়েছেন যে সমস্ত জমি ফিল্ডএ ভেসে গিয়েছে সেই জমির মালিকদের কাছ থেকে খাজনা নেওয়া রহিত, ইতি মধ্যে নির্দ্দেশও জারী হয়েছে যে খাজনা আদায় বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে আমি শুধু জানতে চাই এই আইনকে সংশোধনের প্রয়োজন সম্বন্ধ বস্তব অভিজ্ঞতা আপনাদের হয়েছে কি না!

Shri Basanta Kumar Panda : Mr. Speaker, Sir, the problem that we are now dealing with is a problem which affects the middle-class intelligentsia. You all know, Sir, the present intelligentia of West Bengal or the present culture of West Bengal comes from the middle-class people and the Estates Acquisition Act is there to solve their problem. Now, we know that the amount of compensation has to be paid to the middle-class people whose property consists partly of zemindary interest and partly of a few bighas or acres of khas-land. Now, with regard to compensation, up to date it has come to about 72 crores of rupees and

perhaps the total figure might go up by about 8 crores more and then in twenty years that will be paid. That means that compensation will be paid at the rate of 4 crores of rupees every year. So far as payment of compensation is concerned, ours is the third State in respect of the amount. Bihar pays 240 crores, U.P, has to pay 178 crores and we are to pay 80 crores. So on the average we are to pay 4 crores per year. But for the small intermediaries we shall have to accelerate the rate for the coming five or six years. Sir, what has been done by this Government? The original provision of the Act was that within three years the final compensation roll has to be prepared. Then the period was extended by one year and now there is a proposal for an extension by another two years. Therefore up to six years it is extended and that extension period, if there is no further extension, will go up to the end of 1367 B.S., that is, one year and one month more. As we see from the budget and we heard from the Hon'ble Minister that about 6 crores 28 lakhs shall be paid by the end of the ensuing financial year. Therefore the average payment will be to the tune of 1 crore 25 lakhs per year. This, I say, is too small. The other day Mr. Sankardas Banerji said that for the purpose of liquidating the compensation payable to the middle-class intermediaries Government shall have to embark upon a loan. I also recomend that but I shall not recommend for that a loan of 70 crores at a time. I say that if you take a loan of 10 crores or so, then you can easily liquidate the claims of the middle-class intermediaries within the coming two or three years. By taking loan you would not land the State into a risk because if you raise a loan at 3 percent interest, the Act also provides for 3 percent interest on unpaid compensation and so there will be no harm to the State and at the same time the intermediaries who will be getting compensation up to a limit of 10 thousand or 15 Thousand of rupees, if they get that money in a lump, then they may start small trades or business by which they can live. Now, I say that this can be easily done but this has not been done because of some evil influence of some of the big Jotedars and some of the big landholders in the State. How they are taking away the vitals of the State I am going to show you. Sir, according to our estimate we are to get six lakh acres of land from the intermediaries. The intermediaries have hidden it out and they have opted up to now to hand over 1 lakh 20 thousand acres of land. Government is on the first day of Baisakh 1362 B.S. in a position to take possession of the entire land and before the redistribution process begins under the Land Reforms Act, Government is the owner of the property.

It may be that under these lands there are some bargadars which are held by certain intermediaries. Whatever may be the position Government has become the owner. Therefore, according to the existing law the Government could take the share of produce and there by earn Rs. 100 per acre. I will show you, Sir, how I have arrived at these figures. The average yield per acre is 20 mds and if 60 percent is given to the bargadar Government will get 40 per cent. That will come to about 8 mds of paddy beside the straw. According to the present market value it comes to Rs.100 at least. Thus it will be seen that while Govern-

ment could eatn Rs.1 crore 20 lakhs it has allowed the intermediaries to enjoy this instead, on their undertaking to give Rs.10 per acre per year. And Government is getting only Rs.12 lakhs instead of Rs.1 crore 20 lakhs. Therefore, the net loss per year is Rs.1 crore 8 lakhs. I brought this fact to the notice of the Hon'ble Minister. He also took a note of it but up till now this has continued the intermediaries are allowed to devour this property. If this property comes to the khas possession of the Government What Will be the position, Sir ? in each year Government will be getting Rs.6 crores and during the past five years beginning from the Ist Baisakh (B.S.) up to the present time Government could have got Rs.30 crores which would have helped liquidate the arrears of compen sation to a great extent ; and the intermediaries are allowed to enjoy this property. Sir, I would urge upon the Government that while paying compensation to these people Government should take into consideration the usufruct they have enjoyed—that portion of their income should be adjusted against their claim of compensation. If this is not done this poor State of West Bengal will be further sinking into poverty.

[4-30—4-40 p.m.]

Then, Sir, there are big people who have made benami in the name of their family members. Under the Act we have thought only of individuals. We have not thought of a family property. Therefore, the Act should be amended and a family should be defined. In the family one couple with all their children and grand-children should be included and there should be a limit to the holding of such a family. At present this limit is for a family of 3 and the ceiling is fixed at 25 acres. And this ceiling applies to a family of 25 members as well. In all cases the ceiling remains 25 acres. Sir, I feel this is not just. The per capita maximum holding should be fixed in a proper way and a family thus defined should not be allowed more land. The present provision of 25 acres is not scientific. There should be differentiation between one crop land and double crop land. Instead of doing that if it is fixed at a lump limit of 25 acres that will be unscientific and unjust too.

Sir, in this connection I would like to give some figures of other States in India who have fixed such limits. In Hyderabad, according to differentiation, the land varies from 12 to 150 acres ; in Assam 50 acres is the maximum limit ; in previous Bombay it was 12 to 48 acres. in Jammu and Kashmir it is 22 acres ; in Madhya Pradesh it is 50 acres in PEPSU it was 30 acres ; in U.P. it is 30 acres, and in West Bengal it is 25 acres. This is about agricultural land.

Then, Sir, some amount of non-agricultural land is also given, and that is not very insignificant—that is 15 acres. Then there is provision for non-agricultural bastu land. It is 5 acres. Now, a man can retain one bastu or as many bastus as he likes.

Sir, the major portion of these valuable properties is under the cultches of the intermediaries. If a person has got a number of kutcheries, they will

remain in his possession. If a person has a hat or bazar within the non-agricultural portion of his land, he will retain it. Sir, tanks also have been excluded. By this thousands and thousands of acres of land have been excluded. Then, Sir, I have sought to bring Calcutta within the operation of this Act. Sir, you know that original Calcutta has extended from time to time. There are several villages in the Alipore mouza or Behala mouza which were not originally within Calcutta, but Calcutta, by its subsequent extensions, have devoured all these places. Therefore, I have said that this Act should be made operative in those portions of Calcutta also. But, Sir, this has not yet been done. I do not know why this is not being done. Further, I say that the definitions should be amended so as to include within the purview of this Act the zemindaries in Calcutta—the houses which are fully tenanted but the owners of those houses do not live there at all. So, they should be classed as zemindary properties. That is why I say that definitions should be amended so as to include these properties also. Sir, it is inconceivable to think that zemindaries in the mufassil will be liquidated, but the zemindaries in Calcutta will remain as before in the hands of their owners so that they may suck the income of the middle-class people who are generally the tenants of such lands. Therefore, this Act should be amended and if it is amended in this manner so as to include these lands, a huge amount of money would come withinin the State coffer. Relief may also be given to all the tenants who are middle-class people and who have been practically robbed of the best portion of their income by these landholders.

Besides this, if Calcutta is included within the purview of this Act, then the undue economic pressure of the non-Bengalees over Bengal will be reduced because all the valuable properties in Calcutta which are fetching large incomes to their owners are now owned by the non-Bengalees.

Then, Sir, I shall speak about the benami properties. Sir, we have amended section 5(a) so as to bring out certain properties which have been made benami. We expected that this Act would come into operation by September last. But it was not passed during the last session. I understand that this is not going to be passed this session also. I hope the Hon'ble Minister will take necessary steps so that this may be passed this session.

Then, Sir, I shall draw your attention to the Takavi Embankment Tax. This Embankment Tax is not payable by the zemindars, by the Nishkardars, by the Taluqdars, but it is payable only by the raiyats and under-raiyats. After the passing of the Estates Acquisition Act and after its promulgation, the position of these persons is that they are raiyats under the State and they are not liable to pay this tax. But unfortunately even after the promulgation of the above Act in 1662 B. S., these taxes are being realised from such people in the Midnapore district. Sir, the members from various parties have filed a written memorandum, but nothing has been done as yet—even at present the same tax is being realised from those people.

Sir, with regard to zemindary khals and zemindary embankments, I find that such khals and embankments are being let out the certain lessees and certain fishermen who have formed co-operative Societies.

[4-43—4-50 p.m.]

In the Manual there is provision for giving these lands to co-operatives and before giving them the State has to fix a minimum figure. If there are a large number of co-operatives there is competition among them, and if some of them reach 75 percent it will be giventhe chance. In Bongaon co-operative we see that though they have fulfilled the condition their claim is refused and some capitalist is going there. In our thanas, Bhagwanpore and Khejuri, thoughthese things come to co-operatives they have obstructed the passages of water by putting bamboo materials there. This fact was brought to the notice of the local authorities but to no effect. The position is that there has been fight among the two classes.

Now, I will say a few words about the barga system of cultivation. This system has done immense harm to the State. The land must be tilled by the tiller, but who is the tiller? Do bargadars exhaust all tillers or middle-class people also come under the category of "tiller"? I say that the owners of the land who are middle-class people, who cultivate some portion of their land by plough and give some portion of it to the bargadar, should be given the chance of cultivating their own land. There was difficulty created in 1950 by the passing of the Bargadar Act. The position is that they shall not be allowed to recover more than one-third of the produce if their land is above 7 acres. If the land is within the ceiling then they must be given the chance of cultivating their own land. By doing this some bargadars may be effected. Sir, Paucity of land in West Bengal is such that we cannot expect to give economic holding to all the cultivators. There are some persons who may be made surplus and they should be employed in the developing industries of the country. Please do not disturbed the middle-class people. Take excess land frcm the bigger land-owners and give it to the bargadars but give each of them an economic holding. The bargad system is doing harm in the country. There are two parts—one part is the jotedar and the other part is the bargadar. They are fighting among themselves. Therefore make the owners of the land cultivators and liquidate the bargad system as soon as possible. First of all give the owner of the land a chance of cultivating his land. If he fails to cultivate take away the land from him and give it to the bargadar. The entire barga system should go and the country should be filled with owner-cultivators.

Shri Sankardas Bandyopadhyay: Mr. Speaker, Sir, on an earlier occasion I had suggested before this House two things which need, in my opinion, the most anxious consideration of the Government and of the members of this House. I had proposed total abolition of rent; and I had proposed that payment of compensation should be expedited. On that particular occation it was not possible for me to give you facts and figures. Since then I have collected facts and figures which I shall place before the House and you will then be able to judge for yourselves whether the criticism which was put forward by me from this side of the Housr and by Dr. Prafulla Chandra Ghosh from the other side of the house was justified or not.

The figures that I propose to give to this House are—what are the total receipts in the shape of rent and receipt by the Government. The total receipts are—if hundred percent collection can be made—Rs. 720 lakhs—in other words Rs. 7 crores and 20 lakhs. This amount of Rs. 7 crores and 20 lakhs is made up of the following :

Khasmahal revenue	...	90 lakhs (Ninety lakhs)
Revenue from zemindary abolished	...	500 lakhs or in otherwords Rs. 5 crores.
Fisheries	...	15 lakhs
Cess	...	24 lakhs
Vested forests	...	41 lakhs
Royalty on Mines and Minerals	...	50 lakhs
Total	...	720 lakhs.

Mr. Speaker, Sir, although these figures are there, we ought to take into account what s being actually collected. Collections have been cumparatively few and unsatistactory. I would not blame the Government for this unsatisfactory collection. But nevertheless, the fact remains that collection has been unsatisfactory due to two reasons. The first is the natural calamity which overtook the State in the shape of floods and droughts and the second is an order which the Calcutta High Court has been pleased to pass, namely, an order of injunction, which prevents the Government from cellecting even one rupee out of Rs. 50 lakhs which is payable as royalty by the mineowners. It is not known how long this order of injunction is going to continue.

I further understand that the Forest Department which is expected to pay Rs. 45 lakhs does not pay anything at all. I have been unable to find out the reason. Perhaps the Hon'ble Minister in his turn will be able to tell this House why the Forest Department does not pay any part of that Rs. 41 lakhs. It is worthy of consideration as to what the expenditure is. As far as I have been able to collect, the figures are these : cxpenditure, management, administration and salaries cost his department Rs. 142.69 lakhs. For works in the shape of construction of bund, etc. they spend about Rs. 92.71 lakhs. I do not think that I have quoted a wrong figure. Survey and Settlement has cost last year, If I am not wrong, Rs. 69.92 lakhs. Preparation of ad interim compensation roll cost Rs. 80 lakhs. Preparation of final rolls would cost Rs. 81 lakhs. That is my information. The Hon'ble Minister may, when he replies, say whether the figures I am quoting are right or wrong. The preparation of cess costs Rs. 48 lakhs. The grand total is Rs. 406 lakhs. Now if you take the total collection to be Rs. 720 lakhs., it leaves a balance of Rs. 266 lakhs—in other words Rs. 2 crores and 56 lakhs. If the collection is hundred percent, then you come to that figure. Otherwise you don't. If I am not wrong, the average collection has never exceeded from the time of the abolition of the zemindary six crores of rupees.

[4-50—5.pm]

It has never exceeded that amount. Now, what is the position ? Let us take a round figure of Rs. 6 crores. The lowest slab that has been fixed by the Estates Acquisition Act is two times and the highest is twenty times. On an average let us take it as elaven times. Therefore, let us say Rs. $6 \times 11 = 66$ crores is your commitment to the Department for taking over the zamindary. Added to that—this will come perhaps as a surprise to the honourable members—we have to pay inerest at the rate of 3 per cent. Five years' interest is due and I have calculated that it goes to 9 lakhs 90 thousand rupees. For the sake of convenience let us say it comes to Rs. 10 lakhs. Therefore, the total demard comes to Rs. 76 crores. I will ask the honourable members of this House and the Government to consider and say 'when do you propose to pay this vast sum of money ?'. Already five years have passed. The people, I must say, are very hard hit. May be, natural calamities or some other things are responsible for that, but the fact remains that these por intermediaries are being deprived of regular payments which, in my opinion, they are entitled to get at once. As I have given you the figures, if that is the total receipt and hat is the total collection, there is no surplus at all. How do you propose to pay the compensation ? Within what time ? I want an assurance from the Government within what time they propose to pay the compensation. If your suggestion is that you are going to pay in bonds, then supposing a man is entitled to get Rs. 5,000 and if you issue bonds spreading over a period of twenty years, to what use the money that he will get can be put to ? That is one of the things which, I think, justifies my comments before the House that the unfortunate intermediaries are very badly affected, and it is the duty of the Government to tell this House here and now when do they propose to pay. That is one side of the matter.

The other side of the matter I alluded to the other day is my suggestion about the abolition of rent. I have told you just now that the total receipt, if collected hundred percent, would be Rs. 7 crores and 20 lakhs. Out of that 7.20 lakhs Rs. 50 lakhs is payable by mineowners. I am not asking that they should be excused. I am not asking that the cesses from various Departments should be excused. I am only concerned with the poor cultivators whose contribution to the Khasmahal revenue is Rs. 90 lakhs and whose contribution to the coffers of the Government would be 5 crores, if calculated. In that case, the total financial implication wil not in any event exceed Rs. 6 crores. Now, I have told you on the last occasion that the poor agriculturists are getting deeper and deeper into the debts. They cannot extricate themselves jrom that position. If there is a prosperous year, there will be demands from the Government and moneys will be collected by applying the Public Demands Recovery Act. If there is a lean year, they will require more loan and that will lead to trouble.

That is why I said the other day is it worth while maintaining a department —an enormous department and moneys that are collected are only utilised for

the benefit of that department. It does not do any good to anybody else in the world. That is my grievance.

The next thing and it is a fact. I think the Food Minister has transferred 3000 officers to this Revenue Department. I do not know what the Hon'ble Minister is going to say but my information is that they have hardly any work. They are almost like pensioners. Government cannot remove them because then there will be criticism. But they have no work at all. Therefore why not free the cultivators ? Why not give them an opportunity to stand up and feel that they are the owners of the land and thoy would till them as they like. If that attitude is taken, if that steps is taken then I have no doubt that the country would improve andthe cultivators woud get the real independence which we want also.

The next point that I would like to touch is the point already tohcned by Snri Hemanta Ghosal. I know what the amended Bill is which is sought to be placed before the House. I know the deliberations of the Select Committee. I know that there is a great deal of opposition from one set of people. That is very true but again I must impress upon the honourable members of this House that the Bill as drafted is not good enough. I think many of the provisions of the Bill if taken to a law court would be found ultra vires in a moment. Is it equitable, I would ask the honourable members to consider that the people who have transferred benama 4 years ago should be convicted or punished. Would law permit it ? I pointed out to Government that for the last 150 years benama transactions are permitted in India. It has been judicially recognised—hundred times or I should not treat it lightly thousand times this has been done. I have no doubt that intermediaries on the eve of properties being transferred created benama transfers in the names of their wives, children, officers and other relations and so on. That is absolutely true but you cannot possibly penalise them for that. This is something legal and regular. The advocate General is there. I am not the only lawyer My friend Mr. Panda is there and there are many lawyers present in the House. Sir, a great mistake was done when the Estates Acquisition Bill was passed and I pointed out to the then Law Minister my friend Satyendra Nath Bose and I told him that a majorty of the lands would be transfered benama and none of the lands would be available to the cultivators for distribution. Sir, it is very difficult to prove which is malafide transfer and which is bonafide transfer and whatever the Government does a person hasa right to take it to a court of law. He may go even to the Supreme Court and no Act of this Ho use can stop him from doing that.

[5—5-10 p.m.]

we are in a fix. It will take a great deal of time to extricate ourselves from the difficult position we have got into. But of course I can certainly say the present Revenue Minister has in no way contribute to it. I know that he is making honest endeavours to get this difficulty stretched out and settle it, but

the difficulty is there, it is a formidable difficulty and it will mean all our attention before we can come to a solution which will solve the trouble that is ahead of us. Now, the thing that occurred to me was—after telling you, why not abolish rent—what is the total financial implication. Taking it at its worst, it is 7.16 crores. If you come to consider what sacrifice the Bombay Government has made by introducing prohibition—if my information is right—they have lost 18 crores,—16 crores loss of revenue and 2 crores for policing. The Madras Government has lost about 14 crores of revenue and 2 crores in policing. If these States have taken these steps for the welfare of the people, why can't we take steps in Bengal and sacrifice this 7.16 crores and give liberty, freedom and peace to the cultivators who are there for our wellbeing and for the wellbeing of the State. Thank you, Sir.

Shri Apurbalal Majumdar :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ভুমিসংস্কারের ২টি মূল উদ্দেশ্য আমাদের সামনে আছে, সেই মূল উদ্দেশ্য দু'টি গত কয়েক বছরে কতখানি কার্য্যকরী হয়েছে সেটা আপনার মাধ্যমে আমি সরকারের কাছে তুলে ধরতে চাই। প্রথমে আমি বর্গাচাষীদের সম্পর্কেই বলছি। রাজস্ব মন্ত্রী তার ভাষণে বলেছেন যে প্রায় ৭ হাজার বর্গাচাষীকে উচ্ছেদ করবার জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছে। আমরা তাঁর এই বক্তব্য থেকে আরও দেখেছি যে বর্গাচাষীদের উচ্ছেদ করার ব্যাপারে যতখানি বক্তব্য আমরা সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রাখি সরকার মনে করেন যে ততপরিমাণ জমি থেকে বর্গাচাষী উচ্ছেদ হয় নি। আজ থেকে ২০ বছর আগে ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট থেকে আমরা দেখছি যে, প্রায় ৫ ভাগের এক ভাগ জমি এই বর্গাদার চাষ করত। কিন্তু আজ ক্রমাগত কমার্শিয়ালাইজেশন অফ ল্যাণ্ড আস্তে আস্তে আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে এবং অকৃষিজীবীদের জমি নিয়ে ভাগচাষী বা বর্গাদারদের দিয়ে এবং তার পরিবর্ত্তে মজুর দিয়ে চাষ করার প্রথা আজকে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে আমরা দেখতে পাই। ১৯৪০ সালে আমাদের দেশে শতকরা ২২·৬ ভাগ জমি বর্গাদাররা চাষ করত এবং ১৯৫১ সালে সেই জমির পরিমাণ কমে গিয়ে ২০·৩ ভাগে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে গত ১০ বছরে ভাগচাষীদের নিজেদের আয়ত্বাধীনে যে জমি ছিল তার পরিমাণ আরও কমে যাচ্ছে। অবশ্য রাজস্বমন্ত্রী মহাশয় একথা বলেছেন যে, গত সেন্সাসের সময় ৭ লক্ষ বর্গাচাষী পরিবার আমরা দেখতে পাই, এবারের সেটেলমেণ্ট অপারেশন-এ প্রায় সমসংখ্যক বর্গাচাষী দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যে বর্গাচাষী উচ্ছেদ হয় নি। রাজস্বমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একথা বলতে চাই যে, আমাদের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী যে ভাগচাষের উপর প্রধানতঃ জীবিকানির্বাহ করত তারা ভাগচাষী হিসেবেই তাদের নাম রেকর্ড করিয়েছিল। কিন্তু যাদেয় ২।১ টা মালিকানা স্বত্ব আছে তাদের সেখানে ভাগ-চাষী হিসেবে নাম রেকর্ড করা হয়নি। কাজেই সেন্সাস রিপোর্টে প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হয় নি। আজকে সেটেলমেণ্ট অপারেশন-এর যে ফিগার দিচ্ছেন তা' ভাগচাষী এবং যারা ছোট ছোট মালিক যারা ভাগচাষ করেন তাদের উপরেই এটা রিফ্লেক্টেড হয়। কাজেই প্রকৃত ভাগচাষীর ছবি তিনি এখানে দিতে পারেন নি। যে সমস্ত জমির মালিক মজুর নিয়ে চাষ করে তাদের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে এবং তাদের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ। এটা রোধ করার জন্য মাননীয় ভুমিরাজস্ব মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ্যাবসেন্টি

ল্যাণ্ডলর্ডিজম অর্থাৎ যে সমস্ত মালিকরা গ্রামে বাস করেন না তারা যাতে চাষের জমি না রাখতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অ-কৃষিজীবী যারা, যারা নিজের হাতে কাজ করেন না তাদের হাতে যাতে জমি হস্তান্তরিত না হয়ে যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। এ্যাবসেন্টি ল্যাণ্ডলর্ডিজম অর্থাৎ যারা ক্রমাগত নিজেদের জমি কুক্ষিগত করে নিজেদের চাকর বা মজুর দিয়ে চাষ করাবার বন্দোবস্ত করেন সেটা রোধ করা দরকার। আমাদের যে দুটো আইন পাশ হয়েছে জমিদারী দখল আইন এবং ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্ট তাতে এটা রোধ করবার জন্য যেহেতু এমন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি সেহেতু অ-কৃষি মালিকরা এতে উৎসাহ এবং প্রেরনা পাচ্ছে। ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্টে ভাগচাষীদের সম্পর্কে যে আইন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাতে যারা জমির মালিক যারা চাকর দিয়ে, মজুর দিয়ে চাষ করে তাদেরই সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কাজেই অ-কৃষি মালিকের হাতে যাতে জমি হস্তান্তরিত না হয় আইনের মাধ্যমে তার ব্যবস্থা করা দরকার। অবশ্য আর একটা কথা বলা দরকার যে আমাদের এষ্টেটস এ্যাকুইজিশান এ্যাক্ট এর মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ জমি আমরা চাষীদের কাছে রাখবার অধিকার দিয়েছি সে পরিমাণ জমি কমিয়ে ফেলা দরকার। আন ইকনমিক হোল্ডিংসের উপর থেকে কোন রকম রেণ্ট বা ল্যাণ্ড রেভেনিউ আদায় করা উচিৎ নয়। একটু আগে মাননীয় সদস্য শঙ্করদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় জোরাল ভাষায় বলেছেন যে ল্যাণ্ড রেভেনিউ আমাদের আদায় করা উচিৎ নয়। আমি এখানে অন্ততঃপক্ষে এটুকু বলতে চাই আনইকনমিক হোল্ডিংসের যারা মালিক তাদের কাছ থেকে এক পয়সাও আদায় করা উচিৎ নয়। এবারকার ফ্লাডের জন্য ননইরিগেটেড এলাকায় সরকার ২ একর জমির মালিকের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা বন্ধ রেখেছেন একথা সত্য কিন্তু একথা আমরা বলতে চাই যে যারা আনইকনমিক্ হোল্ডিং জমির মালিক—৫ একর পর্য্যন্ত আনইকনমিক্ হোল্ডিং যদি ধরেণ তার নীচে অংশ যাদের আছে তাদের খাজনা আদায় করা উচিৎ নয়। কারণ যে পরিমাণ জমি আন-ইকনমিক্ হোল্ডিং তার মধ্য দিয়ে তাদের সংসার চলতে পারে না। সুতরাং তাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা ক্রুয়েলটি ছাড়া আর কিছু নয়। তার উপরে যাদের জমি আছে তাদের কাছ থেকে রেণ্ট আদায় করুন। আমাদের এখানে বর্তমানে যে সিলিং রয়েছে সেই সিলিং এর আমরা বিরুদ্ধে। কারণ এত অধিক পরিমাণ জমি—৭৫ বিঘা জমি, কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে বা কোন পরিবারের পক্ষে চাষ করা সম্ভব নয়। তাদের চাকর বা মজুর রেখে চাষ করাতে হবে। কাজেই এটা পরিবার যতখানি পরিমাণ জমি চাষ করতে পারে অন্ততঃপক্ষে ডাবল দি এ্যামাউণ্ট অফ ইকনমিক হোল্ডিং তার বেশী জমি কোন ওনারকে রাখতে দেওয়া উচিৎ নয়। কাজেই পশ্চিমবংগে মুখ্যতঃ ভুমি সংস্কার করতে হলে অ-চাষীদের হাতে যাতে জমির মালিকানা স্বত্ব না যায় সর্বাগ্রে তার ব্যবস্থা করা দরকার। অবশ্য পেমেণ্ট অফ কমপেনসেশান সম্পর্কে শঙ্করদাস ব্যানার্জি মহাশয় একটা কথা উল্লেখ করেছেন, আমিও এ সম্পর্কে একটা কথা বলতে চাই যে গত ৪ বছরে আমাদের এখানে মোট ৪ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা কম্‌পেনসেশান দেওয়া হয়েছে এবং ৪৭ লক্ষ টাকা এ্যানুইটি হিসাবে আমরা দিয়েছি। সরকার মনে করছেন আরও প্রায় ৭০ কোটি টাকার উপর কম্‌পেনসেশান দিতে হবে।

[5-10—5-20 p.m.]

যে ভাবে কম্‌পেনসেশান আজকে পে করা হচ্ছে তাতে আগামী ৫০ বছরের মধ্যে কমপেনসেশন কোনমতে আমরা শোধ দিয়ে উঠতে পারবো না। কাজেই এই গরীব কৃষক মজুরের উপর মধ্যবিত্ত মানুষের উপর যে কর ভার চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এটা আমার মনে হয় রোধ করা

উচিত এবং কমপেনসেশান দেওয়া উচিত শুধু যারা পুওর এবং মিডল ক্লাস ইন্টারমিডিয়ারীজ তাদের। এই পুউর এবং মিডল ক্লাস ইন্টারমিডিয়ারীজদের উপরের স্তরের লোকদের কমপেন-সেশান দেয়ার পক্ষপাতী আমরা নই এবং তাদের কমপেনসেশান না দিয়ে যে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে সেটা কৃষির ক্ষেত্রে ব্যয় করা উচিত। আর রেভেনিউ শুধু ইকনমিক হোল্ডিং এর যারা মালিক তাদের কাছ থেকে আদায় করা উচিৎ। তারপরে এই জমি এ্যাকুয়ার করা সম্পর্কে আমি বিশেষ করে একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করবো। হাওড়ার জগাছা থানায় কয়েক বছরের মধ্যে যে ২১শো একর জমি আপনারা দখল করেছেন তার মধ্যে ২শো একর বাদে ১৯শো একর জমি চাষীদের। সেই জমি চাষ করে তারা জীবিকা নির্ব্বাহ করতো—তাদের কাছ থেকে সেই জমি আপনারা ছিনিয়ে নিচ্ছেন, আমি এবিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মোটামুটি ভাবে আমি একথা উল্লেখ করবো ভুমি সংস্কার করে যদি সত্যিকারে চাষীর উন্নতি করতে চান তাহলে ভুমিসংস্কারের মধ্যে বর্গাদারদের যে টেনালাটী রাইট সেই রাইটকে আপনারা স্বীকার করে নিন, অচাষী মালিককে আপনারা সরিয়ে নিন। এ্যাবসেন্টি ল্যাণ্ডলডিজম আপনারা অস্বীকার করুন, ইকনমিক হোল্ডিং-এর নীচে যারা তাদের ক্ষেত্রে খাজনা মুকুব করুন, এবং ডাবল দি ইকনমিক হোল্ডিং তার উপরে যারা মালিক তাদের সিলিং করে তাদের সরিয়ে জমি নিজেদের করায়ত্ব করুন এবং শুধুমাত্র পুওর এবং মিডল ক্লাস ইন্টারমিডিয়ারীজদের কমপেন-সেশান দেবার ব্যবস্থা করুন—এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে আপনারা কৃষি ব্যবস্থাকে ভালভাবে চালাবার চেষ্টা করুন এই আমার বক্তব্য।

Shri Renupada Halder :

মিষ্টার ডেপুটী স্পাকার স্যার, ভুমিরাজস্ব বিভাগের ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে বলতে গেলে এই কথাই বলতে হয় যে এই বিভাগে যে কটা আইন তৈরী হয়েছে কোনটাই কার্য্যকরী করতে আমাদের মন্ত্রী মহাশয় সক্ষম হন নাই—সেটা বিভিন্ন আইন পর্য্যালোচনা করলে আমরা বুঝতে পারবো প্রথম হচ্ছে আমাদের ভুমিসংস্কার ও মধ্যস্বত্ব বিলোপ আইনের মূল লক্ষ্য ছিল চাষার হাতে জমি দেয়া কিন্তু দীর্ঘদিন হয়ে গেল আজও পর্য্যন্ত চাষীর হাতে জমি দিতে সরকার সক্ষম হচ্ছেন না। আমরা দেখেছি বেনামী ধরা সম্পর্কে সরকার যে আইন করেছেন তার ধারা এক কাঠা জমিও বেনামী বলে ধরতে পারেন নি। জমিদার জোৎদারেরা যে প্রচুর জমি বেনামী করে রেখেছেন সেটা সরকার এবং এখানকার সকল সদস্যই অবগত আছেন। সরকারের তরফ থেকে বেনামী ধরার যে চেষ্টা করা হয়েছে তার দ্বারা যে বেনামী ধরা যাবে না একথা অনেক সদস্যই বলেছেন। তাই মোটামুটিভাবে এসম্পর্কে আমরা দেখেছি যে কটা আইন প্রণয়ন করেছেন একটাও সুষ্ঠুভাবে কার্য্যকরী করতে তারা সক্ষম হন নি। যে সমস্ত জমি বেনামী করে রাখা হয়েছে সেগুলি সম্বন্ধে আমরা এই আইন সভায় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি বহুবার আকর্ষণ করেছি—কিন্তু সেগুল ধরার কোন ব্যবস্থা আজও পর্য্যন্ত করা হয় নি। কাজেই এই দুটো আইনের যে মুল লক্ষ্য ছিল সেই লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হয় নি একথা পরিষ্কার। এছাড়াও আমরা দেখেছি মেছোভেড়ী উচ্ছেদ করা সম্পর্কে সরকারের তরফ থেকে একটা বিল পাশ করা হয়েছিল, বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকায় যে সমস্ত মেছোভেড়ী তুলে দিয়ে চাষীদের হাতে জমি দেয়াই যে উদ্দেশ্য আইনে ছিল দেখা যাচ্ছে সেই সমস্ত মেছোভেড়ী তুলে দিতে সরকার সক্ষম হন নি।

আজ পর্য্যন্ত মেছোভেড়ী যেসমস্ত ছিল সেগুলি তেমনি ভাবেই রয়েছে, মাছ চাষ হচ্ছে এবং পার্শ্ববর্তী জমিগুলিতে লোনা জল ঢুকে অন্যান্য চাষীদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সরকারের সেদিকে দৃষ্টি নাই। আমাদের সরকার থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে যে-সমস্ত জমিতে চাষ সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেসমস্ত জমির খাজনা তারা নেবেন না। গত বছর অনাবাদী যে সমস্ত জমি ছিল, ফসল আদৌ জন্মেনি সেগুলির খাজনার সুদ নেবেন না—একথা সরকার থেকে স্বীকার করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমরা দেখলাম পূর্ব্বে জমিদার জোৎদাররা যেভাবে সুদ আদায় করতেন সেই প্রথাকেও এরা ছাড়িয়ে গেলেন। কারণ আমরা দেখছি ২।৩ বছরের সুদ একসঙ্গে আদায় করা হচ্ছে। টাকা এক আনা করে সুদ হিসাবে তিন আনা হিসাবে সুদ আদায় করা হচ্ছে। এভাবে যেসমস্ত সদুদ্দেশ্যের কথা সরকার তরফ থেকে বিশেষ করে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় মাঝে মাঝে প্রকাশ করেন তা কার্য্যকরী করতে তিনি সক্ষম হচ্ছেন না। এভাবে ভুমিরাজস্ব বিভাগের আইনগুলি কার্য্যকরী না করার ফলে সাধারণ চাষীদের যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থা থেকে আরও খারাপ হচ্ছে। ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্টের চাপ্টার থ্রিতে ভাগচাষীদের সম্পর্কে যে অধিকার দেওয়া হয়েছিল সেটাকে কার্য্যকরী না করার ফলে চাষীদের অবস্থা খারাপ হচ্ছে। আমি বহু জায়গায় ঘুরে দেখেছি যে—ভাগচাষীরা এই আইনটাকে জানেন,—আইনের কোন সুযোগ সুবিধা কাজেই তারা পায়না কিন্তু সরকার তরফ থেকে সেদিকে কোনও ব্যবস্থা ও হয় না। সরকার তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যেসমস্ত জমি ভেসে গিয়েছে, চাষাবাদ আদৌ হয়নি সেই সমস্ত জমির পরিমাণ দু-একর হলে খাজনা মুকুব করা হবে। কিন্তু আমরা দেখছি আমাদের অঞ্চলে এবং অন্যান্য এইরকম ক্ষতিগ্রস্ত চাষীর খাজনা মুকুব করাব কোন ব্যবস্থা নাই। তার উপর স্থানীয় তহশীলদাররা খাজনা আদায় করার চেষ্টা করছে এবং জোর জবরদস্তি করে কোথাও কোথাও সার্টিফিকেট জারী করছে। সুতরাং সরকার তরফ থেকে যে মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে তাতে এটাও প্রকাশ পাচ্ছে যে যতই তারা ভাল উদ্দেশ্য প্রচার করুন যে সমস্ত আইন সাধারণ চাষীদের উপকারে আসতে পারে তা সঠিকভাবে কার্য্যকরী করার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। আমরা দেখছি সেটেলমেণ্ট ব্যাপারে সরকার তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে সেটেলমেণ্ট অপারেশন খুব ভাল হচ্ছে, কয়েকটি ধারার কথাও তিনি উল্লেখ করলেন। আমরা দেখছি যে সেটেলমেণ্টএ এতদিন ধরে চেষ্টা করা সত্ত্বেও অন্ততঃ ৯০ ভাগ ভাগচাষী রেকর্ড করাতে সক্ষম হননি। ৯০ ভাগ চাষী রেকর্ডভুক্ত করতে পারেনি, বহুদিন ধরে চাষাবাদ করা সত্ত্বেও জমির উপর আজ পর্য্যন্ত ভাগ-চাষী হিসাবে স্বীকৃত হতে পারেনি। সেজন্য আমার মনে হয় সদিচ্ছা থাকলেই হবে না। যথার্থভাবে কাজে রূপায়িত করবার জন্য সরকারী প্রচেষ্টায় যে ত্রুটি রয়েছে সে ত্রুটি দুর করতে না পারলে ভাগচাষীদের ভাল করার কথা বললেই এটা দুর হতে পারে না। কারণ দুটো ভাল আইন করলেই, আইনে দুটো ভাল কথা থাকলেই চাষীদের ভাল হতে পারে না। তাই আমি বলবো যেসমস্ত আইন সরকার তরফ থেকে নিয়ে এসেছেন, পাশ করেছেন সে আইনগুলি যাতে যথার্থ কার্য্যকরী হয় সেটা মন্ত্রী মহাশয়ের দেখা দরকার। কোঅপারেশনএর কথা—আজ কদিন ধরে অনেক মন্ত্রীমহাশয় বলছেন। আমরা কোঅপারেশনএর ক্ষেত্রে চেষ্টা করে দেখছি ভাগচাষীদের উপরে যাতে সেই আইনগুলি কার্য্যকরী হয় তাদের যাতে উন্নতি হয়। কিন্তু আমরা দেখছি যখনি ভাগচাষীরা নিজেদের দাবী দাওয়া নিয়ে এগিয়ে এসেছে বা ভাগচাষী কোর্ট এ যায় তখনি তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে অন্যায়ভাবে তাদের হয়রানি করার চেষ্টা করা হয়। যেসমস্ত মোছাভেরীর লোনা

জল ঢুকে চাষাবাদের যেসমস্ত ক্ষতি করে তাদের সম্পর্কে কোন চিন্তা করা হচ্ছে না। এই সম্পর্কে দেখা দরকার। সেজন্য আমি বলবো যেসমস্ত আইনগুলি কার্য্যকরী করলে দেশের সাধারণ মানুষদের, গরীব মানুষদের, ভূমিহীন সাধারণ লোকদের সুবিধা হবে সেগুলি যাতে কার্য্যে রূপায়িত হয় তার চেষ্টা করুন।

তা নাহলে কোন দিন কতকগুলি ভাল কথা বলে চাষীদের উন্নতি হতে পারে না, এটা মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় যেন মনে রাখেন। মন্ত্রীমহাশয় যদি কাজে এগুণ, তাহলে ভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের যেসমস্ত আইন আছে সেগুলি যদি কার্য্যকরী না হয়, তাহলে তাঁর উদ্দেশ্য যে ভাল এ কথা আমরা কোনদিনই বলতে পারবো না।

[5-20—5-30 p.m.]

Shri Mangru Bhagat :

माननीय स्पीकर महोदय,

जलपाईगुड़ी जिले के जो भाग चासी किसान हैं, मैं उनकी तरफ से दो एक बात इस हाउस के अन्दर बोलना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि भूमि संस्कार आइन को सरकार ने जो पास किया है, वह सिर्फ सुनने को ही मिलता है। उससे किसान लोगों को खेत मजदूरों को जमीन पाने का कोई बन्दोबस्त नहीं किया गया है, सरकार कहती है कि भूमि संस्कार आइन पास किया गया है मगर किसानों को कोई फायदा नहीं होता है। जलपाईगुड़ी जिला के अन्दर किसानों को जमीन पाना बहुत बड़ी बात है। आज देखा गया है कि बर्गादार आइन के अनुसार भागचासी को ४०, ६० भाग धान देना पड़ेगा मगर जलपाईगुड़ी जिला में भागचासी को भाग पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। भाग लाने के वक्त जमीन का मालिक सब धान उठा ले जाता है और किसानों के खाने के लिए भी कुछ नहीं छोड़ता। उसके परिवार के लिए कोई बन्दोबस्त नहीं करता। जलपाईगुड़ी जिला के अन्दर जोतदार भाग होने के टाइम ४०, ६० का भाग नहीं करता। उस टाइम में दौड़ा.दौड़ा वह थाने गया और पुलिस को नालिस करके बुला लाया। पुलिस लाकर समूचा धान जोर करके अपने घर में जमा कर लिया। मैं मंत्रीमण्डल के सामने अनुरोध करूंगा कि इन भाग चासियों को इतनी कमाई का भाग आपलोग दिलाए। आज देखा जाता है कि भागचासी को धान बन्द करके कांग्रेसी पुलिस का सहारा लेकर किसानों-खेत मजूरों को लूटपाट करके सारा धान जोतदार जमा कर लेते हैं। इसके मंत्री महोदय को रोकना चाहिए। इसके लिए मैं कई जगहों का उदाहरण दे सकता हूँ।

नागाराकाटा थाने के सुलका पाड़ा थाने के अन्दर भोला के पास पचास बीघा जमीन है। उसको किसान जोतते हैं। जब किसान धान का भाग करने गया तो जोतदार थाने में जाकर नालिस किया। किसान के खिलाफ दायरी कराया और थाने से पुलिस को ला करके सारा धान हड़प लिया। सारा धान लेकर ४०, ६० का भाग नहीं दिया। किसान और खेत मजदूर के खाने का कोई बन्दोबस्त नहीं किया चासी का समूचा धान लूट करके अपने घर में जया कर लिया।

भूमि संस्कार आइन में आज देखा जाता है कि इस माफिक और-और जगहों में घटना घटती है। जैसे—अलीपुर द्वार में कुमार थाना है। वहाँ के किसान सिर्फ यही जानते हैं कि सरकार की तरफ से आइन बना हुआ है, ४०, ६० भाग धान देने के लिए, मगर वैसा होता नहीं है। सरकार की ओर से भी कोई सुनवाई नहीं होती है। सरकार जोतदारों के खिलाफ कुछ भी सुनना

नहीं चाहती है। उस थाने के अन्दर जमींदार जो जमीन के मालिक हैं, किसान को मारपीट कर थाने में सजा दिला दिया। चुन्नी सिंह को मारा-पीटा गया और थाने में पकड़ कर बन्द कर दिया गया। भूमि संस्कार आइन किसानों की उन्नति के लिए बना है। मगर उससे किसानों की उन्नति नहीं होती है। इसलिए मेरा कहना है कि लैण्डेडमन्य मिनिस्टर इधर ध्यान दें।

अब मैं चाय बगान के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इसी हाउस के अन्दर में बार-बार बोला हूँ कि चाय बगान में एक-एक जगह हजार-हजार बीघा जमीन खाली पड़ी हुई है। मगर उस जमीन को भागचासी किसानों को और खेत मजूरों को खेती करने के लिए नहीं दी जाती है। किसान उस जमीन पर चास करना चाहते हैं, मगर चाय बगान के मालिक जमीन नहीं देते हैं। जब वे चास करने जाते हैं तो चाय बगान के मालिक उन्हें भगा देते हैं। उस जमीन के लिए किसान धान का भाग भी देना चाहते हैं और खजाना भी देने के लिए तैयार है। भाग चासियों का कहना है कि हम सब देना चाहते हैं। हमें जमीन चास करने के लिए देना होगा। मगर चाय बगान के मालिक कहते हैं कि अगर चास करोगे ता हमलोग तुम्हें जेल भेजवा देंगे। मालिक लोग मार-पीट का भय दिखलाते हैं। इसलिए अभी तक बहुत-सी जमीनें परती पड़ी हुई है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि लैण्डरेभन्यू डिपार्टमेंट भूमि संस्कार आइन के मुताबिक किसानों को जमीन चास करने के लिए दें। उन जमीन पर हजारों मन धान पैदा हो सकता है। भागचासियों के हाथ में उस परती जमीन को देने से वहाँ के रहने वालों का बड़ा कल्याण होगा। माननीय मंत्री जी को इस जमीन को बन्दोबस्त करना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जब चास करने का दिन आता है तो किसानों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। सरकार की जो पञ्चायत और यूनियन बोर्ड है वह कुछ भी काम किसानों के लिए नहीं करती हैं। किसानों के खाने के लिए और कृषि ऋण की अगर व्यवस्था की जाय तो बहुत ही अच्छा होगा। आज देखा जाता है कि जिस किसान के पास १०, १२ बीघा जमीन है, वही किसान ऋण पाता है। उसी किसान को बीज का धान मिलता है। किन्तु, गरीब भाग चासी किसान को कृषि लोन नहीं मिलता है। उनके खाने का कोई बन्दोबस्त नहीं होता है। मैं कांग्रेसी सरकार के मंत्रीमण्डल से अनुरोध करूंगा कि वे गरीब-भागचासी के सुख-सुबिधा का बन्दोबस्त करें।

माननीय स्पीकर महोदय,

Shri Ramanuj Haldar :

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসমস্যা তথা রাজস্ব সমস্যা এক জটিলতর সমস্যা। কৃষক সম্প্রদায়ের অন্তরে যে দুঃখ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে, যে ভূমি সমস্যার মধ্যে সে জড়িয়ে আছে, যে দৈন্যের মধ্যে তার দিন চলছে, তা অন্তরের সহিত উপলব্ধি করতে না পারলে এবং তার এই অন্তহীন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে আইন প্রবর্তন করতে না পারলে কোন সমস্যার সমাধান হবে না। এবং আমি এই প্রসঙ্গে কতিপয় বিষয়ের অবতারনা করতে চাই।

অন্যান্য বিষয় মাননীয় বসন্ত বাবু, শঙ্করদাস বাবু এরা উল্লেখ করেছেন। কৃষক সমাজের এক বৃহৎ অংশে—শিক্ষা এবং একতাবদ্ধতার অভাব আছে এবং তাদের মধ্যে আন্দোলন মুখীনতার অভাব ও রয়েছে।

আজ পর্য্যন্ত যে আন্দোলন করা হয়েছে, তাতে তার মূল সমস্যার সমাধানের জন্য বা কৃষকের কল্যাণের জন্য যে বিশেষ কিছু করা হয়ছে একথা আমি মনে করি না। আর্থিক বৈষম্য

বিদূরণের ভিত্তিতে জমি বণ্টন হওয়া প্রয়োজন। এই বৈষম্য বিদূরণ সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রয়োজন, শুধু জমির উপর নয়। এই বৈষম সর্ব্বক্ষেত্রে বিদূরণ করার আন্তরিক চেষ্টা সরকারের নেই। মধ্যস্বত্বাধিকারীদের বিলোপ সাধন করে জমি বণ্টনের জন্য যে সেটেলমেণ্ট এর কার্য্য পরিচালনা করা হচ্ছে এবং সুন্দর বনের বাঁধ সংরক্ষণের যে সমস্যা, তাতে সরকার যে ব্যবস্থা করেছেন তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আমি এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, যে পরিমান টাকা ব্যয় করা হয় তা অর্দ্ধ ব্যয়ের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। শুধু তাই নয় কৃষকও অন্তহীন হয়রানীর মধ্যে পড়ে। অনেকক্ষেত্রে দেখে শুনে প্রহসণ বলে মনে হয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমহাশয়ের কাছ থেকে জানতে পারি কি, এই জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে, মধ্যস্বত্ব বিলোপ সাধন করে সাধারণ কৃষকদের কি কল্যাণ হয়েছে? এবং কতটুকু উদ্বৃত্ত জমির কতখানি কৃষকদের হাতে গিয়েছে, কি পরিমান জমি তার হাতে পৌচেছে? সুন্দরবনের বাঁধ সংস্কারের ব্যাপরে আমি একটা বিষয়ের প্রতি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি ইতিপুর্ব্বেও তা আলোচনা করেছি। এই বাঁধগুলি সংস্কার করার জন্য সার্ভেয়ার, সুপারভাইজার জে. এল. আর. এস. ডি. এল. আর. ও. এস. ডি. ও. এমন কি এ. ডি. এম. ডি. এম. প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে রেখে নানা বন্ধ আটুনি দেওয়া হচ্ছে যাতে করে কাজ ভাল হয় কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সুন্দরবন অঞ্চলে এই বাঁধগুলি সংস্কার করার জন্য যে টাকা ব্যয় করা হয় তার প্রভুত পরিমান টাকাই অপচয় হয়। এমন কি কণ্ট্রাক্টর দের সঙ্গে যোগসাজসে এই সব টাকা অপচয় হচ্ছে। কাজ না করে বিল দাখিল করা হয়েছে এমন অভিযোগ প্রকাশ পেয়েছে। এবং মন্ত্রীমহাশয় এই জন্য অনেকের বিল যা দাখিল করা হয়েছে তাদের টাকা আটকে রেখেছেন। কিন্তু আমার ব্যক্তব্য হচ্ছে, এইসব অভিযোগ যদি প্রমাণিত হয় তাহালে তাদের নিশ্চয়ই সাজা দিতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি জানতে চাই যেসমস্ত কর্মচারীরা এর সঙ্গে লিপ্ত আছেন—তাঁরা এখন পর্য্যন্ত বহাল তবিয়তে চাকরী করে যাচ্ছেন—তাদের সাস্‌পেণ্ড করা হয় নাই কেন? আশা করি মন্ত্রী মহাশয় এর উত্তর দেবেন। তহশিলদার, সেটেলমেণ্ট কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি থাকার জন্য কৃষকরা নানাভাবে উৎপাড়িত হচ্ছে। এর প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং তা সমাধানের জন্য মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন জানতে চাই। উত্তর আসবে হয়ত যে, উপযুক্ত প্রমাণ অভাবে এই সমস্যা সমাধান করা যায় না। কিন্তু জানতে পারি কি যে, মন্ত্রী মহাশয় গুপ্তচর রেখে, সরকারপক্ষ থেকে এই সব দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের দমন করার চেষ্টা করতে পারেন না কি? তারপর উদ্বৃত্ত জমি ২৫-৩০ হাজার একরের মত সংগ্রহ করা হয়েছে। যে দেশে শতকরা ২২ ভাগ লোক এখন পর্য্যন্ত ভুমিহীন, এবং যেখানে বর্ত্তমান অবস্থায় শতকরা ১৪ ভাগ ভুমি উদ্বৃত্ত হতে পারে সেখানে এই উদ্বৃত্ত জমি কি পরিমাণে বণ্টন করলে জনসাধারণের দুরবস্থার অবসান হবে তা আমি বুঝতে পারি না। সুতরাং ভুমি বণ্টনই একমাত্র কৃষকের সমস্যার সমাধান নয়। তবে পশ্চিম বাংলায় যেসমস্ত কৃষকদের ভুমি প্রয়োজনের তুলনায় কম আছে সেই সংখ্যকে মানুষের মধ্যে জমি বণ্টন করলে তাদের জীবন ধারণের মান উন্নত করা সম্ভব হতে পারে এবং সেদিক থেকে বিচার করলে ভুমি বণ্টন করার প্রয়োজন আছে।

[5-40—5-50 P.m.]

জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করা হয়েছে একথা বলা হয়, কিন্তু বিনোবাভাবেজীর কথায় বলতে হয়

जमीन्दारी प्रथा का उच्छेद तो हो गया किन्तु भूमिहीनों को अभी तक भूमि नहीं मिल सकी।
আজকে আমরা মাননীয় সদস্য শঙ্করদাস মহাশয়ের কাছে শুনলাম যে এই ভূমি যারা বেনাম করে রেখেছে তাঁদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, এই ভূমি তাঁদের হাত থেকে যাবে। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে পশ্চিম বাংলার ভূমিহীন কৃষক এবং পূর্ব্ববংগের ছিন্নমূল উদ্বাস্তু যারা বর্ত্তমানে বিভিন্ন অঞ্চলে যাযাবরের মতো ঘুরে ঘুরে দিনপাত করছে তাদের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করবেন আমরা সেই কথা জানতে চাই। এটি আমাদের জানার প্রয়োজন আছে। মাননীয় সদস্য বসন্ত পাণ্ডা মহাশয় বলেছেন কলকাতার মধ্যস্বত্বাধিকারীদের বিলোপ সাধন চাই। আমি মনে করি শুধু কলকাতা শহরে নয়, সর্বত্র মধ্যস্বত্বাধিকারীদের অবিলম্বে বিলোপসাধন প্রয়োজন এবং গ্রামে ও শহরের মধ্যে বৈষম্য বিদূরীত করে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতি না গ্রহণ করতে পারলে বাংলাদেশের কল্যাণ হবে না। তারপর দেবত্তর সম্পত্তির ক্ষতিপূরনের জন্য যে ধরনের খোলানীতিতে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে সেটা নিতান্ত অসঙ্গত মূল মূল্যের তুলনায়। খেয়া ঘাটের বিলির মাধ্যমে সরকার প্রভুত অর্থার্জন করে থাকেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, এইসব খেয়া ঘাটে শিশু, নারী ও বিশেষ করে রুগীদের জন্য জেঠির ব্যবস্থা থাকে না, আশ্রয়স্থল তো দুরের কথা। আজকে সরকারী গাফিলতীর জন্য, প্রশাসনিক অযোগ্যতার ফলে, অদুরদর্শিতা ও দুর্নীতিপরায়ণতার ফলে জনসাধারনকে চরম দুর্ভোগ ভুগতে হয়। খাজনা মার্জনার কথা এখান থেকে বহুবার বলা হয়েছে ; আমি মনে করি চাষীদের উপর কোনপ্রকার খাজনা থাকা উচিত নয়, যদি একান্তই খাজনা ধার্য্য করতে হয় তাহালে পক্ষপাত হীন নীতিতে আয় অনুপাতে করা যেতে পারে। তারপর আমি আরেকটি বিষয়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—গ্রামাঞ্চলের হাট বাজারগুলির উপর থেকে মধ্যস্বত্বাধিকার সম্পূর্ণরূপে তুলে দিয়ে হাট বাজার গুলির উন্নতি করা প্রয়োজন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উদ্বৃত্ত ভূমি বণ্টনের ব্যাপারে আজ চরম দুর্নীতি বিরাজ করছেন—এই সম্পর্কে আমি একটা সাজেশান রাখতে চাই যে, এই ব্যাপারে দুর্নীতি দমন বিভাগের সাহায্য নেওয়া হোক। বর্ত্তমান খাজনা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হোক, হাট বাজার ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বাধিকার, যেমন চা বাগান মেছোভেড়ী ইত্যাদি এবং কলকাতার সর্বপ্রকার মধ্যস্বত্বাধিকার যতদিন না বিলোপ হয় ততদিন ৫ একর ভূমির খাজনা রদ করা হোক। তারপর আমি আরেকটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চাই বর্গাদারদের ব্যাপারে—বর্গাদারের ডেফিনিশান ঠিক করে দেওয়া হোক, এবং একটা সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করা হোক। সর্বশেষে আমি বলতে চাই, ২৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত যাদের ক্ষতি পুরণ তাদের সর্বাগ্রে প্রদারক করা হোক, ২৫ হাজার টাকার উর্দ্ধে কোন ক্ষতিপুরণ দেবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

[5-50—6 p.m.]

Shri Haran Chandra Mondal :

মাননীয় ডেপুটি স্পাকার মহাশয়, স্বামী বিবেকানন্দ যখন চিকাগো ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করতে গিয়েছিলেন তখন তাঁকে মাত্র ৩ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার বক্তৃতা এতই ভাল হয়েছিল যে পরে তাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছিল। তবে বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার সখ যদিও আমার নেই তাহলেও আপনাকে অনুরোধ করব যে, যে কনষ্টিটিউয়েন্সি থেকে আমি এসেছি সেটা একটা সিঙ্গল কনষ্টিটিউয়েন্সি এবং সেখানকার অবহেলিত চাষীদের আমি অবহেলিত প্রতিনিধি এবং বছরে যখন মাত্র ৩।৪ দিনই বলবার সুযোগ পাই তখন

আমাকে একটু বেশী সময় দেবেন। যা'হোক, প্রথম কথা হোল যে, ভূমিরাজস্ব বিভাগের গলদ ও ত্রুটির কথা যা বছরের পর বছর ধরে শুনে আসছি তাতে মনে হয় যে একবিন্দু জলকে ভাগ করতে করতে যেমন তা অণুতে পরিণত হয় ঠিক তেমনি ভূমিসংস্কার হতে হতে চাষীকুল ধ্বংস হয়ে যাবে। বেনামী সম্পত্তি ধরার জন্য সরকারের বহু আড়ম্বর দেখছি, আইন সভায়ও শুনছি এবং মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে গেলেও নানা রকম কথা শুনছি। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা তার কোন ফলই দেখছি না। এই ভূমিসংস্কার আইনে যে সমস্ত বেনামী সম্পত্তি ধরার কথা ছিল এবং সরকারের যেসমস্ত নির্দ্দেশ ছিল সেই অনুসারে সেটেলমেণ্ট অফিসার অথবা এস. ডি. ও. এবং ভাগচাষী অফিসাররা কাজ করেন নি। এ ব্যাপারে আমি কয়েকটি বিষয় আপনার সামনে তুলে ধরছি। মনি নিন্দা নামে একটি লোক ৩ শত বিঘা জমি তার জামাই পরেশ ঘরুইর নামে বেনামী করে। সেই সম্পত্তি ধরবার জন্য চাষীরা সেটেলমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টে দরখাস্ত করে। কিন্তু এদিকে সেই বেনামদার একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করে ১৪৪ ধারা জারী করবার জন্য আবেদন করে যে এরা শান্তি ভঙ্গ করবে। সেই ১৪৪ ধারার জন্য দরখাস্ত করার পর পুলিশের মিথ্যা রিপোর্টে তাদের দিনের পর দিন হয়রানি হতে হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে কার্ত্তিক গায়েন দিগর ১৮ জন বর্গাদার আছে। ফাল্গুনমাসের শেষে এরা কাটা ধান বিল থেকে খামারে তুলেছে এবং ৩।৪ বছর ধরে আইন অনুযায়ী লড়াই করেছে—এঁরা কোন দিন শান্তিভঙ্গ বা আইন অমান্য করে নি। অথচ তাদের বিরুদ্ধে এরকম বিচার করা হোল। এ ছাড়া বঙ্কিম গাইন ও নীলকণ্ঠ জানা প্রভৃতি জোৎদাররা চাষীদের উপর অত্যাচার করছে। গত ১৪. ২. ৫৯. তারিখে এস. ডি. ও-র উপরে সরকারের একটা নির্দ্দেশ ছিল যে, যদি কোন জমির বিরুদ্ধে ৫ (ক) ধারায় মামলা হয় তাহলে সেই জমির ধান মাবাই করবার পর তার ৬০ অংশ চাষী পাবে এবং বাকী ৪০ অংশে গভর্ণমেণ্ট কাষ্টডিতে জমা রাখতে হবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সন্দেশখালি থানায় কোথাও দেখলাম না যে গভর্ণমেণ্ট কাষ্টডিতে ধান জমা দেওয়া হয়েছে এবং তা' ছাড়া ভাগচাষী বোর্ড যা' বিচার করছে তাতে ঐ বেনামদারকেই মালিক সাব্যস্ত করা হচ্ছে। রাধানগর মৌজায় নটবর বিশ্বাস তার ৭॥ শত বিঘা জমি তার কয়েক ছেলের নামে বেনাম করেছে কিন্তু এগুলি ধরবার কোন উপায় নেই। ভাগচাষ অফিসার এসব লক্ষ্য করছেন এবং সাবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছেও মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু এর প্রতিকারের কোন চিন্তাই তাঁরা করছেন না। বেনামদারের ক্ষেত্রে এসব হচ্ছে। স্যার ডেনিয়াল হ্যামিলটন এষ্টেটএ প্রচুর খাস জমি আছে। তাঁরা সেগুলো বেনাম করবার সুযোগ পায়নি এবং করেনি। সরকারের হাতে সেই জমিগুলো ছিল এবং সরকার যখন সেই জমিগুলো খাস দখল করলেন তখন বিমলবাবু এই হাউসে বলেছিলেন যে স্যার ডেনিয়াল হ্যামিলটন এষ্টেটএ কোন গণ্ডগোল নেই। কিন্তু সেই জমি এখনও বিলি করা হয়নি, তবে শুনছি আগামী বছর বিলি করবার ব্যবস্থা হবে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তহশীলদার এবং জি. এল. আর. সেগুলো সাজা আইনে বিলিবন্দোবস্ত করছে এবং বহু টাকা ঘুষ আদায় করছে। অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে যে, যারা প্রকৃত ভূমিহীণ তাদের সেই জমি বিলি না করে যাদের ১০০।১৫০ বিঘা জমি আছে তাদের বিলি করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই যে আমি বললাম যে তাঁরা ঘুষ নিয়ে জমি বিলি করছে এতে আপনি হয়ত বলবেন যে আপনি কি ঘুষ নিতে দেখেছেন? কিন্তু এটা বিচার্য্য বিষয় যে, যেখানে পাশাপাশি ২।৩ জন লোক জবর দখল করেছে এবং জবর দখল কেস-ও হচ্ছে সেখানে যদি দেখা যায় যে ২ জনের বিরুদ্ধে কেস হচ্ছে

কিন্তু আর একজনের বিরুদ্ধে হচ্ছে না, তা'হলে সেখানে যে কোন কারচুপি আছে এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক। কেননা আমরা দেখেছি যাদের জমি আছে তাদেরই দেওয়া হচ্ছে অথচ যাদের জমি নেই তাদের দেওয়া হচ্ছে না। সেটেলমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টর গজদের জন্য ঐ হ্যামিলটন এষ্টেটএ আগুণ জ্বলছে এবং পুলিশের তাণ্ডব ও মিথ্যা মামলায় চাষীদের হয়রানি হচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে যে, একটা হোল্ডিং ৩ জনের নামে রেকর্ড করা হয়েছে, আবার একটা হোল্ডিং চাষী নামে রেকর্ড না করিয়ে জি. এল. আর. অন্য নামে অ্যালট করেছে। কিন্তু এদিকে সেই রেকর্ড সংশোধন করার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তার সুযোগ সাধারণ নিরক্ষর চাষী নিতে পারে না। আমাদের মতে লোককে যে সব অফিসার এবং মহাজনরা পাত্তা দেন না তাঁরা ঐ সব চাষীদের সঙ্গে যে কি রকম ব্যবহার করছে তা' সহজেই বুঝতে পারেন এবং যার ফলে ঐ সব রেকর্ড সংশোধন হয়নি। এসম্বন্ধে তহশীলদার এবং জি. এল. আর. বলছেন যে. যেসব জমি রেকর্ড হয়নি সেগুলো আমরা পরে করে দেব। কিন্তু ভূমিহীণ দরিদ্র চাষী যারা দীর্ঘ দিন ধরে ঐ সব জমি চাষ করে আসছে তাদের মধ্যে হয়ত কারুর নামে ৩।৪ বিঘা রেকর্ড হয়েছে আর বাকীটা অন্য নামে বিলি হয়েছে এবং তারফলে যে চাষীর হাতে এতদিন ধরে ঐসমস্ত জমি ছিল সে বলছে যে আমি এতকাল ধরে চাষ করে আসছি এখন এগুলো কেন আমার থাকবে না এবং অন্য দিকে নূতন যে পেয়েছে সে বলছে আমি কেন ছেড়ে দেব। এই নিয়ে সেখানে দাঙ্গা হাঙ্গামা হচ্ছে এবং নূতন যার নামে হয়েছে সে কোর্টে গিয়ে কেস করছে। পুলিশ এ ব্যাপারে দেখাশুনা না করে মিথ্যা রিপোর্ট দিচ্ছে এবং তার ফলেও নানা রকম গণ্ডগোলের সৃষ্টি হচ্ছে। স্পীকার মহাশয়, এই ধরণের অন্যায় অত্যাচারের একটি উদাহরণ আমি দিচ্ছি। হরিপদ বর্ম্মণ নামে একজন বর্গাদার দীর্ঘদিন ধরে ২০ বিঘা জমি চাষ করত। কিন্তু এবারে কয়েকজন লোকের ষড়যন্ত্রে কোলকাতার জ্যোতিষ মজুমদার নামে এক ভদ্রলোক তাব নামে নাকি একটি প্লট এ্যালটেড হয়েছে এই অজুহাতে সে কয়েকজন লেঠেল নিয়ে এবং নিজে বল্লম হাতে মাঠে দাঁড়িয়ে থেকে ২০ বিঘা জমির ধান তুলে নিয়ে গিয়ে চাষীর সর্বনাশ করেছে। কাজেই আমি বলতে চাই যে, এই ভাবে আইন প্রণয়ণ করে বা আইন প্রণয়ণ করতে গড়িমসি করে এই যে হাজার হাজার চাষীর সর্বনাশ করছেন এটা ভাল হচ্ছে না। সেদিন আমাদের এখানকার মাননীয় সদস্য মিহিরবাবু বলেছিলেন যে, বেঁচে থাকুন ফজলুল হক্ সাহেব, কেননা তিনিই ডি. এস. বোর্ড আইন করেছিলেন। আমি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে সুন্দরবন অঞ্চলের বহু চাষী এই আইনের দ্বারা উপকৃত হয়ে এখনও তাকে আশীর্বাদ করে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যে আপনিও বাংলাদেশের কৃষকের জন্য একটা কিছু করুন তা' না হলে তাদের গালাগালির হাত থেকে রেহাই পাবেন না।

Shri Hansadhwaj Dhara :

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, ভূমি ব্যবস্থা ও কৃষি ব্যবস্থা এই দুটোকে এক করে দেখে আমরা ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে কৃষকের মঙ্গলের কথা চিন্তা করতাম এবং সেজন্য যে একটা আইন পাশ হয়েছিল সেই আইনের গলদগুলি নিয়ে আমি কিছুদিন চিন্তা করেছিলাম যে কিভাবে আইনের গলদগুলি দূর করে কৃষকের হাতে জমি দিয়ে তাদের মঙ্গল এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষিব্যবস্থার উন্নতি করা যায়। আজকে এই সভায় এপক্ষের শ্রীশঙ্করদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় একটা নূতন প্রস্তাব আমাদের সামনে রেখেছেন। তবে এত কম সময়ে

এ প্রস্তাব সম্পর্কে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয় এবং যেটা তিনি তুলেছেন তাতে আমার মনে একটা সংশয় উপস্থিত হয়েছে। তিনি পশ্চিম বাংলার সমস্ত জমিকে নিস্কর করতে চেয়েছেন এবং অন্যদিকে আবার সংশয় প্রকাশ করেছেন যে, ৭৬ কোটি টাকা এই সরকারকে খাস্বত্বাধিকারীদের দিতে হবে সে টাকাটা কোথা থেকে পাওয়া যাবে। তিনি নিস্কর করার কথা বলে যেসমস্ত কারণ দেখিয়েছেন তাতে আমরা চিন্তা করতে পারতাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঐ ৭৬ কোটি টাকা কমপেন্‌সেশানএর কথা তোলায় আমার মনে একটা সংশয় ও চিন্তা জেগেছে যে জিনিষটা ভাল করে বোঝা দরকার। কাজেই আমি এই হাউসের উভয় পক্ষের সদস্যদেরই চিন্তা করতে বলব যে এতে তিনি কার মঙ্গলের কথা বলছেন। আমরা কৃষকদের মঙ্গল করতেই চাই এবং এসম্পর্কে ১৯৪৭ সালে ইউ. এন. ও. থেকে যে সার্ভে করেছিল তা'তে তাঁরা একান্তভাবেই রায় দিয়েছিল যে আনডার ডেভলপড কাণ্ট্রির ইকনমিতে উন্নতি আনাতে হলে ভুমিসংস্কার আইন প্রয়োজন।

[6—6-10 p.m.]

১৯৪৮ সালে ইউ. এন. ও. ইকনমিক কাউন্সিল যে ডেফিনিট রিপোর্ট চেয়েছিলেন এবং আমাদের সরকার যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন তাও আমি দেখেছি। আমরা যারা বাংলাদেশের কথা বলি, যারা গ্রামে ঘুরি—কৃষক এবং কৃষি কার্য সম্বন্ধে চিন্তা করি, যারা শঙ্করদাস ব্যানার্জির মত পণ্ডিত এবং ল-ইয়ার নই, তারা গ্রামে গিয়ে যেটুকু দেখি তাতে জানা যায় যে জমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঁধা পড়ে আছে। কৃষকের হাতে জমি নেই, যারা কৃষক তা জমির মালিক নয়, জমিকে মুক্ত করে তাদের হাতে দিতে হবে। অন্যদিকে আমরা চিন্তা করেছিলাম যে এই জমি কাদের হাতে দেওয়া হবে। এই দুটো বিষয় চোখের সামনে রেখে যাতে জমি মুক্ত হয়ে কৃষকদের হাতে আসে এবং যারা সত্যিকারে চাষ করে তাদের হাতে দেওয়া যায় সেইজন্য আইন প্রণয়ণ করা হোক এবং কতটা করে জমি এক একটা পরিবারে পেলে তাদের মঙ্গল হবে এ কথা চিন্তা করাবার জন্য আমরা বার বার বলেছি। তারপর দেখলাম যে আইনের সুযোগ সুবিধা নিয়ে জমি বেনামী হয়েছে, জমি কৃষকদের হাতে দেওয়া যাচ্ছে না, নানারকম সমস্যা সেখানে। সেজন্য আইনের সংস্কার, তার সংস্কারের সংস্কার করবার ইত্যাদি নানাভাবে আমরা চিন্তা করছি ও চেষ্টা করছি, পথ আছে কিনা খুঁজে বের করবার চেষ্টাও করেছি। শঙ্করদাস বাবু বললেন পশ্চিমবংগের কৃষকদের মঙ্গল করতে হলে ভুমি নিষ্কর করে দেওয়া হোক? কারণ তিনি দেখলেন কতক জমার দিক থেকে, কতক খরচের দিক থেকে। যদি প্রথমে আমরা খরচের দিক থেকে দেখি তাহলে দেখব যে যা আদায় হয় তা যদি খরচ হয়ে যায় তবে ঐ খাজনা আদায়ের দিকে নাই বা গেলাম। খাজনার বিষয়ে দেখিয়েছেন—অনাদায়ী পড়ে আছে কারণ হাইকোর্টে ইনজাংক্‌শান। বন বিভাগের কাছ থেকে টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। আমি বলি যে চিরকাল তা থাকবে না। অন্যদিকে তিনি বলেছেন হাইকোর্টে ইনজাংকশান এ কি রায় হবে জানা নাই এবং বনবিভাগ ছাড়া আয়ের দিকে কিছু আর আসছে না। খরচের দিক দিয়ে সেটেলমেন্ট এবং প্রিপারেশান অফ রেকর্ডস এর যা খরচ যোগ করে তিনি বলেছেন যে যত আয় যদি প্রতি বছর এই বাবদ সব খরচ হয়ে যায় তাহলে এই খাজনা নিয়ে এই খরচের ব্যবস্থা করার কোন প্রয়োজন নেই। আমি বুঝতে পারলাম না যে ভুমি সংস্কার আইন চালু করতে হলে যে পদ্ধতিতে ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশান এ্যাক্ট করা হয়েছে তাতে জমি জরিপ করা দরকার। জমির সমস্ত হিসাব-নিকাশ প্রস্তুত করা দরকার। সেজন্য সেটেলমেন্ট করা প্রয়োজন, কিন্তু প্রতি বছর হবেনা

নিশ্চয়ই। সেটেলমেন্টের খরচ ক্রমে ক্রমে কমে যাবে। প্রিপারেশান অফ রোলস, প্রিন্টিং এবং টাফেন্সর জন্য যে খরচ হয় সেই খরচ প্রতি বছর থাকবে না। অতএব এর সাবস্টান-শিয়াল এমাউন্ট মাষ্ট্ বি ডিক্রিসড ফর দি কামিং ইয়ার্স। অতএব শুধু খরচের কথা চিন্তা করে আয় যখন বেশী থাকছেন তখন নিষ্কর করে দেওয়া হোক এই যুক্তি আমরা ভালকরে বুঝে উঠতে পারলাম না—বুঝে উঠতে পারলাম না এইজন্য নয় যে কৃষকের জমি নিষ্কর হয়ে যাবে সেজন্য আমাদের যত ভয় ও আক্ষেপ। কৃষকরা নিষ্কর হয়ে গেলে আমরা সবাই আনন্দিত হব। কিন্তু শ্রী ব্যানার্জি সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন যে ৭৬ কোটি টাকা কমপেন্‌সেশান দেবেন কি করে? আমার ভয় হয়েছে তাহলে বোধ হয় কমপেন্‌সেশান দিতে পারব না—এইটাই কি উনি চাচ্ছেন? শ্রী ব্যানার্জি বল্‌ছেন যে আইন যা করেছেন তা হাইকোর্টে টিকছে না, ফিরে আসছে সব, অতএব ল্যাণ্ড রিফর্মস করবার দরকার নেই, জমি আর কৃষকদের হাতে দিতে হবে না? যখন ক্ষতিপূরণ দিতে পারবে না তখন লাটদার, জমিদারদের হাতে যে জমি ছিল তা থেকে যাক—এ কথা কি তিনি বল্‌তে চাইছেন? শঙ্করদাস বাবুর এটুকু অন্তত: বোঝা উচিৎ ছিল যে এই যুক্তি যদি তাঁর মনের মধ্যে থাকে তাহলে ১৯৫৯-৬০ সালে বাংলা দেশের কংগ্রেস দল এবং এমন কি ওপক্ষেও যাঁরা আছেন কেহই সহ্য করবে না। ৭ কোটি টাকার খাজনা বাদ দিয়েও পশ্চিম বাংলা চলতে পাবে। কিন্তু আজকে এই বিষয়টার তাৎপর্য্য কি তা ভাল করে চিন্তা করা দরকার। বিশেষ করে শঙ্করদাস বাবুর মত পণ্ডিত, বিচক্ষণ মানুষ যখন এই কথা বলেছেন। আমরা খাজনা মুকুব করে দেবার জন্য বলছি—চাষীদের খাজনা দিতে হবে না, সেটি বাদে নিজেরা নিজের জমি চাষ করাব কিন্তু জমির মালিক কে, কে চাষ করবে? সমস্ত ডিপার্টমেণ্ট তো তুলে দিতে চাচ্ছেন। জমি মাপ হবে না, বিতরণ হবে না, গরীবদের হাতে জমি আসবে না—এই অবস্থায় টেনে নিয়ে যাওয়া হবে কিনা সে সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করতে হবে। তিনি অবশ্য একজন ইমপরটেণ্ট মেম্বার। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয়কে বলবো তিনি এই হাউসে জিনিষটা আলোচনা করুন এবং তাঁর পলিসি এবং প্রেন্সিপিলের পেছনে কি যুক্তি আছে সেটা বলুন। দ্বিতীয়ত: আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম। যে কথা ওপাশের বন্ধুরাও বলেছেন—ভয় হচ্ছে শংকরবাবু বলেছেন এবং আমি নিজে কয়েকদিন ধরে চিন্তা করছিলাম—যেমন আমরা মোটামুটি অধিকাংশ সদস্য সিলেক্ট কমিটিতে একমত হয়েছি বহু জিনিষে। আজকে ১৭৫ টা ছাঁটাই প্রস্তাব যদি আমরা এক করে দেখি তাহলে দেখবো যে বেনামী জমির হদিশ করা গেল কি গেল না তার জন্য কি করা যাবে সেটা আমরা চিন্তা করবার চেষ্টা সকলেই করেছি। আমরা সকলেই বলছি গরীব মধ্যবিত্তদের কত তাড়াতাড়ি কমপেনসেশান আপনারা দিতে পারেন এবং তার জন্য কি ব্যবস্থা করছেন। আর একটা বড় সমস্যা সাজা মালিক, অন্যদিকে জোৎদার অথবা মধ্যবিত্ত মালিক তাদের কথা আমরা চিন্তা করি না। বাঁকুড়া জেলায় যারা সাজা মালিক ছিলেন তারা সকলেই আমাদের সুন্দরবনের মাঝামাঝি নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের পর্য্যায়ে পড়েছেন। তাঁরা আজকে যে দুরবস্থায় পড়েছেন সে কথা চিন্তা করবার জন্য পশ্চিমবাংলার সদস্যরা সকলেই সিলেক্ট কমিটিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তারপরে ছোটখাট বাঁধবন্দি অমুক তমুক একথা ছিল এবং সেখানে বেনামী জমি ধরবার কথা ছিল—সে কথা শংকরবাবু এখানে বলেছেন আইনে এক মিনিটও টিকবে না, হাই কোর্ট ফেলে দেবে, আমরা জানি তবুও আমরা চেষ্টা করেছিলাম এদিকে না হয় অন্য পথ ঠিক করার যাতে করে গরীব লোকের হাতে জমি দেওয়া যায় এবং বড় জমিদারের জায়গা কি করে বের করতে পারি তার জন্যে উই এক্সপ্রেসড

আওয়ার মাইণ্ড। জমি নিতে পারি না—যদি আইনে তা না থাকে তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হোক পেনাল মেজার উইথ রেট্রসপ্রেকটিভ এফেক্ট। আমরা যখন একটা সুযোগ পেয়েছি, জমিদার, জোৎদার, লাটদার তারা জমি বেনামী করতে সমর্থ হয়েছে—অতএব সেটা যদি আইনে না টেকে তাহলে অন্য কোন আইন করা হোক যে আইনের মাধ্যমে তা নেয়া যায় এবং তা করার জন্য আমাদের আলোচনা করা দরকার। সুবোধ বাবু যে কথা বলেছেন তার মধ্যে পারা যাবে না—১৯৪৭ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্য্যন্ত যত আনরেজিষ্টার্ড ডিড্‌স ট্রান্সফার হয়েছে তা সব বাতিল করে দেয়া হোক্ এবং ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্য্যন্ত যত রেজিষ্টার্ড ডিডস ট্রান্সফার হয়েছে তা বাতিল করতে বলেছেন। ১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত আনরেজিষ্টার্ড সিডস, ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্য্যন্ত রেজিষ্টার্ড ডিডস তার আগে যত সব ট্রান্সফার হয়েছে সব—তা ধরতে গেলে অনেক পাব্লিক ইনষ্টিটিউশান, ট্রাষ্ট, অনেক হাসপাতাল তুলে ফেলে দিতে হবে। অনেক স্কুল তুলে ফেলে দিতে হবে। যেসব ট্রান্সফার হয়েছে সব তুলে দিতে হবে। আমার কথা তা নয়, ৫ এ এবং ৬ সংশোধন করে আজকের দিনে যে আইন আছে—আমি নিজে আইনজ্ঞ নয় কিন্তু আমি আলোচনা করে দেখেছি।

এই যে প্রজা পত্তনি, তা আমলানামা দিয়ে করা যায় ১৯৬০ সালেও। দাখিলা রান্নাঘরে ঝুলিয়ে রেখে পরে তাতে ১৯৪৭ সালের তারিখ যদি বসিয়ে দেওয়া যায় তাহলে এটাকে আজকের দিনে বে-আইনীও বলা যায় না। এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে হবে যদি মঙ্গল চাই। তারপর যে কথা ওতরফ থেকেও বলা হয়েছিল বেনামদারীর নিকট হতে জমি সংগ্রহ ব্যাপারে, আমি হয়ত আমার নামে জমি রাখলাম ৭৫ বিঘা আমার ছেলের নামেও ৭৫ বিঘা। এখন পার ক্যাপিটা সিলিং যদি কমিয়ে দেওয়া যায় তাহলে একটা ব্যবস্থা হতে পারে কারণ বেনামী করলেও লোকের নামেইতো করেছে। আমি সেজন্য গতবারের বিধান সভায়ও বলেছিলাম যে এই সিলিং ৭৫ থেকে ৪০ বিঘা করা হোক্। আজকে আমি চিন্তা করে দেখলাম যদি ভাল কৃষি ব্যবস্থা হয় তাহলে নন-ইরিগেটেড এরিয়ায় গড়পড়তা মাথাপিছু ৪ বিঘা আর ইরিগেটেড হলে ৩ বিঘা এর বেশী জমি রাখার প্রয়োজন নাই।

সঙ্গে সঙ্গে কমপেনসেশান সম্পর্কে বলবো যে কমপেনসেশান যত তাড়াতাডি দিতে পারা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ সম্বন্ধে পুর্ব্বেও আলোচনা হয়েছিল জানিনা কেন সে বিল আসেনি। একটা নুতন পদ্ধতি নিয়ে যাতে গরীব মানুষকে তাড়াতাড়ি কমপেনসেশান দেওয়া যায় সেজন্য ভুমিরাজস্ব বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে একটা পদ্ধতি চেয়েছিলাম। এমন একটা ভাল প্রসেস ঠিক করে দিন যাতে কোন একটা অঞ্চলে ধরুন বর্দ্ধমানের মহারাজার ৫০টি স্থানে জমি আছে, রাজার সঙ্গে কোন একস্থানে ১০০ জন গরীব লোকেরও জমি আছে এখন বর্দ্ধমানের রাজার জমি পড়ে থাক, গরীবদের কমপেনসেশান স্যাংকশন করা হউক এরকম পদ্ধতি নিতে চাই। যাতে বর্দ্ধমানের রাজার অনেকস্থানের বিষয় নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত গরীবদের না দেরী করতে হয়। স্যাংকশন দরকার, আইন আনতে যদি অসুবিধা থাকে বা দেরী হয় অর্ডিন্যান্স এর মাধ্যমে সুযোগ নেওয়া যেতে পারে যাতে আগামী বছরে মধ্যে বেশী সংখ্যক গরীব লোক টাকা পেয়ে যায়। সাজা ব্যবস্থার কথা বার বার করে আলোচনা করেছি যে কিছু কিছু টাকা না দিলে কেউ বাঁচবে না, মরে যাবে। সে জন্য বার বার বলেছি, সকলেই বলেছিলেন যে অন্তত: ২৫ পারসেন্ট টাকা নগদ দিয়ে দেওয়া হোক্। বাকী টাকার জন্য বণ্ডএর ব্যবস্থা করা হোক। সেই বণ্ড লোককে দেখিয়ে ছোট কুটির শিল্প প্রভৃতির জন্য ঋণ করার যাতে

ব্যবস্থা হয় তাও ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। মন্ত্রী মহাশয় তাতে আপত্তি জানাননি এর সেই ব্যবস্থা এখন মন্ত্রী মহাশয়ের তাড়াতাড়ি করা দরকার।

তারপর এই বিভাগে আজকে যতটা খাজনা আদায় হয় তাতে জমির বাঁধ রক্ষা স্লুইস গেট ইত্যাদি ভাল করে হচ্ছে না। আমি ঘুরে ঘুরে নিজে দেখেছি এক্সপার্ট ওপিনিয়ন দেবে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট টাকা দেবে ও ব্যবস্থা করবে কালেক্টর এ অবস্থায় ভাল কাজ হয় না। কখনো ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে কাজ আরম্ভ হল মাটি কাটা ২০ টাকা করে, টেষ্ট রিলিফ থেকে দিল ১০ টাকা করে, ফলে হয় কি সেখানে কাজ হয় না মাটিই পড়ে না। সাগরদ্বীপে কাকদ্বীপে এ অবস্থা হয়েছে। আমি তাই বলি এই ডিপার্টমেন্টএর ইঞ্জিনীয়ার, ওভারসিয়ার থাকার দরকার। সুন্দরবন রক্ষা করতে হলে আপনি জানেন সেখানে যদি ক্রস বাঁধ না দেওয়া যায় তাহলে কোন বাঁধেরই মূল্য থাকবে না। টেষ্ট রিলিফএর ব্যবস্থা করেই হোক যে কোন রকমে ব্যবস্থা করেই হোক্ সুন্দরবনের ব্যবস্থা করুন।

আমি আর একটা বিষয় মন্ত্রী মহাশয়ের প্রারম্ভিক বক্তৃতা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারিনি। এই ৬ বিঘার যারা মালিক তাদের খাজনা মুকুবের কি ব্যবস্থা করবেন। এটা ক্যাটেগরিকালি বলে দিন এদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হবে। সাগরদ্বীপে গরীব মানুষের বেশী ভাগই ও অল্প পরিমাণ জমির বহু মালিকের (যাদের জমি ওয়াসড এ্যাওয়ে হয়ে গেছে সেরকম) খাজনা আদায় করা হয়ে গিয়েছে তাদের সেই খাজনা ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা করে দিন। আর যে কথা হেমন্ত ঘোষাল মহাশয় বলেছেন ১ বিঘা বাস্তুভিটা যাদের তাদের খাজনা মুকুব তাড়াতাড়ি করে দিন। আর শেষ বক্তব্য হচ্ছে বর্গাদার এ্যাক্ট সম্বন্ধে গণ্ডগোল কমে যাবে যদি হায়ার্ড লেবার এর যে সংজ্ঞা আছে তার বদল করার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

[6-10—6-20 p.m.]

Shri Gangadhar Naskar :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় রাজস্বমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আজকে আমাদের আইন সভার মধ্যে একটা উল্টা ব্যাপার দেখছি। মাননীয় সদস্য শ্রী শঙ্করদাস ব্যানার্জী মহাশয় খুব উচ্ছ্বাসিত হয়ে বলেছেন যে কৃষককে খাজনার হাত থেকে রেহাই দিয়ে, তার জমি নিষ্কর করা উচিত. আবার শ্রীহংসধ্বজ ধারা মহাশয় বলেছেন প্রকৃত কৃষকের হাতে জমি দেওয়া দরকার। এটা আজ হল কি। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। এঁরা এদিকে বলছেন কৃষকের হাতে জমি দেওয়া উচিত, আর ওদিকে দু-দুটো পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেল কৃষকরা এক ছটাকও জমি পেল না। বলা হচ্ছে কৃষককে জমি দেওয়া হোক, কৃষককে জমির মালিক করা হোক, অথচ দেখা যাচ্ছে জমিদাররাই জমির মালিক হয়ে রয়েছে। ভূমিরাজস্ব আইন এমন ধারায় পাশ হয়েছে যে কৃষকদের হাতে জমি না দিয়ে জমিদারদের হাতে জমি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। আইনগুলি এমনভাবে করা হয়েছে যে জমিগুলি জমিদাররা যাতে রাখতে পারে তার সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। কারণ সুন্দর বনের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখেছি ৭৫ বিঘা করে জমির যে সিলিং বেঁধে দেওয়া হল, সেই সিলিং এর বাইরে বহু লোক জমি রেখে দিচ্ছে। যখন ভূমিরাজস্ব আইন পাশ হল, সেই সময় ভূমি রাজস্ব আইনকে ফাঁকি দেবার জন্য জমিদাররা বেনামদারের নামে জমি লুকিয়ে রেখেছেন, এমনকি ছেলে জন্ম গ্রহণ করেনি, অথচ তার নামে জমি রেখে দেওয়া হয়েছে।

সমস্ত খাস জমি আত্মসাৎ করবার মতলবে কি ভাবে ভুয়া দাখিলা তৈরী করে মালিক সাজা হয় তার আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। মাননীয় মন্ত্রী শ্রীহেমচন্দ্র নস্করের ভাইপো শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ নস্কর—যাঁর ঠিকানা হচ্ছে ২৪পরগণা জেলায়, ভাঙ্গড় থানা, দুর্গাপুর আবাদ। তাঁর আত্মীয়রা ভুমিরাজস্ব আইনকে ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে একটা ভুয়া দখিলা তৈরী করে বহু জমি রেখে দিয়েছেন। বেনামদার অমিয় নস্কর, শৈলেন্দ্র নাথ নস্করের ভাগিনেয়, তার জমি খতিয়ান দাগ নম্বর হচ্ছে ৫৩৩। মানস নস্কর, শৈলেনবাবুর ভাগিনেয় তার জমির খতিয়ান নম্বর হচ্ছে ৫৩৪। গনেশ নস্কর, ইনিও শৈলেনবাবুর ভাগিনেয়, তার জমির খতিয়ান নম্বর হচ্ছে ৫৩৫। মাধব দাস, শৈলেনবাবুর ভাগিনেয়, তাঁর জমি খতিয়ান নম্বর হচ্ছে ৫৪২। জগবন্ধু দাস, শৈলেন বাবুর ভাগিনেয় জমির দাগ নম্বর হচ্ছে ৫৪৭। বীণা রাণী দাসী শৈলেন বাবুর ভাগ্নি, তাঁর জমির দাগ নম্বর হচ্ছে ৫৪৬। রাণী বালা দাসী, ইনিও শৈলেন বাবুর ভাগ্নি; তাঁর জমির দাগ নম্বর হচ্ছে ৫৪৪। হেমাঙ্গিনী দাসী, শৈলেন বাবুর মাতা, তাঁর জমির দাগ নম্বর হচ্ছে ৫৪৫। সন্ধ্যারাণী বসু, শৈলেন বাবুর কর্ম্মচারীর এক স্ত্রী—তার জমির দাগ নম্বর হচ্ছে ৫৪৮। সুরেন হালদার, শৈলেন বাবুর কর্ম্মচারী, তাঁর জমির দাগ নম্বর হচ্ছে—৫৪০ এবং মানিক মণ্ডল, ইনিও শৈলেন বাবুর একজন কর্ম্মচারী, এর জমির দাগ নম্বর হচ্ছে—৫৪১। এমনিভাবে বেনামদারদের নামে বহু জমি আত্মসাৎ করা হয়েছে। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হলেও এবং জমি সংস্কার আইন হলেও জমিদাররা এই পন্থা অবলম্বন করে বহু জমি রাখবার সুযোগ নিচ্ছে। সুন্দরবন অঞ্চলে ভেস্টেড ল্যাণ্ড অর্থাৎ যে জমি ভেস্টেড হয়েছে তার পরিমান হচ্ছে ৮ হাজার ৩৬ একর। আমি বিমলবাবুকে বলেছিলাম এই জমিগুলি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেবার জন্য, প্রত্যেকে যাতে অন্তত ১০ বিঘা করে পায় তার ব্যবস্থা করা হোক। তাঁকে বিশেষ করে অনুরোধ করে বলা সত্ত্বেও তিনি এ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি। সেখানকার চাষীরা সেইসমস্ত জমিতে চাষ করে প্রচুর ধান উৎপন্ন করেছে এবং সেই ধান তারা পঞ্চায়েৎ এর খামারে কিম্বা জমিদারের খামারে তুলেছে। তারা দরখাস্ত করে জানিয়েছে যে ঐ সমস্ত জমি, বেনামদারদের জমি।

এই জমির ধান ৪০ ভাগ মালিককে দেওয়া এবং ৬০ ভাগ কৃষককে দেওয়া হোক্। যে পর্য্যন্ত বে-নামদারকে ধরা না যাচ্ছে, ধান সেপর্য্যন্ত সরকারের কাছে থাকবে। কিন্তু সরকার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছেন। এখন আপনারা সেই বেনামদার ধরা যায় না। কমুনিষ্টপার্টির তরফ থেকে এই কথা হয়েছে যে বেনামদার ধরা বলা যায়। তার জন্য এই প্রস্তাব আমরা করেছিলাম যে গ্রাম্য কৃষককমিটীর মারফৎ এই বেনামদারকে ধরা যাক। কিন্তু আপনারা সে কথা অগ্রাহ্য করেছেন; আপনারা বেনামদারকে ধরতে চাননা। এই বেনাম-দার মালিক কৃষকের উপর গুলি চালাতে পারে, জমি থেকে তাদের উচ্ছেদ করতে পারে। আমি সাগর থানার কথা বলছি। বিপিন পাত্র, সুন্দর নারায়ণ মণ্ডল, জমিদারের জমিতে বহু দিনযাবৎ সাড়ে আট বিঘা জমি ভাগচাষ করে আসছে। এই জমিদার এই ভাগচাষীকে উচ্ছেদ করবার জন্য এবং তার ধান লুঠ করবার জন্য যাতে ভাগচাষী ধান না পায় তারজন্য ষড়যন্ত্র করেছিলেন। এই বিপিন পাত্র ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করেন। তারপর ম্যাজিষ্ট্রেট—সেটা পুলিশের হেপাজত করেন ২৭।১১।৫৯ তারিখে। কিন্তু ১৩।১২।৫৯ তারিখে মালিক পুলিশ পাহারায় বিপিন পাত্রের জমি থেকে ধান লুঠ করে নিতে যায়। তখন বিপিনের ১১ বছরের কন্যা নর্ম্মদা ক্লাস-ফোরে পড়ে

এবং তার ছেলে শম্ভু—ধান আটক করতে যায়। তখন কন্যা ১১ বছরের নর্মদা মুগুরের আঘাতে মারা যায়। এই হচ্ছে অবস্থা—যাতে ভাগচাষী ধান না পায়, তার জন্য জমিদার জোৎদার ধান লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে সরকারের পুলিশের সহায়তায়। আমরা বেনামদারদের জমি ধরবার জন্য ভাগচাষ বোর্ডে দরখাস্ত করেছিলাম, তা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। ভাগচাষ বোর্ড থেকে বেনামদার মালিককে ধান দেওয়া হচ্ছে। সন্দেশখালি থানার বিভিন্ন এলাকায় খামারে বর্ষার জলে ধান পচে যাচ্ছে, অথচ চাষীরা অনাহারে মরছে। ভাগচাষীরা যাতে ধান না পায় তার জন্য সেই থানার পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। আর মালিক যাতে ধান পায় তার ব্যবস্থা করছে এই সরকার শত শত চাষীকে ধরে এনে বেঁধে জেল খানায় পুরে রেখেছে। ভাগচাষীর স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য আমাদের নেতা রাসবিহারী ঘোষ আন্দোলন পরিচালনা করলে তাকে সিকুয়রিটি এ্যাক্ট এ জেলে রাখা হয়েছে। গুনধর মাইতিকেও জেলে রাখা হয়েছে। যতীন মাইতির নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হয়েছে। অথচ সরকারপক্ষ থেকে বলা হয়েছে প্রকৃত ভাগচাষীকে জমি দেওয়া হোক। এ যেন ভুতের মুখে রাম নাম। আমরা জানি কংগ্রেস সরকার কৃষকের হাতে জমি দেবে না। সেজন্য আমি সরকারকে হুঁসিয়ার করে দিতে চাই—আর কতদিন এইভাবে তারা কৃষকের উপর অত্যাচার চালাবেন এবং কৃষককে মৃত্যুর কবলে ফেলে দেবেন? তাদের হুঁসিয়ার করে দিচ্ছি যে সুন্দরবনের চাষী সেই জমি তারা নিজেরা দখল করবে।

[6-20—6-40 a.m.]

The Hon'ble Hem Chandra Naskar: On a point of personal explanation, Sir.

হতে পারে সে আমার ভাইপো—বহুদিন আগে সে ভিন্ন হয়ে গেছে। তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং তার নামের সঙ্গে আমার নাম উল্লেখ করা মাননীয় সদস্যের মোটেই উচিত হয় নাই। আর আলাদা হয়ে গিয়ে একই বাসস্থানে থেকে দু'বার করে টি-এ নেওয়া কি মাননীয় সদস্যের সততার পরিচয়? একথা তাকে জিজ্ঞাসা করি।

Shri Phakir Chrndra Ray:

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীশংকরদাশ ব্যানার্জ্জী ভূমিসংস্কার করার প্রস্তাব এখানে উপস্থিত করে গিয়েছেন। জমি সংস্কার হবে কি না হবে, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় সেই রকম প্রস্তাব আনবেন, কি না আনবেন, সে কথা আলাদা। সেপ্রস্তাব না আসা পর্য্যন্ত, যতদিন এই রাজস্ব আদায় হবে এবং রাজস্ব যারা আদায় করে সেই তশিলদারদের দুরবস্থার, কথা আমি বলতে চাই। তসীলদাররা মাইনে পায় না, পায় ভাতা এবং যে টাকা আদায় করে তার শত করা একটা কমিশন। এ ছাড়া তারা যে টাকা পাঠায় তার জন্য মনিঅর্ডার খরচ পায়, যাতায়াতের জন্য টি. এ. পায়। ভাতা যা পায় সেটা সামান্য। ২৭৲ টাকায় আজকের দিনে একটা লোকের সংসার চলতে পারে না। মনিঅর্ডার ফি. ও টি. এ. যা পায় তাও বৎসরে খুব বেশী হয় না। তহশীলদারদের উপর যে কাজ দেওয়া হয়েছে সেই কাজের ঝুকির অনুপাতে যে টাকা দেওয়া হয় তা অত্যন্ত নগণ্য। এই অবস্থা যদি চলতে দেওয়া হয় তাহলে এদের মধ্যেও দুর্নীতির প্রশ্রয় পাবে।

স্পীকার মহোদয়, আপনার কাছে অনুরোধ করছি, আপনি মন্ত্রী মহাশয়কে একটু অনুরোধ করবেন তিনি যে এই সব তহশীলদারদের দুরবস্থার কথা একটু সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেন। আর যারা মাঝারী এবং গরীব মধ্যবিত্ত তারা যে হিসাবে ক্ষতিপুরণ পায়, ক্ষতিপুরণ

দেওয়া হচ্ছে কিছু কিছু তা ঠিক, কিন্তু দেওয়া হচ্ছে পাওনা যে সংখ্যা তার তুলনায় খুবই কম। এবং এইভাবে কম্পেনসেশান দিলে শতাব্দীকাল লাগবে এবং তাতে কমপেনসেশান দেওয়া হল বলে সরকারের হয়ত মনঃতুষ্টি হতে পারে কিন্তু যে উদ্দেশ্যে কমপেনসেশান দিতে যাওয়া হচ্ছে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। এবং এই কমপেনসেশান দেবার সময় যারা এই কমপেনসেশান নিতে যায় তাদের যে হয়রানী ভোগ করতে হয়, সেই হয়রানী যাতে কম হয় তার ব্যবস্থা করবেন। তাদের অন্ততঃ ২০ জায়গায় হিসাব দিতে হয় এবং ১০০৲ টাকা কমপেনসেশান এর জন্য ৫০৲টাকা যাতায়াত রাহাখরচ হয়ে যায়, এটা যাতে তাদের না করতে হয় তার জন্য ব্যবস্থা করবেন। কমপেনসেশান যারা নিতে যাবে, এক জায়গায় গিয়ে হয়ত ডিষ্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার্সএ তাদের যাতে হয়রানী কম হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার। অনেক জমির মালিক হয়ত রিটার্ণ সময় মত জমা দিতে পারল না এবং অনেক সময় তা দিলেও সে রিটার্ণ অফিস এ জমা হয় না। এর ফলে রিটার্ণ দেবার পর দেখা গেল সরকার সেটা খাস বলে ঘোষণা করেছেন এবং চেক্ এ প্রজা বলে লেখা হয়েছে। এর ফলে অনেক নাবালক, বিধবা যারা লেখাপড়া জানে না তারা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাদের কথা বিবেচনা করে সেটেলমেন্ট অপারেশন শেষ হবার আগেই তাদের প্রতি যেন সুবিচার হয় সেদিকে দৃষ্টি দেবার জন্য, মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনার মাধ্যমে আমি মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করছি।

[6-30—6-40p.m.]

Dr. Golam Yazdani :

মিঃ স্পাকার, স্যার, জমিদারী প্রথার বিলোপের আসল উদ্দেশ্য হল কৃষকও ক্ষেতমজুরদের জমি দেওয়া যাতে তারা চাষবাস করে খাদ্যশস্য বেশী উৎপাদন করতে পারে। জমিদারী প্রথা উঠে গিয়েছে বটে, কিন্তু চাষীর হাতে কোন জমি এল না। আইনকে ফাঁকি দিয়ে জোতদার ও জমিদারগণ উদ্বৃত্ত জমি বেশীরভাগ বেনামী করে ফেলেছে। বেনামী ধরার জন্যে সরকার প্রায়ই ৫ (এ) ধারা প্রয়োগ করেন না, যদিও মাঝে মাঝে করেন বেনামী ধরতে কৃতকার্য্য হন না। মালদহের কয়েকটা জায়গায় ৫ (এ) তে কোর্টে কেস করা হয়েছিল, স্থানীয় জমিদার ও জোতদারদের নামে, যেমন হাধবপুরের অনিল রায়, হরিশ্চন্দ্রপুরে রামেশ্বর রায়, ব্রজেন্দ্র নারায়ণ রায়। কোর্টের রায় পরে আমরা শুনলাম ডিষ্ট্রিক্ট জাজ স্টে অর্ডার দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই বেনামী জমির কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। কিছু কিছু উদ্বৃত্ত জমি যা পাওয়া গিয়েছিল, তা লাইসেন্স ফি নিয়ে কৃষকদের বন্দোবস্ত দেওয়া গেল, কিন্তু তখন দেখা গেল মস্তবড় বিপদ, কেননা জোতদারগণ কনষ্টিট্যুশনের ৮০ ধারামতে কেস করলেন, এবং ইনজাংকশন জারী করে দেওয়া হল, লাইসেন্স ফি দেওয়া সত্ত্বেও তা জানাহল না, এবং কৃষকদের ধরে নিয়ে গেল। জোতদাররা বল্লেন ১০(২) ধারামতে আমাদের নোটিশ দেওয়া হয়নি, সুতরাং আমরা কেন জমির বন্দোবস্তি মেনে নেব। এভাবে জোতদারগণ আইনের মারপ্যাঁচ কষে সরকারকে ফাঁকি দিচ্ছে যার ফলে চাষীরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এরকম অনেক কেস জোতদাররা জুডিসিয়াল কোর্টএ দরিদ্র কৃষকদের নামে ফাইল করেছে। কিন্তু চাষীদের পক্ষে মামলা চালাবে কে, তাঁরা অযথা হয়রানি হচ্ছে। বামনগোলা, হাধবপুর অঞ্চলে বহু ভেষ্টেড ল্যাণ্ড পড়ে আছে, অথচ লাইসেন্স দিয়ে বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে না। তারপর জমি থেকে উচ্ছেদ করায় যেন একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছে। জোতদার জমিদাগণ পুলিশের সহায়তায় গরীব চাষীদের উপর নানাভাবে জুলুম করে, আমার কাছে এরকম বহু ঘটনার নজীর আছে, কিন্তু সময়াভাবে

আমি এখানে সবকথা বল্‌তে পারলাম না। গরীব চাষীর মাঠের ধান কেটে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাতো প্রায়ই লেগে থাকে, এবং এনিয়ে অনেক সময় হাঙ্গামা সৃষ্টি হয় যার জন্য শেষ পর্য্যন্ত পুলিশ ইণ্টারভেনশন দরকার হয়। এসব যদি বন্ধ করতে না পারা যায় তাহলে চাষীরা অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়বে সন্দেহ নাই। তারপর খাজনা মুকুবের জন্য যে নির্দেশ আছে সেই নির্দেশমতো কাজ হচ্ছে না। তারপর, আরেকটা কথা বলব, জোতদারদের কমপেনসেশান টাকা একসংগে দেওয়া দরকার, বারেবারে সামান্য সামান্য করে দিলে তাতে তাদের কোন লাভ হয় না। আরেকটা কথা বলেই শেষ করছি, যেসমস্ত জমি ষ্টেটে ভেষ্ট করেছে তার একটা হিসাব আমাদের কাছে দেওয়া দরকার। কিন্তু সেটেলমেণ্ট অফিস থেকে সেগুলি আমাদের না দেওয়ার ফলে আমাদের নানা রকম অসুবিধা হয়।

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, কমপেনসেশানের কথা উনি বলেছেন, কিন্তু সেটা হল না এবং এষ্টেট একুইজিশন এ্যাক্টের য়্যামেণ্ডমেণ্ড যা সিলেক্ট কমিটী থেকে করলেন সেটা মোটেই কম্প্রিহেন-সিভ নয় এবং তা বানচাল হবার দিকে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। ভেষ্টেটেড ল্যাণ্ডের ব্যাপারে কিম্বা বেনামী হস্তান্তরের ব্যাপারে মন্ত্রীমহাশয় তার বক্তব্য কিছুই রাখেন নি। অর্থাৎ এসম্বন্ধে তিনি কি ব্যবস্থা করছেন সেসব কিছুই বললেন না। এভিকস্যান সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিলেন সেটা ভাগ-চাষ কোর্টের রিপোর্ট এবং তার বাহিরে যে হাজার হাজার এভিকস্যান হচ্ছে সে কথা তিনি বলেন নি। কিন্তু সেটাই হচ্ছে ব্যাপক। সুতরাং বেনামী হস্তান্তর বন্ধ করার ব্যাপারে কিম্বা যেসমস্ত দুর্নীতি চললে তা বন্ধ করার ব্যাপারে সরকারকে খুব কি মনে হচ্ছে না। এই রকম কয়েকটা ঘটনা আমি আপনার সামনে রাখছি। ২৪পরগণার পাথর প্রতিমা যেতে বগ্নাদাপুর মৌজার দেবেন ভুঁইয়া ১৯৪১ সালের সেটেলমেণ্ট অনুযায়ী সে জমির মালিক ছিল এবং এখন সে ৪৪ (২) (ক) ধারাতে জমি বেনাম করার জন্য ব্যবস্থা করেন। এই বেনামীর দুটো খতিয়ান ছিল। একটা খতিয়ান কেসে সরকার হাজির হয়ে বেনাম ঠেকাতে পারলেন এবং জমি সরকারের হাতে এল। কিন্তু আর একটা খতিয়ান কেসে সরকার হাজির হলেন না বলে বেনাম বন্ধ করতে পারলেন না। এটা কিসের লক্ষণ সেটা আপনারা বুঝুন। আর একটা হচ্ছে যে বাঁকুড়ায় সোনামুখী এলাকায় স্পেশাল অফিসার রিপোর্ট দিচ্ছেন তাঁর জাজমেণ্টে যে

Records were tempered after completion of the period of final publication. এই রকম ভাবে ফাইন্যাল পাবলিকেশানের ব্যাপারে রেকর্ড ট্যাম্পার হচ্ছে, কিন্তু তার কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। এই অফিসারের নাম হচ্ছে বি. বি. নাথ।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha : Action is proceeding against the person concerned.

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee :

তারপর জলপাইগুড়ি জেলায় ৩ তলা বাড়ীতে ইসমাইল জোর্ড দীর্ঘদিন ভাগচাষী মালিকের সঙ্গে লড়াই করে উচ্ছেদ বন্ধ রেখেছিল এবং তাতে যে ৩৭৫ বিঘা জমি সরকারের হাতে এসেছিল সেই জমি ভাগচাষীরা চেয়েছিল, কিন্তু সরকার সেই জমি তাদের না দিয়ে বাস্তুহারাদের নিয়ে নন—এগ্রিকালচারাল ক্যাম্প করার জন্য সেই জমি চাইছেন। সেখানে যে ৬০।৭০ ঘর বাস্তু-হারা আছে তাদের জন্য ১০।১২ একরের বেশী জমির দরকার হয় না। কিন্তু সরকার সেখানে

১০০ একর চাইছেন এবং বাহিরে থেকেও অনেক বাস্তহারা আনা হচ্ছে। সেখানে আরও যে জমি রয়েছে তা কিন্তু বাস্তহারাদের সরকার দিচ্ছেন না। আমাদের যতদূর খবর আছে তাতে জানি যে এর পেছনে আমাদের মন্ত্রীমহাশয় খগেন বাবু রয়েছেন। তাদের উচ্ছেদ করার অর্থ হচ্ছে যে যেহেতু তারা কৃষক: সমিতির লোক এবং—তাঁরা জোতদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সেহেতু তাদের জমি না দিয়ে বাস্তহারাদের সেখানে বসান হচ্ছে। সেজন্য তাঁকে অনুরোধ করছি যে ৬০।৭০ ঘর যে বাস্তহারা রয়েছে তাদের জন্য যে পরিমান বাস্তু দরকার তা রেখে বাকী জমি সব ভাগচাষীদের মধ্যে দিন। আশা করি এবিষয়ে রাজস্ব মন্ত্রীমহাশয় কিছু বলবেন। কংগ্রেস পক্ষ থেকে অনেকে চাষীদের পক্ষ হয়ে অনেক কথা বলেছেন কিন্তু কথা বললে হবেনা একটু কাজ দেখান। চাষীদের বিরুদ্ধে যে অন্যায় হচ্ছে তার বিরুদ্ধে ভোট দেবার সময় দাঁড়ান। বক্তৃতা দেবার সময় চাষীদের পক্ষে কথা বলবেন আর কাজের সময় অন্য করবেন তাতে দুর্নীতেকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। সুতরাং আপনারা ভেতর থেকে চেষ্টা করে দুর্নীতি বন্ধ করুন। আশা করি আমি যে সব বললাম সে সবের উত্তর রাজস্ব মন্ত্রীমহাশয় দেবেন।

[6-40—6-50]

Shri Bhadra Bahadur Hamal :

माननीय स्पीकर महोदय,

मैं आपके मार्फत पहले लैण्ड रेभन्यू डिपार्टमेंट के माननीय मन्त्री बिमल बाबू से कहना चाहता हूं कि कम से कम मेरी बातों को सुन लीजिए क्योंकि गईबार मैंने इसी सदन में बहुत-सी बातें कहीं थीं और माननीय मन्त्री महोदय ने मेरा नाम लेकर कहा था कि जब चाय बगान की बात आयेगी तब उत्तर देंगे और आप सुन लीजिएगा।

The Hon'ble Bimal Chandra Singha :

আমি রাষ্ট্র ভাষা বুঝি না, আপনি বাংলায় বলুন।

Shri Bhadra Bahadur Hamal :

एक बात है जब उधर से शुक्ल जी गाली देते हैं तो मन्त्री साहब अच्छी तरह से समझते हैं और उन्हें अच्छा लगता है ताली दिया जाता है मगर जब इधर से हिन्दी में बोला जाता है तो कहते हैं कि मैं राष्ट्रभाषा नहीं समझता हूं।

चाय बगान की बहुत-सी जमीनें खाली पड़ी हुई हैं। वे परती पड़ी है। चाय बगान से ५, ६ मील की दूरी पर हजारों एकड़ जमीन परती पड़ी हुई है। अगर सरकार उस जमीन को अपने हाथ में लेकर किसानों को दे दे तो वहाँ पर अच्छी खेती हो सकती है। मगर लैण्ड रेभन्यू डिपार्टमेन्ट बराबर से ढिलाई करता आ रहा है। इस जमीन को लेने से जिले का बहुत बड़ा उपकार हो सकता है मगर ताज्जुब की बात है कि लैण्ड रेभन्यू डिपार्टमेन्ट बिलकुल ही निकम्मा साबित हुआ है। आज तक खाली जमीन को वह नहीं ले सका।

बागडोगरा में जनवरी के महीने में एक मिटिंग हुई थी कि चाय बगान की जमीन किस-किस की ली जायगी। उसमें मुण्डा बगान के मैनेजमेन्ट ने होपटाउन दार्जिलिंग सबसे बेसी जमीन है और और २ प्लान्टर्स ने कहा कि उनका खाता-पत्र यहां नहीं है। खाता-पत्र सब कलकत्ते में है। इस लिए ऐसा नहीं हो सकता। और इस बात को लैण्ड रेभन्यू डिपार्टमेन्ट ने मान लिया। खाता-पत्र रहेगा कहाँ से ? ३, ४ वर्ष से बिलकुल रिटर्न ही नहीं जमा किया गया है। गवर्नमेंट के

टैक्स की फाकी मारते हैं। फिर भी जमीन को दखल करके रखे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि टैक्स न देने पर भी कैसे जमीन को अपने अधिकार में रखे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि चाय बगान की परती जमीन को किसानों को दीजिए। इससे उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग के किसानों का बड़ा उपकार होगा। जमीन पाकर वे खेती कर सकते हैं। अपना और अपने बच्चों के पेट को भर सकते हैं। आज १०, १२ वर्षों के स्वराज्य के पश्चात् भी समाजवाद के लैण्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट के मिनिस्टर माननीय बिमल सिंह आज तक किसानों को जमीन नहीं दिला सके। बड़ी ताज्जुब की बात है।

दूसरी बात यह है कि खास महल में सरकार की अभी तक जमीन्दारी बनी हुई है। वहाँ पर अभी तक सिलिंग प्रथा चालू नहीं है। वहाँ के किसान इस से बहुत दुखी हैं। क्या वहाँ के किसान, किसान नहीं हैं ? क्या वहाँ के किसानों की जमीन नहीं है। मैं माननीय विमल बाबू से पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर अभी तक सिलिंग क्यों नहीं चालू किया गया। मगर सिलिंग चालू करने के पहले एक काम को करना बहुत ही जरूरी है। जमीन की बदली कराने और एभिक्शन को आपलोग रोकिए। और वहाँ पर सिलिंग चालू करिए। मैं जानता हूँ कि वहाँ पर सिलिंग की बात उठी थी मगर कालिम्पोंग के बड़े-बड़े लोगों ने अपनी जमीनों को बेचकर किसानों को जमीन से बेदखल कर दिया। लेबर डिपार्टमेन्ट के डिप्टीमिनिस्टर श्री नर बहादुर गुरुङ्ग ने अपनी जमीन को बेच दिया। जिन जमीनों पर किसानों के बाप-दादा खेती करते थे उन सब जमीनों को बेचकर किसानों को उन्होंने बेकार बना दिया। किसानों को रास्ते का भीखारी बना दिया। इस तरह से तमाम जमीनों से किसानों को बेदखल बना दिया गया उन्हें बेघर-बार कर दिया गया। इसलिए मेरा कहना है कि वहाँ पर सिलिंग प्रथा बहुत जल्द चालू कीजिए। जमीन की बेदखली को रोकिए। इससे उत्तर बंगाल के लोगों का बहुत बड़ा उपकार होगा।

तीसरी बात यह है कि बृटिश साम्राज्य में किसानों को तकलीफ तो थी ही। मगर आज कांग्रेसी राज्य में भी किसानो के दुख के लिए मण्डल प्रथा सरकार ने कायम रखा है। १३ वर्ष का कांग्रेसी स्वराज्य हो गया मगर आज तक इसका खात्मा नहीं हुआ। बृटिश राज्य में यह प्रथा चालू की गई थी मगर कांग्रेसी राज्य ने इसको कायम रखा है। विमल बाबू समाजवादी हैं मगर यह प्रतिक्रियावादी तत्त्व आज तक कायम है। यह किसानों को खाये जा रहा है। उत्तर बंगाल में यहमण्डल प्रथा लैण्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट का, हद से ज्यादा किसानों को कष्ट दे रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मण्डल प्रथा जितना भी जल्द हो सके खत्म करिए। इससे किसानों का बहुत कल्याण होगा। खजाना अदायी के लिए तहसीलदारों को रखिए। इससे किसानों को तकलीफ नहीं होगी।

चाय बगान की जमीन नाम मात्र के लिए ली गई है। मगर उसका खजाना जो लगाया गया है वह फी एकड़ संतीद रुपया चौदह आना है। इतना

Seventy three rupees and fifteen annas.

अधिक खजाना बङ्गाल देश में कहीं पर भी नहीं है। जहाँ धान होता है, वहाँ पर भी नहीं। यह जो जमीन ली गई है, इसमें थोड़ा-सा सबजी और भुट्टा के अलावा कुछ भी नहीं होता है। फिर भी उसका खजाना सैंतीस रुपया १४ आना देना पड़ता है। खास महल में १ रुपया पाँच आना खजाना देना पड़ता है। इसी तरह से किसानों की तरफ से बार-बार माँग की जा रही है ३७ रु० १४ आना के बजाय खास महल की तरह खजाना सरकार कर दे। मगर लैण्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट

इसको ठीक नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों ? क्या उस चाय बगान की जमीन में सोना उगता है, जिससे वहां पर ३७ रु० १४ आना खजाना लिया जाता है। माननीय स्पीकर सर ! लैण्ड रेभ्‌न्यू डिपार्टमेन्ट खजाना कम करने की जगह ३७ रु० १४ आना खजाना अदाई करने के लिए सर्टिफीकेट जारी करके घर की कुड़की की जाती है। इससे किसानों की तबाही हो रही है। प्लान्टर्स के हाथ में जब ये जमीन थी तो किसानों ने खजाना कम करने के लिए आन्दोलन किया था और खजाना रोक रखा था मगर विमल बाबू का डिपार्टमेन्ट अपने हाथ में लेते ही ३७ रु० १४ आना खजाना बसूल करने के लिए सर्टिफीकेट जारी कर रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि सर्टिफीकेट जारी करना बन्द करें और खजाना खास महल की तरह करें।

খাসমহলের জমির খাজনা ১I/০, চাবাগানের জমির খাজনা ৩৭৸৶০ এটা কি করে হয়? বিমলবাবু যেন এবিষয়ে একটু নজর দেন।

एक बात मैं मण्डल के बारे में कहूंगा। दार्जिलिंग में जब कैबिनेट की मिटिङ्ग हुई थी, तब विमलबाबू वहां गए हुए थे। मैंने एक किसान को विमल बाबू के पास पहुँचाया था। उसने मण्डल के अत्याचार को विमल बाबू से बताया था। मण्डल खास करके कांग्रेस का आदमी है। वह बृटिश राज्य के समय से ही प्रतिक्रियावादी काम किया है। किसानों को अनेक तकलीफ दिया है। आज भी वह कांग्रेसी राज्य में वैसा ही काम कर रहा है। बहुत दिनों से किसान मांग करते आ रहे हैं कि इसको (मण्डल प्रथा को) खत्म करना चाहिए मगर अभी तक खत्म नहीं किया गया। बङ्गाल में दार्जिलिङ्ग जिला को छोड़कर और कहीं पर मण्डल नहीं है।

पुबुङ्ग खास महल के विमल बाबू के डिपार्टमेन्ट का बहुत प्यारा मण्डल है। उसने एक किसान से कहा कि एक हजार रुपया दो तो तुम्हें जमीन दूंगा। उसने एक हजार रुपया दिया। मण्डल ने रेभ्‌न्यू स्टैम्प कर सही करके रसीद दिया मगर उसको जमीन नहीं दी गई। मण्डल लोग मनमाने ढङ्ग से किसानों को ठगते हैं। इसी किसान को दार्जिलिंग में विमल बाबू के पास पहुँचाया था। उस किसान का कागज-पत्र भी विमल बाबू के पास पहुँचाया। विमल बाबू ने आश्वासन दिया कि वे इसकी खोज करेंगे और इस पर विचार करेंगे। कलकत्ते में जाकर इसको देखेंगे। इस पर गौर करेंगे। वह किसान अभी तक विमल बाबू के आश्वासन का इन्तजार कर रहा है। मगर बिमल बाबू के आश्वासन का कोई मूल्य नहीं रहा। उसको अभी तक जमीन नहीं मिली। मण्डल कहता है कि जहां चाहो कह लो, जो भी चाहो कर लो। हम मण्डल है, हम सरकार के खास आदमी हैं। माथे पर कांग्रेसी टोपी है। हम कांग्रेस के लीडर हैं। एक हजार रुपया लिया है तो क्या हुआ ? इस तरह से किसान मण्डल के द्वारा सताये जा रहे हैं। उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लैण्ड रेभ्‌न्यू डिपार्टमेन्ट का मण्डल छाया हुआ है। वह किसानों में तहलका मचाये हुए है। करप्शन, बेइमानी इसमें भरा है। खास करके अन्याय और अत्याचार करके किसानों को बेघर करना, इसका सबसे बड़ा काम है। यही है विमल बाबू के लैण्ड रेभ्‌न्यू डिपार्टमेन्ट का काम।

[6-50—7 p.m.]

Shri Saroj Roy :

মি: স্পীকার, স্যার, বিমলবাবুর দপ্তর সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই একটা কথা বলে নেওয়া ভাল। বিমলবাবু নিজে লোক হিসাবে সৎলোক, ভাল লোক, সুনাম তাঁর আছে। কিন্তু দিনের পর দিন একটা জিনিষ দেখা যাচ্ছে যে সরকারের শাসন ব্যবস্থার ভেতরে যে

দুর্নীতি তার সামনে বিমলবাবু সম্পূর্ণ হেল্পলেস। আমি শুধু কয়েকটা করাপসানের কথা বলবার আগে বিমলবাবুকে অনুরোধ করব যে তিনি যদি একটা এন্‌কোয়ারী কমিশান করেন এবং আমাদের কো-অপারেশন নেন তাহলে যে কটা জিনিষ আমি এখানে রাখব তা প্রমাণিত হবে। ধরুন, এক একটা ডি. এল. আর. অফিসে যে বিভাবে দুর্নীতি সম্ভব হয় তা বোধ হয় ওপক্ষের সকলেই জানেন। দিন কয়েক আগে বেনামী জমিগুলি ধরার জন্য কৃষকরা কি রকম ভাবে কো-অপারেশান করছে, কিরকমভাবে সেখানে লড়াই করছে সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনা হয়েছিল। আমি আর একটা দিক থেকে বলব। কোন কোন সরকারী কর্মচারীর ভেতর কিছুটা সততা আছে। তাদের মধ্যে কিছুটা ভাল করতে চায় এই রকম দু'একটা কর্মচারী যেমন সরকারী তহশীলদার সরকারের পক্ষ নিয়ে ৪৪ (২) (ক) ধারায় কেস ফাইল করল। একটা কেস এখানে দিচ্ছি। জনৈক তহশীলদার একজন বড় জোতদারের বেনামী জমির জন্য ৪৪ (২) (ক) ধারায় কেস করলে তার ১০ বিঘা জমি বেরিয়ে এল কিন্তু এই তহশীলদারকে জে. এল. আর ও. অন্য জায়গয় ট্রান্সফার করে দিলেন এবং তাকে ধমক দেওয়া হল যে এই রকম বাড়াবাড়ি করতে যেও না। জমিদার ননী সিকদার জমি বেনামী করেছিলেন, শঙ্কর শেখর কারক বলে এক তহশীলদার কেস করল কিন্তু জমিদারের সঙ্গে জে. এল. আর. ও-র ষড়যন্ত্র থাকায় এবং জমিদারকে সাহায্য করার জন্য তার কেস হল না, পক্ষান্তরে একটা সৎকর্মচারীকে ধমক দেওয়া হল, তাকে অন্য জায়গায় ট্রান্সফার করে দেওয়া হল। কিভাবে জে. এল. আর. ও. কোন কোন জায়গায় এস. এল. আর. ও. ষড়যন্ত্র করে সরকারের টাকা তছনছ করছে তার একটা কেস দিচ্ছি। শিলাবতী নদীর জনৈক জমিদার একটা নিল কর সম্পর্কে ৪৪ (২) (ক) ধারা করলেন কিন্তু কাগজ পত্রে যা আছে তাতে দেখা গেল যে সেখানে কোন রকম নিলকর ছিল না। সেখানে ৪৪ (২) (ক) ধারা যখন করলেন তখন সরকার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে জে. এল. আর. ও. পরিষ্কারভাবে এডমিট করে এলেন যে সেখানে নিল কর ছিল। সেখানে জমিদার অনিল রায় কেস করেছিলেন—গভর্ণমেণ্টকে হিউজ টাকা কম্‌পেন্‌সেশান দিতে হবে। বিচারক যিনি ছিলেন তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন যে এতে আমারও অত্যন্ত আশ্চর্য লাগছে। পেপারে যে সমস্ত জিনিষ এডমিট করছে না, গভর্ণমেণ্ট তরফ থেকে জে. এল. আর. ও. সেখানে এডমিট করে গেলেন। সে জমি খাস হয়ে গেছে, আজকে ৫ বছর হল কেস হয়েছে। মঙ্গলপ্রসাদ পাণ্ডে বলে একজন বড় জমিদার তিনি বাবুই চাষ করে বহু হাজার হাজার টাকা লাভ করতেন—সেই জমি খাস হওয়া সত্ত্বেও বণ্টন হল না। সরকারের খাস জমিতে মঙ্গলপ্রসাদ পাণ্ডে প্রতি বছর বাবুই চাষ করছেন এবং পার ইয়ার ২৫ হাজার টাকা তায় লোক হচ্ছে। সেখানে কয়েকটা অফিসারকে ৫ হাজার টাকা দেন, বাকী ১০ হাজার টাকা তাঁর পকেটে রয়ে যাচ্ছে। সে গুলি জে. এল. আর. ও. কে জানানো সত্ত্বেও কিছুই করা হচ্ছে না এবং সরকারের খাসল্যাণ্ডে যেসমস্ত গাছে থাকে সেগুলির ব্যাপারেও ষড়যন্ত্র চলছে। জে. এল. আর. ও. ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট এবং অন্যান্য অফিসারের সামনে সমস্ত গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে—ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট আমার মেরে দিচ্ছে সমস্ত গাছ চুরি হয়ে যাচ্ছে। এখানে আমি আপনার সামনে একটা উদাহরণ দিচ্ছি—গড়বেতায় যিনি জে. এল. আর. ও. রয়েছেন তিনি মহিষাদল রাজার জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতেন—শচীন্দ্র নাথ রায় চোধুরী। ওখানে গোটাকয়েক সরকারের গাছ একটা মৌজা থেকে কাটা হল—যখন লোকে ধরলো বলে জে. এল. আর. ও. এসে তাঁর জায়গায় সেইগুলি রেখে দিলেন এবং অপেক্ষা করতে লাগলেন যদি হৈ চৈ না হয় তাহলে

আস্তে আস্তে ঐগুলি আবার করা হবে। তখন মানিক সিং নামে এক ভদ্রলোক তিনি টেলিগ্রাম করলেন ডি. এল. আর. ও. ডি. এম. এম. পি এবং মন্ত্রীমহাশয়ের কাছেও করলেন, এবং ৭ দিন পর জে. এল. আর. ও. এফ. আই. আর. করলেন. ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টে হামার দিয়ে আসা হল। ৫ জন লোক গিয়ে যখন ধরলো তখন এফ. আই. তারে করা হয়েছে। এই সমস্ত আসন কর্মচারীরা যে এসব কাজ করছেন তাদের সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না, বরং উল্টো তাদের রক্ষা করা হচ্ছে এবং একটা ভাল কর্মচারী তিনি হয়ত এইসমস্ত কোরাপসানগুলি বন্ধ করার চেষ্টা করছেন কিন্তু তাঁকে ট্রান্সফার করে দেয়া হচ্ছে, ধমক দেয়া হচ্ছে। খাস জমিগুলি গভর্ণমেণ্টে ট্রান্সফার হয়ে গেছে কৃষকরা পর্য্যন্ত তা জানছে না এবং দরিদ্র কৃষকের ধানগুলি ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে টাকা নিয়ে, জমি দিয়ে দেয়াহচ্ছে—এই রকম বহুশত কেস আমার কাছে রয়েছে। আমি মন্ত্রীমহাশয়কে বলবো যে আপনার ডিপার্টমেণ্টের কর্মচারী আপনার কাছে বসে সমস্ত তথ্য দেবেন। আপনার ডিপার্টমেণ্টের জনৈক সরকারী কর্মচারী আপনারই কাছে বসে সমস্ত তথ্য আপনার কাছে দেবে ডকুমেণ্টস দেবে কিন্তু আপনাকে একটা এস্যুরেন্স দিতে হবে তার যেন কোন ক্ষতি না হয়, সর্ব্বনাশ না হয়। যদি এই ডেফিনিট এস্যুরেন্স দেন তাহলে আমি তাকে আপনার কাছে নিতে আনতে পারি। আপনি কোন স্টেপ নেবেন কি না—এটা জানতে চাই। এরকম কেস বহু আছে আমাদের কাছে।

আর একটা কথা হল ভূমি রাজস্ব বিভাগকে কিছুদিন আগে আমরা জানিয়েছিলাম যে গড়বেতায় যে ৩টি ইউনিয়ন সয়েল্ত এরোশন হচ্ছে তা বন্ধ করবার জন্য। কৃষিবিভাগ থেকে সে জমিগুলি ভূমিরাজস্ব বিভাগ নেয়। ফলে যেসমস্ত গরীব কৃষক ঐ জমিগুলি চাষ করে সংসার চালাত তারা খুব অসুবিধায় পড়ল। তখন আমরা মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে জানাই এবং সবশুদ্ধ দরখাস্ত দিই ২৭৩টি, ৬৪০ একর জমির জন্য। মন্ত্রীমহাশয় সেখানে এস্যুরেন্স দিয়েছিলেন সেই আদিবাসীদের জমি যাবে না। তা সত্বে সেই জমি যুক্ত করে নেওয়া হয়েছে, ফলে তারা আজকে সম্পূর্ণ ভূমিহীন হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয় গ্রামগুলিতে যে গোচর ছিল সেগুলি পর্য্যন্ত নিয়ে নেওয়া হয়েছে, গ্রাম থেকে গরু পর্য্যন্ত বার হতে পাচ্ছে না। এই যে একটুখানি জমি কৃষকদের আছে, সেই জমিগুলি পর্য্যন্ত বিমলবাবুর দপ্তর রক্ষা করতে পারছেন না, জমি দেওয়াতো দূরের কথা। আজকে শঙ্করদাস বাবু বক্তৃতায় যা বললেন তাতে মনে হচ্ছে কংগ্রেস সরকার যে জিনিষ করতে যাচ্ছেন তারই প্রকাশ পাচ্ছে। যখন এষ্টেট একুইজিশন বিল এসেছিল তখন দেখেছিলাম ঐ বেঞ্চ থেকে বড় গলায় বলা হয়েছি যে বাংলাদেশে একটা বিরাট ভূমি বিপ্লব হতে চলেছে, সাংঘাতিক বিপ্লব যা নাকি ভূমি ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্ত্তন করে দেবে এই সমস্ত সুন্দর সুন্দর কথা শুনলাম আজকে শঙ্করদাস যা বললেন তাতে ও পরিষ্কারভাবে তিনি জোতদারদেরই ডিফেণ্ড করলেন, তাঁর কথা শুনতে কোন কোন জায়গায় ভাল লাগল। কিন্তু আইনের নাম করে যা বললেন সেটা হল বেনামদার জমি বার করা যাবে না—। সমস্ত জমি থেকে খাজনা ছাড়ায় যাদের জমি বেশী তাদেরই লাভ হল, ছোট ছোট কৃষকদের লাভ হল না। ল্যাণ্ড ট্রান্সফার করার ও যে নীতি ছিল সেটা-ও আজকে তারা পরিত্যাগ করেছেন বলে আমি মনে করি।

The Hon'ble Bimal Chandra Sinha : Mr. Speaker, Sir, various speakers have spoken on various points.

[এ ভয়েস বাংলায় বলুন, বাংলায় বলুন]

এখানে অনেক সভ্য মহাশয় অনেক কথা তুলেছেন প্রত্যেকটির জবাব দিতে গেলে অনেকক্ষণ সময় লাগবে। কাজেই মোটামুটি সাবজেক্টগুলি সম্বন্ধে বলবো। হয়ত একই সাবজেক্টে অনেক বক্তা বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। আমি এখানে প্রথমে বলবো একটা ছোট্ট কথা—কথাটা ছোট নয় কিন্তু আকারে ছোটও—সেটা হচ্ছে দাশরথি তা মহাশয় তারকেশ্বর মন্দির সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন। আপনারা সকলেই জানেন তারকেশ্বর মন্দির একটা কোর্টএর মনোনীত কমিটির হাতে আছে যার প্রেসিডেণ্ট হচ্ছেন ডিষ্ট্রিক্ট জাজ। সেই কমিটির তারকেশ্বরের যা কিছু করবার কথা।

[7—7-10 p.m.]

কাজেই এক্ষেত্রে আমাদের গভর্ণমেণ্টের হাতে নুতন করে নেবার কোন রকম কথা উঠতে পারে বলে আমি মনে করি না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার—কোন কোন মহল থেকে প্রায়ই শুনি দেবোত্তর পরিচালনা সম্পর্কে সরশের হবে সমস্ত দেবোত্তরের একটা ব্যবস্থা করা হোক। এ কথাটা সম্বন্ধে আমি চিন্তা করছি। কিন্তু আমি একথা আপনাদের বলছি এই নিয়ে মাদ্রাজেও আইন আছে। কিন্তু তাতে যা দেখেছি, তার ফলে আমি খুব উৎসাহিত হতে পারিনি। আইন সভার সদস্যরা আমাকে মাপ করবেন আমি একটা গল্প বলবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। বহুকাল হতে আমাদের নিজেদের অনেক দেবসেবা আছে। একশো বছর আগের কথা, সেই সময় এষ্টেট কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের হাতে ছিল, এবং রবার্ট হার্ডে নামে একজন জেনারেল ম্যানেজার কোর্ট অফ ওয়ার্ডস হতে আমাদের সম্পত্তি দেখবার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন দেবোত্তর সেবার অনেক খরচ, তার কারণ আমাদের ঠাকুরের অনেক রকম ভোগ-টোগ ছিল। তার জন্য ২০ জন রসুই ব্রাহ্মণ ছিল। তিনি দেখেশুনে বললেন,

why the god requires so many boburchis ? cut the figur down".

এখন আমরা কাকে সেবা দেখবার দেবো তিনি শক্তি, না বৈষ্ণব, না তিনি শৈব, না তিনি ব্রাহ্মণ, এই নিয়ে প্রতিদিন হাঙ্গামা উঠবে, এবং উঠছে। আমাদের পশ্চিমভারতে এই সব দেখবার জন্য একজন অফিসার আছেন বলে শুনেছি, এবং ইউ, পি ও রাজস্থান মিলে, তার হেড কোয়া-টার্স হচ্ছে বোম্বে। সেখানে বৃন্দাবনে, আমাদের সেবার জন্য লোক পাঠাতে হয়, এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমাদের বৈষ্ণব ধর্মের গ্রন্থ খুলে খুলে বোঝাতে হয় যে কতগুলি প্রথা হল আমাদের শাস্ত্রীয় ব্যাপার। উনি বললেন এটাও মানতে হবে? আমরা বললাম হ্যাঁ, আমরা মানি। তাই নিয়ে অসুবিধার চূড়ান্ত হচ্ছে। সুতরাং এই সমস্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা না করে, চট করে একটা দেবোত্তর আইন করে দেব, তা হয় না। এ বিষয়ে খুবই চিন্তা করবার কারণ আছে। তা না হলে দুর্ভোগ আছে। তারপর বলবেন হয়ত ঐ কথা হোয়াই গড রিকোয়ার্স সো মেনি বাবুর্চিস? এটা খুব একটা মুস্কিলের কথা। যাইহোক, তারপর আর একটা কথায় আসছি। আমি দু-তিনটী বিষয়ে বলবো। প্রথমে আমি কয়েকটা বড় বড় কথায় আসতে চাই। একটা হল হেমন্তবাবু যে কথা বলেছেন বিল সম্বন্ধে। বিল সম্বন্ধে আপনারা জানেন কিছু আইনের তর্ক উঠেছে এবং তাই নিয়ে আইনজ্ঞরা বিচার করছেন। বিচার করে, তাঁরা তাদের মন্তব্য প্রকাশ করলে পর আমরা এই বিল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো। দ্বিতীয় কথা তিনি বলেছেন যে জমি পুনর্বণ্টনের কি হচ্ছে? আমি আমার প্রারম্ভিক ভাষণে পুনর্বণ্টনের জন্য যে সকল ব্যবস্থা আছে তার উল্লেখ করেছি এবং যা করতে চলেছি তার

কিছুটা ইংগিত দিয়েছি। আমি একথা বলবো এ বিষয়ে আমি যতটা গভীরভাবে প্রবেশ করেছি, তাতে মনে হয়েছে তারমধ্যে অনেক কথা ভাববার আছে। একটা কথা, যেমন টেকনিকাল প্রসেস আছে। সেগুলি বলি—যেমন ধরুন সেটেলমেণ্ট রেকর্ড থেকে দেখলাম এই জমি ভেষ্ট করা হয়েছে, সেই জমি যখন আমরা ম্যাপেতে মেলাতে যাচ্ছি কিম্বা মাঠের আলের সঙ্গে মেলাতে যাচ্ছি, আমরা দেখছি—পুরান যে নক্সা আছে তার থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কারণ সেটা ৩০ বছরের আগেকার নক্সা। কাজেই বর্ত্তমানে যে রেকর্ড হয়েছে—তার সঙ্গে পুরাণ রেকর্ড মিলিয়ে নুতন নক্সা শুদ্ধ করে ছাপান না হলে পর কিছু করা যাচ্ছে না। সেইজন্য সেই জমি ধরতে বিলম্ব হয়। তাছাড়া ছাপার একটা টেকনিকাল প্রসেস আছে—তার কম্পজিশন, তার জিন্ক ইত্যাদি, এবং তার একটা লিমিটেশন আছে। আমি করবো না একথা বলছি না, চেষ্টা করা হচ্ছে। তার কারণ এত ডিফিকাল্টি থাকা সত্ত্বেও আমরা জেলায় জেলায় এই কাজে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছি। যে সকল প্রাকটিকাল ধারার সম্মুখীন হতে হয় তার আমি কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি মাত্র। বিশেষ করে সারপ্লাস জমি নিয়ে আনডিভাইডেড শেয়ারের ব্যাপারে এবং মিউটেশন নিয়ে যেসব ব্যাপার হচ্ছে—সেটা চিন্তা করবার বিষয়। ধরুন একজনের দেড় একর জমি আছে, তার মধ্যে আধ একর জমির মালিক হচ্ছেন একজন ভাই। ভুমিটা এখনও ভাগ হয়নি, আনাডভাইডেড রয়েছে,—তারমধ্যে কোনটা নেবো? জমি পার্টিশন করে তবে ঐ আধ একর জমির পজিশন নিতে হবে। তাছাড়া একটা আধ একর জমি থেকে আর একটা আধ একর জমি এক মাইল দুরে, তাকে এখন নিয়ে আমরা করবো কি? সুতরাং এইসমস্ত বিষয় আমাদের চিন্তা করতে হচ্ছে। যাই হোক, এ বিষয় অন্ততঃ যত শীঘ্র সম্ভব কিছুটা জমি নিয়ে পুনর্বণ্টনের প্রিলিমিনারী ব্যবস্থা হবে, ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্ট ফাইনাল হবে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমি অনেক কষ্ট করে আমাদের হামাল মহাশয়ের বক্তৃতা বুঝতে পেরেছি। টি গার্ডেন সম্বন্ধে উনি জানেন টি গার্ডেন এনকোয়ারী কমিটী হয়েছে। সেই টী গার্ডেন এনকোয়ারী কমিটী জানুয়ারী মাসে শুনানী শেষ করে ফেব্রুয়ারী মাসে রিপোর্ট দিয়েছে। আমরা সেটা বিবেচনা করছি। এই মাসেই সে সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত করতে পারবো। সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে—কোন জমি চাবাগানের হাতে থাকবে, কোন জমি থাকবে না—তাই নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত আমরা করে ফেলতে পারবো।

আজকে হেমন্তবাবু আর একটা কথা বলেছেন। বসন্ত পাণ্ডা মহাশয় ও সে বিষয়ে ইঙ্গিত করেছেন। সেটা হচ্ছে এই আপনাদের এখানে জমিদারী উচ্ছেদের ফলে সমাজে একটা ভয়ানক রকমের ওলট পালট দেখা গেছে। এই ওলট পালট দেখা যাবে—সেটা এই বিল পাশ হবার আগেই বোঝা উচিত ছিল। যখন জমিদারি এবলিশন হয়ে গেছে, তখন একথা চিন্তা করা উচিত নয়। জমিদার বলতে শুধু বড় লোক বোঝায় না মধ্যবিত্ত বোঝায়। এখন আমাদের চেষ্টা করতে হবে এই মধ্যবিত্ত ও চাষী এই দুয়েরই যাতে কিছু উপকার হয়। তার জন্য আমি জোর করে বলতে পারি—বাংলাদেশে যা করা হয়েছে ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে তা করা হয় নাই। উত্তর প্রদেশে ভুমির অধিকার রেণ্টের কুড়ি গুণ দাম দিয়ে কিনতে হয়েছে। কেরালায় ও এইরকম আইন ছিল বর্গাদারদের টাকা দিয়ে জমি কিনতে হয়েছে। আমি প্রশ্ন করছি—আজকে বর্গাদার যে রাইট পেয়েছে, চাষীর যে রাইট আছে, সেই রাইট ভারতবর্ষের যে কোন প্রদেশের চাষীদের থেকে সবচেয়ে বেশী কি না, বলুনর অন্যান্য প্রদেশের হেরিট্যাবিলিটি বাংলাদেশ থেকে অনেক কম। সেই হেরিট্যাবিলিটি এবং ট্রান্সফারাবিলিটি

অন্য রাজ্যের তুলনায় আমাদের বাংলাদেশে বেশী আছে এবং অনেকদিন বেশী কিনা বলে দিন। তাদের ষ্টেটাস ও বেশী। বাংলাদেশে যখন জমিও পুনর্বণ্টন হচ্ছে, তার ফলে সেলামী দিতে হচ্ছে কি? আইনে উল্লেখ আছে নো সেলামী—যেখানে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করুন এবং দেখুন আজকে বাংলাদেশের চাষীর উপকার হয়েছে কি না। যেখানে বর্গাদারদের খাজনা হিসেবে ৩০।৪০৲ টাকা ফসলের মূল্য দিতে হতো, আজ সেটা ১০৲ টাকা করে দেওয়া হয়েছে, তাতে তার উন্নতি হয়েছে কি না? ল্যাণ্ড রিফর্মস আইন যা আছে, তার তুল্য আইন অন্য প্রদেশে আছে কি না? ল্যাণ্ড রিফর্মস আইন যেভাবে তৈরী হয়েছে, তার ভিতর বার বার বলা হয়েছে সেটেলমেণ্ট রেকর্ড কম্‌প্লিলিট হলে পর—কার কোন জমি,—কোন্ নেচারের জমি, শালি কি, ডাঙ্গা, সেই অনুসারে রেণ্ট ধার্য্য হবে। তাড়াতাড়ি সেটা করবার চেষ্টা করছি। সেই আইন অনতিবিলম্বে আসবে। তার ফলে সায়েণ্টিফিকেলি চাষীদের রেণ্ট কমানোর জন্য যে চেষ্টা, তা অন্য কোন প্রদেশে হয়েছে কি না? আরও চাষীদের উন্নতি কি করে হতে পারে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এই হাউসের একটা বিশেষত্ব দেখেছি—একই কণ্ঠে দু-জনের নাম উচ্চারিত হয়েছে—একটা হচ্ছে মধ্যবিত্ত জোতদার, আর একটা হচ্ছে বর্গাদার। তাঁর কাছে আমি বলবো—একথা আজ বাংলাদেশে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—এই দু'য়ের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী। আপনারা একথা জানেন না যে মহারাজা বর্দ্ধমান জোতদার দিয়ে চাষ করান নি,—তার নীচে ছোট জোতদার—পাঁচ-সাত শো বিঘা জমির মালিক, এমন কি পাঁচ-দশ বিঘার জোতদার যারা—এরকম লোকও ছিল। আজ একটা ক্লাশ ষ্ট্রাগল আরম্ভ হয়েছে। আমাদের হাউসের মনস্থির করে পরিষ্কার বলা দরকার—কোন্‌দিকে আমরা যাব। আমাদের অপজিশন থেকে যে কাট্ মোশান দেওয়া হয়েছে তার এক জায়গায় আছে—বর্গাদারদের অত্যাচারে ছোট ছোট জোতদার উচ্ছেদ হয়ে গেল ইত্যাদি।

[7-10—7-20 p.m.]

এই কাট মোশান আছে কি না আপনারা খাতা খুলে দেখুন। আমার এ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য নেই, আমি ঝগড়ার মধ্যে ঢুকতে চাই না। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে এই যে আমরা ছোট চাষীদের, নিঃস্ব চাষীদের, সর্ব্বস্বহারা চাষীদের জন্য যেমন ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছি তেমনি মধ্যবিত্তদের জন্য আজ কি করা হয়েছে? আপনারা জানেন ইউ. পি. তে যে এবোলিশন-এ্যাক্ট, সেই এবোলিশন-এ্যাক্ট মাত্র ৫০৲ টাকা নগদ কমপেনসেশান আছে আর বাকীটা সব বণ্ড। আপনারা বলুন আজকে ৫০৲ টাকা নগদ দিয়ে সমস্ত বণ্ডে দিয়ে দাও, আমি প্রমিজ করছি হাউসে, যে কালই সমস্ত বণ্ড ইস্যু করে দেবো। তাতে আমাদের আন্দাজ দুই কোটি টাকা বৎসরে দিতে হবে তার ইকোয়াল ইনষ্টলমেণ্টএ। আপনারা আজকে এখানে যত ফিগার দেখান, তা কোন রকমে কমাতে পারবেন না যে আমাদের দুই কোটি টাকার কম খরচ হবে। আমি কালকেই বণ্ড ইস্যু করে দিতে পারি। আমার অফিসাররা কয়েকদিন আগে ইউ. পি. থেকে ফিরে এসেছে। তারা তাদের ব্যবস্থা দেখে এসেছে যে সেখানে ৫০৲ টাকা নগদ আর বাকী সব বণ্ড তাও ৪০ বৎসরের জন্য। আমাদের ২০ বৎসরের বণ্ড আর তলার দিকে সবটাই ক্যাস। ক্যাস কত? ২৫০৲ টাকা ক্যাস, ৫০০৲ টাকা ক্যাস, তারপর ধাপে ধাপে কমে আসছে। সুতরাং আজ মধ্যবিত্তকে কিছুই দেখা হয়নি, বাংলাদেশের গভর্ণমেণ্ট দেখেনি একথা আপনারা বলতে পারেন না। এমনভাবে দেখা হয়েছে যা আপনার অন্য কোন

প্রদেশ ভারতবর্ষে দেখাতে পারে নি। আজ সেই জন্য আমরা এই দুইএর সামঞ্জস্য ও সমন্বয় করছি যাতে দুই পক্ষই বাঁচে, বাংলা বাঁচে, নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঁচে, চাষী বাঁচে। এবং এ কথা সত্য যে এই ভাবেই চেষ্টা করছি এবং এই পথে গভর্ণমেণ্ট দৃঢ় পদে এগিয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে মোটামুটি গোড়ার দিকের কথা।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই, যে এখানে কিছুদিন ধরে একটা তর্ক উঠেছে। শ্রীশংকরদাস ব্যানার্জ্জী যে কথা বলেছেন আমি সেই বিতর্কের মধ্যে আসছি। তিনি একদিকে অনেকগুলি কথা বলেছেন যা বলে ব্যাপারটা ঘলিয়ে দিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত বড় আইনজ্ঞ, আমরা ওরকম আইন বুঝিনা, তার কারণ আইন বুঝবার জন্য আমরা তাদের শরনাপন্ন হই এবং অন্ধভাবে তাদের মত নিয়ে আমরা চলি। কিন্তু মোটামুটি তিনি যে কথা বলেছেন তার মধ্যে দুইটি কথা হচ্ছে, একদিকে বলেছেন রেণ্ট এবোলিশ করে দাও, আর একদিকে বলছেন ইমিডিয়েট কমপেনসেশান দিয়ে দাও। এই দুইটি যে কোথা থেকে হবে তা আমি বুঝতে পারি না। এক দিকে বলছেন রেণ্ট এবোলিশ করে দাও, তার মানে কি তাতে আমি পরে আসছি, আর একদিকে বলছেন:কমপেনসেশান দিয়ে দাও। তার উপর বণ্ড দিও না। সব ক্যাস দিয়ে দাও। বণ্ড তিনি বলেছেন ভেলুলেস। ইউ. পির. সমস্ত কমপেনসেশান তাহলে ভেলুলেস বিহারের সমস্ত কমপেনসেশান তাহলে ভেলুলেস আর অন্যান্য প্রদেশে যেসমস্ত বণ্ড দিয়েছে তাও ভেলুলেস। এমন কি তারপর তিনি হয়ত বলবেন যে কোম্পানির কাগজগুলি কোন্ দিন ভেলুলেস হয়ে যাবে সুতরাং সেগুলি ইস্যু করবে না। আমি জানি না, এই বণ্ড যদি ভেলুলেস হয় তাহলে এই দুইএর মধ্যে মিল করা শক্ত হবে। তাছাড়া তিনি এত খবর যখন নিয়েছেন, তখন আর একটা খবর কি নিয়েছেন যে প্ল্যানিং .কমিশনের মধ্যে যে প্ল্যান করা হয় তার মধ্যে প্রভিন্সিয়াল গভর্ণমেণ্টকে যে সমস্ত রিসোর্সেস দেওয়া হয় তার মধ্যে জমিদারী এবোলিশন নেই। তাবা বলেছেন, এটা ডেভলপমেণ্ট নয়। অতএব তোমরা যে যে রেসোর্সেস প্লেজ করবে, তোমাদের রেসোর্সেস এর হিসাবে প্ল্যানিং কমিশন-এর এগেইনষ্টে সেণ্টাল গভর্ণমেণ্ট ম্যাচিং গ্র্যাণ্ট দেবে। যেমন ময়ূরাক্ষী, যেমন কংসাবতী, যেমন দামোদর, যেমন দুর্গাপুর ইত্যাদি ইত্যাদি তার মধ্যে থেকে কোন টাকা:তোমরা কমপেনসেশান এ খরচ করতে পারবে না। আজ ডাঃ রায়ের সম্মতি সহকারে আমি আপনাদের বলছি যে বাংলা-দেশে কমপেনসেশান -এর জন্য সমস্ত বাংলা .সরকার দায়ী, তারজন্য কেবলমাত্র রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টএর রেভিনিউ দায়ী নয়, বাংলাদেশে যে সমস্ত রিসোর্সেস প্লেজ করা হয় তদতিরিক্ত আয় হতে কমপেনসেশান দিতে হবে এবং এই কাজ করতে হবে মধ্যবিত্তকে বাঁচাবার জন্য, নিম্নমধ্যবিত্তকে বাঁচাবার জন্য। আজকে বিহারের উদাহরণ, ইউ. পির উদাহরণ আমাদের সামনে থাকা সত্ত্বেও আমরা তা বদলানর চেষ্টা করিনি, আমরা ক্যাশ দেবো। সেইজন্য আজ যদি এই জিনিষ দিতে হয় তাহলে কি আমরা দুর্গাপুরের টাকা থেকে টাকা আনবো, কংসাবতী থেকে টাকা আনবো, আজকে সার বীজ থেকে টাকা আনবো, আজ কি ডিপ টিউবওয়েল থেকে টাকা আনবো, এনে জমিদারদের কমপেনসেশান দেবো? আজ শ্রীশংকরদাস ব্যানার্জী বলেছেন যে হোটেল-এর উপর ট্যাক্স কর, মিল-এর উপর ট্যাক্স কর, ইণ্ডাইরেক্ট ট্যাক্স কর, করে টাকা তোল। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে, আমি তাঁর কথাই কোট করছি, যে, হোটেলএর প্রত্যেক মিল-এর উপর দুই পয়সা করে ট্যাক্স বসাও। একজন কলের কুলি সে খেতে গেল, আজ তাকে দিতে হবে দুই পয়সা ট্যাক্স, আজ ও জিনিষ কি কাম্য? আজ বাংলাদেশের রেভিনিউ সম্পর্কে ল্যাণ্ডরেভিনিউ কমিশন বলে

করতে গেলে অনেকগুলি জিনিষ দরকার, প্রথম হচ্ছে, ভুমিসংস্কার একথা বিশ্বশুদ্ধ লোক জানে। এদিকে আমরা অগ্রসর হয়েছি, ভুমিসংস্কারে আমরা হাত দিয়েছি। জমির মালিকানা বলতে অনেক জিনিষ আমরা বুঝি, কোঅপারেটিভ, কালেকটিভ ফার্মিং বুঝি। না, জমির মালিকানায় সার্ভিস কোঅপারেটিভ বুঝি? অথবা, নিরঙ্কুশ পুরো মালিকানা বুঝি। পুরো জমির মালিকানা চাষীকে ১৮৮৫ এর বি. টি. আক্টএ দেওয়া হয়েছিল যার ফলে কোর্ফা প্রথা হল, তার তলে বর্গাদার আণ্ডার টেনাণ্ট। অতএব, জমির মালিকানা হলে চাষী জমির উন্নতির চেয়ে কৃষির উন্নতি হবে, এসব কথা যা বলা হয় তার প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ হচ্ছে বাংলাদেশের জমির এই অবস্থা। এর মধ্যে অনেকগুলি ইকনমিক ফ্যাক্টর ওয়ার্ক করছে। এই যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যারা জমির উপস্বত্ব ভোগ করে তারা নিজেরা চাষ করে না—ইউ পি-তে ওনার কাল্টিভেটর এর টোটাল পারসেণ্টেজ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, পারসেণ্টেজ টু টোটাল কাল্টিভেটর। ইউ, পি-তে ওনার কাল্টিভেটর এর শতকরা ভাগ বোধ হয় ৬০% এর উপর, এখানে বোধহয় মাত্র ৩৭%। আমি স্মৃতি থেকে বলছি, সামান্য ভুল হতে পারে। তারপর, নন-কাল্টিভেটিং ওনার, যাবা ও জমি করে কিন্তু মজুর বা বর্গাদার দিয়ে চাষ করায়; তারপর, কাল্টিভেটিং বর্গাদার—এসব ইকনমিক ফেনোমেনন বাংলাদেশে আছে। যদি ৬০।৭০ বছর আগে বাংলা-দেশে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ব্যবসায়ে লিপ্ত হত তাহলে হয়তো একমাত্র কাল্টিভেটিং ওনারস ছাড়া জমির মালিকানা থাকবে না এবং এই অবস্থা আমাদের দেখতে হত না। আজ যদি এই ইকনমিক ষ্ট্রাকচার-এ হঠাৎ কিছু করা হয় তাহলে তারা পরের দিন ভিখারী হবে। আমরা এবিষয়ে চিন্তা করছি, প্ল্যানিং কমিশন ও চিন্তা করছেন কিভাবে জমির মালিকানা দেওয়া যায়। কিন্তু একমাত্র জমির মালিকানা দিয়েই কি চাষের উন্নতি হতে পাবে? কিছুদিন আগে এভহার্ড সাহেব ফিনান্স মিনিষ্টার অফ ওয়েষ্ট জার্ম্মানী এখানে এসেছিলেন, তার সঙ্গে একটা এক্সপার্ট টিম এসেছিল, তাঁদের মধ্যে সাইন্টিষ্ট ছিলেন, সয়েল কেমিষ্ট ছিলেন, এগানমিষ্ট-ছিলেন। তাঁদের আমি বহু জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম এই এই জায়গা দেখে আসুন। তাঁরা একটা কথা আমাকে বলেছিলেন, তোমাদের এখানে যেসব জমি চাষীদের চাষ করতে দেখলাম ইন জার্ম্মানী...

they would not touch such submarginal lands with a large pob.

তারপব, আমাদের এখানে মার্জিনাল ল্যাণ্ড, সাবমার্জিনাল ল্যাণ্ড এ আজ চাষ হচ্ছে। আজ যদি আমাদের দেশের কৃষির উন্নতি করতে হয়;তাহলে অনেকগুলি জিনিষ করতে হবে টেকনিকাল ইমপ্রুভমেণ্ট, সার সরবরাহ, বীজ সরবরাহ ইত্যাদি করতে হবে। তাছাড়াও রুরাল ক্রেডিট দরকার, এবং এসব করে ইণ্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম নিয়ে এগুতে হবে। একথা কি সত্য নয় যে, আমরা বাংলা দেশে মহাজনদের বিরুদ্ধে চীৎকার করেছি, কিন্তু এটাপ নির্ম্মম আজ প্রচুর রুরাল ক্রেডিট ক্যাপিট্যাল এর অভাবে চাষীরা সাদা কাগজে খত লিখে টাকা নিচ্ছে। তাতে কি চাষের উন্নতি হবে। এসব আজকে আমরা চিন্তা করছি। আমাদের তরুণবন্ধু তরুণকান্তি ঘোষ, সেচমন্ত্রী অজয় মুখার্জি এদের সকলের সহযোগিতায় একটা ইণ্টিগ্রেটেড স্কীম অফ ইম্প্রুভমেণ্ট না করতে পারা যায় তাহলে কি শুধু চাষীকে মালিকানা দিলেই হবে, শুধু কি মালিকানায় ম্যাজিক ওয়াণ্ড এই হবে? তা হয় না। তাই আমরা ধাপে ধাপে, আমাদের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছি মালিকানাও দিতে হবে অন্য জিনিষও করতে হবে। এবিষয়ে আমরা নিদ্রিত আছি একথা মনে করলে ভুল হবে। আমি আপনাদের এই কথা বলতে পারি যে, আমাদের বিভাগ থেকে যতটুকু চেষ্টা করা দরকার সেই চেষ্টার

ক্রটি হচ্ছেনা। ভূমি সংস্কারের কথা যা মাননীয় সদস্যরা বল্লেন, আমরা আশা করি আপনাদের সকলের সহযোগিতায় অগ্রসর হয়ে সেই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাতে পারব।

Mr. Speaker : I now put all the cut motions, except those on which division has been wanted and those which are out of order, to vote.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure undr Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motiom of Shri Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 5,94, 65,000 for expenditure under Grant No. 2, Mejor Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment or Compensation to Lanb Holders etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put anc lost.

The motion of Shri Mangru Bhagat that the demand of Rs. 5,94.65,C00 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zaminday System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 5,9,4 65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Mihir Lal Chatterji that the demand of Rs. 5,94,65, C00 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 1C0, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 5,94, 65,000 for expenditure under Grant No, 2, Major Heads "7—Land Reveune and 65—Payment of compensation to Land Holders, ete., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhuban Chandra Kar Mahapatra that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2 Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 5,94,65, 000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and

65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Turku Hasda that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Panchu Gopal Bhaduri that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguly that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Roy that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharyya that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Haran Chandra Mandal that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No.2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bankim Mukherji that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jyoti Basu that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Syed Badruddoja that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Hends "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be redueed by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gopal Basu that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Holders, and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Natendra Nath Das that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of tahe Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7 Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 5, 94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhakta Chandra Roy that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jagadananda Roy that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No, 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindury System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Mallik Chowdhury that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jamadar Majhi that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2. Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bejoy Krishna Modak that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Pravash Chandra Roy that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandari that the—demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—117

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Blanche, Shri C.L.
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Shri Benoy Kumar
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhury, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati

Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R.E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Zia-ul-Hoque, Shri Md.

AYES—69

Abdulla Farooque, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath

Basu, Shri Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Shri
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherjee, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 69 and the Noes 117, the motion was lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result :—

NOES—117

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerjee, Shri Sankardas

Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Blanche, Shri C. L.
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupat
Majumdar, Shri Jagannath
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari

Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda;
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—70

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Dr. Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan

Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherjee, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 70 and the Noes 117, the motion was lost.

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 5,94,65,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result :—

NOES—119

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyampada
Blanche, Shri C. L.
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharni
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Jamadar

Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Jagannath
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—69

Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh

Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Dr. Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherjee, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri, Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 69 and the Noes 119, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Bimal Chandra Sinha that a sum of Rs. 5,94,65,000 be granted for expenditure under Grant No. 2, Major Heads "7—Land Revenue and 65—Payment of compensation to Land Holders, etc., on the abolition of the Zamindary System" was then put and agreed to.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-32 p.m. till 3 p.m. on Tuesday, the 15th March, 1960, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Tuesday, the 15th March, 1960, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 15 Hon'ble, Ministers, 11 Deputy Ministers and 204 Members.

Supreme Court Judgment on Berubari.

[3—3·10 p. m.]

Shri Jyoti Basu : Sir, before we start the Government business I wish to ask a question to the Chief Minister with regard to the statement which he made yesterday on the judgment of the Supreme Court with regard to the transfer of Berubari. Now the Chief Minister decided yesterday—I was not here at that time—I see in the Press—that the stand of the West Bengal Government and the West Bengal Assembly has been vindicated by this judgment. But does he propose to make a representation to the Centre so that now the Centre does not proceed to change the Constitution in order to hand over Berubari to Pakistan ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : It has been wrongly interpreted. I did not say that the stand of the West Bengal Assembly has been vindicated. I said the stand taken by the West Bengal Government in arguing the case before the Supreme Court was that Article 3 of the Constitution does not give the Parliament a power to Legislate in order to part with the part of the territory It requires a change in the Constitution. But I do not see how I can butt in if Parliament so desire to put in a Bill for the amendment of the Constitution. We have got a few of our own members in the Parliament. We do not know what they will do.

Shri Jyoti Basu : Certainly West Bengal Government can make a representation to the Centre so that Berubari is not transferred by them and the West Bengal Government can give their views to the Centre.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : I will go to Delhi on Saturday and I will discuss this matter.

Shri Deben Sen : মি: স্পীকার, স্যার, এখানে একটা ইউনানিমাস রিজলিউশান এ সম্পর্কে পাশ করে, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টকে ব্যাক্ করে, ফারদার স্ট্রেঙ্থেন করে পাঠিয়ে দেওয়া উচিৎ যে আমরা বেরুবাড়ী পাকিস্তানে চলে যাক এ চাই না, বেরুবাড়ী আমাদের মধ্যে থাকুক এ আমরা চাই। কাল হোক, শুক্রবার হোক কি শনিবার হোক একটা টাইম করে। There need not be any speeches on that resolution.

একটা রিজলিউসান ড্রাফ্ট করে পাঠান উচিৎ। তাতে আপনাদের হাত আরও স্ট্রেঙ্থেন হবে। আপনি বলেছেন পার্লামেণ্টে যাঁরা মেম্বার আছেন তাঁরা ফাইট করবেন। কিন্তু পার্লামেণ্টের মেম্বাররা একেবারে পেনসনার্সদের মত হয়েছেন। সুতরাং তাঁদের উপর নির্ভর করে থাকতে আমরা সাহস করতে পারছি না। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট এবং এ্যাসেম্বলী থেকে মুভ করা উচিৎ।

Shri Hemanta Kumar Basu: স্পীকার মহোদয়, কালকে বেরুবাড়ী সম্পর্কে ডা: বিধানচন্দ্র রায় সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত এখানে ঘোষণা করলেন এবং আজকে আনন্দ বাজারে দেখলাম যে ভারত গভর্ণমেণ্ট সংবিধান পরিবর্তন করে বেরুবাড়ী হস্তান্তরের কথা চিন্তা করছেন। কাজেই আমাদের বাংলাদেশের যে সর্বসিদ্ধান্ত মত সেটা আবার নূতন করে জোর করে জানানো উচিৎ। আমরা বরাবর বলেছি যে বেরুবাড়ী ভারতবর্ষের অংশ, বাংলাদেশের অংশ সেটাকে আমরা দিতে পারি না। বাংলার জনমত এ বিষয়ে খুব সংগঠিত এবং শক্তিশালী এবং ভারতবর্ষেও এ বিষয়ে জনমত প্রকাশিত হয়েছে। সেজন্য আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করবো, দেবেনবাবু সে কথা বলেছেন—যে এই এ্যাসেম্বলী থেকে সংবিধান পরিবর্তন করে বেরুবাড়ী হস্তান্তরের বিরুদ্ধে আমাদের সর্বসিদ্ধান্ত মত যেন জানানো হয়।

Demands for Grants.

Major Heads: XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes, etc.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recomendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 4 36,77,000 be granted for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account".

Sir, it may appear rather puzzling to some that we have moved a Grant which is a combined Grant of receipts along with expenses. But if you look at page 58 of the Red Book you will find that Receipts from Road and Water Transport Schemes are all put in there, and it shows that after paying all expenses it is expected that next year there will be a net receipt of Rs 11 lakhs 3 thousand but in order to get that you will have to spend Rs. 4,12,07,000. That is to say this money must be in the hands of the Transport Department in order to be able to realise the result that we visualise. The other portion of the demand is with regard to Capital charge. Grant No. 47 includes the following Schemes :—

(1) State Transport Services in Calcutta and surrounding areas including the Central Workshop.

(2) State Transport Services in Cooch Behar.

(3) Construction of a Car Park in Dalhousie Square.

(4) Improvement of Chowringhee by construction of a subway, etc.

(5) Construction of a Bus Station at Belgachia.

The State Transport Services in Calcutta and Cooch Behar account for the bulk of the grant.

The State Transport Services in Calcutta were started with 25 buses on the 31st of July, 1948 when due to migration of some holders of permits to Pakistan and increase of traffic it was found essential to find out other people who could carry on bus-services in Calcutta. At that time you will recall that all the buses in Calcutta were owned by private owners. Therefore the question was as to whether we would issue new permits or whether the State would take up the work of starting the Bus service itself. The State decided to enter this field and gradually in course of five or six years to replace the private bus-owners who were running the buses in Calcutta. One of the reasons why the bus service was intended to be taken over was that it opened a new avenue of employment for young men of the middle and lower middle class amongst whom, as is well-known unemployment is very acute The initial years were spent in training the personel and building Depots and Central workshops for providing the necessary facilities for maintenance of vehicles and after this essential spade work was

completed and experience in running large scale transport services was acquired it was decided with the approval of the Planning Commission to take over the private bus service in Calcutta in accordance with a five-years phased programme beginning from 1955-56. In big cities in other countries this essential public utility service has been either municipalised or nationalised and in Calcutta this step had been recommended by several high authorities even before independence. There were 552 private buses in Calcutta run by 332 owners most of whom had no capital of their own and had to borrow money at high rates of interest from financiers. It was not possible in such circumstances that the services would be improved by introduction of vehicles of the modern type which are used all over the world in such city operation as they were beyond the means of such operators.

[3-10—3-20 p.m.]

If the services had been left as they were, Calcutta would never have benefit of service by vehicles of the type which are now used by the State Transport. Though the private operators have been displaced from Calcutta they have been given alternative routes outside Calcutta and thus they and their employees have been rehabilitated. A number of their employees have also been given employment in the State Transport when they have been found to have the necessary qualifications. In this way the State Transport has so far taken over 15 out of 21 routes due for nationalisation and replaced 400 of the private buses, It is proposed to complete this nationalisation programme by next year The fleet of the State Transport will reach a strength of 630 at the end of the current month and 750 in March 1961. It now employs about 8,500 persons and runs about 64,000 miles per day and carries 9,50 000 passengers daily. It has one Central Workshop and 3 fully equipped depots and a fourth depot for 200 vehicles is nearing completion at Paikpara.

The State Transport in Calcutta has been the largest emplover of East Bengal refugees and has made significant contribution to the rehabilitation of displaced persons. The number of East Bengal refugees employed in this undertaking is nearly 5,000. In view of its potentiality for giving employment to refugees who do not have much education or technical training, the Government of India have successively granted 4 loans totalling Rs. 100 lakhs to meet nearly 50% of the cost of acquisition of buses to provide additional traffic facilities in Calcutta on condition that the balance of the expenditure required is provided by the State Government and employment is given to 2,666 refugees, 80 p.c. of whom should be from camps. The State Government's share has been provided by borrowing from the depreciation reserve of the undertaking to the tune of about Rs. 55 lakhs. The quota of employment has been practically fully implemented. Therefore, the Government of India have now sanctioned a 5th loan of Rs. 25 lakhs to purchase 50 double-deck buses on condition that employment is given to over 600 refugees, most of whom should be from camps. The loan will be drawn next year if the Ministry of Finance release the necessary foreign exchange for import of the vehicles. In addition to this a training school has been established in the Central Workshop for giving training for 2 years in auto-machanics and driving. 79 refugees boys are now under training in auto-mechanics and 94 in driving and are paid an allowance of Rs. 30/- per month during the course of training. The recurring expenditure of this scheme is borne by the Ministry of Rehabilitation and a school-building has been built with a loan of Rs. 49,200 from the Ministry.

To meet the serious shortage of qualified technical personnel apprenticeship training schemes have been started in the Depots and Central Workshop. 177 trainees are now in the first year of training receiving a daily allowance of Rs. 1/8/- and 79 in their second year on a daily stipend of Rs. 2/8/-. In the case of apprentices who have obtained diploma and allowance of Rs. 100/- per

month is paid during the period of training which is one year. There is also a serious shortage of qualified Engineers for the superior posts. A scheme for apprenticeship training for Graduate Engineers has also been started and last year 6 Graduate Engineers recruited from Kharagpur, Sibpur and Jadavpur received training for one year and were paid a stipend of Rs. 250/- each per month. They have been absorbed in higher supervisory posts on completion of their training. Another batch of four Graduate Engineers are now on training on similar terms and the Principals of these three Colleges, Kharagpur, Shibpore and Jadavpur, have again been approached for nominating more ex-students from their Colleges for this course.

One of the most difficult problems has been to obtain bus-drivers capable of handling big vehicles of the type used by the State Transport as such vehicles are not in common use. Before appointment drivers who have bus licence are given training for one month and paid Rs. 4 per diem as allowance and other drivers having heavy vehicle licence but not bus licence are given training for two months and paid Rs. 2 per diem. Altogether 4/3 drivers have completed their training or are still in the School this year and 2(0 have been given appointment.

There have been several accidents in connection with the State Transport buses. It has been suggested that the buses are largely responsible for the increase in the number of accidents in the streets of Calcutta. This upward trend in the number of accidents is due largely to the increase of road congestion and increase of population in the city and the State Transport which has also been increasing in size has had to take its share in this increase. It will, however, be seen from the following statement of fatal accidents in which the State buses were involved that only in a small percentage of cases the State drivers were considered to be guilty by the police or the law courts. In 1957, of 56 fatal cases, the police sent up 40 cases against the drivers, 16 were prosecuted, 4 were convicted and 12 were acquitted. In 1958, of the 65 fatal cases, 51 cases were found against drivers by the police, 10 were prosecuted, 2 were convicted, 5 were acquitted and 3 are pending in the court. In the year 1959, of the 73 fatal cases, 24 cases against drivers were found by the police, 7 were prosecuted and only one was convicted. Though the number of fatal accidents involving State buses has been increasing, the number of cases in which the drivers were sent up has been diminishing and the number in which the courts have found the State bus drivers guilty has also shown a similar decrease. This shows that other reasons should be looked for in order to prevent increase in such accidents. The State Transport, as stated above, has initiated training courses for its drivers and 5 Route Inspectors have been appointed to move about and detect cases of rash driving and breach of traffic rules by State bus drivers. In co-operation with the police a correctional procedre has been evolved for drivers and drivers who are found habitually rash or careless are severely punished by the undertaking.

Regular time scales of pay have been introduced from the 1st of April, 1958 and the scales will compare favourably with the most favourable scales of pay obtaining Transport organisations in India. Contributory Provident Fund has been introduced among the employees from April 1956 and the State pays 6¼ per cent of the employees' pay as its share. Recently Government has sanctioned a Gratuity scheme for the employees which will impose a financial burden of Rs. 3 lakhs on an average per annum. Gratuity will be paid not only on retirement but on death or invalidation of an employee before retirement is due. To create incentive amongst workers rewards and special allowances are given on a liberal scale. Conductors are given reward if their collection exceeds a certain amount.

[3-20—3-30 p. m.]

They are also given special allowance if they are required to work in any extra trip above the normal schedule. During the last 12 months conductors were paid reward of Rs. 2,86,000 for good collection and Rs. 42,000 for working in extra trips, or a total of Rs 3,28,000. Thus a conductor earned about Rs. 100 on an average as reward. Similarly, drivers are given an allowance of 75 nP. to 1·25 nP. per day depending on the nature of the vehicle for punctual running and completing the scheduled number of trips and also an extra allowance if he performs any trip in excess of the scheduled number of trips. The drivers obtained Rs. 3,49,000 as their normal trip allowance and Rs. 26,000 for doing extra trips, or a total of Rs. 3,75,000. A driver, therefore, can earn Rs. 300 a year on average as extra for doing his work well.

These employees are also entitled to a tiffin allowance of Rs 5 per month if they obtain refreshment from the departmental canteens provided they are regular in attendance. An expenditure of Rs. 93,000 was incurred during the last 12 months as tiffin allowance As, however, a large number of drivers and conductors cannot make use of this concession as they have to work outside the depots and the Central Workshop it is proposed to start two mobile canteens in the near future for such employees. At some big terminal points rest room, canteens, and tubewell have been provided for the employees and more such terminal stations are under construction Employees get medical treatment and medicines at the depots and the Central Workshop and if they pay a subscription of annas four per month, they are treated free of cost at their homes and given free medicine. Recently Government have sanctioned a scheme for free Hospital treatment of employees and their family members by reserving 20 beds in two Hospitals in the city and 5 beds in Jadavpur T.B. Hospital. Those employees who will pay annas eight per month as subscription will get the benefit of free Hospital treatment in addition to free medical treatment in their houses and those who pay Re. 1 per month will have the benefit of free Hospital treatment extended to the members of their family. In addition to this, ex-gratia grants are paid to employees who are suffering from T.B. and other chronic illness towards the cost of nourishing diet etc 136 employees received such ex-gratia grants during the last 12 months which were up to Rs. 150 in some cases. Grants on compassionate grounds to the family of a deceased employee and for his funeral expenses are also given and there were 6 such cases during the past 12 months. Grants are also paid to persons injured in accidents involving the State Transport for their medical treatment or for assistance to their families in deserving cases irrespective of any consideration as to whether the State is legally liable in the case. In this way a sum of Rs. 3,411 was spent in four cases during the last year. The State Government had promoted Co-operative Society among the employees by advancing capital, as and when necessary, at low rates of interest. Sports and recreational activities are encouraged among the employees and a sum of Rs. 18,275 has been spent during this year so far for this purpose. The Swimming Team of the State Transport is the best in Calcutta.

In the initial years the undertaking was unable to earn any each surplus, but this is not uncommon in the formative stages of an undertaking like this. In 1955-56 when the scheme of phased nationalisation of private buses in Calcutta was taken up the undertaking turned the corner and there was a cash surplus of Rs 21.43. lakhs in 1955-56 and Rs 21.28 lakhs in 1956-57, but this began to dwindle rapidly as the results of heavy taxation on fuel and other materials used by the undertaking and the increase in dearnes allowance and introduction of pay scales and other benefits for the employees began to take effect.

There was a cash deficit of Rs. 7·88 lakhs in 1957-58, but there was a small cash surplus of Rs. 1·47 lakhs in 1958-59. The revised estimate for the current

year shows a nominal cash surplus of Rs. 45,000/-. Though the balance sheets based on earnings, assets and liabilities would give a more correct picture and would show that the position is more favourable, but the trend disclosed in the cash earnings and cash expenditure cannot be ignored. It shows that the rise of expenditure due to continued increase of prices and increased emoluments and benefits to the staff can no longer be absorbed in the earnings at the existing rates of fares and the undertaking is being gradually pushed to a position when it would have no margin of safety left. The State Government, therefore, appointed in 1957 a Commission of Enquiry consisting of three well-known economists who examined the working of the undertaking. The Commission has come to the conclusion that on account of factors beyond its control the finances of the undertaking have been developing a gap between revenue and requirements which cannot be bridged by any possible economy in its working except by an enhancement of fares. Though the recommendation of the Commission was received in September, 1957, Government postponed a decision and watched the situation, but as the trend of prices showed no sign of coming down but rather going further upward and as fresh burdens such as free Hospital treatment and payment of retirement gratuity had to be undertaken, Government agreed to an enhancement of fares in selected stages by 1 naya paysa in denominations below 20 naye paise and 2 naya paise in higher denominations. This increase has come into force from the 20th. January last and will affect not more than 50 per cent. of the passengers and the fares in Calcutta will still remain the cheapest among big cities in India. The additional revenues that will be available cannot be forecast correctly but this has been taken into account in the next year's budget. The budget estimates for the coming year show a cash surplus of Rs. 6.16 lakhs, but whetherc this will materialise remains doubtful as soon after the fares were increased, the Central Budget has increased the Excise Duty on diesel fuel by 25 naye paise per gallon and has imposed heavy additional duties on aluminium sheets, electric bulbs and on motor vehicles which will substantially increase the working expenses. The new Excise Duty on diesel fuel alone will and about Rs. 8 lakhs next year to the working expenses. While the chase between earnings and expenditure has become a more and more baffling problem, some quarters have questioned the necessity of any increase of fare on the ground that the working of the undertaking is extravagant and any additional expenditure can be met by effecting economy. The Commission of Economic Experts above-mentioned has compared the working expenses of this undertaking with comparable bus transport services elsewhere in India and has come to the view that both in economy of operation and efficiency, it stands well in comparison. In July last, Government appointed a well-known firm of business Consultants of America, viz. the International Management Associates to carry out a management audit and survey analysis of the State Transport services in Calcutta. This organisation has carried similar investigation in transport services in some big cities in other countries. Its general verdict is "Your general organisation and administration is 70 per cent. effective which is considered to be good". The Consultants considered that there is no basic problem in this area, but have suggested certain ways of further improving the organisation which will raise it from 70 per cent. effectiveness to 75 per cent. The undertaking is fully conscious of the need of economy in all possible ways and steps have been taken for this purpose. Some of the measures where the practical results can be evaluated are mentioned below.

Reclamation of spare parts : Most of the spare parts have to be imported and it is not possible to get adequate foreign exchange for the purpose. Therefore, units have been set up in the Depots and in the Central Workshop to recondition worn-out spare parts as much as possible. For this purpose one Foreman was sent abroad under. U. N. Scholarship to receive training. On his return, the work of renovation of worn-out spare parts has been taken up in earnest. During the

last 12 months, worn- out parts whose value when new was Rs. 6,09,000 was reconditioned at a total cost of Rs. 58,500. On the basis of 60% life of the original, the value of the recondition parts was Rs. 3,66,000 and thus there was a saving of Rs. 3,07,000 to the undertaking on this head alone.

[3-30—3-40 p. m.]

To increase the scope of this work, a new plant is being set up at the cost of about Rs. 1 lakh for electrolytic deposition of hard chrome on worn-out parts of high tensile steel. At present such parts have to be thrown away even after nominal wear, as they require a high degree of precision. This plant will cause considerable saving of foreign exchange and is the only one of its kind in Calcutta. In the whole of India there are few plants of this nature.

A plant has been set up for repairing and resoling tyres and thus to get a second or even a third life from tyres instead of throwing them away, as tyres are very costly now a days. In this way over 3,500 tyres were treated in this plant during the last 12 months at a total cost to the undertaking of Rs. 2,38,000, whereas the cost would have been Rs. 5,68,000, if done outside and this there was a net saving of Rs. 3,30,000.

A high speed rotary press has been installed costing about Rs. 1 lakh which is the only one of its kind in Calcutta. 327.3 million tickets were printed during the last 12 months at a total cost of Rs. 1,91,000. If they were obtained from outside, as it used to be done at one time, the cost to the Directorate would have been Rs. 3,85,000. This there was a saving of Rs. 1,94,000 on this item alone. In addition to this the undertaking has an automatic flat bed printing press in which all its forms etc. are printed and there has been a saving of about Rs. 14,000 on this head also.

A laboratory has recently been set up to test oil, lubricants, greases, water etc. while in use in the engines and thus valuable data are obtained which will help in checking engine wear and getting more life from the materials. This laboratory is the only one to be established by a Transport undertaking in India and will assist in reducing the cost of operation.

The problem of office peak hours is a difficult one as there is a sudden upsurge of traffic by 200 to 300 per cent of the norm during two short periods in the day. The number of buses will have to be doubled during these periods to make travel condition more comfortable, but these additional buses will not get sufficient traffic outside these periods to meet the running cost. Moreover, in the present congested conditions of the streets of Calcutta it will not be possible to increase the number of buses to any greater extent Passenger traffic in Calcutta has incrersed by leaps and bounds without comparable increase in the road surface. Moreover, on account of the low level of fares obtaining in Calcutta some overcrowding is inevitable, as an operator must have a minimum revenue from a bus to cover his working expenses and the loading must be such as to give him at least this minimum income. No big city of the size of Calcutta has been able to solve the problem of overcrowding during peak hours by trams and buses alone. Should there electric train service into the heart of the city as in Bombay and Madras or underground trains as in London, even then the problem of peak hour traffic will remain a difficult one. In London underground trains are as heavily overcrowded as the trams and buses in Calcutta, though no overcrowding is allowed in the London buses. In Bombay though standing to a limited extent is allowed in the buses there is electric train right into the heart of the city and they are as badly overcrowded as the public transport in Calcutta. Bombay is already thinking of

having an underground railway. In spite of the difficult nature of the problem the State Transport has made significant addition to the transport facilities in Calcutta. On the 31st March 1951 at the beginning of the first year of the First Five Year Plan, the total number of seats in buses running in Calcutta was about 16,750—State bus 4,400 and private buses 12,350. The total number of seats in buses on the 8th March, 1960 running in Calcutta was 29,500, i.e nearly double. Thus the total number of seats has increased from, 16,750 to 29,500 or by over 75 per cent, which is due entirely to the State Transport. For 7350 seats in private buses replaced during this period the State Transport has added 20,200 seats, or in other words for every 100 seats in private buses withdrawn from Calcutta, the State Transport has placed 275 seats. Order has been placed for 50 single decker buses of existing big size. The Government of India have been moved for release of foreign exchange for purchase of 50 double deckers. These 100 buses are expected to be placed in service during 1960-61 and will ease overcrowding materially.

The State Transport has laid the foundation of a modern transport service for the people of Calcutta which would not have been possible if the services were left in the hands of a large number of private operators having not sufficient means to establish a modern service appropriate to this metropolitan city. It has also increased employment. Whereas private operators were employing one driver and two conductors for 16 hours in utter disregard of labour was and without giving them any leave or other benefits the State has employed almost three times this number in order to conform with the standards of benefits prescribed in the labour legislation and thus the fruits of the industry have been distributed to a much larger section of the population. This is an act of social justice of no mean importance. Another important aspect of this scheme has been to open an avenue of employment to young men of middle and lower middle classes in a field to which they were not formerly attracted and a career has been opened to such young men who have otherwise very few chances of getting employment on comparative pay and prospects. Lastly, this scheme has demonstrated that Bengali young men of these classes are not averse to hard labour and a stigma that they cannot be employed in any job involving strenuous work is not deserved by them if conditions favourable to their upbringing and psychology are created. Government may therefore claim that foundations have been laid for giving Calcutta an up-to-date and efficient public transport service.

Mr. Speaker: There are 33 cut motions. I have declared cut motions 4 and 18 out of order. I take the rest of the cut motions as moved.

Shri Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,77,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82 B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Jagat Bose: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,77,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA Receipts from Road and Water and Transport Schemes—Working Expenses and 82 B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,77,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82 B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Amarendra Nath Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,77,000 for expenniture under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Evpenses and 82 B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs 4,36,77,000 for expenditure under Grant No 47, Major Heads "XLVIA Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82 B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,77,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA Receipts from Road and Water Tiansport Schemes—Working Expenses and 82 B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes rutside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Dr. Radhanath Chattoraj: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,77,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82 B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Sitaram Gupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,77,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82 B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mullick Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,77,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82 B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,77,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA Receipts from Road and Transport Schemes—Working Expenses and 82 B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Rama Sankar Prasad: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,77,000 for expediture under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82 B—Capital Outlay on Road and Water Transport schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4 36,77,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82 B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,36,77,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and

82 B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,·6,77,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82 B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Provas Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,36,77,000 for expenditure under Grant No 47, Major Heads "XLVIA Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82 B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4, 6,77,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA" Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82 B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এতক্ষণ মনযোগ সহকারে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা শুনছিলাম। তিনি এই Transport Service সম্বন্ধে একটা উজ্জ্বল চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু সেটা বাস্তবিকই উজ্জ্বল কিনা সেটা আজ বিচার করে দেখা দরকার। আমি প্রথমেই একটা কথা আপনার মাধ্যমে জানতে চাই সেটা হচ্ছে সম্প্রতি যে বাসের ভাড়া বেড়েছে। সরকারী এবং বেসরকারী—সব রকম বাসের ভাড়াই যে বেড়েছে, সেটা নিয়ে আমাদের যথেষ্ট আপত্তি আছে। বিভিন্ন সময়ে আমরা তার প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছি এবার এখনও আপত্তি জানাচ্ছি। তিনি বাসভাড়া বাড়ানোর যে প্রমাণ, যে যুক্তি দিয়েছেন সেই যুক্তি শোনা সত্ত্বেও আমার মনে হয় বাসভাড়া বাড়ানোর কোন দরকার ছিল না। আমি দুই একটা হিসেব দিয়ে সেটা দেখিয়ে দেব। ১৯৪৮-৪৯ সালের হিসেব থেকে দেখা যায়, সেই সালে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা নীট প্রফিট হয়েছিল। তাছাড়া বর্তমানে ভাড়া বাড়াবার যে যুক্তি সেটাও খুব হাস্যকর। আমার মনে হয় সেটার ভিত্তিতে ভাড়া বাড়ানোর কোন যুক্তি নেই। আমি একটা জিনিষ আপনাকে পড়ে শুনাচ্ছি দে-কমিশনের report-এ ১·২ পৃষ্ঠায় ৯ নম্বর chapter-এ আছে—

The Commission's review of the estimates of receipts and expenditures for 1957-58 and 1958-59 clearly indicates that, on the basis of the existing fare schedules, there would be a gap between the expected receipts and what the Commission consider to be a reasonable level of expenditure.

[3-40—3-50 p. m.]

আমি reasonable level of expenditure কথাটা বারবার ব্যবহার করছি। এইজন্য আমি ব্যবহার করছি যে, আমি দেখাতে চাই যে, এঁরা কিরকম reasonable level of expenditure করেছেন। এঁরা ১৯৫৭-৫৮ সালে রুট আর্নিং দেখিয়েছেন ২১০·৬৪ লক্ষ টাকা, ১৯৫৮-৫৯ সালে ২২২·৯১ লক্ষ এবং এরজন্য দেখাচ্ছেন যে এতে আর্নিং বাড়বে ২৮·৭৬ লক্ষ এবং

।'৩৩ respectively অথচ the total expenditure was estimated to rise by 58'63 khs and Rs 76'40 lakhs in 1957-58 and 1958-59 respectively.

২৮ লক্ষ আর্নিং বাড়াবার জন্য তাঁরা খরচ করছেন ৫৮ লক্ষ টাকা এবং ৪১ লক্ষ ভাড়া ড়াবার জন্য এঁরা খরচ করছেন 78 lakhs of rupees. এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার—অর্থাৎ লক্ষের জন্য ৪১ লক্ষ টাকা খরচ করা এবং ৪১ লক্ষের জন্য 78 lakhs খরচ করা। কিন্তু এই ত্তিতে কোন জিনিস চলতে পারে না। আমার মনে হয় যে, এই সম্বন্ধে আমাদের একটু রিষ্কার করে বলা দরকার যে কেন এটা হচ্ছে। আমার মনে হয় এটা হওয়ার মস্ত বড় কারণ চ্ছ টপ হেভি অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান। আমি একটা হিসাবে দেখাচ্ছি যে এদের cost of rection কিভাবে ইয়ার বাই ইয়ার বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে ৫ লক্ষ টাকা cost of rection-এ খরচ হয়েছিল; ১৯৫৭-৫৮ সালে ১১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল এবং ৫৮-৫৯ সালে ১২ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। অর্থাৎ এই কয়েক বৎসরে st of direction ২½ গুণ বেড়ে গেছে। এটা হচ্ছে টপ হেভি অ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের কটা নমুনা।

দ্বিতীয়ত: আমরা খাতাপত্র যতদূর দেখেছি তাতে দেখেছি যে ৪।৫ জন শ্রমিকের উপর কজন করে মোটা মাইনের অফিসার আপনারা নিয়োগ করেছেন। কিন্তু এই খরচ করার ান দরকার ছিল না। এদের খরচপত্র সম্বন্ধে এ. জি. থেকে যেসব মন্তব্য করেছেন আমি পনার মাধ্যমে তা পড়ে শোনাতে চাই। এই সম্বন্ধে বলার আগে আমি একটা কথা বলতে ই যে এই একটি মাত্র ডিপার্টমেন্ট, যে ডিপার্টমেন্টে বড় বড় অফিসার, মন্ত্রী, উপমন্ত্রীদের পেটোয়া াককে নির্বিবাদে নিয়োগ করা হয়েছে। এমন একজন লোককে এক্সপার্ট লোক বলে য়োগ করা হল, সে এমন গাড়ী সারাল যে তা ২৫ হাত যাবার পরেই খারাপ হয়ে যায়। ই রকম দৃষ্টান্ত বহু আছে। এতে পরিবহন বিভাগ সম্বন্ধে জনসাধারণের কোন াস্থা নেই।

জনসাধারণও অনেক সময় দেখেছে যে কিভাবে এই জিনিসটা চালান হচ্ছে। গাড়ী ারাপ হওয়া এবং টাইম নেওয়ার ব্যাপার সম্বন্ধে আমি পরে বলব। তবে আমি এটা বলতে ারি যে এই State Transport Office-টি একটি—

Dumping ground of some people who are connected or who are in ssociation with the type of officials of Govt., Ministers and Dy. Ministers.

তারপর আমি যেটা বলছিলাম যে, এঁদের খাতাপত্র সম্বন্ধে Accountant General-এর Office থেকে ১৯১৬ সালে যে অডিট রিপোর্ট দিয়েছে তার পেজ ৫৯-এ যদিও অনেক কছু আছে, তবে তার ২টি জিনিস আমি মেনসন করব। Audit report-এ লেখা আছে—

Irregular sale of Old buses.

১৯৫৬ সালে ১টি নোট-এ আছে—

Offers invited for the purpose of 17 State buses.

অর্থাৎ ১৭টি দোতালা বাস বিক্রয় করবার জন্য একটা নোট দেওয়া হয়েছে। সেই নোট অনুসারে যারা টেণ্ডার দিলেন তার ৬টি টেণ্ডারের মধ্যে যার সর্বনিম্ন টেণ্ডার কিংবা অন্য টেণ্ডারের চেয়ে যার বেশী আছে তাকে না দিয়ে সেই রকম ৪০ হাজার টাকার একটি টেণ্ডার এ্যাকসেপট্ করা হোল এবং আলোচনা করে ঠিক হোল যে ৪৭ হাজার টাকায় ঐ ১৭টি দোতালা বাস বিক্রী করা হবে। এই বাসগুলো বিক্রীর ব্যাপারে Adit commission-এর রিপোর্ট হচ্ছে—

No reasons are on record to show why two offers of 57799 and 56385 which had been received on 29th Decr. 1953 from two other parties were not considered by the Directorate before starting negotiation with the tender of Rs. 40,000.

অর্থাৎ বেশী টাকার টেণ্ডারের যে সমস্ত অ্যাপ্লিকেসন এসেছে সেগুলিকে সব নস্যাৎ করে দিয়ে এমন একটা টেণ্ডার নেওয়া হোল যেটা কম দামের টেণ্ডার এবং এর উপরে A. G. Bengal-এর অডিট রিপোর্টে এই সব কথা বলা হয়েছে। আরও একটা মজা শুনুন, এটা ঐ ৪৭ হাজারে ঠিক হবার পর যখন টেণ্ডার দিলেন তা'তে এটা স্পষ্ট ছিল যে বাসগুলো রানিং কণ্ডিসনে আছে কিন্তু তবুও সেগুলি বিক্রী করা হবে। কিন্তু ৪০ হাজার টাকার টেণ্ডার এ্যাক্সেপট্ করার পর সেটা যখন ৪৭ হাজার টাকায় ঠিক হলো তখন সেগুলি আবার ৩৬ হাজার টাকা দিয়ে রিফিটেড করলেন এবং তারপর হ্যাণ্ডওভার করা হোল শ্রীপ্রতাপ মিত্রকে। তারপর আমি যেটা বলছিলাম যে ৫ হাজার টাকায় অর্থাৎ অতি সামান্য টাকায় এই ১৭টি বাস দেওয়া হোল। আরেকটা অডিট রিপোর্টের কমেণ্ট পড়ে শোনাচ্ছি এবং সেটা হচ্ছে—

Imported spare parts in H. C. Vehicles were purchased from local firm instead through manufacturers direct

এবং তারা আরও কমেণ্ট করেছেন যে—

During 1955-56 and 1956-57 no tenders were even invited for the purpose.

এ ছাড়াও তাঁরা বলেছেন—

They could have saved 64,000 by importing the spare parts direct from the manufacturers rihgt from the beginnigg.

কাজেই এই ডিপার্টমেণ্টের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা এই সব জিনিস দেখছি। ডাঃ রায় বলেছেন যে আমাদের উপর চ'র্জ হয় যে আমরা extravagant. এতো সত্যি চার্জ এবং যেটা প্রমাণ করতে গেলে বাইরে যেতে হয়না, অডিট রিপোর্টেই প্রমাণ হয়ে যায়। খরচ সম্পর্কে আপনাদের ডাইরেকটোরেটের উপর সন্দেহ প্রকাশ করা হয় এবং যার জন্যই ঐ extravagant চার্জ আনা হয়। যাহা হোক্ এই সব কথার এবং ঐ সমস্ত কমেণ্টের জবাব আমি চাই। তারপর আরেকটা জিনিস আপনি লক্ষ্য রাখবেন এবং সেটা হচ্ছে—

Capital invested in Tιansport in Calcutta up to the end of 1958-59 was 4 crores 69 lakhs but no detailed report about assets and their mode of valuation are placed before the Assembly.

সেই জায়গায় আমার বক্তব্য হচ্ছে—

Capital invested in transport, etc.

[3-50—4 p. m.]

৪ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা আপনারা খরচ করেছেন অথচ তার কোন ডিটেল্ড এ্যাকাউন্ট এ্যাসেম্বলীর কাছে রাখা হয়নি—এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। কেন এটা রাখা হয়নি সেটা আমি আপনার মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করতে চাই। তারপর এ প্রসঙ্গে আমি বলব যে যখন ভাড়া বাড়ান হয়েছিল তখন একটা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল যে কর্মচারীদের সম্বন্ধে আমরা খুব বিচার করব; সেটা আপনার মাধ্যমে রাখতে চাই এবং এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমি বলব যে স্টেট্ ট্রান্সপোর্টের যিনি এখন ডিরেক্টর তিনি হচ্ছেন খ্যাতনামা শ্রী জে. এন. তালুকদার—নামটার সাথে আমরা বিশেষ পরিচিত; আমরা—যারা বহুদিন থেকে রাজনীতি করি, বৃটিশ আমলে বিভিন্ন নির্যাতন ভোগ করেছি, তারা সকলেই জানি যে এই আই. সি. এস. প্রবর অমন বৃটিশ প্রভুদের হয়ে আমাদের কিরকম পীড়ন করেছিলেন। আজকে স্বাধীনতার পরে যখন আমরা আশা করছি যে শ্রমিক, কর্মচারী, সাধারণ মানুষ, মধ্যবিত্ত কৃষকের অবস্থা ভাল করার জন্য এই সরকার চেষ্টা করবেন তখন এই সমস্ত পুরানো ঝানু আই. সি. এস. দের হাতে সমস্ত ক্ষমতা রেখে দিয়ে ডাঃ রায় কি মনে করেন যে তিনি তাঁর ডিপার্টমেন্ট ভাল করে চালাচ্ছেন? যদি মনে করেন তাহলে আমি বলব যে সেটা ভুল ধারণা। মিঃ তালুকদার শ্রমিক, কর্মচারীদের সঙ্গে জড়িত নন, তিনি তাদের দুঃখদৈন্যের কথা কিছু বোঝেন না, তাদের প্রতি তাঁর পীড়ন সবচেয়ে বেশী একথা আমরা জোর করে বলতে পারি। বিভিন্ন দিকে আমি খবর নিয়ে জেনেছি যে স্টেট-বাসের শ্রমিক এবং কর্মচারীরা কি দারুণ নির্যাতন ভোগ করছে এই ডিরেক্টরের আণ্ডারে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড সম্বন্ধে একটা কথা বলা দরকার। ওরা এবার থেকে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড দেওয়ার জন্য বলেছিলেন। ২ বছর যাদের সার্ভিস হয়ে গেছে অনেক ক্ষেত্রে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আজ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি, তাদের নাম এনলিস্টেড্ করা হয়নি। এ খবর ডাঃ রায় রাখেন কিনা জানিনা, জানিনা এ খবর কোন স্টেট ট্রান্সপোর্টের ডিরেক্টর এবং স্টেটের যারা কর্তৃপক্ষ তারা রাখেন কিনা। আমি ভূরি ভূরি প্রমাণ দিতে পারি যে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড অনেকের বেলায় প্রযোজ্য হয়না। ১১ বছর আগে যাদের ২১ টাকা মাইনে দেওয়া হয়েছিল আজও তাদের ২১ টাকা মাইনেই আছে, এ জিনিস ডাঃ রায় জানেন কিনা আমি জানিনা। আজকে সেটা এখানে পরিষ্কার করে দেওয়া উচিৎ যে, কেন এটা চলছে। তারপর আমি চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কথা বলছি। এই চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আগে বেতন ছিল ২১ টাকা, এখন কমিয়ে ২০ টাকা করা হয়েছে। ড্রাইভারের বেতন আগে ছিল ৯০ টাকা, তা কমিয়ে ৮০ টাকা করা হয়েছে; কেরাণীর ৬০ টাকা ছিল তাকে ৫৫ টাকা করা হয়েছে এবং অনুরূপ ঠিক ৫০টি পদের মাইনে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে স্টেট ট্রান্সপোর্টে। এর কারণ কি তা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তারপর বোনাসের কথা ঘোষণা করে ছিলেন যে বোনাস দেওয়া হবে। কেরালা এবং মাদ্রাজে রাষ্ট্রীয় পরিবহণের কর্মচারীদের বোনাস দেওয়া হয় কিন্তু এখানে বোনাস দেওয়া হয়না। গ্র্যাচুইটি সম্বন্ধে ডাঃ রায় বললেন যে আমরা গ্র্যাচুইটি দেব কিন্তু আমি বলছি যে গ্র্যাচুইটি দেওয়া হয়না—১/২টা কেস এক্স গ্র্যাসিয়া grant করেছেন।

২।১টা উদাহরণ দিলেই এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। মহম্মদ সুলেমান ড্রাইভার নং ৪০ ডেট অব য়্যাপয়েন্টমেন্ট সেপ্টেম্বর '৪৮।

Nothing paid during two times of retirement.

শ্রীসুরেন নন্দী ড্রাইভার নং ৪১ ডেট অব য়্যাপয়েন্টমেন্ট '৪৮ ওনলি রিটায়ারমেন্টের সময়

পাঁচশো টাকা দেওয়া হয়েছিল একস গ্রাসিয়া। বোনাস, গ্রাচুয়িটি, প্রফিডেণ্ট ফাণ্ড এসব কথা বাজেট বক্তৃতায় প্রতিবার বলেন কিন্তু তিনি কি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন ষ্ট্যাকচুয়ালী ট্রান্সপোর্ট ডিরেক্টরেট কি করেন না করেন, তাদের ফাইল চেয়ে পাঠিয়েছেন যে এত এমপ্লয়ীর মধ্যে কতজনকে প্রফিডেণ্ট ফাণ্ড দেয়া হয়েছে, কতজন এমপ্লয়ীকে বোনাস দেয়া হয়েছে, গ্রাচুয়িটি দেওয়া হয়েছে? সেই ফাইল দেখলে বুঝতে পারবেন যে আপনি যা বলেন সেটা পালিত হয় না, ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্তৃপক্ষ সেটা পালন করেন না এটা জোর করে বলা যায়। তারপরে একটা সার্কুলার দিয়েছিলেন যে—

Government are also pleased to declare that the existing temporary posts as enumerated in the schedule annexed as permanent posts on the Directorate scale of pay as promulgated by the Home (Transport) Department Notification No. 4219, dated 11th July, 1958.

এই নোটিফিকেশনের পরে আমি বলবো যে অল্মোষ্ট সবাইকে ইনক্রিমেণ্ট দেওয়া হয়নি। ১৯৫৮ সালের এই নোটিফিকেশনের পরে কিছু কিছু লোককে হয়ত ইনক্রিমেণ্ট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ইনক্রিমেণ্ট যেটা প্রমিজ করছেন সেটা দেওয়া হয়নি এটা আমি জোর করে বলতে পারি। তারপরে ড্রাইভার কণ্ডাক্টার তাদের একটা টিপ দেওয়া হয় কিন্তু সেই অনুযায়ী তাদের ভাতা দেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে আর একটা কথা বলবো ডাঃ রায় বলেছেন ট্রেনিং-এর ষ্ট্যারেঞ্জমেণ্ট আমরা করেছি—খুব ভাল করেছেন। ১০০ নয় ১১৭ জন ট্রেনির কথা বলেছেন, এবং ৩ বছর ট্রেণ্ড হয়েছে এদের নেওয়া হয়েছে এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট থেকে টেকনিক্যাল ট্রেনিং কোর্স অনুসারে। এই ট্রেনিদের শিক্ষার পর কি ব্যবস্থা ডিরেক্টরেট করেছেন জানেন? তাদের ট্রেনিং পিরিয়াডে ১'৪০ নয়া পয়সা দেওয়া হত, সেকেণ্ড ইয়ারে ২'৫০ নয়া পয়সা ডাঃ রায় যেটা বলেছেন কিন্তু তাদের ট্রেনিং পিরিয়াড শেষ হয়ে যাবার পরে তাদের চাকরী অফার করেছেন ২০ থেকে ২৫ টাকা বেতনের এবং নেট ৩০ টু ৩৫ টাকা বেতনের। এদের ট্রেনিং দেওয়া হল ৩ বছর ধরে, ট্রেনিং পিরিয়াডে এরা যা পেত তাও কমিয়ে দিয়ে বল্লেন যে এই মাইনেতে তোমরা সার্ভিস গ্রহণ করতে পার। সুতরাং আমি একটা কথা বলবো যে আজকের দিনে যদি ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসকে ভাল করতে হয় তাহলে শ্রমিকদের অসুবিধা বুঝতে হবে তাদের ব্যাথা বুঝতে হবে এবং তাদের দরদ দিয়ে দেখতে হবে—যদি তাদের সুখী করা যায় এবং শান্ত রাখা যায় তাহলে ষ্টেট-ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস ভাল ভাবে চলতে পারে, এদিকে আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তারপরে আমি ওভার ক্রাউডিং সম্বন্ধে বলবো—যে কথা ডাঃ রায় বল্লেন এবং তার যা সলিউসন তিনি দিলেন আমি সেটা মেনে নিতে পারছি না। তার কারণ হচ্ছে এই ষ্ট্যাসেম্বলী হাউসের ভেতর দু'বছর আগে মাননীয় তরুণ কান্তি ঘোষ মহাশয় জবাব দিয়েছিলেন যে আমরা এক-একটা রুটে বাসের সংখ্যা বাড়াবো, ৬নং, ৫নং; বল্লেন যদি রাস্তা সারানো হয় এমন ভাবে বাড়াবো যাতে লোকের না অসুবিধা হয়।

[4—4-10 p. m.]

রাস্তা সারান হয়েছে কিন্তু ৬নং route-এ always peak hours, ৬ নম্বর, ৩৫ নম্বর এরকম অনেকগুলি route আছে সেগুলি always peak hours, এই ৬ নম্বরের কথা নিজে জানি বেলা দু'টোর যে অবস্থা, ৪টারও তাই, রাত্রি ৯টায়ও তাই। এই যে বাস বাড়াচ্ছেন একটা দুটো করে এতে সমস্যার সমাধান হবে না। আমি বলবো যে এই ব্যাপারে ডাঃ রায়ের argument চলে না। আরও নূতন বাস দিতে হবে, জনসাধারণের অসুবিধা বুঝতে হবে, কষ্ট বুঝতে হবে এবং দরদ দিয়ে যাতে তাদের কষ্ট কমান যায় তার প্রচেষ্টা করতে হবে, তা যদি

না করেন তাহলে এই যে উজ্জ্বল চিত্র আঁকছেন তার কোন মানে হয় না। সর্বশেষে আমি বলবো এই ভাড়া বাড়ান হয়েছে, এতে কোন সুষ্ঠু নিয়ম নাই, তারা অদ্ভুতভাবে ভাড়া বাড়িয়েছেন; দুই একটি example দেব। যেখানে ট্রাম চলে না অর্থাৎ লোককে আসতেই হবে, দূরত্ব কম হোক বেশী হোক ট্রামডিপো পর্যন্ত যে জায়গা সেখান পর্যন্ত ভাড়া বেশী বাড়িয়েছেন, অন্য জায়গায় এত বাড়েনি, কারণ সেখানে লোককে বাধ্য হয়ে আসতে হবে, জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট বুঝেন না।

শেষকথা হল ৪নং route সম্বন্ধে যা নিয়ে গোলমাল হয়েছে। তালুকদার মশায়ও জানেন ৪নং route-এ তিনি ভাড়া বাড়িয়েছেন ৪ নয়া পয়সা। চণ্ডীতলা থেকে কুঁদঘাট পর্যন্ত এই route-এর লোকেরা কিছুদিন আগে মি: তালুকদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল তাই তাদের শিক্ষা দিবার জন্যই বোধ হয় এই রকম প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ভাড়া এত চড়িয়ে দিয়েছেন। এই কথা বলে—এই মন্তব্য করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Shri Gobinda Charan Maji: স্যার, নিরঞ্জনবাবু এই মাত্র যা বললেন যে সমস্ত কর্মচারীদের মাইনে কমাতে আরম্ভ করেছেন এবং ভাড়া বৃদ্ধি হচ্ছে এছাড়াও আমি আর একটা বিষয় আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। Demand place করার আগে বিগত কয়েক বৎসর ডা: রায় কিছু তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। তিনি ১৯৫৩ সালে বলেছিলেন—

The Transport service of Calcutta was not set up with any private motive. One of the objects was to solve the unemployment problem. তিনি ১৯৫৪ সালে বলেছিলেন—

If there be any balance real balance—in any particular year, I would recommend to the Government that the balance should be utilised not to earn profit but to lower the farces of the passengers, on the hand, or to increase the wages of workers, on the other. This would be the real approach of a Welfare State to a problem of this character.'

তিনি বলেছিলেন যে, এই যে Profit এর টাকা নিয়ে যাত্রী-সাধারণের ভাড়া কমাবেন এবং কর্মচারীদের মাইনে বৃদ্ধি করা হবে। তিনি ভাড়া বাড়িয়েছেন ১৯৬০-৬১ সালের যে বাজেট—আমাদের সামনে রেখেছেন তাতে দেখতে পাচ্ছি ভাড়া বৃদ্ধি করার পর টিকিট বিক্রী করে তিনি যে টাকা পাবেন সেটা হল ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা। ১৯৫৯-৬০ সালের Revised বাজেট থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি টিকিট বিক্রী করে টাকা পাওয়া গিয়াছে ৩ কোটি ১১ লক্ষ ৬০ হাজার—এ দুটির difference হল ৫৩ লক্ষ ৭২ হাজার বেশী আমরা পাচ্ছি। ডা: রায় বাজেট অধিবেশনের সময় আমাদের বলেছিলেন এবং আজও বললেন diesel oil, tyres lubricating oil এই সব মিলিয়ে দাম বাড়ার জন্য ভাড়া বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। আমরা দেখছি ১৯৫৯-৬০ সালে diesel oil কেনা হয়েছে ৬১ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা এবং বিভিন্ন Lubricating oil এই সমস্ত মিলিয়ে কেনা হয়েছে ১ কোটি ৫৪ লক্ষ ৬৪ হাজার এবং এবছর যে বাজেট উপস্থিত করা হয়েছে তাতে এ জিনিস কিনতে লাগবে ১ কোটি ৫৪ লক্ষ ৫৯ হাজার, মোট এই সমস্ত খাতে খরচ বেশী হবে ৯ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। এবং অন্যান্য খাতে কর্মচারীদের মাইনে ইত্যাদিতে দেখা যায় pay of officiers ৩১ হাজার ৫শো টাকা। Establishment-এ পড়েছে ৬৩ হাজার টাকা, Allowance বাবদ ৩৫ হাজার টাকা এবং Contingency বাবদ ১০ হাজার ৫শো টাকা

এই সমস্ত খাতে যা টাকা বৃদ্ধি হয়েছে তার sum total, এবৎসর টিকিট বিক্রয় করে যে বেশী টাকা পাচ্ছি তার অর্দ্ধেকও নয়। টিকিট বিক্রয় করে বেশী পেয়েছেন ৫৩ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা, এই অঙ্ক যদি ঠিক হয় এবং আমরা যদি তা ঠিক পড়ে থাকি, তাহলে এই হচ্ছে তাঁর হিসাব যে ১৯৫৮-৫৯ সালে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। কিন্তু স্যার, আমাদের সামনে যে তথ্য আছে, সেই তথ্য থেকে যা পাচ্ছি এবং Profit and loss account যা আমাদের সামনে পরিবেশণ করা হয়; তা'থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে ১৫ লক্ষ টাকারও বেশী লাভ হতে পারে। এটা শুধু Dey Commission's Recommendation তাদের কাছে ভাড়া বৃদ্ধি দেখাবার জন্য সরকার আমাদের সামনে এই Profit andloss account টা পরিবেশন করেছেন না,এবং এইটাই আমার ধারণা যদি তা হত তাহলে নিশ্চই ১৯৫৯-৬০ সালের Profit and loss account পরিবেশন করতেন। কারণ আমাদের কাছে যে তথ্য আছে তা থেকে আমরা জানতে পারছি ১৯৫৯-৬০ সালের Profit and loss account যদি পরিবেশন করেন তাহলে দেখতে পাবো ১৫ লক্ষ টাকা ঐ বৎসর (১৯৫৮-৫৯ সালে) সরকারের লাভ হয়েছে। আর ১৯৫৯-৬০ সালে ৭৯ খানি নূতন বাস কিনবেন বলে সরকার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু এখন যা মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে বিবৃতি পেলাম তাতে এক খানাও নূতন বাস কিনেছেন কিনা বুঝতে পারলাম না। তারপর তিনি আরও বলেছেন যে ১৯৬০-৬১ সালে ১০০ খানা chasis এবং ৮০ খানা ডিজেল কিনবেন। তাছাড়া তিনি বলেছেন development-এর খাতে Shifting of tram tracks from the east, north and west of Dalhousie Square and construction of a car-park and State bus stand. এই car-park Dalhousie Square-এ কোথায় হবে, তা আমরা কল্পনা করতে পারি না। Dalhousie Square-এ কোথায় এমন জায়গা আছে? যেখানে car-park করতে যাবেন এবং এর জন্য দু'লাখ টাকা ধরেছেন? আমরা দেখতে পাই Construction of a sub way at Chowringhee তারজন্য ১ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। এই sub-way-এর অর্থটা কি বুঝতে পারি না। তিনি তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে বলেছেন bus station at Belgharia হচ্ছে, তার জন্য ১লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ধরেছেন। এই ভাবে তিনি development দেখিয়েছেন, তিনি বলেছেন কলকাতায় এবং সহরতলীর যাত্রীদের সুবিধার জন্য State bus-এর সংখ্যা বাড়ান হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখছি কলকাতায় এবং সহরতলীর বহু লোক, বহু কষ্ট সহ্য করে যাতায়াত করছে। আমরা দেখতে পাই তিনি একটাও নূতন রুট খুলছেন না। হাওড়া থেকে আমতা, সেই রাস্তায় একটি মাত্র রেলপথ আছে, সেখানে লোক গাড়িতে বাদুড়ের মত ঝুলতে ঝুলতে যায়। এ তথ্য সরকার জানেন, এবং বহুবার আমরা বলেছি এখানে ব্যবস্থা করবার জন্য। কিন্তু এই রকম ধরনের কোন পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন বলে আমরা দেখতে পেলাম না। বহুদিন আগে আমরা শুনেছিলাম সরকারের ষ্টেট বাসগুলি পুরুলীয়া এবং আরও নানা জায়গায় চালাবেন। তাঁদের সেই পরিকল্পনা কোথায় গেল? যাত্রিদের সুবিধার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে—এই সব বড় বড় কথা তাঁরা বক্তৃতা দিয়ে বলছেন। কিন্তু কোথায় সেই সুবিধা? ওঁরা বলেছেন ২০শে জানুয়ারী থেকে বাসের ভাড়া বেড়েছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই ২০শে জানুয়ারীর আগেও ভাড়া বেড়েছে। আমি রিপোর্টে দেখতে পাই ৩৪ নং, ১৫ নং, ৭নং, ৩৮ নং এবং ৪ নং প্রভৃতি রুটের ২০শে জানুয়ারীর আগেই ভাড়া বেড়েছে, এবং ২০শে জানুয়ারীর পরে আবার ঐ সমস্ত রুটে ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাছাড়া তাঁরা কয়েকটা রুট সংকোচিত করেছেন। সেগুলি হল ১২নং, ৩৫নং ও ৪নং রুট। এই ৪নং রুট সম্বন্ধে নিরঞ্জনবাবু বলেছেন যেখানে একটা বিশেষ ব্যাপার আছে। এই রুট নিয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয়েছিল, তার ফলে কয়েকজন লোক জেলে গিয়েছিলেন। সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দা। বিধান সভার সদস্য শ্রীহরিদাস সিং মহাশয় এ বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং চিঠি লিখেছিলেন। এই ব্যাপারটা হচ্ছে—কলকাতায় যখন খাদ্য

আন্দোলন সুরু হয় তখন সেই রুট হঠাৎ বন্ধ করে দেন। তারপর অনেক তদ্বির করার পর, মুখ্যমন্ত্রীকে বলবার পর, ডিরেক্টরেটকে বলবার পর ওঁরা বললেন রাস্তাটা খারাপ।

[4-10—4-20 p. m.]

রাস্তা খারাপ, কর্পোরেশনকে দিয়ে রাস্তা মেরামৎ করিয়ে দেবার পর বাস চালান আরম্ভ হল। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল Esplanade পর্যন্ত ভাড়া ১৬ নয়া পয়সার জায়গায় ২০ নয়া পয়সা হয়ে গেল। আমরা দেখতে পাচ্ছি মুখ্যমন্ত্রী যে তথ্য পরিবেশন করলেন প্রতি ২০ নয়া পয়সায় এক নয়া পয়সা যা ভাড়া বাড়াবেন। আমরা দেখছি ১৬ নয়া পয়সার জায়গায় ২০ নয়া পয়সা বেড়ে গেল। আশা করি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এর জবাব দেবেন।

আরো কয়েকটি রুটে লাভ হয়নি বলে তা প্রাইভেট মালিকদের হাতে তুলে দিলেন—সেগুলি হচ্ছে 3B, 30A & 30C। ভাড়া বাড়াবার পর যদি রুটগুলি প্রাইভেট মালিকদের হাতে তুলে দিতে হয়, তাহলে এটা nationalise করে লাভ কি? ট্রামের নিয়তলা সেকশনে লাভ হচ্ছিল না বলে সেই Section তুলে দেবেন বলেছিলেন। কিন্তু ভাড়া বাড়িয়ে তারা সেটা রেখে দিয়েছেন। আর আমাদের সরকার ভাড়া বৃদ্ধির পরে কোন সেকশনে লাভ হচ্ছে না বলে, সেটা প্রাইভেট মালিকদের হাতে তুলে দিলেন। এই 30C রুটটি তারা প্রাইভেট মালিকের হাতে দেবার পরে সেখানে নানারকম গণ্ডগোল ও সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়েছে; এখনো নানারকম গণ্ডগোল চলছে। রেল উঠে যাবার পর সরকার বাধ্য হয়েছেন এই 30C রুট গ্রহণ করতে। সেখানে বহু টাকা খরচ করে সরকার রাস্তা তৈরী করেছেন। এই টাকা খরচ করার পরে, সরকার সেই রুটটি প্রাইভেট মালিকের হাতে তুলে দিয়ে বাস চালাবার অধিকার দিয়েছেন। এর চেয়ে লজ্জার কথা আর কি থাকতে পারে?

শ্রমিকদের আরো নানা অভিযোগ আছে। শ্রমিক-কল্যাণের জন্য ডাঃ রায় যে ডিপার্টমেণ্ট তৈরী করেছিলেন, যে সম্বন্ধে তার প্রারম্ভিক ভাষণে অনেক তথ্য আমাদের শুনিয়েছিলেন। তার বহু নমুনা আমাদের নিরঞ্জনবাবু এবং অনেকেই দিয়েছেন। আমার কাছে যে তথ্য আছে—তাতে দেখতে পাচ্ছি Director General তালুকদার সাহেব সাধারণ শ্রমিকদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেন না। Director General কর্তা হয়েও যদি সকল শ্রমিকদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে না পারেন, তাহলে কি করে তাঁর উপর শ্রমিকদের শ্রদ্ধা থাকবে এবং কি করেই বা ভাল কাজ হতে পারে।

আমার কাছে তথ্য আছে ঐ Transport Directorate-এর। শতকরা ৯০ জন কর্মচারীর তালুকদার সাহেবের উপর কোন আস্থা নাই। তার কারণ কিছুদিন আগে হাওড়া স্টেশনে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সেইজন্য এই দুর্ঘটনার পরে তালুকদার সাহেব কয়েকজন লোককে বরখাস্ত করেছিলেন। আবার তাদের মধ্যে কয়েকজনকে তিনি চাকরীতে গ্রহণ করেছেন এবং কয়েকজনকে Suspend করে রেখেছেন। যদি চাকরীতে গ্রহণ করা সমীচীন মনে করেছিলেন—হাওড়া দুর্ঘটনার ব্যাপারে, তাহলে সকলকে চাকরীতে নিতে আপত্তি কি ছিল? সকলকেই তিনি নিতে পারতেন এবং তাদের বলে দিতে পারতেন—ভবিষ্যতে যেন এসম্বন্ধে সাবধান হয়ে থাকে। দেখা গেল লোকের চাপে কয়েকজনকে গ্রহণ করা হল। কিন্তু কয়েকজন কর্মচারী জননেতা হেমন্তবাবুকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন বলে সেই অপরাধে অপর কয়েক-জন লোককে Suspend করেছেন। কর্মচারীদের Service Conduct Rules-এ এরকম বিধি থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু একজন শ্রদ্ধেয় জননেতাকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের অজুহাতে যদি তাদের বিরুদ্ধে চার্জসীট দেওয়া হয়, তাহলে অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের

জন্য কার কাছে তাঁরা আবেদন জানাতে পারবেন? শ্রদ্ধেয় বয়োবৃদ্ধ জননেতাকে সঙ্গে নিয়ে সাক্ষাতের অজুহাতে চার্জশীট হওয়ার ফলে যদি এতদিনেও তাদের চাকরীতে নিয়োগ করা সম্ভব না হয়, তবে এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কিছু থাকতে পারে না।

Top heavy administration সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়। আমি জানি বিগত কয়েক বছর ধরে কয়েকজন ভদ্রলোক সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন—R. Bose, S. N. Halder, K. C. Bhattacharyya, B. C. Bose, এই সমস্ত Super annuated লোকদের সম্বন্ধে বহুবার বলা হয়েছে এই হাউস থেকে। অথচ ডাঃ রায় তাদের সম্বন্ধে কোন রিপোর্ট বা তথ্য পরিবেশন করলেন না।

এই সমস্ত Super annuated লোক, অকর্মণ্য লোক, তাদের dirtctorate-এর মধ্যে বড় বড় post দিয়ে রেখেছেন। এইজন্য এই directorate-এর কোন দিন কোন উন্নতি হবে না। একটা লোকের কথা এখানে বিশেষ করে বলতে চাই, তিনি হচ্ছেন R. K. Dhar, এই ভদ্রলোক একজন retired Police officer, এখন এখানে traffic officer হয়ে আছেন। তাঁর কোন কাজ নেই কেবলমাত্র মাইনে draw করা ছাড়া, এই সংবাদ আমাদের কাছে আছে। তারপর Recruitment—No definite rule for recruitment. শুধু এই recruitment-এর জন্য একটা কমিটি আছে। সেই কমিটিতে আছেন, Chief Accounts Officer, Chief Administrative Officer, Deputy Minister, এবং বোমকেশ মজুমদার, M L. A.। এখানে আমাদের একটা কথা বলার আছে recruitment-এর জন্য এই ভদ্রলোকেরা ছাড়া এই House-এর সমস্ত সদস্যরাই জানেন যে লোকে চাকরীর জন্য আমাদের কাছে বহুভাবে দরখাস্ত recommendation করে নিয়ে যায়। কিন্তু আমি জানিনা যে আমাদের recommendation-এ কোনদিন কারো চাকরী হয়েছে কিনা। আমরা শুনেছি যে Deputy Minister এবং বোমকেশ মজুমদার ছাড়া আর কারো recommendation-এ চাকরী হয় না। তাই যদি হয় তাহলে আমাদের এই recommendation করার প্রয়োজন কি? এদের application form-এ লেখা আছে যে দুইজন M.L.A-এর recommendation দরকার।৷ আমাদের কাছে বহু লোক recommendation-এর জন্য আসে তাদের আমরা বলি যে ভাই আমাদের recommendation-এ তোমাদের চাকরী হবে না, কংগ্রেস সদস্যদের recommendation নিলে হয়ত তোমাদের চাকরী হতে পারে। তবুও আমাদের মাঝে মাঝে দিতে হয়। যদিও জানি যে তা দেবার কোন মানে হয় না। ডাঃ রায় নিয়ম করলেন যে M. L A.-দের recommendation নিতে হবে। কিন্তু আমি বহু লোককে দিয়েছি তাদের একজনেরও চাকরী হয়নি। আমি আমার বন্ধুবরদের জিজ্ঞাসা করেছি, অবশ্য এই side-এর তাদের recommendation-এ চাকরী হয়েছে কিনা, তারাও বলেছেন যে তাদের recommendation-এ কারো চাকরী হয়নি। অথচ তাতে একটা provision আছে যে M. L. A-দের recommendation চাই। এই কথা আমি আপনাকে বলতে পারি যে, বোমকেশ মজুমদার এবং Deputy Minister-এর মনোনীত লোক ছাড়া বিরোধী দলের সদস্যদের মনোনীত লোকরা চাকরী পায়না। আর এখানে চাকরীরই বা কি আছে, ডাঃ রায় বলেছেন যে ৮½ হাজার লোক চাকরী করে, অথচ directorate-এর এই রকম ঝুড়ি ঝুড়ি application Director-এর নেবার অর্থ কি আছে। প্রত্যেক দিন—আমাদের সংবাদ আছে, বর্তমানে লোকের প্রয়োজন নেই—লোকে form নিচ্ছে line দিয়ে এবং এক একটা form এর জন্য ২।৪ আনা পয়সা দিতে হয়। কেন এইভাবে সাধারণ গরীব মানুষের অর্থের অপচয় করা হচ্ছে। Directorate-এ যখন চাকরী নাই তখন কেন Application নিচ্ছেন?

Application form তারা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে দুইজন M. L. A-এর সই নিতে এবং Councillor-এর সই নিতে। এই হচ্ছে recruitment-এর ইতিহাস।

তারপর এদের একটা Purchase Bureau আছে, আমরা শুনতে পাই এদের যে purchase rule আছে। Government সেই সব purchase rule বা তার policy তারা follow করেন না। এই বিষয় নিয়ে একটা panel of suppliers আছে কিন্তু কোন যন্ত্রপাতি কিনতে হলে তারা এই panel of suppliers-দের দিকে লক্ষ্য করেন না ; তাদের কতকগুলি favourite suppliers আছে তাদের দিয়ে চিরকাল মালপত্র কেনেন। আমার কাছে কতকগুলি অভিযোগ আছে, একটা electroplating plant কেনা হয়েছে—ডাঃ রায়ও বললেন যে একটা electroplating plant কেনা হয়েছে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে—B. D. Gupta কিনেছেন, কিন্তু সেখানে কোন tender call করা হয়নি। এবং যেসব iron and alluminium scrap বিক্রয় করা হয়েছে ভগবানদাস বলে এক ভদ্রলোককে কয়েক হাজার টাকায় iron and alluminium বিক্রয় করেছেন তার জন্য বাইরে থেকে কোন tender call করা হয়নি। এইভাবে state-এর পয়সার অপচয় করে যাচ্ছেন। তারপর একটা room cooler কেনা হয়েছে তারও tender call করা হয়নি।

অশোক দত্ত নামে একজন clerk, তার বিরুদ্ধে charge-sheet হল, found talking with colleagues। Assembly House-এ বসে আমরা প্রায়ই পাশের লোকের সঙ্গে কথা বলি—এই কারণে charge-sheet দেওয়া যেতে পারে কিনা আপনি বিচার করবেন। বিভিন্ন লোকের বিরুদ্ধে এই একরকম charge যে found talking with colleagues। আরেক ভদ্রলোক medical certificate-এ মাত্র ২ দিন absent ছিলেন, তাতে তাঁর চাকরী খতম করা হয়েছে। এই বিষয়ে প্রতিকারের জন্য আমি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

[4-20—4-30 p. m.]

Shri Hemanta Kumar Basu : মিঃ স্পীকার, স্যার, State Transport-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি জনসাধারণের অসুবিধা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। লাভের কথা অন্যান্য সদস্যরা বলেছেন, আমি সে সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না, তবে এটুকু না বলে পারি না যে, বেসরকারী বাসে লাভ হয় অথচ আমাদের সরকারী বাসে লাভ হয় না। কুচবিহারে লাভ হচ্ছে অথচ কলিকাতা State Bus-এ লাভ হয় না। বেলঘরিয়া Central workshop-এ মূলধন হচ্ছে ৩৮ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা, কিন্তু সেখানে লাভ হয়েছে মাত্র ৩২ হাজার টাকা। Conductor-দের আজ পর্যন্ত casual service, এখনো তারা permanent হল না, কবে যে permanent হবে তারও স্থিরতা নাই। বদলী conductor রা দিনের পর দিন attendance দিয়েছে, কিন্তু কবে তারা স্থায়ী হবে তার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। যারা casual service করে তারা কোন relief পায়না, তারা কাজ না করলে মাইনে পাবে না, ছুটি পাবে না। যদি কোন accident হয় তাহলে সেই casual conductor-রা কোন সাহায্য পাবে না। সে জন্য আমি বলছি যারা casual conductor হিসাবে কাজ করছে তাদের বলে দেওয়া উচিৎ যে, এই সময়ের পরে তারা স্থায়ী কাজ পাবে। বহু আন্দোলন করার পর বদলী conductor-দের সাপ্তাহিক ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছিল, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই কারনে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে State Bus conductor-দের মধ্যে যক্ষা রোগের প্রকোপ ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে। গোবিন্দবাবু হাওড়া accident-এর কথা বলেছেন, আমি খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি একটা মিটমাট করে দিলাম, ভাবলাম যে Goverment নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে vindictive হবেন না। কিন্তু পরে দেখতে পেলাম,

যে, ১১ জনের বিরুদ্ধে police case করা হয়েছে, ৮ জনকে discharge করা হয়েছে। আমি এ ব্যাপার নিয়ে ডাঃ রায়ের কাছে গেলাম, ডাঃ রায় আমাকে বল্লেন, জনসাধারণকে তোমরা খুব অসুবিধায় ফেলেছ, তোমরা যদি এজন্য দুঃখ প্রকাশ কর তাহলে আমি নিশ্চয়ই বিবেচনা করব। আমি তাড়াতাড়ি করে শ্রমিক ও conductorদের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করে একটা চিঠি ডাঃ রায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু কোন ফল হল না। এরকম যদি বিচারের নমুনা হয় তাহলে এটা ভয়ঙ্কর কথা। একজন starter,—ইন্দ্রনাথ চৌধুরী তার নাম, তার ১৫ মিনিট দেরী হওয়ার জন্য তাকে discharge করা হয়, যদিও High Court-এ appeal করার পর সে reinstated হয়, তবু তাকে demote করে দিয়ে conductor করা হয়। এবারে মুখ্যমন্ত্রী যে Corporation-এর হাতে এই State Transport তুলে দেওয়া হবে তার কোন কথা বলেননি; কত দিনে এই Corporation গঠিত হবে আমরা জানতে পারলাম না। তখন আমরা বলেছিলাম যে, গরীব driver, conductorদের যেন continuity of service থাকে Corporation-এর হাতে যাবার পরেও। কারণ, তাদের যদি নতুন করে কাজে বহাল হতে হয় তাহলে তাদের অনেক privilege কাটা যাবে। ডাঃ রায় বল্লেন লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য peakhours-এ congestion হয়; এজন্য যদি যাত্রীসাধারণের অসুবিধা ভোগ করতে হয় তাহলে এত টাকা খরচ করে কি লাভ হল, এত বড় বড় কর্মচারী রাখারই বা কি দরকার। যখন private ছিল তখন লোকের মুখে এত অভিযোগ শুনা যেত না। এখন সে দিক থেকে বাসের সংখ্যা বাড়ান উচিৎ। আমার বাড়ীর কাছে ৯ নম্বর রুট। এই ৯নং রুটে যে ভীড় হয় তাতে পিক্ আওয়ার্স-এ ওঠা যায় না এবং এক-একটি বাস ৮।১০ মিনিট পর পর আসে। অর্থাৎ টাইমের কোন স্থিরতা নেই। রাত্রি ৯টার পর ৯ নম্বর রুটের এক একটা বাস ২০।২২ মিনিট অন্তর আসে অথচ প্রাইভেট বাস যখন ছিল তখন ১০।১৫ মিনিট অন্তর আসত। কাজেই এদিক থেকে নজর দেওয়া দরকার। আমরা চাই ষ্টেট বাস জাতীয়করণ হোক, শ্রমিক কর্মচারীদের সঙ্গে মানুষের মতন ব্যবহার করা হোক, তাদের উপর যেন অযথা জুলুম না করা হয় এবং সামান্য কারনে এদের যেন শাস্তি না দেওয়া হয়। এসব দিকে আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[4-30—4-40 p. m.]

Shri Jagat Bose : অধ্যক্ষ মহাশয়, যাত্রীসাধারণের অসুবিধার বিষয় আমি বিশেষভাবে আলোচনা করতে চাই। সম্প্রতি ৩৮ নং বাস রুট ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছেন। প্রাইভেট মালিকদের হাতে যখন এই রুট ছিল তখন ১১ খানা বাস চলত এবং গড়ে ২ খানা বাস ব্রেকডাউন থাকত। কিন্তু এখন সরকারী কর্তৃত্বে আসার পর ৮ খানা বাস এই রুটে চলছে এবং ২ খানা গড়ে ব্রেকডাউন হয়ে আছে। এই রুটে যাত্রীসাধারণের ভীড় প্রাইভেট বাস যখন ছিল তখন অত্যন্ত বেশী ছিল। কিন্তু এখন সরকারী কর্তৃত্বে আসার পর বাস এই রুটে কমে গেল—প্রায় অর্ধেক হয়ে গেল। অর্থাৎ স্পীকার মহাশয় এই অবস্থায় ব্রেকডাউন ২ খানা বাদ দিলে মোটামুটি ৬ খানা বাস এই রুটে রাণ করছে। আগে যেখানে ৪।৫ মিনিট অন্তর সার্ভিস ছিল এখন ৩৮ নং রুটে ১০।১২ মিনিট অন্তর বাস চলে। সুতরাং বুঝতে পারছেন যে এই রুটে যারা চলাচল করছে তাদের কিরকম দুরবস্থার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। শুধু তাই নয় বাসের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সব দিক দিয়ে জনসাধারণের স্বার্থ ডিপার্টমেন্ট থেকে দেখা হয়নি সম্পূর্ণ ভাবে সাধারণ মানুষের স্বার্থ তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে। এই রুট শিয়ালদহ পুলিশ কোর্ট থেকে পটারী পর্যন্ত চলে। ২১ নং বাস রুট এদিক দিয়ে যাচ্ছে —সেটা খুব ভাল ব্যাপার সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ২৪ নং বাস রুট অত্যন্ত অনিয়মিতভাবে চলে অর্থাৎ ১৫।২০ মিনিট পর পর এই রুটে বাস চলে। কাজেই ৩৮ নং বাস রুটে যাত্রীর প্রেসার

২৪ নং-এ কম হবার সম্ভাবনা থাকলেও যে অনিয়মিত ভাবে এই রুটে বাস চলে তাতে ২৪ নং রুটের যাত্রীদের কোন সুবিধাই হয় না। এই রুটের জনসাধারণ আবেদন করেছে—এই ২৪ নং রুটকে তপসিয়া গেট পর্যন্ত নিয়ে যাবার জন্য। সেজন্য বলব যে এই রুটকে পটারী থেকে তপসিয়া-গেট পর্যন্ত বাড়িয়ে দিলে কোন ক্ষতি হয় না এবং ৩৮ নং বাস রুটের উপর যে চাপ সেটা অনেক পরিমাণে কমে যায়। আমি অনুরোধ করি যে ২৪ নং বাস রুটটা তপসিয়া গেট পর্যন্ত বাড়ান হোক এবং ৩৮ নং রুটের বাসসংখ্যা ১১ খানা করা হোক। অপর দিকে ৩৫ নং এবং ৩৫-এ নং বাস রুটকে সি. আই. টি. বিল্ডিং পর্যন্ত দেবার কথায় গত এ্যাসেম্বলী সেসনে ডাঃ রায় বলেছিলেন যে দেওয়া হবে। এখানে ভাড়া বৃদ্ধির কথা হয়েছে, কিন্তু সি. আই. টি. পর্যন্ত ৩৫ নং বাস যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সি. আই. টি. পর্যন্ত এই বাস দেবার জন্য ঐঅঞ্চলের সাধারণ বাসিন্দারা আবেদন নিবেদন করায় সি. আই. টি পর্যন্ত ঐ বাস দেওয়া স্থির হয়। কিন্তু সম্প্রতি এটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাসের ভাড়া যখন বৃদ্ধি করা হোল তখন ৩৫-এ বাস C. I. T. পর্যন্ত দিলে ক্ষতি কি? সুতরাং সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিবেচনা করে ঐ ৩৫-এ বাসটি C. I. T. পর্যন্ত দেওয়ার ব্যবস্থা হোক, আর তা ছাড়া ১ ফার্লং মাত্র যখন দূরত্ব এবং ভাড়াও বাড়িয়েছেন তখন এতে অসুবিধার কোন প্রশ্নই নেই। তারপর ৩৫নং আর একটা নূতন সারভিস চালু করে দেন শিয়ালদহ পুলিশ কোর্ট থেকে খালপুল পর্যন্ত। এতে যাত্রী-সাধারণ বা সাধারণ মানুষের অসুবিধা দূর হবে। ৩৭ নং বাসটি খালপুল থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত এখন চলে, এটা যদি ডালহৌসী স্কোয়ার পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সাধারণ মানুষের খুব উপকার হয়। তারপর ৩৬ নং বাস রুট অত্যন্ত খারাপ এবং বাসের সংখ্যাও কম। এই বাসটি কিছু দিন আগে পর্যন্ত হাওড়া অবধি চলত কিন্তু সম্প্রতি তা বন্ধ হয়ে গেছে। আশা করি ঐ ৩৬ নং বাস যেটা হাওড়া অবধি চলার ফলে ঐ অঞ্চলের বাসিন্দাদের ডালহৌসী স্কোয়ার পর্যন্ত যাতায়াতের সুবিধা হোত সেটা পুনরায় চালু করা হবে তা ছাড়া ঐ ৩৬ নং বাসের উপরের চাপের কথা চিন্তা করে ঐ অঞ্চলের বাসিন্দারা ঐ রুটে বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করবার জন্য বারেবারে অনুরোধ জানিয়েছে, আমি অনুরোধ করব যে ঐ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে সেখানে বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হোক। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ৩৩নং বাস সম্বন্ধে এই এ্যাসেম্বলী হাউসে বারবার অভিযোগ করা সত্ত্বেও তার কোন প্রতিকার হয়নি। আমার কথা হোল যে, ওয়েল ফেয়ার ষ্টেটের কথা মনে রেখে এবং সাধারণ মানুষের সুখসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে যেন এর প্রতি বিবেচনা করা হয়। তারপর ৩৬ নং এবং ১০ নং যে বাস চলছে তার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সেখানে সাধারণ মানুষের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে এবং বাসের সংখ্যাও কমান হচ্ছে। প্রাইভেট সেক্টরে যখন প্রাইভেট বাসগুলি চলত তার চেয়ে এখন বাসের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ভাড়াও বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৩৮ নং বাস ষ্টেট বাসের আওতায় আসার পর যে ভাড়া বৃদ্ধি হোল সেটা আপনাদের বিবেচনা করা উচিত এবং শিয়ালদহ পুলিশ কোর্ট থেকে যেটা ১৪ নয়া পয়সা আছে সেটা ১২ নয়া পয়সা করা উচিত। আর তা ছাড়া পূর্ব থেকেই যেখানে ভাড়া বৃদ্ধি রয়েছে সেটা কমিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করছি।

[4-40—4-50 p. m.]

শ্রমিক এবং কর্মচারীদের সম্বন্ধে পূর্ববর্তী বক্তাগণ বলে গেছেন, সে সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না। হেমন্তবাবু কিছুক্ষণ আগে বললেন যে, কুচবিহারে এই ডিপার্টমেন্টের লাভ হয় কিন্তু কলকাতা ইত্যাদি স্থানে হয় না। আরও অনেক অভিযোগ এখানে উত্থাপিত হয়েছে, অনেক অভিযোগের কথা এখানে না হলেও শোনা যাচ্ছে। এখন ব্যবস্থা হয়েছে যে এই ডিপার্টমেন্ট একটা প্রাইভেট কর্পোরেশনকে দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তার পূর্বে আমি অনুরোধ করছি যে এই ডিপার্টমেন্টের যে সমস্ত দুর্নীতি এবং নানা প্রকার অভিযোগের কথা হয়েছে সে

সম্বন্ধে একটা তদন্ত করা হোক এবং তদন্ত করার পর এই ডিপার্টমেন্টকে ঐ কর্পোরেশনের হাতে তুলে দেওয়া হোক এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Sitaram Gupta:

मिस्टर स्पीकर सर, मैं इस सिलसिले म आपका ध्यान ८५ न रूट का ओर दिलाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि 85 नं० रूट बैरकपुर कोर्ट से कचरापाड़ा तक गई है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा मिलों, मजदूर बस्तियों और बाजारों के बीज से होकर गया है। वहाँ का रास्ता बहुत छोटा है। वहाँ की सड़कें बहुत सकरी हैं। इससे प्राय: इस रूट पर ऐक्सीडेंट हुआ करते हैं। और इन दुर्घटनाओं के कारण बहुत से लोग मर चुके हैं। गत 28 फरवरी को शाम नगर पिन कल के बीच में 1183 नं० बस से एक साइकिल सवार कुचल गया और वह मर गया। वह बस वहीं पर बन्द कर दी गई। हम खुद घटनास्थल पर गये। और पुलिस आफिस के साथ बस का मुवायना किया। वहाँ पर पुलिस का मोटर मेकेनिक (motor mechanic) भी गया था और उसने बस की जाँच किया जो सील मोटर व्हीकिल्स डिपार्टमेन्ट से स्पीड को कन्ट्रोल करने के लिए लगाया हुआ था वह स्पीड गवर्नर (speed governor) खोल दिया था। उस बस का सील खुला हुआ पाया गया। इस तरह से और भी बहुत सी दुर्घटनायें होती रहती हैं। बस के मालिक लोग कन्ट्रोल सील को तोड़ देते हैं।

दूसरी बात यह है कि उन रास्तों के किनारे और बीच में बहुत से गड्ढे पड़ गये हैं। उनको पक्का करने के लिए कोई इन्तजाम नहीं किया जा रहा है। दुर्घटनाओं (accident) के और भी बहुत से कारण हैं। जैसे स्कूलों और अस्पतालों के सामने तथा चौरास्तों पर जो सावधान का नोटिस बोर्ड लगा रहता है उसे हटा दिया जाता है। बल्कि कहीं तो बिल्कुल होता ही नहीं है। इसके सिवाय उस इलाके के पुलिसके बड़े अधिकारी बस मालिकों से घूस लेकर इन तमाम गल्त कार्यावाइयों को गैर कानूनी करने के लिए बराबर प्रोत्साहन देते हैं। उस अंचल में जो लारी माल ढोने के लिए चलती हैं उनके उपर तक्त खूब ऊँचा करके पाट की गांटें लादी जाती हैं। और इससे जनता को हमेशा खतरा बना रहता है। एक बार ऐसा हुआ कि पाटसे भरीं हुई लारी शामनगर में उलट गई और इससे एक आदमी मारागया। भाटपाड़ा में भी इसी तरह सेएक आदमी दब कर मर गया और इसी प्रकार नईहट्टी में भी पाटकी गाँठ से भरी हुई लारी के माल गिरने से एक आदमी मर गया। मैं समझता हूँ कि इसप्रकार और किसी जगह भी दुर्घटाना नहीं होती जैसी कि ८५नं रूट में होती हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इसकी जाँच करे और सारी खराबियों को दूर करने की चेष्टा करे।

इसके सिवाय मैं Belgharia Central Workshop में जो ट्रेनिंग की अवस्था है, उसके बारे में दो चार बातें कहना चाहता हूँ। दो शाल आगे ट्रान्सपोर्ट विभाग की ओर से टेक्निकल एजूकेशन देने के लिए दो सो व्यक्तियों कोढ़ाई रूपये प्रतिदिन पर भेजा गयाथा। इसके बाद उनमें सेढेट सौ व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर चुके उन्होंने टेक्निकल स्कूलमें डिपार्टमेंटल नल परीक्षायें पास करलीं परन्तु अभी तक उनको सीखे हुए काम के मुताबिक कोई काम नहीं दिया गया। उनको दबाव दिया जाता है कि अनस्कील्ड काम स्वीकार करलो। उन से कहा जाताहै कि इतने दिनों तक ट्रेनिंग में दिये गये रुपये को लोटादो। नहीं तो तीन साल के लिए अनस्कील्ड काम स्वीकार करलो। किन्तु जो लोग काम सीख चुके हैं वे लोग चाहते हैं कि सरकार यातो उनको कोई उचित काम दे या छोड़ दे। सरकार उनको कोई उपयुक्त काममी नहीं देती है और न उनको बाहर ही काम करने देती है। स्पीकर महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह उनके काम का इन्तजाम जल्द से जल्द करे।

Dr. Golam Yazdani: মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় নিরঞ্জন সেন মহাশয় কলকাতার স্টেট বাসের কর্মচারী ও শ্রমিকদের চাকুরির সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলেছেন সেই সমস্ত কথা কুচবিহারের কর্মচারীদের সম্বন্ধে খাটে। সুতরাং আমি আর আলাদা করে সেই সমস্ত কথা বলতে চাইনা। একটা কথা আমি বলবো যে মালদহ জেলাতে স্টেট ট্রান্সপোর্টের ভাড়া অত্যন্ত বেশী—প্রতি মাইলের জন্য ১ আনা। অন্য জায়গায় আমরা দেখেছি এই সমস্ত ভাড়া কম। মালদহ জেলাতে স্টেট ট্রান্সপোর্টের ভাড়া কম হওয়া উচিৎ। আর একটা কথা, রায়গঞ্জ থেকে মাণিকচক মোট ৪৬ মাইল রাস্তা, সেখানে সর্ট রুটের প্যাসেঞ্জার নেওয়া উচিৎ নয়, কারণ বহুদূর যাদের যেতে হয় তাদের বহু কষ্ট হয়। আমি আর একটা বিষয়ের প্রতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সেটা হল এই যে ১৯৫৯ সালের ২রা এপ্রিল হাওড়াতে যে একটা অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্য গণ্ডগোল হয়েছিল তার জন্য স্টেট বাসে ৪ ঘণ্টা ষ্ট্রাইক হয়েছিল। তারপর স্টেট ট্রান্সপোর্ট থেকে ডিরেক্টর জেনারাল শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার চেষ্টা করেছিলেন। তখন ওয়ার্কারস ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন তাতে মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে শ্রমিকরা যদি এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তাহলে তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। তখন শ্রমিকরা একটা বিবৃতি দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে। তারপর মাননীয় হেমন্ত বোস মহাশয়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সেই ইউনিয়নের সেক্রেটারী শ্রীঅশোক দত্ত এবং আরো তিনজন কর্মচারী দেখা করতে যান এবং বলেন যে এটার একটা মীমাংসা হোক্। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এর মীমাংসা হয়ে যাবে কিন্তু দেখা গেল যে এর ভার দিয়েছেন সেই বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীজে. এন. তালুকদারের উপর। শ্রীতালুকদার তখন একটা তদন্ত আরম্ভ করেন এবং সেই তদন্তে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় হেমন্ত বোস এবং মাননীয় জ্ঞান মজুমদার মহাশয় এম. এল. এ.। আমি জ্ঞান মজুমদার মহাশয়ের কাছে শুনেছি যে সেই ইনকোয়ারীতে দেখা গেল মাত্র ৩।৪ জনের বিরুদ্ধে কিছু কেস পাওয়া যায় কিন্তু বাকীগুলির বিরুদ্ধে কোন দোষ পাওয়া যায় না অথচ শ্রীতালুকদার যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন সেটা অত্যন্ত ভয়াবহ প্রায় ৮৩ জন লোকের বিরুদ্ধে পুলিশ কেস করা হল এবং ১২ জনকে ছাঁটাই করা হল এবং তার মধ্যে ৪ জনের কাছ থেকে বণ্ড লিখিয়ে নিয়ে তাদের চাকরীতে বহাল করা হল। তারপর শ্রীতালুকদার সেই ইউনিয়নের সেক্রেটারী এবং অন্যান্য জনপ্রিয় নেতাদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। ফলে দেখা গেল এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের জয়েন্ট সেক্রেটারী শ্রীঅশোক দত্তকে একটা চার্জ-সীট দেওয়া হল, অত্যন্ত বাজে চার্জ-সীট। মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে আমি শুনেছি যে চার্জ-সীটে আছে তুমি অমুক অমুক সহকর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলে কেন ইত্যাদি। এই চার্জ-সীট শ্রীতালুকদার দিলেন বটে কিন্তু তিনি সেটা পেলেন সেখানকার সিকিউরিটি অফিসারের কাছ থেকে। সিকিউরিটি অফিসারের কাজ হল স্টোরসে কোন চুরি হচ্ছে কিনা তা দেখা। শ্রীঅশোক দত্ত স্টোরে কাজ করতেন এবং তাঁর ৮ বছরের সার্ভিস। সেই সিকিউরিটি অফিসার শ্রীঅশোক দত্তের নামে রিপোর্ট দিলেন যে তিনি কর্মরত অবস্থায় সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। সেজন্য চার্জ-সীট দেওয়া হল ২৩শে জুলাই এবং তাঁকে সাসপেণ্ড করা হল—আট মাস ধরে বিচারের প্রহসন হল এবং ৮ মাস পর দেখা গেল গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে এই তো হল অবস্থা।

[4-50—5-15 p. m.]

এই রকমভাবে কর্মচারী এবং শ্রমিকদের প্রতি ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করবো মিঃ অশোক দত্তের ব্যাপারে বিশেষ করে অনুসন্ধান করে দেখুন। শুধু এটা নয় আমরা আরও জানি যে State Transport-এর কর্মচারীদের ছাঁটাই করা হয় এবং হচ্ছে

কোন জায়গায় Service Conduct Rules-এর অজুহাতে, কোন জায়গায় অত্যন্ত তুচ্ছ অজুহাতে। এইরকমভাবে রমেশ মুখার্জী, রমাপ্রসাদ বাগচী ইত্যাদি কয়েকজনকে ছাঁটাই করা হয়েছে। একজন starter-কে ১৫ মিনিট দেরীতে আসার অপরাধে—মাত্র ১৫ মিনিট late হওয়ার জন্য ছাঁটাই করা হয়েছিল, High Court-এ case করা হল, High Court থেকে সেই dismiss order cancel হয়ে গেল। এরকমভাবে measure নেওয়া হচ্ছে। তাই আমার আবেদন এই অনাচার অবিচারগুলি যেন State Transport-এ না হয়। সেখানে যারা চাকুরী করে তারা সরকারের কাছ থেকে এই ব্যবহার আশা করে না এবং এইভাবে যদি তারা ব্যবহার পেতে থাকে তাহলে তাদের মনোবল Public Service করার যে মনোবল তা দূর হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে আমি আর একটা বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটা হল কাকদ্বীপে পৌষ মাসে একটা মেলা হয় তিন দিন যাবৎ। আমি জেনেছি যে ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে পৌষ মাসের সেই মেলাতে State Transport-এর ২৫০ খানা বাস দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সরকারী হিসাব হচ্ছে ২০০ খানা তাহলে এই যে ৫০ খানা বাসের হিসাব দেখান হল না তার ভাড়া কোথায় গেল? এটা অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন, এ বিষয়ে আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তারপর কলকাতায় যে সমস্ত State Bus নিয়ত দেখি তাতে দেখি খুব ভীড়। কোন কোন সদস্য এক একটা route-এর কথা বলেছেন আমি কোন বিশেষ route-এর কথা না বলেই বলছি, যে-কোন route-এই যান না কেন সব সময়ই ভীড়, peak hour-এর কথা খাটে না—যে-কোন সময়েই যান না কেন এই ভীড়ের মধ্য দিয়েই যেতে হবে। কাজেই বলি আরও গাড়ী State Transport-এ বাড়ান উচিত কিংবা এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাতে যাত্রীসাধারণের অসুবিধা না হয়। আমি পরিশেষে ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি কেননা এই সমস্ত ভাড়া বাড়ার কোন প্রয়োজন ছিল না।

Shri Rabindranath Mukhopadhyay : স্পীকার মহোদয়, কালকে এখানে সোমনাথ লাহিড়ী মহাশয় প্রবঞ্চনার কথা উল্লেখ করার জন্য ডাঃ রায় ক্রুদ্ধ বা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। বেহালায় ভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি বলতে চাই যে, বেহালার অধিবাসীরা মনে করে যে তারা প্রতারিত হয়েছে। তার কারণটা হচ্ছে এই—সম্ভবতঃ ডাঃ রায়ও জানেন যে এইবার ভাড়া বৃদ্ধির মাত্র ৬ মাস পূর্বে এখানে ভাড়া বৃদ্ধি করা করা হয়, এই নিয়ে বিতর্ক চলে এবং কিছু পরিমাণ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। আমরা Representation দিই এই Representation দেবার ফলে যে মিটিং হয় মিষ্টার তালুকদারের সঙ্গে তাতে একটা চুক্তি হয়েছিল এবং সেই চুক্তিতে সেখানকার বিশিষ্ট অধিবাসীরা সই করেছিলেন কিন্তু সেই চুক্তির কোন মর্যদা রাখা হয়নি। কোন Department-এর Head-এর সঙ্গে যদি এরকম ঘটনা ঘটে এবং সেখানে বিতর্কের পরে একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় তারপরেও আবার নূতন করে যদি ভাড়া বৃদ্ধি করা হয় তাহলে স্বভাবতঃই তাঁর সম্মান থাকে বলে আমি মনে করিনা।

ঠিক এইভাবে দেখা গিয়েছে অনেক জায়গায় ছয় মাস আগে ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে, তারপর আবার ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে, এবং এমন কি এক-একটা জায়গায় দুবার করেও ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখন আবার দু-নয়া পয়সা করে ভাড়া বৃদ্ধি করা হল। আমি বলছি এই ব্যাপারটা একটু ভাল করে তদন্ত করা হোক। আপনার যদি নজর এড়িয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এখন অন্তত তার প্রতিকার করুন। আমি আর একটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই—যখন আমাদের চুক্তিপত্র ইত্যাদি রচিত হয় তখন মিষ্টার তালুকদার আমাদের কয়েকটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমি আপনার মাধ্যমে সেটা উল্লেখ করতে চাই। পূর্বে যেখানে বাস চলাচল

করত, সেখানে আবার বাসের রুট ঘুরিয়ে নিয়ে যাবার কথা হয়, কিন্তু আজ পর্যন্ত সে সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। আমি এবং চেয়ারম্যান উভয়ে মিলে মিঃ তালুকদারের ঘরে বসে এ সম্বন্ধে আলোচনা করি এবং চুক্তিপত্রে সই করি। তখন যে ভাড়া বৃদ্ধি করা হয় আমরা শেষ পর্যন্ত তা মেনে নিই। কিন্তু এখন আবার নূতন করে কেন ভাড়া বৃদ্ধি করা হল, এ প্রশ্নের কোন মীমাংসা নেই। আমি মিঃ তালুকদারের সঙ্গে দেখা করবার জন্য তাঁর ডিপার্টমেন্টে যাই, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি উপস্থিত ছিলেন না; তাঁর অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয় এবং তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যেহেতু কয়েকদিন পূর্বে ঐ অঞ্চলে ভাড়া বৃদ্ধি হয়েছে আর এখন ভাড়া বাড়বে না। তাঁর কাছ থেকে এই কথা শুনে আমি নিশ্চিত ছিলাম। কিন্তু এখন আমি এই কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সেখানকার অধিবাসীরা মনে করে যে এই রকমভাবে প্রতারণা করা হয়েছে। একবার চুক্তিপত্রে সই করে নিয়ে আবার ভাড়া বাড়ান হয়েছে। এ রকম ব্যবহার একটা departmental head-এর কাছ থেকে আশা করা যায় না। 12C এবং 3A বাসগুলি রাস্তা থেকে passenger তুলতে তুলতে হাওড়ায় এবং শিয়ালদা ষ্টেসনের দিকে যায়, কিন্তু যারা একটা ছোট সুটকেস কিম্বা একটা বেডিং নিয়ে যায়, তারা ঐ বাসে করে রেলওয়ে ষ্টেসনে যেতে পারে না, তাকে ট্যাক্সি কিংবা অন্য গাড়ির বন্দোবস্ত করতে হয়। স্যার, একবার চিন্তা করে দেখুন যদি কোন লোক একটা সুটকেস কিম্বা বেডিং সঙ্গে নিয়ে যান তাহলে তাঁর ট্যাক্সি করে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। অর্থাৎ বেহালা থেকে যদি কেউ সুটকেশ বা বেডিং সঙ্গে নিয়ে চন্দননগর যেতে চান তাহলে তার দশ টাকা ট্যাক্সি ভাড়া লেগে যাবে। সুতরাং এক্ষেত্রে আমার দাবী হচ্ছে পূর্বে প্রাইভেট বাসে যে সকল সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যেত সেগুলি বজায় রাখা হোক। অর্থাৎ তখন চার আনা পয়সা ভাড়া দিলেই সুটকেস্, বেডিং বাসে করে নিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু এখন সেখানে পাঁচ টাকা ট্যাক্সি ভাড়া না করলে উপায় নেই।

আমি আর একটি কথা আপনার কাছে উপস্থিত করতে চাই। ষ্টেট বাসের ভাড়া বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে সেখানকার স্থানীয় R. T. A. তারাও বাসের ভাড়া বৃদ্ধি করেছে। মোমিনপুর থেকে ঠাকুর পুকুর পর্যন্ত বাসের ভাড়া ছিল ১৮ নয়া পয়সা, সেটা বাড়িয়ে এখন তারা ২০ নয়া পয়সা করেছে। তাছাড়া আরও কতকগুলি রুটের ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে। যেমন মোমিনপুর থেকে পইলা পর্যন্ত ভাড়া ছিল ২২ নয়া পয়সা, সেটা বাড়িয়ে এখন করা হয়েছে ২৬ নয়া পয়সা। মোমিনপুর থেকে ভাসা ২৮ নয়া পয়সা ছিল, সেটা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩৩ নয়া পয়সা। অর্থাৎ পাঁচ নয়া পয়সা ভাড়া বাড়ান হয়েছে। মোমিনপুর থেকে বিষ্ণুপুর ভাড়া ছিল ৩৪ নয়া পয়সা, সেটা এখন বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩৯ নয়া পয়সা। বেহালা থেকে ভাসার বাস ভাড়া ৫ নয়া পয়সা বাড়ান হয়েছে। বেহালা থেকে কৈলাশ-এর বাসভাড়া ৫ নয়া পয়সা বৃদ্ধি করা হয়েছে। গভর্ণমেন্ট বাসের ভাড়া বৃদ্ধি করেছে, তার সুযোগ নিয়ে আর, টি, এ, যে অঞ্চলে থাকে, সেখানেও চার-পাঁচ নয়া পয়সা করে প্রতিটি রুটের ভাড়া বাড়িয়েছে। এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করবার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে ডাঃ রায়কে অনুরোধ করছি।

(At this stage the House was adjourned for 15 minutes.)

[After Adjournment]

[5-15—5-25 p. m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Mr. Speaker, Sir, I have listened to the arguments that have been put forward with regard to the demend that I have made for the Transport Department. One argument that Mr. Niranjan Sen Gupta has put forward is that there is no record as to the assets created by the funds that have been given by the Government to the Transport Department.

Sir, my friend I think, does deal with the Finance Appropriation Accounts Committee report of the Accountant General because he read it out. If he had only taken care to see that report and had seen the balance sheet of the Transport Department year to year—I have got a copy of it in my hand—it would have satisfied him that of the total amount that has been invested how much has been invested for transport vehicles, how much for land, how much for building and so on and so forth. He need not have been inquisitive without being satisfied as regards the enquiry that he wants to make. Besides that in this statement which shows the financial results of important schemes of Government involving transactions of commercial or semicommercial nature, at pages 1 and 2 you will get the transaction such as take place from year to year. It gives you the amount of money that is spent for the vehicle, the amount of money that is spent for pay, allowances, contingencies, petrol, diesel, tyres, tubes and so on—of course, this is for one year. But if you want to have a complete picture of the amount spent and the amount invested from year to year for several years, all you need to do is to refer to the report of the Accountant General. Sir, having talked about the Accountant General's report, I may tell him that he has picked out a report of transaction which took place sometime back—sale of 17 Studebaker buses. This matter was thoroughly investigated by the Public Accounts Committee and it was found then that the Accountant General was wrong in his suggestion that 31,000 was spent for making the vehicles road-worthy and therefore, that the party, Mr. Mitter, having paid 36,000, only 17 buses were sold for Rs. 5,000 If he had only looked into the discussion he would have found out that it was ultimately discovered that the only amount that the Department had spent was a little over Rs. 6,000, so that of the Rs. 37,000 which was paid only Rs. 6,000 was spent for the repairs which had to be done because certain parts had been taken away from the old bus. As a matter of fact. on subsequent enquiry it was found that other old studebaker buses that had to be sold by public auction did not fetch us more than Rs. 1,000 to Rs. 2,000 each. Sir, these are little things and one can pick up any amount of mud in order to throw at one's adversary, but that does not help very long because mud gets washed and the man comes out clean.

Another point has been raised which I may refer in passing. It is true whatever organisation you may have you cannot probably satisfy everybody. It has been said that if a man is recommended by a Congress member he gets the appointment, but if he is recommended by other members he does not get the appointment. I cannot help it. It is happening everywhere in the world. But that does not mean that there is always nepotism and corruption because my man is not given the appointment, that is no proof at all. Sir, a question has been raised about the appointment of Mr. Dhar. I may say that ordinarily officers are appointed, particularly in the upper grade selection is made by the Public Service Commission. The other staff are appointed by Special Selection Board. Mr. Dhar was not put before the Public Service Commission because he was an Assistant Commissioner of Police where he was appointed by the Public Service Commission. He was appointed in this Department as I suggested that in view of the large of accidents that have taken place a retired Police officer should be appointed in order that he might properly investigate into every case of accident that happens.

Sir, It is all very well to fling cheap gibes at the man who works. Shri Talukdar, I must lay my complement to him because for the last 7 or 8 years he has worked like a trojan in order develop this institution. Sir, people who never had anything to do with industrial concern never realise what it is to develop a new industry in any particular sphere. I happened to have some experience having myself been connected with some industries before I came in as Chief Minister. I know what anxiety, what risk, what danger, what amount of effort is necessary in order to stabilise any industry, and transport industry is not one of the very easy industries in this country. It is easy to say that we

have not got enough buses to carry all the passengers that want to be carried. We have got a bottleneck. It is that we have not got foreign exchange. We would have 100 to 200 buses if I could have not foreign exchange. I have tried my level best. I have seen even the Prime Minister in order to get foreign exchange necessary to buy these buses but as you know, foreign exchange position is very difficult, and therefore, however much we may desire we cannot increase the number of buses, Apart from the difficulty of the narrowness of the roads that is there, the difficulty is that we cannot put in buses simply because we wish to do it.

[5-25—5-35 p. m.]

It is said that the old private bus owners used to make a lot of profit. Why can't we ? Don't you see that the difference is a very great one. An ordinary bus-owner never has any workshop. He never has any particular place where proper maintenance work can be done. He has not got any particular scale of salary for his employees. The total number of people whom he appoints for one bus is not more than four whereas we have to appoint about twelve people, of course taking everything into consideration. Therefore, it is easy to compare between the bus of the private owner and the buso f the State Transport and disparagingly talk about the latter. Sir, I am quoting the example of one of the biggest industrial concerns today, viz. the Indian Iron and Steel Co. which for 18 years could not give any dividend, but today it is the index of industrial development in this country. Sir, it takes a little time before an organisation can stabilies.

Sir, as regards the increase in fares to which some people have objected, my contention is that if it had been a private concern or if the money which is realised out of the increased fares, taken from the people, were utilised for some other purpose, it would have been a different matter, but here the inereased fares are intended for the purpose of meeting the emergencies, such as, increased tax on diesel oil, increased tax on aluminium sheets, increased tax on engines and engine parts and so on which have been imposed by the Central Government Probably my friends do not realise that if you want to go through the Five Year Plan, it is essential that you have got to tax more—you cannot avoid it. Now, if you do want to tax more, it is not possible for everybody to escape the taxation and if you have got to pay taxation, that taxation must be, for a concern like the State Transport Corporation, evenly distributed among a large number of people. If I could carry people free in the State Transport vehicles, probably that would have been the best thing, but you cannot do it—It is not possible. Therefore, what we are trying to do is to stabilise things, otherwise what will happen ? If you increase the number of buses, if you increase the amenities to the workers, if you give them higher wages and so on, you have got to find money from somewhere, but who is going to pay you the money ? You will have to find more money. The result would be that it is possible that the man who never uses a bus but pays a tax elsewhere will have to contribute towards the upkeep of the Transport Department. But that is not a fair proposition. It is always best to put the burden on those who are benefited by the operation of a particular concern.

Sir, there are several other small things that have been mentioned here. I may tell Mr. Hemanta Basu, since he brought the man from Howrah to see me, that no employee was punished or charge-seeted simply because he accompanied Hemanta Babu to come and see me. Sir, there were 70 persons who were charge-sheeted but of these, after making enquiries only 7 persons were discharged. I told Hemanta Babu at that time that if there is any charge against any particular individual that he indulged in violends or encouraged violence or tried to promote violence, then there is no truck with such people. I understand that when the enquiries were made, Hemanta Babu was present and, I think, Dr. Majumdar was also present on certain occasions. I think they would probably agree that the enquiry was made satisfactorily and those who were punished were punished rightly.

Sir, it is true that everybody is not satisfied with the present routes of the buses. There are people who would like to have bus No. 28 going in one direction, again there are people who would like to have bus No. 36 going in another direction and so on, but what is really worrying me, as I have said before, is the question of evercrowding that takes place during the peak-hours and I confess I have not able to find a solution to the problem. You will recall that five or six years ago I asked a French company to come here and give us a plan for an underground railway in Calcutta. They gave me a plan which would cost us for 32 miles of underground railway about Rs. 33 crores. Our difficulty was that the Finance Ministry of the Central Government refused to give us permission becouse they could not agree to the foreign exchange component of that particular scheme. The scheme is still there, and I feel still that if we can have an underground railway it will probably solve the problem. Men while increased number of buses may be of some use in certain quarters. They have given me some figures of the total number of buses increased in certain areas. But route No. 4—26 increased to 30 ; bus route No. 5—30 increased to 33 ; bus route No. 6—27 increased to 31 ; bus route No. 7—10 increased to 14 : and bus route No. 8B—30 increased to 31. I admit that this number may not be sufficient. My friend Shri Hemanta Basu said that after 8.30 or 9 o'clock at night people have to wait for 20 or 25 minutes for a bus. Of course, this is not desirable. We have got to consider how to get more foreign exchange to get a few more buses.

So far as the non-peak period is concered it is possible to increase the number of buses to relieve the congestion and the difficulties of the people. I can assure you that it has been my desire or ambition to see that the people Calcutta do get a certain amount of facility so far as transport is concerned.

Somebody asked me about a circular railway—I forget who it was. We did press the Government of India to have a circular railway round about Calcutta, although I admit that a circular railway will not solve the heart of the problem. Calcutta is a peculiar city where most of the big offices are concentrated round about Dalhousie Square. Everybody has to come to Dalhousie Square. The circular railway may land a person somewhere near Dalhousie Square but still he has to go a mile or half a mile reach his office. Therefore, although a circular railway may create some amount of convenience, it would not solve the real problem. The Railway people said that they are prepared to consider this question when the electric railway between Howrah and Burdwan, and Sealdah and Ranaghat is completed. I do not know when it will be done ; probably it will be done in three years' time.

I have nothing more to add. The only thing I would say is that we are doing our best. I want co-operation and help from every part of the House in order to develop this particular service, so that our people may get facilities of moving about Calcutta as easily as possible.

I cammend my motion for the acceptance of the House, and I oppose all the cut motions.

Mr. Speaker : I put all the cut motions except Nos. 8, 26 and 31 on which division has been claimed and those which I have declared to be out of order.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 4,36,77,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jagat Bose that the demand of Rs. 4,36,77,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Amarendra Nath Basu that the demand of Rs. 4,36,77,000

for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 4,36,77,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 4,36,77,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 4,36,77,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sitaram Gupta that the demand of Rs. 4,36,77,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Shri Sudhir Mullick Chowdhury that the demand of Rs. 4,36,77,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 4,36,77,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 4,36,77,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then out and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 4,36,77,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Provas Roy that the demand of Rs. 4,36,77,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The Motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 4,36,77,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

[5-35—5-45 p. m.]

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 4,36,77,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road

and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—127

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shri ati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Shri Binoy Kumer
Chattopadhyay, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati. Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhuri, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Mahananda
Hasda Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri,
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee. Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati, Olive
Platel. Shri R. E.
Paramanik, Shri Rajani Kanta

Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Sankar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—66

Abdulla Farooquie Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirenda Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bose, Shri Jagat
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani Dr.
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Majumdar, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Saroj
Roy, Shri Siddhartha Shankar
RoyChoudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 66 and the Noes 127, the motion was lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 4,36,77,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road

and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:

NOES—128

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Choudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Digapati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shri Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tatrun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar. Shri Mahananda
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana. Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakal
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Nirrnjan
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja. Shri Bhabaniranjan

Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Durgapada
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—66

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bose, Shri Jagat
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhibar, Shri Pramath Nath
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Majumdar, Shri Satvendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Saroj
Roy, Shri Siddhartha Shankar
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 66 and the Noes 128, the motion was lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 4,36,77,000 for expenditure under Grant No. 47, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account."

be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:

NOES—129

Abdul Hammed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari

Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—66

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Balu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bose, Shri Jagat
Chakraborty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattterjee, Shri Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Das, Shri Tarapada
Dey, Shri Pramatha Nath
Elias, Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Majumdar, Shri Satyendra Narayan
Modak Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Pan a Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandev, Shri Sudhir Kumar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Saroj
Roy, Shri Siddhartha Shankar
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 66 and the Noes 129, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 4,36,77,000 be granted for expenditure under Grant No 47, Major Heads "XLVIA—Receipts from Road and Water Transport Schemes—Working Expenses and 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account", was then put and agreed to.

Demand for Grant No. 42.

Major Heads : 63B—Community Development Projects, etc.

The Hon'ble Dr Rafiuddin Ahmed : Sir, I beg to move that a sum of Rs. 4,74,86,000 be granted for expenditure under Grant No. 42. Major Heads "63B—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works—82, Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects".

The Community Development programme is now in its eighth year. When it was first launched in October, 1952, there were only eight blocks covering a population of 5.73 lakhs. At present there are 158 full-fledged blocks and 30 more pre-extension blocks which are in the nature of shadow blocks to continue as such for one year and to be upgraded to Stage I during 1960-61. The population covered by those 158 full-fledged blocks is 108'33 lakhs or about 47.8 per cent of the total population and if we consider the additional 30 pre-extension blocks, the coverage would extend to 127.21 lakhs or 56'2 per cent of the total population.

According to the Government of India's present programme of starting blocks, the whole of rural West Bengal will be covered by a net-work of 341 blocks by October, 1963. During 1960-61, another 38 pre-extension blocks are expected to be alloted to this State by the Government of India.

This progressive increase in the geographical coveroge of the Community Development Programme over the years has also been accompanied by a mounting volume of development activity and a greater measure of achievement in the several fields of activity embraced by this comprehensive programme, such as Agriculture, Animal Husbandry, Health, Sanitation, Education and Social Education, Communication and Village Industries etc.

[5-45—5-55 p. m.]

During the year 1959 despite the severe natural calamities which demanded the attention of the Block Development Staff in relief and reconstruction measures, the progress of development work was maintained. The Community Development programme has not followed an inflexible pattern and has not remained static during the last few years on the contrary ever since its inception as a pioneering venture in integrated development of rural areas, it has been under constant review and evaluation in order to detect its short-comings and devise remedies and improvements. As a result, the programme has undergone many changes, both in respect of major policy and minor working details, since its early days. By far the most important of these changes is the revision of the programme introduced with effect from the 1st April, 1958, after considering the recommendations of the Balwantrai Mehta Committee set up by the Government of India for the purpose.

According to this revised programme, a block now goes through three stages in its development, namely—

(*i*) pre-extension or preparatory stage for one year,

(*ii*) Stage I or intensive development stage for a period of five years with a total budget provision of Rs. 12 lakhs, and

(*iii*) Stage II or post-intensive stage for another period of five years with a budget allocation of Rs 5 lakhs.

During the pre-extension stage, only a small expenditure mostly on key personnel is contemplated and this is to be adjusted against the budget provision of the block in Stage I.

The Community Development progromme has recognised, right from the beginning, that in a poor and under-developed country like ours, mere financial assistance from Government, however generous within its limited resources, can but touch the fringes of the problem. It is the people themselves whose energy, initiative and resources can supplement many times over the amount of Governmental assistance and thus can play a vital role. Accordingly, the main emphasis in the programme has been to arouse in the people an awareness of their needs and problems, their abilities and resources and to generate in them the necessary spirit of self help and co-operative effort for solving their problems and bettering their lot.

In order to secure people's participation and to involve them more and more in the programme, a number of measures have been taken. The more important of these are :—

(*i*) formation of a Block Development Committee for each block with a majority of non-official members. The actual programme of work in the block and financial allocation therefore are settled by this Committee within the broad framework of the schematic pattern of the block budget, to suit local needs and circumstances,

(*ii*) creation of similar committees of people's representatives at the Subdivisional, district and State level ;

(*iii*) formation of an Informal Consultative Committee of M.L. As and M.Ps.,

(*iv*) association of Panchayats where they exist, and local committees of beneficiaries elsewhere, in the execution of suitable items of work, such as, Katcha road, drinking water wells,

(*v*) the training of village leaders (called GRAM SAHAYAKS) in improved agricultural practices in particular and in rural development programme in general, so that they may act as Extension Agents to other villagers,

(*vi*) organisation of educational tours of villagers, in order to equip them as adopters and demonstrators of new practices,

(*vii*) creation of people's organisations such as Youth Clubs, Bratidals, Mahila Samities etc. etc.,

(*viii*) training of village school teachers in Community Development programme so that they may in turn educate and train the villagers in this programme,

(*ix*) training of non-official leaders including members of Block Development Committees and Panchayats, M.Ps and M L.As in Community Development programme.

The impact of all these activities on the rural people has been quite significant as they have aroused in them an increasing awareness of and interest in the Community Development programme.

A distinct contribution of the Community Development programme is the establishment of a unified welfare administrative agency in the hitherto neglected rural areas within the easy reach of the villager. The key role of this agency may be gauged by the fact that it has been recognised as the permanent pattern of future rural administration of the country. This agency consists of a team of

workers with the Block Development Officer as their leader. Different members of this team look after different sectors of the programme but their approach to the problem of development of the block is an integrated one, and not compartmental and segmentary. It is also intended that this agency should be associated with all developmental activities to be carried on in the block by the different Departments of Government with their own funds as distinct from the special funds provided in the block budget. The services of this agency are being increasingly utilised by the different welfare Departments of the Government. An event of far-reaching significance is that the Block has been accepted as the unit of planning, administraion and development.

It is worthy of mention that the existence of this organisation has greatly facilitated relief and reconstruction works necessitated by natural calamities, such as floods. Block Development Officers have been appointed ex-officio to Circle Officers within their jurisdictions with the ultimate object of abolishing the cadre of Circle Officers and integrating the general administration with development administration.

One important aspect of the Community Development Programme is generally lost sight of. This is the role of the block agency in carrying on Extension work (which is in essence educational work) among the rural people and bringing about gradually their mental transformation. This is of even greater value on a long term view than mere physical achievement in the shape of roads, buildings and walls. It is in this role that the Block Development Officer and his other extension agents establish close contact with the people, try to understand their problems, find solutions, provide technical and financial assistance and in this way become their friend, philosopher and guide.

Agricultural development has been recognised as the pivot of this programme and the major plank of activity and the Block staff give the highest priority to the activities under this sector. The Gram Sevak who is the worker at the ground level is to devote his whole time to aggricultural activities during peak agricultural seasons to the exclusion of all other work. The training of Gram Sevaks has also a heavy bias on agriculture.

Development of industries is another important branch of activity which has received a good deal of attention. With a view to improving the skill of the existing artisans and creating new artisans, a number of Training-cum-Production centres have been started in many Blocks including those in the hill areas. Most of the Blocks have got at least one such centre while some have got two and a few more than that. The crafts in which the training is imparted are selected after taking into consideration the availability of raw materials in the locality as far as possible and the marketing possibilities in the neighbourhood. On a consideration of the factions, schemes like preparation of jam, jelly, etc. from fruits, wool-weaving, village pottery, tanning, etc. have been undertaken. Another category of schemes which suit both the plain and hill areas includes carpentry, blacksmithy and handloom weaving. These have been introduced. The original provision in the current year's butget for these schemes was Rs. 11,51,000 which has been augmented to Rs. 14,80,500 in the Revised. In view of the growing demand for such centres, a provision of Rs. 28,26,100 has been proposed in the next year's budget.

[5-55—6-5 p.m.]

During the current financial year with limited budget provision it is not possible to extend the benefit of this important programme to all Blocks. The larger provision proposed for the next year is expected to

remove this difficulty. In order to assist the artisans on completion of their training arrangements have been made for lending free of charge the use of tools and equipment used in these training cum production centres provided they organise themselves in a Co-operative Society. Financial assistance is also extended to the ex-trainees from another source of Governmental funds, viz. the State Aid to the Industries Act.

The devastating floods of September and October, 1959, which affected the majority of the districts in West Bengal created a severe handicap to development activities in many of the blocks as the Block Development Officers and their staff had to switch their attention and efforts from execution of development programmes to bringing succour and relief. As many people were rendered homeless, as a result of the floods, a programme known as the 'Build Your Own House' scheme has been launched in the affection blocks This scheme which will be implemented by the Block Development Officer contemplates construction of brick houses in place of collapsed mud houses which are easily vulnerable to flood, by villagers under an aided self-help programme.

It has to be recognised that the regeneratien of the village is a difficult job and calls for long and sustained effort. There is nothing to lose heart, therefore. if spectacular results which watch the eye are not visible within a short time. The stagnation in all sectors of rural life and the backlog of nearly two centuries of foreign domination cannot be wiped out in a decade, and the requisite psychological transformation cannot be produced in a matter of a few years. If the movement of Community Development has caught the imagination of the villager and others during the last few years and set them thinking, this in itself is enough gain. It is in this way that the programme will eventually be a part and parcel of rural life and thereby be on its road to fulfilment. The foundations of this consummation are, I believe, being well and truly laid by the measures that have been and are being taken under the programme.

Lastly, I am happy to be able to place before you, Sir, a piece of good news which may have far-reaching implications in the field of agricultural production. Only about 14 per cent of the total cultivated area of West Bengal grows two crops. One easy way to increase agricultural production and thereby to ameliorate the conditions of the cultivators is to extend double cropping to as large an area as possible. This could be feasible if a cheap source of water supply could be made available to the ordinary small cultivator.

It has been the endeavour of my department to devise a bullock-driven pump which can operate a shallow tubewell so as to utilise the idle bullock power of the cultivator. It has been last possible to devise such a pump with the co-operation of the Training-cum-Production branch of the State's Rehabilitation Directorate. This can be operated by the small, stunted type of bullock which is typical of West Bengal, and has a capacity for discharge of 500 to 700 gallons of water per hour. This quantity of water can easily irrigate one and a half acres of land. Our experiment with this pump carried out at two demonstration farms at Baruipur and Saktigar has confirmed that heavy water consuming crops like potatoes and cabbages can be grown successfully with the help of such a pump whose cost is expected to be within the easy reach of an ordinary cultivator. With these words I commend my motion for the acceptance of the House.

Shri Sudhir Kumar Pandey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Asount—Community Development Projects—Loans and Advances by

State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100.

Shri Radha Nath Chattoraj: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,74,36,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguli: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100.

Shri Panchu Gopal Bhaduri: Sir, I beg to move that the demand of Rs 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal : Sir, I beg te move that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduces by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100.

Shri Ganesh Ghosh : Sir, I beg to move that the demand of Rs 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,74,96,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Acccount—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100.

Shri Narayan Chobey : Sir. I beg to move that the demand of Rs. 4,74,86,000 far expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension. Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the

Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 1 0.

Shri Apurba Lal Mazumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,74,86,0 0 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100,

Shri Bijoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mullick Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads '63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100.

Shri Jamadar Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,74.86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Dovelopment Projects", be reduced by Rs. 100.

Shri Ledu Majhi : Sir, I beg to move that the demand of Rs 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100.

Shri Chitto Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100.

Shri Deo Prakash Rai: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Kumar Pandey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,74,86.000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Kumar Pandey: মাননীয় কার স্পীমহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা আমি খুব মনোযোগ সহকারে শুনছিলাম। কিন্তু তাঁর বক্তৃতার মধ্যে কোন নূতনত্ব কিছু দেখতে পেলাম না। Community Development-এর মারফৎ কোনকিছুই কাজ হচ্ছে না, এমন কথা আমি বলছি না; নিশ্চয়ই দু-একটা রাস্তা হয়েছে, কিছু কুয়া হয়েছে, কিছু কিছু কাজ হচ্ছে। কারণ যেখানে পাঁচ বছরে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়, সেখানে অযোগ্য বা যোগ্য যে-কোন সরকারই থাকুক না কেন, কিছু কাজ হতে বাধ্য। কিন্তু সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার যা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, যা পূর্বে আপনারা ঘোষণা করেছিলেন এবং এখনও বিভিন্ন জন-সভায় খুব জোরগলায় প্রচার করে থাকেন, যে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে আমাদের গ্রামেতে নিরব বিপ্লব সাধিত হতে যাচ্ছে; সে দিক থেকে যদি বিচার করে দেখা যায়, তাহলে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সমাজ উন্নয়ন নিরব বিপ্লব কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি গ্রাম-দেশে নিয়ে আসতে পারেনি। আমি এ কথা আজ শুধু বিরোধী দলের একজন সদস্য হিসাবে বলছি না, study team, যারা বছর বছর ধরে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, তাঁরাও ঠিক এই কথা বলছেন। সেই study team-এর রিপোর্টে কোথাও একথা বলা হয়নি যে Community Development-এর মাধ্যমে দেশের কোথাও একটা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। এই study team বা পর্যবেক্ষণ দলের রিপোর্টটা সে দিক থেকে মোটেই উৎসাহজনক নয়। আমরা জানি আজকে আমাদের গ্রাম-দেশে আপনাদের এই নিঃশব্দ বিপ্লবের দ্বারা কোন উপকার হয়নি। আজকে গ্রামের যে মূল সমস্যা ভূমি-সমস্যা, সেই ভূমি-সমস্যাকে বাদ দিয়ে যদি উৎপাদনের দিকে চেষ্টা করেন, তা কখনও সফল হতে পারে না। এই

সমস্যার আমূল পরিবর্তন না করে, শুধু নিঃশব্দ বিপ্লবের কথায় কখনও পরিকল্পনা করা যায় না। ভূমি সংস্কার না হলে, কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা কল্পনা করা যায় না। এই হল Community Development-এর কথা। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ও অন্যান্য সদস্যদের অবগতির জন্য আমার এলাকায় শক্তিগড় ব্লক ডেভালপমেন্ট সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। সেখানকার সম্বন্ধে প্ল্যানিং কমিশনের রিপোর্টে এস, সি, পীল মহাশয় এগ্রিকালচার সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, কৃষি উৎপাদনই হচ্ছে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল কথা, এবং ঐ কৃষি উৎপাদনকে যদি বাড়াতে হয় তাহলে সেচব্যবস্থা হচ্ছে তার প্রধান সহায়ক। কিন্তু শক্তিগড় ব্লকে সেচব্যবস্থা সম্পর্কে কি করেছেন? তিনি রিপোর্টে বলেছেন যে সেখানে সমস্ত ব্লকে প্রায় ৫০ হাজার একর জমি আছে এবং খাল, বিল, পুষ্করিণী, ডোবা প্রভৃতি আছে। সেখানে মাত্র ২৩ ভাগ জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে যে মোট জমি তার এক-চতুর্থাংশ জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে পারেননি। সেখানে ব্লকের মধ্যে প্রায় এক হাজারটা হাজা, মজা পুষ্করিণী আছে, তার সংস্কারের ব্যবস্থা করতে পারেননি। অর্থাৎ ব্লকের মধ্যে সেচ-ব্যবস্থা করবার জন্য অনেক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, ব্লক ডেভালপমেন্ট এর দ্বারা কোন উন্নতি হয়নি।

তারপর জন-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে ১৫.৮ টি পরিবার অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বাড়ীতে বাস করে, আর ২২.৮টি পরিবার স্যাৎসেতে বাড়ীতে বাস করে এবং ২৪.৭টি পরিবার বায়ু চলাচল অত্যন্ত অসন্তোষজনক, এই রকম বাড়ীতে বাস করে। এই কথা তিনি বলেছেন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে কমিউনিটি ডেভালপমেন্ট-এর দ্বারা লোকের বিশেষ কোন উপকার হয়নি। পূর্বে জন-সাধারণ যে রকম পরিবেশের মধ্যে বাস করত, কমিউনিটি ডেভালপমেন্ট হওয়ার পাঁচ বছর পরেও তারা সেই রকম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে। তাহলে কোথায় কি উন্নতি হল এই প্রজেক্টের দ্বারা তা আমরা বুঝতে পারছি না। আজকে নানা অসুবিধার মধ্যে জনসাধারণকে বাস করতে হচ্ছে, তার মধ্যে পানীয় জলের অভাব অত্যন্ত বেশী। পানীয় জল ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। সেখানে শতকরা ২০টি লোককে পচা ডোবা বা পুষ্করিণীর জল খেতে হয়, তারা টিউবওয়েলের জল পায় না। এই ধরনের অপরিষ্কার পানীয় জল খাওয়ার ফলে আজ সেখানকার লোকেরা নানা প্রকার রোগে ভুগছে।

তারপর social education সম্বন্ধে দেখা যায় যে প্রত্যেক ব্লকে একজন organiser বা specialist-কে রাখা হয়েছে এবং তার বিশেষ কাজ হচ্ছে যে গ্রামবাসীকে শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু আমি জানি সেখানে মাত্র শতকরা ২৮ জন ব্যক্তি শিক্ষিত এবং তার মধ্যে মহিলা শিক্ষিতার সংখ্যা হচ্ছে ১৪.৯ জন। অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ লোক শিক্ষিত নয়। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেও সেখানকার এতগুলি লোককে অশিক্ষিত, জ্ঞানহীন অবস্থায় ফেলে রেখেছেন। সেখানকার লোকের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্টে যা বলা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে শতকরা ৩৭টি পরিবারের মাথা পিছু আয় মাত্র ১০ টাকা। এক বেলা খাবারের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তার ব্যবস্থাও করা হয়নি। এর পরেও কি বলতে হবে—সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বারা ব্লকের লোকদের দারুণ উন্নতি হচ্ছে?

[6-5—6-15 p. m.]

আজকে যদি আমরা বুঝতাম যে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা সার্থক হয়েছে—তাদের এই সমস্ত রিপোর্টে দেখছি—যে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা সার্থক হয় নাই। আপনারা একথা বলতে পারেন না যে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় সমস্ত গ্রাম দূরের কথা—একটা গ্রামের যদি দারিদ্র্য দূর করতে

পারতেন। একটা গ্রামের দরিদ্রতম মানুষ—মজুরের উন্নতি করতে পারতেন, কোন একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে পারতেন, তাহলে না হয় বুঝতে পারতাম। কিন্তু তা কোথাও কোন জায়গায় পারেন নাই। তাহলে আমরা কি নিয়ে বিচার করবো—যে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় দেশের অগ্রগতি হয়েছে। কয়েকটা রাস্তাঘাট বা কয়েকটা খালবিলের সংস্কার করলেই বলা যায় না যে গ্রামে নিঃশব্দ বিপ্লব হয়ে যাচ্ছে, বিরাট অগ্রগতি হয়ে যাচ্ছে। তা কখনো হতে পারে না।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমরা এই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যাপারে সহযোগিতা করে কার্যকরী করবার চেষ্টা করি। কেন করি? তার কারণ হচ্ছে এর দ্বারা যে' একটা দেশের আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে—সেজন্য নয়, আমরা জানি যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা সরকার ব্যয় করছেন, সেই টাকার দ্বারা জনসাধারণের যতটুকু উপকার হতে পারে তাই হোক্, এই টাকা যাতে ভালভাবে ব্যয়িত হয়—যে পদ্ধতি প্রয়োগ করে, তার জন্য চেষ্টা করি, সেই পদ্ধতি প্রয়োগের কথা সরকারকে আমরা বলে থাকি। বরাবর বলে আসছি, এবারেও সেই কথা বলতে হচ্ছে। কিন্তু সরকার তার মধ্যে কোন পরিবর্তন করেন নাই। আমরা বারবার বলছি—যদি সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে হয়, তাহলে সেই জনগণকে এই পরিকল্পনায় প্রণয়নের ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। সমস্ত পরিকল্পনা—উপর থেকে নীচের দিকে চাপিয়ে দেবেন, উপর থেকে দেবেন—এই কাজ করে তাতে জনসাধারণের অনুমোদন থাক বা না থাক, বা তাদের প্রয়োজন থাকুক আর নাই থাকুক, সেটা আপনাদের দেখার প্রয়োজন হয় না। কাজেই এ ব্যাপারে জনগণের উদ্যম ও উৎসাহ আপনারা সৃষ্টি করতে পারেন না। আজ পর্যন্ত কোথাও তা আপনারা করেন নাই। Public Participation সম্বন্ধে কথা আমি গতবারেও বলেছিলাম, তা আপনারা শোনেন নাই। বিরোধীদলের কথা আপনারা শুনতে চান না। প্রায়ই আপনারা গঠনমূলক প্রস্তাবের কথা বলে থাকেন। কিন্তু যে গঠনমূলক প্রস্তাবের কথা আপনারা বলে থাকেন, তা আন্তরিকতাপূর্ণ কিনা এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আপনারা এ পর্যন্ত বিরোধী দলের একটি প্রস্তাব, একটা পরামর্শও গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণ করতে পারেন?—তাহলে বুঝতাম আপনাদের কথা আন্তরিকতাপূর্ণ এবং আমরাও সন্তুষ্ট হতাম। সে প্রমাণ আপনারা দিতে পারবেন না। আপনাদের পর্যবেক্ষক দল বারেবারে এদিকে দৃষ্টি দেবার কথা বলে গেছেন। তা আপনারা সংশোধন করেন নাই। আমি আপনাদের 4th Evaluation Reprot থেকে বলছি—সেখানে বলা হচ্ছে—

The people have a feeling that they have not been adequately associated with planning and execution of project activity. With handing over of a large number of works to contractors, the possibilities of joint participation by the project staff with village leaders in construction works have not been utilised.

সেই রিপোর্টে একথা বলা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও আপনারা নীতির কোন পরিবর্তন করেন নাই—যাতে করে জনগণের সহযোগিতা আপনারা লাভ করেন। যে 4th Evaluation Report নিয়ে সমালোচনা করা হচ্ছে, সেখানে বলা হচ্ছে সেই আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির কোন পরিবর্তন আপনারা করেন নাই। Sixth Evaluation Report থেকেও আপনারা কোন শিক্ষা গ্রহণ করলেন না। সেই Sixth Evaluation Report-এ বলা হচ্ছে—

In practice, however, the programme has been marked by centralisation, bureaucratic initiation, direction and control.

সেই আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি—অর্থাৎ উপর থেকে নীচের দিকে চাপিয়ে দেওয়ার যে পদ্ধতি তার কোন পরিবর্তন আপনারা করলেন না। আপনারা বিভিন্ন ব্লকে গ্রামপঞ্চায়েৎ গ্রহণ করেছেন—কিসের জন্য? কোন কাজ নাই? আপনাদের প্রত্যেক গ্রামের একজন করে পঞ্চায়েৎ সেখানে আছে—তিনি নির্বাচিত সদস্য এবং প্রত্যেক গ্রামপঞ্চায়েতের মারফৎ উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করাতে পারেন। গ্রামের মধ্যে উদ্যোগ সৃষ্টি করতে পারেন। যেখানে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের সদস্য রয়েছে। অথচ তাদের কোন কাজে লাগাননি। আপনাদের কথামত নিজেরা কাজ করেন নাই।

কেন্দ্রীয় উন্নয়ন দপ্তর ১৯৫৫ সালে শিলং কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপনাদের অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন যে, প্রত্যেক গ্রামপঞ্চায়েৎ যাতে দু-হাজার টাকার পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারেন—সেই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে পারেন—তার ব্যবস্থা করুন।

কোন গ্রামপঞ্চায়েৎকে দুই হাজার ত দূরের কথা, দুই টাকা বরাদ্দ করারও নির্দেশ দেননি। তাদের উৎসাহ দেবার কথা কেবল বিরোধী দলই বলেনি, কেন্দ্রীয় সমাজ উন্নয়ন দপ্তর থেকেও সেই অনুরোধ করা হয়েছে। এবং তারা যে কথা বলেছেন তা না করতে পারলে এদের মধ্যে উদ্দীপনা জাগাবেন কি করে। এদের মধ্যে উদ্দীপনা জাগাতে হলে আমি আমার কথায় বলতে পারি যে, আপনার যে আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি, সেই পদ্ধতির যদি পরিবর্তন না করেন তাহলে জনসাধারণের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারবেন না। তাই আমার প্রস্তাব হচ্ছে আপনার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য গ্রামপঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দান করুন। এবং গ্রামের লোকের সহযোগিতা গ্রহণ করুন। তারপর এখানে block budget-এর কথা হচ্ছে। প্রত্যেক block-এর একটা block advisory committee আছে। কিন্তু এই block advisory committee-র committee meeting-এ block budget পরিবর্তন করার কোন ক্ষমতা তাদের নেই। ইদানীং অবশ্য সামান্য ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আমি সেইজন্য মাননীয় স্পীকার মহাশয় আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এই block advisory committee কিসের জন্য করা হয়েছে? আপনারা এখান থেকে যে টাকা যে খাতে ব্যয় হবে তা ঠিক করে দেন; তারা শুধু সেটা অনুমোদন করে। আর কিছু করতে পারে না। আমি সেইজন্য বলতে চাই, বিভিন্ন block বিভিন্ন এলাকায় এবং তাদের বিভিন্নরকম সমস্যা রয়েছে। কোন জায়গায় হয়ত জমি উদ্ধারের ব্যাপারে জোর দেওয়া উচিত, কোন জায়গায় হয়ত কুটিরশিল্পের উপর জোর দেওয়া উচিত, কোন জায়গায় হয়ত সেচব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া উচিত। কোন জায়গায় হয়ত co-operative-এর উপর জোর দেওয়া উচিত। কিন্তু এঁরা মনে করেন সমস্ত block-এ একই সমস্যা রয়েছে। আমার কথা হচ্ছে Schematic Budget এর পরিবর্তন করার ক্ষমতা Block Advisory Committee-কে একান্ত দেওয়া দরকার। এই রকম আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাজেট করলে কখনই ভাল ফল পাওয়া যাবে না। আর একটা কথা বলতে চাই, বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ থাকে, সে টাকা খরচ হয় না। সারা ভারতবর্ষে ৩২টা block পর্যালোচনা করে self-financing scheme-এর report-এ বলা হয়েছে, ১৯৫৬ সালে শতকরা ৮৩ ভাগ, ১৯৫৯ সালে শতকরা ৪৫·১ ভাগ এবং ১৯৫৯-৬০ সালে ৬৬·৭ ভাগ টাকা মাত্র ব্যয় করা হয়েছে। বাকী টাকা ব্যয় করা হয়নি। বাংলাদেশে self-financing scheme-এ ১৯৬০ সালে ৩৮ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, তার মধ্যে ২৯ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা খরচ হয়েছে, বাকী টাকা খরচ হয়নি। আমাদের দেশে যে সব বড় বড় সমস্যা রয়েছে যার অগ্রগতির জন্য আপনারা এমন ব্যবস্থা করছেন যা দেখা গেল ৮ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা খরচ করতে পারলেন না। এটা কিসের টাকা? সেচ হতে পারে বা অন্য কোন উন্নয়ন কার্যের হতে পারে। এ টাকা খরচ করতে পারেন না

কৃষি সম্পর্কে এখানে বলা হয় যে কৃষিই আমাদের মূল বিষয়। কিন্তু কৃষি সম্পর্কে এইকথা বলতে চাই যে তারও বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি। আমরা প্রত্যেক Block Development officer-এর কাছে জানতে পেরেছি যে, এই সব কার্যের জন্য তাদের কোন plan নেই। কোন্ বৎসরে কত কৃষি উৎপাদন বাড়ান হবে তার কোন plan নেই বা সেই plan নিয়ে কোনদিন committee-তে আলোচনাও হয়নি যে, আমাদের এই তিন বৎসরের মধ্যে কোন উপায় পরিকল্পনা মারফৎ এতখানি production বাড়বে। আপনার Development Commissioner's conference-এ প্রকাশিত report-এ দেখলাম যে ঠিক হয়েছে, যেখানে যেখানে সেচব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল সেখানে এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ কৃষি উৎপাদন বাড়বে এবং অন্যান্য এলাকায় শতকরা ৩০ ভাগ বাড়বে। কিন্তু এখানে যে অবস্থা হয়েছে তাতে দেখতে পাচ্ছি যে এখানকার অবস্থা নৈরাশ্যজনক। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৫০ ভাগ ত দূরের কথা ১৫ ভাগও করতে পারেন নি। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে যে আমাদের নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা নেই।

[6-15—6-25 p. m.]

এই evaluation report-এ বলা হয়েছে, Inland improvement measures ···there is practically no activity. মি: স্পীকার মহাশয়, এঁরা বলে থাকেন যে কুটীরশিল্পের পুনরুজ্জীবন করতে চান, কিন্তু আমি প্রশ্ন করতে চাই সত্যিই যদি কুটীরশিল্পকে বাঁচানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে অন্ততঃ প্রত্যেক ব্লকে একজনও specialist agricultural officer রাখেননি কেন? মূল কথা, কুটীরশিল্পের জন্য আপনাদের কোন পরিকল্পনা নাই। তারপর, আপনারা যে পদ্ধতিতে চলেছেন তাতে কোনকালে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা সম্ভব হবে না।

Shri Dasarathi Tah : মা: অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিভাগের কৃতিত্ব সম্পর্কে বলবার কিছু নাই। ভারতের পল্লীসংগঠনের জন্য আমাদের জাতির জনক যেভাবে চিন্তা করেছিলেন তা কিভাবে কার্যকরী হচ্ছে আজ কারোর অবিদিত নয়। সমাজ উন্নয়নের নামে এমন একটা বিলাতী প্ল্যান আমাদের ঘাড়ে চাপান হয়েছে যে আমরা কোন পাত্তাই পাচ্ছি না। বারবার তরুণমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ কল্যাণীতে একটা Seminar করেছিলেন, সেখানে কংগ্রেসী অকংগ্রেসী সবাই মিলে একটা মহোৎসব করেছিলেন, সেখানে আমাদের এই মত গৃহীত হয়েছিল যে, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে পল্লীঅঞ্চলকে আরো স্বাধীনতা দেওয়া হোয়েছে। একটা advisory committee ছিল, এই advisory committee বিনা পয়সায় advice দিত, কিন্তু আইনে কোথাও লেখা নাই আমাদের কত percent advice নিতে হবে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই advice নেওয়া হয় না। যাই হোক, সরকারী বেসরকারী M. P., M. L. A. সবাই মিলে একটা পরিকল্পনা স্থির করেছিলেন যে এই এই সুপারিশ করা হবে। কিন্তু আজ ডা: আমাদের কর্ম থেকে দেখতে পাচ্ছি একথার কোন উল্লেখ নাই। এই কয়বছরে এই বিভাগের অনেক কাণ্ডকারখানা দেখলাম, কিন্তু গোড়া থেকে এটা ধাপ্পাবাজী ছাড়া আর কিছু না। S. K. Dey আমাদের একবার বলেছিলেন বীরভূমে নাকি একটা এলাহী কাণ্ড হচ্ছে, সেখানে নাকি বিনিময় প্রথায় জিনিসপত্রের লেনদেন হবে জনসাধারণের মধ্যে, সেখানে অনেক লম্পঝম্প হল, এবং বিলাত থেকে নাকি লোক সেখানে দেখতে গিয়েছিলেন এবং আমাদের গ্রামীণ সভ্যতা একেবারে উল্টেপাল্টে দিয়ে একেবার নৈমিষারণ্য তৈরী করা হবে। তারপর জলসেচের জন্য ফুলিয়াতে tubewel পোঁতা হল অনেক প্রচার করে, কিন্তু একটাতেও জল উঠে না, এমনিতেই সব মরচে পড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেখানে শুনলাম নানারকম ক্ষুদ্র কুটীরশিল্প হবে, ঘটিবাটি এসব কত নাকি হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখানে যা হচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে একমাত্র গাঁজার কল্কি তৈরী

হতেই বাকী আছে। কিছুদিন আগে কতগুলি ব্রহ্মচারী ষাঁড় দেওয়া হয়েছিল এবং artificial insemination-এর ব্যবস্থার কথাও আমরা শুনেছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি সবই fail করেছে। কত জায়গায় নাকি মুখরোচক পায়খানা তৈরী হবে এসবও শুনেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হল কিছুই জানতে পারা গেল না। শক্তিগড়ে কত কি হবে বলে বলা হয়েছিল, ঘরবাড়ী তৈরী হবে, নতুন নতুন employment হবে, কিন্তু শেষকালে দেখলাম সেখানে দড়ি ও কলসী ছাড়া আজ কিছুই হয়নি। শুধু টাকা অপচয় ছাড়া আর কিছু হচ্ছে না, এবং কাজ কিছুই হচ্ছে না। আমাদের বর্ধমানে দেখছি B. D. O-রা জীপে করে দৌড়াদৌড়ি করছেন। জেলাজজ সাইকেল-রিকসা করে কোর্টে যাতায়াত করেন। সেক্ষেত্রে B. D. O-রা কারণে অকারণে জীপগাড়ি চড়ে বেড়াচ্ছেন। এমনকি দুপয়সার পান আনতে গেলেও জীপের দরকার হয়। B. D. O রা সব নবীনযুবক, তাঁরা অনেক কাজ করতে পারে, কিন্তু এই বিভাগের অপদার্থতার জন্য এই যুবশক্তির অপচয় হচ্ছে।

[6-25—6-35 p. m.]

এই ব্যবস্থার যদি পরিবর্তন না করতে পারেন তাহলে এখানে বড় বড় কথা বলে কোন লাভ নেই। আপনারা বলছেন যে আমরা এগুচ্ছি, কিন্তু লোক এগিয়ে আসছে না। কিন্তু আমি বলব যে আপনারা এক পা এগুচ্ছেন তিন পা পেছোচ্ছেন। সেজন্য আমি বলব যে আপনারা 50-50 করলে পারেন। অর্থাৎ ইরিগেশান, লিফট ইরিগেশন ইত্যাদি ব্যাপারে যদি 50-50 করেন তাহলে সেখানে ডেভলপমেণ্ট প্রোজেক্টগুলো ভালভাবে চলতে পারে এবং সাধারণ লোকের ভাল হয়। বীরভূমে একটা জায়গায় সাধারণ লোকে টাকা দিয়ে ইরিগেশান করেছে এবং আপনাদের ডেভলপমেণ্ট কমিশনার এটার উদ্বোধন করে দিয়েছেন। আমি বলব যে এটা দেখেও তো আপনাদের শেখা উচিৎ; সেজন্য বলব যে ইরিগেশন প্রোজেক্টে লিফট ইরিগেশনের জন্য যদি 50-50 ব্যবস্থা না করেন তাহলে কিছুই হবে না। আমার সময় শেষ হল বলে অ: কিছু বলতে পারলাম না।

Shri Bijoy Bhusan Mandal: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার যে কনষ্টিটুয়েন্সি সে: কনষ্টিটুয়েন্সিতে ৪টা ব্লক ডেভলপমেণ্ট অফিস আছে। সেই ৪টা ব্লক ডেভলপমেণ্ট অফিসে মধ্যে ডেভলপমেণ্ট অফিসার, সার্কেল অফিসার যাই থাকুক না কেন সমস্ত কাজই এস. ডি. ও.- মারফৎ হয়। সেখানে যে কমিটি আছে সেই কমিটির মাধ্যমে কোন কাজ হয় না। সেখানে বি. ডি. ও., এস. ডি. ও. বা সার্কেল অফিসার যাঁরা থাকেন তাঁদের খেয়ালখুশীমত কাজ হচ্ছে আবার কংগ্রেসী লোকের মাধ্যমেও কাজ হচ্ছে। সেখানে টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে সামান্য কা: হয়। কিন্তু কত টাকা এজন্য খরচ হয় তা আমরা কমিটির মাধ্যমে কিছুই জানতে পারি না এই হারে যদি কমিটির দ্বারা কাজ হয় তাহলে সেই কমিটি রাখার মানে বুঝি না। সেজ বলব যে ডেভলপমেণ্ট অফিস না বাড়িয়ে এগুলিকে তুলে দেওয়া উচিৎ; কেননা সেখানে ৫ বছে ১২ লক্ষ টাকা খরচ করে যদি এই কাজ হয় সেখানে এই টাকা দিয়ে যদি রাস্তাঘাট তৈরী ক: বা খাল ইত্যাদি খনন করা হত তাহলে আমার মনে হয় অনেক কাজ হত। আমরা দেখতে পাচ্ছি বন্যায় যে ৪টি ইউনিয়ন ভেসে গেছে সেখানে একটাও বাড়ীঘরদোর নেই এবং তারা এখন পর্যন্ত হোগলার মধ্যে আছে। আজ আপনারা কো-অপারেটিভ স্কীমে হাউস করার ক: বলেছেন। আমরা জানি যেখানে ব্লক অফিস, সেখানে সরকার ভাল সাহায্য দিচ্ছেন বলে সরকার প্রচার করছেন। কিন্তু ব্লকের মাধ্যমে দেখছি কোন কাজ হয়নি। অর্থাৎ এইস রাস্তার পীচ আছে তো কয়লা নেই বা কয়লা আছে তো পীচ নেই। এইভাবে কিছু কাজ হ:

না। চাষের উন্নতি যদি করতে হয় তাহলে আগে খাল কাটা দরকার। অর্থাৎ যেখানে যেখানে ছোট ছোট খাল আছে সেখানে সেইসব খালগুলিকে টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে কাটা উচিৎ। কিন্তু ব্লক অফিস এইসব কাজ করছে না। ব্লক অফিসগুলিতে যারা বসে আছেন এবং গ্রামসেবক-সেবিকা যারা আছেন তাঁরা কোন একটা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছেন না বা এঁদের কাজের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই। এইভাবে আমরা দেখছি যে কোন কাজ হচ্ছে না, অথচ দিনের পর দিন ব্লক ডেভলপমেণ্ট অফিস হচ্ছে।

আমাদের উলুবেড়িয়া স্টেশনের কাছে ৩০ বিঘা জমি নিয়ে একটা ব্লক অফিস হবে। মাটি কাটা আরম্ভ হয়ে গেছে কিন্তু কোন প্ল্যান নেই বা আমরাও কিছু জানতে পারলাম না। এই ব্লক অফিসের মাধ্যমে যখন এইসব কাজ করা হচ্ছে তখন এই ব্লক ডেভলপমেণ্টগুলি সমূলে তুলে দেওয়া উচিত। যখন বন্যাবিধ্বস্ত এলাকার উপর সার্টিফিকেট জারী করা হচ্ছে তখন এই সমস্ত গ্রামসেবকদের রিপোর্ট দেওয়া উচিত যে সার্টিফিকেট জারী করা উচিত নয়, কি করে তাদের বীজ; ঋণ প্রভৃতি দেওয়া যায় এবং কে পাবে বা কে পাবে না এইসব কাজ করা উচিত। কিন্তু দেখছি যার আছে সেই সব পাচ্ছে অথচ যার নেই সে কিছুই পাচ্ছে না। কাজেই এই ডেভলপমেণ্ট অফিসগুলি না রেখে বরং তুলে দিন এবং এর পরিবর্তে অন্য কাজ করুন। সেখানে তাঁরা যখন কেবলমাত্র দলাদলিরই সৃষ্টি করছে তখন তাঁদের রেখে লাভ কি? কাজের কাজ কিছু না করে আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা টাকা ট্যাক্স হিসাবে আদায় করে গভর্ণমেণ্ট তা দিয়ে শুধু কতগুলি অফিসার পুষছেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Dhirendra Nath Banerjee: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কমিউনিটি ডেভলপমেণ্ট প্রজেক্টে ৪ কোটি ৭৪ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা খরচ করে এবারে কমিউনিটি ডেভলপমেণ্ট পরিকল্পনাকে স্বার্থক করা হবে বলে মন্ত্রীমহাশয় আমাদের কাছে প্রস্তাব এনেছেন। কিন্তু এই কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট প্রজেক্ট কথাটার মধ্যে আমি সরকারকে ঠিক বুঝতে পারলাম না যে ডেভলপমেণ্ট কমিটি বলতে তাঁরা কি বোঝেন, আপনারা বলেছিলেন, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গড়ে তুলবেন এবং তার একটা ছাঁচ তুলে দিলেন। কিন্তু সেই ছাঁচ যখন সবে গড়ে উঠেছে তখন এবারে আমরা দেখলাম যে ১৫ লক্ষ টন খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে এবং সেটা খাদ্য ও পুণর্বাসন মন্ত্রী এবং রাজ্যপালের কথায় জেনেছি, অর্থাৎ হিসেব করলে দেখব যে প্রায় ১ কোটি লোকের খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। এই ৪ কোটি ৭৪ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা খরচের মধ্যে কৃষির উন্নতি হয়ে যাতে খাদ্যাভাব দূর হয় তার জন্য যদিও কিছু কিছু পরিকল্পনা আছে কিন্তু তা অতি সামান্য মাত্র, অর্থাৎ বলতে গেলে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, এই কৃষি, এগ্রিকালচার এবং ইরিগেসন প্রোজেক্টে যদিও ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে কিন্তু তার মধ্যে অগ্রিকালচারে দেখছি মাত্র ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। অথচ সেখানেই দেখছি যে block structure তৈরীর জন্য ৫১ লক্ষ ৪১ হাজার ৯ শত টাকা খরচ করবার এক পরিকল্পনা আছে। গ্রাম্য সমাজের কল্যাণের জন্য যে কয়েকটা হেড আছে অর্থাৎ Agriculture, co-operation, veterinary, medical এবং education এই কয়টা হিসেব করলে দেখা যায় যে ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র ১৬ লক্ষ টাকা এই গ্রামের জনসাধারণের কল্যাণের জন্য খরচ করা হচ্ছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি ঠিক এইভাবে হিসেব করি তাহলে দেখব যে কয়েক লক্ষ টাকার উপর এই Co-operation Agriculture veterinary, Medical, education ইত্যাদিতে যাবে না কিন্তু তাহলেও ঠাটটি ঠিকই বজায় রেখেছেন। কিন্তু এই ঠাটটি না থাকলে পর খাদ্য হোত। এই কমিউনিটি ডেভলপমেণ্ট প্রজেক্ট হবার আগে যখন ম্যাজিষ্টেট, এস. ডি. ও এবং সার্কেল অফিসারদের দিয়ে শাসনকার্য চালান হোত তখন যে রকম খাদ্যাভাব আমাদের ছিল তাতে আমরা তার জন্য টাকা খরচ করতে পারতাম না। কিন্তু এখন যদি সেই খাদ্যাভাব দূর করার

জন্য প্ল্যান করে টাকা খরচ করা হোত তাহলে সমাজতন্ত্র বজায় থাকত। কিন্তু এখন যে প্রোজেক্ট এবং প্ল্যান হচ্ছে তাতে সেই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ধাঁচ দেখতে পাচ্ছি না। কেন না পশ্চিম দিনাজপুরে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, সেই জেলায় একটি ডেভলপমেণ্ট কাউন্সিল আছে কিন্তু সেই কাউন্সিলের সভাপতি যদি কোন পরিকল্পনা নেয় তাহলে রাজ্যসরকার তা বাতিল করে দেন।

[6-35—6-45 p. m.]

আমাদের কুমারগঞ্জে যে ব্লক হয়েছে সেই ব্লকের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্লক অফিস হবে সেখানকার ৯টি ইউনিয়নের ৯টি প্রেসিডেণ্ট সেখানকার এম. এল. এ., সেখানকার বর্ধিষ্ণু মেম্বাররা এবং সেখানকার ব্লকের যাঁরা কার্যকরীভাবে ব্লক ডেভলপমেণ্ট অফিসার আছেন তাঁরা সকলে যে জায়গাটা স্থির করেছেন সেটা জেলা-সমাহর্তা নাকচ করে দিচ্ছেন তার পাশে প্রতিক্রিয়াশীল জমিদারের স্বার্থে। কাজেই আপনারা যেটা করছেন, সেভাবে ঋণের পদ্ধতি তাতে কমিউনিটি ডেভলমেণ্ট প্রোজেক্ট করছেন কি ক্রেডিটর্স ডেভলপমেণ্ট প্রোজেক্ট করছেন ধনতন্ত্রের কাছে মাথা বিকিয়ে দেবার জন্য সেইটাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই।

Shri Elias Razi : মি: স্পীকার, স্যার, কমিউনিটি ডেভলপমেণ্ট প্রোজেক্ট করে আমাদের দেশের কৃষির উন্নতি করতে হবে এইটাই আমরা শুনে আসছি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আজ পর্যন্ত কৃষির কোন উন্নতি হয়নি। ডেভলপমেণ্ট স্কীমের মাধ্যমে ছোট ছোট ইরিগেশান করে কৃষির উন্নতি করতে হবে, সেজন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এই টাকা দিয়ে প্রয়োজন মত টিউবওয়েল বা ম্যাসনারি ওয়েল করা যায় না। তার উপর পাম্পিং মেসিন খরিদ করবার মত টাকার বরাদ্দ তো থাকেই না বা পাম্পিং মেসিন যাতে খরিদ করা যায় এই রকম কোন প্রভিশানও এর মধ্যে নেই। তাই এদিকে গভর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। পাম্পিং মেসিন খরিদ করবার টাকা বরাদ্দ করা খুবই দরকার। যদি এটা করা যায়, তাহলে ইরিগেশানের সাহায্যে কৃষির অনেকটা উন্নতি করা যেতে পারে। আর একটি কথা, স্কুলগৃহ, ক্লাব, লাইব্রেরী ইত্যাদির জন্য ডেভলমেণ্ট স্কীমে যে টাকা বরাদ্দ করা হয় সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। যে টাকা বরাদ্দ করা হয় তাতে আমরা দেখেছি যে জুনিয়ার স্কুলের জন্য ম্যাকসিমাম্ ২ হাজার টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু এই ২ হাজার টাকাতে বিল্ডিং-এর কাজ সম্পূর্ণ করা যায় না। অতএব এই টাকাটা ডবলড্ হওয়া দরকার। অন্তত: পক্ষে ৪ হাজার হওয়া দরকার। ৪ হাজার হলে একটা ঘর অন্তত: পক্ষে তৈরী হতে পারে। যে টাকাগুলি ডেভলপমেণ্ট কাজের জন্য বরাদ্দ করা হয়, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় সেই টাকাগুলি ফাইনানসিয়াল ইয়ারের শেষ ২।১ মাসের মধ্যে খরচ করে ফেলা হয়। সেজন্য টাকাগুলি এলোমেলোভাবে খরচ হয়, সুষ্ঠুভাবে খরচ হয়না। এজন্য বছরের প্রথম দিকে অথবা মধ্যভাগে খরচ করবার জন্য যাতে টাকাগুলি বরাদ্দ করা হয় তার ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আজকে যে সমস্ত এলাকায় অঞ্চলপঞ্চায়েৎ হয়েছে সেই সমস্ত এলাকায় অঞ্চলপঞ্চায়েতের মাধ্যমে গরুর গাড়ী এবং মহিষের গাড়ীর উপর ট্যাক্স আদায় করা হয়। প্রায়ই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে গ্রামের অনেক লোক গরুর গাড়ী এবং মহিষের গাড়ী চালিয়ে নিজেদের পরিবারের খরচ চালায়। এই ট্যাক্স ধার্য হওয়ার জন্য অনেকে গরুর গাড়ী এবং মহিষের গাড়ী তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে একটা দারুণ সংকট দেখা দিয়েছে। এই ট্যাক্স এখনই তুলে দেওয়া উচিৎ। এটা যদি তুলে দেওয়া না যায় তাহলে গ্রামের লোক অর্থনৈতিক দিক থেকে একটা বিপদের সম্মুখীন হবে। আর একটা জিনিস হচ্ছে অঞ্চলপঞ্চায়েতে যে সমস্ত চৌকিদার এবং দফাদার আছে তাদের সম্বন্ধে বিবেচনা করা দরকার। ছোট ছোট অফিসা

থেকে আরম্ভ করে বড় বড় অফিসার পর্যন্ত এমনকি মিনিষ্টাররা যখন গ্রাম এলাকায় যান তখন আমরা দেখেছি চৌকিদার দফাদারকে সবাই বেশী খোঁজে কারন তাদের কাছ থেকে সার্ভিস পায়। কিন্তু তারা ১৫ টাকা থেকে ১৭ টাকার বেশী বেতন পায় না। আজকের দিনে ১৫ টাকা থেকে ১৭ টাকা বেতনে কোন একটা লোকের পারিবারিক জীবনকে চালানো সম্ভবপর নয়। আমি এদিকে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে চৌকিদার এবং দফাদারদের বেতন বৃদ্ধি হওয়া খুব দরকার। আর একটা জিনিস ব্লক ডেভলপমেণ্ট য়্যাডভাইজরী কমিটি যে রয়েছে সেই ব্লক ডেভলপমেণ্ট য়্যাডভাইজরী কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে ব্লক ডেভলপমেণ্ট অফিসার এবং গ্রামসেবকরা নাকি নানারকম ডেভলপমেণ্টের কাজ করবেন কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে পার্টি ইন পাওয়ায় তাদেরই ইনফ্লুয়েন্স সেখানে থাকে এবং তাদেরই ইচ্ছামত কাজ হয় যার জন্য পাব্লিক ইণ্টারেষ্ট সব সময় ব্যাহত হয়। এই বলে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

Shri Radhanath Chattoraj: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি যে এলাকা থেকে এসেছি সেখানকার কথা একটু বলবো। আমাদের প্রথমে ধারণা হয়ে ছিল যে ব্লকের মাধ্যমে দেশের উন্নতি এবং ভাল হবে কিন্তু এখন দেখছি সব ব্লকও হয়ে গেছে। আপনাদের শাসক পার্টি বরাবর বলে থাকেন যে আপনারা সহযোগিতা করুন। আমরা আজও সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকবো কিন্তু তার কিছু প্রমাণ যদি শাসক পার্টি আমাদের কাছে না দেন তাহলে আমরা কেমন করে সহযোগিতা করবো। আমরা হাত বাড়াচ্ছি কিন্তু বারে বারে আমাদের হাত রিফিউজ করা হচ্ছে তার একটা প্রমাণ দিচ্ছি। গত ১৯৫৬ সালে বীরভূম জেলায় লাভপুর থানায় ব্যাপক বন্যা হয়েছিল এবং তাতে ব্যাপকভাবে অনেক কিছু ধ্বংস হয়েছে। সেই ধ্বংসের পর সরকার ঘোষণা করলেন যে আদর্শ পল্লী নির্মাণ হবে। ভাবলাম বাঃ, চমৎকার ব্যাপার, গাঁ কলকাতা হয়ে যাচ্ছে। আদর্শ পল্লীর পরিকল্পনা যদি শোনেন তাহলে অবাক হয়ে যাবেন—সেখানে পার্ক হবে, হল হবে, ফুট পাথ হবে, পাকা বাড়ী হবে। আমাদের সবাইয়ের তাক লেগে গেল। আদর্শ পল্লী নির্মাণের জন্য তোড়জোর আরম্ভ হল। সেই জায়গাতে সেই সময় একজন বি.ডি.ও. ছিলেন এন. সি. রায়, তিনি ভাল লোক। তিনি আমাদের সঙ্গে কাজে নেমে পড়লেন। ১ লক্ষ বিঘা জমি য়্যাকুয়ার করা হল ১৯৫৭ সালের ৭ই জুন এবং জমি সব ভাগ হবে ৪৮টা পরিবারকে দেওয়া হল এবং সেখানে কাজ আরম্ভ হল। সেই বি.ডি.ও.-র একটা দোষ ছিল সেখানে একজন স্থানীয় কংগ্রেসের দালাল বন্যাপীড়িত লোকদের কাছ থেকে টাকা ভাগিয়ে নিতেন বলে বি. ডি. ও. তাঁকে তাঁর ঘরে ঢুকতে দিতেন না এবং সেই অপরাধে তিনি বদলী হয়ে গেলেন এবং আর একজন বি. ডি. ও. এলেন ফুড এবং সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট থেকে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লোক কিন্তু কংগ্রেস দলের কথা তিনি বেশ ভালভাবে শুনতে লাগলেন। আমি তখন ডেভলপমেণ্ট কমিশনার য়্যাডমিনিষ্ট্রেটর, রুরাল রিকনষ্ট্রাকসনের কাছে গিয়েছি এবং তাঁদের কাছে সহানুভূতি পেয়েছি, সর্বদাই তাঁরা বলছেন যে নিশ্চয়ই হবে। আমি সেখানে ৩২ খানা বাড়ী আরম্ভ করেছি ১৬ খানা বাড়ী হয়েছে ; ১৬ খানা হয়নি এবং বহু লোক বাড়ী করবার জন্য তৈরী। আমি বাড়ী যাঁরা তৈরী করেছেন তাদের টাকা আনতে গেলাম। তারপর সেখানে বলছেন কি ?

6-45—6-55 p. m.]

বলেছেন Union Board-এর Member-এর Indentify করতে হবে নইলে টাকা পাবেন না। আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম বললাম আমি Union Board-এর মেম্বারও বটে সেই হিসাবে certify করছি। তারপর যাই হোক টাকা পাওয়া গেল। কিন্তু তিনি বললেন আমি যতদিন আছি আমার হাতে কলম থাকবে এখানে আমি বাড়ী হতে দেবনা। আশ্চর্য ব্যাপার,

gazetted officer এত লোকের সামনে বলে কি? মুখ্যমন্ত্রীর যে পরিকল্পনা তাকেই তো sabotage করছে! সরকারী কর্মচারী এরূপ করলে তো চাকুরিই চলে যাবে।—এত বড় sabotage B. D. O. বলে এখানে বাড়ী হতে দেব না plan অনুযায়ী কাজ হবে না! আমি magistrate-এর কাছে দরখাস্ত করলাম লিখিতভাবে যে এখানে B. D. O. plan হতে দেবেনা।

[A voice: নাম বলুন।]

এন. এন. গুহ রায় না কি নাম। তারপর District Magistrate থেকে কোন তদন্ত হয়েছিল কিনা জানিনা এখনও তিনি বহাল তবিয়তে আছেন। সেখানে কোন Modern Villa হতে দেবেননা; সে কি করে আছে—এত মাতব্বরির কারণ পেছনে লোক আছে, কংগ্রেসের লোক আছে তাই সাহস পায়! আপনারা মুখে বলেন Co-operation কিন্তু ভিতরে অন্য রকম ব্যবস্থার কথা ভাবেন। এই তো চলছে। সেজন্য মন্ত্রীমহাশয়কে বলি যে তিনি কি হচ্ছে না হচ্ছে check up করুন। আমরা যেখানে মিটিং করি আপনারা গোয়েন্দা পাঠান, সেখানে B. D. O কি করছে না করছে গোয়েন্দা পাঠিয়ে Report নিন। বাস্তবিক তারা কিছু করছেন না, আড্ডা দিচ্ছেন এবং সমাজবিরোধী লোকদের নিয়ে দলাদলি করছেন আর feast করে বেড়াচ্ছেন। বীরভূমের লাভপুরে বহু গ্রামে আজ পর্যন্ত পরিকল্পনার কিছু হয়নি। কাজেই অহেতুক সরকারী টাকা খরচ করে কি লাভ হচ্ছে, একটু check up করে দেখবেন তো! সেজন্য মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো চলুন সেই এলাকায় দেখবেন কি অবস্থা! সেখানে যে মিটিং হয় সে মিটিং রবিবারে করলে যখন Assembly চলে সেই সময়ও যেতে পারি কিন্তু সহযোগিতা কিছুই পাই না। co-operation না হয়ে non-coperation-ই হয়ে যাচ্ছে। এরকম ভাবে plan-কে sabatage করা হচ্ছে। আমাদের সেই area-তে ৭।৮ হাজার বিঘাতে বোরো চাষ হতে পারে তাতেও কোন সুব্যবস্থা হচ্ছে না। Test Relief কমিটির মাধ্যমে কাজ হতে পারে। আমিত' আমার Union-এর কথা বললাম অন্যান্য Union-এর খবরও নিতে পারেন, হয়ত অবস্থা একরমই হবে। আমরা সব সময় সহযোগিতা করতে প্রস্তুত কিন্তু নেবে কে? এই তো অবস্থা।

Shri Ledu Majhi: মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দলীয় রাজনীতি করাই যখন শাসন নীতি, তখন সমষ্টি উন্নয়ন প্রভৃতির কাজেও সেই রাজনীতি চলবে এ স্বাভাবিক। এই সব ব্লক প্রভৃতির দ্বারা উন্নয়নের কোন কাজই চলছে না কেবল অর্থ অপব্যয় হচ্ছে এবং রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র চলেছে। দু-একটা ভাল কাজ করতে চাইলেও উপায় নেই, সমগ্র যন্ত্র দূষিত। ব্লকের অফিসাররা এক একজন খুদে জমিদার হয়ে গেছেন। এঁদের বহু অন্যায়ের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগও করা হয়েছে, কোন প্রতিকারই হয় নি। ফলে এদের দৌরাত্ম্য আরো বেড়ে যাচ্ছে। এদের অব্যবস্থা ও অনাচার বিষয়ে আমাদের কাছে বহু অভিযোগ আছে। তা কি আপনারা শুনতে চান? আপনারা তার কি কোন প্রতিকার করতে চান? জনশক্তিকে গড়ে তোলার জন্য এই ব্লক। কিন্তু এসব কাজে জনগণের কোন অধিকারের হাত নেই। এসবের দায়িত্বে সরকার জন-বিরোধীদের নির্বাচন করে কাজ চালাতে চাইছেন। ফলে জনগণ দূরে সরে যাচ্ছে। সমষ্টির ধ্বংস করে সমষ্টির উন্নয়ন সম্ভব কি না, আপনারা ভেবে দেখবেন কি? আমি এই কয়েকটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed: Mr. Speaker, Sir, I would like to speak only a few words to the honourable members. I have already explained in my opening speech that the Community Development Programme is a programme by which we want to integrate all the development work that is going on in our State. Similar work is going on in other States also. Now here

have I laid a claim that it has reached the height of perfection. Ten years period is a very little time in the life of a nation, As I pointed out in my opening speech—and I repeat it again, because I think it requires repetition—that our people must be prepared to co-operate and work together. I am one of those who believe that we have not yet learnt to work together. Amongst ourselves there are different parties representing different points of view. It is quite right that we should have different points of view, but I am surprised to hear the respected Member from Burdwan Shri Dasarathi Tah when he said.

এসব ধাপ্পাবাজি, কিছুই হয় না।

I would request Shri Dasarathi Tah to come with me and go to the villages in West Bengal and see whether any improvement has taken place or not. I challenge him. I am a son of the soil. I have not come from any foreign country. I was born here and I am going to die here I know that 10 or 12 years ago my people were going about half naked. Now they have at least a *lungi* or *dhoti* or something like that. Improvement has taken place. I do not say they are all well dressed like the honourable members here. But improvement has taken place. It is not ধাপ্পাবাজী at all. We are making an honest effort. I have admitted in my opening speech that we are changing the Community Development programme from year to year. We have revised it two or three times from the start. Every year in the Conference of the State Community Development Ministers as well as Central Ministers we make necessary changes. The Balwant Rai Mehta Committee has shown a new way. Probably next year the Minister, whoever he may be will report a different approach to things.

[6-55—7-5 p. m.]

Sir, I will be brief. Shri Sudhir Pandey says that there has been no water-supply, employment opportunities or any improvement in the Blocks.

In 1948-1949 a small number of watersupply schemes were in existence in West Bengal. During this period up to 1959 we had at least constructed about 9606 new tubewells for drinking water and 8085 tubewells were renovated and hundreds of tanks had also been renovated. Are all these nothing? Sir, what we have been able to do so far as sinking of tubewells are concerned, during the British regime it could not be done in 200 years. If inspite of all these my friends say "these are all dhhappabaji", I am helpless. Sir, this sort of remark can only mislead the people.

With regard to the Block Advisory Committee, I want to enlighten the members that it is no longer an advisory committee, it is a block committee. We have introduced the schematic pattern of the block budget and it won't do to say that we are not doing anything. My friend Mr. Elias Rizi has given us some good points—some constructive criticisms that pumping machines are not easily available. I may tell him that if he contacts the B. D. O. he will be able to have pumping sets on loan basis. Sir, it is no use hoodwinking the people. We have defects and we are always eager to accept suggestions from the honourable members. Sir, I do not wish to take much time of the House but I would like to refer to one or two points raised by Shri Tah. He says all the tubewells in Fulia are not in order etc. They are all in neglect. Sir, this sort of incorrect information should not be allowed to go unchallenged. Sir, I have personally visited the place and I can assure that 20 of these tubewells are working (Shri Mihirlal Chatterjee: People of that locality say no). But this is to my personal knowledge. I am not a blind man and I have seen these tubewells are in working order.

It has been represented by a certain member that in the Saktigarh Block some evaluation committee had reported that everything is not as it should be.

I find that there was a report by the All India Institute of Hygiene in the year 1955 and even they in their report—mind you, I am quoting - said that when they evaluated that particular block, the annual income of average person in that block was Rs. 223·80 per year. After three years it has risen to Rs. 279/- —some little increase, not enong but there was an increase—so that we can see that some economic improvement is going on and will go on further as long as we can intensify our cottage industries in that area by small loans whereby as I have mentioned before, carpentry blacksmithy and then jam, jelly making are being developed. Some of the honourable members say that jam jelly-making does not help. It does because it is a food and if I have got to fill up my stomach I can do so with food from other sources, from fruits and vegetables, not depending upon one particular cereal only. (Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Is that Estimates Committee's report ?) It is a report of the All India Institute of Hygiene. Unfortunately, I will admit that this report is from one block. I would like to have such reports from other blocks and as a matter of fact, I have taken steps to have reports from every block to see whether the criticisms that you make on the floor of the House have some basis or not, viz., that out rural people are not getting economically better. Our ears are blocked by hearing that nothing is being done. *sarbonash hoey jachchay*, etc. That is what we are used to hear, but I am sure I am one of those that believe that improvements are taking place certainly may be, not as quickly as we want it to be—but there is no doubt that improvements are taking place. With these words, Sir, I oppose all the cut motions and commend my motion for the acceptance of the House.

Mr. Speaker : Now, with the exception of cut motions No. 2,22 and 35 on which division is wanted and those which I have declared out of order, I am putting all the other cut motions to vote.

The motion of Dr. Radha Nath Chattoraj that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government - Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenniture under Grant No 42, Major Heads "63B—Community Development Projects-National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Goverhment—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Panchu Gopal Bhaduri that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 52, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Gcvernment—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced, by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects" be reduced by Rs. 100, wes then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Prajects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Developmeut Projects", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The mation of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 4,74 86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community

Development Projects—Loans and Adances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100 was tnen put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Narayan Chobey that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100. was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100, was then put and lost,

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B-Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Roy that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account-Community Development Projects—Loans and Advances by State Government-Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Mullick Chowdhury that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jamadar Majhi that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ledu Majhi that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advandes by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government Loans and Advances under Community Development Projeets", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

[7-5—7-10 p. m.]

The motion of Shri Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following results :—

NOES 123

Abdul Hamed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay Shri Bijoylal
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Kanailal

Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikhari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Dhirendra Narayan
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kum
Mukhopadhyay, Shri Ananda Go
Mukhopadhyay, The Hon'ble Pure
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chand
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Bihari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble D
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandr
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo Shri Sankar Naraya
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalanada
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tutu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque Shri Md.

AYES 53

Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhadhuri, Shri Panchugopal
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi. Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Samar
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shri Deben
Tah, Shri Dasarathi
Taher Hossain, Shri

The Ayes being 53 and the Noes 123, the motion was lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following reuslts :—

NOES 125

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna

Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das, Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dev, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jana, Shri Mritvunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Dhirendra Narayan
Mukherjee Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandr
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Prodhan, Shri Tralokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandr
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Naraya
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandr
Sinha, Shri Durgapada
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES 55

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri, Ledu
Maji, Shri Gobindra Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Samar
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shri Deben
Tah, Shri Dasarathi
Taher Hossain, Shri

The Ayes being 55 and the Noes 125, the motion was lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumder that the demand of Rs. 4,74,86,000 for expenditure under Grant No. 42 Majoar Heads "CB—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES 125

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerji, Shri Sankardas
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacha jee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Kanailal

Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das, Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sreemati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Bihari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Dhirendra Narayan
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopol
Singha Deo, Shri Sankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandr
Sinha, Shri Durgapada
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Ziaul-Huque, Shri Md.

AYES 54

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Shisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Samar
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Roy, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shri Deben
Tah, Shri Dasarathi
Taher Hossain, Shri

The Ayes being 54 and the Noes 125, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed that a sum of Rs. 4,74,86,000 be granted for expenditure under Grant No. 42, Major Heads "63B—Community Development Projects—National Extension Service and Local Development Works—82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account—Community Development Projects—Loans and Advances by State Government—Loans and Advances under Community Development Projects", was then put and agreed to.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-10 p. m. till 3 p. m. on Wednesday, the 16th March, 1960, at the Assembly House, Calcutta.

Vol. XXV—No. 2

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

[illegible]-fifth Session

February-April, 1960

(From 7th March to [illegible] March [illegible])

Part 9

(16th March, 1960)

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

Price—Indian, Rs. 1·50 nP.; English, 2s. 3d.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesday, the 16th March, 1960, at 3 p.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble BANKIM CHANDRA KAR) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 211 Members.

[3—3-10 p.m.]

Laying of ad-hoc Public Service Commission (Consultation by Governor) Regulation

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, I beg to lay before the Assembly an ad-hoc Public Service Commission (Consultation by Governor) Regulation.

DEMAND FOR GRANT No. 50

Major Head : Loans and Advances by State Government.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 8 52,47,000 be granted for expenditure under Grant No. 50, Major Head : "Loans and Advances by State Government—Loans and Advances by State Government".

Sir, this amount is required for payment of Loans to the Calcutta Corporation, to the various Municipalities and District Boards, to the cultivators, to educational institutions, to the State Electricity Board, to the Co-operative Banks and Societies, to the Government servents, etc. The full details of the Loans along with the purpose for which they will be made have been given at pages 209-215 of the Red Book. The Loans bear different rates of interest charges and there terms of repayment also vary according to individual needs.

Sir, with these words I commend my motion for the acceptance of the House.

Mr. Speaker : There are 18 cut motions. Of these, I find there are some which deal with election matters and some about supersession of local bodies. These matters cannot be allowed to be raised under this Grant. The honourable members may, however, raise these matters when Grant No. 39 is moved by the Hon'ble Mr. Jalan after disposal of this Grant. Accordingly, the following cut motions or parts thereof may be treated as out of order : Part of cut motion No. 3, and cut motions Nos. 6, 11 and 12 and the rest of the cut motions are taken as moved.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,52,47,000 for expenditure under Grant No. 50, Major Head : "Loans and Advances by State Goverument—Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Shri Sitaram Gupta : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,52,47,000 for expenditure under Grant No. 50, Mojor Head : "Loans and Advances by State Government—Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Shri Provash Chandra Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,52,47,000 for expenditure under Grant No. 50, Major Head : "Loans and Advances by State Government—Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100

Shri Haridas Mitra : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,52,47,000 for expenditure under Grant No. 50, Major Head : "Loans and Advacces by State Government—Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Shri Gopal Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,52,47,000 for expenditure under Grant No. 50, Major Head : Loans and Advances by State Government—Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Shri Somnath Lahiri : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,52,47,000 for expenditure under Grant No. 50, Major Head : "Loans and Advances by State Government—Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Shri Gangadhar Naskar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,52,47,000 for expenditure under Grant No. 50, Major Head : "Loans and Advances by State Government—Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,52,47,000 for expenditure under Grant No, 50, Major Head : "Loans and Advances by State Government—Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mullick Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,52,47,000 for expenditure under Grant No. 50, Major Head : "Loans and Advances by State Government—Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sengupta : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,52,47, 000 for expenditure under Grant No. 50, Major Head : "Loans and Advances by State Government—Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,52,47,000 for expenditure under Grant No. 50, Major Head : "Loans and Advances by State Government—Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Shri Chaitan Majhi : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,52,47,000 for expenditure under Grant No. 50, Major Head : "Loans and Advances by State Government—Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Shri Bejoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,52,47,000 for expenditure under Grant No. 50, Major Head : "Loans and Advances by State Government—Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,52,47,000 for expenditure under Grant No. 50, Major Head : "Loans and Advances by State Government—Loans and Advances by State Goverument" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hajra :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি প্রধানত: আমার আলোচনা ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড সম্পর্কে সীমাবদ্ধ রাখব। গত বছর এই ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড সম্পর্কে কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ করেছিলাম সেগুলি পুনরুক্তি না করে তারপর কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে এবং বর্ত্তমানে ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড কোন অবস্থায় আছে সে সম্পর্কে বলব। প্রথম কথা গতবছর আমি বলেছিলাম এই বোর্ডের চেয়ারম্যান যিনি আছেন তাঁকে এমন কতক-গুলি কাজ করতে হয় যাতে তিনি সম্পূর্ণ সময় দিতে পারেন না এবং যদিও তিনি সময় না দিতে পারলেও তাঁর সততা সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই—তিনি মন দিতে পারলে ভাল অবস্থার সৃষ্টি হত। কিন্তু তাঁর সময় না দিতে পারার সুযোগ নিয়ে সেখানে বহু রকমের দুর্নীতি, স্বজন পোষণ অবস্থা ইত্যাদি চলেছে। সবচেয়ে বড়কথা হচ্ছে যে আজকের দিনে যেখানে পাবলিক সেকটারকে ডেভালপ করা দরকার সেখানে সেগুলিকে ল্যাবোটেজ করে আজ প্রাইভেট সেকটারকে অধিকভাবে গড়ে তোলার চক্রান্ত চলছে। তিনি সময় দিতে পারেন না বলে তাঁর কাজ যাতে চলে তার জন্য একজন এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারকে নিয়োগ করা হয়েছে এবং তাঁকে একাউণ্টস বিভাগ থেকে আনা হয়েছে। কিন্তু এটা যেটা ইলেকট্রিসি এ্যাক্টের অত্যন্ত বিরোধী এবং এখানে যেসব নিয়মাবলী আছে সেই অনুযায়ী নিযুক্তথাকি। ঠিক এই সঙ্গে সঙ্গে বেইমানী করে একজনকে সেক্রেটারী নিয়োগ করা হয়েছে। এই সেক্রেটারীকে একটা স্পেশ্যাল অফিস দেওয়া হয়েছে এবং স্পেশ্যাল অফিস টাকে বোর্ড তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী তুলে দেবার কথা বলেছিলেন এবং ঐ সেক্রেটারীকে তাঁর নিজস্ব বিভাগে ফিরে যাবার কথাও বলেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য বিষয় যে তিনি এমন চতুর ব্যক্তি যে বোর্ডের প্রস্তাব দুটি নাকচ করে দিয়ে সেখানে রইলেন। এই এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার ভদ্রলোক যাঁর মাইনে ছিল ৭ হাজার টাকা তা ছাড়া তাঁকে সেসনে ২৫ হাজার টাকা বছরে দিয়ে নিয়োগ করা হল। এই ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ষ্টাম্প ছেড়িকরার

জন্য যতরকম চক্রান্ত তা করা হচ্ছে। এফ. এ. হিসাবে একজন সুপারয়্যানুয়েটেড লোককে নিয়োগ করা হল সিলেকশান কমিটিতে যে দুইজনকে নেওয়া হল তাঁরা দুজনেই সুপারয্যানুয়েটেড এবং তার মধ্যে একজন ডাঃ রায়ের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র—অর্থাৎ শ্রী এম, এল, বোস এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি ৭০ লক্ষ টাকার যেখানে রাজস্ব সেখানে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার, সেক্রেটারী এফ. এ, সিলেকসান কমিটির মেম্বার ইত্যাদিকে অতিরিক্ত বেতন দিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

তা' ছাড়া যারা তাঁর খুসীমত কাজ করবেন এরকম আরও ৬ জন লোক নেওয়া হয়েছে এবং তার মধ্যে ৩ জন হচ্ছে তাঁর বসংবদ কংগ্রেস দলভুক্ত আর বাকী ৩ জন হচ্ছে আই. সি. এস. গোষ্ঠির লোক। এখানে কোন নীতির বালাই আমরা দেখছি না এবং তাঁর ফলে আমরা দেখছি যে সমস্ত ফাইনান্সিয়াল রুলস আছে তা' মানা হয় না। যেমন একজন রিটায়ার্ড লোক যখন প্রথম টার্মে আসে তখন তার মাইনে ছিল ১৫০০৲ টাকা বেসিক স্যালারী হিসেবে। কিন্তু রিটায়ার করার পর যখন তাকে আবার আনা হোল তখন তিনি বললেন যে আমাকে ২ হাজার টাকা দিতে হবে। এই ভাবে দেখছি সেখানে কোন ফাইনানসিয়াল রুলস্ মানা হয় না। আর এক ভদ্রালাকের নামে এই হাউসেই গুরুতর অভিযোগ করেছিলাম। এই ভদ্রলোক খুব কৌশলে কথাবার্ত্তা বলেন যে সোভিয়েট রাশিয়ার ইলেকট্রিকাল মেসিনারী অত্যন্ত ইনফিরিয়ার বরং এর চেয়ে বৃটিশ কোম্পানীর জিনিষপত্তর ভাল ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং এই-ভাবে বৃটিশ কোম্পানীর ঘাড়ে চড়ে তিনি সারা পৃথিবী টুর করেন। তিনি তাঁর ছেলেকে সি. ই. এস. সি-তে চাকুরী করে দিয়েছেন এবং শুধু তাই নয় যে সমস্ত প্রমিসিং ইঞ্জিনীয়ার আছেন তাঁদের চেপে রেখে আজ নূতন পোষ্ট তৈরী করছেন আবার কালকেই সেটা তুলে দিচ্ছেন। কিন্তু ঐ যারা প্রমিসিং ইঞ্জিনীয়ার যাদের সত্যিকার গুণাবলী আছে তাদের যদি এরকম অবস্থা করে রাখা হয় তাহলে জোশেফ ট্রেজেডি নিত্যনূতন ঘটবে। এ ছাড়া আমরা দেখছি যে চিফ ইঞ্জিনীয়ার বোর্ড এবং গভর্ণমেণ্ট চিফ ইঞ্জিনীয়ার যারা ঐ বোর্ডের সদস্য তাদের ২ জনের মধ্যে মনের মিল না থাকায় অগ্রগতি হ্যাম্পার করছে। তারপর রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশনের কথা বলছি যে তা' করবার জন্য ৩ কোটি টাকা এই বোর্ডকে দেওয়া হোল এবং এই বোর্ড এমন লোককে ভার দিলেন যার বাইরে অর্থাৎ হাওড়ায় একটি কারখানা আছে। এই ভদ্রলোক সেখানে অর্ডার সাপ্লাইর ব্যাপারে একেবার মনোপলি করে রেখেছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে গতবারও অভিযোগ করেছিলোম কিন্তু কোন ব্যবস্থাই হয়নি। এই ভদ্রলোক হচ্ছেন স্বনামধন্য বি. এন. দত্ত এবং তাহলেই বুঝুন যে এর উপর যদি রেলওয়ে ইলেকট্রি-ফিকেসনের ভার দেওয়া হয় তা হলে কি অবস্থা হবে। তারপর ইলেক্ট্রীসিটি বোর্ডএর জল-ঢাকা প্রজেক্টকে আমি অত্যন্ত গৌরবজনক বলে মনে করি।

[3-10—3-20 p.m.]

এবং ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড একথা বলেছিলেন। কিন্তু সেখানে যেভাবে কাজ চলেছে সেভাবে না চালিয়ে যদি সুষ্ঠুভাবে কাজগুলি করা যেতে পারত তাহলে আজকে নর্থ বেঙ্গলে যেমস্ত টি-গার্ডেনগুলি আছে সেখানে ইলেকট্রিফিকেশনে দ্বারা বহু টাকা আদায় হতে পারত। সেগুলি করা হচ্ছে না, উপরন্তু দেখছি আজকে ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড ভাবছেন কোন প্রাইভেট পার্টিকে এই সমস্ত কাজগুলি দেওয়া যায় কিনা। এই কি নমুনা যে একটা পাবলিক কর্পোরেশন প্রাইভেট পার্টিকে দিয়ে কাজ করাবে? এই কর্পোরেশনের প্রয়োজন কি

ছিল ? ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডের প্রয়োজন কি ছিল ? সেখানে দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যে সিভিল ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের অনেক কাজ বিড়লার হিন্দ কনস্ট্রাকশানকে দেওয়া হয়েছে। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের প্রয়োজন কি ছিল ? ষ্টেট ইলেকট্রি-সিটি বোর্ড অটোনোমাস বডি, পাবলিক সেক্টারকে ডেভেলপ করাই যেখানে তার কাজ সেখানে পাবলিক সেক্টারকে ডেভলপ না করে পাবলিক সেক্টারের কাজ স্যাবোটেজ করার যে চক্রান্ত তারা করছে আমি ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করি সে সম্বন্ধে তিনি কি ব্যবস্থা করেছেন ? এইভাবে ইংরাজ কোম্পানীগুলিকে দালাল ধরে বার বার ধ্বংসাত্মক কাজ করে যাবে আর দিনের পর দিন তা আমাদের সইতে হবে ? আমি এর সহজ জবাব চাই। তারপর ইঞ্জিনীয়ারদের কথা বলি। আজকে জলঢাকা প্রোজেক্টের জন্য একজন ইঞ্জিনীয়ার আনা হল—সি. ডব্লু. পি. সি, অর্থাৎ আমাদের এই ষ্টেটে ভাল ইঞ্জিনীয়ার নেই এই হচ্ছে তাদের কথা। তাকে মোটা মাইনে দিয়ে আনা হল। তিনি আসবার পর তাঁর দল আমদানি করবার চেষ্টা করছেন, বাংলাদেশে অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়াব নেই। বাংলাদেশের কল্পনা শক্তি আছে, তার যে স্বদেশ প্রেম আছে তা দিয়ে সে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আজকে এইভাবে বাইরে থেকে ইঞ্জিনীয়ার ধার করে আনতে হবে এবং তিনি এসে এখানে তাঁর গোষ্ঠী তৈরী করবেন এসব কেন ? এর জবাব চাই। আজকে ৫ বছর হল এই বোর্ডের জীবন হয়েছে, এই ৫ বছরের মধ্যে আজও এ্যাকাউন্ট অডিটেড হয়নি, আজও ১৯৫৬-৫৭ সালের এ্যাকাউন্ট অডিটেড্ হয়নি, এ্যাকাউন্ট হ্যাফাজার্ডভাবে রাখা হয়, সে কথার উত্তর দিতে পারবেন না এবং এমন দিন যায় না যেদিন পার্টিরা টপ অফিসারের কাছে কম্‌প্লেণ্ট করে না। কনট্রাক্ট ইত্যাদি নিতে গেলে পর ঘুষ না দিয়ে তারা পান না। সেখানে এ্যাকাউন্‌টেণ্ট যিনি আছেন তিনি সব বোঝেন—রাজনীতি বোঝেন, বিধানবাবু বোঝেন, প্রফুল্লবাবু বোঝেন, কেবল বোঝেন না এ্যাকাউণ্ট—এই হচ্ছে অভিযোগ। সার, এবারে স্টোর এণ্ড পার্চেজের ব্যাপারে একটু বলি। ষ্টোরে যে সমস্ত স্পেয়ার পার্টস এবং ভ্যালুয়েবল পার্টস আছে সেগুলি প্রায়ই চুরি যায়। দেখা যাক্ কিভাবে চুরি হয়। ষ্টোর প্রথমতঃ যখন অডিট্ করা হয় তখন দেখা যায় ষ্টক টেকিং কমিয়ে মাল দেখান হয় এবং বেশী মালটা চেপে দেওয়া হয় এবং সেই মালটা পরে বিক্রী হয়—এইভাবে টাকা চুরি হয়। আমি গুরুতর অভিযোগ করছি যে মাকড়দহ সাবষ্টেশন এবং ডানকুনি সাব ষ্টেশনএ সম্প্রতি দুটো চুরি হয়ে গেছে। ডানকুনিতে মাস ছয়েক আগে এবং মাকড়দহে সম্প্রতি একটা ডাকাতি হয়ে গেছে। সেই সাব ষ্টেশন থেকে অধিক মূল্যবান জিনিষ লরি করে চলে যাবার পর সেখানে কর্মরত ৩জন লোককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হল এবং ষ্টাফের লোক গিয়ে বেল দিয়ে তাঁদের নিয়ে এল। টপ অফিসারের এমন সাহস সেই যে চুরির অপরাধে তাদের সাসপেণ্ড করেন, কারণ নীচের র‍্যাংকের অফিসার থেকে টপ অফিসার পর্যন্ত সেইভাবে চুরি করে। টপ অফিসার লরি নিয়ে গেলেন, সমস্ত সাবষ্টেশন থেকে মাল চুরি হয়ে গেল এবং তারপর বিক্রী হয়ে গেল—এই হচ্ছে আমার অভিযোগ। ডাঃ রায় এগুলি তদন্ত করলে দেখতে পাবেন, এনফোর্সমেণ্ট পর্যন্ত এই ঘটনা জানে। তারপর কনজিউমারের প্রতি যে সার্ভিস সেটা দেখা যাক। হাজার হাজার লোক এ্যাপ্লিকেশান করেছে ইলেকট্রিকের জন্য কিন্তু তাদের সেই সমস্ত দরখাস্ত বিবেচনা করা হয় না। কেউ গিয়ে কিছু টাকা দিলে কানেক্‌সান পেয়ে যায়, এই হচ্ছে অবস্থা। এক্সট্রিম এণ্ড পর্যন্ত আলো যা জ্বলে সেখানে যখন পিক্‌টাইম সেই সময় দেখতে পাওয়া যায় আলোর পাওয়ার কমে যায়, সেখানে কমপ্লেণ্ট করলে কোন সুরাহা হয়

না। এর কারণ হচ্ছে যেসমস্ত ইঞ্জিনীয়ার সুপারভাইজ করেন তাঁরা মিথ্যা টি. এ. বিল করার জন্য, চক্রান্ত করে চোরাই মাল বিক্রী করার জন্য এইভাবে কর্মরত থাকার জন্য অফিসে বসে থাকেন, বাইরে যেতে পারেন না এবং কোন রকম কাজ কর্ম করতে পারেন না। তারপরে কোন সার্ভিস রেগুলেশন নেই। ষ্টেট ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডে পুরাণো আইনানুযায়ী সার্ভিস চলে, তাদের কোন সার্ভিস রুলস নেই এগুলি আমরা দেখতে পাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে দেখতে পাই যে গাড়ীগুলি আছে সেগুলি কয়েকজন অফিসার নিজেদের প্রাইভেট ইউজের জন্য ব্যবহার করেন এবং এর ফলে মোটা টাকা খরচ হয় তার পরে আবার মিথ্যা টি· এ. বিল করা হয় যা আমাদের কল্পনাতীত। সেজন্য আমার কথা হচ্ছে সি. এস. সি. একটা বৃটিশ কনসার্ন—তাদের যে টার্ম আছে সেইটাম যখন একসপায়ার করবে তখন তাদের নিয়ে যেতে হবে ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের সাথে কিন্তু সেই রকম উপযোগী হয় এটা গড়ে উঠতে পেরেছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। আজকে এই সমস্ত বৃটিশ কোম্পানীগুলিকে পূর্ব স্বাধীনতা দেওয়া হবে এবং ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড তারা সেখান থেকে ঠুঁটো জগন্নাথের মত বসে কোন রকম কাজ কর্ম করতে পারবে না, তারফলে বৃটিশ কোম্পানীগুলি এই ভাবে করে চলবে। যেখানে এই ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড একটা পাব্লিক কর্পোরেশন হিসাবে গড়ে উঠেছে সেখানে পাব্লিক সেক্টারকে ডেভেলপ করার জন্য তার চেষ্টা করা উচিত এবং সেই ভাবে তাদের দক্ষ হওয়া উচিত কিন্তু আমরা তার কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সেজন্য আমি বলতে চাই যে একে ঢেলে সাজতে হবে তানাহলে কিছুই হবে না। এখানে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ মহাশয়, আমাদের খাদ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা বড় গলায় বলেন যে আজকে আমরা এগ্রিকালচার, ফুড, সেচ প্রভৃতির উন্নতি করছি, দেশের মধ্যে খাদ্যফসল ফলাবার জন্য। আমি বলতে চাই যে পশ্চিমবাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গ্রামে ঘরে আমরা দেখছি কেবল ইলেকট্রিক তারের খেলা। আমি কয়েকদিন আগে দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাস ঐ অঞ্চলে গিয়েছিলাম—সেখানে দেখে এসেছি ইলেকট্রিসিটি গ্রামের মধ্যে গেছে এবং গ্রামের মধ্যে ইলেকট্রিসিটি গিয়ে সেখানেকৃষির কি শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছে। কৃষকের একটা জমিতে ধান কাটা হচ্ছে, আর একটা জমিতে সবুজ ধান হাসছে, আর একটা জমিতে ধান রোয়া হচ্ছে এবং সেখানে ৯০ দিনে একটা ফসল হয়—সেখানে ইলেক্ট্রিসিটি তারা করতে পেরেছে। আজকে ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড বাংলাদেশে যে তারের খেলা দেখাচ্ছে সেই তারের খেলাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে এবং এখানে যে বাবুই পাখীর বাসা বাঁধা হয়েছে, ডাঃ রায়ের যে চক্র আছে সেটাকে ভাঙ্গতে না পারলে কিছুই হবে না। এটা যদি সত্যই কল্যাণ রাষ্ট্র হয়ে থাকে তাহলে যারা এই সমস্ত অসৎ কার্য্যে লিপ্ত আছে তাদের দেশদ্রোহিতার অপরাধে আজ ফাঁসিকাষ্ঠে লটকানো উচিত--এই কথা বলেই আমি আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

Shri Haridas Mitra :

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা গত কয়েক বছর ধরে ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড সম্বন্ধে সমালোচনা করেছি। দুর্নীতিতে স্বজনপোষণ এবং যে সমস্ত অব্যবস্থা এবং কুব্যবস্থা আছে তা আমার এখানে উল্লেখ করেছি। আমরা আশা করেছিলাম যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় নিশ্চয়ই কিছু কিছু তার ব্যবস্থা করবেন। একটা কথা আমাকে নিশ্চয়ই বলতে হবে যে আমাদের এখানকার কিছু কিছু সাজেসশন বোর্ড গ্রহণ করেছেন যার জন্য কিছু সৎকাজ নিশ্চয়ই

হয়েছে। যেমন আমি বলবো আমাদের ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ সালে এখানে বক্তৃতার ভার এ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং প্রমোশন ব্যাপারে যে সিলেকশন কমিটি হয়েছে—তাতে এমপ্লয়ীজদের নিশ্চয়ই কিছু কিছু সুখ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ছিল না, সেটা তারা করেছেন। আমি বিরোধীপক্ষ থেকে মনে করি যে তারা যা ভাল কাজ করেছেন সেটা নির্ভয়ে ভাল করে আমাদের বলা দরকার যাতে কিছু দোষ থাকলে সেটা সংশোধন হতে পারে। কিন্তু তবুও বলবো এখানে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ যেটা সৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল, আমরা যা আশা করেছিলাম তা আজও হয় নি। বোর্ড কাজের দিক দিয়ে যথেষ্ট এগিয়ে গেছেন।

[3-20—3-30 p.m.]

১৯৫৬ সালে যেখানে ১০২ টি সহরে এবং গ্রামাঞ্চলে ইলেকট্রিসিটি বোর্ড ছিল আজকে সেখানে ৪১৪ টি জায়গায় হয়েছে। কন্‌জিউমার যেখানে ছিল ১১৭৪২টি আজকে সেখানে ৩২১৫৮টি হয়েছে, নিশ্চয়ই বোর্ড এইসব দিকে এগিয়েছে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, আমি তার জন্য আনন্দিত। কিন্তু অন্য দিকে চেয়ে দেখুন, যেখানে ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ করে বোর্ড কোথায় গিয়ে হাজির হয়েছে। এই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ধার করে নিয়ে এসে বোর্ডকে টাকা ধার দিচ্ছে—১৯৫৮ সালে ৪০ লক্ষ, ১৯৬০ সালে ৬০ লক্ষ টাকা—এবার রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশান স্কীম এবং বোর্ড এ দুটো মিলিবয় ৩ কোটি ৪১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা ধার দিচ্ছেন। এই টাকা ধার নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কি কাজ হচ্ছে। এই রেলওয়ে ইলেকট্রিক স্কীম সম্বন্ধে মনোরঞ্জনবাবুও বলেছেন আমি আবার বলছি যে এই স্কীম এ ১ কোটি ৫৪ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা লোন বাজেট দেখান হয়েছে কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড নিজেরা এই স্কীম কার্যকারী করলেন না, তাদের হাতে রেলওয়ে ইলেকসিটি বোর্ড দিয়ে দিলেন, কিন্তু কেন কার্যকরী করলেন না? করলেত লাভটা তারা পেত, বাংলাদেশের ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এর হাতেই প্রফিট আসত। তা তারা করলেন না—প্রাইভেট সেক্টার এর হাতে তুলে দিলেন। তারা ই. এম. সি কোম্পানীকে ৮০ লক্ষ টাকার মত কণ্ট্রাক্ট দিলেন আর কামানী কোংকে ২০ লক্ষ টাকার মত কন্‌ট্রাক্ট দিলেন। এই স্কীম যদি ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের কার্য্যকরী করত তাহলে বাংলাদেশের ৯০ লক্ষ টাকার মত লোকসান হতনা, এখানে ৭ কোটি টাকা ৩ বছরে খরচ করলে আমি বিশ্বাস করি ৩ হাজার লোকেব কর্মসংস্থান হত এবং বাঙ্গালীরাই সে কাজ পেত আজকে এই বেকার সমস্যার দিনে বাংলার পক্ষে সুবিধাই হত। তাই আমি ডাঃ রায়কে বলবো যে এবিষয়ে ষ্টেট ইলেক্‌ট্রিসিটি বোর্ডকে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে চাপ দেওয়া দরকার ছিল। এই যে বোর্ড আজকে নিজেরা করলেন না, প্রাইভেট সেক্টারকে দিয়ে দিলেন—এ বিষয়ে গোড়া থেকে যদি বোর্ডের উপর চাপ দেওয়া হত তাহলে এই কাজ নিজেরাই করবার ব্যবস্থা করতে পারত। নিজেরা ওয়ার্কআউট করলেন না তার কারণ হল চীফ ইঞ্জিনীয়ার শ্রী এন. দত্তের অপদার্থতা—এই আমার বিশ্বাস, এই দত্ত এই কাজের ঝুঁকি নিতে সাহস করলেন না, রেসপনসিবিলিটি নিলেন না তাই এটা হল না। স্যার, আমি এসম্বন্ধে পরিষ্কার করে বলতে চাই যে এই ভদ্রলোক চীফ ইঞ্জিনীয়ারের ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং সম্বন্ধে রিকুইজিট একাডেমিকে কোয়ালিফিকেশানের অভাব আছে। এত বড় একটা দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান যেখানে ৮ কোটি টাকা খরচের ব্যবস্থা হচ্ছে সেখানে চীফ ইঞ্জিনীয়ার সাহস করলেন না কেন? রেলওয়ে যদিও তাদের হাতে কাজটা ছেড়ে দিলেন তবু তারা সাহস করলেন না এ কাজটা করতে। এই ডাঃ

দত্তকে সুপারএন্যুয়েশনের পরে এ্যাট এ টাইম ৩ বছর এক্সটেনশন দিয়ে রাখা হল তিনি যা মাইনে পেতেন রিটায়ারমেণ্টের সময় তার উপরে আরও ২০০ টাকা বাড়িয়ে দিয়ে দু-হাজার টাকা মাইনে দিয়ে। তিনি কোন কাজ করতে পারেন না তাই নূতন একজন ডিপুটী চীফ ইঞ্জিনীয়ার রাখতে হয়েছে। এখন আমি এখানে রেলওয়ে ইলেক্ট্রিসিটির বোর্ডের একটা রহস্য এখানে রাখতে চাই। টেণ্ডার নোটিশ বেরুবার পূর্ব্বে চীফ ইঞ্জিনীয়ার এবং প্লেনিং ইঞ্জিনীয়ার বি. এন. দত্ত তারা কলকাতার বিখ্যাত হোটেলে চোরঙ্গীর গ্রাণ্ড হোটেলে বসে কামানী কোং এর পরামর্শে টেণ্ডার এর ওভারহেড পোরশান এর স্পেসিফিকেশন তৈরী করলেন, এই খবর আমার আছে যে এই দুই দত্ত এর মধ্যে ছিলেন। ডাঃ রায় বেশ জানেন যে এই যে চীফ ইঞ্জিনীয়ার, তাঁর ছেলেকে বাইরে, বিদেশে পাঠানর ব্যবস্থা হয়েছিল এবং ওখানকার স্কীমে যারা কাজ পেয়েছে তাঁদের এখানকার অফিসে একটা পার্মানেণ্ট চাকরীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাঁর দুটো বেনামদার কোম্পানী আছে—একটা হল ওরিয়েণ্ট ইঞ্জিনীয়ারিং হাউস, আর একটা হল ইণ্ডিয়া ম্যানুফেকচারিং করর্পোরেশন। এই দুই দত্ত যুগোলে বেনামদারী ব্যবসা চালান হয়েছে এবং তাদের অনেক কিছু বিজনেস এ্যাসিউরড করা হয়েছিল। তারপর দেখা যায় রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন স্কীমের ব্যাপারে ৭ কোটি টাকা খরচ হয়। সেই কাজটা যদি আজকে এঁরা নিজেদের হাতে নিতেন তাহলে ১২ পারসেণ্ট প্রফিট ধরে ৮০।৯০ লক্ষ টাকা লাভ হত, এবং সেই লাভটা বাংলাদেশের সরকারের বোর্ডের হাতে থাকত। এবং তার দ্বারা বাংলাদেশের মানুষ উপকৃত হত। কিন্তু এই দুই দত্তের জন্য তা হল না। ডাঃ রায়ের নিশ্চয়ই মনে আছে—আমি পূর্বে একটা এনকোয়ারী কমিটিএর কথা বলেছিলাম। একটা এনকোয়ারী করে দেখুন আমাদের কাছে যে সমস্ত খবর আসছে সেগুলি সত্য কি না। এটা অত্যন্ত গুরুতর কথা যে বাংলাদেশের মানুষের ৮০।৯০ লক্ষ টাকা লোকসান হয়ে যাচ্ছে, যেটা বিদেশী কোম্পানীরা নিয়ে যাচ্ছে। বহু বিঘোষিত জলঢাকা স্কীমের কথা উনি বলেছেন। এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে এবং আমরা এই জলঢাকা স্কীম এর ব্যাপার নিয়ে অনেক আলোচনা এখানে করেছি। চার কোটী টাকার এই প্রজেক্ট সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে শেষ হবার কথা ছিল। আজকে এই সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ার প্যান প্রায় শেষ হতে চলেছে, আজকে সেখানে কি কাজ হয়েছে? কতকগুলি রাস্তা তৈরী হয়েছে, যেটা ওয়েষ্টবেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্টের ইঞ্জিনীয়াররা আরও ভালভাবে করতে পারতেন। ডাঃ দত্তের হাতে সেটা থাকায় হিউজ ওয়েষ্ট হচ্ছে এবং মিসহেণ্ডলিং অফ দি হোল সিচুয়েসন ও কতকগুলি আননেসেসারী কন্‌ষ্ট্রাকশন হয়েছে। তারপর দেখা যায় শিলিগুড়ি থেকে ৭০ মাইল দূরে জল ঢাকার সেখানে কতকগুলি বাড়ী তৈরী হয়েছে—জলঢাকার কর্ম্মচারীদের জন্য, কিন্তু ওখানকার কাজত দু-তিন বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে, তখন সেই বাড়ীগুলি কোন কাজেই লাগবে না। রেলওয়ে সাইডিংএর কাছাকাছি চাল্‌সা রেলওয়ে সাইডিং বলে একটা জায়গা আছে, সেইখানে যদি এই বাড়ীগুলি হত তাহলে তার একটা ইউটিলিটি থাকত এবং সেখানকার কর্মচারীদের জিপে করে দৌড়াদৌড়ি না করে, সেখানে তাদের থাকবার একটা স্থান হত। আমরা দেখছি এই জলঢাকা স্কীমের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার ব্যবস্থা হচ্ছে। জলঢাকা ব্যাপারে টেণ্ডার সাবমিট করবার পর এষ্টিমেট ২০ পারসেণ্ট বেড়ে গেল। টেণ্ডার প্রথমে হিন্দ্ কন্‌ষ্ট্রাকশন কোম্পানী সাবমিট করেন। তারপর তার

উপরে ৫০ পারসেণ্ট বাড়িয়ে টেণ্ডার ধরা হল। তারপর প্লেনিং এষ্টিমেট যাঁরা করেন,

either they are inefficient or they are corrupt,

এছাড়া আর কোন কথা বলতে পারি না। জলঢাকা স্কীমের ব্যাপারে আমাদের এখানে অনেক আলোচনা হবার পর এখন শোনা যাচ্ছে ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট একটা কমিশন নিয়োগ করেছেন। এনকোয়ারীর জন্য, তার রিপোর্ট যদি সত্যই হয়ে থাকে, তাহলে সেই কমিশন রিপোর্টটা আমরা দেখতে চাই। আমি আপনার মাধ্যমে ডা: রায়কে অনুরোধ করি যদি সেই রিপোর্টটা তৈরী হয়ে থাকে তাহলে সেটা আমাদের বিধান সভার সামনে রাখুন। স্যার, এই বোর্ডের কর্মচারীদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার হাজার; তার মধ্যে ক্লাশ ফোর ষ্টাফের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তাদের মাইনে হচ্ছে অর্থাৎ বেসিক পে ২০ টাকা, আর প্রতি চার বছর অন্তর ১ টাকা করে বেড়ে ২৫ টাকায় শেষ হবে। অবশ্য কিছু ডি. এ, দেওয়া হয়। অর্থাৎ সমস্ত মিলে সবসুদ্ধ ক্লাশ ফোর কর্মচারী পাবেন ৫৭ টাকা। মন্ত্রী মহাশয়কে আমি জিজ্ঞাসা করি ৫৭ টাকা মাইনেতে কোন মানুষ, তার পরিবার পরিজন নিয়ে বাঁচতে পারে? ডা: রায় হয়ত এটা বুঝতে পারবেন না, কিন্তু বহু সদস্য আছেন তাঁরা নিশ্চয়ই এটা উপলব্ধি করতে পারবেন। তাদের মাইনে বাড়ান একান্ত আবশ্যক। চীফ ইঞ্জিনীয়ার দু-হাজার টাকা মাইনে পাবেন আর সেখানে একজন ক্লাশ ফোর কর্মচারী ডি. এ. প্রভৃতি নিয়ে মাত্র ৫২ টাকা পাবেন। তাছাড়া দেখা যায় সেখানে দু-জন সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার প্রত্যেকে ১৩শো থেকে ১৫শো টাকা মাইনে পান। এই ধরণের টপ হেভি এডমিনিষ্ট্রেশন রাখার কোন প্রয়োজন নেই। সেখানে সাধারণ কর্মচারীদের জন্য ব্যয় হয় ৫ লাখ ২৮ হাজার টাকা, সেখানে দুইজন ডিরেক্টোরেটএর অফিসারকে পুষতে খরচ হচ্ছে ২ লাখ ৯২ হাজার টাকা। এতবড় মাথাভারী এডমিনিষ্ট্রেশন রাখবার কি দরকার?

[3-30—3-40 p.m.]

এল. ডি. ক্লার্ক—ডিষ্ট্রিক্ট এ হলে তাদের মাইনে ৫৫৲ টাকা থেকে ১৩০৲ টাকা, আর যারা ডিরেক্টোরেটে বসে আছে তাদের মাইনে ৭০৲ টাকা থেকে ১৫০৲ টাকা, আমি মনে করি এদের সবারই এক মাইনে হওয়া উচিত। ডিষ্ট্রিক্ট এবং ডিরেক্টোরেটএর এই এল. ডি. ক্লার্কের একই ধরণের মাইনে—৭০৲ টাকা থেকে ১৫০৲ টাকা সকলের এখন হয়ে যাওয়া উচিত।

আগের বার এখানে লোকসান হয়েছিল ৩০ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা; আর আজকে সেখানে লাভ দাড়িয়েছে ৪ লাখ টাকা। এই আয় বাড়বার কতকগুলো কারণ আছে। তার মধ্যে একটা বড় কারণ হচ্ছে সৎ এবং পরিশ্রমী নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা গায় খেটে প্রভূত পরিশ্রম করে বোর্ডকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ব্যবস্থা করছে। তারফলে আজ এই লাভ হয়েছে। কিন্তু ক্লাশ থ্রি ও ক্লাশ ফোর ষ্টাফ যারা, তাদের মাইনে এক পয়সাও বাড়ছে না। তাদের কি ব্যবস্থা, আর ৯২ জন হায়ার অফিসারের থাকবে কত রকম সুযোগ সুবিধা, বাড়ী গাড়ীর এলাউন্সএর ব্যবস্থা হবে। উনি তো বলে গেছেন সেখানে সুপার এন্যুয়েটেডদের রাজত্ব হয়ে গেছে। অথচ এদের বেলায় কোন কনসিডারেশন কেন হবে না? ট্রাভেলিং এক্স্‌পেনসেস নিম্নপদস্থ কর্মচারী যারা ৭০৲ থেকে ১৩০৲ টাকা মাইনে পায়—তাদের ট্রাভেলিং এক্স্‌পেনসেস পকেট থেকে দিতে হয়, সেই ট্রাভেলিং এক্স্‌পেনসেসনএর বিল

ও গ্রামাঞ্চলে ইলেকট্রিফাইড হয়েছে। টোটাল নাম্বার অফ্ কেপিট্যাল আউটলে যদি আমরা দেখি, তাহলে আমরা দেখবো এখানে আমরা ৮৪০ লক্ষ টাকা এই খাতে খরচ করে আসছি। এবং তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ টাকা গ্রামাঞ্চলের ইলেকট্রিফিকেশনের জন্য ৪৪০ লক্ষ টাকা আমরা খরচ করেছি। যদি আমরা আনুপাতিক হিসাব করি তাহলে দেখবো প্রায় শতকরা ৫৩ ভাগ টাকা এতে ব্যয় হয়েছে। একটা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ের প্রতি, স্পীকার মহাশয়, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামকে বাদ দিয়ে সহরাঞ্চলে ইলেকট্রিফিকেশন করে ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড যদি আজ লাভের অঙ্ক মোটা করে দেখাতো সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাই। মাননীয় বিধান চন্দ্র রায়, তাঁর প্রচেষ্টায়, ১৯৫৫ সালে, ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের ১লা যে তারিখে, যখন প্রথম জন্ম হয় তার থেকে ১৯৬০ সালের আজকের দিন পর্য্যন্ত এর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে যদি আমরা অত্যন্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে বিচার করি তাহলে একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে অত্যন্ত অল্প টাকা নিয়ে, সমস্ত রকম অসুবিধার মধ্যে দিয়ে ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড বাংলাদেশে তাদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এই আলোচনায় প্রথমে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন তারা ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের একটা পুর্ণাঙ্গ ছবি তুলে ধরেন নি। এর মধ্যে দোষত্রুটি নেই একথা বলছি না। এই সামগ্রিক ছবিকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার, বিশেষ করে, সদস্যদের সামনে তুলে ধরে তারপর তার যা কিছু দোষ ত্রুটি আছে তা দেখানর অধিকার নিশ্চয়ই আমাদের আছে। আমি তাই বিরোধী পক্ষের বন্ধুদের দোষরূপ করছি না, কারণ তাঁরা দোষত্রুটি তুলে ধরে একথাই প্রমাণ করতে চান যে এর সমস্তটাই ত্রুটিপুর্ণ। আমি ১৯৫৫ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত তাই একটা ছবি অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে আপনার সামনে তুলে ধরতে চাই। ১৯৫৫ সালে ষ্টেইট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড যখন গঠিত হয়েছিল তখন টোটাল নাম্বার অফ আণ্ডারটেকিংস যত ছিল তার সংখ্যা দেখলে দেখবো মাত্র ২৩ টি। আর ১৯৫৫ সালে ২৩ টি থেকে ১০২ টি সহরে ও গ্রামাঞ্চলে ইলেকট্রিফিকেশন করার জন্য তারা কাজ সুরু করেছে। আজকে ১৯৬০ সালে, যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো প্রায় ৪১৪ টি সহর তাহলে এই হাউসে অন্ততঃ আমি তাদের দোষারোপ করতাম।

[3-40—3-50 p.m]

কিন্তু যেহেতু তারা ৫৩ ভাগ টাকা খরচ করে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের সরবরাহের ব্যবস্থা করে গ্রামীন শিল্পকে, কুটীর শিল্পকে, ছোট ছোট শিল্পকে গড়ে তোলার কাজে সাহায্য করেছেন এবং তাতে তাঁরা যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন তার জন্য সহানুভুতির সংগে আমাদের বিচার করার প্রয়োজন আছে। বিদ্যুৎ নিয়ে যাবার জন্য ইন্‌ষ্টালেশন এবং অন্যান্য খরচ হিসাব করে দেখলে দেখা যাবে যে, কোনক্রমেই তা লাভজনক হয়ে উঠতে পারে না। এ সম্পর্কে পার্লামেণ্টে শ্রীগুলজারীলাল নন্দ এপ্রিল, ২রা ১৯৫৬ যে বক্তৃতা করেছেন তা আমি আপনাদের সামনে পড়ে দিতে চাই।

"Provision of power to rural areas in view of small and scattered loads is not a paying proposition. We have had several discussions and seminars where engineers met and considered this problem. It was clear that rural electrification has to be subsidised. Propsals were made and the view was taken that each State much first make its own working self-supporting in the sense that, if it has any profit on urban electrification, it

must divert that to rural electrification before it asks for any help. Figures are being collected. Meanwhile, some advance is being made. Under the First Plan, only interest was to be paid—capital had not to be paid—during the first five years. Now it has been decided that for the first few years no interest will be charged. That is an element of subsidy but the scheme is still under consideration and something more may be done. I will at least try to see that something more is done for rural electrification than has been possible so far.

এর থেকে আমি একথা বলতে চাই যে, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ গ্রহণ করার দরুণ যে রেভিনিউ ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড আন করে তা কখনো লাভ জনক হতে পারে না বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের আর্থিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করবার আগে ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের রেট নিয়ে যে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে সে সম্পর্কে দু-একটা কথা বলব। অনেকে প্রশ্ন করেন ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাইএর তুলনায় ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের সেট এত বেশী হয় কেন। এ সম্পর্কে আমি বলবো যে, গ্রামাঞ্চলে ইলেকট্রিফিকেশন এবং ইণ্ডাসট্রিয়াল এরিয়াতে ইলেকট্রিফিকেশন-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে—প্রথমতঃ একটায় বিরাট এলেকায় কাজ করতে হয়, সেখানে কনসেনট্রেশন অফ টাইম হয় না, শেষোক্তটিতে, যেমন ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন তারা একটা কনসেনট্রেটেড এরিয়াতে সাপ্লাই দিয়ে এসেছে, প্রিওয়ার পিরিয়ড মেসিনারী এবং অন্যান্য প্ল্যাণ্ট বসিয়েছে, তাদের কেপিট্যাল আউটলে কম। অন্যদিকে ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড ওয়ার পিরিয়ডএ কাজ আরম্ভ করেছে, সেদিক থেকে তাদের খরচ স্বাভাবিক ভাবেই বেশী হবে। তৃতীয়তঃ, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করর্পোরেশন এবং ডি, ভি, সি থেকে ইলেকট্রিসিটি নিয়ে পরে তারা কন্‌সিউমারদের দিচ্ছে। একটা হাড্রো-ইলেকট্রিসিটি এবং কয়েকটা ডিজেল জেনারেটি পাওয়ার ষ্টেশন থেকে নিয়ে তারা দিচ্ছে। কাজেই সমগ্রভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড তুলনামূলকভাবে বেশী চার্জ নিচ্ছে না। তাছাড়া, আমাদের যেসমস্ত ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী যারা জেনারেট করে সহরাঞ্চলে দিয়ে থাকে তাদের সংঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এর দাম তা বেশী নয়। আমি এখানে একটা চার্ট তুলে ধরতে চাই—বাঁকুড়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন, বহরমপুর, ভাটপাড়া এবং অন্যান্য যারা প্রাইভেট পার্টিজ ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই করে থাকেন ডোমেষ্টিক পার্পাস যেমন লাইট, ফ্যান—এদের রেট যদি দেখেন তাহলে দেখবেন ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড ৩১-৩৮ নয়া পয়সা, বাঁকুড়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন ৩৯ নয়া পয়সা, বহরমপুর ৩৮ নয়া পয়সা; যদি অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে তুলনা করেন তাহলে দেখবেন, বোম্বে, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ এ ২৫-৫০ নয়া পয়সা পর্য্যন্ত রেট আছে। এটা হল হাউস্ কনসাম্পশন, লাইট, ফ্যান ইত্যাদি ব্যাপারে—তারপর

Small industry, midium Industry, heating, Cooking and Others,

এসবের চার্জ যদি দেখেন তাহলে দেখবেন ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড যা চার্জ নিচ্ছেন তা অন্যান্য ষ্টেট এর তুলনায় বেশী নয়। মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জনবাবু হয়ত জানেন না যে, মাদ্রাজ ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড মাত্র মাদ্রাজ সহর পর্য্যন্ত আছে, গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ তারা ইলেকট্রিসিটি জেনারেশান এর যে প্লাণ্ট রেখেছে তাথেকে সাপ্লাই করে আসছে এবং সেখানে কনসেনট্রেটেড এরিয়াতে অনেক বেশী

পরিমাণে ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাইড হয় বলে তাদের রেট আমাদের রেট থেকে কম আছে। এখানে একটা গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ের আমি উল্লেখ করতে চাই—ফিনানসিয়াল পজিশন ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এর ফাইনেনসিয়াল পজিশন যদি আপনারা লক্ষ্য করে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন রেভিনিউ রিসিপ্টস্ থেকে ওয়ার্কিং এক্সপেনডিচার অনেক বেশী। ওয়ার্কিং এক্সপেনডিচার এর মধ্যে আমরা ধরব

cost of purchase of electricity from D.V.C. and from Calcutta Electric Supply Corporation.

এগুলি যদি আমরা মিলিয়ে দেখি তাহলে দেখব যে, রেভিনিউ রিসিপ্টস্ থেকে এক্সপেনসেস অনেক বেশী পড়ছে। এই যে লাভের চেয়ে লোকসান হচ্ছে বেশী তার অন্যতম কারণ হচ্ছে, ডিপ্রিসিয়েশন বাদ দিলে আমাদের যে সারপ্লাস থাকে তা থেকে আমাদের ইন্টারেষ্ট পে করতে হয়

on loans advanced by the State Government.

দ্বিতীয়তঃ ঠিক কমার্শিয়াল ফার্ম এর মতো কাজ না করে ৫৩ ভাগ টাকা রুরাল ইলেকট্রিফিকেসন এর জন্য নিয়ে যাচ্ছে। আজ গ্রামাঞ্চলে শিল্প বিস্তারের জন্য, কুটীরশিল্প গড়ে তোলার জন্য, সেচ ব্যবস্থা উন্নতর করবার জন্য রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন একান্ত প্রয়োজন।

[3-50—4 p.m.]

আমি তাই বলবো যে আরও কয়েক বছর এই যে ইন্টারেষ্ট ওয়েভ করার কথা উঠেছে এই ইন্টারেষ্ট ওয়েভ করা হোক। কারণ পার্লামেন্টে শ্রীগুলজারীলাল নন্দ যে কথা বলতে চেয়েছেন যে এই ইন্টারেষ্ট ওয়েভ করার কথা তাঁরা ভাবছেন এবং এ যদি ওয়েভ করা হয় তাহলে ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের পজিশান আরও বেটার হবে। আমি এক্ষেত্রে বলতে চাই যে ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এই বাঁধার মাধ্যমেও দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের লোকসানও দিনের পর দিন কমে আসছে। রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন, জলঢাকা হাইড্রো-ইলেকট্রিক স্কীম ইত্যাদি স্কীমগুলি যদি ১৯৬৩ সালের মধ্যে কমপ্লিট করা যায় তাহলে আমি বলব যে এদের লাভের অঙ্ক আরও বেড়ে যাবে। আশা করি পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চল এই বিদ্যুৎ সরবরাহ পেয়ে তাদের কৃষি শিল্পকে, কুটিরশিল্পকে উন্নতি পথে নিয়ে যাবে।

Shri Dhirendra Nath Banerjee :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, লোনস এ্যাণ্ড এড্ভানসেজ বাই ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট এই খাতে যে ৮ কোটি ৫২ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা ধরা হয়েছে তাতে আমি মনে করি এ টাকা যাতে সৎ ব্যয় হয় যদিও এটা ব্যয় হয়, তার ব্যবস্থাও এই সরকার ঠিকমত করতে পারবে না। যেভাবে ভাগ করা হয়েছে তা এ টাকাটাকে তা যদি আমরা ভালকরে দেখি তাহলে দেখব যে কৃষকের সাহায্যেপরিমাণ ব্যয় হচ্ছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। এ টাকা নিয়ে সরকার মহাজনী করতে নেমেছেন এবং এ ব্যাপারে কৃষক যে টাকা দিচ্ছেন তা থেকে সুদও আদায় হচ্ছে। কিন্তু সরকার এটা জানা সত্ত্বেও যে, তাদের সামান্য কিছু দিয়ে যদি সন্তুষ্ট করা যায় তাহলে যে সরকারী নেতৃত্ব তাঁরা পেতে চায় সেটা তাঁরা পায় এবং তাদের অর্থাৎ কৃষকদের হাতে রাখতে পারলে রাজ্য পরিচালনা যে খুবই সহজতর হয় এসব বুঝেও তাদের দিকে যথাযথ দৃষ্টি দিচ্ছেন না। বাংলাদেশের শতকরা ৭৫।৮০ ভাগ লোক

এই কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং এটা একটা বড় শিল্প, খাদ্যোৎপাদন ও কাঁচা মাল সরবরাহের শিল্প যেখানে সবচেয়ে বেশী লোক খাটে, তা সত্বেও কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডলী এঁদের দিকে ভাল ভাবে নজর দিচ্ছেন না বলে আমাদের খাদ্যাভাব দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এবারের যে ঘাটতি পুরণের জন্য, আমাদের ১৫ লক্ষ টন বারতি খাদ্যের প্রয়োজন যা বাইরে থেকে আমদানী করতে হবে তা বুঝেও যদি এরা বিনা ক্লেশে, কম ঝুকি নিয়ে এই কৃষকের পেছনে অধিক খাদ্য উৎপাদনের সঙ্কল্প নিয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে এগিয়ে আসত তাহলে অনেক ভাল ফল পাওয়া যেত। কিন্তু আমরা দেখছি খাদ্যের ব্যাপারে এঁরা সেই কালো-বাজারীদেরই সমর্থন করছেন। যে কৃষক সরকারকে পুষ্ট করছে এবং সর্বরকম সাহায্য করছে তাদের জন্য যদি সরকার উপযুক্ত অর্থ সাহায্য নিয়ে না এগিয়ে আসে তাহলে তাকে সত্যিকারের বান্ধব বলা যায় না। যা' হোক্, এই লোনস এ্যাণ্ড এ্যাডভান্সেস বাই দি ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট এই খাতে যে ৮ কোটির উপর টাকা ধরা হয়েছে তার মধ্যে লোনস এ্যাডভানসেস টু কালটিভেটোর্স খাতে মাত্র ৫৯ লক্ষ টাকা, লোনস টু আদার কেজেস ইন ডিষ্ট্রেস খাতে ১ লক্ষ টাকা, জমির ইমপ্রুভমেণ্টের জন্য ১ লক্ষ টাকা এবং কেমিকেল ফারটিলাইজার এর জন্য ৫০ লক্ষ টাকা এ্যাডভান্স করা হবে বলে ধরা হয়েছে। মোটামুটি এই হিসেবের সবগুলি মিলিয়ে যদি দেখি অর্থাৎ যার সঙ্গে কৃষকের যোগ আছে তাহলে দেখব যে এই ৮ কোটি টাকার ১ সিকি ভাগও তাদের পক্ষ ও তাদের হাতে যাবে না। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য কো-অপারেটিভের মাধ্যমে কৃষককে স্বাবলম্বী করে খাদ্য ভাব দুর করার যে সমস্ত চেষ্টা করা উচিত ছিল তা' এই সরকার করে দিচ্ছেন না। ডাঃ রায় আমাদের গুরু এবং তার কাছেই শুনেছি যে ব্যাধি নিরাময় করতে হলে উপযুক্ত ভাবে পুরো ডোজে ঔষধ দিতে হবে। কাজেই আমি বলছি যে, এই আধ ডোজ ঔষধ দিলে ঔষধও নষ্ট হয় ব্যাধিও দীর্ঘস্থায়ি হয়। আজ ডাঃ রায়কে জানাতে চাই যে ঐ ব্যাধি অর্থাৎ খাদ্যাভাব ও আন এমপ্লয়মেণ্ট প্রব্লেম যদি দুর করতে হয় তাহলে যে অসংখ্য একর জমি পড়ে আছে তাতে ভালভাবে চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। এক ফসলা জমিকে দুফসলা জমিতে পরিণত করতে হবে—কৃষকদের যথেষ্ট অর্থ সাহায্য দিতে হবে। আজ যেখানে শতকরা ৭৫ জন কৃষক, আর গ্রামের আরটিসেন্সদের সংখ্যাও সেখানে ১৫ পারসেণ্ট হবে—এর এবং অন্যান্য গ্রাম্য সহর বিশেষ করে কোলকাতার ব্যবসা বাণিজ্য ও মুখ্যতঃ সম্পূর্ণরূপে পশ্চিম বাংলার কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং যেখানে জাতির ৪/৫ অংশ লোক গ্রামে থাকে এবং যাদের উপর মহাজনী করতে সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করছেন সেই কৃষকের প্রয়োজনে যে অর্থ দেওয়া হয় তাও তাদের হাতে গিয়ে ঠিকমত পৌছায় না। জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর মাসে যখন খাদ্যদ্রব্যের জিনিষ পত্রের ভয়ানক দাম হয় তখন কৃষককে কৃষি ঋণ বা গরু কেনবার জন্য যে টাকা ঋণ দেওয়া হয় তার পরিমান ও এক একটা ইউনিয়নে ১/১॥ হাজারের বেশী নয়। তার ফলে সামান্যতম অভাব ও মেটান সম্ভব হয় না। তাই, গ্রাম্য মহাজনের কবলে পড়তে হয়। বাংলা দেশের ১৪টি জেলায় মোট ২৮ লক্ষ টাকা কৃষিঋণ দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ তাতে এক একটি জেলায় ২ লক্ষের বেশী পড়ে না। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা হোল যে, হালের জন্য যেমন গরু প্রয়োজন ঠিক তেমনি গরুর জন্যও হালের প্রয়োজন। কাজেই চাষীদেরকে তাদের অভাব বুঝে টাকা সেই হিসেব মত দিতে হবে—যার ফলে একটি কৃষক সুকৃষি ব্যবস্থা করতে পারে। সরকারের কাছে এই লোনের জন্য বহু আবেদন আসে এবং এটা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা হওয়া সত্বেও সরকার সেদিকে গাফিলতি করছেন। আমরা জানি যে যেখানে জুলাই

মাসে টাকা দিয়ে ফেব্রুয়ারী মাসেই সেটা সমুদয় আদায় করা যায় এবং সেখানে লোকসানের সম্ভাবনাও কম সেখানে যদি সরকার টাকার বস্তা নিয়ে এগিয়ে আসেন তাহলে তার ফল খুবই ভাল হয় এবং কৃষকরাও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অধিক খাদ্য ও সরবরাহ করতে পারে। তাদের সাহায্য করলে তারা কাচা মাল ও সরবরাহ করে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি করাতে পারে এবং যার ফলে দেশের লোকের অনেক উপকার হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সরকারের সেই সুস্থ নীতি নেই। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[4—4-10 p.m.]

Shri Provash Chandra Roy :

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, কৃষকদের যে লোন দেওয়া হয়ে থাকে সেই লোন দেবার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কৃষকদের যে অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে তাকে কি করে আবার ভালোর দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। আমি মনে করি এই মূল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সরকারের লোকের ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু বাজেটের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে যেখানে ৮½ কোটি টাকা বিভিন্ন খাতে লোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে কৃষকদের কেবলমাত্র গরু কেনার জন্য যে টাকা দেওয়া হচ্ছে তার পরিমাণ মাত্র ৫৯ লক্ষ টাকা। এই টাকা গত বছরের চেয়ে কমান হয়েছে। গত বছর ছিল ৮০ লক্ষ টাকা তাকে কমিয়ে ৫৯ লক্ষ টাকা করা হয়েছে এবং ১৯৫৯-৬০ সালে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই কৃষকদের ঋণ বাবত মোট ২ কোটি ২৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ধরা হয়েছিল কিন্তু এ বছর তা কমিয়ে মাত্র ১ কোটি ১১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে। যেখানে আজকে বাংলাদেশের কৃষকদের অবস্থা দ্রুতগতিতে খারাপের দিকে চলেছে, যেখানে বন্যায় জেলার পর জেলা ভেসে যাওয়ায় কৃষকের ঘর-বাড়ী, শস্য, গরু বাছুর ব্যাপকভাবে ধ্বংস হয়েছে এবং তার জন্য গত বছরের চেয়ে অন্তত ৪, ১০ গুণ টাকা যেখানে কৃষকদের জন্য বরাদ্দ করা উচিত ছিল সেখানে আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কৃষি ঋণ বাবত টাকা কমিয়ে দিয়েছেন। সেজন্য আমি মনে করি বাংলা গভর্ণমেন্ট কৃষকদের উন্নতিকল্পে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলেছেন সেই দৃষ্টিভঙ্গী ভুল, সে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কৃষকদের অন্ততঃ উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া যায় না। স্যার, যেখানে হাজার হাজার গরু বিভিন্ন রোগে এবং বন্যায় এ বছর মারা গেছে সেখানে মাত্র ২৮ লক্ষ টাকা গরু কেনার জন্য ধরা হয়েছে অথচ গত বছর ৩০ লক্ষ টাকা এই খাতে ছিল। আজকে যে কৃষি লোন দেওয়া হয় সেখানে আমরা দেখেছি যে সাধারণতঃ প্রতি ইউনিয়নে ৩ হাজার টাকা লোন দেওয়া হয়, অথচ এক একটা ইউনিয়নে সাধারণতঃ ১৫ হাজার লোক অর্থাৎ ৩ হাজার ফ্যামিলি বাস করে। ৩ হাজার পরিবারের জন্য একটা ইউনিয়নে ৩ হাজার টাকাকরে লোন দেওয়া হয় অর্থাৎ প্রতি পরিবার পিছু ১ টাকা করে লোন পড়ে। সরকারের এই নীতির জন্য কৃষকরা আজকে চরম দুরবস্থার মধ্যে পড়েছে। সুতরাং সরকার যদি এইভাবে চলতে থাকেন তাহলে কোন দিনই কৃষকের কল্যাণ করতে পারবেন না। আজকে কৃষকরা যেখানে দুরবস্থার মধ্যে পড়েছে, দিনের পর দিন উপোষ যাচ্ছে, জমি, ঘটি-বাটি সমস্ত বিক্রি করে ফেলছে সেখানে কৃষি ঋণ, গো-ঋণ আদায় করবার জন্য ব্যাপকভাবে তাদের উপর সার্টিফিকেট জারি করা হচ্ছে।

আর একটা জিনিষ হচ্ছে ফার্টিলাইজার লোন। গত বছর এই খাতে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল কিন্তু খরচ করা হয়েছিল মাত্র ৪০ লক্ষ টাকা। এবারেও সেই ৫০ লক্ষ

টাকা মাত্র বরাদ্দ করা হয়েছে। বাংলাদেশে যখন প্রতি বছরেই খাদ্য ঘাটতি বেড়ে চলেছে তখন এই সমস্ত লোন বাড়ান দরকার।

আর একটি কথা হচ্ছে গরীব মধ্যবিত্তদের জন্য গৃহ নির্মান বাবত গত বছর যে টাকা ধরা হয়েছিল এ বছরেও তাই রাখা হয়েছে এবং ছোট ছোট কুটীর শিল্পীদের জন্য গত বছর সেখানে ১০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছিল সেখানে এ বছর তাদের জন্য ধরা হয়েছে মাত্র ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। আমরা জানি যে ছোট ছোট মধ্যবিত্তদের অবস্থা অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েছে, তাদের কল্যাণের জন্য যেখানে আরো বেশী টাকা বরাদ্দ করা উচিত ছিল সেখানে বেশী না করে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেজন্য আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে আবেদন করছি যে পরবর্তী বছরে অন্ততঃ রিভাইজড বাজেট করে যেন আরো টাকা বাড়ানো হয় এবং গো-লোণ, কৃষি লোণ, ফার্টিলাইজার লোণ আদায় করবার জন্য সার্টিফিকেট জারি যেন বন্ধ করা হয়—এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Hare Krishna Konar :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বাংলাদেশের ঘনীভূত কৃষি সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ কৃষকের ঋণ সমস্যা এবং তার সমাধানের প্রশ্ন এই বরাদ্দ খাতের সংগে জড়িত—আমি প্রধানতঃ এই বিষয়ে আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবো। ভূমি সম্বন্ধে, কৃষি ব্যবস্থা সম্বন্ধে এবং কৃষিঋণ সম্বন্ধে সরকারী নীতি বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থাকে এমনই এক বিপর্যয়ের মধ্যে নিয়ে এসেছে যে তাতে শুধু কৃষকই নয়, একটা দেশের অর্থনীতিতে টান ধরেছে। এই খাদ্যসংকট সমগ্র দেশকে গ্রাস করেছে এবং দেশের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে এবং এই বিপর্য্যয় এত গভীর হয়েছে যে কোন মানুষের পক্ষে তা আর অস্বীকার করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই আমরা দেখছি যে আমাদের দেশের মানুষ যাঁরা সহরে, বাজারে বাস করেন—দেশের গণতান্ত্রিক মানুষ তাদের সকলের দৃষ্টি কৃষি সমস্যার দিকে গেছে। কোলকাতার মানুষ একথা চিন্তা করেন কৃষি ব্যবস্থা পুনর্গঠনের কি হবে এবং একথা যে অস্বীকার করা সম্ভব হচ্ছে না তার প্রমাণ পাচ্ছি যে, সমস্ত কংগ্রেসী সদস্যরা যাঁরা এর আগে পর্য্যন্ত এক তরফা গুণগান গেয়ে গেছেন, আজ তাঁদের মুখ দিয়ে বেসুর কথা বেরুতে আরম্ভ করেছে। এখানে দেখা গেল ২।১ দিন আগে মাননীয় সদস্য হংসরাজ ধারা মহাশয়, অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বল্লেন জমি সব বেনামী হয়ে গেছে, কৃষক মারা যাচ্ছে, ভাগচাষী মারা যাচ্ছে, কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। এমন কি তিনি একথা বল্লেন শিলিং প্রশ্ন নূতন করে বিবেচনা করা দরকার। আমরা দেখলাম মাননীয় সদস্য শংকরদাস ব্যানার্জি মহাশয় তিনিও একথা বল্লেন এবং এইভাবে বল্লেন যে অন্ততঃ কৃষকদের খাজনার ভার হতে মুক্তি দেয়া হোক। কাজেই সংকটের গভীরতা সকলেই স্বীকার করছেন—আমি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলাম যে কোথায় বাস করছি, কোথায় আছি? এঁরা তো কংগ্রেসের এম, এল, এ, এঁরা জিনজার গ্রুপের ও মেম্বার নন, এঁরা তো সকলেই সরকারী গ্রুপের ভক্ত। সুতরাং আমি একথা বলবো যে এসবগুলি এখানে না বলে যদি পার্টির মধ্যে আলোচনা করতেন, যদি সরকারের নীতি কিছু পরিবর্তনের চেষ্টা করতেন কৃষি ব্যাপারে কি ভূমি ব্যাপারে কি কৃষি ঋণ ব্যাপারে তাহলে সমাধানের পথে অনেকদুর এগুনো যেত। আমরা দেখে আশ্চর্য্য হলাম শংকর বাবু কৃষকের দুঃখে ভেঙে পড়েছেন অথচ তিনিই বলছেন বেনামী ধরার কোন প্রয়োজন নেই, ওটাকে একেবারে মুছে দেয়া হোক, খাজনা থেকে রেহাই দেয়া হোক শুধু গরীব কৃষকই নয়,

যাদের ৫/৭ বিঘা জমি আছে তাদেরও রেহাই দেয়া হোকও ক্ষতিপুরণের টাকা এখনই এদের দিতে হবে। ভাল কথা শুধু ছোট মালিক, মধ্যস্বত্বাধিকারী নয়, বড় বড় জমিদারকে একসংগে দিতে হবে। টাকা কোথা থেকে আসবে—নূতন করে ট্যাক্স ধার্য্য কর। আমাদের রাজস্বমন্ত্রী বিমলবাবুও কৃষি সংকটের কথা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে আবেগের সঙ্গে বল্লেন এবং তিনি একথা বল্লেন খাজনার ব্যাপার তো এমন কিছু নয়, তারচেয়ে ভীষণ এবং বড় জিনিষ হল দাদনের প্রশ্ন ঋণের, প্রশ্ন—আমি সে কথায় পরে আসবো কিন্তু এও দেখা গেল যে শংকরবাবুর কথাগুলির জবাব দিতে গিয়ে তিনি এই কৃষিসংকটের মূল কারণগুলিকে না তুলে মূল সমাধানের প্রশ্নগুলিকে এড়িয়ে গেলেন—কোথা হতে জমি পাওয়া যাবে দুস্থ কৃষকদের কেমন করে জমি দেয়া যাবে, বেনামী ধরবেন কেমন করে সে কথাগুলি বাদ গেল। শুধু দেখলাম ২।৪ জন বড় বড় লোক আছেন যাঁদের ৫।১০ হাজার বিঘা জমি আছে—খাজনা রেহাই দিলে তাঁরা উপকার পাবেন কিন্তু একথা আমরা জানি, ডাঃ রায় ও জানেন, বিমলবাবুও জানেন যে বাংলাদেশে প্রায় ১৬ লক্ষ ফ্যামিলি তাঁদের যে রায়তী স্থিতিবান সম্পত্তি, জমি আছে—তাঁদের মধ্যে প্রায় ১১॥ লক্ষ হল যাঁদের ৫ একরের কম জমি আছে, এঁদের কোন খাজনা থেকে নিস্কৃতি দেখা হবে না।

[4-10—4-20 p.m.]

ছোট ছোট মধ্যস্বত্বাধিকারীর টাকা মিটিয়ে দেবার প্রয়োজন। কেন আজ বড় বড় জমিদারদের টাকা দিতে হবে? অথচ আমি উল্টো দেখছি। ছোট এবং মাঝারী মধ্যস্বত্বাধিকারীদের যাতে নানাভাবে টাকা বেশী দিতে না হয় তার জন্য প্রচেষ্টা চলেছে। জমিদারী সংস্কারের প্রয়োজন আছে কিন্তু তাঁর সকস্ত কথার মধ্যে একটা কথা গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করি, খাজনার ব্যাপারে নিষ্কৃতি সম্বন্ধে তার সঙ্গে আমার মতভেদ আছে, কিন্তু তিনি বলেছেন খাজনার বোঝার চেয়ে আজকে বড় বোঝা যেটা সমগ্র কৃষক সমাজকে চুরমার করে দিয়েছে তা হল ঋণের প্রশ্ন, দাদনের প্রশ্ন; তিনি আবেগের সঙ্গে বলে গেলেন যে পাটের ব্যবসাদার, চাল কলের মালিকরা ধানের ব্যবসাদাররা গ্রামাঞ্চলের মহাজনরা আজকে দাদন দিয়ে সমস্ত কৃষকদের অষ্টোপাকের মত বেঁধে দিচ্ছে, তিনি একথা বললেন—লোক জমি পাচ্ছে না, ঋণ পাচ্ছে না, জমি সাফ কোবলা করে না দিলে। সত্যই আজকে কৃষক সাফ কোবলো না করে ঋণ পাচ্ছে না আমি একটী থানা, পুর্বস্থলী থানার হিসাব দেখছিলাম। হিসাবটা আন্দাজও হতে পারে, তাতে দেখা গেল ১৯৫৬ সালের বন্যার পর এই একটা থানয় প্রায় ২২ হাজার বিঘা জমি এমনি করে সাফ কোবলা করে লোকে ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছিল, তার মধ্যে ২।৩ ভাগ জমিও ছাড়াতে পাবেনি। তারপর ১৯৫৯ সালের বন্যায় দেখা যাচ্ছে হাজার ত্রিশ বিঘা জমি, যে জমির দাম ৫০০৲ টাকা করে সেই জমি দিয়ে ২০০।২৫০ টাকা ঋণ পেতে হয়েছে। এ ভাবে যদি কৃষকরা মরে যায় তাহলে বাংলার কৃষকের অবস্থা কোথায় দেখবো। অথচ এখানে বড় বড় বক্তৃতা দেওয়া হচ্ছে, বড় বড় কথা বলা হচ্ছে আর যেগুলি করা দরকার সেগুলি করা হচ্ছে না। আমরা এটা দেখছি বাংলাদেশের গভর্ণমেণ্ট, মন্ত্রীসভা কৃষকদের ঋণের পথ সংকুচিত করে কৃষকদের স্টারভ করিয়ে রেখে শুকিয়ে রেখে তাদের বাধ্য করছে এই মহাজনদের, এই ব্যাপারীদের কাছে যেতে আর তারা বিমলবাবুর কথায় বলছি অষ্টোপাশের মত পিষে ফেলছে। এভাবে তাদের হাতে বাংলাদেশের কৃষককে কৃষি ব্যবস্থাকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে। তা যদি

না হয় তাহলে কেন বাংলাদেশের দুকোটি কৃষকদের জন্য যারা ঋণে জর্জরিত তাদের জন্য বরাদ্দ করছেন মাত্র ৬১ লক্ষ টাকা ? অথচ এটা সকলেই জানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৫১-৫২ সালে ঋণ সম্বন্ধে যে তদন্ত করেছিলেন তা থেকে মোটামুটি আন্দাজ হিসাব হচ্ছে যে বাংলাদেশের কৃষকের প্রয়োজন ৫০ কোটি টাকা। এবং গত ৫।৭ বছরের মধ্যে যে কোন লোক এটা স্বীকার করবেন যে এই ঋণের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেড়েছে, ৫০ কোটির চেয়ে কমেনি বরং ৬০।৭০ কোটি টাকায় উঠে গেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মন্তব্য করেছেন যে সরকার যে ঋণ দেয় তা প্রয়োজনের তুলনায় শতকরা ৩·৪% বেশী নয় এবং কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দেওয়া হচ্ছে ৩·১%এই দুটো মিলিয়ে শতকরা ৬·৫%মত হচ্ছে—যা নাকি গভর্ণমেণ্ট কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক মারফৎ ঋণ দেয় বাকী সমস্ত ঋণের জন্য কৃষকদের নির্ভর করতে হয় ঐ মহাজন, ঐ ব্যাপারী ও মুনাফাখোরদের উপর। এভাবে কৃষকদের জমি যদি হাতছাড়া হলে যায় তা হলে গত ৭।৮ বছরে উন্নতি হয়েছে কোথায় ? গভর্ণমেণ্টএর প্রচেষ্টা কি ? বাংলাদেশের কৃষকের ঋণের ব্যবস্থা কি করেছেন ? কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক দ্বারাই কি সব হবে ? রাতারাতি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক কি গ্রামাঞ্চলে ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে ? সরকার থেকে ডিরেক্ট সোজাসুজি ঋণ দেবার প্রয়োজন আছে। এমনকি কৃষ্ণাপ্পা কমিটি যারা গিয়েছিল চীনে কৃষি ব্যবস্থা দেখতে তারা যে রিপোর্ট দিয়েছে সেই সরকারী রিপোর্ট ই বলছে ১৯৫৬ সালে চীন গভর্ণমেণ্ট এগ্রিকালচারাল ল্যাণ্ড, কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক এগুলি মিলিয়ে ১ বছরে হাজার কোটি টাকার মত ঋণ দিয়েছে কৃষকদের। তারা বলেছেন ভারতবর্ষে ঋণের ব্যাপারে পরিমাণ অনেক বেশী বাড়ান দরকার এবং ঋণ দেবার পদ্ধতিও এমন হওয়া উচিত যাতে এক সপ্তাহে কি দু সপ্তাহে পাওয়া যায় সএবং অফিসারদের উপর বর্গাদারদের নির্ভর করতে না হয়। কিন্তু সেরকম পদ্ধতি আপনাদের নিতে দেখছি না।

আমি রিপোর্ট থেকে দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশে ঋণের যে টাকা বরাদ্দ করেছেন গভর্ণমেণ্ট প্রতি বছর। আমরা দেখছি ১৯৫৭-৫৮ সালে প্রথমে বাজেটে ধরা হয়েছিল ১ কোটী ১২ লক্ষ টাকা কৃষিঋণের জন্য, কার্য্যতঃ রিভাইজড বাজেটে সেটা গিয়ে দাঁড়াল ১ কোটী ৩২ লক্ষ টাকা। তারপর ১৯৫৮-৫৯সালে মাত্র ৬১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হল, কিন্তু কার্য্যতঃ সেটা খুব তীব্র আন্দোলনের পর ২ কোটী ৫১ লক্ষ টাকায় গিয়ে দাঁড়াল। ১৯৫৯-৬০ সালে মাত্র ৬১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল, তারপর অনেক ধস্তাধস্তির পর, শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াল ১ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকায়। আর এবারে মাত্র ৬১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। অর্থাৎ দেখা যাছে গত পাঁচ বছরে আমাদের বাংলা সরকার ভদ্র লোকের এক কথার মত ৬১ লক্ষ টাকা ধরেছেন। অর্থাৎ ঋনের বরাদ্দ বাড়ছে, দাদন বাড়ছে সামান্য মুষ্টিমেয়, অথচ আপনারা বলে বেড়াচ্ছেন কৃষির উন্নতি করবেন। এইভাবে কি কৃষির উন্নতি করা সম্ভব, সে কথা আমি মন্ত্রীমহাশয়কে চিন্তা করতে বলি। শুধু তাই নয়, লাল বইতে মন্তব্য করা হয়েছে দেখলাম নরমাল ডিসবার্সমেণ্ট এ কৃষকদের জন্য ৬১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তিনি দেখাতে চাচ্ছেন যেন একটা খুব ভাল ব্যবস্থা কৃষকদের উন্নতিকল্পে বাজেট করেছেন। অথচ যেখানে বিধ্বংসী বন্যা হয়ে গেল, বাংলার ওয়ান থার্ড অংশ ভেসে গেল, বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা ভেঙ্গে গেল, ১৪ লক্ষ টাকার খাদ্যের ঘাটতি যেখানে, সেখানে তারা বলছেন নরমাল ডিসবার্সমেণ্ট এ ৬১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। যেটা দেখা যায় ১. ৩ টু ৪ পার সেণ্টের চেয়ে ও বেশী হয় না কৃষকদের যা প্রয়োজন। হয়ত শেষে দেখা যাবে চাপে পড়ে,

অনেক ধস্তাধস্তি করে আস্তে আস্তে ঐ ৬১ লক্ষ টাকা থেকে ৮০ লক্ষ বা খুব জোর দেড় কোটী টাকায় গিয়ে উঠবেন। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় বাংলাদেশে কৃষকদের ঋণের যা প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্ট লোন যা দেন তা থ্রি ফোর পারসেণ্ট, এর বেশী কখনও কভার করা যায় না, এবং ভবিষ্যতে কখনও হবে বলেও আশা করা যায় না। শুধু তাই নয়, মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যদি এর সঙ্গে ক্যাটল পারচেজ লোন এর হিসাব ধরা যায়, তাহলে দেখা যাবে—ঐ ভদ্রলোকের এক কথার মত, প্রতি বছরে মাত্র ২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। অবশ্য গত দু-বছরের চাপে পড়ে কিছু সামান্য বেড়েছে। কিন্তু ফার্টিলাইজার এর খাতে লোনের বরাদ্দ দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। অথচ কৃষির উন্নতি করবেন মাননীয় মন্ত্রী তরুণ কান্তি ঘোষ মহাশয় বলছেন, মাননীয় মন্ত্রী ডাঃ বিধানবাবু বলছেন। সেইজন্যই কি তাঁরা কৃষির ঋণটা কমাতে চেষ্টা করছেন? ফার্টিলাইজার এর খাতে ১৯৫৭-৫৮ সালে ২ কোটী ২৬ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছিল আর তার পরের বছর মাত্র ১ কোটী ৩৯ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা। আর এগ্রিকালচার এর খাতে ১৯৫৭-৫৮ সালে যা বরাদ্দ করা হয়েছিল বর্ত্তমান বৎসরে তার চেয়ে কম ধরা হয়েছে। অর্থাৎ এই দুটার বরাদ্দ বর্ত্তমানে অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, অথচ ওঁরা বারবার ঠাট্টা করে বলে থাকেন কৃষির উন্নতি করবেন, বিধ্বস্ত কৃষি ব্যবস্থা বন্ধ করবেন।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এখানে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট এর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি এই কো-পারেটিভকে যদি ভালকরে গড়ে তুলতে হয়, তাহলে তার নিয়ম কানুনগুলি আরও সোজা ও সবল করা দরকার এবং কৃষকরা যাতে সহজে ঋণ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত। এক একর জমি বেঁধে তবে ২০০।২৫০ টাকা ঋণ পায়, তাছাড়া আরও কত কায়দা কানুন আছে, এবং ২ মাস, ছ-মাস টাইম লেগে যায় ঋণ পেতে। এই সমস্ত অসুবিধাগুলি দূর করা উচিত। শুধু তাই নয়, এঁদের সেই টাকাটা কোথা থেকে আসবে বুঝতে পারলাম না। আমি সমস্ত রিপোর্ট খুঁজে দেখলাম, কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলাম না কো-পারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে কত টাকা কৃষকদের ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়। তবে আমি গ্রাণ্টস টু কো-অপারেটিভ সোসাইটিস এর বিভিন্ন খাত থেকে মিলিয়ে দেখলাম যেমন

Agriculture Marketing Co-operative Societies Central Co-operative Banks

ইত্যাদি সমস্ত মিলিয়ে ইনভেষ্টমেণ্ট করা হয়েছে ১৯৫৮-৫৯ সালে মাত্র ৮৬ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা।

[4-20—4-30 p.m.]

১৯৫৯-৬০ সালে ১ কোটী ৭২ লক্ষ ৮৯ হাজার, খরচ করেছেন ১ কোটী ২৬ লক্ষ ৮০ হাজার; ১৯৬০-৬১ সালে মাত্র ২৭ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনেছেন, গ্রাণ্ট সমস্ত আছে। তাছাড়া কতটা লোন হয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে—আমি জানি না। বিধানবাবু বক্তৃতা দিয়ে বলেছিলেন আগের বছর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ২ কোটী টাকা দেওয়ার কথা হয়েছিল। এবার দাবী করেছেন ৩ কোটী টাকা। কত টাকা পাওয়া গেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে জানি না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এর গর্ভার্ণর আয়েঙ্গার সাহেবের বক্তৃতা থেকে দেখছি তিনি বলেছেন আমরা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে যে টাকা দেব, তাতে দেখা যাবে তার বড় একটা অব শো সেণ্টাল গভর্ণমেণ্ট নেন না। যদি ধরে নিই ২ কোটী আড়াই কোটী ষ্টেট ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া গেছে

এইরকম নিলে বাংলাদেশের গভর্ণমেণ্ট সেণ্টাল ব্যাঙ্ক সব মিলে ৪।৫ কোটীর বেশী হতে পারে না। এই সময় মিলালে দেখা যাবে বাংলাদেশে

Co-operative loan, direct loan, fertiliser loan, Cattle purchase loan

ইত্যাদি সব মিলালে দেখা যাবে যা প্রয়োজন তার ৮ থেকে ১০% ও গভর্ণমেণ্ট থেকে সরবরাহ করা হয় না। আজকে আইনে কি হবে যদি মহাজনদের ক্ষমতা বাড়ে, জমি কৃষকদের কাছ থেকে বিক্রী হয়ে চলে যায়, যদি কৃষি ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে পঙ্গু হয়ে পড়ে? সেদিকে সরকারের কোন নজর নাই। আমি ওধারের সকলকে জিজ্ঞাসা করবো, শঙ্করদাস বাবুকে বলবো —বিমল বাবুকে বলবো তুলুন এখানে কথা, সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্ত্তন এটুকু হবে! ঋণ যা দেন নিজেদের পেটোয়া লোকদের। সেই সমস্ত মহাজন, মজুতদার জোতদারদের পেট ভরান চলবে না। আমি অভিযোগ করি বাংলাদেশের সরকার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছেন এই সমস্ত সয়তান সারক কায়েমী স্বার্থকে বাঁচিয়ে রাখবেন এবং তাদের কবলে কৃষকদের পিষে মেরে শেষ করে বাংলা দেশকে দুর্ভিক্ষের আকারে পরিণত করবেন। তাহলে খুব ভুল করা হবে। কনসাসলি অর আনকনসাসলি—সচেতন অচেতন ভাবে যা হবার, তাই হচ্ছে। এই যদি হয় তাহলে পারবেন ঋণ দিয়ে শত চেষ্টা ও শত বক্তৃতা দিলেও বাংলার কৃষি ও কৃষককে আপনারা বাঁচাতে না। আমি অভিযোগ করছি সবলভাবে জেনেশুনে বুঝে বাংলার কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হচ্ছে। অনুরোধ উপরোধ করে খুব বেশী লাভ হয় বলে আমার ধারনা নাই। পরপর দেখে আসছি—যখন মানুষ মরতে মরতে আন্দোলনে নামে, জেল খাটবে আইন ভাঙে। তখন পুলিশ দিয়ে বর্বরভাবে আক্রমণ করে কি যেদিক দিয়ে তাদের বোঝান যায়—তারা বোঝে না। শুধু এইটুকু আমি বলবো এখানকার ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় থিয়েটারের নাটকীয় অভিনয়ের জন্য এখানে এসে কৃষির জন্য কাঁদলেন, কৃষকের জন্য কাঁদলেন—, খাজনা মুকুবের কথা তুললেন —এই সব বলে কোন লাভ হবে না, কৃষিকে বা কৃষককে বাঁচান যাবে না। আজকে কৃষি ও কৃষককে যাতে বাঁচান যায় তার ব্যবস্থা করুন। তা যদি না করেন, কৃষি ব্যবস্থাকে মারার পথে নিজেদের ও মারার ব্যবস্থা করছেন। পুলিশ মিলিটারী আর বেশী দিন আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না।

Shri Ledu Majhi :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিরাট ঋণভারে নিপীড়িত চাষীকে বাঁচাবার জন্য ঋণ ব্যবস্থারও আজ উপযুক্ত পরিকল্পনা চাই। উপযুক্ত ঋণ না পেয়ে চাষীর সেই ঋণ অধিকাংশই অসার্থক হচ্ছে; ঋণের সঙ্গে তার কৃষি ব্যবস্থার সকল রকম সুযোগের ক্ষেত্র আছে কিনা দেখা চাই—সমবেত ঋণ ব্যবস্থার নিয়মের ফলে চালাক লোকের দ্বারা বহু চাষী প্রতারিত হচ্ছে। এই সকলের প্রতিকার হওয়া দরকার। যাদের ভূমি নেই—দলিল পড়চা নেই—তাদেরও বিপদে উপযুক্ত ঋণ দেওয়া দরকার, তার ব্যবস্থা থাকা চাই। এবং ঋণের জন্য ব্যাকুল চাষীদের কাছ থেকে কর্ম্মচারীরা ও দালালরা বহুভাবে টাকা আদায় করে। এ সকলের প্রতিকার হওয়া শীঘ্র দরকার। কংগ্রেস সরকার ঋণের জন্য পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সেইজন্য চাষীদের জীবনে ঋণের চাহিদা কত সরকার উপলব্ধি করবেন।

Shri Elias Razi :

মিঃ স্পীকার, স্যার, যদি আমরা সেইল অফ ইলেকট্রিসিটি ১৯৫৮-৫৯ সাল এবং ১৯৫৯-৬০ সালের দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা একটা ডেভেলপিং অরগানাইজেশন।

১৯৫৮-৫৯এ ১ কোটি ১১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকার ইলেক্ট্রিসিটি সেল হয়েছে ; ১৯৫৯-৬০এ ১ কোটি ৩০ লক্ষ ৩৬ হাজার। আমরা জানি না ১৯৬০-৬১ কত হবে। বর্ত্তমান বৎসরের বাজেট দেওয়া হয়নি। এর আগের আগের বৎসরে ইলেক্ট্রিসিটি আলোচনা হবার আগেই বাজেট দেওয়া হোত এবং আমরা বুঝতে পারতাম। তবুও এই ১৯৫৮-৫৯ ও ১৯৫৯-৬০-এর বাজেট দেখে মনে হয় এবারও ইলেকট্রিসিটি সেল কম হয়নি। ১৯৫৮-৫৯-এ অফিসার ও সাব-ওরডিনেট ষ্টাফ্-এব মধ্যে যে রেসিও ছিল সেটা ১৯৫৯-৬০-তে তুলনামূলকভাবে দেখলে দেখা যাবে যে অফিসারের সংখ্যা তাতে বাড়ান হয়েছে। এই ভাবে এডমিনিসট্রেশন টপ্ হেভি হয়েছে এটাই আমাদের মনে হয়। ফলে ওয়েষ্টেজ অফ্ লেবার যথেষ্ট হচ্ছে এবং এই ওয়েষ্টেজ অফ্ লেবার হয় প্রধানতঃ মেল-এডমিনিষ্ট্রেশন-এর জন্য এবং প্রপার এণ্ড টাইমলি মেটিরিয়াল ডিসট্রিবিউশন হয়নি যার ফলে এই রকম হেভি ওয়েষ্টেজ অফ্ লেবার এই ভাবে হয়ে থাকে। ওয়ার্কচার্জ কর্মী যারা তারা বহুদিন ধরে—এমন কি ৮।১০ বৎসর ধরে—এষ্টাব্লিশমেণ্টে কাজ করে আসছে কিন্তু তারা রেগুলার নয়। বোর্ড যখন স্বীকার করছে, এই সব ওয়ার্কচার্জ কর্মীদের ছাটাই করা হবে না তখন এদের রেগুলার করে নিতে কিসের আপত্তি। যদি এদের রেগুলার করা হয় তাহলে এরা কাজে উৎসাহ পাবে এবং উদ্দীপনা পাবে। এবং তাদের রেগুলার করা হয়নি বলে তারা কাজে উৎসাহ পায় না, উদ্দীপনা পায় না। আমরা এখানে প্রায়ই শুনে থাকি আমাদের মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে যে ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ড একটা অটোনোমাস বডি এবং শ্রমিকদের দাবী দাওয়া সম্বন্ধে কি হবে না হবে, তাদের বেতন বাড়ান, কমান, সেটা নাকি বোর্ডই সমস্ত ঠিক করতে পারে। কিন্তু বোর্ডের সঙ্গে যদি আলাপ আলোচনা করি শ্রমিকদের বেতন এবং ভাতা নিয়ে তখন তাদের কাছ থেকে এটা পরিষ্কার জানতে পারি যে বোর্ডের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে তা করতে পারে না। আর করতে পারে না এইজন্য যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্ম্মচারীদের চেয়ে বেশী বেতন দেবার কোন অধিকার নেই। এই হল তাদের যুক্তি।' এখানে একথা পরিষ্কার করে জানতে চাই যে, সত্যিকারের, বোর্ড কর্ত্তৃপক্ষের, শ্রমিকদের বেতন ও ভাতা বাড়ানর কোন অধিকার আছে, কি নেই। অথচ মজার ব্যাপার অফিসারদের বেতনের স্কেল বোর্ডই বাড়াতে পারে। শ্রমিকদের মিনিমাম বেসিক ওয়েজ ২০ টাকা এটাই আমরা দেখেছি। অথচ এই ২০ টাকায় আজকের দিনে চলা কোন একটা লোকের পক্ষে অসম্ভব। চলতে পারে না, যেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম দিনের পর দিন বাড়ছে। এইজন্য আমাদের দাবী ২০ টাকার পরিবর্ত্তে অন্ততঃ ৪০ টাকা হওয়া উচিত। এবং তাদের বাৎসরিক ইন্‌ক্রিমেণ্ট ৪ বৎসর অন্তর ১ টাকা করে হয় সেটা বৎসরে ২ টাকা হওয়া উচিত। চার বৎসরে না হয়ে প্রতি বৎসর এক টাকার স্থলে দুই টাকা হওয়া উচিত।

দুইরকম স্কেইল থাকা উচিৎ নয়। সকলকে ডাইরেক্টোরেট এর মধ্যে নিয়ে এসে একটা ইউনিফরম স্কেল প্রবর্ত্তন করা দরকার। ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের কোন রকম আর্ন লিভ নাই—তারা এমনকি অন্যায় বা দোষ করলো যার জন্য তারা আর্ন লিভ পাবেনা। কলকাতায় যেসমস্ত কর্ম্মচারী কাজ করেন তাদের হাউস এ্যালাউন্স আছে, কিন্তু কলকাতার বাইরে যারা অপারেসানাল ষ্টাফ আছে তাদের হাউস এ্যালাউন্স নাই। আমি মনে করি প্রত্যেক কর্মীর জন্য হাউস এ্যালাউন্স হওয়া উচিত। প্রত্যেকের জন্য মেডিক্যাল বেনিফিট হওয়া উচিত। উত্তরবঙ্গে কর্মরত যেসমস্ত কর্মচারী আছে তারা যদি বদলি হয়ে আসতে

চায় তাদের স্থলে নতুন কর্মনিয়োগ করে পুরাতন ষ্টাফ কে উত্তরবঙ্গ থেকে ট্রান্সফার করা উচিত। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[4-30—4-40 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, it is quite natural that if in a demand, that I have made, of over Rs. 8 crores 5o lakhs, Rs. 3 crores 40 lakhs is allotted to the Electricity Board, the attention of the members should be drawn to matters pertaining to the Electricity Board.

Sir, let me, first of all, clear up some of the misunderstandings. In the first place, the Electricity Board operates under the Central Electricity Act and, therefore, its management and administration are not controlled by this Government. A report is sent to the Legislature once a year. Secondly, as my friend Shri Ananda Gopal Mukherji has pointed out, this is meant not as a commercial proposition but as a measure of spreading far and wide the advantages of electricity to the people living in distant villages. As has been mentioned by Shri Mnkherji, we have now 212 supply undertakings under the Board and the number of villages and towns electrified is 414. Sir, we started this scheme some years ago with 23 undertakings, but now we have got 212 undertakings. We started with 510 miles of transmission lines, but now we have got 2,318 miles of transmissios lines, of which 1805 miles are high tension lines. To those who do not perhaps follow the meaning of high tension and low tension, so far as their effect on the economy is concerned, I may say that if high tension lines are more in evidence than low tension lines, then it is always a drang on the finances of the organisation because the longer the distance of high tension lines the larger is the investment in wiring, etc., for which we do not get any return. Secondly the longer the high tension line exists—the larger the number of transformer line that we have put—it all means increase of costs in order that supply may be given to individual customers. Therefore, when I see on the paper 1806 miles of high tension line compared to 512 miles of low tension line, I begin to realise that perhaps the economy will not be commercially a good proposition. Yet I am an unrepentant protagonist of this particular scheme. We started with 25 buses for the Transport services. I have heard round this hall times without number invecklves showered on us—on the Government—for haveing invested money in a particular scheme which is not commercially successful. But today the attitude would be different. Similarly in this case also, in the beginning there is bound to be a certain amount of loss because we are expanding more than we actually supply. Electriety is a peculiar thing. When the load factor is high, that is to say, if you take the number of hours during which current is supplied in a particular area in the course of twenty-four hours—the larger the number of hours the greater is the return because although the longer hours would need greater amount of fuel the same machinery will produce the current and give the return. Therefore, every ordinary commercial venture desired to have a high load factor.

I mav tell you that my Electricity Bord department have also time and again come to me with proposals for increasing the load factor, so that the results might be commercially and financially a success. I have told them—and I believe I am on the right path—that Government is not a commercial organisation. It has to look to the interest and the welfare of the people in all parts of the State. If it is necessary to suffer loss, we will have to suffer it. Yet I find on a comparative table that from 1952 onwards the revenue receipt—which was 11 lakhs in 1952-53—has gone on increasing and increasing till it is 1 crore 62 lakhs in 1960-61, that is, about sixteen times as much. I admit that the increased receipt has come in because of the increase in the amount of money that has been put in order to have a larger number of centres to which current is supplied. But it shows the trend. If you take the next factor, after providing for interest and depreciation I find that in previous years the minus balance was greater—in 1958-59 it was minus 17 but in 1960-61 it is estimated to come down to minus 4.07. That itself shows that it is going on in the right path—although, as every businessman knows, when you start a business you cannot always get the result immediately.

[4-40—4-50 p.m.]

The next point I want to clear up is that in the estimate of this year we have got Rs. 1 crore set apart for the Jaldhaka Scheme.

What is Jaldakha Scheme ? It is a scheme of impounding the water of the River Jaldakha which comes from Bhutan and passes through our territory. It is not a fact that in the Second Plan Rs. 4 crores were allotted as has been suggested here. Its allocation was only 1.87 crores of which Rs. 40 lakhs had been spent last year and Rs. 1 crore has been put forward for expenditure this year. The reason of the delay has been two-fold. One is that we had to find out the line of the underground channel through which the water will flow and it took us a long time, say 18 months to get the boring and get the proper grid through which the canal has to pass.

My second difficulty was to get the Bhutan Government to agree to this impounding of water of river which belongs to them and ultimately they have agreed after our offering them 250 kilowatts current free. They have been good enough because we are going to have 40,000 kilowatts or more even if we give 250 kilowatts. Still we have some kind of current for our ordinary use. Therefore it is not that Jaldakha Scheme is not going to be a success. This is a scheme which was even examined by the Central Power Board. There is no report published of this or even report made of this. They have given us their sanction after consideration of the technical details. The other schemes that are in the budget of this year is the expansion of existing grids 30 lakhs : electrification in areas transferred from Bihar 16 lakhs : Colliery Electrification Scheme 7 lakhs : Howrah Hooghly Rural Electrification Scheme 6 lakhs : Kharagpur Midnapore Scheme 5 lakhs and Rural Electrification Scheme 21.43 lakhs. All these make up 187 lakhs.

With regard to 154 lakhs provided for in the budget for the Railway Electrification Scheme, money would be received from the Department. What they have asked us to do is to put up the scheme because it is an integrated scheme with other types of schemes. I understand the contract was given for the Hind Construction on the basis of the lowest tender against all-India advertisement. We have neither tools, implements nor expert civil engineers to undertake such works. All other States have given such works to contract.

I now try to give you a picture of the demand which I have placed before you. I have placed the demand of 8,52,47,000. Now if you for one moment leave away the politics portion of it and look how we have tried to distribute the money that we propose to make available to different purposes, you will find very interesting results.

For housing purposes—Rs. 1 crore 50 lakhs—I am giving you figures in round number—for agriculturists Rs. 1 crore 50 lakhs. This amount which is provided for the agriculturists is besides the amount of crop loan which they get from the Reserve Bank which amounted to Rs. 1 crore 67 lakhs last year. This is given by the Reserve Bank on the security of this Government. It does not come into our accounts, because we do not either receive or pay. We simply guarantee the amount that has been paid by the Reserve Bank. So that if you take that amount it amounts to 1 crore 50 lakhs *plus* 1 crore 67 lakhs=3 crores 17 lakhs. Some friends have remarked that this year we have put down only 59 lakhs on a particular Head whereas last year there was 1 crore 80 lakhs. Well if we are unfortunate to have a repetition of what happend last year so far as agriculture is concerned, we will have to find money. I believe there is an opinion 'why do you put so little under the Head 'Famine' ? Sir, the difficulty is as the Bengali saying goes

এগুলেও নির্ব্বংশের বেটা, পিছুলেও নির্ব্বংশের বেটা

If you go forward and put down a large amount of money and you do not spend it, the Accountant-General says 'you are badly budgeting'. If you put down an amount which does not meet with the demand, then again the Accountant-General says 'you are badly budgeting'. What am I to do ? The best thing is that we have got Rs. 5 crores in our Contingency Fund and whenever there is an extra demand for any particular Head, we simply take it out of that Fund, and then ask the Legislature to sanction this extra amount. Then, Sir, the municipalities have been given about Rs. 60 lakhs—municipalities and district boards. Under 'Electricity' Rs. 3 crore 50 lakhs has been given. Transport has been given Rs. 50 lakhs and 'Cooperation' about Rs. 40 lakhs. There is a new innovation this year, namely, we have provided for different types of industries, small industries which may be run on a cooperative basis. We thought that it is no use our simply asking the people to get into cooperatives and work on a cooperative basis unless the Government is prepared to finance them whenever it is necessary. You will find under 'Industries' various types of artisans to whom loan is proposed to be given under that Head

and the total amount is about Rs. 34 to 35 lakhs. That practically accounts for the whole thing. Some members may say that there is a method in madness. We have not put in Rs. 8 crores 50 lakhs without any reference to what are the realities of the situation. We want to put the figures in a manner in which we will, as far as we can gather, give help to different organisations. You will notice particularly that the municipalities and the district boards have been singled out, the Housing Department have been singled out for support, because we feel that it is desirable that the municipalities should be given support in the matter of giving the minimum wages to their workers—a thing which has been accepted by the Government.

I have no other comments to make. I oppose all the cut motions and commend my motion to the acceptance of the House.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 8,52,47,000 for expenditure under Grant No. 50, Major Head "Loans and Advances by State Government—Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sitaram Gupta ihat the demand of Rs. 8,52,47,000 for expenditure under Grant No. 50, Major Head "Loans and Advances by State Government—Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Provash Chandra Roy that the demand of Rs. 8,52,47,000 for expenditure under Grant No. 50, Major Head "Loans and Advances by State Government—Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Haridas Mitra that the demand of Rs. 8,52,47,000 for expenditure under Grant No. 50, Mojor Head "Loans and Advances by State Government—Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gopal Basu that the demand of Rs. 8,52,47,000 for expenditure under Grant No. 50, Major Head "Loans and Advances by State Government—Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Somnath Lahiri that the demand of Rs. 8,52,47,000 for expenditure under Grant No. 50, Major Head "Loans and advances by State Government—Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 8,52,47,000 for expenditure under Grant No. 50, Major Head "Loans and Advances by State Government—Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Mullick Chowdhury that the demand of Rs. 8,52,47,000 for expenditure under Grant No. 50, Major Head "Loans and Advances by State Government—Loans and Advavces by State Government" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 8,52,47,000 for expenditure under Grant No. 50, Major Head "Loans and Advances by State Government—Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 8,52,47,000 for expenditure under Grant No. 50, Major Head "Loans and Advances by State Government—Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Chaitan Majhi that the demand of Rs. 8,52,47 000 for expenditure under Grant No. 50, Major Head "Loans and Advances by State Government—Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 8,52,47,000 for expenditure under Grant No. 50, Major Head "Loans and Advances by State Government -Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 8,52,47,000 for expenditure under Grant No. 50, Major Head "Loans and Advances by State Government—Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 8,52,47,000 for expenditure under Grant No. 50, Major Head "Loans and Advances by State Government—Loans and Advances by State Government" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :

NOES—123

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C.L.
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Sankar

Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Mahananda
Hasda Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu. Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mehata, Shri Mahendra Nath
Mahato, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkes
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Murmu, Shri Jadu Nath
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath

Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—70

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Dr. Brindabon Behari
Basu. Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri, Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Elias razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mitra, Shri Satkori
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Ray Choudhuri, Shri Sudhir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan

Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Saroj
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 70 and the Noes 123, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra that a sum of Rs. 8,52,47,000 be granted for expenditure under Grant No. 50, Major Head "Loans and Advances by State Government—Loans and Advances by State Government", was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes]

[*After Adjournment.*]

[5-10—5-20 p.m]

DEMAND FOR GRANT NO.39

Major Head : 57—Miscellaneous—Contributions.

The Hon'ble Iswar Das Jalan : Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 1,90,64,000 be granted for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57—Miscellaneous-Contributions".

Sir, out of the total demand of Rs. 1,90,00,000 the demand which relates to the L.S.G. Department is Rs. 1,86,00,000, The full details are mentioned in the Red Book. I simply mention a few of them. There is an augmentation grant to District Boards amounting to Rs, 3,88,000. Grant to local bodies in lieu of landlords' and tenants' share of cesses is Rs. 23,97,000. Grants to local bodies for payment of dearness concession to their employees is Rs. 36,63,000. Grant to the Calcutta Corporation for payment of dearness concession to their employees is Rs. 88,35,600. Grant to local bodies in respect of Central assistance for raising the emoluments of low-paid employees is Rs, 7,20,000. Grant to local bodies in connection with the implementation of Minimum Wages Act is Rs. 26,27,000.

There are some other minor grants. This makes the total of Rs. 1.86,00,000. Under this head there are some other grants also which are made but these are the principal grants to which I am referring.

Sir, with these words I commend my motion for the acceptance of the House.

Mr. Speaker : There are some cut motions which are out of order and they are Nos. 6,7, which relate to Education Department; No. 17 relates to legislation, No. 24 relates to Education Department, and No. 31 is inadmissible on merits. Rest of the cut motions are taken as moved.

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,90,64,000 for exdenditure under Grant No. 39, Major Head "57-Miscellaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Phakir Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No, 39, Major Head "57-Miscellaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguli: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,90,64,000 for evpecditure undtr Graut No 39, Major Head "57-Miscellaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57-Miscellaneous—Contributions" be reduccd by Rs. 100.

Shri Pabitra Mohan Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57-Miscellaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharya: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57-Miscellaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57-Miscellaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Panchu Gopal Bhaduri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57-Miscellaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Shaikh Abdulla Farooquie: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57-Miscellaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57-Miscellaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Narayan Chobey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57-Miscellaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Radhanath Chattoraj: Sir, I Beg to move that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under grant No. 39, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: Sir, I Beg to move that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mallik Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1.90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Rama Shankar Prasad : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Deo Prakash Rai : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head " 57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head :'57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" de reduced by Rs. 100,

Dr. Golam Yazdani : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduded by Rs. 100.

Shri Shaikh Abdulla Farooquie :

Municipality کے بارے میں ھمکو جو پہلی بات کہني ھے وہ یہ کہ جس قانون پر Municipality ابھی تک چلتی آئي ھے وہ قانون بہت بھي پرانا ھے - یہ سبھي لوگ جانتے ھیں کہ یہاں پر برٹش سامراجی نے اپنے مقصد کو پورا کرلینے کے لئے یہ قانون بنایا تھا - آج کانگریسی حکومت کو ۱۳ سال ھوئے لیکن ابھی تک یہ قانون موجود ھے - جس قانون کے اندر تمام باتیں عوام کے خلاف ھیں - اس لئے اس قانون کو رد کیا جائے اور نیا قانون Municipality کے لئے بنایا جائے جو کہ عوام کے فائدہ کے لئے ھو -

Government نے ابھی تک میونسپل الکشن audult franchise کی بنیاد پر نہیں چالو کیا ھے - Municipal الکشن audult franchise کي بنیاد

پر ہونا چاھئے - ابھي جو طریقہ الکشن کا ھے۔ اس سے بہت تھوڑے لوگوں کو ووٹ دینے کا موقع ملتا ھے۔ اکثریت ووٹ دینے سے محروم دیتی ھے - جن لوگوں کو ووٹ دینے کا حق ھوتا ھے انکے مفاد اور عوام کے مفاد ایک نہیں ھوتے ھیں - ابھي Garden Reach کے Election کے لئے جو Voter list بنی ھے اس میں جہاں پر ۶۰ ھزار ادمی ایک لاکھ ۲۵ ھزار میں سے ووٹ دیسکتے ھیں - صرف ۶۰ ھزار لوگوں کو ووٹ دینے کا حق ملا ھے۔ یعنی صرف ۱۰ لوگ ووٹ دے سکیں گے -

دوسری بات یہ ھے کہ اس میں ایک دفعہ ۱۲۸ u/s ھے جس کے اتحت سرما یا دادوں اور ھل ماکان دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کم ریٹ سے ٹیکس دیتے ھیں - یہ دفعہ غریب عوام کے خلاف ھے لیکن ابھی تک Municipality کوئي دوسرا قانون نہیں بنائي ھے - اس سے چند بڑے سرمایاداروں کو بھي فائدہ ھوتا ھے - اس لئے اس دفعہ کو فوراً ختم کرنا اگر یہ چاھئے کیکو دفعہ ختم ھو جائے تو اسانی کے ساتھ Municipality کی آمدني بڑھ جایگي - یہ نہ کرکے غریب باڑی والوں اور دوکان داروں پر ٹیکس بڑھایا جاتا ھے - جو کہ آوصول ھونا بھي ممکن نہیں ھوتا ھے -

Municipal قانون میں ایسے دفعات میں جنکی بنیاد پر آئے دن Election میں روکاٹیں پڑتي رھتي ھیں ' Injunction ھوتا رھتا ھے - کتنی ھی میونسپالٹیوں کا یہي حال ھوآ ھے ' اور جب سرکار دیکھتي ھے کہ کوئی Municipality ان کے اپنے آدمیون سے نکل جا رھي ھے تو فوراً سیرسیڈ کر دیتي ھے - آج ۱۳ سال ھو گئے کانگریس حکومت کرتے لیکن اب تک Municipal علاقوں میں عوام کے مفاد میں کوئی بات نہیں ھوئی ھے - نہ تو میونسپلیٹي میں کام کرنے والوں ھی کی حالت بہتر ھوئي ھے اور نہ Municipal علاقے کے باشندوں ھی کے حق میں کوئی کام ھوآ ھے جیسا پہلے تھا اسي طرح چل رھا ھے - یا اس سے بھی خراب حالت ھو گئي ھے۔

اب ھم اپنے علاقے گارڈن ریچ میونسپلٹی کی بات کہنا چاھتا ھیں - وھاں پر کیا ھو رھا ھے کچھ میں نہیں آ رھا ھے - وھاں پر ۱۳ سال سے ابھي تک کانگریس کا قبضہ رھا ھے - اب تک برابر میونسپلٹي یا تو کانگریس Chairman یا

کانگریس Administrater کے ماتحت رہی ہے - جب تک کانگریس Chairman کے ماتحت ہی سرکار خاموش رہی Municipal tase کتنا اوصول ہوا اور کس طرح سے خرچ ہو رہا ہے کوئی دیکھنے والا نہ تھا - Chairman جب رہے اپنے عزیزوں کو کنٹرا کٹ دیکر کس طرح فنڈ کو اڑا رہے میں یہاں تک کہ Improvement fund کے روپیہ کو Municipality کے Improvement پر خرچ نہیں کیا گیا - سب روپیہ خرچ کر ڈالے مگر نہ تو کوئی کام ہی اچھی طرح سے ہو پایا اور نہ تو راستے اچھی طرح مرمت ہوتے تھے - نہ نالیاں صاف ہوتی تھی. نہ بتی ہی سب جلتی تھی - نہ پانی کا پورا انتظام ہوتا تھا - کوئی بھی کام کا ٹھیک ٹھیکانا نہ تھا -

لیکن جب Municipality میں ایسے لوگ جانے لگے جو کانگریسی نہیں تھے اور کانگریس چیرمین کے خلاف نو کنفڈرس باس کیا اور کچھ کام کرنا چاہتے تھے تو انکو کام کرانے کا موقع نہ دیکر Administrater بیٹھا دیا گیا - اور اس کی میاد بڑھاتے بڑھاتے آج چودے سال پورے ہونے کو جا رہے ہیں لیکن حالت میں تبدیلی کیا ہوئی کہ صرف غریبوں پر tase بڑھا - office میں نیئے نیئے آدمی بھر دئے گئے - دوسری جگہ کے نکالے ہوئے ادمیوں کو Government کے pensons اور بوڑھے لوگوں کو بھرتی کیا گیا - result یہ ہوا کہ Municipality کا کچھ بھی کام کاج ہوتا ہی نہیں ہے - اس کے کاموں میں اوکاوٹ ہوگئی ہیں - جہاں پر آدمیوں کو بڑھنا چاہئے تھا وہاں پر بڑھایا ہی گیا - صرف office میں ہی officers اور clerks کی تعداد بڑھائی گئی - اس سے Municipality کا روپیہ بہت خرچ ہوا لیکن غریب عوام کے کام میں ایک بھی پیسہ اہیں لگایا گیا -

یہ علاقہ کلکتہ شہر سے بہت ہی قریب ہے - اس میں بڑے کل کارخانہ میں • برلا کا سوتا کل ہے - جہان پر او دس ہزار آدمی کام کرتے ہیں - یہاں بر power house ہے - اس علاقہ میں ایک لاکھ ۲۰ ہزار ادمی رہتے ہیں - اس علاقہ سے سرکار اور سرما یہ داروں کو فائدہ ہوتا ہے - لیکن اس علاقہ کے باشندوں کو جو صویستہ ہونی چاہئے تھی وہ ابھی تک نہیں ہے - اس علاقہ کا صحی طور پر انتظام نہ

ہونے سے یہاں کے لوگوں کی صحت خراب رہتی ہے - وہاں پر کھیلنے کے لئے کوئی foot ball ground نہیں ہے - جس میں لوگ کھیل کود سکیں - ابھی تک کوئی multi purpose school نہیں ہو سکا ہے - کوئی College بھی ابھی بنایا جا سکا ہے -

پانی کی حالت تو ہوے زیادہ خراب ہے - گرمیوں میں پانی کے لئے بستیوں میں مار پیٹ تک کی نوبت پہنچتی ہے - Corporation سے اس علاقے کو الگ ہوتے وقت جو $2\frac{1}{2}$ لاکھ روپئے کارپوریشن اس میونسپلٹی کو دینے پر سمجھوتہ ہوا تھا - اور اس کے ماتحت اب تک Corporation پانی دیتی ہے - وہ ۱۹۶۲ میں ختم ہونے والا ہے - اس کے بعد کیا ہوگا معلوم ہیں - سرکار تمام باتوں کو جانتے ہوئے بھی ابھی تک کوئی معقول انتظام نہیں کیا ہے - اگر آئندہ ایک سال کے اندر پانی کا انتظام نہ ہوا تو وہاں کی خطرناک حالت ہوگی جو اندازہ کے باہر ہے -

یہاں کے ڈرینوں کا بھی وہی حال ہے - اگر انڈر گراونڈ ڈرینوں کا کوئی انتظام نہ ہوا تو کسی وقت کسی طرح کی ایپی ڈیمک پھیل سکتی ہے اور اسکا اثر خطرناک ہو سکتی ہے جو اس علاقے سے لگے ہوئے علاقوں میں بھی پھیل سکتا ہے - اس Municipality کے اندر جو بھی drains ہیں وہ unscientific ہیں - ان کی صفائی کا بھی انتظام نہیں ہے - اس سے بستی میں گندگی بہت رہتی ہے - اگر وہاں پر under ground drains ہوتے تو لوگو کی صحت بھی ٹھیک رہتی اور بستی کی صفائی بھی رہتی - لیکن میونسپلٹی نے اج تک کوئی انتظام نہیں کیا - یہا تک کہ برلا نے drain کو پاٹ دیا ہے پھر بھی اس کے کھولوا نے کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے -

Government کی بے توجی کی بنا پر یہاں کی حالت بد سے بد تر ہوتی جا رہی ہے - کسی طرح کے Improvement کا پروگرام اس علاقہ کے لئے Second five year plan میں نہیں کیا گیا ہے -

(۱) نہ تو صحت کے لئے -

(۲) نہ تو کلچرل کے لئے -

(۳) نہ تعلیم کے لئے -

(۴) نہ یہاں پر کوئی بھي پبلک فوٹ بال گراونڈ یا پارک کا ھي انتظام

کیا گیا ھے -

(٥) نہ تو کوئی Hospital کے لئے ھی وںتظام ھوآ ھے -

جس طرح سے دوسری Municipalitis میں ٹاونھاں میں یہاں پر وہ

بھي نہیں ھے -

سات ھائي اسکول ھوتے ھوئے بھي یہاں پر ایک کالج یا مڈلي پرائمری

اسکول نہیو ھے -

Dr. Pabitra Mohon Roy :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মিসসেলেনিয়াস কন্ট্রিবিউশানএ যেসমস্ত বিষয় মন্ত্রীমহাশয় এখানে রেখেছেন, আমি শুধু লোক্যাল বডিস এর এফেয়ার্স সম্বন্ধে আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবো। লোক্যাল বডিস বলতে

Union Board, Panchayat, District Board, Municipalities and Corporation of Calcutta

ইত্যাদি। প্রথমে আমি একটা কথা বলতে চাই গত এক বৎসর আগে দার্জ্জিলিং এযে কনফারেন্স হয়ে গেল ৮৬টি মিউনিসিপ্যালিটিজ এবং ক্যালকাটা কর্পোরেশন এর সভ্যদের নিয়ে, সেই কনফারেন্সএর সময় মাননীয় মন্ত্রী জালান মহাশয় আমাদের আশ্বাসবাণী শুনিয়েছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন যে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শুধু মুখ্যমন্ত্রীই নন তিনি অর্থমন্ত্রীও এবং তিনি জালান সাহেবের দপ্তরের উপর নজর দিয়েছেন এবং তার ডিপার্টমেণ্টএর উন্নতির জন্য অর্থ পাবেন। আমরাও আশা করেছিলাম হয়ত এবার বাজেটে লোক্যাল বডিস এর জন্য ভালভাবে অর্থ বরাদ্দ হবে। কিন্তু আমরা সেরকম কিছু দেখতে পেলাম না ইউনিয়নর্বোড বলতে চৌকিদারদের ১৪ টাকা বেতন, দফাদারদের ১৬ টাকা, এরপর সেক্রেটারী আছে, কালেক্টররা আছে। অবশ্য কালেক্টর বেতন পায় না, তারা কালেকশনএর উপর একটা পারসেণ্ট কমিশন পায় এবং সেই কালেকশন যদি ৫০ পারসেণ্টএর কম হয় তাহলে কিছুই পায় না, তার বেশী হলে, ৬০ টাকা হলে ৬৲ টাকা, ৭০ টাকা হলে ৭ টাকা এই ভাবে একটা পারসেণ্ট পায়। এবং যে টাকা আদায় হয় তাতে চৌকিদারদের বেতন দিতেই তার ৭০% খরচ হয়ে যায়, এরপর বাকী যা থাকে তা দিয়ে ইউনিয়নর্বোড ভাল কোন কাজ করতে পারেনা। সেইজন্য ইউনিয়নবোড এলাকায় লোকের থাকবার ইণ্টারেষ্ট কমে যাচ্ছে। আমার কনষ্টিটিউয়েন্সী দমদম্ কনষ্টিটিউয়েন্সী খড়দা থানা, সেখানে নিউ ব্যারাকপুরে দুই দলের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে এক দল বলছে যে এই অসুবিধার জন্য আমরা ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যে থাকতে রাজী নই, আমরা যদি মিউনিসিপ্যালিটি পাই তাহলে আনন্দিত হবো। এই সম্বন্ধে বক্তৃতার শেষে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে আমরা জানতে চাই যে এটাকে মিউনিসিপ্যালিটি করার

তার কোন পলিসি আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে আমরা আনন্দিত হবো। তারপর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এই কথা বলতে হয় যে, ২৪ পরগণা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড বোর্ড এ গত ২৪ বৎসরের মধ্যে পাঁচ বার মাত্র ইলেকশান হয়েছে। ১৯৩৯ সালে এবং ১৯৪১ সালে, এই দুই বৎসর ইলেকশান হয়েছিল। বর্ত্তমানে এটাকে সুপারসিডেড করে এডমিনিষ্ট্রেটর কে দিয়ে চালান হচ্ছে, এবং তিনি কিভাবে কার্য্য পরিচালনা করছেন তার ২।১টি নমুনা দিচ্ছি। গঙ্গাসাগর মেলায় যে ইলেকট্রিসিটি ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাতে সেখানে একজন আন-রেজিষ্টার্ড কনট্রাক্টরকে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল, ফলে সেখানকার কাজ ভাল হয়নি। গঙ্গাসাগর মেলায় ভলানটিয়ার যারা ছিল তাদের জন্য লঞ্চ এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তাদের চারবার খাবার কথা ছিল কিন্তু তিনবারের বেশী যায়নি, এবং আসবার সময়েও সেইরকম করেছে। অথচ তাদের তিন হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। তারপর মেলার ডাক হয়েছিল ৮৩ হাজার টাকা। তার ½ অংশ, ২০৭৫০ টাকা দেওয়া হয়েছিল এবং ½ অংশ সেই মেলার মধ্যেই ১৮।১২।৫৯ তারিখে দেবার কথা ছিল, কিন্তু সেই গোলমালের মধ্যে এডমিনিষ্ট্রেটর নিতে পারলেন না। তারপর বাকী অর্দ্ধেক টাকা ১৪।১।৬০ তারিখে দেবার কথা ছিল কিন্তু সে টাকা না নিয়েই তিনি লোকজন নিয়ে চলে আসেন। ফলে সমস্ত টাকাটা আটকে গিয়েছে। এই মেলায় ভি, আই, পি,দের জন্য একটা ক্যাম্প করা হয়েছিল। এখানে ভি, আই, পি, বলতে কারা বুঝায় জানি না কিন্তু দেখলাম যে একজন মন্ত্রী ও একজন ডেপুটিমন্ত্রী গিয়েছেন এবং তাদের জন্য একটা ভি, আই, পি, ক্যাম্প করা হল। অথচ এখানে যাত্রীদের প্রতি কোন নজর দেওয়া হয়নি। তারপর এই এডমিনিষ্ট্রেটর যেসব লোককে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিয়েছেন—প্রায় ৭।৮ জন হবে—তারা কেউই ২৪ পরগণা জেলার অধিবাসী নয়।

[5-30—5-40 p.m.]

দার্জিলিং কনফারেন্স এ জল, বিশেষ করে আলো যেসব জায়গায় নাই সেসব জায়গায় আলো, পাকাড্রেন, সিউয়ারেজ এর ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল। আমি জানি দমদম এলেকায় ৩টি মিউনিসিপ্যালিটি জলের ব্যবস্থার জন্য একটা জয়েণ্ট স্কীম করতে রাজী আছে। পাকা ড্রেনের জন্য তাঁরা টাকা দেবেন বলেছিলেন, এখন বলছেন সিউয়ারেজ হতে বহু সময় লাগবে। ইলেকশান নিয়ে গোলমাল হচ্ছে—সেসব কথা আমি বাজেটের সময় বলেছি, এখন নতুন করে বলতে চাইনা ; তবে এটুকু উল্লেখ করে রাখি যে, যদি পলিসি খুব শীঘ্র ঠিক না করেন আগামী বৎসর কোন মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশান করতে পারবেন না। এডাল্ট ফ্রানচিজ এর ভিত্তিতে করবেন কিনা এখানে বলা দরকার। মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন জুন-জুলাই মাসে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট এর রিভিশান এর জন্য একটা কমপ্রেহেনসিভ বিল আসবেন। মিনিমাম ওয়েজেজ এ্যাক্ট সম্পর্কে কতগুলি মিউনিসিপ্যালিটি ভয়ানক আর্থিক ডিফিক্যালটিতে পড়েছে। আপনারা একটা রেয়ার দিচ্ছেন বটে, কিন্তু তাদের দুরবস্থা শেষ হচ্ছেনা কর্মচারীদের বেতন দিতে পারছেনা, পাবলিক বেনিফিটএর কাজ কোন মিউনিসিপ্যালিটি করতে পারছেনা, এই অবস্থা বেশী দিন চলতে থাকলে মিউনিসিপ্যালিটি ইউটিলিটি কেউ স্বীকার করতে পারবেনা। ১৩৬২ সালে জমিদারী বিলোপ হয়ে গেল। যদিও এটা ল্যাণ্ড এ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টের ব্যাপার, তবু এই ব্যাপারে প্রজাবিলি ও ট্যাক্স সংক্রান্ত বিষয়ে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে—এই ব্যাপারে আমি

সরকারের সংগে লেখালেখি করেছি—তারা বলছেন, আমরা এখনো কিছু ঠিক করতে পারিনি। এই কয় বৎসরে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি ভয়ানকভাবে ডিপ্রাইভড হয়েছে। এ ছাড়া আরো কতগুলি ডিফিকাল্টি দেখা দিয়েছে—গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট, ১৯৩৫, ১৯৩৭, এপ্লাইড হবার পর থেকে যেসমস্ত বিল্ডিং নতুন করে গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ার লোকেরা করছে সেগুলির উপর মিউনিসিপ্যালিটিগুলি কোন ট্যাক্স ধার্য্য করতে পারেনা। ক্যালকাটা কর্পোরেশন এর যে বাজেট প্ল্যাণ্ড হয়েছে তাতে দেখছি, কমিশনার বলছেন, প্রায়ার টু ১৯৩৭ যেসব সম্পত্তি আছে সেইসব সম্পত্তির কনসলিডেটেড রেট ঠিক করার জন্য ডিফেন্স ডিপার্টমেণ্ট বা অন্যান্য সিভিল অথরিটি কোনপ্রকার এ্যারেঞ্জমেণ্টএ আসতে রাজী হল না। এ ভাবে তাঁরা বাজেটে ২ লক্ষ টাকা ধার রেখেছে, এবং প্রতি বৎসরই ধরে যাচ্ছে কিন্তু টাকা পাচ্ছেনা। দমদম মিউনিসিপ্যালিটির এরিয়া ক্যালকাটা এয়ার পোর্ট পর্য্যন্ত ৭ স্কোয়ার মাইল এবং রেভিনিউ ১।১০ লক্ষ টাকার বেশী নয়। সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট এই টাকা আটকে রেখে দিয়েছে, ষ্টেট গভর্ণমেণ্টও কনট্রিবিউশান দিতে পারে না লোন দিতে পারে না। সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকে এই টাকাটা আদায় করতে পারলে দমদম মিউনিসিপ্যালিটির উন্নয়ন মূলক কাজে লাগিতে পারে। তারপর, Calcutta Corporation.-এর রিপোর্ট In respect of Central Government properties after 1937, দেখুন :—

The question of fixation of a suitable percentage of the annual valuation for payment of service charges in respect of properties made an offer to pay service charges at 18 per cent for the annual value of such properties where full services are rendered by the Coporation. In cases where partial services have been rendered the Government of India claimed a proportionate abatement from the proposed charges of 18 per cent to the annual value. The Corporation accepted the offer of the Govt. of India, subject to the proviso, as embodied in the Corporation resolution dated 13.3.59 that certain conditions and circumstances would be understood by the term "partial services". The Govt. of India has been informed of this through the State Govt. Final confirmation by Govt. of India in this regard is being awaited. Pending finalisation of this issue the Govt of India has been requested to make ad hoc payments in terms of the decision taken in a conference in New Delhi, i.e.,a provisional payment towards service charges at the rate of 15% on 75% of the estimated annual values of the properties concerned.

এই অবস্থায় ক্যালকাটা কর্পোরেশন ১১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা গতবার বাজেটে ধরেছিলেন, শুনেছি আগামী বৎসর ৭ লক্ষ টাকা ধরেছেন। তারপর, দমদম টেলিফোন হাউস টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ৫৭, এটা এক ভদ্রলোকের ছিল, তিনি গভর্ণমেণ্টকে দিয়ে দিয়েছেন, এর জন্য তাঁরা কেন আমাদের ট্যাক্স দেবেনা? এপর্য্যন্ত সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট কোন কথা বলছেন না। পাতিপুকুর স্কীমে কতগুলি বিরাট বাড়ী হয়েছে যদি অর্ডিনারি রেট ধার্য্য করা হত তাহলেও বছরে ৫ হাজার টাকা অকার করতো এগুলি তাঁরা দেবেন না কেন? আমি ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট কে অনুরোধ করব তাঁরা এগিয়ে এসে এগুলির যেন সুরাহা করে দেন। আমাদের জমিতে ঘর বাড়ী তৈরি করবে কেন তাঁরা ট্যাক্স দেবেন না? মটর ভেহিকেল ট্যাক্স, এমিউজমেণ্ট ট্যাক্স

এবং সেণ্ট্রাল গভর্ণমেন্ট নতুন নতুন বাড়ী করে জমি আটকে রেখে যদি ট্যাক্স না দেন তাহলে মিউনিসিপ্যালিটির উন্নয়নমূলক কাজ কি করে করা যেতে পারে ? তারপর মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্ট এর জন্য খরচ বেড়ে গেল, কিন্তু ইনকাম এর দিক থেকে একবারে স্টেটিক অবস্থা। বর্ত্তমানে ক্যালকাটা কর্পোরেশন এ ট্যাক্স ধার্য্যের হার এভাবে চলেছে যে সমস্ত বাড়ীর ভালুয়েশান ১ হাজার টাকা তাদের উপর ১৫%, যেসব বাড়ীর ভালুয়েশান ১৫০০, তার উপর ১২% আছে। আমরা করতে চেয়েছিলাম ১৫০০ যাদের ভালুয়েসান তাদের ১২% ; ১৫০০ থেকে আরম্ভ করে ৩০০০ পর্য্যন্ত ১৬%, ৩০০০ থেকে ৫০০০ পর্য্যন্ত ২৫%। বর্ত্তমানে ক্যালকাটা কর্পোরেশন যা নিয়ম আছে তাতে ২০% বেশী কোন ট্যাক্স করা যেতে পারবেনা, যত অবস্থাপন্নই হোকনা কেন। আমরা শুনলাম তারা ইউনেনিমাসলি রেজোলিউশান হয়েছে সকল দলমিলে ভোটে পাস করে দিয়েছে—এটা ইমপ্লিমেণ্টেশান এর জন্য ক্যালকাটা কর্পোরেশন থেকে মাঃ মন্ত্রীমহাশয়কে জানান হল, এবং ডেপুটেশানও এসেছিল। আমরা আশ্চর্য্য হলাম লোকাল সেলফ গভর্ণমেন্টের মন্ত্রীমহাশয় নাকি এটা বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এটা সত্যি কিনা তিনি বলবেন।

[5-40—5-50 p.m.]

আমরা এটা শুনেছি যে তিনি মনে করেন যে বড়বাজার এলাকায় বড়বড় লোকেদের পাড়ায় তাঁকে থাকতে বলে। তিনি এটা করছেন না কিন্তু তাদের স্বার্থের দিকে নজর দিতে গিয়ে হাজার হাজার যারা অবস্থাপন্ন নয় এইরকম লোকের দিকে তিনি দেখছেন না। এর চেয়ে লজ্জার বিষয় ছাড়া আর কি হতে পারে। ক্যালকাটা কার্পোরেশনের প্রতিনিধিরা—যাঁরা তেই পেয়াদর্মাকের একমাত্র প্রতিনিধি সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করতে যে কাজ করতে চেষ্টা করেছিলেন তাতে তাঁদের উপর এল, এস, জি ডিপার্টমেণ্ট থেকে বাধা দেয়। এল, এস, জি, ডিপার্টমেণ্ট যদি মনে করেন যে এই সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিগুলি এবং কর্পোরেশনগুলি তাঁদের অধীনস্থ দপ্তর তাহলে আমার মনে হয় যে ভুল করা হবে। আমি এবারে ডাঃ রায়ের দার্জিলিং কনফারেন্সের উক্তির পুনরুক্তি করছি। ডাঃ রায় ৮৬টি মিউনিসিপ্যালিটি ও কর্পোরেশনের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে তোমরা লোকাল গভর্ণমেন্টের এই লোকাল গভর্ণমেণ্ট কথাটা তিনি ১০ বার বলেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তোমাদের সেই জায়গায় সুষ্ঠুভাবে কাজ পরিচালনা করতে হবে। কিন্তু ক্যালকাটা কর্পোরেসনকে সেইভাবে কাজ করতে গিয়ে যদি লোকাল সেলফ গভর্ণমেণ্টের বাঁধার সম্মুখীন হতে হয় তাহলে সেটা খুবই অন্যায় কথা। ক্যালকাটা কর্পোরেশনের খাটাল বিল আমরা পাশ করেছি এবং ক্যালকাটা কর্পোরেশনে এটা খুব শীঘ্র চালু হবে আশা করেছিলাম। ৪০নং বাগবাজার ষ্ট্রীটে একটা বাড়ী বহু বছর ধরে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে এর ভেতরে ২২টা গরু রাখা হয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে কোন কিছু করা যাচ্ছে না কারন তাঁরা বলছেন যে আইনটাতে আমাদের হাত নেই। ক্যালকাটা কর্পোরেশন বলছে যে এই ব্যাপারে হেলথ অফিসার ক্যালকাটা কর্পোরেশনকে ক্ষমতা দেওয়া হোক। কুমারটুলী এবং বি, কে, পাল এ্যাভিনিউতে ক্যালকাটা কর্পোরেশন কিছু জমি গিয়েছিল মেটারনিটি হোম করার জন্য। সেখানে বিল্ডির হাফ ভাল হয়ে পড়ে আছে। সুতরাং সেটা যাতে কার্পোরেশন নিতে পারে তার জন্য আমি অনুরোধ করব। আমার শেষ কথা হচ্ছে ইন অকুলেটার এবং ভেকসিনেটারদের সম্বন্ধে। ক্যালকাটা কর্পোরেশনে ৩ বছর এরা কাজ করে কোলকাতা

পক্স এপিডেমিকভাবে হতে দেয়নি। সেজন্য বলছি যে ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট থেকে হেলপ করে এই সমস্ত ভেকসিনেটারদের পার্মানেণ্ট করার ব্যবস্থা করা হোক।

Dr. Kanai Lal Bhattacharjee :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের পশ্চিমবাংলার মিউনিসিপ্যালিটিগুলির অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয় আশা করি সমস্ত মাননীয় সদস্যরা এবং মন্ত্রীমহাশয়ও স্বীকার করবেন। এর একমাত্র কারণ হল যে আজকে মিউনিসিপ্যাল রেট-এর ২।১ টা লাইসেন্স ছাড়া মিউনিসিপ্যালিটির আর কোন ইনকামের সোর্স নেই। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় একটু আগে আমাদের বলেছেন যে এই সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর জন্য তিনি একটা হিউজ সাম গ্রাণ্ট দিচ্ছেন। অর্থাৎ এবছরে দিচ্ছেন ৩৫ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা এবং আগামী বছর দেবেন ২৬ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। মিনিমাম ওয়েজ এখানকার সমস্ত কর্মীদের দেওয়া উচিত। কিন্তু মিনিমাম ওয়েজ এ্যাক্ট অনুযায়ী সেই মিনিমাম ওয়েজ তারা দিতে পারছেনা বলে মন্ত্রীমহাশয় তাদের ½ গ্রাণ্ট হিসাবে দিয়েছেন এবং ½ লোন হিসাবে দিয়েছেন। এই হচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর অবস্থা এবং এর ফলে তারা রাস্তাঘাট সারাতে পারছেনা, নর্দমা ড্রেন পাকা করতে পারছেনা। মন্ত্রীমহাশয় তাদের আয়ের আর কোন সোর্স রাখেন নি বলে তাদের এই অবস্থা হচ্ছে। আমি পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় মিউনিসিপ্যালিটি হাওড়া সম্বন্ধে গোটা কয়েক কথা বলতে চাই। আগের বছরে মন্ত্রীমহাশয় জবাব দিতে গিয়ে বলেন যে রেটস বাড়ান হোক কিম্বা রেটস কালেকশন কম হয় বা এ্যাসেসমেণ্টে খরচ হয় বলে মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর দুর্দ্দশা এত বেশী। আমি শুধু ফিগার দিয়ে মন্ত্রীমহাশয়কে দেখাচ্ছি যে ১৯৩০-৩১ সালে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ডিমাণ্ড ছিল ২৯ লক্ষ ২৬ হাজার টাকার মতন এবং সেই ডিমাণ্ড ১৯৪৭-৪৮ সালে বেড়ে ২৩ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকায় দাঁড়ায়।

অর্থাৎ ২৪ লক্ষের মত হয়েছে, মাত্র ৫ লক্ষ টাকা বেড়েছে ১৮ বৎসর ধরে। কাজেই এই কংগ্রেসী শাসনের অর্থাৎ ১৯৪৭-৪৮ সালের পর থেকে সেই ডিমাণ্ড গত ১০ বৎসর ধরে বেড়ে ১৯৫৭-৫৮ সালে হয়েছে ৪৮ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা অর্থাৎ ডাবলেরও বেশী। গত ১৯৫৭-৫৮ সালে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিতে এ্যাসেসমেণ্ট কালেক্সান হয়েছে সবশুদ্ধ ৮৩ পার্সেণ্ট অর্থাৎ টোটাল কালেকসান ৪৬ লক্ষ টাকার বেশী। কাজেই সেক্ষেত্রে মন্ত্রীমহাশয় বলতে পারবেন না যে এ্যাসেসমেণ্ট কম করা হয়েছে অথবা কালেক্সান কম হচ্ছে। আমি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির উদাহরণ দিয়ে দেখলাম সেখানে এ্যাসেসমেণ্ট ১০ বছর পরে ডবল করা হয়েছে এবং কালেক্সান ৮৩ টু ৮৬ পার্সেণ্ট করা হচ্ছে। আমি এবার এই মিউনিসিপ্যালিটির এক্সপেণ্ডিচার তুলে ধরছি। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির এক্সপেণ্ডিচার মেন্‌লি তার এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনে চলে যাচ্ছে, ডেভেলপমেণ্টের জন্য তারা কোন এক্সপেণ্ডিচার করতে পারছেন না। চেয়ারম্যান তাঁর এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ রির্পোটে বলেছেন যে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি ৫৭ পার্সেণ্ট অব দি রেভেনিউ যেটা পান তার শতকরা ৫৭ ভাগ শুধু এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ চার্জে চলে যায়। সেখানে একটা ফিগার দিয়েছেন যে ১৯৫৭-৫৮ সালে আমাদের যে ৬৯ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে তার ভেতরে শুধু ৩৯ লক্ষ টাকা এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ পার্পাসে খরচ হয়েছে, রোডসে খরচ হয়েছে ৩ লক্ষ টাকা, ড্রেনসে ১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা, টিউবওয়েলসে মাত্র ৭০ হাজার টাকা, সেখানে ৭০ লক্ষ টাকা ইনকাম হচ্ছে। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির মত প্রত্যেকটি মিউনিসিপ্যালিটি তারা যে রেটস পান তাতে তাদের

এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ খরচ দিতেই কুলায় না, ডেভেলপমেণ্ট করবে কি করে। একটা কথা জালান সাহেব বলেছেন যে ৩৫ লক্ষ টাকা মিনিমাম ওয়েজেসের জন্য ষ্টেট এক্সচেকার থেকে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে গ্রাণ্ট হিসাবে দিচ্ছেন তাছাড়া বাদবাকী লোন হিসাবে দিচ্ছেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে আজকে গভর্ণমেণ্ট অন্যান্য ফাইনান্সিয়াল সোর্স মিউনিসিপ্যালিটিকে ট্যাপ করতে না দিয়ে এ জিনিস করতে যাচ্ছেন কিনা এটা জালান সাহেবকে পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করছি। আপনারা মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে গভর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী করে রাখতে চান কিনা? তাঁরা কি চান প্রত্যেকটি ব্যাপারে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি এল. এস. জি. ডিপার্টমেণ্টের দুয়ারে হাত পাতুক, তাঁরা যে কথা বলবেন সে কথা শুনতে বাধ্য হোক? আইন বিরুদ্ধ নির্দ্দেশ তাদের মানতে হচ্ছে, যদি তারা না মানে তাহলে টাকা পাবেনা। এইভাবে বে আইনী ভাবে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে হাতে রেখে দেবার জন্য আমি বলব সেই ডিপার্টমেণ্ট ষড়যন্ত্র করেছে যে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে কোনরকম ফাইনান্স, এবং আদায় সোর্স দেওয়া হবেনা। আপনি অন্যান্য প্রদেশের মিউনিসিপ্যালিটিগুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন সেখানে দেখবেন বহু সোর্স দেওয়া হয়েছে আদায় ইনকামের জন্য।

[5-50—6 p.m.]

আমি আরেকটা কথা বলতে চাই যে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় প্রতি বছরই বলেন যে মিউনিসিপ্যাল এলাকায় প্রাইমারী শিক্ষার দায়িত্ব গভর্ণমেণ্ট নেবেন। ৩বছর আগে আমি কোশ্চেনেয়ার রেখেছিলাম এবং তার জবাবও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও আজ পর্য্যন্ত আপনারা এক পাও এগুলেন না। তারপর এই প্রাইমারী এডুকেশনের ব্যাপারে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিকে যে ত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ করতে হয় তার অর্দ্ধেক টাকা জালান সাহেবের ডিপার্টমেণ্ট থেকে দেওয়ার কথা। কিন্তু সেখানে ঐ ১॥ লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র ১৬ হাজার টাকা দেওয়া হয়। কাজেই এই যখন অবস্থা তখন আমার বক্তব্য হোল যে প্রাইমারী এডুকেশনের দায়িত্ব আপনারা মিউনিসিপ্যালিটির কাছ থেকে তুলে নিন এবং এটা হলে তাঁদের কিছুটা খরচ্ বেঁচে যাবে। তারপর আমার বক্তব্য হোল যে, হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট গঠিত হয়েছে এবং তাঁরা তাঁদের প্রথম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। স্পীকার মহাশয়, আপনিও এব্যাপারটা ভালকরে জানেন কেননা একে সেটা আপনারা কনষ্টিটিউয়েন্সি এবং দ্বিতীয়তঃ আপনি সেই ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের একজন সদস্য।

Mr. Speaker :

পুর্ব্বে ছিলাম তবে এখন আর নেই।

Dr. Kanai Lal Bhattacharjee :

সেটাও ছেড়ে দিয়েছেন। যা' হোক্, আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমহাশয়কে জানাতে চাই যে তাঁরা কদমতলায় তাঁদের প্রথম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যে সেখানে সবশুদ্ধ ৩৩ একর জমির উপর যত ঘরবাড়ী ছিল সেইসব চেছেমুছে দিয়ে সেখানে রাস্তা, পার্ক প্রভৃতি তৈরী করবে। হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের এই পরিকল্পনা গ্রহণ করার ফলে সেখানে যে ৬ শত পরিবার ছিল অর্থাৎ যাদের লোক সংখ্যা প্রায় ৮ হাজারের মত তারা আজ উদ্বাস্তু হতে চলেছে এবং যার ফলে হাওড়ার অধিবাসীরা আজ সন্ত্রস্ত। হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট আইনের স্পিরিট ছিল এবং যেটা তাঁদের প্রথম দায়িত্ব ছিল যে তাঁরা সিওয়েজ ডিসপোজাল স্কীম তৈরী করবে। কিন্তু যতদুর জানি সেই সিওয়েজ

ডিসপোজাল স্কীম আজ পর্য্যন্ত তৈরী হয় নি। কিন্তু সে জিনিস করার আগে এই হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট সেখানকার গরীব ও মধ্যবিত্তদের তুলে দিয়ে তাঁদের নিজেদের ইনকাম বাড়াবার জন্য সেইসব জমির কিছুটা ইমপ্রুভমেণ্ট করে দাম বাড়িয়ে সেগুলো আগরওয়ালা, বিড়লা, ও বড়বড় বাড়ীওয়ালা ও পুঁজিপতিদের বাসস্থান করবার চেষ্টা করছেন এবং যার ফলে হাওড়াবাসী আজ নিজভুমে পরবাসী হতে চলেছে, উদ্বাস্তু হতে চলেছে। হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের এই স্কীমের জন্য হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি আনএ্যানিমাস্‌লি একটা প্রস্তাব পাঠিয়ে বলেছে যে তোমরা এই স্কীম এইভাবে গ্রহণ কোরো না অর্থাৎ রাস্তা, পার্ক প্রভৃতি করা রেখে দিয়ে সেখানে যারা আছে তাঁদের থাকতে দাও এবং সিওয়েজ স্কীম যেটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস সেটা গ্রহণ কর। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি এছাড়া আরও বলেছে যে এই এলাকার সত্যিকার ইমপ্রুভমেণ্ট হওয়ার পর যাতে এখানকার লোক তার ফল ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা কর। কিন্তু আমি শুনেছি যে গত ১১ই মার্চ্চ তারিখে হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের যে অধিবেশন হয়েছে তাতে তাঁরা এটা গ্রহণ না করে তাঁদের আগে যে পরিকল্পনা ছিল অর্থাৎ ঐ অঞ্চলের সেই ৬ শত পরিবার যাদের লোকসংখ্যা প্রায় ৮ হাজারের মত তাঁদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করার পরিকল্পনাই করেছে। আপনি হয়ত মনে করছেন যে কিছুকিছু এক্‌জেমশন দেওয়া হবে। কিন্তু সে এক্‌জেমশন দেওয়া হবে তাদেরই যাদের দোতালা বাড়ী ও হাজার হাজার টাকা আছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যাদের একতলা বাড়ী আছে তাঁদের কি এক্‌জেমশন দেওয়া হবে? এক্‌জেমশন কি যদি বেটারমেণ্ট ফির ডবল হয় তা হলে সেখানে কি করে দেবে? হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি এই স্কীমের সঙ্গে ডিফার করেছে এবং তারা তা গ্রহণ করেনি বলে সেই স্কীম এখন ষ্টেট গভর্ণমেণ্টের কাছে এসেছে। কাজেই এমতাবস্থায় মন্ত্রীমহাশয়কে বলতে চাই যে, ষ্টেট গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে সেই স্কীম বিবেচনা করার আগে তাঁরা যেন ওখানকার অধিবাসীদের বক্তব্য এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে যা করা হয়েছে তা' ধৈর্য্য ধরে শোনেন। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Narendra Nath Sen :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কণ্ট্রিবিউশান খাতে ১ কোটি ৯০ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকার ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, আমি সেই দাবী সমর্থন করতে উঠে কয়েকটি কথা বলতে চাই। গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্য্য পরিচালনার জন্য কিছু কিছু সাহায্য করে থাকেন, তার মধ্যে কলকাতার মহামেডান বারিয়েল বোর্ডকেও কিছু কিছু সাহায্য করে থাকেন। স্যার কলকাতায় মুসলমানদের মৃত দেহ কবর দেবার জন্য বাগমারী, গোবরা, তিলজলা ও খিদিরপুরে কয়েকটি কবরখানা আছে এগুলির পরিচালনার ভার মহামেডান বারিয়েল বোর্ড এ্যাক্ট অনুযায়ী গঠিত মহামেডান বারিয়েল বোর্ড এর উপর ন্যস্ত আছে। স্যার, এই সমস্ত কবর খানার অধিকাংশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বর্ষাকালে এর অনেকগুলি বিশেষকরে একবালপুরের কবরখানা জলে ভর্ত্তি হয়ে যায় তার ফলে জলকাদার মধ্যে কবর দিতে হয়। গভর্ণমেণ্ট ৫ হাজার টাকা বারিয়েল বোর্ডকে সাহায্য করছেন কিন্তু এই সমস্ত বারিয়েল বোর্ড গুলি উন্নতি করার ব্যবস্থা করা দরকার। তার জন্য আরও অর্থ সাহায্য করা প্রয়োজন। স্যার, কলকাতার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে খিদিরপুর, একবালপুর এ শোল আনা কবর স্থান নামে একটি মাত্র কবর স্থান আছে। হেষ্টিংস ওয়াটগঞ্জ, খিদিরপুর, একবালপুর, মোমিনপুর,

আলিপুর ও গার্ডেনরীচের এই বিরাট এলেকার মুসলমানগণ এ স্থানকে মৃত দেহ সমাধিস্থ করার জন্য ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু আজ এইসব অঞ্চলের মুসলমানদের সামনে এক বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে। মহামেডান বারিয়েল বোর্ড এ্যাক্ট অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফি দিলে যে কেউ মেসনরিগ্রেভ করতে পারে, পাকা কবর করতে পারে, তা অন্য কেউ ভবিষ্যতে ব্যবহার করতে পারেনা। তাছাড়া কোন পরিবারের লোক ৬ থেকে ১২টি কবরের উপযুক্ত স্থান কিনে নিতে পারে। এই ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের ধনী মুসলমানরা পাকা কবর এবং ফেমিলি ব্লাক করে ষোল আনা কবর স্থানের অর্দ্ধেকের ও বেশী স্থান দখল করে নিয়েছে। যদি এই অবস্থা আরও কিছুদিন চলতে থাকে তাহলে এই অঞ্চলের মুসলমান যাদের অধিকাংশ বস্তীর অধিবাসী, তাদের মৃতদেহ কবর দেবার আর জায়গা থাকবেনা। আজকে এ নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রতি একটা বিরাট আশঙ্কা এবং বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ডেপুটী স্পীকার মহোদয়, গত দু-তিন মাসের মধ্যে খিদির-পুরে ৩১৪ টি জনসভায় অধিবেশন হয়েছে এবং সেখানকার মুসলমানরা মেসনরী গ্রেভ, ফেমিলি ব্লক ইত্যাদি বন্ধ করবার জন্য দাবী জানিয়ে কয়েকটি প্রস্তাব পাশ করেছে এবং গভর্ণমেণ্টকেও জানিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ প্রথা বন্ধ করবার জন্য আজও কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। কলকাতার অন্যান্য অঞ্চলে একাধিক কবরখানা থাকাতে এই ব্যবস্থা চালু থাকতে পারে কিন্তু খিদিরপুরে আর কবরস্থান করার জায়গা নাই। কাজেই এখানে অচিরে যদি এই ব্যবস্থা বন্ধ না হয় তাহলে এই অঞ্চলের মুসলমানদের এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে এবং তার জন্য সেখানকার মুসলমানরা আন্দোলন ও সুরু করতে পারে এবং তার সুচনাও দেখা যাচ্ছে। এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টএর অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। এই কবরখানার সংলগ্ন কিছু জমি একোয়ার করে কবর খানাটি বর্দ্ধিত করার এক প্রস্তাব ও কর্পোরেশান এর মাধ্যমে করা হয়েছে। সে ব্যবস্থা যাতে অচিরে কার্য্যকরী হয় তার জন্য মন্ত্রীমহাশয়কে বিশেষ করে অবহিত হতে অনুরোধ করছি।

স্যার, সম্প্রতি কয়েকটি মিউনিসিপ্যালিটিতে ইলেকটোরাল রোল প্রিপারেশনএর ত্রুটির জন্য ইলেকশান করা সম্ভব হয়নি কোর্টের এর নির্দ্দেশে ইলেকশান বন্ধ হওয়াতে এই সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটির আয়ুস্কাল ১ বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ইলেকটোরাল রোল সম্বন্ধে এইরূপ অভিযোগ আজ নূতন নহে। ১৫।১৬ বছর আগে একবার ক্যালকাটা কর্পোরেশান এর ফাইনাল রোল ইচ্ছা করেই সময় মত বের না করার জন্য ইলেকশান ১ বছর পিছিয়ে দিতে হয়েছিল।

[6—6-10 p.m.]

কাজেই যতদিন বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট অনুযায়ী বর্ত্তমানে ইলেকটোরাল রোল তৈরীর ব্যবস্থা চলতে থাকবে এবং নির্ব্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব যতদিন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ার-ম্যান বা কমিশনারদের হাতে থাকবে, ততদিন তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য এই দুর্নীতি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব আমার মতে মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টের সংশোধন করে, সমস্ত নির্ব্বাচন ব্যবস্থা পরিচালনা করবার দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টের গ্রহণ করা উচিত। প্রত্যেক জেলায় ও মহকুমাতে এ্যাসেম্বলী ইলেক্টোরাল রোল তৈরী করবার জন্য গভর্ণমেণ্ট মেসিনারী আছে, সেই মেসিনারী দিয়ে এখানকার ইলেক্টোরাল রোল তৈরী করার দায়িত্ব গ্রহণ করা যেতে পারে।

স্যার, কলকাতার মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট কিছু কিছু সংশোধন সম্প্রতি করা হয়েছে। কিন্তু এই আইনের সামগ্রিক সংশোধনের দাবী বহু দিন থেকে রয়েছে এবং মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় ও নিজে এ কথা স্বীকার করেছেন, এবং এ সম্বন্ধে একটা কম্‌প্রিহেনসিভ এ্যামেণ্ডিং বিল নিয়ে আসবেন অনেকদিন থেকে তিনি বলছেন। যদি সেই বিল আনতে দেরী থাকে তাহলে আমার অনুরোধ যে কলকাতা বস্তিবাসীদের কয়েকটি বিশেষ অসুবিধা দূর করবার জন্য যেন তিনি একটি এ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল আবিলম্বে নিয়ে আসেন।

স্যার, বর্ত্তমানে কলকাতার বস্তিগুলিতে—এক একটি বস্তির মধ্যে অনেকগুলি বাড়ী থাকলেও সমগ্র বস্তির জন্য মাত্র একটি এ্যাসেসমেণ্ট হয় বস্তির মালিক বা জমিদারের নামে। জমিদার তাঁর ইচ্ছামত বিভিন্ন প্রজার কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করে নিয়ে থাকেন, এবং সেই ট্যাক্স যদি কর্পোরেশানের অফিসে সময়মত জমা না দেন, তাহলে তার ফলে বাড়ীর মালিক ও প্রত্যেকটি অকুপায়ারের উপর ডিসট্রেস ওয়ারেণ্ট ইস্যু হয়। তাছাড়া দেখা যায় সমগ্র বস্তির ভ্যালুয়েশান এর উপর একটা এ্যাসেসমেণ্ট হওয়াতে হাউসগুলির ট্যাক্স বেশী হয়ে পড়ে এবং হাট ওনাররা রিবেট ও স্ল্যাব সিস্টেমের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়। সুতরাং এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করে হাটসগুলো সেপারেটলি নাম্বারড্‌ করে পৃথক পৃথক ভাবে এ্যাসেস্‌ড করে প্রত্যেক হাটের আলাদা ট্যাক্স ধার্য্য হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। এটা করলে পরে গরীব বস্তিবাসীরা বিশেষ উপকৃত হবে। তাছাড়া, স্যার, বস্তির হাটগুলোর দেয়াল পাকা করবার অধিকার এবং জল ও ড্রেন কনেকশন নেয়ার অধিকার তাদের অবিলম্বে দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ বর্ত্তমান আইন অনুযায়ী জমিদারের অনুমতি ছাড়া এই সব কাজ করা বস্তিবাসীদের পক্ষে সম্ভব নয়। এর ফলে দেখা যায় হাট ওনার বা বাড়ীওয়ালার ইচ্ছা থাকলেও বাড়ীতে জল সরবরাহের জন্য জলের কনেক্‌শন বা পাকা পায়খানা বা ভেণ্টিলেটেড রুমস্‌ কনষ্ট্রকশন করে হাটের ইম্‌প্রুভমেণ্ট করতে পারেন না। কাজেই বস্তি সম্বন্ধে এইসব অসুবিধা দূর করার জন্য অবিলম্বে একটি এ্যামেণ্ডিং বিল আনার একান্ত প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, পশ্চিমবঙ্গের মিউনিসিপ্যালিটিগুলির আর্থিক অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয় সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। এই সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিগুলির অর্থাভাবে কোন ইম্‌প্রুভমেণ্ট স্কীম নেওয়া, বা কোন প্রকার উন্নতি মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা ত দূরের কথা, তাদের যে সমস্ত ডেট আছে তা তারা পরিশোধ করতে পারছেনা এবং নাগরিকদের স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার দাবীগুলি তারা মেটাতে সমর্থ হয় না। ফলে দেখা যায় অনেক স্থলে এই সব মিউনিসিপ্যালিটিগুলি জনসাধারণের কাছে একটা লায়েবিলিটি হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং কোন নূতন মিউনিসিপ্যালিটি গঠণ করার আগে গভার্ণমেণ্টের বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখা উচিত সেই প্রপোসড মিউনিসিপ্যালিটির ফিনানসিয়াল পজিশন্‌ কি রকম, তবে তাকে গঠণ করতে দেওয়া উচিত। এক্‌সিসটিং মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সাহায্য ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া উচিত, যাতে তারা তাদের নরম্যাল ওয়ার্কস সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে। এ ছাড়াও, প্রয়োজন হলে কোন বিশেষ বিষয়ে সাহায্য দেওয়া সম্ভব কি না সে সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখা উচিত। অনেক সময় কমিশনার বা কাউন্সিলারদের স্বার্থের খাতিরে এ্যাসেসমেণ্টে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়, এবং ট্যাক্স ও অনাদায় হয়ে বছরের পর বছর বাকী পড়ে থাকে। ১৯৪৯ সালে ক্যালকাটা কর্পোরেশানের জন্য গঠিত সি. সি. বিশ্বাস এন্‌কোয়ারী কমিটি এই

রকম অনেকগুলি কেস উল্লেখ করে, কতকগুলি নেসেসারী মেজার নেবার জন্ত সাজেষ্ট করেছিলেন, ঐ গুলি কার্য্যকরী করা হয়েছে কি না জানি না।

স্যার, আমার মনে হয় এই এসেসমেণ্ট এর দায়িত্ব মিউনিসপ্যালিটি বা কর্পোরেশান এর উপর না রেখে গভর্ণমেণ্ট তাঁদের নিজস্ব অফিসার নিয়োগ করে যাঁরা নাকি কমিশনার বা কাউন্সিলার এর ইন্ফ্লুয়েন্স এর বাইরে থাকতে পারে এই রকম লোক দিয়ে এই এসেসমেণ্ট এর দায়িত্ব নেওয়া যায় কি না, কালেকশান গুলি রীতিমত হয় কি না, কালেকশান এরিয়ার যদি থাকে তা সুপারভিশন অর চেক সম্ভব কিনা এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট যদি বিবেচনা করেন তাহলে আনন্দিত হব।

স্যার, কলকাতা কর্পোরেশানের বহু লক্ষ টাকা ট্যাক্স বাকী আছে। কেন বাকী আছে? তার প্রতিকারের জন্য একটা এন্‌কোয়ারী করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

তারপর প্রাইমারী এডুকেশান কলকাতা কর্পোবেশানের উপর এই ভার ন্যস্ত আছে। কয়েকটি ওয়ার্ডে বাধ্যতামূলক প্রাইমাবী এডুকেশান প্রবর্ত্তনেব ব্যবস্থা তারা ঠিক করছিলেন। তাছাড়া অন্যান্য এলাকায়—আজও প্রাইমাবী এডুকেশান সম্বন্ধে সুচাক ব্যবস্থা হয় নাই। এ সম্বন্ধে কতটুকু হযেছে—গভর্ণমেণ্টেন অনুসন্ধান কবে তা দেখা উচিত। খিদিরপুর, মোমিনপুরে অনেক উর্দ্দু স্পিকিং মুসলমান আছে, তাদের জন্য উপযুক্ত পবিমাণ প্রাইমারী স্কুল নাই। মুসলমান মেযেদেন জন্যও প্রাইমাবী স্কুলএব ব্যবস্থা নাই। এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের কাছে অনুরোধ কবছি তাঁবা যেন এইবকম প্রাইমাবী এডুকেশান সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন কবেন।

Shri Siddhartha Shankar Ray : Mr. Deputy Sepeaker, Sir, I want to raise two very important questions in connection with the Local Self-Government that we have in this State. In doing so, Sir, I may exceed the time allotted to me but I have no doubt that you will kindly give me a little more time if I have not been able to make my point clear before my time is up. The first point to which I want to draw the attention of the Minister of the Local Self-Government is this : that electoral rolls prepared in respect of each and every municipality in the State are bad, illegal and coutrary to the Bengal Municipal Act as has been held by the Hon'ble High Court; they do not tantamount to the electoral rolls at all. This is a very important point and in making this point I would request the Hon'ble Minister to forthwith pass orders cancelling all notifications fixing a general election in respect of all the municipalities in West Bengal. Sir, Shri Naren Sen who spoke before me is not correct in saying that electoral rolls have been prepared out of time. That is not the point, the point is that electoral rolls have not been prepared in accordance with the Appendix A of rule 3 of the Electoral Roll Rules in the Bengal Municipal Act (Shri Naren Sen : No, I did not say that) I thought you said that. However, I stand corrected. The first serious difficutly with regard to this electoral roll is this. Under section 23 sub-section (5) of the Bengal Municipal Act every member of a joint family is entitled to vote and be recorded as a voter. The question arises as to what is meant by a joint family. In 1954—to be exact on the 16th February 1954 Mr S.M.Murshed, who was then the Secretary of the

Local Self-Government issued a circular to all authorities concerned showing what a joint family meant.

[6-10—6-20 p.m.]

And according to him joint family did not necessarily refer to a joint family as understood by the Hindu Law but meant persons living together in a joint family. That is, if Mr. Ajoy Mukherji and I or Mr. Kazem Ali Meerza, as Mr. Meerza knows in the Bhatpara Municipal case it was found that Hindus and Muslims were held to be members of a joint family—supposing Mr. Meerza and I reside in one house, according to this ruling or Mr. Moorshed, we would be deemed to be members of a joint family. In the Bhatpara Municipality case Justice Sinha of the Calcutta High Court categorically declared as follows : "In my opinion this interpretation is incorrect. So far as Mr. Moorshed's interpretation is concerned it must be rejected at once and all the parties before me agreed that it would be impossible to accept such an interpretation". That being the position it now appeared, and I had personal knowledge of that because I had the honour to appear in some of these cases, in every Municipality alleged members of a joint family have been included in the electoral roll on the basis of this order by Mr. Moorshed as a result of which every electoral roll is ultra vires void, illegal. Sir, the Naihati Municipal election has been stopped and the electoral rolls of Naihati Municipality have been declared illegal. Even today, Sir, a rule has been issued on the authorities of the Garden Reach Municipality calling upon them to show cause why electoral rolls of that Municipality should not be quashed. The South Dum Dum Municipal election has been stopped. The Dum Dum Municipal election has been stopped. The Bhatpara Municipal election has been stopped. The Basirhat Municipal election has been stopped. The Bally Municipal election has been stopped. And similarly various other elections have been stopped, and I have no doubt whatsoever that in respect of each and every municipality the elections will either be stopped or the elections will be declared bad. The more important point that arises is that even if the electoral rolls are bad and the elections are held what will happen ? In Bhatpara Municipality case Mr. Justice Sinha, holding that the interpretation of joint family was bad, went on to issue a writ for setting aside the election. I understand that in respect of Kotrang Municipality an application has already been made for setting aside the election. If election are held on the basis of such electoral rolls every party will suffer because unnecessary wastage of money will take place, time and energy will be wasted and municipal finance, of course, will be absolutely frittered away. Therefore, I am making this request through you, Sir, to the Hon'ble Minister to cause a notice issued tomorrow. Not one more minute should be allowed to pass because every minute passed means extra time wasted, extra energy wasted, extra moneys wasted, money of poor municipalities squandered. Tomorrow a notice should be issued saying that no election should take place until further orders and thereafter Government should forthwith repeat this order of Mr. Moorshed and pass a new order in accordance with the judg-

ment of Mr. Justice Sinha in several municipal cases and the judgment of Mr. Justice J. R. Mitter that he has delivered today in the Naihati Municipal case. Unless this is done the whole picture will be a picture of frustration, a picture of something being absolutely indefinite a picture of uncertainty. Therefore, I hope that the Hon'ble Minister will accede to this request which I am making not only on behalf of myself but on behalf of all the members of this House.

Because it is to our interest to see that unnecessary time, money and energy are not wasted. Sir, speaking as a lawyer, I would say that the holding of such elections does us very good because the more cases come in for setting aside elections, the better for us. But, speaking as a legislator, I am totally opposed to it and I have no doubt that the Hon'ble Minister, who himself was a distinguished lawyer in his day, will see this point. Sir, I have got a copy of the Bhatpara Municipality judgment which, I think, he has perhaps seen.

Sir, the second point is, apart from the interpretation of joint families, in these electoral rolls, the father's name is often absent, the husband's name is often absent, the period of residence Is unsversalla given as more than one year and the age of the voter is given is above 21 years, as result of which in some cases the electoral rolls have been set aside on this ground. Therefore, I think the time has come for the Government to see to it that all electoral rolls, irrespective of municipalities, should be prepared in accordance with law.

Sir, my next point is the point of taxation with reference particularly to the Calcutta Municipal Act. Sir, time has come when there has to be an amendment of the relevant provisions of the Calcutta Municipal Act with regard to the taxation of premises. Sir, under the provisions of the existing sections, the rate-payers have been thrown over tothe tender mercies of the Executive Officer who has a right to fix such rates and taxes on the basis of what he thinks to be the reasonable letting value of the premises concerned. There is no yardstick laid down as to what this reasonable letting value ought to be, although if a landlord is pestered by a tenant and the tenant takes him to the Rent Controller, then the rent fixed by the Rent Controller becomes the reasonable rent. So, in respect of a landlord who has a quarrelsome tenant, a yardstick has been laid down because the rent will be the rent as fixed by the rent Controller which means as fixed in accordance with the definite principles laid down in the Rent Act of 1956, whereas if a landlord has a quiet and decent tenant like me or the Hon'ble Minister, then the landlord will have to place his case before the Executive Officer who will decide according to this own whim and fancy as to what is going to be the reasonable letting value of a particular premises. I have no doubt that the Hon'ble Minister will also take this matter into his serious consideration.

Sir, I thank you for allowing me the extra time.

[6-20—6-30 p.m.]

Shri Gopal Basu :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন, এবং মাননীয় সিদ্ধার্থশঙ্কর বাবু মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন সংক্রান্ত কয়েকটা বিষয় খুব ভালভাবে এখানে তুলেছেন। আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে জানাতে চাই যে, ভাঁটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশন সেট্ এসাইড হয়ে গিয়েছে। আমরা এখনো জানি না সেই ইলেকশন কবে হবে এবং কিসের ভিত্তিতে হবে। এবং ভোটার- লিষ্ট কিভাবে হবে। অথচ ইতিমধ্যেই সার্কুলার দিয়ে দেওয়া হয়েছে—সুতরাং মন্ত্রীমহাশয় আজকে এখানে ভালকরে বলে দিন ভাটপাড়ার ইলেকটোরাল রোল কিভাবে তৈরী হবে। তানাহলে সেখানে আবার গোলমালএর এবং ইলেকশন আবার সেটএসাইড হয়ে যাবে। যাই হোক, এখানে আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে অবিলম্বে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের নির্বাচন স্বীকার করে নেওয়া হোক। ডাঃ রায়কেও বলি, তিনি যদি জনসাধারণের এই দাবী পালন না করেন তাহলে জনসাধারণ তাঁকে ছাড়বে কেন। আজকে শুধু ভারতেই নয়, সমস্ত পৃথিবীতে এই দাবী স্বীকৃত হয়েছে, তাহলে শুধু পশ্চিমবাংলায় কেন এই দাবী স্বীকৃত হবে না? আজকে বিভিন্ন জায়গা থেকে এজন্য দাবী উঠেছে—আমি প্রস্তাব করি যে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল আইনের একটা কমপ্রিহেনসিভ এমেণ্ডমেণ্ট আনুন, কারণ বর্ত্তমান বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টে এমন সব বিভিন্ন ধারা আছে সেগুলি আজকালকার চিন্তাধারাতে প্রযোজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন এক রিভিশন করার জন্য তাড়াতাড়ি করা হোক। মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্ট ইম্‌প্লিমেনটেড হয়েছে কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটিগুলির ফিনানসিয়াল পজিশন এমন দুর্বল যে তারা কোন জনহিতকর কাজ করতে পারছে না। মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্ট ইম্‌প্লিমেনটেড্ হবার পর সরকার থেকে ½ দেওয়ার কথা, কিন্তু প্রতিমাসেই বিভাগ থেকে ১০ পার্সেণ্ট কেটে রেখে দেন, সব পে করেন না। এইভাবে যদি প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটির ব্যাপারে হয় তাহলে বছরে ১॥ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত কিম্বা তারো বেশী টাকা বাকী থাকে, তাহলে মিউনিসিপালটির কাজ কিভাবে চলবে? কাজেই এবিষয়ে জালান সাহেবের অবিলম্বে দৃষ্টি দিয়ে এই অব্যবস্থা নিবারণের চেষ্টা করা দরকার। তাছাড়াও সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট মিউনিসিপ্যালিটির জন্য একটা এড-হক গ্রাণ্ট দেন। এরপর সরকার থেকে একটা সার্কুলার দেওয়া হয় যারা ৬২॥০ টাকার থেকে ১০০ টাকার কম পায় তাদের বেলায় যদি মিউনিসিপ্যালিটি অন্তত ২৫৲ টাকা না দেন তাহলে সেই টাকা সরকার থেকে দেওয়া হবে না। এটা যদি হয় তাহলে মেথর, ধাঙ্গর এই ধরণের নিকৃষ্ট কর্মচারীদের উপর অবিচার করা হবে। ½ কন্ট্রিবিউশান কেন সরকার থেকে দেওয়া হবে না এসম্পর্কে জালান সাহেব পরিষ্কার করে বলুন। প্রাইমারী এডুকেশন, পাবলিক হেলথ্ এর ব্যাপারে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট মিউনিসিপ্যালটিগুলির দায়িত্ব আছে বলে চাপ দিচ্ছেন। দার্জিলিংএ একটা পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে মিউনিসিপ্যাল বোর্ড গঠন সম্পর্কে। আমাদের দেশে যেসব বড় বড় রাঘববোয়াল আছে তাদের কাছ থেকে সমস্ত টাকা ধার নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে দেবেন এবং সরকার তার জন্য জামীন থাকবেন। ৬ কোয়ার্টার পার্সেণ্ট বাড়ার চেয়ে বেশী সুদে টাকা ধার নেবেন—তাহলে অবস্থাটা দাঁড়াবে কি।

মিউনিসিপ্যালিটিগুলি কোথা থেকে এই সুদ দেবে, কি করেই বা এই টাকা শোধ করবে ? এঁরা বলছেন, তোমরা মেক্সিমাম রেট ইম্‌পোজ কর। আজকে এটা জানা কথা যে, বাংলাদেশের প্রত্যেক মানুষ ওভারটেন্ড্ এমতাবস্থায় তাঁরা মিউনিসিপ্যালিটির চাপ সাধারণ মানুষের উপর কমাবার ব্যবস্থা তো করলেনই না—

শুধু তাই নয় সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের যে সমস্ত জায়গা আছে সেখানে মিউনিসিপ্যালিব এ্যাসেস করতে পারেনা সুতরাং দয়া করে যদি তাঁরা বছরে একটা লম্বা গ্রাণ্ট দেয় তাহলে মিউনিসিপ্যালিটির ভাল হয়। যেমন কাঁচড়াপাড়া, আসানসোল, নৈহাটি, ভাটপাড়া ইত্যাদি জায়গায় তাঁরা কিছু কিছু লাম্প গ্রাণ্ট পান। কিন্তু খড়গপুরের মতন জায়গায় সেখানে এই মিউনিসিপ্যালিটিকে সরকার থেকে কিছু দেওয়া হয়না। কাজেই এটা নিরসন হওয়া দরকার। অর্থাৎ আমার বক্তব্য যে হচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটির আয় বাড়ান এবং তাহার অন্যান্য প্রাপ্য টাকা দেবার ব্যবস্থা করুন। রেরিয়াল ট্যাক্স মিউনিসিপ্যালিটির পাওয়া উচিত এবং মোটর ভেইকল ট্যাক্সের একটা অংশ এদের পাওয়া উচিত। কারণ মফঃস্বল শহরের রাস্তার ধার দিয়ে মোটর যাবার সময় অনেক ড্রেন ধ্বংসে যায় এবং তার খরচ মিউনিসিপ্যালিটিকে বহন করতে হয়। অন্তর ২।৪ বছর পর যদি তাদের মোটর ভেইকল ট্যাক্সের একটা অংশ দেন তাহলে তাদের আর্থিক সুবিধা হয় এবং এগুলো তাড়াতাড়ি সারাতে পারে। তারপর এমিউজমেণ্ট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স বিভিন্ন লোকাল ট্যাক্স যা আছে তার কিছু অংশ যদি মিউনিসিপ্যালিটিকে দেন তাহলে তারা কিছু ভাল কাজ করতে পারে। গঙ্গার ধারে বারাকপুর, খড়দহ, ভাটপাড়া ইত্যাদি জায়গায় প্রতিবছর ইরোসান হচ্ছে এবং এই ইরোসানের জন্য যেসব ক্ষতি হচ্ছে সেগুলি মেরামত করার টাকা এদের নেই। তাদের টাকা সাহায্য দিয়ে যদি এগুলোকে মেরামত না করা হয় তাহলে সমূহ ক্ষতি হবে। বারাকপুরের বিভিন্ন জায়গায় রিফিউজি কনসেণ্ট্রেশান হয়েছে। এই রিফিউজি কনসেণ্ট্রেশানের জন্য তারা অত্যন্ত নীচু খারাপ জায়গায় বসবাস করছে। কিন্তু টাকার অভাবে সেসব জায়গায় ডেভেলপ করা যাচ্ছে না। সুতরাং এ বিষয় কিছু কিছু সাহায্য করা দরকার। তারপর দার্জিলিং এ জলের একান্ত অভাব। এখানে একটাও রিসারভিস নেই। সেখানে মিউনিসিপ্যালেটি ৩বছর ধরে বলছে, কিন্তু বিজারভার করতে পেরেছে না। এমন কি সহরাঞ্চলে চটকল বা অন্যান্য মিলগুলো যে রিবেট তারা দেয় সেখানে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি যদি লোনস বা এ্যাডভান্স নিয়ে কিছু করেন তাহলে তাঁর জলের ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু আপনারা তাদের টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন না। এক একটা জায়গায় যদি জুনিয়ার ওয়াটার ওয়ার্কস করেন তাহলে এই ব্যবস্থা হতে পারে। এরপর ইলেকশান সম্বন্ধে কিছু বলব। আপনারা কথায় কথায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা বলেন কিন্তু কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটিতে আজ ৫ বছর ধরে নির্বাচন হয় না—বেলঘরিয়ায় একটা ওয়ার্ডে ৬টা কমিশনারের নির্বাচন এখনও হয় নি। অর্থাৎ জালান সাহেব এবং তার ডিপার্টমেণ্ট সব বিষয়ে শিব হয়ে বসে আছেন এবং কোন দিকে নজর দিচ্ছেন না। আমি শেষে আর একটা কথা বলব যে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড রাখার কোন দরকার নেই। এরা ডগ ইন দি মেনগার পলিসির মতন ব্যবহার করছে—অর্থাৎ এরা রাস্তাঘাট, টিউবওয়েল ইত্যাদি কিছুই মেরামত করে না।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সবাই যা বললেন আমাকে প্রায় সেই একই কথা উচ্চারণ করতে হবে। আমরা এখানে এক লাইনে সবাই বক্তৃতা করে যাব এবং মন্ত্রীমহাশয় পিকিউলিয়ার লাইনে তার জবাব দেবেন। জালান সাহেব দীর্ঘদিন যাবৎ এখানে আইডিয়াল বাজেট তৈরী করছেন। সেজন্য তাঁকে বলব যে বাংলাদেশে যে কোন একটা মিউনিসি-প্যালিটিকে তিনি বেছে নিয়ে একটা বাজেট তৈরী করুন এবং বলুন যে মিউনিসিপ্যালিটিকে জল দিতে হবে, মিউনিসিপ্যালিটিকে কনজারভেন্সির ব্যবস্থা করতে হবে এডুকেশানের ব্যবস্থা করতে হবে অর্থাৎ যা কিছু নাগরিক জীবনের দায়িত্ব আছে তা সব মিউনিসিপ্যালিটিকে করতে হবে—এ ট্যাক্সের ব্যবস্থা করতে হবে। এই একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যেকটা সদস্য বলে আসছেন, কিন্তু সরকারের তরফ থেকে তার কোন জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি বলুন যে কি পদ্ধতিতে কাজ করলে এইসব কাজ হতে পারে। এ্যাসেসমেণ্ট অফ ট্যাক্স সম্পর্কে আমি পরে বলব। গ্রাণ্টের বেলায় আপনাদের কার্পণ্য করলে হবেনা, গ্রাণ্ট ঢালাও ভাবে দিন। আমার কাছে একটা বাজেট আছে—সাউথ সুবারবন মিউনিসিপ্যালিটির এষ্টিমেটেড বাজেট এতে কয়েকটা পিকিউলিয়ার ঘটনা আছে। ১১ লক্ষ টাকার মতন একটা ইনফ্লেটেড বাজেট।

[6-30—6-40 p.m.]

শুধু ৬/৬॥ লক্ষের উপর অংশ বেরিয়ে যাচ্ছে। তারপর অন্যান্য এস্ট্যাব্লিসমেণ্ট খরচ ধরলে আর কিছু থাকছে না! ধরুন যে মিউনিসিপ্যালিটিতে ৮০ পার্সেণ্ট ট্যাক্স আদায় হয় সেই মিউনিসিপ্যালিটির বাজেট দেখেছি—আমি চ্যালেঞ্জ করছি নাগরিক জীবনের দায়িত্ব পালনের জন্য আপনারা সেইসবগুলি করেননি, যা দেওয়া হয়েছে তাতে সেগুলি কি করে করবেন। আর একটা কথা এখানে বার বার করে বলা হয়েছে কিন্তু আপনারা কাণে নিচ্ছেন না। প্রাইমারী এডুকেশান করেননি অথচ কয়েক লক্ষ টাকা মিউনিসিপ্যালিটি গুলি এইজন্য ব্যয় করেন। তারপর আমরা দেখছি ৭৫ হাজার টাকা সাউথ সুবারবন মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রাইমারী এডুকেশানের জন্য ব্যয় হবে বলে রাখা হয়েছে। আপনারা ৬ হাজার ৪ শত টাকা দিচ্ছেন যখন ১২ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে আর এখন ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় করা হচ্ছে আপনারা সেই ৬ হাজার টাকায় বেঁধে দিয়েছেন। এ কথা কতদিন যাবৎ আপনাদের কাছে বলব? হয় এটা নিয়ে নিন না হয় বলুন আমরা প্রাইমারী এডুকেশান ব্যাপারে কিছু করতে পারবনা কেননা এটা করা কোন মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষে সম্ভব নয়। আমি যে মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে বলছি তার কতকগুলি গুরুতর সমস্যার কথা আপনাদের কাছে বারবার বলেছি, কিন্তু আপনারা গ্রাণ্ট মারফৎ সেগুলির কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত করলেননা। আপনার কাছে নিশ্চয়ই আমরা দাবী করব, আপনি এড়িয়ে না গিয়ে এই প্রশ্নের সোজাসুজি জবাব দেবার চেষ্টা করবেন। হাসপাতালগুলিকে বেশী করে গ্রাণ্ট দিয়ে ভালভাবে করতে হবে। তারপর ডিয়ারনেস সম্বন্ধে জালান সাহেব বলেছেন যে আমরা একটা বিপুল অংশ দিচ্ছি বাকীটা মিউনিসিপ্যালিটিকে বিয়ার করতে হবে। আমি বলছি মিউনিসিপ্যালিটিকে যদি বাস্তবিক সাহায্য করতে চান তাহলে ডিয়ারনেসের সমগ্র অংশটা আপনারা দিন কিন্তু আপনারা যেটুকু মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্টে বেড়েছে তার ১।০ অংশ দিচ্ছেন কিন্তু মূলতঃ মিউনিসিপ্যালিটির ঘাড়ে তার যে দায়িত্ব সেই

দায়িত্ব বেড়ে গেছে। আপনারা পরিষ্কার করে বলুন টোটাল ডিয়ারনেস এ্যালাউন্সের কত অংশ দিচ্ছেন? বহু মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে বলা হয়েছে, আপনাদের যে কনফারেন্স হয়েছিল তাতে রাখা হয়েছে যাতে এর প্রতিকার হয়। আপনারা এর যদি কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা না করেন তাহলে কোন মিউনিসিপ্যালিটি এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। সুতরাং আমি মনে করি সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে আপনারা এন্‌টায়ার ডিয়ারনেসের ভার নেন। তারপর প্রাইমারী এডুকেশানের দায়িত্ব থেকে যতদিন পর্য্যন্ত না নতুন আইন হয় ততদিন পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটিগুলি যাতে একটু রিলিফ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করুন। আপনারা গ্রাণ্ট দিতে পারেন কিন্তু এতে কারো উপকার করতে পারবেন না।

Shri Dhirendra Nath Dhar :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কয়েক বৎসর পর আলোচনা করতে উঠে আমি একথাই বলব যে বাংলাদেশের মিউনিসিপ্যালিটিগুলি অর্থাৎ যাদের সংখ্যা হচ্ছে ৮৬টি তাদের যে মিনিমাম অ্যামিনিটিস তা দেওয়া হয়না। আমি বুঝতে পারিনা যে কি অপরাধে তাঁদের এসব দেওয়া হচ্ছে না। কোলকাতা শহরের লোকের চেয়ে বেশী পরিমাণে ট্যাক্স দেওয়া সত্বেও কেন যে তাঁরা সাহায্য পাচ্ছেন না এবং কেনই বা দিনের পর দিন এই অবস্থা চলছে সেটা বুঝে ওঠা দুস্কর। গত বছর ৫।৬ই জুন ডাঃ রায় দার্জিলিং এ একটা কনফারেন্স ডেকে ছিলেন সেখানে মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছিল এবং তিনি নিজে স্বীকার করেছিলেন যে প্রত্যেকটী মিউনিসিপ্যালিটীর যে সব সমস্যা আছে তা আর একদিনও চেপে রাখা যায় না। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে টাকা খরচ করা হয়েছে তার বেশীর ভাগই খরচ হয়েছে ঐ গ্রামের দিকে—শহর বা মিউনিসিপ্যালিটীর দিকে হয়নি। কাজেই তিনি বলেছিলেন যে অনতিবিলম্বেই এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও নানা পন্থার কথা উল্লেখ করেছেন, অবশ্য তার সঙ্গে যদিও আমরা একমত নই তাহলেও তিনি স্বীকার করেছেন যে আর দেরী না করে অন্তত জল এবং ড্রেনেজের ব্যবস্থা করতেই হবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে সেই জুন মাসের পর এতদিন চলে গেল কিন্তু আজ পর্য্যন্তও সরকারের তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা করা হোলনা, মাঝে একটা বন্যার পর ডবলু. এইচ. ও. এর অ্যাডভাইসার এখানে এসে অনেক আলোচনা করলেন, প্রেস কনফারেন্স করলেন এবং তারপর প্রস্তাব হোল যে ৩৩টী মিউনিসিপ্যালিটী নিয়ে তাঁরা একটা বিরাট পরিকল্পনা করছেন এবং যেটা আমরাও সমর্থন করেছিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে আজ পর্য্যন্তও তার কিছু হোলনা এবং বাংলাদেশের মিউনিসিপ্যালিটিগুলো এত দুর্ভোগ ভোগ করা সত্বেও গভর্ণমেণ্ট নির্বিকার। এতবড় একটা বিরাট এরিয়া অর্থাৎ যার পরিমাণ প্রায় ৩৬০ বর্গমাইল এবং যেখানে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক বাস করে সেখানে ৩।৪টি জায়গা ছাড়া আর কোথাও সিওয়েজ এর ব্যবস্থা নেই। রাস্তার হিসেব ধরলে দেখা যাবে যে ৩০৭২ মাইলের মধ্যে মাত্র ২ শত মাইল পাকা রাস্তা আছে এবং ৭২৪২ মাইলের মধ্যে মাত্র ৮ শত মাইলে ড্রেনেজের ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া যে ৩টী জায়গায় সিওয়েজ কমপ্লিট করা হয়েছে তারও বেশীর ভাগ জায়গায় কনজারভেন্সী নেই। পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই এবং পিউরিফাইড ওয়াটার সম্বন্ধে আজ সারা পৃথিবীতে আলোচনা হচ্ছে যে কি ব্যবস্থা করলে পর দেশের প্রত্যেকটি অংশে ড্রিংকিং ওয়াটার দেয়ার ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু এঁরা সে বিষয়ে মিউনিসিপ্যালিটিকে কোন গ্যারাণ্টি দিতে পারছেনা। যা

হোক, এই ইলেকট্রিক লাইট, পিউরিফাইড ওয়াটার প্রভৃতি নিয়ে এখানে অনেক কথাই হয়েছে কাজেই এ বিষয়ে বেশী না বলে আমি শুধু বলব যে এর দায়িত্ব সরকারের নেওয়া উচিত এবং অনতিবিলম্বে মিউনিসিপ্যালিটীর সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবেন বলে দার্জিলিং এর কনফারেন্সে যে গ্যারান্টি দিয়েছিলেন অথচ যেটা আজ পর্য্যন্তও পুর্ণ হোলনা সেই গ্যারান্টি পালন করা হোক। আমি নভেম্বর মাসের কোলকাতা গেজেটে দেখলাম যে তাঁরা একটা ডেভেলপমেণ্ট বোর্ড তৈরী করেছে। তারপর কয়েক মাস কেটে গেল কিন্তু কিছুই করা হোলনা দেখে বাংলাদেশের পৌরসভাগুলি জানতে চায় যে তাঁরা কবে এসব করবেন। তারপর মিনিমাম ওয়েজেসের ব্যাপারে অনেক জল ঘোলা ও কাণ্ডকারখানার পর ঠিক হয়েছে যে এই মিনিমাম ওয়েজেসের দায়িত্ব সরকার নেবেন। কিন্তু ঐ ⅔ এবং ⅓ অংশ কখন পেমেণ্ট করা হবে এবং কে পেমেণ্ট করবে তা নিয়ে অনেক গণ্ডগোল চলছে এবং সেখানে শুধু মিউনিসিপ্যালিটীর সঙ্গে স্বায়ত্তশাসন বিভাগেরই গণ্ডগোল নয়—লেবার ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গেও এল. এস. জি, এর গণ্ডগোল চলছে। এবং জালান সাহেব বলেছেন যে নানারকম মিসআণ্ডারষ্ট্যাডিং এর জন্যই এই অসুবিধাগুলি হচ্ছে। মিউনিসিপ্যালিটীর বিরুদ্ধে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন যে নোটিশ দিয়েছে তার জন্য মিউনিসিপ্যালিটী দায়ী নয়। জালান সাহেবকে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে এবং তিনি বলেওছিলেন যে করবেন কিন্তু এখন পর্য্যন্তও কিছু করেননি। অবশ্য জানিনা এ ব্যাপারে তার কোন হাত আছে কিনা। তারপর বস্তির অ্যাসেসমেণ্ট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলব যে কোলকাতা শহরের বস্তির অ্যাসেসমেণ্ট সম্পর্কে গতবারের আলোচনার সময় যা বলা হয়েছিল তা সকলেরই বোঝা দরকার এবং সেটা হোল যে বস্তীতে যারা কুড়েঘরে বাস করে তাঁদের ২৩% ট্যাক্স দিতে হয়। এ বিষয়ে নরেনবাবু বলেছেন যে কখনও কখনও হয়ত আরও বেশী ট্যাক্স দিতে হবে। কিন্তু যারা পাকা বাড়ীতে বাস করে তাদের ১৫% ট্যাক্স দিতে হয় অথচ যারা কুড়ে ঘরে আছে তাঁদের সেখানে যে কেন ২৩% ট্যাক্স দিতে হয় তার কোন যুক্তি আমি খুঁজে পাচ্ছিনা বা জালান সাহেবও এ ব্যাপারে কিছু করছেননা। কাগজে কলমে ইনভেষ্টিগেশন হচ্ছে, রিপোর্ট হচ্ছে কিন্তু তাঁদের সত্যি কারের যে ডিফিকাল্টিগুলো রয়েছে সে সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা নেই।

যেভাবে রেকর্ড করা হয় তাতে প্রত্যেকটী বস্তি হাটকে সেপারেটলি এ্যলট করে এ্যাসেস করার কোন ডিফিকাল্টি নাই এবং লোকসানও তাতে নাই। কালেকসানও তাহলে ভাল হতে পারে।

[6-40—6-50 p.m.]

একজন সভ্য এখানে একটা কথা বলেছেন, আমি সেটা উল্লেখ করতে চাই, তিনি বলেছেন আমাদের পৌরসভাগুলিতে, মিউনিসিপ্যালিটীগুলিতে কালেকসান অত্যন্ত পুওর, তিনি বোধ হয় জানেন না যে প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটীতেই কালেকসান প্রায় ৯০% এমন কি তার চেয়ে বেশী। এ বিষয়ে আমার কথা স্বীকার করতে হবেনা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী জালান সাহেবেরও কালেকসান এর দিক থেকে কোন অভিযোগ নাই। প্রত্যেকটী মিউনিসিপ্যালিটী চেষ্টা করছে তার রেটপেয়ার্সদের সাহায্য করার জন্য কিন্তু কোনভাবে সাহায্য করতে পারেনা, তারা মেণ্টেনেন্সএরই কাজ করতে পারেনা, ডেভেলপমেণ্ট এর কাজ কি করে করবে ?

তারপর বস্তিতে ৩ ইঞ্চি টীউবওয়েল সম্পর্কে। সরকার ৩ বছর আগে বলেছেন যে সরকারী টাকা খরচ করে অন্ততঃপক্ষে ৩০০টী টিউবওয়েল করে দেবেন আজ পর্য্যন্ত তার

কোন কিছু হলনা। অনেক করেসপণ্ডেন্স হয়েছে এ জিনিস নিয়ে, এষ্টিমেট নিয়ে প্লান নিয়ে এসব কিছু নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে কর্পোরেশন ফাইল দৌড়াদৌড়ি করছে আর এদিকে জলের অভাবে বস্তিবাসীদের কষ্ট ক্রমেই বাড়ছে।

স্যার, আমার শেষ কথা—এই একটা পয়েণ্ট বলেই শেষ করছি। সেটা হচ্ছে ইলেকটোরাল রোল সম্পর্কে। অনেক গণ্ডগোল হচ্ছে, আইনের কথা বাদই কিন্তু আমি বলি ইলেকটোরাল রোল যদি এভাবে করা যায় আমি সাজেসশান দিচ্ছি তাহলে সেটা বিনা খরচে হতে পারে শুধু ছাপ খরচ হলেই হতে পারে। সেটা হল একশিসটিং ইলেকটোরাল রোল যা নাকি এ্যাসেম্বলী ইলেকশানএ ব্যবহার করা হয়, সেটাই যদি ব্যবহার করা হয়। নরেনবাবু অনেকখানি বলে গিয়েছেন কিন্তু আর একটু বলতে গেলেই এডাল্ট ফ্রানচাইজ এর কথায় আসতে হয়, মিউনিসিপ্যালিটির ফিনান্স এর দিক থেকে দেখতে হয়। কাজের সুবিধার দিক থেকে দেখতে হয়, এসব দেখে এডাল্ট ফ্রানচাইজ গ্রহণ করা উচিত।

Shri Ganesh Ghosh:

মিঃ স্পীকার স্যার, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টএ বস্তি সংক্রান্ত যে ধারাগুলি আছে সে ধারাগুলি বিলে অবিলম্বে সংশোধন করা দরকার, এইটাই আমি দাবী করছি। এবং এই পয়েণ্টে বলবার জন্যই আমি দাঁড়িয়েছি। কলকাতা বস্তির এসেসমেণ্ট সম্বন্ধে নরেনবাবু যা বলেছেন আমি তার পুনাবাবৃত্তি করে বলছি যে বস্তিবা অধিবাসীরা গরীব মানুষ তারা বেশী ভাড়া দিতে পারেনা তাই বস্তিতে বাস করে অথচ বস্তির যে ট্যাক্স এ্যাসেস করা হয় তাতে প্রতিটি হাট এর ইনকাম না ধরে হোল বস্তির জন্য একটা কনসলিডেটেড ভেলুয়েশন ধরে ট্যাক্স এ্যাসেস করা হয় ফলে ট্যাক্স এর পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩½% অথচ পাকা দালানের অনেক কম ১৭।১৮।১৮½ পার্সেণ্ট মাত্র। এ সম্বন্ধে দু-বছর আগে কর্পোরেশন এর প্রস্তাব রয়েছে। আমিও মনে করি গরীব মানুষেরা রিলিফ পেতে পারে যদি এ আইন বদল করে ট্যাক্স এ্যাসেসমেণ্ট আলাদা হয়, তাহলে প্রতিটি হাট ওনার কিছুটা রিলিফ পায়, রেট অব ট্যাক্সও কমে যায়, এটা করারও অসুবিধা নাই, যদি অসুবিধা হয় তাহলে কর্পোরেশন এর তার কিছুটা ইনকাম কমে যায় সেটা কমে যাবার জন্য গভর্ণমেণ্ট থেকে সাবসিডি দিতে সেটা ক্ষতিপূরণ করে দেওয়া যেতে পারে—সে সম্পর্কে আমি এখানে বেশী কিছু উল্লেখ করতে চাইনা।

নর্থ ক্যালকাটায় রাজা মনীন্দ্র রোডের প্রজা সঙ্ঘের জয়েণ্ট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বি, কে, মিত্র একখানা চিঠি লিখেছিলেন লোকাল সেল্‌ফ গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে। তার যে জবাব মন্ত্রীমহাশয় দিয়েছেন, সে জবাবটা বুদ্ধিমানের মত জবাব হয়নি। তিনি এই ভাবে জবাব দিয়েছেন

'I am directed to say that the assessment is made on the basis of rent realised by owners of structures and the tax for each bustee as a whole is realised from the owner of the land. From the administrative point of view, assessment of each hut separately and realisation of rates from individual hut-owners would offer considerable practical difficulties.'

কোন ডিফিকালটিজ নেই। পাকা দালানের এ্যাসেসমেণ্ট এবং হাটস এর এ্যাসেসমেণ্ট যদি সেপারেটলি রিয়ালাইজ করা যায় তাহলে সারা বস্তির রিয়ালিজেশন অব ট্যাক্স এর কোন

অসুবিধা হবেনা। ইলেকট্রিক লাইট যুক্ত ঘরের রেণ্ট যদি আলাদাভাবে নেওয়া যায়, তাহলে নিশ্চয়ই সেখানে কর্পোরেশন আলাদাভাবে কর আদায় করতে পারে এবং বিশেষকরে ক্যালকাটা কর্পোরেশন এর রিয়ালিজেশনএ যখন দেখছি তাদের অসুবিধা নেই। সুতরাং তাদের যদি অসুবিধা না হয়, তাহলে লোক্যাল সেলফ গভর্ণমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট কি করে বলেন

"would offer considerable practical difficulties"

এটা আমি বুঝতে পারছিনা, জালান সাহেব পারেনত আমাকে বুঝিয়ে দেবেন। তারপর তিনি আরও বলেছেন

'Even if a way is found for lowering the rate of tax for a bustee, it is unlikely that the occupiers of huts would get any appreciable benefit by way of reduction of rent.'

যদি রেট অব ট্যাক্স কমে যায় এবং আলাদাভাবে বাড়ী ও আলাদাভাবে হাটের উপর যদি এ্যাসেসমেণ্ট হয়ে ট্যাক্স ফিক্স আপ হয়, তাহলে রেট অব রেণ্ট কখনও রিডিউস বা কম হবে না। বিশেষকরে কর্পোরেশন থেকে একটা প্রস্তাব পাশ করেছে যে তাদের কোন অসুবিধা হবে না। কর্পোরেশনের যদি অসুবিধা না হয় তাহলে লোকাল সেল্ফ গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী কেন মনে করছেন না, যে তাতে কোন অসুবিধা হবেনা? তিনি আরও বলেছেন

'As the rate of rent of huts is much lower than that of a pucca building, the actual incidence of tax on the owners of land and the owners of structures in a bustee cannot be regarded as unreasonably high.'

এটা একজন গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর মত জবাব হয়নি। সাধারণত আমরা দেখছি বস্তির মধ্যে পাকা বড় বাড়ীর পরিমাণ কম হয় এবং ছোট কাঁচা বাড়ীর পরিমাণ বেশী হয়। কিন্তু যে রেট ফিক্স আপ করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে বস্তির হাট ওনারসদের ২৩॥ পার্সেণ্ট করে দিতে হচ্ছে আর পাকা দালানওয়ালা বাড়ীর ওনারসদের ১৮ পার্সেণ্ট করে দিতে হচ্ছে। সুতরাং এখানে রেটটা রিভিসন হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। সুতরাং আমি মনে করি উঁর এই পয়েণ্টে জবাবটা একেবারে নির্ব্বোধের মত হয়েছে। আমি এ সম্পর্কে জালান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলাম তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, এ বিষয় বিবেচনা করছেন। আমি তাঁকে অনুরোধ করবো এটা একটু তাড়াতাড়ি করে ফেলুন। বর্ত্তমানে ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট যেভাবে জমি বিক্রয় করছে, তাতে মধ্যবিত্তদের পক্ষে জমি কেনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে তাঁদের কাছে অভিযোগ করা হয়, তাঁরা বলেছিলেন ভবিষ্যতে দেখবেন যাতে মধ্যবিত্তরা জমি পায়, তার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমরা সেদিক দিয়ে কোন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। বেলেঘাটায় ৬ হাজার টাকা এক কাঠা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের জমি অকসানএ ১৪ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। তাহলে মধ্যবিত্তরা জমি কিনবে কি করে? শেষকালে মধ্যবিত্তদের কলকাতা ছেড়ে, বাইরে চলে যেতে হবে। গভর্ণমেণ্টের উচিত ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টকে নির্দ্দেশ দেওয়া যে মধ্যবিত্তরা যাতে জমি কিনতে পারে সেই রকমভাবে জমির দাম ফিক্স করুন এবং জমি অকসানএ যেন না দেওয়া হয়। অবশ্য অকসানএ জমি বিক্রয় করলে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট টাকা বেশী

পাবেন, কিন্তু মধ্যবিত্ত জমি পাবেন না। সুতরাং এ বিষয় যদি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেন এবং ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা ব্যবস্থা করেন তাহলে আমি খুব আনন্দিত হবো। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Shri Bankim Mukherji :

সভাপতি মহাশয়, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট যেভাবে, যে নীতিতে জমি বিক্রয় করছেন তাতে করে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজকে কলকাতা ছাড়া করবার নীতি তাঁরা অনুসরণ করে চলেছেন। গত বছর আমি যখন এ বিষয়ের প্রতি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, তখন মন্ত্রী মহাশয় এই বলে আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এবার থেকে আমরা এসম্পর্কে কিছু কিছু ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করবো, বিশেষ করে যাতে মধ্যবিত্তরা জমি পায় তার ব্যবস্থা করবো। কিন্তু এই মাত্র শুনলেন গণেশ ঘোষ মহাশয় বললেন—বেলেঘাটা স্কীমে যেসব জমি বিক্রয় হচ্ছে তার দাম প্রায় ১৪।১৫ হাজার টাকা প্রতি কাঠা। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট যেটা হচ্ছে আধা সরকারী সংস্থা, তাকে ল্যাণ্ড স্পেকুলেশন করবার অধিকার কেন দিচ্ছেন। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি তাঁদের জমি-টমি ঠিক করতে এত খরচ আসে কোথা থেকে ? তাঁরা জমি তৈরী করেন তারপর সেই জমির একটা রিজার্ভ প্রাইস থাকে, একটা হিসেব করে তার দর, প্রাইস ঠিক করা হয়, তার উপরে দেওয়া হয় নীলাম করতে। তার মানে হচ্ছে ল্যাণ্ড স্পেকুলেশন, তাহলে গভর্ণমেণ্ট রেণ্ট কণ্ট্রোল করেন কি করে ?

[6-50—7 p.m.]

সেখানেও বাড়ীওয়ালা হায়েষ্ট বিডারকে টেনেণ্ট দিতে পারেন। রেণ্ট কণ্ট্রোল যে নীতিতে করা হয়, তাতে ভাড়াটের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে ভাড়া বাড়ীতে বাস করা, যেভাবে ভাড়া বেড়ে চলেছে। কণ্ট্রোল করতে হয় ফুড্ সম্বন্ধে—পারুন আর না পারুন, মাঝে মাঝে চেষ্টা করতে হয়। না পারলে ডেলি রেশান দিতে হয়। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট একটা মস্ত বড় ব্যাপার। সেখানে দরকার শতকরা ৮০ জন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর জন্য রিজার্ভ করা। আমি জানি রিজার্ভ করা ব্যাপারে সরকারী ও আধা সরকারী দপ্তরে অনেক প্রকার ঘুষ-ঘাস—নানা রকম নেপোটিজম্ চলবে। সেখানে যদি রোধ করবার ব্যবস্থা হয়, দেখা হয়, তাহলে উপায় আছে, সেখানে আমাদের সহযোগিতা নিতে পারেন—কি করে জমি দিতে পারেন।

গত বছর আচার্য্য সত্যেন বোসকে বিজ্ঞান মন্দিরের জন্য জমি দেওয়ার কথা। আজও তিনি জমি পান নাই। তিনি ঈশ্বর মিল লেন অঞ্চলে থাকেন। সেই অঞ্চলে গার্লস স্কুল এর জমি দেওয়া হয়েছে, বয় স্কাউটএর জন্য তিন চার কাঠা জমি দেওয়া হয়েছে। ভাল কথা—ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টএর জমি দেওয়া ঠিক হয়েছে। কিন্তু আচার্য্য বোসকে কেন জমি দেওয়া হয় নাই ? আজকে বলবো—যে কথা মন্ত্রী মহাশয় বলছেন—আমাদের এত খরচ হয়, তা তুলতে হবে। খরচ হয় কি করে জানেন ? অযথা দাম দিয়ে স্কীম ৪৪এ এবং হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ—আরও অন্যান্য লোক মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ল্যাণ্ড রিকুইজিশান থেকে খাটাল, বস্তী প্রভৃতি ছিল—১ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা দাম দেওয়া হয়েছে, নীলাম করবার জন্য তার দাম ১০।১৫ হাজার টাকার বেশী হয় নাই। কি হিসেবে হয় ? ওঁরা বলবেন ল্যাণ্ড রেভিনিউ, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের একটা ঘরে অফিস, সেখান থেকে ইভেলুয়েশন করা হয়।

ল্যাণ্ড এক্যুইজিশান কালেক্টর করেন, পার্টি করেন যদি জিনিষ ঠিক হয়। কেন এইরকম দাম হয়। ট্রাকচারের দাম হয়েছিল, যেখানে বে-আইনী ট্রাকচার করেছিলেন, তার জন্য দাম হয়, জমির জন্য দাম হয়, আর দুধের ব্যবসা উঠে যাচ্ছে, কর্পোরেশন স্যাংশানএর জন্য দাম হয়, গুড উইলএর জন্য দাম হয়—ব্যবসা করবে। এই ট্রাকচার উঠে যাবার পর সেখানে গরু রাখছে, নোংরা করছে। বার বার এবিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্বেও তা রয়েছে। এ জিনিষ কি করে হয়? আপনাদের দপ্তরের কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে,—জানিনা বস্তীর মালিকের প্রভাব আছে কি না, সেখানে কিনবার জন্য উচু দাম হয়। নিজেদের সগোষ্ঠীর দ্বারা খরচের দোহাই দিয়ে দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়। রিজার্ভড প্রাইসএ খুব উচু হলে চার পাঁচ হাজার কাঠা হয় তার উপর যদি নীলামে চড়িয়ে দেন তাহলে কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট কিসের জন্য? কলকাতা বাঙ্গালীর শহর, বাঙ্গালীর জন্য সুন্দর শহর ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। সেই সুন্দর শহর থেকে যদি বাঙ্গালী নির্বাসিত হয়, তাহলে আমাদের এই সুন্দর শহর কলকাতার লাভ কি? সেই দিকে কলকাতা চলেছে। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর পক্ষে সম্ভব নয়—আর এই কলকাতাতে জমি কিনতে পারেন। সৎ ব্যবসায়ীদের পক্ষেও সম্ভব নয়। একমাত্র তাঁরাই পারেন—১৫ হাজার টাকা কাঠা কিনতে, তাঁদের পক্ষেই কেনা সম্ভব, যাঁরা কালো বাজারে প্রচুর টাকা মুনাফা করেন, ট্যাক্স ফাঁকি দেন, তাঁদের পক্ষেই একমাত্র সম্ভব হতে পারে ১৪।১৫ হাজার টাকা কাঠা—কেনা। তার জন্যই বলছি—সরকার থেকে নির্দেশ দেওয়া হোক, রিজার্ভ করে রাখা হোক—শতকরা ৮০ ভাগ জমি, যাতে করে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সেটা পায়। তার জন্য প্রয়োজনীয় আইনকানুন করুন। এইরকম ভাবে প্রিসার্ভ না করতে পারলে এই শহরের প্রয়োজন নাই। এই শহর যদি আমাদের হাত থেকে চলে গেল, অন্য লোকে বাস করতে লাগলো, তাহলে পর এই শহরের ইমপ্রুভমেণ্ট হোক বা না হোক্ তাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না। এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশাকরি সরকার এবিষয়ে যথাযথ মনোযোগ দেবেন। আমরা বারবার এ কথা তুলেছি। প্রতি বছর বাজেট আলোচনা প্রসঙ্গে এবিষয়টা বলা সত্বেও, আমার মনে হয়—সরকার এ সম্বন্ধে কোন দৃষ্টি দিচ্ছেন না, তাঁদের কোন চিন্তাই নাই। আমার ধারণা—যতক্ষণ না কোন বিক্ষোভ হয়, ততক্ষণ সরকারের চৈতন্য হয় না।

The Hon'ble Iswar Das Jalan: Sir, I have got very little time at my disposal. I am sorry I will not be able to deal fully with the matters which have been referred to by the honourable members of this House. I will only touch the salient points and give my views thereon. The question of municipalities is really a serious one Costs have increased enormously. The income has not increased in that proportion. That is the main reason why the municipalities have come to grief. There is one more additional reason that, so far as urban areas are concerned, the general policy has been to prefer inprovement of the rural areas first rather than the urban areas. The First Five-Year Plan and the Second Five-Year Plan they have been bestowed more attention to the money being spent in rural areas rather than in urban areas, and rightly so, because we have got a vast rural population whose needs have got to be looked into first and that has to be given priority. The difficulty is this that we want road and in order to repair one mile of road and thorougly repair in the black tops it costs 60 to 70 thousand rupees per mile. Our

resources are limited. The State spent about twenty crores of rupees during the five-years plan on roads Naturally, the major portion—about 17 or 18 crores had to be spent in rural areas and only a crore of rupees was allotted for the improvement of the urban roads. The Government decided for the first time in the Second Five-year plan that, so far as the roads are concerned, the Government will bear two-third and one-third will have to be borne by the municipality. I must confess that the amount which is allotted is not sufficient and there are also other practical difficulties in actually implementing it. Sometimes the one-third money is not deposited in time by the municipality. Sometimes other difficulties arise.

Similarly, with regard to water supply. Naturally, water supply in urban are is a great necessity but the allotment is made by the Central Government. Under the National Water Supply Extension Scheme one cannot make any allotment in the whole of the Second Five-year Plan The total allotment for urban water supply was about two crores of rupees which is not sufficient. Our estimate is that it will require about fifteen crores of rupees to be spent before we can give only the water supply in the urban areas. The Third Fiye-Year Plan is also in the offing. I do not know how much money will the Centre be in a position to allot. Moreover, you see there is also one limitation. All the departments want money to be allotted to the respective department and naturally there is a share only which is available for a particular purpose. So far as water supply is concerned, it is a matter which is dealt with by the Health Department—not by my department. Six crores were wanted for water supply. As a matter of fact, when the Second Five-Year Plan was being considered, our total demand was five crores of rupees but the Centre gave only two crores. Therefore, it is not a question of our demand. It is a question of the Centre's allotting that amount to us.

So far as sewerage and drainage is concerned the Centre's policy is that the Government will glve a loan only for sewerage not for drainage. Now the amount which is required for seweage is about forty crores of rupees and not less than that. That amount is not available.

[7—7-10 p.m.]

We are therefore concentrating upon the question of water-supply first before we take up the drainage question, because water-supply is more urgently neces sary than drainage. These are some of the difficulties with which we are faced We have not got unlimited resources at our disposal though I agree with the members of the Opposition that more money should be allotted for the supply of at least drinking water to the urban areas and for the improvement of roads which are in great need at present. The roads have not been repaired and it is beyond the capacity of the municipality to repair the roads.

So far as the general finance of the municipality is concerned, the difficulty is partially due to the municipal administration itself and partly due to the paucity of funds. I do not for one moment say that if you collect 100 per cent of your tax you will be able to meet the requirements of the urban area. I do not say that, but whatever the amount of tax is there you have got to realise it,

You cannot say 'I cannot realise the money, but still I must get the money'. That is not possible. There are difficulties of assessment, etc., no doubt and there are other administrative difficulties about our municipal bodies which I need not dilate at length at present. Therefore, we have to improve the administration of the municipalities to get the maximum results, and at the same time we have got to strive our best to more funds for those amenities like water-supply, drainage, roads, etc. We are trying our best to get as much money as possible. My friends want that there should be no taxation, but money should come from above. That is a very difficult proposition unless we are going on begging from the whole world. The question is the same whether for those local amenities the whole of West Bengal should contribute or whether the municipalities should also contribute a portion. Take for instance, the Minimum Wages Act. In the Minimum Wages Board there were five representatives of the municipalities and five representatives of labour. They came to an agreed conclusion that this should be the minimum wage. When they calculated the figures it was found that the amount will be about Rs. 50 lakhs per year. It was beyond the capacity of the Municipalities to pay. But they agreed to it and after the agreement it was impossible for the Government to interfere. Government had to accept the position. When it was found that the municipalities which had committed to this amount were not in a position to pay, it was decided that the Municipalities should pay at least one-third, so that they may realise before committing to anything that they are not committing on behalf of the State but on behalf of themselves. Therefore, the question is what should be the judicial distribution between the municipality and the state meaning thereby which portion of the tax will be borne by the local people and which portion will be borne by the whole of the people of West Bengal, because every money that belongs to the Government belongs to the whole people of West Bengal. That is the principle which is involed and as a result the Government has to pay about Rs.32 lakhs per year in order to meet the two-thirds of the Minimum Wages.

Another point has been made with regard to the increased establishment cost. That is perfectly true. I have seen, in the case of the Howrah Municipality, that whenever there has been more collection, it is followed by a Tribunal award.

At last during the last 10 years there have been 3 or 4 tribunal awards. It has been pointed out that these municipalities have got so much money and therefore that is to be taken away in the shape of establishment costs. Now, there is a limit to the finances, and as a result thereof many difficulties arise. As a matter of fact the Howrah Municipality's income has increased as has been stated by my honourable friend—it has doubled practically. At the same time the establishment costs have also exceeded certain limits and that is the reason why more money is not available for giving amenities to the rate-payers. I have also seen this that whenever there is an increase in income the argument for increase of wages is put forward and naturally the increase leads to further increase in the

wages and the people do not get any amenity whatsoever. Their grievance is justified. They pay tax and get no amenity. So far as Government's policy is concerned, here is an autonomous body which has been allotted certain taxes and Government pays 2/3 as subsidy. With regard to water that they get the whole amount from the Centre as loan the State has to pay two third as subsidy. With regard to drainage 2/3 subsidy and 1/3 loan to be repaid in 30 or 25 years. Similarly with regard to roads 2/3 subsidy is given and 1/3 is to be borne by the municipality. With regard to the minimum wages we pay 2/3. and the municipality 1/3. With regard to dearness allowance etc. we had to pay to the Calcutta Corporation 90 lakhs and 32 lakhs to the other municipalities. For adhoc increase of Rs. 5/- we had to pay Rs. 7 lakhs. Therefore it cannot be said that the Government is not alive to the situation that the Government is not going to help the municipalities. We are doing it so far as our resources permit it. At the same time I hear one of my honourable friends saying that in order to keep control over these municipalities the Government is giving money. Sir, on the one hand they want more and more money and when you give them money they say that we want to control the municipalities and so we give them money. Sir, it is difficult to satisfy these people. The Local Taxation Enquiry Committee and the Taxation Enquiry Commission they recommended to give a portion of the Motor Vehicles Tax. So far as we are concerned, we can give grants. Now, Sir, the local bodies have got certain duties to perform whether we give them a portion of the tax or whether we give them grants, that is immaterial. If you want that poor municipalities should be able to get some money then we will have to see that they get the amount. They cannot raise money themselves. They cannot raise amusement tax. They cannot raise electricity tax. Threfore the Government will have to move in the matter of giving the poor municipalities money. There are so many problems that have to be tackled by the poor municipalities, namely, water works, drainage etc. These are the general questions with which the municipal administration is concerned.

We are doing what we possibly can do. I narrated that I cannot bring millenium but at the same time I wish simply to point out to my friends that we are doing whatever is possible for us to do. It is not possible for me to deal all the points but I can deal only generally with the main question.

[7-10—7-20 p.m.]

Some questions have been raised with regard to the difficulties in the implemenation of the Minimum Wages Act. As soon as the difficulties have been pointed out to us we have tried to solve these difficulties and straighten in out. As a matter of fact we sent our representatives in order to find out what the difficulties are. There was no doubt that there would be difficulties when this Minimum Wages Act was being enforced because nobody knew as to how much was to be paid and how was it to be calculated. During the last one year, I believe, 90 per cent of the difficulties have been solved and if there are 10 per cent of the difficulties to be solved that will be

solved in course of time. So far as the interpretation of the Minimum Wages Act is concerned there will be no difficulty about that.

A question has been raised by Shri Siddhartha Shankar Ray regarding the elections. It is true that it is an unfortunate thing that has happened. So far as the circular by Mr. Moorshed of 1954 was concerned, that was issued on competent legal advice and of the highest type. But you know that Judges do differ. the courts to differ. And whatever opinion you receive today, tomorrow Shri Siddhartha Ray will argue against it. We cannot control as to what Judgment should be delivered—what opinion should be expressed —the difficulty was about a joint undivided family and a joint family. In the Local Self-Government Act the expression was "joint undivided family". In the Village Local Self-Government Act the expression was "joint undivided family". In this Act the expression was 'joint family" Therefore, a question has been raised as to what is the meaning of the expression "joint family". It was interpreted that the expression "joint family" does not mean a Hindu joint undivided family. Then it was argued as to whether a joint undivided family covers only the Mitakshara families or whether it also covers the Dayabhag families because according to them a member of the Dayabhag family has no right or interest in the property itself.

Since 1954 many elections took place but this question was not raised. This question was raised now and the courts came to the conclusion that the definition or the interpretation given by the circular to "joint family" is not correct. We did not mention that Hindus and Muslims will be members of a joint family. That is not in the circular at all. On joint family the interpretation given by Mr. Moorshed is exactly the interpretation which the legal advisers have given. The interpretation does not mean that every member of the family must have an interest in the property. Under the Mitakshara law every member of the family is a co-parcener and has got an interest in the property itself. Under the Dayabhaga a member has no interest in the property so long as the father is alive. The interpretation of joint family does not mean that every member thereof should have an interest in the property itself. The females who reside in the joint family should be entitled to vote...... because the females may not have interest in the property, but still they be long to the joint family and, therefore, they are entitled to vote. That was the interpretation which was given.

As regards the elctoral rolls, it is the municipal authorities who have prepared them. I saw it in the judgment that a Hindu and a Muslim have been shown in a joint family. That was a preposterous thing. I do not know how that came about. Of course, a time may come when a Hindu and a Muslim may form a joint family, but that day has not yet come. Therefore, we are considering what should de done. If we restrict the scope of joint family, then those who are entitled to franchise will be disenfranchised. Under the Calcutta Municipal Act, only one representative of a joint family

is entiled to vote and his name must be recorded by the members of the joint family. Therefore, this interpretation was a wider interpretation. It gave the right of voting to a larger number of people. So, we are considering as to what should be done in regard to the whole matter.

Then there are certain difficulties with regard to the form. the form mentions age. Now, in 90 or 95%of the municipalities, from time immemorial, the age has been shown as above 21 years—the exact age was not mentioned. But no objection was raised. As a matter of fact, in the case of the Basirhat Municipality which was decided in 1958, no objection was raised on the score of joint family. In that case the point was raised that where age is mentioned in the form, you must mention the exact age, whereas, as a matter of fact, in all the municipalities, they have been mentioning above 21 years and not the exact age. As regards the period of residence, they used to mention above one year, meaning thereby that have fulfilled the requirement of the Act. they but now the Court says that you must mention the exact period of residence. Sir, this is the first time that these objections have been taken. Before that, the municipal authorities were preparing the electoral rolls in this fashion, but no objection was taken. Now, people have become, under section 226. very much legal-minded. So, it has become great problem as to how to run the elections. We are just considering whether the State should take up the work of preparation of electoral rolls—it means an additional cost of Rs. 2 lakhs.

(**Shri Siddhartha Shankar Ray :** No appeal has been filed by the Government. Therfore, they have accepted it.) We did not file an appeal because we thought that this is ambiguous and something has to be done. There is no use filing an appeal when you find that the Judges have taken a particular view of things which dose not seem to be absolutely wrong. They are entitled to take that view and it is proper to amend the Act and amend it correctly.

With regard to elections, I may say that we were considering the position when a crop of applications had been filed by different interested parties. I took the figures and I found that out of about 25 municipalities, in which election was due, 16 have already held the election and about 6 or 7 have received orders from the court for stopping the election. The election is pending, I think, in about 3 or 4 municipalities I can tell you the exact number tomorrow—and we are considering whether it will be advisable to stop it. That is the position.

Now With regard to elections that will take place next year, my friend drew my attention that in Bhatpara the District Magistrate has fixed a programme, but we shall postpone it. The forms will have to be changed Instead of the period of residence, we shall have to say something which is practical, otherwise you cannot mention what is the period of residence.

(**Shri Bankim Mukherjee** · You can follow the electoral rolls of the Assembly.) But that also may be challenged. If a man is anxious to challenge, the road is wide open.

As regards adult franchise, it is a question of principle. But whatever may be the franchise, if we have to prepare the electoral roll, it must be a correct electoral roll. Therefore, we are considering whether the State will take it up or not. You must remember that there are 80 or 90 municipalities and we fust firs indut what will be the total cost of preparing the electoral rolls for all these municipalities. But some thing has to be done in this respect.

[7-20—7-30 p.m.]

We have seen that partly the fault is due to mistake and partly it is due to some vested interest that these things have happened. So something has to be done.

With regard to assessment, bustee areas and other things, these are big problems. We shall consider the question of bustees and the question of changing the slabs. We will have to keep in mind as to what effect a particular proposal will have upon the finances of local bodies because they are already short of finance. Whenever a proposition comes to us we cannot ignore it. We have to keep in mind as to what will be the effect on the finances.

My friends are anxious about the bustee areas. That is a question which is linked up with the entire question of assessment. There are difficulties about assessment of each hut ; there is difficulty as to how the amount will be realised ; there is difficulty whether the hut-owners will get the benefit or the tenants will get it. It is really the hutowners who will be primarily benefited—not the tenant. How far this thing goes for the benifit of the entire people living in the bustees or how far it is benefiting the hutowners whose number is small—at a considerable cost to the Corporation of Calcutta by reducing its earning and reducing partly the additional administrative costs ? These are questions which have to be considered. The whole question of assessment is being considered.

One question was raised with regard to the assessment of pucca houses. The owners wanted that it should not be on rent basis. The rent basis is provided in the Bengal Municipal Act. It was pointed out that we should do it on cost basis. We are considering it. We had a conference with the Corporation people. They said that in actual practice they take the cost basis. If it is necessary we can amend the Act to give some relief to the people occupying particular houses. There is one thing which I can tell you : you have got the right to go to the Small Causes Court if there be any assessment which is unjustified. Therefore, so far as the law is concerned it is for us so far as the administration is concerned we have get to depend on officers. If anyone is dissatisfied the Small Causes Court is there for redress.

With regard to the Calcutta Improvement Trust the question was raised several times. So far as the Improvement Trust operations are concerned, my friends will remember that we reduced it to the extent of 15 per cent which was being paid over and above the market price. My friends opposed

the 15 per cent reduction ; this was in 1955 or 1956. I was surprised at their opposition. The difficulty is that the entire financing of Improvement Trust is like this : they purchase land at a cheaper price, develop the land and then they sell it at a higher price. Therefore, naturally you have got to do it.

With regard to the Howrah Improvement Trust, representations did come to us about this Kadamtola area. When the papers come to us we shall consider as to what can be done,

Mr. Speaker : Except cut motions Nos. 13, 14 and 18 on which division has been claimed and except those that have been declared to be out of order, I put all the other cut motions.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Roy that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" be redueed by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Panchu Gopal Bhaduri that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100, was then put and lost,

The motion of Shri Narayan Chobey that the deamand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39. Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Mallik Chowdhury that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57—Miscel aneous—Contributions" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar: That the demnnd of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57-Miscelaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57—Miscelaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57—Miscelaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:

NOES—117

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath

Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Kanailal
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Dhirendra Narayan
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Pati, Shri Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Prodhan, Shri Trailokyanath
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu

Roy, Shri Atul Krishna
Roy The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shrl Mohammad
Zia-ul Huque, Shri Md.

AYES—64

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, DShri hirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mitra, Shri Satkari
Mondal, Shri Amarendra
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherjee, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan

Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 64 and the Noes 117, the motion was lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharjee that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57—Miscellaneous-Contribntions" be reduced by Rs. 100, was then put and division taken with the following result:

NOES—117

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhyay, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Kanai Lal
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Chowdhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra

Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Dhirendra Narayan
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Pati, Shri Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Prodhan Shri Trailokyanath
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri, Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—64

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Natendra Nath
Das. Shri Sisir Kumar

Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mitra, Shri Satkari
Mondal, Shri Amarendra
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopaphyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 64 and the Noes 117, the motion was lost.

The motion of Shri S. A. Farooquie that the demand of Rs. 1,90,64,000 for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57-Miscellaneous-Contributions" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—116

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand

Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Kanai Lal
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharni
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Gayen, Shir Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Dhirendra Narayan
Mukherjee Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Pati, Shri Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Prodhan, Shri Trailokyanath
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahish, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Lakshman Chandra

Sen, Shri, Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

AYES—63

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mitra, Shri Satkari
Mondal, Shri Amarendra
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherjee, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri, Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Prasad, Shri Rama Shankar
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar

Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 63 and the Noes 116 the motion was lost.

The Motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that a sum of Rs. 1,90,64,000 be granted for expenditure under Grant No. 39, Major Head "Miscellaneous—Contributions" was then put and agreed to.

Adjournment.

The House was then adjorned at 7-31 p. m. till 3 p. m. on Thursday, the 17th March, 1960, at the Assembly House, Calcutta.

Vol. XXV—No. 2

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-fifth Session

(February-April, 1960)

(From 7th March to 25th March, 1960)

Part 10

(17th March, 1960)

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

Price—Indian, Rs. 1· 36. nP; English, 2s.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta on Thursday, the 17th March, 1960, at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble BANKIM CHANDRA KAR) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 14 Deputy Ministers and 206 Members.

[3-0—3-10 p.m.]

DEMAND FOR GRANT NO. 17.

Major Head : 29 Police

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 8,09,87,000 be granted for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police."

Police expenditure in the budget for 1960-61 amounts to Rs. 8,09,87,000 as against Rs.8,03,60,000 in the revised estimate for 1959-60. The small increase is due to normal growth, increase in the rates of daily allowance of constables and naiks and provision for daily allowance to the staff of the police stations for halts within the thana jurisdiction.

As the size of the police budget has often been the subject of comment in this House, I may here mention only a few important factors which inter alia account for the apparently heavy expenditure on police in this State. Since the partition there has been a large influx of refugees from East Pakistan into this State which has been still continuing. This has presented an acute problem in maintaining law and order which has been accentuated by the lawless elements within the State. The existence of large industrial areasi n different parts of the State is responsible for a vast heterogenous labour population to be dealt with by the police. A larger density of population is also responsible for greater chances of friction between individuals as well as groups to be tackled by the police. Due to rapid industrialisation of some parts of our State and also due to rehabilitation of refugees, new townships have grown up and in order to keep pace with the rapid changes, increased needs and various new problem the police force had to be expanded. We had to establish a large number of Border Outposts along the entire length of the Indo-Pakistan border which is now over 1,300 miles without any natural barrier or well-demarcated boundary line. These Border Outposts had to be manned with armed forces at an increased cost. A net work of wireless communications had to be set up to link all the Border Police Stations with District and Subdivisional Headquarters and also with the

important Border Outposts. Telecommunication had also been set up in a large number of outlying Police Stations. The growth of the wireless organisation had resulted in an increase in the strength of the Police force as well. The accession of territories to West Bengal at different times also resulted in an increase in the strength of the force. Increase in pay and allowances on more than one occasion have also led to increase in expenditure.

Although the expenditure on Police has gradually increased the following figures will show that the proportionate increase during a period of five years over the expenditure in 1954-55 has generally been far less than the increase in expenditure on typical major welfare departments of this Government like Education Medical and Public Health. Police budget in 1954-55 was Rs. 5 crore 96 lakh. Gradually it came up to Rs. 8 crore 4 lakh in the revised estimate of 1959-60, and the present budget estimate is about Rs. 8 crore 10 lakh. Education dudget in 1954-55 was Rs. 6 crore and 27 lakh. Gradually it has come up to Rs. 13 crore 76 lakh. The Medical and Public Health budget in 1954-55 was Rs. 4 crore and 87 lakh. Gradually it has come up to Rs. 10 crore 37 lakh. The percentage of increase in 1960-61 over 1954-55 is, Police 36 per cent,Education 119 per cent, Medical and Public Health 113 per cent, Agriculture and Fisheries 57 per cent, Industries and Cottage Industries 207 per cent. It will also be seen from the following figures that the percentage of expenditure under 29-Police to the total revenue expenditure since 1954-55 has shown a steadily diminishing tendency. In 1954-55 it was 12.1, it came down to 11.2 per cent in 1955-56. In 1956-57 it was 10 per cent and it 1957-58 it was 11.1 per cent, but in 1958-59 it came down to 9.9 per cent. In 1959-60, revised, it was 9.3 per cent and this budget provision is 9.1 per cent.

Conrol of crime has proved to be a very difficult task since the partition. Nevertheless, the Police has been trying their best to combat crimes and numerous anti-crime measures were adopted. The following figures of three typical major crimes for the last five years will indicate the gradual improvement in the crime position. The number of dacoities in 1955 was 559. Though it went up slightly in 1956 to 689, the figure came down to 495 in 1957, 494 in 1958 and to 431 in 1959. The number of robbery was 693 in 1955 and in 1959 it came down to 607. Incidents of burglary were 11456 in 1955, and in 1959 it came down to 10144. These figures in a way reflect the efficiency of the preventive measures taken in controlling crime.

In Calcutta there was no dacoity or armed robbery in 1959. In two instances the Police intercepted and effected arrests of the members of gangs who were out to commit dacoity.

[3-10—3-20 p.m.]

There were 2,975 instances of good work done by the Police in which criminals were arrested while committing or about to commit crimes. In the districts, the Police succeeded in arresting 261 absconders. They dealt with

5,839 criminals charged with suspicious activities under Section 109, Cr. P. C., 34,699 criminals under the B. C. L. A. Act and 181 under Section 110, Cr. P. C. In two instances they arrested members of armed gangs out for committing dacoity. They also made red-handed arrests of criminals in 2,427 cases. These preventive measures had considerable effect in keeping crimes under control.

The work of the Enforcement Branch was widely appreciated. The relentless fight of the officers of the Enforcement Branch against evasion of different taxes; smuggling of contraband articles across the Indo-Pak broder, contravention of various control orders, etc. contributed much in keeping down the activities of the anti-social elements. In 1959, in Calcutta as many as 11,229 cases were instituted. 18,213 persons were involved in these cases and 17,398 persons were convicted. In the districts, 35, 863 cases involving 38,599 persons were instituted and 32,572 persons were convicted. A total fine of Rs. 3,00,001 was realised during the year and the total value of commodities confiscated was Rs. 1,03,395.

The Forensic Science Laboratory has stepped into the eighth year of its

The Forensic Science Laboratory has stepped inth the eighth year of its existence. With the object of centralising the forensic examinatian of exhibits in all its aspects, such as Chemical, Biological, Toxicological, Physical, Ballistic, Photographic, etc., the Laboratory was set up in the middle of 1953. The Laboratory has been well-equipped with modern apparatuses and has trained scientific personnel and developed modern techniques of analysis. The Laboratory undertakes analysis of medico-legal exhibits of the neighbouring States of Bihar, Orissa and Assam and the Administrations of Manipur and Tripura, Islands of Andaman and Nicobar and the Military and Railway Departments of the Government of India. In 1959,17,170 articles were examined in the Laboratory and about Rs. 84,000 will be recovered from the authorities concerned for this work. The Laboratory also takes up the investigation of road accidents and arson cases which were not scientifically investigated before the establishment of the Laboratory. Besides, the Laboratory undertakes training of Police Officers in scientific aids to criminal investigation.

Owing to the large increase in the population and the steady increase in the number of vehicles of all types plying in the city, traffic continued to be a difficult problem during 1959. The magnitude of the problem can be easily imagined by the fact that there are 72,258 motor vehicles on the roads and including tram cars and slow-moving vehicles, the number of vehicles on the roads is over 88,000. Effective measures were taken to ensure better regulation and control of traffic and, in particular, to encourage smooth circulation of vehicular traffic, the Traffic Police Propaganda Squads worked vigorously and usefully in deliveing practical lessons to the school children in a large number of educational institutions and also to pedestrians at the important road crossings. On behalf of the Traffic Police, substantially assisted by the safety First Association of West Bengal, a large number of road safety exhibitions

and demonstrations were arranged in different parts of the city. Apart from the normal traffic control duties and elaborate arrangements during the festive occasions, arduous work on special occasions was also done by the Traffic Police. For instance, The Traffic Police was called upon to shoulder extra responsibilities during the visits of the V.I.Ps The Traffic Police, through their unceasing vigilance and painstaking efforts, succeeded in reducing traffic cases from 81,141 in 1958 to 75,881 in 1959.

The Police Dog Squad continued to render valuable assistance in the detection of crime. Their creditable performances have from time to time appeared in the press.

The Wireless Organisation continued to render valuable service too. In the city the patrolling wireless cars detected thousands of traffic cases, captured a large number of offending vehicles which tried to get away after accidents, caught anumber of thieves and burglars running away with stolen properties and captured many wanted taxis and cars involed in robberies, dacoities and other cases. The wandering wireless patrols helped the old and the blind pedestrians to cross busy streets, assisted stranded motorists, transmitted a large number of hospital messages, rendered useful service towards manitenance of law and order, particuarly during disturbances and visits of V.I.P.s. In the Districts, the wireless organisation performed special work on several occa sions, e.g. during border troubles, devastating floods in several districts, visits of V.I.P.s. etc.

As honourable members may know, we have got a Squad for Missing Persons which works under the Enforcement Branch. The duty of the Squad is to trace missing persons, establish the identity of unknown dead bodies and to restore stranded persons to their guardians and relatives. During 1959 in Calcutta 2,242 person were traced by the Squad out of 2,264 reported missing ; similarly out of 349 persons stranded, 239 were restored to their guardians and relatives. The Squad also succeeded in recovering and restoring to their guardians 60 Persons abducted or kidnapped. In the districts outside Calcutta, 2,914 persons were traced out of 4,228 reported missing ; out of 677 stranded persons 512 were restored to their relatives; and out of 203 unknown dead bodies the identity of 60 was established. Thus the Missing Persons Squad came to the assistance of the ordinary citizen in need of help and continued to render commendable social service.

There is also the Juvenile Aid Bureau under the Detective Department of the Calcutta Police which shows the role of the Police man in social welfare work. Organised in 1956 the Bureau has been dealing with delinquent children in a specialised manner. The object of the Bureau is not merely to prevent juvenile delinquency and waywardness of recalcitrant children but also to secure proper social treatment with understanding and sympathy. The Buraeu has also been making a systematic and psychological study of the causes of juvenile delinquency. Up till now the Bureau has been succcssful in reforming 90 boys whose parents

guarurdians had given up all hope of their correction. There boys, once considered incorrigible, have been prepared for lives of worthy citizens through the efforts of the Bureau and :it is a matter of gratification that these boys did not relapse into their former criminal propensities. The sincerity and earnestness with which the members of the Bureau come to the rescue of grief-stricken parents of delinquent children are making the Bureau more and more popular in Calcutta.

The success of the Police in the maintenance of public order largely depends on the degree of help and support that is available and the confidence enjoyed from the public.

[3-20—3-30 p.m.]

The police did not lag behind in this direction. The public at large assisted the police in implementing restrictive measures hat twere considered necessary for the maintenance of peace and order during the festive occasions like the Pujahs and also during the visits of foreign dignitaries. Recently, Anti-crime and Public Relation Camps have been started in different parts of the city and the public have enthusiastically responded to the move. The Resistance Groups in the districts rendered yeoman's service in this sphere. So far, 45,876 such parties with 15,08,894 members have been organised in the villages to prevent dacoities. In the year under review, they successfully offered resistance in 174 cases and arrested 50 dacoits. They showed 764 instancesof good work and earned 547 rewards.

It is true that the Police has sometimes to take many unpleasant measures in maintaining law and order, in particular, many stern measures in dealing with widespread disturbances and outbreaks of violence but I would also request honourable members to remember their many humanitarian acts which are otherwise apt to be fortotten. I may, in particular, refer to the untiring and self-less services of the Police in doing relief and rescue work during the last devastating floods in some districts and Calcutta suburbs, which were highly appreciated at the time by the members of the public.

I believe, Sir, I have given a fairly good idea of the activities and performances of our police force during 1950 and I need not add more details. There is, of course, no justification for complacency and we should constantly try to make our Police organisation more and more efficient and I assure the Honourable members that I shall spare no efforts in this direction. Honourable members will be interested to know that the State Government have already set up a Police Commission to enquire into the various needs and problem of the Police administration and to explore avenues of improvement in administrative method and policy with particular emphasis on development of better police-public relations consistent with the spirit of modern times. The Commission has been given very comprehensive terms of reference touching almost all aspects of Police administration in the State. It will have a renowned High Court Judge,

now retired, as the Chairman. It will thoroughly investigate all important matters bearing in the Police force and it can be confidently expected that its recommendations will be very helpful to the State Government in bringing about a reorientation of the Police administrative system.

With these words, Sir, I commend the motion to the acceptance of the House.

Mr. Speaker : I have examined all the cut motions. The second part of 4 relates to Local Self Government. Cut motion No. 50 relates to Central Government. Cut motions Nos. 70 and 152 do not concern the State Govrn-ment. They relate to Chinese aggression. Cut motion No. 138 relates to Relief Department. So cut motions Nos. 47, 50, 70, 138 and 152 are out of order.

I take the rest of the cut motions as moved.

Shri Basanta kumar Panda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Narayan Chobey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguli : Sri, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Subodh Benerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Ry. 100.

Shri Khagendra Kumar Roy Choudhury : Sir, I beg to moved that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Shyamaprasanna Bhattacharya : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Jagat Bose : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Basant Lal Chatterjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Phakir Chandra Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,0987,000 for expenditure under Grant. No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Jatindra Chandra Chakaverty : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Dr Pabitra Mohan Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Pramatha Nath Dhibar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Maji : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No . 17 , Major Head "29-Police" be reduced Rs. 100.

Shri Panchugopal Bhaduri : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29.Police" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharya : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Hemantakumar Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by by Rs. 100.

Dr Ranendra Nath Sen : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Sitaram Gupta : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Rabin Mukherjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Haran Chandra Mandal : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Haldar : Sir I beg to move that the demand of Rs. 8,09.87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Sisir Kumar Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No, 17, Major Head "29-Police" be reduced Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Ghosal : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Bankim Mukherji : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Jyoti Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri S. A. Farooquie : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Somnath Lahiri : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Greant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Syed Badrudduza : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Gopal Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,C9,87,(00 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri B. P. Jha: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Mihir Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,C9,87,CCC for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Samar Mukherjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Ry. 100.

Shri Bhakta Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 cor expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the pemand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police' be reduced by Rs. 100.

Shri Amarendra Nath Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09, 87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police be reduced by Rs. 100.

Shri Bhupal Chandra Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shrimati Labanya Prova Ghosh : Sri, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87, 000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Pravash Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Bejoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Dr. Hirendra Kumar Chetterjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Dhiren Dhar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Tarapada Dey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced dy Rs. 100.

Shri Taher Hussain : Shir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das : Sir, I beg to move ihat the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Rama Shankar Prasad : Sir I beg to move that the demand of Rs. 8, 09, 87, 000 for expenditure under Grant No. 17, Major head "29-Police" be reduced by Rs. 100,

Shai Deo Prakash Rai : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29-Police" be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mullick Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Haad "29-police" be reduced by Rs. 100.

Shri Ganesh Ghosh :

মিষ্টার স্পীকার স্যার, আজ পুলিশ মন্ত্রীর মুখে

elaborate arrangements, Forensic laboratory, Police dogs are rendering valuable assistance, Wireless vans are giving valuable service.

প্রভৃতি অনেক বড় বড় কথা শুনলাম। তাঁর বক্তৃতা শুনে মনে হল যে বাংলাদেশে চুরি ডাকাতি, হত্যা এবং অন্যান্য অপরাধ আর হচ্ছে না—সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এ ছাড়াও তিনি কম্পেয়ার করে দেখিয়েছেন যে পুলিশ খাতের ব্যয় বছর বছর এই ১২ থেকে ১১ এবং তারপর ৯ এইরকম করে ক্রমেই কমে আসছে। কিন্তু বাজেট বইতে ডাঃ রায় অর্থাৎ যিনি মেইন হোম মিনিষ্টার তাঁর কাছ থেকে যা পেয়েছি সে সম্পর্কে আপনার কাছে বলতে চাই যে পুলিশ খাতের ব্যয় বেড়েই চলেছে। গত ৫ বছরের অর্থাৎ সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান এ যদি আমরা হিসেব করি তাহলে দেখব যে পুলিশ মন্ত্রী যা বলেছেন আর বাজেট বইতে যা রয়েছে তার মধ্যে কতটা সত্য আছে। ১৯৫৫ ৫৬ সালে পুলিশের খাতে ব্যয় হয়েছিল ৬ কোটি ৬১ লক্ষটাকা, ১৯৫৬-৫৭ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৭ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা, ১৯৫৭-৫৮ সালে তা বেড়ে ৭ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা, ১৯৫৮-৫৯ সালে তা বেড়ে ৭ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা, ১৯৫৯-৬০ সালে রিভাইজড বাজেটে ৮ কোটি ৩ লক্ষ টাকা—আমি ভাঙ্গাচোড়া অঙ্কগুলি বলছিনা এবং এ বছর অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালের বাজেট এষ্টিমেট হচ্ছে ৮ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। কিন্তু আগামী বছরের বাজেটে শুধুমাত্র পুলিশ খাতে যে ব্যয় হবে সেটা যোগ দিয়ে বলা হয়েছে ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। তারপর বাজেট বুক এ দেখছি এর সাথে পুলিশ খাতের ব্যয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন

Grant No. 43-63 Extraordinary charges in India for extra Police force

৩৩ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা,

Grant No 37. Miscellaneous—other Expenditure—Expenditure on Miscellaneous force

৩৯ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। কাজেই এই সব ধরে পুলিশ খাতে মোট ব্যয় হচ্ছে ৯ কোটি ৯২ লক্ষ অর্থাৎ প্রায় ১০ কোটি টাকা। পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের সংখ্যা যদি ২ কোটি ৮০ লক্ষ ধরি তাহলে আমরা দেখব যে মাথাপিছু ৩।/০ আনা এই পুলিশের জন্য ব্যয় হচ্ছে। তারপর ক্রিমিন্যাল ইনভেষ্টিগেশান ডিপার্টমেণ্ট সম্বন্ধে ইলাবরেট এ্যারেঞ্জমেণ্ট অর্থাৎ পুলিশ ভ্যান, পুলিশ ডগস প্রভৃতি নানারকম বড় বড় কথা শুনলাম। কিন্তু এই ক্রিমিন্যাল ইনভেষ্টিগেশান ডিপার্টমেণ্টের ব্যয় কিভাবে বেড়েছে শুনুন। এই সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান পিরিয়ড এ অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সালে ছিল ২৬ লক্ষ ২৬ হাজার, ১৯৫৬-৫৭ সালে ২৭ লক্ষ ২৮ হাজার, ১৯৫৭-৫৮ সালে ২৭ লক্ষ ৯৭ হাজার, ১৯৫৮-৫৯ সালে ২৮ লক্ষ ২৮ হাজার,

১৯৫৯-৬০ সালে রিভাইজড বাজেটে ২৮ লক্ষ ৮৬ হাজার এবং বর্ত্তমান বছরের বাজেট এষ্টিমেট হোল ২৯ লক্ষ ২৭ হাজার। কোলকাতা পুলিশের খাতেও যে ব্যয় বেড়েছে তা আমরা এই সেকেণ্ড প্ল্যান পিরিয়ডে দেখতে পাই। যেমন, ১৯৫৫-৫৬ সালে ছিল ১ কোটি ৭৮ লক্ষ, ১৯৫৬-৫৭ সালে ১ কোটি ৮২ লক্ষ, ১৯৫৭-৫৮ সালে ১ কোটি ৯৩ লক্ষ, ১৯৫৮-৫৯ সালে ১ কোটি ৯৪ লক্ষ ৭৩ হাজার, ১৯৫৯-৬০ সালের রিভাইজড বাজেটে ২ কোটি ২ লক্ষ এবং বর্ত্তমান বছরে অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালের এষ্টিমেট হচ্ছে ২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা।

কোলকাতায় স্থায়ী অধিবাসীর সংখ্যা যদি ৩০লক্ষ ধরি তাহলে এদের প্রতি মাথা-পিছু পুলিশের জন্য ব্যয় হচ্ছে ৬৸০ আনা। এই হিসেব থেকে দেখতে পাই সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় বর্ত্তমান বছরে পুলিশের খাতে মোট ব্যয় বেড়েছে ৫ কোটি ১ লক্ষ টাকা। এইভাবে ক্যালকাটা পুলিশের জন্য ৮৫ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা এবং ক্রিমিন্যাল ইনভেষ্টিগেশান ডিপার্টমেণ্টের জন্য ১০ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা ব্যয় বেড়েছে। এছাড়া হাতী ঘোড়া অনেক কিছু আছে—অনেকে হয়ত সেকথা জানেন না। অর্থাৎ ফর পারচেজ অফ মটর কারস, বোটস, হরসেস, এলিফেণ্ট ইত্যাদির জন্য ব্যয় অনেক বেড়েছে এই খাতে ব্যয় বাড়ার নমুনা দেখুন ১৯৫৫-৫৬ সালে ২২ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা যেটা ছিল সেটা ১৯৫৯-৬০ সালে ৩০ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা হয়। অর্থাৎ এই ৫ বছরে আমরা ১৮ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকার হাতী ঘোড়া কিনেছি।

(শ্রীযুক্ত নেপাল রায়: হাতী ঘোড়া কি ?)

সেটা হচ্ছে

For purchase of motor cars, boats, horses, elephants etc.

পশ্চিম বাংলার পুলিশ বাহিনীর লোক সংখ্যা সঠিক আমরা জানিনা। অবশ্য ব্লু বুক থেকে যে ফিগার পেয়েছি তাতে অনেক বাদ দিয়ে সেই ফিগার মোটামুটি দাঁড়াচ্ছে ৪৫ হাজার। পশ্চিম বাংলার মোট আয়তন হচ্ছে ৩০ হাজার ৭৭৫ স্কোয়ার মাইল। সুতরাং গড়ে প্রতি বর্গ মাইলে ১½ জন করে পুলিশ আছে এবং লোক সংখ্যা যদি ২ কোটি ৮০ লক্ষ হয় তাহলে প্রতি ৬২২ জনে একজন করে পুলিশ আছে এবং মাথাপিছু আমরা ট্যাক্স দিচ্ছি ৩৷৴০ আনা। এই তো গেল একদিকের ছবি, এবার আর এক দিককার কথা শুনুন।

Mr. Speaker Sir, elaborate arrangements of Police dogs, Police vans

ইত্যাদি হচ্ছে এবং এই খাতে বছর বছর ব্যয়ও বেড়ে চলেছে কিন্তু ক্রাইম পজিশান কি সেটা দেখলেই সব বোঝা যাবে। ১৯৫৯ সালের যে রিপোর্ট সেই রিপোর্ট থেকেই দেখতে পাচ্ছি

There was more than one murder a day in West Bengal Districts last year the total being 425 in 1959. The rate of dacoity during 1959 was also more than one a day although the total number of robbery was 585. On an average 24 burglaries took place every day.

[3-30—3-40 p.m.]

ইলাবোরেট এ্যারেঞ্জমেণ্ট পুলিশ ডগ্‌স, রেডিও ভ্যান্স ইত্যাদি অনেক কথা শুনলাম এখানে। ১৩ই ফেব্রুয়ারী ষ্টেটম্যান যে রিপোর্ট দিয়েছেন সেই রিপোর্ট থেকে বলছি

Over one murder a day 1959. Statistics

থেকে আমরা জানতে পারলাম কলকাতার অবস্থা আরও খারাপ। কলকাতার খবর হচ্ছে

There were 8316 incidents in Calcutta in 1959 including 34 murders, 4191 thefts, 24 robberies, 768 cases of pickpockets, 908 thefts by servants, 546 motor cycle thefts, 570 cycle thefts, 570 motor car parts. The 1959 Crime figure is 10 p.c. more than that of 1958.

পুলিশ মন্ত্রীর কাছ থেকে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে আর একটা রিপোর্ট আমরা শুনলাম—২৪ পরগণা জেলার খবর মিঃ স্পীকার, স্যার, ঠিক এই রকমই। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান বলছে ৯ই ফেব্রুয়ারী পুলিশ রিপোর্ট থেকে—

If Government Statistics are any guide thefts and burglaries have been increasing in numbers in 24 Parganas districts since 1950. Number of dacoities in 1959 was 122, it means about 1 in every 3 days. Number of murders in 1959 was 94, i. e. one in hevery 4 days.

এই হচ্ছে ২৪ পরগণার খবর। এই সব রিপোর্ট থেকে সাধারণ মানুষের এই ধারণা হয় যে পুলিশের অযোগ্যতা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে এবং যে পরিমাণে খরচ বেড়ে চলেছে সেই পরিমাণে পুলিশের অপদার্থতা এবং অযোগ্যতা বেড়ে বেড়ে চলেছে। পুলিশ বিভাগের এই রিপোর্ট আরও বিস্তৃতভাবে আগে গিয়ে পুলিশ মন্ত্রীর কাছে পৌঁছে যায় আর আমরা খবরের কাগজ দেখে এই খবরগুলি জানতে পারি। কিন্তু এসম্পর্কে কালিপদবাবু কোন ব্যবস্থা করেছেন কি? ২৪ পরগণা জেলায় ক্রাইম বেড়েছে, কলকাতায় ক্রাইম বেড়েছে, সারা বাংলাদেশে ক্রাইম এবং মার্ডার বেড়েছে। ২৪-পরগণায় প্রতি ৪ দিনে ১ টা মার্ডার হয়, সেটা বন্ধ করবার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তা আমাদের কাছে বলবেন কি? পুলিশের অপদার্থতা, পক্ষপাতিত্ব, জনস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে বিরোধীপক্ষ থেকে প্রতি বছর সরকারের কাছে বলা হয়, লেখা হয়। সেগুলি সম্বন্ধে কালিপদবাবু কি ব্যবস্থা করেছেন? কোন অনুসন্ধান করেছেন কি? মিঃ স্পীকার, স্যার, বিচারপতি পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটরা অনেক সময় পুলিশের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করেন। কয়েকমাস আগেকার একটা কথা আপনার কাছে বলব—

Government Ctores of the State Publicity Department 5 Haji Mohammed Mohsin Square, Calcutta

সেখান থেকে গ্রামোফোন মেসিন চুরি যায়। এই ঘটনাসংক্রান্ত মামলার বিচারের সময় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এস. এন. স্যান্যাল মন্তব্য করেছেন—

"I cannot help observing that the investigation in the present case has not been properly made. Proper attempt should have been made to trace the mysterious journey of the gramophone machine from the Govt. Stores to the shop in question."

তিনি আরো বলছেন

"Definite allegations were made against Store Keeper Aurobindu Sen. In a letter of complaint written by Mr. Mathur Director, of Publicity to the investigaing officer. S.I.Chatterjee of the Criminal Intelligence Section, Detective Dept., as also by an employee of the shop at the time of its search. Had

the investigation been directed to its proper course real facts would have been brought to book and person or persons would have been brought to book."

আমি জিজ্ঞাসা করি কালিপদবাবু কি এই রিপোর্ট পড়েছেন ? উনি কি খবরটা জানতেন না ? যদি জানেন তাহলে এস্. আই. চ্যাটার্জি, ডিটেক্টিভ ডিপার্টমেণ্ট তার সম্বন্ধে কি ষ্টেপ নিয়েছেন আমাদের বলুন। আমরা শুনে খুব বাধিত হই এবং ইলাবোরেট এ্যারেঞ্জমেণ্ট সম্বন্ধে খুব খুশী হয়ে যাই। মিঃ স্পীকার, স্যার, আর একটা খবর আপনাকে বলব—চন্দননগরের ঘটনা। কিছুদিন আগেকার কথা—পুলিশদের পৃষ্ঠপোষিত স্থানীয় কুন্ত ঘাটের রেজিসট্যান্স গ্রুপের লোকেরা ব্যক্তিগত আক্রোশে নিরপরাধী ব্যক্তিকে মার-ধোর করে জোর করে থানায় নিয়ে যায়। এই মামলার রায় দান প্রসঙ্গে পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম. সিন্হা রায়ে বলেছেন

"The evidence of the Police officer makes strange reading. He interpolated some most important facts in the General Diary, afterwards which he admits and by way of an explanation he says that he made the mistake as he was feeling drowsy. It is time that the country should be ashamed of such officers".

আমি জিজ্ঞাসা করি আমাদের পুলিশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে তিনি কি এ খবর জানেন, এই সমস্ত রিপোর্ট জাজমেণ্টগুলি তিনি কি পড়েছেন—যদি পড়ে থাকেন তাহলে যে পুলিশ অফিসার এই রকম ফিলিং ড্রাউজি হয়ে জেনারেল ডায়ারীর মধ্যে কতকগুলি কথা পরে গুঁজে দিতে পারেন তাঁর সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ? তিনি এখনও পুলিশ বিভাগ শোভা করে আছেন না কি—এটা একটু জানতে চাই। সরকারের ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত যে পুলিশ অফিসারের কথা বলতে গিয়ে বলেন যে দেশের কলঙ্ক, লজ্জা হওয়া উচিত তাঁর সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হয়েছে আমরা নিশ্চয়ই একটু তা জানতে চাই। আর একটা ঘটনা আমি উল্লেখ করবো মিঃ স্পীকার স্যার, গতবছর মার্চ মাসে বড বাজারে একজন কর্পোরেশন স্কুল শিক্ষককে ট্যাব করা হয়। এটা বিচারের পর রায়দান প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম. রায় গত ১লা ডিসেম্বর বলেন

"I have been left wondering as to how the safety of human life and property would be safe at the hands of such an officer who could only be made to act after the complaint reached higher levels".

অর্থাৎ উপরদিকে খোঁচা দেয়ার পরে তারপর পুলিশ অফিসাররা মুভ করতে আরম্ভ করেন। এসম্বন্ধে আরো কতকগুলি কথা আছে, আমার সময় বেশী নেই বলে আমি সেগুলি আর বলবো না কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি আমাদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে যে তিনি এই রায়টা পড়েছেন কি ? মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আর একটা উল্টো ছবি আপনাকে দিচ্ছি এতো শুনলেন উপর দিকে খোঁচা না দিলে নীচের দিকে কিছু হয় না। আমি আর একটা খবর বলি—১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাসে কালীঘাট এলাকার একজন শিক্ষিকার বাড়ীতে দিবার বেলায় চুরি হয়, ডেয়ারিং থেফট। ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের মিঃ চ্যাটার্জি—তিনি এসম্বন্ধে অনুসন্ধান করছিলেন। কয়েক মাসের মধ্যে কখন কিছু হলনা তখন সেটা ডাঃ রায়ের নজরে আনা হয়। ডাঃ রায় অবশ্য সংগে সংগে রিপোর্টটি চেয়ে পাঠান কিন্তু এটাই হল কাল। যেই ডাঃ রায় রিপোর্ট চেয়ে পাঠালেন ওমনি সেই ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের ইনসপেক্টর কিম্বা সাব ইনসপেক্টর কোন ইনভেষ্টিগেট

করছিলেন, তিনি এটওয়াজ তাঁর কাজ বন্ধ করে দিলেন। তিনি মনে করলেন ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া হচ্ছে। ইনভেষ্টিগেশন তিনি আর কন্টিনিউ করলেন না, তিনি মনে করলেন ডাঃ রায়ের কানে যখন আনা হয়েছে তখন বাদবাকী ইনভেষ্টিগেশন ডাঃ রায়ই করবেন—এটা জেনে রাখুন মিঃ স্পীকার, স্যার, এবং আজ পর্য্যন্ত সেই চুরির কোন সুরাহা হল না। সুতরাং আমরা কোন দিকে যাবো উপরদিকে গিয়ে তদ্বির করানো হবে না নীচের দিকে তদ্বির করানো হবে তা আমরা বুঝতে পারছিনা—আমাদের একটা পথ বলে দিন। এই যে বিচার বিভাগ থেকে কঠোর মন্তব্য করা হয়েছে, আমাদের বিশ্বাস এসম্পর্কে পুলিশমন্ত্রী কোন কিছুই করেন নি এবং আমাদের ধারণা পুলিশমন্ত্রী এবং সমগ্র মন্ত্রীসভা এই যেসমস্ত অফিসারের বিরুদ্ধে এই সব মন্তব্য করা হয়েছে, তাঁদের ওঁরা খুব দক্ষ এফিসিয়েন্ট এবং খুব এনার্জেটিক অফিসার বলে বোধ হয় মনে করেন।

[3-40—3-50 p.m]

জনসাধারণের কাছ থেকে পুলিশ বিভাগ বা কোন পুলিশ অফিসারএর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেলেও সরকার বা পুলিশমন্ত্রী সে সম্পর্কে কিছুই করে না। প্রতি বছরেই বাজেট আলোচনার সময় কাট মোশান মারফৎ বহু ঘটনার প্রতি পুলিশ মন্ত্রীমহাশয়ের নজর আকর্ষণ করা হয় কিন্তু তার কোনই প্রতিকার, যথার্থই কোন প্রতিকার হয় না। এ থেকে আমাদের বিশ্বাস হয়েছে যে কোন পুলিশ অফিসার সম্পর্কে জনসাধারণের পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করলে এই সরকার সেই পুলিশ সম্পর্কে তা ক্রেডিটএর, দক্ষতাই মনে করেন। তাদের ভালই হয় খারাপ কিছু হয় না। দু একটি ঘটনা আমি বলবো।

গত বছর মাননীয় সদস্য শ্রীঅজিত গাঙ্গুলি বনগ্রামের রেল পুলিশ সম্পর্কে ও স্থানীয় ডি. আইন. অফিসার শ্রীপৃথিশ জন্দী সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ করেছিলেন। কাট মোশান এর নম্বর হল ৭।৮।৯—গত বছর বাজেট আলোচনার সময় শ্রীজগৎ বসু ৫৩ নং কাট মোশান মারফৎ বেনিয়াপাড়া থানার অফিসার সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ করেছিলেন। মাননীয় সদস্য শ্রীরামানুজ হালদার গত বছর ১১৯ নম্বর কাটমোশান মারফৎ একটি অভিযোগ করেছিলেন ডায়মণ্ডহারবার থানার পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে। আমি সেটা পড়ে দিচ্ছি —

ডায়মণ্ডহারবার থানার ৬ নং ইউনিয়ন এর অন্তর্গত হাজরবন্দ নামক দরিদ্র হরিজন পল্লীতে গত ২৪-৯-৫৭ তারিখের মধ্য রাত্রে ডায়মণ্ডহারবার থানার জনৈক পুলিশ মাতাল অবস্থায় সার্চ ওয়ারেণ্ট লইয়া উক্ত গ্রামের জনৈক হরিজন অধিবাসীর শয়ন কক্ষে কতিপয় স্বার্থ সংযুক্ত মাতাল ব্যক্তিসহ প্রবেশ করায় বাড়ীতে চোর প্রবেশ করিয়াছে মনে করিয়া চিৎকার করিলে গ্রামবাসিগণ তাড়া করিয়া উক্ত পুলিশকে ধরিয়া পুলিশ বেশে চোর মনে করিয়া তাহাকে প্রহার করিয়াছে, পরদিন এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ডায়মণ্ডহারবার থানা হইতে একদল পুলিশ ঐদিন বেলা ১০ ঘটিকার সময় উক্ত গ্রামে প্রবেশ করিয়া নির্মম নারী নিগ্রহ, রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের প্রতি দুঃসহ অত্যাচার, ভীত সন্ত্রস্ত বৃদ্ধা মহিলার স্কন্ধদেশে পদাঘাত, শিশুদের খাদ্যপাত্র নিক্ষেপ, যুবতী নারীর বক্ষদেশে ঘুসি বর্ষণ, সদ্যপ্রসূতির পশ্চাদেশে সবল রুলের আঘাত, দেবালয় কলুষিত করণ প্রভৃতি নৃশংস পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগের উপযুক্ত তদন্ত করিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদাসীনতা।

এই সম্পর্কে কি পুলিশ অফিসারের পদোন্নতি করা হয়েছে—ইহা কি মিথ্যা? এই গুরুতর অভিযোগ যা করা হয়েছে এর কটি সম্বন্ধে পুলিশ মন্ত্রী নিজে গিয়ে খোঁজ নিয়েছেন, জবাবে আমরা জানতে চাই। দেশপ্রেম আরও বড় বড় কথা বলেন। এই যে সম্ভপ্রসূত নারী, বৃদ্ধা মহিলা এদের উপর রুলের আঘাত, বলি এরা কি এদেশের মানুষ নয় না কি? এরা ওঁদের ভাই বোন নাহতে পাবে কিন্তু আমাদেরই ভাই বোন। যেখানে এখানকার সভ্য এরকম অভিযোগ করেন সেখানে কি উচিত ছিল না মন্ত্রীমহাশয়ের খবর নেওয়া? জানিনা তিনি কি জবাব দেবেন। গত বছর বাজেট আলোচনার সময় অনেকগুলি অভিযোগ করা হয়েছিল। যে বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা সেগুলি হল—মিলমালিকের ও জমিদারদের ভাড়াটিয়া হিসাবে পুলিশের কাজ করে, এ সম্বন্ধে ১২টি কাট মোশান ছিল। স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের ভাড়াটিয়া হিসাবে পুলিশের অবৈধ কাজ—এসম্বন্ধে ছিল ৩টি কাট মোশান, ডায়েরী নিতে থানা অফিসারের অস্বীকার এরকম ছিল দুটি; পুলিশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা জুয়াখেলা এরকম মোট ৭টি। পুলিশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় যে বেআইনী মদ চোলাই হয় এরকম ৩টি।

এই ৩১টি গুরুতর অভিযোগের মধ্যে পুলিশ মন্ত্রী নিজে কটির সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছেন, কটি সম্পর্কে তদন্তের হুকুম দিয়েছেন, আমাদের বলুন। পুলিশ হাজতে অন্যায়ভাবে মারপিট সম্পর্কে বহু কংক্রিট কেস সরকারের কাছে পুলিশমন্ত্রীর কাছে দাখিল করা হয়েছে কিন্তু একটি সম্পর্কেও মন্ত্রীমহাশয় কোন কঠোর ব্যবস্থা করেন নি। পুলিশ হাজতে অন্যায়ভাবে মারপিট সম্পর্কে বহু কংক্রিট কেসের কথা সরকারের কাছে এবং পুলিশমন্ত্রীর কাছে দাখিল করা হয়েছে সেগুলি সম্বন্ধে পুলিশ মন্ত্রী কোন খোঁজ নিয়েছেন, কোন রিপোর্ট পুলিশ কর্ম্মচারীদের কাছ থেকে চেয়ে পাঠিয়েছেন? আমরা কাল সকাল বেলায় রিপোর্টগুলি দেখতে চাই।

এখানে আমি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। গত বছর, ২৯-৯-৫৯ তারিখে সকাল বেলা চিৎপুর থানার অফিসার শ্রীহরিপদ ঘোষ, শ্রীপশুপতি মণ্ডল নামে একটি ছেলেকে বেলগাছিয়া বি, কে, পাল মাছের বাজার থেকে খপ করে ধরে। গ্রেপ্তারের সময় তাকে বাজারের গেটের কাছে প্রহার করে, থানায় নিয়ে যাবার সময় জীপের মধ্যে তাকে ভীষণভাবে প্রহার করে এবং পরে থানায় নিয়ে গিয়ে সেখানে তাকে অমানুষিকভাবে মারা হয়; ফলে ছেলেটি অজ্ঞান হয়ে যায় এবং তার সমস্ত জামা কাপড় রক্তে ভরে যায়। শিয়ালদা কোর্টের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ছেলেটির এই অবস্থা দেখে ছেলেটিকে অবিলম্বে হাসপাতালে পাঠানর জন্য পুলিশকে নির্দ্দেশ দেন। কিন্তু পুলিশ পাঁচ দিন পরে ৩-১০-৫৯ তারিখে ছেলেটিকে মেডিকেল কলেজ বা এন, আর, সরকার হাসপাতালে না পাঠিয়ে তাকে নরদার্ণ সুবার্বণ হসপিটালএ, পাঠান হয়। সেখানে ডাক্তার অমর চ্যাটার্জী ছেলেটিকে পরীক্ষা করে যে রিপোর্ট দেন তাতে পুলিশ ভয় পেয়ে যায় এবং পরে ঐ ছেলেটির কাছে থেকে মেডিকেল রিপোর্টটা ছিনিয়ে কেড়ে নিয়ে ছিড়ে ফেলে দেয়। পরে ছেলেটির মা, শ্রীমতি দুর্গরাণী মণ্ডল তাঁর ছেলের বিষয় প্রতিকার প্রার্থনা করে এক দরখাস্ত করেন

To The Hon'ble Home Minister, Home Department, Writers Buildings and also to The Hon'ble Chief Minister, West Bengal, Writers Buildings

এবং সেই দরখাস্তের একটা কপি এ্যাড্রেসড করা হয়

to the Commissioner of Police, Calcutta on 31st December

নিশ্চয়ই এটা তাঁর চোখে পড়েছে। এ সম্বন্ধে তিনি কি তদন্ত বা অনুসন্ধাণ করেছেন? ডাঃ অমর চাটার্জীর যে রিপোর্ট, সেটা কি তিনি তাঁর কাছ থেকে চেয়ে পাঠিয়েছিলেন? এই গুরুতর অভিযোগ সম্পর্কে তিনি কি ব্যবস্থা অবলম্বণ করেছেন আমরা জানতে চাই।

ঐ চিৎপুর থানার আরও দুটি কেস সম্বন্ধে বলতে চাই। চিৎপুর থানার দারগা শ্রীকরুণা বন্দোপাধ্যায় অবৈধভাবে থানার ভিতর আসামীকে মারপিট করার জন্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল। সেই অভিযোগ সম্পর্কে বিশেষ কোন তদন্তই হয়নি, যেটুকু হয়েছিল সেটা একটা প্রহসণ মাত্র। এই চিৎপুর থানার আর একজন অফিসার, সার্জেণ্ট বিশ্বাস, থানার ভিতর মারপিট করার জন্য তার বিরুদ্ধে পুলিশ কেস করা হল, কিন্তু কিছুই তার শাস্তি হলনা। ভয় এবং প্রচুর লোভ দেখিয়ে শেষে সার্জেণ্ট বিশ্বাস এই কেস কম্‌প্রোমাইজ করে ফেলতে সক্ষম হয়। পুলিশ কমিশনার বা ডেপুটি কমিশনার, কেউ কি এই সার্জেণ্ট বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন ডিসিপ্লিনারী মেজার নিয়েছিলেন? এই সার্জেণ্ট বিশ্বাস আজও প্রচণ্ড দাপটে কলকাতা পুলিশের শোভা বর্দ্ধণ করছেন। দেখা যায় পুলিশ হেফাজতে মারপিট করা সম্পর্কে, পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে জনসাধারণ কেস দিলেও, সরকার কোন ব্যবস্থা করেন না। থানার ভিতরেই শুধু মারপিট নয়, কোমরে দড়ি বেঁধে, হাতকড়া লাগিয়ে রাজপথ দিয়ে হাঁটিয়ে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এই কি বর্ত্তমান সরকারের নীতি? তাহলে নির্দ্দোষ, নিরপরাধ মানুষকে পুলিশ হেফাজতে অন্যায়ভাবে মারপিট করা হোক, এই কি কংগ্রেসী সরকারের নীতি? পুলিশ অফিসারদের প্রতি সরকারের কি এইভাবে নির্দ্দেশ দেওয়া আছে, এটা আমাদের খুলে বলুন। মিঃ স্পীকার, স্যার, পুলিশ বর্বরতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলবার আছে, তাদের সম্বন্ধে অনেক ঘটনা আছে; কিন্তু সময়াভাবে সব বলতে পারলাম না।

গত ৭ই মার্চ্চ বর্দ্ধমান জেলায় গোপালপুর শিবতলা উদ্বাস্তু ক্যাম্পে পুলিশ গিয়ে মেয়েদের উপর নির্মমভাবে অত্যাচার ও লাঠিচার্জ করে, অনেকে আহত হয়, একটি মেয়ে টিটেনাসএ মারা যায়। পুলিশ মন্ত্রী রোজ খবরের কাগজ পড়েন, তিনি রিপোর্ট পান—আমি জিজ্ঞাসা করি উনি কি খবর নিয়েছিলেন মেয়েদের উপর এই রকম ইলাবোরেট লাঠি চার্জ, এতটা নিষ্ঠুর ভাবে অত্যাচার করার প্রয়োজন ছিল কিনা? এই ইলাবোরেট কথা, তাঁদেরই পেটেন্টজ। উনি কি খবর নিয়েছিলেন সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট এর কাছ থেকে যে এতখানি অমানুষিকতার প্রয়োজন ছিল কিনা? এবং তাঁদের এ বিষয় অনুসন্ধান করবার জন্য মন্ত্রী মহাশয় কি নির্দ্দেশ দিয়েছেন? গত ১৩ই, ১৪ই মার্চ ২৪ পরগণা জেলায় হাড়োয়া থানার বালতিয়া উদ্বাস্তু ক্যাম্পে নারীদের উপর পুলিশ নির্মমভাবে লাঠি চার্জ করে ও টিয়ারগ্যাস ছোড়ে। উনি কি এ সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছেন, খবর নিয়েছেন? মেয়েদের উপর এই যে নৃশংস বর্বর অত্যাচার, তার প্রয়োজন ছিল কিনা? তিনি যদি খবর নিয়ে সেটিস্‌ফাইড হন, যে এটা ঠিক হয়েছিল, তাহলে ওই মাইট ডিফার। উনি খবর নিয়েছিলেন কি, যে গত বৎসর খাদ্য আন্দোলনের সময়—যেখানে ১৪৪ ধারা জারী ছিল, তার বাইরে প্রোসেশানকে ইল্লিগাল ডিক্লেয়ার করা হল এবং কেন লোককে সঙ্গে সঙ্গে মারা হল? জ্যোতি সিনেমা এবং হগ্‌ মার্কেটের সামনে মেয়েদের চুলের মুটি ধরে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে, এ খবর কি তিনি নিয়েছেন? আমরা শুনলাম উনি

সেই সময় কণ্ট্রোল রুমএ বসে রসগোল্লা খাচ্ছিলেন। যে সকল পুলিশ অফিসার ক্ষমতার অপব্যবহার করেন তাদের কি সাস্‌পেণ্ড করা হয়েছে? সাস্‌পেন্‌শানএর বদলে তাদের পদোন্নতি হচ্ছে। কম্‌প্লেন করলেও তার কোন প্রতিকার হয় না। পুলিশ কলকারখানার মালিক, চা-বাগানের মালিক, বড় জোতদার ও ধনী মজুতদারদের হুকুমে চলে। পুলিশ তাদের দালাল হিসাবে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের উপর অন্যায়ভাবে জুলুম করে। এ সম্পর্কে প্রত্যেক বছরই অভিযোগ করা হয়, কিন্তু তার কোন প্রতিকার হয় না। আমি এখানে আর একটা উদাহনণ দিতে চাই। গত মাসে ৫ই ফেব্রুয়ারী কুচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা থানার পানিগ্রাম তালুকের ভাগচাষী ছাতুরা বর্ম্মণকে জোতাদর লক্ষপতি বর্ম্মণ উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে মারত্মকভাবে আঘাৎ করে, পিটিয়ে প্রায় মেরে ফেলে। ছাতুরা ঐ অবস্থায় থানায় গিয়ে অভিযোগ করে। কিন্তু থানার পুলিশ অফিসার ছাতুরা গরীব ভাগচাষী বলে, তাকে বাঁচাবার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা বা সাহায্য করে না, ফলে সে পাঁচ দিন বাদে মারা যায়। পুলিশ লক্ষপতি বর্ম্মণকে আজ ও পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করেনি, এবং যতদিন এই মন্ত্রীমণ্ডলী আছে ততদিন পর্য্যন্ত লক্ষপতি বর্ম্মণ জীবনে গ্রেপ্তার হবে না। ভাগচাষী গরীব মানুষতাকে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি কবা হল না, মারা গেল। কিন্তু আসামীকে গ্রেপ্তার পর্য্যন্ত করা হয় নাই। এ জীবনে আর সে গ্রেপ্তার হবে না।

এই সমস্ত দেখেশুনে আমাদের ধারণা হয়েছে—সেটা হচ্ছে এই—যে পুলিশ কমিশনেব কথা উনি বলেছেন তার দ্বারা তাকে হোয়াইট ওয়াশ করা—সে তো পুলিশকে আরো ক্ষমতা দেওয়া। কিন্তু আমরা জানি—এই পুলিশ অত্যাচাবের যন্ত্র, বড়লোকের পক্ষে গরীব লোককে অত্যাচার করার যন্ত্র। যে কথা কার্ল মার্কস একশো বছ্‌ব আগে বলেছেন, আজকে আমরা তা দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি।

[3-50—4-0 p.m.]

Shri Panchanan Bhattacharjee: Mr. Speaker' Sir, appointment of a Police Commission will have on bearing on Police administration unless the very outlook undergoes any change. We know from experience and knowledge that the per capita responsibilityof Police Officers has increased. The number of officers has remained static and a comparison between the compliment and population of Calcutta in 1939 and those in 1959 will prove that the per capita responsibility in Calcutta has increased greatly with no corresponding increase in compliments. The areas of police stations also just follow Victorian traditions and only recently we know, in the district of 24-Parganas some reallocation has been effected. On the one hand, these are the administrative difficulties which tell upon the efficiency of good officers and, on the other hand, there is a sense of frustration among the Polce people. The senior officers are occasionally found to be quarrellIng. There is a sense of rivalry prevalent in [the two sections of Police Officers. That is a known fact. There is a sense of rivalry between Calcutta Police and Bengal Police andt here is little scope for promotion and that is why frustrated officers try to make hay while the sun shines. This is going on for ever, and instances are not wanting where the old tradition is found to be rampant. Even till 1946 the duty of the

Constable was to defend the prestige of the British Empire and that is why he was used to be a *de facto* representative of the British Government. At least that mentality has not left thstough foreign rulers are not to be found. The result is, first of all, we find that the most flourishing cottage industry in our country is illicit distillation of spirit. From my experience since the last three years I have seen that in Villages even school going boys take part in this type of trade and only recently a constructive worker of Maharastra has made it clear how this type of social change is telling upon the future well-being of our country. However, we have got little or no scope with regard to that type of maladministration, viz. the difficulties created by the Excise Department through its inefficiency. But we know that illicit distillation of wine has got a good ring in and around Calcutta and in the villages even.

The Calcutta system which is a monopoly for the urban area is a peculiar one. I remember either in 1958 or in 1959 I asked the Police Minister to see that indiscriminate issue of licence for methylated spirit is stopped. As a matter of fact, there are many photo-frame binders with little or no business who have licence for enough quota of methylated spirit. They are supplied with the formula as to how to transform the methylated spirit into the rectified kind. The result is that even in Calcutta they are selling liquor at a very cheap rate, and if there is a quarrel with regard to profit—if there is some trade rivaly, the result is murder. It will invariably culminate in murder, and the story of the man who was killed just near the Burtala Police Station is the same one. I saw two or three men, because I had some connection with that area through bustee activities. They met me and told me "we know who is the murderer, but it is impossible for us to say anything about it, because the Police will not protect us," Only recently on the day of Holi festival under the jurisdiction of the Police Station of Khardah a man has been murdered in broad day light. He was a non-Bengali. The murderer was a known trader in illicit liquor. After murdering the man he at once left the place and took shelter in a nearby colony. The Police went there. The colony people threw stones on them. They left the place and the murderer made good his escape. Knowing fully well who helped the man, the name of the murderer and his whereabouts, the Police failed to do anything, because people say—and there is a known rumour, of course not with out foundation—that in trades in illicit liquor the Police have got some share in some areas, and the activities of one officer make it possible though others may not be involved in this type of nefarious activities. This is one instance.

Other instances also are not wanting. I know that Police Officers here do not get ample salary. They are also under the difficulties of the present-day unemployment, but some lucrative system of payment of bonus has been introduced for some Police people. I shall request the Hon'ble Home Minister through you, Mr. Speaker, Sir, to see that this type of payment of bonus may come through this House for approval. I am talking of the Tribeni area. Shri Byomkesh Majumdar knows the story. Perhaps Shri Bhupati Majumdar

also knows it. There is a Police Outpost there. A building has the purpose has been erected by a well-known Company. Just before the pujas once I went there and at least more than 125 to 130 men told me—only the day before the Police Officers had received the Puja bonus from the Company openly.

[4—4-10 p.m.]

It is a known fact. There everybody knows it. The shop-keepers know it. The constables employed in the Tribeni outpost have got a customary bonus. Let there be an enquiry as to how the Government Officers are paid Puja bonus by private company. When I talked to one worker a constable came and asked me not to talk like that to any of the man belonging to that particular company of Tribeni. In November, a friend of ours adressed a meeting and since then a case under section 107 I. P. C. has been instituted against him for delivering a speech. This is another type of something happening under the very nose of the Home minister. Sir, I do not know whether this is being encouraged by top officials and people who are settled in power. Sir, once I was coming by the last train from Naihati and I was alone and to men with daggers got into my firstclass com partment.I somehow escaped not being a too weak man. I did not raise any hue and cry and because once I was a wrestler and boxer they could not match me. I did not seek any police help. Such things are happening between Belghoria and Naihati every da y. Their modus operandi is peculiar. Once they approached a bridggroo m in a first clas compartment and that gentleman was robbed of everything except his underwere and undershirt. This appeared in the papers. Sir, only recently i. e., 5 months ago a notorious goonda of that area one day belaboured a senior employee of the Panihati Municipality. Another man was similarly assaulted. He was beaten on the platform of Sodepur Railway Station. The third incident is with regard to an employee of the Panihati Municipality. The fourth incident happened at 8 p. m. in a bus in route No. 78. The Vice-Chairman was seriously assaulted and passengers were threatened with daggers. Of course the Vice-Chairman has written to Kali Babu and Kali Babu has given a nice answer to that latter and same things are happening and we do not know when this will stop. As a matter of fact I have been told by the people there that it is impossible for a gentleman nowadays to move with any belonging of value or to move with a girl, even during day time. That is the position there.

There is another type of inactivity or overactivity. I shall request the Home Minister to go to Siliguri, a border area. My information is, and it was published at least in two newspapers that huge quantities of rice and sugar are finding their place just beyond the border; that is finding their place in Tibet, in order to feed the Border Guards of a different country. They are large in number. This is happening, this happened six months back, this has happened at a time when there was scarcity in West Bengal. Unfortunately. the Police Officers—they are in the know of these things and the rumour is that

they have got a share in the dealings. I do not know what preventive measures have been adopted by our Home Minister or the Home Department.

The system of Police protection is not for the poor. As for example, in the Howrah area, in the month of December, some workmen closely connected with. me, filed two petitions under section 107—one for some alleged threatening under the jurisdiction of the Goalpara Police Station, and another was concerning Malipanchghara Police Station. It was in December. I had telephonic conversation with the Officer in charge at least eight times during these five months The Court ordered that the Police is to submit a report. This was a minor 107 petition. The Police Officer, the O. C., asked me to send my man so that he could have some first-hand information from him. My man went there. The literate constable said, "you will have to pay Rs. 50—Rs, 30 will go to Bara Saheb, Rs. 10 to Chhota Saheb and Rs. 10 for me". And I was bent upon not paying a single furthing. The result is that five days had been fixed one after another by the Trying Magistrate since December—the records are all with me—but the position has remained unaffected. Only this morning I sent men to those two Police Stations and they have been once again told that "now you shall have to pay more than Rs. 50 because it is already too late. If you can pay more come to us, if not don't come". And when I made a telephone call they said "the report has already been submitted. It is perhaps missing," or "the Officer concerned is out. So, kindly wait for a few minutes". However, I mnst utter a few words af praise for the underdogs, i. e. the ordinary Police Constables and Officers. I can say from personal experience that unless their grievances are removed, unless you are alive to the dreary existence of their families, unless you can provide them with the ordinary amenities enjoyed by employees in factories and establishments, you cannot expect full time honest duty from them. So, if you want full exertions from them you shoud also have consideration for these people. That is why I on my part do not say that the budget should be decreased, the grant should be decreased, butit should be well spent.

[4-10—4-20 p. m.]

Shri Sudhir Chandra Ray Choudhuri :

মাননীয় স্পীকার স্যার, মন্ত্রীমহাশয় যদিও বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়েছেন এবং গলায় জোর দিয়ে তিনি বক্তৃতা করলেন তাতেও আমরা তার বক্তৃতা শুনতে পারলাম না কারণ একেই তো ইংরেজী লেখা তাও আবার এত তাড়াতাড়ি পড়ে গেলেন যে কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি বল্লাম তাকে যে মাইকে বলুন তা তিনি শুনলেন না। ইংরাজীতে পড়ার তার বিশেষ অভ্যাস নেই বাংলাটাই ভাল বলেন। সেটা বললেই তো পারতেন।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পুলিশমন্ত্রী মহাশয় বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়েও গলার জোর প্রমাণ করতে গিয়ে আমাদের একটু অসুবিধায় ফেলেছেন। একে তো লিখিত বক্তৃতা তার উপরে আবার মাইক ছাড়াই বললেন। আমরা তাকে মাইকে বলতে বলেছিলাম কিন্তু সে সৌজন্যটুকু ও তিনি আমাদের প্রতি দেখালেন না। যা'হোক, আমার সময় খুবই কম কাজেই

২।৪ কথায় আমার বক্তব্য শেষ করব। মন্ত্রীমহাশয়ের কথায় যা' বুঝেছি তাতে আমাদের মনে কোন রেখাপাত করেনি। অবিভক্ত বাংলায় পুলিশখাতে খরচ হোত ৩ কোটি টাকা অথচ সেটা বাড়তে বাড়তে আজ ৯ কোটি ২০ লক্ষের উপর হয়েছে। কিন্তু এত খরচ করেও পুলিশ বিভাগের অব্যবস্থার ফলে আমরা দেখছি যে দিনের বেলায় চুরি-ডাকাতি, খুন, রাহাজানি প্রভৃতি অসৎকার্য অবাধে চলেছে, কোথাও তার ব্যতিক্রম নেই। এছাড়া দেখছি যে নুতন একদল কাঙ্গালী গুণ্ডার আবির্ভাবের ফলে লোকে রাস্তায় হেটে বেড়াতে বা মালপত্র নিয়ে যেতে পারে না। এরা রাস্তায় কাঙ্গালী সেজে বসে থাকে কিন্তু যদি কেউ জিনিষপত্র নিয়ে সেখান দিয়ে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার উপর লাফিয়ে পড়ে সেই সব জিনিষপত্তর কেড়ে নিয়ে যায়। রাস্তায় সমাজ বিরোধী উপাদান এত বেড়েছে যে কোথাও মেয়েছেলে নিয়ে ঘোরাফেরা করা যায়না। কাজেই এসব ব্যাপারের যখন কোন সুবন্দোবস্ত এঁরা করতে পারছেন না তখন পুলিশ যে আমাদের কি সুবিধা করল তা' আমি বুঝতে পারছিনা। পুলিশের খরচ উনি যতই বাড়িয়ে চলেছেন ততই পুলিশের ব্যবস্থার অবনতি হচ্ছে এবং দুর্নীতিও বেড়ে চলেছে। আমাদের এই সভায় কয়েকদিন আগে বিরোধীপক্ষের অনেক বন্ধুরাই বলেছেন যে বাংলাদেশে অবাঙালীরাই সব গ্রাস করেছে। তবে এবারে কংগ্রেসের ও ২।৪ জন গণ্যমান্য সদস্য বলেছেন যে বাংলাদেশের ব্যবসা বানিজ্য, সম্পত্তি, বাড়ী প্রভৃতি আজ প্রায়ই অবাঙালীরা গ্রাস করে ফেলেছে এবং চাকুরি বাকুরিও বাঙালীরা প্রায়ই পাচ্ছেনা কেননা তাঁরা নিজেদের দেশ থেকে লোক আমদানী করে ঐ সব চাকুরিতে ঢোকাচ্ছেন এবং যেটাকে বলা যায় পরোক্ষ লুন্ঠন। কিন্তু এই পরোক্ষ ছাড়া প্রত্যক্ষ লুন্ঠনও কিছু কিছু আছে এবং যার সম্বন্ধে বলা দরকার। আজকে এই চুরি ডাকাতি এবং বিশেষ করে শিশু ও রমণীদের এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে প্রেরণের ব্যাপারে যে এই অবাঙালী ব্যবসায়ীদের হাত রয়েছে পুলিশমন্ত্রী নিশ্চয়ই তা' জানেন। আমরা ছোটখাট পুলিশ অফিসারদের কাছ থেকে খবর পাই যে বিহার ও উত্তর প্রদেশে বড় বড় ডাকাতদের পিছনে পুলিশ খুব উঠেপড়ে লাগার ফলে কিছু কিছু নিহত হয়েছে, কিছু ধরা পড়েছে এবং কিছুটা অংশ কোলকাতা ও হাওড়ায় এসে আশ্রয় নিয়েছে এবং যার ফলে যে একটা অংশ আগে থেকেই এখানে ছিল সেটাই এখন বিরাট আকার ধারণ করেছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে পরোক্ষ লুন্ঠন আগে থেকেই চলছিল তবে এখন আবার প্রত্যক্ষ লুন্ঠন সুরু হয়েছে এবং এর চাপে নিরীহ বাঙালীরা যে আর কতদিন বাঁচবে তা বোঝা কঠিন। আমি এর পুর্ব্বে যে কাঙ্গালী গুণ্ডাদের কথা বলছিলাম তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ইষ্টবেঙ্গল সোপ ফ্যাক্টরীর এক ভদ্রলোক আমাকে একখানা চিঠি লিখেছেন। তিনি এই চিঠিতে লিখেছেন যে,

"That on the 3rd day of March at 7-30 a. m. we despatced in a hand-cart drawn by Kalicharan Parsuram two cases of Usha brand washing soap and one case of Lion brand washing soap.

That when the hand-cart was proceeding along the Strand Road near the premises No. 34 Strand Road, some Kangali Goondas attacked at about 8-30 a. m. the said hand-cart and after injuring the cartman aforesaid decamped with two boxes of soap.

That under the aforesaid circumstances, it would be difficult for us to carry on our business. In these circumstances it is prayed that you will kindly bring it to the notice of the Government for prevention of such crimes."

কাজেই কাঙালী গুণ্ডাদের উপদ্রব এই যে দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে এ বিষয়ে মন্ত্রীমহাশয় একটু নজর রাখবেন। গত খাদ্য আন্দোলনের পর আমরা শুনেছিলাল যে, যেসব নিরীহ লোককে পুলিশ গুলি করে মেরেছিল সে সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট বা কমিশন বা এন-কোয়ারী হবে। কাজেই আজকে অন্তত: আশা করেছিলাম যে এ বিষয়ে তিনি কিছু বলবেন বা কোন রিপোর্ট তৈরী হয়েছে কিনা সেটা আমাদের জানাবেন। কেননা দেশের লোকের যে রক্তে আপনারা হাত রাঙ্গা করেছিলেন তার একটা রিপোর্ট বা কৈফিয়ততো আপনাদের দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এসব কিছু না দেওয়ার ফলে কত লোক মরল বা এ ব্যাপারে পুলিশের কতখানি ত্রুটি হয়েছিল তা' দেশের লোক কিছুই জানতে পারল না।

এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলব। প্রফেসাব চুনীলাল দত্ত তাঁর নাতিকে নিয়ে ম্যাজিক দেখে যখন ফিরছিলেন তাঁকে তখন পুলিশ গুলি করে মারল। তাঁর বিধবা স্ত্রী একটা দরখাস্ত করলেন ফর সন্‌স্ মেনটেনান্স। পুলিশ তাঁকে একটা এক্‌স-প্র্যামিয়া ৫০০ টাকা দেবেন বলে একটা চিঠি লিখেছেন। আমি মনে করি যে তাঁকে মারাটা পুলিশের ঔদ্ধত্য ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং তাঁর বিধবা স্ত্রী যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন পর্যন্ত তাঁর জন্য একটা খোরপোষের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। একটা ইনসোলেন লেটার দিয়ে এক্‌স-প্র্যামিয়া পেমেন্টের যে একটা অফার দিলেন সেটাকে আমি নিন্দা করি। পুলিশ অফিসারদের কিরকম বদ অভ্যাস আছে সেটা বলি। এঁরা পাবলিকলি বেশ্যালয়ে যান, পাবলিলিক মদ খান, পাবলিকলি রেস-কোর্সেত্র যান এবং থানায় বসে তিন তাস খেলেন। ইংরেজ আমলেয় সেই পুলিশ এখনও আছে কিন্তু তফাৎ হয়েছে যে এদের যোগ্যতা অনেক কমেছে এবং দুর্নীতি অনেক বেড়ে গেছে। এই বিভাগের ভেতর এপয়েন্টমেণ্ট, এক্সটেনশন, ট্রান্সফার ইত্যাদি নিয়ে একটা অসহ্য অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে পুলিশদের মধ্যে দলাদলি রয়েছে এবং পেটোয়া লোক না হলে কিছু হবার উপায় নেই। এ বিষয়ে আমার কাছে প্রকাণ্ড লিষ্ট আছে কিন্তু সময় কম বলে সব বলা যাবেনা। নগেনবোস রিটায়ায় করার পর—যিনি স্পেশাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ ছিলেন—তাকে এখন স্পেশাল অফিসার, এন্টি-করাপসান করা হয়েছে। তিনি নিজে একখানা প্রাসাদোত্তম বাড়ী করেছেন কিন্তু থাকেন গভর্ণমেণ্ট রিকুইজিসানড করা কোয়াটার-এ। ঐ বাড়ীর জন্য অত টাকা তিনি কোথা থেকে পেলেন অনুসন্ধান করা উচিত। হীরেন সরকারের ইনি পেটোয়া লোক বলে যাবার আগে তিনি তাঁর পেটোয়া লোকটিকে আর এক গদীতে বসিয়ে দিয়ে গেছেন। হীরেশ চন্দ্র সেন, সুপারএন্যুয়েটেড, রিটায়ার করেন জুন, ১৯৫৯। কিন্তু তাঁকে অফিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসাবে রাখা হয়েছে। অনেক যোগ্য লোক সেই ডিপার্টমেণ্টে ছিলেন। কিন্তু তাঁদের দেওয়া হল না। তারপর আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে লেডি পুলিশ ইন্সপেক্টোরেট সম্পর্কে। ১৯৪৮ যে পোষ্ট ক্রিয়েট করা হয়েছিল তা এখনও ভর্ত্তি করা হয়নি কেন সেটা জানতে চাই? এই সম্পর্কে ঘটনাটা খুব শ্রুতিমধুর হবে, কিন্তু মেয়েঘটিত ব্যাপার বলে বলাটা খুব শোভনীয় হবে না। এই ভাবে ক্যালকাটা পুলিশে ১২টা লেডি সাব-ইন্সপেক্টরএর মধ্যে ৮জনকে ভর্ত্তি করা হয়েছে ৪ টা পোষ্ট এ ভর্ত্তি করা হচ্ছে না। এরপর ৪০ জন লেডি এ. এস. আই. যাঁদের রিক্রুট করে ট্রেনিং-এ পাঠিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কিছু কিছু উর্দ্ধতন অফিসারদের আত্মীয়স্বজন ছিলেন, বন্ধুবান্ধবদের কন্যারাও ছিলেন। কিন্তু ঘটনা হল যে তাঁরা রুলস ভায়োলেট করে কোন প্রকার কমপেনসেশান না দিয়ে ফিরে চলে গেলেন। এর জন্য কি ব্যবস্থা হবে সেটা জানতে চাই? সুধীর মজুমদার যিনি এল. সি. ডিটেকটিভ

ডিপার্টমেণ্ট, স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চে, ছিলেন তাঁর বেলায় পাবলিক সার্ভিস কমিশন রেকমেণ্ড করেছিলেন যে একে কোলকাতা থেকে বাহিরে পাঠিয়ে দাও। তার বাহিরে পোষ্টিং এর অর্ডার হয়ে গেল কিন্তু তিনি এখনও পর্য্যন্ত যাননি। এ বিষয়ে জানতে চাই। অশোক পানিগ্রাহী যিনি ট্রেনিং থেকে পালিয়ে এসেছিলেন তাঁকে ডাঃ রায় চিঠি লিখে চাকরী করে দিলেন। এইরকম বহু ফ্যাক্ট আমার কাছে রয়েছে যা সময়ের অভাবে বলা যাবে না। আর একটি কথা গণ সংযোগ সম্বন্ধে বলব। এটা পুলিশের মধ্যে আনবার চেষ্টা হয়েছে এবং আমি একে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম এই কারণে যে আমি চেয়েছিলাম যে পুলিশের সঙ্গে মানুষের মেশামেশি হোক।

[4-20—4-30 p.m.]

কিন্তু এখন দাঁড়াচ্ছে কি—উল্টে পুলিশ আমাদের ডেকে থানায় নিয়ে আসেন এবং কোন কোন সময়ে যথা—দুর্গাপুজা, লক্ষ্মীপুজা, কালীপুজা, সরস্বতী পুজা, দোল প্রভৃতি উপলক্ষ্যে যখন প্রোসেশন বেরুবে তখন। তাঁরা বলেন প্রোসেশন যাবে—আমরা ঠিক করেছি এই হবে, ঐ হবে ইত্যাদি, এই সব জানাইয়া দিলেন। আমি বলি এসব না করে পুলিশকে বলবেন মাঝে মাঝে পাড়ায় আসতে। আপনাদের অফিসাররা, ইন্সপেক্টাররা এবং কমিশনার না হয় ডেপুটি কমিশনারদের আসতে বলবেন, এসে খবর নেবেন কি উপদ্রব হচ্ছে, কোন্ অসুবিধা হচ্ছে, চুরি ডাকাতি কিছু হচ্ছে কিনা কোন কমপ্লেন আছে কিনা, কতগুলো নুতন ভাটিখানা হল প্রভৃতি এবং কাউকে কোন খবর না দিয়ে আসতে হবে। কারণ খবর দিয়ে এলে তাঁরা কিছুই জানতে পারবেন না, এসে দেখবেন সব পরিষ্কার। এইভাবে যদি তাঁরা ইনস্‌পেকশান করেন তাহালে হয়ত দেশের লোকের কিছু সুবিধা হবে। তারপরে আমার কথা হচ্ছে এই যে নুতন যে পুলিশ কমিশন করেছেন এটা খানিকটা ভাওতার ব্যাপার। আপনি কিছুই বল্লেন না, তবে এটা বুঝি যে হীরেন সরকারকে আপনারা ছেড়ে দিতে চাচ্ছেন না। তিনি সারা জীবন পুলিশে কাটালেন—১০ বছর কি ১১ বছর ইন্সপেক্টর জেনারেল হয়ে রইলেন অথচ পুলিশের কোন উন্নতিসাধন করতে পারেননি এবং তাঁর দৌলতে আজ পুলিশ এত অবনতির পথে চলেছে। তাঁকে নিয়ে কমিশন হচ্ছে কেন? খবরের কাগজে দেখেছি তাঁর আই. জি. র‍্যাঙ্ক হবে, অর্থাৎ তিনি চলে যাচ্ছেন তাঁকে রাখতেই হবে। রায়বাহাদুর সত্যেন মুখার্জীকেও বহু বছর রেখেছিলেন। কমিশনার অফ পুলিশ বা অন্য পুলিশ অফিসারকে এ্যাপয়েণ্ট করতে পারতেন। আমার কাছে লিষ্ট ছিল, আমার সময় নেই বলে আমি সেটা পড়তে পারছি না কিন্তু আমি বলবো যে এই কমিশনটা একটা ধাপ্পা। তারপরে এখানে শঙ্করবাবুকে নিয়েছেন মেম্বার হিসাবে। এতে আমাদের আপত্তি আছে। আমি পার্সোনালি কিছু বলবোনা কিন্তু আমাদের তিনটে আপত্তি আছে। একটা আপত্তি হল হি হ্যাজ নো টাইম, তাঁর সময় নেই। দ্বিতীয় হল পুলিশের প্রতি তার কিছু প্রীতি দেখা গেছে কাগজের রিপোর্টারদের বিরুদ্ধে মামলায় তিনি ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল ছিলেন এবং উইথ ভিহিমেন্স তিনি মামলা করেছিলেন। আর তৃতীয় হচ্ছে বিহারে ছাত্রদের উপর গুলি চল্লো, বিহারের এ্যাডভোকেট জেনারেল সেখানে রিফিউজ করেছিলেন এবং কাউকে যখন পাওয়া গেল না তখন এখান থেকে শঙ্করবাবুকে ডাকা হল। এই ভাবে তাঁর পুলিশ প্রীতি যথেষ্ট দেখা গেছে এবং পুলিশ কেস টেসও তিনি করেন। পুলিশের সঙ্গে তাঁর দহরম মহরম আছে। সুতরাং তাঁকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। আর একটা কথা,

এক্‌স হাইকোর্টের জজ অফ বোম্বেকে নিয়ে আসছেন। কোলকাতা সহর সম্বন্ধে তাঁর কোন অভিজ্ঞতা নেই। এখানকার যদি একজন জজকে আনতেন তাহলে না হয় বুঝতাম—তিনি কোলকাতা সহরে খবর টবর জানেন কিন্তু এক্‌স জজ অফ বোম্বে হাইকোর্ট, তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়েছেন তিনি এসে বসবেন। আর মি: সরকার যা করতে চান তাই করবেন, এতে আপনাদের একটু লজ্জা হওয়া উচিত। তিনি এতদিন যে ছিলেন তাতে দেশের কোন উন্নতি সাধিত হল না—তাঁকে এবার ছেড়ে দিন। এযে সেই মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরি— দেশের লোকের রক্তে হাত যথেষ্ট কলুষিত করেছেন। এখন একটু ভাল কাজ করুন, আর তা যদি না করেন তাহলে এর ফল নিশ্চয়ই আপনাকে ভোগ করতে হবে।

Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay :

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় পুলিশমন্ত্রী পুলিশ খাতে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী এখানে উত্থাপন করেছেন সেই দাবীকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। এই দাবী সম্বন্ধে এই হাউসে আলোচনাকালে আমরা আশা করেছি এবং এখনও করি যে এখানে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে পুলিশ বিভাগের কার্যাবলী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হয়ে আমরা আমাদের মতামত দেব। পুলিশ বিভাগের গত ১ বছরের কার্যাবলী সম্বন্ধে পুলিশমন্ত্রী যে তথ্য এখানে পরিবেশণ করেছেন সেই তথ্য সম্বন্ধে আমার মনে হয়, কারোর কিছু বলার নেই। বিরোধী পক্ষের বন্ধু শ্রীগনেশ ঘোষ মহাশয় তাঁর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে প্রথমেই পুলিশ বিভাগের মন্ত্রী যে ডাটা এখানে দিয়েছেন সেগুলি রহস্যের ছলে এখানে রেখে তারপর তাঁর বক্তব্যের অবতারণা করেছেন। আমিও তাই হাউসে আবার দু-একটা তথ্য দিতে চাই এবং তারপর আমি আমার বক্তব্য আরও বিশদভাবে এখানে পেশ করব। এই পুলিশ বাজেটে এ বছর কত টাকা ধরা হয়েছে এই হিসাব দাখিল করে যাঁরা বলেছেন যে ব্যয়বরাদ্দ দিন দিন বেড়ে চলেছে আমি তাঁদের বলি গতবছরের তুলনায় এ বছরে ব্যয় যেটা বেড়েছে তার বিশেষ কারণ গুলি যদি তাঁরা জানবার চেষ্টা করতেন এবং ঠিকভাবে জিনিষটাকে অনুধাবণ করে দেখতেন তাহলে যে যে কারণে ব্যয় বেড়েছে তা যে সঙ্গত তা তারা বলতে বাধ্য হতেন। ডেনসিটি অফ পপুলেশান, বর্ডার এ্যাটাক, ইনডাষ্ট্রিয়ালাইজেশান, অয়ার লেস ভ্যান বাড়ান, টেলি কমিউনিকেশান, বেটার মেথড অফ ক্রিমিন্যাল ইনভেষ্টিগেশান এবং আরও সমস্ত নতুন পদ্ধতি যার মাধ্যমে পুলিশ বিভাগ দেশের শান্তি এবং শৃংখলা রক্ষা করতে চেয়েছে তার সম্বন্ধে জেনে আমার মনে হয় কোন সদস্য সংশয় প্রমাণ করবেন না যে পুলিশ বিভাগের ব্যয় যদি সামান্য বেড়ে থাকে তাহলে সেটা অন্যায। দ্বিতীয়তঃ কনসটেবল্‌স এবং যারা লোয়ার পজিসানের স্টাফ আছেন তাদের মেডিক্যাল এড্‌স, গরীব দুঃস্থ যাঁরা আছেন তাদের ছেলেদের পড়াশুনা এবং তাদের যে এমোলিউমেন্টস বেড়েছে তার দরুণ এ বছর যে ব্যয় বরাদ্দ আপনিই এসেছে তা সঙ্গত। বছরের পর বছর পুলিশ বিভাগ যে কার্যাবলী করে আসছেন বিশেষতঃ ক্রিমিন্যাল ইনভেষ্টিগেশানের জন্য আমি তার দু-একটা তথ্য এখানে রাখছি। আমরা যদি ডেকয়টি কেস দেখি তাহলে দেখব যে ১৯৫৮ সালে ৪৯৪টি ডেকয়টি কেস ছিল, ১৯৫৯ সালে সেটা হয়েছে ৪৩১। রবারী ৭৩৫টা ছিল ১৯৫৮ সালে এখন ৬০৭; বার্গলারী ১০ হাজার ৫ শত ৯৩টা ছিল, এখন ১০ হাজার ১ শত ১৪; মার্ডার ৪ শত ৯২ টা ছিল এখন ৪ শত ৫৯টি। তারপর, এই পশ্চিমবঙ্গে দিনের পর দিন যদিও জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে, পশ্চিমবঙ্গে যদিও বাইরে থেকে বহু দুষ্কৃতকারী এসে আশ্রয় নিয়ে তাদের নিজেদের রুজি-রোজগারের চেষ্টা করছে,

পুলিশ বিভাগ যোগ্যতার সঙ্গে মোকাবেলা করে আজ ক্রাইম দিনের পর দিন কমিয়ে আনছে। আমার বক্তৃতা শুনে যাঁরা ঘাড় নাড়ছেন তাঁদের আমি বলব যে শুধু ঘরের ভিতরে থেকে গবাক্ষপথে আকাশকে দেখবেননা, উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখুন। ক্যালকাটার ডেকয়টি গত বছরে নিল। এর দ্বারা বোঝা যায় যে কলকাতায় পুলিশের অন্যান্য বিভাগের বিশেষ করে সি, আই, ডি, বিভাগের তৎপরতা কত বেশী। অয়ারলেস ভ্যান, ফরেনজিক ল্যাবরেটরী ইত্যাদির কথা গনেশ ঘোষ মহাশয় এমনভাবে বলতে চেয়েছেন যেন এগুলি উপহাসের বস্তু। সে সম্বন্ধে আমি বলব যে তাঁরা বিশেষভাবে ফরেনজিক ল্যাবরেটরী দেখে এসে তারপর বলবেন। বাংলাদেশে এই যে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে গত ৮ বছরের মধ্যে এই ফরেনজিক ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে পুলিশ নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যেভাবে ক্রাইম ডিটেক্‌শান করছেন তা সত্যই আশ্চর্যজনক। এখানে কতরকম টেষ্ট আছে সে কথা যদি আমরা মাননীয় সদস্য মহাশয়দের জিজ্ঞাসা করি তাহলে অনেকেই সে কথা বলতে পারবেননা। শুধু একটা দুটো টেষ্টের কথা বলে উনি হাসতে চেয়েছেন। ফরেনজিক ল্যাবরেটরীতে যে অন্যান্য টেষ্ট আছে তা যদি দেখেন তাহলে দেখবেন শুধু কেমিক্যাল, বায়লজিক্যাল, ফটোগ্রাফিক নয়, আরও অন্যান্য বিভাগের বিভিন্ন টেষ্ট আছে। এই ফরেনজিক ল্যাবরেটরীর সাহায্য আজ শুধু বাংলা দেশ নয়, আসাম, উড়িষ্যা, আন্দামানস, নিকোবর, গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মিলিটারী ডিপার্টমেণ্ট, রেলওয়ে এরাও গ্রহণ করতে চলেছে।

[4-30—4-40 p.m.]

এবং এর থেকে এ সম্বন্ধে যে তথ্য তা থেকে আমরা দেখছি, ক্রাইম্ যা ধরা পড়েছে তার হিসাব দেখলে দেখা যাবে অনেক ডিটেক্‌টেড্ হয়েছে। আজ এন্‌ফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ সম্বন্ধ কিছু কিছু সমালোচনা সদস্য মহাশয়রা করেছেন কিন্তু যদি সে সম্বন্ধে ফিগার দেখিতো দেখবো কলকাতায় ১১,২২৯টি কেস্ ইন্‌ষ্টিটিউটেড হয়েছিল এন্‌ফোস্‌মেণ্ট বিভাগে তারমধ্যে ১৮,২১৩ জন পারসনস্ ইন্‌ভল্‌ভড ছিল ১৭,৩১৮ জনের কন্‌ভিক্‌শান হয়েছে এখানে আমি স্মরণ করতে বলবো কত লোক ধরা পড়েছিল এবং কত কন্‌ভিক্‌টেড হয়েছে হিসাব করে দেখতে। আর যদি জেলার হিসাব দেখি তাহলে দেখবো ৩৫,৮৬৩টি কেস্ ইন্‌ষ্টিটিউটেড হয়েছিল, ৩৮,৫৯৯ জন ইন্‌ভল্‌ভড্ হয়েছিল তাতে ৩২,৫৭২ জন কন্‌ভিকটেড্ হয়েছে। এখানে তারা যে কেস নিয়ে ঘুষ নিয়ে তদন্তে গাফিলতী করেনি এই কন্‌ভিক্‌শান এর হিসাব থেকেই তা প্রমাণিত হচ্ছে। আর যদি ফাইন কত হয়েছে হিসাব দেখি তাহলে দেখবো ৩ লক্ষ টাকা ফাইন হিসাবে এন্‌ফোর্সমেণ্ট এর তৎপরতায় আদায় হয়েছে। আর ভ্যালু অফ কমোডিটিজ কন্‌ফিস্‌কেটেড্ কত হয়েছে তাতে হিসাব দেখলে দেখতে পাব—১ লক্ষ ৩ হাজার ৯৫ টাকা আদায় হয়েছে। [হাস্য] এতে হাসবার কিছু নয়, আমার সময় অল্প, আমি শুধু এটুকু বলবো এন্‌ফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ যেভাবে কার্য্যগুলি তদারক করেছে তার সম্পর্কে যদি মাননীয় সদস্যরা অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গী না রাখেন, জণ্ডিসড্ আই নিয়ে না দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে তাদের তৎপরতার প্রশংসা না করে পারা যায় না। এ ছাড়া পুলিশ বিভাগ যেরকমভাবে নূতন পদ্ধতিতে ক্রাইম্ ডিটেকশান আরম্ভ করেছে বিশেষ করে পুলিশ-ডগ দ্বারা তাতে দুষ্কৃতকারীদের মনে এই সংশয় এসেছে পশ্চিমবঙ্গে আর দুষ্কৃত করা চলবে কিনা। পুলিশ-ডগ যে কয়টিক্ষেত্রে কেস্‌এ এপর্যন্ত ইউজ করা হয়েছে, মাননীয় সদস্যরা জানেন যে পুলিশ-ডগ ঠিকভাবে ডিটেক্‌ট্ করেছে এবং সমস্তক্ষেত্রে আসামীরা ধরা পড়েছে।

আমি শুধু আর একটি কথা বলে আমার বক্তব্য এখানে রাখতে চাই সেটা হল বিরোধী পক্ষীয় সদস্য বন্ধুরা বিশেষ করে কমিউনিষ্ট পার্টির বন্ধুরা পুলিশবিভাগ সম্বন্ধে সমালোচনা করছেন। আমি জানি রাষ্ট্রের ক্ষমতা যাদের হাতেই থাকবে তাদের যারা বিরুদ্ধবাদী দল তারা কখনো পুলিশ বিভাগকে সমর্থন করতে পাবেননা। আমরা দেখেছি কেরালায় যখন কমিউ-নিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন পর্যান্ত কংগ্রেস বন্ধুরা বিরোধী দলে থেকে পুলিশের সমালোচনা করেছে আর যারা শাসন ক্ষমতায় ছিল তারা পঞ্চমুখে পুলিশের প্রশংসা করেছে কিন্তু আমি কারণ দেখিয়ে বলতে চাই যে যেখানে যখন গুলি চলে কমিউনিষ্ট সবকার সেই গুলি চালনাকে নিজেদের দোষ বলে মেনে নেয়নি, সেখানে ছাত্রদের পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেটাকে দোষ বলে তাবা মনে করেননি। এমনকি সবকারে যাবা অধিষ্টিত ছিলেন তারাও যেন একটা পথ নিয়ে একটা আদর্শ নিয়ে দেশেব শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চেয়েছেন।

Shri Monoranjan Hazra : On a point of order Sir,

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কেবল গুলিচালনা সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, আমি বলি সেখানে কোন তদন্ত কবা হয়নি আজ পর্য্যন্ত।

[Noise & Interruptions]

Mr. Speaker : That is no point of order.

[Noise & Interruptions]

Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay :

মাননীয় স্পীকাব মহোদয় মনোরঞ্জনবাবু আমার বক্তৃতায় বাধা দিয়ে, আমাকে বলবার আবও সুযোগ দিয়েছেন। কেবলায কমিউনিষ্ট শাসনে যখন গুলি চলে তখন তাকে সমর্থন জানিয়ে ছিলেন কমিউনিষ্ট সেণ্ট্রাল অর্গেনাইজেশন সেটা হচ্ছে বিরুদ্ধ পার্টিব বন্ধুদের। তখন কমিউনিষ্ট পার্টিব সভ্যবা এই পুলিশী শাসনেব বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেননি, আর আজ তাঁরা এখানে পুলিশ বাজেট আলোচনাব সময় পুলিশেব বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ করছেন। তার কাবণ দেশে যদি শান্তি, শৃঙ্খলা বজায় রাখবাব জন্য সবকাব চেষ্টিত হন, তাহলে তাদের স্বার্থে আঘাৎ লাগবে, আব দেশে যত অশান্তি আসে, যত অরাজকতা আসে, যত দেশের মানুষকে শাসন ব্যবস্থাব বিরুদ্ধে উৎক্ষিপ্ত কবা যায়, তাহলে ততই বিবোধী পক্ষেব লাভ হবে। তাই পুলিশ বাজেট সম্বন্ধে সমালোচনা কবতে উঠে শ্রীযুক্ত গণেশ ঘোষ পুলিশের অত্যাচার নারী, শিশুর উপব বেশী করে দেখাবাব চেষ্টা করেছেন, কারণ, নারীর উপব আঘাৎ করলে মানুষেব মনে আঘাৎ লাগে, তাবই জন্য তিনি কতকগুলি পরপর চার্জ এনেছেন একটা চার্ট এ সাজিয়ে। যে যুক্তি তিনি তাঁর মনের মধ্যে খাড়া করেছেন সেই যুক্তির পিছনে সত্য নেই, সে যুক্তিহীন।

[Disturbence and loud noise from opposition benches]

আমি আব একটা কথা এই সম্পর্কে বলবো—আমাদের দেশের ইণ্ডাষ্ট্রি যদি গড়ে তুলতে হয়, তাহলে ইণ্ডাষ্ট্রিতে পীস যাতে থাকে তাব জন্য সরকারকে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। এবং এই পীস্ মেন্‌টেন কবা দেশেব জন স্বার্থের জন্য প্রয়োজন। কিন্তু আমরা দেখতে পাই এই ইণ্ডাষ্টিতে পীস্ যাতে না থাকে, তারজন্য নিজেদের দলীয় স্বার্থ বৃদ্ধি করবার উদ্দেশ্যে বারম্বার কমিউনিষ্ট পার্টির বন্ধুরা সেখানে হামলা করে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছেন।

[Cries of question from the opposition benches]

আমি এখানে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করবো যার সঙ্গে অন্য জিনিষের তুলনা করা যায় না। সেটা হচ্ছে ২৬শে জানুয়ারীর ব্যাপার। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি হয়ত মনে রাখতে পারেন, ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করবার জন্য ভারতের জনসাধারণ একটা জায়গায়—সেটা হচ্ছে সেন র‍্যালে এ্যাণ্ড কোম্পানীর কাছে, সমবেত হয়। সেখানে প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করবার জন্য সকলে এগিয়ে চলেছে, তাদের হাতে আছে জাতীয় পতাকা, সেখানে স্কুলের ছেলে থেকে আরম্ভ করে কর্মী, জনসধোরণ সকলেই উপস্থিত। কিন্তু আজকে আমাদের দেশের স্বাধীনতাকে যাঁরা বলেন 'ঝুটা স্বাধীনতা', যাঁরা ভারতের পতাকাকে নিজেদের বলে স্বীকার করেন না, সেই কমিউনিষ্ট পার্টি—[সেম্, সেম্] সেখানে গিয়ে হামলা করে। একটি ছোট ছেলে সুভাষ—তার হাতে জাতীয় পতাকা ছিল বলে তাকে আঘাত করা হয়, তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়—

(cries of question, question, from the opposition benches)

হাসপাতালে সুভাষের ৭ দিন ধরে চিকিৎসা হয়, তারপর সে বাড়ী ফেরে। কমিউনিষ্ট পার্টি তাদের নিজের হাতে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করবার জন্য যেকোন উপায়ে, সব কিছু করতে পারেন। তাঁরা ভারতের জাতীয় পতকাকে অবমাননা পর্য্যন্ত করে থাকেন।

(Shri Narayan Chobey : These are all lies.)

কেরেলাতে যখন তাঁরা শাসন ভার গ্রহণ করেছিলেন—সেখানে শান্তি, শৃঙ্খলা বলে কিছু ছিলনা, সেটা একটা পুলিশ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। বর্ত্তমানে সেখানে এখন কংগ্রেসের হুকুমে, শান্তি, শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তাঁরা পেরেছেন। এরজন্য আমি সরকারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। এই বাজেট সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পুলিশ বিভাগ একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ এর দেশের আইন, শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তাকে রাখা হয়েছে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বই শুধু তাদের আছে, তা নয়; সমাজের সর্ব্ব স্তরের সঙ্গে যোগাযোগ তাদের রাখতে হয়, এবং সভা শোভাযাত্রা, মাইক, এই সবের অনুমতি তাদের কাছ থেকে নিতে হয়; আবার বাড়ীওয়ালা ও ভাড়াটের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি দেখা, মিমাংসা করা, ভেরিফিকেশান করা সমস্ত কাজের ভার তাঁদের উপর রয়েছে। অর্থাৎ এককথায় ব্যাপক ভাবে

executive and some judiciary function

তাদের রয়েছে। কলকাতা সহরে সি, পি, এম, এর থেকে তাদের যে কর্ত্তৃত্ব, সেটা আরও ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। এতবড় গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের যিনি মন্ত্রী হবেন, তাঁর যদি ব্যক্তিত্ব থাকে তাহলে তিনি সুষ্ঠুভাবে এবং সর্ব্বাঙ্গীন কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ চালাতে পারেন। কিন্তু আমাদের যিনি পুলিশমন্ত্রী, তাঁর সেই ব্যক্তিত্বের অভাব আছে। কারণ সিনিয়ার অফিসাররা তাঁকে পাত্তা দেন না এবং তার ফল হচ্ছে—

corruption and administrative looseness.

গত বছর খাদ্য আন্দোলনের সময় বৃষ্টির ধারার মত যখন নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর গুলি চালনা হচ্ছিল তখন আমাদের মাননীয় পুলিশমন্ত্রী মহাশয় কণ্ট্রোল রুমে বসে তৃপ্তিধারার রসগোল্লা খাচ্ছিলেন।

[4-40—4-50 p.m.]

স্যার, এখন পর্য্যন্ত সেই তৃপ্তিধারার রসগোল্লার দাম দেওয়া হয় নাই।

ডা: রায়—সেই খাদ্য আন্দোলনের পরে হাউসে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে—

Government is not afraid of judicial enquiry.

তবে তার আগে একটা ডিপার্টমেণ্টাল এন্‌কোয়ারী হবে। সরকার থেকে হাওড়া এবং ২৪ পরগণার জন্য একটা ডিপার্টমেণ্টাল এন্‌কোয়ারী করা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন অবশ্য—ফায়ারিং ওয়াজ জাষ্টিফাইড্।

যদিও আমরা বিশ্বাস করি না, তবুও তাদের পক্ষ থেকে ভার্সান দিয়েছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে চাই—ক্যালকাটা ডিপার্টমেণ্টাল এন্‌কোয়ারীর কি হল? অন্ধকারের মধ্যে তা লুকিয়ে রাখা হয়েছে কেন? শুধু তাই নয়। যিনি পুলিশ কমিশনার—এই সমস্ত ঘটনার জন্য দায়ী তাঁকে প্রমোশন দিয়ে আজকে আই, জি, করা হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে—পুলিশ কমিশনার যিনি ছিলেন এখন যিনি আই, জি, হরিসাধন ঘোষচৌধুরী মহাশয় তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না। কিন্তু পুলিশ কমিশনার

the symbol of the Police department.

তাঁর কাজ তার চালচলন সন্দেহের উর্দ্ধে যদি না হয়—

whole morale of the department

নষ্ট হয়ে যাবে, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানএর ক্ষতি হবে। সেই পুলিশ কমিশনার কয়েকটি কীর্ত্তি কাহিনী আপনার সামনে রাখছি। এই ঘোষ চৌধুরী মহাশয়ের তিনখানা বাড়ী—একখানা নিউ আলিপুরে, একখানা ঝাড়গ্রামে, এবং আর একখানা ঘাটালে গোপালপুরে। এই ঘাটালে গোপালপুরের বাড়ীর জন্য ৩২ জন অফিসার নিযুক্ত হয়েছিল সিমেণ্ট ক্যারি করার জন্য। সৌরেন রায় চৌধুরী, তিনিও ঐ কাজে ছিলেন। তাঁকে যখন কুচবিহারে ট্রান্সফার করা হল—উনি তখন অফিসিয়েটিং আই, জি, তখন ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেল। তিনি ডা: রায়ের কাছে সরাসরি আপীল করলেন, একটা মেমোরেণ্ডাম সাবমিট করলেন। প্রাইমা ফেসি কেস ছিল বলে ট্রান্সফার অর্ডার ক্যান্‌সেল করে আলিপুরে তাঁকে পোষ্টিং করেছেন।

দু নম্বর হচ্ছে তার বেনামী পাঁচখানা বাস—তার নম্বর ডব্লিউ বি এস ১৯, ১১৮, ১২০, ১২১ এবং ১২৬। পুলিশ মন্ত্রী মহাশয়—এটা এন্‌কোয়ারী করুন। টালীগঞ্জের ওয়েসাইড্ ব্রীজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি? তার বিরুদ্ধে এক ইউরোপীয়ান ভদ্রলোক মিস এপ্রোপ্রিয়েসন এর চার্জ টালীগঞ্জ থানায় এনেছিলেন। টালীগঞ্জের পুলিশ সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর কালিকা ব্যানার্জীকে এ সম্বন্ধে এনকোয়ারী করতে নিয়োগ করলে তাকে বাধা দেওয়া হয়। ওয়ান ডে নোটিসত্র সেই সাব-ইন্‌সপেক্টরকে রাতারাতি ট্রান্সফার করে দেন ঘোষ চৌধুরী মহাশয়।

তাঁর চতুর্থ কীর্ত্তি—পুলিশ কমিশনারের ছৈনোর ছেলের নামে কিংবা বেনামীতে কয়েকটা ট্যাক্সী ও পেট্রোল পাম্প আছে, সেটা জানতে চাই।

পঞ্চম—E.C.R. Bar এর বিরুদ্ধে অফিসাররা গুরুতর অভিযোগ করেছিল, তার লাইসেন্স সাসপেণ্ড করা উচিত ছিল। বারের মালিক শুনছি ঘোষ চৌধুরীর লোক বলে তার বার লাইসেন্স

বাতিল হয় নাই। বজরঙ্গ লাল মোর নামে সেই ভদ্রলোক এই হাউসে আমার কাছে স্বীকার করেছেন তার গুরুদেবকে ৫১০০ টাকা প্রণামী দিয়ে তবে রিভলবার পেয়েছিলেন। কালিপদবাবুকে জিজ্ঞাসা করি—তিনি ঘোষ চৌধুরীকে বলেছিলেন কিনা—সেই দর্পন কাগজের বিরুদ্ধে মামলা করতে। সাহস থাকে তো সেটা বলুন।

এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন সাইডে এ কেমন করে আজ দুর্নীতি চলছে এবং তার অবস্থা কি সেটা দেখতে চাই। হাওড়া ২৪ পরগণার খাদ্য আন্দোলনের সময় ফায়ারিং ক্যাজুয়ালটির পরে তখন হীরেণ সরকার আই. জি. ছিলেন, সুধীরবাবু তাঁর বিরুদ্ধে বলেছেন, এই হীরেণ সরকার মহাশয় যাঁরা সাংবাদিক, তাঁদের পাবলিসিটি ভ্যান অফার করেছিলেন সংবাদ সংগ্রহের জন্য। কিন্তু সাংবাদিকরা তা নেননি। তারা বলেছিলেন—আমরা খবর পাচ্ছি। কলকাতার ফায়ারিং সম্পর্কে এই সাংবাদিকদের যথেষ্ট অভিযোগ ছিল—তাঁরা সত্যি খবর পাচ্ছিলেন না। তার জন্য ডা: রায়ের কাছে তদ্বির করতে গিয়েছিলেন এবং ঘোষ চৌধুরী মহাশয় সবদিক দিয়ে আয়রন কার্টেন ক্লাম্প করে রেখেছিলেন।

স্যার সৌরেণ রায় চৌধুরীর কথা দেখুন। এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চএর উপর যা কণ্ট্রোল সে কন্ট্রোল পুলিশ কমিশনারের এবং আই. জি. এই দুইজনের উপর। এখানে যিনি ডেপুটি কমিশনার ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল, যাঁকে উনি পুলিশ কমিশনার থাকার সময় তাঁর কন্‌ফারমেশান ষ্টপ করেছিলেন, তিনিই আজ আই. জি. হয়েছেন এবং তাঁর এক্‌সটেনসান তাঁর হাতে। তাহলে কি করে ভালভাবে কাজ চলতে পারে? এবং সেই সৌরেণ রায়চৌধুরী তিনিও, আজকে যিনি আই. জি. হয়েছেন, তাঁর হাতের মুঠোয় রয়েছেন। সুধীর মজুমদার, যাঁর বিরুদ্ধে এ্যাণ্টি-করাপ্‌সান্ থেকে অভিযোগ হওয়ায় তাঁকে ট্র্যান্সফার করা হয়, সেই ভদ্রলোক তখন ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন কিন্তু যখন খবর এলো ঘোষচৌধুরী মহাশয় আই. জি. হয়েছেন সেই সময় তিনি এসে আবার কাজে যোগদান করলেন। স্যার, ঘোষচৌধুরী মহাশয় আই. জি. হবার পর আই. জি. দপ্তরে খুব খুশীর হাওয়া বইছে। এখন ত আর হীরেণ সরকার মহাশয় নেই। আজকে আমরা সেই জায়গায় শুনছি যে সেখানে আসল যিনি আই. জি. তিনি হচ্ছেন কালিবাবুর একজন পেট, এ. আই. জি. বীরেন চক্রবর্ত্তী। এই বীরেনবাবু ও ভবানীবাবু বলে একজন ক্লার্ক, তাঁদের হাতেই সকলের ট্র্যান্সফার ও প্রোমোশান্ এবং সেই ট্র্যান্সফার ও প্রোমোশান এর মারফৎ তিনি বেশ দুই পয়সা পাচ্ছেন। সেইজন্য সেখানে খুশীর হাওয়া বইছে। এই বীরেন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রিটায়ারমেণ্ট-এর সময় হল, সেই বীরেন চক্রবর্ত্তীকে আমাদের কালিবাবু সুপারিশ করে রাষ্ট্রপতির মেডেল পাইয়ে দিলেন যাতে রিটায়ারমেণ্ট-এর পর তার আর একটা এক্সটেন্‌শান্-এর জমি তৈরী হয়। ইংরাজ আমলে কোন পুলিশ অফিসার-এর বিরুদ্ধে সমালোচনা হলে তার প্রোমোশান্ হোত, কালিবাবু ও সেই ধারা বজায় রেখেছেন। এখানে আমার একটা ছড়ার কথা মনে পড়লো—"লর্ড কার্জ্জনের বংশবাতি বামুনে জ্বালায়।" তারপর ঘোষচৌধুরী আই. জির. পিছনে আই-সি-এস্ ক্লিক্ আছে। হীরেণ সরকার মহাশয় অন্যায় নির্দ্দেশ শুনতেন না। কিন্তু একটা বড় অফিসারকে হাতে রাখতে হয় তাই ঘোষ- চৌধুরী মহাশয়কে হাতে রাখছেন এবং মায়ের বিকলাঙ্গ শিশুর মত তাকে লালন-পালন করছেন। আমাদের হোম সেক্রেটারী, শ্রীযুক্ত এম, এম, বসু, তার পিছনে আছেন। তিনি হয়ত ফাইল দেখিয়ে বলবেন যে, না এই অভিযোগ সত্য নয়, তিনি ঠিকমত কাজ করছেন। কিন্তু এই দপ্তরে ফাইল-এর যে কি অবস্থা

হয় তার আমি নমুনা দিচ্ছি। আমি চ্যালেঞ্জ্ করে বলছি কালিবাবুকে, যে হোম সেক্রেটারী, শ্রী এম, এম্, বসুর হেপাজত থেকে এই দুইটি পুলিশ ডিরেক্টোরেট-এর ফাইল হারিয়েছে কিনা। প্রথম ফাইল হচ্ছে,

Fixation of pay of officers and men according to 1955 scales of pay,

এই ফাইলটা মিসিং। আর ২ নম্বর ফাইল হচ্ছে,

Case for promotion of P. G. Mukherjee of Police Directorate.

এই ফাইল গুলি কালিপদ বাবুকে চ্যালেঞ্জ্ করছি, যে তিনি এখানে এনে হাজির করুন। স্যার, ৪ নম্বর কথা হচ্ছে, পুলিশ কিরকম ইণ্টারফিয়াব করে সে কথা বলতে চাই। ডক্স্-এ যে ইউনিয়নস্ আছে তার একটা ইউনিয়নকে কালিবাবুব পুলিশ সমর্থন করে এবং সাহায্য করে থাকে। যে ইউনিয়ন ইস্‌লাম ইন্ ডেঞ্জার ধুয়া তুলতো এবং সুরাবর্দ্দি যাকে স্থাপিত করে গিয়েছে এবং তালিব সাহেব বলে এক ভদ্রলোক সেই ডক্ লেবার বোর্ড-এর চেয়ারম্যান ছিলেন, যিনি এখন পাকিস্তানে পালিয়েছেন, সেই ইউনিয়নকে সাহায্য করার জন্য, যখন ভারত রাণী সণ্ট্ শিপ্তকে বয়কট্ কবা হয়েছিল, পুলিশ সেখানে অত্যাচাব করে এবং এক-জন হিন্দু অফিসারকে সেখানে গুলি করে মাবা হয়। এই ইউনিয়ন-এর পক্ষ থেকে বিহারে গিয়ে মুসলমান হিন্দুকে মেরেছে এই বলে গ্রামে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করেছিল। এখানে একজন সদস্য যিনি তাব সভানেত্রী তিনি সেই খবর পেয়ে সেই খবর পাঠালেন চীফ্‌মিনিষ্টাব অব বিহাব-এব কাছে এবং তিনি সেটা হস্তক্ষেপ করার পর এইরকম একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিব হাত থেকে বিহাব বেঁচে গিয়েছিল এবং তাব প্রতিক্রিয়া থেকে বাংলাদেশও বেঁচে গিয়েছে। সুধীরবাবু আমাদের বলেছেন যে পুলিশ কমিশনার মন্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতে পারেন কাবণ তিনি পুলিশ কমিশনার-এ অ্যাপয়েণ্টেড্ হয়েছেন। কিন্তু হীরেণ সরকার মহাশযেব যে অভিজ্ঞতা, যাব সুযোগ নিয়ে তাঁকে সেক্রেটারী করা হযেছে, সেখানে শংকরবাবু ও তাব একজন সভ্য এবং তিনি বলেছেন তিনি সময় পান না।

[4-50—5 p.m.]

তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকেন। শুনেছি তিনি নাকি ক্যালকাটা ক্লাব এর সাব-কমিটিতে আছেন এবং তাব চেয়ারম্যান হয়েছেন—এই সব কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে তিনি আপনাব পুলিশ কমিশনে কাজ করতে পারবেন না। স্যার, আমি মন্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাবো, যে তিনি নতুন পুলিশ কমিশনাব হিসাবে শ্রীউপানন্দ মুখার্জী মহাশয়কে এনেছেন—কলকাতায় যে, পুলিস সেট-আপ রয়েছে তাঁদেব উপব যেন তিনি হস্তক্ষেপ না করেন, তাঁদের যেন কাজ করতে দেন। ডি. সি. হেড-কোয়ার্টার্স, শ্রীবিষ্ণু বাগচি আছেন, ডি. সি. সাউথ, ডি, সি, নর্থ, এবং ডি, সি, সেণ্ট্রাল আছেন—এঁরা সব সৎকর্মী এবং বয়সে তরুণ, তাঁদের কাজ করাব সুযোগ দেন, তাঁদেব কাজে যেন কোনরকম হস্তক্ষেপ না করেন।

Shri Khagendra Kumar Raychoudhury :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আনন্দগোপাল মুখার্জী মহাশয় পুলিশের তৎপরতা সম্বন্ধে অনেক কথা বল্লেন। আমি পুলিশেব তৎপরতার কয়েকটা ঘটনা আপনাব সামনে উপস্থিত করছি। তাথেকে আপনি বুঝতে পারবেন এই পুলিশ কিভাবে ফান্‌কশান করছে। কয়েকদিন আগে ভাংগর থানায় একটা ঘটনা ঘটেছে, ভাংগর থানাব বাগুইহাটি ইউনিয়নে ভাগচাষীরা ৬০০ বিঘা চাষ করত যেহেতু তারা এই বছর সরকারের কাছে জানিয়েছিল যে জমি বেনামী হয়েছে সেই অপরাধে

তাদের জমির ধান লুটপাট করা হোল এবং ভাংরগ থানার সেকেণ্ড অফিসার এই লুটপাটের নেতৃত্ব করেন। যেদিন এই ঘটনা ঘটে সেদিনই আমি ২৪ পরগণার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব্ পুলিশ কে জানাই এবং এত্ত জানাই যে, গুণ্ডার দলের সঙ্গে বসে তিনি তাড়ি খাচ্ছেন—

Shri Bankim Mukherjee : Mr. Speaker, Sir, I would draw your attention to the fact that the Treasury bench is empty. This is disgraceful. I would request you to adjourn the House for some time. We won't speak unless the Minister comes.

Mr. Speaker : I am sending information to the Ministers.

Shri Deven Sen :

মন্ত্রীমহাশয়দের কাউকে ডেকে পাঠান না কেন ?

[*At this stage the Hon'ble Kalipada Mukherjee come in*]

Shri Khagendra Nath Roy Choudhuriy :

তারপর, এই পুলিশের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আরো কয়েকটা ঘটনা বলি—বারুইপুর থানায় লক্‌আপ একজন লোকের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়—রাত্রিশেষে তার আত্মীয় স্বজনের কাছে খবর গেল সেই লোক মারা গিয়েছে—এই ঘটনা আমি এস. পি. কে জানাই। তাকে এমন নৃশংসভাবে মারা হয়েছিল যে গোড়ালি থেকে চামড়া তুলে দেওয়া হয়েছিল এবং মাথার স্কাল ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তার সামনে বসে তার স্ত্রীর করুন আর্তনাদ শুনলে বুঝতে পারতেন। আর এই পুলিশ বাহিনীর কত গুণগান করে গেলেন আনন্দ গোপাল মুখার্জী। আজ নীচস্থ পুলিশকর্ম্মচারীরা উপরের থেকে উস্কানি পেয়ে সমাজবিরোধী লোক ও গুণ্ডাদের সঙ্গে আপোষ করে কিভাবে রাজত্ব করে যাচ্ছে তা আজ আর শিশুদের ও জানতে বাকী নেই। এর প্রতিবাদে কারুর কোন কথা বলার কোন ক্ষমতা নাই। আমরা জানি সমাজ বিরোধীদের সঙ্গে আমাদের পুলিশমন্ত্রীর ও যোগাযোগ আছে এবং এই পুলিশমন্ত্রীই সকলের আগে চেষ্টা করেন কীকরে জামীন দেওয়া যায়। পুলিশমন্ত্রী বিপ্রেসিভ্ মেজার্সএর পরিবর্ত্তে হৃদয়ের পরিবর্ত্তন টবিবর্ত্তন কত কি বল্লেন। কেবলায় হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হচ্ছে দেখুন, মিঃ স্পীকার, স্যার—বারুইপুর বোমাফাটার কেস্এ পি. ডি. এ্যাক্ট কার্য্যকরী করা হয়নি অথচ গত ফুড মুভমেণ্টএ পি. ডি এ্যাক্ট নির্ব্বিচারে চালু করা হয়। গত ফুড মুভমেণ্টের সময় আমার বাড়ীতে খোঁজ করা হয়—আমার স্ত্রী একলা থাকতেন—রাত্রি ১০।১২ টার পর ঘরে ঢুকে মশারি তুলে খোঁজ করা হত।

[5—5-10 p.m.]

এরা এসব জানে বলেই আজ নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। বাংলাদেশে সমাজবিরোধীরা আজ পুরো কর্ত্তৃত্ব চাইছে কিন্তু পুলিশমন্ত্রী জেনে রাখুন যে বাংলাদেশের মানুষ এখনও মরেনি কাজেই তাঁরা এর বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই দাঁড়াবে। তবে যদি তাঁরা মনে করেন যে এইভাবে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দমিয়ে দিয়ে বাংলাদেশে পশুপ্রবৃত্তিকে জেতাবেন তাহলে আমি বলব যে তাঁরা একটু ভুল হিসেব করছেন। আমি এখানে ৩।৪ টি থানার খবর দিলাম এবং আপনিও যে জায়গায় থাকেন ঐ একই জিনিস দেখতে পাবেন। এখানে পার্টি কুলারলি যে ঘটনাটা আমি জানালাম তাতে তাঁরা ১১ দিন ধরে ডি. এস. পি-কে জানিয়েছেন এবং তারপর তিনি বললেন এ্যাডিশনাল এস. পি.-র কাছে যাও। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত গেল কার

খাচ্ছে না যার বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং তাকে দেখা গেল যে সে বসে বসে তাড়ি খাচ্ছে। কাজেই এসব অবস্থা দেখে আমি মনে করি তাঁরা যে পথে এবং যে পরিকল্পনা নিয়ে যাচ্ছেন তার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে তাঁদের অন্যায় অত্যাচার স্বাভাবিকভাবে মেনে নেবে। যা'হোক বাজেট সম্বন্ধে বলতে গেলে এই বোলতে হয় যে যদি এঁরা এরকম নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে তাহলে এঁদের দ্বারা কোন কাজ হবেনা বা এরকম পুলিশের কোন প্রয়োজন নেই, আর তা'নাহলে এমন একটি পুলিশবাহিনী করুন অন্ততঃ যার মধ্যে এই কালিবাবু থাকবেন না।

Shri Subodh Banerjee :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পুলিশ খাতে ব্যয় বরাদ্দের জন্য প্রতি বছর কংগ্রেসের তরফ থেকে যে বক্তৃতা দেওয়া হয় তাতে যুক্তি দেখান হয় যে পশ্চিমবাংলার সঙ্গে পূর্ব্ব পাকিস্তানের বর্ডার, জনসংখ্যার গুরুত্ব ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালাইজেসন ইনফ্লাকস অব রিফিউজিজ—অতএব টাকা খরচ করতে হবে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি যে প্রতিবছরই কি পুর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সীমানা ও জনসংখ্যার গুরুত্ব বেড়েই চলেছে যে বছর বছর এরকম ১০।১২ লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দ বাড়াতে হবে? কাজেই এগুলো ছেঁদা যুক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। এঁরা মুখে গণতন্ত্র, ওয়েলফেয়ার ষ্টেট প্রভৃতি চমৎকার সব কথা বলছেন কিন্তু এই পুলিশের কাজে এবং সরকারের নীতিতে আমরা দেখছি যে একটা জঘন্য অবস্থার সৃষ্টি করে এই মন্ত্রীমণ্ডলী একে পুলিশী রাষ্ট্রেরও অধম করে তুলেছেন। এঁরা বলছেন ওয়েল ফেয়ার ষ্টেট —হোয়াট ডাজ ইট প্রি-সাপোজ—এতে কি মিন করে? এগুলো হতে গেলে পর পুলিশের ব্যয় এবং কনসেনট্রেসন কমবে—

Democracy presupposes less interference with the activities of the public life.

কিন্তু এঁদের ক্ষেত্রে দেখছি আরও বেশী ইণ্টারফিয়ারেন্স হচ্ছে এবং প্রতি বছরই পুলিশের ক্ষেত্রে ব্যয় বেড়ে চলেছে। আমি এ্যাকচুয়াল এক্সপেনস বলছি—১৯৫৬ সালে যেখানে ৭ কোটি ১৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ১৯৫৮ সালে সেখানে ৭ কোটি ৮৪ লক্ষ ৪০ হাজার এবং ১৯৬০।৬১ সালে সমস্ত ধরলে দেখা যাবে যে ১০ কোটি টাকা ব্যয় হবে! অর্থাৎ আমরা যদি জনপ্রতি মাথা পিছু হিসেব নেই তাহলে দেখব যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল হাইয়েষ্ট। অবশ্য অন্য সব কংগ্রেসী রাজত্বেও ঠিক ঐ একই অবস্থা কিন্তু তাহলেও তাঁদের আবার মাথার মনি হচ্ছে এই কালিবাবুর পুলিশী শাসন ব্যবস্থা। প্রথমে পুলিশ কনসেনট্রেশনের কথাই ধরা যাক। এঁদের এই ওয়েলফেয়ার ষ্টেটে পুলিশ কনসেনট্রেশন যদি দেখি তাহলে দেখব যে কোলকাতায় প্রতি তিনশতজন লোকের পেছনে ১জন করে পুলিশ পার্সোনেল রয়েছে। যেখানে লড়াই চলে সেখানেও এরকম কনসেনট্রেশন নেই এর নাম কি গণতন্ত্র এর নাম কি ওয়েলফেয়ার ষ্টেট? এ যদি গণতন্ত্র হয় তাহলে তা'হচ্ছেপুলিশী গণতন্ত্র অর্থাৎ সোনার পাথর বাটি। তৃতীয় জিনিষ আমরা দেখছি যে এঁরা বলছেন গণতন্ত্র। কিন্তু এটাকে কি করে গণতন্ত্র বলা যেতে পারে?

At this stage the House was adjourned for fifteen minutes.]

[*After adjournment.*]

[5-40—5-50 p.m.]

Shri Narendra Nath Das :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় পুলিশমন্ত্রী মহাশয় আজকে যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন তাতে আমরা দেখছি শিক্ষা ব্যতীত আর সমস্ত ব্যয় বরাদ্দ অপেক্ষা বেশী দাবী করা হয়েছে। অবশ্য আমাদের সামনে উনি এই ব্যয় বরাদ্দ পেশ করবার সময় যেটুকু পরিসংখ্যাণ দেন অপরাধ সম্বন্ধে, তাঁর কর্মচারীদের সম্বন্ধে, এ ছাড়া আমাদের আর কোন হিসাব দেখান হয় না। অর্থাৎ কোন কোন জেলায় চুরি ডাকাতি কত সংখ্যক বেড়েছে, সেটা আমাদের জানবার কোন উপায় নেই। তিনি যদি এ সম্বন্ধে আমাদের একটু আগে জানিয়ে দেন তাহলে আমাদের আলোচনার সময় সুবিধা হয়। কিন্তু তিনি তা করেন না। তিনি পরিসংখ্যাণ দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে দেশে চুরি ডাকাতি, অপরাধ প্রভৃতির সংখ্যা কমে যাচ্ছে। অথচ গনেশবাবু ষ্টেটসম্যান পত্রিকা থেকে কোট্ করে দেখিয়েছেন যে ১৯৫৮-৫৯ সালে কলিকাতা শহরে অপরাধের সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগ বেড়ে গিয়েছে। কাজেই কোনটা সত্য সেটা অনুধাবন করার আমাদের উপায় থাকে না। তারপর তিনি ডিমাণ্ড পেশ করবাব সময় বলেছেন সর্ব্বত্র পুলিশ অপরাধকে অনেকটা কন্ট্রোল এর মধ্যে এনেছেন। অনেক সদস্য কলকাতার অবস্থা সম্বন্ধে বলেছেন, আমি মফঃস্বলের কথা বলবো। ডাঃ ঘোষের কাছে শুনেছি তমলুক অঞ্চলে সন্ধ্যাবেলা যে হাটগুলি বসতো, এখন সেগুলি সকালে করা হচ্ছে। তাছাড়া দেখা যায় কাঁথি থেকে চুসার অঞ্চলে যেতে হয় রিক্সা করে; কিন্তু সন্ধ্যার পর আর রিক্সাওয়ালারা যেতে চায় না। এবং ভগবানপুর, খেজুরী প্রভৃতি অঞ্চলে মেয়েপুরুষরা সন্ধ্যার পর রাস্তায় বেরোন নিরাপত্তা বোধ করে না। সেখানে গুণ্ডা, মাতালের আড্ডা হয়েছে। কাঁথির রাস্তার উপর সন্ধ্যাবেলা চুরি ডাকাতি, রাহাজানি হচ্ছে, অথচ সেখানে ইলেক্‌ট্রিক বাতি জ্বলছে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত। এইভাবে সেখানে অপরাধেব সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে, একটারও কিনারা হচ্ছে না। এই যদি সেখানকার অবস্থা হয়, তাহলে অপরাধের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, কি কবে মন্ত্রীমহাশয় বলেন তা বুঝতে পারি না। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় যে তথ্য আমাদেব সামনে পবিবেশণ করলেন তা আমি বুঝতে পারলাম না। তারপর মফঃস্বলে জুয়াখেলা ও মদ চোলাই এর কারবার ক্রমশঃ দিন, দিন বেড়ে চলেছে। আমি চোখের সামনে দেখেছি গ্রামবাসীদের মধ্যে মাতালের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে এবং বেআইনী মদ চোলাইএর সংখ্যাও অনেক বেড়ে গিয়েছে। আমি জানি কাঁথির উপকণ্ঠে, সেখানে দস্তুর মত মদ চোলাই হয় এবং সেই মদ চোলাই বন্ধ করবার জন্য আজ পর্য্যন্ত কোন ষ্টেপ নেওয়া হয়নি। সেখান থেকে ঐ চোলাই মদ অন্যান্য জায়গায় চালান হয়ে যায়; এবং এমনকি চায়েব দোকানেও সেই মদ প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হচ্ছে। তারপরেও যদি মন্ত্রীমহাশয় বলেন যে অপরাধের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, তাহলে সেটা কি করে বিশ্বাস করা যায়। তারপর আর একটা ব্যাপার বোধ হয় আপনি বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করেননি—সেটা হচ্ছে থানায় ডায়েরী লেখান। চুরি, ডাকাতির ব্যাপার নিয়ে থানায় ডায়েরী লেখাতে গেলে, অফিসার ইন্‌চার্জ বলেন, আগে চোর ডাকাতের নাম বলুন তবে ডায়েরী লেখা হবে। কাজেই চোরের নাম বলতে না পারার জন্য ডায়েরী নেওয়া হয় না। একজন আমার কাছে এসে অভিযোগ করেন যে থানায় ডায়েরী লেখাতে গেলে পাঁচসিকা পয়সা লাগবে। আমার কাছ থেকে পাঁচসিকা পয়সা চাইলো। আমি

তাকে থানার দারগাবাবুর নামে একখানা চিঠি লিখে দিলাম, তারপর তার ডায়েরী নেওয়া হল। শুধু এই পাঁচসিকে পয়সা নয়, থানার পুলিশ অফিসার, দারগাকে কিছু পান, সিগারেট্ না খাওয়ালে ডায়েরী লেখান হয় না। সেখানে অপরাধ কত হচ্ছে, কিন্তু লোকে থানায় ডায়েরী লেখাতে যেতে চায় না, কারণ ডায়েরী করতে গেলেই পয়সা দিতে হয়। পয়সার অভাবে লোকে এমনিতেই পেরে ওঠে না, তার উপর আবার পয়সা দিয়ে ডায়েরী লেখাতে হবে, এই অজুহাতে কেউ থানায় যেতে চায় না। কাজেই অপরাধের সংখ্যা কত বেশী তা থানার ডায়েরী থেকে মন্ত্রী মহাশয়ের বোঝবার উপায় নেই। তারপর কেস তদন্ত করিবার সময় পুলিশ অফিসারদের মাছ, ঘি, এই সব যোগাতে হয়, যা আজকাল সাধারণ লোকে পেরে ওঠে না। দিনের পর দিন তারা আসবে তদন্ত করতে এবং এদের এই যে চাহিদা সেটা মেটাতে হবে। সেই জন্য লোকে থানায় যেতে চায় না। কাজেই মন্ত্রীমহাশয় যে আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে অপরাধের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, সেটা ঠিক নয়। মফঃস্বলে যেসমস্ত বড় বড় অফিসাররা থাকেন, যেমন এস. ডি. ও. পুলিশ ইনসপেক্টার, তাদের কাছে একটা করে কমপ্লেন্ট বুক রাখা দরকার যাতে জনসাধারণ তাঁদের কাছে গিয়ে জানিয়ে আসতে পারেন, এবং তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তদন্তের ব্যবস্থা করতে পারেন। এইরকম যদি ব্যবস্থা না করেন, আপনাদের উর্দ্ধতন কর্মচারীরা যদি না দেখেন তাহলে, অপরাধের সংখ্যা কখনও ঠিক ভাবে নির্ণয় হবে না।

এই রকম ব্যবস্থা যদি না করেন এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে মফঃস্বলে গিয়ে এই সমস্ত না দেখেন, কি কি কম্‌প্লেন্ট কোন্ কোন্ কেস এসেছিল কোন্ কোন্ এন্‌কোয়ারী হয়েছে বা হয় নাই—এই রকম ব্যবস্থা যদি না করেন তাহলে কিছুতেই দুর্নীতি দূর হবে না। থানায় লোক ডায়েরী করতে চায় না।

এ ছাড়া আমি আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় নিশ্চয়ই বলবেন। কাট মোশানগুলি পড়ে দেখুন একমাত্র পুলিশ বিভাগের বিরুদ্ধে দুর্নীতির যত রকম কাট মোশান—সমস্ত শ্রেণীর মেম্বার থেকে বিরোধীপক্ষের থেকে এই পুলিশ সম্বন্ধে এত হয় কেন? অন্য দেশের পুলিশ ফ্রেণ্ড্ অফ্ দি পিপল্ হয়, আর এদেশের লোকে পুলিশকে এ চোখে দেখে কেন? আজ স্বাধীনতার ১২ বছর কেটে গেল অথচ পুলিশকে এ দেশের লোক বন্ধুভাবে ফ্রেণ্ড্, ফিলোসফার এ্যাণ্ড গাইড্ দেখতে শিখলোনা। এর কারণ কি? ভাল লোকের কাছে পুলিশ প্রিয়পাত্র হবে তা নয়। যারা দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক, তাদের কাছে পুলিশ প্রিয়পাত্র। দুষ্কৃতকারী কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়, পুলিশ সেটা ঢাকবার চেষ্টা করেন।

আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। ২৪ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে আমার কিছু জমি আছে। গত বছর আমার সেই খামার থেকে ধান লুট হয়ে গিয়েছিল বলে ১৪৫ ধারা মতে মহকুমা শাসকের কাছে প্রার্থনা করাতে তা ক্রোক করা হয়েছিল। সেই ধান ধরবার জন্য যে কনেষ্টবল যায়, তার সামনে থেকে জোর করে ধান তারা নিয়ে যায়। সে সম্পর্কে থানায় ডায়েরী করে মহকুমা শাসককে জানান হলো। তিনি সেটা পুলিশকে তদন্ত করবার নির্দ্দেশ দিলেন। সেখানকার মেজো দারোগা, তাঁর নাম বলতে পারছি না, তিনি তদন্ত করলেন এবং তারপরে দাবী করলেন দশ সের চাল, ডাল, দশ সের মাছ, দুধ, ঘি ইত্যাদি। আমার কর্মচারীটা সব দিতে পারলো না। পুলিশ থেকে দাঁড়ি-মাঝি সকলকেই যথেষ্ট কিছু দেওয়া হয়। একজন এম-এল-এর সঙ্গে পুলিশ

এই রকম ব্যবহার করতে পারেন। অবশ্য আমি থাকলে অন্য ব্যাপার হতো। সব তো বুঝলাম, পুলিশ বলল—এটা পুলিশ কেস হয়ে যাচ্ছে, আপনার মনিবকে তো কিছু খরচ করতে হবে না। কাজেই পুলিশকে তিনশো টাকা দিতে হবে। তখন আমার কর্মচারী বললেন যে আমার মনিব একজন এম-এল-এ। পুলিস তার উত্তরে বললো—এম-এল-এ বলে তো কমদাবী। দরদস্তুর করে শেষ পর্য্যন্ত ১১০৲ টাকা তার কাছ থেকে নেওয়া হ'ল। শুনে রাখুন মন্ত্রীমহাশয় একজন এম-এল-এ, তার সমস্ত কিছু জেনেশুনে পুলিশ ১১০৲ টাকা নিতে সাহস করে। আমি জিজ্ঞাসা করি এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে রাজ্যের অন্যান্য লোকের কাছ থেকে কি পরিমাণ টাকা পয়সা ঘুস ইত্যাদি পুলিশ আদায় করে থাকে—অনুসন্ধান করে মন্ত্রীমহাশয় সে বিষয় জানাবেন কি ?

তারপর এগ্‌রা থানার একটা ঘটনার কথা বলবো। মানুষ দুর্নীতি করলে পুলিশের যে এ্যান্টি করাপশান ডিপার্টমেণ্ট, এনফোর্সমেণ্ট আছে, সেই এ্যান্টি করাপশান ডিপার্টমেণ্টএ অভিযোগ করলে প্রতিকার হবে এ কথা সকলের জানা আছে। কিন্তু এই এ্যান্টি করাপশান ডিপার্টমেণ্টএ অভিযোগ করলে কিরকম করে একব্যক্তি বিপদগ্রস্থ হলো সেটা বলছি—এগরা থানার সাত নম্বর ইউনিয়নে ১৯৫৭ সালে টেষ্ট্ রিলিফের সময় একজন লোক ডিলার ও পে-মাষ্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করে বোগাস্ কতকগুলি টোকেন্ যোগাড় করে এক ট্রাক গম পাচার করেছিলেন। স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক ও তিনজন গ্রামবাসী মিলে ট্রাককে আটক করে এবং থানায় হাণ্ড্ ওভার করেন। মিষ্টার চ্যাটার্জী বলে একজন অফিসার যিনি মেদিনীপুর থেকে কণ্টাইতে এসেছিলেন, তিনি সেই তদন্তের ভার নেন্।

[5-50—6-0 p.m.]

মিঃ চ্যাটার্জী তদন্তে যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন যে, আপনারা অপোজিশানএর লোক। আপনি কি আমাদের সঙ্গে কো-অপারেট করবেন ? আমি তাকে বললাম যে সৎ অফিসার হলে আমাদের কো-অপারেশান সব সময়েই পাবেন মিঃ চ্যাটার্জী আমাকে বললেন যে তিনি অতুল ব্যানার্জীর বংশধর। যাই হোক তিনি তদন্তে গেলেন এবং সেখানে সাক্ষী দেবার জন্য একশ দেড়শো লোক জড় হল কিন্তু অফিসারএর দেখা নেই। লোকে না খেয়ে সকালে এসেছে আর বেলা ১২টা বেজে গেল তার দেখা নেই। লোকে রাস্তায় তখন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তারপর দেখা গেল যে থানার দারগাবাবুর সঙ্গে তিনি ট্রাক্এ করে আসছেন এবং আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে ট্রাক ড্রাইভারএর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল সেই ট্রাক্এ করেই তাঁরা এলেন। অর্থাৎ বোঝা গেল মিঃ চ্যাটার্জী ; থানা অফিসার ও ট্রাক্এর মালিকের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। তারপর তারা এসেই রাস্তার বহু লোককে গ্রেপ্তার করলেন ও তার মধ্যে ৩৩ জনকে চালান করলেন। তাদের অপরাধ তারা নাকি সেই অফিসারএর সার্টের কলার ছিঁড়ে দিয়েছে। এবং তাদের কাছে যেসব টোকেন ছিল ডিলার টোকেন সীজ্ করা হয়েছিল তা সব ছিঁড়ে ফেলা হল। এই অভিযোগ এস্. ডি. ওর কাছে করা হল কিন্তু এস্. ডি. ও. বললেন যে আপনারা আমাদের অফিসারএর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন, তাঁর সার্টের কলার ছিঁড়ে দিয়েছেন। যাইহোক তারপর কলকাতা থেকে ভালো আইনজীবীকে নিয়ে গিয়ে তাদের বেকসুর খালাস করান হয়। কেউ কোন অভিযোগ করলে তার এই অবস্থা হয়। অথচ মিঃ চ্যাটার্জীর কোন শাস্তির ব্যবস্থা করলেন না। এই ত গেল এগ্‌রা থানার কথা।

এরপর কাঁথি থানার কথা বলছি। সেখানে ১৩৬ নম্বর ইউনিয়নেএ একটা ধান ভানার কল হল। সেই ধান ভানা কলের কোন লাইসেন্স ছিল না সেখানে একটা কলেজের ছেলে তার কি খেয়াল হল সে এ্যান্টি করাপশান্‌এ একটা দরখাস্ত করে দিল ৭-১১-৫৯ তারিখে। তার পর তার উপর তদন্ত করার অর্ডার হল ১৬-১১-৫৯ তারিখে। এখানে পুলিশ কর্মচারী কিরকম দুর্নীতিপরায়ণ, দেখুন, সে কলের মালিক শ্রীপতি মিশ্র তিনি খুব তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করে ২০-১-৬০ তারিখে লাইসেন্স পাবার ব্যবস্থা করলেন তারপর সেখানকার এ. এস্. আই. বিমল রায় চৌধুরী, তিনি রিপোর্ট দিলেন যে তার লাইসেন্স আছে এবং পার্টী চার্জ করলেন, শো কজ করতে বললেন যে তোমাকে ফৌজদারী ধারার ১৮৮ ধারামতে অভিযুক্ত করা হবে না কেন? যাই হোক তিনি উকীল মোক্তার দিয়ে কেস করেন এবং খালাস পান। ৩০-১১-৫৯ তারিখে তিনি লাইসেন্স পেয়েছেন বলা হল কিন্তু তার ২৩ দিন পরে সে লাইসেন্স সংগ্রহ করলো। এবং সেই এ. এস. আই. বিমল রায় চৌধুরী, তিনি রিপোর্ট দিলেন।

"Seen and considered cause shown by the opposite party. Perused the duplicate copy of the license produced by N. K. Dutta, dealing assistant, A. R. C. P., Kharagpur. It appears that the licence was issued to Shripati Misra on 30.11.59 and prior to this date he had no valid licence issued to him. In the circumstances the cause shown by the opposite party satisfactory. The proceeding is dropped".

এই রকম মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে দিলেন এবং অপরকে ফৌজদারী মামলায় সোপার্দ্দ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এইসব কর্মচারীদের পানিসমেণ্ট দেবার কি ব্যবস্থা করেছেন? যারা ব্ল্যাক মার্কেটিং বন্ধ করবার জন্য সাহায্য করবে এবং অভিযোগ করবে আপনার এ্যান্টি করাপশানে। সেই এ্যান্টি করাপশানএর মধ্যেই যদি দুর্নীতি থাকে—সেই সরিষার মধ্যেই যদি ভুত ঢুকে থাকে—তাহলে দুর্নীতি দমন করবেন কি করে। মন্ত্রী মহাশয়কে এই দিকে দৃষ্টি দেবার জন্য বলছি যে, পুলিস বরাদ্দ বাড়ছে, অপরাধও বাড়ছে, এই রকম সাইক্লিক অর্ডারএ যদি এটা চলতে থাকে তাহলে এর শেষ কোথায়?

[6—6-10 p.m.]

Shri Apurbalal Majumdar :

মিঃ স্পীকার মহাশয়, পুলিশ খাতে ব্যয় বরাদ্দ বিরোধিতা করে আমি এখানে কয়েকটা কথা রাখতে চাই। এই বিভাগের অকর্মণ্যতা ও কুকীর্তির কাহিনী বহুবার এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এবার দেখছি গত বছরের তুলনায় কলকাতা শহরে ক্রাইম শতকরা ১০ ভাগ বেড়েছে। হাওড়ায় ১৯৫৭ সালে মার্ডারএর সংখ্যা যা ছিল ১৯৫৮ সালে তারচেয়ে বেড়ে গিয়েছে, ১৯৫৯ সালে আরও বেড়েছে। ক্রিমিনাল ইনভেষ্টিগেশান সম্পর্কে এখানে অনেক বড় বড় বক্তব্য রাখা হয়েছে। ক্রিমিনাল ইনভেষ্টিগেশান কি ধরণের হচ্ছে—সত্যিকারের অপরাধীকে ছেড়ে দিয়ে নিরপরাধ ব্যক্তিকে কিভাবে হয়রানি করা হয় তার দুএকটি ঘটনা এখানে তুলে ধরব। হাওড়ার বিশেষ একটি নামকরা কেস্—বামণগাছি রেলওয়ে ব্রিজ ইন্সপেক্টার হত্যা—১০০ লোকের সামনে তাঁকে মারা হয়। ইনভেষ্টিগেশান হল—এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেসান্‌স্ জাজ মিষ্টার এ. এন. মুখার্জ্জীর ঘরে তার বিচার হয়। দেখা গেল যে, পুলিশ ইনভেষ্টিগেটিং অফিসার একজন

নিরপরাধ লোককে আসামী করে আদালতে সোপর্দ করেছে। এবং রিয়েল মার্ডারারকে লুকিয়ে রেখেছে, এবং তার বিরুদ্ধে কোন তদন্তও করা হয়নি। তিনি ব্যাপারটা এস. আর. পি-র নোটিশএ আনলেন এবং নতুন করে তদন্ত করতে নির্দ্দেশ দিলেন। এক বছর গড়িমসি করে ব্যাপারটা চলল, রিয়াল কালপ্রিটকে ধরার কোন চেষ্টাও করা হয়নি। এই ব্যাপারটা কালিপদবাবুর নজরে আনা সত্বেও সেই ইনভেষ্টিগেটিং অফিসার-এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। তারপর, অমরনাথ মিশ্রের হত্যাকাণ্ড—এ সম্পর্কে পুলিশের কাছে নাম পর্য্যন্ত দেওয়া হল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। এসম্পর্কে আরো বলার কথা হচ্ছে, আব্দুল মার্ডার কেস্‌এ পুলিশের কুকুর লাকি ও মিতা দিয়ে দুজনকে সনাক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু কোন প্রমাণ না থাকায় এখনো পর্য্যন্ত কিছুই হয়নি। এটা একটা ইমপর্ট্যাণ্ট এ্যাণ্ড সেন্সেসানাল কেস্‌, কিন্তু এক্ষেত্রেও পুলিশের ক্রিমিনাল ইনভেষ্টিগেশান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তারপর এম্‌. পি. ঘোষ, কেস নম্বর ৩৮, ১৯৫৮ সালে এই কেস চালু করা হয়, একজন যক্ষ্মারোগীকে দেড় বৎসর ধরে কোর্টে যাতায়াত করতে হচ্ছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ইনভেষ্টিগেটিং অফিসারএর ইনভেষ্টিগেশান শেষ হল না—এবং যেভাবে এই কেসএ ইনভেষ্টিগেশান পরিচালনা করা হচ্ছে তাতে কমপ্লিট্‌ করতে আরো ২।১ বৎসর লাগবে মনে হচ্ছে। এসম্পর্কে আরও একটা উদাহরণ দিচ্ছি—কিছুদিন আগে হাওড়ায় একটা কেস ডিসচার্জড হয়ে গেল—রেলওয়ে মেইল ব্রেক করে লুট করা হয়, ছয় জন রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ ইনভলভ্‌ড্‌ ছিল—কিন্তু সেই মামলায় আসামীদের বিরুদ্ধে কোন চার্জ্জ শিট হল না, এবং মামলাটা শেষ পর্য্যন্ত ডিসচার্জ্জড হয়ে গেল। এইভাবে আজকাল পুলিশের ক্রিমিনাল ইনভেষ্টিগেশান ডিপার্টমেণ্ট চলছে এবং বহুবার এসব ব্যাপার কালিপদবাবুর নজরে আনা সত্বেও কালিপদ বাবু এগুলি দমন করার জন্য এগিয়ে আসেন না। তারপর, ২৫শে নবেম্বর তারিখে বালটিয়াতে পুলিশ বাহিনী নির্ম্মমভাবে নারীদের উপর অত্যাচার করে, ২৪ জন তাতে আহত হয়, এবং শুধু তাই নয়, জাতীয় পতাকাকে পুলিশ টেনে নামিয়ে পায়ে মাড়িয়ে দেয়। ঘটনার পরে শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জি সেখানে গেলে পুলিশ বাহিনী কিভাবে নৃশংস অত্যাচার করেছিল এবং এমনকি জাতীয় পতাকার অবমাননা করেছিল সে কথা উদ্বাস্তরা বলেন। আমি জানি আজকে পুলিশের এই অপকীর্তির বিরুদ্ধে কালিপদবাবুর কোন কথা বলার ক্ষমতা নাই। একটু আগে যিনি বক্তৃতা করলেন, বর্ধমানের বিশিষ্ট সদস্য শ্রী আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়—আমি জানি তাঁকে পুলিশের বাজেট সমর্থন করতেই হবে—তাঁর ভাগনে গুলি করে মানুষ হত্যা করল—তারপর কালিপদবাবুকে দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা চাপা দেওয়া হয়, কোর্ট থেকে যদি খালাস হয়ে যায় তাহলে কেউ কিছু বলতে পারে না, সেখানে প্রত্যেকেরই রাইট অফ ডিফেন্স আছে, কিন্তু আজকে গোপনে চক্রান্ত করে সব চেপে দেওয়া হচ্ছে। আমি জানি আনন্দ বাবুর পক্ষে এখানে দাঁড়িয়ে পুলিশের সমস্ত অপকীর্ত্তিকে সমর্থন করা ছাড়া উপায় নাই। তারপর জি. আর. পি. সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলতে চাই—এটা একটা দুর্নীতির চক্র হয়ে উঠেছে—সেখানে কয়েদীদের ৮ আনা করে দৈনিক মাথাপিছু বরাদ্দ—কিন্তু পুলিশ অফিসারদের সংগে কণ্ট্রাক্টারদের বন্দোবস্ত আছে এবং সেখানে রীতিমত চুরি হচ্ছে। এই ব্যাপারে হাওড়া কোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী আর. এন. ব্যানার্জী এনকোয়ারী করে

যে রিপোর্ট দেন তাতে আছে দেখবেন, যে পুলিশ অফিসার বামণগাছি রেলওয়ে খ্রীজ ইন্সপেক্টর- হত্যাকাণ্ডের মধ্যে ইনভল্‌ভড্‌ ছিল তার এই ঘটনারও ইনভেষ্টিগেশানএর ভার দেওয়া হয়েছে। এই কেস্‌ মাল পর্য্যন্ত সীজ করা হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত চার্জ শীট সাবমিট করা হয়নি।

আমি জানি কালিবাবুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা এবং তাকে ধরবার সুযোগ থাকার জন্যই তার বিরুদ্ধে সেসন কোর্টের রায় থাকা সত্বেও এবং আরেকটা মামলায় যদিও সে এক মাস আগে খালাস হয়েছে, কিন্তু তাহলেও এইসব কারণের জন্য সেই অফিসারের বিরুদ্ধে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারছে না। যা'হোক, এরপর আমি হাওড়া শহর সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। আপনারা জানেন যে ২ বৎসর আগে পর্য্যন্ত এই হাওড়া শহরে কি ভাবে গুণ্ডামী, রাহাজানি প্রভৃতি চলত। কিন্তু বর্ত্তমানে সেই সংখ্যা কমিয়ে দেখাবার জন্য বিভিন্ন থানায় ইনষ্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে যে যত-পার কম সংখ্যক মামলা দেখাও, ডায়েরী অন্যভাবে নেও এবং কগনিজেবেল অফেন্স যত কম নিয়ে পার। কিন্তু নরহত্যার ব্যাপারে যেহেতু সেটা করতে পারে না কাজেই দেখা যায় যে ১৯৫৯ সালে সেখানে অনেক বেশী নরহত্যা হয়েছে। এছাড়া জুয়া, মদ চালাই অবাধে চলেছে—অবশ্য কেউ কেউ একে কুটিরশিল্প নাকি বলেছেন। কালিবাবু যদি আমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত থাকেন তাহলে তাকে আমি সাকরাইল অঞ্চলে দেখাব যে প্রকাশ্যে জুয়া ও মদ চোলাই চলছে এবং এমনও দেখেছি যে এক এক জায়গায় ১০।১২ টি ড্রাম জড় করে রাখা হয়েছে এবং তাতে সব চোলাই মদ রয়েছে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় যে এর বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে আমরা পুলিশের কোন সমর্থনই পাই না। কাজেই এই যে দুর্নীতি ও জঘন্য ইতিহাস রচনা করে বাংলাদেশের জীবনকে কলঙ্কিত করেছেন এর আমি তীব্র প্রতিবাদ করি এবং এই ব্যয়-বরাদ্দের প্রতিটি পয়সার বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay :

On a point of personal explanation, Sir,

অপূর্বলাল মজুমদার মহাশয় নিজের দলের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমার বিরুদ্ধে যে কথা বলেছেন তা সর্বৈব মিথ্যা। তাঁরা দুর্গাপুরের মাটিতে স্থান পাননি বলে এসব কথা বলেছেন। কিন্তু আমি আপনার মাধ্যমে বলি যে দুর্গাপুরের মাটিতে এসব কথা বললে তার চরম জবাব উনি পাবেন। [নয়েজ।]

Shri Bankim Mukherjee :

পার্সোন্যাল এক্সপ্লানেশানের একটা পদ্ধতি আছে। তিনি বললেন যে দুর্গাপুরের যে কোন অঞ্চলে দাঁড়িয়ে এ কথা বললে তিনি তাঁর জবাব পাবেন। পার্সোন্যাল এক্সপ্লানেশানের নিয়ম হচ্ছে যে তাঁর যদি কোন অভিযোগ করা হয় তাহলে তার উত্তর তিনি দেবেন। কিন্তু এইভাবে চ্যালেঞ্জ করে থ্রেটেন করা চলে না। [নয়েজ] অর্থাৎ পার্সোন্যাল এক্সপ্লানেশানের বেলায় এসব বলা যায় না। এটা পার্সোন্যাল এক্সপ্লানেশানের নাম করে এসেম্বলীর সময় শুধু নষ্ট করা নয়, এসেম্বলীর অবমাননা করা হয়েছে। কিন্তু এইরকম ধরণের থ্রেটেন করা উচিত নয়। আপনার অনুমতি নিয়েই তিনি তাঁর এই পার্সোন্যাল এক্সপ্লানেশান দিয়েছেন।

Mr. Speaker : I asked him not to make a speech.

Shri Bankim Mukherjee : He was threatening the member. This is not personal explanation. This is abusing the advantage of personal explanation. I ask you to call the member to listen to reason and to your ruling on this matter.

Mr. Speaker : I asked Mr. Mukherjee not to make a speech. I asked him to give a personal explanation. In course of his statement he wanted to say something. I stopped him. Then he said whatever was said was not correct. There was no question of threatening another member.

[6-10—6-20 p.m.]

Mr. Speaker : I have given my ruling.

Shri Subodh Banerjee : Sir, I may simply point out to you that challenging another member is not parliamentary. It is a breach of privilege and parliamentary etiquette.

Mr. Speaker : Mr. Banerjee, you are saying the very same thing as Mr. Bankim Mukherjee was saying [Noise and interruptions.]

Shri Apurba Lal Majumdar :

On a point of privilege, Sir,

আমি বলেছি যে ওনার ভাগ্নে যতীন ব্যানার্জি যে গুলি চালিয়েছেন সেটা কি তিনি অসত্য বলতে পারেন ? ওনার ভাগ্নে গুলি করে যে হত্যা করেছে একথা উনি যদি অস্বীকার করেন তাহলে তার প্রমাণ করার দায়িত্ব আমি নেব।

[Cries of Ask Ananda Babu to withdraw it from the Opposition Members.]

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Sir, when you have said that Ananda Babu has said something which is wrong. You may ask him to withdraw that [Noise and interruptions]

Mr. Speaker : Order, order. I have explained the whole position clearly before the House in answer to a statement by Mr. Bankim Mukherjee and I think you will kindly accept that. There is no question of threatening or anything else. He made a statement which was in the form of a speech and I have told him he ought not to have made that remark.

Shri Bankim Mukherjee : I think when the Speaker has declared that he should not have used that language that is tantamount to a satisfactory admonition.

Mr. Speaker : Yes, it can be taken like that.

Shri Sudhir Chandra Ray Choudhury :

স্যার, আপনি যা বলেছেন সবই ঠিকই বলেছেন, কিন্তু উনি ওখান থেকে যেরকম ভাবে তেড়ে এলেন তাহলে এখুনি পেলে হয়ত আমাদের গুলি করতেন। সুতরাং ওনার ভাগ্নে যে গুলি করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে যে উনি এখানে যে কথা উচ্চারণ করেছেন তা ওঁকে উইথড্র করতে হবে।

পুলিশ এই দেশের সমাজের মানুষ, তারা সমাজের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। আজকে বিধান সভায় তাদের যদি ধন্যবাদ না দেওয়া হয় তাহলে তাদের উপর অবিচার করা হবে। ফেজারগঞ্জে বন্যার সময় পুলিশ যদি মানুষের জীবন রক্ষা না করত তাহলে অনেক মানুষ মারা যেত। আমি দেখেছি কাকদ্বীপের পুলিশ অফিসার কিভাবে রিলিফের কাজ করেছে। ওপাশের পবিত্রবাবু জানেন দমদমের পুলিশ অফিসার কিভাবে রিলিফের কাজ করেছে, আমি দেখেছি অন্যান্য অফিসার সমস্ত জায়গায় জনসাধারণকে কিভাবে রেসকিউ করেছে। পুলিশ অফিসাররা থানায় থানায় সারারাত্রি জেগে রিলিফ বিতরণ করেছেন। আজকে সেজন্য পুলিশের সমাজ সেবামূলক কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। খরচ বৃদ্ধির যে কথা মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে বলেছেন, খরচ বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে মাননীয় সদস্য আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে কথা বলেছেন, তার সঙ্গে একটা কথা আমি বলতে চাই যে থানা ও অনেকগুলি বৃদ্ধি হয়েছে তার জন্য খরচ বৃদ্ধি হয়েছে। এ কথা আমাদের জানা দরকার যে খরচ বৃদ্ধির উপর আমাদের কোন দ্বিমত নাই কিন্তু পুলিশের উপর যে গুরু দায়িত্ব আছে সেগুলি তারা যথাযথ প্রতিপালন করেছে কিনা সেটা আমাদের দেখতে হবে। নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে।

ওপাশের শ্রদ্ধেয় সুধীর রায় চৌধুরি মহাশয় বলেছেন যে পুলিশের যোগ্যতা কমে গেছে একথা মনে হচ্ছে। আগের দিনে যোগ্য লোককে থানায় দেখতাম. তাঁরা সেবা করতেন না তবে তাদের যোগ্যতা বেশী ছিল বলে মনে হয়। আমি ওঁকে চিন্তা করে দেখতে বলি যোগ্যতা কমেছে কি বেড়েছে এটা বিচার করা যেমন দরকার তেমন আগেকার দিনে যে ষ্টাফ ছিল আজকে তা কগুণ বৃদ্ধি হয়েছে এবং তাদের দায়িত্ব কত বেড়েছে সেটাও দেখা দরকার। আজকে তাঁদের দায়িত্ব অনেক বেশী বেড়েছে একথা আপনাদের স্বীকার করতেই হবে। সেখানে যতটা নিষ্ক্রিয়তা আমরা দেখাব ততটা দায়িত্ব পালনের সম্পূর্ণ সুযোগ যদি আমরা তাঁদের না দিই তাহলে তাঁদের যোগ্যতা বিচার করে দেখবার মত সুযোগ আমাদের থাকবে না। সক্রিয়তার কথা যখনই উঠে তখনই ওপক্ষের সংগে আমাদের পক্ষ একমত হতে পারি না। আমরা মনে করি তাঁদের সক্রিয় যেক্ষেত্রে হওয়া দরকার সে ক্ষেত্রে তাঁরা হয়েছেন কিন্তু সেখানে ওঁরা বলেন যে শাসন করেছেন, অত্যাচার করেছেন, ভীষনভাবে পুলিশ অন্যায় করেছে, এর প্রতিবাদ হওয়া দরকার। কিন্তু আমার ডায়াগোনালী অপোজিট ইন আওয়ার অপিনিয়ন এ অস্বীকার করে কোন লাভ নেই। নিষ্ক্রিয়তার একটা দিক আছে—প্রিভেনটিভ, কিউরেটিভ দিক। পুলিশ সমস্ত সমাজকে কিউরেটিভ ট্রিটমেণ্ট করে কি সংশোধন করতে পারবে, তা পারবে না। পুলিশ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের দেশে যে দায়িত্ব প্রতিপালন করছে তা প্রিভেনটিভ দিক। যদি কিউরেটিভ্ সাইড দিকে সমাজে ভালভাবে কার্য্যকরী না হয়ে উঠে। প্রিভেনসানের জন্য যতই চেষ্টা পুলিশ করুক, সততার সংগে করুক, দুর্নীতি দূরে যাক্ যদি সমস্ত সমাজ উশৃংখল হয় এবং সমস্ত সমাজ যদি বিপথে পরিচালিত হয় তবে পুলিশ সমস্ত সমাজকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করে দেবে এগুলো নিশ্চয়ই বিধানসভার কোন সদস্যই করতে চান না বলে আমি বিশ্বাস করি। অন্য দপ্তরের বিষয় আলোচনা কালে ওপক্ষের বন্ধুরা সমানভাবে সেই দপ্তরেও ততোধিক দুর্নীতি আছে বলছেন—শুধু যে আজকে পুলিশ বিভাগে দুর্নীতি আছে একথা ওঁরা বলছেন

না, সব বিভাগেই দুর্নীতি আছে ওঁরা বলেন এবং দুর্নীতি আছে, নিশ্চয়ই আছে। পুলিশ বিভাগে বেশী আছে কি কম আছে, অন্য বিভাগে বেশী আছে কি কম আছে, এর কোনও তথ্য এখনও পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয়নি। পুলিশ বিভাগে গঠিতে অনেক বেশী দুর্নীতি ছিল। আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক, আমারা বলি যে কোলকাতা ছাড়া অন্য জায়গায় পুলিশের মধ্যে বেশী দুর্নীতি আছে—কোলকাতার পুলিশ অফিসার-দের সম্বন্ধে আমারা অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল কারণ তারা দুর্নীতি মুক্ত হয়ে অনেক দুর এগিয়ে গেছেন এবং কোলকাতা পুলিশের মধ্যে অনেক বেশী কর্মতৎপরতা ঘটেছে একথা আমার নিজের মনে হয়। মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রায় চৌধুরী মহাশয় একটা কথা বল্লেন যে পুলিশ অফিসাররা দোলের সময়, পুজার সময়, গণসংযোগ করেন, আমদের ডাকেন অন্য সময়তো জনসাধারণকে ডেকে সেখানে তাদের সংগে আলাপ আলোচনা করতে পারেন, জনসভা করতে পারেন, ঐ অঞ্চলে পুলিশ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান কিভাবে চলছে, জনসাধারণের কি বক্তব্য আছে সেসব জিনিষ করতে পারেন। তিনি নিশ্চয়ই ভাল সাজেসশন দিয়েছেন কিন্তু তাঁর একথাও জানা দরকার—আমি ২৪ পরগণা জেলার কথা বলছি, সেখানকার ও. সি. পবিত্রবাবু জানেন কিনা জানিনা—তিনি জন-সভা করেছিলেন পুলিশ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান কিভাবে চলছে; জনসাধারণের কি বক্তব্য আছে তা জানবার জন্য। এমনিভাবে বসিরহাট, কাকদ্বীপে করেছিলেন, অন্যান্য জায়গায় করেছিলেন—যদি কোথাও না হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য সচেষ্ট হওয়া দরকার। যতীনবাবু বলেছেন পুলিশ বিভাগ কিছু ভাল করছে কি মন্দ করছে, ভাল না করতে পারুক, মন্দ না করতে পারুক, অন্ততঃ আমাদের যেন ফাণ্ডামেণ্টাল সর্বনাশ না করে দেয়।

[6-20—6-30p.m.]

মাননীয় সদস্য সুবোধ ব্যানার্জী মহাশয় বলেছেন

That democracy should have less interference in public life.

এখানে ডেফিনিশান-এর কথা হচ্ছে, যে ডেমোক্র্যাসীর কথা উনি বলেছেন, ওদের ডেমোক্র্যাসীর ডেফিনিশান এবং কার্য্যপদ্ধতি আমাদের ডেমোক্র্যাসী এবং কার্য্যপদ্ধতি থেকে আকাশ-পাতাল তফাৎ। একটা অঞ্চলের ধান জনসাধারণ লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে, পুলিশ তাতে বাধা দেবে না, এই ডেমোক্র্যাসীর সঙ্গেও সুবোধবাবুর ডেমোক্র্যাসীর সঙ্গে আমাদের অনেক তফাৎ। উনি একটা কথা বলেছেন যে জনসাধারণ ধান লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে তাদের জোতদার বঞ্চিত করেছে, জোতদার দালাল একথা এখানে বলা যায় না, জনসাধারণকে বুঝান যাচ্ছে না। আজকে এই সঙ্গে বলতে চাচ্ছি, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুলিশ কোন অবষ্ট্রাক্‌শান কোন বাধা ক্রিয়েট করছে না—গণতন্ত্রের সম্প্রসারণে পুলিশ কোন বাধা সৃষ্টি করছে কিনা তার বিচার করা দরকার। গণতন্ত্র প্রসারে বাধা সৃষ্টি তো দুরের কথা, আনন্দ বাবু যখন ২৬শে জানুয়ারীর কথা তুললেন তখন সকলে এখানে হৈ হৈ করে উঠলেন, কেউ কেউ পয়েণ্ট অফ অর্ডার তুললেন, পয়েণ্ট অফ প্রিভিলেজ তুললেন কেউ পার্সোনাল এক্সপ্লানেশান তুলে কি হয়েছে না হয়েছে প্রচার করলেন। এখানে আমরা একজনের বক্তৃতাকে টলারেট করি না তাঁর কি বক্তব্য আমরা শুনি না। ২৬শে জানুয়ারীর কোন্ ঘটনা তুলে ধরা হয়েছিল? ওপাশে শ্রীসুধীর রায় চৌধুরী মহাশয় বসে আছেন, তিনি আমাদের

শ্রদ্ধেয়, তিনি জানেন, সুবোধবাবুও জানেন, সকলেই জানে, কম্যুনিষ্ট পার্টির বন্ধুরা এবং সুবোধবাবুর খবর রাখা দরকার গার্ডেনরীচএ কয়েক হাজার মানুষ যখন পতাকা নিয়ে প্রোসেশান করে আসছিল তাদের উপর কোন জাতীয় নগ্ন আক্রমণ প্রকাশ পেয়েছিল, যার ফলে ছোট ছোট শিশু, মেয়েদের উপর অত্যাচার করা হয়েছিল তারা প্রাণে মারা যেতো। পুলিশ সেখানে কম ছিল, তাই পুলিশের আরও খরচ বৃদ্ধি করা দরকার। এই ধরণে ডেমোক্র্যাসীকে ব্যাহত করে সমাজের এক জাতীয় মানুষ, পুলিশ তাদের নির্মম হস্তে দমন করা দরকার। ডেমোক্র্যাসীকে বাঁচাতে হলে, আমাদের রাষ্ট্রকে বাঁচাতে হলে, আরও পুলিশ বৃদ্ধি করা দরকার, আরও খরচ বৃদ্ধি করা দরকার। পুলিশ ফোর্স দিয়েই দেশকে বাঁচাতে হবে। ডেমোক্র্যাসীর কথা শুনেছেন। কাট মোশান-এ দেখছি, শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রভাস চন্দ্র রায় মহাশয় কাকদ্বীপে কংসারি হালদারকে ধরতে পারেনি এজন্য পুলিশের ব্যর্থতার জন্য আর টাকা দেওয়া উচিত নয় বলছেন, এই ডেমোক্র্যাসী সভ্য সমাজ মানবে? কাকদ্বীপে যে অত্যাচার যে ঘটনা-যে অবস্থা—সকলেই জানেন। আজকে মানুষ খুন করবে, সমাজ জীবন পঙ্গু করে দেবে।

[Noise and disturbance]

I know that the case is subjudice

আমি এখানে কোন ওপিনিয়ন দিতে যাচ্ছি না। আজকে পুলিশ বাজেট—আলোচনা যে ভাবে হচ্ছে তাতে সমস্ত জিনিষটা ভাল করে বিচার করা দরকার। কাট মোশান-এ দেখলাম অনেক ভাল ভাল সাজেসশান আছে। বসন্ত পাণ্ডা মহাশয়কে আমিও সমর্থন করি। জানুয়ারী থেকে মে মাস পর্য্যন্ত মোবাইল পুলিশ ফোর্স যা থাকা দরকার তা থাকছে না, জনসাধারণের জীবন পর্য্যুদস্ত হচ্ছে, বিশৃঙ্খলা ঘটছে। এ জন্য জানুয়ারী থেকে মে মাস পর্য্যন্ত মোবাইল পুলিশ ফোর্স দেবার ব্যবস্থা করা দরকার এটা আমিও মনে করি। খাদ্যের ভেজাল সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে। বড় বাজারে ডালডার টিনের তলা ফুটো করে খানিকটা ডালডা বের করে নিয়ে অন্য জিনিষ তাতে পুরে দিয়ে ঝালাই করে দিচ্ছে এ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার; জুয়াখেলা আমরা কমাতে পারিনি, না বাড়লেও বেশী কমাতে পারিনি একথা সকলেই স্বীকার করবেন। দুটি কেস-এর কথা বলেই আমি শেষ করছি।

[6-30—6-40 p. m.]

আজকের আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধু গণেশবাবু মাননীয় সদস্য শ্রীরামানুজ হালদারের একটা কেস নিয়ে খুব ওকালতি করেছেন। এটা গত বছরের একটা ছাঁটাই প্রস্তাব, আজকে গণেশ বাবু সেইটার প্রশ্ন এখানে তুলেছেন। উনি সেই কেস সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানেন না, সমস্ত মিসরিপ্রেজেণ্টেশন অফ ফেক্টস তিনি করে গিয়েছেন। তিনি যেভাবে এই কেসের কথা বলেছেন সেটা সম্পূর্ণ অসত্য। একটি মহিলাকে কোর্টের অর্ডার ও তার বাপের কাছে রেষ্টোর করতে পুলিশ যায়। কোর্টের কাছে সেই মহিলাটি অভিযোগ করেছিল যে তার স্বামী তাকে নিচ্ছে না; তাকে বেঁধে রেখে মারধর করবার পর পুলিশের কাছে খবর আসে, তখন পুলিশ ফোর্স কোর্ট থেকে অর্ডার নিয়ে সেখানে গিয়ে তাকে রেসকিউ করে। তারপর সেই লোকের কোর্টে কনভিক্‌শন্‌ হয়ে গিয়েছে। উনি এ সম্বন্ধে এনকোয়ারী করবার কথা বলেছেন। আমি তাঁকে জানাতে চাই সুপিরিয়র অফিসার, এস. ডি. ও. এ সম্বন্ধে এনকোয়ারী করেছিলেন। এ কথা গণেশবাবুর জানা উচিত ছিল। রামানুজ বাবু হয়ত এই সমস্ত না জেনে, তাঁর ছাঁটাই প্রস্তাব দিয়ে ছিলেন। তারপর দেখা যায় মাননীয় সদস্য যতীনবাবু

বরাবরই পুলিশ বাজেটের সময় এই ধরণের কতকগুলি অভিযোগ পুলিশের বড় কর্ত্তাদের বিরুদ্ধে করে থাকেন। উনি যে সমস্ত কথা এখানে বললেন হয়ত তার কিছু কারণ থাকতে পারে। তাঁরা যেসমস্ত মুভ্‌মেণ্ট কলকাতা শহরের উপর করেন, ঘোষ চৌধুরী মহাশয় এবং তাঁর অন্যান্য সব পুলিশ অফিসাররা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন যে কোন বিশেষ অঞ্চলে বা এই রাষ্ট্রের কার্য্যপদ্ধতি ও সমাজ জীবনকে ঠিক রাখতে হলে, নিশ্চয়ই এই মুভমেণ্টকে বন্ধ করবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এবং সেইজন্য হয়ত তারা তাই করেছেন। পুলিশ ফোর্সের মধ্যে ডিফারেন্স ক্রিয়েট করবার জন্য কোন একটি লোকের বা দলের ব্রিক নিয়ে যদি কাউকে প্লাকেট করবার চেষ্টা করেন, তাহলে সেটা খুব অন্যায় হবে বলে আমি মনে করি। তাঁকে আমি একটা প্রশ্ন করবো তাঁর মনের মধ্যে এইরকম ধরণের একটা বিদ্বেষ থাকার কারণ কি? যে পুলিশ অফিসার তাঁর নিজের চক্ষুদান করতে চেয়েছিলেন, যে খবর 'যুগান্তরে' ৯-৭-৫৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, সেই ঘোষ চৌধুরী মহাশয় তাঁর সম্বন্ধে কি মন্তব্য করেছেন আশা করি তিনি সেটা পড়ে দেখবেন। সেই অফিসারের বিরুদ্ধে এই রকম উক্তি করার নিশ্চয়ই কোন গূঢ় কারণ আছে। বোধ হয় ওঁর কনষ্টিউয়েন্সীর মধ্যে গোকুল বড়াল ষ্ট্রীটে তার কোন বিশেষ বন্ধু মিউজিক্যাল সবি-এর পারমিশন পান নি বলে বিক্ষোভ থাকতে পারে, তাঁর মনে দুঃখ থাকতে পারে। সুতরাং এই ধরণের উক্তি এখানে করা উচিত নয়। সত্যই এই রকম কোন ঘটনা ঘটেছে কিনা, সঠিক না জেনে, এই জিনিষ তোলা উচিত নয়। আজ আমাদের পুলিশ হচ্ছে জাতির শক্তি, সেই শক্তিতে বাড়াবার জন্য আমাদের সকলে মিলে চেষ্টা করতে হবে। এই কথা বলে আমি এই বাজেট সমর্থন করছি।

Shrimati Labanya Prova Ghosh :

আমরা আশা করেছিলাম স্বরাজ জীবনে পুলিশ জনসেবকের ভূমিকা গ্রহণ করবে—দেশের একদল অগ্রণী ব্যক্তি আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষায় সংগঠিত হ'য়ে দেশের জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু আজ আমরা দেখছি পুলিশ সম্পূর্ণভাবে সমাজ বিরোধীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

জনজীবনে ব্যাপক যে দুর্নীতি চলেছে তার বহু খানিই যে আজ পুলিশের দুর্নীতির যোগে সম্ভব হতে পেরেছে এ আজ কারও অবিদিত নেই। শাসনে প্রতিষ্ঠিত দলের প্রয়োজনে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেও যে পুলিশ ভয়াবহ এবং অবাধরূপে স্বৈরাচারী হতে পারে তারও অসংখ্য দৃষ্টান্ত আজ ক্রমে ক্রমে রাজনৈতিক ইতিহাস পুর্ণ হ'য়ে উঠছে। এর বহু দৃষ্টান্ত আমরা পুর্বে কর্তৃপক্ষকে দিয়েছি। তার একটাও অস্বীকার করবার মতো ক্ষমতা এই সরকারের হয় নি। আজ সাম্প্রতিক ঘটণার দুচারটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ ক'রে দেখাতে চাই যে পুলিশ আজ কি মারাত্মক কর্মধারায় অবাধ ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠছে। আমাদের জেলায় পুলিশের এই কর্মধারা গ্রহণের কারণ পুলিশের সামনে আজ লক্ষ্য প্রভাবসম্পন্ন প্রবল রাজনৈতিক দলের প্রভাব বিনষ্ট করা এবং পুলিশী অনাচারের বিরুদ্ধে যারা প্রতিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে তাদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করা; জেলার কতগুলি ক্ষেত্রে যেসব কর্মী পুলিশের প্রমাণ যোগ্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিলেন বাছাই ক'রে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ শাসন বিভাগের তথা বিচার বিভাগের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের যোগে প্রতিশোধাত্মমূলক বহুবিধ আইনের প্রয়োগ ক'রে যাচ্ছিল অন্যায় ভাবে।

নিষ্ফল সে সব চেষ্টা যে নিতান্ত অন্যায় অপচেষ্টা—তাও প্রমাণিত হয়েছে। আজ নিয়ত এইভাবে অন্যায় অপচেষ্টার ষড়যন্ত্রই চলেছে। তার অপ্রতিরোধ্য দৃষ্টান্ত এবং প্রমাণসমূহ রয়েছে। আইনের পথে আকাঙ্ক্ষিত মত দমনের উপায় পুলিশ যখন পায়নি, তখন আক্রমনাত্মক মারাত্মক পথ অবলম্বন করেছে। বিহার আমলে সেখানে পুলিশের সাধারণ কাজই এই ছিল। এর আধুনিকতম একটা উদাহরণ এখানে দিই।

বিগত ২২শে জানুয়ারী পাড়া থানার পাড়া নামে একটি গ্রামে লোক সেবক সংঘের এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল শাসনতান্ত্রিক অভাব অভিযোগের বিষয়ে জনমত ব্যক্তকরা। সংঘের এ-পি সভা পরিচালনা করেন। দেড় সহস্রাধিক লোকের এই জন সভায় —পুলিশের দ্বারা প্রকাশ্যে সংগৃহীত এবং পরিচালিত হয়ে কংগ্রেস কর্মী নামধারী ২৫।৩০ জন উপদ্রবকারীর একদল সভা পণ্ড করার জন্য ঘোর উপদ্রব শুরু করে। বিক্ষুব্ধ হলেও জনসাধারণ কর্মীদের পরিচালনায় সম্পূর্ণ ধৈর্য্য ও শান্তির সঙ্গে উপদ্রব সহ্য করে। সভার মধ্যে তাদের তাণ্ডব নৃত্য সহকারে গালিবর্ষণ ও মাইকের যোগাযোগ প্রভৃতি লণ্ডভণ্ড করে দেওয়ার কাজও জনতা নীরবে সহ্য করে। পুলিশ সভার পাশে সব সময় উপস্থিত থেকে উপদ্রব কারীদের জন্য ভরসার পরিবেশ রচনা করে রাখে। পুলিশ না থাকলে এই উপদ্রব কারীদের জনসাধারণের সম্মুখীন হবার সাহস ঘটেনা। এই ধারার সঙ্গে পুরুলিয়া জেলার লোক বিহার আমল থেকে পরিচিত। রাজনৈতিক কর্মীদের শিক্ষায় জেলার জনসাধারণ এরকম বহু উপদ্রব অহিংসার সঙ্গে সহ্য করে গেছে আজও করছে। সত্যাগ্রহের পরীক্ষা দেবার জন্যে ঐ জনসভার পরদিনই আবার দ্বিগুণ সংখ্যায় জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন পুলিশ ও তার অনুচরেরা আর হাজির হতে সাহস পায়নি। এই নগ্ন পুলিশী অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হয়ে দ্বিতীয় দিনের জনসভায় ঐ থানার বহু পুরাতন একজন কংগ্রেস কর্মী কংগ্রেস থেকে পদত্যাগের পত্র সহ সংকল্প ঘোষণা করেন। ইনি ৪০ বৎসর কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ১৫ বৎসর কংগ্রেসের থানা সেক্রেটারী ছিলেন। অবাঞ্ছিত প্রতিষ্ঠানে যুক্ত থাকবার আজ ও পর্য্যন্ত তাঁর মোহ ছিল। কিন্তু এই নগ্ন অত্যাচারে সে মোহও কেটে গেল। পাড়ার এই ব্যাপারটী কেবল স্থানীয় পুলিশেরই কাজ নয়। এর সঙ্গে পুলিশ কর্তৃপক্ষ এবং বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ পর্য্যন্ত ষড়যন্ত্রে জড়িত হয়েছেন। তার ঘটণা সমূহের প্রমাণও আমাদের কাছে আছে। পুলিশ এবং তার সঙ্গে শাসন ও বিচার বিভাগের ষড়যন্ত্রের ঐক্যতান —শুধু যে এই পাড়ার ব্যাপারেই ঘটেছে—তা নয়। বান্দোয়ান প্রভৃতি থানার বহু ঘটনা আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বহুবার জানিয়েছি। কিন্তু প্রতিকার হয়নি। কারণ আমরা জানি এ সবের সঙ্গে এই মুল শাসন কর্তৃপক্ষের ও দুঃখজনক ষড়যন্ত্রের যোগ আছে। তার বহু প্রমাণও আমাদের কাছে আছে।

পুলিশের শক্তি—সহায়তায়—সমাজবিরোধী দুর্বৃত্ত ব্যক্তিরা আদিবাসীদের জীবনে ভয়াবহ বহু অত্যাচার করেছে। আন্দোলন করেই তাকে নিরস্ত করতে হয়েছে। কাশীপুর থানায় তার প্রমাণ আছে। অন্যান্য থানাতেও আছে।

বিত্তশালী ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পুলিশ অপরের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছে এবং জনশক্তিতেই তা ব্যর্থ করতে হয়েছে। পুরুলিয়া শহরেই তার প্রমাণ আছে। জেলার পুলিশ কর্তৃপক্ষকেও এই বিষয়ের ষড়যন্ত্রে জড়িত বলে অভিযুক্ত করে পত্র দেওয়া হয়েছে। পুলিশ কর্তৃপক্ষ থেকে তার জবাব দেবার ক্ষমতা হয়নি।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও পুলিশ অপরের ন্যায়, সঙ্গত অধিকারের পথে বাধাদান করেছে। জনশক্তিতেই তাও ব্যর্থ হয়েছে। এই কাজে শাসন কর্তৃপক্ষও পুলিশকে অন্যায়ভাবে সহায়তাদান করেছেন, হাইকোর্টেও তা প্রমাণিত হয়েছে। এর বহু নিশ্চিত প্রমাণও আছে। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক তদন্তের কোনই চেষ্টা হয়নি। এর সঙ্গে পুলিশের অযোগ্যতায় জেলাতে আর চুরি ডাকাতি অবাধে দ্রুত বেড়ে চলেছে। যে নিজেই অপরাধের ভূমিকায় রয়েছে, সে অপরাধ দুর করবে কোথা থেকে ?

[6-40—6-50 p.m.]

Shri Jagat Bose :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পুলিশ খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করার কথা আমরা শুনেছি। এখানে সাধারণ নাগরিক জীবনে ইলাবোরেট পুলিশী ব্যবস্থা করার ফল কি হয়েছে সে সম্বন্ধে আমার কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। স্যার, আমি শুধু বেলেঘাটা, এণ্টালী ও বেনিয়াপুকুর থানা সম্বন্ধে বলবো। এই থানাগুলির মধ্যে যদি কোন জায়গায় কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয় না। যদি একসঙ্গে দুইটি দুর্ঘটনা ঘটে এবং তার খবর থানায় পৌছায় তাহলে পুলিশ অচল হয়ে যায়। খবর নিয়ে জানতে পারা যায়, তারা বলে যে, আমাদের গাড়ী নেই, পুলিশের সংখ্যা কম, কাজেই একসঙ্গে দুই জায়গায় যেতে পারি না এবং তদন্ত করতে পারি না। কোন মানুষ ডায়ারী করলে সে ডায়ারীর উপর তদন্ত করতে পারে না। তাহলে ইলাবোরেট এরেঞ্জমেণ্টে-এর ফল কি হল। থানা বলে আমাদের গাড়ী নেই, অফিসার নেই, যা দিয়ে আমরা তদন্ত করতে পারি। তাই তাদের এইসব দুর্ঘটনা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে হয়। তবে ইলাবোরেট এরেঞ্জমেণ্ট করা হয়েছে ঠিক কিন্তু তা করা হয়েছে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করা না করার দিক থেকে। জনসাধারণের নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, মন্ত্রীদের নিরাপত্তার দিক থেকে পুলিশবাহিনীকে পরিচালিত করা হচ্ছে। সেজন্য এঁরা পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রেখে লালবাজারের শক্তি বৃদ্ধি করছেন। এখন থানাকে সম্পূর্ণরূপে লালবাজারের উপর নির্ভর করতে হয় এবং কোন দুর্ঘটনা হলে লালবাজারের সাহায্য ছাড়া কিছু করতে পারে না। কিন্তু যদি মানুষের কোন অভিযোগ নিয়ে আন্দোলন হয় তখন এইসব পুলিশ সক্রিয় হয়ে উঠে। এই হচ্ছে ইলাবোরেট ব্যবস্থা এবং এর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। স্পীকার মহোদয়, বেলেঘাটা, এণ্টালী, বেনিয়াপুকুর এলাকায় রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। এই অপরাধের বিরুদ্ধে যদি কেউ ডায়েরী করতে থানায় যায় তাহলে তাকে শাসান হয় এবং থানা থেকেও তার কোন এ্যাকশন নেওয়া হয় না। যারফলে এখন আর লোকে বড় একটা থানায় ডায়েরী করতে যায় না। মাননীয় সদস্য খগেনবাবু যে কথা বলেছেন তা ঠিক। এই বেলেঘাটা থানা অঞ্চলে যদি কোন লোক বিপন্ন হয় তাহলে সেখানে যে বিরাট দুর্বৃত্তের দল আছে—যাদের সেখানে রাজত্ব, যারা পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে—তাদের সাহায্য নিতে হয়। গুণ্ডার দলের সহযোগিতায় মানুষকে সেখানে আত্মরক্ষা করতে হয়। পুলিশ যে মনুষের নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারে একথা মানুষের মন থেকে উড়ে গিয়েছে। এই হচ্ছে বাস্তব অবস্থা। স্পাকার মহাশয়, আপনি জানেন যে, পুলিশ বিভাগে, প্রতিটা কর্মচারী ও থানা অফিসার দুর্নীতিগ্রস্থ। এই কারণে সেখানে অপরাধের কোন সুরাহা হয় না। আমি একথা বলতে চাই যে পুলিশবাহিনীকে কলকাতার ক্ষেত্রে আমদা

দেখছি যে তাদের নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে যাতে করে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার দি দিয়ে পুলিশ কাজে না আসতে পারে।

বেলেঘাটা ও ইটালী এই দুটো থানা এলাকা অত্যন্ত উৎপীড়িত, খুব বড় এলেকা নিয়ে এই দুটো থানা এবং এখানে লোকের বসতিও বেশী। কোন ঘটনা ঘটলে থানায় খব দেবার জন্য পৌঁছাতে অনেক সময় লেগে যায়। সেজন্য আমি মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ কি এণ্টালী থানাকে দুইভাগে ভাগ করে দেওয়া হোক। পটারী রোডের পুর্বদিকে যে অঞ্চ সেই অঞ্চল নিয়ে একটা নতুন থানা গঠন করুন, কারণ এটা শিল্পাঞ্চল, এখানে অনেব কলকারখানা বেড়ে গিয়েছে, ব্যবসাবানিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিনের পব দিন বেে যাচ্ছে। বেলেঘাটা অঞ্চলও বড় অঞ্চল, এখানে লোকবসতির সংখ্যাও বেশী। থানা সংবাদ নিয়ে পৌঁছাতে পৌঁছাতে আসামীরা সরে পড়ে। এই অবস্থায় আমি মন্ত্রীমহাশয়বে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোডের পুর্বদিকের অঞ্চল নিয়ে একটা নতুন থান গঠন করা হোক। আমি আশা করি মন্ত্রী মহাশয় আমার প্রস্তাব দুটো বিবেচনা করে দেখবেন।

[6-50—7 p.m.]

Shri Panchugopal Bhaduri :

স্পীকার মহাশয়, আমাদের রাষ্ট্রভাষায় পুলিশ স্ত্রীলিঙ্গ কিন্তু পুলিশ যে অবলা নয় সেটা পুলিশমন্ত্রীর বিনামাইকে বক্তৃতা দেওয়া দিয়েই বুঝেছি। পুলিশদপ্তর যে কাজে দেশের ভালো হয় তাতে নিষ্ক্রিয় ও চেতনাহীন, যেমন ধরুন, রোড অ্যাক্সিডেণ্ট, ষ্ট্রীট অ্যাক্সিডেণ্ট, এসব ব্যাপারে পুলিশ একেবারে নিষ্ক্রিয়। আমাদের শ্রীরামপুর থানায় গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড-এ গত বছরে ২০০টি সিরিয়াস অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে, লোক মারা গিয়েছে, কিন্তু কোন প্রতিকার হচ্ছে না। তারপরে, চোলাই মদের ব্যাপার, এই চোলাই মদের চোরাকারবার আজকাল বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় কুটীরশিল্পে পরিণত হয়েছে এবং পুলিশও চোলাই মদের চোরা-কারবারীরাই বোধহয় বিশেষ বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় সমবায়। আমি একজন পদস্থ পুলিশকর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তিনি আমাকে বলেছিলেন, মশাই, আয়ুবখান ছাড়া এই দেশে কিছু হবে না। কিন্তু শ্রমিক মালিক বিরোধের সময় পুলিশের খুব সক্রিয়তা দেখা যায়, সেখানে পুলিশ মালিকদের প্রিয়সখা এবং ভৃত্য হিসাবে কাজ করে। আমাদের ওখানে একটি কারখানায় ষ্ট্রাইক হল, এবং আমাদের ওখানকার ও. সি. মিঃ বর্মণ। মিঃ বর্মণের কাছে দেবেন দত্ত লোক পাঠালেন—এবং মিঃ বর্মণ পুলিশভ্যান পাঠিয়ে দিলেন—পুলিশ সেখানে গিয়ে শ্রমিক ও শ্রমিক নেতাদের ডাকালেন। তারপর জে. কে. ষ্টীল-এ ২।৩ মাস ধরে ষ্ট্রাইক হল। সেখানে কিছু লোককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে তারা জামীন পায়। কিন্তু তাদের জামীনের আগে তারা টাকাকড়ি ছিনিয়ে নিয়েছে বলে অভিযুক্ত করা হয়, এবং তাতে জজ ষ্টিকচার দেন যে, থানা-ইন্-চার্জ কিম্বা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁদের ক্ষমতার বাইরে কাজ করেছেন। তারপর বঙ্গলক্ষ্মী মিলে শ্রমিক মালিক বিরোধ হয়—সমস্ত লোকই জানে যে পুলিশ মালিকদের পক্ষাবলম্বন করে—পুলিশ ম্যানেজারের অফিসে গিয়ে খানাপিনা করেন। বঙ্গলক্ষ্মী মিলে শ্রমিকদের উপর গুলি চালান হয়—সেখানে ২০ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ২ জন মালিকপক্ষের দারোয়ানকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবং পাশাপাশি ইউনিয়ন অফিসে একজন সাব-ইনসপেক্টার গিয়ে ২৫শে নভেম্বর তারিখে আক্রমণ করে এবং ইউনিয়ন অফিস ভেঙ্গে পুড়িয়ে

দিয়ে সাইন্‌বোর্ড নিয়ে চলে গেল। এভাবে তাঁরা সেখানে টার্ণ করে বেড়াচ্ছে। শেষ বক্তব্য, এভাবে যদি মালিক শ্রমিক-বিরোধে অন্যায়ভাবে মালিকের পক্ষাবলম্বন করা হয় তবে সেটা গণতন্ত্রের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। আমি সেজন্যই বলি এঁরা যদি স্বীকার করে নেন যে, গণতন্ত্র অচল হয়ে পড়েছে তাহলে ধন্যবাদের পাত্র হবেন। মালিকের পক্ষ অবলম্বন করে এখানে এসে যদি উল্টো কথা বলেন তাহলে সেটা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপদের কথা।

Shri Suhrid Mullick Choudhury :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় ভাদুড়ী মহাশয় দেখিয়েছেন পুলিশ কিভাবে সমাজবিরোধ কাজ করে। আমি দেখাতে চাই সমাজবিরোধী পুলিশ এবং কংগ্রেসী সরকায় সমবায় প্রাইভেট লিঃ, কিভাবে কাজ চালায়। পুলিশমন্ত্রী দীর্ঘ বক্তৃতা করে পুলিশ বিভাগীয় কর্মচারীদের প্রশংসা গেয়েছেন। দেশে যে সমস্ত অপরাধ সংঘটিত হয় সেই সমস্ত অপরাধ দমন ও ডিটেকশন-এর ক্ষেত্রে পুলিশ কতটা কৃতকার্য্য হয়েছে সেইদিক থেকেই পুলিশ বিভাগের কৃতিত্ব আমরা বিচার করব।

আপনারা ল্যাবোরেটরী, জিপ, পুলিশ-ডগস্‌ প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল ব্যবস্থা করেছেন বললেন, কিন্তু আমরা দেখছি যে এই রাষ্ট্রে প্রতিদিন কম করে একটা হত্যাকাণ্ড হবেই এবং তাকে কিছুতেই রোখা যাচ্ছে না। তারপর যে সমস্ত অপরাধ ঘটছে তার ডিটেকশনের ক্ষেত্রে আমরা যতদূর খবরের কাগজের মারফৎ শুনেছি তাতে দেখছি যে ১০পার্সেন্ট্‌এর বেশী মামলা করা যাচ্ছে না। অথচ এদিকে আপনারা বলছেন যে, আমরা ডিটেকশন করছি। তারপর যতগুলি মামলা হয় তার কতটা মামলায় কত কনভিকশন হয় তার উপরে নির্ভর করে পুলিশের নৈপুণ্য। কিন্তু সেক্ষেত্রেও আমরা দেখছি যে, পুলিশের কোন নৈপুণ্য নেই, কেননা যতগুলি মামলা হয় তার শতকরা ১০ পার্সেন্ট্‌ মামলায়ও পুলিশ জেতে কিনা সন্দেহ। কাজেই এ সম্পর্কে পুলিশবিভাগ কোন গবেষণা করেছে কিনা বা করে থাকলে তার কি ফল হয়েছে সেটা এখানে বলবেন। এখন আমি বলতে চাই যে, কেমন করে এই সমবায় প্রাইভেট লিমিটেডেও এই স্পর্শ যোগ হয়েছে। আমি ২।১টা ঘটনার উল্লেখ করে দেখাব যে এই কংগ্রেস সরকারের রিফিউজী রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট্‌ নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখবার জন্য পুলিশকে তাঁদের দাসানুদাস করে রেখেছে। ১৯৬০ সালের মার্চ্চ মাসের গোড়ার দিকে ১৪৪ ধারা জারি করে মহাদেব মুখার্জীকে শিবতলা অঞ্চলে যাওয়া বন্ধ করে দিল কেননা এই শিবতলায় উদ্বাস্তুরা সত্যাগ্রহ করছিল। তারপর ১৫-৩-৬০ তারিখে সে আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে শিবতলা ক্যাম্পে সত্যাগ্রহের জন্য তার উপর ৩০৯ ও ৩০৬ ধারায় ওয়ারেন্ট্‌ ইস্যু হয়েছে এবং ফলে সে অনশন আরম্ভ করেছে। আমি জিজ্ঞাসা করি কার অপরাধের জন্য তাঁরা অনশন করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল? আমি জিজ্ঞাসা করি দেশকে অভুক্ত রেখে শুধু গলাবাজি করে এবং লাঠিচার্জ করে যে সরকার দেশ শাসন করতে চায় তাদের কেন ঐ ৩০৯ ও ৩০৬ ধারায় অভিযুক্ত করা হবে না? এঁরা বলছেন আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ শাসন করছি তাই আমি এঁদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির একটা উদাহরণ দিলাম। আরেকটা উদাহরণ দিয়ে আমি দেখাব যে এই কংগ্রেসের স্বার্থে রাজাবাজার এরিয়াতে তাঁরা কিরকম কাজ করছে। ১৯৫৭ সালে কালীবাবুর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে আমি রমজান মাসে সেখানে দোকানপাটের ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি তাঁরই বশংবদ এক কংগ্রেসকর্মী একটি সংগঠন দাড় করিয়ে এই মহিবাগান বস্তী কমিটির

কাছ থেকে ১ টাকা করে নিয়ে সেখানে তাদের লোকদের বসতে দিচ্ছে। এর পর আমি আরেকটি সাংঘাতিক ঘটনা বলছি।

[7—7-10 p.m.]

এবার আমি ইসলামিয়া হাঁসপাতালের কথা একটু সংক্ষেপে বলব। এই হাঁসপাতালের যিনি অনারারী সেক্রেটারী তিনি বিধানবাবুর কনষ্টিটুয়েন্সি বহুবাজার থানার লোক এবং বিধানবাবুর একজন অত্যন্ত বশংবদ ব্যক্তি। এই ভদ্রলোক বহুবাজার থানায় খুব ইনফ্লুয়েন্স করেছেন। এই হসপিটাল রিপোর্টের মধ্যে দেখা যাবে যে এই থানার ও. সি. বিনা পয়সায় কিছুকাল ওখানে থাকলেন—পুলিশ হসপিটালে থাকার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও। তার জন্য স্পেশ্যাল ট্রিট্মেন্ট্ ব্যবস্থা করা হল। সেই সেক্রেটারী যাই করুন না কেন তাঁর বিরুদ্ধে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু অভিযোগ হচ্ছে সেই ও. সি.র বিরুদ্ধে। এখানকার কতিপয় অধিবাসী তাদের জীবন বিপন্ন, জীবন বাঁচাবার জন্য ১১-১১-৫৯, ১২-১১-৫৯ তারিখে বহুবাজার থানায় রিপোর্ট করে, ডায়েরী করে এবং এর ব্যবস্থা করার কথা বলেছিল। তারা ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের কাছে রয়েছে। এই বিষয়টি তারা বি. সি. রায়, অনারেবল হোম মিনিষ্টার, কমিশনার অফ পুলিশ, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ইত্যাদির কাছে জানায়। কিন্তু যেহেতু তিনি বিধানবাবুর বশংবদ লোক সেহেতু তিনি কালীবাবুকে ডেকে বলে দিলেন যে এ সম্পর্কে কিছু করো না। সেখানে এই আবেদন করার ঠিক একমাস পরে মার্ডার হাঁসপাতালের সামনে গুণ্ডাদের দ্বারা হল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার এনকোয়ারীর কোন ব্যবস্থা হল না। সেখানকার কর্মীরা তাদের জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে জানায়, কিন্তু তার কোন ব্যবস্থা করা হল না। সুতরাং আমি বলব যে এই মন্ত্রীসভাকে কিছু বলে লাভ নেই। এই বলে শেষ করলাম।

Shri Hemanta Kumar Ghosal :

স্পীকার মহাশয়, আমি একটা ঘটনা পুলিশের দুর্নীতি সম্বন্ধে বলতে চাই। আমাদের ২৪পরগণা জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করার নামে ২,৮০০ টাকার টি. এ. বিল করেছিলেন এবং সেই টী. এ. বিল যখন ড্র করতে চান তখন আপত্তি ওঠে এবং এনফোর্সমেণ্ট বিভাগে তদন্তের জন্য যায়। (শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ পাল—সভাপতির নাম কি ?) শ্রীহংসধ্বজ ধারা। সেই তদন্তে প্রমাণিত হয় যে সেটা মিথ্যা টী. এ. বিল। এই কেসটাকে ধামা চাপা দেবার চেষ্টাও হয়। আমি যতদুর জানি তাতে জানি যে এটা সত্য ঘটনা। সুতরাং এই ঘটনার জন্য তো তাঁকে ঘোষ চৌধুরীর জয়গান করতেই হবে। যাহোক এই বিষয়টা সম্বন্ধে আমি জানতে চাই। তারপর একটা ঘটনার বিষয় আমি খুব দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করছি। এই ঘটনাটা মামলার জন্য বিচারাধীন বলে মামলা সক্রান্ত কোন বক্তব্য বলছি না। পশ্চিমবাংলা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য শ্রীনিত্যগোপাল বসু হাঁসনাবাদ থানায় একটী বলাৎকার কেসে ধরা পড়েন। [নয়েজ ফ্রম দি কংগ্রেস বেঞ্চ] কংগ্রেসের রিলিফ বিতরণ করার সময় তিনি ১২ বছরের একটা মুসলমান মহিলা সহিত রেফ কেসে ধরা পড়েন। এখন তিনি জামীনে আছেন।

তার মা আমাকে চিঠি লিখেছেন এবং হংস বাবুকে চিঠি দিয়েছেন—তাঁর জামীন দেওয়ার পর তিনি যখন গ্রামে ফিরে গেছেন তখন তাঁকে বলা হয়েছে যে তোমার চাল কেটে বাড়ীটা তুলে দেওয়া হবে, পাকিস্তানে পাঠান হবে যদি মামলা তুলে না নাও। পুলিশের কাছে যখন জানান হল তখন পুলিশ বলল মামলা মিটিয়ে নাও, বড় কর্তার হুকুম আছে

মামলা তুলে না নিলে গণ্ডগোল হবে। দরখাস্তের নকল হংসবাবুর কাছে, মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে এসেছে। ৩ নম্বর হচ্ছে, সাগর থানায় বিপিন দাসের সঙ্গে জোতদারের ধান ভাগাভাগি নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছিল। ১১ বছরের মেয়েকে জোতদার খুন করল—পুলিশ রিপোর্ট দিল যে বাপ মেয়েকে খুন করেছে—জুডিশিয়াল এন্‌কোয়ারীতে প্রমাণিত হল যে না জোতদার মেয়েকে খুন করেছে—সেই পুলিশ সাগর থানায় বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। হংসবাবু অনেক কথা বললেন—এই প্রমাণ দিলাম। আমি আর একটা কথা বলতে চাই যে সরকারের ট্রাফিক পুলিশ কলকাতায় তার যে রেগুলেশান আছে সেটা তারা মানছেন না এবং তার জন্য অসংখ্য এ্যাক্‌সিডেণ্ট হচ্ছে, লোকজন মারা যাচ্ছে। এটাকে এন্‌ফোর্সড করবার জন্য কি ব্যবস্থা হয়েছে? শুনেছি ষ্টেট বাসের যেসমস্ত মাইনর এ্যাক্‌সিডেণ্ট হয় অধুনা পুলিশ এন্‌কোয়ারী করে না, ষ্টেট বাসের অথরিটি এন্‌কোয়ারী করে পুলিশকে রিপোর্ট দেন, এই ধরণের লিনিয়েন্সী আছে এবং যার ফলে আজকে অসংখ্য এ্যাক্‌সিডেণ্ট হচ্ছে এটা এন্‌ফোর্সড হবে কি না? আপনার কাছে শুধু গণতন্ত্রের এই কটা নমুনা দিলাম—পুলিশী গণতন্ত্র—সেই গণতন্ত্রের জবাবটা যেন কালিপদ বাবু দেন, তারপর গণতন্ত্র হবে।

Shri Hansadhwaj Dhara:

স্যার, হেমন্ত বাবু আমার সম্পর্কে যা বলেছেন তা অসত্য।

Dr. Golam Yazdani:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পুলিশী অত্যাচারের দু'একটা কাহিনী আমি এখানে বলব। গত ২২শে অক্টোবর রাত্রি ৮টার সময় ব্রাইট ষ্ট্রীট এবং সামসুল হুদা রোডের জাংকসানে পুলিশ এবং চোরের ধস্তাধস্তি হয়, তাতে পুলিশকে মেরে চোর ভেগে চলে যায়। পুলিশ তখন কড়েয়া রোডের ও. সি.-র কাছে রিপোর্ট করল। তারপর কনস্‌টেবল্‌ সেখানে গিয়ে ঐ পাহালওয়ানের হোটেল, ইসরাইলের পানের দোকান, হানিফের মাংসের দোকান তছনছ করে লুটপাট করল, অনেক লোককে ধরে নিয়ে গেল। ও. সি. গিয়ে বললেন যে দোকান খুলতে পারবে না। পরের দিন ২টার সময় আসলেন, সেই মহল্লা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী তাকে বললেন যে পুলিশ অত্যাচার করে চলে গেছে, দোকান বন্ধ করে চলে গেছে এবং তারা প্রার্থনা করেছে পুলিশের বিরুদ্ধে এ্যাক্‌সান নিতে। এই এ. সি. আশ্বাস দিয়েছিলেন কিন্তু কিছুই নেওয়া হল না। তারপর কেস চলতে লাগল আলিপুর কোর্টে—ডিসেম্বর মাসে সব খালাস পেয়ে গেল। ১৯৫৯ সালের ১৯শে মে বেনিয়াপুকুর থানায় ও. সি. ৫।১, হাতীবাগান রোডে মিছামিছি কতকগুলি লোকের ঘর খানাতল্লাসী করে ৮ জন লোককে ধরে নিয়ে চলে গেল। মামলা হল, শিয়ালদহ কোর্ট থেকে বেকসুর খালাস হয়ে গেল। সেই মামলার রায় বলেছে—

"In the case of Alauddin and 8 others of 5/1, Hatibagan Road of Beniapukur, Mr. Sarbadhikari passed severe strictures on the investigating officer and discharged all the accused persons who were arrested under the Immoral Traffic Act'.'

তারপর আমি তৃতীয় কথা বলব—আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে মুসলমানদের এটা রোজার মাস এবং এই রোজার মাসে জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট এবং নাখোদা মস্‌জিদের কাছে বহুদিন থেকে হকাররা দোকান করে। এবারে কিন্তু জোড়াবাগান থানার ও. সি. এবং বৌবাজার

থানার ও. সি. তাদের পারমিশান দেয় নি। আমাদের কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ থেকে লাইসেন্সের প্রার্থনা করা হয়েছে, কিন্তু চিঠি লিখে জানান হল যে বর্তমানে লাইসেন্স দেওয়া হবে না। আশ্চর্যের বিষয় সেদিন আবার আর একখানা চিঠি দিলেন যে বর্ত্তমানে লাইসেন্স দেওয়া হবে না বটে কিন্তু খিলাফৎ কমিটির মারফৎ দেওয়া হল। এ্যাসেম্বলীতে কাট মোশান দেওয়ার পর, স্থানীয় কাগজে এনিয়ে লেখালেখি হওয়ার পর ৭ তারিখের পর সেই লাইসেন্স দেওয়া হল। আমার বক্তব্য হচ্ছে বিভিন্ন উৎসবে যেমন দুর্গাপুজায় কলকাতার বহু রাস্তায় দোকান খোলার জন্য হকারদের পারমিশান দেওয়া হয় অথচ মুসলমানদের পর্বে যেমন ঈদ, বখরিদ এগুলির জন্য মুসলীম এলাকায় দোকান খোলার জন্য পারমিশান দেওয়া হয় না। এ বিষয়ে আমি মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপর, মালদহ জেলার সাঁওতালদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে সেই অত্যাচারের কাহিনী সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলব। বামুণগোলা থানা এবং হবিবপুর থানার চাষীদের উচ্ছেদ করার জোতদাররা চেষ্টা করেছে আর পুলিশ গিয়ে সেই জোতদারদের প্রোটেক্ট করেছে এবং সাহায্য করেছে। সাঁওতালরা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে তাদের সাহায্য না করে উল্টে চাষীদের উচ্ছেদ করার জন্য জোতদারদের পক্ষে সাহায্য করেছে। তারপর গাজোনে একটা ঘটনা ঘটেছে খেমকা সাঁওতাল বলে এক সাঁওতাল—তাকে জোতদারেরা উচ্ছেদ করতে যেয়ে জমিদারে জমিদারে ঝগড়া লেগে গেল এবং ধান কে পাবে তার কোন ফয়সালা হলনা বলে খেমকা তার বাড়ীতে ধান নিয়ে রেখেছিল যে কে পাবে সেটা ঠিক হলে তাকে ধান দিয়ে আসবে কিন্তু আর একটা জোতদার তিনি গাজোনের ও. সি-র সংগে পরিচিত—তিনি গিয়ে তার বাড়ীতে হামলা করলেন এবং বলপুর্বক ৫৬ মণ ধান নিয়ে চলে গেলেন এবং সেটা বিক্রী করে দিলেন। এরকম ভাবে পুলিশ যে অত্যাচার করে বিশেষ করে মাইনরিটি কমিউনিটির উপর সেটা হওয়া উচিত নয়—আমি এবিষয়ে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

[7-10—7-20-p.m.]

Sri Narayan Chobey:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি প্রথমেই বিগত খাদ্য আন্দোলনে আমাদের বাংলাদেশের পুলিশ যে অত্যাচার করেছিল সে সম্বন্ধে একটা এনকোয়ারীর দাবী করছি। আমাদের ও পক্ষের বন্ধুরা কেরালার কথা বলেছিলেন—আমি বলবো আজও পর্য্যন্ত কেরালায় কমিউনিষ্ট পার্টি দাবী করছে যে, যে গুলি চলেছিল সে সম্বন্ধে একটা বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হোক। যদি সেটা তাঁরা এ্যাকসেপ্ট করে থাকেন তাহলে আমি বলবো যে এই যে গুলি চলেছিল এতে যে ৮০ জন নরনারী প্রাণ দিল বাংলাদেশকে বুভুক্ষুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য, এরজন্য কংগ্রেস সরকারের তরফ থেকে একটা এনকোয়ারী করা হোক্ এবং তাতে আমরা যদি দোষী বলে প্রমাণিত হই তাহলে আমাদের শাস্তি দেয়া হোক। মাননীয় কালিপদবাবু আমাদের দেশের ইলাবোরেট এ্যারেঞ্জমেন্ট্ অফ পুলিশ সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন—আমি একথা মোটেই বলি না যেসমস্ত পুলিস অফিসার চোর কিংবা দুর্নীতিপরায়ণ, পুলিশের মধ্যে নিশ্চয়ই সৎ লোক আছেন কিন্তু যে পলিসিতে আমাদের কিংবা দেশের পুলিশের কার্য্যকলাপ চলে আমাদের কমিউনিষ্ট পার্টির মুল আক্রমণ সেই পলিসির বিরুদ্ধে। আজকে এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না যে এ্যান্টিসোসাল এ্যাক্টিভিটি চারিদিকে বেড়ে গেছে—এ বিষয়ে অনেকে অনেক উদাহরণ দিয়েছেন। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর টাউনে চুরি, ডাকাতি বেড়ে গেছে,

গ্রামাঞ্চলে ডাকাতি বেড়ে গেছে অথচ পুলিশ কিছুই করছে না—আজকের খবরের কাগজে বেরিয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করবো যে তাঁদের যে ফর্মুলা আছে—গুণ্ডার হাতে মার খেলে কত ইঞ্চি গর্ত্ত হল, কত লম্বা হল সেই ফর্মুলায় যদি পড়লো তো কেস হবে—না পড়লে কেস হবে না এই ফর্মুলাটাকে চেঞ্জ করার ব্যবস্থা করুন, কারণ গুণ্ডারা সাধারণতঃ ফর্মুলার বাইরে মারে। দ্বিতীয় কথা আমি বলতে চাই ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল বেল্টে সুদখোরদের জুলুম দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। মাত্র কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে বেরিয়েছিল নিউ মার্কেট এরিয়ায় কাবুলীওয়ালাদেরই সঙ্গে লোকের মারামারি হয়েছে। আসানসোল, খড়্গপুর, জগদ্দল, কাঁচরাপাড়া প্রভৃতি জায়গায় যান দেখবেন এই রকম হিন্দু, মুসলমান, কাবুলীওয়ালা, পাঞ্জাবী সুদখোরদের জুলুমে শ্রমিকরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাদের বাঁচবার কোন ব্যবস্থা করা হোক। এ ছাড়া তাদের একটা কথা বলতে চাই ইদানীং যে সমস্ত জায়গায় জংসান আছে, ওয়ার্ক সপ আছে সেখানে সর্বত্রই চুরি, ডাকাতি বেড়ে গেছে, রেলওয়ে প্রপারটি ওয়ার্কসপ থেকে চুরি হয়ে যাচ্ছে। রাত্রিবেলায় লরী লরী মাল বের করে বাইরে কারখানা চালানো হচ্ছে এবং তাদের সঙ্গে পুলিশের সংযোগ আছে। খড়্গপুরে আমি একজনের নাম করতে চাই—নন্দ লোহা, সে এবং তার ভাই এই ভাবে ১১ কারখানা চালাচ্ছে। পুলিশ এই সব জানে কিন্তু কিছুই করে না। এসব ক্ষেত্রে পি. ডি. এ্যাক্টও প্রয়োগ করেন না, পি. ডি. এ্যাক্ট প্রয়োগ করা হয় সুন্দরবনের রাসবিহারী ঘোষের উপর, কৃষকদের উপর কিন্তু এই সমস্ত চোরা কারবারীর উপর তারা সেটা প্রয়োগ করেন না।

গ্রামে চুরি ডাকাতি সম্বন্ধে সেখানকার অবস্থা সম্বন্ধে অনেকে চলেছেন। গত বছর ৪নং ইউনিয়নয়ে শ্রীপ্রফুল্ল মালের বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছিল এবং শ্রীপ্রফুল্ল মালের বন্দুক নিয়ে গেছল। এসম্বন্ধে পুলিশ কোনরকম এনকোয়ারী করতে এল না—শ্রীপ্রফুল্ল মালের ষ্টেটমেণ্ট নিল না— এ সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কোন এনকোয়ারী হয়নি। উপরে লেখালেখির পর সি. আই. ডি. গেল শ্রীপ্রফুল্ল মাল ৪জন ডাকাতের নাম পর্য্যন্ত দিল বৈদ্যনাথ হাজরা, সাগর শেখ, নিরোদবরণ সিংহ ইত্যাদি—কিন্তু পুলিশ এদের ধরল না, কেন ? যেহেতু এরা কংগ্রেসের লোক, কংগ্রেসের সঙ্গে এদের যোগাযোগ আছে তাই ধরল না, এরা বিনা গ্রেপ্তারে বিনা পরোয়ানায় ঘোরাফেরা করছে পুলিশ কিছুই করছে না।

The Hon'ble Kali Pada Mukherjee :

শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজ ৪ ঘণ্টাব্যাপী আরক্ষ্য বাহিনী এবং তৎ সংশ্লিষ্ট দপ্তরেরর ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরী অবলম্বনে যে বিতর্ক, যে আলোচনা, যে সমালোচনা, যে বাদবিতণ্ডা হয়েছে আমি তা অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে শুনেছি। এটা আনন্দের কথা যে এতে উল্লাস উদ্দীপনা থাকলেও অন্যান্য বারের মত এখানে কটূক্তি বর্ষণ এবং নিন্দাবাদ যে ভাবে হয়নি, এটা আরও আনন্দের কথা হত যদি এই পরিবর্ত্তিত মনোভাব গঠনমুখারূপে হত। আমি সে রকম ভাবে সমালোচনা এবং দুর্নীতির কথা এখানে চলেছে তাতে আমার যেন মনে হয় মাননীয় সদস্যদের দুর্নীতি ফোবিয়া একটা নুতনরূপে দেখা দিয়েছে। দুর্নীতি পুলিশের মধ্যে নাই আমি একথা বলব না, পুলিশের মধ্যে দুর্নীতি নাই বা কর্মীদের মধ্যে ঔদাসীন্য নাই একথা বলব না—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একথাও স্বীকার করতে হবে যে পুলিশের মধ্যে অনেক সেবাব্রতী কর্মী আছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কৃতী ছাত্র আছেন যারা পুলিশ বিভাগে যোগদান করেছেন এবং তাঁদের নিষ্ঠা সততা, কর্মকুশলতা সমাজের কাছে

প্রিয় করে তুলেছে। আজ পুলিশের মধ্যে পরিবর্ত্তন সাধিত হচ্ছে একথা যদি কেউ অস্বীকার করেন তাহলে তিনি সত্যের অপলাপ করবেন। অতীতে বিদেশী আমলাতান্ত্রিক শাসনের সময় পুলিশের যে মনোভাব ছিল যে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আজ সেই দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমি একথা আদৌ বলব না যে আজ যে পুলিশ কর্মচারীরা রয়েছে তারা সকলেই সৎকর্মী, সমাজসেবী, আর্ত বিপন্ন নরনারীর পাশে এসে দাড়িয়ে সহায়কের মনোভাব নিয়ে যাও উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলবো যে—

[7-20—7-30 p.m.]

আজকে পুলিশের মধ্যে অনেক কর্মী আছেন যারা সত্যকারের সেবা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, জনসাধারণের মধ্যে কাজ করে চলেছে। শ্রীযুক্ত হংসধ্বজ ধাবা মহাশয় বলেছিলেন যে প্লাবনের সময় দৈব দুর্বিপাকে যখন মানুষ বিপন্ন হয়েছিল, সেই সময় আর্ত নরনারীর পাশে সাহায্যের জন্য ছুটে গিয়েছিল কে? পশ্চিমবাংলার পুলিশ কর্ম্মচারী। ২৪ পরগণা এবং হাওড়ায় বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে আমি ব্যাপকভাবে সেই সময় সফর করেছিলাম আর্তত্রাণে সাহায্যের আয়োজন করতে। সমস্ত স্তরের লোক জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে এবং এমনকি দলমত নির্ব্বিশেষে বিরোধী দলের সদস্যরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই পুলিশের প্রতি সেবাব্রত মানোভাবের জন্য আর্তত্রাণের সেবায় নিজেদের জীবন বিপন্ন করে, সব জায়গায় উপস্থিত হয়ে সেবাকার্য্যে ব্রতী হয়ে তাঁরা সাধুবাদ জানিয়েছিলেন, পুলিবের প্রশংসা করেছিলেন। আজকের দিনে পুলিশের বিরুদ্ধে বিচার, বিশ্লেষণ করতে গেলে, তার সামগ্রিক রূপ দিয়ে যদি বিচার না করি তাহলে আমাদের ভুল হবে। অনেকে বলে থাকেন যে পুলিশের মধ্যে তাদের সেই পুরাতন মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। কিন্তু আমি এখানে বাংলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট সাংবাদিকের। মনোভাব উদ্ধৃত করবো।

[Noise and disturbance]

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাত নামা অধ্যাপক এবং সেনেটের সদস্য, তিনি বিশেষভাবে পুলিশের কার্য্যকলাপের প্রশংসা করেছেন। তিনি যা বলেছেন তার কয়েকটি ছত্র আমি আপনার সামনে উপস্থিত করতে চাই। তিনি বলেছেন কেবল মাত্র পুলিশের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিধিব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলেই পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যে আশানুরূপ সহযোগিতায় সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে না, জন সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক। পুলিশকে জন নিপীড়ক মনে না করিয়া জনসেবকরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। যাহারা সমাজ বিরোধী কার্য্যে লিপ্ত তাহাদের বিরুদ্ধে পুলিশকে নিপীড়কের ভূমিকাই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া, সাধারণ নাগরিকের স্বাভাবিক জীবন যাত্রার সহায়তা করিয়া পুলিশ যথার্থ সমাজ সেবকের কাজ করে, এই মূল কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে।

[Repeated shouting, loud noise & disturbances—from Opposition benches.]

আর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠা সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক হিসাবে তাঁর যে যোগাযোগ আছে আমাদের বামপন্থী বন্ধুদের সঙ্গে লিখেছেন—"দোষত্রুটি সত্বেও কলিকাতার পুলিশ আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে এবং সময় সময় বড় বড় ক্রাইম বা অপরাধ নির্ণয় ও দমনের ব্যাপারে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। তরুণ পুলিশ অফিসারদের মধ্যে আগের চেয়ে বেশী নীতি-

জ্ঞান ও দেশ প্রেমের দায়িত্ববোধ দেখা যাচ্ছে। এই সমস্তই সুলক্ষণ"। তিনি স্বনামধন্য শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

আর একজন সাহিত্যিক তিনি সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা, সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করেছেন।

তিনি লিখেছেন "পুলিশ আজ আমাদেরই লোক, পুলিশ বিভাগ সেই কথাই মনে করেন। তাহাদের প্রতি আচরণ স্মরণে রাখুন। পুলিশের সঙ্গে যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন এ গুলো তাহারা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিবেন—শুধু পুলিশ সম্পর্কে আমাদের চোখের দৃষ্টি এবং মনের আবেগের সম্পূর্ণ বদল হয়নি। যতখানি তাঁহারা আগাইয়া আসিয়াছেন আমাদের দিকে, পরস্পর বোঝাবুঝির হাত বাড়াইয়া ততখানি আমরা আগাইয়া যাইতে পারিনি। পুলিশ সম্পর্কে নিরাপত্তা এখনো মনের কোণে লেগে রয়েছে। অথচ পুলিশবিভাগ এগিয়ে এসেছেন। শাসনের সঙ্গে যে সবাই এক গ্রন্থিবন্ধন রয়েছে।"

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। সমালোচনার উত্তর দিতে হলে, তার সামগ্রিক বিষয় বস্তু নির্দ্ধারণ এবং অনুধাবনের প্রয়োজন আছে। আজকে সর্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত গণেশ বাবুই শুধু বলেন নাই, তাঁর সঙ্গে আরো অনেকে বলেছেন, আমাদের দেশে অপরাধের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। অপরাধ দুনিয়ার যে কোন রাষ্ট্রে যান, তার সমাজ ব্যবস্থা যাই হোক না কেন, সকল দেশেই দুর্বৃত্ত-সমাজ-বিরোধী কার্য্যকলাপে লিপ্ত এমন মানুষ দেখতে পাবেন। কিছুদিন আগে এই বিধান সভায় আমি সোভিয়েট রাশিয়ার একটা পত্রিকা থেকে কয়েকটা কথা উদ্ধৃত করে বলেছিলাম যে সেখানে ড্রাংকেননেস মাতলামী, হত্যা, প্রষ্টিটিউশন অত্যন্ত বেড়ে চলেছে। সে আমার কথা নয়—ইজভেস্তিয়া থেকে উদ্ধৃত করেছি—তার নজীর আছে, সেটা লিপিবদ্ধ আছে। দুনিয়ার যে কোন সমাজ ব্যবস্থায়, রাষ্ট্রে, দুর্নীতি থাকবে, সেখানে মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা থাকবে, খুন খারাপি, চুরি, ডাকাতি সেখানে হয়ে থাকে। সেখানে ও ট্রাফিক এ্যাক্সিডেন্ট ঘটে। আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ায় ও তা ঘটে, চীনেও ঘটে, সারা দুনিয়ায় ঘটে। শুধু পশ্চিমবাংলায় তার ব্যতিক্রম যারা মনে করবে, তারা কাচের উপর বাস করবে, বাস্তবের সঙ্গে তাদের সঙ্গতি নাই, কাজে নাই, আলাপে নাই। বিচারে নাই।

[হর্ষধ্বনি]

ওঁরা বলেছেন যে আমাদের বাংলাদেশে অপরাধের সংখ্যা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। তার উন্নতি

[এ ভয়েস্ : ষ্টেটসম্যান পত্রিকা বলেছে।]

ষ্টেটসমান তো একটা নজীর হতে পারেনা। ১৯৫৬ সালে যেখানে ডাকাতির সংখ্যা—পশ্চিমবাংলায় ছিল ৯৮৯টি, সেখানে ১৯৫৭ সালে সেটা কমে গিয়ে দাড়িয়েছে—৪৯৫টি, ১৯৫৮ সালে দাড়িয়েছে ৪৯৪টি এবং ১৯৫৯ সালে কমে দাড়িয়েছে ৪৩১টি। রবারির সংখ্যা—১৯৫৬ সালে ছিল ৮৩৫ সেটা ১৯৫৭ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ৭৯১; ১৯৫৮ সালে দাঁড়িয়েছে ৭৩৫টি এবং ১৯৫৯ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ৬০৬। বারগ্লারীর সংখ্যা যেখানে ছিল ৪৩ হাজার, সেটা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১০১১৪টি। ১৯৫৬ সালে হত্যাকাণ্ড যা ঘটেছিল তার সংখ্যা ছিল ৪৭৯টি, সেটা ও কমতে কমতে এসে দাঁড়িয়েছে ৪৫৯।

অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার কাছে নিবেদন করতে চাই যে দুনিয়ায় কোন অবস্থায় হত্যাকাণ্ড নিবারণ করা যায় নি। এটা প্রিভেন্‌টিবল্‌ ক্রাইম নয়।

[7-30—7-40 p.m.]

কাজেই হত্যাকাণ্ড সাময়িক উত্তেজনার বশে ও নানাকারণে সংঘটিত হতে পারে এখানে অনেক বন্ধু বলেছেন যে, পশ্চিমবংগে বিশেষ করে কলকাতায় অপরাধ প্রবণত বেড়ে গিয়েছে—আমি এখানে ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্য্যন্ত একটা পরিসংখ্যান রাখছি—১৯৫১ সালে হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা ছিল ৫৬, '৫২ সালে ৪৫, ১৯৫৩ সালে ৫৭, ১৯৫৮ সালে ৩৭ এবং গতবৎসর ৩৪। কলকাতা সহরে ১৯৫১ সালে ডাকাতির সংখ্যা হয়েছিল ১৫টি ক্ষেত্রে, সেটা কমতে কমতে ১৯৫৮ সালে নেবে এসেছিল ৪টিতে। কিন্তু গত বৎসর কলিকাতা মহানগরীতে কোন ডাকাতি সংঘটিত হয়নি। রবারির সংখ্যা ১৯৫১ সালে ছিল ৯৯, সেটা কমতে কমতে দাঁড়িয়েছে ২১টিতে, বার্গলারী যেখানে ছিল ২ হাজার ৭, সেটা কমতে কমতে দাঁড়িয়েছে ১১০২। থেফ্‌ট্‌ ১৯৫১ সালে ৯৯৭৫, সেটা হয়েছে কমে ৭২১৩। মেদিনীপুরের কথা নটেনবাবু বলেছেন, থানাওয়ারী যদি জানতে চান, সেসময় এখানে আমি পাব না,—সুতরাং মেদিনীপুর জেলার সংখ্যা দিচ্ছি—১৯৫৭ সালে ডাকাতির সংখ্যা ৪৮টি, ১৯৫৮ সালে ৪৪টি ১৯৫৯ সালে দাঁড়িয়েছে ২২টিতে—এই ২২টির মধ্যে ২০টি কেস চালান দেওয়া হয়েছে। ১৬১ জন অভিযুক্ত হয়েছে, ১২টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে, ৬১ জনের সাজা হয়েছে। এবারে বরাধির কথা বলি—১৯৫৭ সালে ছিল ৯০টি, ১৯৫৮ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ৬৭টিতে, এই সংখ্যা ১৯৫৯ সালে কমে এসে দাঁড়িয়েছে ৩৭টিতে। বার্গলারীও সেই রকমভাবে কমে এসেছে—১৯৫৭ সালে ৮৭১টি, গত বৎসর ৬৫; মার্ডার ১৯৫৭ সালে ছিল ৫২টি, ১৯৫৯ সালে কমে এসে দাঁড়িয়েছে ৩৬টিতে। কোন কোন মাননীয় সদস্য ২৪পরগণার কথা বলেছেন যে সেখানে নাকি ক্রাইম বেড়ে গিয়েছে—২৪ পরগণায় ১৯৪৮ সালে ডাকাতি হয়েছিল ১৩২টি, ১৯৫৯ সালে সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ১২২টিতে। রবারি হয়েছিল ১৯৫৭ সালে ১৩৩টি, সেটা কমে এসে দাঁড়িয়েছে ১২৩টিতে। বার্গলারী ১৯৫৭ সালে ছিল ২৯৫২, সেটা কমে এসে দাঁড়িয়েছে ২৬০৭। থেফ্‌ট্‌ ছিল ৬৭৫৩, সেটা হয়েছে ৬০৪৮। তারপর অপূর্বলাল মজুমদার মহাশয় হাওড়ার কথা বলেছেন, হাওড়াব পরিসংখ্যান আমার কাছে আছে, আমি এখানে উদ্ধৃত করছি—১৯৫৮ সালে ডাকাতি সংঘটিত হয়েছিল ১৪টি, ১৯৫৯ সালে সেটা কমেএসে দাঁড়িয়েছে ৬টিতে। রবারি ১৯৫৮ সালে হয়েছিল ১৯টি, ১৯৫৯ সালে সেটা কমেএসে দাঁড়িয়েছে ১২টিতে। বার্গলারী হয়েছিল ৪৯৩টি, সেটা কমেএসে দাঁড়িয়েছে ৩১৪টিতে। থেফ্‌ট্‌ হয়েছিল ২৪২৩, তার সংখ্যা কমে হয়েছে ১৭৪৭।

(**Shree Apurbalal Majumdar :** মার্ডারের সংখ্যা কত ?)

সেই হিসাব এখানে আমার কাছে নাই, গতবৎসর খাদ্য আন্দোলনে মব্‌ ভায়োলেন্সের জন্য মামলার আসামী এখানে রয়েছে, সেজন্য এখানে দেওয়া নাই। তিনি হাওড়ায় চোলাই মদের কথা বলেছেন। এটা আমাদের দেশের পক্ষে সত্যিই লজ্জার কথা যে, এখানে চোলাই মদের কারবার রয়েছে। মানুষের দুর্নীতিপরায়ণতাকে শাসনযন্ত্র প্রশমিত করতে - পারে,

কিন্তু তা একেবারে কমাতে পারে না, একথা আমার সকলেরই স্মরণ রাখতে হবে। ১৯৫৯ সালে ১৯৬০ কেসেস অফ্ চোলাইমদ এবং ৩,১৩৯ গ্যালন ইল্লিসিট ডিষ্টীল লিকার পাওয়া গিয়েছিল, এবং ৪,৭০২ মণ্ডস্ ফারমেণ্টেড ওয়াস পাওয়া গিয়েছিল, এবং ১,৭৪০ জন লোক এরেষ্ট হয়, এবং অনেক সংখ্যায় সেখানে কন্‌ভিক্‌শান হয়েছে। বিরোধীদলের কয়েকজন বন্ধু বলেছেন যে, কলকাতায়ও এইরকম চোলাইমদের কারবার বেশী হয়েছে, আমি তার পরিসংখ্যান আপনার কাছে উপস্থিত করছি—১৯৫৭ সালে ৭৬১৪টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল, ৮৭৫ জন লোক অভিযুক্ত হয়েছিল, ১০,৬০৭ গ্যালন লিকার চোলাই মদ সীজ করা হয়েছিল এবং তার সংগে ১৩৬টি অপারেটাস পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৫৮ সালে ৭৭২টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল, ৯২২ জন অভিযুক্ত হয়েছিল, ১৪ হাজার ১৬৬ গ্যালন সীজ করা হয়েছিল। ১৯৫৯ সালে ৯৬২টি কেস হয়েছে, ১,১৭১ লোক অভিযুক্ত হয়েছে, ৮ হাজার গ্যালন সীজ করা হয়েছে। গণেশবাবু বলেছেন যে, পুলিশ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আদালত কর্তৃক ষ্ট্রিক্‌চার সম্বন্ধে সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন—তাঁর একথা অজ্ঞতাপ্রসুত। সত্য ঘটনা হচ্ছে, কোর্ট থেকে ষ্ট্রিক্‌চার পাশ করা হলে প্রত্যেকটি ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত হয়, এবং তদন্তের ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাদের সাজা দেওয়া হয়েছে। গত বৎসর গণেশ বাবু একটা ছাঁটাই প্রস্তাবের মাধ্যমে চিৎপুরের সাব-ইন্সপেক্টার করুণা ব্যানার্জির কথা উল্লেখ করেছিলেন, তখন আমি তাঁকে জানিয়ে ছিলাম যে, তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত হচ্ছে, এবং তাঁকে সাসপেণ্ড করা হয়েছিল, এবং সাসপেনশানের পরে এনকোয়ারী রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে এবং তাঁর বেতন কাটা হয়েছে। পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও কলকাতার চোলাই মদের কারবারের কথা বলেছেন এবং বিশদভাবে পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন যে, অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলেগিয়েছে, কিন্তু আসলে তা নয়। অবস্থা আয়ত্তাধীন আছে, এবং কোন্ কোন্ জায়গায় চোলাই মদের কারবার হচ্ছে সে সম্পর্কে সরকার ওয়াকিবহাল, সচেতন, সজাগ আছেন এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন। উপসংহারে একটা কথা আপনার মাধ্যমে নিবেদন করতে চাই এই সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে। এখানে মা: সদস্যরা মনের আনন্দে অনেক অসত্য, মিথ্যা এবং কল্পিত নানা অভিযোগ রচনা করেছেন, কিন্তু এসব অভিযোগ যে সত্য নয় তা খগেনবাবু, আনন্দবাবু, হংসধ্বজবাবু বিস্তৃতভাবে দেখিয়েছেন এবং তা অনেকক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত ও স্বকপোলকল্পিত। এসকল কথার সমুচিত জবাব দেওয়া এই সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু একটি কথা আমি সুবোধবাবুকে বলব—তিনি কালকে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন, আমি বলেছিলাম তাঁকে যে, আপনার ছাঁটাই প্রস্তাবের যা ভাষাও তাতে সাধারণ মানুষ চঞ্চল হয়ে উঠবে। আমি ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটএর রিপোর্ট আনিয়েছি, তিনি বলছেন, এই বিষয়ে কোন সত্যতা নাই। নারীদের সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত কথা বলেছেন তারা থানায় গিয়ে বা কোর্টে গিয়ে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তারা একথা বলেনি। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এবং এস. পি. অকুস্থানে গিয়ে তদন্ত করে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন তাতে ডি. এম. বলেছেন দি এলিগেশনস আর এবসোলিউটলি বেসলেস। সুবোধবাবু আমাকে বলেছিলেন আরো তদন্ত করতে প্রস্তুত আছি কি না। নিশ্চয়ই আমাদের এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, আমাদের এই কল্যাণ-

রাষ্ট্রের ভিত্তি পত্তন করার জন্য আমরা সকল মানুষের সহযোগিতা কামনা করি– এবং এই নীতির উপর দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের মন্ত্রীসভা দেশবাসীর কল্যাণের পথ উন্মু করে দেবে। যতীনবাবুকেও একটা কথা বলা প্রয়োজন, কারণ যদিও তিনি উকি নন তাহলেও কখন যে তিনি কার ব্রিফ ধরেন বলা শক্ত। কিন্তু এর পিছ কিসের একটা ইঙ্গিত রয়েছে—কারণ, তিনি যন্ত্র, মন্ত্রীরা তাঁকে চালিয়ে যান।

[7-40—7-50 p.m.]

শ্রীহরিসাধন ঘোষ চৌধুরী, বর্ত্তমানে আই. জি. তিনি যখন পুলিশ কমিশনা ছিলেন সেই সময়কার সম্বন্ধে তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করে বলা হয়েছে যে তাঁর নাকি ৩টি বাড়ী আছে। উনি পাকিস্তান থেকে চলে এসেছেন এবং পৈত্রিক বাড়ী হারিয়ে বেদনা অনুভব করছেন বলে এইসব কথা বলছেন। কিন্তু তিনি পশ্চিমবাংলার অধিবাসী এবং তাঁর পিতামহের একটি বাড়ী আছে এবং বহুদি যাবৎ তিনি কমিশনার ছিলেন বলে তাঁর পক্ষে বাড়ী করা আশ্চর্য্য নয়। তিনি প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে ৩৩ হাজার টাকা বাড়ী করার জন্য লোন নিয়েছেন। তাছাড়া তিনি অভিযোগ করেছেন যে তিনি নাকি কয়েকটা বাস স্বনামে বেনামে নিয়েছেন। আমি তাকে বলছি যিনি তাকে এই সংবাদ দিয়েছেন তিনি সর্বৈর মিথ্যা সংবাদ দিয়েছেন। উপসংহারে আমি আরেকটা কথা বলব যে, এখানে যেসব অভিযোগ করা হয়েছে সাধারণভাবে সেইসব অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং অমূলক। আজকে যে সব অভিযোগ এখানে উঠেছে আমি আপনার মাধ্যমে ঘোষনা করতে চাই যে সেই প্রতিটি অভিযোগ সম্বন্ধে আমরা বিভাগীয় তদন্ত করে দেখব যে তার সত্যতা আছে কিনা এবং যদি থাকে তাহলে আমরা তার যথাযথ ব্যবস্থা করব, একথা বলে যেসমস্ত ছাটাই প্রস্তাব এখানে উপস্থাপিত হয়েছে তার বিরোধীতা করে আমার মূল প্রস্তাব সমর্থন করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

[*Noise*]

Mr. Speaker : Order, order. Division is wanted in cut motion No. 56 I am now putting all the other cut motons to vote.

[All the cut motions except the cut motion No. 56 were then put en bloc to vote and lost.]

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Gnant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Narayan Choubey that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head ' '29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Khagen Roy Choudhury that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs, 100 was then put and lost.

The motion of Shri Shyamaprasanna Bhattacharya that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Maior Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Jagat Bose that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Roy that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Panchu Gopal Bhaduri that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sitaram Gupta that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Rabin Mukherjee that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Haran Chandra Mondal that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", bc reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Haldar that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sisir Kumar Das that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Jnanendra Nath Majumdar that the demand of Rs, 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bankim Mukherji that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Jyoti Basu that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri S. A. Farooquie that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Somnath Lahiri that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Syed Badrudduja that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure undei Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Gopal Basu that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Natendra Nath Das that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 8;09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri B. P. Jha that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Mihir Lal Chatterjee that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Samar Mukherjee that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bhakta Chandra Roy that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17 M,ajor Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Ploice", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Amarendra Nath Basu that the demand of Rs. 8,09,87;000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head '29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Crant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shrimati Labanya Prova Ghosh that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Pravash Roy that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bejoy Krishna Modak that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Roy that the demand of Rs. 8,09,87.000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chatterjee that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Tarapada Dey that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Tahir Hussain that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Mullick Chowdhury that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

[7-50—7-54 p.m.]

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharyya that the demand of Rs. 8,09,87,000 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result :

NOES—134

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra

Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkes
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Dhirendra Narayan
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Shri Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan

Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—73

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Dr. Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Bose, Shri Jagat
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mitra, Shri Satkari
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Amarendra
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Ray Choudhuri, Shri Sudhir Chandra
Roy, Shri Jagadananda

Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 73 and the Noes 134 the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Kali Pada Mookerjee that a sum of Rs.8,09,87,000 be granted for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police", was then put and a division taken with the following result :

AYES—132

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath

Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkes
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Dhirendra Narayan
Mukherji, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Kahgendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati Shri, Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Piatel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

NOES—71

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Dr. Brindabon Behari
Basu, Shri Chitto

Basu, Shri Hemanta kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Bose, Shri Jagat
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhar, Shri Dhirendra Nath
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Majumdar, Shri Jnanendra Nath
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mitra, Shri Satkari
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Amarendra
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 132 and the Noes 71, the motion was then carried.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-54 p.m. till 9 a.m. on Friday, the 18th March, 1960, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 18th March, 1960, at 9 a.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble BANKIM CHANDRA KAR) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 9 Deputy Ministers and 193 Members.

9— 9-10 a.m.]

Shri Deben Sen : On a point of order, Sir. There is no quorum.

Mr. Speaker : Twenty five members constitute the quorum. There are 40 members. So, there is quorum.

DEMAND FOR GRANT

Major Head : 47—Miscellaneous Department—Excluding Fire services and Welfare of scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes.

The Hon'ble Abdus Sattar :—Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 50,37,000 be granted for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes."

বৃহৎ শিল্পকর্মীদের সম্পর্কে কিছু বলবার আগে আমি প্রথমে উল্লেখ করতে চাই সেইসব কর্মীদের কথা যারা নিম্নতম মজুরী ধার্য্য (মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্ট) আইনের আওতায় পড়ে। এই আইনের তালিকাভুক্ত কর্মীদের নিম্নতম মজুরী ধার্য্যের শেষ তারিখ ছিল ১৯৫৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। এই তারিখের মধ্যে তালিকাভুক্ত সকল কর্মীদের নিম্নতম বেতন ধার্য্য করা হয়েছে। কতকগুলির মজুরী পুনর্নির্ধারণ করে বৃদ্ধি করা হয়েছে। কতকগুলি শিল্পকর্মীদের নিম্নতম মজুরী সর্বপ্রথম নির্ধারণ করা হয়েছে। এদের মধ্যে আছে ডালকল, পাথরভাঙ্গা এবং লাক্ষা কর্মীরা। আর আছে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা ছাড়া সারা পশ্চিমবাংলার কৃষি শ্রমিকরা। ত্রিশলক্ষ কৃষি শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ সামাজিক বিচার প্রতিষ্ঠার দিকে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ।

যাদের নিম্নতম মজুরী বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের মধ্যে আছে চা বাগান, তেলকল, ময়দাকল, সিগারেট, ট্যানারি ও লেদার ম্যানুফ্যাকচার ও পাবলিক ট্রান্সপোর্ট কর্মীরা। যারা নিম্নতম মজুরী আইনের আওতায় পড়ে সেইসব মিউনিসিপ্যাল কর্মচারীদেরও নিম্নতম মজুরী পুনর্নির্ধারিত হয়েছে। বিল্ডিং ও কনষ্ট্রাকশন কর্মী ও জেলাবোর্ড কর্মচারীদের জন্য নিযুক্ত কমিটি রিপোর্ট দাখিল করেছে এবং তা সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। নিম্নতম মজুরী ধার্য্য আইনের তালিকায় ছিল না এমন দুই শ্রেণীর কর্মীদের এই আইনের আওতায় আনা হয়েছে তারা হোল সিনেমা, ষ্টুডিও ডিষ্ট্রিবিউটার্স ও প্রডিওসার্স ও হাড়কল কর্মী। হাড়কল কর্মীদের মজুরী নির্ধারিত হয়েছে। সিনেমা কর্মীদের জন্য নিযুক্ত কমিটি কাজ আরম্ভ

করেছে। ছাপাখানা কর্মী ও দোকান কর্মচারীদের বেতন, ছুটি প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধা করে আবশ্যক হলে এই দুই শ্রেণীর কর্মীদের জন্য নিম্নতম মজুরী কমিটি নিয়োগের প্র সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। পশ্চিমবাংলা বিশেষকরে কলিকাতা ও হাওড়া যেসব ছোট ও মাঝারি শিল্পে নিযুক্ত কর্মচারী রয়েছে তাদের বেতন, ভাতা, ছুটি প্রভৃ নির্ধারণের জন্য অমনিবাস ট্রাইবুনাল বা অনুরূপ কিছু নিযুক্ত করবার কথাও সরকার বিবেচন করেছেন—কারণ এইসব শিল্প শান্তি ও সৌহার্দ প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারএর আবশ্যকতা অনুভ করছেন।

চা বাগান কর্মীদের দৈনিক মজুরী কিছু বৃদ্ধি পেলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার চা বাগা কর্মীদের জন্য জাতীয় বেতনবোর্ড গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুপারি করেছেন এবং ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কমিটি অন প্ল্যানটেশন্ ও তার কলিকাতা অধিবেশনে ওয়েজ বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত করেছে। আশা করা যায় অতি শীঘ্রই এই ওয়েজবোর্ড কেন্দ্রীয় সরকা থেকে ঘোষণা করা হবে। পশ্চিমবঙ্গে পাটশিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের সংখ্যা হলো সমগ্র কারখান শ্রমিকদের একতৃতীয়াংশ। আমাদের জাতীয় জীবনে, বিশেষ করে জাতীয় অর্থনীতিতে পাট শিল্পের একটি বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ স্থান আছে এবং এই স্থান সর্বজনস্বীকৃত। শি যেমন গুরুত্বপুর্ণ তেমনি শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের গুরুত্বওতো আছে। এই শিল্পকে বিশ্বে বাজারে প্রতিযোগিতা করতে হয়। সেই প্রতিযোগিতায় পাট শিল্প যাতে টিকতে পারে সে জন্য র‍্যাশান্যালাইজেশন নীতি হিসাবে স্বীকৃত হয় এবং সরকার তা অনুমোদন করে। প্রায় দু তৃতীয়াংশ পাটকলে র‍্যাশান্যালইজেশন্ সমাপ্ত হয়েছে। পাটশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা কয়েক বৎসর পুর্বে যা ছিল তা অপেক্ষা হ্রাস পেয়েছে। শ্রমিক পক্ষের বক্তব্য হোল—শ্রমি সংখ্যা হ্রাসের অর্থ উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস এবং তারা মনে করে এমনিভাবে যে অর্থ সংরক্ষি হোল তার কিছু অংশ বেতনরূপে শ্রমিকদের পাওয়া আবশ্যক।

পাট শিল্প একটি বিশেষ সুবিধা ভোগ করে। পশ্চিমবঙ্গে ছোট বড় সব শিল্পই তা কর্মীদের বোনাস দিয়ে থাকে। পাটশিল্প তার শ্রমিকদের বোনাস দেয় না নীতিগ ভাবে। যেসব মিলে লাভ হয় তারাও দেয় না, যদিও কেউ কেউ অফিস ষ্টাফদে দিয়ে থাকে। একটি বিশেষ কারণে হয়ত পাটশিল্পে বোনাস চালু হয়নি আজও কারণ বর্ত্তমান আছে কি না তার অনুসন্ধান আবশ্যক। এইসব বিবেচনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকা ওয়েজবোর্ড গঠনের পক্ষপাতী। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কমিটি অন জুটের প্রথম অধিবেশনেই পশ্চিমব সরকার ওয়েজবোর্ড গঠনের অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করেন। এই কমিটির বিগত অধিবেশনে ওয়েজবোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আশা করা যায় অতিশীঘ্র কেন্দ্রীয় সরকার এ ওয়েজবোর্ড ঘোষণা করবেন। ত্রিপক্ষীয় ওয়েজবোর্ড শিল্পের সমস্তদিক বিচার, বিশ্লেষণ সমীক্ষা করে যে সিদ্ধান্ত করবে আশা করা যায় তা সকল পক্ষের গ্রহণীয় হবে।

দ্বিতীয় অমনিবাস কটন টেক্সটাইল ট্রাইবুনালের রায় প্রকাশের পর পশ্চিমবঙ্গের কাপড়ে কলের শ্রমিকের নিম্নতম মাসিক মজুরী ষাট টাকা ৬৭ নয়াপয়সা নির্ধারিত হয়। প্রথ ট্রাইবুনালের পর এই মজুরী ছিল পঞ্চাশ টাকা।

দ্বিতীয় সুতাকল ট্রাইবুনালের পর সম্প্রতি জাতীয় ওয়েজ বোর্ডের সুপারিশগুলি প্রকাশি হয়েছে। এই সুপারিশগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এবং ভারত সরকারেরও অনুমোদন লা করেছে। ওয়েজবোর্ডে কাপড়ের কলগুলির প্রতিনিধি ছিলেন। এই বোর্ড পশ্চিমব

এসেছিলেন ও সকল পক্ষের তথ্য ও সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন। পশ্চিমবাংলার বস্ত্রশিল্পের অবস্থা সম্যক বিচার ও বিশ্লেষণ করেই বোর্ড পশ্চিমবঙ্গে সুতাকলের শ্রমিকদের জন্য বেতন ও মহার্ঘভাতা ধার্য্য করেছেন। মিল মালিকগণ সাধারণভাবে ওয়েজ বোর্ডের সিদ্ধান্তগুলি কার্য্যকরী করবেন বলে আশা করি। ওয়েজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত কর্য্যকরী করার পথে ক্ষেত্রবিশেষে প্রকৃত অসুবিধা থাকলে উচ্চস্তরের ত্রিপক্ষীয় আলোচনায় তা সমাধান করা যেতে পারে। এই প্রকার ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন আহ্বানে সরকার প্রস্তুত আছেন। আর তিনটি ট্রাইবুনালের এওয়ার্ডের পর ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের শ্রমিকদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য বিষয়ে উন্নতি হয়েছে। তৃতীয় ট্রাইবুনালের এওয়ার্ড বেরুবার পর কোথাও কোথাও কোন কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা (ইণ্টার প্রিটেসন্) নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় এবং ইহা নিষ্পত্তির জন্য ট্রাইবুনালের নিকট দাখিল করা হয়। এই সম্পর্কে ট্রাইবুনালের রায় প্রকাশিত হয়েছে। ত্রিপক্ষীয় আলোচনাতেও অনেক বিরোধের নিষ্পত্তি হয়েছে। আমি ইতিপূর্বেই ছোট ও মাঝারি শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের ভাতা, বেতন, ছুটি প্রভৃতি নির্ধারণের জন্য অমনিবাস ট্রাইবুনাল নিয়োগের কথা বলেছি। কারণ ইঞ্জিনীয়ারিং অমনিবাস ট্রাইবুনালের এওয়ার্ডের সুফল এইসব কর্মীরা পায় নাই।

ইঞ্জীনিয়ারিং শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। নূতন নূতন লৌহ, ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এইসব প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্মীদের সংখ্যাও বাড়ছে। লৌহ, ইস্পাত কারখানাগুলির শ্রমিকদের বেতনের একটি মান নির্ধারণ হওয়া আবশ্যক। ত্রিপক্ষীয় জাতীয় ওয়েজ বোর্ডই এই প্রকার মান নির্ধারণ করতে পারে। শ্রমদপ্তর বিভিন্ন এওয়ার্ড, এগ্রিমেণ্ট ও শ্রমিক আইনগুলি কার্য্যকরী করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখে। এই উদ্দেশ্যে লেবার ডাইরেকটরেটে একটি ইম্প্লিমেণ্টেশন বিভাগ আছে। এই বিভাগটি একজন ডেপুটি লেবার কমিশনারের কর্তৃত্বাধীন। লেবার কমিশনারের সভাপতিত্বে একটি ইভ্যালুয়েশন কমিটি আছে। এই কমিটিতে শ্রমিক মালিক উভয়েরই সমসংখ্যক প্রতিনিধি আছে। প্রতিমাসে এই কমিটির অধিবেশন হয় বিভিন্ন এওয়ার্ড, এগ্রিমেণ্ট ও শ্রমিক আইন কিভাবে কার্য্যকরী হচ্ছে এই কমিটি তাই পরীক্ষা করে। এই কমিটি উন্নততর শিল্প সম্পর্ক স্থাপনে বিশেষভাবে সাহায্য করছে। এই কমিটি কিভাবে কার্য্য পরিচালনা করে তা শ্রমবিভাগ কর্তৃক প্রচারিত বিবরণীতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

শ্রমিক কল্যাণমূলক আইনগুলি কার্য্যকরী করার জন্য অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। যারা নিম্নতম মজুরী আইনের আওতায় আসে তারা এখনও নিজেদের ট্রেড ইউনিয়ন গড়তে পারে নি। বৃহৎ শিল্প কর্মীদের মত তারা একস্থানে অধিক সংখ্যায় থাকে না। এই সব কর্মী ধার্য্যকৃত নিম্নতম মজুরী।

[9-10—9-20 a.m.]

মজুরী পাচ্ছে কিনা তা তদারক করা ও সেবিষয়ে আইনসঙ্গত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য মিনিমাম ওয়েজেস ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন ইন্সপেক্টররা মিলে ৪৫৫টি কেস তদন্ত করেছেন ১৯৫৯ সালে। চা বাগান শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য প্লাণ্টেশন লেবার এ্যাক্ট ও রুলস চালু আছে। এইগুলি যথাযথভাবে চা বাগানগুলিতে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা তদারক করার জন্যে চারজন গেজেটেড অফিসারের পর্য্যায়ভুক্ত সর্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত ইন্সপেক্টরের পদ মঞ্জুর করা হয়েছে এবং দুইজন ইতিমধ্যেই নিযুক্ত হয়ে কাজ করছেন।

প্লান্টেশন লেবার রুল অনুযায়ী এপর্য্যন্ত ২৬৭ জন সার্টিফায়িং সার্জেন নিযুক্ত করা হয়েছে। এই রুল অনুযায়ী ত্রিপক্ষীয় মেডিকেল এড্‌ভাইসরি বোর্ড কাজ করছে। একটি অনুরূপ হাউসিং বোর্ড আছে। চাবাগান মালিকগণ শ্রমিকদের গৃহনির্মান ব্যাপারে কি ধরনের বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন তা অনুসন্ধান ও প্রতিকারের জন্য ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কমিটি অন প্লান্টেশনের বিগত কলিকাতা অধিবেশনে ষ্টেট হাউসিং বোর্ডের প্রতিনিধিসহ একটি সেণ্ট্রাল এজেন্সি গঠনে প্রস্তাব হয়েছে।

দোকান কর্মচারী আইন (সপ্‌স্‌ এ্যাণ্ড এষ্টাব্লিসমেণ্টএ্যাক্ট) পরিচালনার শাখাটির পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। ডেপুটি চীফ্‌ ইন্সপেক্টরের উপর একজন ডেপুটি লেবার কমিশনারকে পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি চীফ্‌ ইন্সপেক্টরও একজন নূতন ব্যক্তি। সর্বক্ষণের জন্য ত্রিশজন ইন্সপেক্টর আছেন। মফস্বলের জেলাগুলির জন্য আছেন ৯ জন পরিদর্শক। যেসব জেলায় সর্বক্ষণের জন্য পরিদর্শক এখন নাই সেখানে রেভিনিউ অফিসার, বি. ডি. ও, কানুন গো, লেবার অফিসার ও এসিস্ট্যাণ্ট লেবার কমিশনার এই আইন প্রয়োগ করে থাকেন। ১৯৫৮ সালে ৯৭,৩০৫টি পরিদর্শন, ৫,৩৮৩টি মামলা দায়ের এবং ২৫,৮১৭ টাকা জরিমানা আদায় হয়। সেই স্থলে ১৯৫৯ সালে ১,০৮,৪৮৬টি পরিদর্শন, ৬০৭৭টি মামলা দায়ের ও ৩২,২০১ টাকা জরিমানা আদায় হয়। বিশ বৎসর পুর্বে এই আইনটি প্রচলিত হয়। বিশ বৎসরের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এই নূতন আইনের খসড়া বিলটি আইনে পরিণত করা হবে। আইনের খসড়াটি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। ওয়ার্কিং জার্নালিষ্ট এ্যাক্টটিকে কার্য্যকরী করার জন্য লেবার ডাইরেক্টরেটের কমার্সিয়াল একাউণ্টেণ্ট ভারপ্রাপ্ত আছেন। এই আইনের তিনধারা অনুযায়ী আলোচ্য বর্ষে ১১টি বিরোধ পাওয়া যায় এবং ১০টি বিরোধের নিষ্পত্তি করা হয়। ছয়টি ট্রাইবুনালে প্রেরিত হয়েছে। দুইটি আপোষে নিষ্পত্তি হয়েছে।

পেমেণ্ট অফ ওয়েজেস এ্যাক্ট লেবার ডাইরেক্টরেট ও ফ্যাকটরিস ডাইরেক্টরেট কার্য্যকরী করে। লেবার ডাইরেক্টরেট ট্রামওয়েজ, চাবাগান, ও মোটর অম্‌নিবাস সার্ভিসগুলি দেখে। বাকীগুলি দেখে ফ্যাক্টরিস ডাইরেক্টরেট। ১৯৫৯ সালে কারখানা আইন ভঙ্গের জন্য ৬২টি ও ৬টি মামলা পেমেণ্ট অফ ওয়েজেস এ্যাক্ট অনুসারে করা হয়েছে। ফ্যাক্টরি পরিদর্শকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মঞ্জুরীকৃত পদগুলি পুরণ হলে অধিক সংখ্যায় ফ্যাক্টরি পরিদর্শন সম্ভব হবে।

ফ্যাক্টরি দুর্ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বভাবতই সরকার এর জন্য উদ্বেগ বোধ করেন। কারখানাগুলির সুপারভাইজরি ষ্টাফদের দুর্ঘটনা নিবারণ শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে ফ্যাক্টরি ডাইরেক্টরেট থেকে। উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে কারখানাগুলির কাজের অবস্থা উন্নত হওয়া আবশ্যক। এইদিকে লক্ষ রেখে ফ্যাক্টরি ডাইরেক্টরেট কার্য্য আরম্ভ করেছে।

বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির কথা পুর্বে বলেছি অন্যান্য সামাজিক কল্যাণ আইনের মারফত শ্রমিক সমাজ কি আর্থিক উপকার লাভ করেছে তারই আভাস দেবার চেষ্টা করছি।

চাবাগান প্রভৃতি কল্যাণ আইনের সংশোধন করে সাপ্তাহিক ৫ টাকা ২৫ নয়া পয়সার স্থলে ৭ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে।

১৯৫৯ সালে এমপ্লয়িজ প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড এ্যাক্ট অনুসারে ৭৮১৮টি ক্লেম কেসের সমাধা করা হয় এবং ২৯,৫৮,৬৩৪ টাকা ৭৫ নয়া পয়সা এদেরকে দেওয়া হয়। ৯৫৮৯টি ক্লেম কেস

ম্যানেজমেণ্টদের অডিট ত্রুটির জন্য ফেরৎ পাঠান হয়। ম্যানেজমেণ্টের ত্রুটির জন্য বহু সংখ্যক কেস নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হয়। ত্রুটিগুলি কিভাবে সংশোধন করা যায় তা ম্যানেজমেণ্টদের সংস্থা ও শ্রমিক সংস্থাগুলিকে জানান হয়েছে। ৬,৩৮,২৭৫ টাকা সভ্যগণের পরিজনদের চিকিৎসার জন্য ঋণ দেওয়া হয়েছে।

ওয়ার্কমেনস কম্পেন্‌সেশন এ্যাক্ট অনুসারে এই বৎসর ২৪৪৪টি কেসে ১১,৯০,১৯৬ টাকা দেওয়া হয়েছে।

বর্ত্তমানে কলিকাতা ও হাওড়ার ১৪ শত কারখানার আড়াই লক্ষ শ্রমিক এমপ্লয়িজ ষ্টেট এন্‌সিয়োরেন্স এ্যাক্টের আওতায় আছে। চিকিৎসার সুবিধা ভিন্ন এ বৎসর নগদ কি সুবিধা এই শ্রমিকরা পেয়েছে তাই দেখাবার চেষ্টা করছি। সাময়িক পঙ্গু হওয়ার জন্য ১৭,২২৫ জন, ৪,৫০,২০৯ টাকা পেয়েছে। স্থায়ীভাবে পঙ্গু হওয়ার জন্য ৭৮,৩৭৫ টাকা দেওয়া হয়েছে। অসুস্থতার জন্য ২,৬২,৫৯৮ জন ৩৪,২৯,৬৭৯ টাকা পেয়েছে। বর্দ্ধিত অসুস্থতার জন্য ৯৩৪ জনকে ৭৫,০০৮ টাকা দেওয়া হয়েছে। ২৫৮ জন প্রসূতি ভাতা বাবদ ৫৯,৩৩৫ টাকা পেয়েছে।

এমপ্লয়িজ ষ্টেট ইনসিয়োরেন্স শ্রমিক সমাজকে কিভাবে উপকৃত করছে তা উপরের হিসাব থেকেই বোঝা যাচ্ছে। এই কল্যাণ কার্য্য কলিকাতা ও হাওড়ার আড়াই লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে কেন? সরকার কল্যাণের অংশীদাররূপে কলিকাতা ও হাওড়ার বাইরের শ্রমিকদেরও দেখতে চান। তাই এই কল্যাণ কার্য্যের পরিধিকে ২৪ পরগণা ও হুগলী জেলায় সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ইন্‌সিয়োরকৃত ব্যক্তিদের জন্য পৃথক হাসপাতাল নির্মানের সিদ্ধান্ত সরকার করছেন। ইনসিয়োর কৃত শ্রমিকদের পরিজনদের চিকিৎসার সুবিধার বিষয়ে আমরা অন্যান্য রাজ্যের সমপর্য্যায়ভুক্ত হতে চাই।

পশ্চিমবঙ্গে সরকার কর্ত্তৃক ৩১টি শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র পরিচালিত হয়। এর মধ্যে একটি কংসাবতী এলাকায় বাঁকুড়া জেলার গোরাবাড়িতে আছে। সম্প্রতি চা বাগান এলাকায় মালবাজারেও একটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলিকে এলাকাস্থিত শ্রমিকগণকে একত্রিত করার ক্ষেত্ররূপে গড়ে তোলবার চেষ্টা করা হচ্ছে। নানা প্রকার খেলধুলা, সমবেত অভিনয়, নাচগানের সংগে হাতের কাজ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাও এখানে আছে। কতকগুলি কেন্দ্র থেকে ঔষধ পত্রাদিও দেওয়া হয়ে থাকে।

আলোচ্য বৎসরে ২১শে ডিসেম্বর শ্রমিক কল্যাণ দিবসরূপে প্রতিপালিত হয় এবং কলিকাতার মহাজাতি সদনে একটি বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক কল্যাণ কর্ম্মসূচীর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণই এই উৎসবের উদ্দেশ্য।

এই শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রগুলিকে সরকার শ্রমিকদের উন্নয়ন কেন্দ্ররূপে পরিচালিত করতে চান। সেইজন্য এইগুলির সুপরিচালনার জন্য কয়েকজন পরিদর্শক নিযুক্ত করা হচ্ছে। প্রত্যেক কেন্দ্রের সংগে একটি করে ত্রিপক্ষীয় উপদেষ্টা সমিতি আছে। এলাকার নির্বাচিত বিধান সভার সদস্য এই উপদেষ্টা সমিতির সভ্য। শিল্পায়নের অগ্রগতির সংগে কারখানা কর্মীদের শিক্ষার প্রশ্নটি গুরুত্বলাভ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে কর্মীগণের শিক্ষা প্রসারের বিষয়টি সাগ্রহে গ্রহণ করা হচ্ছে ৭টি শিক্ষা কেন্দ্র ইতিমধ্যেই খোলা হয়েছে। জাতীয় জীবন ও অর্থনীতিতে শ্রমিকের যে ভূমিকা রয়েছে সেই সম্পর্কে তাদের সজাগ ও শিক্ষিত করে তোলা কর্মী শিক্ষাকেন্দ্রগুলি পরিচালনার উদ্দেশ্য।

এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জগুলিতে রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করলে একটি উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এই সংখ্যা সঠিক চিত্রের পরিচায়ক না হলেও এতে যে মোটামুটি চিত্র পাওয়া যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখানে যেমন সব বেকার বা কর্মপ্রার্থীর নাম দেওয়া যায় না, তেমনি যারা বিভিন্ন স্থানে কর্মে নিযুক্ত আছে বা হচ্ছে তাদেরও কোন হিসাব এখানে পাওয়া যায় না। কারণ যাই হোক না কেন কর্মপ্রার্থী নরনারীর সংখ্যা যে বাড়ছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষ করে নারী কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক চিত্র যতটা উদ্ঘাটিত করুক আর নাই করুক তার সামাজিক চিত্র-উদ্ঘাটিত করে। বেশীদিন পূর্বের কথা বলবো না—২৫।৩০ বৎসর পূর্বেও মেয়েরা জীবিকা অর্জনের জন্যে বাইরে বেরুবে এমন ধারণা বিশেষ ছিল না।

পশ্চিমবঙ্গে নতুন নতুন সরকারী বিভাগ সৃষ্টি হচ্ছে, বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হচ্ছে, নতুন নতুন কারখানা হচ্ছে, যানবাহন চলাচল হচ্ছে। এই সবের জন্য কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হচ্ছে একথা তর্কের অবকাশ রাখে না। তবে সম্প্রসারণ চাহিদা অনুপাতে নয়।

[9-20—9-30 a.m.]

পশ্চিম বাংলার কর্ম সংস্থানের প্রশ্নটি মাঝে মাঝে একাধিক কারণে জটিল হয়ে ওঠে। বিদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্কোচন, কাঁচা মালের অভাবে কারখানা বন্ধ হওয়া, বিদেশী দ্রব্যের আমদানিতে বিধিনিষেধ আরোপ প্রভৃতি হোল এই সব কারণের অন্তর্ভুক্ত।

একদিকে পরিচালক মণ্ডলীর অযোগ্যতা অথবা অব্যবস্থার জন্য শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়া, অন্যদিকে পরিচালক মণ্ডলীর সঙ্গে শ্রমিকদের তিক্ত সম্পর্কজনিত শিল্পোদ্যোগ বন্ধ হওয়ায় এই পরিস্থিতিকে অধিকতর উদ্বেগজনক করে তোলে।

অধিক সংখ্যায় শিল্প ব্যবসা বানিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন, যেখানে বেশী সংখ্যায় লোক নিয়োগ হতে পারে এমন ছোট বড় মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান, সেই সঙ্গে পল্লী শিল্পের সম্প্রসারণ ও কৃষি ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস প্রভৃতির দ্বারাই আমরা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রসারিত করতে পারি এবং এইভাবেই আমরা এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারি।

এই রাজ্যে যে সব চাকুরী বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে, কলকারখানায় সৃষ্টি, তার সুযোগ সুবিধা যেভাবে পাওয়া আবশ্যক, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা তা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ আছে। এই বিধান সভাতেও এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই সম্পর্কে দুটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা যাতে যথেষ্ট সংখ্যায় চাকুরী পায় ঐ প্রস্তাবে সেকথা বলা হয়েছে। পশ্চিমবাংলার সংবাদপত্র গুলিতে ও ঐ অভিযোগ ধ্বনিত হয়েছে। আমি নিজেও ঐ অভিযোগ অস্বীকার করি না। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের চাকুরীর জন্য আমি কি করেছি বা আমার বিভাগ কি করেছে তাই আমি সংক্ষেপে একটু বলছি।

১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে আসানসোলে শিল্প পরিচালকদের এক সভায় আমি বলি, অভিযোগ আছে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা চাকুরীক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করে। সরকার এই বৈষম্যমূলক আচরণ বরদাস্ত করবে না—একথা ও বলি। সেই সভাতে আমি আরো বলি যে বাধ্যতামূলকভাবে সমস্ত চাকুরী খালির সংবাদ সংশ্লিষ্ট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে

জানাতে হবে—এই মর্মে একটি আইন প্রণয়ন করতে সরকার মনস্থ করেছেন। তারপর ১২ই মে কলকাতাতেও শিল্প পরিচালকদের সভাতেও আমি এই রাজ্যের অধিবাসীগণকে যথেষ্ট সংখ্যক চাকুরী দিতে অনুরোধ করি। দুর্গাপুরেও অনুরূপ এক সভাতে আমি এই কথা বলি।

১৯৫৮ সালের আগষ্ট, সেপ্টেম্বর মাসে এক সার্কুলারপত্র শ্রমদপ্তর থেকে ২৫১টি শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরিত হয়। চারটি প্রধান চেম্বার অব্ কমার্সেও সেটা পাঠান হয়। ঐ সার্কুলারপত্রে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের চাকুরী দেবার কথা যেমন বলা হয়, তেমনি পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীদের সংখ্যাও তাদের দিতে বলা হয়। ৫৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ৩৫টি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সেই তথ্য সরবরাহ করে। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স স্থানীয় অধিবাসীর সংজ্ঞা জানতে চায়। তাদেরকে সে সংজ্ঞা জানান হয়। এই চেম্বার অব কমার্স তাদের সভ্যদের ঐ সার্কুলারের বিষয়বস্তু জানিয়ে দেয়।

এই সার্কুলার পত্র প্রেরণের পর বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে থেকে তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ শ্রমদপ্তরে পৌঁছায়। মেসার্স এ্যাসোসিয়েটেড ব্যাটারী মেকার্স প্রাইভেট লিমিটেডকে শ্রমদপ্তর স্থানীয় অধিবাসীদের শতকরা ৮০টি চাকুরী দেবার সুপারিশ করে। একটি ট্রেড ইউনিয়নএর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যায় ও রুল পায়। পরে হাইকোর্ট রুল প্রত্যাহার করেন। সম্প্রতি আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থানীয় অধিবাসীদের এইরূপে চাকুরী দিতে সম্মত হয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের সন্তানেরা যাতে এই রাজ্যের শিল্প ব্যবসায় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে বৈষম্যমূলক আচরণ না পায় সেদিকে সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে। এ ব্যাপারে শ্রমদপ্তর আরো কঠোর কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চায়।

শ্রমদিবস অপচয়ের সংখ্যা বিচার করলে আলোচ্য বর্ষটিকে অধিকতর শান্তিপূর্ণ বলা যেতে পারে। উভয়পক্ষ আপোষ আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের নিষ্পত্তি করবে—এই নীতিকে শ্রমদপ্তর উৎসাহ দিয়ে আসছে। এই নীতি বহুল পরিমানে সার্থক হয়েছে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংখ্যাই তার সাক্ষ্য বহণ করবে। যে সব কারণে বিরোধ দেখা দেয়, সেইগুলির দুরীকরণেই বিরোধ নিবারণ হতে পারে বলে আমি মনে করি। বিরোধের কারণ অনুসন্ধান ও তার দুরীকরণই হবে আমাদের লক্ষ্য।

শিল্প রাজ্য শান্তি প্রতিষ্ঠায় ট্রেড্ ইউনিয়নগুলির বিশেষ ভূমিকা আছে। সেই ভূমিকা গ্রহণে উৎসাহ দানই আমাদের নীতি। এই ভূমিকা গ্রহণ করতে হলে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সুস্থ, সবল হতে হবে এবং যুক্তিসঙ্গত মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। যৌথ আলাপ আলোচনা ও যৌথচুক্তির জন্য শ্রমিকদের মত ছোট মাঝারি শিল্প পরিচালকদেরও সংঘবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। নীতি হিসাবে সংস্থা পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ ওয়ার্কার্স পার্টিশন ইন ম্যানেজমেণ্ট স্বীকৃত হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমেই কলকারখানার কর্মী এই যোগ্যতা অর্জনে করতে পারে। ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে এই যোগ্যতা অর্জনে সরকার সাহায্য করতে চান এবং এই উদ্দেশ্যে ট্রেড ইউনিয়ন ইন্সপেক্টর নিয়োগের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।

নীতির পরিচয় আমাদের অনুসৃত কার্য্যাবলী। বিভিন্ন কার্য্যাবলীর উল্লেখ করে আমি পশ্চিমবঙ্গের শ্রমনীতি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। এই নীতি শ্রমজীবী সমাজের সঙ্গত আশা আকাঙ্ক্ষা পুরণের নীতি। লক্ষ্য দেশের সার্বজনীন কল্যাণ।

অধ্যক্ষ মহাশয়, এই কথাগুলি বলে শ্রমদপ্তরের এই ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব গ্রহণের জন্য আমি সকলকে অনুরোধ করছি।

Mr. Speaker : I have examined the cut motions and I declare the following cut motions out of order, viz., 6,16,21,71, 78 and 93. All the other cut motions are taken as moved. Cut motion No. 57 of Shri S. N. Majumdar transferred from Grant No. 23 (40—Agriculture etc) will be taken up today under this head.

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Mangru Bhagat : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100

Shri Pabitra Mohan Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backwaad Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Turku Hasda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Panchu Gopal Bhaduri : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No, 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classese" be reduced by Rs. 100.

Shri Sitaram Gupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 or expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departnents—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Jagat Bose: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sengupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Jyoti Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Shaikh Abdulla Farooquie: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Gangadhar Naskar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Somnath Lahiri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal : Sir, I beg to move that the demand Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscel neous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tril and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Gopal Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 i expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Depa ments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes a other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Narayan Chobey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,0 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Depa ments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes ai other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,0(for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Depa ments—Excluding Fire Services and Welfare of Schedulrd Tribes and Castes ai other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Benarashi Prasad Jha : Sir, I beg to move that the demand Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscell neous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Trib and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Mihirlal Chatterjee : Sir, I beg to move that the demand Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscell neous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Trib and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Syamaprasanna Bhattacharjee : Sir, I beg to move that the demar of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Misc llaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Trib and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Jagadananda Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,0(for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Depai ments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Cast and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,0(for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Depar ments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes ai other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shrimati Manikuntala Sen : Sir, I beg to move that the demand Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscell neous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Trib and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes' be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mullick Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37.000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Tahir Hussain: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Chitto Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Ramashankar Prosad: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Deo Prakash Rai: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Maji : Sir, I beg to move that the demand of Rs.50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments —Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Gopal Basu :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা খুব ভালভাবে শুনলাম এবং তিনি যে আমাদের কাছে খাতা দিয়েছেন তাও খুব ভাল করে পড়েছি। এ থেকে মনে হবে যে, আপনার পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকদের অবস্থা ভাল হয়েছে, তাদের আর কোন অভাব অভিযোগ নেই, তারা সুখে দিন যাপন করছে, আনন্দে দিন যাপন করছে। সরকার তাদের জন্য যে ব্যবস্থা করেছেন তারপরে আর শ্রমিকদের কোনরকম কমপ্লেইন থাকা উচিত নয়। তাই সাত্তার সাহেব আদেশ দিয়েছেন যে, ট্রেড ইউনিয়ন কর, এবং ট্রেড ইউনিয়নে যারা কালেকটিভ বার্গেইন করার জন্য মনস্থির করে চলবে তাদের সরকার সাহায্য করবেন। তবেই তাদের দাবী দাওয়া পুর্ণ হবে। কিন্তু আমি এই কথা বলতে চাই, শ্রমমন্ত্রী মহাশয় অবশ্য জানেন, বাংলা দেশে যে আইন শ্রমিকদের জন্য তৈরী হয়েছে অথবা কেন্দ্রীয়ভাবে যে সিদ্ধান্তগুলি লেবার কনফারেন্স থেকে নেওয়া হয়েছে সেগুলি শ্রমিকরা মেনে চলে। মালিকরা মানে না, এমন কি সরকারও মানেন না। যে সমস্ত আইন তৈরী করেছেন লেবার রিলেশস বিল হয়েছে। সবগুলি শ্রমিকদের উপর বাধাজাল সৃষ্টি করেছে এবং তার ভিতর থেকে শ্রমিকরা বাইরে যেতে পারবে না। এবং আইনের মধ্যে দিয়ে মালিক শ্রমিকদের উপর জুলুম করে, সরকারের শ্রম দপ্তর অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে এবং শুধু দাঁড়িয়েই থাকে না তারা মালিকের পক্ষ সমর্থন করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। কাজেই আমি বলবো এই আইনগুলির মধ্যে দিয়ে তারা অক্টোপাসএর মত শ্রমিকদের উপর অরগানাইজড্ এ্যাটাক করছে এবং সরকার সেখানে তাদের সমর্থন করেন, তাদের পক্ষ অবলম্বন করে, সরকারের যে পুলিশ বাহিনী, তাদের নিস্পেষণ যন্ত্র, তা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে শ্রমিক স্বার্থের বিরুদ্ধে যান এবং মালিক পক্ষকে শোষণের ব্যবস্থা ভালকরে পাকা করে দেন। আমি শ্রমমন্ত্রী মহাশয়কে আপনার মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমাদের ট্রিপার্টাইট লেবার কনফারেন্স কোন একটা ডিসিশন দেখাতে পারেন যা শ্রমিকরা মানতে প্রস্তুত হয়নি। শ্রমিকরা সব সময়েই সেই ডিসিশন মানবার জন্য প্রস্তুত। সেণ্টাল ট্রেড ইউনিয়ন মেনে নিয়েছে। কিন্তু সাত্তার সাহেব বলুন যে সরকার এইগুলি মেনে নিয়েছেন? এইগুলি মালিক পক্ষ যাতে পালন করে তার ব্যবস্থা করতে পেরেছেন কিনা? সে সাহস তাদের আছে কিনা? আমি চার্জ করছি সাত্তার সাহেবকে যে আমাদের বাংলা সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার এই একই অপরাধে অপরাধী যে সিদ্ধান্ত

ট্রিপার্টাইট লেবার কনফারেন্সএ হয় সেগুলি ভারত সরকার মানে না। মুরারজী দেশাই মানেন নি, পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত মালিকরা আছে তারা তা মানেনি। কোড অফ ডিসিপ্লিনএর কথা বলছেন, এই কোড অফ ডিসিপ্লিন কোন মালিক মেনেছে? একটাও মানেনি। এই কোড অফ ডিসিপ্লিন সরকারও মানেন নি। ভলাণ্টারী আরবিট্রেসনএর কথা বলছেন। ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িদের বেলায় এই ভলাণ্টারী আরবিট্রেসন মেনেছেন? মানেন নি। আমাদের সরকারও মানেন নি। মিনিমাম ওয়েজ ফিক্সেশনের ব্যাপারে শ্রমিকরা বহু চেষ্টা করেছে সেটা ইমপ্লিমেণ্ট করার জন্য কিন্তু সেই এ্যাওয়ার্ড কি ইমপ্লিমেনটেসন হয়েছে?

[9-30—9-40 a.m.]

সেখানে ঠিক হয়েছে ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিতে হবে যদি ৫০ পার্সেণ্ট মেম্বারসিপ থাকে, কিন্তু কয়টা ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করা হয়েছে মালিক পক্ষকে সরকার থেকে? যা কিছু আইনকানুন ও সিদ্ধান্ত হচ্ছে তাতে কেবল শ্রমিকদের মারবার চেষ্টা হচ্ছে। এবং মালিক পক্ষকে ছেড়ে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেকশন ১০(সি) এপ্লাইড হচ্ছে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে; মালিকদের বিরুদ্ধে কোথায় এপ্লাইড হয়েছে সাত্তার সাহেব যেন আমাদের তার জবাবে বলেন। বহু বেআইনী লকআউট হচ্ছে, কিন্তু শ্রমদপ্তর তার কোন প্রতিকার না করে মালিকপক্ষকে পোষণ করে যাচ্ছে। বেঙ্গল এনামেলএ বেআইনী লক আউট হয়েছে, সরকার পক্ষ নীরব। ট্রাইবুনাল এওয়ার্ড মালিকপক্ষ ষড়যন্ত্র করে যখন বানচাল করে দেয়, তখন সাত্তার সাহেব তার প্রতিবিধানের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন? বহু

glaring example of labour retrenchment in the part of the employees

আছে—এই সেদিন ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোংএর শ্রমিকেরা আরবিট্রেসন চেয়েছে, কিন্তু তার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। শ্রমমন্ত্রী র‍্যাশানালাইজেশন সম্পর্কে এখানে অনেক সময় অনেক কথা বলছেন, তিনি বলেছিলেন, কোন শ্রমিক ছাঁটাই হতে দেবেন না, গভর্ণমেণ্টএর সংগে আলোচনা না করে কোন মিল ক্লোজার হবে না। আমি এখানে চার্ট থেকে দেখাতে পারি যে ১৯৫৮।৫৯এ রিল্যান্স এ ৭।০ লক্ষ, ষ্টাণ্ডার্ড এ ৬।।০ লক্ষ, লরেন্সএ ১৭।।০ লক্ষ লাভ হয়েছে। আমি সাত্তার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি তিনি এই বোনাফাইড সম্বন্ধে অনুরোধ করবেন কি? র‍্যাশানালাইজেশন এর ব্যাপারে এড হক স্পেশাল কমিটি হল, দিনের পর দিন এই কমিটি চললো, কিন্তু কোন ডিসিশন আজ পর্য্যন্ত হল না। কিন্তু আমি শুনেছি স্পেশাল কমিটির রিকমেণ্ডেশন এখানে দেওয়া হয়েছে। সাত্তার সাহেব বলবেন কি সেই রিকমেণ্ডেশন কি? এই স্পেশাল কমিটির রিপোর্ট কেন আমাদের দেওয়া হচ্ছে না, বা, এসম্পর্কে শ্রমিকদপ্তরের নীতি কি তা পরিষ্কার করে বলার জন্য আমি সাত্তার সাহেবকে অনুরোধ জানাচ্ছি। মেয়ে কর্মী সম্পর্কে এই রিপোর্টএ বলা হয়েছে যে, নেচারেল ওয়েসটেজ ছাড়া মেয়ে শ্রমিক ছাঁটাই করা হবে না। ২২ হাজার মেয়ে শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে যাবার পর এখন তাঁরা ঠিক করেছেন মেয়ে শ্রমিক ছাঁটাই হবে না। যারা ছাঁটাই হয়েছে এখনো তাদের রিএমপ্লয়মেণ্ট হয়নি। যেহেতু তাদের প্রডাকশন স্কীল কম, তাদের সম্পর্কে একটু সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করা দরকার—আশা করি সাত্তার সাহেব এসম্পর্কে তার বক্তব্য বলবেন। এই প্রসংগে ওয়েজ বোর্ড ও ইণ্টারিম রিলিফ সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলতে চাই—আজ পর্য্যন্ত ওয়েজ বোর্ড বলতে পারেননি এবং ইণ্টারিম রিলিফ দেওয়া হবে কি না সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে পেঁছুতে পারলেন না। ওয়েজ বোর্ড এবং ইণ্টারিম রিলিফ সম্পর্কে কি নীতি আছে সরকারের সাত্তার সাহেব যেন এ সম্পর্কে পরিষ্কার করে বলেন। তারপর,

এমপ্লয়িজ ষ্টেট ইনসিওরেন্স স্কীম সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলব—ইতিমধ্যে কলকাতা এবং হাওড়ায় ষ্টেট ইনসিওরেন্স স্কীম চালু হবার পর শ্রমিকদের যে দুর্দ্দশা হয়েছে তা অবর্ণনীয়। সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নএর কর্ম্মীদের সুযোগ দেওয়া হবে কিনা এখনো বোঝা যাচ্ছে না। আমরা দাবী জানাচ্ছি যে, মালিকের কনট্রিবিউশন বাড়িয়ে এবং শ্রমিকদের কনট্রিবিউশন কমিয়ে ফ্যামিলি ইনক্লুড করার এবং হসপিটাল এ্যারেঞ্জমেণ্ট করার ব্যবস্থা করা হোক। মাঃ স্পীকার মহাশয়, একজন শ্রমিক যদি সিক হয় তাহলে তাকে প্রথমে যেতে হবে পেনেলএর ডাক্তারের কাছে, এভাবে একে একে এক্সপার্ট, স্পেশিয়ালিষ্ট, পেথোলজিষ্টএর কাছে যেতে হবে, তারপর গনেশ এভিনিউ তে যেতে হবে, তারপর আসতে হবে কেমিষ্ট সপএ। একটা লোক যদি অসুস্থ হয় তাহলে তার পক্ষে এত লোকের কাছে যাওয়া কি করে সম্ভব হতে পারে দ্যাট মেনস বি মাষ্ট বি অন এবেলবডিড ম্যান—এটা একটা প্রহসণ ছাড়া আর কি? তাই সর্বশেষে আমি এটাই জানিয়ে দিতে চাই যে, যতদিন ফ্যামিলি ইনক্লুড করার ব্যবস্থা এবং সেপারেট হস্‌পিটাল না হচ্ছে ততদিন শ্রমিক কর্মচারীদের বিক্ষোভ প্রশমিত হবে না।

[9-40 - 9-50 a.m.]

Shri Panchanan Bhattacharjee: Mr Speaker, Sir, the Government in our country is the worst employer and that is why it is very difficult on our part to see eye to eye with Government's labour policy. Gingerly attitude of the Government is found in the private cases. In the First Five-Year Plan it was clearly laid down that workmen should not get more wages and their demand should not be met. That policy is still persisting though the Second Plan laid down later that workers' demand should be looked into in the perspective of improved economic condition prevailing in the country. It has been scrutinised that productivity has increased in our country and in West Bengal particularly. Last year Sir Bijoy Prosad Singh Roy gave a speech where he quoted certain figures. He proved that the price of raw materials in our country has increased by 25 per cent during the last ten years and the price of finished goods has gone up by 12½ per cent. This disparity can be explained only through the demands of workmen. That is the reason of dissatisfaction prevailing among the working class in West Bengal. The price of raw material has got some bearing but has there been any proportionate increase in the cost of production including the price of raw materials? The price of finished goods should have gone up by 30 per cent or 33 per cent. Moreover, per capita productivity is bound to increase as has been analised by a famous American Economist, Wonetzsky. Per capita productivity increases by 22 per cent annually. In our country, in West Bengal particularly, the figures are taken. It will be proved that here per capita production has increased at least by ten per cent during the ten years. But the quantum of real wages has not increased properly and in keeping with the rise in production and the inflationary tendency and the rise in the cost of living index. Figures are not wanting. Wholesale prices have increased by about fifteen per cent during the last four years. I do not know why still a difference is being maintained by the Government's statistical experts between the working class and the middle class. If we go

through the figures compiled by the Weekly Capital which is being followed by all mercantile firms in Calcutta, their compilation will show that the working class as well as the white coloured gentry in the State of West Bengal are in no way favourably dealt with either by employers or by executors of Government policy. Now, there is a Bengali saying
'আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখাও'।

Let us see how Government and other employees are being dealt with. Government employees are not favoured with the recognition of trade union rights. But I can say that at least 25 per cent of disputes and disturbances in factories arise from trade union rivalries, trade union difficulties and non-recognition of trade unions. The position is that out of 29 trade unions the number of recognised trade unions is perhaps only one or two, not more than two and only six have been favoured with the directive of sending some reply to the questionnaire issued by the Pay Committee, others have not. Out of 1 lakh 30 thousands only something like 32,000 employees are going to submit their viewpoints to the Pay Committee and the remainder shall have to remain silent. The Government Service Conduct Rules promulgated in August, 1959, do not allow holding of public meetings and Government employees are not allowed to take part in procession. Recently after the Conference of Government employees in Cooch Behar Ajoy Mukherji, Joint Secretary of one of the Unions, Netai Hari Majumdar, another Joint Secretary and Lakshman Sen, another prominent trade unionist have been suspended by the Government. If this is not victimisation, if this type of behaviour meted out to Government employees is not victimisation, what else can it be. We have got to face private employers when they cite Government examples and Government precepts just to meet our demands.

Now, about the difficulties prevailing in the Labour Directorate and the Labour Department. The Labour Minister has got the mind to do something, but unfortunately the attitude of the officers as well as of all concerned stands in the way. Let us take, for example, the case of the Hindusthan Electric Company of Salkia. In December the Management declared a lock-out though Tribunal proceedings weres on at that time and that lock-out was illegal. The Government should have taken some initiative in the matter and should have arranged for prosecution of the employers. What happened is this : one Mr. R. N. Banerji, a retired I. C. S. is connected with that Company and he held a prize post under the Central Government. That gentleman came over to Calcutta and the result was that due to stepmotherly behaviour of Government officials the workers had to suffer for four months. Who is responsible for this lock-out and for this loss of money ? There is no reply. We cannot have any reply.

[9-50—10 a.m.]

There is another instance. In the Bengal Enamel Factory of Noapara sa aresult of some trouble between two trade unions somebody tried to prey

upon a trade union against the other. The result was some industrial disturbances and there is a lock out. Nobody knows when this lock-out will be lifted.

In the Ludlowi Jute Mills on 13 occasions the Assistant Labour Commissioner and the management could not attend a joint conference. The management refused not only to meet the trade union representatives. Only on the 13th occasion the workers felt that there was no other way out for them than to launch a strike and, Sir, this is due to the non-attendance on the part of the management to come to an understanding after a conference. Now, Sir, what steps have been taken for this non-compliance. Nothing has been done and as a result the workers finding no other way out had to strike and there was a lock-out. Sir, about 9,000 workers are suffering as a result thereof. In the Remington Typewriter Company, I know inspite of the best wishes of the Labour Minister the management is not cooperating with the Government and a strike is going on for more than 3 weeks. The Labour Minister asked to attend enquiry proceedings and the management took 8 days to take the statement with regard to four workmen and though this was ordered a few days ago today is Friday still nothing has been done. Sir, inspite of the best wishes of the Labour Minister he cannot do anything in the matter. From yesterday a hunger strike has been started in the I. G. N.—Secretary of the Dock Engineering Majdoor Sabha has informed that the workers could not have any other legitimate means to focus their grievances for proper redress of their grievances. And, Sir, why this has happened? Because recognition of the most powerful union has been cancelled and why it has been cancelled because somebody there who is very powerful has got access to the Chief Minister has been instrumental in this. I do not know why the Chief Minister takes upon himself the responsibility of the Labour Minister and this intervention on the part of the most powerful man is bound to create more industrial disputes. He asks Bhajan Das Gupta and his people not to create any trouble and gives a gentle warning and suggests that in case of any violent incident they will have to protect the law-abiding citizens. Now, Sir, there is no question of any violent incident. The workers have started a hunger-strike. I know the matter as I have got some connection with the affair. I know the Labour Minister is helpless here. The Gouripore Electric Company has been given 45 days' notice for a strike and they are now trying to show that it is illegal and why, because for 14 long months the workers waited. I rang up one of the Assistant Labour Commissioner about this strike but it seemed he did not understand anything. He did not understand the case at all. There is one H. M. Ghose who is bent upon creating mischief. Sir, there is great unrest going in the industrial areas for the last few months. There are so many industrial disputes cases for the determination of daily wages—what is the definition of daily wages etc. What is the difference between a monthly difference and daily wage difference—whether it should be on the basis of 30 days or 31 days or what.

He is remaining silent ; he is more interested in the matter than the authorities of the Calcutta Electric Supply Corporation. And what will be the result I do not know. Perhaps they are planning a face-saving device. The demand of the Gouripur Electric Supply workmen is not going to be met, no tribunal is going to be set up and the result will be strike by the employees of the Electric Supply Company and there will be stoppage of train service in the Sealdah Section. Thus strikes are being forced on peaceful people who believe in conciliation, for non-implementation of tribunals' awards and so on. In the Titagarh Paper Mill a dispute arose in 1950 when some workmen were dismissed. There was a judgment by the Tribunal, judgment by the Appellate Tribunal, there was a judgment by the High Court and so on but still the award has not been implemented within the ten long years that have elapsed. I do not know why this lethargy has taken root in the activities of the Labour Directorate ?—What else can we say ? I can give another case, a peculiar case—the question of suspension of a worker belonging to the Calcutta Clinical Research Association which is still pending. I have received twentynine letters from Government assuring me that the matter is being investigated into or that the matter has been taken up or that I shall be able to know something more later on and so and so forth—assuring me always ! Two lawyer's notices have been served on the Government but still it remains where it was five years back. A man has been kept under suspension for five long years. Why ? Because the Directors of that company have easy access to some very powerful man in the State. Now, whenever there is a disturbance or some dispute, the Labour Minister, with cent per cent honesty, sends it to a Labour Tribunal because he believes in adjudication but I do not know what happened in this case. Only last week a man from Dunlop Rubber Works came and went to the court of the Presiding Officer of the First Labour Court and said, "I shall thrash you and teach you a good lesson because you caused my dismissal, your son has been put there, your son has been appointed in my post". What happened ? All the lawyers were present in the court and Shri Motish Banerjee, the seniormost judge, somehow, pacified the man and he was treated with tea and snacks. What else can they do ? Motish Babu is sending his relatives to factories. Another judge has got a relative appointed in a very high post in a big company. These things are happening. I want to say why the matter has not been reported to the Labour Minister or to the Judicial Department. It is because of the pinching point, because the judge himself knows that if the matter is dragged to the Labour Department or to the Government, much more will come out. The name of the Presiding Officer concerned of the First Labour Court is Mr. N. C. Chatterjee.

[10—10-10 a.m.]

Then comes the Code of Discipline. Unfortunately, our Government Officers take credit that they have invented the Code of Discipline. This is a cent per cent an American invention. If they look to the Tailor's Society Bulletin, 1926,

they will see how this code is anunciated there. "These are: (1) full and cordial recognition of the standard unions as the properly accredited agents to represent employees with management; (2) acceptance by management of the standard unions as helpful, necessary and constructive in the conduct of the industry; (3) development between unions and management of written agreements governing wages, working conditions .. ; (4) systimatic co-operation between unions and management for improved service and elimination of waste; (5) Stabilisation of employment (6) measuring, visualizing, and sharing fairly the gains of co-operation", and so on and so forth.

So, we do not know what is the perspective there. The working class is suffering from inferiority complex and the employers are suffering from superiority complex. Therefore, there cannot be any successful application of the code of discipline. That is the position here.

Then about Providend Fund Act. We know that so far as the State Insurance is concerned how the Department is working. I am giving an example. An employee of the Britania Biscuit Factory had an attack of cancer. His upper arm swelled. He went to the Medical Officer of the Company and requested him to treat. The Officer refused to treat him because he was under the Employee's State Insurance Scheme. The man went to the State Insurance authorities and they said, well, "you will not have any medical facilities because we cannot extend treatment for cancers." The result was the Medical Officer could not do anything and the man died within three weeks. I want to know when hospitals will be established under the State Insurance Scheme because we are paying money, we are making large contributions, and I am afraid, if such a proposal has been turned down by the Central Government. I want to know what the Government is going to do with that matter.

Dr. Maitreyee Bose: Mr. Speaker, Sir, I congratulate the Labour Minister on all that he has achieved during the year under discussion, but I would like to point out some discrepancies in the report that he has circulated to all the members here. On page 32 as a reason for decrease in the placement by the Employment Exchange it has been quoted that there were two major factors which contributed to this decrease, viz. withdrawal of vacancies by the Port Commissioners of Calcutta and an economy drive introduced by Central Government Establishments during the closing months of the year. But in the next sentence it has been said that during 1958 the Port Commissioners had notified 9930 vacancies to the Employment Exchange while during 1959 they notified only 3436 vacancies. So, how is this withdrawal? It has been said, it is a withdrawal by the Port Commissioners, and then it has been said, it is a decrease. Which is correct? This sort of discrepancy is really a little harmful to the cause of the workers. I know it for certain that the Port Commissioners have not withdrawn it. I pointed it out in one of the State Labour Advisory Committee meetings but still it has been put there.

There is an incorrect statement on the last page 56. "The Committee to study decline in employment of women labour in jute industry"—the last sentence of that paragraph is that" it has been recommended that there should be no reduction of employment of women labour in jute industry in West Bengal save and except through natural wastage." Natural wastage has not been mentioned by the Committee in question.

Mr. Gopal Bose has raised the question of not getting the report of this Committee. He has also mentioned that I was a member of the Committee. So naturally I have a copy of the report in my hand. The recommendations in the last paragraph of the report were :—"In order to protect the employment interest of women workers in the jute industry we unanimously feel that urgent steps be taken to implement the following measures :—

(1) adjustment of working hours per shift to meet the requirements of the existing law ;

(2) training of selected women as operative on modern high speed machinery ;

(3) separation of the running maintenance work and any other work of non-productive nature from productive work."

I have to explain this a little. Women have been debarred from working on certain machines on the plea that they cannot do the running maintenance work on these machines. We discussed this point at length and then we came to the conclusion that if the running maintenance work is separated from the piece work—introductive work—women could be employed on productive work and the running maintenance work could be done by male workers. Then No. (4) "Amendment, if possible, to rule 57 of the West Bengal Factories Rules, 1958, in respect to the method of movement only of certain loads in excess of 65 pounds." Women are debarred from carrying more than 65 pounds. They have to carry less than 65 pounds. But we find that if they can roll it they can move greater weights. We put the question, whether they can be allowed to roll and then to move it—then there would be no question of debarring them from handling more than 65 pounds—if they were allowed to roll it. This was a unanimous recommendation. There has been no mention of natural wastage. Why suddenly the Labour Directorate should think fit to include this ? There was a unanimous decision of the Committee to investigate into the women's employment conditions—whether they should recomend natural wastages. I should be the last person to recommend natural wastage, especially in the csse of women. Suddenly to put it on my shoulders is not good—everybody knows I was on the Committee. In the last page of the report circulated among the members a totally incorrect statement has been made by the Labour Directorate. It is regrettable that this should have been done.

I would like to bring it to the notice of the Labour Minister that after the division of Bombay into two States, West Bengal claims to be the biggest industrial State in India. Here is about 1,500 establishments including tea

gardens, more than one million workmen are under employment. If we include more than one lakh of teachers and two lakhs of labourers engaged in small-scale industries excluding the cottage industry, more than three lakhs of shop assistants and about 2½ million agricultural labourers who have recently been brought under the Minimum Wage Act and under the supervision of the Inspectorate of this Ministry, the total number of the working population would be about 36 lakhs. This is a tremendous number.

[10-10—10-20 a.m.]

I bring this to the notice of the Labour Minister and to the notice of the members for this reason that the Labour Minister has said many things about increasing the number of staff of the Directorate. Of course, we welcome the increase in the number of staff, but that is not the solution. He has made a passing remark in supporting joint consultation and all that. He is aware of the major industry—the jute industry of West Bengal. In that industry the employers do not recognise a single trade union and how can there be any joint consultation without the recognition of trade unions? If the main industry is not recognised by the employers, there cannot be any question of joint consultation. So if we go on increasing the staff, the Inspector, the Conciliation Officers and all sorts of officers' we cannot help the workers unless there is recognition of the trade unions opening the way to joint consultation. We would have been glad if the Labour Minister put more strees on the recognition of trade unions than on anything else. If man-days lost due to strikes and lock-outs is accepted as the main yard-stick of the labour-capital relation, then the position of the year 1959 is not very happy. In comparison with the other States in India, ours is the biggest in wastage of man-days. In the year 1958 also, our State topped the list. Therefore, the situation requires careful vigilance and solution is to be found out for the betterment of the labour relations.

With regard to the labour disputes that the Ministry has to deal with, the number is about 7,500, a considerable increase over that in the last year i.e. 1958. The Government report stated that 45 per cent of the said disputes were dealt with and the rest were left to their fate. According to Government statement the Labour Directorate has been increased. Introduction of progressive labour legislations, rules, coverage of more area under E. S. I. Scheme, code of discipline, Minimum Wages Act in agricultural labour and other welfare measures, require justified enlargement of Labour Directorate to deal with the increasing problems of this sector. There is no solution of the problem without the recognition of the trade unions.

Sir, much has been said about the minimum wages. The Labour Minister has stated many things. Minimum wages have been brought to the forefront. So many industries have been brought under the Schedule covered by the Minimum wages put what are the minimum wages ? That must be understood. Say, there are Dal mills which are small industries. There are women workers.

production of food and manure and all that, there cannot be any betterment in the employment situation of any State and specially of West Bengal, because West Bengal have to import so much raw material. The import control must be very stringent as long as there is food shortage. Look at the quantity of food that is being imported through the Calcutta Port every day. The import of foodgrains is the main item in the Calcutta Port today, and as long as we go on importing food, there will be more and more stringent measures of import control of raw materials needed for smaller industries of the State. So all these things hang together—import control, food shortage, food import, closure of smaller industries, throwing the workers out of employment, etc. The whole policy—not only the labour policy but food and food production policy, manure and all that—are hanging together. So I would say that unless we can pay more attention to all these factors, the employment position will not be better in any State, and specially in West Bengal, because we are concerned with West Bengal. We have to look at the problem from this angle, from the point of worker's security of job is of the first importance. Next is his earning, his wages and the policy on which the wage is to be fixed. I think I have already mentioned in my previous speech the social theory of wage policy. Unless we take into consideration the value of the man, as man, as citizen serving the society and as a cag in the wheel of society, we cannot do him any good. His job is to be secured, his wages is to be secured, he should be given such wages as will cover his needs.

[10-20—10-30 am.]

Shri Chitto Basu :

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহাশয় যে সদিচ্ছাপূর্ণ প্রারম্ভিক ভাষণ আমাদের সামনে রেখেছেন এবং তার পুর্ব্বে তিনি একটা খাতা আমাদের কাছে প্রচার করেছেন এই দুটা—খানিকটা পড়েশুনে যা দেখলাম তাতে আমাব মনে হল যে আমাদের মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের সদিচ্ছা থাকতে পাবে এবং তার শ্রমদপ্তবের কর্ম্মপদ্ধতিও কিছু উন্নতি সাধন হতে পারে, বাংলাদেশের শ্রমিক জীবনের যে মূল সমস্যা, যে মূল প্রশ্ন তা সমাধান করবার ক্ষেত্রে শ্রমমন্ত্রী কোন উল্লেখযোগ্য বক্তব্য রাখতে পারেননি। আজ বাংলাদেশে তথা সারা ভারতবর্ষে শ্রমিকদের সামনে মূল প্রশ্ন হচ্ছে বেতন বৃদ্ধি ও তাদেব কর্ম্মের নিরাপত্তা বিধান। শ্রমমন্ত্রী মহাশয় এই খাতায় বলেছেন ট্রাইবুনালে এওয়ার্ড কিছু কিছু বেতন বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তিনি কি একথা বিবেচনা কবেছেন যে অমোদের আসল আয়ের সুচক সংখ্যা কিভাবে কমে গিয়েছে। সে সম্পর্কে আমি একটা মাত্র কথাই বলব ১৯৪০ যেখানে সুচকসংখ্যা ছিল ১০০ আর ১৯৫৭ সালে বেড়ে হয়েছে ১০৫। ইংরেজ আমলে যেখানে শ্রমিকদের আসল আয়ের সুচকসংখ্যা ছিল ১০৪, ১২ বছর স্বাধীনতার পরে ১৯৫৭ সালে সেই আসল আয়ের সুচকসংখ্যা দাড়িয়েছে ১০৫। এর দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে আসল আয়ের সুচকসংখ্যা এখনও অত্যন্ত কম এবং তার দ্বারা শ্রমিকদের জীবনে কি স্বার্থকতা আসতে পারে। এবার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল প্রফিট কি পরিমাণ বেড়েছে সে সম্পর্কে দুই একটা কথা বলব। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল প্রফিট ১৯৫০ সালে ২৪৬.৬ সেটা ১৯৫৫ সালে হ'ল ৩৩৪.৩। যেখানে উংপাদনের সুচকসংখ্যা ১৯৫১ সালে ১০০ হয়েছিল ১৯৫৯ সালে আমাদের অর্থমন্ত্রীর বাজেট

বক্তৃতা থেকে দেখতে পেলাম ১৫০·৮ হয়েছে। এইভাবে যেখানে উৎপাদন বাড়ল তার সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে তার একটা হিসাব দেখুন। ১৯৫০ সালে যেখানে ছিল ১৩৯·৩২ কোটী ১৯৫৫ সালে সেটা বেড়ে হল ১৪৮ কোটী টাকা। অর্থাৎ পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে ৩৫ ভাগ। কিন্তু শ্রমিকদের বেতন কি পরিমাণ বেড়েছে ?—১৯৫০ সালে ১৩৬·৭ '৫৫ সালে ১৭৫·২৩, মাত্র ২১ ভাগ বৃদ্ধি হয়েছে। আরেকটা হিসাব দেখাচ্ছি—১৯৫০ সালে শ্রমিকদের মাথাপিছু আয় ৯২৯ টাকা, '৫৫ সালে ১০১৩, মাত্র ১৯ ভাগ। আরেকটা বিবেচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, মালিকরা ১৯৫০ সালে সারপ্লাস প্রফিট করেছে ১ হাজার চার কোটি, ১৯৫৫ সালে ১০৩৬ কোটি অর্থাৎ ৩৬ ভাগ। এই ক বছরে ভেলু অফ প্রডাকশন বাই ৩৬% ওয়েজ বেড়েছে মাত্র

27%, surplus value 65%, labour productivity 38%, average wage 15%.

এভাবে হয়েছে—এদ্বারা বোঝা যাচ্ছে শ্রমিকদের উপর কি ভাবে শোষণ বেড়েছে আসল আয় কি ভাবে কমে গিয়েছে। অথচ শ্রমমন্ত্রী বেতন বৃদ্ধি বা ওয়েজ পলিসি সম্বন্ধে কোন বক্তব্য এখানে রাখেননি। একথা সত্য যে বিভিন্ন ট্রাইবুনাল করেছেন কিন্তু কোন প্ল্যান-এর ভিত্তিতে বেতন নির্ধারণ করা হবে, কন্‌সিলিয়েশন পরিচালনা করা হবে সে সম্পর্কে কোন ইউনিফরম পলিসি শ্রমমন্ত্রী এখানে রাখেননি। মিঃ স্পীকার স্যার, আরেকটা কথা বলব এডমিনিষ্ট্রেশান অব লেবার লস সম্পর্কে—আমরা জানি ফ্যাক্টরী এ্যাক্ট এখনো বিভিন্ন কলকারখানায় চালু করা হয়নি। তারা কখন ইন্সপেকশনে যাবেন, সেটা আগে থেকে জেনেশুনে ওভারটাইমের বড় রকমের কারচুপি করে, ইন্সপেক্টররা সেসব ধরতে পারে না। আমার এখানে বক্তব্য হচ্ছে ফ্যাক্টরী এ্যাক্টে যেখানে শ্রমিকদের ষ্টেচুটরি রাইট আছে সেক্ষেত্রে তারা এজন্য কেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ইন্সপেকশন করাবেন না ? সুর এনামেল এ ৫০।৬০ জন খাদ্যসহ বারমাস নাইট ডিউটি করে থাকে ফ্যাক্টরী আইনে ক্যানটীন খোলার কথা কিন্তু ক্যানটীন খোলা হয়নি। অনেক কারখানায় এখনো লেবারদের ষ্টেচুটরি রাইটস এবং ফ্যাক্টরী এ্যাক্টের বিভিন্ন প্রভিশন ইম্‌প্লিমেন্টেড হয়নি, এবং বিভিন্ন ইউনিয়নের পক্ষথেকে ট্রেড ডিস্‌পুটসএর ষ্ট্যাণ্ডিং অর্ডারর্সের জন্য দাবী রাখা সত্বে বহু কারখানায় ষ্টেণ্ডিং অর্ডার এখানো ইম্‌প্লিমেনষ্টেড হয়নি। আমি মনে করি যে সমস্ত কোম্পানীতে ষ্টণ্ডিং অর্ডার ইম্‌প্লিমেন্ট করেনি তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা থাকা দরকার। এজন্য আমি আরো মনে করি যে, এসব অনুসন্ধান করার জন্য লেবার ডিরেক্টরেট থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাজ করা উচিত। মাঃ স্পীকার মহাশয় গতবছর এই সভায় আমি বলেছিলাম ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপুটস্ এ্যাক্ট এ্যামেণ্ডমেন্ট করা দরকার এবং শ্রমমন্ত্রী মহাশয় আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন বাংলা দেশের সরকারের পক্ষ থেকে সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টর কাছে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপুটস এ্যাক্টের কোথায় কোথায় পরিবর্ত্তন করা দরকার সে সম্বন্ধে সুপারিশ করে পাঠাবেন।

[10-30—10-40 a.m.]

আমি বলতে চাই যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপুট এ্যাক্টের সুপারিশগুলি পরিবর্ত্তন করবার জন্য অনতি বিলম্বেই যাতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। আমরা জানি বিভিন্ন বড় বড় কলকারখানায় ইঞ্জিনীয়ারিং ট্রাইবুনাল এ্যাওয়ার্ড এবং অন্যান্য টাইবুনাল এ্যাওয়ার্ডকে ফাঁকি দেবার জন্য তাঁদের স্থায়ী ধরনের কাজগুলি কন্‌ট্রাক্টরদের অধীনে স্কিলড লেবারদের দিয়ে করায়। বিড়লার ইলেকট্রিক কনষ্ট্রাকশান অ্যাণ্ড

ইকুইপমেণ্ট কারখানায় এ ধরণের ঘটনা ঘটেছে এবং যা বারেবারে শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টিতে আনা হয়েছে। তাঁদের একটা পারম্যানণ্টে ডিপার্টমেণ্টে তাঁরা ৫ শত লোককে কনট্রাক্টরের অধীনে কাজ করাচ্ছে কেননা তাহা না হলে তাদের ইঞ্জিনীয়ারিং ট্রাইবুনালের এ্যাওয়ার্ড দিতে হয়। কাজেই এই সমস্ত শ্রমিক অর্থাৎ যারা কনট্রাক্টরের অধীনে কাজ করে অপরাপর শ্রমিকদের জীবনযাত্রা, রাইটস এবং কনডিশন অব ওয়ার্ক সম্বন্ধে তাঁরা যে রিপোর্ট দিয়েছে তা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তদন্ত করবার জন্য এখান থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আরেকটা কথা না বলে পারছিনা এবং সেটা হোল কনসিলিয়েশন এবং সরকারের শ্রমনীতি সম্পর্কে। আমরা দেখলাম যে সবকারের শ্রমনীতি হচ্ছে মালিক ঘেঁষা এবং তা প্রমাণ করবার জন্য আমি একটা ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করব। তবে তার আগে আমি হিন্দুস্থান ইলেকট্রিক ওয়ারকার্স ইউনিয়নের কথা বলব। আমার কাছে সংবাদ পত্রের একটা কাটিং আছে তাতে দেখছি যে লেবার দপ্তর থেকে প্রেস কমিউনিকে বলা হোল যে অমুখ তারিখ থেকে কারখানায় কাজে যেতে হবে এবং ১১ জন লোককে কারখানার বাইরে রেখে যেতে হবে। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শ্রমমন্ত্রীকে বলা হোল যে কোন এ্যাগ্রিমেণ্ট বা সেটেলমেণ্ট হয়নি এবং কোন আলোচনা বা কনসিলিয়েশনের মধ্য দিয়েও এই সিদ্ধান্ত হয়নি। অথচ লেবার দপ্তর থেকে প্রেস কমিউনিকে বলা হোল যে তাদের কাজে যেতে হবে। কাজেই এটা কোন পলিসি অনুসারে এবং আইনের কোন ধারা অনুসারে করা হোল সেটা আমি জানতে চাই। এর সঙ্গে সঙ্গে আমি আরও একটা কথা বলতে চাই যে শ্রমিকদের স্বার্থের জন্য যখন তাদের পক্ষ থেকে আমরা কোন কাজ করতে বলি সরকার তা করেন না। আমি এস. এন. ভট্টাচার্যের একটা চিঠির কথা এখানে উল্লেখ করছি। বিড়লা কোম্পানী তাঁদের এ্যাওয়ার্ড ইমপ্লিমেণ্ট না করার ফলে তাঁরা বলেছেন যে,

It is a pity that the management have not yet accepted our advice to implement the award of the tribunal.

আশ্চর্যের বিষয় যে এখানে কিন্তু প্রেস কমিউনিকে ইনফর্ম করা হোল না। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে এঁরা শ্রমিকের কল্যাণের জন্য কোন কাজ না করে কেবল তাঁদের পরিচিত মালিক পক্ষের হয়েই কাজ করছে। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর অনেষ্টি, ইন্টিগ্রিটি এবং সিনসিয়ারিটি সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই কেননা এঁর আমলে যা' দেখেছি তা' এর আগের মন্ত্রীমহাশয়ের আমলে দেখিনি অর্থাৎ ঐ বিড়লার কারখানার বিরুদ্ধে ট্রাইবুনাল বসেছে এবং বিড়লার কারখানায় ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রার্ড হয়েছে। তবে এছাড়া আরও একটা কথা বলতে চাই যে, এই যে একখানা বই তাঁর দপ্তর থেকে বার করা হয়েছে এবং যেটা অত্যন্ত ভ্যালুয়েবল ডকুমেণ্ট এর জন্যও তাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু এর মধ্যে দেখলাম রিমার্কেবল পিসে একথা বলা হয়েছে যে ১৯৫৮ সালের তুলনায় ১৯৫৯ সালে ম্যানডেজ লষ্ট কম হয়েছে। কিন্তু গত ১৪ই ডিসেম্বর জুটমিলে ষ্ট্রাইক হওয়ার ফলে যে ম্যানডেজ লষ্ট হয়েছিল তা' এর মধ্যে ধরা হয়নি এবং তা'ছাড়া ২২শে ফেব্রুয়ারী এই বই ডিষ্ট্রিবিউট করা হয়েছে, কিন্তু ২২শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই ৫ সপ্তাহে একটা ষ্ট্রাইক হয়ে যে ম্যানডেজ লষ্ট

হয়েছে তাও এর মধ্যে ধরা হয়নি। সুতরাং ঐ জুটমিলের সওয়া দুই লক্ষ লোকের ম্যান ডেজ লষ্ট এবং ঐ ৫ সপ্তাহের ষ্ট্রাইকের ফলে ম্যান ডেজ লষ্ট তা' সব যোগ করলে সর্ব্বভারতে ম্যানডেজ লষ্টের ক্ষেত্রে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে ফাষ্ট-ক্লাশ ফার্ষ্ট এবং এখনও সেই ফার্ষ্ট-ক্লাশ ফার্ষ্টই রয়েছে। বিগ ইণ্ডাষ্ট্রি যে চিত্র আমরা দেখছি এবং জুটের সম্বন্ধে আমাদের মৈত্রেয়ী বসু এবং গোপাল বসু মহাশয় যেকথা বলেছেন তাতে আমরা দেখছি যে ১৯৪৮ থেকে ১৯৬০ সাল পর্য্যন্ত সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে লেখা আছে যে ১ লক্ষ ১৮ হাজার চটকল শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়েছে। কাজেই জুট কমিটি যেটা হয়েছে আমি তার নাম দেই স্লটারিং কমিটি। কারণ একজিষ্টিং ষ্ট্রেংথ অফ মেন যেখানে ৩'৫ জুট কমিটি যেটা হয়েছে আমি তার নাম স্লটারিং কমিটি দেব। অর্থাৎ এই জুট কমিটি নাম দেবার কোন স্বার্থকতা নেই। স্লটারিং ছাড়া এরা আর কিছু করে না। কারণ একজিষ্টিং ষ্ট্রেংথ অফ ম্যান যেখানে ৩'৫ সেখানে সমস্ত সেণ্ট্রাল অবজ্যালিজেশান এই ষ্ট্রেংথ রাখার কথা বলেছেন। অথচ এই কমিটির চেয়ারম্যান তিনি সেপারেট রিপোর্টে সাজেষ্ট করছেন ২'৫ এবং ৫ বছরে কমিয়ে এনে ২ পার্ লুম করতে বলেছেন। এটা মালিক পক্ষ আই. জে. এম. এ.ও করেছে। এর ইমপ্যাক্ট কি? এর ইমপ্যাক্ট সতীশ ব্যানার্জির সাজেশান অনুসারে রাখা হবে ৭০ হাজার লোক। আর আই. জে. এম.এ যেটা বলছে তাতে ৩৫ হাজার হবে। অর্থাৎ ৫ বছরের মধ্যে ১লক্ষের উপর চটকলের শ্রমিক ছাটাই করার ষড়যন্ত্র চলছে। গভর্ণমেণ্ট ফাইভ ইয়ার প্লান পিরিয়ড এ ২৫ কোটী টাকা স্যাংশন করেছেন

For rationalisation an modernisation. Sir, 80% of the mills have already modernised.

অর্থাৎ ইতিমধ্যেই র্যাসানালাইজেশন এবং মডারনাইজেশন সুরু হয়ে গেছে। কেলভিন মিল যেখানে আগে একটা সার্কুলার লুমে একজন লোক কাজ করত সেখানে এখন ৪ লুমস পার ওয়ান ম্যান হয়েছে। এর ফলে ৪ গুণ ইনটেনসিভ ওয়ার্ক লোড হচ্ছে এবং একলক্ষ লোক ছাঁটাই হতে চলেছে। মন্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি এটা কি

rationalisation without tears. Tripartite Conference

এ যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং মন্ত্রীমহাশয় যাতে পার্টি দিলেন তাতে তিনি বলেন—ইট ইজ এ পিস ইন কনফারেন্স। কিন্তু আমি বলবো ইট ইজ পিস ইন গ্রেভ। ক্লাইভ মিলের টোটাল ষ্ট্রেংথএর ৪৩০০ এর মধ্যে পার্মানেণ্ট হচ্ছে মাত্র ১৮০০ জন। স্যার, এইভাবে আমরা দেখছি যে আউট অফ টোটাল ষ্ট্রেংথ ৪৪ হাজারের মধ্যে সোয়া ২ লক্ষ বদলী ওয়ার্কার্স। এই বদলী ওয়র্কার্সএর লিষ্ট আমাদের লেবার কমিশনারের কাছে আছে। আই. জে. এম. এ থেকেও এটা স্বীকার করেছে। এবার আমি ওয়েজ বোর্ড ইমপ্লিমেণ্টেশানএর কথা বলব। এখনও কেন এটা ইমপ্লিমেণ্টেশান হয়নি সেটা আমি জিজ্ঞাসা করছি। ষ্টেটসম্যান কাগজে ৫-৩-৬০ তারিখে আই. জে. এম.এর প্রেসিডেণ্ট যে কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে

The best quality of export and best quantity in the last 10 years.

এটা জানা সত্বেও জুটবোর্ড কেন ওয়েজ বোর্ড ইমপ্লিমেণ্ট করছে না সেটা জানতে চাই। আমি কটন্ ইণ্ডাষ্ট্রির কথা কিছু বলব।

Gradual increase in man days lost

এখানে হয়েছে

আমাদের কাছে যে বই সার্কুলেটেড হয়েছে তার মধ্যে দেখছি সাত্তার সাহেবের

Regime of mandays lost in 1957 3·42, 1958 4·21 and 1959 14·7.

এমপ্লয়ীজ ওয়েজ বোর্ড ইমপ্লিমেণ্ট করতে চায় বলে ২৩ তারিখে তিনি আমাদের ডেকেছেন। নলিণাক্ষ্য দত্ত, কংগ্রেস এম. পি., ডি. এন ভট্টাচার্য্য এবং আর একজন কংগ্রেসম্যান, ডাঃ রায়ের প্রিয়পাত্র, সেখানে মালিক হিসাবে থাকবেন এবং এঁরাই হচ্ছে লিডার্স অফ দি টেক্সটাইল ম্যাগনেট। কিন্তু এঁরা থাকলে কোন কিছুই হবে না এবং সরকারের উপর শ্রমিকদের তাহলে আস্থাও থাকতে পারে না। সেজন্য

West Bengal Cotton mill workers—they get the lowest wages in proportion to the textile workers in other states.

এরপর ইঞ্জিনীয়ারিংএ অবস্থা দেখুন। এখানে

Since independence highest man days lost

হয়েছে। সাত্তার সাহেব এটা ভেবে দেখুন যে

Since independence highest man days lost

এখানে হয়েছে এবং ১৯৫৯ সালে হয়েছে ২৪·৩। আপনার রিপোর্টে বলছেন ষ্ট্রাইক ওয়াজ অনলি ফোর মিলস। ৪টা মিলে ষ্ট্রাইক করার জন্য যদি এত ম্যানডেজ লষ্ট হয়ে থাকে তাহলে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে আজ তিনি তার নিজের লেবার ডিপার্টমেণ্টের এফিসিয়েন্সির উপর কটাক্ষ করছেন না যে কেন তারা কনসিলিয়েট করতে এবং সেটেলমেণ্ট করতে ফেল করেছে? স্যার এরমধ্যে একটা মিলে আছে, এ, আই, ডি, যার ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট হচ্ছেন বিজয় সিং নাহার। এখানেও ষ্ট্রাইক হয়েছে। আজ ইঞ্জিনীয়ারিং হচ্ছে মোষ্ট ডেভেলপড ইণ্ডাষ্ট্রি এবং আমাদের ওয়েষ্ট বেঙ্গলে এই শিল্প যা আছে তার জন্য

Iron ore nearby

আছে,

Coal nearby

আছে,

Rail head nearby

আছে। কিন্তু এত সব সুযোগসুবিধা থাকা সত্বেও মালিক পক্ষ থেকে আজ ভয় দেখান হচ্ছে যে কারখানা উঠিয়ে নিয়ে বাহিরে চলে যাব।

[10-40—10-50 a.m.]

অন্য জায়গায় কেবলমাত্র ডি. এ. দেয়া হয় ৬৩ টাকা মিনিমাম। সেখানে ওয়েষ্ট বেঙ্গলে সবশুদ্ধ ডি. এ. এবং বেসিক পে নিয়ে ৭১ টাকা হয় অথচ ইঞ্জিনীয়ারিংএ বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকের সংখ্যাই বেশী। আজকে এর সলিউশন হতে পারে যদি একটা ন্যাশানাল ওয়েজ বোর্ড স্থাপিত হয়—ন্যাশানাল ওয়েজ বোর্ড ইন ইঞ্জিনীয়ারিং ইণ্ডাষ্ট্রি। প্রিণ্টিং ইণ্ডাষ্ট্রি সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে মেজরিটি বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকেরা প্রিণ্টিং ইণ্ডাষ্ট্রিতে কাজ করে। আমি দাবী করছি যে এখানে অন্ততঃ একটা ওয়েজ বোর্ড করা হোক্। প্লানটেশনে ওয়েজ বোর্ড হবার কথা হয়েছে কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত সেই ওয়েজ বোর্ড হয়নি। স্যার, এই বই-তে দেখছি ৩২ পার্সেণ্ট কন্সিলিয়েশন হয়েছে, ১৩ পার্সেণ্ট ট্রাইবুনালে গেছে, রেষ্ট ডিসপোসড

আদার ওয়াইজ। ডিসপোজড আদার ওয়াইজের অর্থ কি ? তাহলে মালিকের কাছ থেকে শ্রমিক কি লড়ে নেবে ? শ্রমিক এখনও আমাদের দেশে উইকার পার্টি। সুতরাং জাঙ্গল ল-এর কাছে যদি ছেড়ে দিতে হয় তাহলে তাঁদের ডিপার্টমেণ্ট কি করলো সেটা একটু জানতে চাই। স্যার, ডেমোক্রাটিক ট্রেড ইউনিয়ম মুভমেণ্ট যতই বাড়বে ততই সেখানে ডিসপুটস বাড়বে, ওয়ারকার্স যত অর্গানাইজড হবে তত ডিসপুটস বাড়বে এবং তারজন্য কেবলমাত্র অফিসারের সংখ্যা, ট্রাইবুনালের সংখ্যা, ট্রাইবুনাল জজের সংখ্যা বাড়ালেই হবে না, ফাণ্ডামেণ্টাল প্রব্লেমের সলিউশন হল রেকগনিশেন এবং কালেকটিভ বার্গেনিং। রেকগনিশন সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু বলেছেন, আমি সে সম্পর্কে আর বেশী বলতে চাই না কিন্তু আমি জানি জুটের ক্ষেত্রে দেখেছি আই. এন. টি. ইউ. সির ইউনিয়ন পর্য্যন্ত তারা স্বীকার করেন না। অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখেছি রিগেষ্ট ইউনিয়ন আই. এন. টি. ইউ. সির রেকগনাইজ করছেন না। ট্রাম ইউনিয়ন রেকগনাইজ করছেন না, ইঞ্জিনীয়ারিং এ রেকগনাইজ করছেন না, জেসপ কোম্পানীর রিগেষ্ট ইউনিয়ন রেকগনাইজ করছেন না, ফিলিপসএর ইউনিয়ন রেকগনাইজ করছেন না, বার্ণপুরের রিগেষ্ট ইউনিয়নকে রেকগনাইজ করছেন না। সাত্তার সাহেবের উপর দিয়ে ডাঃ রায়ের কাছে যে মালিকরা চলে যায় সে কথা আমি বলেছি—তাঁর আনুগত্য থাকা সত্বেও অনেকক্ষেত্রে নানারকম ত্রুটি দেখা যাচ্ছে। স্যার, এবার আমি ওয়ার্কিং জার্নালিষ্ট এ্যাক্ট সম্বন্ধে কিছু বলবো। ১৯৫৮ সালে অলইম্পরট্যাণ্ট নিউজ পেপারস ইন্সপেক্টেড হয়েছে একথা বলা হয়েছে কিন্তু লোকসেবক, জনসেবক, এইসব ছোট ছোট কাগজ, হিন্দী, উর্দ্দু কাগজ সম্বন্ধে তাঁরা চুপ করে আছেন। ১৯৫৫ সালে এ্যাক্ট হয়েছে, ফার্ষ্ট ইন্সপেকশন হল ১৯৫৮ সালে দি পারপাস অফ দি ইন্সপেকশন ইজ মেনস ও—মেনসও হয়েছে কিন্তু হোয়াট এ্যাবাউট দি রেজাণ্ট—সেটা বলা হয়নি। জার্ণালিষ্ট এ্যাক্টের রুলস-এ সেকশন ৩৭ অনুসারে ইনস্পেক্টরস আর টু এনসিওর ফুল ইমপ্লিমেণ্টেশন। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে নিজে পেপার চাই নিউজ পেপার তিনি বলে দিন যে কতখানি ইমপ্লিমেণ্টেশন হয়েছে আফটার ওয়েজ বোর্ডস রেকমেণ্ডেশন। এমপ্লয়ারসদের রিকোয়েষ্ট করা হয়েছে—রিকোয়েষ্ট করেছেন কেন ? ইট ইজ এ ষ্ট্যাচুটারী বডি, আপনি সেই ইমপ্লিমেণ্টেশনের দিকে নজর দেন না কেন ? সাম নিউজ পেপারস, সাম কেন

Why not all and which are those newspapers ?

যাদের কথা বলা হয়েছে আমি তাদের নাম চাই এবং আমি জানি ৬ মাসের উপর হয়ে গেল এখনও বড় ইংরেজি কাগজ সেখানে প্রুফরিডার এবং কপি হোল্ডারদের ইনক্লুড করা হয়নি এবং কোন কাগজে ফুল ইমপ্লিমেণ্টেশন হয়নি এই আমার অভিযোগ। তারা যাই পাশ করেছে রং ক্যাটিগরাইজেশন এবং রং ক্লাসিফিকেশন মারফৎ এবং কিছু অফিসারকে এক্সক্লুড করেছেন। ইন্সপেক্টর যাকে বসিয়েছেন শ্রীসান্যাল, তিনি তরুণ ভাল অফিসার কিন্তু তাঁকে বোনাস ইস্যু এবং পে-রুল নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়। তিনি কি ১৯৫৮ এবং ১৯৫৯ সালের জুনের পে-রুলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন ঠিক ক্যাটিগরাইজেশন হয়েছে কি না, কেউ বাদ পড়েছে কি না ? স্যার, যেসমস্ত দৈনিক কি সাপ্তাহিক কাগজের মফঃস্বল করেসপনডেণ্টস আছেন তাঁদের বাদ রেখেছেন। মফঃস্বল সাংবাদিকদের প্রতি চরম উদাসীনতা এবং চরম অবিচার চলেছে। স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করার কথা কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী বলেছিলেন। আমাদের

সাত্তার সাহেব একজন ইন্সপেক্টর করে ছেড়ে দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে, মালিকপক্ষ এবং জার্নালিষ্টদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা সম্মিলিত বৈঠক তিনি কেন করতে পারলেন না? স্যার, আবার আমি আপনার কাছে বলতে চাই যে অফিসারদের সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ আছে—তাঁরা দুর্নীতিপরায়ণ, ঘুষ খায় ইত্যাদি। এই যে সন্দেহ বিরোধীপক্ষের মনে জাগে তার জন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়কে দায়ী করব। কারণ, কি অমানুষিক অবস্থার মধ্যে তাঁরা কাজ করেন, তাঁদের যে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়, যে ওয়ার্ক তাঁদের উপর চাপান হয়, তাতে করে কোন অফিসারের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। ১৯৫৯ সালে ক্যালকাটা নর্থ জোনে এ্যাভারেজ ডিস্‌পিউটস ছিল ৩৫০, ১৯৬০ সালের জানুয়ারীতে ৮৫, ফেব্রুয়ারীতে ৩৮০ ফর দি লাষ্ট ওয়ান ইয়ার। মন্ত্রীমহাশয় জবাব দেন কেন সেখানে একজনও এ্যাসিসটেণ্ট লেবার কমিশনার নেই? সেখানে আছেন অর্দ্ধেক এ্যাসিসটেণ্ট লেবার কমিশনার অর্থাৎ সাউথ জোনের এ্যাসিসটেণ্ট লেবার কমিশনারকে নিয়ে এসে অতিরিক্ত কাজের চাপ তাঁকে দেওয়া হয়েছে। তিনি হচ্ছেন অর্দ্ধেক এ্যাসিসটেণ্ট লেবার কমিশনার, অর্দ্ধেক লেবার অফিসার, কারণ তিনি অর্দ্ধেক কনসিলিয়েশানের কাজ করেন আর অর্দ্ধেক পাব্‌লিকেশানের কাজ করেন। ডিসকনটেন্‌টেড্‌ ষ্টাফ, এইরকম আনবিয়ারেবল ওয়ার্ক লোড যদি চলতে থাকে তাহলে কি হবে আপনি ভেবে দেখুন। সাউথ জোনেও ঠিক সেই অবস্থা। ১৯৫৯ সালে এ্যাভারেজ ৪ শো ডিস্‌পিউটস, ১৯৬০ সালের জানুয়ারীতে ৩৮৩, ফেব্রুয়ারীতে ৩৬৯। সেখানে অর্দ্ধেক এ্যাসিস্‌টেণ্ট লেবার কমিশনার আছেন আর ১জন লেবার অফিসার আছেন, সবশুদ্ধ ৩জন ষ্টেনো আছেন, ১ জন এ্যাসিসটেণ্ট লেবার কমিশনারদের কাজ করে আর ২ জন ৪ জন ডেপুটি লেবার কমিশনারদের জন্য কাজ করে। কতবার বলেছি যে ফাইনান্স ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিন, সংখ্যা বাড়ান। ডিলিং ক্লার্ককে ডেলি ১০।১২টা করে নিউ কেসেস ডিল করতে হয় বিসাইডস দি পেণ্ডিং কেসেস। স্যার, অন্যান্য ষ্টেটের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে বোম্বেতে যেখানে ৯ হাজারের মত রেজিষ্টার্ড ফ্যাক্টরী সেখানে টোটাল অফিসারের সংখ্যা হচ্ছে ৭১৬ জন আর ওয়েষ্ট বেঙ্গলে যেখানে ৬লক্ষ ৮৭ হাজার ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার্স রয়েছে, তার উপর সেখানে ২॥ লক্ষ প্ল্যানটেশান ওয়ার্কার্স রয়েছে সেখানে কেবলমাত্র ২১১ জন ননগেজেটেড এবং গেজেটেড্‌ অফিসার রয়েছে। এই হচ্ছে অবস্থা। ইউ. পি. তে যেখানে এর থেকে ⅓ অংশ লোকের জন্য ৪৩৪ জন অফিসার, বিহারে যেখানে ১ লক্ষ ২৬ হাজার ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার্স আছে সেখানে ২৮৫ জন গেজেটড এবং নন্‌গেজেটেড অফিসার আছে, সেখানে আমাদের বাংলাদেশে মাত্র ২১১ জন। সেজন্য মন্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে তিনি তার জন্য কি করবেন? কেন ফাইনান্স ডিপার্টামেণ্টের কাছ থেকে টাকা আনতে চান না? পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে লেবারের যা ইম্পরট্যাণ্ট রোল তাতে করে তাদের যদি আজকে সন্তুষ্ট না করতে পারেন তাহলে পরিকল্পনা সফল হবে না।

Shri Subodh Banerjee :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সরকারের শ্রমনীতির মূল প্রশ্নগুলি আলোচনা করা দরকার এবং সেদিক থেকে পশ্চিমবংগ সরকারের শ্রমনীতি কতটা সফল হয়েছে সেটাও বিবেচনা করা দরকার। ধরুন, প্রথম বিবেচ্য বিষয় কি হতে পারে—প্রথম বিবেচ্য বিষয় কর্ম্মসংস্থান। প্রথমে চাকরিই যদি না থাকে তা হলে মাইনে বলুন, ওয়ার্ক লোড বলুন, আদার এ্যামেনিটিজ

বলুন কোন জিনিষ আসতে পারে না। চাকরি যদি থাকে, সিকিউরিটি অফ সার্ভিস যদি থাকে, কর্মচারী যদি বোঝে যে ইচ্ছামত মালিক ছাঁটাই করতে পারবে না তখনই এই প্রশ্নগুলি উঠতে পারে।

[10-50—11 a.m.]

সেক্ষেত্রে সরকার কি করেছেন কর্মচারীদের চাকরীর স্থায়ীত্ব সম্পর্কে? সাত্তার সাহেব কি করেছেন বলুন? আজও কর্মচারীদের চাকরী মালিকের মর্জির উপর নির্ভর করে। মালিকের যদি মর্জি হয়, তা হলে একজনকে রাখবে, আর যদি মর্জি না হয়, আর একজনকে তাড়িয়ে দেবে। সাত্তার সাহেব লেটেষ্ট পজিশন দেখিয়েছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, লেবার ডিরেক্টরেট্-এ যাঁরা অফিসার আছেন তাঁরা স্বীকার করেছন—এমন একটা অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে সেখানে শেষে কর্মচারীদের থাকবে কিনা. সন্দেহ। দেখুন,—এমন কতকগুলি কেস আছে, যেখানে

Right to reorganise of the employer

সম্বন্ধে কোর্ট মন্তব্য করেছে। মেক্রোপল-এর কেস-এ সুপ্রীম কোর্টের ডিসিশন কি? সুপ্রীম কোর্ট বলেছিলেন রাইট টু রি-অর্গানাইজ বিজিনেস,—এ একেবারে ফাণ্ডামেণ্টাল রাইট অফ দি এম্প্লয়ার অর্থাৎ যেমন খুসী তেমনিভাবে মালিক রি-অর্গানাইজ করতে পারেন। পার্মানেণ্ট লোককে ছাঁটাই করে দিয়ে, কণ্ট্রাক্টর-এর হাতে কাজের ভার তুলে দিতে পারেন। অর্থাৎ পার্মানেণ্ট লোকের জায়গায় কেজুয়ালভাবে লোককে কাজে লাগাতে পারেন। এই ডিসিশন হয়ে গিয়েছে মেক্রোপল-এর কেসে। মালিক ইচ্ছা করলে পার্মানেণ্ট ভিত্তিতে কণ্ট্রক্টর-এর হাতে কাজ তুলে দিতে পারেন। তাহলে তাদের সিকিউরিটি অফ সার্ভিস কোথায়? এই ডিসিশন যদি হয়ে, থাকে, তাহলে মালিক ইচ্ছা করলে সমস্ত পার্মানেণ্ট লোককে ছাঁটাই করে দিয়ে কণ্টাক্টর-এর হাতে কাজ তুলে দিতে পারেন এবং সেখানে কারও কিছু বলবার থাকবে না। পশ্চিমবাংলা সরকার এই দৃষ্টি নিয়েছেন কিনা জানিনা, যদি নিয়ে থাকেন তাহলে এ সম্পর্কে কেন নূতন আইন করছেন না, বা বর্ত্তমান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপুট এ্যাক্টকে সংশোধন করে যাতে পার্মানেণ্ট এম্প্লয়ীদের সরিয়ে দিয়ে কণ্ট্রাক্টর-এর হাতে সেই সমস্ত কাজের ভার দেওয়া না যায়, এবং কেজুয়াল লেবার দিয়ে মালিক যাতে কাজ না করাতে পারেন, তার ব্যবস্থা কি সরকার করেছেন? সাত্তার সাহেব এইগুলি ভেবে চিন্তে কেন ব্যবস্থা করলেন না? তার কারণ তাঁরা এইসব কিছুই ভাবেন না। এই ব্যাপারে দুটা কেস রেফার হয়েছিল হাইকোর্টে, জাষ্টিস সিন্‌হার কাছে, তিনি ২২৬ ধারা হোল্ড করে মন্তব্য দেন। এই নিয়ে সুপ্রীম কোর্টে পর্য্যন্ত কেস হয়েছে। দেখা গিয়েছে মেয়ে শ্রমিক তাদের বোনাস প্রভৃতি দাবী দাওয়া নিয়ে মালিকের কাছে যায় এবং ট্রেড ইউনিয়ন তাদের বোনাসের দাবী নিয়ে ডাইরেক্টরেট, অর্থাৎ সাত্তার সাহেবের দপ্তরে গিয়ে কন্‌সিলিয়েশন করান। ১৫টি মেয়ে শ্রমিক, যাঁরা কন্‌সিলিয়েশন করেছেন, মালিক পরে তাদের ছাঁটাই করে দেন এবং যখন ঐ ১৫জন শ্রমিককে ছাঁটাই করে দিয়ে মালিক কন্‌ট্রাক্টর-এর হাতে কাজের ভার দিয়ে দিলেন তখন এর জন্য একটা ট্রাইবুনাল বসে। ২২৬-রাইট-এর কারণে ঐটা ট্রাইবুনালে গেল। এবং আমরা মেক্রোপলের কেসও দেখেছি—সেখানে মালিককে, তার বিজিনেস রি-অর্গানাইজ সম্বন্ধে ক মন্তব্য করা হয়েছে। মালিকের পুর্ণ অধিকার রয়েছে, সে যেমন খুসী তেমনিকরে তার বিজিনেস অর্গানাইজ করতে পারেন। তাহলে মজুর, শ্রমিকদের

চাকরীর স্থায়ীত্ব কোথায় ? আমি মন্ত্রীমহাশয়ের কাছ থেকে এর ক্যাটেগরিকেলি উত্তর চাই। কতগুলো বড় বড়, টল টেলস হচ্ছে তাঁর রিসিপ ; এ হলে চলবে না। তিনি ভাল লোক, কি মন্দ লোক, তিনি ভাল কথা বলেন, কি মন্দ কথা বলেন—এই ধরণের রিসিপ আমি চাই না।

I am not concerned with that, I am concerned with the objective result of the policy.

সেই অব্‌জেকটিভ রেজাল্ট-এর জন্য সরকারের নীতিটা কি ? এবং অব্‌জেকটিভ রেজাল্টটা কি হয়েছে, সেটা বলুন। তাদের চাকরীর স্থায়ীত্বও রাখতে পারলেননা। তৃতীয় জিনিষ, আমি দেখছি বোম্বে. ইউ. পি. প্রভৃতি কংগ্রেস রাজ্যে—কন্‌ট্রাক্টে লেবার খাটানোর ব্যবস্থা এবলিশ করেছেন। আমাদের এখানে শ্রমমন্ত্রী কন্‌ট্রাক্টে লেবার দিয়ে কাজ করান সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, তা জানতে চাই। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপুটস এ্যাক্টকে সংশোধন করবার কি ব্যবস্থা হয়েছে ? যেটা বোম্বে করেছে, ইউ. পি. করেছে, আপনি করেননি কেন ? আজকে সমস্ত জায়গায় এবলিশন অফ কন্‌ট্রাক্ট সিষ্টেম-এর ডিমাণ্ড উঠেছে। বার্ড, মেকলিওড, বামারলরি, বড় বড় বিলাতি ফার্ম যারা কোটি কোটি টাকা কন্‌ট্রাক্ট-এর মাধ্যমে খাটাচ্ছে, তাদের অনেক লেবার ডিসপুট ট্রাইবুনালএ যাচ্ছে, এবং তাঁরা চ্যালেঞ্জ করেছেন ট্রাইবুনাল-এর ডিসিশনকে এই বলে

Tribunal has no authority to adjudicate the fundamental right to reorganise business in whatever way they like.

কণ্ট্রাক্টে তাঁরা কাজ করাচ্ছেন, আর্টিকল ১৯(জি)কে ভায়োলেট করে। যেখানে তারা ডিক্যাপিটেলাইজেশন করছেন, সেখানে এই দাবী ওঠে এবলিশন অফ কন্‌ট্রাক্ট সিষ্টেম। কারণ কোন সুস্থ মস্তিষ্ক লোক কন্‌ট্রাক্ট সিষ্টেমকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। এবং এটা ট্রাইবুনালকে স্বীকার করতে হয়েছে। সুতরাং আমার জিজ্ঞাস্য, কেন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপুটস-এর মধ্যে ইনক্লুড করেননি। সোজাটি বোম্বেতে হয়েছে, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপুট এ্যাক্ট আছে, আপনি কেনকরতে পারেননা। তারা যদি পারে পশ্চিমবাংলা কেন পারেনা, করেনা ? এই সমস্যার সমাধান আপনি কি করেছেন ? কেজুয়াল লেবারএর ব্যবস্থা কি হচ্ছে, মিনিমাম এ্যাক্টের কথা বলেছেন কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, চাকুরি থাকলে তবে তো ওয়েজেস্‌, এই

Casual labour

এর

Percentage Rice Dal mill

এ কত আছে ? মিনিমাম ওয়েজেস্‌ এ্যাক্টএর কথা বলছেন কিন্তু কেজুয়াল লেবারএর কোন প্রকাশ পাইনা। ২৪০ দিন কাজ পেলে তবে তাদের প্রটেকশন হবে কিন্তু ২৩৯ দিনের বেশী যে তাদের মালিকরা কাজই দেবে না! এই ডিকেজুয়েলাইজেশনএর জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন ? রিটেইনিং এ্যালাউন্সএর জন্য কি করেছেন। ইউ, পি, গভর্ণমেণ্ট করেছে। তারা ডিরেকশন দিয়ে করেছে কিন্তু আপনাদের এখানে কি হয়েছে, কোন ডিরেকশন কি গভর্ণমেণ্ট থেকে গিয়েছে ? অন্য রাষ্ট্রের কথা বাদই দিচ্ছি কিন্তু কংগ্রেসী রাজত্বে যা করেছে, পশ্চিমবাংলা কি তাও করেছে, রিটেইনিং এ্যালাউন্স কি করেছেন ? শুধু রাইস মিলএর সিজ-

ন্যাল ফ্যাক্টরী কিছু কিছু পড়ে ষ্টেট ইনসিউরেন্স অ্যাক্টএ কিন্তু তাতেও ডিকেজুয়েলাইজেশন রিটেইনিং এ্যালাউন্সএর কোন কাজ হয় না। সুতরাং একটা দৃষ্টিভঙ্গী সিকিউরিটি অফ সার্ভিস থাকা দরকার। তা হয়নি। রিট্রেঞ্চমেণ্ট, রাইট এণ্ড লেফ্‌ট হচ্ছে। পাট কলের কথা হচ্ছে, জোড়া তাতের কথা হচ্ছে, বাল্‌ক অফ দি ওয়ার্কার্স যেখানে কাজ করে কোম্পানি অ্যাক্টএ সেখানে একটা লোককে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। যে লোকটাকে ঢোকাল সে কিন্তু বদলী নয়, তার কোন ষ্টেটাস্ নাই তাকে ট্রেসপাস করার অভিযোগে ফেলা যেতে পারে। যে কোন সময় চাকুরি যেতে পারে। ওয়েজ বোর্ড বসাচ্ছেন সেত বিচার্য্য পরে। গত বারেও সাত্তার সাহেবকে বলেছিলাম তিনি ইনএবিলিটি প্রকাশ করেছেন, সাত্তার সাহেব ইনএবিলিটি প্রকাশ করেছেন, ফলে অধিকাংশ মালিক ল ভায়োলেট করে চলেছে। তাই বলছি এই সাবটারফিউজ বন্ধ করার কি ব্যবস্থা করেছেন? জানেন অথচ করেননি। আমাদের বক্তব্য না জানলে শিখাতে পারি কিম্বা লেবার ডাইরেক্টরেটএর কোন অফিসার শিখিয়ে দিতে পারেন কিন্তু জানেন তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন কিন্তু ব্যবস্থা হয়নি।

তারপর সিকিউরিটি অফ সার্ভিস। এখানে আইন করা হোক

retrenchment must be stopped, must be kept suspended.

আজকে চাকুরী দেবার কথা, চাকুরী যাতে না চলে যায় তার ব্যবস্থা করুন। এমপ্লয়মেণ্ট ইনসিউরেন্সের কথা বলছেন। আজকে

prime need of the day is insurance against retrenchment, insurance against un employment.

আমার নেক্‌ষ্ট পয়েণ্ট হচ্ছে

Mr. Speaker : I would request the whips to ask their members to finish their speeches within time.

Shri Subodh Banerjee :

আমার সময় এখনও আছে,

Minimum Wages Act implementation

এর দিকে নজর দিচ্ছেন? শুধু এ্যাক্ট পাশ করলেই হয়না।

There is a great gap between the Act itself and implementation of the Act.

যে এ্যাক্ট হল সেটা ইমপ্লিমেনটেড না হলে কি হল? আজকে মালিক কোর্টএর কাছেই স্বীকার করেছে যে তারা ৮ আনা করে মাইনে দেন ফলতা রাইস মিলএ, এই যে নীতি—

Is it for the workers to get the Act implemented or is it for the Govt. to see that the Act is implemented.

[11—11-10 a.m.]

কোথাও ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করেছেন, তাঁরা কি ফ্যাক্টরীতে গিয়ে দেখে আসতে পারেননা—এ জিনিষ ইমপ্লিমেনটেড হচ্ছে কি হচ্ছে না?

তারপর, আদার কনসিলিয়েশন এডজুডিকেশন সম্বন্ধে বলবো। সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য স্পেসিফিকেলি বলবো। আমাদের দেয়ার ইজ ওয়ান লেবার অফিসার যিনি আড়াই বছরেও কনসিলিয়েশন শেষ করেননি। আমি তার নাম করছি—মিস্ দত্ত। আড়াই বছর ধরে একটা কনসিলিয়েশন পড়ে থাকে। তিনি শেষ না করতে পারেন, পাঠিয়ে দিননা—ট্রাইবুনালে। তাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু এভাবে জিনিষটা আটকে রাখার কোন অর্থ হয়না।

Shri Byomkes Majumdar :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, শ্রমমন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন, আমি তা সমর্থ করতে উঠে দু-চারটি কথা বলতে চাই। প্রথম কথা হচ্ছে—ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার প আজ পর্য্যন্ত বহু আইন হয়েছে। তার ফলে শ্রমিকদের কল্যাণ সাধিত হয়েছে সত্য। কি কেবল কল্যাণ সাধিত হইলেই শ্রমিক সমাজের কল্যাণ হয়েছে,—একথা আজ যদি ১২ বছ পরে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, তাহলে লক্ষ্য করবো—তা হয় নি, এখনো হয়নি কেন সেটা আমরা হয়ত ভুল পথে চলেছি, হয়ত আমাদের পথ অন্যদিক দিয়ে দেখতে হবে এবং সেইজন্য ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপুটস এ্যাক্ট হয়েছে। এই ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপুটস এ্যাক্টএর মাধ্যমে কন্‌সিলিয়েশন হয়। শ্রম বিরোধ হলে গভর্ণমেণ্ট থেকে মালিক পক্ষকে ডেকে পাঠান হয়। আইনে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই যে যাদের ডেকে পাঠান হবে—তাদের নিশ্চয়ই হাজির হতে হবে এবং বিরোধ মীমাংসার মনোভাব নিয়ে হাজির হবে। মালিকপক্ষ না আসেনতো বারবার করে গভর্ণমেণ্ট থেকে চিঠি যায়। এই করে হয়ত ছয় মাস কেটে গেল। তারপর ট্রাইবুনালে যেতে—হয়ত কেটে গেল এক বছর। তারপর এক বছর পরে দেখা গেল হয় শ্রমিক হারলো,—না হয় জিতলো। হারলো বলে—ভাল, যদি জেতে, মামলা চলে যাবে সুপ্রীম কোর্টে,—যেখানে আমাদের শ্রমিকদের প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ, অর্থের জন্য। সেইজন্য আমাদের ভেবে দেখতে হবে আমরা ঠিক পথে চলছি, না, আমাদের পথটা একটু অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিতে হবে। শ্রমিকমন্ত্রী নূতন লোক এই লাইনে। জয়েণ্ট সেক্রেটারী মহাশয় না হয় বুঝলাম—মিলিটারী লোক—সোজা-রাস্তায় চলা তাঁর অভ্যাস; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস আছে লেবার কমিশনারের উপর। আমি মনে করি—যা এই বিপার্টাইট সেটেল্‌মেণ্টএর পথে—এই আইন করে সব ভাল করবো, তা হবে না। তাহলে কি আইন করলে ভাল করতে পারি—সে কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। প্রয়োজন হয়েছে এই আইন করা যে ইউনিয়নগুলিকে যদি আমরা শক্তিশালী করতে না পারি, শ্রমিক সংগঠনকে যদি আমরা শক্তিশালী না করতে পারি, তাহলে আমাদের যা উদ্দেশ্য—তা সাধিত হবে না। শ্রমিককে যদি সংঘবদ্ধ করতে হয়, শ্রমিক সংগঠনকে যদি শক্তিশালী করতে হয়, তাহলে ইউনিয়নগুলিকে ষ্ট্রং করবার জন্য যে প্রটেকশন দেওয়া দরকার, আইন করে এখনই সেই প্রটেকশন দেবার ব্যবস্থা করুন। ইউনিয়নকে রিকগনাইজ করবার জন্য আইন করা উচিত এবং সেজন্য লেবার কন্‌ফাবেন্স বা বিপার্টাইট সেটেল্‌মেণ্টে বসাবার জন্য মালিককে বাধ্য করবার জন্য আইন করা উচিত। সে আইন অন্যদেশেও হয়েছে। আমাদের লেবার মন্ত্রী বলবেন লেবার কন্‌ফারেন্স আছে। বাংলাদেশের ঐতিহ্য আছে—বাংলাদেশ আজ যা চিন্তা করে, সারা ভারতবর্ষ কাল সেটা চিন্তা করবে। বাংলা সরকার কেন ভারত সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠান না যে আমরা এই আইন করতে চাই। সেইজন্য তার দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করবো। বিপার্টাইট সেটেল্‌মেণ্ট ছেড়ে দিয়ে,

Fraternalism, free trade unionism or free collective bargain ing

আমরা এখানে চালু করতে পারবো কিনা সেদিকে লক্ষ্য দেওয়া দরকার। আমি এটা আত্মবিশ্লেষণের দিক দিয়ে লক্ষ্য করছি। এরপর লেবার ডাইরেক্টরেটের কথা আলোচনা করবো। গত সাধারণ আলোচনার সময় আমি দেখেছি ব্যয় বরাদ্দ হিসাবে আমাদের শ্রম দপ্তরে যে ব্যয় হয় তা অন্যান্য প্রদেশের শ্রমিক সংখ্যার তুলনায় অনেক কম। একথা যতীন

বাবু বলেছেন, আমি আর বলতে চাই না। আমি এখানে একটা জিনিস দেখছি ১৯৫৮ সালে আগষ্ট মাসে জুট ফ্যাক্ট কমিটি হয়েছিল, সেখানে কয়েকটি জিনিস সেই কমিটি রেকমেন্ড করেছিল, সুপারিশ করেছিল তার ১ নং হচ্ছে, যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জুট কমিটির অধীনে স্পেশাল কমিটি অন জুট হয় এবং তাদের একটা রিপোর্ট প্রকাশ করার কথা ছিল। কিন্তু প্রায় দুই বৎসর হয়ে গেল এখন পর্যন্ত সেই রিপোর্ট প্রকাশিত হল না। এত দেরী যদি হয় তাহলে পর সেই রিপোর্ট এর আর কোন মূল্য থাকে না। ২নং হচ্ছে, কমিটি ষ্টাডি ডিক্লাইন ইন এমপ্লয়মেন্ট অব উইমেন লেবার, পার্টিকুলারলি একথা আছে এবং তাতে শ্রদ্ধেয়া মৈত্রেয়ী বসু বলেছেন যে তাতে এমন কোন কথা নেই যে একথাও প্রকাশিত হবে। এই ভাবে নয় কিন্তু কথা হচ্ছে এই ... প্রেটিং ... লেখা আছে

There should be no reduction of employment of women labour in jute industry in West Bengal save and except through natural wastage

শ্রমমন্ত্রী ... আমি নিবেদন করছি যে, আমরা জানি যে জুট মিল-এ শ্রমিকদের যদি ডেকে ... সেটা ভলানটারী রেজিগনেশান হবে। এবং এই ভাবে এ দেশে প্রচুর ... শ্রমিক ছাটাই হয়েছে। ১৯৫৮ সালে ৩৩৭৬৬ জন এবং ১৯৫৯ সালে ... শ্রমিক ছাটাই হয়েছে। এবং এদেরও নেচারাল ওয়েস্টেজ বাদ ধরে নেওয়া ... পারে। আমাদের ঐ দলীয় কমিটিতে এটা মেনে নেওয়া হয় একথা শ্রদ্ধেয়া মৈত্রেয়ী বসু অস্বীকার করবেন না। এই ধরণের প্রস্তাব, সেখানে আমাদের সরকারের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন তারা এটা কি করে মেনে নিলেন? এর ফলে বাংলাদেশের পাট শিল্পে, কিছুদিন পরে, একটাও মহিলা শ্রমিক থাকবে না। তৃতীয় কথা হচ্ছে একটা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি হবে তাতে ... দেওয়া হবে ভারত সরকার ও বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে। কিন্তু আমি শ্রমমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করি এই ডেটা অনুসন্ধান করার জন্য কি কোন অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছিল? এই রিপোর্ট যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দেওয়া হয়েছে সেটা উচিত হয় নি। কারণ আই জে এম এ এসদের যে ডেটা সেটাই কম্পাইল করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তারপর আমার কথা হচ্ছে, আমি লেবার ডিরেক্টরেট, এ্যাসিষ্ট্যান্ট লেবার কমিশনারস অফিস হুগলী জেলার কথা বলবো। আমি বহুবার একথা শ্রমমন্ত্রী ও লেবার কমিশনারকে বলেছি যে, এখানে যিনি এ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার আছেন, শ্রীমতি পারুল চক্রবর্তী, তিনি অত্যন্ত ভদ্র, নম্র ও মিষ্টভাষী, সেদিক দিয়ে আমার কিছু বলবার নেই, কিন্তু তাঁকে যে কাজের জন্য রাখা হয়েছে সে কাজের তিনি উপযুক্ত নন। এটা শুধু আমার কথা নয় লেবার ডিরেক্টরেট-এ খোঁজ নিলেই জানতে পারেন এবং যে কোন দল, মালিক ও শ্রমিকদের এই মত যে এখানকার লেবার ডিরেক্টরেট-এর দ্বারা ভাল কাজ হওয়া সম্ভব নয়। তারপর আমরা এমপ্লয়িজ স্টেট ইন্সিওরেন্স সম্বন্ধে নেশন্যাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস-এর পক্ষ থেকে মন্ত্রীমহাশয়কে বলেছিলাম এবং দিল্লীতেও দরবার করে বলে এসেছিলাম যে, বর্তমানে স্টেট ইন্সিওরেন্স চালু করছেন ২৪ পরগণা ও হুগলীতে, কিন্তু যতক্ষণ না ওয়ারকারদের জন্য আলাদা হাসপাতাল না হয়, পাট শিল্পে এখানে ই অংশ শ্রমিক কাজ করে, তাদের জন্য যতক্ষণ না আলাদা হাসপাতাল হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ওখানে স্টেট ইন্সিওরেন্স চালু করবেন না। এবং আমাদের যে স্টেট ইন্সিওরেন্সের মিটিং ডাক হয়েছিল সেখানেও তিনি আমাদের কাছে স্বীকার করেছিলেন এবং আশ্বাস দিয়েছিলেন যে সেখানে এপ্রিল মাসের আগে চালু হবে না অথচ তার বক্তৃতায় দেখলাম যে সেখানে চালু করা হয়েছে।

[11-10—11-20 p.m.]

এখানে আমি আরো একটা বিষয়ের প্রতি আপনার মাধ্যমে মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব শ্রমমন্ত্রী সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়েছিল শ্রমিকদের অবস্থার যদি উন্নতি করতে হয় তাহলে তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। এখানে একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি যে, বেসিক পে যদি ২০০ টাকা হয় তাহলে ডাক্তার ডাকলে ফি দিতে হয়—অথচ ২০০ টাকার উপর হলে ফি দিতে হয় না। তারপর, আনড লীভ-এ গেলে বাড়ী ছেড়ে দিতে হয়, যদি বাড়ী না ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে শতকরা ১০ ভাগ ভাড়া দিতে হবে। এর প্রতি আমি মাননীয় শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

JANAB SHAIKH ABDULLA FAROOQUIE

Mr. Deputy Speaker Sir,

ہمارے سامنے Labour Minister Saheb نے جو رپورٹ پیش کی ہے
اس میں انہوں نے ان تمام باتوں کی فہرست پیش کی ہے کہ انہوں نے کیا کیا
کام کیا ہے - لیکن جو باتیں بتلانی چاہئے تھی کہ بیروزگار مزدوروں کے لئے
انہوں نے کیا کیا اور کن مالکان نے ان کی باتوں کو نہیں سنا ہے اس کے بارے
میں انہوں نے کچھ بھی نہیں بتلایا ہے - ان کو یہ معلوم ہے کہ مالک
سمجھوتے کو نہیں مانتے ہیں - Factory Act. کو توڑ رہیں ہیں - Tribunal
Award کو نہیں مانتے ہیں - کینشیلیشن کی بات کو نہیں سنتے ہیں - لیکن
Sattar Saheb نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتلایا - حالانکہ ان کو
اپنی speech میں یہ باتیں بتلانی چاہئے تھی کہ کون مالک ان کی بات کو
نہیں سنتا ہے ؟ ان کو اپنی رپورٹ میں یہ سب باتیں رکھنی چاہئے تھی کہ
Labour Department مزدوروں کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے ؟ مجھے یہ
پوری امید تھی کہ آج اس طرح کی باتیں Labour Minister Saheb بتلائینگے -
Labour Department یا Labour Minister مل مالکان کے مقابلہ
میں کس طرح سے بے بس اور مجبور معلوم ہوئے اس کی چند مثالیں ہم
دیں گے جس سے اس ڈپارٹمینٹ کا نکمہ پن ظاہر ہوگا - آج machine کے
nationalization کی وجہ سے کام کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے - machines
پورانی پڑگئی ہیں - ان کی کوئی طرقی نہیں ہو رہی ہے Cotton Textile
Industry میں ایک طرف تو مالکان کام کا بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں - دوسری
طرف یہ Factory Act. کو توڑ رہے ہیں - سمجھوتوں کو بھی نہیں مان رہے
ہیں - Tribunal Award میں جو بات مزدوروں کے حق میں ہوتی ہیں
اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں -

پہلی مثال ہم work load بڑھانے کی دیں گے کہ کس طرح سے صرف
اپنے نفع کو بڑھانے کے واسطے مزدوروں کو ایک طرف بیکار کر رہے ہیں اور دوسری
طرف بغیر انکو پیسہ دئے ہوئے انکا کام بڑھا رہے ہیں -

بوڈیہ Cotton Mills میں Weaving Department میں فی مزدور
دو لوم کے بجائے تین لوم کرنا چاہتے ہیں جس سے 17% مزدوروں کو نکالیں

گے اور انکا Casual leave کا پیسہ بچے گا - مزدوروں کی چھٹائی کرنے سے اور بونس کا پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑے گا اور اُسے تو D.A. اور Provident fund اور sick leave. کا ھی پیسہ دینا پڑے گا - اس کے باوجود تین لوم کے production کی مزدوری مزدوروں کو دینی چاہئے - مگر یہ بھی پیسہ مزدوروں کو نہیں دیں گے -

Mohini Cotton Mills میں کارڈ بڑھائے جا رہے ھیں - پہلے چھ سے آٹھ تھا اب آٹھ سے بارہ کرنا چاھتے ھیں - ڈنبر Cotton Mills میں پہلے spinning department میں دو سائیڈس تھی اب تین کرنا چاھتے ھیں - اس طریقہ سے مزدوروں کی ہر جگہ چھٹائی ھو رھی ھے اور مزدوروں پر کام کا بوجھ بڑھتا ھی جا رھا ھے -

Kesoram Cotton Mills کے کارڈنگ ڈیپارٹ میں ایک ھوا مشین ھے جسپر 1958 میں سمجھوتا ھوا تھا کہ اس پر تین مزدور کام کریں گے - اب اس سمجھوتہ کو توڑ کر زبردستی ۲ مزدور سے اس مشین کو چلوانا چاھتے ھیں - اس طرح سے وھاں پر مزدوروں کے خلاف طرح طرح کی دقتیں پیش کی جا رھی ھیں - Kesoram Cotton Mills کے مالکان سمجھوتہ کو توڑتے جا رھے ھیں - ان کے سمجھوتہ نہ ماننے کی ایک اور مثال ھم دینا چاھتے ھیں -

56 - 12 - 6 میں بونس کا سمجھوتہ ھوا تھا - اس سمجھوتہ کے مطابق بونس نہیں دیا - اس کے بعد اس سمجھوتہ کا interpretation 12-7-60 کو Tribunal ھوا - اس interpretation میں فیصلہ ھوا کہ 55'56, 56'57 اور 57'58. کا بونس کمپنی کو دینا ھوگا - اس پر بھی یہ بونس ابھی تک نہیں ملا - Sattar Saheb کا ڈیپارٹ منٹ ابھی تک Kesoram Cotton Mills کے خلاف کچھ بھی نہیں کرسکا - Sattar Saheb نے یہاں پر بتلایا ھے کہ ھم نے کیا کیا ھے ؟ لیکن کیا کیا نہیں کرسکے اور کون کون مالکان ان کی باتوں کو نہیں سنتا اور کون سمجھوتہ کو نہیں مانتا ھے اور کون کمپنی Tribunal Award کو نہیں مانتی ھے اس کے بارے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا -

Kesoram Cotton Mills یا دوسرے سوتا کلوں میں 1958 کے Tribunal کی رائے نہیں مانا جاتا - 1958 کے Nation Tribunal کی رائے

کو 28.9.59 کے interpretation کے باوجود بھي اب تک اس award کے فیصلہ کو مالکان نہیں مانتے ہیں -

maintenance of workers کو ابھي تک increament نہیں دیا گیا ہے - Casual leave کا پیسہ بھي مزدوروں کو نہیں دیا گیا ہے - کار کنوں کو گریڈ increaments بھي نہیں دی گئي ہے Implimentation ڈیوزن نے ان کیسوں کا اسکرین نہیں کیا اور مالکان Supreme court, کي طرف گئے -

Kesoram Cotton Mills میں دیوالي کي چھٹي کے آدھے روز کے پیسے کے لئے Tribunal کي رائے ہونے کے با وجود بھي اب تک یہ پیسہ مزدوروں کو نہیں دیا گیا - Sattar Saheb اس کے لئے ابھي تک کوئي کاروائي نہیں کرسکے - کرسکے گیں یا نہیں اس کے بارے میں انہوں نے کچھ بھي نہیں بتلایا -

ایک طرف Trade Union کو مضبوط کرانے کو کہا جاتا ہے مگر دوسري طرف مالکان کا favour کیا جاتا ہے - Trade union مضبوط ہو کرھی کیا کرے گی جب کہ Government جس بات کو منظور کرتی ہے اس کو وہ کمپنی سے دلوا نہیں پاتی - اس کو Sattar Saheb اور Police Minister بھی مالکان اور کمپني سے نہیں دلوا پاتے ہیں - صرف Trade union کو ھی مضبوط کرکے Sattar Saheb کچھ نہیں کرسکتے Labour Directorate بھي کچھ بھي نہیں کرسکتا - Kali Baboo پولیس سے ڈنڈا گولی تو چلوا سکتے ہیں مگر مالکان سے سمجھو تہ نہیں کروا سکتے ہیں - ہاں اگر یہ لوگ کچھ نہیں کرسکتے ہیں تو کہہ دیں کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں کرسکتے ہیں - ہم لوگ strike کرکے مالکان سے اپنی مانگ کو منوا لیں گے - Kesoram Cotton Mills میں Trade Union کو مضبوط کیا گیا - کمپني نے مزدوروں کي مانگ کو پورا کرنے کا وعدہ کیا - مگر حالات یہ ہیں کہ مزدوروں کے کسي بھي مانگ کو آج تک پورا نہیں کیا گیا - جو لوگ Trade Union میں بھاگ لیتے ہیں انکو کمپني جھوٹا Charge sheets دیتی ہے -

Factory Act. میں مزدوروں کے لئے کام کے گھنٹے فکس ہیں - اس کے لئے Government نے Factory Inspector کو مقرر کیا ہے - مگر Kesoram میں کام کرنے کا time بڑھا یا جارہا ہے - اس کے لئے Trade

Union کي کولي سنوائي نہيں هوتي هے - اس کے لئے Factory Inspector بهي کچھ نہيں کرسکے - Govt. Account ميں بهي کچھ نہيں هو پارها هے - هاں البته Company يه کوشش کر رهي هے که وه کس طرح سے Factory Act. کو بدلوا کر کام کا time دس گهنٹه کروا لے - هم نے اپ کے سامنے کئي Cases کو رکھا جس ميں Company نے Factory Act کو توڑا هے - مگر Government خاموش هے - Factory Inspector نے Kesoram Cotton Mills ميں Factory Act کو توڑتے هوئے پکڑا - Factory Inspector's letter dated 28.11.59 Memo No. 8173 (1).

سپيکر سر اس ميں آپ ديکھ سکتے هيں که وهاں پر کيا هوا - ليکن کمپني کے خلاف سرکار کي اور سے کوئي کاروائي نہيں هوئي -

اس کے علاوه جٹ کل ميں عام طور پر بدلي مزدور رکھے جاتے هيں - وه بدلي مزدور تهوڑے هي دن تک کام نہيں کرتا - وه دو دو تين تين سال تک بدلي مزدور کي جگه پر کام کرتا هے - مگر اس کو permanent نہيں کيا جاتا هے - ايک Case ميں بتلاوں وه يه که ايک Clerk کا نام بدل ديا گيا جس سے که وه permanent نه هونے پاوے - اس کے لئے case بهي کيا گيا تها - اس کي report ليبر Inspector کو دي گئي تهي -

آخر ميں هم ايک بات اور کهني هے - وه يه که Midnapur کے علاقه ميں چهوٹے چهوٹے کارخانه هيں - جس ميں تهوڑے تهوڑے مزدوروں کي وهاں پر unions هيں - ان کے لئے کلکته ميں آ کر کوئي case کرنا بڑا مشکل هو جاتا هے - اس لئے ميري درخواست هے که وهاں پر Labour Office کهولا جائے - جس سے وهاں کے مزدور فائده اٹها سکيں -

Railway مزدوروں ميں جو transport کے مزدور هيں ان کے لئے ابهي تک Minimum Wages Act. لاگو نہيں کيا گيا هے - ان کو اس Act ميں لينا چاهئے - يه هماري آخري بات هے -

[-20—11-30 p.m.]

Shri Jagadananda Roy:

নীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে আমি এই শ্রম খাতে আলোচনা কালীন কয়েকটি জরুরী য়ের প্রতি মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলে এবং দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলে চা বাগান-লতে তিন লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। চা শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মাসিক বেতন মাগ্গীভাতা সহ টাকা। এত কম বেতন ভারতবর্ষের কোন ইণ্ডাষ্ট্রিতে নাই। বাংলাদেশেও নাই। বাংলার ইণ্ডাষ্ট্রিতে সর্বনিম্ন মাগ্গীভাতা সহ মাসিক বেতন ৬১;১৭ নঃ পঃ কটন্ টেক্সটাইল টাকা এবং ইঞ্জিনিয়ারীং-এ ৭১। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি চা বিক্রয় করে ভারতের সব য় বেশী বৈদেশীক মুদ্রা অর্জিত হয় এক্ষেত্রে অবিলম্বে চা শ্রমিকদের জন্য সর্বনিম্ন মাসিক ন ৭৫ টাকা করা প্রয়োজন বলে মনে করি। এবং নিয়মিত যাতে বোনাস পায় সে দিকেও রাখা দরকার।

চা শ্রমিকদের ওয়েল ফেয়ার-এরও কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা নাই। কোল মাইন-এ আমরা দেখতে তথায় একটি ষ্টেটুটারী কোলমাইন ওয়েলফেয়ার বোর্ড আছে। উৎপন্ন কয়লার উপর স লেভি বসিয়ে এর কাজ পরিচালনা করা হয়। বৎসরে তার ১ কোটি টাকা আয় হয়। আসানসোল ঝরিয়াতে বড় বড় হাসপাতাল টি. বি. ক্লিনিক এবং লেপ্রোসি ক্লিনিক গড়ে ছে। চা শ্রমিকদের বেলায় কি ঐরূপ একটি ওয়েল ফেয়ার বোর্ড গঠিত হয় না? উৎপন্ন র উপর কি সেস্ বসান যায় না? সেখানে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও টি. বি. সবচেয়ে বেশী যে সব বাগানে ছোট ছোট হাসপাতাল আছে, তার প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত স্বল্প।

অধিকাংশ বাগানে ক্যান্টিন এবং ক্রেচি-এর ব্যবস্থা নেই। অথচ সেখানে মেয়ে শ্রমিকের সংখ্যা য়ে বেশী। বর্ষাকালে বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এদের অনেক অসুবিধা ভুগতে হয়।

ডুয়ার্স অঞ্চলে হাউজিং স্কীম এর ব্যবস্থা নাই বলিলেও চলে। একই ঘরে বিভিন্ন পরি-র স্ত্রী, পুরুষ, ছেলে, মেয়ে বাস করে। আমি এসবের আমূল পরিবর্তন চাই। তারপর বাগানে শ্রমিকদের ছাঁটাই অহরহ চলছে। যার ফলে বেকারের সংখ্যা অধিক পরি-বেড়ে চলেছে। বানারহাট এলাকার রিয়াবাড়ি চা বাগানের ম্যানেজার রূপবাড়ি থানার গা মহাশয়ের সহযোগীতায় উক্ত বাগানের শ্রমিকদের উপর নানা প্রকার নির্যাতন চালাচ্ছে। রিপোর্টে তাদের বরখাস্তের চেষ্টা করা হচ্ছে। এই সব অন্যায় অত্যাচার, শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ এবং বেকার শ্রমিকদের বিকল্প কাজের ব্যবস্থা অবিলম্বে করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে ভাবে চিন্তা করতে বলছি। চা বাগানের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। স্টেন্ট ম্যানেজার এবং ইঞ্জিনিয়ারের যে সব পদ খালি হয় তাহাতে অবাঙালী গুজরাটী, অর্থাৎ অন্য প্রদেশের লোকদের নিয়োগ বন্ধ করে যাহাতে এই বাংলার যুবকদের ঐ নিয়োগ করা হয় এই সব দিকেও ভাল নজর দেওয়া প্রয়োজন।

একটি কথা দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে যে মন্ত্রী মহাশয় দীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে ক্ষেত দের কোন কথাই উল্লেখ পেলাম না। সুতরাং এদের সম্বন্ধে ২।১টি কথা বলেই বক্তব্য শেষ করব। জলপাইগুড়ি জেলায় বাস্তুহারাদের নিয়ে আজ অবধি ১০ লক্ষ লোকসংখ্যা হয়েছে। এর এক তৃতীয়াংশ লোক ক্ষেত মজুর। এদের দুঃখ দুর্দশা বলে দুঃখের বিষয় এদের সুসংগঠিত ইউনিয়ন নাই। এবং ইউনিয়ন করা সম্ভবও নয়। দের প্রতি সরকার চরম উদাসীনতার পরিচয় দিচ্ছেন। বিশেষ করে কয়েকটি কারণে মজুরদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মহার্ঘতার চাপে মহা-জনের কবলে পড়ে অধিক সংখ্যায় নিম্ন মধ্যবিত্ত জমির মালিক ক্ষেত মজুরে পরিণত জন জোতদার অধিক সম্পন্ন কৃষকের লোলুপ গ্রাস থেকে ছোট কৃষকদের বাঁচাই

বার পর্য্যাপ্ত কোন আইন নাই। যে সামান্য আইনগত ব্যবস্থা আছে তাহা তাদের অসামর্থতা অজ্ঞতা এবং মামলা পরিচালনার অক্ষমতা হেতু তারা এ আইনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। ফলে বাধ্য হয়ে এসে সহরে পরিণত হতে হয়। আর একটি কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। বিভিন্ন অঞ্চল মহাকুমায় ১॥—২। হার সরকার এই সব ক্ষেত মজুরদের জন্য দৈনন্দিন বেতন বেঁধে দিলেও আইনের শক্তি দিয়ে দেশে চালু করার ব্যবস্থা সরকার করেন নি। ধনীরা বা যারা এদের খাটায় তারা যথেচ্ছ এদের শোষণ করে চলেছে আমি মনে করি এদের শ্রম দিয়েই তো দেশের উন্নতি এবং খাদ্য ইত্যাদি প্রভৃত পরিকল্পনা সার্থক রূপ গ্রহণ করবে। সুতরাং এদের প্রতি সরকারের অবহেলার কারণ বুঝতে পারি না। আমার অভিমত সরকার যদি এদের বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেন তবে খাদ্য পরিকল্পনায় যত অর্থই ঢালুন না কেন সফল হতে পারবেন না তাই আমি প্রস্তাব কচ্ছি এই সব ক্ষেত মজুরদের দৈনন্দিন নিয়মিত শ্রম দেবার ব্যবস্থা করুন নতুবা এদের পরিবারের বেকার ভাতা দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। আর একটি কথা এখানে বলা বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করি। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে সরকার বলছেন। অথচ আমরা যদি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাংলা দেশকে বিচার করি, তাহলে দেখতে পাব দেশের এক তৃতীয়াংশ লোকই শ্রমিক এবং মজুর। যারা বাংলা দেশের ক্ষেত মজুরদের বাৎসরিক গড়ে আয় ৬০৮ টাকা, ব্যয় ৬২৫, এর মধ্যে শিক্ষার কোন খরচ ধরা হয় নাই। আমি ভাবছি এই যে একটা মস্ত বড় সমাজ এরা নিশ্চয়ই বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর শাসন ব্যবস্থার বাইরে নয়। সুতরাং যদি আয় বৃদ্ধির কথা একান্তই স্বীকার করতে হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে একদিকে মুষ্ঠিমেয় ধনীক শ্রেণীর যেমন অধিক পরিমানে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিক তেমনি অন্য দিকে বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও মজুর সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে ঋনের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এই কংগ্রেস রাজত্বে হাহুতাসে দিন কাটাচ্ছে এসবের প্রতিকার আশু প্রয়োজন।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এর পূর্বে পরপর ২ বার আমাকে ইলেকসনের মধ্যে দিয়ে এই হাউসে ইলেকটেড হয়ে আসতে হয় ১৯৫৮ সালের মে মাসে যখন আমি নির্বাচিত হই তার আগে শ্রমমন্ত্রী মহাশয় আমার এলাকায় গিয়ে সেখানকার একটা থানার বড় জোত-দার মিসেস্ রাবেয়া খাতুনের আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলেন, সেখানকার স্থানীয় কৃষি মজুররা যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিল তখন তিনি তাঁদের বলেছিলেন যে কংগ্রেসকে ভোট দাও এবং তোমাদের জন্য চেষ্টা করব। ভোটের জন্য তিনি বহু চা বাগান এলাকায় ঘুরেছেন এবং সেখানে এই সমস্ত বাগানের মালিকদের আতিথেয়তা গ্রহণ করে এসেছেন। কাজেই আমার মনে হয় সেই সমস্ত সমাজের দুরবস্থার কথা তাঁর অজানা নেই, আমি আশা করি মন্ত্রীমহাশয় নিশ্চয়ই এঁদের একটা সুব্যবস্থা করবেন। স্থানীয় মজুর যারা রয়েছে প্রথমেই আমি বলেছি যে তাদের দ্বারা কোন ট্রেড ইউনিয়ন করা মোটেই সম্ভব নয়। এই কারণে তাদের আয় নির্ণয় করার জন্য কোন রকম সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই এবং এর জন্য কোন বোর্ড অথবা এদের সুবিধার জন্য কোন ট্রাইবুনাল গঠন করা সম্ভবপর নয়। কাজে কাজেই এই সব বিষয়ে যাতে মন্ত্রীমহাশয় দৃষ্টি দেন সেজন্য অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[11-30—11-40 a.m.]

Shri Nepal Ray:

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার আজকে এই লেবার বাজেটকে সমর্থন করতে উঠে প্রথমে আমি বলতে চাই যে যে দু' একটা কথা বিরোধী পক্ষের তরফ থেকে শুনলাম তাতে মনে হল যে ভূতের মুখে রাম নাম হচ্ছে। কারণ এরা চিরকাল সরকারের ময়লা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করেন—ড্রেন ইন্সপেক্টারের যে কাজ সেই কাজ এরা করে থাকেন। সরকারের ভাল এরা দেখতে পারেন না যেহেতু তারা কোনদিন সরকারের এই আসন লাভ করতে পারবেন না ভবিষ্যতে। কেরালাতে একবার তারা করেছিলেন কিন্তু সেটা বদ হজম হল, সহ্য করতে পারলেন না। যাহোক, আমি লেবার মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলব যে আমি এই হাউসের অনেক দিনের মেম্বার, প্রতি বছর লেবার বাজেটের সময় লেবার দপ্তরের আদ্যশ্রাদ্ধ করা হত।

বছর কিন্তু যেভাবে ডিবেট চলছে এবং যেভাবে ক্রিটিসিজম চলছে, তাতে মনে হচ্ছে শুধু শ্রমমন্ত্রী নয় তাঁর যারা কর্মচারী আছেন তাদেরও এখানে বিভিন্ন বিরোধী দলের বক্তারা—আমাদের তরফ থেকে নয় যাদের সত্যিকারের ক্রিটিসিজমের দাম আছে, কারণ তারা লেবার নিয়ে কাজকর্ম করেন, ট্রেড ইউনিয়ন করেন—যখন প্রশংসা করেছেন তখন নিশ্চয়ই হয় পশ্চিমবংগ সরকারের দিন ঘনিয়ে এসেছে না হয় তাঁরা ভাল কাজ করছেন, তার সমালোচনা এরা করতে পারছেন না। স্যার, আমি কতকগুলো জিনিস আপনার সামনে রাখতে চাই। প্রথমে আমি বলব যে ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশানে এত সময় লাগে যে একটা ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রি করতে গেলে ৫।৬ মাস এমনকি ১ বছর পর্যন্ত সময় লেগে যায়। যতীনবাবু যে কথা বলেছেন যে কাজের লোক নাই, সেখানে লোকের অভাব। সেই লোকের অভাব পূরণ করবার জন্য শ্রমমন্ত্রীকে আমি বলব যে আরও লোক নিয়োগ করুন। ৩ দিনে একটা ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রার্ড হওয়া দরকার। বাংলাদেশ ছাড়া অন্য যে কোন প্রভিন্সে যান, সেখানে দেখবেন খুব বেশী হলে ১ মাস লাগে, আর এখানে ৬ মাস ১ বছরেও হয়না, নেহাত তাগাদা করলে হয়ত কিছু তাড়াতাড়ি হয়। স্যার, আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুরা বলেছেন যে ইম্‌প্লিমেন্টেশান অব এ্যায়োর্ড হয়না -সেটা আমিও সমর্থন করি। বাংলাদেশের যাঁরা মালিক গোষ্ঠী আছেন তাঁরা কিছুতেই ইম্‌প্লিমেন্টাশান অব এ্যায়োয়ার্ড করতে চান না। বাংলাদেশের মালিক গোষ্ঠীর এখনও বুর্জোয়া মেন্টালিটি রয়েছে। এখনও তারা ভাবছে যে তাদের ইংরেজ শাসন বলবৎ রয়েছে। শুধু ইংরাজ মালিক নয় দেশী মালিকরাও এ্যায়োয়ার্ড সহজে ইম্‌প্লিমেন্ট করতে চান না। শুধু আইন করলে হবেনা, এদের হাতে হ্যাণ্ড কাফ্ দিয়ে ঐ আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্ধ না করতে পারলে আপনার দপ্তরের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবেনা। আমরা যারা শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করি, আমরা আপনার সংগে সহযোগিতা করতে পারব না। কারণ আমরা মনে করি এই পশ্চিমবাংলার শ্রমিকরা আমাদের ভাই। শ্রমিক যদি বেঁচে থাকে তবেই তো এই হাউসে যাঁরা এসেছেন তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন, তা না হলে তাঁদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমাদের নিজেদের স্বার্থে [illegible] শ্রমিকের কল্যাণ অপরের স্বার্থে নয়। সেই আমি বলছি শ্রমিকদের যারা শত্রু, যারা শ্রমিকদের ভাল মন্দ সম্বন্ধে বিচার করেন না, যারা শোষণ করবার জন্য দিনরাত প্রচেষ্টা চালায়, তাদের সম্বন্ধে আপনি সচেতন হন। ইম্‌প্লিমেন্টেশান ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার আছে।

সেটা কাগজে কলমেই আছে, আমরা তার চেহারা কোনদিন দেখতে পাইনি। আজ পর্যন্ত কটা লোককে ইমপ্লিমেন্টেশান ডিপার্টমেন্ট হ্যাণ্ডকাফ দিয়েছেন? সেই ইমপ্লিমেন্টেশান ডিপার্টমেন্ট কোন য়্যাওয়ার্ড প্রবার্লি ইম্‌প্লিমেন্ট করতে পারেন না। আমি সেজন্য বলছি হ্যাণ্ড কাফ দেবার যে ডিপার্টমেন্ট নিশ্চয়ই তাদের সহযোগিতা নিতে হবে, দরকার হলে হোম মিনিষ্টারের সহযোগিতা নিতে হবে, কারণ পুলিশই আমাদের দেশে একমাত্র মন্ত্রী যে মন্ত্রীর সাহায্যে সকলের মাথা নীচু করা যায় তাছাড়া কিছুই হবেনা। কারণ মালিক গোষ্ঠীকে ঐ লেবার দপ্তরের কোন ইন্সপেক্টর এমন কি লেবার কমিশনার নিয়ে যদি করজোড়ে নিবেদন করে তবুও মালিকের গদী তারা কিছুতেই টলাতে পারবে না মালিক মাথা ঘুরিয়ে তাদের দিকে তাকাবেও না। কিন্তু যদি আমাদের হোম মিনিস্টারের একটা রাস্তার সাধারণ কনষ্টেবল গিয়ে তাদের চোখ রাঙ্গায় অমনি সুরসুর করে সমস্ত ইম্‌প্লিমেন্টেড হয়ে যাবে। সেজন্য আমি সরকার সাহেবকে অনুরোধ করবো যে হোম ডিপার্টমেন্টের সংগে তিনি যোগাযোগ রাখুন। এর মধ্যে যদি কোনরকম আইনগত বাধা থাকে তবে সেই বাধা তুলে দিয়ে হোম ডিপার্টমেন্টের সংগে যোগসূত্র স্থাপন করুন। স্যার, আর একটা জিনিস -বাংলাদেশের বাঙ্গালী শ্রমিক যারা আছে, বাঙালী মধ্যবিত্ত কর্মচারী যারা আছে তাদের সম্বন্ধে লেবার দপ্তরের আগে সচেতন হওয়া দরকার, কারণ বাংলাদেশের বড়বড় কারখানার মালিক বাঙালীরা নন—এটা সবচেয়ে ভয়ের কথা। আশ্চর্যের কথা। সেখানে তাঁরা কেরাণীর কাজ করতে যান বা নিম্ন বেতনের কাজ করতে যান—কিছুদিন পরে দেখা গেল এক মালিকের শালা, না হয় ভগ্নিপতি না হয় মামাতো ভাই যার হয়ত ক্লাস ফোর ফাইভ পর্যন্ত বিদ্যা তাকে তিন হাজার টাকা মাইনে দিয়ে সেখানে বসিয়ে দিলেন আমি এ বিষয়ে মন্ত্রিমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাদের নাম করে কত টাকা ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার দ্বারা ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে, শ্রমিকদের ফাঁকি দেওয়া

হচ্ছে, কর্মচারীদের ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। তারপরে শ্রমিকরা যদি দু টাকার জায়গায় তিনটাব ইনক্রিমেন্ট চায়, তাহলে মালিকরা বলে সর্বনাশ হয়ে গেল, সব শ্রমিক নিয়ে গেল, অথচ তাদে গাড়ী মেইনটেন্যান্সের জন্য বিভিন্ন আরামের ব্যবস্থা করার জন্য তারা কত লক্ষ লক্ষ টাব নষ্ট করে এবং বিভিন্ন খাতে টাকা দেখিয়ে দেয়—এসব দিকে আপনি একটু নজর দেবেন। স্যার আমার কম্যুনিষ্ট বন্ধু শ্রীগোপাল বসু একটু আগে বললেন যে আমরা নাকি মালিকে দালালি করি—তার জবাব আমি তার কথাতেই দেব। আজকে পশ্চিমবাংলার যে কোন শিল্প পতির কাছে যান, এমনকি আমাদের এই বেঞ্চের বন্ধু শ্রীআনন্দীলাল পোদ্দার মহাশয় যিনি কংগ্রেসের মেম্বার তাকে জিজ্ঞাসা করলেও তিনি বলবেন—দেখুন মশায়, কম্যুনিষ্টরা কিন্ত মালিকের কথা বেশ ভাল ভাবে শোনে, তাদের সঙ্গে কারবার লেনদেন করলে আমাদের বে সুবিধা হয়, কিন্তু আপনারা মাঝে মাঝে ষ্ট্রাইক্ করে আমাদের সমস্ত কিছু ভেস্তে দেন আমি স্যার ট্রাম কোম্পানীর কথা এখানে উল্লেখ করব। কোলকাতা ট্রাম্ কোম্পানীতে কম্যুনিষ্ট পার্টির ইউনিয়ন আছে, কংগ্রেসের ইউনিয়ন আছে, প্রজা-সোস্যালিষ্ট পার্টির ইউনিয়ন আছে আরও অন্যান্য দলের ইউনিয়ন আছে। স্যার, কম্যুনিষ্ট পার্টিটা কি রকম মালিকের দালালি করে, তার একটা উদাহরণ দিই।

[11-40—11-50 p.m.]

ঐ কোম্পানী সম্পর্কে জজের এওয়ার্ড হল। তিনি রায় দিলেন ৫ পারসেন্ট ইনক্রিমেন্ট হবে আমি বললাম না, তা হতে পারে না জজ যা বলেছেন তা অন্যায় হবে, ৫ পারসেন্ট ইনক্রিমেন্ট হতে পারে না। ট্রামওয়ে কোম্পানীর হয়ে কমিউনিষ্ট পার্টি ইউনিয়ন ময়দানের এক মিটিং-এ বললে—হ্যাঁ, ৫ পারসেন্ট আমরা মেনে নেবো। কিন্তু কংগ্রেস ইউনিয়ন তা মানতে রাজী হয়নি। বোধহয় আনন্দীলাল পোদ্দারের সঙ্গে ওদের একজনের বেশী রাত্রে দেখা হয়েছিল—তাই ৫ পারসেন্ট মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু কংগ্রেস ইউনিয়ন, তাঁরা মানে নি। তারা বললে প্রয়োজন হলে আমরা লড়াই সুরু করবো, তবু ৫ পারসেন্ট টাকা নেবো না। তারপর আমাদের চাপে পড়ে কোম্পানী বাধ্য হল ৫ পারসেন্ট বাড়িয়ে দিতে। মালিকের দালাল কমিউনিষ্ট পার্টি ইউনিয়নকে সবাই চেনে, এবং কংগ্রেসকেও আজ সারা ভারতবর্ষের মানুষ বেশ ভাল করেই জানে। স্যার, আমি শুধু কমিউনিষ্ট পার্টিকেই বলে এখানে শেষ করছি না, আরও যে দুটো দালাল আছে মালিকের ও তাদের কথা আমি আপনার মাধ্যমে এখানে রাখতে চাই। স্যার, আমার বন্ধু শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের নাম এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। তাঁর একটা কোম্পানী ছিল, আমি সেই কোম্পানীর নামটা বলতে চাই না সেই কোম্পানীতে তিন মাস ধরে স্ট্রাইক চলছিল। তাঁর তাঁর সেই কোম্পানীর লোকেরা আমার কাছে এলো, যতীন বাবু বললেন "ভাই একটা মিটমাট করে দাও।" তখন আমি নিজে ঐ কোম্পানীর মালিকের সঙ্গে দেখা করি এবং ঐ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা হয়। মালিক বললে যতীন বাবুর সর্তাবলীতে আমরা আলোচনা করতে রাজী নই। মাননীয় সদস্য যতীনবাবু একথা জানেন, অস্বীকার করতে পারবেন না। তিনি দশ হাজার টাকা আমার পকেটে গুঁজে দিয়েছিলেন, আমি রিফিউজ করলাম, এবং বললাম ঐ টাকা কর্মচারীদের দিন। যতীনবাবু ত এখানেই আছেন, অস্বীকার করতে পারবেন না। উনি তোমাদের মত দালাল নন্। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা, না বলে পারছি না—আমার একটি ছোট্ট ছাতার বাঁটের কারখানার ইউনিয়ন আছে, সেখানে দু-তিন মাস ধরে স্ট্রাইক চলছিল। আমি যতীন বাবুকে ডেকে পাঠাই ওদের সাহায্য করবার জন্য কিন্তু তিনি তাতে সাড়া দেননি। একজন ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট বিপদে পড়লে, সেই বিপদের সময় আর এক জন ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট-র দেখা দরকার। তাঁর বিপদের সময় আমি নিজে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তিনি আর-এস-পি কি কংগ্রেস তা বিচার করিনি। যখন আমি দেখলাম যে সেখানে শ্রমিক ও মজুরের স্বার্থ বিপন্ন, মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে, তখন সেখানে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং মালিককে বাধ্য করেছিলাম যে যতীন বাবুর প্রস্তাব মেনে নিতে হবে এবং যতীন বাবুর সঙ্গে একটা সমঝোতা করতে হবে। অবশ্য সেখানে আমি অন্যরকম ভাবে এটা নিতে পারতাম, কিন্তু আমি তা করিনি কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা আমার এই ছাতার বাঁটের ইউনিয়ন-এর কতকগুলি লোককে, কমিউনিস্ট পার্টির লোক, যারা মালিক পক্ষকে সমর্থন করে, তারা কালিঘাটের কাছে ডেকে নিয়ে গিয়ে

তাদের উপর মারপিট করে। আমরা দেখেছি এই ধরণের ঘটনা প্রায়ই ঘটতে। আমি বলবো এটা কি মালিকের দালালী করা নয়? আমি জানি এটা উনি কখনই অস্বীকার করতে পারবেন না। সেইজন্য আজকে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসের যে ট্রেড ইউনিয়ন, তার ধারা হচ্ছে মালিক বিরোধী ধারা। কিন্তু বিরোধী দলের বিশেষ করে, কমিউনিস্ট পার্টিকে বলবো—তাঁরা মালিকের গোলাম ছাড়া আর কিছুই নয়।

এরপর আমি এখানে আর একটা বিষয় বলবো সেটা হচ্ছে ট্রামওয়ে কোম্পানীর ব্যাপার। সেটা হচ্ছে কি, আগে ট্রাম কোম্পানী-তে ১১ হাজার শ্রমিক কাজ করতো সেটা আস্তে আস্তে কমে হয়ত ১১ হাজার শ্রমিক এসে দাঁড়াচ্ছে। তারা করছে কি? এই যে ইন্সপেক্টর যারা আছে তাদের বলছে তোমরা ইন্সপেক্টরের মাইনে পাবে এবং আবার যদি ওভার-টাইম কর ১২।১৪ ঘণ্টা কাজ কর কণ্ডাক্টার হিসাবে তার জন্যও টাকা পাবে। ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আপনি এখানে ডেপুটি স্পীকার, আপনার একটা ঐতিহ্য আছে, আপনাকে যদি বলে দারোয়ানী কর তাহলে কি আপনি করবেন? এই যে ট্রাম কোম্পানী ইন্সপেক্টরদের কাজ করতে বলছে ১২।১৪ ঘণ্টা ধরে এসম্বন্ধে আমি শ্রমমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি দৃষ্টি দিতে। আমি জানি আপনি দৃষ্টি দিলে কোম্পানী বাধ্য হবে আপনার কাছে মাথা হেট করতে। আমি জানি কোম্পানীর এজেন্ট টার্নবুল এই পরিকল্পনা করেছে তার নিজের কোলে ঝোল টানতে।

তারপর আর, গ্লাস ব্লোয়িং ওয়ার্কাস ইউনিয়ন বলে একটি ইউনিয়ন আছে যেটা আমার অধীনে। ওতে প্রায় ১৫০০ লোক কাজ করে। এদের কোন সার্ভিস কণ্ডিশন নাই। গ্লাস ব্লোয়িং ইউনিয়নে ১৫০০ লোক কাজ করে। এরা গড়ে ৪০।৫০ টাকা মাইনে পায় এবং এই যে এম্পুল ইন্ডাস্ট্রি এটা বাংলাদেশেই আছে, বোম্বেতে দুটি আছে কিন্তু আর কোথাও নাই। কিন্তু স্যার, এই ইন্ডাস্ট্রি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। স্যার, শিল্পে আমরা স্ট্রাইক চাই না, শান্তি চাই। কিন্তু শান্তি আনতে গেলে এদিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একটা মেশিন আসছে যেমন বিড়ি ইন্ডাষ্ট্রী-তে। মেসিন এনে বহু কর্মচারীর ছাঁটাই হয়েছিল। সর্বনাশ হয়েছিল। তেমনি আজকে গ্লাস ব্লোয়িং ইন্ডাষ্ট্রী-কেও অটোমেটিক মেশিন আসছে, তাতে এই ১৫০০ লোক বেকার হয়ে যাবে। এই মেশিন আনা বন্ধ করতে হবে। তা না হলে ১৫০০ বাঙ্গালী পরিবার বেকার হয়ে যাবে সুতরাং এদিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আর একটা জিনিষ বন্ধুদের মধ্যে কেউ বলেননি, কম্পালসরি সেভিং অব দি ওয়ার্কারস। স্যার, আজকে এদের যারা রিটায়ার করে তাঁদের রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হয়, এই গ্র্যাচুইটি প্রভিডেন্ড ফান্ড থাকা সত্বেও একটা কম্পালসরি সেভিং থাকা দরকার। এই লেবাররা যখন হপ্তা পায় তারা মদের দোকানে যায়, জুয়া খেলে, নেশা করে। তাদের পয়সা নষ্ট হয়, কাবুলি-ওয়ালার দেনা দিতেই সর্বস্বান্ত হয়। তাই এদের একটা সেভিং ডিপার্টমেণ্ট গঠন করতে হবে। কম্পালসরি সেভিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

হাউস বিল্ডিং সম্বন্ধে বিরোধী দলের বন্ধুরা বলেছেন, এই হাউস বিল্ডিং নিশ্চয়ই চান মালিকরা, কিন্তু এতে শ্রমিকদের রাইট দিতে হবে যাতে তাঁরা রাইট এগজার্ট এবং এস্টাব্লিশ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। যে কোয়ার্টার হবে তার তারা মালিক হবে যতক্ষণ তা না হচ্ছে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত কোম্পানীকে ভাল বাসতে পারে না যখনি তারা কোম্পানি নিজের বলে অনুভব করবে তখনি তারা কোম্পানীর জন্য প্রাণ দেবে। এ কয়টি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[11-50—12 noon.]

Personal Explanation

Shri Jatindra Chandra Chakravorty:

স্যার, আমার একটা পার্সোন্যাল এক্সপ্লানেসান আছে। উনি আমার নাম করেছেন ছাতাবাট কারখানা ইউনিয়নের কথা বলেছেন। আমি এই ইউনিয়নের মধ্যে নাই। উনি একটা পাল্টা ইউনিয়ন করেছেন মিসেস মৈত্রেয়ী বোসের ইউনিয়নের বিরুদ্ধে।

আমি স্যার এ সম্বন্ধে কিছু জানি না। আমার এলাকায় যে কারখানাগুলি আছে—তার পুলিশ মন্ত্রী কালীপদ মুখার্জী মহাশয়ের কাছে একটা দরখাস্ত করেছিল। আমি মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে তাদের দেখা করবার বন্দোবস্ত করেছিলাম মাত্র। মালিকের সঙ্গে তাদের ডিসপুট-এর ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।

Dr. Maitreyee Bose:

স্যার, আমার একটা ছোট্ট কথা পার্সোন্যাল এক্সপ্লানেসান-এ বলার আছে। চীফ ইন্সপেক্টর অব ফ্যাক্টরীজ বাইরে গেলে পয়েণ্ট আউট করি। আমি ন্যাচারাল ওয়েসস্টেজ এগ্রি করেছি যেটা বডি অব দি রিপোর্ট-এর মধ্যে আছে। এগ্রিমেণ্ট যেগুলি হয়েছে তার মধ্যে নাই। বডি অব দি রিপোর্ট-এ ন্যাচারাল ওয়েস্টেজ-এর মেনসান আছে। একথা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমিটি হায়ার বডি, ন্যাচারাল ওয়েস্টেজ মানে না। সেখানে রেকমেণ্ডেসান ওরকমভাবে দিলে ন্যাচারাল ওয়েসস্টেজ অন্যায় বলে মনে হয়েছে, সেজন্য বলেছি। প্রয়োজন হলে আবার বলবো।

Shri Mangru Bhagat:

माननीय स्पीकर महोदय,

आज पहले में उत्तर बंगाल के चाय बागान के बारे में बोलना चाहता हूँ जहां कि छटाई प्रथा बड़ जोरों से चालू है। हमारी पहली बात यह है कि आज यहाँ हाउस के अन्दर लेबर मिनिस्टर ट्रेड यूनियन मजदूरों और मालिकों के बीच समझौते की बात कहते है किन्तु आज देखा जाता है कि उत्तर बंगाल के चाय बगान में जो मजदूर ट्रेड यूनियन लड़ते है उनको चाय बगान के मालिक छटाई कर देते है। इसके लिए मैं दो एक चाय बगान के बारे मे बोल सकता हूँ। पहली बात यह है दो वर्ष के आगे चौदह मजदूरो की छटाई मालिक लोगो की और से कर दी गई थी। दो वर्ष के बाद लेबर कमिश्नर के यहाँ इसका केश किया गया था। दो वर्ष के बाद उस पर विचार हुआ। ट्राइब्युनल हुआ। उसने राय दी कि ९ आदमियों को काम देना होगा। लेकिन आज तक देखा गया कि उन मजदूरो को वहा पर काम नही दिया गया। हाईकोर्ट मे भी मामला किया गया कि बृटिश कम्पनी के मालिक लोग काम नही देतें है। लेकिन आज यहा हाउस के अन्दर देखा जाता है कि गणतंत्र देश के मजदूरो के लिए हमलोग कानून बनाते है और मालिक लोग उस कानून को तोड़ देते है।

गन्दम पाड़ा चाय बगान मे थोडे दिनो से दो आदमी ट्रेड यूनियन करते थे। उनके ट्रेड यूनियन करने के कारण उनकी छटाई कर दी गई। उनका केस ट्राइब्यूनल मे गया और वहां पर चला। जो लोग ट्रेड यूनियन करते थे उनके घरों को चाय बगान के मैनेजर ने तोड़वाकर आग लगा दी, उसको जला दिया। उसके साथ जो एक सौ दो सौ आदमी थे उनको कह दिया कि खाली करो यहां पर बगान किया जायगा। उस जमीन पर ट्रैक्टर मैनेजर ने चलवा दिया। आज मजदूरो के साथ ऐसा जुल्म होता है और मंत्री महोदय कहते है कि मजदूरो का ख्याल रखा जाता है।

मनसीन बगान का एक मजदूर ट्रेड यूनियन करता था। उसके उपर मालिक ने जुल्म किया उसके उपर मामला चालाया और उसको जेल दिलवा दिया। तीन महीने उसको हाजत में रखा गया। इस प्रकार उसके उपर अत्याचार किया गया। उसको काम नही दिया गया। मालिक लोग सरकार से मिलकर वर्करों पर जुल्म करते है। जो वर्कर ट्रेड यूनियन करता है उसके साथ गण्डगोल किया जाता है उसे मारा पीटा जाता है। उसके उपर गुण्डा रखे जाते है और हमला किया जाता है। इसी प्रकार आज उत्तर बंगाल के चाय बगानों के मालिक अत्याचार कर रहे है।

उत्तर बंगाल के डाइना चाय बगान में लेबर मिनिस्टर प्रति वर्ष दो बार करके जाते है। किन्तु वहां पर चाय बगान के ट्रेड यूनियन के लोगों की छटाई हो गई। लेबर कमिश्नर को ट्राइब्युनल मे देने को कहा गया किन्तु आज दो वर्ष हो गये अभी तैक कुछ भी नही हुआ। उस पर विचार होगा या नही होगा, कुछ पता नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उत्तर बंगाल के अगर चाय बगान के मालिको-बृटिश कम्पनीवालों की और से जो अत्याचार हो रहा है उसे कांग्रेसी सरकार के लेबर मिनिस्टर कोई अच्छा सा कानून बनाकर खतम करें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जिस पर लेबर मिनिस्टर को बेशी ध्यान देना चाहिए। जो मजदूर वैसाख के महीने में बगान में काम करते है उनको टीफन की छुट्टी नही दी जाती है। कहीं कही आध-आध घंटा छुट्टी देने का आर्डर है। फिर भी वहां पर छुट्टी नहीं होती है। मजदूर पानी नही पी सकते हैं। उनको सारा दिन काम करना पडता है। इतना ही नही माँ, बहने जो वहा काम करती हैं उनको भी छुट्टी नहीं दी जाती है। इसलिए वे अपने बच्चों को दूध भी नही पिला सकती हैं। अगर वे चाय बगान के बाहर रास्ते पर जाकर बच्चों को दूध पिलाती हैं तो चाय बगान के मैनेजर उनको काम से बरखास्त करके घर भेज देते है। दूसरी एक और बात है कि चाय बगान के अन्दर हजारो मां-बहनें काम करती हैं वहाँ पर खाती हैं। मगर उनके लिए मेटरनिटी बिनिफिट का भी बन्दोबस्त नही है। काम करते हुए उन मां-बहनों को तीस बत्तीस बच्चे पैदा होते हैं फिर भी उनके लिए कुछ भी बन्दोवस्त अभी तक नहीं हुआ है।

यहाँ आकर हमलोग हाउस के अन्दर सुनते है कि वहाँ पर मजदूरो के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। उनके लिए यह हो रहा है, वह हो रहा है, न जाने क्या-क्या हो रहा है। लेकिन यहा मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर बंगाल के चाय बगान अंचल में लेबर मिनिस्टर साल में दो दफा जाते हैं उत्तर बंगालके प्रत्येक थाने के अन्दर डाक बंगला बना हुआ है। किन्तु वे उसमें नही ठहरते हैं। वे मालिकों के घर में ठहरते है। इससे मजदूर उनके पास तक नही पहुच पाते हैं। इसलिए लेबर मिनिस्टर से मेरा अनुरोध ह कि वे डाक बगले में रहा करे ताकि मजदूर अपनी तकलीफों को उनको सुना सकें।

[12—12-10 p m.]

Shri Sitaram Gupta:

मिस्टर स्पीकर सर,

मैं इस लेबर ग्राण्ट के विरुद्ध हूँ। इमी स लेबर मिनिस्टर द्वारा जो ९०,३७,००० रु० के अनुदान की माग की गई है उसका मैं खिलाफत करता हूँ। मैंने अपने कटमोशन मे एक सौ रुपये को कम करने के लिए कहा हूँ लेकिन अब मैं कहूंगा कि इस अनुदान के पूरे के पूरे रुपये को रिफ्यूज कर दिया जाय। मैं यह इसलिए कहता हू कि लेबर डिपार्टमेन्ट लेबरों के किसी भी स्वार्थ को पूरा नही कर पाता है। माननीय मत्री महोदय ने जो भी भाषण दिया उसमे कोई भी ऐसी बात नही थी, जिससे लेबरो के स्वार्थ की सिद्धी हो सके। एक कांग्रेसी मेम्बर के मुख से भी ऐसी ही बाते निकली। स्पीकर महोदय! इसको आप भी सुने होगे। अभी हमारे नैपाल्र बाबू ने कहा कि विरोधी पार्टी पहले मेला परिस्कार करती थी, लेकिन अब वह नही करती है। लेकिन वे स्वयं भी उब चुके है।

इस ग्रान्ट को मिस्लेनियस डिपार्टमेन्ट का नाम देकर लेबर मिनिस्टर के हाथ में रखा गया ह। मै कहूँगा क इससे लेबर मिनिस्टर का नाम हटाकर उसकी जगह पर मिस्लेनियस मार्का मत्री रखा जाय। उन्होने जो किताब दिया है. उसमें देखा गया है कि चटकल मजदूरो के वेतन मे वृद्धि हुई है। लेकिन मैं यहां पर कुछ आकड़ा दूंगा, १९४९ से १९५५ तक का उससे सब स्पष्ट हो जायगा। १९४९ में जो ट्राइब्यूनल एवार्ड हुआ था, उससे मजदूरों का मोटा-मोटी वेतन बढ़ा।

उसमें २३,५१,८६ ४०३ रुपया हुआ था। १९५१ में वह ४ १।२ करोड़ बढ गया। उसके बाद १९५५ में कुछ और बढ़ गया। मोटा-मोटी वेज लिस्ट बढा २३ करोड़ के उपर। १९५६ माल मे वेज लिस्ट कम्पनी का देखा गया टोटल वेज मजदूरो को मिला २२, ६३, २१, ७५९ रुपया। तो १९४९ और १९५९ माल मे २३ करोड़ से २२ करोड़ उतर गया। इस आकड़े से मजदूर मत्री की तसवीर साफ हो जाता है कि इस देश में मजदूरो की कितनी तरक्की हो रही है। इसमे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है।

इसके सिवाय चटकल स्टैण्डिग आर्डर के क्लाज १४ सी० ५, ७, ८ के अनुसार मिल मालिको को पूरा-पूरा अधिकार दे दिया गया मजदूरो को छटाई करने के लिए। वे मजदूरो से जबरदस्ती रेजीगनेशन ले लेते। उनको सुपरनुवेशन करते है। और इस डिपार्टमेन्ट मे उस डिपार्टमेन्ट मे गड़बड़ करके बदली करते है। काकीनाडा जूट मिल Jardine Henderson & Co. के आफिससे ३०-१२-५९ को मैनजर के नाम से एक काफिडेन्सियल लेटर भेजा गया।

इस लेटर से उनके छटाई के मनसूबे साफ मालूम पड़ जाते हैं। इसके बारे में इसी सदन में कई बा लेवर मिनिस्टर से मै बोल चुका हूँ।

बैरकपुर इम्पलायमेन्ट एक्सचेंज आफिस में नाम लिखाने के बाद पांच साल के बाद भी इन्टरव्यू नहीं मिलता है। लेकिन एक सप्ताह में ही नाम लिखाने पर २५ रु० से १०० रु० तक घूस देने पर इन्टरव्यू फौरन मिल जाता है। वहां पर बिना घूस के किसी भी प्रकार का इन्टरव्यू नहीं मिलता है। इसलिए इस डिपार्टमेन्ट में जो करपशन बढ़ा हुआ है उसे बन्द करना चाहिए।

इसके सिवाय काकीनाडा में एक जूट मिल है. जिसका नाम नफरचन्द जूट मिल है। इस चटकल के मालिकों में एक मालिक हमारे यहां के डिप्टी मिनिस्टर है. जो कांग्रेस असेम्बली पार्टी के चीफ है। श्री जगन्नाथ कोले है। इनके मिल में १२ सौ आदमी काम करते है। उनमें सात सौ मजदूर परमानेन्ट हैं। बाकी अभी तक टेम्परेरी हैं, जो उस मिल में बहुत दिनों से काम करते आ रहे हैं। कानून के अनुसार २४० दिन काम करने पर मजदूरों को प्राभिडेण्ट फण्ड मिलना चाहिए। लेकिन दुख है कि कांग्रेसी मिल में ऐसा नही किया जाता है। मजदूरों के प्राभिडेण्ट फण्ड के पैसे को हजम कर लिया जाता है। वर्करों की बदली कर दी जाती है। लेकिन बदली के वर्करों को बहुत दिनों तक काम करने पर भी पक्का नही किया जाता है। अभी वहां पर जनवरी महीने मे हडताल हो चुका है। वह हडताल दो हफ्ते तक चालू था। इसके सिवाय कारखाने के बड़े मालिक होने की वजह से वहा पर फैक्टरी ऐक्ट लागू नही होता। दस बजे के बाद पंद्रह मिनट एक घंटा मशीन चालू रखा जाता है और मजदूरों को काम करना पडता है। इसके लिए मजदूरों को ओभरटाइम भी नही दिया जाता है। ओभरटाइम का पैसा हजम कर लिया जाता है। यहां पर इसी प्रकार की धाधली चल रही है। इस प्रकार के मंत्री अपने कारखाने में फैक्टरी ऐक्ट भी नही लागू होने देते, तो वही सरकार दूसरे कारखाने की गलती को क्या पकड़ सकती है। इसके सिवाय वहाँ पर मजदूरों पर मार-पीट भी की जाती है। उस कारखाने के मालिक जगन्नाथ बाबू है। उसमे उनका हिस्सा जरूर है। मैं कहूंगा कि वे मेरे साथ चले। अपने मजदूरों के बीच खड़े होकर मजदूरों से पूछे कि उनको क्या-क्या मिलता है? और उनको क्या तकलीफें है?

Shri Jagannath Kolay: I am not a Malik, neither director nor malik, nothing of the kind.

Shri Sitaram Gupta:

इसके सिवाय एक बात और कहूँगा कि बैरकपुर मे जो असिस्टेण्ट लेवर कमिश्नर का दफ्तर है.उसमे मजदूरो को कोई फायदा नही होता है।

Shri Bhadra Bahadur Hamal:

माननीय स्पीकर महोदय

मैंने लेवर और हफ्ता वहार मंत्री श्री सत्तार साहब के दस पेज का भाषण बडे ध्यान से सुना है। उनका भाषण सच्चाई को ढकने का एक कौशल मात्र है। सत्तार साहब ने जो किताब यहां पर बांटी है उसमे खास करके दार्जलिंग के चाय बगानो के मजदूरो के मिनिमम वेजेज का कोई हवाला नही दिया गया है। पोषक थर्बु, घैमावारी कैयड़, टिम्टा भैली, ओक्स मीडर, रमबुक. पुमुम्वंग, धोमे कलेज और मेलीगाम रूङ वैगरह बगानो मे वहा के मालिक लोग मिनिमम वेजज को बड़े जोरों से काट रहे है। मिनिमम वेजेज को खतम कर रहे है। मालिक और प्लान्टर्स लोग बेइमानी करके मिनिमम् वेजेज को हड़प कर ले रहे हैं। प्लान्टर्स लोग ठीका बढ़ा करके और डमेरेज प्रथा चालू करके सब कुछ मजदूरों का हजम करते जा रहे है। लेवर डिपार्टमेन्ट का ध्यान बारम्बार इस तरफ दिलाया गया। दार्जिलिंग जिला चिया कमान मजदूर यूनियन की तरफ से लेवर डिपार्टमेन्ट को बहुतबार लिखा गया मगर न जाने क्यों यह डिपार्टमेन्ट अभी तक खामोस है। मिस्टर स्पीकर सर, मै आपके मार्फत सत्तार साहब से पूछना चाहता हूं कि प्लान्टर्स लोग मिनिमम वेजेज का जो श्राद्ध कर रहे है, उसके लिए क्या आपके पास कोई कानून है? जिससे प्लान्टर्स लोग इसको हजम न कर सकें। अगर आप इस तरफ कोई कदम नहीं उठायेंगे तो बाध्य होकर मजदूरों को आन्दोलन की तरफ जाना पड़ेगा।

होल राइटर्सविल्डिंग में बैठकर लेवर डिपार्टमन्ट tripartite के एग्रीमेन्ट को लागू नहीं होने देता है ट्रीपाइट के संबंध मे मै कुछ बातें कहना चाहता हूं। ये दार्जिलिंग में बहुत होता है। दार्जिलिंग के असिस्टेण्ट

लेवर कमिमश्नर के दफ्तर में जो एग्रीमेन्ट हुआ। भुण्डा टी गार्डेन के सात फेमिली की नौकरी चली गई मिनिमम वेजज के मुताविक उसमें भुण्डा टी स्टेट के मैनेजमेन्ट, यूनियन और लेवर कमिश्नर ने एकमत से एग्रीमेन्ट किया कि इसको ट्राइव्यूनल में भेजा जायगा लेवर कमिश्नर इसकी सिफारिस करके ट्राइव्यूनल में देनें को भेजा मगर राइटर्सविल्डिगं का लेवर डिपार्टमेन्ट आजतक उसको काम में नही लगाया। लेवर डिपार्टमेन्ट के ज्वाइन्ट सिक्रटरी एस० के० बनर्जी ने उसको ट्राइव्यूनल में न देकर जवरदस्ती करके रख दिया है। ऐसे करीब पचासों एग्रीमेन्ट है जिसको लेवर डिपार्टमन्ट दवा कर बैठ गया है। क्योंकि चन्दा तो प्लान्टर्स लोग देते हैं। उनका काम नहीं होगा तो किसका काम होगा? मालिक लोगों की दलाली लेवर डिपार्टमेन्ट नही करेगा तो किसका करेगा? लेवर डिपार्टमन्ट प्लान्टर्स का हमदर्द है। जिस एग्रीमन्ट को मैनजमेन्ट, यूनियन और लेवर कमिश्नर एक मत होकर ट्राइव्यूनल में देने के लिए भेजा उसे राइटर्सविल्डिग का ज्वाइन्ट सिक्रेटरी एम० के० बनर्जी चाप कर रख दिया। ट्रीपाइट एग्रीमेन्ट को लेवर डिपार्टमेन्ट नही मानता। यह तो मजदूरों का भला न करके मालिक लोगों की दलाली करता है।

हफ्ता वहार तो उत्तर बंगाल के लिए कलंक है। उसको आज भी उत्तर बंगाल मे चलने दिया जा रहा है। मुख्य मंत्री डाक्टर विधान चन्द्र राय के मंत्री मण्डल का लेवर डिपार्टमेन्ट हफ्ता वहार के कलक को अपने माथे पर लगा रहा है। पार्लियामेन्ट मे माननीय सत्येन मजुमदार के प्रश्न के उत्तर मे कहा गया कि हफ्ता वहार नही चलने दिया जायगा। गतवर्ष सत्येन मजूमदार के हफ्ता वहार विरोधी विल के आलोचना के समय सत्तार साहव ने कहा था कि हफ्ता वहार इलीगल है। *इसको हम हटायेंगे। मगर अभी तक* इसके बारे मे आपने क्या किया? इस हफ्ता वहार के कलक के टीके को अपने माथे पर क्यो लगा रहे हैं? इस कलक के टीके को अपने माथे से हटाइए। यह संविधान के आर्टिकल १९ का श्राद्ध करने वाला है।

दूसरी बात मै प्राभिडेण्ट फण्ड के बारे मे कहना चाहता हू। प्राभिडेण्टफण्ड का हिसाव दो-दो वर्ष में भी नही सुनाया जाता है। सारे उत्तर बगाल मे प्राभिडण्टफण्ड के हिसाव को कोई नही दिखाता। बार-बार मजदूरो ने हिसाब बताने की माग की पर हिसाव नही सुनाया जा रहा है. जिसकी शादी हो गई या जो मर गया या जो गार्डेन छोडकर चला गया या जिसका काम चला गया, उसको प्राभिडेण्ट फण्ड का पैसा पावना है मगर उसको नही मिल रहा है। लोगो के डेढ़-डेढ़ वर्ष के प्राभिडण्ट फण्ड का हिसाव बाकी है लेकिन नही मिल रहा है। फैक्टरी इन्स्पेक्टर भी इसके बारे मे कुछ नही करते। चाय बगान मे प्राभिडेण्ट फण्ड का श्राद्ध हो गया है। प्लान्टेशन लेवर ऐक्ट के तमाम धारा अभी तक वहा पर चालू नही किए गए हैं। जो धारा चालू भी है, वह काम मे नही लाया जा रहा है।

अभी तक वर्करो के लिए एकभी नये मकान नही बने है। मकान के लिए सर्गा तो है ही साथ साथ दवा-पानी का भी कोई बन्दोवस्त नही हुआ है। उत्तर बगाल मे प्राय घर घर मे टी० वी० है। काग्रेस के १३ वर्ष के कल्याण राष्ट्र मे टी० वी० घर घर मे हो रही है। सारे उत्तर बगाल मे आज ट्युवरकलोसिस हो रहा है। धैयावारी, ग्लीथुर्गगलथर्व ओ कार्ड टी इत्यादि बगान मे पानी का कोई भी इन्तजाम नही है। दवा का भी कोई बन्दोवस्त नही है। मकान तो पहलेसे ही बनाना छोड़ दिया है। चाय बगान के मजदूरो के लिए मिनिमम वेजज भी पूरा लागू नही हो सका है। मिनिमम वेजज को लिखा जाना है।

मेटरनिटी विनीफिट भी देने के लिए बहाना बनाया जा रहा है। पहले पाच रुपया दिया जाता था लेकिन अब उसकी जगह पर सात रुपया मंजूर किया गया। मैटरनिटी वेनीफिट के उपर आलोचना के समय मैने कहा था कि प्लान्टर्स लोग देने मे काम का बहाना बनायेंगे। और मेटरनिटी वेनीफिट से वंचित रखेंगे। मैने उस वक्त कहा था कि १५० दिन काम नही किया, यह कहकर मेटरनीटी वेनिफिट नहीं देंगे। करेंगे कि १४९ दिन हुआ, १४८ दिन हुआ। इसलिए १५० की जगह पर सौ दिन का कानून बनाना होगा। तब कही चाय बगान में काम करने वाली मा बहनो को मैटरनिटी वेनिफिट मिल सकेगा और उससे तब उनका कल्याण होगा। धज्ज, मोरोङ, धोले और टिम्टामेली चाय बगान के मालिको ने चार्जशीट दिया इसके लिए कोर्ट में केस हुआ मिस्टर स्पीकर सर, आप इसको जानते है। मै तो वकील नही हूं। वह केस जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट के जज ने इसको बिल्कुल झूठा सावित किया उसके काम के लिए लिखा गया मगर मालिक कहता है कि हम इसको नही मानते। हाई कोर्ट के फैसले की परवाह नहीं करते है। मैनेजर ने चार्जशीट दिया उसे कोर्ट ने अमान्य कर दिया। अब उसे काम मिलना चाहिए

मगर मैनेजर का न्याय ही सर्वोच्च अदालत है। बगान में मालिक लोगों की ही हकूमत है। सुप्रीम कोर्ट के जज की राय को भी अमान्य कर देते है। बगान में अपना मनमाना ढंग चलाते है। इस केस को ट्राइव्युनल में देने की सिफारिश की गई मगर ज्वाइन्ट सिक्रेटरी एस० के० बनर्जी जो राइटर्स विल्डिंग में है, सब दवा कर बैठे हुए है। मालिकों की दलाली कर रहे है। मजदूरों को खाने को नहीं मिलता है। उसको काम नही मिलता है फिर यह लेवर डिपार्टमेन्ट मालिकों का कुछ भी कर नहीं सकता। ज्वाइन्ट सिक्रेटरी राइटर्स विल्डिंग में बैठकर वही से बातें करते है। आज मजदूरों को खतम करने की कोशिश कर रहे है। यही तो आज कांग्रेसी मार्का समाजवाद है जिसमें लेवर डिपार्टमेन्ट मजदूरों का गला दवा रहा है।

[12-10—12-20 p.m.]

आज इस हाउस के अन्दर सत्तार साहेब ने १० पेज का जो भाषण दिया है, उसमें चाय बगान के मजदूरें की हालत के बारे में उन्होने कुछ भी नही बतलाया है। चाय बगान में साढ़े तीन लाख मजदूर काम करते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ ध्यान नही दिया जाता है। टिस्टा मैली में मजदूरों पर क्या बीता? उस वक्त डिप्टी लेवर मिनिस्टर नर बहादुर गुरुङ्ग मजदूरोका छोडकर ट्रेजरी बेंच पर आकर बैठ गये। मजदूरों को धोखा देकर आज यहा बैठे हुए है। हाईकोर्ट मे केस किया गया। कोर्ट का फैसला भी मजदूरों के पक्ष में रहा। लेकिन काम नही मिल रहा है। राइटर्स विल्डिंग का लेवर डिपार्टमेंट खामोश होकर बैठा है।

वेज बोर्ड के मुताबिक चाय बगान के मजदूरों का मिनिमम वेजेज नही मिलता है। हपत्तावहार अभीतक उत्तर बगाल मे बराबर चालू है। लोगो को रहने के लिए न घर और न पीने के लिए पानी मिलता है। यहां तक कि जगमाया को बच्चा चाय के गाछ मे हुआ तब भी मेनेजमेन्ट ने मेटरनिटी बिनीफीट नही दिया मैनेजमेन्ट ने कहा कि अभी दिन पुरे नही हुए। कोई यूनियन या कोई कमेटी इन मालिको से कुछ कहकर ही क्या करेगी? जबकि लेवर डिपार्टमेन्ट ने अपनी पौलिसी बना रखी है, शर्मायादारों की हिफाजत करने की।

इस सदन मे महिला मेम्बर जो उधर बैठी हुई है, मै उनसे अपील करूगा कि वे मजदूर औरतों की ओर ध्यान दे। आज कांग्रेसी राज्य को १३ वर्ष हुए हो गए लेकिन औरत मर्द की समान मजदूरी की नीति अभी तक लागू नहीं हुआ जबकि औरतें मर्दों के बराबर ही मजूरी का काम कर रही है। फिर भी लेवर डिपार्टमेन्ट आंख मूद कर चुप ही बैठा है। यही है आपका कल्याण राष्ट्र? धिक्कार है आपके लेवर डिपार्टमेन्ट को, धिक्कार है आपके इस कल्याण राष्ट्र को।

Shri Jagat Bose:

माननीয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহাশয় যে তথ্যমূলক পুস্তিকা আমাদের সামনে বিলি করছেন তাতে অনেক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমবাংলার শ্রমিক ও কর্মচারীদের মজুরী নির্ধারণ ব্যাপারে সরকারের কি নীতি সে সম্বন্ধে এই তথ্য থেকে কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনে মজুরী নির্ধারণের যে রীতি স্থীরিকৃত হয়েছিল সে সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রীতি কি তা আমরা দেখতে পেলাম না। সেটা কি তাঁরা উপেক্ষা করছেন? সাত্তার সাহেব যে দলিলগুলি উপস্থিত করেছেন তার ভিতরে কয়েকটি ঘটনা দেখছি। আমরা দেখছি ১৯৫৯ সালে মজুরীর ক্ষেত্রে যতগুলি মামলা ট্রাইবুন্যালে গিয়েছিল এবং যার নিষ্পত্তিও হয়েছে তার মধ্যে ৫৫টি মামলা সফল হয়েছে এবং ৬৪টি মামলা বিফল হয়েছে, সুতরাং দেখা যাচ্ছে ট্রাইবুন্যালে মজুরীর জন্য যে মামলা প্রেরিত হয় অনেক চেষ্টার পর তার ভিতর অধিকাংশ মামলাতেই হেরে যান, সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মজুরী নির্দ্ধারণের ব্যাপারে যে শ্রম নীতি তা ট্রাইবুন্যালের রায়ের মধ্যেই খানিকটা প্রতিফলিত হয়। পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনে এই ব্যাপার যে রিকমেণ্ডেশন হয় সে সম্বন্ধে কোন উচ্চ বাচ্য এর ভেতরে নেই, কিন্তু ট্রাইবুন্যালের বিচার্য বিষয়ের ফলাফল যা হচ্ছে তা শ্রমিক কর্মচারীদের পক্ষে মোটেই লাভজনক নয়। সেদিক দিয়ে একথা মনে করবার কারণ হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিম বাংলার শ্রমিকদের মজুরী নির্ধারণের ব্যাপারটা একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে রেখে দিয়েছেন

এবং তার কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতেও শ্রম দপ্তর সচেষ্ট নন. সাত্তার সাহেব যে বই উপস্থিত করেছেন তাতে একটা জিনিস দেখছি যে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক দপ্তর সচেষ্ট হয়েছে এবং সেজন্য প্রোডাকটিভিটি কষ্ট অব লিভিং ইনডেক্স গঠন করা হবে। এ [illegible] বলা হয়েছে যে প্রোডাকটিভিটি যদি বাড়ে তাহলে দেশের উন্নতি হবে এবং বেকার সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন এসে দাঁড়াচ্ছে যে, প্রোডাকটিভিটি যে বেড়ে যাবে এবং সেই প্রোডাকটিভিটি বাড়ার ফলে যে লেবার কষ্ট কমবে তার ফলাফল মজুররা ভোগ করবে কি করবে না? এ সম্বন্ধে সরকারের শ্রম নীতি কি? প্রোডাকটিভিটি বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু তা বাড়ার সংগে সংগে মজুরীর সংগে তার কোন লিংক দেখছি না। এ সম্বন্ধে সরকারের মনোভাব কি সেটা জানতে চাই। প্রোডাকটিভিটি বাড়াবার জন্য শ্রমিকদের উপর কাজের চাপ পড়বে এবং ফলে উৎপাদন বাড়বে এবং মালিকদেরও ব্যয় সংকুলান হবে, কিন্তু এতে শ্রমিকদের কোন লাভ হবে কি না হবে সে সম্বন্ধে কোন কিছু এই দলিলের মধ্যে নেই এবং সাত্তার সাহেবের বক্তব্যের মধ্যেও নেই। সেইজন্য এবিষয়ে অবস্থাটা কি তা জানবার জন্য আমরা বিশেষ আগ্রহান্বিত; কারণ বাংলাদেশে এইটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। অন্যান্য দেশের সংগে তুলনা করলে দেখা যাবে বাংলা দেশে মহার্ঘভাতা কষ্ট অব লিভিং-এর সংগে যুক্ত নয়।

[12-20—12-30 p.m.]

সেদিক থেকে বাংলাদেশের শ্রমিকরা অন্যান্য জায়গার শ্রমিকের তুলনায় অনেক খারাপ অবস্থায় রয়েছে একথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এর প্রতিকারের জন্য শ্রম দপ্তরের সচেষ্টতা কতটুকু সে সম্বন্ধে যা কিছু উল্লেখ সাত্তার সাহেবের বক্তৃতায় এবং কোন দলিল পত্রে আমরা পেলাম না। [illegible] শ্রম দপ্তরের কার্যাবলী সম্বন্ধে মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি কয়েকটি কথা উপস্থিত করতে চাই। সাত্তার সাহেবের হিসাব মত আমরা দেখেছি ১৯৫৯ সালে ৫ হাজার ? শত ?টি মামলা লেবার ডাইরেক্টরেট নিষ্পত্তি করে দিয়েছে। এই মামলাগুলির মধ্যে শতকরা ৩২টি মামলা সেটেল্ড হয়েছে আর শতকরা ১৩টি মামলা ট্রাইব্যুন্যালের জন্য রেকমেন্ডেড হয়েছে আর বাকি ৫৫ ভাগ সম্বন্ধে সাত্তার সাহেব বললেন এগুলি ডিসপোজড অফ বা ওয়াটেড অর্থাৎ এগুলি চাপা পড়ে গেছে। প্রায় শতকরা ৫৫ ভাগ মামলার কোন ব্যবস্থা হয়নি কোন নিষ্পত্তি করা হয়নি, এই হচ্ছে লেবার ডাইরেক্টরেটের অবস্থা। শ্রমিকপক্ষ বা কর্মচারী পক্ষ যে সমস্ত বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য শ্রম দপ্তরের স্মরণাপন্ন হবে তার প্রায় শতকরা ৫৫ ভাগ মামলা নিষ্পত্তি হবে না। এই ভাবে লেবার ডাইরেক্টরেট ফাংকসান করে যা আমরা সাত্তার সাহেবের হিসাব মত দেখছি। তাছাড়া স্পীকার মহাশয়, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক মামলা ৩।৪ বছর যাবৎ পড়ে আছে, ট্রাইব্যুন্যালে রেকর্ড হচ্ছে না। আমাদের অঞ্চলের একটা কেস আপনার মাধ্যমে উপস্থিত করতে চাই। সুর এন্ড কোং-এর একটা মামলা শ্রমিকদের ছাঁটাই ব্যাপার নিয়ে ১৯৫৭ সাল থেকে পেন্ডিং আছে লেবার ডাইরেক্টরেটে। উমা চরণ দে নামে একজন শ্রমিকের মামলা আজ পর্যন্ত কোন নিষ্পত্তি হল না। আর একটা কেস রেফার করছি—ইউনিয়ন নর্থ জুট মিলের চিত্তরঞ্জন ঘোষের মামলা প্রায় ৩।৪ বছর হল লেবার ডাইরেক্টরেটে ঝুলান রয়েছে—তার কোন মীমাংসা হলনা। আমি নিজে এ সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে দেখেছি শ্রী এস, কে, বিশ্বাস বলেছেন যে আমি এটা রেফার করে দিয়েছি, তারপর রাইটার্স বিল্ডিংসে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে রেফার করা হয়নি, তিনি বললেন ভুল হয়ে গেছে। আবার গিয়েছি, পরে আবার জানলাম যে দেওয়া হয়নি। এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে যে জুটমিলস এ্যাসোসিয়েসানের লোকের সংগে দহরম-মহরম থাকায় চিত্তরঞ্জন ঘোষের কেস এখনও ট্রাইব্যুনালে রেফার্ড হচ্ছে না। এ ছাড়া হিন্দ রবার ওয়ার্কসের একটা লে অফ মামলা বিনা কারণে অন্যায়ভাবে শ্রমিকদের ৩ টার সময় ছুটি দিয়ে দেওয়া দিনের পর দিন সেই মামলা উত্থাপন করা হয়েছে। আজ ২ বছর পরে সে সম্বন্ধে লেবার ডিপার্টমেন্টে খোঁজ করতে গেলে জানতে পারি যে ট্রাইব্যুনালে রেফার্ড হয়ে গেছে, তারপর ৩।৪ মাস পরে আমরা জানতে পারি লিগ্যাল ওপিনিয়ানের জন্য ফিরে এসেছে, আবার ৩।৪ মাস পরে জানতে পারি লিগ্যাল ওপিনিয়ান পাওয়া গেছে, এখন মন্ত্রী সেই কলকাতা ছেড়ে, কাজে হাত দিতে পারছি না, তারপর জয়েণ্ট সেক্রেটারী উপস্থিত নেই, এইভাবে কত বছর

কেটে গেল, এ পর্যন্ত তার সুরাহা হলনা। রাইটার্স বিল্ডিং-এ খবর নিয়ে জানা যায় যে ফাইল নেই। ক্যালকাটা সাউথ লেবার অফিসার এই কেস দেখছেন। হিন্দ রবারের কেসটা এখন কোন্ অবস্থায় রয়েছে সেটা আমরা সাত্তার সাহেবের কাছ থেকে জানতে চাই। কি রহস্যজনক কারণ এর পিছনে রয়েছে যার জন্য ২ বছরের উপর হল এই মামলার কিছু হচ্ছে না। তারপর, ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টর সম্বন্ধে আমরা দেখছি—সাত্তার সাহেবের হিসাব মত প্রায় ৪ হাজারের মত পশ্চিমবাংলায় ফ্যাক্টরি রয়েছে, ৬ লক্ষ ৬৬ হাজারের মত ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার্স রয়েছে, ১৪ জন ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টর ৪ হাজার ৬ শত ৪১ বার বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে ভিজিট দিয়েছেন আর ১ হাজারের উপর ফ্যাক্টরিতে যেন ভিজিট দেওয়া হয়নি। এদের অবস্থা কি তার কোন উল্লেখ আমরা দেখতে পাই না। আমরা ইতিপূর্বে এ্যাসেম্বলীতে অভিযোগ করেছি যে শ্রমিক এবং কর্মচারীদের ৮ গুণ বেশী খাটান হয় অথচ ফ্যাক্টরি আইনমত মজুরি দেওয়া হয় না। রবার কলগুলিতে এই সমস্ত ইন্সপেক্টর পরিদর্শন করেন কিনা এবং করলে সেইসব জায়গায় কিভাবে করেন এবং এই জিনিষগুলি ডিটেক্ট করবার কোন কায়দা আছে কিনা এবং ওয়েজ চার্ট দেখা হয় কি না এবং দেখা হলে সেই ওয়েজ বিল প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন সুরাহা করা হয়না কেন? এইভাবে ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টররা শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন না। এই সব কারণে লেবার বাজেট কোন রকমে সমর্থন যোগ্য নয়।

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, দীর্ঘ বক্তৃতার শেষে আমি সামান্য ২।১টা কথা বলব এবং সাত্তার সাহেবের কাছ থেকে আপনার মাধ্যমে তার সোজাসুজি জবাব চাইব। আমি জিজ্ঞাসা করি সরকারের ওয়েজ পলিসিটা কি? আমরা ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেণ্টের মাধ্যমে বাংলা দেশের সরকারের কাছ থেকে যেটা জানতে দাবী করি সেটা হচ্ছে এই যে সরকারের ওয়েজ পলিসিটা কি? কি ভাবে ওয়েজ ফিক্সেশন হবে? বিভিন্ন ইন্ডাষ্ট্রিতে ইঞ্জিনিয়ারিং জুট বা অন্যান্য শিল্পে যে সমস্ত ওয়েজের কথা বলা আছে বা ওয়েজ বোর্ডের কথা বলা আছে কিংবা আলাদা আলাদা ট্রাইবুন্যাল ইত্যাদি যা হচ্ছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারের নীতি কি- কি ভাবে সেখানে ওয়েজ স্থিরীকৃত হবে এই প্রশ্নের জবাব গত তিন বছর যাবৎ সরকারের কাছ থেকে আমরা চাচ্ছি। কিন্তু সরকার সে প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছেন এবং এড়িয়ে যাচ্ছেন এই কারণে যে তারা পার্টী ছিলেন ট্রিপার্টাইট কনফারেন্সের। ট্রিপার্টাইট কনফারেন্সের রেকমেণ্ডেশনগুলিকে কার্যকরী করা সম্পর্কে ট্রেড ইউনিয়নের তরফ থেকে যে দাবী উঠেছে যেটাকে এড়িয়ে যাবার জন্য এই রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আমি সাত্তার সাহেবকে বলবো ফিফ্‌টিন্‌থ্‌ লেবার কনফারেন্সের কথা, প্রতি বছর বলা হচ্ছে, তারা বলছেন যে আগামী থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে আমরা পরিকল্পনা করবো কিন্তু তার থেকে তারা পিছিয়ে যাচ্ছেন এবং সেটা এড়ানর চেষ্টা করছেন--এ প্রশ্নের সোজাসুজি জবাব আজ আমরা চাই। তারপরে ডি এর প্রশ্ন- আমরা অনেকবার একথা বলেছি যে এসব ব্যাপারে বাংলা দেশ একটা অপূর্ব জায়গা। যে কোন শিল্প-সমৃদ্ধ দেশ বোম্বের সঙ্গে হিসেব করে দেখান এমনকি অন্যান্য ষ্টেটের হিসাবে আসুন, দেখবেন যে আমাদের এখানে ডি-এ বা ওয়েজ একটা অন্য কায়দায় নির্ধারিত হয় একথা সাত্তার সাহেবও জানেন, আমরাও জানি এবং যারা ট্রাইবুন্যাল জজ হিসাবে কাজ করেন তাদের কাছে নিশ্চয়ই এমন ভাবে পলিসি ডাইরেক্ট করা হয যার ফলে ওয়েজ নর্ম সর্বাপেক্ষা কম। এর কোন যুক্তি আছে? আজকে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কাররা বাংলা দেশের গৌরবের বস্তু, এদের প্রডাকশন, প্রডাকটিভিটি অনেক বেশী অন্যান্য ষ্টেটের তুলনায়, অথচ সেই ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কাররা কেবল বোম্বের থেকে কেন, প্রায় অনেক ষ্টেটের থেকে অর্ধেকের মত কম মাইনা পায়। এই ডি এ বোম্বেতে সেণ্ট পারসেণ্ট নিউট্রালাইজেশন হয় আর আমাদের এখানে তার কাছাকাছি পর্যন্তও যাওয়ার কল্পনা করা যায় না। এই সমস্ত পলিসি ডাইরেক্ট করেন কে তা আমরা জানি- বাংলা দেশের ইন্ডাষ্ট্রির উপর যাদের গ্রিপ আছে তারা এবং তারা হচ্ছেন বিদেশের কিছু শিল্পপতি ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। এই সমস্ত শিল্পপতি একচেটিয়া মুনাফাখোর, তারা ওয়েজ নর্ম ফিক্সেশনের ব্যাপারে প্রধান পন্থাটা ডাইরেক্ট করেন সাত্তার সাহেবের মারফৎ ও ট্রাইবুনালগুলির মারফৎ তা কার্যকরী হয়।

আমাদের কাছে বলতে হবে বোম্বেতে ডি এ সেণ্ট পারসেণ্ট নিউট্রালাইজেশন হয় আর আমাদের এখানে কি কারণে তা হয় না। এ প্রশ্ন এড়িয়ে গেলে তিনি আজকের পরিস্থিতি থেকে পার পাবেন না। তার পরে প্রশ্ন হচ্ছে—একথা তিনি বারবার বলেছেন যে প্রডাকশন বেড়েছে, প্রডাকটিভিটি বেড়েছে, অন্যান্য সদস্যরাও বলেছেন যে প্রডাকশন বেড়েছে এবং কষ্ট অব লিভিং বেড়েছে বহু পরিমাণে—অথচ যখনি বিচারের মধ্যে আনা হয় তখনই ওয়েজের পরিষ্কার চরিত্রটা আমরা দেখতে পাই।

[12-30—12-40 p.m.]

সাত্তার সাহেব কি পড়ে দেখেছেন ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি—তার মধ্যে পলিসি সংক্রান্ত, ওয়েজ সংক্রান্ত অনেকগুলি কথা আছে, আমরা শুধু একথা শুনতে চাই না যে কোথায় কয়েকটা ট্রাইবুনাল করলাম কোথায় ট্রাইবুনাল করলাম না, সেটা বড় প্রশ্ন নয়। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বা অন্য জায়গায় ট্রাইবুনাল হোক, ভাল কথা। কিন্তু ট্রাইবুনালের যে বিচার্য বিষয় সে হচ্ছে—ওয়েজ ফিক্সেশন। সেই ওয়েজ ফিক্সেশন এর ক্ষেত্রে 'নেট ওয়েজ নর্ম' বলে যে কথা আছে, তা সকলেই স্বীকার করেছেন, সেই নীতি সরকার এবং অন্যান্য সকল পার্টিই স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু মালিক পক্ষ কি তা মেনে চলছেন? সেইটাই আজ বিচার করা দরকার। ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে মুভমেন্ট করে তাদের দাবী দাওয়া আদায় করতে হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং এর মতে একটা ডেভেলপিং ইন্ডাষ্ট্রীতে ট্রাইবুনালের রায় কার্যকরী করা হয় না। শুধু ট্রাইবুনাল এ দেওয়া নয়, ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেটাও দেখা দরকার। দেখা গিয়েছে একটা ট্রাইবুন্যালের রায় যখন দেড় বছর পরে পাওয়া গেল, তখন কষ্ট অব্ লিভিং বেড়ে গিয়েছে। ১৯৩৯ সালের তুলনায় এখন কষ্ট অব্ লিভিং দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৫০ পারসেন্ট অথচ ওয়েজ লেভেল তার কাছাকাছি একটা লেভেলে এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং একটা প্রগেসিভ লেবার পলিসির গান গেয়ে কি লাভ আছে। সত্যটা উদ্ঘাটন করে বলুন। পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসী রাজত্বের মূল বক্তব্য হচ্ছে ওয়েজ, সেই ওয়েজ সম্বন্ধে কি পলিসি, এটা আমরা পরিষ্কার ভাবে জানতে চাচ্ছি। সরকার ট্রাইপার্টাইট রিকমেণ্ডেশন সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। তাঁদের এই বই পড়েছি। এই বইয়ের মাধ্যমে তাঁরা কি ঠিক বলতে চেয়েছেন বোঝা গেল না। তাঁরা কোন পলিসি বার করে আনতে পারছেন না। এখানে আন্এম্প্লয়মেন্ট ফিগার দেওয়া হয়েছে এবং লেবার সম্বন্ধেও অন্যান্য অংশে বলেছেন। তাঁরা কতকগুলি প্রচার পত্রিকা ছাপাবার ব্যবস্থা করেছেন এবং অনেক জায়গায় তা বেরিয়েছে। কোড অব ডিসিপ্লিন্, সেটা তাঁরা দেখিয়েই খালাস হতে চান। ট্রাইপার্টাইট ডিসিশান, কোড সম্বন্ধেও খুব বলেছেন। কিন্তু তাদের গ্রীভান্স প্রসিডিওর সম্বন্ধে খবর নিয়েছেন। ট্রাইপার্টাইট ডিসিশন সারা পশ্চিমবাংলার ভিতর কোথায় এটা কার্যকরী করা হয়েছে জানেন? একমাত্র জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া, আর কোন ইন্ডাষ্ট্রিতে প্ল্যান্‌ড্ লেভেলে এটা করা হয়েছে, তার লিষ্টগুলি আমাদের কাছে দিন। আমি জানতে চাই কোড অব্ ডিসিপ্লিন, মালিক পক্ষ যেখানে ভংগ করেছে, তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। তার জবাব দেবেন কি? আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই ট্রেড ইউনিয়ন্ সম্বন্ধে আপনাদের কি পলিসি? ট্রাইপার্টাইট কনফারেন্সের প্রধান একটা ব্যাপার ছিল যে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে মেনে নিতে হবে। এ কথা এখানে বারবার উঠেছে এবং সত্তার সাহেবও বলেছিলেন তিনি নাকি চেষ্টা করছেন মালিকের দলের মধ্যে বোঝাতে। আজ পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় কোন্ কোন্ ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে মেনে নেওয়া হয়েছে, তা আমি জানতে চাই। যেখানে হান্ড্রেড পারসেন্ট মেনে নেবার জন্য লেবার ডাইরেক্টরেট থেকে বলা হয়েছে, সেদিকে সরকার কতদূর অগ্রসর হয়েছে? দুঃখের কথা বলতে হচ্ছে —মালিকরা যে রকম ভাবে ডাইরেক্ট করেন, ডিকটেট করেন সেই রকম ভাবে ডাইরেক্টরেটের কাজ চলেছে। আমরা বাইরের বহু কনফারেন্সে যাই -সেখানে তাঁরা প্রশ্ন করেন বাংলাদেশে লেবার মুভ্মেন্ট এত শক্তিশালী অথচ সেখানে ডি, এ-র পরিমান এত কম কেন? একটা স্লাইডিং স্কেলে কষ্ট অব্ লিভিং ইন্ডেক্সএর অনুপাতে, যেমন অন্যান্য প্রদেশে আছে, সেই রকম ব্যবস্থা এখানে করা হয় না কেন? এর জবাব উনি দিতে পারবেন কিনা জানি না। সত্তার সাহেব খুব ভাল ভাল কথা বলতে ভালবাসেন। কিন্তু শুধু কথায় কাজ হয় না। বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলি কি

ভাবে কার্যকরী করবেন, সেইটাই হচ্ছে প্রধান কথা। ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে রিকগ্নাইজ করুন, আই এন টি ইউ সি ইউনিয়নগুলিকে রিকগ্নাইজ, এ আই টি ইউ সি ইউনিয়নগুলিকে রিকগ্নাইজ করুন। সুতরাং সেক্ষেত্রে আমরা জানতে চাইছি কোন জায়গায় কত ট্রেড ইউ-নিয়ান রেকগনিশন্ করেছেন সেটা বলুন এবং সে সম্বন্ধে প্রচারপত্র এবং পুস্তিকা ছাপিয়ে পাঠান। তিনি এম্প্লয়মেন্ট পজিশন ব্যাপারে একটা বিবৃতি উপস্থিত করেছেন এবং বলেছেন ৭৩ পারসেন্ট। তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু প্রশ্ন হল, আজকে ফ্যাক্টরীর সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু এম্প্লয়মেন্ট পজিশন স্টাটিক থাকার কারণ কি? এই এম্প্লয়মেন্ট পজিশন বাড়ছে না কেন? তাই আমি জিজ্ঞাসা করি ফ্যাক্টরী প্রডাকশন বাড়ছে প্রডাক্টিভিটি বাড়ছে কিন্তু এম্প্লয়মেন্ট বাড়ছে না কেন? এম্প্লয়মেন্ট ফিগার অলমোস্ট ঠিকই আছে এর কৈফিয়ৎ দিতে হবে। অন্যায় ভাবে রিট্রেঞ্চ হয়ে যাচ্ছে, ছাঁটাই হচ্ছে—এর প্রতিকারের জন্য যে ট্রিপার্ট্রিয়েট কনফারেন্স হয়েছিল যে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল —তাকি আজকে মেনে চলেছে? এম্প্লয়মেন্ট্ পজিশন অব্ বেঙ্গল দেখুন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আজকে এর প্রতিকারের পথ কি? ১৯৫৫ সালে এম্প্লয়মেন্ট ছিল ৩৬·০৬, ১৯৫৭ সালে ৩৬·১৬ অর্থাৎ বাংলাদেশে যারা বাস করে তাদের এম্প্লয়মেন্ট ৩৬ পারসেন্ট থেকে ৪০ পারসেন্ট ভ্যারি করছে। সমস্ত জায়গায় অন্যান্য ষ্টেটের শ্রমিকরা কাজ করছে এর কারণটা কি? এবং কি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন যাতে এই প্রদেশের লোক চাকুরি পেতে পারে? এবং আপনি দেখবেন স্যার, ফ্যাক্টরি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে ৫০ পারসেন্ট জেনারালী লেখাপড়া জানা লোক বাঙালী কর্মচারী আর এডমিনিস্ট্রেটিভ্ সাইডে দেখবেন ৯·৬১, টাইপিষ্ট ক্লার্ক, আর যেখানে উন্নততর কাজ আছে তাতে ৯·৬ ৭·৫৯, ৬·০২ এই পর্যন্ত দাঁড়াবে। আরো দেখুন শিক্ষিতের সংখ্যা যেখানে এত বেশী সেখানে ব্যাংকিং এজেন্সিতে কোথায়ও বেশী লোক কাজ পাচ্ছে না আজকে বাঙালী সম্প্রদায় কোথায় চলেছে?

আমার শেষ কথা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রাইবুনাল সম্বন্ধে। তিনি বলেছেন যে ইঞ্জি-নিয়ারিং ট্রাইবুনালের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তাকে আমি এ বিষয়ে ডেপু-টেশানে গিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারি যে এতে কোন কার্যকরী ফল হচ্ছে না। এতে এমন কতক-গুলি য়্যানম্যালী আছে যা দূর না করতে পারলে কোন কাজ হবে না এমন কি সেজন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত চুরমার হয়ে যাবে। সেজন্য মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করবো যে তিনি এ বিষয়ে দৃষ্টি দিলে ভাল ফল হবে।

[12-40—12-50 p.m.]

Shri Sunil Das:

স্যার, আমি শ্রমমন্ত্রীমহাশয়ের বলবার আগে একটা ঘটনার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি এইমাত্র খবর পেলাম—শালকিয়ার হিন্দুস্থান ইলেকট্রীক ফ্যাক্টরীর তিনশো শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আরো গ্রেপ্তার করবার উপক্রম করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন তিন মাস যাবৎ সেখানে ইল্লিগাল্ লক্-আউট্ ডিক্লিয়ার করা হয়েছে? আমি জানি না এখনো সেটা লিফট্ করেছেন কিনা!

The Hon'ble Abdus Sattar:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রায় তিন ঘন্টার বেশী বিতর্ক চলছে। উভয় পক্ষের পনের জন সদস্য তাতে অংশগ্রহণ করেছেন। এখানে অনেক বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। তার প্রত্যেকটার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হবে না। যেখানে নীতিগত কথা আছে সেকথার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করবো। আর সেই সাথে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা যদি থাকে, তারও জবাব দেওয়ার চেষ্টা করবো। আমি বক্তৃতার ভেতর দিয়ে—কতকগুলো ঘটনার কথা উল্লেখ করে — নীতির কথা বলতে চাই। সেই নীতি হচ্ছে এই যে—আমরা কি চাচ্ছি? শ্রমিক দপ্তর চাচ্ছে শিল্পে শান্তি থাকুক, শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার আদায় হোক, তার সঙ্গত অধিকার স্বীকৃত হোক্। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা কাজ করছি। আমি সেখানে বলেছি—বড় বড় শিল্পের কর্মীদের কথা বলবার লোক আছে। তাদের বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার আছে, তারা এক

জায়গায় একত্রে অনেক লোক থাকে, তারা নিজেরা ব্যবসায় সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু যে সব ছোট ছোট শ্রমিক হোক্—তারা এক সঙ্গে এক জায়গায় বেশী লোক থাকে না, ছড়িয়ে থাকে। তাদের ক্যাজুয়েল লেবার বলা হয়। তাদের কথা আমি বিশেষভাবে চিন্তা করতে চাই। তাদের জন্য মিনিমাম ওয়েজ এ্যাক্ট আছে। সেই এ্যাক্ট-এ কতকগুলি তালিকাভুক্ত কর্মীরা ছিলেন, তরজন্য আমি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের মজুরী নির্দ্ধারণ করেছি, তাদের মধ্যেই আমি কতকগুলির মজুরী বৃদ্ধি করেছি। আমি জানি এখানে বসে হয়ত উভয়পক্ষের সদস্যদের তা স্বীকার করা মুস্কিল আছে। তবুও আমি আশা করেছিলাম এখানকার সেই সমস্ত সদস্য যারা এই নীতিকে মালিক ঘেঁষা নীতি বলতে চান,- তাঁরা এতখানি বলতে নিশ্চয়ই কুন্ঠাবোধ করবেন।

আই টি পি এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তা অত্যন্ত প্রচণ্ড একটা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। মনে হয় ইউরোপীয় সাম্রাজাবাদ এখনো আছে। যখন তাদের আড়াই লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘটের নোটীশ দিয়েছিল এবং সেখানেতে মালিকপক্ষের এমন চ্যালেঞ্জ ছিল যে তাঁরা বলেছিলেন আমরা এই ধর্মঘটকে মোকাবেলা করতে প্রস্তুত আছি। তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলেছিলেন আড়াই লক্ষ শ্রমিকের স্বার্থে, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক স্বার্থে—সমগ্র ভারতবর্ষের স্বার্থে আমরা তোমা দের এই মোকাবেলা করতে দেব না। আমরা এর একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই। সকলে জানেন তখন একটা মিনিমাম ওয়েজ কমিটি সেখানে বসেছিল। মালিকপক্ষ ও মিনিমাম ওয়েজেজ কমিটি উভয়ে কোন সিদ্ধান্তে তখন আসতে পারে নি, সেখানে চেয়ারম্যান এক আনা মজুরী বৃদ্ধির কথা বলেছিলেন। কিন্তু শ্রমদপ্তর মনে করেছিল এ সম্পর্কে একটা ওয়েজেজ বোর্ড গঠন সাপেক্ষে সেই মজুরী দু-আনা বৃদ্ধি করা আবশ্যক আছে। স্যার, আমি আপনার মারফৎ সদস্যদের প্রশ্ন করবো এই কি আমাদের মালিক ঘেঁষা নীতির পরিচয়? এক আনার জায়গায় আমরা দু-আনা মজুরী বৃদ্ধি করেছি এগুলি কি আমাদের মালিক ঘেঁষা নীতির পরিচয় দেয়? মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এই প্রশ্নের উপর আমি বিশেষ জোর দিতে চাচ্ছি। ওয়েজ পলিসি কি হবে আমরা এখানে বারবার বলছি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও আছে যে বৃহৎ শিল্পগুলির জন্য ওয়েজ বোর্ড স্থাপিত হওয়া উচিত, ন্যাশনাল ওয়েজ বোর্ড হওয়া উচিত। এর কারণ মিনিমাম ওয়েজেজ এর বেলায় কর্তৃপক্ষই সেখানে থাকে, সেখানে মালিক পক্ষ থাকে, সেখানে শ্রমিক পক্ষ থাকে ও নিরপেক্ষ লোকও থাকে। সেখানে সকলের পক্ষ থেকে তাদের সকল তথ্য সেখানে পরিবেশন করে এবং তারা সমস্ত বিচার বিশ্লেষণ করে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয় তা আমি মনে করি যে অনেকখানি বৈজ্ঞানিক হয় এবং সেটা সকলের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। এখানে মিনিমাম ওয়েজেজের কথা বলা হয়েছে, এখানে মিনিমাম ওয়েজেজের কি হবে আমি জানি না। অধ্যক্ষ মহোদয়, পঞ্চদশ শ্রমিক সম্মেলনে সেখানে মিনিমাম ওয়েজেজ কি হবে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল এবং একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আমি জানি, সেই প্রথম বৎসরে, আমি সেই শ্রমিক সম্মেলনে যোগদান করেছিলাম এবং আজকে এখানে দাঁড়িয়ে স্বীকার করতেই হবে যে আজকে অনেক শিল্প আছে, যে শিল্প গুলিতে যদি আমরা নিম্ন মজুরী ধার্য্য করি সেই নিয়ম অনুসারে তাহলে আমার আশংকা আছে যে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের দরজাই বন্ধ হয়ে যাবে। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের ৩০ লক্ষ যে কৃষি মজুর আছে তাদের যদি আমরা নিম্নতম মজুরী ধার্য করি তাহলে অকপটে স্বীকার করতেই হবে যে এই টাইমের মধ্যে দিয়ে তারা সেই মজুরী নির্দ্ধারিত করতে পারবে না, কৃষকের যে অবস্থা তাতে এই মজুরী দিতে পারবে কিনা। আজকে পাব্লিক ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রেও মজুরী বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখানে এটা নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছি এবং সেই গাই-ডেন্স অনুসারেই কাজ করছি। সরকার পক্ষের যে সমস্ত মিনিমাম ওয়েজেজ কমিটি আছে, সেখানে ট্রাইব্যুনাল আছে লেবার কোর্ট আছে তাদের কাছে এইগুলি আমরা পাঠিয়ে দিই। সরকার কোন নীতিতে ওয়েজ পলিসি করতে চায় তার ইঙ্গিত এর থেকেই পাওয়া যাবে।

[12-50—1 p.m.]

আমি হয়ত পরে ভুলে যাবো সেই জন্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই একটা কারখানার ব্যাপার—ডানলপের ব্যাপার। সেই ডানলপের ব্যাপারে বলা হয়েছে কোন একজন লেবার অফিসার জুলুম করে সেখানে চাকরী পেয়েছে।

আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি যে সেখানে একজন লোকের পদচ্যুতির একটা কেস্ গিয়েছিল এবং সেখানকার জজ্ তার বিরুদ্ধে রায় দেয় অর্থাৎ পদচ্যুতিকেই সমর্থন করেছিলেন। এই কেস্ হাই কোর্ট পর্যন্ত গিয়েছিল কিন্তু হাই কোর্টও এই জজের রায়কে বহাল রেখেছেন। আমি মনে করি আমাদের জজদের আচরণ সমস্ত সন্দেহের অতীত হওয়া উচিত। সেইজন্য এই সংবাদ আমার কাছে আসবার পর আমি জানতে চেয়েছিলাম একথা সত্য কিনা। জজের ছেলেকে সেখানে চাকরী দেওয়া হয়েছে সেকথা সত্য কিন্তু তারপর আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে সেই ছেলে চাকরী পরিত্যাগ করেছে। যদি না করে থাকে তাহলে আমি দায়ী করতে চাই ম্যানেজ-মেন্টকে। একদিন শ্রমিক সংগ্রাম বলে এক কাগজের সম্পাদকীয়তে লিখেছিল আমাদের ট্রাই-বুনাল জজদের সম্বন্ধে, সেখানে এই অভিযোগ করেছিল যে ট্রাইবুনাল জজরা শ্রমিকদের পক্ষে রায় দেয়—এটা তাদের প্রতি য়্যাস্পারসান করা হয়েছে কিনা আমি জানি না, আপনারা বিবেচনা করবেন—এবং কেউ যেন এই শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকরী না পায়, আমাদেরও সেই মত। কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয়, সংবিধানে আছে, আইনে আছে ব্যক্তিগত অধিকার, সেই রাইট অনুসারে যদি কেউ চাকরী গ্রহণ করে তাহলে তাকে আমরা ঠেকাতে পারি না। তারপর, এখানে ইঞ্জি-নিয়ারিং ট্রাইবুনালের কথা উঠেছে এবং বলা হয়েছে যে রায় দেওয়া হয় তা নাকি একেবারেই মান্য করা হয় না—আমি বলব একথা ঠিক নয়। আমি স্বীকার করি যে ক্ষেত্র বিশেষে আমরা যে ইন্টারপ্রেটেশন নিয়ে থাকি তাতে মতবিরোধ থাকতে পারে, —সেসব জায়গায় ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন ডেকে তার সমাধানের চেষ্টা করা যেতে পারে। অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রসঙ্গে আমি আরেকটা কথা বলত চাই, দেশে যে আইন হয় সেই আইন চালু করার ব্যাপারে সরকার একদিকে, আর যাদের জন্য আইন তারা আর একদিকে—মাঝখানে কোনকিছু নাই—শ্রমিক কল্যাণের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন আছে—আমি এই সভার সদস্যদের প্রশ্ন করতে চাই; তাহলে কি কালেক্টিভ্ বারগেইনিং-এর কোন ভূমিকা নাই? তাদের নিজেরদের কাজের দ্বারা কি শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার কিছু নাই? বর্তমান সময়ে কিছু সংখ্যক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ট্রেড্ ইউনিয়ন লীডার কলকাতায় এসেছিলেন—তাদের কারুর কারুর সঙ্গে আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছিল, আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ওখানকার শ্রমদপ্তর মালিক শ্রমিক বিরোধে কি ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাঁরা বলেছিলেন, প্রধানতঃ কোন ভূমিকাই গ্রহণ করেন না। ইংলণ্ডে কম্পাল-সারি আরবিট্রেশনে দেওয়া ছাড়া আর সমস্ত কিছু ব্যাপার নিজেরাই করে থাকে এবং সেখানে কম্পলসরি অরবিট্রেশন ভলান্টারী হয়ে যাচ্ছে। এখানেও এই কথা উঠেছে, ট্রেড ইউনিয়ন রেকগনিশনের কথা উঠেছে, ভলানটারী আরবিট্রেশনের কথা উঠেছে—যে সমস্ত শ্রম সম্মেলন হয়েছে এবং সেখানে যে সমস্ত প্রসিডিওর হয়েছে সেই প্রসি-ডিওরগুলি আমরা জানিয়ে দিয়েছি—আমরাও চাইনে, এবং এই নীতিতে বিশ্বাস করি যে, আজকে শিল্প প্রতিষ্ঠানে য়ুনিয়নের সত্যিকারের রিপ্রেজেনটেটিভ যাদের সংখ্যাধিক্য আছে তাদের স্বীকার করা হোক। কিন্তু স্বীকৃতি দেওয়ার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে—সময় সময় দেখা যায়—এখানে একথা বলতে গেলে কোথাও উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে—আজকে অনেক ইন্-টার ইউনিয়ন রাইভ্যালরি; তৎসত্ত্বেও জায়গায় জায়গায় স্বীকৃতিদান করা হয়েছে—এবং স্বীকৃত য়ুনিয়নের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়ছে—এবং আরো বাড়ুক এটাই আমরা চাই। নীতির কথা যদি বলেন, সরকার আজকে এই নীতিই গ্রহণ করেছে যে, সমস্ত জায়গায় য়ুনিয়ন স্বীকৃতিলাভ করুক—এই সম্পর্কে প্রয়োজন হলে আইন নিশ্চয়ই হবে এবং এই ডিম্যান্ড নিশ্চয়ই মীট করতে হবে। এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল্ ডিস্পুট্স্ এ্যাক্ট-এর সংশোধনের কথা বলা হয়েছে—আমরাও এই সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি—এবং সেই সংশোধন কিভাবে তা অল ইণ্ডিয়া ষ্ট্যাণ্ডিং লেবার্ কমিটি বিবেচনা করছে। আমরাও এটা বিচার করছি, এবং আবশ্যক হলে। এটা কন্কারেন্ট সাব্জেক্ট—আবশ্যক হলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিয়ে বিধান-সভায় আনা হবে, এবং ধীরে ধীরে আমরা আনছি—এবং ইতিমধ্যেই কিছু কিছু সংশোধন করা হয়েছে—প্রয়োজন হলে নতুন নতুন বিল আসবে সংশোধনের জন্য। তারপর, এখানে বোম্বের কথা বলা হয়েছে, ডিযারনেস এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যাওয়ার্ড স্বীকার করা হয়েছে। আর অধ্যক্ষ মহোদয় এখানেও আমরা বসে নেই—আমরাও এদিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সে সম্পর্কে

এখানে দীর্ঘ বক্তৃতা করার সময় হবে না—আমি শুধু একটা কথা বলতে চাই যে, এখানে কেউ কেউ ম্যান ডে'স লস্ এর কথা বলেছেন, দেশে অশান্তি আছে কিনা তার মাপকাঠি আমি মনে করি ম্যান ডে'স লস্ যদি ২০ লক্ষের জায়গায় ৪০ লক্ষ হয়ে যায় তার দ্বারাই সারা দেশে অশান্তি আছে একথা প্রমাণ হয়না। আজকে সারা পশ্চিমবাংলার আমাদের শ্রমনীতি সার্থকতা লাভ করেছে একথা আমরা মনে করি না, তবে আমরা নিরন্তর চেষ্টায় বিশ্বাস করি। আজকে শিল্পে কি কি কারণে অশান্তি দেখা যায় তা আমাদের প্রথমেই নির্ণয় করতে হবে—এবং আমি আমার প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলেছি কি কি কারণে শিল্পে অশান্তি দেখা দেয়; সাধারণতঃ, মজুরী নিয়ে, ভাতা নিয়ে, ছুটি নিয়ে এবং অন্যান্য সুবিধা-ভোগের ব্যাপার নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়—এগুলি আমি মনে করি ইমপারসিয়াল পার্টির দ্বারা বিচার হওয়া উচিৎ, ট্রাইবুনাল হওয়া উচিৎ, এবং ট্রাইবুনাল হবে। যেখানে ওয়েজ বোর্ড হওয়া দরকার, হবে। তারপর, প্রিন্টিং প্রেস-এর কথা বলা হয়েছে। প্রিন্টিং প্রেস কর্মীদের কথা আমি আমার প্রারম্ভিক ভাষণে উল্লেখ করেছি—এবং এর কাজ আমাদের এখানে প্রায় শেষ হয়েছে - এবং আমরা সার্ভের পর মিনিমাম ওয়েজেস কমিটি করব। আমরা মনে করি দোকান কর্মচারীদের বেতন ছুটি ইত্যাদি সম্পর্কে একটা অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক—এবং সেই অনুসন্ধান আমরা করছি--এবং প্রয়োজনবোধে একটা কমিটিও করব। এখানে কন্ট্রাক্টর লেবার-এর কথা বলা হয়েছে—আমরা এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে লেখালেখি করছি—আমরাও চাই সেখানে একটা ট্রাইবুনাল-এর মতো হওয়া উচিৎ। কন্ট্রাক্টর লেবার-এর মজুরীও বিচার হওয়া উচিৎ, এবং কন্ট্রাক্টর লেবারকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপুট্স্ এ্যাক্ট-এ স্থান দেওয়া উচিৎ। আমরা কয়েকটা ক্ষেত্রে ট্রাইবুনাল-এ দিয়েছি এবং এর দ্বারাই স্বীকৃত হচ্ছে যে, অন্ততঃ-পক্ষে পশ্চিমবাংলায় শ্রমদপ্তর মনে করে যে তারা প্রিন্সিপ্যাল্ এমপ্লয়ার এ্যান্ড এমপ্লয়ার-এর মধ্যে যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। আমরা এও জানি যে, আজকে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের যাকে পারমানেন্ট নেচার-এর কাজ বলা যেতে পারে সেই সমস্ত কাজ কন্ট্রাক্টর লেবার দ্বারা করান হয়—সে জন্যই আমরা পথ খুঁজছি এটা প্রতিরোধ করার জন্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বলে শেষ করছি যে, লেবার ডিপার্টমেন্টের লিমিটেসানও জানা উচিৎ—এবং লেবার ডিপার্টমেন্ট কি করতে পারে সে সম্বন্ধে দৃষ্টি রেখে কথা বল্লে পরেই এটা অনেক সহজ হয়ে যায়। এখানে স্টাফ-এর কথা বলা হয়েছে; ইতিমধ্যেই আমরা স্টফ সংখ্যা কিছু কিছু বাড়িয়েছি--আমরা আরো বাড়াতে চাই--এবং আমি এটা দেখে খুসী হয়েছি যে, বিরোধীপক্ষের মাননীয় সদস্যরাও শ্রমদপ্তরের কর্মীদের সংখ্যা বাড়াতে চান। তার দ্বারা বোঝা যায় যে তাঁরা স্বীকার করেন যে শ্রমদপ্তর সাধারণের অর্থ অপচয় করে না। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই যে, একটা ৫ বছরের শিশুর যদি স্বাভাবিক বিকাশ না থাকে, গ্রোথ না থাকে, তার যদি স্টান্টেড গ্রোথ হয়ে থাকে তাহলে তাকে কোন অস্বাভাবিক উপায়ে দশ বৎসরের গ্রোথ দিয়ে দেওয়া যায় না। আমি এই বলে শেষ করছি যে, ছাঁটাই প্রস্তাবের মাধ্যমে যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে—কোন একটা নির্দিষ্ট কারখানার কোন নির্দিষ্ট ব্যাপার নিয়ে আমাদের কাছে এলে আমি সর্বদাই প্রস্তুত আছি সেই সমস্যা সমাধান করতে।

[-1-13 p.m.]

চিত্তরঞ্জন ঘোষের পদচ্যুতির কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে তিনি নাকি ট্রাইবুনাল পাচ্ছেন না। এটা আমি খোঁজ করে দেখব। চার বছরের ছাঁটাই প্রস্তাব যদি দেখেন, বক্তৃতা যদি পড়েন এবং প্রশ্ন যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে একই কথা বারেবারে বলা হয়েছে। এখানে মিনিমাম ওয়েজ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। সদস্যরা অত্যন্ত জোর গলায় বলেছেন যে মিনিমাম ওয়েজ চালু করতে পারছেন না। আমি ততখানি গলার সুর চড়াতে চাই না কিন্তু আমি তাঁদের সংগে বলতে চাই যে মিনিমাম ওয়েজেস য়্যাক্ট আমরা সব জায়গায় চালু করতে চাই এবং করছি। দার্জিলিং জেলার সমস্ত চা বাগানে এটা চালু হয়েছে, কিন্তু যে ৪টি বাগানে চালু করা হয়নি আইন অনুসারে সেখানে অভিযোগ আনা হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস

করি যে এটা এনফোর্স হওয়া দরকার। এই কথা বলে আমি সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি এবং আমার বাজেট সমর্থন করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

Shri Panchanan Bhattacharjee:

অন এ পয়েন্ট অফ প্রিভিলেজ, স্যার, ওখানে প্রেস গ্যালারিতে ২ জন লোক বসেছিলেন, একজন এখনি বেরিয়ে গেলেন এবং আর একজন এখনও বসে আছেন এঁরা কেউ জার্নালিস্ট নন, এঁরা হচ্ছেন সুপারম্যান অব দি লেবার ডাইরেক্টরেট। এঁদের একটা বুরো আছে এবং তার নাম হচ্ছে এমপ্লয়ার্স এ্যাডভাইসরি বুরো অন লেবার এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট রিলেশনসিপ। এছাড়া লেবার কমিসনার্স অফিস-এও এঁদের একটা অফিস আছে।

Mr. Speaker: That is not a point of privilege.

Division is wanted on cut motions Nos. 15, 25, 84, 99, 119 and 121. All other cut motions except those which are out of order, are put to vote.

The motion of Shri Subodh Banerjee, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Mangru Bhagat, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Pabitra Mohan Roy, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda, that the demond of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Turku Hasda, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sitaram Gupta, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharjee, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sengupta, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jyoti Basu, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Shaikh Abdulla Farooque, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Jnanendra Nath Majumdar, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gangadhar Naskar, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Shri Somnath Lahiri, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gopal Basu, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Narayan Chobey, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Benarashi Prasad Jha, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Mihirlal Chatterjee, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Syamaprasanna Bhattacharjee, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shrimati Manikuntala Sen, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mondal, Sj. Baidya Nath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mukherjee, Sj. Ramlochan
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr Radha Krishna
Pal, Sj. Rasbehari
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokya Nath
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneshwar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen Sj. Santigopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durga Pada

Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—49

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanth Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Janab
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Jha, Sj. Benarashi Prasad
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Ledu
Majhi, Sj. Gobinda Charan
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath

Mukhopadhyay, Sj. Samar
Naskar, Sj. Gangadhar
Prasad, Sj. Ramashankar
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Sen, Sj. Deben
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sen Gupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 49 and the Noes 103, the motion was lost.

The motion of Shri Jagat Bose, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Schedule Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—102

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanailal
Dhara, Sj. Hansadhwaj

Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Sj, Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati Charan
Hoare, Sjta. Anima
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Mirza, Janab Syed
Khan, Sjkta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Saitya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkesh
Majumder, Sj. Jagannath
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mondal, Sj. Baidya Nath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mukherjee, Sj. Ramlochan
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi

Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radha Krishna
Pal, Sj. Rasbehari
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Sarada Prosad
Prodhan, Sj. Trailokya Nath
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santigopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durga Pada
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—48

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar

Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chaterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Janab
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Jha, Sj. Benarashi Prasad
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Ledu
Majhi, Sj. Gobinda Charan
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mukherjee, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Naskar, Sj. Gangadhar
Prasad, Sj. Ramashankar
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Sen, Sj. Deben
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sen Gupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 48 and the Noes 102, the motion was lost.

The motion of Shri Jagadananda Roy, that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments-Excluding Fire Services and Welfare of Schedule Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—103

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abdul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhyay, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand
Das, Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanailal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Naibahadur
Hafijur Rahaman, Kazi

Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati Charan
Hoare, Sjta. Anima
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Mirza, Janab Syed
Khan, Sjkta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder Sj. Jagannath
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mondal, Sj. Baidya Nath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mukherjee, Sj. Ramlochan
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radha Krishna
Pal, Sj. Rasbehari
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. P.

Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokya Nath
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santigopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durga Pada
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—48

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Sunil

Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Janab
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Jha, Sj. Benarashi Prasad
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Ledu
Majhi, Sj. Gobinda Charan
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Naskar, Sj. Gangadhar
Prasad, Sj. Ramashankar
Ray, Sj. Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Sen, Sj. Deben
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sen Gupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 48 and the Noes 103, the motion was lost.

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following results:—

NOES—103

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar

Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mondal, Sj. Baidya Nath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mukherjee, Sj. Ramlochan
Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radha Krishna
Pal, Sj. Rasbehari
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokya Nath
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra

Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santigopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durga Pada
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj.Tenzing

AYES—48

Abulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Janab
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Jha, Sj. Benarashi Prasad
Lahiri, Sj. Somnath

Majhi, Sj. Ledu
Majhi, Sj. Gobinda Charan
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Styendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Naskar, Sj. Gangadhar
Prasad, Sj. Ramashankar
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Sen, Sj. Deben
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sen Gupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 48 and the Noes 103, the motion was lost.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put a division taken with the following result:—

NOES—102

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan
Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj. Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Sj. Mahatab Chand

Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanailal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiron Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Ghatak, Sj. Shib Das
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Halder, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati Charan
Hoare, Sjta. Anima
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Mirza, Janab Syed
Khan, Sjta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal. Sj. Umesh Chandra
Misra. Sj Sowrindra Mohan
Mondal, Sj. Baidya Nath
Mondal, Sj. Bhikari

Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mukherjee, Sj. Ramlochan
Mukhopadhyay, Sj. Aananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radha Krishna
Pal, Sj. Rasbehari
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokya Nath
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santigopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durga Pada
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—48

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat

Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Janab
Gupta, Sj. Sitaram
Halder, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahadur
Jha, Sj. Benarashi Prosad
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Ledu
Majhi, Sj. Gobinda Charan
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mukherji, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Naskar, Sj. Gangadhar
Prasad, Sj. Ramashankar
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Sen, Sj. Deben
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sen Gupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 48 and the Noes 102, the motion was lost.

The motion of Shri Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 50,37,000 for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes annd Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result:—

NOES—102

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Bandyopadhyay, Sj. Khagendra Nath
Bandyopadhyay, Sj. Smarajit
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Sj. Abani Kumar
Basu, Sj. Satindra Nath
Bhattacharjee, Sj. Shyamapada
Bhattacharyya, Sj. Syamadas
Biswas, Sj. Manindra Bhusan

Blanche, Sj. C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Sj. Debendra Nath
Chakravarty, Sj. Bhabataran
Chatterjee, Sj. Binoy Kumar
Chattopadhya, Sj, Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Sj. Bijoylal
Das, Sj. Kanailal
Das, Sj. Khagendra Nath
Das, Mahatab Chand
Das, Sj. Radha Nath
Das, Sj. Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Sj. Haridas
Dey, Sj. Kanailal
Dhara, Sj. Hansadhwaj
Digar, Sj. Kiran Chandra
Digpati, Sj. Panchanan
Dolui, Sj. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Sjta. Sudharani
Ghosh, Sj. Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Sj. Nikunja Behari
Gurung, Sj. Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Sj. Mahananda
Hasda, Sj. Lakshan Chandra
Hazra, Sj. Parbati Charan
Hoare, Sjta. Anima
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Mirza, Janab Syed
Khan, Sjkta. Anjali
Khan, Sj. Gurupada
Kolay, Sj. Jagannath
Mahanty, Sj. Charu Chandra
Mahata, Sj. Surendra Nath
Mahato, Sj. Bhim Chandra
Mahato, Sj. Sagar Chandra
Mahato, Sj. Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Sj. Subodh Chandra
Majhi, Sj. Budhan
Majhi, Sj. Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Sj. Byomkes
Majumder, Sj. Jagannath
Mandal, Sj. Sudhir
Mandal, Sj. Umesh Chandra
Misra, Sj. Sowrindra Mohan
Mondal, Sj. Baidya Nath
Mondal, Sj. Bhikari
Mondal, Sj. Rajkrishna
Mondal, Sj. Sishuram
Mukherjee, Sj. Ramlochan

Mukhopadhyay, Sj. Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Sj. Jadu Nath
Murmu, Sj. Matla
Nahar, Sj. Bijoy Singh
Naskar, Sj. Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Naskar, Sj. Khagendra Nath
Noronha, Sj. Clifford
Pal, Sj. Provakar
Pal, Dr. Radha Krishna
Pal, Sj. Rasbehari
Pemantle, Sjta. Olive
Platel, Sj. R. E.
Pramanik, Sj. Sarada Prasad
Prodhan, Sj. Trailokya Nath
Ray, Sj. Arabinda
Ray, Sj. Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Sj. Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Sj. Satish Chandra
Saha, Sj. Biswanath
Saha, Sj. Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Sj. Nakul Chandra
Sarkar, Sj. Lakshman Chandra
Sen, Sj. Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Sj. Santigopal
Singha Deo, Sj. Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Sj. Durga Pada
Tarkatirtha, Sj. Bimalananda
Tudu, Sjta. Tusar
Wangdi, Sj. Tenzing

AYES—48

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Sj. Dhirendra Nath
Banerjee, Sj. Subodh
Basu, Sj. Amarendra Nath
Basu, Sj. Chitto
Basu, Sj. Gopal
Basu, Sj. Hemanta Kumar
Basu, Sj. Jyoti
Bera, Sj. Sasabindu
Bhagat, Sj. Mangru
Bhattacharjee, Sj. Panchanan
Bhattacharjee, Sj. Shyama Prasanna
Bose, Sj. Jagat
Chakravorty, Sj. Jatindra Chandra
Chatterjee, Sj. Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar

Chatterjee, Sj. Mihirlal
Chobey, Sj. Narayan
Das, Sj. Sunil
Dey, Sj. Tarapada
Dhar, Sj. Dhirendra Nath
Dhibar, Sj. Pramatha Nath
Ganguli, Sj. Ajit Kumar
Ghosal, Sj. Hemanta Kumar
Ghosh, Sj. Ganesh
Ghosh, Sjta. Labanya Prova
Golam Yazdani, Janab
Gupta, Sj. Sitaram
Hald r, Sj. Renupada
Hamal, Sj. Bhadra Bahaduur
Jha, Sj. Benarashi Presad
Lahiri, Sj. Somnath
Majhi, Sj. Leltu
Majhi, Sj. Gobinda Charan
Mandal, Sj. Bijoy Bhusan
Mazumdar, Sj. Satyendra Narayan
Mitra, Sj. Haridas
Mukherjee, Sj. Bankim
Mukhopadhyay, Sj. Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Sj. Samar
Naskar, Sj. Gangadhar
Prasad, Sj. Ramashankar
Roy, Dr. Pobitra Mohan
Roy, Sj. Provash Chandra
Sen, Sj. Deben
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sen Gupta, Sj. Niranjan
Tah, Sj. Dasarathi

The Ayes being 18 and the Noes 102, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Abdus Sattar that a sum of Rs. 50,37,000 be granted for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47-Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes", was then put and agreed to.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 9 a.m on Monday, the 21st March, 1960 There will be both morning and afternoon sessions on that date.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 1-13 p.m. till 9 a.m. on Monday, the 21st March, 1960, at the Assembly House, Calcutta

Vol. XXV—No. 2

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-fifth Session

(February-April, 1960)

(From 7th March to 25th March, 1960)

Part 12

(21st March, 1960)

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

Price—Indian, Rs. 2. 64 nP. ; English, 3s. 6d.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Monday the 21st March, 1960, at 9 a.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble BANKIM CHANDRA KAR) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 199 Members.

[9—9-10 a.m.]

GOVERNMENT BUSINESS

Financial

Budget of the Government of West Bengal for 1960—61

Mr. Speaker : I desire that both the Demands should be moved together, so that there will be enough scope for discussion. I shall put the Grants and the cut motions separately to vote.

DEMANDS FOR GRANTS

Major Head : 54—Famine.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 2,68,40,000 be granted for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine".

Major Head : 63—Extraordinary Charges in India.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 2,16,09,000 be granted for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India".

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার ইচ্ছানুসারে আমি এই দুটা গ্র্যাণ্ট সম্বন্ধে এক সঙ্গে বলবো। এই যে ফুড ডিম্যাণ্ড ২,১৬,০৯,০০০ টাকার, এটা একস্ট্রা অর্ডিনারী চার্জেস এর মধ্যে, এর তিনটা ভাগ করা হয়েছে। একটা ভাগ হচ্ছে আমাদের ফুড এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এবং তার পরিমান হচ্ছে ১ কোটী ৭১ লক্ষ টাকা। আর একটা হচ্ছে আমাদের সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট, সরবরাহ বিভাগ যাকে বলে, সেখানে আইরণ এণ্ড ষ্টীল এবং কোল ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়— তারজন্য আমাদের বাজেটে ধার্য্য হয়েছে ১১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা, আর বাকী অন্যান্য বিভাগ আমার সঙ্গে সম্পর্ক নেই—এর মোট খরচ হচ্ছে ২ কোটী ১৬ লক্ষ ৯ হাজার টাকা। ফেমিন খাতে ধরা হয়েছে

Shri Ganesh Ghosh :

আপনি বলেছেন ঐ ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক নেই, তাহলে আপনি কি করে ওটা মুভ করছেন বুঝতে পারলামনা।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen :

আমাদের কতকগুলি হেড যেমন লোনস এণ্ড এ্যাডভান্সেস—যেটা চীফ মিনিষ্টার তথা ফাইন্যান্স মিনিষ্টার এর অধীনে, তারমধ্যে আমার এগ্রিকালচারাল লোনটা ঢোকান হয়েছে, যদিও আমি ঐটা এ্যাডমিনিষ্ট্রেট করি তাহলেও আমি মুভ করতে পারি না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে বহুদিন ধরে এই প্রথাটা চলে আসছে, আমার ব্যক্তিগত মত এই হেডগুলি পরিবর্ত্তন করা উচিত। কারণ দেখা যাচ্ছে অনেক মাননীয় সদস্য ভাল করে বুঝতে পারেন না, অনেক মাননীয় মন্ত্রীও ভাল করে বুঝতে পারেননা, এটা একটা 'জগা খিচুড়ির' মত হয়ে আছে। অনেকদিন ধরে এই প্রথা চলে আসছে। এটা ঠিক করবার জন্য এ্যাকাউণ্টাণ্ট জেনারেল এবং অডিটর জেনারেলকে বলা হয়েছে, কিন্তু তারা কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই যে দুটা দাবী আপনার সামনে উপস্থাপিত করলাম, তা প্রায় খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং দুটা একসঙ্গে উত্থাপিত করা ঠিক হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমি যেটাকে বলেছি ফেমিন খাত, রিলিফ খাত, সেটার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হচ্ছে খাদ্যের। কারণ আমাদের খাদ্যের যদি অভাব না হয়, তাহলে ফেমিন হবেনা, এবং তার জন্য আমাদের সাহায্য দিতে হবেনা। কাজে কাজেই এই দুটা দাবী একসঙ্গে উপস্থাপিত করেছি। এই খাদ্য সম্পর্কে অনেকের মনে নানা রকম প্রশ্ন জাগে। এ সম্বন্ধে মস্ত বড় প্রশ্ন হচ্ছে এটা আমরা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করবো না সম্পূর্ণভাবে বি-নিয়ন্ত্রণ করবো অথবা যে অবস্থায় আছে, সেটাই বজায় রাখবো ; না, দুটার মাঝামাঝি একটা পথ অবলম্বন করবো। সকলের মনেই আজ এই প্রশ্ন জেগেছে। মাননীয় সদস্যদের মনেও জেগেছে এবং জন-সাধারণের মনেও জেগেছে। এখন পুরোপুরি যদি নিয়ন্ত্রণ করতে হয় যেমন অন্যান্য দেশের যুদ্ধের সময় হয়ে থাকে, তাহলে পর একটা ব্যাপার। কিন্তু যখন যুদ্ধ নেই কিম্বা এমন কোন ইমার্জেন্সী নেই তখন সমগ্র ভারতবর্ষে একট পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করার পথ জনসাধারণ চাইবে না। আমার মনে হয় তা মাননীয় সদস্যরাও চাইবেন না এবং আমিও চাইনা। কাজে কাজেই পুর্ণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর নয়। আবার দেখা গিয়েছে পুরোপুরি বিনিয়ন্ত্রণ যদি করা যায় তাহলে নানারকম অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কাজে কাজেই ভারত গভর্ণমেণ্ট একটা মধ্য পন্থা অবলম্বন করেছেন। এই মধ্য পথ যে ঠিক বা ভালভাবে আমরা চালাতে পারছি তা মনে হয় না। কোন কারণে মধ্য পথেও অনেক দোষ ত্রুটি দেখা দেয়। এই মধ্যপথ গ্রহণ করার জন্য সাময়িকভাবে দোষ ত্রুটি দেখা দিতে পারে এবং জনসাধারণও সেই সময়ের জন্য অসুবিধা ভোগ করে। আমাদের পশ্চিমবংগের অবস্থাটা একটু অন্যরকম সেটা আমাদের বোঝা দরকার। আমি আজ সকালে অঙ্ক কষছিলাম—মাননীয় সদস্যরা জানেন যে আমার অঙ্ক কষার বাই আছে—এখানে ঠাট্টাই করেন আর গালাগালিই দেন তবু আমি একটু একটু অঙ্ক কষবো। আমি আশ্চর্য্য হয়েছিলাম দেখে, মাননীয় সদস্যরাও আশ্চর্য্য হবেন, বর্ত্তমানে আমাদের পশ্চিমবংগের লোক সংখ্যা ৩ কোটী ১৮ লক্ষ এবং শুনলে আশ্চর্য্য হবেন এরমধ্যে ৪০ লক্ষর বেশী লোক তারা অন্য প্রদেশ থেকে এসেছে। আমি প্রাদেশিকতার কথা উত্থাপন

করছিনা, আমাদের বাংলা দেশের বাস্তবিক কি অবস্থা সেটা আমাদের সকলেরই জানা উচিত। ৩ কোটী ১৮ লক্ষ লোকের মধ্যে ৪০ লক্ষের উপর—এখন বোধ হয় দাড়িয়েছে ৫০ লক্ষ, (সেদিন একজন আমাকে জানিয়েছে ৪৮ লক্ষ)—লোক বিহার থেকে, উত্তর প্রদেশ থেকে, উড়িষ্যা থেকে, মাদ্রাজ থেকে, অন্ধ্র থেকে, মধ্যপ্রদেশ থেকে, পাঞ্জাব থেকে এবং আরও অন্যান্য প্রদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছে। এবং মাননীয় সদস্যরা সকলেই জানেন আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে ৩২ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী ভাই বোনেরা আছে এই ৩ কোটী ১৮ লক্ষর মধ্যে। একথা মাননীয় সদস্যরা জানেন যে, আমাদের মধ্যে অনেক সময় মত বিরোধ হয়েছে, হ্যাঁ মশায়, এই ৩২ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী ভাই বোনদের আমরা পশ্চিমবঙ্গে রাখবো না বাইরে পাঠাবো। এখন প্রশ্ন এই যে ৪০ লক্ষের উপর অন্য প্রদেশের লোক বাংলাদেশে এসেছে, এরা এখানে কেউ ভিক্ষা করতে আসেনি, তারা কেউ আমাদের রিলিফ নেবার জন্য আসেনি, তার কেউ আমাদের ডোলস নেবার জন্য আসেনি, তারা এখানে কাজ করছে, রোজকার করছে। এবং এই ৪০ লক্ষ লোকের মধ্যে আমরা যদি হিসাব করে দেখি তাহলে দেখবো এর মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা থেকে পুরুষের সংখ্যা অনেক বেশী। নিয়মমত ধরলে এরা এখানে প্রায় ৮ লক্ষ পরিবারের মত হবে। কিন্তু মেয়েদের সংখ্যা কম থাকায় এখানে অধিকাংশ লোক কাজ করে সেজন্য তাদের পরিবারের সংখ্যা প্রায় ১৮।১৯ লক্ষর মত হবে। এই ১৮ লক্ষ লোক রোজগার করছে পশ্চিমবঙ্গে। যদি মাসে তারা ৫০ টাকা করেও রোজগার করে তাহলে ১৮ লক্ষ লোক ৯ কোটী টাকা রোজগার করছে মাসে এবং ৯ কোটীকে ১২ দিয়ে গুন করলে ১০০ কোটী টাকার উপর তারা বৎসরে রোজগার করে। ভাবুন দেখি কিভাবে আমাদের পশ্চিমবংগের অর্থনীতি ছার খার হয়ে যাচ্ছে।

[9-10—9-20 a.m.]

আজকে আমাদের সঙ্গে মাননীয় বিরোধী সদস্যদের বিরোধ উপস্থিত হয়, কথা কাটাকাটি হয়, তর্ক হয়—মশায়, পশ্চিমবাংলায়তো অনেক জমি পড়ে আছে, সেই জমিতে আশ্রয় প্রার্থী ভাই বোনদের বসান না কেন? আর বিতর্কের উত্তরে আমরা বলি (অনেকে আমাদের উপর নারাজ হন, গাল দেন)—মশায়, পশ্চিমবাংলায় জমি নাই? ঐ ২৪পরগণায় জলামমি যা পড়ে আছে—তার জলনিকাশের ব্যবস্থা করে সেখানে তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুন। মাননীয় সদস্যদের সঙ্গে তর্কে উপস্থিত হলে বলি—কোথায় জমি মশায়? ঐতো বাঁকুড়া জেলায় ২৫ বিঘা জমির মালিক এক ব্রাহ্মণ—পৈতা গলায়,—তিনি আমাদের টেষ্টরিলিফে কাজ করছেন। মাননীয় অনাথবন্ধু রায় মহাশয় তা জানেন।

আমাদের এখানে যত কৃষক পরিবার আছে তারমধ্যে অর্দ্ধেকের বেশীর জমির যা পরিমাণ এবং তা যা কোয়ালিটী, তাতে তাঁদের সম্বৎসরে চলতে পারেনা। মাননীয় সদস্যরা জানেন বাংলাদেশে ৭ লক্ষ পরিবার আছে ভাগচাষী, পশ্চিমবাংলায় ৭ লক্ষ পরিবার—প্রায় ৩৫ লক্ষ লোক কৃষিমজুর। এত লোক আমাদের পশ্চিমবাংলায় কৃষির উপর নির্ভরশীল। আরো মজার কথা—অন্য প্রদেশের সঙ্গে যদি তুলনা করি—উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, মাদ্রাজ এবং বোধ হয় বোম্বে, তাহলে দেখতে পাব পশ্চিমবাংলায় যত লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল, অন্যান্য জায়গায় তার চেয়ে বেশী। অর্থাৎ সমগ্র ভারতের একটা পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে—ভারতবর্ষে শতকরা ৬৯ জন লোক নির্ভরশীল কৃষির উপর। আর পশ্চিমবাংলায় শতকরা ৫০ জন মাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল। সেজন্য আপনাদের সামনে

বছরের পর বছর আমি ফ্যামিনের জন্য টাকার দাবী আপনাদের কাছে উপস্থিত করি। আমরা দেখছি বাইরে থেকে ৫০ লক্ষ লোক এসে এখানে রোজগার করছে—মোট বইছে, শ্রমের কাজ করছে, গরুর গাড়ী, মোষের গাড়ী, ট্রাক্ ও ট্যাক্সি চালাচ্ছে। এজন্য সকলে আপনারা দুঃখ অনুভব করেন। পশ্চিমবাংলা সরকার বাঙ্গালীর ছেলেদের এত যে ট্যাক্সি দিয়েছেন, তার একটাও কি আমাদের আছে? কেউ বিক্রী করে দিয়েছেন, কেউ বা লীজ দিয়ে দিয়েছেন। সমস্ত ট্যাক্সি, সমস্ত ট্রাক্ এখন অবাঙ্গালীদের হাতে। সমস্ত রেলষ্টেশনের পোর্টার, মুটে মজুর—কারখানা, খনি, চাবাগান—সমস্ত লোকের অন্ততঃ শতকরা আমাদের শ্রমমন্ত্রী বলছিলেন ৩৬ ভাগ মাত্র বাঙ্গালী আর ৬৪ ভাগ অন্য প্রদেশ থেকে এসেছে। এটা ভাববার কথা। যে বাজেট আমরা প্রত্যেকবার আলোচনা করি, তারসঙ্গে এই কথাগুলি ভাব্তে হবে। বার্ণপুরে গেলে মনে হবে না যে এটা বাংলাদেশ, আসানসোলেও ঐ একই কথা মনে হবে, রানীগঞ্জেও তাই। দুর্গাপুরে নূতন করে শিল্পনগরী গড়ে উঠছে। আমাদের পশ্চিম-বঙ্গ সরকার চেষ্টা করছেন, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ও সেখানে বাঙ্গালী ছেলেদের কাজের জন্য চেষ্টা করছেন। বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায়—নৈহাটী, বজবজ, টিটাগড—সেখানেও একই রকম মনে হবে। বাংলাদেশে কল্যাণীতে যে কংগ্রেস অধিবেশন হয়, বিহারের একজন খুব বড় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক নেতা—বিহার প্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি সহ আমরা এক সঙ্গে একদিন কল্যাণী যাচ্ছিলাম,—তখন সেই বিহার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বললেন "হেই বাবু—বাঙ্গাল কাঁহা—বিহার বা"।

আর বছরের পর বছর আমরা রিলিফ দিচ্ছি, ডোল দিচ্ছি, টেষ্ট রিলিফের কাজ করছি, কাপড় বিতরণ করছি, খাদ্যের জন্য দাবী করছি যে মশাই, মডিফায়েড রেশন চাই। এত চাল দিতে হবে। এত গম দিতে হবে। গম আজ তেমন না খাওয়ায় চালের দাবী মস্তবড় হয়েছে এবং তার একটা কারণ হল কাজ করবো না বসে বসে খাব। অন্যান্য দেশের লোকেরা এসে কাজ করছে, শুধু গরুর গাড়ী মোষের গাড়ী চালানই নয়, অন্যান্য সব কাজ করছে, আমরাও কাজ করে বেঁচে যেতে পারি কিন্তু বাঁচতে পাচ্ছি না, বোধ হয় বাঁচতেও পারবো না। সেজন্য মাননীয় সদস্যদের কাছে এপক্ষেরই হউন আর ওপক্ষেরই হউন এ একটা মস্তবড় কথা—যে বাঙ্গালী ভাইদের কাজ করতে উপদেশ দিন। আশ্চর্য্যের কথা যে এ বছর আমরা মাত্র১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা চাচ্ছি আমাদের ফুড বাজেটে, ২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার মধ্যে, এবং গত বছর, শুনলে আপনারা আশ্চর্য্য হবেন যে ১২ লক্ষ ৮০ হাজার টন চাল এবং গম বিতরণ করেছিলাম আমরা কলকাতা এবং শিল্পাঞ্চলে, জেলায় জেলায় এবং গ্রামে গ্রামে। আমি আজকে ১২ বছর ধরে খাদ্য বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে আছি কিন্তু এত খাদ্য বিতরণ করিনি কোনদিন ১৯৪৮ থেকে আরম্ভ করে। বন্যা হয়েছে সত্য কথা, এবিষয় কোন সন্দেহ নাই। খুব বেশী যেবার খাদ্য বিতরণ করেছিলাম ১৯৫১ সালে বোধ হয় সেটা হল ৯ লক্ষ ৮০ হাজার—টন তখন ষ্ট্যেচুটরী রেশনিং ছিল, কলকাতায় এবং শিল্পাঞ্চলে, খড়্গপুরে এবং আসানসোলে। কিন্তু ৯ লক্ষ ৭০ হাজার টনের বেশী খাদ্য বিতরণ করিনি। আর গত বছর ১২ লক্ষ ৮০ হাজার টন খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করেছি, এবং আমাদের কর্মীর সংখ্যাও কমে গিয়েছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যখন ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে বিনিয়ন্ত্রণ করা হয়, সেই বিনিয়ন্ত্রণের কারণ ছিল অধিক ফলন। ১৯৫৩ সালে ৪২ লক্ষ টন চাল উৎপন্ন হয়েছিল, আমরা দাবী করেছিলাম যে আমরা খুব করেছি। মাননীয় সদস্যরা বলেছিলেন তোমরা কি করেছ? এখানে

প্রকৃতি দেবীর করুণায় এমন সুন্দর বৃষ্টি হয়েছে যার ফলে এত ফসল হয়েছে। আমি সেদিক দিয়ে হিসাব করে দেখলাম ১৯৪৭ সালের পূর্ব্বের ৫ বছরের হিসাব যদি আমরা নিই তাহলে দেখবো সেই ৫ বছরের গড় চালের উৎপাদন দাঁড়াচ্ছে ৩২ লক্ষ টন মাত্র। যদি ৫ বছরের গড় নেওয়া হয় তাহলে তারমধ্যে ভাল বছর আছে, মন্দ বছরও আছে তার মধ্যে শুকো হতে পারে রুখো হতে পারে, কাজে কাজেই ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত ৫ বছরের গড় নিলে আমাদের সমগ্র পশ্চিম বঙ্গে ৩২ লক্ষ টন উৎপাদন হত। আর ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্য্যন্ত গড় যদি নিই অর্থাৎ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্ব্বের ৫ বছরের গড় যদি নিই তাহলে গড় উৎপাদন দাড়ায় ৩৫ লক্ষ টন কিন্তু ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্য্যন্ত চাল উৎপাদনের গড় যদি নিই তাহলে তা ৩২ দাঁড়ায় ৪২ লক্ষ টন, এর মধ্যে বাম্পার ক্রপ হয়েছে এখানে ১৯৫৩ সালে কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার—১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৫৯ এ তিন সালের মধ্যে ১৯৫৭ ড্রট হয়েছে, রুখো হয়েছে, শুকো হয়েছে, অনাবৃষ্টি, হাহাকার হয়েছে এসমস্ত সকলেই জানেন। ১৯৫৮ সালেও তাই আর ১৯৫৯ সালের কথা মাননীয় সদস্যদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না কি ভীষণ বন্যা হয়েছিল—এই তিন বৎসরের গড় যদি নিই আশ্চর্য্যের কথা, দেখা যাবে ৪০½ লক্ষ টন চাল উৎপন্ন হয়েছে। কাজে কাজেই কোথায় ৩২ লক্ষ টন আর কোথায় ৩৫ লক্ষ টন আর কোথায় ৪২ লক্ষ টনের কথা বাদই দিলাম— ৪০½ লক্ষ টন। নিশ্চয়ই কৃষিবিভাগ উৎপাদন কিছু বাড়িয়েছে আর একথাও আমি অনেকবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে আমাদের পশ্চিমবাংলায় পার্টিশানের পর কেন্দ্রীয় সরকারের হুকুমে আমাদের এখানে বহু জমিতে পাট করতে বাধ্য হয়েছি। যেখানে পূর্ব্বে মাত্র ২॥ লক্ষ একর জমিতে পাট উৎপন্ন হত আজ সেখানে ১০ লক্ষ একর জমিতে পাট ও মেস্তা উৎপাদন হচ্ছে।

[9-20—9-30 a.m.]

অবশ্য আমাদের এই পাট, মেস্তা অর্থাৎ ক্যাসক্রপ করার দরুন, ইণ্ডাষ্ট্রীতে এত লোককে নিযুক্ত থাকার জন্য পশ্চিম বাংলায় কনজিউমার প্রডিউসারএর সংখ্যা কম। উড়িষ্যায় যদি যান তা'হলে দেখবেন যে, ১০০ জনের মধ্যে ৮০ জন উৎপাদন করছে এবং খাচ্ছে, আর পশ্চিমবাংলায় মাত্র ৫০ জন উৎপাদন করছে ও খাচ্ছে। বাইরে থেকে অন্যান্য প্রদেশ থেকে অসংখ্য লোক এখানে কাজের জন্য, রোজগারের জন্য আসছে এবং তারা রোজগারও করছে। তারপর, বিভিন্ন ডেভেলপমেণ্ট কাজের জন্য কোটি কোটি টাকা ছড়ান হচ্ছে, তার জন্যও ইনফ্লেশন হয়েছে। অতএব, পশ্চিমবাংলায় শুধু বন্যার জন্য নয়, শুধু অনাবৃষ্টির জন্য নয়, শুধু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নয়, একমাত্র আশ্রয়প্রার্থী ভাই-বোনদের এখানে আগমনের জন্য নয়, মূল্য বৃদ্ধির অনেক কারণ আছে। এবং এ ছাড়াও আরো এমন সমস্ত অর্থনৈতিক কারণ আছে যেগুলির শোধরানোর চেষ্টা আমাদের করতে হবে। ততদিন পর্য্যন্ত ফেমিনএর জন্য প্রতি বৎসর অনেক টাকা আমাদের রাখতে হবে। ফেমিন খাতে কারেণ্ট ইয়ারএ অর্থাৎ যে বৎসর শেষ হচ্ছে আমরা অনেক টাকা ব্যয় করেছি, খয়রাতি সাহায্য করেছি ৬ কোটি টাকা, টেষ্ট রিলিফএর জন্য ৮ই মার্চ পর্য্যন্ত খরচ করেছি ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, গ্র্যাচুইটাস ডোলএ ৮ই মার্চ পর্য্যন্ত শস্য এবং নগদ টাকায় খরচ করেছি ২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা, কাপড় এবং কম্বল বিতরণ করেছি ২০ লক্ষ টাকার, লোককে সাহায্য দিয়েছি ২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা, কৃষি ঋণের জন্য দিয়েছি—(যদিও এই খাতের সংগে যুক্ত নয় এটা,—তাহলে পরও ৮ই মার্চ পর্য্যন্ত কৃষি ঋণের খরচ করা হয়েছে) ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।

অন্যান্য প্রদেশের দিকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে যেমন, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বে, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশে যে বৎসর বন্যা হয় সেই বৎসরই তাঁরা রিলিফের জন্য কিছু খরচ করেন, কিন্তু আমাদের এখানে প্রতি বৎসর খরচ করতে হচ্ছে। আজকে আমাদের সকলকে ভেবে দেখতে হবে যে, পশ্চিমবংগের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে গিয়ে যেরকম অবস্থায় পৌঁছেছে তা প্রতিরোধ করতে হলে মৌলিক অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে।

খাদ্য বিভাগের কর্মচারীদের সংখ্যা এখন কমে গিয়েছে। ১৯৫৩ সালে যখন খাদ্য বিভাগ উঠে যাবার কথা হয়, অর্থাৎ উণ্ড আপ করার কথা হয় সে সময় সেই বিভাগে ১২ হাজারের মত লোক উদ্বৃত্ত হয়েছিল। এটা অবশ্য আমাদের গর্ব যে, এঁদের জন্য আমরা অন্যান্য বিভাগে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছি। এখন কম লোক নিয়ে কাজ করায় খাদ্য বিভাগের কর্মীদের উপর ভীষণ চাপ পড়েছে যার জন্য তাঁদের ১৪।১৬ ঘণ্টা করে কাজ করছেন, সেজন্য তাঁরা এ পক্ষ এবং ওপক্ষ সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। আমরা জানি পশ্চিমবাংলায় খাদ্যোৎপাদন বেড়েছে—কিছু পরিমাণ বেড়েছে একথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু আমাদের এখানে যে পরিমাণে লোক সংখ্যা বাড়ছে এবং বাইরে থেকে আসছে কাজের জন্য, তাতে আমাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান একটা শক্ত ব্যাপার। আমার প্রারম্ভিক ভাষণে আমি আর বেশী সময় নেব না, বিতর্কের পর বিস্তারিত জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব। এই বলে আমার ডিমাণ্ড ফর গ্র্যাণ্ট গ্রহণের জন্য মননীয় সদস্যদের অনুরোধ জানাচ্ছি।

Dr. Hirendra Kumar Chatterjee :

স্পীকার মহাশয়, সেদিন শ্রমমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন বাঙ্গালীরা শ্রমবিমুখ একথা ঠিক নয়। আজকে প্রফুল্লবাবু তাঁর বক্তৃতায় উল্টা কথা বলছেন। তা হলে আমি বলব, এটা ক্যাবিনেট অফ জয়েণ্ট রেস্‌পন্সিবিলিটি, অব ক্যাবিনেট অফ ডিসজয়েণ্ট রেস্‌পন্সিবিলিটি।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen :

আমি ঠিকই বলেছি বাঙ্গালী ছেলেরা সব কাজ করে না।

Mr. Speaker : The following cut motions are declared out of order :—

Cut motion No. 33—second line—this relates to Grant No. 35—

Cut motions Nos. 34, 40, 51, 52, 53 and 91.

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguli : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100

Shri Sudhir Kumar Pandey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Rhdhanath Chattoraj : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Pabitra Mohan Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhuban Chandra Kar Mahapatra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Elias Razi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Phakir Chandra Ray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Haran Chandra Mondal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Renupada Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobardhan Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Syed Badrudduja : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Gopal Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "25—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduceod by Rs. 100.

Shri Benarashi Prosad Jha : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "47—Famine" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Banerje : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhupal Chandra Panda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs, 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mullick Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68.40,000 for expendiure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobardhan Pakray : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Jagadananda Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Pravash Chandra Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Ledu Majhi : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Tarapada Dey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100.

Shri Bankim Mukherjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Shri Pabitra Mohan Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Shri Syed Badrudduja : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Shri Gopal Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Shri Mihirlal Chatterjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mullick Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs.2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Shri Pravash Chandra Rcy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Shri Taher Hussain : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Shri Amarendra Nath Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy :

মাননীর স্পীকার মহাশয়, আমি খাদ্য মন্ত্রীর বক্তৃতা অত্যন্ত মনযোগ সহকারে শুনছিলাম। তিনি বাংলা দেশের খাদ্য সংকট এবং খাদ্যের দুরবস্থার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বললেন বাইরে থেকে ৪০ লক্ষ লোক লুটে পুটে খাচ্ছে এটাই অন্যতম প্রধান কারণ বলে এই হাউসএর সামনে রাখবার চেষ্টা করলেন। আর সাধারণ লোককে বললেন ব্যবসা করে খাওনা কেন। আমি জিজ্ঞাসা করি এখানে আপনারা কিসের জন্য আছেন। সেদিক থেকে কোনরকম জবাব তিনি দিলেন না। কেলব বলে দিলেন বাইরে থেকে ৪০ লক্ষ লোক এসে লুটেপুটে খাচ্ছে আর তোমরা সাধারণ লোক চরেমরে খাও আমাদের করনীয় বিশেষ কিছু নাই। তিনি যেভাবে সমগ্র বিষয়টা এখানে রাখবার চেষ্টা করলেন তাতে ১৯৬০।৬১ যে খাদ্যনীতি তিনি গ্রহণ করছেন তাতে এক কথায় বলা যায় সব ঠিক আছে তোমরা ভাবনা কোরনা। সাধারণ মানুষ আশা করেছিলো যে তার খাদ্যনীতি এবং উড়িষ্যা থেকে যে চাল আনবেন সে সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট নীতি তিনি এখানে ঘোষনা করবেন। আজ সাধারণ মানুষ জানে বারবার তার খাদ্যনীতি বড় বড় মজুতদার ও চোরাকারবারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই এবং সাধারণ মানুষ ক্রমশঃ দরিদ্র এবং চরম খাদ্য-সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। এটাই সাধারণ মানুষ তার অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে শিখেছে। এবং দলীয় রাজনীতি সফল করাই এদের উদ্দেশ্য এবং তাই বারবার প্রমাণিত হয়েছে।

[9-30—9-40 a.m.]

এদিক থেকে আপনার সামনে আমি একটা প্রমাণ রাখতে চাই। আমি গত বছর বিভিন্ন সোর্স থেকে এবং খুব বিশ্বাসযোগ্য সোর্স থেকে খবর পেয়েছি যে বিশেষকরে গত বছর বাংলা দেশের কিছু কিছু বড় বড় মিল মালিক ও মজুতদাররা অন্ততঃ কম করে হলেও প্রায় ১৫ লক্ষ টন ধান কিনেছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে এই ১৫ লক্ষ টন ধান থেকে ১০ লক্ষ টন চাল হবে এবং বাংলাদেশের কৃষকদের কাছ থেকে সেই ধান তাঁরা ৯।৯॥ টাকায় কিনে নিল, অবশ্য শেষের দিকে ১২।১৩ টাকাও উঠেছিলো—কিন্তু যদি গড় ধরি তাহলে ঐ ১২ টাকাই দর ছিল বলতে হবে। কাজেই এই দরে ধান কিনলে চালের মণ হয় ১৮ টাকা এবং তারপর মিলিং কষ্ট, ক্যারিং কষ্ট এবং ডেফিসিট প্রভৃতির জন্য যদি ১॥০ টাকা খরচ ধরি তাহলে দাড়াচ্ছে ১৯॥০ টাকা এবং তারপর যদি ন্যায্য লাভ প্রতিমণে ১॥০ টাকাও ধরি তাহলে ২১ টাকা করে প্রতিমণ দাড়াচ্ছে, এবং এইভাবে যদি তাঁরা বাজারে চাল ছাড়তেন তাহলে তাদের প্রফিট হোত ৪ কোটী ৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু গত বছর বাজারে চালের যে দর ছিল তা' যদি কম করেও ধরি তাহলে দেখবো যে ৩০।৩৫।৩৭ টাকা পর্য্যন্তও উঠেছিল—অবশ্য কখনও কখনও ২১।২২ টাকাও নেবেছিল, কিন্তু গড় ধরলে দেখা যাবে যে ২৬ টাকা সব সময়ই ছিল এবং এতে তাদের অ্যাডিশনাল প্রফিট হয়েছে ১৩ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের কয়েকটি মুষ্টিমেয় বড়বড় জোতদার ও মজুতদার গত বছর ১৩ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা বাড়তি প্রফিট করেছে এবং যার সুযোগ এঁরাই করে দিয়েছে। কিন্তু এত কাণ্ড করার পর আজ প্রফুল্লবাবু যেভাবে এগুলিকে এড়িয়ে গেলেন তা' অত্যন্ত লজ্জার কথা। তাঁর সাহস হল না সামনাসামনি দাঁড়িয়ে একথা বলতে যে বাংলাদেশের মানুষ মরে মরুক কিন্তু আমরা এই নীতি নিয়েছি এবং এই নীতি নিয়েই চলব। কাজেই আমরা দেখছি যে একদিকে তাদের ঐ লাভের ফলে অন্য দিক দিয়ে দেশের গরীব জনসাধারণ চুড়ান্ত কষ্টের

মধ্যে দিন যাপন করছে। উনি খুব অঙ্ক বষা লোক তাই একটা হিসেব দিয়ে বললেন যে আমাদের খাদ্যের পরিমান খুব বাড়ছে এবং ঘাটতি হচ্ছেনা। কিন্তু সরকারী হিসেবেই আমরা দেখছি যে ১৯৪৭ সালে ১·৮৩ লক্ষ টন ঘাটতি, ১৯৫৭ সালে ৩ লক্ষ টন ঘাটতি, ১৯৫৮ সালে ৭ লক্ষ টন ঘাটতি, ১৯৫৯ সালে ৯·৫ লক্ষ টন ঘাটতি এবং ১৯৬০ সালের প্রথম দিকে যে হিসেব দিলেন তাতে দেখছি ১৪ লক্ষ টনের মত ঘাটতি হয়েছে—অবশ্য শেষের দিকে আবার বললেন যে ৬ লক্ষ টন ঘাটতি হয়েছে। আমাদের এ পাশের এক বন্ধু বললেন যে ওঁর হিসেবে ভুল আছে। কিন্তু এখন দেখছি তিনি ঠিকই বলেছেন কেননা যে তথ্য এখানে পরিবেশন করলেন তা ঠিক নয়। আমাদের উৎপাদনের পরিমান না বাড়াব ফলে আজ গ্রামের কৃষক সাংঘাতিকভাবে যা খাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে এঁরা শুধু ন্যাচারাল ক্যালামিটির নাম দিয়ে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু আজ যদি আমরা প্রতি একরের ফলনের হিসেব নেই তাহলে দেখব যে শুধু ন্যাচারাল ক্যালামিটির জন্যই যে ফলন কম হচ্ছে তা নয়, উৎপাদনের যে নীতি এঁরা গ্রহণ করেছে সেটাই তার প্রধাণ কারন। কেননা ১৯৩৭ সালে বাংলাদেশে পার একর প্রোডাকশন হোত ১২.১৪ মণ কিন্তু ১৯৫০ এবং ১৯৫৪ সালে সেখানে হোল ১১.০৯ মণ, ১৯৫৯ সালে হোল ১০.৬৩ মণ এবং এখন আবার তার থেকেও কমে এসেছে। এ ছাড়া আর একটা কথা বলে আমি দেখিয়ে দেব যে সোজা কথায় বলতে গেলে এঁরা সমগ্র দেশকে একেবারে ভিখারীতে পরিণত করে দিচ্ছেন। কেননা আপনাদেরই একটা হিসেব থেকে পাওয়া যায় যে ১৯৫৫ সালে যেখানে ১·৫ লক্ষ ক্ষেতমজুর ও দরিদ্র লোক সরকারী রিলিফের উপর নির্ভরশীল ছিল সেটার সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ১৯৫৮ সালে দাঁড়াল ৫ লক্ষ লোক। অর্থাৎ যেখানে ১৯৫৫ সালে রিলিফের উপর ১.৪ লক্ষ লোক নির্ভরশীল ছিল আজ সেটা বেড়ে প্রায় ৫ লক্ষ লোক রিলিফের উপর নির্ভরশীল হয়েছে। এ ছাড়া যাদের রিলিফের প্রয়োজন খুব বেশী ছিল তা তারা সময়মত সকলেই পায়নি। আমরা জানি প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের পর থেকে লোক অনাহারে মরে এবং কোন কোন জায়গায় লোককে উপবাসে দিনের পর দিন থাকতে হয়। এই হচ্ছে প্রকৃত বাস্তব অবস্থা। কিন্তু সরকারকে দিতে হয় বলে তাঁরা কম করে এই হিসাব দাখিল করেন। এইভাবে সরকার এক-দিকে বড়বড় মজুতদারদের লাভ করিয়ে দিচ্ছেন, আর একদিক দিয়ে দরিদ্র জনসাধারণ যারা চূড়ান্ত দুর্দশায় পড়েছে তাদের কিছু কিছু করে রিলিফ দিচ্ছেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিটা মানুষের দাবী হচ্ছে খেতে চাওয়া। কিন্তু তারা যখন এটা চায় তখন তাদের কপালে এসে পড়ে লাঠি গুলি এবং শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যু। ১৯৫৯-৬০ সালে যদিও সরকার কিছু চাল কিনে রেখেছিলেন, কিন্তু ১২ বছর ধরে তাঁরা যে নীতিতে চলছেন অর্থাৎ কি করে একচেটিয়া ধনীদের লাভ করিয়ে দেওয়া যায়—সেই নীতি থাকার ফলে ১৯৫৯ সালে ভীষন খাদ্য সঙ্কটের ভেতর দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছিল। ১৯৬০-৬১ সালে সরকার নূতন যে নীতি গ্রহণ করেছেন সেটা হল উড়িষ্যা এণ্ড ওয়েষ্ট বেঙ্গলকে একটা ফুড জোনএ পরিণত করা। এর ফলে আমরা দেখছি যে উড়িষ্যার ধান আজকে বাংলাদেশের মজুতদের তুলে দেবার একটা ব্যবস্থা হল। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় যে এইভাবে জোন করে দিয়ে নিজেরা সেই ধান চাল কেনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেননা। সুতরাং এটা থেকেই প্রমাণিত হয় যে বড় বড় মজুতদার শুধু বাংলাদেশের ধান চাল কিনেই লাভবান হোক তা নয়, উড়িষ্যা থেকেও ধান চাল কিনে তাদের লাভের রাস্তা বাড়াবার সুযোগ করে দিলেন। তারপর প্রথমদিকে যেখানে তাঁরা বললেন যে ১৪ লক্ষ টন ঘাটতি হবে সেখানে তারপরে হঠাৎ বললেন বাম্পার ক্রপ হয়েছে।

অর্থাৎ প্রফুল্লবাবু এই বাম্পার ক্রপ হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তার নীতি যে ভাল এটাই প্রমাণ করলেন। বাংলাদেশের কৃষি নীতি ভাল এবং তারফলে যে বাম্পার ক্রপ হয়েছে এই কথা বলে কেন্দ্রীয় সাহায্য যাতে কম হয় সেই রাস্তা তিনি পরিস্কার করলেন। গত বছরের অবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে তাঁকে অনেক খারাপ কথা শুনতে হয়েছিল। সেজন্য নিজেকে সেফ রাখার জন্য বাংলার প্রকৃত ঘাটতির কথা তিনি চেপে গেলেন। বণ্টনের সময় বললেন যে কত লক্ষ টাকা নাকি খরচ করতে হয়েছে। এই বণ্টনের ক্ষেত্রে তারা নানারকম রাজনীতি করেন।

[9-40—9-50 a.m.]

কলকাতা শহর এবং মফঃস্বলের দিকে যদি দেখি তাহলে রেশান ডিষ্ট্রিবিউশানের ক্ষেত্রে কলকাতা এবং মফঃস্বলের মাঝখানে যে একটা তফাৎ রয়েছে সেটা অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে যায়। বর্ত্তমান বাজেটে দেখছি ক্যালকাটা ইনক্লুডিং ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এরিয়া সেখানে এঁরা দিয়েছেন ৩ কোটি ১৬ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা, ডিষ্ট্রিক্ট ডিষ্ট্রিবিউশানে তাঁরা দিয়েছেন ৩ কোটি ৫১ লক্ষ ৮ হাজার ৯ শত টাকা। রিভাইজ বাজেটে প্রতিবারে দেখা যায় প্রচুর তারতম্য—কলকাতার দিক থেকে বাড়ে, গ্রামের দিক থেকে কমে। এই রকমভাবে আমি শুধু ১৯৫৮-৫৯ সালের এ্যাকচুয়াল বাজেট দেখাচ্ছি। ক্যালকাটায় হল ২৬ লক্ষ ১৩ হাজার ৩ শত ১৯, ডিষ্ট্রিক্টে সেটা দাঁড়াল ২৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩ শত ৩৫। অবশ্য কলকাতায় যেটা দেওয়া হয় সেটা যথেষ্ট এটা আমি মোটেই বলতে চাই না—কলকাতায় আরও বেশী দেওয়া দরকার। কিন্তু কলকাতা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এরিয়াতে যেটুকু নজর দেওয়া হয় সেটুকু শুধু এদের স্বার্থের জন্য। কলকাতা এবং ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এরিয়ার লোকের যথেষ্ট রাজনৈতিক কন্সাসনেস আছে। সেখানে যদি গোলমাল করেন তাহলে এঁদের রাজ্যের ধমটুকু নষ্ট হয়ে যাবে। গ্রামের অবস্থা আরও অনেক বেশী খারাপ। গ্রামের দিকে প্রথমে তাঁরা বাজেটে অনেক টাকা ধরেন কিন্তু শেষ দিকে দেখা যায় কমে যায়। এদিকে টাকা বাড়াবার জন্য কোন লক্ষ্য নেই—লক্ষ্য কেবল ভোটের দিকে। তাঁরা জানেন কলকাতার মানুষকে যদি সন্তুষ্ট রাখতে পারা যায় তাহলে কলকাতার ভোট পাওয়া যাবে এইটাই তাঁদের লক্ষ্য। বর্ত্তমানে মানুষকে বাঁচানোর যে নীতি, জনসাধারণের মঙ্গল করার যে নীতি সেটা না রয়েছে ফুডে, না রয়েছে ফেমিনে—কোনরকম নীতি এঁদের নেই। তাছাড়া ফেমিন এবং রিলিফ খাতে টাকা বাড়াটা কোন সুলক্ষণ নয়, তাতে প্রমাণ হয় সারা বাংলাদেশকে এরা ভিখারীতে পরিণত করেছেন। তারপর, রিলিফ বণ্টনের মধ্যে নানারকম দলীয় রাজনীতি চলছে, সেটার প্রমাণ পরে দিচ্ছি। আপনারা কয়েক বছর যাবৎ নেচারাল ক্যাটাসট্রপির আর্গুমেণ্ট দিচ্ছেন—সেখানে কত খানি জঘন্যতম রাজনীতির খেলা যে এরা খেলেন তারও একটা প্রমাণ দিচ্ছি। স্যার, আপনি জানেন ১৯৫৬ এবং ১৯৫৯ সালের বাংলাদেশে বন্যা হয়েছিল। কিন্তু বাজেটে সরকারী হিসাবে আছে ১৯৫৬ সালে বাংলাদেশে যে বন্যা হয় তাতে ক্ষতি হয় প্রায় ১১ কোটি টাকা। ১৯৫৯ সালে ক্ষতির পরিমান ৪০ কোটি টাকা—প্রায় ৪ গুণ এবং ডিভাসটেশান অনেক বেশী। ১৯৫৬-৫৭ সালে ফেমিন খাতে খরচ হয় ৬ কোটি ৪৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা, ১৯৫৯-৬০ সালে খরচ হয় ৬ কোটি ১৪ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। ১৯৫৬ সালের বন্যার চেয়ে ১৯৫৯ সালে বন্যায় অনেক বেশী ডিভাস্টেশান হয়েছে, ৪ গুণ ক্ষতি হয়েছে অথচ রিলিফের ক্ষেত্রে ১৯৫৯ সালের চেয়ে ১৯৫৬ সালে বেশী ধরা হয়েছিল তার কারণ ছিল ১৯৫৬-৫৭ সাল

ইলেকশানের বছর, গ্রামাঞ্চলে যদি ভোট কিনতে হয় তাহলে ইলেকশানে জেতার বড় যন্ত্র হিসাবে মানুষকে ভিক্ষার চাল দিতে হবে, রিলিফ দিতে হবে। এই হাউসে আলোচনা হয়েছিল হুগলী ডিষ্ট্রিক্টের জন্য যে টাকা ১৯৫৬, ১৯৫৭ সালে অ্যালট করা হয়েছিল তার ৯০ পার্সেণ্ট চলে যায় প্রফুল্লবাবুর আরামবাগে। এইভাবে রিলিফের ক্ষেত্রে বলুন, খাদ্যের ক্ষেত্রে বলুন সেখানে দুটো জিনিস আমরা দেখতে পাই—রিলিফের ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতি এবং খাদ্যের ক্ষেত্রে বড় বড় জোতদার, বড় বড় একচেটিয়া হোডারস যারা রয়েছে তাদের কি করে লাভ করিয়ে দেবেন এই দুটো নীতি নিয়ে তাঁরা চলেছেন। কাজেই বর্ত্তমানে তাঁরা যে নীতি নিয়েছেন তারফলে অবস্থা আরো খারাপ হবে বলে আমরা মনে করি। সরকারের হাতে ধান নেই, উড়িষ্যার ধানচাল সব বড় বড় হোর্ডারসের ঘরে চলে যাচ্ছে এবং সেণ্টারের কাছ থেকে যেটুকু চাল পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল সেটুকুও তাঁরা বন্ধ করে দিচ্ছেন যার ফলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমরা মনে করি যদি আপনারা এই নীতির পরিবর্ত্তন না করেন এবং ধানচাল যদি না কেনেন তাহলে বাংলা দেশের দুর্দিন দেখা দেবে এবং সেটা সাধারণ মানুষ সহজে গ্রহণ করবেন না। তাঁরা আরো ব্যাপকভাবে আন্দোলন করবেন এবং সংগ্রাম করবেন। নীতি লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে যে আপনারা গ্রহণ করেছেন সেই লোভের যে পাপ তার দ্বারাই আপনাদের মৃত্যু হবে।

Shri Deben Sen :

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি সর্বপ্রথমে প্রশ্ন করতে চাই বাংলাদেশের খাদ্যাবস্থার উন্নতি হবে কিনা, আমরা সস্তাদরে চাল পাবো কিনা এবং প্রত্যেক ঘরে ঘরে লোক চাল পাবে কিনা? একথা ঠিক যে এখানে ৪০ লক্ষ অবাঙ্গালী আছে—আজকে এসেছে, কালকে এসেছে, পরশু এসেছে? একদিনে হঠাৎ বেড়েছে, আপনাদের ক্যালকুলেশন নেই? আপনি বলছেন ৩০ লক্ষ রেফিউজী এসেছে আজ এসেছে, কাল এসেছে? বরঞ্চ তাদের তো তাড়ানো, হচ্ছে। সুতরাং আমাদের দাবীর সংগে আপনার বিবৃতির কোন সংযোগ নেই। আপনি বলছেন লোকসংখ্যা বেড়েছে—আজকে বেড়েছে? তার হিসাব আপনার নেই? প্রতি বছর তো বাড়ে ১·২ কিম্বা ১.৬ করে। ইউ,পিতে, বিহারে, পাঞ্জাবে বাড়েনি? অন্য কোন জায়গায় বাড়েনি? বাংলাদেশে হঠাৎ রাতারাতি আপনার বক্তৃতা দেবার আগের দিন বেড়ে গেল—তাদের হিসাবের মধ্যে রাখতে পারেন নি? সুতরাং আমি বলতে চাই এই প্রশ্নের জবাব চাই যে বাংলাদেশের খাদ্য সংকট দুর হবে কিনা? আপনি বলছেন নিয়ন্ত্রণ করবো কি করবো না, বিনিয়ন্ত্রণ হবে, না মধ্যপন্থা অবলম্বন করবো—এ প্রশ্ন আমাদের কাছে কেন? এই প্রশ্ন ক্যাবিনেটে করবেন। আমাদের কাছে কেবল জানাবেন নিয়ন্ত্রণ ছিল, তুলে দিয়েছি। বিনিয়ন্ত্রণ হয়েছে, চালের দর কমেছে। আপনি কান্নাকাটি করছেন উড়িষ্যা থেকে চাল আসতো তা বন্ধ হয়ে গেছে—এবার আসছে। তাতে চালের দর কমেছে? আপনি বলছেন কেন্দ্রীয় সরকার বারেবারে বলছেন যে তোমাদের ডেফিসিট আমরা পুরণ করবো—তবে আপনার সমস্যা দুর হয় না কেন? আপনার ফিগারে দেখছি ১৯৬০ সালে চালের দর ছিল জানুয়ারী মাসে ১৯.৩৪ নয়া পয়সা, ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে ছিল ২২'৫২ নয়া পয়সা এবার জানুয়ারীতে কত দর ছিল? কেন্দ্রীয় সরকারের চাল পেয়েছেন, উড়িষ্যার চাল এসেছে, বিনিয়ন্ত্রণ করেছেন তবুও এবার ২৫।২৬ টাকা চালের দর এবং যখন চাল আসে তখন যদি ২৫ টাকা ২৬ টাকা দর হয় তাহলে জুন জুলাই আগষ্ট মাসে কি হবে? তখন তো ৩০।৩১।৩২ টাকা দর

হবে কিনস হবে। সুতরাং আপনি কোন পন্থা অবলম্বন করবেন তা আমি জানতে চাচ্ছি না, আমি জানতে চাই সস্তাদরে আমরা চাল পাবো কিনা, তার উওর কিছু দিন।

[9-50—10 a.m.]

আমি দেখছি, আমার মতে খাদ্য সংকট আপনারা দূর করতে পারবেননা। আপনি বার বছর ধরে চেষ্টা করছেন পারেননি, এবং ভবিষ্যতেও পারবেননা। তার প্রধানত দুটো কারণ। প্রথম কারণ হচ্ছে আপনার বিনিয়ন্ত্রণ নীতির দরুন সমগ্র খাদ্য ব্যবস্থা কুক্ষিগত হয়েছে কতক গুলি, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে। সেই লোকেরা কারা ? তারা হচ্ছে মিলের মালিক, চাল কলের মালিক, হোলসেল ডিলার্স, বড বড জোতদার এবং এক্স-জমিদার তাদের হাতে এটা কনসেণ্ট্রেটেড হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আপনার যে ডিপার্টমেণ্ট, অর্থাৎ আপনার নিজের মন্ত্রী মণ্ডল এদের সঙ্গে যোগাসাজে আছে, এবং আপনাদের শৈথিল্য ও অযোগ্যতা। সুতরাং বাংলার খাদ্য সংকট দূর হতে পারে না। এই যে সমস্যা যার নাম করে আমি প্রথম বলেছি কনসেণ্ট্রেশন—সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ আপনার রিপোর্টে নেই। অথচ এ্যাগ্রিকাল-চারাল এ্যাগ্রো ইকোনমিক সার্ভে সেণ্টার তাঁরা এই কথাটা উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু আপনি এই পয়েণ্টটা উদ্ধৃত করেননি। তাঁরা বলছেন

"It has been found that the wholesale dealers and even millers are in reality large farmers with holdings of 50 acres and above. They combine in them a number of functions in their business activities. Some of them even own grocers' shop and some others are dealers in fertilisers. In both these capacities they often extend credit to the small producers on condition that the repayment is effected in paddy after harvest. It is in this way that the big producers and some of the ex-zemindars started acquiring command over paddy stocks after harvest."

সুতরাং এই কোটেশান এর ভিতর লক্ষ্য করবার বিষয় আছে। পঞ্চাশ একরের উপর যারা জোতদার বা এক্স জমিদার তারা সমস্ত ফাংসন কম্বাইন করেছেন এবং দাদনের মারফৎ আমাদের দরিদ্র চাষীদের সমস্ত ধান চাল তাঁরা দখল করে নেন ; এবং এইভাবে ধান চাল দখল করে নিয়ে তারা সমস্ত কিছু কণ্ট্রোল করছেন। আমি বিশেষ করে এই এক্স জমিদার্সদের উপর আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সেদিন মাননীয় সদস্য শঙ্করদাস ব্যানার্জি মহাশয় খাজনা একেবারে উঠিয়ে দেবার কথা বলেছেন। আমি তাঁর একথা শুনে খুব খুশী হয়েছি। কিন্তু তিনি যখন এক্স-জমিদার্সদের কম্পেন্সেশান দেবার কথা বলেন, তাতে মোটেই খুসী হতে পারিনি। কেন আমরা এক্স-জমিদার্সদের কম্পেন্সেশান দেবো ? তারাত সাপে বর হয়েছে। আমি সেদিন ষ্টেটসম্যান পত্রিকার এক সংবাদে দেখলাম উড়িষ্যা থেকে আমাদের এখানে চাল আসবার পর কোন এক বিশিষ্ট ব্যক্তি লক্ষপতি হয়েছেন। সুতরাং আজকে ৫০ একর জমির উপর মালিক কয়জন আছে ? আমি দেখলাম বাংলাদেশে ২৫ থেকে ৩৩ একর জমির যারা মালিক তাদের সংখ্যা হবে ১৩ হাজার ; আর যারা ৫০ একর জমির মালিক, তাদের সংখ্যা হবে দু-শো জন ; এবং এঁরাই সবকিছু কণ্ট্রোল করছেন। আপনি একটা কথা বলেছেন যে লোকে আজ-কাল বেশী খাচ্ছে। এ খবর আপনি কোথা থেকে পেলেন জানিনা। এই বইতে বলছে সার্ভে করা হয়েছে বোলপুরে ৯.৬ পার সেণ্ট কনজাম্পশন কমে গিয়েছে এবং বর্দ্ধমানে যে

সার্ভে করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে ১.২ পার সেণ্ট কনজাম্পশন কমে গিয়েছে। তবুও আমাদের খাদ্য সংকট দুর হল না কেন ? আমি জানি বাংলাদেশে যে ৪০ লক্ষ টন খাদ্য উৎপন্ন হয়ে থাকে, তার দাম হয় ২ শো ৭০ কোটী টাকা। কিন্তু বাংলাদেশে এছাড়া আর এমন কোন জিনিষ উৎপন্ন হয়, যার দাম হবে এত টাকা ? পাট, জুটের ব্যাপারে আমরা দেখেছি ১৬৩ কোটী টাকা। কোল, ইঞ্জিনীয়ারিং, টি-গার্ডেন ইত্যাদি ব্যাপারেও প্রায় তাই দাঁড়ায়। সুতরাং বাংলাদেশে নেশান্যাল ওয়েলথ্‌এর ব্যবস্থা করে আমাদের দেশের চাষীরা, এবং এটা সর্ব্ব ভারতীয় সত্য যে আমাদের নেশান্যাল ওয়েলথ্‌এর ৬০ পার সেণ্ট এ্যাগ্রিকালচার থেকে আসে। সেই নেশান্যাল ওয়েলথ্‌এর উপর হস্তক্ষেপ করে, সেটাকে লেনদেন করছেন কারা ? আমরা জানি এই সমস্ত বড় বড় মিল মালিক, মাড়োয়ারী ব্যবসাদার, তাঁরাই।

তারা যমদুতের মত বসে আছে। ষ্টেটস্‌ম্যান এ আমরা দেখছি ফিফিক্টিসাস নাম দিয়ে উড়িষ্যা থেকে চাল পাঠান হচ্ছে বাংলাদেশে, আপনারা খবর নিন, পুলিশ দিয়ে বার করুন পুলিশ বাজেটেতো এত টাকা নিচ্ছেন। খয়রাতির জন্য আমরা টাকা দেব, ২ কোটী ১৬ লক্ষ টাকার জায়গায় ১০০ কোটী টাকা দেব, দাবী উপস্থিত না করলেও কিন্তু পুলিশ কি ধরেছে উড়িষ্যা থেকে যে চাল আসে কোথায় যায় ; ষ্টেটস্‌ম্যানে বেরিয়েছে রানাঘাটে আনাগোনা হয় লোডিং আনলোডিং হয়, সেই চাল কি পাকিস্থানে যাচ্ছে না ? বিহারে চলে যাচ্ছে না ? আজকে আসতে আসতে রাস্তায় ট্যাক্সি ড্রাইভার আমাকে বলছিল উড়িষ্যা থেকে যে চাল আসে তা খারাপ, রেশন দোকানে আমি নিজে গিয়ে দেখেছি সে চাল খাওয়ার উপযুক্ত নয়। বাংলার চাল বাইরে চলে যাচ্ছে তা আটকাতে পাচ্ছেন না, বরাকরে আপনি নিজে যাবেন আমাদের সংগে চাল রাতারাতি কোথায় চলে যাচ্ছে, পুলিশ আটকাতে পাচ্ছেনা। সুতরাং আপনি টাকার জন্য দাবী আনতে পারেন না। খয়রাতি চাল দেব। আমি জানতে চাই চালের দর কমাবেন কিনা ? আজকে আমরা দেখছি বড় বড মহাজন, মিল মালিক দাদন দিয়ে ছলেছে মেদিনীপুরে টাকাওয়ালা দাদন দিচ্ছে—এক মণ চাল দিয়ে দু মণ নেওয়া হয়, ইংরেজ আমলে কি ছিল তা ? মহাজনী আমলে কি তা ছিল ? মহাজনরা আমাদের জমি নিত কিন্তু ফসল নিতে পারত না, নীলকরের অত্যাচার করত, তাহলে সেদিনের সেই শোষণ আর এই শোষণে তফাৎ কোথায় ? এই যে টাকাওয়ালা দাদন ডিসেম্বর জানুয়ারীতে ১ মণ দিয়ে ফেব্রুয়ারী মার্চ্চে ৩ মণ আদায় করছে এটা কি ? বিমলবাবু ঠিকই বলেছেন রেণ্ট এর ভার আজকে ততটা বোঝার নয়, তাদের উপর চাপ হচ্ছে ঋণের এবং দাদনের। তাই আমি বলছি আপনি বাংলাদেশের যে চিত্র দিচ্ছেন সেটা উপরকার চিত্র এটাতো সকলেই জানে স্কুলএর ছেলেরাও জানে যে আমাদের ৪০ লক্ষ বহিরাগত রেফিউজী এসেছে, এটাতো তাদের এসের ব্যাপার, স্কুলের ছেলেরাও এসব জানে। আজকে বাংলার চিত্র কি, কৃষক কুলের কি অবস্থা। তাদের চাল কোথায়, সে খবর কি আপনার নেই ? সমস্ত জিনিষ বেঁধে দিয়েছেন, দর বেঁধে দিয়েছেন কিন্তু তারা কি সেই দর বাজারে পেয়েছে ? আমি বলছি সরকারহ দায়ী এরাই সহযোগিতা করছে কোলাকোলি করছে ব্যবসায়ীদের সংগে এবং তার লক্ষণ হলো তাঁর বিবৃতি। ডিসেম্বর মাসে কেন উনি বিবৃতি দিলেম যে বাম্পার ক্রপ হয়েছে ? কি যুক্তি ছিল ? কে খবর দিল যে বাম্পার ক্রপ হয়েছে ? এই বিবৃতি দেবার কি প্রয়োজন ছিল ? এইসব বলে তিনি ব্যবসায়ীদের সুযোগ করে দিলেন। তাই সমস্ত কৃষকদের ধান

চাল মহাজনদের ঘরে চলে গিয়েছিল তারা গো-ডাউনএ উপস্থিত করে দিয়েছিল, কি দরে তারা পৌঁছে দিয়েছিল? কাজেই বিবৃতি দেওয়ার কি সঙ্গত কারণ ছিল? ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট এর যে খবর সেটা কি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে? কোথায় প্রমাণিত হল? আমি তমলুকে গিয়েছি, কাঁথিতে গিয়েছি, যে কথা বলেছিলেন বাম্পার ক্রপ হয়েছে কোথায়? কোথাওতো সেকথা শুনিনি? ক্রপ কাটিং এর নমুনা জানেন?

[.10—10-10 a.m.]

শ্রদ্ধেয় মোহনবাবু বলেছিলেন—তাঁরই পাশে এক জমিতে আলের ধারে ধারে যেখানে একটু জল আছে, সেখানে ভাল ফসল হয়েছে, তার স্যাম্পল নেওয়া হয়েছে। কিন্তু মাঝখানে যেখানে ধানের গাছগুলি ঝড়ো কাশের মত হয়ে রয়েছে, সেখানকার রেকর্ড নেওয়া হয় নাই। তাদের এষ্টিমেট ৪০ মণ,—মোহনবাবুর এষ্টিমেট সেখানে ২০ মণ হয়েছে। তার কথার উপর আপনারা নির্ভর করবেননা। আপনাদের ষড়যন্ত্রের বাহন হচ্ছে ঐ ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট। আপনি নিজে তাদের এখান থেকে কণ্ট্রোল করেন এবং এই সব কথা তাদের দিয়ে বলান হয়। সেকথা আমিও শুনেছি। এত বীজ সরবরাহ করেন, এত গ্র্যাচুইটাস রিলিফ দিয়েছেন তার কোন ফল হয়না। সবকিছু লুকানোর জন্য—ট্যাটিষ্টিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে পাঠানো হয়—আপনাদের ফসল হয়না, তারজন্য পাঠাতে হয়। আপনার বাজেট—২ কোটী ১৬ লক্ষ টাকার। আপনি গত বছর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কত লক্ষ টন চাল পেয়েছেন, তার হিসেব কই? প্রোকিউর করেছিলেন ৮০ হাজার মণ, কত টাকায় তা কিনেছিলেন? কত টাকা তা বিক্রী করেছিলেন? এখনো কত ষ্টক আছে? কোন লোকসান হয়েছে কিনা? কত টাকা লাভ হয়েছে? তার কোন হিসেব দিয়েছেন? আপনার গলতি থাকুক, লাভ হোক্ সবকিছু হিসাব দিলে ধরতে পারতাম। বাজেটের কোথায় সে হিসেব? উড়িষ্যা থেকে কত চাল এসেছে? আপনি উড়িষ্যার চাল কতটা ডিষ্টিবিউট করেছেন—বাংলাদেশে? তার কোন হিসেব আপনার বিবৃতি ও বাজেটে আছে বলে আমরা দেখতে পাচ্ছিনা। সেইজন্য আমি বলতে চাই—আপনার রেশনসপের হিসেব নিন্। আপনি বলছেন ১২ হাজার রেশনসপ আছে পশ্চিমবাংলায়। কোথায় আছে? কাগজে। কলকাতায় মফঃস্বলে—রেশনসপ আছে? হয় লিষ্টে আছে। ভুয়ো কার্ড যেমন থাকে, তেমনি ভুয়ো রেশনসপও লিষ্টে থাকতে পারে। আসানসোল এলাকায় ২৩০টী কোলিয়ারী আছে,—তারা দেশের সম্পদ সৃষ্টি করছে। সেখানে একটীও রেশনসপ্ আছে? আর যেসব রেশনসপ্ আছে, তাতে চাল পাওয়া যায়? আমরা কোথাওতো দেখিনা। আমি নিজে ঘুরে দেখে এসেছি। গ্রামের কোন জায়গায় রেশনসপে চাল পাওয়া যায় কিনা—আপনি গিয়ে দেখে আসুন। বঙ্কিমবাবু একদিন লিখেছিলেন—সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা। তিনি যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তাহলে লিখতে পারতেন—সুজলা, সুফলা এবং শস্য-শ্যামলা—কোথাও নাই এই বাংলাদেশে। আমি বলতে চাই—খাদ্যবিভাগ ও খাদ্যমন্ত্রী রাখার প্রয়োজন কি—যদি চালের দাম না কমে? এই খাদ্যবিভাগ ও খাদ্যমন্ত্রী রাখার প্রয়োজন কি—যদি আমাদের চাষীকুল জর্জরিত হয়ে যায়—ঋণের চাপে, দাদনের চাপে? সেজন্য আমি আপনার

কাছ থেকে উত্তর চাই। আপনি হিস্টোরী আওড়াবেননা, ইকোনমিকস আওড়াবেন না, লংটার্ম প্রব্লেমস ইত্যাদি বলে এড়িয়ে যাবেননা। এটা বলবেননা যে ডেফিসিট ষ্টেটে কণ্ট্রোল হয়না। পৃথিবীর কোথাও আপনি দেখবেননা যেখানে সাপরাস সেখানে কণ্ট্রোল হয়। আমি ১৯৪৬ সালে লণ্ডনে গিয়েছিলাম যুদ্ধের পরে সেখানে তখন পারফেক্ট কণ্ট্রোল। সেখানে এক কণাও চাল বা হুইট হয় না। সেখানে তারা কণ্ট্রোল করেছে। প্যারিসে গিয়েছি—সবচেয়ে দুর্মূল্যের জন্য বিখ্যাত, সেখানে দরিদ্র মানুষেরা সস্তা রেটে জিনিষ কিনতে পায়। সুতরাং অবাস্তব কথা—আজগুবী কথা—আমাদের কাছে আপনি উপস্থিত করেন কেন? ক্যাবিনেটে দেবেন সেসব কথা। দুঃখ হয় সেখানে কি কেউ নেই—যে এইসব দাবী করে? আপনি এই ডিপার্টমেণ্টে থাকতে কখনই আমাদের খাদ্যসঙ্কট দুর হতে পারে না। আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। দিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করুন, আমরা বলছি, আমরা এই খাদ্যসঙ্কট দুর করে দেবো। হয় আপনি গদি ছেড়ে দিন, নয় আপনার পলিসির পরিবর্ত্তন করুন। এইজন্য আমি আপনার এই বাজেট সমর্থন করতে পারি না, আমি এর বিরোধীতাই করছি।

Shri Sasabindu Bera :

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, খাদ্যমন্ত্রী এবং সেইসঙ্গে ত্রাণমন্ত্রীও বটে, তিনি আজকে তার প্রারম্ভিক বিবৃতিতে ত্রাণ কার্য্যের জন্য অন্যান্য বৎসরে কি পরিমাণ অর্থ, কত খাদ্য বণ্টন করেছেন, কত খয়রাতি সাহায্য করেছেন, তার তুলনায় এই বৎসর কি পরিমাণ ব্যয় করবেন তার হিসাব দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি অন্যান্য বৎসর যা দিয়েছেন, তার তুলনায় এই বৎসর যদি কিছু বেশী টাকা দিয়ে থাকেন, টেষ্ট রিলেফের মাধ্যমে যদি বেশী টাকা দিয়ে থাকেন, বা গ্র্যাচুইটাস রিলিফে কিছু বেশী দিয়ে থাকেন, এ্যাগ্রিকালচরাল লোন বেশী দিয়ে থাকেন তাহলে তিনি বলুন যে এই সমস্যা কি এদিয়ে সমাধান করতে পারছেন। অন্যান্য বৎসরেও তাঁরা দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে পারেননি। এবৎসর অন্যান্য বৎসরের চেয়ে ১২ লক্ষ ৮০ হাজার টন খাদ্য বেশী বিতরণ করেছেন কিন্তু এই সমস্যা সমাধান করতে পারেননি। সুতরাং আমি এই কথা বলি যে দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থাটা কি সেটা দেখা দরকার। আমরা দেখছি যে দিন দিন মানুষের অবস্থা আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। কারণ এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে দেশের সাধারণ মানুষ যারা অধিকাংশই কৃষক ও যারা পল্লী অঞ্চলে বসবাস করেন তাদের আয় বাড়াতে পারেননি। অন্যদিকে লোকসংখ্যা বাড়ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা যে পরিমাণ জমি চাষ করে তা অত্যন্ত অল্প; তাতে আজ তাদের অনেককেই সাধারণতঃ কৃষি মজুরীর উপর নির্ভর করতে হয়। কারণ যাদের কিছু জমি আছে, যে পরিমাণ জমি তাদের আছে সেগুলি ইকোনমিক্ হোল্ডিং নয়। সেজন্য আজকাল অধিকাংশ লোককে খাদ্য ক্রয় করতে হয়। সেখানে বহু বেকার বেড়েছে কিন্তু সেজন্য নূতন নূতন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যাতে তারা জীবিকা উপার্জ্জন করতে পারে। আজকাল অধিকাংশ লোকই নির্ভর করে দিন মজুরীর উপর। কাজেই খাদ্য সমস্যা বৎসরে বৎসরে বাড়ছে এবং সেদিক দিয়ে দেখলে দেখবেন যে মানুষের যে অবস্থা, তার যে প্রকৃত চিত্র, তা অত্যন্ত মর্মান্তিক। আপনারা টাকার অঙ্কের দ্বারা তাদের কথা যদি বলেন তাহলে এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না। এবং এই সমস্যার পরিচয় দিতে গিয়ে যদি কতকগুলি অঙ্ক তুলে ধরেন তাহলেও জনসাধারণের জীবনের দুঃখ দুর্দ্দশার লাঘব হবেনা। আপনারা টাকার অঙ্কের

ঘোরফেরের মধ্যে দিয়ে প্রকৃত অবস্থাকে চেপে দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি, আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ যারা কৃষির উপর নির্ভরশীল, তাদের কৃষিক্ষেত্রে বৎসরের পর বৎসর বিপর্য্যয় দেখা দিচ্ছে। এই বৎসরও সরকার থেকে স্বীকার করা হয়েছে, ফসল ভাল হয়নি। প্রথমে বলা হয়েছিল যে ফসল ভাল হয়েছে পরে দেখা গেল যা আশা করেছিলেন তার চেয়ে অনেক কম ফসল হবে। এটা হবার কারণ কি তা বুঝতে হলে, যাদের খবরের উপর ভিত্তি করে তারা এই সংবাদ দেন তারা কারা সেটা দেখার দরকার আছে। কিন্তু তার আগে সরকারের উচিত দেশের লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা স্বীকার করে নিয়ে তার প্রতিকার করা। আজকে শুধু টাকার অঙ্ক দিয়ে দেশকে বাঁচান যায় না। আজকে সরকারের নিম্নতম কর্মচারী বা অফিসার যারা রয়েছেন তারা দেশের অবস্থার প্রকৃত যে চিত্র সেটা সরকারের কাছে তুলে ধরতে চাননা। নীচের যেসমস্ত কৃষি কর্মচারী আছে, বৎসরের পর বৎসর তাদের আমরা কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করছি, তারা কৃষি ফসল বাড়িয়েই দেখাতে চেষ্টা করেন এবং যে পরিমাণ ফসল হয়েছে তারচেয়ে বেশী করে দেখাতে চান। এর একটা কারণ আছে, কারণ এর উপর তাদের পদন্নোতি, বেতন বৃদ্ধি নির্ভর করে। তাই সরকার দেশের প্রকৃত অবস্থা জানতে পারে না। এর ফলে এই হাউসে তারা যে চিত্র তুলে ধরেন আমাদের সামনে, সেটা বাস্তব চিত্র নয়।

[10-10—10-20 a.m.]

কৃষকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। পশ্চিম বাংলায় যে বিরাট বন্যা হয়ে গেল তাতে তাদের সর্ব্বাত্মকভাবে ফসল নষ্ট হয়ে গেছে অথচ আর একদিকে দেখলাম এম, আর, সপ যা খোলা হয়েছিল তা সবই প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। দেশের যারা মৎস্যজীবি তাদের অবস্থাও কয়েক বৎসর ধরে চরমে পৌঁছেছে। তাদের দুর্দ্দশার প্রতিকারের কি পথ সে সম্বন্ধে ও কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা এমন পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। খাদ্যের মূল্য কমিয়ে সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা করে জনসাধারণকে বাচাবার কোন ব্যবস্থাই দেখছিনা। জনসাধারণের প্রতিনিধি নিয়ে সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থাই এখনই চালু করা উচিত। আজ আমরা দেখছি একদিকে সরকারী সাহায্যের অপ্রাচুর্য্য অন্যদিকে বণ্টন বিষয়ে সরকারের গাফিলতি এই দু'য়ের প্রতিকার না করলে জনসাধারণকে আর বাঁচানো যাবে না।

Shri Bhuban Chandra Kar Mahapatra :

পশ্চিম বাংলার খাদ্য সঙ্কট চরম অবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষি উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করার সংকল্প ঘোষণা করেছেন। পশ্চিম বাংলার খাদ্যের এই সঙ্কটময় সময়ে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর খাদ্য সরবরাহের বাজেটে খুবই নৈরাশ্যজনক। এই বাজেট আলোচনা করলে আমরা দেখব যে ১৯৫৯-৬০ সাল গুড ইয়ার ধরে নিয়ে বাজেট বরাদ্দ হয়েছিল ৩ কোটি ৮০ লক্ষ ৯ হাজার টাকা। কিন্তু গুড ইয়ার—ব্যাড ইয়ার হয়ে যাওয়ার অবস্থার চাপে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী বাজেট রিভাইজ করতে বাধ্য হয়েছেন—খরচ করেছেন ৬ কোটি ১৪ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। গত বৎসরের বরাদ্দর চেয়ে বর্ত্তমান বৎসরের বরাদ্দ ১ কোটী ৫৬ লক্ষ ৯ হাজার টাকা কম করে ধরেছেন।

বর্ত্তমান বৎসর বেটার ইয়ার হবে এই আশা করে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী এই বাজেট বরাদ্দ কমিয়েছেন। এখন প্রশ্ন এই বেটার ইয়ারএর প্রেরণা মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী কোন এলাকা থেকে সংগ্রহ করলেন? সুদূর প্রসারিত এবং বিধ্বংসী বন্যার ফলে চাউল শস্য উৎপাদন এ

বৎসর কম হবে বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনুমান করেছেন। মাননীয় কৃষিমন্ত্রীও এ বৎসর খা গ্যের অবস্থা সঙ্কটময় বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবাংলার সব জেলাতেই ধান্য ফসল উৎপাদন কম বেশী ব্যহত হয়েছে। ধান্য উঠার সময় থেকেই অনেক কৃষকের ঘরে খাদ্য নাই। খাদ্যের জন্য হাহাকার আরম্ভ হয়ে গিয়েছে তার উপর আছে খাজনা লোন আদায়ের প্রচেষ্টা—সার্টিফিকেট ক্রোকও সমানভাবে চলেছে।

এবার কৃষককে মহাজনের বাড়ীতে গিয়ে খাদ্যের জন্য মাথা বাঁধা দিতে হবে। ১/ এক-মণ ধানের জন্য ॥—১/ এক মণ সুদ দিবার করারে আগামী বৎসরের খাদ্য এখন থেকেই খরচের জন্য এ্যাডভান্‌স্‌ড্‌ বুক করে ফেলতে হবে। জমি কট কবালায় মহাজনকে লিখে দিয়ে এ বৎসরের খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী পশ্চিম বাংলার কৃষক পরিবারকে সরকারী সাহায্যের অধীন করতে চালনি ভাল কথা, কিন্তু তিনি কৃষকের দুঃসময়ে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীও দুঃস্থ কৃষকদের সাহায্য করুন। সার্টিফিকেটে ক্রোকের চাপ দিয়ে লোন আদায়ের ব্যবস্থা বন্ধ করুন প্রতিটি দুঃস্থ ইউনিয়নে অবিলম্বে টি. আর. আরম্ভ করে বেকার কৃষকদের কাজ দিবার ব্যবস্থা করুন চাষ আবাদের সময় গ্যাচুয়েসাচ রিলিফ প্রচুরভাবে কৃষিলোন দিতে হবে। রাজভবনে খাদ্য সঙ্কটের ছায়া পড়ে না। এখানে বাস করে গত বৎসর মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী যে বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করেছিলেন সেই বাজেট সেই গুড ইয়ার এর বাজেট অবস্থার চাপে প্রায় ২গুণ বাড়াতে হয়েছে। এবারে খাদ্যসঙ্কট বিন্দুমাত্রও হ্রাস পায়নি বৃদ্ধির পথে চলেছে। কৃষির উন্নতির জন্য কৃষকদের প্রচুরভাবে সাহায্য করতে হবে। কৃষককে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এই বেটার ইয়ারএর বাজেট বাড়িয়ে ৩ গুণ করতে হবে।

অধ্যক্ষ মহাশয়, মফঃস্বল অঞ্চলে দেখি খাদ্যমন্ত্রীর বিভাগ যেখানে যেখানে রুলিং পার্টির লোক কংগ্রেসের লোকের ভীড় বেশী এবং করাপসানও খুব বেশী সরকারী কর্মচারীরাও করাপ-সান রোগে সংক্রামিত হয়ে পড়েছেন। যে দু একজন সৎকর্মচারীর দৈবাৎ সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাঁদেরও আবার করাপসানের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে বিপদে পড়তে হয়। কাঁথি মহাকুমার এস. ডি. ও. মিঃ মুরসেদ বনাম কাঁথির হাইটাইপের কংগ্রেস নেতাদের সংবাদ এই হাউসে পরিবেশিত হয়েছে। এই বিধান সভায় মেদনীপুরের একজন মাননীয় কংগ্রেস সদস্য একট জবাবও দিয়েছেন। কিন্তু কাঁথির লোকেরা জানেন কাঁথির হাই র‍্যাংকের কংগ্রেস নেতার করাপসান ধরে মিঃ মুরসেদ বদলী হতে বাধ্য হয়েছেন। এবার আর একজন অফিসার এগ্রা সার্কেলের সার্কেল অফিসার মিঃ এন. সি. মুখার্জী—তাঁর মাথার উপর খাঁড়া ঝুলছে। তাঁর ১নং অপরাধ এগ্রা থানার ৪নং ইউনিয়নের কংগ্রেস টিকিটের প্রেসিডেণ্ট ইউনিয়ন রিলিফ কমিটির সদস্য—রিলিফের কাইণ্ড অ্যাণ্ড ক্যাস ডোল নিয়ে একটু রকমফের কাজ করেছিলেন। এস. ডি. ও এর অ্যাপ্রুভড্‌ প্রাইওরিটি লিষ্টএর বাহিরে নিজের দলের রিলিফ পাওয়ার অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের রিলিফ দিচ্ছিলেন। দুঃস্থদের প্রাপ্য ক্যাস ডোলের কিছু অংশ এক বিশেষ তহবিলে জমা করছিলেন। অভিযোগ আসাতে সার্কেল অফিসার তদন্ত করে অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণ পেলেন—এবং ইউনিয়ন ফুড কমিটির কবল থেকে রিলিফের কাজ ছাড়িয়ে এনে সরকারী কর্মচারীর দ্বারা রিলিফ বিতরনের ব্যবস্থা করে দেন। ২নং অপরাধ—তাঁর সার্কেল রামনগর থানার জন্য একজন কংগ্রেস টিকিটের পি, ইউ, বি, এর আত্মীয়কে ডিলারের পদ পেতে দেন নি। অসন্তুষ্ট স্থানীয় কংগ্রেস নেতারা এই সার্কেল অফিসার অবাঞ্ছিত বলে ঘোষণা করেছেন তাঁর বদলীর ব্যবস্থা অবিলম্বে করছেন এই হুমকীও আমি শুনেছি। আমি এই ব্যাপার

মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর নজরে আনছি। জানিনা এইসব অবাঞ্ছিত ব্যাপারে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর অদৃশ্য হস্তের খেলা আছে কি না যদি না থাকে তবে তাঁকে জানাচ্ছি—সাধারণ লোকের ক্ষত করাপসানএর চেয়ে এটা আরও খারাপ অনেষ্ট সরকারী কর্মচারীর মনোবল নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। অনেষ্ট সরকারী কর্মচারীর সহায়তা না পেলে খাদ্যমন্ত্রীর বিভাগের করাপসান কখনও বন্ধ করা যাবেনা, হেলদি পরিবেশ ক্রিয়েট করা কখনও সম্ভব হবে না। আমার প্রস্তাব এই যে খাদ্যের মত জরুরী ব্যাপারে যে সরকারী কর্মচারী করাপসান ধরতে পারবেন তাঁকে এই বিভাগ থেকে পুরস্কৃত করা দরকার। এই পুরস্কারের ব্যয় বরাদ্দ প্রত্যেক বৎসর এই ফ্যামিন বাজেটের অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। খাদ্য ডিষ্ট্রিবিউশন ব্যাপারে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর পলিসি কঠোর করা প্রয়োজন। রিলিফের সময় ইউনিয়ন ফুড কমিটির সভ্য, ডিলার পে মাষ্টার মিলে দুঃস্থদের প্রাপ্য রিলিফ পাচার করে দেন। এগ্রা থানার ৭নং ইউনিয়নের রিলিফের গম—চোরা কারবারে চালান দিবার সংবাদ শ্রদ্ধেয় নটেনবাবু এই হাউসে পরিবেশন করেছেন, যে ডিলার এই কাজ করেছিলেন তিনি এখনও অপসারিত হননি বহাল তবিয়তে ডিলারের কাজ করে যাচ্ছেন। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার প্রস্তাব ডিষ্ট্রিবিউশানের ব্যাপারে ডিলার এবং দুঃস্থ ব্যক্তিদের জীবন মরনের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ দুঃস্থ ব্যক্তিদের অভিমতের যথোচিত মূল্য দেওয়া উচিত। ডিলারকে পারমানেণ্ট করা উচিত নয়। ডিলারের বিরুদ্ধে একাধিকবার অভিযোগ হলে ডিলারকে অপসারণের ব্যবস্থা করা হ'ক। অনারেবল রেভিনিউ মিনিষ্টার এই হাউসে একটি মূল্যবান কথা বলেছেন পশ্চিম বাংলার কৃষক ঋণের বেড়াজালে পড়ে সর্বসান্ত হতে চলেছেন। সরকারকে অবহিত হবার জন্য মাননীয় মন্ত্রী পরামর্শ দিয়েছেন। আমি জানি কৃষি লোনের শতকরা ৫ ভাগ কৃষকের নিকট হতে সহজে আদায় হয়ে আসে। ৩৫ ভাগ ১ মাস থেকে ৬ মাসের পেটের ভাত বিক্রয় করে আদায় হয় বাকী ৬০ ভাগ লোন পর আদায় সার্টিফিকেট ক্রোক করে কৃষকের থালাবাসন, গরু, জমি বিক্রয় করে আদায় করতে হয়। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যেসব পরিকল্পনা রূপায়িত করতে যাচ্ছেন সুস্থ মনোবল সম্পন্ন কৃষকের সাহায্যের প্রয়োজন। আমার প্রস্তাব কৃষকদের সবলসুস্থ কৃষকদের মনোবল বাড়িয়ে কৃষিকার্য্যের মধ্যে একটা হেল্‌দি পরিবেশ প্রস্তুত করবার জন্য বকেয়া সমস্ত প্রকার লোন হতে কৃষকদের অব্যাহতি দেওয়া হউক। কৃষি লোন আদায়ের কিস্তি বর্ত্তমান ২ বৎসর কৃষিকার্য্যের জন্য কৃষককে অধিক পরিমাণ লোন দিতে হবে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর ৬ বৎসরের টার্গিটের সংগে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি লোন আদায়ের কিস্তি ছয় বৎসর করা হউক। সর্বশেষে আমার কাটমোশনের দিকে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[10-20—10-30 a.m.]

Shri Ananga Mohan Das :

মাননীয় স্পীকার মহাশয় আজ মন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট আমাদের সম্মুখে পেশ করেছেন এবং তার সমর্থনে যে বক্তৃতা দিয়েছেন তা এবং বিরোধীপক্ষ তাদের যে বক্তব্য পেশ করেছেন তা আমি অত্যন্ত মনযোগ সহকারে শুনলাম। এই বাজেট আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। কারণ এই কয়েক বছর ধরে রিলিফএর ব্যাপারে যে কাজ সরকার করেছেন তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। কারণ আমি দেখেছি বিপদ যখনই আসে সরকারের তরফ থেকে তখনই সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়।

কোথাও চিড়েগুড় দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। আবার যেখানে লোক আটক পড়ে গেছে সেখানে নৌকা করে উদ্ধারের ব্যবস্থা হয়েছে। ঘরবাড়ী যেখানে পড়ে গেছে, সেখানে তাঁবু দেওয়া হয়েছে। খাদ্যশস্য সেসব জায়গায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয় সেখানে উড়ো জাহাজ করে খাবার পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। অতএব যদি বলা হয় যে সরকার কিছু করছেন না তাহলে বলব যে সেটা ভুল বলা হচ্ছে এবং তাঁরা সমালোচনার জন্যই এইসব বলছেন। তারপর বলা হয়েছে যে চাল কম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমি জানি যে চাল যে পরিমাণ দেওয়া হয়েছে, তা খুব কম নয়। তবে একথা সত্যি যে সরকারী হিসাব মতে যে চাল দেওয়া হয় তা কোন কোন অঞ্চলের পক্ষে কম হয়, কিন্তু মোটামুটি যা দেওয়া হয় তা খুব কম নয়। টেষ্ট রিলিফের কাজ বিভিন্ন জায়গায় আরম্ভ হয়েছে। এই টেষ্ট রিলিফে রাস্তাঘাট তৈরী বা মেরামত হয়, খাল সংস্কার হয়, বাঁধ তৈরী হয়, ইট ইত্যাদি তৈরী হয়। আবার যে সময় রিলিফের কাজ চলে সেই সময় অন্যান্য সরকারী বিভাগেরও কাজ হয় এবং তাতে লোক কাজ পায়। অর্থাৎ যেমন যেখানে নদীর বাঁধ ভেঙ্গে গেছে সেখানে ইরিগেশন বিভাগ থেকে বাঁধ তৈরীর ব্যবস্থা হয় এবং সেখানে লোকে কাজ পায়। অতএব রাস্তা তৈরীর কাজ, ইরিগেশনের কাজ, টেষ্ট রিলিফে কাজ লোকে পায়। আমার জানা আছে যে টেষ্ট রিলিফে কাজ করে লোকে যে পরিমাণ গম ও চাল পেয়েছিল তা দিয়ে তারা বর্ষার ২ মাস চালিয়ে দেয়। যারা কাজ করতে পারে না তাদের জন্য জি, আর, এর ব্যবস্থা আছে। ফেমিন কোডের নিয়ম অনুযায়ী বিধবা, মেয়েমানুষ, ছেলেপিলেদের জন্য জি, আর, এর ব্যবস্থা আছে। এই জি, আর, এর পরিমাণ খুব খারাপ নয়। এইভাবেই সর্বত্র রিলিফের কাজ চলে আসছে। রিলিফের সঙ্গে বন্যাক্রান্ত অঞ্চলে এবং জলের স্কেয়ারসিটি অঞ্চলে টিউবওয়েল দেয়ার ব্যবস্থা আছে। এ বৎসর ৩ লক্ষ টাকার টিউবওয়েলের জন্য বরাদ্দ আছে। এই টিউবওয়েল বসানোর জন্য স্থান নির্বাচনে গণ্ডগোল হয়। আর, ডব্লু, এস, কমিটি যে আছে সেই কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে যদি টিউবওয়েল বসান হয় তাহলে ওয়াটার সাপ্লাইএর সুবিধা হয়, কারণ তা না হলে এক এক জায়গায় ২০০ গজের মধ্যেই টিউবওয়েল হচ্ছে। রিলিফের টিউবওয়েলের বেলায় এই ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। সুতরাং রিলিফ টিউবওয়েল যেগুলি অফিসাররা বসান সেগুলি যদি এই ওয়াটার সাপ্লাই কমিটির মাধ্যমে করা হয় তাহলে ভাল হয়। এইটুকুন আমার সাজেসান। তারপর ধান চালের অভাব সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। এ বৎসর সত্যি যে অবস্থা হয়েছে তাতে উড়িষ্যাকে যদি আমাদের বাংলার সঙ্গে যোগ না করা হোত তাহলে বাংলাদেশের অবস্থা খারাপ হোত। বাংলার সঙ্গে উড়িষ্যার একটা যে জোন তৈরী হয়েছে তাতে বাংলার অভাব থাকবে না। কিন্তু একটা খবর আছে যে এই জোনের ধান চাল অন্যত্র চলে যায়। সেজন্য এটা যাতে অন্যত্র চলে না যায় তার জন্য সীমান্ত অঞ্চলে গার্ডের ব্যবস্থা করা হোক।

আমার কাছে খবর এসেছে যে পাকিস্তানে নৌকায় করে ধানচাল চলে যাচ্ছে। কাজেই সেদিক থেকে যদি ভাল করে গার্ড-এর ব্যবস্থা করা যায় তাহলে এগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। তবে আমাদের ধানচালের কোন অসুবিধা হবে না। কেননা সরকার মডিফাইড রেশনিং-এর যে পরিকল্পনা করেছেন সেটা খুব খারাপ হয়নি এবং ইতিমধ্যেই ধানচাল, আটা, গম, প্রভৃতি পৌঁছে গিয়ে সেগুলো দোকানদারের মারফৎ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। একজন সদস্য বলেছেন একই ডিলারকে বারে বারে রাখা উচিত নয়। কথাটা যদিও তিনি ঠিকই বলেছেন, তবে যদি কোন ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয় এবং যেমন আমি একটা ঘটনা জানি যে

ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ হওয়ায় সাবডিভিসন্যাল অফিসার বাধ্য হয়ে সেখানে অন্য ডিলার করবার জন্য ইউনিয়ন রিলিফ কমিটিকে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। কাজেই এরকম ব্যবস্থা যখন আছে তখন কেন যে তিনি এরকম অভিযোগ করলেন বুঝতে পারছিনা। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এরকম হয়ত হতে পারে যে কোন ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা সত্বেও সরকার তাকে রেখে দিয়েছেন কিন্তু সাধারণভাবে সর্বত্রই ডিলার পরিবর্তনের ব্যবস্থা আছে। তারপর ধানচালের অভাব দূর করার জন্য সরকার আরও একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন এবং সেটা হোল ষ্টেট ট্রেডিং। সরকার গম ও আটাজাত দ্রব্যের জন্য ১০ কোটি টাকা এবং ধানচাল কেনার জন্য ৮ কোটি মোট ১৮ কোটি টাকা এই ষ্টেট ট্রেডিং-এ বরাদ্দ করেছেন, এবং বিক্রি করার পর যা হবে তা থেকে দেশের খাদ্যাভাব দুর হয়ে যাবে। যেসব বন্যাধ্বিধ্বস্ত অঞ্চলে যাতায়াতের অসুবিধার জন্য ডিলাররা নিদ্দিষ্ট পরিমাণ জিনিষ নিতে পারবেনা সেখানে ইউনিয়ন রিলিফ কমিটির সুপারিশের উপর এস, ডি, ও, বা কালেক্টর যদি মনে করেন যে ডিলারকে যে পরিমাণে ক্যারিংকষ্ট দেওয়া হয় সেই কষ্ট-এ তার খরচ কুলিয়ে ওঠেনা তাহলে সরকার পক্ষ থেকে এক্সট্রা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আমি যতদুর জানি তাতে বলতে পারি যে বাংলাদেশের প্রতিটি কেন্দ্রে আটাগম প্রভৃতি দেপয়ার যে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে তা'তে মনে হয় এ বছরের বিপদ অর্থাৎ যেটাকে একটা সঙ্কট বলেই মনে হচ্ছে সেটা কাটিয়ে ওঠা যাবে। বণ্টন সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে তা' ঠিক নয়, তবে সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা করা দরকার এবং সে ব্যবস্থা আছেও। যেসব ইউনিয়ন রিলিফ কমিটি আছে তাতে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, এম, এল, এ, এবং যদি কোন এম, এল, এ, যেনে না পারেন তা হলে তাব রিপ্রেজেণ্টেটিভ থাকার ব্যবস্থা আছে এবং তাছাড়া ইউনিয়ন এ্যাগ্রিকালচারাল এ্যাসিষ্টাণ্ট এবং ২ জন সরকারী মনোনীত সদস্য রয়েছেন। কাজেই এ' তজন একত্রে মিলে গ্রামে গিয়ে যেসব গ্রামসেবক আছেন তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে যেখানে যেরূপ অভাব আছে সেইভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করেন তাহলে বণ্টন ব্যবস্থার কোন অসুবিধাই হবেনা। তবে তাঁরা যদি কাজ না করেন তাহলে সরকার কি কববে? সবকার বা মন্ত্রী বলে কিছু নেই, সকলকে সমানভাবে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে এবং তবেই সব সুষ্ঠুভাবে চলবে। কাজেই এই বিধান সভায় চিৎকার করে কিছু হবে না গ্রামের প্রতিটি অঞ্চলে যেখানে অভাব আছে সেখানে যাতে সুষ্ঠু বণ্টনের ব্যবস্থা হয়ে প্রকৃত লোকেরা পায় তারজন্য সকলকে সমভাবে চিন্তা করতে হবে এবং কাজ করে যেতে হবে। এ ছাড়া মডিফাইড রেশনিং হওয়ায় বাজারে ধানচালের দাম যেটা বেড়েছিল সেটা প্রায় মণপ্রতি ২ টাকা ইতিমধ্যেই কমে এসেছে। কাজেই এই কম যদি ঠিক রাখা যায় এবং উড়িষ্যা থেকে যে ধানচাল আসছে তা যদি ঠিকভাবে বণ্টিত হয় এবং আমরা যদি সকলে মিলে সাহায্য করি তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই সঙ্কট আমরা কাটিয়ে উঠতে পারব। তবে এ বিষয়ে সরকারের কাছে আমার একটা কথা আছে যে কেবল বাইরে থেকে ধানচাল আনলেই চলবে না যাতে আমাদের এখানে প্রোডাকশন বাড়ে তারও চেষ্টা করতে হবে। গত বন্যায় যেসব অঞ্চলের আউসধান নষ্ট হয়ে গেছে সেখানে যাতে ঐ ধ্যান আবার উৎপন্ন করা যায় তারজন্য বীজ পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে বীজ যাতে খুব উৎকৃষ্ট ধরণের হয় তারদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে কেননা অনেক সময় দেখা যায় ১০০ ধানে ১০০টি গাছই বেরোয় আবার কখন দেখা যায় যে ৩ ভাগ গাছই বেরুলনা। এ ব্যাপারে আমার মনে হয় যে ডিসঅনেষ্ট লোকেরা খারাপ জিনিব বা পুরোনো ধান মিশিয়ে দেয় বলেই এরকম

হয়। কাজেই আমার বিশেষ অনুরোধ যাতে ভাল আউস ধানের বীজ দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করুন।

[10-30—10-40 a.m.]

আর একটা কথা হচ্ছে, সারের জন্য সরকার থেকে যে সাহায্যের ব্যবস্থা আছে তাতে, আমার বক্তব্য হচ্ছে টাকা না দিয়ে সার দেবার ব্যবস্থা করুন। কারণ, টাকা দিলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অডিটের হয়ত সুবিধা হচ্ছে কিন্তু লোকে টাকা নিয়ে সার না কিনে পেটে খেয়ে ফেলছে। সেজন্য টাকা না দিয়ে সার দেবার ব্যবস্থা করুন। অবশ্য মন্ত্রীমহাশয় বলেছিলেন যে আমাদের সার দেওয়ার সম্বন্ধে ডিপার্টমেণ্টের আপত্তি আছে। আপত্তি যাই হোক না কেন লোকের সুবিধার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত—আপত্তিটা বড় কথা নয়, অডিটটা বড় কথা নয়, লোককে বাঁচনটাই বড় কথা, মানুষের সুবিধা পাওয়াটাই বড় কথা। সময় মত জমিতে সার না দিলে ধান ভাল হয়না। সুতরাং যতই আপত্তি থাক না কেন নগদ টাকা না দিয়ে সার যাতে ঋণ হিসাবে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা উচিত। সারের পরিবর্তে টাকাটা পরে রিয়েলাইজ করা যেতে পারে। তারপর, আউস এবং আমন ধানের বীজ দেওয়া দরকার বিশেষ করে এবছরে আমন ধানের বীজ সর্বত্র দেওয়া দরকার কারণ ৮টী জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যপক বন্যা হওয়ার ফলে চাষীদের কাছে বীজ ধান পাওয়া সম্ভব হবেনা। সেজন্য সরকারকে বীজ ধান সরবরাহ করতে হবে। আমার নিজের থানায় ১৯৫৮ সালে যে বন্যা হয় সেই বছর সরকার নিজেই বীজ সরবরাহ করে দিয়েছিলেন। এবছর যেসমস্ত জায়গায় বন্যা হয়েছে সেইসমস্ত জায়গায় সরকার পক্ষ থেকে বীজ দেওয়া দরকার। যে জমিতে যে বীজ দরকার হবে তার হিসাব নিয়ে সেই অনুযায়ী বীজ সরবরাহ করা দরকার। জমি অনুসারে বিভিন্ন রকমের বীজ দরকার হয়, যেমন যেখানে জল বেশী সেখানে মোটা ধানের বীজ লাগবে, আর যেখানে মাঝারি জল হয় অর্থাৎ বেশী জল নয়, কম জল নয় সেখানে আর একরকম বীজ দিতে হবে। সেগুলি সরকার থেকে সংগ্রহ করে দেওয়া দরকার। আমার মনে হচ্ছে পাট চাষ কিছু কমান উচিত। কয়েকজন সরকারী কর্মচারী আমাকে বলেছিলেন যে আপনারা অত্যন্ত খারাপ করছেন পাট চাষ কমিয়ে। পাটে প্রচুর টাকা পাওয়া যায় বটে কিন্তু যেখানে আমরা খাদ্য পাইনা সেক্ষেত্রে মানি আনিংএর চেয়ে ফসল যাতে বেশী হয় তার চেষ্টা করতে হবে। সেজন্য পাটের বিনিময়ে আমরা যাতে ধান, গম চাষ করতে পারি তার আয়োজন করতে হবে। যদি খেতে না পাওয়া যায় তাহলে পয়সা নিয়ে কি হবে? লোকের হাতে যদি বেশী পয়সা থাকে, কেনবার লোক যদি বেশী থাকে সেই তুলনায় ফসল যদি সাপ্লাই করতে না পারা যায় তাহলে স্বভাবতঃই দাম বেড়ে যায়। সুতরাং যে পরিমাণ জমিতে আউস এবং আমন ধান চাষের সুবিধা আছে সেই পরিমাণ জমিতে যাতে আউস এবং আমন ধানের চাষ হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে আউস এবং আমন দুইই হবে না সেখানে গমের চাষ করতে হবে। আমাদের মেদনীপুর জেলায় ময়না থানায় আউস কিংবা গমের চাষ হতে পারে। গত বছর আমরা দেখেছি আউস ধানের চাষ প্রচুর হয়েছিল। এবং তার ফলন কোন কোন ক্ষেত্রে আমন ধানের চেয়ে বেশী হয়েছে। তারপর, গমের চাষ হয়েছিল এবং গমের ফলস খুব আনন্দদায়ক। প্রথমে যারা গম আটা খেতে আপত্তি করেছিল তারা বলছে আমরা গম চাষ করব এবং

বরাবর করব এইরকমভাবে ব্যবস্থা করুন। কাজেই এইভাবে চাষ করলে আমাদের ধারণা এবছরের যে বিপদ সেটা অক্লেশে কাটাতে পারব, আমরা আবার সুদিন ফিরে পাব এই সাজেশান দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Subodh Banerjee :

স্পীকার মহাশয়, খাদ্যমন্ত্রী পরিসংখ্যান দিয়ে সমস্ত জিনিষটাকে খোলাটে করবার চেষ্টা করেছেন। প্রথমে তাঁর যুক্তি হোল জনসংখ্যা বাড়ছে, উদ্বাস্তরা আসছে, বহিরাগত ৪০ লক্ষের মত লোক এখানে আছেন। সুতরাং বাংলাদেশে খাদ্যাভাব ঘটবে এই তাঁর যুক্তি এবং তিনি বলেছেন তাঁর বক্তৃতার মাঝখান দিয়ে যে বহিরাগতদের এবং উদ্বাস্তদের যদি সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে আমাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান হয়—অর্থাৎ ইনডাইরেক্ট সেদিকে এইভাবে তিনি পুট্ করলেন। এটা যদি তিনি মনে করেন যে বহিরাগতদের এবং উদ্বাস্তদের এদেশ থেকে সরিয়ে দেয়া দরকার তাহলে তিনি সেটা খোলাখুলি বলুন-না—ইনডাইরেক্ট ওয়েতে বলছেন কেন? এই যদি তাঁর যুক্তি হয় তাহলে আমার জিজ্ঞাস্য তাঁর কাছে তবে তিনি খাদ্যের জন্য কেন্দ্রের কাছে যান কেন? কেন্দ্রতো সরাসরি বলতে পারে যে বাংলাদেশের ঘাটতি আমরা মেটাবোনা। বহিরাগতেরা থাকায় যদি বাংলাদেশের খাদ্য সমস্যা দেখা দেয় তাহলে সেই খাদ্য সমস্যা মেটাবার জন্য আমাদের কেন্দ্রের কাছে যাওয়া উচিত নয়। কারণ কেন্দ্র কিছু উৎপাদন করে না—কোন না কোন রাজ্য থেকে সেই জিনিষগুলি সংগৃহীত হয়ে কেন্দ্রের কাছে যায় এবং কেন্দ্রের কাছ থেকে সেই ঘাটতি পুরণের জন্য সাহায্য নেয়ার অর্থ হচ্ছে কোন না কোন রাজ্যের কাছ থেকে সাহায্য নেয়া এবং সেই রাজ্যের লোক যদি এদেশে থাকে তাহলে সেটাকে আমাদের দুর্ভিক্ষের কারণ হিসাবে নেয়াটা অত্যন্ত ভুল ও ম্যালাকাইন্ড বলে আমি মনে করি। দ্বিতীয় জিনিষ, বাংলাদেশে কি সত্যই খাটতি আছে? আমরা মানি

West Bengal is a deficit State in respect of rice

কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য প্রতি বছর কি কেন্দ্র আমাদের এই ঘাটতি মেটাচ্ছে না? কেন্দ্রতো এই ঘাটতি মিটিয়ে দেয়—তাহলে ঐ কথা তুলছেন কেন বাংলাদেশ ডেফিসিট, বাংলাদেশে লোক বেশী, অমুক এসেছে তমুক এসেছে? কেন্দ্রতো ডেফিসিস মিট আপ করে দিচ্ছে—৫ লক্ষ টন, ৭ লক্ষ টন, ৯ লক্ষ টন ডেফিসিট হোক কেন্দ্রতো তা মিটিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং আপনার যে প্রব্লেম, এই রাজ্যের যে ফুড প্রব্লেম

It is no problem of production. It is a problem of distribution.

প্রোডাকশনের কথা তুলে ধরছেন কেন? প্রোডাকশনটা বর্ত্তমানে খাদ্যমন্ত্রীর দপ্তরের অধীনস্থ নয়; ওটা তরুণবাবুর দপ্তরের অধীনস্থ। খাদ্যমন্ত্রীর কাজ হচ্ছে ডিষ্ট্রিবিউশন দেখা এবং সমস্যাটা সেখানে প্রোডাকশনের আমি মানি—যদি ক্রমিক ডেফিসিট থাকে তাহলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। সুতরাং প্রোডাকশন বাড়ানো দরকার কিন্তু সেটা আলাদা আলোচ্য বিষয়। সেটা খাদ্য দপ্তরের বিষয় নয়—এটা হচ্ছে উৎপাদন দপ্তরের বিষয়। সে ব্যাপারেও কিছুই করছেন না—চাষীর হাতে জমি দেওয়া, জলসেচের ব্যবস্থা করা, উন্নত ধরণের বীজ দেয়া, সার দেয়ার ব্যবস্থা করা, কৃষিঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করা এসব ব্যবস্থা আপনি কিছুই করেননি। সে কথা আমি ছেড়ে ছিলাম কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে খাদ্য দপ্তরের যে কাজ ডিষ্ট্রিবিউট

করা—আপনি কি করেছেন ? বাংলাদেশেতো ঘাটতি নেই, কেন্দ্রের কাছ থেকে পাওয়ার পর ঘাটতি যদি না থাকে তা হলে প্রপারলি ডিষ্ট্রিবিউট করলে এরকম দাম বাড়তে পারে না। এরকম অভাব দেখা দিতে পারে না। কিন্তু কেন অভাব দেখা দিচ্ছে—তার কারণ ডিষ্ট্রিবিউশন প্রপারলি হয় না। কি অর্থে প্রপার নয় ? ডিষ্ট্রিবিউশন ২ রকমে হোতে পারে—একরকম অর্ডিনারী ল অফ্ ডিমাণ্ড এ্যাণ্ড সাপ্লাই, ডিমাণ্ড এ্যাণ্ড সাপ্লাইএর অর্ডিনারী ল ছেড়ে দিলে, ষ্টেট ট্রেডিং-এ ডিমাণ্ড এ্যাণ্ড সাপ্লাই-এর অর্ডিনারী ল অপারেট করতে পাবে—পারফেক্টলি যদি সেখানে ব্যাকেটিয়ারিং, ব্ল্যাকমার্কেটিং হোর্ডিং চেক করা যায়। যদি সেখানে র‍্যাকেটিয়ারিং ব্ল্যাকমার্কেটিং হোর্ডিং চেক না করা যায় তাহলে ডিমাণ্ড এ্যাণ্ড সাপ্লাই-এর অর্ডিনারী ল অপারেট করতে পারে না, কারণ যাই প্রডিউসড হোক না কেন আর্টিফেসিয়াল স্কারসিটি সৃষ্টি করে প্রাইস তোলার চেষ্টা হবে, সমস্ত মাল কুক্ষিগত করে রেখে, মজুত করে রেখে তারা দাম বাড়িয়ে দেবে এবং বাজারে অভাব সৃষ্টি করবে। সুতরাং ফার্ষ্ট কণ্ডিশন ; ডিমাণ্ড এ্যাণ্ড সাপ্লাই-এর নরম্যাল ল-কে অপারেট করতে দেয়ায় যে কণ্ডিশন থাকে কিছু ইকনমিযেক সে জিনিষ করতে পারবেন না। রাদায় দেখা যাচ্ছে ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারিংদের সুবিধা করে দিচ্ছেন, হোর্ডিং চেক করতে পাবছেন না, প্রাইস কণ্ট্রোল অর্ডার করতে পারছেন না, ইত্যাদি। গভর্ণমেণ্ট বলছেন যে বাজাবে চাল নেই, অথচ তারা নিজেরাই বলছেন যে এগুলি চোরাকারবারীরা বিগ হোর্ডাররা, বিগ এগ্রিকালচারিষ্টরা মিলওনার্সরা সব আটকে রাখছে।

[10-40—10-50 a.m.]

এই কথা বলবার পর, ঐ আটক রাখা ধান-চালগুলোকে কেড়ে নেওয়ার কোন ব্যবস্থা করলেন না। অর্থাৎ অবজেক্টিভলি ব্ল্যাকমার্কেটকে সমর্থন করলেন, তাকে সাহায্য করলেন; এবং এটা ইন্এফিসিয়েন্সি টু ট্যাক্ উইথ দি ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার্স প্রমাণ করছে। এবং এখানে ডিমাণ্ড এণ্ড সাপ্লাই অপারেট করছেন না। এটা যখন আপনাবা পারছেন না, তখন অনলি আদার অল্টার্ণেটিভ ষ্টেট ট্রেডিং। সেই ষ্টেট ট্রেডিংএর দিকে আপনারা কি করেছেন ? কিছুই হয়নি। আপনাবা এ সম্বন্ধে পরে কি করবেন বা না করবেন, এই সমস্ত কথা আমাদের কাছে বলে গেলেন। তার কাবণ দি পলিসি ইজ টু বি মডিফাইড বাই ইউ। কিন্তু টোটাল ষ্টেট ট্রেডিং, সেই জিনিষ কোথায় ? আপনি বলছেন ষ্টেট ট্রেডিং হবে। আমি মনে করি টোটাল ষ্টেট ট্রেডিং হওয়া দরকাব আছে। সেই সমস্ত জিনিষের জন্য সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে। যখন নরম্যাল ল অপারেট করছে না, তখন নিজের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আমি জানি আমাদের দেশে টোটাল ষ্টেট ট্রেডিং কণ্ট্রোল করবার জন্য বিক্ষভ আসতে পারে। বেশনিং করা মানে ষ্টেট ট্রেডিং নয়। ইনএফিসিয়েন্সির এণ্ড করাপশন অফ দি ডিপার্টমেন্ট-এর জন্য সম্পূর্ণ মন্ত্রী মহাশয় দায়ী। ষ্টেট ট্রেডিং ইকোনমিকস, যাকে বলে—ইকোনমিকস্ অফ কণ্ট্রোল ইজ নট ব্যাড ইকোনমিকস্। তাকিয়ে দেখুন যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশের দিকে। ইংলণ্ডের মত দেশ, যেখানে খাদ্য উৎপাদন হয় না বললেই চলে, সেখানে ইকোনমিকস্ অফ কণ্ট্রোল অ্যাপ্লাই করে দেখা গেল লোকের স্বাস্থ্য আরও ভাল হয়ে গেল। দ্যাট ইজ দি রিপোর্ট। স্বাস্থ্য ডিষ্ট্রিবিশনএ ভাল হয়ে গেল। আর আমাদের দেশে টোটাল কণ্ট্রোল না করে সরকার ইকোনমিকস অফ কণ্ট্রোল করতে যাওয়ায়, সেখানে লোকেব ভোগান্তিব একশেষ। লাখ লাখ মণ চাল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে গুদামে

পচে। এটা হল ইকোনমিকস্ অফ কণ্ট্রোল-এর দোষ। খারাপ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনএর জন্য ইনএফিসিয়েন্সী এণ্ড করাপশন অফ দি ডিপার্টমেণ্ট দেখা দেয় এবং এর জন্য মন্ত্রী মহাশয় দায়ী। ডিষ্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে খাদ্য দপ্তরের একমাত্র কাজ, প্রোডাকশন তার কাজ নয়। সেই ডিষ্ট্রিবিউশন-এর ক্ষেত্রে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন, ইনএফিসিয়েন্সী করাপশন—সমস্তরকম অসুবিধা সৃষ্টি করছে। সুতরাং মন্ত্রী মহাশয় এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। তারপর যে জায়গায় আপনি এফেক্টিভ্লি ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারদের কণ্টোল করতে পারছেন না, সেখানে আপনি সম্পূর্ণ দায়ী। প্রফুল্লবাবু বললেন আমি কি করবো। অমুক ব্যবসাদার, অমুক ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার, অমুক হোর্ডারদের জন্য আমি কিছু করতে পারছি না। তিনি সমস্ত দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বসে আছেন। সরাসরি আপনি দায়িত্ব নিন, জনসাধারণ আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে। তারপর তৃতীয় জিনিষ হচ্ছে—এই ডিষ্ট্রিবিউশনএর সঙ্গে আর একটা জিনিষ সংশ্লিষ্ট আছে, সেটা হচ্ছে প্রাইস এণ্ড পার্চেজিং পাওয়ার অফ দি পিপল। মাল বাজারে এলেই হবে না, তাকে কেনবার ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে আসা চাই। কোথায় তা? চড়চড করে সমস্ত জিনিষের দাম বেড়ে চলেছে। এই ইনফ্লেশনারী ট্রেণ্ড ডেভেলপমেণ্টএর সময় সব কাণ্ট্রিতেই দেখা যায়। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের এখানে যে শঙ্কট দেখা দিয়েছে সেটা ঠিক ইনফ্লেশনারী ট্রেণ্ড নয়। এই ইনফ্লেশনকে কণ্ট্রোল করতে গেলে ইকোনমিকস্ অফ কণ্ট্রোল দরকার।

তারপর, প্ল্যানিং মানে কি? প্ল্যানিং মানে লাইসেন্স ফেয়ার কিন্তু এখানে কি তাই হচ্ছে? প্ল্যানিং মানে হচ্ছে দাম ইম্পোজ করে দেওয়া যে এর চেয়ে বেশী দামে বিক্রয় করতে পারবে না। সুতরাং সেদিক থেকে বিবেচনা করে দাম কমাবার জন্য বিজিডলি এনফোর্স করা দরকার এবং কম দামে যাতে জনসাধারণ পেতে পারে তার জন্য সরকারকে ব্যবস্থা করতে হবে।

তারপর টেষ্ট রিলিফ বিতরণের কথা বলছেন। নন্ ডেভেলপমেণ্টাল ওয়ার্ক-এর জন্য টেষ্ট রিলিফ-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এর জন্য বহু টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। কিন্তু এর বেনিফিটটা কি? আপনারা বলবেন আমরা ভিক্ষা দিচ্ছি। কে বলেছে ভিক্ষা দিতে? হোয়াই নট ইন্ভেষ্ট ইন প্রোডাক্শন। দু কোটি তিন কোটি টাকা বাংলাদেশে খরচ করেন টেষ্ট রিলিফ ওয়ার্ক-এ, এটা যদি ডেভেলপমেণ্টাল-এ ওয়ার্ক-এ খরচ হয় তাহলে উৎপাদন হতে পারে, র‍্যাদার বেশী করে টেষ্ট রিলিফ-এর কাজ করুন তাতে যে পুকুরগুলি আছে, যে বাঁধ আছে ছোট ছোট, তার সংস্কার যদি করতে পারেন তাহলে উপকার হবে, লোকেও জল পাবে। এটা হয়ত ক্যাপিট্যাল হেডস-এ খরচ ধরা হচ্ছে কিন্তু টেষ্ট রিলিফ ওয়ার্ক-এর ৮০% চুরি হয়, অবজেক্টিভ রেজাল্ট কিছুই হয় না, কাজ কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না।

Shri Amarendra Nath Basu :

মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় তাঁর বাজেট আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি কিছুতেই সেই বাজেট আমি সমর্থন করতে পারি না। এর আগে বহুবার তিনি একথা জানিয়েছেন আমাদের দেশে মৃত্যুর সংখ্যা কমে আসছে এবং মানুষ জন্মাচ্ছে বেশী এবং তিনি একথাও বলেছেন যে আগে যারা ছাতু খেত এখন তারা ভাত খাচ্ছে। এটা কোন যুক্তি বলেই আমি মনে করি না। বাংলাদেশের অন্ন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে এবার তিনি যে দুটো কথা তুলে ধরেছেন তার একটা হচ্ছে বাস্তুহারা ৩২ লক্ষ এবং

অবাঙ্গালী এই কলকাতায় থাকে ৪৮ লক্ষ, প্রায় ৫০ লক্ষের কাছাকাছি। এটা তাঁর বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ কেন্দ্র থেকে যখন যা তিনি চাইছেন, যে দাবী করেছেন সেই দাবীই এতদিন তারা পুরণ করে এসেছেন এবং এখনও পুরণ করবেন এবং করতে তারা প্রস্তুত আছেন। বাংলাদেশে এতগুলি অবাঙ্গালী একটা সমস্যা হতে পারে কিন্তু শুধু বাঙ্গালী অবাঙ্গালী বলে এ দুয়ের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দেওয়া সমর্থন করি না। এবং এ নিয়ে বিশেষ দিনে এই বিধান সভায় আলোচনা করা উচিত, আলোচনা করলে আমাদের যে মত তা এখানে ব্যক্ত করতে পারবো। আর একটা কথা তিনি বলেছেন, নিয়ন্ত্রণ বিনিয়ন্ত্রণ কিংবা মাঝামাঝি ব্যবস্থার কথা তিনি চিন্তা করছেন। আমার একটা গল্প মনে পড়ল। একজন খুব গভীরভাবে চিন্তা করছে, তার বন্ধু জিজ্ঞাসা করল, ভাবছ কি ভাই। সে উত্তর দিল কি ভাবব তাই ভাবছি। আমাদের খাদ্যমন্ত্রী মহাশয়ও দেখছি কি ভাববেন তাই ভাবছেন। এটাই যদি তার সত্যই চিন্তা হয়ে থাকে তাহলে আপনি সকলের সহযোগিতা নিন, আপনার সামনে খাদ্য উপদেষ্টা কমিটি এবং বিধান সভার সদস্যরা বহুবার সে কথা বলেছে। আমার মনে হয় আমাদের পক্ষ থেকে বিশেষ করে হরেকৃষ্ণ কোঙার মহাশয় সংগ্রহ করার নীতি এবং বণ্টন করার নীতি পরিষ্কারভাবে সেখানে রেখেছেন, বিধান সভায়ও রেখেছেন। একথা আজ হঠাৎ কেন তিনি তুললেন আমি বুঝতে পাচ্ছি না। সেজন্য আমি এখনও বলছি যদি সত্যই চিন্তা করে থাকেন তাহলে ভালভাবে চেষ্টা করুন। আমরা নিশ্চয়ই সহযোগিতা করবো আপনার সঙ্গে। আর একটা কথা আমি বলবো এখানে ভূমি সমস্যা, সেচ সমস্যা, কৃষি সমস্যার কোন প্রয়োজন নাই, সেটা আমি পুর্বেই বলেছি যে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত অভাব মেটাচ্ছে।

[10-50—11 a. m.]

এবং সেখানে কেন্দ্রের কাছে আমি এটা ভিক্ষা হিসেবে চাই না। আমাদের দাবী আছে। কারণ এই বাংলাদেশ থেকে আপনিও বলেছেন, তাঁরা প্রচুর বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করছেন এবং প্রচুর আয়কর এই বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যান। কাজেই ভারত সরকারের সত্যিই কর্তব্য—বাংলাদেশ যাতে অন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারে—সেদিকে নজর দেওয়া।

আমার সময় অত্যন্ত কম বলে এই অবস্থার মধ্যেও বণ্টন এবং সংগ্রহের মধ্যে যে ত্রুটিগুলি আছে, সে সম্বন্ধে সুবোধবাবু বলেছেন, আমি সেটা সমর্থন করি। আপনি জানিয়েছেন বাংলাদেশে ১২ হাজার ন্যায্য মূল্যের চাল এবং গম দেবার দোকান আছে, তাঁরা ভালভাবে চালাচ্ছেন। মফঃস্বলে কি হয় জানি না। কিন্তু কলকাতা সহরে কিছু দোকান, আমি জানি, তারা নিয়মিত গম এবং চাল পায় না। যাতে তারা নিয়মিত চাল ও গম পায়, তার ব্যবস্থা আপনার করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ যে চাল তারা পায় সেই চাল সত্যিই সাধারণ মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত নয়। যদি বাজারের চাহিদা কমাতে চান, খোলা বাজারে চালের দর কমাতে চান, তাহলে সেখানে ভাল চাল দিতে হবে, তার পরিমাণও বাড়াতে হবে। আপনারা এক সের চাল ও এক সের গম দেন। এতে লোকের সুবিধা হয় বলে আমি মনে করি না। এটাকে অন্ততঃ আড়াই সের করে দেন—চাল দেড় সের ও গম এক সের। গম এক সের হলেই চলে। আমি শুনলাম আধ সের গম না নিলে নাকি চাল দেন না। এটার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। খোলা বাজারে চাল পাওয়া যায়। গম যারা একেবারে খেতে পারে

না—বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের মানুষ, তারা যাতে গম ছেড়ে দিয়েও চাল পায় তার ব্যবস্থা করুন।

আর একটা কথা আমরা বার বার বলে আসছি—সপ্তাহে দুইবার করে যাতে মানুষে রেশন নিতে পারে তার ব্যবস্থা করবেন। একজন দোকানদারের সঙ্গে আলোচনা করছিলাম, তিনি বললেন এতে অসুবিধা কি? তারা বলেন—একটা যদি করে দেন—যে পরিবারে ৫ জনের রেশন নেয়, তা যদি একদিন দু-জনের আর একদিন তিন-জনের নেয়, অথবা ৬ জনের পরিবার হলে একদিন তিন জনের আর একদিন তিন জনের নেয়, তাহলে আমাদের দেবার কোন অসুবিধা আছে বলে আমি মনে করি না। তারও ব্যবস্থা যাতে আপনি করতে পারেন, সেদিকে নজর দিবেন।

আর একটা সবচেয়ে বড় কথা একটা ফর্ম আপনারা দিয়েছেন যাতে আয় সম্বন্ধে আপনারা জানতে চেয়েছেন। শুনলাম এটা কেন্দ্র থেকে নির্দ্দেশ করেছেন। সেখানে আমার কথা হচ্ছে—কম উপার্জন করে বেশী উপার্জন করে চিন্তা করে আপনারা ব্যবস্থা করবেন না—চাল দেবেন কি দেবেন না। প্রত্যেকটি মানুষ যাতে ঐ কম দামে চাল ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত। এজন্য যে গ্রামের যারা লোক যারা চাষবাস করে, তাদের গ্রামের চাল যত কলকাতায় কম আসে, আপনি যত লোককে কলকাতা সহরে যাঁরা নিতে চান, তার ব্যবস্থা করতে পারেন, তাহলে খোলা বাজারে চালের চাহিদা অনেকটা কমে আসবে। সেই কথা জানিয়ে আমি দাবী করে যাচ্ছি—এদিকে নজর রেখে কোন মানুষকে বঞ্চিত করবেন না—কার আয় কম কার আয় বেশী। কারণ আজকের দিনে যত আয় আছে যিনি পাঁচ দু'শো টাকা মাইনে পান, তারও পরিবারে খুব বেশী টাকা দিয়ে চাল কিনে খাওয়ার মত সামর্থ্য থাকে না। আরো অন্যান্য খরচ ও অন্যান্য জিনিষের দামও বেড়ে গিয়েছে যে তা দিয়ে তাঁরা কুলিয়ে উঠতে পারেন না। আর আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই, আমি দু'একটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। চাল ছাড়াও চিনি, সরিষার তৈল, ডাল, এইসব জিনিষ মানুষের যাতে ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে সেদিকে আপনারা নজর রাখবেন। কারণ চাল আপনারা বলেছেন কিন্তু চিনির দর হঠাৎ এমন বাড়িয়ে দিলেন, যেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, ছোট ছোট ছেলেদের একটু চিনি দরকার এবং সাধারণ মানুষেরও একটু চিনি না হলে চলে না, তার দাম আপনারা এমন বাড়িয়ে দিলেন যে, যেখানে সেটা ১৫ আনা ছিল আজকে সেটা ১।।০ টাকার কাছাকাছি চলে গিয়েছে। বর্ত্তমান এই সব জিনিষের দর যাতে কমে সেদিকে আপনারা নজর রাখবেন। আর একটা কথা বলি—অবশ্য এটা আমি আপনার খাদ্য উপদেষ্টা কমিটিতেও বলেছিলাম—খয়রাতি সাহায্যের কথা। যে সব মানুষকে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয় তারা সকলেই মফঃস্বলের, গ্রামের। কিন্তু কলিকাতায় এইরকম বহু মানুষ আছে যারা অন্ধ বুড়ো হয়ে গিয়েছে, উপার্জন করতে পারে না, বস্তিতে কোনরকমে থাকে, কিম্বা কোন লোকের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে, তারা যাতে খয়রাতি সাহায্য পায়, যাতে চাল, গম পায়। আমি আশা করবো সে ব্যবস্থা আপনারা করবেন। যদি নিয়ম না থাকে তাহলে সেটাও করবেন।

Shri Gobinda Charan Maji:

স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে ত্রাণমন্ত্রী মহাশয়কে দু'একটি অনুরোধ করতে চাই। স্যার, আপনি বোধ হয় জানেন এবং খাদ্যমন্ত্রীও জানেন, আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৫০ লক্ষ

লোক পানচাষের উপর নির্ভরশীল। বিগত বন্যায় এই পানের বরজগুলি একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ১৯৫৬-৫৭ সালেও এই পান চাষের জন্য সরকার কিছু ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু এই বারের বাজেটে আমরা এই সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা সরকারকে অবলম্বন করতে দেখিনি। এইজন্য আপনার মাধ্যমে খাদ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বলছি যেহেতু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে, প্রায় ৫০ লক্ষ লোক—হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, ২৪পরগণা, এইরকম বড় বড় জেলায়—পান চাষের উপর নির্ভরশীল সেখানে সরকারের কিছু ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে পান সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই। আমরা পশ্চিমবঙ্গে দেখছি যে, আমাদের প্রায় প্রতি খাদ্যশস্যই বাইরের প্রভিন্স থেকে আমদানী করতে হয়, কিন্তু পান এমন একটা জিনিষ যা আমরা বাইরের প্রভিন্সে রপ্তানী করি এবং তা থেকে আমাদের এখানে বেশ কিছু পয়সা আসে। কিন্তু এই বৎসর অতিবৃষ্টি ও বন্যার জন্য আমাদের এই ৪টা বড় জেলায় বিশেষ করে পানচাষীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে সরকারের এদিকে লক্ষ্য ছিল কিন্তু এবারে সরকার এর প্রতি কোন লক্ষ্য দেননি। তাই আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়কে আমি অনুরোধ করতে চাই যে; তিনি যেন পশ্চিমবঙ্গের পানচাষীদেব কিছু সাহায্য করার ব্যবস্থা করেন। আর একটা কথা বলতে চাই, টি. আর. ওয়ার্কস্‌ের কথা। টি. আর. ওয়ার্কসের কাজ ব্যয়হত হচ্ছে তার কারণ খাদ্যমন্ত্রী ও ত্রাণমন্ত্রী মহাশয়কে জানাতে চাই ১৯৫৬-৫৭ সালে যেসমস্ত ডিলানর্স টি. আর. ওয়ার্কসে গম ইত্যাদি আমদানী করেছিল, বিশেষ করে আমাদের হাওড়া জেলার কথা বলতে পারি, হাওড়া জেলায় এইসব ডিলার্সরা তাদের কমিশনএর টাকা পায় নি। সেইজন্য এবার যে সমস্ত জায়গায় বন্যা হয়েছে, সেখানে বহু জায়গায় ডিলার্সরা গম আমদানী করতে পারছে না এই সমস্ত প্র্যাক্‌টিক্যাল ডিফিকালটি থাকার জন্য।

আর একটা ব্যাপারে সব সময়েই আমাদের খুব কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ইউনিয়ন রিলিফ কমিটিতে দুইজন নমিনেটেড মেম্বার থাকে। এখানে অনঙ্গবাবু বলেছেন যে কেউ লাইফ লঙ নমিনেটেড মেম্বার থাকতে পারে না। এটা ঠিক কথা যে কেউ লাইফ লঙ মেম্বর থাকতে পারে না, কারণ তার দোষ ত্রুটি থাকলে নিশ্চয়ই তাকে চলে যেতে হবে, যদিও আমরা দেখে যাচ্ছি যে কেউ কেউ লাইফ লঙ মেম্বার থেকে যাচ্ছে কংগ্রেসের পক্ষের লোক। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে কংগ্রেস পক্ষেব হোক তাতে আপত্তি নেই কিন্তু এইসব ভদ্রলোক দেশে থাকেন না কলকাতায় পড়াশুনা করে, তাদের মেম্বার করে রাখা হয়েছে এবং তাদের দ্বারা কোন কাজ হয় না বলেই আমার মনে হয়।

[11-0—11-10 a.m.]

Shri Monoranjan Hazra ;

. মাননীয় স্পীকার মহাশয় একটু আগে খাদ্য সম্বন্ধীয় আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য প্রফুল্লবেন সেন মহাশয় একটা কথা বলেছেন যে খাদ্য মন্ত্রী যদি তার হাতে খাদ্যদপ্তরের ভার ছেড়ে দেন তাহলে তিনি সুষ্ঠভাবে চালাতে পারবেন। তিনি অবশ্য বিরক্ত এবং দুঃখিত হয়ে এই কথা বলেছেন। আমি বলি তিনি কেন যে কোনও একজন রাস্তার লোককে যদি ঐ বিভাগে বসিয়ে দেয়া যায় তাহলে খাদ্য-মন্ত্রীর চেয়ে ভাল চালাতে পারবে। কারণ ঐ রাস্তার লোকেরও একটা মিনিমাম অনেষ্টি আছে। এইবার আমি কতগুলি কথা এই হাউসের অবগতির জন্য বলতে চাই। আমরা জানি চিনির কণ্ট্রোল দাম ছিলো ৪৪৲, আর এখন

তা বিক্রি হচ্ছে চুয়াত্তর টাকা। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই এটা অবগত আছেন। চিনি আমাদের রাজ্যের বাইরে থেকে আমদানী হয় কেন্দ্রীয় সরকারের পারমিট অনুযায়ী। এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুধু পারমিটগুলো দেখে দেন। এরপর থেকেই দেখছি চিনির দাম হুহু করে বেড়ে গেল। দুই মাসের মধ্যেই চিনি ব্যবসায়ীরা এক কোটী টাকা অতিরিক্ত মুনাফা করলো, এরপর পশ্চিমবঙ্গ সরকার নজর দিতে আরম্ভ করলেন। এই অতিরিক্ত লাভ করতে দেয়ার পিছুনের ইতিহাস হচ্ছে খাদ্য-মন্ত্রীর নির্ব্বাচনের সময় চিনি ব্যবসায়ীরা খাদ্যমন্ত্রীকে সত্তর হাজার টাকার চেক্ দিয়েছিলো সুতরাং। এই মন্ত্রীর চেয়ে যেকোন রাস্তার লোকেরও মিনিমাম অনেষ্টি আছে। তারপর সর্ষের তেল যেখানে সত্তর টাকা দর ছিলো হঠাৎ দেখ্‌লাম ৮৫৲ হয়ে গেল। তিনি যখন আমার নির্ব্বাচন এলাকায় একটি মিটিংএ যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন তাকে সাধারণ লোক জিজ্ঞেস করেছিলো সর্ষের তেলের দাম কেন বাড়লো? তিনি তার জবাবে বলেছিলেন লোকে বেশী ব্যবহার করছে। আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি পারমিট হোল্ডাররাই তেল বেশী ব্যবহার করে, সাধারণ লোক বেশী তেল ব্যবহার করে না। সেজন্যেই আমি বলেছিলাম যেকোন লোক এই বিভাগ সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করতে পারে। আর একটা কথা বলতে চাই ফুড এণ্ড এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ার গো-ডাউন বহু জায়গায় আছে। এই কোলকাতার আশেপাশেই বহু জায়গায় আছে। এবং এবারকার বাজেটেই দেখছি পাঁচ কোটী টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এই গো-ডাউন তৈরী করার জন্য। কিন্তু এই বাংলা সরকার গো-ডাউন তৈরী না করে বড় বড় ব্যবসাদারের কাছ থেকে ভাড়া নেন এবং কোনটার ভাড়া ৫১০০০ টাকা, কোনটার ভাড়া ১০০০০ টাকা, কোনটার ২০০০০ টাকা, কোনটার চল্লিশ হাজার টাকা, কোনটার পঁচিশ হাজার, কোনটার তিরিশ হাজার, কোনটার দশ হাজার টাকা। এইভাবে দুই লক্ষ ষোল হাজার টাকা প্রতি মাসে ভাড়া বাবদ দিতে হচ্ছে। আবার মজার ব্যাপার এই সমস্ত গো-ডাউন মাসের পর মাস খালি পড়ে থাকে। কোন মাল রাখা হয় না। স্পীকার মহাশয়, আমাদের দেশের খাদ্যের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। খাদ্য বিভাগের দুর্নীতি ও অসাধুতার কথা সকলেই জানেন। এছাড়া কিভাবে খাদ্য অপচয় ও নষ্ট হয় সেই ঘটনা শুনুন। কোলকাতার কাছেই একটা গো-ডউনের বর্ষার সময় নীচু দিয়ে জল গিয়ে প্রায় তিনহাজার বস্তা খাদ্য নষ্ট করে দেয়। তাতে প্রায় সাত হাজার মণ খাদ্য ছিলো। যদি গম থেকে থাকে এবং প্রতি মণ গমের যদি ১৬৲ করে মণ হয় তাহলে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকার খাদ্য এইভাবে নষ্ট হয়ে যায়, তারপর ছেঁড়া বস্তা থেকে পড়ে গিয়ে প্রায় পাঁচশ মণ ধান নষ্ট হয়েছে। ইউ. এস. এ. থেকে উইনোয়ে মেশিন আনা হয়েছিলো। সেটা কি অবস্থায় আছে আমরা জানি না। এসবের কোন ইন্‌ভেষ্টিগেশানের ব্যবস্থাই হয় নি। এইভাবেই যে শুধু খাদ্য নষ্ট হয় তা নয়; আবার পোকামাকড়ে অনেক খাদ্য নষ্ট করে দেয়। আবার সেই পোকাতে খাওয়া ধানগুলি মিলে পাঠিয়ে দিয়ে সেগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলি করা হয়। যা খেয়ে লোকেরা অনেক সময় মারাও যায়। খাদ্য-মন্ত্রী খাদ্য-বিভাগের কর্ম্মচারীদের প্রশংসা করেছেন। আমরা জানি এই ষোল হাজার কর্ম্মচারীদের পারমানেণ্ট করা হয়নি। তারপর তাদের সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুল ৮ই আগষ্ট ১৯৫৯ ইংরাজির অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে তাদের আচরণ বিধি—এতে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়েছে। তারপর আবার তাদের ছাঁটাই করা হচ্ছে। অরবিন্দ ঘোষ, আব্দুল মান্না, রাজেন ভট্টাচার্য্য, বুদ্ধদেব গুহ এইসমস্ত কর্ম্মচারীদের ছাঁটাই করা হয়েছে। এরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, ডেপুটেশনে

গিয়েছিলেন তাদের অবস্থার উন্নতির জন্যে। ৮ই নভেম্বর গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে যে পে-কমিটি বসানো হয়েছে। কিন্তু সেণ্ট্রাল পে-কমিটির মত এখানে হাইকোর্টের, জাজ নিযুক্ত করা হয়নি। এই কমিটি মাইনে বাড়ানো দূরে থাকুক তারা দেখবেন কোথাও বেশী কর্ম্মচারী আছে কি না। তারপর এই খাদ্য-বিভাগের কর্ম্মচারীদের কোন পেন্সন বা গ্র্যাচুয়িটি নাই। তারা ৭ই এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেন্সন এবং গ্র্যাচুয়িটির জন্যে ডেপুটেশনে গিয়েছিলেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কিছুই হয়নি। এরপর আমি খাদ্যনীতি সম্পর্কে দু'একটি কথা বলতে চাই। মন্ত্রীমহাশয় তার প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলেছিলেন '৫৭ '৫৮ ও '৫৯ সালের গড় ফলন ভালই হয়েছে। এর সঙ্গে যদি রাজ্যপালের ভাষণের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাহলে আমরা দেখি রাজ্যপাল বলেছেন '৫৭ সাল ও '৫৮ সালের ঘাট্‌তি পুরণের জন্যই '৫৯ সালে খাদ্য সংকট হয়েছিল। এই খাদ্য-মন্ত্রীর সমস্ত নীতিই চোরা কারবারীদের সাহায্য করা। '৫৭ সালেযে খাদ্য ঘাটতি হয়েছিল এবং ৫৮ সালে যখন দাম বাড়তে আরম্ভ করলে সেই সময় আমরা দেখতে পেলাম যে তাঁরা ঘোষণা করলেন বাজা ঠিক রাখার কোন উপায় নেই।

[11-10—11-20 a.m.]

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই সেই সময় চাল কলের উপ লেভি করা হল শতকরা ২৫% এবং সেখানে ৭০ থেকে ৮০ হাজার টনের মত চাল পাওয়া গেল। ৫ লক্ষ টনের মত যদি না প্রোকিওর করা যায় তাহলে বাজারে কোন রকম দাগ কাটা যায় না। এই ৭০ থেকে ৮০ হাজার যে প্রোকিওর করা হল তাতে হোর্ডার, ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার্স সুযোগ পেয়ে গেল এবং বুঝল যে এই সচ্ছে গর্ভমেণ্টের পলিসি। তারপরে ১৯৫৮ সালে যখন খাদ্য ঘাটতি হল তখন মন্ত্রী মহাশয় আমাদের এই এসেম্বলীতে বললেন যে আমরা এমন একটা ব্যবস্থা করছি যারফলে বাংলাদেশে আর খাদ্য ঘাটতি থাকবে না। ১৯৫৮ সালে ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে এই এসেম্বলীতে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন যে আমরা যে খাদ্যনীতি গ্রহণ করেছি তাকে পরাস্ত করতে যদি কোন ট্রেডার্স এগিয়ে আসে তাহলে আমরা ডিটারমিনড যে তাকে বাঁধা দেব। এরপর ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে যে প্রইস্‌ কণ্ট্রোল অর্ডার চালু হল তাতে দেখলাম যে সেই ন্যায্য মূল্যে কোথাও চাল পাওয়া যায় না। গভর্ণমেণ্টের যেখানে চাল প্রোকিওর করা দরকার ছিল সেখানে চাল প্রোকিওর না করে ট্রেডারদের হাতে ছেড়ে দেবার ফলে কোথাও একদানা চাল পাওয়া গেল না। এরফলে চালের দাম ৩৫।৩৬ টাকায় উঠল। ১৯৫৮ সালে ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে এই ফ্লোরে দাঁড়িয়ে মন্ত্রীমহাশয় বলেছিলেন যে কোন ব্যবসায়ী যদি গভর্ণমেণ্টের পলিসিকে পরাস্ত করার চেষ্টা করে তাহলে আমরা ডিটারমিনড্‌ যে তাকে বাঁধা দেব। তারপর ২২।২৩শে জুন তাঁরা প্রাইস্‌ কণ্ট্রোল অর্ডার তুলে নিলেন। এই নীতির ফলে পরিস্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি যে আজ যদি উৎপাদন বেড়ে গিয়ে খাদ্যদ্রব্য বেশী আসে তাহলে সরকার তা বণ্টন করতে পারবেন না। এই কথাই মাননীয় সুবোধবাবু বললেন যে আমাদের প্রবলেম হচ্ছে ডিষ্ট্রিবিউশানের কোন মেসিনারী নেই। ডিষ্ট্রিবিউশান করতে গেলে যে ৫ লক্ষ টন প্রোকিওর করা দরকার তা এই সরকার করেননি এবং করতে পারবেন না। ১৯৫৯ সালের প্রারম্ভে যে বন্যা হয়েছিল সেই বন্যায় ব্যাপক শস্যহানী হয়। সেই সময় সরকার বলেছিলেন যেসমস্ত আন-এফেকটেড এরিয়া আছে সেখানে প্রচুর ফসল হয়েছে এবং আমাদের হাতে সেই বাকার ঠিক আসবে। মাননীয় দেবেনবাবু এর প্রতিক্রিয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু আমি বলব যে

সাধারণভাবে গভর্ণমেণ্ট প্রোকিওর করার দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন। আজ উড়িষ্যা ও পশ্চিমবাংলার সঙ্গে যে ফুড জোন তৈরী হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি রেখে তাঁরা ফ্রি মার্কেট সৃষ্টি করতে চলেছেন।

এই ফ্রি মার্কেটের উদ্দেশ্য কি ? প্রথমতঃ ফসল হানী হয়েছে, দ্বিতীয়তঃ গভর্ণমেণ্ট কোন প্রোকিওর করেনি এবং তৃতীয়তঃ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে উড়িষ্যার গাটছড়া হওয়ার ফলে সেই জোন থেকে যে চাল আসবে তাও গভর্ণমেণ্ট না এনে ঐ সমস্ত বড় বড় ব্যবসায়ীরা তাদের ইচ্ছামত আনবে এবং তারফলে হবে ঐ দুর্ভিক্ষ। কাজেই এই নীতিকে দুর করতে না পারলে বা এই নীতির উপর যে মন্ত্রী বসে আছে তাকে দুর করতে না পারলে বাংলাদেশের খাদ্যসঙ্কট কখনও দুর হবে না। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার তৃতীয় কথা হচ্ছে ১৯৫৯ সালে শস্যহানী হয়েছে এবং তারপর যখন আজ এরকম একটা ভয়াবহ অবস্থা তখন এরকম একটা পন্থা গ্রহণ করা উচিত যে পন্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ খেতে পাবে। কাজেই সেক্ষেত্রে আমার কংক্রিট সাজেশন্ হচ্ছে যে যদিও দেরী হয়ে গেছে তাহলেও এখনই ৫ লক্ষ টন চাল সরকার তাঁদের হাতে নিন এবং উড়িষ্যার সঙ্গে জোন হওয়ার পর যেসমস্ত ব্যবসায়ীরা পারমিট নিয়ে ওখান থেকে ধানচাল আনছে সেগুলো সরকার নিজের হাতে নিয়ে তা' সুষ্ঠু বণ্টনের ব্যবস্থা করুন। আমার মতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে অ্যাডভাইসরি কমিটি আছে এবং বিধানসভার আরও প্রতিনিধি নিয়ে সুষ্ঠু বণ্টন করতে অগ্রসর হোন তা' না হলে ভয়ানক মুশকিল হবে। কাজেই আমি তাঁদের এই ব্যবস্থা করবার জন্য বারেবারে আবেদন জানাচ্ছি এবং এই হাউসের যেসমস্ত সদস্যেরা আছেন তাঁরাও যেন পরামর্শদেন যাতে ভালভাবে বণ্টন হয় এবং ঐ ১৯৫৭।'৫৮।'৫৯ সালের পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Nishapati Majhi :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে হাজরা মহাশয় বললেন যে ভয়ানক মুশকিল হবে, কিন্তু আমি দেখছি কোন মুশকিল নেই। কেননা আজকে এই ১৩ বৎসর পর দেখা যাচ্ছে যে খাদ্য বা ত্রাণ বাজেটে বিরোধী দলের নেতা জ্যোতিবাবু এবং ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ উপস্থিত নেই। হেমন্তবাবুও কিছু বললেন না। এর মূল কারণ হচ্ছে যে খাদ্য বিষয় বলবার আর কিছুই নেই। যেটুকুও বলা হচ্ছে তাও আবার বানিয়ে বানিয়ে টিপে টিপে বলতে হচ্ছে। এ ধরণের বলার একটা জলজ্যান্ত নমুনা আমি মাননীয় সদস্য হরেকৃষ্ণ কোনার মহাশয়কে দিয়ে দেবো। বিরোধী বন্ধু ১ ঘণ্টা ধরে বললেও তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার করতে পারলেন না। কোনার মহাশয় আজকে উপস্থিত নেই কিন্তু তার একটা কাট মোশান অর্থাৎ যেটার নম্বর হচ্ছে ৭৫, সেটা আমি আপনার কাছে নিবেদন করছি। এই কাট মোশানে তিনি লিখেছেন যে "চালের দর সর্বত্র ২৫ টাকা ২৮ নয়া পয়সা হওয়া সত্বেও মফঃস্বলে আংশিক রেশনে চাল না দেওয়ায় দর আরও বৃদ্ধিতে সাহায্য করা হচ্ছে এবং জনগণের দুঃখ বাড়ছে"। সরকারী হিসেবে জানা যায় যে ৯।৩।৬০ তারিখে পাইকারী দর ছিল ২২ টাকা ৬৪ নয়া পয়সা এবং খুচরা দর ছিল ২৩ টাকা ৩৯ নয়া পয়সা। কাজেই তিনি এই যে ২৫ টাকা ২৮ নয়া পয়সা বলেছেন তাতে কতটা অংশ অতিরিক্ত জুরে বলেছেন সেটা আপনিই বিচার করুন। আজকে কমিউনিষ্ট পার্টির অধিকাংশ বক্তা যেমন সরোজবাবু একটা ভাল অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিলেন যে ১৮ টাকা ধানের দর তার সঙ্গে খরচ আরও ১।।০ টাকা এবং তার পর আরও ১।।০ টাকা

লাভ দিলেও মোট ২১৲ টাকা চালের মন দাড়ায়। কিন্তু ব্যবসায়ীরা সেখানে ৩০৲ টাকা করে বিক্রি করল। এসব অমুলক। খাদ্যের বাজেট একটা অতি গুরুত্বপুর্ণ জিনিষ কাজেই এরূপ বাজে কথা বলা অন্যায়। বাজে কথা না বলে একটু গভীরভাবে চিন্তা করে বলা দরকার। তাতে সরকারও একটা সুষ্ট আভাষ পেতে পারেন। শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা থেকে আরম্ভ করে সকলের কথাই শুনলাম। কারুর কাছ্ থেকেও একট সুষ্ঠু প্রস্তাব পাওয়া গেল না। স্পাকার মহাশয়, আমার মনে হয় আজকে বাঙালীর সবচেয়ে বড সমস্যা হচ্ছে মাছ্-ভাত।

[11-20—11-30 a.m.]

রাজনৈতিক দলের মহৎ উদ্দেশ্য এই দুইটি বিষয় সমাধান করা এবং সকলেই এ বিষয়ে যত্নবান। কিন্তু এর ভেতর দিয়ে তাদের বেশী গাত্রদাহ বা বেশী জোরাল কথা বা অতিরিক্ত কথা শোনা যায় যার বাস্তবের সঙ্গে কোন সংস্পর্শ নেই। সুবোধ ব্যানার্জী মহাশয় অনেক কথা বললেন। কিন্তু রাজ্য ব্যাপি যেখানে স্বেচ্ছা প্রনোদিতভাবে সমস্ত কাজ চলেছে, কণ্ট্রোল যেখানে তুলে দেওয়া হয়েছে সেখানে আজকে খুব জোরাল বিধি ব্যবস্থা করে খুব ভালভাবে নিয়ন্ত্রণের দিকে তোমরা অগ্রসর হও কি করে যে মাননীয় সদস্য বিধান সভায় এ কথা বলতে পারেন তা বুঝতে পারছি না। আজকে প্রত্যেকটি কাজ চলেছে স্বাভাবিক গতিতে, প্রত্যেকটি কাজ ভেবে চিন্তে চলেছে যাতে মানুষের কল্যাণ হয়। আজ কংগ্রেসের প্রত্যেকটি মাননীয় সদস্য নিজ নিজ অঞ্চলের মাছ্ ভাতের সমস্যা সমাধানের জন্য যত্নবান যে হননি একথা আমি বলবো না। কেননা কোন লোকই একথা স্বীকার করবেন না। সকলেই দিনরাত চেষ্টা করছেন কি করে নিজ নিজ অঞ্চলের মাছ্ ভাতের সমস্যা সমাধান করতে পারা যায়। আমাদের খাদ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলছেন যে ৩ কোটি ১৮ লক্ষ লোক তার মধ্যে ৪০ লক্ষ লোক বাইরে থেকে আমাদের দেশে এসেছেন। মাননীয় দেবেন সেন মহাশয় তীব্রভাবে প্রশ্ন করে বসলেন আমি বক্তৃতা করবো না, আমি শুধু জানতে চাই খাদ্যাবস্থার উন্নতি হবে কি না? খাদ্যমন্ত্রীর বিবৃতির সঙ্গে বাজেটের কোন সামঞ্জস্য নেই, বাংলাদেশের খাদ্য সমস্যার সমাধান হবার কোন পথ দেখছি না। উড়িষ্যা অঞ্চল একটা ভয়াবহ অঞ্চল হয়ে পড়েছে। কিন্তু তিনিও জানেন এবং মাননীয় সকল সদস্যই জানেন যে এই রাজ্যে ইতিমধ্যে উড়িষ্যা থেকে ১৬ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৩০ লক্ষ ৭৮ হাজার মণ চাল এসেছে। আমাদের দেশের লোকের তুলনায় জমি খুব অল্প যেজন্য খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় বার বার বলতে বাধ্য হয়েছেন যে ৩ কোটি ১৮ লক্ষ লোকের খাদ্য সংস্থানের জন্য আমাদের বাড়তি জমি এবং ফসল প্রয়োজন। আমরা মধ্যপ্রদেশ আর কিছু অঞ্চলকে যদি আমাদের এলাকাভুক্ত করতে পারতাম তাহলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। কিন্তু উড়িষ্যা থেকে চাল আসায় অনেকে নিশ্চিন্ত হয়েছেন বৈকি—এটা স্বীকার করতে হবে। আজকে সরোজবাবুর মত মাননীয় সদস্য যদি কতকগুলি তথ্য দিয়ে বিধান সভায় এ কথা বলেন যে ১ লক্ষের স্থলে ৫ লক্ষ খয়রাতি বেড়ে গেছে কেন সেখানে যুক্তিও আছে যে অনাবৃষ্টি ঘটেছে, প্লাবন দেখা দিয়েছে, সেইজন্য দুর্গতের সংখ্যা বেড়েছে। আমরা কালকে বীরভুম জেলায় বিশদভাবে আলোচনা করেছিলাম যে ২০ কোটি টাকা খরচ করা হল—কি তার ফল হল। তাতে কোন কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসাব করে দেখালেন যে সেখানে ১০।১০।। লক্ষ লোকের মধ্যে ২। লক্ষ লোক সময়মত খেতে পেত না, বার বার দুর্ভিক্ষ আসত সেখানে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রায় ৫। লক্ষ লোক এরকম নিশ্চিন্ত হয়েছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই জেলায় প্রায়

৮॥ লক্ষ লোক খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতে পেরেছে বৈকি। আজকে হয়ত এখনও ২॥৩ লক্ষের মত লোক দুর্গত তালিকাভুক্ত রয়েছে। তারা একটুকু অনাবৃষ্টি ঘটলে, বন্যা দেখা দিলে সর্ব্বাগ্রে বিপদাপন্ন হন—এইরূপ সকল জেলার অবস্থা। আজকে প্রায় যখনই বন্যা দেখা দেয়, অনাবৃষ্টি ঘটে তখনই দুর্গতের সংখ্যা বাড়ে এবং তখনই ত্রাণ বিভাগকে সম্মুখীন হতে হয়, তার প্রতিকার করতে হয়। সুবোধবাবু বল্লেন কৈ খাদ্য যাতে বৃদ্ধি হয় সে জন্য তো কিছুই হচ্ছে না। কিন্তু আমি বলবো যে ৪৪৯ এবং ২৫৯টা বড় বড় খাল নালা হয় এই আলোচ্য বৎসরের মধ্যে দুর্গতদের দিয়ে কাজ করিয়ে সেখানে জল সঞ্চয় করে যাতে অধিক ফসল ফলতে পারে এবং শস্য রক্ষা হতে পারে তার বিহিত ব্যবস্থা হয়েছে। আজ এখানে মাননীয় সদস্য মহাশয় মাছের কথা বলেছেন। আমি সেজন্য ভাত এবং মাছ আমার বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে এনেছি কেননা ৮০ হাজার পরিবার এই রাজ্যে মৎস্যজীবি আছে। যখন অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয়, যখন প্লাবন আসে তখন প্রায় শতকরা ৬০।৭৫ জন পর্য্যন্ত দুর্গতভুক্ত হয়ে পড়ে। রিলিফ ডিপার্টমেন্টে খয়রাতি সাহায্য দিয়ে, গৃহ নির্মানে সহায়তা করে, কারিগরী দান দিয়ে এবং ঋণ দিয়ে তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করে থাকেন। শ্রদ্ধেয় অমরবাবু এখানে একটা কথা বলেছেন যেটা আমার খুব ভাল লেগেছে। তিনি বলেছেন যে মফঃস্বলের খাদ্য যাতে অধিক পরিমাণে কোলকাতায় না আসে তার বিহিত ব্যবস্থা করুন। আজ কোলকাতা বা বড় বড় সহরের দিকে তাকিয়ে দেখুন দেখবেন যে মাছ, চাল, দুধ, ঘি, ডিম শহরে হুড়মুড় করে যেন আসছে, আর শহর থেকে অন্যান্য জায়গায় শাকসব্জী থেকে আরম্ভ করে, পচা মাছ থেকে আরম্ভ করে সব পল্লীতে যাচ্ছে। অমরবাবু সেদিক থেকে ভেবে দরদ দিয়ে কথা বলছেন আর তাঁরই পাশে সরোজবাবু অন্য কথা বলছেন—এতে সবকিছু অদ্ভুত মনে হয়। এমন কি বলতে ইচ্ছা হয় বিরোধীরা এক ধরণের কথা সব স্থানে বলেন না—সময় বুঝে অবস্থা বুঝে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই নানা কথা বলেন। আজ আমি এখানে বলতে চাই যে ১৯৫৯ সালে আমাদের ৩ লক্ষ ৪৯ হাজার মণ মাছ আমদানী হয়েছে, আগে কোলকাতার বাজারে ৯৩ হাজার মণ মাছ আমদানী হতো। রাজ্য হতে যেখানে এক মণ মাছ আমদানী হতো আজ সেখানে কোলকাতার বাজারে ৩ লক্ষ মণ মাছ আসছে এবং আশেপাশের মাছের ক্ষেতের যথেষ্ট পরিমান উৎপাদন বাড়ছে। কাজেই আমি বলবো গ্রামাঞ্চলে যে ৮০ হাজার পরিবার মৎস্যজীবী রয়েছে তাদের রক্ষার জন্য রিলিফ ডিপার্টমেন্ট যে চেষ্টা করেছেন এবং মৎস্য বিভাগও যে যে কাজ করছেন এবং তাতে খাদ্য অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে।

[11-30—11-40 a.m.]

আজকে ভারতের কৃষি উৎপাদনের দিকে তাকালে দেখা যাবে তার একটা রেকর্ড তৈরী হয়েছে। কার্য্য বিবরণীতে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবাংলা একটা স্থান লাভ করেছে। পশ্চিমবাংলায় যেসমস্ত ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার কাজ হয়েছে, ভাল বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়েছে ও জৈব রসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে, পশু পালন এবং ভূমিসমস্যা সমাধান ইত্যাদি ব্যাপারে যে সকল কাজ হচ্ছে, তার সমস্ত বিবরণ এতে দেওয়া হয়েছে। সুবোধবাবু বলেছেন রিলিফ বিভাগের ব্যাপার আবার খাদ্যের সঙ্গে কি করে যোগ বা সম্পর্ক থাকতে পারে। এরাত খালি খাদ্য বণ্টন করবে। এখানে খাদ্য উৎপাদন কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে সকলেই দেখছেন। কিন্তু তবু বিরোধীগণ অবান্তর কথা আলোচনা করতে ছাড়বেন না। কিন্তু আমি তাঁকে বলবো আজকে আমাদের দেশের বর্ত্তমানে যে অবস্থা, তাতে

সকল দিক দিয়ে দেখা উচিত। আজকে খাদ্য ব্যাপারে যে চরম সংকট ও ভয়াবহ অবস্থা দেখা দিয়েছে তা দূর করা একা ত্রাণ বিভাগের পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যান্য সকল বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে, পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করতে সকলকেই দ্রুত পদে অগ্রসর হতে হবে। এ সমস্ত বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করবার জন্যই আজকে এই বিধান সভায় আলোচনা সুরু হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক সদস্যই সেইভাবে আলোচনা করছেন না। খাদ্যের দিক দিয়ে সবচেয়ে বড় বিষয় হল আমার মনে হয় ভাগচাষী বা মজুর চাষীর কথা। তাদের শ্রম বিভাগ থেকে যাতে স্বার্থ রক্ষা হয় তারজন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আদিবাসী, উপজাতি বা তপশীল জাতি যাতে অধিক সংখ্যায় সেবা বিভাগের কাজে লিপ্ত থাকতে পারে তারজন্য বিশেষ ব্যবস্থা সরকারের তরফ থেকে করা হয়েছে। তাছাড়া আবো যাবা খাদ্য উৎপাদন কাজে লিপ্ত আছে, যাবা নিজেদের জীবন দান করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দিনরাত্রি পরিশ্রম করে যাচ্ছে, তামের প্রতি সহানুভূতিসুচক কথা বলা উচিত। তাই আমি মৎস্যজীবীদের কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। মৎস্যজীবীবা জল থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। তারা এইভাবে জল থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে বাংলাদেশে যারা মৎস্য প্রিয় ব্যক্তি তাদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করছে। তাছাড়া যাবা পবিশ্রম করে সাকশব্জী উৎপাদন কবছে, যাবা চাল, গম প্রভৃতি উৎপাদন কবছে, তাদেব দুববস্থাব কথা আলোচনা করা প্রয়োজন। ত্রাণমন্ত্রী মহাশয় বিশেষভাবে তাই বিশেষভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন আমাদেব পরিত্রাণের উপায় কি। তিনি যেসকল কথা এখানে বলেছেন, হয়ত বাজনৈতিক দল নিয়ে যাঁবা মেতে আছেন, তাদেব প্রাণে তা প্রবেশ কববে না। কারণ মন্ত্রী মহাশয়েব কথা অনুভব বা উপলব্ধি করতে এখানে আসেন নাই—তারা এসেছেন প্রতিটি কাজে বিবোধিতা কবতে। কিন্তু এরূপ অবহেলা কিছুই হয় না। আমাব মনে হয় আজকে খাদ্য সমস্যাব সমাধানেব জন্য ঠিক ভাবেই চলছে নতুবা যাঁরা লীডাব তাঁবা খাদ্য ব্যবস্থাব উন্নতিব দিকে বিশেষ লক্ষ্য দিয়ে বক্তৃতা কবতেন। তাঁবা খাদ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বলবার আবশ্যক নেই বলেই আলোচনায় যোগদান করেন নাই। তাই লীডার মহাশয়দেব অনুমতি না নিয়েই কোন কোন সদস্য অতিরঞ্জিত করে দু একটি কথা বলেছেন। কিন্তু এরূপ ফলাও করে এই বিধান সভায় বক্তৃতা দিয়ে কিছু হয় না। তাই বলছি এই বাজেটে যা ব্যবস্থা কবা হয়েছে তাতে খাদ্য সংকট লাঘব হবাব যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

hri Basanta Lal Chatterjee :

মাননীয় ডেপুটি স্পীকাব মহাশয়, আজকে খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় যে বিবৃতি এখানে রাখলেন তাতে কোন সুষ্ঠু এবং বলিষ্ঠ খাদ্যনীতি নাই। এই নীতিব ব্যাপারে এখন পর্য্যন্ত কোনরকম ব্যবস্থা করে উঠতে পাচ্ছেন না। আমার মনে হয় একটা কো-অর্ডিনেশন ফুড ডিপার্টমেণ্ট, ফুড প্রোডাকশন, এ্যাগ্রিকাল্‌চাব, ল্যাণ্ড রেভিনিউ এইসমস্ত ডিপার্টমেণ্ট-এব মধ্যে কো-অর্ডিনেশন থাকে তাহলে খুব সুবিধা হয় কিন্তু সেবকম কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। তারপর খাদ্য বিতরণের ব্যাপাবে নানাবকম গোলমাল দেখা যাচ্ছে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি হয়নি, বিতরণেব সময় জিনিষপত্র পাওয়া যায় না এবং বিতবণেবও যে ব্যবস্থা তাতে দুর্নীতি চলে, এর কোন সুব্যবস্থা হচ্ছে না।

তারপর কথা হচ্ছে এই যে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হচ্ছে এই দুর্ভিক্ষ যদি বন্ধ করতে হয় তাহলে একটা সুষ্ঠু স্বাবলম্বী হওয়ার নীতি আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এখনি একটু আগে

ওপক্ষের নিশাপতিবাবু বলে গেলেন আমরা নাকি গঠনমূলক কথা বলিনা। স্যার, আ অনুরোধ করবো আমি যে কাট মোশনগুলি দিয়েছি সেগুলো প্রত্যেকটি যেন তিনি দেখেন তাতে শুধু সমালোচনাই নাই গঠনমূলক অনেক কথা আছে। আমি জোর করে বলতে পারি যেসমস্ত সেচ পরিকল্পনার কথা আমি বলেছি—সেগুলি যদি কার্য্যকরী হয় তাহলে উৎপাদন নিশ্চয়ই বাড়বে। তাতে দুর্ভিক্ষ দূর করতে সাহায্য হবে। এখানে রাজ্যপাল মহোদয়ার ভাষণে তিনি বলেছেন অতিবৃষ্টিতে অনাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টি ও বন্যার হাত থেকে কি করে ফসল রক্ষা করতে পারা যায় সেবিষয়ে আমরা ঘোষণায় পাচ্ছিনা। আমি আপনার কাছে আমার পশ্চিম দিনাজপুরের ইটাহার থানা এবং বংশীহারী থানার খাদ্যসংকটের কথা কিছু বলবো। খাদ্য সেখানে প্রচুর সরবরাহের ব্যবস্থা না করতে পারলে লোককে বাঁচান কঠিন। ধানের দর সেখানে ১৩।১৪ টাকা চাল ২২৸০—২৪ টাকা। পাট বাজারে কৃষকরা বিক্রী করেছে ১৫।১৬ টাকা দরে আরে মহাজনরা করছে ২৭।২৮ টাকা দরে।

[11-40—11-50 a.m.]

চিনি সেখানে ব্লাকমার্কেটে বিক্রী হয় দুটাকা সের। রায়গঞ্জের উপর চিনি রেশনকার্ডে দেওয়ার কথা—এ, ক্লাশ আধপোয়া বি ক্লাশ ও সি ক্লাশ এক পোয়া—তাও দেওয়া হয় না। গ্রামাঞ্চলে সরবরাহ চালু থাকা সত্বেও সেখানে চিনি দেওয়া হয় না বা পাওয়া যায় না। কাপড়ের দর শতকরা ২৫৲ টাকা বেড়ে গেছে; দুধ মাছের দামও অত্যধিক বেড়ে গেছে। সরিষার তৈল দুটাকা চার আনা, আড়াই টাকা সের। অথচ গভর্ণমেণ্ট এইসব জিনিষপত্রের দাম কমাবার ব্যবস্থা করছেন না।

মাননীয় নিশাপতি মাঝি তিনি বর্গাদার ও ক্ষেতমজুরদের কথা বললেন। বর্গাদাররা আজকে ভাগচাষ বোর্ড থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। ইটাহার থানায় ১০ টাকা ফি দিয়ে কৃষকরা যে জমি নিয়েছিল, সেই জমিও ভাগচাষ বোর্ড জুডিশিয়াল কোর্টে নালিশ করছে। অথচ গভর্ণমেণ্ট সেই বর্গাদারদের কোনরকম সাহায্য করছেন না। গরীব লোক যারা ইটাহার থানায় যে লোন কৃষিঋণ নিয়েছিল, সেই টাকা আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট জারী হচ্ছে, মিলিটারী ও পুলিশ নিয়ে বাড়ী বাড়ী গিয়ে তা আদায় করা হচ্ছে। সরকার থেকে এর একটা ব্যবস্থা করা উচিত। এখনো জেলার খাবার জেলার মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করা হয় নাই। সেখানে টেষ্ট রিলিফের ব্যবস্থার দরকার, অথচ সে ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে না।

সর্বদলীয় খাদ্যকমিটি গঠনের মারফৎ সকল লোককে বাঁচাবার ব্যবস্থা করা দরকার। সারা বছরের জন্য একটা ধানচালের দর যাতে পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় বাঁধা থাকে তার ব্যবস্থা চালু করা দরকার। সেচের জন্য কুড়িমণ্ডল স্কীম অবশ্য করা দরকার। প্রোটেকশন নাম দিয়ে এটা করতে পারলে বন্যার হাত থেকে অনেক ফসল রক্ষা করা সম্ভব হতো। রাণীপুর রোজগ্রাম—যে স্কীম দুটো আণ্ডার কনষ্ট্রাকশন, সে দুটো স্কীম তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার। আমার সময় সংক্ষেপবশত: আর বেশীকিছু বলতে পারলাম না। কৃষক যাতে ফসলের ন্যায্য দর পায়, তারজন্য মার্কেটিং সোসাইটী এখনই গঠন করে তার ব্যবস্থা করা দরকার। মোটকথা, জনসাধারণ বলছে—গ্রামে যে চাল পাওয়া যায়, তার ভেতর কাঁকড় ও পাথর মেশান থাকে, সেটা যাতে বন্ধ করা যায় তার ব্যবস্থা করুন। খাদ্যরেশন চালু করার দিকে আপনাদের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

আমরা গঠনমূলক যেসমস্ত কথা বললাম কাট্ মোশানে যেগুলো দিয়েছি—সেগুলি একটু চিন্তা করে দেখবেন।

Shri Tarapada Dey:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যে ব্যবস্থা অবলম্বন করলে—বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ অবস্থা দূর হতে পারে, তা হচ্ছে—ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে, সেচ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে কৃষকের হাতে জমি দিয়ে। সরকার যে পদ্ধতি অবলম্বন করে চলেছেন, তাতে করে বাংলা-দেশের কৃষককে তারা দুঃস্থ দারিদ্রে পরিণত করেছেন। সেই দুঃস্থ কৃষকদের জন্য সাহায্যের বিলিব্যবস্থা যা তারা করেছেন, তা অদ্ভুত। গত বন্যায় হাওড়া জেলার বহু কৃষক দুঃস্থ হয়ে গেলে ভাগচাষী চাইলো বোরোধানের আবাদ করতে। কিন্তু তা তাদের দেওয়া হ'লনা। চার পাঁচ হাজার বিঘা জমি ডোমজুড়, জগৎবল্লভপুর থানায় চাষ করা হলেও কোন ফসল হলনা। যে কণ্ট্রাক্টর সেই বোরোধানের চারা দিয়েছিল, তাকে এ্যারেষ্ট করা হয়েছে কি? তার তদন্ত হয়েছে কি? ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে এবিষয় জানিয়েছি। আজ পর্য্যন্ত এর কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। এই বিলিব্যবস্থা তাঁরা যেভাবে করছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে তাদের দলীয় স্বার্থকে বজায় রাখবার জন্য ব্যবস্থা করছেন। ইউনিয়ন রিলিফ কমিটী করে তারমধ্যে দুজন সমাজসেবী অর্থাৎ তার অধিকাংশই, অজয়বাবুর লোক একটিও নয় প্রফুল্লবাবুর লোক ছাড়া আর কেউ থাকবে না। যে বাস্তবিকই রিলিফ পাওয়ার উপযুক্ত, তাকে রিলিফ না দিয়ে অন্য লোককে দেওয়া হচ্ছে। অনেক দুঃস্থ লোককে দেওয়া হচ্ছে। তাদের দেওয়া হচ্ছে ঠিক কিন্তু অনেক দুঃস্থ লোককে আবার দেওয়া হচ্ছে না। বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় বহু পানের বরজ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে কিন্তু পানচাষীদের সাহায্য করার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। তারপর গৃহ নির্মাণের কথা বলেছেন, ৮৲ টাকা থেকে ৪০ টাকা লোন দেওয়া হচ্ছে। ৮ টাকায় কি করে গৃহ নির্মাণ করতে পারবে জানিনা। চালের কথা নিশাপতিবাবু বললেন, চালের দাম ২৪৲ টাকা থেকে ২৮৲ টাকায় উঠে গিয়েছে। সাধারণ চাষীরা চাল কিনতে পারছে না। বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় চাষীরা কাজ পাচ্ছে না এবং সেখানে কণ্ট্রোল-এ চাল কিনবারও কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। সরকার চাল নিজে কিনবার কোন ব্যবস্থা করেননি উপরন্তু উড়িষ্যার চাল চোরাকারবারীদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এর ফলে সাধারণ মানুষ ২৪ টাকা ২৮ টাকা দরে চাল কিনতে পারছে না। তারা আরো দুঃস্থে পরিণত হচ্ছে এবং আগামী দিনে আবার দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে আছে। সরকার গ্রামাঞ্চলে রেশনের দোকানে চাল দিতে পারেননি, সমস্ত চাল চোরাকারবারীদের হাতে চলে গিয়েছে। আপনারা জেনে রাখুন, গ্রামাঞ্চলে যেসমস্ত দোকান আছে সেখানে চাল দেবার ব্যবস্থা না করলে অনতিবিলম্বে চালের দাম আরো বেড়ে যাবে। বিশেষ করে বন্যা বিদ্ধস্ত এলাকায় দাম আরো বেড়ে যাবে। ভাগচাষী ও কৃষি মজুরদের জন্য নিশাপতিবাবু কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জ্জন করলেন কিন্তু বহু প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা থাকা সত্বেও হাওড়ায় গত তিনমাস ধরে টেষ্ট রিলিফ-এর কাজ দেবার জন্য বলা হচ্ছে তবুও হাওড়া জেলায় কোন টেষ্ট রিলিফ-এর কাজ করা হয়নি। এস. ডি. ও. ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বহুবার যাওয়া হয়েছে, ডোমজুড় এলাকায় ভাগচাষীরা দিনের পর দিন না খেতে পেয়ে পড়ে আছে এবং ভাগচাষীরা উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। তাঁদের বাঁচাবার কোন আইন করেননি; অপরদিকে চোরাকারবারী বড় বড় জোতদারদের সাহায্য করছেন অথচ এই আইনসভায় দাঁড়িয়ে তাদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জ্জন করছেন।

আপনারা টেষ্ট রিলিফ এর মজুরী করে দিয়েছেন পুরুষ ২ টাকা, স্ত্রী মজুর ১৷৮০ এবং বালক ১।০। হাওড়া জেলায় যে টেষ্ট রিলিফ-এর ব্যবস্থা করেছেন তাতে সারাদিনে ১০০ কিউবিক ফিট মাটি কাটলে তা পারে, কিন্তু তা কেউ কাটতে পারে না। তাছাড়া সেখানে মাত্র সপ্তাহে ৫ দিন কাজ হয় এবং তাদের মজুরী পড়ে, একসের থেকে দেড়সের গম। আমরা সেখানে দিনে ১৷৷০ টাকা দাবী করেছি কিন্তু আপনারা তা করেননি। গত বৎসর উত্তর ঝাপড়দহ ইউনিয়নে ৫।১১।৫৮ থেকে ২৬।১১।৫৮ তারিখ পর্য্যন্ত টেষ্ট রিলিফ-এর কাজ হয়েছিল এবং এই বিষয়ে আইনসভায় প্রশ্নও দিয়েছিলাম যে সে সময় সেখানে মাথাপিছু ৭ আনা থেকে ১২ আনা মজুরী পেয়েছে। বহু আবেদন নিবেদন করেও এর কোন ফল হয়নি। তারপর গ্র্যাচুইটাস রিলিফ-এর সম্বন্ধে আপনারা বলেছেন যে যারা অন্ধ, খঞ্জ, অকর্মণ্য, তাদের আপনারা সাহায্য দেবেন। কিন্তু এটা একটা ভাওতা, একথা আপনারা মানেন না। যারা কাজ করতে পারে না তাদের সাহায্য দেবার কোন ব্যবস্থা করেননি। আমি এখন এখানে কয়েকটি দাবী রাখতে চাই। দুঃস্থ, প্রতি ইউনিয়নে যারা কাজ পাচ্ছে না তাদের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে টেষ্ট রিলিফ-এর কাজ দিতে হবে। বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে বহু রাস্তা, বাঁধ নির্মাণের জন্য টেষ্ট রিলিফ-এ নিযুক্ত প্রতি মজুরকে ১৷৷০ টাকা করে মজুরী দেওয়া হোক। অকর্মণ্যদের বরাবর গ্র্যাচুইটাস রিলিফ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে দুঃস্থ টি, বি, রোগীদের গ্রামাঞ্চলে খাদ্য ও দুধ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় বিনামূল্যে টিউবওয়েল করার ব্যবস্থা করতে হবে। রুর‍্যাল ওয়াটার সাপ্লাই ব্যবস্থা করা হোক। এইগুলি না করলে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ কোনদিন আপনাদের ক্ষমা করবে না।

[11-50—12 noon]

Shri Ledu Majhi :

পুরুলিয়া জেলা অনুন্নত। কৃষি ব্যবস্থা দুর্বল, শিল্প ব্যবসা কিছুই নেই তার ওপর আবার জেলাটিকে বহু টুকরো করায় পুরুলিয়া জেলা আজ মাত্র ১৬ থানায় পরিণত। বহুবিধ কারণে লাক্ষা ব্যবসা ও শিল্প আজ বিপন্ন—এতে আজ ভরসা নেই যা আগে ছিল। জেলায় জঙ্গল সম্পদ ছিল তাও সরকারী ব্যবস্থায় উজাড় হয়ে গেল। এই শোচনীয় আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যে জেলা আজ স্থায়ী দুর্ভিক্ষের অবস্থায় উপনীত। এর ওপর অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টির ফলে বছরের পর বছর দুর্ভিক্ষের আঘাতে বিপর্য্যস্ত হচ্ছে, দুর্ভিক্ষের সময়ে অকিঞ্চিৎকর কিছু ব্যবস্থা করা ছাড়া, এই বিপদ দেখেও সরকার প্রতিকারের স্থায়ী ব্যবস্থা কিছু করছেন না। কর্মের অভাবে, অন্নের অভাবে এর মধ্যেই জেলার বহু লোক কাজের সন্ধানে বাইরে চলে যাচ্ছে। হাজার হাজার অসমর্থ অসহায়, অক্ষম নরনারী খয়রাতীর অভাবে ইতিমধ্যেই অবর্ণনীয় কষ্ট পাচ্ছে। সেজন্য অবিলম্বে ঋণ চাই, কাজ চাই, খয়রাতী চাই, ন্যায্যমূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ চাই আর স্থায়ী ব্যবস্থার দৃষ্টিতে অবিলম্বে পল্লীশিল্প, সমবেত কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি কাজের আয়োজন চাই। নতুবা দুর্ভিক্ষ দমনের নামে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির কাজকেই সহায়তা দেওয়া হবে। কংগ্রেস সরকারের কাছে এর প্রতিকার দাবী করার সংগে আমাদের একটি আবেদন আছে। নিপীড়িত মানুষের দুঃখকে বোঝবার মনোভাব না থাকলে আমাদের এই দাবীর মূল্য তাঁদের কাছে থাকবে না। এক বৎসর পূর্বে পুরুলিয়া সার্কেট হাউসে জনৈক মন্ত্রী ও কংগ্রেস সদস্যদের কাছে অনাহারে মৃতদের দুঃখ বেদনার কথা বলেছিলাম তখন অনেক কংগ্রেসী সদস্যই অনাহারে মৃত্যুর এই বিবরণ শুনেও হেসে উঠেছিলেন। মানবতার দৃষ্টি দিয়ে দেখলে তাঁদের হাসবার মত মনোভাব থাকত না।

Shri Hemanta Kumar Ghosal :

মাননীয় স্পীকার মহাশয় যে আলোচনা এতক্ষণ ধরে হলো তার ওপর সাধারণভাবে কয়েকটা কথা আমি বলতে চাই। প্রথম কথা হচ্ছে অবস্থা যা এখন দাঁড়িয়েছে গতবারের অবস্থার চেয়ে এবারের অবস্থা সাধারণভাবে আরও খারাপ। আমি ছু'একটি ঘটনা আপনার কাছে রাখবো। খাদ্যের দাম এই সময় সাধারণ মোটা চাল হচ্ছে ২২।০ ; যদিও আমাদের হাসানাবাদ, সন্দেশখালি, হারোয়া, ক্যানিং, বসিরহাট মহকুমা সদরের দাম হচ্ছে ২২৷৷০। গতবার এই সময় ছিল ২০৲, এ ছাড়া অন্যান্য জিনিষের দাম গতবারের তুলনায় বেশী। চিনি খোলা বাজারে সত্তর পঁচাত্তর টাকা মণ বিক্রি হচ্ছে এবং এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে সাধারণ লোকের ক্রয় ক্ষমতা গতবারের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছে। এই সমস্ত বন্ধ করার পদ্ধতি সরকার কি নিয়েছেন জবাব দেবার সময় জানাবেন। সাধারণ মানুষ এ সম্বন্ধে জানবার জন্যে আজ উদ্বিগ্ন। আজকে সাধারণ মানুষ যে কথা বলছে যে বর্ত্তমানে দাম যেরকম বেড়েছে এরপর যখন ধান ঝাড়াই-মাড়াই হয়ে যখন মালিকের গোলাজাত হবে তখন দাম আর এক রাউণ্ড বাড়বে। এইসব বন্ধ করার জন্যে সরকার কি নীতি নিয়েছেন তা সাধারণ মানুষ জানতে চায়। এবং এই দাম নামাবার জন্যে কি পথ গ্রহণ করেছেন সেটাও দয়া করে জানাবেন। অন্যবার এই সময় টেষ্ট রিলিফ-এর কাজ সুরু হয়, এবারে এখনও সুরু হয় নি। যার ফলে গ্রামের লোক কাজের জন্যে অন্য জায়গায় যেতে সুরু করেছে এবং বাইরেও কাজ না পাওয়ার ফলে তারা যাযাবরের মত ঘুরছে। আজ সাধারণ মানুষ কাজ না পাওয়ার ফলে গ্রামের মধ্যে ইতিমধ্যেই অনশন অর্দ্ধাশন সুরু হয়ে গেছে। অবস্থা যে আরও খারাপ হয়েছে সেটা সর্বস্তরের কৃষক এবং জনসাধারণের অভিমত। সরকার সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল আছেন কি না এবং থাকলে এই সমস্যা সমাধানের জন্যে কি পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তা জানাবেন। আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা জানি যে টেষ্ট রিলিফের সঙ্গে খাদ্য ফসল উৎপাদনের একটা গভীর সম্বন্ধ আছে। যেমন ধরুন বাঁধ বাঁধা, পোল তৈরী, ছোট ছোট খাল সংস্কার, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা টেষ্টরিলিফের মাধ্যমে করলে ফসল উৎপাদনের সহায়তা হয়। কিন্তু এখনও টেষ্ট রিলিফের কাজ সুরু হয়নি যার ফলে বর্ষা সুরু হবার আগে শেষ করা যাবে না। যদিও ইতিমধ্যে ছু'একবার বৃষ্টি হয়েছে, এখনই টেষ্ট রিলিফের কাজ চালু করা উচিত। গতবার এই সময় কাজ আরম্ভ হয়েছিল। সুতরাং আমি অনুরোধ করছি যাতে এখনই টেষ্ট রিলিফের কাজ সুরু করা হয়।

এরফলে এবার চাষের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ। বিশেষ করে যেসমস্ত এলাকায় জল নিকাশের পথ নেই, বাঁধ মেরামত নেই সেইসমস্ত এলাকায় এবার চাষের খুব সাংঘাতিক আকার ধারণ করেছে। অথচ এখনও সেখানে কোন টেষ্ট রিলিফের কাজ আরম্ভ হয় নি। এখনও হাতে যে সময় আছে তাতে এখনও যদি কাজ আরম্ভ করেন তাহলে হয়ত কিছু লাভ হতে পারে। কিন্তু এই গাফিলতি কেন, বা একটু আগের থেকে চিন্তা করে কাজ আরম্ভ হল না কেন তার জবাব মন্ত্রীমহাশয়ের কাছ থেকে চাই। তারপর আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে কিছু কিছু কণ্ট্রাক্টারের মাধ্যমে আগে এই কাজ করান হত। কিন্তু এখন টেষ্ট রিলিফ স্কীমের মাধ্যমে কাজ হওয়াতে একটা বিরাট মতের পার্থক্য দেখা দিচ্ছে যে কণ্ট্রাক্টারের মাধ্যমে কাজ হবে না টেষ্ট রিলিফে কাজ হবে। এই রকম অবস্থা আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে দেখতে পাচ্ছি। এই সংবাদ মন্ত্রীমহাশয়ের আছে কিনা এবং যদি থাকে

তাহলে তার প্রতিকারের জন্য কি ব্যবস্থা করছেন সেটা জানতে চাই। গত বছর আম দেখেছি যে কণ্ট্রাক্টারের মাধ্যমে কাজ হওয়াতে অনেক টাকা তছরূপ হয়েছিল এবং সে টাকা বিভিন্ন অফিসারদের মধ্যে বণ্টন হয়েছিল। সেজন্য এখন তাঁরা কি করবেন ঠিক করতে পারছেন না। কাজেই এবার চাষের ক্ষেত্রে যে কাজ করা উচিত ছিল সেটা না করার ফল সরকারকে ভোগ করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশেবাশীকেও ভোগ করতে হবে।

[12—12-10 p.m.]

আমি আরেকটা কথা বলতে চাই এবং আপনারাও হয়ত জানেন এই ফিসারমেনদের কি অবস্থা। এই তরফের এক বন্ধু বললেন এবং আমিও নিজে দেখেছি যে এর পূর্বে মৎস্যজীবীরা যে পরিমাণ মাছ ধরে যত উপার্জন করত এ বছর তারচেয়ে অনেক কম উপার্জন করছে। তার কারণ হচ্ছে যে এ বছর তারা অনেক কম মাছ ধরতে পেরেছে এবং নদী থেকে যে মাছ তারা ধরত তাও কম হওয়ায় এই ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এবং অন্যের চেয়ে এদের মধ্যে বেশী ষ্টারভেশন সুরু হয়েছে। কিন্তু এর প্রতিকারের কি ব্যবস্থা হবে? অবশ্য আমরা যতদূর জানি তাতে প্রতিকারের কোন ব্যবস্থাই হয়নি। আরেকটা কথা বলতে চাই, খাদ্যমন্ত্রী জানেন কিনা যে এক একটা বছর চলে যাচ্ছে এবং প্রতি বছরই বিশেষ করে এই ক্ষেতমজুর যারা কায়িক পরিশ্রম করে তাদের ঘরের মানুষ অকালে জীবন দেওয়ার ফলে ঐ বর্গাদারদের ঘরে বিধবা ও বেওয়ার সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এঁদের কোন জমি নেই বা কায়িক পরিশ্রম করারও শক্তি নেই এবং যারফলে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে অনশনে বা কোন রকমে ভিক্ষার উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। কাজেই এঁদের রিলিফের প্রশ্ন যেমন আছে সেই সঙ্গে ঐ রিলিফের মাধ্যমে তাদের পুনর্বসতির কথা ভাবছেন কিনা সেটা জানতে চাই। কেননা রিলিফের খাতা খুললেই দেখি ঐ বর্গাচাষী অঞ্চলে বিধবা ও বেওয়ার সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। কাজেই এই চাষীদের স্থায়ী পুনর্বসতির জন্য এবং যাতে তারা কম রিলিফ নিয়ে বাঁচে তার কি ব্যবস্থা করেছেন সেটা আমি জানতে চাই। স্যার, আমি আর একটা জিনিষ আপনার মাধ্যমে রাখতে চাই এবং সেটা হোল যে, আমি শুনেছি যে দার্জিলিং গোডাউনে কিছু চাল চুরি ধরা পড়ে এবং সেটা ধরা পড়বার পর সেই হিসেব মেলাবার জন্য সেখানে যে কণ্ট্রোলার আছেন তিনি নিজেই কাউণ্টার সিগ্নেচার দেন যাতে নিজে কেস থেকে বেঁচে যেতে পারে। কাজেই এই যে চাল চুরি হোল সেখানে ঐ ডিলার এবং কণ্ট্রোলারের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে সেটা আমি জানতে চাই। স্যার, তারপর আরেকটা বড় প্রশ্ন হচ্ছে যে এঁরা শহরাঞ্চলে চিনির কণ্ট্রোল ব্যবস্থা করেছেন। গ্রামাঞ্চলে ১ ছটাক চিনি দেবার ব্যবস্থা করেননি। গ্রামাঞ্চলের মানুষের অবস্থা হচ্ছে যাযাবরের মত চরে খাও। তাদের ৭০।৭৫।৮০ টাকা দামে চিনি কিনে খেতে হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি হয়ত জানেন যে মুসলমানদের এটা রোজার মাস এবং কয়েকদিন পরে ঈদ হবে। স্যার, এইরকম একটা ব্যাপক মুসলমান জনসাধারণ যারা রোজা করছে তাদের কি কণ্ট্রোল দরে চিনি দেওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে না? গ্রামাঞ্চলে রেশনে চিনি দেওয়ার কি ব্যবস্থা হচ্ছে সেটা জানতে চাই। স্যার, তৃতীয় যেটা আমি জানতে চাই সেটা হচ্ছে খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এত রিলিফ দিয়েছেন, এত বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন, এত গরু-বাছুর মারা যাচ্ছিল তাদের খাদ্য দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছেন, এইরকম একটা ফিরিস্তি দিয়েছেন কিন্তু গরু যখন মরেছে তার ২।৩ মাস পরে গরুকে বাঁচানোর জন্য

একবার মাত্র ২ সের ২৷৷০ সের করে খৈইল, ভুশি ফডার ডিষ্ট্রিবিউশন করা হয়নি কি? যে সমস্ত অঞ্চলে বাড়ী ঘর-দোর পড়ে গিয়েছিল আমরা যতটুকু ইন্‌ফরমেশন পেয়েছি তাতে জেনেছি যে যেসমস্ত লোক তাঁবুতে বাস করছিল তাদের মধ্যে বড় একটা অংশ এখনও তাঁবুতে বাস করছে, তাদের ঘরদোর করার কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। যাদের তাঁবু দেওয়া হয়নি তাদের ধারে কাছে পর্য্যন্ত যাওয়া হয় নি। এইসমস্ত অবস্থা মিলিয়ে আমি একথা বলতে চাই এবং ওখান থেকে বন্ধুরা বলেছেন যে অবস্থা অত্যন্ত সাংঘাতিক আকার ধারণ করেছে। জিনিষপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে এবং লোককে কাজ না দেওয়ার ফলে অবস্থাটা এমন সাংঘাতিক দাঁড়াচ্ছে যে সাধারণ মানুষের ধারণা হচ্ছে যদি আগে থেকে গ্রামাঞ্চলের লোকদের খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা না হয়, সাধারণ মানুষকে কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা না হয়, তার যদি গ্যারান্টি না থাকে তাহলে ওখানে বসে যতই তড়পান এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হবে না। কাজেই আমি এই কথা বলব যে হয় দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, না হয় বিদায় নিতে হবে।

[12-10—12-20 p.m.]

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এবারকার আমাদের খাদ্য বিলিফ্ বা ফেমিনের বিতর্কে উৎসাহ খুব কমই দেখছি। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে উপস্থিতি খুব কম এবং বক্তারাও খুব বেশী কিছু বলতে পারেন নি। তথাপি যা বলেছেন তার কিছু কিছু উত্তর আমাকে দিতেই হবে। ১৯৫৭ সাল থেকে এই তিন বছর ধরে প্রত্যেক বছরই শুনি আমাদের এখানে, এবং বাইরে সংবাদপত্রেও দেখা যায় যে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে কিন্তু আমাদের ভাইট্যাল ষ্ট্যাটিসটিক্সএ দেখতে পাওয়া যাবে যে পশ্চিম বাংলার মৃত্যুর হার অসম্ভব রকম কমে যাচ্ছে—এই দুটোতে মিলছে না। একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে বিধবার সংখ্যা বড্ড বেড়ে যাচ্ছে। আমরা অনেকে অন্যদেশে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য যাই—আমাদের অনেকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বিহারে, উত্তর প্রদেশে যান পয়সা খরচ করে কিন্তু সেইসব জায়গায় পশ্চিম বাংলার চেয়ে মৃত্যুর হার বেশী। সেদিন বোধ হয় মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কিম্বা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে জন্মের হার এখানে হাজার করা বছরে ২৫ এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী অত্যন্ত গর্বের সংগে বলেছেন যে, পশ্চিম বাংলা যা এককালে ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত ছিল সেই পশ্চিম বাংলার মৃত্যুর হার হাজার করা ৭৬। স্বাধীনতার আগে আমাদের জন্মের হার ছিল হাজার করা ২৪ এবং মৃত্যুর হার ছিল ১৮·৬, আজকে সেখানে জন্মের হার ২৫ এবং মৃত্যুর হার ৭·৬। কাজে কাজেই তাদের সমস্ত খবরটা ভুল। অবশ্য আমাদের দেশে খাবারের কিছু অভাব আছে—তারা সুষমখাদ্য পায় না, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু লোকসংখ্যা ও অসম্ভব রকম বাড়ছে এবিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। একজন মাননীয় সদস্য বল্লেন রেফিউজী আজকে আসছে, পশ্চিম বাংলার বাইরে থেকে কি আজ লোক আসছে? নিশ্চয়ই, আজ আসছে, কাল এসেছে, পরশু এসেছে, তার আগের দিন এসেছে—রোজ আসছে। পশ্চিম বাংলায় স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই—স্কুলে স্কুলে, কলেজে কলেজে যান দেখতে পাবেন পুর্বের তুলনায় স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। এবং খাচ্ছেও বেশী। আমাদের সর্বভারতীয় অঙ্ক ঠিক কি ভুল তা জানি না, তবে সর্বভারতীয় কনজামসন রেট হচ্ছে ১৩ থেকে ১৪ আউন্স। অধ্যাপক মহলানবীশ বলেছিলেন ১৫·৩ আউন্স দৈনিক মাথাপিছু।

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ব্যুরো মারফৎ কতকগুলি জায়গায় একটা র‍্যানডাম স্যাম্পল সার্ভে করেছিলেন—তাতে আমরা দেখেছি সেটা গড়ে প্রায় ১৬৷৷০ আউন্স। সেদিন আমি মাননীয় ডাঃ ঘোষকে দেখিয়েছিলাম—তিনি আজকে এখানে উপস্থিত নেই—ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব হাইজিন থেকে বর্দ্ধমান জেলায় মেমারী, শক্তিগড় অঞ্চলে তারা যে একটা সার্ভে করেছিলেন তাতে দেখা গেল যে পার ক্যাপিটা চাল তারা ব্যবহার করেন ২০'১ আউন্স। আমি একবার দিল্লীতে এক সভায় একথা বলেছিলাম, আমাকেতো সবাই মারতে আসেন আর কি। আমি বলেছিলাম পশ্চিম বাংলার লোকে এখন পুর্বের চেয়ে বেশী খাচ্ছে। কারণ জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে। যারা কৃষক তারা আর বেশী বিক্রি করতে চাচ্ছে না, তারা ধরে রাখতে চায়। তাদের হোর্ডার অপবাদ দিন আর যে কথাই বলুন না কেন, তারা এখন ধরে রাখছে। কাজে কাজেই তারা খাচ্ছেও বেশী। অল্প পরিমাণ ধান বিক্রি করে তাঁরা কাপড় তেল সংগ্রহ করে নিচ্ছে—এটা মিথ্যা কথা নয়। বর্দ্ধমান, বীরভূম এবং অন্যান্য জায়গায় যেখানে জল সেচের সুব্যবস্থা হয়েছে (বিরোধীপক্ষের বেঞ্চ হইতে তুমুল হট্টগোল) আমার বক্তৃতা আপনাদের শুনতেই হবে। সত্য কথা, বাস্তব কথা বলতে গেলে মাননীয় সদস্যদের মধ্যে অনেকে ক্ষুব্ধ হন, রাগান্বিত হন। তারপরে স্যার, একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন—কতদুর অসত্য কথা বলা হয় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবার জন্য আমি তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। তিনি বলেছেন হাজার হাজার টাকা মাসে মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গোডাউন ভাড়া দিচ্ছেন। মিথ্যা কথা বললে আন্‌পার্লামেণ্টারী, এটা সম্পূর্ণ অসত্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্যবিভাগ এক পয়সাও গোডাউন ভাড়া দেয় না, সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট দেয়।

[Noise & uproar]

Mr. Speaker : Will you please allow the Hon'ble Minister to finish his speech ?

[Noise and interruption]

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen :

একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন আমাকে একজন ৭০ হাজার টাকার চেক্ দিয়েছেন। আমি তাঁকে বলি তাঁরাত চোর, ডাকাত, বাট্‌পারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে থাকেন।

[ভয়েস ফ্রম অপজিশন বেঞ্চ—মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা]

[Noise and interruption]

Mr. Speaker : Mr. Ghosh, I would request your party to allow the Hon'ble Minister to speak.

Shri Ganesh Ghosh : On a point of order, Sir,

এখানে মাননীয় মন্ত্রী প্রফুল্ল সেন মহাশয় দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন আমরা সব জোচ্চর। আর কংগ্রেস বেঞ্চের সবাই সাধু। একথা তাঁর পক্ষে বলা কি ঠিক হয়েছে ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen :

আমি ওকথা বলিনি।

[Noise & interruption and uproar]

Mr. Speaker : He will appeal to the members to let the Hon'ble *Minister* make his Statement in peace.

[12-20—12-30 p.m.]

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি কোন অবান্তর কথা বলবো না।

একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত ঘাটতি যদি পুরণ করে দেন তাহলেও আমাদের অভাব মিটছেনা কেন ? এটা—বুঝা দরকার ; প্রথমতঃ সমস্ত ঘাটতি পুরণ করা হয় না। আমরা যেটা ঘাটতি হিসাব করে বলি সেটা থিওরেটিক্যাল এত উৎপাদন হচ্ছে এবং এত আমাদের দিতে হবে—ঘাটতি হবে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যেসমস্ত কৃষক অবস্থাপন্ন তারা কিছু খাদ্য ধরে রেখে দেয়, কাজে কাজেই সেটা আমাদের হিসাবের মধ্যে আসে না। তারা কত রাখে তা আমাদের জানিয়েও রাখে না। তারপর আর একটা বলবো আমরা যখন হিসাব করি সেটা হিসাব করি চালের দিক থেকে। ভাত খেতে আমরা যতটা ভালবাসি গম ততটা বাসিনা। কেন্দ্রীয় সরকারকে ১৯৫৮ সালে বলেছিলাম আমাদের কেবলমাত্র ঘাটতি,—থিওরেটিক্যাল হল, ৯ লক্ষ টন। তার মধ্যে চাল পেলাম ২½ লক্ষ টন, আর বাকীটা পেয়েছি গমে। গত বছর অর্থাৎ এই বছর ১৯৫৯ সালে কারেণ্ট ফাইন্যানসিয়াল ইয়ারে ঘাটতি বলেছিলাম ১৬ লক্ষ টন, ইতিমধ্যে পেয়েছি ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টন—তার মধ্যে চাল হল ৪ লক্ষ ৩০ হাজার টন। একজন মাননীয় সদস্য বলেছিলেন—খুব সমিচীন কথা—ইউ,কে এবং অন্যান্য দেশেও খাদ্য ঘাটতি আছে শুনি, তারাত বণ্টন ব্যবস্থা দ্বারা দাম ঠিক করে। ঠিক কথা। যেমন আমরা চিনির দাম ঠিক করে রেখেছি। গমের কথা বিশেষ করে বলতে পারি পশ্চিম বাংলায় গম আগে যা খেত এখন তারচেয়ে বেশী লোকে খাচ্ছে। সমগ্র বাংলায় অখণ্ড বাংলায় যেখানে ২॥/৩ লক্ষ টন গম এবং গমজাত দ্রব্য খেত আজ সেখানে পশ্চিম বাংলায় ৮ লক্ষ টনের উপর গম ও গমজাত দ্রব্য খাচ্ছে এবং এবিষয়ে এটা বলবো গম যা আমাদের দেওয়া হয় বিতরণের জন্য তার সমস্তটাই ইম্‌পোর্টেড অর্থাৎ ক্যানাডা থেকে, এমেরিকা থেকেই বেশী আসছে। সেজন্য জিনিষ আমাদের যা করায়ত্ব হয়, কেন্দ্রীয় সরকার মাসে মাসে যা দেন আমাদের হাতে, তা বিতরণ ব্যাপারে একথা কখনো শুনিনি যে গমের দাম ফেয়ার প্রাইস সপ বেশী নিয়েছে—এমন কি ফেয়ার প্রাইস সপএ চালের যে ন্যায্য দর বেঁধে দেওয়া হয়েছে সে চাল মনের মত হচ্ছে না কোয়ালিটি ভাল নয়, কাকর আছে এসব শুনেছি। কিন্তু একথা কেউ বলেনি যে, যে প্রাইস লিষ্টে নির্দ্ধারিত আছে সেই দামে ফেয়ার প্রাইস সপ বিক্রি করছে না—এমন কথা কোনদিন শুনিনি। কাজে কাজেই ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টন আমরা যা দোকান থেকে বিলি করি—সেটা চালেই হোক্ কি গমেই হোক্ কি আটাই হোক্ ন্যায্য দরে বিক্রি করি এবং এই বিক্রি করার ফলে বাইরের বাজারের উপর এই দর কতটা প্রভাব বিস্তার করে সেটা বলা শক্ত। এই যে খাদ্য দেওয়া হচ্ছে অনেকে দেখেছে কলকাতা এবং শিল্পাঞ্চলে মোটা চাল অনেক দিয়েছি ৫৬ লক্ষ লোককে দিয়েছি গত বছর, ১॥ সের করে চাল এবং ১ সের করে গম, তার উপর ফ্রি মার্কেটএও পাওয়া যেত। তাছাড়া যে ময়দা দেওয়া হত সুজি দেওয়া হত সেটা হিসাবের মধ্যে ধরছি না। আমরা এসমস্ত ন্যায্য দরে দিয়েছি। কিন্তু কোয়ালিটি সম্বন্ধে লোকের মন উঠে না তারা বলেছে ভাল জিনিষ নয় তারা বাজারে বাংলার চাল ফাইন রাইস কিনে খায়। এই সমস্ত কথা তারা বলেছে।

আমরা ন্যায্য মূল্যে বিক্রী করে থাকি বাইরে যে দর তার তুলনায় ; তার উপর আমরা চেষ্টা করা সত্ত্বেও গত বছর জুন মাস পর্য্যন্ত চেষ্টা করেছিলাম,—বাইরের দর নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি, আমরা ব্যর্থ হয়েছি। তাই বাতিল করেছি। মাননীয় দেবেন সেন বললেন—কেন তোমরা করলে ? ফ্রি মার্কেটের দর নিয়ন্ত্রণের একটা উপায় হচ্ছে—টোটাল প্রোকিওরমেণ্ট—মানে যা উৎপাদন হচ্ছে সমস্ত নিয়ে নেওয়া। এই জিনিষটি কোন দেশে এমনকি একনায়কত্বের দেশেও এটা সফলকাম হয় নাই। ৩৬ হাজার গ্রামের লক্ষ লক্ষ চাষীর কাছ থেকে প্রোকিওর করার কোনরকম সুব্যবস্থা নেই। তাছাড়া যারা মাথার ঘাম পায় ফেলে উৎপাদন করে, তাদের কাছ থেকে যদি কেড়ে নিয়ে এসে ডিষ্ট্রিবিউট করি, তাতে আমাদের হাউসে তীব্র সমালোচনা হবে না এবং নানারকম কথা বলা হবে না ? দেবেনবাবুকে যদি মন্ত্রীত্ব দেওয়া যায় আমাকে অপসারণ করে—তাহলে তিনি এক বছরে এই খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। তাতে খুসী হব। আগামী নির্বাচনে আসবেন, তার দলের লোকেরা অনুগ্রহ করে এটা সেই সময় বলবেন যে এক বছরের মধ্যে সব সমস্যার সমাধান করবো। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে আসবেন, মিটিয়ে দেবেন খাদ্য সমস্যা। এখনো আমরা যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ আছি—এসমস্ত যাক্। গত নির্বাচনে বলেছিলেন যে আমাদের খাদ্যনীতি ব্যর্থ হয়েছে—খাদ্যসমস্যার সমাধান করতে পারিনি। আমরা দুর্নীতিপরায়ণ, আমরা ভাল লোক নই। তবুও বাংলাদেশে আমরা ১৬৩ জন নির্বাচিত হয়ে এসেছি। আর দেবেনবাবুর দলের ২১ জন এসেছেন। আমি এর কি করবো ? দেশের লোক যদি দেবেনবাবুদের না চান, আমিতো আর দেবেনবাবুকে মন্ত্রী করতে পারি না ! দেবেনবাবু আমার দলে আসুন—আমি পদত্যাগ করে দেবেনবাবুকে খাদ্যমন্ত্রী করবার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো এবং আমি তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করবো।

মাননীয় দেবেন সেন বলেছেন আমাদের অব্যবস্থার জন্য হোর্ডিং ইত্যাদির জন্য আমাদের দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাচ্ছে। আমি একটা হিসেব দেখছিলাম। আমাদের যখন উৎপাদন খুব বেশী হয়েছিল, মাননীয় সদস্যরা বলতে পারবেন, মাননীয় গণেশবাবু নিশ্চয়ই বলতে পারবেন—ওঁদের তরফ থেকে একটা প্রস্তাব এসেছিল "মশায়, চাষীরা যে মারা গেল, ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না, প্রাইস্ বেঁধে দিন"। ১৯৫৩ সালে বাম্পার ক্রপ হল—হোর্ডিং সত্ত্বেও আমার মত খারাপ লোক মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও আমার মত খারাপ ডিপার্টমেণ্ট সত্ত্বেও চালের দাম বাড়াতে পারলাম না—১৬৮/০ আনার বেশী। ১৯৫৩-৫৪ সালেও মূল্য উঠলো না। আমার মত লোক থাকা সত্ত্বেও। ১৯৫৬ সালে বন্যা হল, ১৯৫৭ সালে ড্রাইট, ১৯৫৮ সালে মোটামুটি হ'ল, ১৯৫৯ সালে বন্যা হলো,—তখন দাম বেড়ে গেল। আমরা কি করে কি করবো। তাঁরাও দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলেন ; তবুও দুর্ভিক্ষ হয় নাই, লোক মরে নাই। মৃত্যুহার কমে গেছে, জন্মহার বেড়ে গেছে। আপনারাও বলছেন তা সত্ত্বেও নয়। একজন বললেন পাকিস্তানে এখান থেকে জিনিষপত্র চলে যাচ্ছে, চালও চলে যাচ্ছে ! মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি শুনলে আশ্চর্য্য হবেন যে পাকিস্তানে চালের দর সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের সই করা—সই করেছেন এম. এল. সামাদ, একটা কাগজ থেকে পড়ে শোনাচ্ছি, তা থেকে মাননীয় সদস্যরা বুঝতে পারবেন। সেখানে দর কিরকম ? ২৪শে ফেব্রুয়ারী খুলনায় ২৫ টাকা, সাতক্ষীরায় ২৭।/০, বাগেরহাট ২৫ টাকা, দিনাজপুর ২৩।০ ঠাকুরগাঁও ২১॥৵০, রাজসাহী ২৮।৶০, নওগাঁ ২৫ টাকা, নাটোর ২৫॥০, নবাবগঞ্জ ২৫॥০,

বগুড়া ২৬।০, মৈমনসিং ২৩।০, ময়মনসিংহ সদর সাউথ ২৩।০, নেত্রকোণা ২৩ টাকা, কিশোরগঞ্জ ২৪৸০, বাখরগঞ্জ সদর নর্থ ২৫ টাকা,

[12-30—12-40 p.m.]

ভোলায় ২৩৸০, মল্লিকবাজার ২৪ টাকা।

আবার কোথাও কোথাও বেশীও আছে যেমন কক্সবাজারএ ২৯ টাকা মোটা চালের দাম। কাজে কাজেই পাকিস্তানে দাম বেশী ছিল না, সেইজন্য এখান থেকে চাল পাকিস্তানে যেতে পারে না কারণ তাহলে এদের কিছুই থাকবে না। আর আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ-এর ক্ষেত্রে বাজারে আমাদের টাকার দাম বেশী আছে। আমাদের এখানের ৭০।৭৫ টাকা দিলে ওদের ১০০ টাকা পাওয়া যায়, কাজে কাজেই ৩০ টাকায় চাল নিয়ে গিয়ে কি লাভ হবে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যেমন বম্বেতে মিডিয়াম চালের দাম ৩১ টাকা, আর মোটা চালের দাম ২৫ টাকা। উড়িষ্যায় কম। আমি নিজে ও আমাদের খাদ্যবিভাগের জয়েণ্ট সেক্রেটারী শ্রী বি, আর, গুপ্ত উড়িষ্যায় গিয়েছিলাম এবং তাদের মুখ্যমন্ত্রী ও সাপ্লাই মিনিষ্টার-এর সঙ্গে আলোচনা করেছি। সেখানে বহু গ্রাম ও বাজারে গিয়েছি এবং দেখেছি যে যেসমস্ত রাইস্ মিল রেল হেড-এর কাছাকাছি জায়গায় আছে সেখানে চালের দাম বেশী মোটা চাল ২০ টাকা, আর গ্রামের মধ্যে রেল হেড থেকে দূরে, সেখানে মোটা চালের দাম ১৪—১৪॥০ করে। তবে সেখান থেকে রেল হেড-এ চাল আসতে ৩।৪ টাকা খরচ পড়ে যায়, কারণ সেসব জায়গা থেকে চাল আসতে কোথাও বা ২।৩ বার নদী পার হতে হয় এবং রেল হেড-এ চালের দাম পড়ে যায় ২০ টাকা। আমাদের সেই হিসাবে উড়িষ্যা থেকে চাল আসতে গড়ে ল্যাণ্ডিং কষ্ট পড়ে যায় ২২৸০, তার কমে তারা আসতে পারেনা, মোটা চাল। এবং এই উড়িষ্যার লোক তারা কি লাভ করে থাকে তা আমি বলতে পারিনা কারণ ফ্রি মার্কেট আমরা কণ্ট্রোল করতে পারিনা। তারা ২২৸০ এনে ২৩॥৵০ বাজারে বিক্রি করছে মোটা চাল, কোথাও বা তার চেয়ে ২।১ আনা কম আছে। মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে উড়িষ্যার বিভিন্ন জায়গায় রেল হেড-এ বিভিন্ন রকম চালের দাম আছে এবং উড়িষ্যা থেকে যে চাল এসেছে তার দাম কম পড়েনি। কিন্তু উড়িষ্যা থেকে যে ধান চাল আমাদের এখানে এসেছে তারমধ্যে ধান, চালের চেয়ে বেশী এসেছে। আমি যখন গিয়েছিলাম তখন তারা বলেছিলেন যে ৬৬ হাজার টন ধান তারা পাঠিয়েছেন এবং ৩৪ হাজার টন চাল পাঠিয়েছে। অবশ্য আসতে দেরী হয়। আর শুধু যে কলকাতাতেই আসে তা নয়, মফঃস্বলেও যায়। এখানে মাননীয় সদস্যদের একটা কথা বলতে পারি, আমরা এখানে গত বৎসর ১॥০ সের করে চাল দিয়েছিলাম সেখানে এবার আমরা একসের করে দিচ্ছি, আর মফঃস্বলের যেসব অঞ্চলে আমরা একসের করে চাল দিয়েছিলাম গত বৎসর—প্রায় এককোটি মানুষকে—এবার এখন একদম তা বন্ধ করে দিয়েছি। তাসত্ত্বেও আমাদের চালের দাম ১॥০ থেকে ৩ টাকা পর্য্যন্ত বেড়েছে। উড়িষ্যার ব্যাপারে আমরা উড়িষ্যা সরকারের কাছে অনুরোধ করেছিলাম যে আপনারা লাইসেন্স দিচ্ছেন কেন? এরফলে লোকাল ট্রেডাররা একটা মারজিন রাখবে এবং আমাদের ট্রেডাররা আর একটা মারজিন রাখবে।

আমরা তাদের বলেছি যে আপনারা যদি রাইস মিলকে লাইসেন্স দেন তাহলে সুবিধা হবে। তাঁরা বলেছেন যে আমরা ধীরে ধীরে দেব। আমাদের রাইস মিলকে প্যাডি কেনবার জন্য তাঁরা লাইসেন্স দিয়েছেন। লাইসেন্সএর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই—এটা সম্পূর্ণভাবে

উড়িস্থা সরকারের উপর নির্ভর করছে। আমি এইমাত্র একটা কাগজে দেখলাম যে তাঁরা এ পর্য্যন্ত ৭৫ হাজার টন ধান এবং ৩৮ হাজার টন চাল পাঠিয়েছেন এবং এটা হচ্ছে ১৬ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত লেটেষ্ট। ফিগার কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের বলেছেন যে, এত পরিমাণ উড়িষ্যা থেকে আসছে এর কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখ। আমরা কোলকাতা ও শিল্পাঞ্চলের জন্য মাথাপিছু ১ সের করে চাল দেবো এবং মফঃস্বলে পরে দেব। আমাদের সেক্রেটারী দিল্লীতে গিয়ে প্রতিশ্রুতি পেয়ে এসেছেন এবং আমার মনে হয় এপ্রিল মাস থেকে আমরা জেলায় জেলায় কিছু চাল দিতে পারব, তবে কতটা দেব সেটা এখন সঠিক বলতে পারছি না। আর একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে তেলের দাম বেড়েছে। অবশ্য এটা সত্যি কথা যে কিছু কিছু দাম বেড়েছে। কিন্তু যেসব জিনিষ পত্তরের দাম কমেছে সেটাত বললেনা না। যেমন মশুর ডাল এক বছর আগে পাইকারী দাম ২৯ টাকা ছিল সেটা ৭ টাকা কমে গিয়ে এখন ২২৲ টাকায় দাঁড়িয়েছে, ছোলা যেটা ২৯৲ টাকা ছিল সেটা ১৯৲ টাকা হয়েছে, তারপর অরহর ৩৪৲ টাকা ছিল সেটা এখন ২৭৲ টাকা হয়েছে। কিন্তু এসব কথা কেউ বললেন না। যাক, সরিষার তেলের দাম বাড়ার সম্পর্কে বলব যে, এই সরিষার উপরে আমাদের কোন কণ্ট্রোল নেই কেননা এটা আমাদের এখানে উৎপন্ন হয় না। এটা উত্তর প্রদেশ থেকে আসে। কাজেই এর উপর কণ্ট্রোল করলে আমরা ঠকবো। আর একজন মাননীয় সদস্য চিনি সম্বন্ধে বলেছেন। তবে আমি বললে হয়ত আপনারা চটে যাবেন কিন্তু তা হলেও বলব যে আমাদের চিনি ডিস-ট্রিবিউশনএর নীতি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আমরা চিনি প্রডিউস করিনা। তবে রামনগরে সামান্য কিছু যা হয় দিয়ে কয়েকদিনের মত কনজাম্পশনএর ব্যবস্থা করতে পারি। নতুন চিনিকল সবে আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু এইসব কলের উপর আমাদের কণ্ট্রোল নেই। তবে পশ্চিমবাংলায় যাতে চিনি কল বাড়ে সেই জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট এখানে যে চিনি উৎপন্ন হবে তার উপর ডিউটি বসাবেন না বলেছেন। আমরা বাইরে থেকে চিনি আনছি এবং দেখা যাচ্ছে যে প্রতি বছরই চিনির কনজাম্পশন বেড়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় প্রথমে যখন আমাদের চিনির কণ্ট্রোল ছিল তখন মাসে ১০।১২ হাজার টনেই কুলিয়ে যেত, কিন্তু এখন ফ্রি মার্কেটএ শুনছি ২০।২১ হাজার টনের মত প্রয়োজন হয়। অথচ সেখানে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ১৬ হাজার ৮ শত টন পাচ্ছি। এবারে আমরা রেশন করবার ব্যবস্থা করছি। অবশ্য ২০।২৫ দিন আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে রেশন না করে পারা যায় কিনা। রেশন না করে আমরা ইমপোর্টারকে কণ্ট্রোল করতে পারব কিন্তু রিটেলারদের কণ্ট্রোল করতে পারব না। আমরা চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি এবং তার জন্যই রেশনের ব্যবস্থা করেছি। মাননীয় সদস্যেরা জানেন যে আমরা, দেশবাসী এবং বিরোধী পক্ষেরও অধিকাংশ সদস্য রেশনের পক্ষপাতী নয়, কেননা রেশনে নানারকম গোলমাল হয়। আমরা কোলকাতা এবং শিল্পাঞ্চলের জন্য মাসে এক সের করেছিলাম কিন্তু বর্ত্তমানে ১৷০ সের করেছি এবং কোন কমপ্লেন পাচ্ছি না। মফঃস্বলে কিছু কিছু কমপ্লেন ছিল তবে সেখানেও এখন কিছু পরিমানে চিনি পাঠাচ্ছি। ঈদের জন্য আমরা বেশী করে এ্যালোটমেণ্ট দিয়েছি এবং আমার মনে হয় মোটামুটি চিনির বণ্টন ভালভাবেই হচ্ছে।

[12-40—12-50 p. m.]

রিলিফ সম্বন্ধে একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ১৯৫৬ সালের তুলনায় যদিও এবার বন্যার প্রকোপেও ক্ষতি বেশী হয়েছিল তার তুলনায় আমরা খরচ কম করেছি। কিন্তু এটা ঠিক নয়।

১৯৫৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত আমরা ৪ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা গ্র্যাণ্ট দিয়েছিলাম এবং এ বছর ৮ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত আমরা ৪ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা দিয়েছি। গতবারে আমরা বিল্ড ইওর ওন হাউস স্কীমএ এক কোটী টাকা ধরেছিলাম। কিন্তু এবার বিল্ড ইওর ওন হাউস স্কীমএ যে খরচ হবে সেটা ডেভলপমেণ্ট খাত থেকে হবে। আমার বোধ হয় মাননীয় সদস্যরা এটা বুঝতে পারেননি। রিলিফ কমিটি সম্বন্ধে অনেক সদস্য অনেক কথা বলেছেন। আমাদের যেসব সাব-ডিভিশন্যাল রিলিফ কমিটি আছে তাতে এম, এল, এ-রা আছেন অন্যান্য লোকও আছেন এবং তাঁরা নিয়মিতভাবে বসেন। ইউনিয়ন ষ্টেজে বা পঞ্চায়েৎ ষ্টেজে আমাদের যে রিলিফ কমিটি আছে তাঁরাও ভাল কাজ করেন। রিলিফ সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য ঘোষাল মহাশয় যেকথা বলেছেন তাঁকে আমি একথা বলতে পারি যে আমরা এবছর টেষ্টরিলিফের কাজ সব জেলায় জেলায় করেছি। টেষ্টরিলিফের কাজ আমাদের এখান থেকে হয় না, টেষ্টরিলিফের কাজ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটরা করেন। এখন এক লক্ষের উপর লোক টেষ্টরিলিফের কাজে নিযুক্ত আছেন। আমি রবিবার আমার কনষ্টিটুয়েন্সি আরামবাগে গিয়ে দেখি বিহার থেকে লোক এসে ওয়ার্কস এণ্ড বিল্ডিং ডিপার্টমেণ্ট এর রাস্তায় কাজ করছেন। আমি গ্রামের ভেতরে ঢুকতেই বলা হল টেষ্ট রিলিফ করতে হবে। এবং বিহার, উত্তর প্রদেশ থেকে লোক এসে রাস্তায় কাজ করবে। এটাতো খুব ভাল কথা নয়। একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে টেষ্ট রিলিফের কাজ কণ্ট্রাক্টারের মাধ্যমে হচ্ছে। আমি তাঁকে জানাব যে টেষ্ট রিলিফের কোন কাজই কণ্ট্রাক্টরের মাধ্যমে হয় না। সেদিন জেনারেল ডিসকাশনের সময় আমি বলেছিলাম যে আমাদের রিলিফ বিভাগের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ খরচ সবচেয়ে কম এবং আমি বলেইছিলাম যে টাকায় ২ নঃ পঃ মতন খরচ হয়। কিন্তু আমাদের রিলিফ বিভাগের জয়েণ্ট সেক্রেটারী শ্রীশিশির গুপ্ত মহাশয় আমার ভুল সংশোধন করে বললেন যে ১·৯ নঃ পঃ খরচ হয়। রিলিফ বিভাগের কাজ আমরা কণ্ট্রাক্টরে মাধ্যমে করি না। (শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা :—খাদ্য দপ্তরের কর্মচারীদের কি হল ?) খাদ্য দপ্তরের কর্মচারীদের পার্মানেণ্ট করার কথা আমরা অনেক দিন থেকেই ভাবছি। এই খাদ্য দপ্তরকে রাখা উচিত নয় এমন একটা ধারণা আমাদের হয়েছিল এবং দেবেনবাবু, মনোরঞ্জনবাবুও তুলে দেবার পক্ষপাতী। আমরা ১২ হাজারের মতন খাদ্য দপ্তরের উদ্ধৃত্ত কর্মচারীদের বিকল্প কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করেছি। আমি মনে করি যে এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা কৃতিত্ব। আমাদের খাদ্য দপ্তরকে পার্মানেণ্ট করার জন্য অনবরত বলা হচ্ছে—১৬ বৎসর হয়ে গেল এবং আমরাও বিশেষ করে চিন্তা করছি যাতে এটা পার্মানেণ্ট হতে পারে। এই কথা বলে আমি সমস্ত ছাটাই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি এবং আমার প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

Mr. Speaker : I shall take the two different grants separately. Division has been asked for on cut motions Nos. 39,50 and 79 in Grant No. 35. So with the exception of these and the cut motions which are out of order I put all the other cut motions to vote.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhuban Chandra Kar Mahapatra that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Elias Razi that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharjee that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Haran Chandra Mondal that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobardhan Das that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Syed Badrudduja that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54 Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gopal Basu that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Natendra Nath Das that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Benarashi Prosad Jha that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 2,68,40,000 for exaenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Mullick Chowdhury that the demand of Rs. 2,68,40,000 for exdenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobardhan Pakray that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jagadananda Roy that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Pravash Chandra Roy that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ledu Majhi that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Tarapada Dey that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the damand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—104

Abdus Sattar, The Hon'ble
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C.L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chatterjee Shri Binoy Kumar
Chattopadhyay, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhury, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Handa, Shri Jagatpati
Hazra, Shri Parbati
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath

Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha Shri Bimalanda
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—63

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Badrudduja, Shri Syed
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Bose, Shri Jagat
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Shri Sitaram
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad

Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal. Shri Biioy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyny, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Naskar, Shri Gangadhar
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Roy Choudhury Shri Khagendra Kumar
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 63 and the Noes 104, the motion was lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine", be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following results :-

NOES—104

Abdus Sattar, The Hon'ble
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chatterjeee, Shri Benoy Kumar
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhury, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Hansda, Shri Jagatpati

Hazra, Shri Parbati
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza. Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—63

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Badrudduja, Shri Syed
Basu, Shri Amarendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal

Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Bose Shri Jagat
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Mazumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Naskar, Shri Gangadhar
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 63 and the Noes 104, the motion was lost.

[12-50—12-54 p.m.]

The motion of Shri Rabindra Nath Roy that the demand of Rs. 2,68,40,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head '54—Famine" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result -

NOES—103

Abdus Sattar, The Hon'ble
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Smarjit
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhyay, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhury, Shri Tarapada

Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Hansda, Shri Jagatpati
Hazra, Shri Parbati
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maity, Shri Subodh Chandra
Majhi Shri, Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu,.Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri, Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri. Nakul Chandra
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha Shri Durgapada
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath

Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—63

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Badrudduja, Shri Syed
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Bose, Shri Jagat
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shir Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Naskar, Shri Gangadhar
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 63 and the Noes 103, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Prafulla Chandra Sen that a sum of Rs. 2,68,40,000 be granted for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" was then put and agreed to.

The motion of Shri Bankim Mukherjee that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Changes in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 2,16,09 000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Changes in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 2,16 09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Syed Badrudduja that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gopal Basu that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43' Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Mullick Chowdhury that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Pravash Chandra Roy that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Taher Hussain that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Amarendra Nath Basu that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 2,16,09,000 for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Prafulla Chandra Sen that a sum of Rs. 2,16,09,000 be granted for expenditure under Grant No. 43, Major Head "63—Extraordinary Charges in India" was then put and a division taken with the following result:—

AYES—106

Abdus Sattar, The Hon'ble
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya

Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhyay, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Hansda, Shri Jagatpati
Hazra, Shri Parbati
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maity, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhwajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri, Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra

Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul Huque, Shri Md.

NOES—63

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Bose, Shri Jagat
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Chowdhury, Shri Binoy Krishna
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Jnanendra Nath
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherjee, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda

Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Roy Choudhury, Shri Khagendra Kumar
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 106 and the Noes 63, the motion was carried.

Adjournment

The House was then adjourned at 12-54 p.m. till 3 p.m. on Monday, the 21st March, 1960, at the Assembly House, Calcutta.

[Afternoon Session]

[3—3-10 p. m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : May I move Demand for Grant No. 8 and Demand for Grant No. 9 together ?

Mr. Speaker : I do not think the House will have any objection to it. Is there any objection ?

Shri Ganesh Ghosh : No objection.

DEMANDS FOR GRANTS

Major Head . 12A-Sales Tax.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 25,77,000 be granted for expenditure under Grant No. 8, Major Head : ' 12A-Sales Tax".

Owing to a change in classification, a separate head of account as stated above has been opened from the year 1958-59 to book the expenditure incurred by the Commercial Taxes Directorate for the administration of the following Acts, for which we have come here for getting your sanction : —

(1) the Bengal Finance (Sales Tax) Act, 1941 ;
(1) the West Bengal Sales Tax Act, 1954 ;
(3) the Central Sales Tax Act, 1956 ;
(4) the Bengal Motor Spirit Sales Taxation Act, 1941.

The entire sum of Rs. 25,77,000 represents the cost of collection of sales tax, Central sales tax and motor spirit sales tax under these four Acts. The amount of tax to be collected from these sources during the year under review is Rs. 17,12,61,000. The cost of collection of these taxes, therefore, works out at 1.5 per cent of the amount to be collected.

The increase in collection under Sales Tax has been quite remarkable in recent years. Againts a collection of Rs. 4 crores in undivided Bengal in 1946-47, the collection rose to Rs. 9 crores in 1955-56, Rs. 11 crores in 1956-57, Rs. 12½ crores in 1957-58 and we are expecting to get Rs. 17 crores in the next year.

With these words, I commend my motion for the acceptance of the House.

Major : Head 13—Other Taxes and Duties.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 12,95,000 be granted for expenditure under Grant No. 9, Major Head : "13—Other Taxes and Duties".

Of the total demand for grants for Rs. 12,95,000, Rs. 7,93,400 represent charges under the Electricity Acts. These charges include expenses connected

with the administration of the Indian Electricity Act, charges connected wi the examination of the Electricical Supervisors' Certificates and workmen permits, charges connected with the administration of the West Bengal Lif and Escalators Act, 1955 and the Bengal Electricity Duty Act, 1935. Tl balance is a cost of collection of entertainment tax and betting tax as we charges for the collection of tax under the West Bengal Taxes on Entry (Goods in Local Areas Act. This particular demand is for collection of 5 typ(of taxes. The Entertainment Tax is done by the Collector and in Calcutta done by the Collector of Stamp Revenue in Calcutta and in the districts by tl Collectors. The Betting Tax is done by the Calcutta Turf Club. The Entı Tax is done by the Commissioner of Commercial Taxes and Raw Jute Tax also done by the Commisions of Commercial Taxes. The collection under the fir: Head, viz. Electricity Duty Act ect, is Rs. 3 crores and 55 lakhs. The cost (collection is a little over one per cent. It will be recalled that a duty on electric: energy consumed for industrial purposes was imposed with effect from the 1: February, 1958. This duty accounts for the increased receipt during the currer year. The Government was, however, particularly careful to have a lower rate fo energy consumed by the Cottage and Small Scale Industrial Establishment, th rate in their case being 1/3rd of the rate imposed for large industrial establish ments. A similar concession was also granted to establishments whic consumed electrical energy for electrolytic processes and for electric furnace where the cost of the electrical energy consumed was not less than 20% of th cost of manufacture. The general rate of the duty was one naya paisa per unit.

The Entertainment Tax is administered by the Collector in the district an(the Collector of the Stamp Revenue in Calcutta. The total amount collecte(is Rs. 1 crore and 55 lakhs. The Betting Tax, as I said before, is collected b the Calcutta Turf Club. We pay them a lump sum of rupees ten thousand fo collection between Rs. 55 and 60 lakhs of rupees.

Entry Tax is administered by the Commissioner of Commercial Taxes West Bengal. For this tax the demand for grant is Rs. 3,68,000 against collection of Rs. 2,40,00,000, the cost of collection being 1.5 per cent.

Raw Jute Tax is also administered by the Commissioner of Commercia Taxes for which we do not undertake any extra expenditure. The tota collection is Rs. 78,00,000. Entertainment Tax, Electricity Duty and Entr; Tax are all very important sources of revenue to the State at the presen moment.

With these words, Sir, I commend my motion for the acceptance of th(House.

Mr. Speaker : All cut motions, so far as Grant No. 8 is concerned, are ir order. Part of cut motion No. 4 in Grant No. 9 relates to Cottage an(Industries Department. Cut motion No. 9 does not concern the Stat(Department. Cut motion No. 10 relates to Local Self-Government Department So cut motions Nos. 4, 6 and 10 are out of order.

Shri Basanta Kumar Panda : I beg to move that the demand of Rs. 25,77000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Shri Mihirlal Chatterjee : I beg to move that the demand of Rs. 25,77,000 for expenditure under Grant No 8, Major Head : "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Shri Subodh Banerjee : I beg to move that the demand of Rs. 25,77,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head : "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : I beg to move that the demand of Rs. 25,77,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head : "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Maji : I beg to move that the demand of Rs. 25,77,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head : "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee : I beg to move that the demand of Rs. 25,77,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head : "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen : I beg to move that the demand of Rs. 25,77,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head : "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: I beg to move that the demand of Rs. 25,77,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head : "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah : I beg to move that the demand of Rs. 25,77,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head : "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Shri Amarendra Nath Basu : I beg to move that the demand of Rs. 25,77,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head : "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : I beg to move that the demand of Rs. 25,77,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head : "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mullick Chowdhury : I beg to move that the demand of Rs. 25,77,000 for expenditure under Grant No. 8, Mojor Head : "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 25,77,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head : "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100.

Shri Rama Snankar Prasad : I beg to move that the demand of Rs. 25,77,00(for expenditure under Grant No. 8, Major Head : "12A—Sales Tax" be reducec by Rs. 100.

Shri Mihirlal Chatterjee : I beg to move that the demand of Rs. 12,95,00(for expenditure under Grant No 9, Major Head : "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Maji : I beg to move that the demand of Rs. 12,95,00(for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen : I beg to move that the demand of Rs. 12,95,00(for expenditure under Grant No. 9, Major Head : "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury : I beg to move that the demand of Rs. 12,95,CC0 for expenditure under Grant No. 9, Major Head : "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah : I beg to move that the demand of Rs. 12,95,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head : "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Shri Somnath Lahiri : I beg to move that the demand of Rs. 12,95,00(for expenditure under Grant No. 9, Major Head : "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das : I beg to move that the demand of Rs. 12,95,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head : "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Shri Rama Shankar Prasad : I beg to move that the demand of Rs. 12,95,00(for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das : I beg to move that the demand of Rs. 12,95,00(for expenditure under Grant No. 9, Major Head : "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Shri Amarendra Nath Basu : I beg to move that the demand of Rs. 12,95,00(for expenditure under Grant No. 9, Major Head : "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra : I beg to move that the demand of Rs. 12,95,00(for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : I beg to move that the demand of Rs. 12,95,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head : "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mullick Chowdhury: I beg to move that the demand of Rs. 12,95,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head: "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100.

[3-10—3-20 p. m.]

Shri Somnath Lahiri:

স্পীকার মহাশয়, এককালে আমাদের বাংলাদেশে গোলায় গোলায় ধান ছিল আর গলায় গলায় গান ছিল। কিন্তু তার পরেই "বর্গি এলো দেশে"। বুলবুলির মুখে মুখে ধান গেল উড়ে। কিন্তু গান তবু গেল না। সেইজন্যই কবি বলেছিলেন "এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা"! কিন্তু রঙ্গ করলে, নূতন যাঁরা বর্গী রাজা—তাঁরা বললেন, রঙ্গ করলে মাশুল দিতে হবে। মাশুল না দিয়ে রঙ্গ করতে পারবে না।

তারপর মাশুলের ব্যাপারটা কি হল? রঙ্গ মানে হচ্ছে আমোদ প্রমোদ। আমরা ছেলেবেলায় এসেতে পড়েছিলাম—আমোদ প্রমোদ দু-রকম—এক নির্দ্দোষ, আর এক সদোষ। নির্দোষ আমোদ প্রমোদ—যেমন নাচগান, সিনেমা, থিয়েটার; আর সদোষ হল—বেটিং, ঘোড়দৌড়, জুয়া খেলা ইত্যাদি। নূতন বর্গীরা আইন করলেন—নির্দোষ আমোদ প্রমোদ করতে শতকরা ২৫ টাকা ট্যাক্স দিতে হবে। আর সদোষ আমোদ প্রমোদ করলে সাড়ে বার টাকা ট্যাক্স দিলেই চলবে। ঘোড় দৌড়ের মাঠে গেলে খুব বেশী ট্যাক্স লাগবে না। কিন্তু দু-একটা থিয়েটার যদি দেখ, তাহলে চড়াহারে ট্যাক্স দিতে হবে। রঙ্গ ভরা বঙ্গদেশে এই হলো মাশুলের ডেফিনেশান যাঁরা নূতন রঙ্গমঞ্চে নামলেন তাঁদের। যাহোক থিয়েটারের উপর যে ট্যাক্স ছিল—এক সময় ফজলুল হক সাহেব হঠাৎ কেন জানি না থিয়েটারের উপর খুসী হয়ে বলে দেন প্রফেশানাল থিয়েটারে ট্যাক্স লাগবে না। আমাদের নূতন শাসকরা তা বদলান নাই। ধন্যবাদ। কিন্তু প্রফেশানাল থিয়েটার তবু দু-পয়সা কামায়, য়্যামেচার থিয়েটার কিছুই কামায় না। বর্তমানে থিয়েটারের মান সারা ভারতবর্ষেও বটে, দেশের মধ্যেও বটে খানিকটা তুলে রাখবার কৃতিত্ব তাদের—, প্রফেশানাল থিয়েটার থেকে য়্যামেচার থিয়েটারের কৃতিত্ব এ ব্যাপারে অনেক বেশী। এখন য়্যামেচার থিয়েটার ব্যয় বহুল হয়েছে। মাঝে মাঝে সেজন্য টিকিট কেটে খরচপত্র চালাতে হয়। কিন্তু তাকে ট্যাক্স দিতে হবে। কারণ? এর অর্থ ঐ পণ্ডিত মশায়কে জিজ্ঞাসা করলে পাবেন না। হবু চন্দ্র রাজার দেশে সবই সম্ভব।

যাই হোক, এই বাজেটের অধিবেশন বসবার অল্প কিছু দিন আগে সরকার একটা সার্কুলার গেজেটে দিয়েছেন—য্যামেচার থিয়েটার অরগানাইজেশান কে ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। প্রভাইডেড যদি তারা তাঁদের একাডেমী অফ ড্যান্স ড্রামা—সঙ্গীত নাটক ইত্যাদি একাডেমী কর্ত্তৃক মঞ্জুরীকৃত হয়, তাহলে তাদের এনটারটেনমেণ্ট ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে। মঞ্জুরীর এই সর্ত্ত কেন আরোপ করা হল বুঝতে পারলাম না। কারণ আমাদের সঙ্গীত নাটক একাডেমী যে সংস্থাকে মঞ্জুর করবেন, সে-ই একমাত্র আনন্দিত রঙ্গ বিতরণের ঠিকাদারী পাবে, আর অন্যেরা পাবে না। এর কোন কারণ আমি খুঁজে পেলাম না। যাই হোক ব্যাপারটা জানবার জন্য খোঁজ করেছিলাম সঙ্গীত নাটক একাডেমীর দপ্তরে। তারা শুনেতো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। এইরকম গেজেট হয়েছে আমাদের সঙ্গে এফি-লিয়েটেড অরগানাইজেশান হতে হবে—এরতো আমরা কিছু জানি না। সরকার তো ডিক্রি জারী করে দিয়েছেন তাদের গেজেট—অথচ একাডেমী তখন পর্য্যন্ত জানেন না। তাদের

জিজ্ঞাসা করে পাঠালাম আপনাদের কি অন্য কোন সমিতিকে মঞ্জুরীর ব্যবস্থা আছে? কোন্ কোন্ সমিতি মঞ্জুরীকৃত জানাবেন। তাঁরা বলেছেন আমরা কোন সমিতি এফিলিয়েট করি না। আমাদের এটা এফিলিয়েটিং অরগানাইজেশান নয়। এটা একটা স্কুল মাত্র। সঙ্গীত নাটক ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। এদেশে যেসব সমিতি ইত্যাদি আছে তারসঙ্গে এই একাডেমীর কোন যোগাযোগ নাই।

কাজেই যে সার্কুলার দেখলেন গেজেটে বের হল, সেই সার্কুলার কার্য্যে পরিণত করবার ব্যবস্থা সঙ্গীত নাটক একাডেমীর মধ্যে তখন পর্য্যন্ত নাই। তা সত্বেও ফর্ম্যাস জারী হয়ে গেল—তাদের মঞ্জুরীকৃত হলে তাদের ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। এটা কিরকম বিচার হল সেটা আপনাকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি এবং মন্ত্রী মহাশয়কেও বলছি যে তিনিও যেন এটা একটু ভেবে দেখেন। সঙ্গীত নাটক একাডেমী এটা একটা স্কুল মাত্র, তারা মঞ্জুরী করবে কি করে যদি না বাইরের অরগানাইজেশানের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ থাকে? মঞ্জুরী দেবার তারা কে এবং দেবেই বা কি করে? বরং কেন্দ্রীয় সংগীত একাডেমী, তাদের যোগ্যতা থাকতে পারে কিছু পরিমাণে, তারা এটা ব্যবস্থা করতে পারে, মঞ্জুরী দিতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের ড্যান্স, ড্রামা, একাডেমী, সেটা কি করে হল তা পর্য্যন্ত কেউ জানে না। আপনাকে স্যার, স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি ২২ বৎসর আগে আমি একটা প্রশ্ন দিয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রী বা হোম পাবলিসিটির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে যে, এই একাডেমী কিভাবে ফরমূড হয়েছে এবং কে তার পরিচালনা করবে ইত্যাদি জানবেন। কিন্তু ২২ বৎসরেও মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে জবাব পেলাম না, ওবারেও বক্তৃতায় বলেছিলাম এবং তখন মন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন নোটীশ দিলে বলতে পারেন। নোটীশ দেওয়াই আছে। আশা করি তিনি এবার উত্তর দিবেন। যাই হোক, এখন এই সংগীত, নাট্য একাডেমীর মঞ্জুরীর উপরেই এই সখের সমিতিগুলিকে নির্ভর করতে হবে। এই একাডেমীকে সার্কুলার দেওয়া হয়েছে যে আপনারা শুধু দেখে দেবেন, যে সমিতি এনটারটেনমেণ্ট ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি চাচ্ছে সেই সমিতিতে কোন প্রফেশানাল এক্টর আছে কি না। অর্থাৎ যদি কোন প্রফেশানাল এক্টর সেই সমিতিতে থাকে তাহলে পরে তাকে এই ট্যাক্স থেকে অব্যহতি দেওয়া হবে না। (শ্রীনেপাল চন্দ্র রায়: আর একট্রেসরা?) আমি এক্টর বলতে উভয়কেই বলছি। তবে একট্রেস সম্বন্ধে নেপাল বাবুর বেশী অভিজ্ঞতা থাকতে পারে, আমি বলতে পারি না। যাই হোক, স্যার, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, যদি মঞ্জুরী দিতে হয় এইরকম এমেচার সোসাইটিকে তাহলে তাতে যদি কেউ প্রফেশানাল এক্টর থাকে তারজন্য কেন মঞ্জুরী পাবে না বা এনটারটেনমেণ্ট ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি পাবে না তা বুঝতে পারি না। তারাত ধরেই রেখেছেন আগেই যে, প্রফেশানাল থিয়েটার যেগুলি, অর্থাৎ যেখানে প্রফেশানাল এক্টররা আছেন, তাদের এই ট্যাক্স দিতে হবে না। তা যদি হয় তা হলে একটা এমেচার সোসাইটিতে একজন প্রফেশানাল এক্টর থাকলে সেই এমেচার সোসাইটির কি এমন জাত নষ্ট হয়ে যাবে যাতে এই এনটারটেনমেণ্ট ট্যাক্স রেহাই দিতে পারবে না, তা আমি বুঝতে পারি না।

যাই হোক, আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়কে নিবেদন করবো, এবং আপনারা সকলেই জানেন যে আজকে বাংলাদেশের এই সব নাট্য সংস্থাগুলির কি অবস্থা, তবুও এই এমেচার সোসাইটিগুলিই, "এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা"র একটু রঙ্গ বাঁচিয়ে রেখেছে, সেটা যাতে বাংলাদেশে মরে না যায়, বেঁচে থাকতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য দিয়ে এই ট্যাক্স থেকে অব্যাহিত তাদের দিন। এবং আমার মনে হয় এটা হচ্ছে এর খুব উপযুক্ত সময়, কারণ

রবীন্দ্র নাথের শত বার্ষিকী জন্ম উৎসব হবে, এই সামনের বৎসব, সুতরাং যদি এই ট্যাক্স থেকে এদেব অব্যাহতি দেন তাহলে রবীন্দ্র নাথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে এই সমস্ত সমিতি যারা ভঙ্গ বঙ্গে রঙ্গ বাঁচিয়ে রেখেছে তাদেরও বাঁচান হবে।

তারপর স্যার, আমি সেলস্ ট্যাক্স সম্বন্ধে বলছি। সেলস্ ট্যাক্স এই রাজ্য সরকারের রাজস্বের একটা মস্ত বড় অংশ। এটা বাড়ান ভাল কথা। কিন্তু এই সেলস্ ট্যাক্স এমন কতকগুলি জিনিষের উপর আছে যেগুলি একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ, যার উপর এই ট্যাক্স না থাকলেই ভাল হয়। এবং ও থেকে রাজস্বেরও যে খুব ক্ষতি হবে তা নয়। যেমন শ্লেট, পেন্সিলের কথা। এর উপর ট্যাক্স আছে এবং এ থেকে বড় জোর ৫ হাজার টাকা আমদানী হয়, সেটা তুলে দিলে ভাল হয়, গ্রামের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুবিধা হয়। তারপর ঔষধ পত্রের উপর। এমন কি রোগীকে যদি একটা নেবু খেতে হয় তার উপরেও সেলস্ ট্যাক্স আছে। এই জিনিষ পত্রের উপর থেকে যাতে সেলস্ ট্যাক্স তুলে দেওয়া হয় সেই নিবেদন আপনার মারফৎ মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে করতে চাই।

[3-20—3-30 p.m.]

তারপর আর একটা জিনিষ লাক্ষা শিল্প সম্বন্ধে বলতে চাই। যখন পুরুলিয়ার লাক্ষা শিল্প বিহারের মধ্যে ছিলো তাদের যা আইন ছিল তাতে কোন ট্যাক্স লাগত না; যে অংশটা এক্সপোর্ট এর জন্যে যায় স্বভাবতঃই তার উপর সেল ট্যাক্স লাগে না। কয়েকদিন আগে কয়েকজন লাক্ষা শিল্পের মালিক আমার কাছে এসেছিলেন। তারা আমার কাছে বললেন এই শিল্পের উপর নাকি সেল ট্যাক্স ধার্য্য করার চেষ্টা চলছে। যদিও তা থেকে যা অর্থাগম হবে তা অতি নগন্য। মাঝখান থেকে লাভ হবে এই শিল্প বর্ডার পেরিয়ে বিহারে চলে যাবে এবং সরকারের এক্সচেকারএ এমন কিছু টাকা আসবে না। সুতরাং লাক্ষা শিল্পকে সেল ট্যাক্স ফ্রি করার জন্যে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।

আর একটা বিষয় বলছি: সব কিছুর সেল ট্যাক্সই খরিদ্দারের কাছ থেকে নেয়া হয়। সেটা তুলে দিয়ে যদি সোর্সএ ট্যাক্সেশন করা যায় তাহলে ইভেশন কম হবে এবং তাতে ভালই ফল হবে। সেল ট্যাক্স-এর আমদানী বাড়াবার যথেষ্ট প্রয়োজন এবং সম্ভাবনা আছে। প্রথমতঃ ট্যাক্স ইভেশন এর যে চেষ্টা আছে সেই চেষ্টাকে দূর করাই একান্ত প্রয়োজন। আমার মনে পড়ল দু-তিন বছর আগে এ্যাসেম্বলীতে একজন সদস্য একটা কোম্পানীর কথা উল্লেখ করেছিলেন। এই কোম্পানীর নাম করিনা। এর সঙ্গে একজন ডেপুটি মিনিষ্টারও জড়িত আছেন। এই কোম্পানী বার তিনেক সাইন বোর্ড পালটিয়ে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছে এই অভিযোগ তিনি করেছিলেন। বিধানবাবু ১৯৫৭ সালে বলেছিলেন এই সম্পর্কে তিনি অনুসন্ধান করে জানাবেন। তিন বছরে আশাকরি তার অনুসন্ধান শেষ হয়েছে এবং তিনি যা জানতে পেরেছেন তা আমাদের জানাবেন।

আর একজন লোকের কথা আমার নজরে এলো। তার নাম হচ্ছে বজরংলাল মোরে। ইনি একজন বিখ্যাত লোক। একটু আগে যে নেপালবাবু একট্রেস নিয়ে চেঁচামিচি করছিলেন সেই নেপালবাবুর ইলেকশনের সময় তিনি তার ফর এ নাম উইথড্র করে নেন। অর্থাৎ কংগ্রেসের ফরে নাম উইথড্র করেন। তার পুরস্কারস্বরূপ সরকার থেকে তাঁকে জাষ্টিস অফ দি পিস এই পদ দেওয়া হয়। তাই বলে তিনি ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে যেতে পারবেন এটা কোন কথা নয়। জাষ্টিস অফ দি পিসই তার পক্ষে যথেষ্ট। আমি শুনেছি তিনি দশ

লক্ষ টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছেন। কয়েক বছর তিনি বহাল তবিয়তে ট্যাক্স ফাঁকি দেবার পর তার নামে কেস হয়েছে শুনলাম। এ রকম বহু ঘটনাই আছে।

আর একটা ব্যাপার আপনি জানেন কি না জানি না যে সেল ট্যাক্স থেকে যে আমদানী হয় তা রেজিষ্টার্ড ডিলার মারফৎ আমদানী করার ব্যবস্থা আছে। এই রেজিষ্টার্ড ডিলারকে একটা চেক বই দেয়া হয়। তারা ট্র্যানজেকশন লিখে দিলে পর হিসেব নিকেশের শেষে ট্যাক্স আদায় করার কথা। আমরা সকলেই জানি এই চেক বইয়ের পাতা একশো দুশো টাকাতে কিনতে পাওয়া যায়। নেপালবাবু বলছেন আরও বেশী টাকা লাগে। তিনি হয়ত বেশী টাকা দিয়ে কিনে থাকে, কারণ তার স্বনামীতে বেনামীতে ব্যবসা আছে। যাই হোক সেটা এখানকার বিষয়বস্তু নয়। এই সেল ট্যাক্সএর চেক বইয়ের পাতার ব্যবসা ভালই চলেছে এবং ট্যাক্স ফাঁকির চালাও কারবার সেল ট্যাক্স মারফৎ সরকার করে রেখেছেন।

আমি বলব যে এ'বিষয়ে একটু নজর দিলে ঐ যে আপনি ১৪।১৫ কোটি টাকা আমদানী হয়েছে বললেন সেটা অনায়াসেই ৩২ কোটি টাকা হতে পারত। কাজেই এ'বিষয়ে একটু নজর দিতে অনুরোধ করছি।

তারপর দ্বিতীয় জিনিষ হচ্ছে আউট ষ্টাণ্ডিং ট্যাক্স অর্থাৎ ট্যাক্স পাওনা হিসেবে খাতায় উঠেছে কিন্তু ইভেসনের খাতায় যেগুলি রয়েছে। তার হিসেবটা যদি বিধানবাবু একটু শুনেন তাহলে ভাল হয়। স্পীকার মহাশয়, মুখ্যমন্ত্রী দেখছি ওধারে কার সঙ্গে কথা বলছেন কিন্তু যদি আমার কথায় তাঁর একটু কান দেওয়াতে পারেন তাহলে ভাল হয়। তবে আপনার ক্ষমতায় কুলোবে কিনা জানি না। যা'হোক্, আউট ষ্ট্যাণ্ডিং ট্যাক্স কত আছে আমি জানি না তবে একটা হিসেব দিয়ে জানাতে চাই যে সেই আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে আউট ষ্ট্যাণ্ডিং কত থাকছে এবং এটা জানালেই আমাদের ট্যাক্স আদায়ের এফেক্‌টিভনেস্‌ এবং কৃতিত্বটা ভালভাবেই বোঝা যাবে। আমি সেদিন সরকারী কর্ম্মচারীদের একটা কাগজে একটা পুরোণো প্রবন্ধ দেখলাম—যেটা বোধ হয় সেল ট্যাক্স অফিসের কোন কর্ম্মচারী লিখেছেন। সেই প্রবন্ধে তিনি একটা হিসেব দিয়েছেন যে ১৯৫২।৫৩ সালে যেখানে সেল ট্যাক্স কালেকশন হয়েছে ৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা সেখানে আউটষ্ট্যাণ্ডিং ছিল ২ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ ৫:২.৯
was the proportion between collected and outstanding Tax.
১৯৫৩।৫৪ সালে সেটা বেড়ে ৫ কোটি ৩২ লক্ষ বনাম ৩ কোটি ৪৭ লক্ষ, অর্থাৎ ৫:৩.৫ হয়েছে, ১৯৫৪।৫৫ সালে ৬: ৪.৭, এবং ১৯৫৫।৫৬ সালে অ্যাপ্রোক্সিমেট ৬.৯:৫

collected tax and outstanding tax propo stion,

অর্থাৎ ৬ কোটি ৮৮ লক্ষ কালেক্টেড এবং ৫ কোটি ১৬ লক্ষ আউটষ্ট্যাণ্ডিং এবং বলতে গেলে প্রায় সমান সমানই হয়েছে। তারপর আরেকটা তিনি দেখিয়েছেন যে

collection and outstanding demand under all Acts under Commercial Taxes Directorate, betting taxes, etc.

অর্থাৎ বেটিং এবং অন্যান্য ট্যাক্স ধরে তিনি দেখিয়েছেন যে ১৯৪৯।৫০ সালে আউটষ্ট্যাণ্ডিং পারছেন্‌সনটেজ ছিল কালেকশনের তুলনায় ২৪'৭%, ১৯৫১।৫২ সালে ৩৯%, ১৯৫২।৫৩ সালে ৪৬'৬%—তার পরের হিসেব পাওয়া যায়নি যেহেতু এটা পুরোণো কাগজ। কিন্তু এ'প্রবন্ধ যদি সত্যি হয় বা তার কাছাকাছিও যায় যে আউটষ্ট্যাণ্ডি ট্যাক্সের পরিমাণ কালেক্টেড ট্যাক্সের সঙ্গে তুলনায় তার পারসেনটেজ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে তাহলে এটা খুব বিপদের কথা। কাজেই

আমি বিধানবাবুর কাছে দুটি জিনিষ জানতে চাই। তার একটা হচ্ছে যে রিসেণ্ট ইয়ার্সে আউটষ্ট্যাণ্ডিং ট্যাক্সের পরিমাণ কত হয়েছে ? কেননা এটা বললে আমরা সঠিক অবস্থাটা বুঝতে পারব। আর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে সেই আউটষ্ট্যাণ্ডিং ট্যাক্স আদায় করবার কি ব্যবস্থা করছেন ? কারণ এই হিসেব থেকেই আমরা জানতে পারি যে যদি আউটষ্ট্যাণ্ডিং না থাকত তাহলে ঐ ১৬ কোটির জায়গায় ২৯ কোটি টাকা আদায় হয়ে সরকারের রেভিনিউ বাড়ত।

তারপর হচ্ছে প্রগ্রেস অব অ্যাসেসমেণ্ট অর্থাৎ অ্যাসেস করা হলো কিন্তু ট্যাক্স আদায় হোলনা বলে সেটা আউটষ্ট্যাণ্ডিং হয়ে রইল। অ্যাকচুয়ালি ডিলারকে অ্যাসেস করা শেষ হোল কি হোলনা সেটাই হচ্ছে প্রগ্রেস অব অ্যাসেসমেণ্ট। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অ্যাসেসমেণ্ট চলছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার উপরে ট্যাক্স ধার্য্য হতে পারবে না। এই ভদ্রলোক তাঁর ঐ প্রবন্ধে যে হিসেব দিয়েছেন তাতে আমরা দেখছি ১৯৫১।৫২ সালে গোড়ার দিকে অ্যাসেসমেণ্ট হয়েছিল ২৩,৫৮১ জনের কিন্তু বছরের শেষে ২৭,৭৫৮ জনের পেণ্ডিং থাকল, ১৯৫২।৫৩ সালে সেটা দাড়ায় ৩২,৬৩০ জন, ১৯৫৩।৫৪ সালে ৩৪ হাজার ৫৪০, ১৯৫৪।৫৫ সালে ৩৪,৪১০ এবং ১৯৫৫।৫৬ সালে সেটা দাড়াল গিয়ে ৩৭,০০২ জনে। সুতরাং অ্যাসেসমেণ্ট পেণ্ডিংএর সংখ্যা যখন বছর বছর বেড়ে যাচ্ছে তখন তার বাস্তব সংখ্যা কত এবং তা' কালেকশনের কি ব্যবস্থা করছেন তা' যদি বিধানবাবু আমাদের জানান তাহলে সেলস্ ট্যাক্স ঠিকমত আদায় হচ্ছে কিনা সেটা আমরা বুঝতে পারব এবং তাছাড়া আরও জানতে পারব যে এ'থেকে যে পরিমাণ রেভিনিউ আমাদের ষ্টেটে আসা উচিত ছিল তা আসছে কি না বা কত লোক ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

[3-30—3-40 p.m.]

Shri Sunil Das :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে যে দুটো গ্রাণ্ট আমরা আলোচনা করছি সেই দুটো গ্রাণ্টে যে আদায় হয় সেই আদবের পরিমাণ আমাদের রেভিনিউএর প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ। শুধু সেলস ট্যাক্সের হিসাব ধরলে দেখা যাবে এই খাতে রেভিনিউর প্রায় ২০ ভাগ আমদানী হয়। বোম্বাইতে এটা প্রায় ৩০ ভাগ, মাদ্রাজে ২৩ থেকে ২৫ ভাগ। আর বাংলার টাকা রেভিনিউ প্রায় ৫০ ভাগের উপর এই খাতে আদায় হচ্ছে। অন্যান্য বিষয়ে যাবার পূর্বে আমি আদার ট্যাক্সেস অ্যাণ্ড ডিউটিজএর বাজেট এবং সেলস ট্যাক্সের বাজেট একটু আলোচনা করে নেব। এণ্টারটেনমেণ্ট ট্যাক্স সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে দেখছি যে এণ্টারটেনমেণ্ট ট্যাক্স এর ১৯৬০-৬১ সালে ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা এবং ১৯৫৯-৬০ এর রিভাইজড-এ ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। ১৯৫৮-৫৯-এ এ্যাকচুয়াল ধরা হয়েছে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। কিন্তু কালেকশান চার্জেস দেখছি যেখানে ১৯৫৮-৫৯-এ এ্যাকচুয়াল যা তার চেয়ে ১৯৬০-৬১ -এ এষ্টিমেট মোট ১০ লক্ষ টাকা বেশী আয় হয়েছে এবং সেখানে কালেকশান চার্জেস ১৫ হাজার টাকা বেশী হয়েছে। আমি হিসাব করে দেখলাম যে আনুপাতিক হার হিসাবে এটা অত্যন্ত বেশী। এটা কেন সেটা জানা দরকার। এণ্টারটেনমেণ্ট ট্যাক্স প্রসঙ্গে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। লোকসভার সদস্য শ্রীবিমল চন্দ্র ঘোষ এই বিষয়টার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সেটা হল

The Bengal Amusement Tax Act of 1922

এর সেকশান-৯-এর প্রয়োগ সম্বন্ধে। সেকশান-৯-এর প্রয়োগে আমরা দেখতে পাই পাবলিক ইনষ্টিটিউশান বলে পাবলিক লাইব্রেরী, রিডিং রুম ইত্যাদি যে গুলোকে ধরা হয় এবং যেখানে সাবসক্রাইবিং সেণ্টার আছে তাঁরা যদি কোন এণ্টারটেনমেণ্টের ব্যবস্থা করেন তাহলে তাঁরা এ্যামুজমেণ্ট ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি পান না। কারণ ফাইন্যান্স ডিপার্টমেণ্টের যে ইণ্টার-প্রিটেশান আছে তাতে তাঁরা পায় না। তাঁরা এই কারণ দেন যে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে সাবসক্রাইবিং মেম্বার রয়েছেন বলে এটা একটা প্রাইভেট প্রফিটিয়ারিংএর প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ সাবসক্রাইবিং মেম্বার হয়েছেন এবং তাঁরা রেভিনিউ পাচ্ছেন এই অবস্থায় সেকশান-৯-এর সুযোগ থেকে এইসমস্ত পাবলিক বডিস গুলোকে বাদ দিচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে আমি বলছি যে বরাহনগর পাবলিক লাইব্রেরী যেটা আছে তাঁরা এই নিয়ে ১৯৫৮ সালে ফাইন্যান্স ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে বহু পত্রালাপ করেছেন, কিন্তু তাঁরা এথেকে অব্যাহতি পাননি। তাঁরা লাইব্রেরী করার জন্য এণ্টারটেনমেণ্টের ভেতর দিয়ে জমি কিনেছিলেন, কিন্তু তাঁরা এ্যামুজমেণ্ট ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি পাননি। আমি বলব এটা অত্যন্ত ডিসক্রিমিনেটারী—অর্থাৎ এণ্টারটেনমেণ্ট ট্যাক্সের যদি কোন মূল্য থাকে এবং এগুলোকে যদি পাবলিক বডিস না বলা যায় তাহলে পাবলিক বডিস কাকে বলে জানি না। চ্যারিটেবল ট্রাষ্টের বেলায় আপনাদের এই নীতি বদলান দরকার।

দুই নম্বর আমি বেটিং ট্যাক্স সম্বন্ধে বলব। এটার আয় ৬০ লক্ষ থেকে ৫৫ লক্ষতে নেমে এসেছে। এই বেটিং ট্যাক্সটা বন্ধ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন এই পাপ দূর করছেন না সেটা বুঝতে পারছি না। এই বেটিং ট্যাক্সের ফলে কত মধ্যবিত্ত পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তার ঠিক নেই। সামান্য একটু আয় করবার জন্য মুসলিম লীগ আমলের এই বেটিং ট্যাক্স-কে জিয়িয়ে রাখার কোন যুক্তি নেই। সেজন্য আমি বলব যে এই বেটিং ট্যাক্সটাকে বন্ধ করে দিন। এই সঙ্গে সঙ্গে বলব যে আপনারা হর্সরেসটাকে বন্ধ করে দিন।

তিন নম্বর বলব যে আপনারা

Lifts and Escalators Act

বলে একটা চমৎকার এ্যাক্ট করে রেখেছেন।

Lift and Escalators

এ হিসাব করলে দেখবেন যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৮-৫৯ সালে নেট লস দিয়েছেন ১৩ হাজার ৮৩৭ টাকা—অর্থাৎ এক পয়সাও আদায় হয় নি। অথচ ১৩ হাজার ৮৩৭ টাকা খরচ হতেছে। ১৯৫৯-৬০ সালে

Lift and Escalators tax

বাবদ ৫ হাজার টাকা আদায় হবে বলে বিভাইজড-এ ধরেছেন। অর্থাৎ এ বছর মোট খরচ ১৮ হাজার ৯০০ টাকা হবে এর মোট এবং লোকসান হল ১৩ হাজার টাকা। সুতরাং আমি জানিনা রেভিনিউ আদায়ের দিক থেকে এই

Lifts and Escalators Act

কে জিয়িয়ে রাখার কি সার্থকতা আছে। আর যেখানে নেই সেখানে ১৩।১৮।২২ হাজার টাকা ব্যয় করে যাচ্ছেন। ১৯৫৮-৫৯ সালে নেট লস হয়েছে ১৩ হাজার ৮৩৭ টাকা। কিন্তু আদায় এক পয়সাও হয় নি। তারপর

Indian Electricities Rules 1957

অনুযায়ী যে ফি আদায় করেন

fees for electrical inspectiow or licence

সেখানে দেখতে পাচ্ছি ব্লুবুকের পেজ ৩৭ হেড-৮ থেকে যেমন এ্যাকচুয়াল তেমনি এক্সপেন্স। এর অর্থ কি বুঝলাম না। ১৯৫৮-৫৯ সালে এ্যাকচুয়াল রিসিপ্ট হল ২ লক্ষ ৪৭ হাজার ১ শত ৩ টাকা, এক্সপেন্স হল, ব্লুবুকের ১৭৬ পৃষ্ঠায় পাবেন, ২ লক্ষ ৫৭ হাজার ৪ শত ৬০ টাকা। ১৯৫৯-৬০ সালে রিসিপ্ট কমেছে, ব্যয় বেড়েছে। ১৯৫৯-৬০ সালে রিসিপ্ট ২ লক্ষ ৪৭ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৭৫ হাজারে নেমে এল আর ব্যয় হল ২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৮ শত টাকা। ১৯৬০-৬১ সালে রিসিপ্ট হল ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা, এক্সপেনসেস হল ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। এই ধরণের ডিউটি এবং এই ধরণের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হয়ে যাচ্ছে—এটার কি সার্থকতা আছে আমি বুঝতে পারছি না। তারপর সেলস ট্যাক্স সম্বন্ধে মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন যে ১৯৫৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখ থেকে টেক্সটাইলের উপর এডিশনাল এক্সাইজ ডিউটি আদায় করা হচ্ছে। আমার বক্তব্য হল সেলস ট্যাক্সের গতি প্রকৃতি কি, বিশেষ করে ১৯৪১ সালের আইন অনুযায়ী কত আদায় হচ্ছে এবং কত খরচ হচ্ছে সেটা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ১৯৪১ সালের আইন অনুযায়ী স্যার, আপনি দেখবেন ৫৮৯টা এডিশনাল এক্সাইজ ডিউটি আদায় হবার পরেও সেলস ট্যাক্সের আওতা থেকে টেক্সটাইল, সুগার এণ্ড টোব্যাকো এই তিনটি বড় বড় জিনিষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা দিচ্ছেন। একটাতে ২ কোটি ৪ লক্ষ, আর একটাতে বোধ হয় ৩৬ লক্ষ, আর একটাতে ৪০ লক্ষ টাকা। তারপর ১৯৫৮-৫৯ সালে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেলস ট্যাক্স থেকে ৯ কোটি ১৯ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা আদায় হয়েছে ১৯৪১ সালের আইন অনুযায়ী। তার পরের বছর আমরা দেখতে পাচ্ছি ৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে অর্থাৎ ৮০ লক্ষ টাকা ১ বছরে কি কারণে কমে গেল তা আমরা জানি না। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি বাজেটে প্রতি বছর লেখা আছে টাইটেনিং অফ মেজার্স যার ফলে ইভেশন বন্ধ হচ্ছে। বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো—টাইটেনিং করছেন তাঁরা, এদিকে আয় কমে যাচ্ছে, ৮০ লক্ষ টাকা কমে গেল। ১৯৬০-৬১ সালে আমরা বাজেটে দেখছি ৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ২০ লক্ষ টাকা বাড়বে বলে ধরেছেন। এ দিকে খরচও আমরা দেখতে পাচ্ছি বেড়েছে। ১৯৫৪ সালের এ্যাক্টে ধীরে ধীরে আয় বাড়ছে অস্বীকার করবার উপায় নেই। আমার বক্তব্য হচ্ছে এডিশনাল এক্সাইজ ডিউটি আদায় হয়ে যাবার পর আয় একটা পিকে উঠেছিল ৯ কোটি টাকা। তারপর ৮০ লক্ষ টাকা কেন কমে গেল সেটার কারণ আমি জানতে চাইছি। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন যে গত বছর এখানে আইন পাশ করে কতকগুলি জিনিষ যেগুলিকে লাক্সারি গুডস বলা হয় তাদের উপর ২ পার্সেণ্ট ট্যাক্স বাড়িয়েছি অর্থাৎ ৫ পারসেণ্ট টু ৭ পারসেণ্ট করেছি অর্থাৎ ২০ লক্ষের ভেতর কি পরিমাণ এডিশনাল সেলস ট্যাক্স লেভির জন্য আদায় হবে এবং কত পার্সেণ্ট ইভেশন বন্ধ করে আদায় করেছেন সেটা জানা দরকার। ১০ কোটি টাকার বেশী টার্নওভারের উপর এই ২০ লক্ষ টাকা আদায় হতে পারে ২ পারসেণ্ট বেশী ট্যাক্স করে। সুতরাং

motor car, motor charries, motor cycle, refriegerator, iron and steel safe **almirahs**

এইগুলোর ১০ কোটি টাকার বিক্রয় করের ভিতর দিয়ে এই ২০ লক্ষ টাকা আদায় হচ্ছে অর্থাৎ ৫ থেকে ৭ পারসেণ্ট বৃদ্ধি হওয়ার দরুন এই ২০ লক্ষ টাকা আদায় না ইভেশন বন্ধ হওয়ার জন্য ওটা হয়েছে তা আমি জানতে চাইছি। আজকে বিশ্লেষণ করে দেখতে পাচ্ছি যে ১৯৪১ সালের আইন ১৮ বার সংশোধিত হয়েছে—

18 ordinances and amendments have been brought before this House

কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ইভেশন বন্ধ হয় নি। সুতরাং আজকে এ সম্বন্ধে চিন্তা করবার সময় এসেছে যে আমরা কি করব। যখন ১৯৪১ সালের আইনের জন্য ইভেশন বন্ধ হচ্ছেনা তখন অন্য রাস্তা নেবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ১৯৫৪ সালের আইনে ট্যাক্স লাষ্ট পয়েণ্ট থেকে ফার্ষ্ট পয়েণ্ট এ নিয়ে এলেন। ভাল করেছেন, এটা পশ্চিমবংগের সেলস ট্যাক্স আইনের একটা ভাল লক্ষণ। আমি সেজন্য সরকারের প্রশংসা করছি। আইনের প্রবণতায় দেখছি ১৯৪১ সালের আইন থেকে অনেক গুডসকে সেকশন ২৫ অফ ১৯৫৪এর আওতায় নিয়ে এসেছেন।

[3-40—3-50 p. m.]

আমার বক্তব্য হল এই দুটো আইনকে কনসলিডেট করে একটা আইন করবার প্রয়োজনীয়তা সরকার কি বোধ করছেন না? আমি আরও একবার বলেছি বোম্বেতে ১৯৫৮ সালে একটা সেলস ট্যাক্স এনকোয়ারী কমিশন তারা বসিয়েছিলেন এবং তার রেকমেণ্ডেশনটাও প্রকাশিত হয়েছিল যে রেকমেণ্ডেশনের ভিত্তিতে বোম্বে সরকার তাদের সেলস ট্যাক্স আইন ঢেলে সাজিয়েছেন। আমার বক্তব্য হল সেলস ট্যাক্সের যে গুরুত্ব রয়েছে আমাদের ট্যাক্স রেভিনিউ ষ্ট্রাকচার এ সেই ভরাতের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন সেলস ট্যাক্স আইনকে ঢেলে সাজাবার জন্য একটা কমিশন অব এনকোয়ারী বসাবেন না—সেলস ট্যাক্স আইন কি ভাবে চলছে, ইভেশন কেন হচ্ছে, তা বন্ধ করবার রাস্তা আছে কি না, ফার্ষ্ট পয়েণ্টটা তা দিয়ে আনা যায় কি না এবং একটা কনসলিডেটেড আইন রচনা করা যায় কি না সে সম্বন্ধে তারা কেন একটা কমিশন বসাবেন না? সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কি একটা কমিটি হয়েছে —কমিটি অব চীফ মিনিষ্টার্স বা কমিটি অব ফাইন্যান্স মিনিষ্টার্স হতে পারে; অপারেশন অব সেলস ট্যাক্স সম্বন্ধে একটা কমিটি হয়েছে, ডাঃ রায় সেই সেলস ট্যাক্স কমিটির প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন। তার কি কাজ সেটা আমরা জানি না, সেটা উনি বলতে পারেন। ১৯৪১ সালের আইন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলতে গিয়ে বলতে হয় যে ১৯৪১ সালের আইনের রেজিষ্টার্ড ডিলার এবং ডিক্লারেশন ফর্ম এই দুটো কর্ণার ষ্টোন। রেজিষ্টার্ড ডিলার ইচ্ছা হলে হওয়া যায় নাও হওয়া যায়, আইনে এই ফাঁক রয়ে গেছে। অসাধু ক্রুপুলাস ট্রেডার্স তারা ইচ্ছা করে রেজিষ্টার্ড ডিলার্স হলেন, ডিক্লারেশন ফর্ম নিলেন, তারপর গনেশ উল্টে দিলেন। এরকম বজরঙ্গ লাল গোবের কথা বলা হয়েছে—এই ভদ্রলোক ১৯৫০ সাল থেকে সেলস ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছেন এবং ১৯৫৯ সালে তিনি ধরা পড়েছেন। এইভাবে আমরা দেখতে পাই অনেক লোক লুকিয়ে আছেন—তারা আত্মগোপন করে আছেন কি প্রকাশ্যভাবে আছেন সেটা সেলস ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্টের যারা কমার্সিয়াল ট্যাক্স অফিসার, ইন্সপেক্টর তারা বলতে পারেন। তারা এসব ব্যাপার জানেন কি না জানি না কিন্তু আমার বক্তব্য হল এই যে রেজিষ্টার্ড ডিলার তারা খুসী-মত হচ্ছেন, আবার পালিয়ে যাচ্ছেন এবং ফাঁকি দিচ্ছেন এ সম্বন্ধে সরকার কি করছেন? ডিক্লারেশন ফর্ম সম্বন্ধে আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন ডিক্লারেশন ফর্মের সুবিধা অসুবিধা

দুইই আছে তবে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশী হয়ে গেছে। আমার যতদূর জানা আছে ১৯৫২ সালের পূর্বে ডিক্লারেশন ফর্ম ছিল না—ডিক্লারেশন ফর্ম ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইনট্রোডিউস করা হয়েছে। আমার বক্তব্য হল একটা কমিশন বসিয়ে এনকোয়ারী করে স্থির করুন কিভাবে আইন সংশোধন করা যাবে, ইভেশন অব ট্যাক্সেস্ বন্ধ করা যাবে এবং ডিক্লারেশন ফর্মের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা—এই সমস্ত সেখানে বিবেচিত হয়ে যাক, এ সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত হয়ে যাক। আমার মনে হয় এই ডিক্লারেশন ফর্ম বন্ধ করতে হবে কারণ ডিক্লারেশন ফর্মই সমস্ত কোরাপশন এবং সমস্ত ইভেশনের মূল। সুতরাং আমি বার বার বলছি যে একটা কমিশন বসান। তারপরে মিঃ স্পীকার স্যার, আমার আর একটা বক্তব্য হল এই যে ইভেশনের ৪।৫টা রাস্তা, সে সম্পর্কে আপনারা কি করছেন তা আমরা কিছুই জানতে পারছি না। আমার পূর্ববর্ত্তী বক্তা মাননীয় সদস্য বলেছেন যে সমস্ত এ্যাসেসমেণ্ট বাকী রয়েছে, এ্যাসেসড ট্যাক্স বাকী রয়েছে—আমি বলি সেলস ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্ট এ্যাডমিনি-ষ্ট্রেশন রিপোর্ট ছাপান না কেন, আমাদের সেটা দেন না কেন? এ রকম কোন এ্যাডমিনি-ষ্ট্রেশন রিপোর্ট তো আমরা পাই না—সেই এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন রিপোর্ট পেলে সেলস ট্যাক্স ডিপার্ট-মেণ্টের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি। সেলস ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্টের সেণ্ট্রাল সেকশন সেটা খুব ভাইটাল সেকশন, সেটা সিকিউরিটি সেকশন অব দি সেলস ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্ট এবং সেণ্ট্রাল সেকশনের সমস্ত অধিকার আছে কোথায় কি অপকর্ম সেটা দেখার। সেণ্ট্রাল সেকশনের কজন ইন্সপেক্টর আছে?

তিনি কয়টা নাম সাসপেক্টেড লিষ্টে তুলেছেন? কয়টা নাম পারস্যু করে, চেজ করে কয়টা লোককে ধরতে পেরেছেন, এবং কয়টা লোকের কাছ থেকে সেলস ট্যাক্স আদায় করবার ব্যবস্থা করেছেন? এই সমস্তগুলি আমাদের জানা দরকার। তা করতে হলে এডমিনিষ্ট্রেশন রিপোর্ট পাবলিশ করা দরকার এবং তা থেকে আমরা এইগুলি জানতে পারতাম।

তারপর সেলস ট্যাক্স এক্জেম্পশন সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই। আমরা দেখতে পাই কতকগুলি জিনিষের উপর ডবল ট্যাক্সেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেমন রেডিমেড গারমেণ্ট। রেডিমেড গারমেণ্টে কেন এক্জেম্পশন দেবেন না? ১৯৪১ সালের এ্যাক্টের সিডিউলে যে লিষ্ট আপনারা করেছেন, তাতে ময়দার ভুষির উপর সেলস ট্যাক্স বসান নি, কিন্তু গরুর খাদ্য ধানের ভুষির উপর সেলস ট্যাক্স বসান হয়েছে। তারপর আয়ুর্বেদিক ওষুধের উপর সেলস ট্যাক্স বসান হয়েছে। সাধারণ লোকে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা করিয়ে থাকে, সুতরাং গরীব জনসাধারণের উপর এই ট্যাক্সের বোঝা চাপান উচিত নয়। আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই ট্যাক্স তুলে দেবার জন্য ব্যবস্থা করবেন।

তারপর দেখা যাচ্ছে পানের উপর সেলস ট্যাক্স বসান হয়েছে। এ সম্বন্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্টের এক জাজমেণ্টে বলা হয়েছে যে 'পান' ইজ নট ভেজিটেব্‌ল। কারণ—'পান' মাংসের মত, ভাতের মত মিল, বা ভেজিটেব্‌ল নয়। লোকে মিল, ভাত খাওয়ার পরে একটা পান খায়। ১৯৫৬ সালে স্থির হল 'পান' ভেজিটেব্‌ল নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন পশ্চিম বাংলায় পানের উপর সেলস ট্যাক্স বসান হয়েছে।

তারপর দেখা যাচ্ছে সেলস ট্যাক্স বসান ঠিক সিষ্টেমেটিক হয় নি। সুইটমিটস কুকড্ ফুড-এর উপর সেলস ট্যাক্স নেই বলা হচ্ছে। কিন্তু আবার কতকগুলি কুকড ফুড, সুইটমিটসকে

সেলস ট্যাক্সের আওতার মধ্যে ফেলা হয়েছে—যেমন সন্দেশ, রসগোল্লা এবং তার সঙ্গে বাতাসা, মুড়কি ইত্যাদি। অথচ কতকগুলি ড্রাই কুকড সুইটমিটস যেমন কচুরী, হালুয়া, শোন হালুয়া, ডালের লাড্ডু ইত্যাদি—এদের উপর ট্যাক্স ধরা হয় না। অর্থাৎ যেগুলি মুসলীম দোকান থেকে বিক্রয় হয় সেগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। এটা মুসলীম লীগের আমল থেকে চলে আসছে। যেহেতু এগুলি কুকড্ ফুড, এই অজুহাতে এগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। অথচ রসগোল্লা, সন্দেশ, সেগুলোও কুকড্ ফুড, তার বেলায় সেলস ট্যাক্স বসান হয়েছে। এই ডিসক্রিমিনেশন, বৈষম্য রাখার কি কারণ আছে, তা আমরা বুঝতে পারি না। তাছাড়া মিষ্টির উপর ডাবল ট্যাক্সেশন হচ্ছে। একবার চিনির উপর এক্সাইজ ডিউটি দিতে হচ্ছে, আবার সেই চিনির মিষ্টির উপর সেলস ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। আমার মতে সমস্ত রকম মিষ্টিগুলি সেলস ট্যাক্সের আওতা থেকে বাদ দেওয়া উচিত। কারণ এর উপর অনেক গরীব মানুষের জীবন ধারণ নির্ভর করে।

তারপর দেখা যাচ্ছে হোসিয়ারীর উপর সেলস ট্যাক্স আদায় হয়। এই হোসিয়ারীর annual production of West Bengal 15½ million pounds এবং তার এ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু হল ৬ কোটি টাকার উপর। এবং আণ্ডার উইয়ার হোসিয়ারী গেঞ্জী প্রভৃতি ফিফ্‌টিন মিলিয়ন পাউণ্ডস তৈরী হয় পশ্চিম বাংলায় এবং তার ভ্যালু হল ৬ কোটি টাকা। কিন্তু আপনারা সেলস ট্যাক্স বসিয়েছেন হোসিয়ারী গুডসের উপর। ৭০ পার সেণ্ট হোসিয়ারী গুডস আমরা বাইরে অন্য ষ্টেটে বিক্রয় করি এবং সেখানে যদি বিক্রয় বন্ধ হয়ে যায় তাহলে হোসিয়ারী ইণ্ডাষ্ট্রি উঠে যাবার সম্ভাবনা আছে। এটা একটা স্মল ইণ্ডাষ্ট্রি এবং তাতে এমপ্লয়মেণ্ট পোটেনশিয়াল রয়েছে। আমাদের ওয়েষ্ট বেঙ্গলে ফেব্রিকের উপর ৫ পারসেণ্ট এবং ফিনিসড ফেব্রিকের উপর ৫ পারসেণ্ট ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু বোম্বে, মাদ্রাজ, ইউ, পি, দিল্লী প্রভৃতি জায়গায় হোসিয়ারীর উপর সেলস ট্যাক্স নেই। ইণ্টার ষ্টেট সেলস ট্যাক্স থাকায় হোসিয়ারী গুডসের বিক্রি করা অন্যান্য রাজ্যে অসুবিধানক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ প্রোডাকশন পশ্চিম বাংলায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এখানকার উদ্বৃত্ত উৎপাদন অন্যান্য রাজ্যে বিক্রি না করলে এখানকার হোসিয়ারী শিল্প ব্যাহত হতে বাধ্য।

মিঃ স্পীকার স্যার, সেণ্ট্রাল সেলস ট্যাক্স এ্যাক্টের সেকশন-এইট, সাব-সেকশন-ফাইভ,—এই ধারা অনুযায়ী ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট নোটিফাই করে বলতে পারেন হোসিয়ারী গুডসের উপর ইণ্টার ষ্টেট সেলস ট্যাক্স বসবে না। এবং ষ্টেট সেলস ট্যাক্স কমিয়ে ওয়ান পারসেণ্ট, টু পারসেণ্ট করা উচিত যাতে এখানকার হোসিয়ারী শিল্প অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে কম্পিটিশনে এ দাঁড়াতে পারে। ছোট ছোট হোসিয়ারী বিজিনেস এবং ছোট ছোট হোসিয়ারী ইণ্ডাষ্ট্রির ভিতর দিয়ে হাজার হাজার লোক রোজগারের একটা পন্থা করেছে, সেটা যাতে টিকে থাকতে পারে তারজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।

Dr. Kanailal Bhattacharjee :

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, এই সেলস্ ট্যাক্স ষ্টেটের মধ্যে একটা ইমপরট্যাণ্ট ট্যাক্স, কারণ এটা প্রত্যেকটি জনসাধারণ, যারা দৈনন্দিন জীবন ধারণের জিনিষ-পত্র কেনে, তার উপর ট্যাক্স দিয়ে হয়। এটা একটা প্রত্যক্ষ ট্যাক্স, এ সম্বন্ধে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা কিছু

কিছু বলে গিয়েছেন, আমি তার দু-একটা পুনরুক্তি করে এবং তার সঙ্গে কিছু যোগ দিযে এই কথা বলতে চাই আমাদের এই রাজ্যে সেলস্ ট্যাক্স আদায় করবার দু রকম আইন আছে। একটা হল ১৯৪১ সালের আইন, আব একটা হল ১৯৫৪ সালেব আইন।

[3-50—4 p.m.]

১৯৪১ সালের আইন করার পর সেলস্ ট্যাক্স যেভাবে আদায় করা হত তাতে দেখা গেল যে বেশীর ভাগ লোক সেলস্ ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে। তারপব দেখা গেল সেলস্ ট্যাক্স আস্তে আস্তে আদায় বেশী হচ্ছে কিন্তু সেটা ঠিক ফাঁকি বন্ধ করার জন্য নয় সেলস্ বাড়ার জন্যেই সেটা সম্ভব হয়েছে। ১৯৫৪ সালের আইনে যেটা এ্যাট দি সোর্স ট্যাক্সেশবে বলা হয় তাতে গ্রাজুয়ালি ট্যাক্সের এ্যামাউন্ট বেড়ে যাচ্ছে এবফলে আমার মনে হয় ফার্ষ্ট পয়েণ্টএ ট্যাক্সেশন যদি করা হয় সেলস্ ট্যাক্স আদায় লাষ্ট পয়েণ্টএর চেয়ে আরও বেশী হবে। এবং ফাঁকি দেবার স্কোপ কমে যাবে। এই সঙ্গে মন্ত্রী মহাশয়ের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ফার্ষ্ট পয়েণ্টে ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিষ্ট এবং ম্যানুফ্যাকর্চারারের কাছ থেকে কত ট্যাক্স আদায় করা হচ্ছে তা দেখলে দেখা যাবে লাষ্ট পয়েণ্টে এ্যামাউন্ট অব ট্রেডার্স ইনভলভড্ যা তাতে ফার্ষ্ট পয়েণ্ট এই ট্যাক্স বেশী হয়। লাষ্ট পয়েণ্টে ছোট ছোট ট্রেডার্সদের কত ট্যাক্স কালেক্ট করে দিতে হয় তারজন্য অনেক সময় ক্লার্ক রাখতে হয়, অনেক সময় হিসাবে গণ্ডগোল করে যার ফলে সরকারের কাছে হিসাব মেলাতে নূতন ট্রেডার্সদের বেশী গচ্ছা দিয়ে হয় অথচ বড় বড় ব্যবসায়ীরা বেশ ভালভাবে কলাকৌশল করে ট্যাক্স ফাঁকি দিতে পারে সেদিক দিযে দেখতে গেলে বড় বড় ও মাঝারি ট্রেডার্সদের ফার্ষ্ট পয়েণ্টে ট্যাক্সেশন হলে সেই সমস্ত ট্রেডার্সদের জনসাধারণের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করে গভর্ণমেণ্টকে দেওয়ার দায়িত্ব থাকে না। সেজন্য আমি মনে করি ফার্ষ্ট পয়েণ্টে ট্যাক্স করা ভাল লাষ্ট পয়েণ্টের চেয়ে। তাছাড়া এক্সপেরিয়েন্স থেকেও দেখা গিয়েছে যে ফার্ষ্ট পয়েণ্টে ট্যাক্স আদায় বেশী হয়।

দ্বিতীয় পয়েণ্ট হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় সেলস্ ট্যাক্স আইনটা একবার ভাল করে দেখুন। আইনে আছে যদি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কোন জিনিষের ট্রানজ্যাকশন হয় এবং ডেলিভারি পশ্চিমবঙ্গে হয় এবং এই সেলসের কমপ্লিট কনজাম্পশন অন্য ষ্টেটে হয় তাহলে এই ষ্টেটে সেলস্ ট্যাক্স দিতে হবে। আমি প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই পয়েণ্টে সেলস্ ট্যাক্স আইনে আছে যে যদি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সেলস্ হয়; ডেলিভারিও পশ্চিমবঙ্গে হয় এবং কনজাম্পশন অন্য ষ্টেটে হয় তাহলে সেলস ট্যাক্স আমাদের দিতে হবে কিন্তু আইন এমনভাবে তৈরী করা আছে যে সেটা দ্ব্যর্থবোধক। আইনের সেকশন টু (জি)তে আছে

"a sale shall be deemed to have taken place in West Bengal as direct result of such sale for the purpose of consumption in West Bengal

মানেটা হচ্ছে ওয়েষ্ট বেঙ্গলে যদি ডেলিভারি হয় তাহলে সেলস্ বলে ধরা হবে এবং তারসঙ্গে জুড়ে দিচ্ছেন

Notwithstanding the fact that under the general law relating to the sale of goods property goods as by reason of such sale pass in another State."

এটা বলছেন যে যদি কনজাম্পশন অন্য ষ্টেটেও হয় ওয়েষ্ট বেঙ্গলে না হয়ে তাহলেও ট্যাক্স

ওয়েষ্ট বেঙ্গলেই দিতে হবে। আমার মনে হয় এক্সপ্লানেশনটা এত ঘুরিয়ে না দিয়ে যদি শুধু বলা হত কনজাম্পশন যেখানেই হোক না কেন যদি ডেলিভারি ওয়েষ্ট বেঙ্গলে হয় তাহলেই ট্যাক্স দিতে হবে। এটা যদি বলা হত তাহলেই মানেটা পরিষ্কার হয়ে যেত এবং তার ফলে হচ্ছে ওয়েষ্ট বেঙ্গলের ছোট ও বড় ফার্ম, ট্রেডার্স যারা ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের বেলের জিনিষ সাপ্লাই করে। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে এক্সপ্লানেশন দেখিয়ে বলা হয় অত্যন্ত অসপষ্ট ভাবে বলা হয়েছে—

Consumption and delivery in West Bengal.

তার পরের লাইনে আছে কনজাম্পশন, ডেলিভারি ইন্ ওয়েষ্ট বেঙ্গল নাই। এই আইনানুযায়ী কনজাম্পশন ওয়েষ্ট বেঙ্গলে হলেই হল, জিনিষটা অন্য জায়গা থেকে এখানে নিয়ে এসেছে—সেলস ট্যাক্স দেবে না। অন্যান্য ট্রেডার কাছে গিয়ে তাদের সেলস ট্যাক্স দিতে হবে। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে সেলস ট্যাক্স পায় না। ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট তাদের সেলস ট্যাক্স দিতে বাধ্য করছে। এই অবস্থার জন্য হাইকোর্টে দু' একটা কেস পেণ্ডিং আছে। হাইকোর্ট এখনো তার ডিসিশনও দেন নাই। আমি ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট এই ধরণের টাকা আটকে রেখেছেন, এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই আইনের মানেটা আরো যদি পরিষ্কার করা হয়, তাহলে এ সম্বন্ধে বিভেদ উঠতে পারে না।

লাক্ষা সম্বন্ধে সোমনাথ বাবু বলেছেন—পুরুলিয়া লাক্ষার জন্য যদি ট্যাক্সেশন হয়, তাহলে তা বিহারে চলে যাবার চান্স আছে। আমি যেটুকু শুনেছি—ইণ্ডাষ্ট্রি ডাইরেক্টোরেট—ইণ্ডাষ্ট্রিজ মিনিষ্টারের নাকি রিকমেণ্ডেশন—যাতে এই ট্যাক্সেশন না হয়। এখনো ফাইল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেণ্টে আছে। মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো তিনি যেন এটা দেখেন এবং তাড়াতাড়ি একটা ফয়সালা করেন।

তারপর পান, ফ্লাওয়ারস সিডসের উপর থেকে সেলস ট্যাক্স তুলে নেওয়া উচিত। এর আগে আপনি বলেছিলেন বাগনান ইলেক্‌শনের সময় যে এটা তুলে নেবেন। আজ ৩ বৎসর হয়ে গেল আজ পর্য্যন্তও পানের উপর থেকে সেলস ট্যাক্স তুলে নেওয়া হয় নাই।

Shri Nepal Ray :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন লংকার উপর পশ্চিম বাংলায় ট্যাক্স দিতে হয়। আমি নিজে বাঙ্গাল—অষ্টগণ্ডা লংকার বাঙ্গাল বলে। এটা কেন যে বলে জানি না। যারা সি কোষ্টে বা সমুদ্রের ধারে বাস করে—আমার মনে হয় ২৪ পরগণা জেলায় যারা সমুদ্রের ধারে বাস করে তাঁদের লংকা ও তেতুল না খেলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। আমি ডাক্তার নই। আমাদের ডাক্তার মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে কিছু তথ্য দিতে পারেন। লংকা খুব এসেনসিয়াল জিনিষ, নুন যেমন এসেনসিয়াল। লংকার উপর থেকে সেলস্ ট্যাক্স তুলে নেওয়া উচিত। আমার এলাকায় অনেক লংকা ব্যবসায়ী আছেন। তাঁরা বলেছেন লংকা থেকে ঐ ট্যাক্সটা তুলে নেবার জন্য যেন আমি সরকারকে অনুরোধ করি। সেইজন্য আমি লংকার উপর থেকে ট্যাক্স তুলে নেবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করছি।

লাক্ষা শিল্প সম্বন্ধে আমার তরফ থেকেও সেই অনুরোধ। তিন বছর হয়ে গেল পুরুলিয়া বাংলায় এসেছে। আজও সরকার কেবল বিবেচনাই করছেন লাক্ষা শিল্পের উপর সেলস ট্যাক্স বসবে কি বসবে না। তারা বসাবার আগে এরা শেষ হয়ে যাবে। সব লোক বিহারে

গিয়ে ব্যবসায় করবে। তাঁরা এ বিষয়ে তাড়াতাড়ি বিবেচনা করুন। তিন বছর কেটে গেল, আরো হয়ত দু বছর কেটে যাবে। সেইজন্য সরকারকে অনুরোধ করছি দু বছর কাটবার আগেই—অর্থাৎ মাসখানেকের মধ্যেই যাতে এর ফয়সালা হয়ে যায়, ট্যাক্স বন্ধ হয়ে যায়—তার ব্যবস্থা করবেন।

স্যার, একটা কথায় আমাদের সোমনাথ বাবুর আমার উপর রোষ হয়েছে। তার আগে আমি একটা কথা বলে নেই।

male actor, female professional actor

যারা এ্যামেচার ক্লাবে নাটক করে, প্রফেশনাল হলে ট্যাক্স দিতে হবে না। হয়ত তিনি খবর রাখেন না। তাঁদের তো গণনাট্য সংঘ আছে—তার এ খবর রাখা উচিত।

[4—4-10 p.m.]

বাংলাদেশে অনেক পুরুষ অভিনেতা পাওয়া যায় কিন্তু অভিনেত্রী একেবারেই নেই। এ্যামেচার বলে কোন অভিনেত্রী নেই। পাড়ায় কোন সখের থিয়েটার হলে বাড়ীর মেয়েদের বা বোনদের টেনে নামাতে হয়। সহরে অবশ্য কিছু মেয়ে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে এই কলকাতায় ১৫। ২০টি মহিলা আছেন যারা বিভিন্ন ক্লাবে মেয়েদের পার্ট করে বেড়ান। এখনও যদি বেটাছেলের গোঁপ কামিয়ে মেয়েছেলের পার্ট করাতে হয় তাহলে আমরা আবার ৫০ বৎসর আগের দিকে ফিরে যাবো। সেইজন্য সরকারকে আমার বক্তব্য যে, যেহেতু ২১ জন প্রফেশনাল ফিমেল আর্টিষ্ট আছে সেইজন্য সেই ক্লাবকে এ্যামেচার বলা হবে না বা ট্যাক্স রেহাই দেওয়া হবে না। এটা অন্যায়। এমন কি রাইটার্স বিল্ডিং রিক্রিয়েশন ক্লাবেও এই মহিলাদের নিয়ে এসে পার্ট করান হয়।

Mr. Speaker: Mr. Ray, does it make any difference, whether it is in Writers' Building's or in your locality ?

Shri Nepal Ray :

আমি, স্যার, এই ট্যাক্স থেকে তাদের একজাম্পশন দেবার কথা বলছি। অবশ্য প্রফেশনাল আর্টিষ্ট যেটা ছেলেরা কোনদিনই পয়সা পায় না।

আর একটা কথা আমার বন্ধুবর বলেছেন, তবে তাঁরাত সব মজুরের মেরে খান কিনা তাই এই রকম কথা বলছেন যে বজরঙ্গলাল মোড়কে জে, পি, করে দেবো বলেছিলাম বলেই নাকি তিনি আমাকে ইলেকশনে ছেড়ে দিয়েছেন। স্যার, আমি এই হাউসেও দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম যে কেউ আমার বিরুদ্ধে ইলেকশনে দাঁড়াক, এমন কি তাদের লিডারকেও বলেছিলাম যে, কেউ দাঁড়াক না কেন তার জামানত নষ্ট হবে। কেউ যদি উইথড্র করে থাকে তবে কি কারণে করেছে বলতে পারি না কিন্তু আমরা আমাদের এলাকায় ১৮ ঘণ্টা কাজ করি তাই লোকে আমাদের ফেভার করে। তিনি সেলস ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছেন বলে তার জে, পি, কাটা গিয়েছে বলেছেন কিন্তু কেউ যদি ভাল কাজ না করে তাহলে তার জে, পি, কাটা যাবে এত সাধারণ কথা। তবে তিনি যে কথা বলেছেন যে আমি তাকে জে, পি, করে দিয়েছি সেটা ভুল কারণ জে, পি, করার মালিক ডাঃ রায়। আমিও না, জ্যোতিবাবুও নয়। তাই তিনি যে আমার জন্য ইলেকশনে তার নমিনেশন উইথড্র করেছেন একথা একেবারে অসত্য।

Mr. Speaker : My. Ray, that is not relevant. Please confine yourself to the Grant.

Shri Nepal Ray :

স্যার, তিনি আমাকে কটাক্ষ করেছিলেন সেইজন্য আমি পারসোন্যাল এক্সপ্লানেশন দিলাম। এরপর আর একটা কথা বলতে চাই, রসগোল্লার উপর এই ট্যাক্স আছে। আমাদের এলাকার বাগবাজারের রসগোল্লা পৃথিবী বিখ্যাত। এবং এতে যারা কাজ করে তাদের সঙ্গে আমরাও কাজ করি। পি, এস, পি,র ইউনিয়ন আছে, সেইজন্য আমি বলবো যে বাংলাদেশে যে জিনিষ বিখ্যাত হয়েছে সেই রসগোল্লা ও বিভিন্ন খাবারের উপর থেকে ট্যাক্স তুলে নেওয়া উচিত। স্যার, আমি সারা ভারতবর্ষে ঘুরে এসেছি কিন্তু বাংলাদেশের মত মিষ্টি কোথাও তৈরী হয় না। এমন কি কমিউনিষ্টি ফাদার ক্রুশ্চেভও বাগবাজারের রসগোল্লা খেয়ে প্রশংসা করে গিয়েছেন। সেইজন্য আমার কথা হচ্ছে যে এই রসগোল্লার উপর থেকে ট্যাক্স তুলে দেন। তাছাড়া এখানে ডিসক্রিমিনেশন করা হচ্ছে, লাড্ডু, পাটনাই হালুয়ার উপর ট্যাক্স হবে না আর রসগোল্লার উপর ট্যাক্স হচ্ছে মুসলিম লীগের আমলে এটা হয়ে থাকতে পারে কিন্তু কংগ্রেস রাজত্বে এই ডিসক্রিমিনেশন থাকা উচিত নয়। এতে একটি সেকশনের সুবিধা হবে, আর একটা সেকশনের সুবিধা হবে না। এটা হতে দেওয়া উচিত নয়।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের এখানে যে কয়টি বিষয়ের উপর সেল ট্যাক্স চালু আছে প্রত্যেক বছর আমরা ডাঃ রায়কে অনুরোধ করে থাকি তা থেকে রেহাই দেবার জন্যে ; তার মধ্যে বিশেষ করে সিডস, প্ল্যান্টস এ্যাণ্ড ফ্লাওয়ারস আমরা শুনে আসছি যে গোলাপ ফুল ভালবাসে না সে খুন করতে পারে। ফুলের উপর ট্যাক্স বসানো থেকে এই এ্যাটিচুডই প্রকাশ পাচ্ছে। আজকে দেখি সরকার 'কার্জ্জন' পার্কের গাছ কেটে রাইটার্স বিল্ডিং এর সামনেকার লাল দীঘির সৌন্দর্য্য নষ্ট করে, ইডেন গার্ডেন নষ্ট করে, কোলকাতা সহরকে বিউটিফাই না করে আগলিফাই করছেন। এই এ্যাটিচুড নিয়েই সরকার ফুলের উপর ট্যাক্স বসিয়েছেন। যাতে কোলকাতার লোক বেশী ফুল কিনতে না পারে সরকারের এই মনোবৃত্তিই প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু স্যার আমার বক্তব্য হচ্ছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী একজন ফুলের মস্তবড় ভক্ত। মাত্র কিছুদিন আগে ঐ এসেম্বলীর সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ডাঃ রায় মনোযোগ সহকারে ফুলগুলি দেখছিলেন। আমি তখন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'আপনি মনোযোগ সহকারে কি দেখছেন'? তখন তিনি দুটো সুন্দর লাইন বলেছিলেন 'ফুলের শোভার মাঝে দেখি যে মায়ের হাসি'। আমি তাকে নিবেদন করবো যখন ফুলের শোভার মধ্যে মায়ের হাসি দেখতে পান তখন ফুলের উপর ট্যাক্স তুলে দিন। তার উপর দুই নম্বর হচ্ছে সিডসএর উপর ট্যাক্স বসানো হয়েছে। এটা অত্যন্ত অন্যায়। যেখানে দেশে গ্রো মোর ফুড ক্যাম্পেন চলছে, তখন সিডস এর উপর ট্যাক্স বসানো উচিত নয়। তাছাড়া এগুলো পেরিসেবল গুডস। সুতরাং সেদিক থেকেও এই সেল ট্যাক্স থেকে খুব বেশী টাকা পান না। এটা ইজিলি রহিত করতে পারেন। তারপর তিন নম্বর কথা হচ্ছে কিছুদিন আগে মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের নেতা শ্রীসারদা প্রসন্ন দাস একটা প্রেস কনফারেন্স করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন সারা পশ্চিমবঙ্গে পঁচিশ হাজার মিষ্টান্ন দোকান আছে। গড়ে প্রতি দোকান পিছু যদি ৮ জন করে কর্ম্মচারী ও কারিগর যদি ধরা যায় তাহলে

প্রায় দুই লক্ষ বাঙ্গালী এই কাজে নিযুক্ত আছে এবং উপকৃত হচ্ছে। শ্রীযুক্ত দাস বলেছেন ছানা ও চিনি মিশ্রিত মিষ্টান্ন করলেই তার উপর ট্যাক্স দিতে হয়। ছানার উপরও ট্যাক্স বসিয়েছেন এবং তাতে তাদের দু'বার করে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। এখানে বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী মিষ্টান্ন বিক্রেতার মধ্যে ডিসক্রিমিনেশান করা হয়েছে। তারপর একটা কথা ছোট ছোট খুচরা ব্যবসায়ী যারা দু'চার আনার বিক্রি করে তাদের ও পাঁচ পয়সা করে সেল ট্যাক্স এর হিসাব রাখতে হয়। এটা একটা দুরূহ ব্যাপার

[4-10—4-20 p.m.]

ইন্সপেক্টার এবং সেলস্ ট্যাক্স অফিসারের মর্জির উপর সেলস ট্যাক্স ধার্য্য করা হয়। যারা মিষ্টির দোকানদার তাদের পক্ষে প্রোডাকশন লিষ্ট রাখা সম্ভবপর নয়। আমাদের পুলিশ মন্ত্রী খুব রসগোল্লার ভক্ত। আমরা যেসব সমালোচনা করি সেগুলি তিক্ত হয়, সেজন্য বলছি যে আমাদের দিকে নজর না দিয়ে অন্ততঃ পুলিশ মন্ত্রী যিনি খুব রসগোল্লার ভক্ত তাঁর মুখের দিকে চেয়ে এবং যাতে তিনি আরও রসগোল্লা খেতে পারেন সেই সুযোগ তাঁকে করে দিয়ে এই ট্যাক্সটা তুলে নিন। আমার পরের পয়েণ্ট হচ্ছে যে আয়ুর্বেদ মেডিসিনের উপর যে ট্যাক্স রয়েছে সেটাকে তুলে দেওয়া হোক। বাহিরের জনমতও এটার পক্ষপাতি। ১৯৫৯ সালের ৩০শে আগষ্ট তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তাতে তাঁরা বলেছেন

Ayurvedic medicine have been sought to be made more costly by imposing sales tax.

১৯৫৯ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে আনন্দ বাজার পত্রিকা এইরকম মন্তব্য করেছেন যে এই ট্যাক্স তুলে দেওয়া হোক। ১৯৫৯ সালের ২৪শে আগষ্ট তারিখে কংগ্রেসের কাগজ জন-সেবক এই মন্তব্য করেছেন যে এই কর প্রত্যাহার করা হোক। অথচ এই কর যদি প্রত্যাহার করা হয় তাহলে এমন কিছু লোকসান হবে না। এবার কি রকম ট্যাক্স ইভেড করা হয়ে থাকে এইরকম একটা ঘটনার প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই ঘটনাটা মুখ্য মন্ত্রীও জানেন। এটা হচ্ছে বি. কে. সাহা এণ্ড ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পুলক ষ্ট্রিট. বলে যে একটা প্রতিষ্ঠান আছে তাদের ব্যাপার। শ্রীঅশোক রায়, সেলস ট্যাক্স কমিশনার, যখন ছিলেন সেই সময় তাকে ফটোষ্টাটিক ডকুমেণ্ট দিয়ে প্রমাণ করান হল যে কেমন করে সেলস ট্যাক্স অফিসারদের যোগসাজসে এরা টাকা ফাঁকি দিচ্ছেন। এটার প্রতি যখন মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল তখন তিনি এন্টি করাপশন ডিপার্টমেণ্টে এই কেসটা পাঠিয়ে-ছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন প্রাইমা ফেসি কেস হবে। এই বিষয়ে যথেষ্ট মেটিরিয়াল আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে ২ লক্ষ টাকা যারা ট্যাক্স ফাঁকি দিল —সেই বি কে. সাহা ডাইরেক্টার মুখ্যমন্ত্রীর অন্ততঃ ঘনিষ্ট পরিচিত এবং একজন ইনফ্লুয়েনসিয়াল পারসন—তাদের ব্যাপারটা কয়েক মাস পরে ধামা চাপা পড়ে গেল। অথচ এই ২ লক্ষ টাকা সহজে আদায় হতে পারত। অতএব এই ভাবেই ট্যাক্স ইভেড হচ্ছে।

Shri Amarendra Nath Basu :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকের আলোচনায় একই হাওয়া বইছে। আমি ফুল, বীজও চারাগাছের উপর থেকে বিক্রয় করে তুলে নেবার জন্য বোধ হয় ৬।৭ বছর ধরে বলে আসছি এবং আজও বলছি। আমরা যখন বনমহোৎসবে উৎসাহ দিচ্ছি, অধিক শস্য ফলাও প্রভৃতি

ভাল ভাল কথা বলছি তখন আমরা নিশ্চয়ই আশা করব যে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এই ফুল ও চারা গাছের উপর থেকে কর তুলে নেবেন। ২ বছর আগে মুখ্যমন্ত্রীর জন্মতিথি উপলক্ষে যখন গ্লোব নার্সারী ফুল উপহার দিতে গিয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন যে ফুলের উপর থেকে কর তুলে দেবার কথা আমি বিবেচনা করব। পুস্তকের উপর থেকে যেমন তুলে দিয়েছেন সেই রকম আশা করব যে ফুল ও বীজের উপর থেকেও তুলে দেবেন। তারপর বোধ হয় গত বছর এই সন্দেশ, রসগোল্লা, ও দৈ এর উপর থেকেও সেল ট্যাক্স তুলে দেবার কথা বলেছিলাম। তখন ডাঃ রায় আমাকে বলেছিলেন যে "অমর, এত মিষ্টি খেওনা"। আমি অবশ্য মিষ্টি খাই না—কেননা ডাইবেটিসের রোগী। অনেকে মনে করেন যে সন্দেশ, রসগোল্লা, দৈ প্রভৃতি খাওয়া একটা বিলাসিতা। কিন্তু অনেক ডাক্তাররা বলেন যে নিয়মিতভাবে ঐ সব খেলে শরীর ভাল থাকে। যা হোক, দেখা যাচ্ছে যে ১০ হাজার টাকা বিক্রী করলে পর তার কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করা যায় অর্থাৎ গড়ে যদি কোন দোকানদার রোজ ৩০ টাকা বিক্রী করে তবে তার কাছ থেকে এই ট্যাক্স আদায় হয়। কাজেই যত লোকে এর আওতায় পড়বে তার থেকে বোধ হয় ৩।৪ লক্ষ টাকার বেশী ট্যাক্স আদায় করতে পারবেন না। সোমনাথ বাবু যেকথা বলেছেন তার সমর্থনে আমিও বলব যে আয়ুর্বেদ সহ সমস্ত রকম ঔষধপত্র থেকে বিক্রয় কর তুলে দেওয়া উচিত। এছাড়া আরেকটা কথা বলব যে কোলকাতায় যেসব মৃৎ শিল্পীরা আছে অর্থাৎ যারা মাটির প্রতিমা ও পুতুল তৈরী করে তাদের উপর বিক্রয় কর আছে এবং তাঁরা সেই জন্য ২ বছর আগে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসেছিলেন এবং তাতে উনি বলেছিলেন যে এটা তুলে দেব। তবে সেটা তুলে দিয়েছেন কি না আমি জানি না তবে যদি না দিয়ে থাকেন তাহলে ঐ মৃৎ শিল্পীদের এই করের আওতা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আজকে কাঁচ এবং এ্যালুমিনিয়ম আসার ফলে পিতল এবং কাসার থালা বাসন, ঘটি-বাটি প্রভৃতি খুবই কম বিক্রয় হয়। অর্থাৎ বলতে গেলে আজ এই পিতল ও কাসা মৃতপ্রায় শিল্প। কাজেই এথেকে যখন খুব বেশী আয় হচ্ছে না তখন একে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য এর উপর থেকেও বিক্রয় কর তুলে দেওয়া উচিত। আমোদ প্রমোদ কর হওয়ায় ফলে এ থেকে প্রচুর টাকা সরকারের হাতে আসছে। তবে আমরা এবং সকলেই চায় যে এ টাকার সৎ ব্যয় হোক। কাজেই আমি বলতে চাই যে সিনেমা কর্মচারীরা তাঁদের দুঃখ কষ্ট জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে একটা আবেদন পাঠিয়েছে সেখানে তাঁর কাছে আমার বক্তব্য হোল যে এই কর থেকে একটা অংশ ঐ শিল্পী ও কর্মীদের কল্যাণের জন্য সাহায্য করা হোক এবং তাঁরা যে দাবীগুলি অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রেখেছে তা মেনে নেওয়া হোক। তবে আমরা চাই যে ট্যাক্স আদায় হোক কিন্তু যদি আর একটু কড়াকড়ি করেন অর্থাৎ যারা ফাঁকি দেয় তাঁদের সঙ্গে চক্ষুলজ্জা বা তদ্বির তদারকের মধ্যে না গিয়ে তাদের উপর জোরে চাপ দেন এবং এই ফাঁকির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহলে অনায়াসেই এই সব ফুল, বীজ, চারাগাছ, মিষ্টি দ্রব্য এবং সমস্ত রকম ঔষধপত্র থেকে বিক্রয় কর আদায় না করে পারেন। আশা করি এর প্রতি মুখ্যমন্ত্রীমহাশয় দৃষ্টি রাখবেন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[4-20—4-30 p.m.]

Shri Subodh Banerjee :

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, বিক্রয় কর নিঃসন্দেহে এই রাজ্যের রাজস্ব আয়ের বিরাট উপায় এবং আমরা চাই পশ্চিম বাংলার রাজস্ব বাড়ুক। কিন্তু সাথে সাথে এই কথা বলব যে এই

রাজস্ব বাড়ার এমন কায়দা হোক যাতে সাধারণ মানুষের উপর করের চাপ কম পড়ে এবং ধনী ও ব্যবসাদারদের উপর করের চাপ বেশী পড়ে। সেই জিনিষটা ঠিক হচ্ছে না, তার প্রধান কারণ আমি বহুবার বলেছি এবং বহু বক্তা সে সম্বন্ধে বলেছেন। আমি আরও বলার প্রয়োজন বোধ করি যে ১৯৪১ সালের আইনের লাষ্ট পয়েণ্ট ট্যাক্স চিরকাল ক্রেতাকে দিতে হয়। করের প্রেসার এবং ইন্‌সিডেন্স অব ট্যাক্সেশন যদি এক জায়গায় না ফেলেন তাহলে ইন্‌সিডেন্স অব ট্যাক্সেশন আল্টিমেটলি কন্‌জিউমারের উপর গিয়ে পড়তে বাধ্য। বিক্রয় কর নাম কিন্তু আদতে হল ক্রয় কর—ইন্‌সিডেন্স অব ট্যাক্সেশন গিয়ে পড়বে যে ক্রেতা তার উপর। যে লোক একটা সাধারণ জিনিষ কিনতে যাচ্ছে তাকে কর দিতে হচ্ছে যদিও এর নাম দেওয়া হচ্ছে বিক্রয় কর।

It is a misnomer, it is not sales tax, it is purchase tax.

এই যে ইন্‌সিডেন্স অব ট্যাক্সেশন কন্‌জিউমারের উপর গিয়ে পড়ছে, একে যদি বন্ধ করতে হয় তাহলে একে সিফ্ট করা দরকার। যেখানে প্রোডিউসার প্রোডিউস করবে সেখানে ফার্ষ্ট পয়েণ্ট ট্যাক্সেশন করা দরকার যা ১৯৫৪ সালের আইনে আছে। এটা করতে কি অসুবিধা আছে আমরা বুঝতে পারছি না। ফার্ষ্ট পয়েণ্টে যদি সিফ্ট করে দেন তাহলে সরকারের অসুবিধার চেয়ে সুবিধা হবে দুই দিক থেকে। ১ নম্বর হচ্ছে, কর আদায় করার প্রিন্সিপাল হিসাবে আমরা দেখছি

that is the principle of collection of taxes

যে এত ডিফারেণ্ট সোর্সেস রয়েছে যেখান থেকে আপনাদের ট্যাক্স কালেক্ট করতে প্রচুর অফিসার, প্রচুর কর্মচারী রাখতে হচ্ছে যারজন্য ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। তা না করে যদি ফার্ষ্ট পয়েণ্টে সিফ্ট করে দেন অর্থাৎ ম্যানুফ্যাকচার্সদের উপর ট্যাক্স সিফ্ট করেন তাহলে কম অফিসার এবং কম কর্মচারী দিয়ে আপনারা এর চেয়ে বেশী টাকা কালেক্ট করতে পারবেন। এদিক থেকে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সুবিধা হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমার যতদূর মনে আছে ১৯৪১ সালে এক্সপেরিমেণ্ট হিসাবে ওয়েষ্ট বেঙ্গল প্রথম বিক্রয় কর স্থাপন করে। তারপর মাদ্রাজে সেকণ্ড টু ওয়েষ্ট বেঙ্গল এটা পরীক্ষামূলকভাবে রাখা হয়েছিল। তার থেকে অনেক অভিজ্ঞতা আমরা সঞ্চয় করেছি এবং দেখেছি যে ফার্ষ্ট পয়েণ্ট ট্যাক্স করলে কালেকশন ভাল হচ্ছে এবং কষ্ট অব কালেকশন কম হচ্ছে। সেজন্য আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে সমস্ত ১৯৪১ সালের আইনকে পাল্টে ফার্ষ্ট পয়েণ্ট ট্যাক্সেশন করুন। দ্বিতীয় জিনিষ হচ্ছে এগজেম্পশন। পানের উপর কর এগজেম্পট করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি। হাওড়া, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর জেলার পান উৎপাদনকারীরা তাদের দুঃখের কথা বলতে এসেছিলেন—আমি মনে করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর তাদের কথা শোনা উচিত এবং তাদের সেগুলি গ্রাণ্ট করা দরকার। এমন বছর নেই যে বছরে পান চাষীরা অসুবিধায় পড়ে নাই। প্রত্যেক বছর ঝড়ে, বাতাসে পানের বোরোজ ভেঙ্গে পড়ে যায়, সেখানে সরকার থেকে লোন দিতে হয়, সাহায্যের টাকা দিতে হয়, তাদের কাছ থেকে বেশী আদায় হয় না, সে ক্ষেত্রে সরকারের এগজেম্পট করা উচিত বলে মনে করি। তৃতীয় জিনিষ হচ্ছে বর্তমানে সেলস ট্যাক্সের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনে কতকগুলি অসুবিধা দেখা দিয়েছে যার জন্য ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা কিছু অসুবিধা ভোগ করছে—সে দিকে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তার কারণ

ডিক্লারেশন ফর্ম একজন রেজিষ্টার্ড ডিলার নিয়ে গিয়ে আর একজনের কাছে দেয় এবং সে এগজেম্পশন পায় এবং যে সেলার তিনি তার কাছ থেকে ডিক্লারেশন ফর্মের নম্বরটা লিখে রাখেন এবং আল্টিমেট্লি ট্যাক্স দেবার সময় সেই নম্বর দেখালে সেই সেলার বিক্রয় কর থেকে এগজেম্পটেড হন। এখন ক্রেতা যদি একটা ফেগ ব্যবসায়ী হয় তাহলে তিনি ২ দিন বাদে ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্য লালবাতি জ্বালিয়ে দিলেন। যদিও বিক্রেতার এ ব্যাপারে কোন দোষ নেই তবুও তার কাছ থেকে ক্রেতা জাল কোম্পানী করে যে ট্যাক্স ফাঁকি মারল সেই ফাঁকি মাবা ট্যাক্স আদায় করা হয়—দ্যাট ইজ ব্যাড। যে ফাঁকি মারল তাকে ধরে শাস্তি দিন। যে ফাঁকি দেয়না সেই বিক্রেতা দোকানদারকে পেনালাইজ করবেন কেন এর কোন যুক্তি খুঁজে পাই না। আর একটা কথা হচ্ছে যে ডবল ট্যাক্সেশন হচ্ছে। তারপরে ডবল ট্যাক্সেশন হচ্ছে—মাল কিনলেন তার উপর ট্যাক্স, আবার ষ্টক ইন হ্যাণ্ড যা থাকবে তার উপর ট্যাক্স হচ্ছে। ধরুন আমি ৫০ হাজার টাকার মাল কিনলাম, বছরের শেষে ৩০ হাজার টাকার মাল আমার ষ্টক ইন হ্যাণ্ড রইলো। আপনি কেনার সময় ৫০ হাজার টাকার উপর ট্যাক্স আদায় করছেন, আবার ৩০ হাজার টাকা ষ্টক ইন হ্যাণ্ড তার উপরও ট্যাক্স হচ্ছে—এইভাবে ডবল ট্যাক্সেশন হচ্ছে, বহরমপুর প্রভৃতি জায়গায় হয়েছে। এগুলি চেক করা দরকার, ডবল ট্যাক্সেশন হবে কেন? তারপরে আমি আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিষের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি বিশেষ করে আকর্ষণ করবো

in the interest of the Bergalees

এতদিন আইন ছিল বাংলার বাইরে যে জিনিষ চলে যায় তার উপর ট্যাক্স ধরা হত না। এখন যা করছেন তার ফল মারাত্মক হচ্ছে। বাংলায় একটা কোম্পানী আছে, তার ব্রাঞ্চ যদি বিহারে থাকে এবং ঐ ব্রাঞ্চে যদি মাল পাঠানো হয় তাহলে ট্যাক্সেবল হয়ে যাবে কিন্তু বিহারে অন্য কোম্পানীর নামে যদি মাল পাঠানো হয় তাহলে ট্যাক্সেবল হবে না। ধরুন একটা কোম্পানী ডেজ মেডিক্যালের কথা বলি (এ ভয়েস: অন্য কোম্পানীর কথা বলুন না) আচ্ছা অন্য কোম্পানীর কথা বলছি—যে কোন একটা কোম্পানী যার হেড অফিস এখানে রয়েছে, সেই কোম্পানী বিহার ব্রাঞ্চে যদি মাল পাঠানো হয় তাহলে ট্যাক্স দিতে হবে, আর যদি অন্য কোম্পানীতে পাঠানো হয় তাহলে ট্যাক্স লাগবে না। ফলে বাংলাদেশে যে ডিষ্ট্রিবিউটিং সেন্টার ছিল সেই ডিষ্ট্রিবিউটিং সেন্টার বাংলার হাত থেকে চলে যাচ্ছে। সকলে অন্য জায়গা থেকে, বোম্বে থেকে মাল নিয়ে আসবে। সেখানে মাল সাপ্লাই করলে ট্যাক্স দিতে হবে না। ফলে অন্যান্য রাজ্যের ব্যাবসাদারেরা বোম্বে প্রভৃতি জায়গা থেকে মাল নিয়ে ব্যবসা করবে, বাংলা থেকে মাল নিয়ে আর ব্যবসা করবে না যারফলে বাংলাদেশ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই ভিউ থেকে ১৯৪১ সালের আইনটাকে সংশোধন করা উচিত বলে আমি মনে করি।

Shri C. L. Blanche: Mr. Speaker, Sir, under Grant No. 9 expenditure is incurred in conducting electrical supervisors' and workmen permit examinations. Relative to this is the electrical contractors' licence for which a fee of Rs. 50/- per annum is charged. Under the Indian Electricity Rules, the State Government is authorised to exempt certain bodies from holding this contractors' licence. Recently the Commerce Ministry has issued a notification granting this facility

to owners and occupiers of premises. I maintain that Government is losing a lot of revenue by giving these exemptions and besides this loss of revenue, it admits bad work and consequential fatal accidents; many such cases have been referred to on the floor of this House in the past. I therefore appeal to Dr. Roy as Finance Minister to see that such exemptions are not granted so liberally and furthermore for the sake of public safety the work should not be entrusted to unlicenced contractors.

Shri Monoranjan Hazra:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি যে আলোচনাটা করবো সেই আলোচনার মধ্যে নূতনত্ব আছে। গত ৭।৮ বছর ধরে এবিষয়টা যখন ডাঃ রায় তোলেন আমিও তুলি এবং সম্প্রতি একটা নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সেজন্য আমি আরো জোর করে ডাঃ রায়ের কাছে এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি যদিও ডাঃ রায় এবিষয়ে কিছুটা এগিয়েছেন এ খবর আমার কাছে আছে। এণ্টারটেনমেণ্ট ট্যাক্স আমাদের আদায় হয় ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে বাংলাদেশে যে শিল্প থেকে এই বাবদ বেশী টাকা আদায় হয় সেটা হচ্ছে সিনেমা শিল্প এবং এই শিল্পের হিসাব যদি দেখা যায় তাহলে দেখবো যে এই শিল্প কি রকম করভারে জর্জরিত। কোন দর্শক কোন হাউসে গেলেন, তিনি এক টাকায় টিকেট কিনলেন—তার মধ্যে এইভাবে ভাগ হয়। কয়েক দিন আগে এটা কাগজে বেরিয়েছে—মাননীয় সদস্যগণ তা দেখে থাকবেন। এর থেকে রাজ্য সরকার পায় ৩৩ নয়া পয়সা, সিনেমার মালিক পান ৩৩ নয়া পয়সা, পরিবেশক পান ১০ নয়া পয়সা আর ছায়া মালিক প্রযোজক পান ২৪ নয়া পয়সা।

[4-30—4-40 p m.]

এইভাবে ভাগ হয়ে যায়, এবং এর জন্য একখানি চিত্র প্রযোজনা, নির্ম্মাণ করতে বাংলা দেশে গড়ে প্রায় দু'লক্ষ টাকার মত পড়ে। যে তিনটা ছবি গতবারে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছে তার নাম করছি। একটা হল 'সাগর সঙ্গমে', তার মোট ব্যয় পড়েছে ছবি তুলতে ২,৪৪,০৮০ টাকা। দ্বিতীয় ছবিটা হচ্ছে—'জলসাঘর',—তার খরচ পড়েছে ২,২৭,৬৯৭ টাকা, এবং তৃতীয় ছবিটি হচ্ছে 'ডাক হরকরা'—২,১৯,৫৮০ টাকার মত খরচ পড়েছে ছবি তুলতে। এই ছবি তিনটি তুলতে এক একটিতে দু'লক্ষের উপর খরচ পড়েছে দেখছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই পরিমাণ টাকা তারা পায় নি। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে শিল্পের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হচ্ছে। এবং প্রযোজকরা নামতে সাহস করছেন না। তার প্রমাণ কয়েক বছর আগেও প্রায় ৫৬ খানা ছবি নির্ম্মাণ হয়; কিন্তু গত বছরের হিসাবে দেখা যায় মাত্র ৩৮ খানা ছবি নির্ম্মাণ হয়েছে।

তারপর দেখা যায় সমস্ত বাংলাদেশে প্রায় চার হাজার কর্ম্মী ষ্টুডিও ইত্যাদিতে কাজ করতেন, বর্ত্তমানে কর্ম্মীর সংখ্যা কমে গিয়ে তেরশোর মত দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ তাদের চাকরী চলে যাচ্ছে, এবং যারা বর্ত্তমানে চাকরীতে আছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই ছয় মাসের বেশী কাজ পান না।

বাংলাদেশে ২৯০টি সিনেমা গৃহ আছে, তারমধ্যে কলকাতায় ৭৬টি; এতে প্রায় দশ হাজার কর্ম্মী কাজ করেন। সুতরাং এইভাবে যদি ছবির সংখ্যা কমে আসে, এবং তাদের

আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়, তাহলে এই যে দশ হাজার কর্ম্মী কাজ করেন, তারা ক্রমশঃ ছাঁটাই হয়ে যাবে। এ বিষয়টির প্রতি আমি ফাইন্যান্স মিনিষ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এর উপরে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই যে নূতন ট্যাক্স চাপাচ্ছেন তাতে যে কোন ছবি বেরুবার আগেই ২৭ হাজার মত ট্যাক্স ছবির মালিককে দিতে হবে। কাজেই অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় দাঁড়াচ্ছে। সেদিক থেকে বিচার করে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই কিছুটা ট্যাক্স কমাতে রাজী হয়েছেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ও এ বিষয় যথেষ্ট চেষ্টা ও বিবেচনা করছেন খবর পেলাম। ২৭ হাজার টাকার জায়গায় চার পাঁচ হাজার টাকা করবেন এইরকম খবর পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু যেখানে দু'লক্ষ টাকার মত একখানা ছবি নির্ম্মাণ করতে খরচ পড়ে সেখানে যতই ট্যাক্স কমান হোক, তবু একটা এর উপর বোঝা থাকবে। আমি আশা করি বাংলা দেশের ছবি সম্বন্ধে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় গভীর মনোযোগ সহকারে বিচার করবেন এবং তাদের উপর ট্যাক্সের বোঝা না বাড়ে, তারজন্য চেষ্টা করবেন। অন্যদিক দিয়ে দেখা যায়, এই শিল্পকে বাঁচানোর জন্য বাংলা দেশে এমন কোন ধনী নেই যে এর সমস্ত টাকা দিতে পারে। আমি মনে করি সরকারের উদ্যোগে এবং এই শিল্পের কাজে যেসমস্ত প্রযোজক ও কর্ম্মচারীরা নিযুক্ত আছেন, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে কো-অপারেটিভ বেসিসে, সমবায় পদ্ধতিতে বাংলার ছবিকে নির্ম্মাণ করা উচিত। তাহলে বাংলার যে উচ্চমান, তা রক্ষিত হবে। এবং এই শিল্পের দ্বারা অনেক ভাল ভাল ছেলের অন্নের সংস্থান করতে পারবো। আমি এই কথা বলে ডাঃ রায়কে অনুরোধ জানাবো তিনি তাঁর শেষ সমাপ্তি বক্তৃতায় এ সম্বন্ধে যেন কিছু আলোকপাত করেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Mr. Speaker, Sir, what Shri Subodh Banerjee has said is appreciated by everybody, viz. that it is only those who are capable of bearing a tax should be taxed and not the poorer section. I propose to discuss the various propositions raised in the cut motions on that basis. But before I do so I desire to draw the attention of Shri Somnath Lahiri to the fact that in 1948 a letter was written to the Collector of Calcutta by the Deputy Secretary of the Finance Department, Government of West Bengal in which it was suggested that under section 8 of the Bengal Amusement Tax Act, 1922, Government are pleased to exempt with effect from 15.1.48, the marginally noted theatrical houses in Calcutta from payment of Amusement Tax, in respect of theatrical shows staged by the aforesaid houses on their own board at the specified premises—Shrirangam, Rangmahal, Kalika Theatres, Minerva Theatres, Star Theatres. It was realised, however, that this is not enough because we felt that there are many theatres which are not run by professionals, but which are run more or less by amateurs, and that some relief should be given to such arrangements for entertainment. Therefore, we issued a notification on the 29th of January of this year saying that under sub-section (2) of section 8 of the Amusement Tax Act any dramatic performance to which persons are admitted for payment staged with the previous permission—in Calcutta of the Collector of Calcutta, and elsewhere of the Collector of the District—by Amateur Societies registered under the Societies Registration Act and approved

by the West Bengal Academy of Dance, Drama and Music, may be exempted Shri Somnath Lahiri objects to getting a certificate from a man like Shri Ahindra Chowdhury. Surely, so far as drama is concerned I am not going to take Shri Somnath Lahiri as the authority. If it is a question of music, surely, I am not going to take him as superior to Shri Ramesh Banerji, or if it is a question of dance I am not going to take anybody else than Shri Uday Shankar—today he is not there, but he was there previously—as the authority. The notification was published in the Calcutta Gazette and anybody who wants to have his amateur performance exempted from the Amusement Tax is just to show this particular notification and go to the Academy of Dance, Drama and Music which is the accredited agency of the Government of West Bengal for this purpose. I do not see any reason why he should cavil at it.

Then Shri Lahiri has asked "tell me how much of the sales-tax remain unrealised". The Sales Tax Commissioner does not bring all his books in order to satisfy the members here. If he had given previous notice I could have given him more figures. All that I can tell him is that the amount of money which is under certificate has some vague relationship to the amount that remains unrealised.

[4-40—4-50 p.m.]

In 1955-56 the total amount of collection was Rs. 9.76 crores and the amount under certificate was Rs. 3.42 crores. In 1951-59 the total collection was Rs. 19.82 crores and the amount under certificate was Rs. 4.59 crores. Therefore, the amount under certificate compared to collection has falled from 35% to 23% and not increased, as has been suggested by Shri Somnath Lahiri.

My friend Shri Sunil Das has raised the issue about horse-racing. This is a matter which we have discussed times without number for the last 10 years. Sir, races in Calcutta are held by the Royal Calcutta Turf Club and this organisation is devoted not merely to horse-racing but also but also to the encouragement of horse-breeding and improvement of blood stock. Sir, this matter has been discussed nit merely by us but also by the Centre and we have kept on although the total amount of realisation is not very big or is not increasing. But we feel that there is room such for relaxation. Therefore, Government have no intention of abolishing horse-racing altogether. I am say that I never go to races myself, so that it is not a question of my liking it or not liking it. Government think that it is in the interest of the country not to kill the horse-breeding industry. Sir, the Anti-Gambling Committee which was constituted in 1950—and my friend Mr. Sunil Das is very fond of committees and commissions—said in its report that horse-racing is primarily a sport and that steps should be taken for improvement of blood-stock and encouragement of horse-breeding. The general question of control of horse-racing, however, is being considered by the Government. Whether we should follow the Bombay

Government and have a Bill for purpose of controlling horse-racing in various ways, as they do in Bombay, is a matter which we are considering.

Sir, the next question raised by Shri Sunil Das is—why not have a Commission for the purpose of finding out what this tax should be ? I do not know whether a Commission would help us very much. Sir, as you know, the Central Government is gradually taking over various items of sales tax and controlling them through the Central Excise. They have already taken three subjects and they have given us a list of another eight or ten subjects which the Chief Ministers of various States are now considering. Therefore, it is not the time for considering a question of this nature.

Sir, the question has been raised—why not have a first-point tax ? Sir, what is meant by the first-point tax I have not understood. If it is a question of manufacture in the State, then, of course, it may be a first-point tax. But if it is imported and the number of importers to the State of a particular commodity is limited, then also we can perhaps limit our taxation to the first-point tax.

But we have laid down certain fundamental principles—the levy must not be on raw material ; it should be consumer goods ; and the number of manufacturers and importers should be limited. Before the Central Government took over the matches as one of their excise goods we had put in matches as one of the articles for such taxation.

It has been asked, why lac is taxed ? We do not tax lac which is used for raw material for varnishes etc. We do not tax lac which is exported. But if the man is having a commercial venture in which he deals in lac worth more than Rs. 50,000 a year or produces something which is worth more than Rs. 10,000 a year, I do not understand why he should not contribute to the State.

My friend Shri Amar Bose is very keen about *Rasagolls* and *Sandesh*—I do not know whether he is still diabetic—probably he is. These are good substances to take but who takes them—not the man in the street but the man who can afford to pay three or four annas for a *Rasagolla* or *Sandesh*. If he can pay three or four annas for a *Rasagolla* or *Sandesh*, he can pay a little extra by way of tax.

The next question related to *pan*. Unlike what my friend Shri Subodh Banerjee thinks, I had discussion with many of the dealers, particularly in the Howrah area. We found out that a large portion of the *pan* trade is in the hands of smaller dealers who secure *pan* from growers direct and as such are not liable to sales tax. The bulk of the *pan* consumed is therefore not taxed. Only a few dealers in the cities and towns whose turnover exceeds Rs. 50,000 a year are affected. I may mention that *pan* is taxed in Aasam, Bihar, Orissa, Andhra, Madras and Uttar Pradesh. It is exempted in the States of Bombay, Mysore, Punjab and Uttar Pradesh except prepared *pan*.

The question of plant and seeds was raised. There are three types of seeds that people have and use—one is edible grains and oilseeds, for example paddy, wheat, mustard, rape—they are all exampted from sales tax. Agriculturists receive seeds for money crops' oil, jute, cotton etc. and vegetable seeds from the crops harvested by themselves and they grow the crops—the cash crops—and sell them. The seedlings—garden seeds, flowers, plants, about which representations have been made to me—I suppose by my friends Amar Babu and Shri Hemanta Kumar Basu—they often come to us and ask us for exemption of tax on seedlings, garden seeds, flowers and plants.

[4-50—5-15 p.m.]

Sir, I ask Mr. Chakravorty to go to my room. I will show him a flower which he has not seen perhaps in his life. It is called Tulip flower. I have got it from Holland. It is a rare flower and I do not know if many of us have seen Tulip till today. But if I do have a Tulip Flower, I should certainly pay for fuch duties as for the pleasure I get. After all, we do pay for our pleasures and therefore it is not enough that we get the pleasure but we should pay and contribute to the State Exchequer for the pleasure that we get.

Sir, with regard to drugs I want to remind my friends here that the rate for drugs has been reduced from five per cent to three per cent and the Cinchona Alkaloids and their salts are exempted from sales tax. The question is whether we should remove the taxes on Kabiraji medicine or even foreign medicine. Now a days Streptomycin, Penicillin etc. costs probably Rs. 3 or 4 for one tube and I do not know why you should not pay a little to the State also. I do not see any reason why we should remove that tax.

With these words, Sir, I oppose all the cut motions and ask my friends to pass my demand for Grants.

Mr. Speaker : I shall deal with the two grants separately. Except cut motion No. 6 in Grant No. 8, I put all the other cut motions to vote.

The cut motions were then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 25,77,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reducep by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 25,77,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 25,77,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 25,77,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demend of Rs. 25,77,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharjee that the demand of Rs. 25,77,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head"12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 25,77,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Amarendra Nath Basu that tde demand of Rs. 25,77,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 25,77,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Mullick Chowdhury that the demand of Rs. 25,77,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 25,77,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 25,77,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 25,77,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 25,77,000 for expenditure under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—100

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Prafulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas

Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhyay, Shri Satyendra Prasanna
Chaudhury, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt. Dr. Beni Chandra
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hazra, Shri Parbati
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Satya Kinkar
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkes
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Umesh Chandra
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Shri Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Paul, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabani Ranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra

Sen, Shri Santi Gopal
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—60

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhibar, Shri, Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Hazra, Shri Monoranjan
Kar Mahapatra, Shri Bhusan Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Majhi, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mitra, Shri Satkari
Mondal, Shri Amarendra
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 60 and the Noes 100, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 25,77,000 be granted for expenediture under Grant No. 8, Major Head "12A—Sales Tax" was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 9

Mr. Speaker : Division is wanted in cut motion No. 11 only. I will, therefore, put all the other cut motions to vote.

[All the cut motions except No. 11 were then put *en bloc* to vote and lost.]

The motion of Shri Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 12,95,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 12,95,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 12,95,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 12,95,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13 - Other Taxes and Duties" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 12,95,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head"13 - Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Somnath Lahiri that the demand of Rs. 12,95,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13 - Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 12,95,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Natendra Nath Das that the demand of Rs. 12,95,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Amarendra Nath Basu that the demand of Rs. 12,95,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 12,95,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 12,95,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Mullick Chowdhury that the demand of Rs. 12,95,,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 12,95,000 for expenditure under Grant No. 9, Major Head "13—Other Taxes and Duties" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES 100

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hazra, Shri Parbati
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Satya Kinkar
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkes
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Umesh Chandra
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari

Mondal, Shri Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Shri Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Zia-ul-Hoque, Shri Md.

AYES 59

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri, Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Hazra, Shri Monoranjan
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan

Mitra, Shri Haridas
Mitra, Shri Satkari
Mondal, Shri Amarendra
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 59 and the Noes 100 the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a su Rs. 12,95,000 be granted for expenditure under Grant No. 9, Major "13—Other Taxes and Duties" was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[After adjournment]

Major Head : 10 Forest.

[5-15—5-25 p. m.]

The Hon'ble Hem Chandra Naskar : Sir, on the recommendation o Governor, I beg to move that a sum of Rs. 1,28,97,000 be granted for expen under Grant No. 5, Major Head—10 Forest.

স্পীকার মহাশয়, এই মোট ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে বনভূমির সংরক্ষণ, সৃজন প্রভৃতি স কাজের জন্য ৭৭,৩৯,০০০ টাকা ধরা হইয়াছে। অবশিষ্ট ৫১,৫৮,০০০ টাকা হয পঞ্চব পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে। আমাদের এই দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহার জেলার ১১৭১ বর্গমাইল ব্যাপী বনাঞ্চল সমগ্র কাষ্ঠ সরবরাহের প্রধান ভাণ্ডার। দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের ১৬০১ বর্গমাইল বিস্তীর্ণ বন এ পুরুলিয়া, বীরভুম, বাঁকুডা প্রভৃতি রুক্ষ অঞ্চলে শুধু যে ইহা জনসাধারণকে পর্য্যাপ্ত পরি জ্বালানী কাঠ সরবরাহ করিতেছে কাঁথির সমুদ্রোপকুলে শস্যক্ষেত্রগুলিকে, ঝড় ও ব প্রবাহ হইতে রক্ষা করিয়াছে তাহা নহে এই অঞ্চলের জমিগুলিকেও সরস করিয়া চাষের যোগী করিয়াছে। দক্ষিণ পুর্ব্বাঞ্চলে সুন্দরবনের ১৬৩০ বর্গমাইল ব্যাপী জনভূমি গঙ্গা, ব্র মোহনার নদীগুলি হইতে পলিমাটি অপসারিত করিয়া এই অঞ্চলের নদীপ্রবাহ অ রাখিয়াছে। এই সমস্ত কারণে বন রক্ষায় কোন ত্রুটি-ঘটিলে সমগ্র দেশের কৃষিকার্য্য হয় এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যায়।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও জীবনধারনের মান ক্রমাগত বাড়িয়া যাওয়ার জন্য বনসম্পদের চ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু এই প্রদেশের বনভূমির দ্বারা জনসাধারনের চাহিদা মি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্য এই রাজ্যে বিহার, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্য বিশেষ পরিমানে কাঠ আমদানী হইতেছে। ১৯৫৮।৫৯ সালে বনবিভাগ রেলওয়ে বোর্ড

দুর্গাপুর কোকচুল্লী কর্তৃপক্ষকে স্লীপারের জন্য প্রায় ৭১০০ টন শালকাঠ সরবরাহ করিয়াছে। ইহা ছাড়া সাধারণ কাষ্ঠব্যবসায়ীদেরও ববিন, প্লাইউড প্রভৃতি কারখানার জন্য ৬০১০০ টন কাঠ সরবরাহ করিয়াছে।

দক্ষিণ পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির জন্য অনেক জঙ্গল নষ্ট করিতে হইয়াছে। সেইজন্য এইসব অঞ্চল হইতে জ্বালানীকাঠ সরবরাহ করা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া পড়িতেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে দেশের আয়তনের এক তৃতীয়াংশ বনভূমি সংরক্ষিত থাকা প্রয়োজন কিন্তু দ্বিখণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গে মাত্র আট ভাগের একভাগ বনভূমি। বনসৃজন উপযোগী জমি জায়গা এই রাজ্যে আর নাই বলিলেও চলে। তাই ৪৪০১ বর্গমাইল বনভূমি রক্ষার কাজে আমি মাননীয় সদস্য মহাশয়দের সহযোগী হইবার অনুরোধ জানাইতেছি এই রাজ্যের শতকরা ১৩ ভাগ বনভূমির উপর আশা করি সদস্য মহাশয়গণ বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবেন। বনবিভাগকে নানা পরিপ্রেক্ষিতে বননীতি নির্দ্ধারণ করিতে হইয়াছে। বনের সুদূর প্রসারী উপকারীতার দিকে আকৃষ্ট না হইয়া কোন কোন অজ্ঞ লোক বনের গাছপালা কাটিয়া বন নির্মূল করিতেছে।

নিকৃষ্ট বনাঞ্চলের পুনর্জীবন ও পতিত জমিতে যেখানে কোনরূপ ফসল ফলানো সম্ভব নয়, সেইখানেই নূতন বনসৃজন করিয়া রাজ্যের বনসম্পদ বৃদ্ধি হইতেছে। বেসরকারী বনভূমির অধিকাংশই পূর্ব্বতন মালিকদের আমলে বিশেষভাবে অবহেলিত হইয়াছে। এইগুলির বৈজ্ঞানিক প্রথায় নানা কর্ম্মপন্থার মাধ্যমে উন্নত করা বিশেষ প্রয়োজন। বীরভুম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি জিলায় ভূমিক্ষয় হইতেছে, সেইসব এলাকায় ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ করিবার জন্য বনসৃজন একান্ত দরকার। বিগত দশ বৎসরে মোট ৩৪৫০০ একর জমিতে শাল, সেগুন, বাঁশ প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ রোপন করিয়া রাজ্যের বনসম্পদ বৃদ্ধি হইয়াছে। আগামী বৎসরে এইরূপ আরও ৬ হাজার একর জমিতে বনসৃজন করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া মেদিনীপুরের সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে ২৩৪১ একর বালুকাময় বেলাভূমিতে ঝাউ ও কাজুবাদাম গাছ রোপন করিয়া বালুপ্রবাহ রোধ করা হইয়াছে আগামী বৎসর আরও ঝাউ ও কাজুবাদাম গাছ রোপন করা হইবে। উত্তরাঞ্চলে এ পর্য্যন্ত ২৪০৭ একর জমিতে সেগুনবৃক্ষ রোপন করা হইয়াছে এবং ১৯৬০।৬১ সালে আরও ২১০০ একর জমিতে সেগুনবৃক্ষ রোপন করার প্রস্তাব আছে। এই রাজ্যে বন এলাকার আয়তন অল্প বলিয়া পাহাড় অঞ্চলের দুর্গম বন হইতে বনসম্পদ আহরনের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। সেইজন্য ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিগত ৪ বৎসরের মধ্যে ৮ মাইল পাকা রাস্তা তৈয়ারী করা হইয়াছে। ১৯৬০।৬১ সালে আরও ৩ মাইল এইরূপ রাস্তা তৈয়ার পরিকল্পনা আছে। শুধু বনভূমি সৃজন করা অথবা শাল, সেগুন প্রভৃতি বৃক্ষ রোপন করিলেই আমাদের কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে না। তজ্জন্য বনজ সম্পদ যাহাতে মানুষের নিত্যকার কাজে লাগে সেরূপ নানারূপ শিল্প গড়িয়া তুলিতে বনবিভাগ সাহায্য করিতেছে। এই উদ্দেশ্যে শিলিগুড়ির করাতকলের উন্নতিবিধানের জন্য ২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং আগামী বৎসরে আরও ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ করিয়া সমগ্র কলটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় চালু করা হইবে। ববিন, প্লাইউড, দিয়াশলাই কারখানা, কাগজের কল প্রভৃতি যেসমস্ত শিল্প বনজ দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল তাহাদের চাহিদা যতটা সম্ভব মিটাই-বার জন্য বনবিভাগ চেষ্টা করিতেছে। বনশ্রমিকের জন্য ভাল বাসগৃহের ব্যবস্থা এবং তাহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা বনবিভাগের লক্ষ্য হইয়াছে। এ

পর্য্যন্ত বনশ্রমিকদের জন্য ১৭২৩টি বাসগৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে এবং তাহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য ৫৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। ১৯৬০।৬১ সালে আরও ৬০টি বাসগৃহ এবং ৭টি বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করার প্রস্তাব আছে। সুন্দরবন হইতে গত বৎসর ৮১১ মণ মধু এবং ১৫৯ মণ মোম সংগ্রহ করা হয়েছে। মধুর চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পাইতেছে। মধু সংগ্রহকারীদের পরিশ্রম ও বিপদের ঝুকি লওবার কথা চিন্তা করিয়া ১৯৫৮।৫৯ সাল হইতে মধু ও মোমের মূল্য বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে বনবিভাগ মধু সংগ্রহকারীদের নিকট হইতে মধু ৩৩ টাকা মণ দরে এবং মোম ৯০ টাকা মণ দরে ক্রয় করিতেছে।

এই রাজ্যে বন্য পশুপক্ষীর সংখ্যা বিশেষভাবে কমিয়া যাইতেছে। বন্য পশুপক্ষী ভ্রমনকারীদের এবং সাধারনের একটা বিশেষ আকর্ষনীয় বস্তু। ক্রমবর্দ্ধমান পশুপক্ষী নিধন বন্ধ করিবার জন্য বনবিভাগ বিশেষভাবে যত্নবান হইয়াছে। বন্য পশুপক্ষী রক্ষার জন্য বনবিভাগের অধীনে স্যাংচুয়ারীগুলিকে উন্নত করা হইয়াছে। ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত সজনেখালিতে বন্যপক্ষী সংরক্ষণের জন্য একটি স্যাংচুয়ারী স্থাপনের প্রস্তাব আছে।

বৃক্ষরোপনে এবং বৃক্ষ সংরক্ষণে সাধারনের যাহাতে উৎসাহ বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বনবিভাগ বনমহোৎসব পালন করিতেছে। এই উদ্দেশ্যে—বনবিভাগ হইতে বিনামূল্যে চারাগাছ বিতরনের ব্যবস্থা আছে। ১৯৫৯ সালে মোট ৮ লক্ষ ৯৫ হাজারটি চারা-গাছ বিতরন করা হইয়াছিল। ১৯৫৮ সালে ৭ লক্ষ ৭০টি চারাগাছ বিতরন হইয়াছে। ১৯৬০।৬১ সালে বনবিভাগে প্রায় ১,৪৪,০৮,০০০ টাকা আয় হইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং খরচা খাতে ব্যয় বরাদ্ধ করা হইয়াছে ১,২৮,৯৭,০০০ টাকা। অতএব দেখা যাইতেছে খরচ খরচা বাদে সরকারী তহবিলে ১৫,১১,০০০ টাকা আয় হইবে।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে বনবিভাগ স্বল্পায়তন বনভূমি হইতে জনসাধারণের বনজ দ্রব্যের চাহিয়া মিটাইয়া এবং শস্যক্ষেত্র উন্নত করিয়াও সরকারী খাতে উল্লেখযোগ্য আয় দেখাইতেছে।

এমতাবস্থায় স্পীকার মহাশয় আপনার মাধ্যমে আমি ১৯৬০।৬১ সালের জন্য "১০—ফরেষ্ট" খাতে ১,২৮,৯৭,০০০ টাকা ব্যয় মঞ্জুরের প্রস্তাব গ্রহণের জন্য এই সভাকে অনুরোধ জানাইতেছি।

[5-25—5-35 p.m.]

Mr. Speaker : All the cut motion are taken as moved.

Shri Mihirlal Chatterjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Turku Hasda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Kumar Pandey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Mangru Bhagat : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Pabitra Mohan Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Maji : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Phakir Chandra Ray : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Renupada Halder : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy . Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Haran Chandra Mondal : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Ghosal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Chaitan Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs.100.

Shri Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Deo Prakash Rai: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কে আমবা বহুবার আলোচনা করেছি। মাননীয় সদস্যগণ বোধ হয় খবব বাখেননা যে এই ডিপার্টমেণ্টেব টপে খুব বেশী কবাপ চলেছে। যেখানে ইনকাম আরো বেশী বাডা উচিত ছিল সেখানে ইনকাম বাডছেনা। শুধু তাই নয় আজকে যে কোন বৈজ্ঞানিক বলবেন যে বন সম্পদেব উপব দেশেব বিভিন্ন দিকের সম্পদ নির্ভর করে। ফসল উৎপাদন, সয়েল ইবোসান বন্ধ করা, ক্লাইমেট ভাল রাখা, ফ্লাড বন্ধ করা, ড্রট বন্ধ কবা সমস্ত কিছু নির্ভর করে এই বন সম্পদের উপর। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বাংলা গভর্ণমেণ্ট এই ডিপার্টমেণ্টকে অবহেলা করে রেখেছেন—এক কথায় বলা চলে ব্যক্তিগতভাবে নস্কর সাহেবের এটা জমিদারী এবং টপ অফিসাবরা তাব নায়ক। এই ডিপার্ট-মেণ্টের লাষ্ট ইয়াব অর্থাৎ ১৯৫৯-৬০ সালে ইন্‌কাম হল বিভাইজড ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ১২ হাজার টাকা আব ১৯৬০-৬১ সালে দেখা যাচ্ছে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৮ হাজার টাকা। আমবা জানি লাষ্ট ইয়ারে এক ওয়াগন ফিউয়েলেব দাম ছিল ৪ শত থেকে ৫ শত টাকা, এ বছবে সেই সমস্ত ওয়াগনেব দাম হযেছে ৮ শো থেকে ৯॥ শো টাকা। কাঠের দর যেখানে অত্যন্ত বেশী আছে, চাহদাও বেশী আছে, বাজেট বইয়ে লেখা আছে ডাবল দাম হয়েছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি গভর্ণমেণ্টেব ইন্‌কাম বাডছে না। অবশ্য এব একটা কারণ আছে। কারণ হল এই যে বড় বড় ব্যবসাদারকে অর্গানিজেসানকে সবচেয়ে বেশী সুবিধা দিয়ে দেওয়ায় যে টাকাটা গভর্ণমেণ্টের ঘরে আসতে পারত সমস্ত টাকাটা আজকে প্রাইভেট পকেটে

চলে যাচ্ছে। আমি দু একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মেদিনীপুর ডি.এফ.ও. লোকাল সেলের একটা জঙ্গল ফরেষ্ট উড নং ৪৫ বিনা অক্‌সানে প্রাইভেট পার্টিকে বিক্রি করেন। লোকাল সেল মানে লোকাল লোক সেই কাঠ কন্‌জিয়ুম করত। সেই লোকাল সেলের জঙ্গল সস্তায় এক ব্যবসাদারকে দিয়ে দেওয়া হল এবং তিনি সেটা নিয়ে এক্সপোর্ট করলেন। তারপর ফরেস্ট উড নং ৩৩ এটাকেও বিনা অক্‌সানে প্রাইভেটলি সেল করা হল ৮ শো থেকে ৯ শো টাকায়। কিন্তু একজন এটার ১৫ শো টাকা দর দিয়েছেলেন—সাময়িকভাবে তিনি টাকাটা জমা দিতে না পারলেও ৫ শো টাকা রেভিনিউ হিসাবে তার ডিপোজিট ছিল—তবুও তাকে সেটা দেওয়া হলনা। যে লোককে দেওয়া দরকার তাকে না দিয়ে সস্তা দরে অন্য লোককে দিয়ে দেওয়া হল। লালগড়ের উড্‌ নম্বর ৭, সেখানে একটা অকসান হয়। সেই অকসানের সময় যখন ডি.এফ.ও. প্রথম হাতুড়ি মেরে দিলেন তখন তার দর হল ১৬ হাজার টাকা। তারপর সেখানে অকসান সেলে যাঁরা এলেন, তাঁদের প্রটেষ্ট হল, তখন সেটা বাতিল করে দিয়ে আবার সেল করা হল, তখন দর উঠলো ২১ হাজার টাকা। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যেখানে যে দর হওয়া উচিত, সেই দর তাঁরা রাখতে চান না। নিজেদের পছন্দমত সস্তা দরে ব্যবসা-দারদের কাছে কাঠ বিক্রয় করছেন এবং সমস্ত প্রফিট্‌টা এই সমস্ত প্রাইভেট বিজিনেসসে, ব্যবসাদারদের কাছে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, করাপসান এর দিক থেকে যদি বলতে হয়, বহু উদাহরণ আমার কাছে আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের নিশ্চয় স্মরণ আছে গত বছর আলোচনার সময় আপনার ডিপার্টমেন্টে বেত কেলেঙ্কারীর ব্যাপার সম্বন্ধে যে কমিশন দাবী করা হয়েছিল তা আপনি করতে রাজী হননি। আমার অনুরোধ সে সম্বন্ধে একটা এনকোয়ারী কমিশন বসান, এর থেকে বহু জিনিষ উদ্‌ঘাটিত হয়ে আসবে। সিটিজেন এর তরফ থেকে আপনার কাছে এবং গভর্নর এর কাছে পর্য্যন্ত চিঠি দেওয়া হইয়েছিল গত ডিসেম্বরের ১১ই তারিখে, সেই চিঠিতে বেতের কেলেঙ্কারী এবং অন্যান্য দোষের কথা বর্ণনা করে একটা এনকো-য়ারীর জন্য দাবী করা হয়েছিল। কিন্তু আপনারা এনকোয়ারী করেননি। কারণ এনকোয়ারী করলে হয়ত সাপ, ব্যাঙ বেরিয়ে পড়তে পারে, আপনার বিশেষ, বিশেষ লোক হয়ত কানা হয়ে যেতে পারে। তাই তাঁর সাহস করে এ সম্বন্ধে এনকোয়ারী করতে চান না। আমি আপনার কাছে যে চিঠি দিয়েছিলাম তার একটা কপি গভর্ণরএর কাছে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন এন্‌কোয়ারী হল না। বাংলাদেশের এই যে বন, সেটা আমাদের একটা ন্যাশানাল ওয়েলথ্‌ তাকে ধ্বংস করতে আপনারা চলেছেন, এবং যা ধ্বংস করেছেন তাকে রিকুপ করা আগামী ২০ বছরের মধ্যেও হবে কিনা সন্দেহ আছে। আপনার চাকরী হয়ত দু-চার বছর আছে। কিন্তু আপনার কি অধিকার আছে যে এইরকমভাবে পশ্চিম বাংলার বন সম্পদ নষ্ট করে দেবেন ? বহুদিন থেকে শুনে আসছি ল্যাণ্ডের আপনারা ইমপ্রুভ-মেণ্ট করবেন, কৃষকদের জমি দেবেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তার কিছুই করা হয়নি। মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট এ ৯ থেকে ১০ পার সেণ্ট জঙ্গল নেই। কিন্তু সেই সমস্ত এলাকায় জঙ্গল পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, সেখানে কোন ভাল গাছ নেই এবং এগজিষ্টিং ফরেষ্ট ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আর একটা জিনিষ আমরা লক্ষ্য করছি এফোরেষ্টেশান এর নাম করে হিউজ টাকা আপনারা খরচ করছেন অথচ ৫০ পারসেণ্টও কাজ হচ্ছে না। এইভাবে ন্যাশানাল ওয়েল্‌থকে নষ্ট করবার অধিকার কে আপনাদের দিয়াছে ? এইরকম বহু উদাহরণ আমার কাছে আছে। আমি পুনরায় মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো তিনি এ সম্বন্ধে একটা এন্‌কোয়ারী

কমিশন বসান। যদি আপনারা অনেষ্ট হন, যদি দেশের মঙ্গল চান, যদি ফরেষ্ট, আমাদের বন সম্পদকে রক্ষা করতে চান, তাহলে এরজন্য একটা এনকোয়ারী কমিশন করুন, তাতে অনেক বিষয় বের করে দেওয়া যাবে। তাতে আমরা দেখতে পাবো আপনার ডিপার্টমেন্টাল লোকের অনেষ্টি নিয়ে কাজ করছে কিনা, এবং আমাদের মন্ত্রী মহাশয়রা সত্যই অনেষ্ট কিনা? তারপর দেখা যায় সেখানে কত রকম কেলেঙ্কারী হচ্ছে। ঐ অঞ্চলের গাছগুলি কেটে বিক্রয় করে দেওয়া হচ্ছে। সেখানকার গরীব মানুষেরা গাছের মূল খেয়ে এবং গাছের পাতা ঝেঁটিয়েও কাঠ কুড়িয়ে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করত, সেগুলি বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের আরও সিরিয়াস হওয়া উচিত ছিল যাতে আমাদের ন্যাশান্যাল ওয়েল্থ নষ্ট না হয় এবং গ্রামাঞ্চলে গরীব মানুষের জীবন ধারণোপযোগী জিনিষগুলি যাতে রক্ষা পায় তার ব্যবস্থা করা উচিত। সেখানে সীমলাপাড়া গ্রামে ফরেষ্ট গার্ড গুলি ছোড়ার ফলে একটি মেয়েলোকের গায়ে গুলি লাগে। এ বিষয় একটা তদন্ত হওয়া উচিত ছিল। যারা দুটা গাছের মূল খেয়ে পেট ভরাতে চায় তাদের সেই অধিকারটুকু কেড়ে নিচ্ছেন কেন?

আমার বেশী বলার সময় নেই। আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে লিখিতভাবে দেব তিনি জবাব দেবার সময় একটুখানি বলবেন তিনি কোন রকম এনকোয়ারী করতে রাজী আছেন কি না? যদি এনকোয়ারী কমিশন হয় তাহলে আমি আরও লিষ্ট দিতে পারি এবং বলতে পারি

that you are quite sincere

সম্পত্তি রক্ষা এবং বৃদ্ধির জন্য।

[5-35—5-45 p.m.]

Shri Mihirlal Chatterjee :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বললেন বন-বিভাগের আয় উল্লেখযোগ্য। আমি নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে একথা বলতে বাধ্য যে বনবিভাগের আয় যেমন নৈরাশ্যজনক সেরকম নৈরাশ্যজনক আয় আর কোন বিভাগে নেই। যদি হিসাব দেখেন তাহলে দেখবেন ১৯৫৬-৫৭ সালে ৪৬ লক্ষ ২ হাজার ১৯৫৭-৫৮ সালে সেটা কমে ৪৪ লক্ষ ২ হাজার, ১৯৫৮-৫৯ সালে অবশ্য বেড়ে ৫৪ লক্ষ হল। কিন্তু ১৯৫৯-৬০ সালে রিভাইজড্ বাজেটএ ৫৪ লক্ষ কমে দাঁড়াল ৩৪ লক্ষ, আর এবারকার বাজেটে মন্ত্রী মহাশয় বললেন উল্লেখযোগ্য নেট আয় মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা। আমাদের গভর্ণমেণ্ট এর যেগুলি ইনকাম ফেচিং আয়করী ডিপার্টমেণ্ট আছে সেই নয়টি ডিপার্টমেণ্ট এর মধ্যে এই ডিপার্টমেণ্ট এর কার্যকলাপ মন্দের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ডিপার্টমেণ্ট এ আমরা দেখি আয়ের অনুপাতে পারসেনটেজ অফ এক্সপেনডিচার কত কম—২% ২.৫৭% ৩.৫% সবচেয়ে বেশী হল রেজিষ্ট্রেশান এবং ল্যাণ্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট এ ২৫%। কিন্তু এই ডিপার্টমেণ্ট এর আয় ব্যয়ের হিসাব বাজেট বহিতে যা মুদ্রিত হয়েছে, তা থেকে জানা যায় আয়ের তুলনায় ব্যয় হচ্ছে ৯৪.১ পারসেণ্ট। আমার কথা নয়, বাজেট বইয়ে লেখা আছে। এই বছরের বাজেটে উল্লেখ আছে দেখুন ১৯৬০-৬১ সালে আয় হবে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৮ হাজার, ব্যয় হবে ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৯৭ হাজার। যার কোন ডিপার্টমেণ্ট নেই যেখানে আয়ের অনুপাতে ব্যয় এত বেশী, আমার মনে হয় এই ডিপার্টমেণ্ট যে ভাবে পরিচালিত হচ্ছে এই পরিচালনা সম্বন্ধে ভাল রকম এনকোয়ারী হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের বনজ সম্পদ মানুষের সৃষ্ট

নয় প্রকৃতির সৃষ্টি এবং এ জিনিষ অনেক দামে বিক্রি করেও কেন যে আয় বেশী হয় না বুঝতে পারি না। দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার অঞ্চলে যে বিরাট পরিমান জঙ্গল রয়েছে, কাঠের দাম দ্বিগুন তিনগুন বৃদ্ধি পেয়েছে, কয়লার অভাবে কাঠ বেশী পরিমানে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং নানারকম কাজে ঘর দরজায় কাঠের চাহিদা কত বেড়েছে কিন্তু এ সত্বেও কেন এই ডিপার্টমেণ্ট এর আয় বছর বছর কমবে? আমার ধারণা অপব্যয় এই ডিপার্টমেণ্ট এ সব চেয়ে বেশী। নেচারাল ফরেষ্ট এরিয়া বাদ দিলে ১৯৪৮ সালের প্রাইভেট ফরেষ্ট এ্যাক্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রাইভেট ফরেষ্ট যা ছিল অধিকাংশ জায়গায় সরকার তা দখল করেছেন। এই প্রাইভেট ফরেষ্ট এ আপনা থেকেই অনেক গাছ জন্মায়, লাগাতে হয় না, কোন খাটাখাটি করতে হয়না। ৮।৯ বছর সেইসব জঙ্গল বিক্রির উপযুক্ত হয়। সেগুলি বিক্রি করে প্রাইভেট ওনারসদের কিছু কিছু আয় হোত এবং সেই অঞ্চলে কয়লার বদলে জনসাধারণ কাঠের দ্বারা কাজ চালাইত। কিন্তু সেইসব প্রাইভেট ফরেষ্ট সরকার দখল করার পর কি করা হয়েছে? ষোল আনাই লুঠ, দিন দুপুরে লুঠ চলছে।

ষোল আনাই লুঠ হচ্ছে দিন দুপুরে। অধিকাংশ জায়গায় যেখানে যেখানে

Private forest acquire

করা হয়েছে যেমন বীরভুম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর—যেখানেই যান না কেন, সেখানে গেলে দেখবেন—বনবিভাগের অত্যাচারে আমাদের প্রাইভেট ফরেষ্ট সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার কারণ কি? জঙ্গলে খুবই কম লোক বাস করে। জঙ্গল বিভাগের কর্মচারীরা সেখানে পাহারা দেয়। সেখানে কর্মচারীরাই যেন জমিদার হয়ে গেছে। যেমন ইচ্ছা তাই করছে। সংবাদপত্রে তার কিছু কিছু রিপোর্ট আমরা পড়ে থাকি। বনবিভাগ এমন একটা ডিপার্টমেণ্ট যারা প্রতি বছর গভর্ণমেণ্টকে ঠকাচ্ছে। তার দৃষ্টান্ত আমি দিতে পারি। ফরেষ্ট ডাইরেক্টরেট থেকে একখানা পুস্তিকা ছাপান হয়। তারমধ্যে থাকে কোন কোন জঙ্গল কবে নিক্রয় করা হবে। লিষ্টে থাকলো এক রকম—হঠাৎ দেখা গেল যে জঙ্গলের নাম লিষ্টে ছিল না—সেটাই বিক্রি হয়ে গেল। কেমন করে? ফরেষ্ট ডাইরেক্টরেট এর বুক-লেট এ ছাপান যা মুদ্রিত থাকে সেই অনুসারে নির্দ্দিষ্ট দিনমত সাধারণ লোক জঙ্গল কেনবার জন্য নীলামের স্থানে হাজির হয়। কিন্তু ফরেষ্ট ডাইরেক্টরেট লিষ্টএ যে জঙ্গলের নাম উল্লেখ নেই, লোকজন যখন চলে গেল হঠাৎ সেই জঙ্গল নীলামে বিক্রি করা হয়। এই রকম একটা নীলামের কথা আমরা সংবাদপত্রে প্রকাশ করি। পরিষদ সচিব নিশাপতি বাবু পরে সেখানে এনকোয়ারী করতে গিয়েছিলেন। জঙ্গলটি বারশো টাকায় বিক্রি করা হয়েছিল। ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট প্রকাশিত সংবাদের কপি পাঠান হয়েছিল। মাত্র বারশো টাকায় গোপনে যে জঙ্গল নীলাম করা হয়েছে সেই জঙ্গল অনেক লোক ২৭শো টাকায় কিনতে চায়। এ ধরনের নীলাম ও লুটপাট দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানেই প্রাইভেট ফরেষ্ট এ্যাকুইর করা হয়েছে—সেখানে কর্মচারীরা পয়সার জন্য নানা রকম অত্যাচার করে জোর করে অবৈধ উপায়ে টাকা পয়সা আদায় করে কেউ হয়ত অন্য কোন জায়গা থেকে আম গাছ কি কাঁটাল কেটে নিয়ে গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে চলেছে, ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের লোকজন তাদের ধরে বলে ডিপার্টমেণ্টের ঘাটিতে চল—না হয় টাকা দেও। এই রকম ঘটনা বহুবার ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের কাছে রিপোর্ট করা হয়েছে; সেই সমস্ত ঘটনা কাগজেও বের করেছি। তার ফল কি হয়েছে—জানি না। ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের কর্মচারীরা প্রাইভেট ফরেষ্টকে সর্ব্বত্র

লুটপাট করে খাচ্ছে। সেখানকার আশেপাশের লোকদেরও তারা উৎপীড়ন করছে—ঘুষ হিসেবে টাকা পয়সা আদায় করছে। এইভাবে তারা প্রচুর আয় করছে। আর বছরের পর বছর এই ডিপার্টমেন্ট লোকসানের দিকে যাচ্ছে। এইভাবে যদি চলে—আয়ের একটা ডিপার্টমেন্ট শেষ পর্য্যন্ত এইটা আয়েব পরিবর্ত্তে মস্ত একটা ব্যয়ের ডিপার্টমেন্টে পরিণত হবে। (এ ভয়েস: সব বনভোজন হয়ে গেছে।)

Shri Turku Hansda :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি বনবিভাগ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলব না। তবে একটু না বলে পারছি না। আমি নিজে জঙ্গল দেশে বাস করে থাকি। সেখানে ফরেষ্ট কর্মচারীরা কি করে সে সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। ফরেষ্ট গার্ডরা আগে যখন জমিদারী ছিল, তখন আমাদেব খুব সুবিধা ছিল—এখন সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছেন এরা। এখন জঙ্গলে ঢুকতে গেলে কার্ড প্রয়োজন হয়। মেয়েরা সামান্য ডাল পাতা ইত্যাদি জ্বালানীর জন্য আনবে, তার জন্যও কার্ড করতে হবে। আর সেই কার্ড করতে গেলে সেখানকার কর্মচারীরা বলে আজ নয়, কাল। আবার কাল গেলে বলে পরশু—এইরকম করে হয়রানী করে। এখন আর কাঠ আনা যায় না। এইভাবে বহু অসুবিধা আমরা জঙ্গলের লোক ভোগ করছি।

[5-45—5-55 p.m.]

আগে যখন জমিদারের হাতে বন ছিল তখন বর্ষার সময় কাঠ যোগাড় করে রাখতে পারতাম কারণ বর্ষার মধ্যে, সেই তিন মাস কোথাও যাওয়া যায় না, তাতে লোকের সুবিধা হোত, কিন্তু এখন সরকার সেইসব সুবিধা থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছেন। স্যার, আমাদের মধ্যে অনেক আদিবাসী আছে যারা জঙ্গলের ধারে ধারে বাস করে, তাদের পোর্ষ বলে, আপনারা কি বলেন জানি না, আগে এসে যেসব সুযোগ সুবিধা পেত এখন তা আর পাচ্ছে না। যার ফলে তাদের জীবন নির্ব্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এই দিকে যদি সরকার দৃষ্টি না দেন তাহলে জঙ্গলের ধারে যেসব আদিবাসীরা বাস করে তাদের সর্ব্বনাশ হবে এবং তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

Shri Ledu Majhi :

জঙ্গল সম্পদ মহান জাতীয় সম্পদ, এতবড় সম্পদ সরকারী ব্যবস্থায় উজাড় হ'য়ে গেল। বহু জঙ্গল ধ্বংসের পর যেটুকু জঙ্গল অবশিষ্ট আছে আজ তারও বিলি ব্যবস্থায় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা প্রয়োজনীয় কাঠ পাবার জন্য বহু হয়রানী হচ্ছে, রাজনীতির দৌলতে কিছু লোক অবাধে জঙ্গল নষ্ট করতে পাচ্ছে বহু সরকারী দুর্নীতি এবং সরকারী চুরির ব্যপার চলেছে এর বহু প্রমাণ আছে বলে ব'লেও প্রতিকার হয়নি। এই আমাদের জেলার জঙ্গলের ইতিহাস। অবিলম্বে জঙ্গল তৈরী ও রক্ষার চেষ্টা না করলে সামনে ঘোর বিপদ এবং জঙ্গলের লেনদেন ব্যবস্থা ধারা সভ্য সমাজের উপযুক্ত করতে হবে। নতুবা জনগণের অশেষ দুঃখ এত বড় কৃষি নির্ভর করছে হাল লাঙ্গলের উপর। কিন্তু হাল করার জন্য চাষীরা কাঠ পায় না। কোনমতে হাল লাঙ্গল করে হাটে নিয়ে গেলে ধরপাকড় চলে, বলা হয়—এ সরকারী কাঠ। চাষীর হাল পাবার জোগান আজ তাই বিপন্ন তাছাড়া প্রয়োজনীয় সব রকম কাঠেরই আজ হাহাকার—এর প্রতিকার কোথায়?

Shri Sudhir Kumar Pandey :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, জঙ্গলের উপর সরকারের মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর, জঙ্গলের উপর জনসাধারণের শত শত বৎসরের যে অধিকার ছিল সে অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। জনসাধারণের জ্বালানী কাঠের দাম আগে যা ছিল, তার চেয়ে এখন ২০ গুণ বেড়ে গিয়েছে এবং আগে যে জঙ্গল ছিল সেই জঙ্গল খুব দ্রুত নষ্ট হতে আরম্ভ করেছে। জনসাধারণের মধ্যেও একটা অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থাৎ সব দিক দিয়ে সরকার জঙ্গলের উপর এমন একটা নীতি গ্রহণ করেছেন যার ফলে জঙ্গল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, জনসাধারণ দুর্ভোগ ভোগ করছে এবং ভবিষ্যতেও দারুণ সংকট সৃষ্টি হবে। আমাদেরও এখানে স্মরজিত বাবু গত বৎসর বলেছেন যে জঙ্গল নষ্ট হলে কি হবে আমরা এফোরষ্টেশান করছি। তাঁর কথা শুনে সকলে তখন হেসেছিল। কারণ প্রকৃতি যে জঙ্গল সৃষ্টি করেছে—তা ধ্বংস হয়ে গেলে এফোরষ্টেশান করে সে ক্ষতি পুরণ করা সম্ভব নয়।

আপনারা যে এফোরষ্টেশান করছেন তাতে আমরা বিরোধিতা করছি না। কিন্তু প্রকৃতি যে বন সৃষ্ট করেছেন সে বন যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তা আপনারা দেখছেন না। এবং আপনাদের কোন নীতি নাই। আপনারা জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্যে না তাদের বঞ্চিত করার জন্যে গদীতে বসে আছেন, শত শত বৎসর ধরে তারা যে বিবিধ স্বত্বের অধিকার ভোগ করে আসছিল তাদের অজ্ঞতাপ্রসূত ত্রুটীর জন্যে তারা আজ তাদের অধিকার রেকর্ড করাতে পারলো না বলেই কি তারা সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে? যখন সেটেলমেণ্ট রেকর্ড করা হলো তখন সেটেলমেণ্ট অফিসার বল্লেন বিবিধ স্বত্বের অধিকার পরে রেকর্ড করা হবে। এইভাবে তাদের সঙ্গে ধাপ্পাবাজী করা হলো। এই অধিকার না থাকলে বনজঙ্গল শেষ হয়ে যাবে। আপনারা গরুর গাড়ীর জন্যে কোথেকে কাঠের গুড়ি সাপ্লাই করবেন? আপনারা কি দণ্ডকারণ্য থেকে কাঠ নিয়ে আসবেন? আপনারা জনগণের সহযোগীতা চান, জাতীয় সম্পদ রক্ষা করতে চান, জনগণকে প্রতারনা করে তা রক্ষা করতে পারবেন না। আপনারা একদিনের জন্যে যে ছাড়পত্র দেন সেটা এক সপ্তাহের জন্যে করে দিন। কারণ দশ পনর মাইল দূরে তারা কাঠ কাট্‌তে যায় সেখানে যদি রাস্তায় গাড়ী খারাপ হয়ে যায় তাহলে রেঞ্জার্সকে ঘুষ দিয়ে আবার পারমিট নিতে হয়। এইভাবে ঘুষ চলে। সেজন্যে আমি দাবী করছি এক সপ্তাহের পারমিট্ দেয়া হউক। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Hemanta Kumar Ghosal :

যদিও আমার কাট্‌মোশান ছিলো আমি শুধু মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে কয়েকটা ইন্‌ফর্‌মেশান চাইছি।

Mr Speaker : This is not the time for putting question or asking for infornation.

5-55—6-5 p.m.]

The Hon'ble Hem Chandra Naskar :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সরোজবাবু এখন যা বল্‌লেন তিনি নাকি গভর্ণমেণ্টকে আগেই বলেছিলেন এবং প্রধান মন্ত্রীকেও নাকি জানানো হয়েছিলো। কিন্তু আমি এই প্রথম শুনলাম। তিনি যদি আগে আমাকে জানাতেন তাহলে আমি বাধিত হতাম।

প্রতিবছর আপনারা ঐ একই কথা বলেন এবং একই রকমের কাটমোশান দেন এবং সেগুলি যদি তুলনা করি তাহলে দেখব যে গত বছরের, এ বছরে এবং আসছে বছরে ঐ একই কাঠ-মোশান থাকবে। কাজেই আমি এ বিষয়ে খুব বেশী জোর দেবনা। মিহিরবাবু যে কথা বলেছেন তা আমি স্বীকার করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে জানাতে চাই যে নিশাপতিবাবু এ ব্যাপারে চিফ মিনিষ্টারের কাছে রিপোর্ট করেছেন এবং ডিপার্টমেণ্টাল এ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে এবং তিনিও জানতে পারবেন যে কি এ্যাকশন নেওয়া হয়েছে। এখানে এই যে ভদ্রলোক বল্লেন যে কাঠ পাচ্ছিনা তার উত্তরে জানাতে চাই যে একজন লোকের মাথায় যতটা ধরে ততটা সে নিতে পারে এবং তারজন্য মাসিক মাত্র চার আনা দিতে হয় অর্থাৎ দৈনিক প্রায় আধপয়সা লাগে। তবে যদি কখনও কখনও কেউ আনতে যায় তাহলে তার ১০ নয়া পয়সা লাগে কিন্তু মাসিক বন্দোবস্ত হলে ঐ মাত্র ৪ আনাই দিতে হয়। কিন্তু যারা দোকানদার তাঁরা আবার শুধু একবারই নয় ২।৩ বার করে দিনের মধ্যে পাতা নিয়ে এসে ব্যবসাদারদের দেয়, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও ঐ ৪ আনাই দিতে হয়। কাজেই বিবেচনা করে দেখুন যে আমরা লোকের সুবিধা করছি কি না। আমরা ১২৬টি জায়গায় ডিপো খুলেছি কিন্তু গিয়ে দেখুন একটি ডিপো থেকেও লোকে কাঠ নেয় না। কেননা অমনিই যদি পায় তাহলে এই ১০ আনা থেকে ১৪ আনা দিয়ে কেন কিনবে? আমার কাছে ঐ সব ডিপোর লিষ্ট আছে যদি কেউ চান তা হলে দিতে পারি। তারপর বলা হয়েছে যে আমরা খুব অত্যাচার করি। কিন্তু আমার কাছে ফিগার আছে তাতে দেখবেন যে আমাদের কয়েকজন ফরেষ্টার গত বছরে এবং এ বছরে খুব মার খেয়ে হাসপাতালে আছে অথচ তাঁরা কোন অত্যাচারই করেনি। আমি জিজ্ঞাসা করি যে আমাদের লোকেদের কি লোহার শরীর যে তাঁরা যা করবেন তাই শোভা পাবে? কতজন ফরেষ্টার মার খেয়েছেন তার ফিগার আমার কাছে আছে যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে দিতে পারি। মিহিরবাবু একজন জ্ঞানী লোক কাজেই যে কথা তিনি বলেছেন সে সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু বলতে চাইনা। তবে তিনি যদি এই লাল বইর ৭১ পাতা খোলেন তাহলেই দেখবেন যে গত বছর এবং এ বছর আমরা কত ব্যয় করেছি। গত বছরের এষ্টিমেট ছিল ৩৮ পারসেণ্ট আর এ বছরের হচ্ছে ৩২ পারসেণ্ট। আমাদের যদি ডেভেলপমেণ্টে ৫১ লক্ষ টাকা খরচ করতে না হত তাহলে ১০ লক্ষ আর ৫১ লক্ষ ধরলে কতটা বেশী হবে দেখুন। আমাদের সমস্ত খরচ খরচা বাদে ৫২ লক্ষ টাকা ফাইন্যান্স দিয়ে থাকে। মিহির বাবু যেটা বলছেন সেটা বোধ হয় উনি ওভারলুক করে গেছেন, কারণ ৭১ পাতা দেখলে উনি দেখতেন যে আমরা ৩৪ পারসেণ্ট খরচ করেছি ৯৪ পারসেণ্ট নয়। আমরা নর্থ বেঙ্গলে, বীরভূম, বাঁকুড়া ইত্যাদি জায়গায় বন সৃজন করার চেষ্টা করছি যাতে ভাল বন হয়। মাননীয় সদস্যরা আমাদের উপর ভার দিয়েছেন সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য। সুতরাং আমরা যে একধার থেকে কেটে সমস্ত সাফ করে দেব এটা ধারনা করা অন্যায়। আমরা কোন জেলায় কত বন করেছি সেই লিষ্টটা আপনাদের কাছে পড়ে শোনাচ্ছি—মেদিনীপুর ১২ হাজার ৯৭৫, বাঁকুড়া ৭ হাজার ৮৮৫, বীরভূম ৪ হাজার ৩৫৫, নদীয়া ২ হাজার ২৫০, মুর্শিদাবাদ ১ হাজার ৩৫০, ২৪ পরগণা সুন্দর বন ছাড়া—২ হাজার ৮০, বর্দ্ধমান ৪ হাজার ৬৫০, হুগলী ৭২০, মালদহ ২ হাজার ৩৫৫, ওয়েষ্ট দিনাজপুর ১ হাজার ৮৩০, পুরুলিয়া ৪৭০, দার্জিলিং ৩৯০, জলপাইগুড়ি ৬০০ এবং কুচবিহার ৬০। আমরা আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করছি যাতে ভাল বন সৃজন করতে পারি। এ ছাড়া কারুর যদি কোন অভিযোগ থাকে তাহলে

তিনি দয়া করে আমাকে বা আমার বিভাগকে বা স্মরজিৎ বাবুকে বা নিশাপতি বাবুকে জানালে আমরা নিশ্চই তার প্রতিকার করবো। এই কথা বলে আমি সমস্ত কাট মোশান অপোজ করছি এবং আমার মোশান গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি।

Mr. Speaker : All the cut motions except Nos. 3 and 30 are are put to vote. Divisions are wanted on Nos. 3 and 30.

The motion of Shri Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10 Forest' be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10- Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Mangru Bhagat that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10 - Forest" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10- Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Haran Chandra Mondal that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Chaitan Majhi that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Roy that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs.100, was then put and lost.

The motion of Shri Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100,was then put and lost.

[6-5—6-15 p. m.]

The motion of Shri Turku Hansda that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100/- was then put and a division taken with the following result : —

NOES—96

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chaudhury, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hansda, Shri Jamadar
Hazra, Shri Parbati
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Umesh Chandra
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi

Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md

AYES—53

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Subodh
Banerjee, Shri Suresh Chandra
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Profulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mitra, Shri Satkari
Mondal, Shri Amarendra
Mondal, Shri Haran Chandra

Mukherji, Shri Bankim
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 53 and the Noes 96, the motion was lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Ghosal that the demand of Rs. 1,28,97,000 for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result :—

NOES—95

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C.L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhyay, Shri Satyendra Prasanna
Chaudhury, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Gurung , Shri Narbahadur
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hazra, Shri Parbati
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath

Mandal, Shri Umesh Chandra
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—55

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad

Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Biioy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mitra, Shri Satkari
Mondal, Shri Amarendra
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Roy, Shri Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 55 and the Noes 95, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Hem Chandra Naskar that a sum of Rs. 1,28,-97 000 be granted for expenditure under Grant No. 5, Major Head "10—Forest" was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 15

Major Head : 27—Administration of Justice

The Hon'ble Iswar Das Jalan : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 89,85,000 be granted for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice".

Sir, I need not take the time of the House at this stage. I will await the observations to be made by the honourable members and then I will reply to them.

Mr. Speaker : All the cut motions are in order and they are taken as moved.

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15 Major Head "27—Administration of Justice" be reducod by Rs. 100.

Shri Narayan Chobey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Adminisnration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Maji : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Shri Phakir Chandra Ray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Shri Renupada Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Shri Sisir Kumar Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Shri Bankim Mukherjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Shri Shaik Abdulla Farooquie: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs, 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Shri Gopal Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra : Sir. I beg to move that the demand of Rs. 89,85 000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Shrimati Labanya Prava Ghosh : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Shri Pravash Chandra Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Herd "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mullick Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Shri Tarapada Dey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100.

Shri Bankim Mukherjee :

সভামুখ্য মহাশয়, আমার প্রথম বক্তব্য এই যে মন্ত্রীমহাশয় অত্যন্ত অল্প টাকা চেয়েছেন, আরো কিছু বেশী টাকা তাঁকে চাইতে হবে। তার কারণ হচ্ছে কয়েক বৎসর ধরে আমরা এটা বলছি যে হাইকোর্টের যাঁরা কর্মচারী তাঁদের মাইনে প্রভৃতি যদি তুলনা করা হয় বাংলা-গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীদের সঙ্গে তাহলেপর দেখা যায় যে তাঁরা খুব অল্প বেতন পান যদিও যোগ্যতায় তাঁরা কমতো নয়ই, বরং অনেক সময় সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীদের চেয়ে বেশী যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের সেখানে দরকার হয় আপার ডিভিশন গ্রেডে এবং হাইকোর্টের আপার ডিভিশনের গ্রেড হচ্ছে ১৫০-৬-২১০ টাকা এবং সেক্রেটারিয়েটের হচ্ছে ১৫০-১০-৩৭০-১৫-৪০০ টাকা পর্যন্ত। কাজেই দেখা যাচ্ছে শেষ পেটা প্রায় ডবল সেক্রেটারীয়েটের আপার ডিভিশনের, হাইকোর্টের আপার ডিভিশনের চেয়ে অথচ তাঁরা একই সরকারের কর্মচারী, একই পাব্লিক সার্ভিস কমিশন মারফৎ তাঁরা নিযুক্ত হন এবং তাঁদের

কোয়ালিফিকেশনও কিছু কম নয়। একথাটা শুধু এই নূতন হাউসে নয়; পুরাতন হাউস যখন ছিল—আগের নির্বাচনের পূর্বে তখন থেকে একথাটা প্রায় প্রত্যেক বছর আমি বলে এসেছি এবং বলা হয়েছে যে বিবেচনা করা হবে, ইত্যাদি। শেষ বৎসরে এটা বলা হয়েছিল যে চীফ্ জাষ্টিস্ রেকমেণ্ড করলে পর হবে। আমি যতদুর খবর পেয়েছি এ বছরের বোধহয় ৭ই জানুয়ারী বা এইরকম সময়ে চীফ জাষ্টিস রেকমেণ্ড করেছেন যে হাইকোর্টের লোয়ার ডিভিশন এবং আপার ডিভিশন তাঁদের মাইনা ভাতা প্রভৃতি ব্যাপারে সেইরকম সুযোগ সুবিধা দেয়া হোক যেরকম গভর্ণমেণ্টের অন্যান্য সেক্রেটারিয়েট বা এ্যাসেম্বলী কর্মচারীদের দেয়া হয়। সেদিক থেকে তিনি রেকমেণ্ড করেছেন—এবার আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে থেকে শুনতে চাই যে তিনি বাজেট রচনাকালে এবিষয়ে কোন চিন্তা করছেন কিনা? যদি না করে থাকেন তাহলে খুব তাড়াতাড়ি চিন্তা করুন এবং এই বাজেটে না কুলালে পর সাপ্লিমেণ্টারী গ্রাণ্ট নিয়ে রাখুন—এবছরের ভেতর যেন এটা করা হয়, এই হোল আমার একটা বক্তব্য। আমার দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে একটা যে পে কমিটি করা হয়েছে সরকারের সমস্ত কর্মচারীদের সম্বন্ধে সেই পে কমিটির আওতায় কি হাইকোর্টের কর্মচারীরা আসেন না? যদি আসেন তাহলে পর আমি বলবো যে তাঁদের যে একটা এমপ্লয়ীজ এ্যাসোসিয়েশান আছে সেটা রেকগনাইজড এ্যাসোসিয়েশান তাঁদের কাছে কোন কোয়েশ্চেনার পাঠানো হয়নি—তাঁদের যাতে সেটা পাঠানো হয়—আশা করি মন্ত্রীমহাশয় সে' বিষয়ে ব্যবস্থা করবেন। তারপর আর একটা জিনিষ হচ্ছে যে এখানে কিছু কিছু লোকের হাউস রেণ্ট কেটে নেয়া হয়—যখন আগেও লিভ উইদাউট মেডিক্যাল সার্টিফিকেট নেন। সিক লিভের জন্য কাটা হয় না কিন্তু এছাড়া যেসমস্ত লিভ তাঁদের পাওনা আছে সেই লিভ নেবার সময় হাউস রেণ্ট কেটে নেওয়া হয় সেটা অন্যান্য জায়গায় সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কাটা হয় না। আমি আশা করি এবিষয়ে কোনরকম তারতম্য রাখবেন না এবং সরকারের অন্যান্য বিভাগের কর্মচারীরা যেসমস্ত সুখ সুবিধা পান হাইকোর্টের কর্মচারীদেরও সেইসমস্ত সুখসুবিধা দেবেন। আমি যেকটি কথা এখানে উল্লেখ করলাম সেগুলি খুবই যুক্তিযুক্ত এবং সেগুলি না দেয়া সম্বন্ধে কোন যুক্তি থাকতে পারে বলে আমি মনে করিনা। তারপরে আমার কথা হচ্ছে টাইপিষ্টদের ব্যাপার—একবছর এই টাইপিষ্টদের সম্বন্ধে আমি দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম এই হাউসে। বারবার বলা হচ্ছে যে এঁদের একটা রেগুলার এষ্টাব্লিসমেণ্টে নেয়া হোক এবং এঁদের মাহিনা, ভাতা, গ্রেড প্রভৃতি ঠিক করে দেয়া হোক। তার উপর যদি পিস রেট সিষ্টেম রাখতে চান কাজে কমবেশীর জন্য তাহলে সেটা আলাদাভাবে করুন ওভারটাইমের মত কিন্তু রেগুলার এষ্টাব্লিসমেণ্টে এঁদের নেয়া হোক। এতদিন ধরে আমরা এটা বলে আসছি কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত তাঁরা ভাবছেন যে টাইপিষ্টদের এতে ভাল হবে কি মন্দ হবে।

Mr. Speaker : They are called copyists and not typists.

[6-15—6-25 p.m.]

Shri Bankim Mukherjee :

হ্যাঁ, কপিষ্ট বলা হয় এবং একসট্রা টাইপিষ্টও বলা হয়—এঁদের কোনরকম একটা রেগুলার এষ্টাব্লিসমেণ্ট প্রভৃতি নেই। এঁরা নিজেদের বলেন একসট্রা টাইপিষ্ট কিন্তু সত্যসত্যই এঁরা কপিষ্ট। এঁদের পার ফলিও দেয়া হয় প্রি ওয়ার লেভেলে এক আনা তিন পাই ৯০ ওয়ার্ডস-এ সেই রেটে দেয়া হয়। এবিষয় মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে আমার বক্তব্য হল

এতে তাঁদের ভাল হবে কি মন্দ হবে সেটা চিন্তার বিষয় নয়। তাঁরা যখন চাচ্ছেন তখন মন্ত্রীমহাশয়ের পক্ষ থেকে, সরকারের পক্ষ থেকে তাদের ভাল হবে কি, না হবে সেবিষয় চিন্তা করে সময় নষ্ট না করে, যত শীঘ্র সম্ভব তাদের জন্য চেষ্টা করা উচিত বলে আমি মনে করি। এটা শুধু বাংলাদেশের হাইকোর্টে নয়, এটা অন্যান্য সমস্ত জায়গার কোর্টে কপিষ্টদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং এদের বিষয় আর বেশী দেরী করবেন না। অনেকবার এবিষয় আলোচনা হয়েছিল তিনি এবিষয় কিছু আশ্বাসও দিয়েছিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছু হয়ে উঠেনি। বিভিন্ন কোর্টে বিশেষ করে হাইকোর্ট সংক্রান্ত ব্যাপারে এই জিনিষ হয়। এই বিভাগে নূতন মন্ত্রী মহাশয় আসবার পর কিছু নূতনত্ব হয়েছে বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। অর্থাৎ বরাবর যেসমস্ত অভিযোগ জেলা আদালতে আছে, বিশেষ করে নিম্ন আদালতে যে ঘুষের প্রথা আছে, তা বন্ধ হয়নি। এর ফলে দেখা যায় সর্ব্বত্র মামলাকে দীর্ঘ করা হয় পেশকারকে ঘুষ দিয়ে। আজও কাউকে জামিনে খালাস পেতে হলে পর সেখানে সিপাহী থেকে আরম্ভ করে উপরতলা পর্য্যন্ত সকলকে কিছু ঘুষ দিতে হয়। এবং সেখানে একটা রেট্ বাঁধা আছে, সেই রেট্ অনুযায়ী যদি ঘুষ দেওয়া না হয়, তাহলে তার বেল হওয়া সত্ত্বেও, অন্তত একদিনও তাকে জেল হাজতে রেখে দিতে পারে। এই কৃতিত্ব তাঁদের আছে। জানি এটা খুব কঠিন কাজ; কিন্তু মন্ত্রীমহাশয়ের দায়িত্বটা এই বিভাগ সম্পর্কে অন্যান্য বিভাগের চেয়ে অনেক কম। অর্থাৎ অন্যান্য বিভাগের মন্ত্রীমহাশয়কে যেমন প্রচুর কাজ করতে হয়, এই বিভাগের মন্ত্রীমহাশয়কে সেরকমভাবে খাটতে হয় না। অবশ্য ওঁর অন্যান্য বিভাগের কাজও আছে। কিন্তু এই বিভাগে তিনি বিশেষভাবে নজর দিতে পারেন কিনা? যেখানে উৎকোচ নেওয়ার একটা প্রথা দাঁড়িয়ে গিয়েছে সেটা তিনি বন্ধ করতে পারেন কিনা? শুধু কলকাতার কোর্টে নয়, মফঃস্বলের কোর্টেও সেখানে জামিন দিতে হলে কতকগুলি উকিল, মোক্তার, ল-ইয়ারসদের নাম প্যানেলে রাখা হয়েছে; তাদের দ্বারা না হলে কোন লোকের জামিন হয় না এবং তাঁদের জন্য একটা রেট বাঁধা আছে। আমি একটি কেসের ব্যাপার জানি—চাপা দেবার অপরাধে একজন মোটর ড্রাইভারকে দুহাজার টাকা কোর্টে জামিন দেওয়া হয়। তারা যদি এর ফাইভ পার্সেন্ট করেও পায়, তাহলে প্রত্যেকের ভাগে কত পড়ে সেটা একটু চিন্তা করে দেখুন। তারপর সে এ্যাপিল করাতে জজের কোর্টে তার জামিনের পরিমান কমিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তখন আবার তাঁরা ল-ইয়ারর্সদের বললেন এই টাকার উপর তাদের পারসেন্টেজ না দিলে তাঁরা কেউ জামিনে দাঁড়াবেন না। যদি কোন সমৃদ্ধশালী, বিত্তবান লোক এসে জামিনের জন্য দাঁড়ায়, তাহলেও সেখানে আইডেন্টিফাই করাতে অসুবিধা আছে। উকিল সহজে সেখানে যাবেন না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না, তাঁকে একটা ফি দেওয়া হচ্ছে। মফঃস্বল কোর্টে লোকেরা কেন এইভাবে হয়রানী হবে? আইনে অবশ্য কোন বাধা নেই, কিন্তু কেন এই প্র্যাকটিস রাখা হয়েছে। আমি জানি মফঃস্বলের অনেক উকিল এইভাবে জীবিকা অর্জ্জন করে থাকেন, এবং তাতে হয়ত অনেক আসামীরও সুবিধা হয়, যাদের বন্ধুবান্ধব নেই তাদের পক্ষে জামিনে দাঁড়াবার জন্য। কিন্তু যাঁদের বন্ধুবান্ধব আছে, যাঁরা জামিনে দাঁড়াতে চান, সেখানে যেন এইরকম নীতি অনুসরণ করা না হয়। কোর্টের কাছে এসম্বন্ধে একটা নির্দ্দেশ দিয়ে রাখুন, এইটাই হল আমার একটা বিশেষ অনুরোধ।

তারপর সিটি সিভিল কোর্টের বেলায় কতকগুলি জিনিষ দেখা যায়।

তফাৎটা কি হচ্ছে, অন্যান্য জায়গায় মুন্সেফ, সাব-জজরাই এটা করে থাকেন। এই সমস্ত কেসএর এ্যাপিল করলে ডিষ্ট্রীক্ট জজ এর কাছে হওয়া উচিত। সিটি সিভিল কোর্টএ ডিষ্ট্রীক্ট জজদের দিয়ে না করিয়ে মুন্সেফ কিংবা সাব জজ দিয়ে করালে অর্থাৎ কম বেতনের লোক দিয়ে করালে অযথা গভর্ণমেণ্ট এর খরচ হয় না। কাজেই দুহাজার পর্য্যন্ত স্মল কজ কোর্টে হোক এবং বিচার মুন্সেফ কিংবা সাব জজ দিয়ে করা হোক্ তাহলে খরচ কম হয়। দ্বিতীয়তঃ হাইকোর্টে কেস গেলে ২।৩ বছর পরে রইল কিংবা ডাইরেক্ট যদি সেখানে কেস করা হয় তাহলে অনেক লোকের অসুবিধা হয় এই সমস্ত বিবেচনা করে দুহাজার পর্য্যন্ত মামলা সিটি সিভিল কোর্টে, স্মল কজ কোর্টে সাব-জজ বা মুন্সেফ দিয়ে করা হোক্। আমি কার্য্য সংস্কারের কথাই মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে উত্থাপন করলাম।

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, the Hon'ble Minister has not given us any reaction of his own with regard to this subject. He has only desired to listen to ours. The position is this, This is a very important subject and out of the total period of sixteen days for voting on demands only one hour has been allotted to this subject. This is the way in which the present Executive of the country is dealing with the Judiciary. Sir, under the Constitution judiciary is the only instrument for the preservation of the rights of the people and of the citizens. Sir, one thing that the Britishers have given to this country is a strong, independent and incorruptible judiciary, but since the time of independence this executive of the present day is trying to eneroaoh upon the field of judiary and is trying to make it subservient. I have got no time. I shall only give a few instances. You have all known how judicial processes were being hampered or tampered with in the case of Nanavati, in the case of Krishnamachari and in the Berubari matter, and for the purpose of keeping up the honour of the Prime Minister the Constitution is going to be amended by ceding some portion of the territory to the other State. I shall not quote my own language. I shall only read a few sentences from the recent Law Commission Report which has reacted very strongly against the attitude of the present Government. Sir, I am speaking from Volume I of the Law Commission Report, Paragraph 8. "Most universal chorus of comments is that the selections of Judges are unsatisfactory and that they have been induced by the executive influence. It has been said that these selections appear to have been proceeded on no reasonable principle and seem to have been made out of consideration of political expediency and regional and communal sentiments. Some of the members of the Bar appointed to the Bench did not occupy the front rank in the profession either in the matter of legal acumen or of the volume of their practice in the bar". With regard to the achievement of our Chief Minister as to how he has influenced the appointment of two High Court Judges that has been stated in the Law Commission Report at page 70 paragraph 10 which runs thus : "some of the persons appointed have not however been persons recommended by the Chief Justice of the High Court. We were informed that two of the appointments of Judgeship in the High Court of Calcutta had been made in recent years against the recommendation of the Chief

Justice of the High Court". Then you will see how the Chief Minister interfered at page 72, paragraph 14. "Now the Governor has to be guided by the Minister and it is usually felt that now-a-days the Chief Minister thinks that it is his privilege to distribute patronage and that his recommendation should be the determining factor. The voice of the Chief Justice is not half as effective as in the past. Sir, in Paragraph 15 you will see how the matter of canvasing for the appointment of judgeship of the High Court is being pursued.

[6-25—6-35 p.m.]

In this way at the time of appointment this intervention goes on. I ask the Hon'ble the Judicial Minister to make a statement before the House as to how District Judges have retired during the last ten years and how may of them have been re-employed. I know, Sir, that more than 90 p.c. have been re-employed. Sir, these District Judges and High Court Judges are the custodian of the peoples' rights and freedom and if an allurement is held up before them that after retirement they will again be re-employed, naturally they will learn towards Government. After all they are human beings and if this inducement is held up before them it is very difficult to resist that temptation and so naturally they are prone to the executives. So, in this way by stages the executive is taking the position of the judiciary making judicial service subservient and thereby taking away the constitutional right granted to the people.

Then there is another matter. We have three courts here. The Original Side of the High Court, City Civil Court and the Presidency Small Causes Court. I have stated in the past that District Judge, Additional District Judge, Subordinate Judge and the Munsif's Court these are sufficient and they can cover all the jurisdiction. They can deal with any matter and so there is no use for all these three Courts.

Then I would say something about the court fees in the mofussil courts whereas rich people in Calcutta get the benefit of the highest trial courts without having to pay any court fees.

Then as regards the efficiency bar among the Judicial Service, I think there should be efficiency bar in the Higher Judicial Service. All men in the Judicial Service retire as District Judge that is the present position but I think at every stage there should be efficiency bar, namely, from Munsif a person must pass through efficiency bar to become a Subordinate Judge, so also from Subordinate Judge to District Judge and from District Judge to High Court judgeship.

Then I would say something about the criminal cases in mofussil. Sir, these cases are not properly looked after because sometimes the Sub-Inspectors are appointed as Police Prosecutors. So I would suggest that not only all the judges but also persons who are in charge of public affairs, the Advocate-General, the Standing Counsel, Government Pleaders should be appointed as Public Prosecutors and all should be appointed only on the question of merit and no patronage, on party affilliation should stand in the way.

Then as regards the panchayats—they have been given the power to decide. This is a very reprehensible thing. These persons come through election and when there is a case between two cotending parties how can they be unbiassed when they have come through election. It is natural that they would be prone to either of the parties. Therefore I would say that this should be discontinued.

About the retiring age of the judges, I may suggest that you may extend the time from 55 to 58 but do not appoint a person who has held a judicial position to some other position. Sir, in this way new persons are not geting a chance and the old persons are employed in one position or another. Under Articles 310 and 311 these officers work retirement and they formally remain Government servants but really they remain as servants of the Minister because, Sir, they shall have to act according to the wishes of the Minister and not of the Government and they know that their service depends only upon the wishes of the Minister and that his pleasure will only cnunt. Therefore, through they may be honest, their honesty is challenged and cannot remain because they are given chance only for a few years. You know, Sir, the Supreme Court Judges retire at the age of 65 yesrs but the Tribunal Judges have been given a lease of life for 65 years 6 months—at their sweet will they can extend the period and remain for 6 months more—for which you have had legislation only some time ago. With regard to this, Sir, I would mention one of case corruption in Burdwan.

[At this stage the red light was lit]

Sir, one District Magistrate, Mr. Ghosal, was doing immense harm in Burdwan. I would request the Hon'ble Minister to transfer him from that position and to hold an enquiry into his deeds.

Shri Apurba Lal Majumdar :

মিষ্টার স্পীকার স্যার, সংবিধানের ৫০নং ধারায় জুডিসিয়ারিকে এক্সিকিউটিভ থেকে আলাদা করে দেবার নির্দ্দেশ দেওয়া সত্বেও, দুঃখের সঙ্গে দেখছি, আজ পর্য্যন্ত সরকারের তরফ থেকে এর বাস্তব রূপ দেবার ব্যবস্থা হয়নি। সেখানে আমাদের ফাণ্ডামেণ্টাল রাইট এ এই গ্যারাণ্টি দেওয়া আছে

Strong and impartial Judiciary

এবং এই

Strong and impartial Judiciary

করবার জন্য এই হাউস এর মধ্যে প্রতি বছর বার বার আমরা জুডিসিয়ারিকে এক্সিকিউটিভ্ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেবার জন্য আমাদের বক্তব্য রেখেছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তা বাস্তব রূপ নেয়নি। তার পরিবর্ত্তে আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি জুডিসিয়ারিকে ষ্ট্রং ও ইম্পারসিয়াল করার জন্য যা প্রয়োজন, তার পরিবর্ত্তে রিটায়ার্ড জাজ এবং ম্যাজিষ্ট্রেট যারা সুপার এন্যুয়েটেড, তাদের এনে এই সমস্ত ডিপার্টমেণ্ট ভর্ত্তি করা হচ্ছে। আমি প্রসঙ্গক্রমে উদাহরণস্বরূপ হাওড়ার কথা বলছি। সেখানে যে সব ফাষ্ট ক্লাস পাওয়ার ম্যাজিষ্টেট যিনি

ক্রিমিন্যাল ট্রায়াল ইন্‌চার্জ তার চারজন ম্যাজিষ্ট্রেটই সুপার্‌এনুয়েটেড। এই চারজন, স্পীকার মহোদয়, আপনার অভিজ্ঞতা আছে এই সম্পর্কে, তাদের মধ্যে আমি এক এক জনের নাম করে বলছি, শ্রী এস, এন, দাশগুপ্ত, ৩ বৎসর পর পর এর এক্সটেন্‌সন এ্যালাও করেছেন, তার কনভিকশন রেট যদি দেখেন তাহলে দেখবেন ৯০ পারসেণ্ট। শ্রী আর, এন, সান্যাল, রেলওয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁর কনভিকশন রেট হচ্ছে ৯৯ পার সেণ্ট ইন্‌ রেলওয়ে কেসেস। তার পর শ্রী টি, সি, ঘোষ। ৩০০ জি, আর, কেসের মধ্যে ৩০০ টিই কনভিকটেড। একটা মাত্র এ্যাকুইটল কেস। এই হল বর্ত্তমান অবস্থা। আমি এই সম্পর্কে একটা কেসের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Malipanchghara case dated 31.8.58

এখানেও ইনডিপেনডেণ্ট জুডিসিয়ারীর কতখানি অভাব তা আমরা দেখতে পারি। ৬।২।৫৯ তারিখে ইনভেষ্টিগেটিং অফিসারকে বললেন এক্সপিডাইট করার জন্য। ১৫।৯।৫৯ তারিখে ম্যাজিষ্ট্রেট তাকে বললেন লে লাষ্ট চান্স দেওয়া হল

final report, 3 charge sheet

না দিলে এরপর কেস ডিসচার্জ করা হবে। কিন্তু তারপর রিপোর্ট দেওয়া হল

I. O. to expedite, Investigating officer to furnish charge sheet by date fixed, otherwise accused will be discharged.

তারপর বলছেন রিপোর্ট পাওয়া গেল না

let prosecutionge one more day only.

তারপরও রিপোর্ট পাওয়া গেল না, ইনভেষ্টিগেটিং অফিসার বললেন

time allowed to 29.1.60. I. O. must expedite.

তাতেও কিছু হল না আবার সময় চাওয়া হল, তখন লিখলেন

Why I. O. is again praying for date after his prayer for previous date—on receipt of his report necessary orders will be passed.

[6-35—6-45 p.m.]

তার পরের তারিখেও রিপোর্ট এল না, তখন তিনি লিখলেন

As investigation is going to be completed within a month for another month's adjournment is allowed. There will be no further date.

এ্যাডজার্নমেণ্ট হয়ে গেল, কিন্তু তার পরের তারিখেও কোন রিপোর্ট এল না। তখন তিনি লিখলেন

"Adjournment I. O. will complete investigation and will not pray any more adjournment."

তারপরে তাকে লাষ্ট চান্স দেওয়া হল ১৫.৫.৫৯এ। কি আশ্চর্য্যের বিষয় আজ পর্য্যন্ত রিপোর্ট আবার আসেনি। তার কারণ হচ্ছে এই ভদ্রলোক

Superanuated. Independent judiciary express

তিনি করতে পারেন না।

He is afraid of the Executive power.

তিনি ভয় পান যদি টাইম না দেই তাহলে পরের বছর ভাল রিপোর্ট না গেলে এক্সটেনশন মিলবে না। নিজেই যখন ফার্দার টাইম এ আছেন তখন পুলিশকে ফার্দার টাইম দেবেন না কেন। সেইজন্য আই, ও-কে টাইম দিতেই হবে। আমরা কোথায় চলেছি, স্যার আপনি জানেন যে

West Bengal premises Rent Control Act

সাতাশ নম্বর সেকশনে আছে তিন মাসের মধ্যে কেস শেষ করতে হবে। কিন্তু আমরা জানি তুই বৎসর ধরে

peremptory hearing date after date

পড়ে যাচ্ছে। হাওড়াতে এ রকম বহু কেস আছে। কাজেই বলা হয় যে

Rent control case cheap

ও স্পিডি ট্রায়াল করতে হবে আমরা জানি চীপও নয় এবং স্পিডি ট্রায়ালও করা হয় না।

Impartial strong judiciary

নাই। একজি বিউটিভ নিজের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে আজকে তারা জুডিসিয়ারীকে

weak vacillating corrupt dishonest

করে তুলছে। এই সব ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে এর বেশী আমরা আর কি আশা করতে পারি। আজ বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ কোথায়? সেই জন্য আমি অনুরোধ করছি ইনডিসিয়ারীক ইন-ডিপেনডেণ্ট করুন। এই সমস্ত সুপারএন্যুয়েটেড ম্যাজিষ্ট্রেটকে ঝেটিয়ে বিদায় করুন। আজ কি কোর্টকে করাপশানএর উর্দ্ধে রাখা যায় না? এখানে সমস্ত চালু রেট আছে যে হাজিরা চার আনা, মুন্সেফ হলে পাঁচ আনা, সাবরনেট জজ হলে সাড়ে দশ আনা, ডিষ্ট্রিক্ট জজ হলে পাঁচ সিকে, এ্যাডজার্নমেণ্টএর জন্যে পাঁচ সিকে আর একটু বেশী টাইম নিতে হলে তুটাকা দিতে হয়। আজকে করাপশান বন্ধে রন্ধে। এ না হলে কোন কাজই হয়না। সেজন্যে বলছি এমন জুডিসিয়াল অফিসার নিযুক্ত করুন যাদের ইন্ডিপেণ্ডেণ্ট স্প্রিট আছে এবং স্পিড ট্রায়াল এর ব্যবস্থা করুন। ভাল জজ নিয়ে আসুন তা না হলে

Fundamental rights 3 leberty is at stake.

Shri Tarapada Chaudhuri:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকের আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকে অনেক কথা বলেছেন, তবে আমি একটা কথা বলতে চাই যে, আমরা সকলেই জানি আদালতে প্রত্যেকটি দপ্তরে ৪।৬।৮ আনা করে রেট বাঁধা আছে এবং কেন লোকে এই পয়সা দেয় তার কারণ অনুসন্ধান করা দরকার। আমাদের সিভিল কোর্ট ম্যানুয়ালে ইন্সপেকশন ফি এর জন্য হাইকোর্টের অর্ডার আছে কিন্তু যদি কথায় কথায় দরখাস্ত দিতে হলে ১২ আনা করে পয়সা লাগে তাহলে মক্কেলদের বারোটা বেজে যাবে। আমরা দেখেছি যদি কোন মুন্সেফ আসে এবং সে যদি খুব ষ্ট্রিক্টও হয় তাহলেও সেখানে ঐ রেকর্ড ইন্সপেকশন করতে ১২ আনা পয়সা লাগে, এবং এই অবস্থার ফলে উকিলদের পক্ষে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। মুন্সেফকে দিয়ে কোন

অর্ডার এনফোর্স করাতে গেলেও যখন রেট বেড়ে যায় তখন আমি বলব যে জুডিসিয়াল এ্যাড— মিনিষ্ট্রেশনকে ভাল করা দরকার এবং তারজন্য ২টি জিনিষের দিকে নজর দিতে হবে। প্রথম কথা হল যে এটা ভয়ানক এক্সপেনসিভ সিষ্টেম অর্থাৎ হেভি কোর্ট ফি দিয়ে লোককে আসতে হয়। কাজেই সার্কুলার অর্ডার ইন্সপেকশনের যে সমস্ত বিধান আছে সেই রকম রুলস এ্যাণ্ড রেগুলেশনগুলি যদি রিল্যাক্স করা যায় যাতে উকিলরা অপরচুনিটি পায় এবং তাঁদের ক্লিন্সি সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে এর গতিরোধ হতে পারে। আমি কালনা সাবডিভিশন্যাল কোর্টে প্র্যাকটিস করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তাতে দেখছি যে কেরাণীদের দৈনিক ১২।১৪ ঘণ্টা করে কাজ করতে হয় এবং একজন গ্রাজুয়েট মাত্র ৭০।৮০।৯০ টাকা মাইনে পায়। আমি জিজ্ঞাসা করি যে এই মাইনেতে কি কোন লোকের চলা সম্ভব? কাজেই আমার মতে এদের পে কণ্ডিশন ভাল করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এই সভায় অনেকে অনেক বিষয় ওকালতি করেন কিন্তু এই লোকগুলোর পক্ষে দৈনিক ১২।১৪ ঘণ্টা করে কাজ করা যে সম্ভব নয় সে বিষয়ে কেউ কিছু বলেন না। তারপর আমি বলব

I am amazed at the moderation of the corruption.

কিন্তু এই করাপশন সম্বন্ধে দেখছি যে এটা আন এ্যাভয়েডেবল কারণ যদি তাঁদের পে স্কেল না বাড়ান এবং তাঁদের সিষ্টেম পাল্টাতে না চান তাহলে এইসব জিনিষ চলবেই, বরং তাঁরা যে ২।৪ আনায় সন্তুষ্ট থাকে এজন্য তাঁদের আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। তবে একথা আমি আবারও বলব

I am amazed at the moderation.

আজকে দেশে যে অবস্থা এসেছে এবং নানারকম প্লানিং, ডেভেলপমেণ্ট এ্যাণ্ড অল দ্যাট এবং এ ছাড়া

expansion of activities in different sectors

যা' চলেছে তারজন্য নানারকম আইন প্রণয়ন হয়েছে। এছাড়া ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপুট অ্যাক্ট, কণ্ট্রোল আইন এবং অন্যান্য আইন হওয়ার ফলে আজকাল কেসের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেছে। কিন্তু সেই কেস ডিসপোসালের জন্য বিচার বিভাগে যাদের রাখা হয়েছে তাদের পক্ষে আজ এটা অসম্ভব হয়ে পড়েছে

to cape with the business.

ভলিউম অব বিজিনেস এত বেড়ে গেছে যারজন্য আজ ডিসপোসাল কম হচ্ছে। সিটি সিভিল কোর্টে গিয়ে দেখুন সেখানে ২।৪ বছর ধরে এক একটি মামলা পড়ে আছে, এবং তার কারণ হচ্ছে যে নাম্বার অব কেসেস এত বেশী হচ্ছে যে তাঁরা আর কুলিয়ে উঠতে পারছেনা। এ প্রসঙ্গে আমি আর একটা কথা বলব যে সম্প্রতি একটা প্রস্তাব হয়েছে যে সিটি সিভিল কোর্ট, স্মল কেসেস কোর্ট এবং রেণ্ট কণ্ট্রোল কোর্ট এই সবগুলিকে নিয়ে এক জায়গায় একটা বিল্ডিং করা হবে। আমি মাননীয় বিচারমন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে একবার গিয়ে তিনি সেই বিল্ডিংটা দেখে আসুন যে সেটা আদালত বসবার মত উপযুক্ত জায়গা কি না। সে বিল্ডিং-এর চারিদিকে রুদ্ধদ্বার এবং এমনকি দিনের বেলাতেও আলো জ্বালাতে হয়। তারপর স্মল কেসেস কোর্ট এবং সিটি সিভিল কোর্টের বার লাইব্রেরীতে এত লোকের জায়গা হতে পারেনা এবং সেখানে কোর্টে লিটিগ্যাণ্ট পাবলিকের দাঁড়াবার জায়গা পর্য্যন্ত নেই। কাজেই

আজ আমি মাননীয় বিচার মন্ত্রীকে সেই কোর্ট দেখে আসতে অনুরোধ করব এবং তারপর সেখানকার বার লাইব্রেরী এবং লিটিগ্যাণ্টদের বসবার জায়গা সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করে একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলব। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[6-45—6-55]

Shrimati Labanya Prova Ghosh :

বিচার বিভাগও যে আজ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও পুলিশী স্বৈরাচারের সহযোগিতায় জোগান দিচ্ছে—আজ আমাদের কাছে তার প্রমাণের অভাব নেই। কংগ্রেসী শাসনের সহায়করূপে পুলিশ যেসব রাজনৈতিক দমনের কাজ পরিচালনা করছে তার উদ্দেশ্যে যেসব মিথ্যে মামলার সৃষ্টি করছে সেগুলি অপ্রমাণিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলিকেই আবার অজুহাতরূপে গ্রহণ করে উপর্য্যুপরি ১০৭ এর মামলা করে যাবার ব্যর্থ ষড়যন্ত্রের ভূমিকাও বিচার বিভাগকে নিতে হয়েছে। এর বহু প্রমাণ আমাদের জেলায় আজ আছে। এবং হাইকোর্টের দপ্তরেও তা আছে।

বিচার বিভাগীয় ষড়যন্ত্রের একটি সাম্প্রতিক ঘটনার কথা বলি। আমাদেব জেলায় পাড়া থানায় সাম্প্রতিক কতকগুলি পুলিশী স্বৈরাচারের ঘটনা ঘটে। সেই সূত্রে লোকসেবক সংঘের জনৈক সহায়ক কর্মীর ওপর ১১০ ধারার মামলা হয়।

প্রাথমিক পর্য্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কতকগুলি বেআইনী আচরণ ও ব্যবস্থাব মাধ্যমে তার জামিনের আবেদন উপেক্ষা করেন। এবং সেই সম্পর্কে এমন কতকগুলি নির্দ্দেশ প্রদান করেন যার মধ্যে আইনজ্ঞানের কোন পরিচয় নেই।

এই অন্যায় নির্দ্দেশ ও ব্যবস্থাগুলি কোর্টের রেকর্ডপত্রে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। পরে কর্তৃপক্ষ যখন নিজেদের মধ্যে আলোচনায়, নিজেদের এই হটকরিতা ও ভুল উপলব্ধি করেন এবং বোঝেন যে, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে জাতি হতে গিয়ে নিজেদের অসাবধানতা ও বুদ্ধির অভাবে তাঁরা কাগজপত্রে জড়িত হয়ে গেছেন তখন তাঁরা আগের রেকর্ডপত্র বেআইনীভাবে রূপান্তরিত করতে থাকেন, কিন্তু তাঁদের ধারণা ছিল না যে, প্রতিদিনকার রেকর্ড এগুলিরই সঙ্গে সঙ্গে অনুমোদিত নকল নেওয়া হয়ে গেছে। অবিকৃত, রূপান্তরিত সব নকলগুলি একত্রিত হয়ে আজ বিচার বিভাগের এই আইন বিরোধী কাজের, এই অবাঞ্ছিত ষড়যন্ত্রের এই অপরাধমূলক প্রতারণার প্রমাণ উদ্ঘাটন করছে। বিচার বিভাগ সকল রকম অন্যায়ের উর্দ্ধে থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে উৎপীড়িতকে রক্ষার জন্য সুবিচার করবে এই তার কাছে সকলের আশা; কিন্তু সেই বিচার বিভাগই যদি দূষিত হয় তবে দাঁড়াবার জায়গা থাকবে কোথায়?

শাসন বিভাগের কাজই আজ হয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বের মধ্যে জড়িত হওয়া—এই শাসন বিভাগের সঙ্গে বিচার বিভাগকে জড়িত করে অবস্থাকে আরো জটিল করা হয়েছে। বিচার বিভাগের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসন বিভাগীয় কর্ত্তাদের রাজনৈতিক বিচার তথা কর্ম্মধারার নিয়ামক হলেন আজ পুলিশ।

উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষেরা আজ রাজনৈতিক সংবাদবাহী পুলিশের আনুগত্য বহন করতে বাধ্য হয়ে রয়েছেন। এই জটিল শাসন। জীবনের মধ্যে

বিচার ধারা আজ কি ভাবে বিভ্রান্ত তা আমরা মর্মে মর্মে জানি। বিচার বিভাগকে ভগবান বিচার-বুদ্ধি দিন এই প্রার্থনা। এর সঙ্গে বিচার বিভাগের সাধারণ ধারা তার কথা বলি।

আমাদের জেলায় আজও দেখছি বিচার লাভে বিস্ময়কর বিলম্ব, অযথা অদ্ভুত জটিলতা এবং বিচারের নামে বহুক্ষেত্রে প্রহসণ।

বিচারের এই অবিচারের অবসান কবে হবে—এই আমাদের জিজ্ঞাস্য।

Shri Gopal Basu :

মাননীয় স্পাকার মহাশয়, একজিকিউটিভ অফিসারকে দিয়ে জুডিসিয়াল চালালে কি রকম মিসক্যারেজ অব জাষ্টিস হয় তার দুটি দৃষ্টান্ত আমি দেব। "স্বাধীনতা" পত্রিকার বিরুদ্ধে ব্যারাকপুর কোর্টে একটা মানহানীর মামলা করা হয়েছে এবং সেজন্য স্বাধীনতার মুদ্রাকরকে সরাসরি

Mr. Speaker : It is sub-Judice ?

Shri Gopal Basu : The case has been disposed of.

Mr. Speaker : Has there been an appeal ?

Shri Gopal Basu : There has been an appeal.

Mr. Speaker : If is pending on appeal you cannot discuss it.

Shri Gopal Basu :

অল রাইট। যখন সে কেস পেণ্ডিং আছে তখন স্বাধীনতার কথা আমি বাদ দিলাম। কিন্তু ব্যারাকপুরে "উপনগর" বলে একটা পাক্ষিক কাগজ আছে এবং সেটা বামপন্থী কাগজ। কিন্তু তাদের যখন মামলা হয় তখন তার সম্পাদকের বিরুদ্ধে সরাসরি ওয়ারেণ্ট ইস্যু করা হলো। স্যার, আপনি জানেন যে ৫০০ আই. পি. সি.-তে কারও উপর সরাসরি ওয়ারেণ্ট ইস্যু হয় না—সমন হয়। কিন্তু আমরা দেখছি যে এই কাগজ এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এরকম করা হোল। কিন্তু আনন্দ বাজার পত্রিকার বিরুদ্ধে যখন হরিণঘাটা ডেয়ারী ফার্ম মামলা করল তখন ব্যারাকপুর কোর্টের হাকিম তাঁদের সমন না দিয়ে জুডিসিয়াল এন-কোয়ারী দিলেন এবং আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসে তাঁদের রিপোর্ট বেরিয়েছে। কাজেই এ ধরণের পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে বা বিচার বিভাগকে নিজেদের দলীয় স্বার্থের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হচ্ছে :

Mr. Speaker : Has it been disposal of ?

Shri Gopal Basu : It has been disposed of.

Mr. Speaker : What is the result ? I would accept your statement, but if it is pending please do not refer to it.

Shri Gopal Basu :

আনন্দ বাজার পত্রিকার কেস ডিসমিসড হয়েছে। তবে স্বাধীনতা পত্রিকার কেস হাই-কোর্টে পেণ্ডিং আছে বলেই বললাম না। সেকেণ্ড হচ্ছে, আপনি জানেন যে ব্যারাকপুর শান্তি সম্মেলনের উপর ১৪৪ ধারা জারি হয় এবং শো বন্ধ করানর জন্য ব্যবস্থা হয়। তারক চ্যাটার্জী যিনি শান্তি সম্মেলনের সম্পাদক তাঁকে শো বন্ধ করতে বললেন এবং সেজন্য আর

একটা তারিখ পড়ল, সেই তারিখ হল ৩-২-৬০। কিন্তু পুলিশ পক্ষ থেকে বলা হল যে আমাদের কাগজ পত্র হারিয়ে গেছে, এইভাবে বিচার বিভ্রাট হচ্ছে এবং কংগ্রেস দলের স্বার্থ যে মামলার সংগে জড়িত সেখানে জাষ্টিস ডিলেড হচ্ছে—

Justice delayed is Justice denied.

আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি এসম্পর্কে আপনি কিছু তদন্ত করবেন কি ? তারপর আপনি জানেন যে ব্যারাকপুরে একটা মুন্সেফ কোর্ট সেই। জানিনা বাংলাদেশে আর কোন মহাকুমা আছে কিনা যেখানে মুন্সেফ কোর্ট নেই কিন্তু ব্যারাকপুরে নেই। ব্যারাকপুরের অর্দ্ধেক লোককে বারাসতে যেতে হয় আর অর্দ্ধেককে শিয়ালদহে যেতে হয়। কাজেই আপনাকে বলি আপনি যখন ব্যবস্থা করছেন তখন ব্যারাকপুরে একটা মুন্সেফ কোর্ট করুন—সাধারণ লোকের এক উকিলে চলে যাবে এবং সর্বোপবি তাদের যে হয়রাণী ভোগ করতে হত সেই হয়রাণী থেকে তারা বাঁচবে। তারপর আপনারা বলেছিলেন যে উইটনেস সেড করবেন কিন্তু আপনাবা তা করলেন না। আমি এবার জেলে গিয়ে দেখেছি দমদম, হাওড়া এবং ব্যারাকপুর কোর্টের বহু আসামী ৬।৮।১।১॥ বছর পড়ে আছে, সেখানে তারা মাসেব পর মাস হাজত ভোগ করছে। তাদের বিচার আপনারা করতে পারছেন না। এইভাবে কেন লোক-গুলিকে হয়রাণী করছেন ? আমি সে বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপর পুলিশ কেস ব্যাপাবে উকিলরা আমাকে বহুবার বলেছেন যে ১৪৪ ধাবার ব্যাপারগুলির যেন কনভেন-সান হয়ে গেছে যে ৬০ দিন পর হলে তবে শুনাণী হবে এবং যখন শুনানী হবে তখন ১৪৪ ধারা ওভার হয়ে গেছে। এইরকমভাবে সাধারণ মানুষের বিচার পাবার যে অধিকার আছে সেটা পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থার মধ্যে নেই। একদিকে মানুষকে লিটিগ্যান্ট হ্যাবিট করাচ্ছেন অপর দিকে মানুষের সহজ বিচার পাবার ব্যবস্থা করছেন না এবং যেটুকু বিচাব ব্যবস্থা পাবার আছে সেটুকু পর্য্যন্ত দিচ্ছেন না।

Shri Phakir Chandra Roy :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন জুরীর বিচার অমাদের দেশে প্রচলিত আছে কিন্তু জুরীর বিচার একটা কেলেঙ্কারীর পর্য্যায়ে এসে পড়েছে। দেখা যায় যে অভিযুক্ত তাঁর টাকার জোর থাকলে পুলিশ, মোক্তার, জুরী সকলকেই পাওয়া যায়। কাজেই জুরীর বিচারের যে কেলেঙ্কারী এই কেলেঙ্কারীর যত শীঘ্র অবসান হয় ততই ভাল। আগে ইন্সপেকশনেব ব্যবস্থা ছিল। শ্রদ্ধেয় তারাপদ বাবু বলেছেন যে অনেক রকম আইন হয়েছে, অনেক হাকিম হয়েছে, কাজ অনেক বেড়ে গেছে কিন্তু বর্ত্তমানে লোক দিয়ে যে কাজ পাওয়া যায় সেই কাজটা পাওয়া যাচ্ছে না উপযুক্ত ইন্সপেকশনের ব্যবস্থা নেই বলে। আগে হাইকোর্ট থেকে জজেরা যেতেন জেলায় জেলায়, কিছুদিন জজ যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তাঁরা হয়ত ডিষ্ট্রিক্ট জজের কাছে গেলেন এবং তাঁর খাস কামড়ায় এক কাপ চা খেয়ে চলে এলেন, 'কিভাবে কাজ হচ্ছে, না হচ্ছে তা দেখলেন না। কাজেই ইন্সপেকশনের কোন ব্যবস্থা নেই এদিকে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জাষ্টিস ডিলেড ইজ ডিনাইয়াল অব জাষ্টিস—২২৬ এর অধিকার খুব মুল্যবান অধিকার। বর্ত্তমানে কয়েকজন কর্মচারীর উপর অবিচার হয়েছিল। কয়েক বছর আগে তাঁরা হাইকোর্টে ২২৬ এ মামলা করেছেন—তার ভেতর অনেকে মারা গেলেন, অনেকে রিটায়ার করলেন কিন্তু যে বিচার তাঁরা চেয়েছেন হাইকোর্ট থেকে সেই বিচার তাঁরা আজ পর্য্যন্ত পাচ্ছেন না। একবার হাইকোর্টে মামলা গেলে—ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টেরও

নই অবস্থা হয়েছে মামলা নিষ্পত্তি হতে চায় না। যারা শাসালো মক্কেল বড় লোক তাঁরা রাজ রোজ দিন নেন কিন্তু গভর্ণমেণ্ট মামলা করলে প্রাইভেট পার্টিকে জব্দ করার জন্য গভর্ণমণ্ট যে দিন নেন এটা জানা ছিল না—আজ এটাও আমরা দেখছি যে মক্কেলকে জব্দ করার জন্য দিনের পর দিন নেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত জিনিষের যদি প্রতিবিধান না হয় তাহলে সেটা ঠক বিচার হয় না। সেটা বিচারের প্রহসন হয়। যার টাকা আছে তাঁরই পুলিশ, তাঁরই মক্কেল, তাঁরই মোক্তার, তাঁরই উকিল জজও তাঁর। কাজেই এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া আশু প্রয়োজন।

6-55—7-5 p.m.]

The Hon'ble Iswar Das Jalan : Sir, about the points which have been ιised by my honourable friends it is not possible to deal with every individual ιse which has been referred to. I wish to deal with the general principles hich have been referred to in this House.

With regard to the suggestion made by Shri Bankim Mukherjee I nderstand that as yet we have not received any proposal from the High Court ;garding the enhanced pay-scales for High Court employees. It may be in ɔurse of transit ; I do not know. Regarding the proposal for absorbing the ɔpyists in the permanent establishment, I may say that it is under the ɔnsideration of the Government. (Shri Subodh Banerjee : How many years will take ?) I do not know how many years have elapsed, but the fact that is now in the Finance Department shows that some progress has been made. 'ith regard to the separation of judiciary from the executive it has already ɜen accepted on principle. The only question is to give effect to it and, as a ıatter of fact, the Government have given instructions to allocate criminal ιses to selected Magistrates who will not require to do any revenue or dministrative work. In Calcutta proper there is separation of judicial and ĸecutive functions in practice. Both the Chief Presidency Magistrate and the dditional Chief Presidency Magistrate are members of the Higher Judicial ɜrvice. Of the Presidency Magistrates five are Munsifs and the rest are Sub-Iagistrates or Deputy Magistrates—they are being placed under the Chief residency Magistrate who is a Member of the Higher Judicial Service. ıstructions issued to the District Officers are within the framework of the ĸisting Statute, and it is contemplated to follow this up by enacting necessary gislation. We have already assessed on a tentative basis the requirements ' additional Officers for the purpose of effecting complete separation, and ιe question of constituting a separate cadre of officers and other related ıatters are being examined in consultation with the Hon'ble High Court.

The next point which has been touched by Mr. Panda is about interference ' the executive in matters judicial, and he has referred to very big matters hich necessitate the amendment of the Constitution. Well, the amendment f the Constitution is not within our power and the cases mentioned by him ɜlate to the Central Government. The appointment of the High Court Judges

is also made by the Central Government. With regard to the observation made by the Law Commission, so far as I understand, the charge of making appointments to the Bench on grounds other than the merits of the cases concerned has been refuted by the Law Member. With regard to the observation made that why should there be three Courts in Calcutta, the High Court dealing with Original Side matters, City Civil Court, and the Small Causes Court, this question was examined by the Judicial Committee appointed by the Government in 1949 and they recommended that these three should remain.

The problems of Calcutta are quite different from the problems of the district courts. The nature of cases are also more intricate than what a man meets with in a district court. As a matter of fact, Calcutta Small Causes Court is governed by a special statutes i.e. the Presidency Town Small Causes Court Act and not by the Provincial Small Causes Court Act.

With regard to the City Civil Court my friends know that we appoint the District Judges on the Bench of the City Civil Court and not Subordinate Judges and Munsifs as we do in the mofussil courts and naturally we wish to set up a proper standard of justice in the complicated situations which are prevalent in Calcutta. The Original Side has been shorn of about 2/3 of its work and 1/3 work only remains. The Law Commission has also agreed that there should be an Original Side and the question is now under consideration of the Central Government where a Bill is pending on the issue of an All India Bar and the recommendations of the Law Commission are also under examination by the State Governments as well as by the Central Government.

With regard to the question of the Panchayat, as yet in West Bengal we have not given powers to the Panchayat to try cases. Under the law which has been passed certain restrictions have been put but even from before there were the union board courts which were administering justice. It may be that from the strict legal point of view it may not be considered desirable but from the point of view and in order to save the people from undue harassment certain powers to try very small cases—civil as well as criminal—have been given under the Panchayat Act. As yet we have not constituted the Naya Panchayat and when we shall constitute it we shall take full consideration of the fact that the Panchayat which is constituted does proper justice in cases which are entrusted to them, but we have got to admit that certain cases of minor nature have to be entrusted to this Panchayat to deal with them summarily if we want speedy and cheap justice.

With regard to the question of re-employment of the District Judges and others who are in the Judicial Service, I should say that they are generally appointed in judicial tribunals or in the Law Department of the Government and to a very few other posts of a specialised nature. As an ideal I agree that the District Judges or High Court Judges should not be re-employed but in the situation in which we are today, the position is that we are very short of

officers. There are so many tribunals and there are so many things to be constituted in which Judicial Officers are required' but I should say that even now there are a very large number of Judicial Officers—District Judges etc. who have retired but who have not been employed. Only a small portion of them has been re-employed. Sir, this involves a very serious question and I do not think that the Government is engaging these judicial officers in any executive capacity. The law has provided that for the industrial tribunals the High Court Judges should be appointed.

[7-5—7-10 p.m.]

And the High Court Judges, while they are serving as High Court Judges, are not available. Therefore the age limit was put as 65 years. A High Court Judge, when he retires at the age of 60, can be employed in the Industrial Tribunals for a few years and that is the reason why the age has been put at 65 years if we want the High Court Judges to be employed in the Industrial Tribunals.

With regard to the question of delay, the fact is that there is delay. In order to remove the delay we appointed four additional High Court Judges and we also established the City Civil Court. So far as the City Civil Court is concerned, it has taken away two thirds of the work of the Original Side and so far as the four Judges are concerned, they have as a matter of fact reduced the number of arrears, the number of suits or appeals which were in arrears. But it should be remembered that after all a judicial matter cannot be hustled like an executive matter. Proper time and opportunity have to be given to the parties in order that they can represent their case before the courts. So far as the High Court Judges are concerned, members know that they regularly sit at 10-30 and get up at 4-30 and throughout the whole period they are engaged in the work of administration of justice. Therefore it is a question as to what should be done in order to eliminate the delay. There are many suggestions which have been made by the Law Commission which are under examination. At the same time it requires the cooperation of the legal profession as well as the litigants in order to expedite the disposal of these matters.

So far as appointment is concerned, we have appointed a certain number of Munsiffs and in order to expedite appointments we have also empowered the High Court to appoint fifty per cent of the Munsiffs from amongst those who are practising at the bar. With regard to the district Judges we have decided that one-fourth of the posts is to be filled by recruitment from the bar. That has been done and those few who are to be recruited will be recruited this year. Therefore attempts are being made in order to augment the strength of these courts for the purpose of speedy disposal.

With regard to the question of bribery and corruption, so far as the courts are concerned, I do not say that there is no corruption in the shape giving tips to the lower cadre officers for doing certain work. But so far as the officials

are concerned, meaning thereby the Judges, I am glad to note that the charges of corruption amongst the Judges who have to administer justice are very few and far between and whenever any such allegation has been made, it has been investigated by the High Court and we abide by the decision of the High Court in this matters. Members will remember that it is the High Court which is responsible for the technical side of the administration of justice in the State. So far as Government is concerned, it deals more with the financial and administrative side of the administration of justice rather than the actual administration itself.

With regard to certain matters in Burdwan. about some complaints against some Magistrate, enquiries were made and they not have been found to be substantiated.

It is very difficult to sit in the House and to see as to why time has been given, why bail has not been given, why a particular thing has not been made. It is impossible. They are under the jurisdiction of the High Court and any person who is aggrieved by the decision of a lower Court has got the right to go to the High Court and the Government has no hand in the matter. It is entirely within the competence of the High Court so far as the judicial Administration is concerned. I do not wish to take more time of the House. I can only say that with the jurisprudence which we possess, trial has to take place with a view that a man who is innocent should not be punished—even if a man who is guilty may be let off but a man who is innocent should not be punished.

In order to arrive at a proper conclusion a system of jurisprudence has been evolved and we have got to follow..... (Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay Preventive Detention Act). That is also one of the principles of Administration and we have got to follow a particular procedure in order to arrive at the truth Naturally, if the courts do not give proper time to the parties when they apply for it the courts will be charged with rather hasty action. These courts which have got to administer justice must do it in a calm atmosphere and in a way in which it can create confidence in the minds of the people. I do not say there is no defect in the way. Defects are there. But I can only say that all efforts that are possible are being made in order to improve the situation and I do hope that in course of the time many of the things which are referred to and complained about improved to a considerable extent.

A reference has been made regarding Purulia. I may inform the House that this question has been referred to the High Court because it is that Court which has to enquire into this matter.

With these words, Sir, I oppose all the cut motions and commend my motion for the acceptance of the House.

Mr. Speaker : Division is wanted on cut motion No. 2. All the other cut motions are put to vote.

The motion of Shri Narayan Chobey that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs.89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sisir Kumar Das that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bankim Mukherjee that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by 100, was then put and lost.

The motion of Shri Shaik Abdulla Farooquie that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gopal Basu that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Natendra Nath Das that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 89.85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shrimati Labanya Prava Ghosh that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditurce under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Pravash Chandra Roy that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Mullick Chowdhury that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Tarapada Dey that the demand of Rs. 89 85,000 for expenditure under Grant no. 15, Major Head, "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 89,85,000 for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of

Justice" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—102

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chaudhuri Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Golam Soleman, Shri
Gurung, Shri Narbahadur
Hafizur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hazra, Shri Parbati
Jalan, The Hon'ble Iswardas
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maity, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Umesh Chandra
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Dhirendra Narayan
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna

Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri, Biswanath
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—48

Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr, Hirendra Kumar
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Satkari
Mondal, Shri Amarendra
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan

Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 48 and the Noes 102, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that a sum of Rs. 89,85,000 be granted for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration of Justice" was then put and agreed to.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-18 p.m. till 3 p.m. on Tuesday, the 22nd March, 1960, at the Assembly House, Calcutta.

Vol. XXV—No. 2

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-fifth Session

(February-April, 1960)

(From 7th March to 25th March, 1960)

Part 13

(22nd March, 1960)

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

Price—Indian, Rs. 1·50 nP.; English, 2s. 3d.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Tuesday, the 22nd March, 1960, at 3 p.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble BANKIM CHANDRA KAR) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 14 Deputy Ministers and 205 Members.

[3—3-10 p.m.]

Adjournment motion

Mr. Speaker : There is an adjournment motion. Consent has been refused. The matter relates to the Centre. The motion can be read.

Shri Gopal Basu : This is my motion. The proceedings of the House do now adjourn to discuss an urgent matter of public importance, viz., non—payment of salary of the primary teachers of the refugee primary schools of the urban areas of Barrackpore Sub-division for the month of February 1960 on the plea of the State Bank Strike causing serious inconvenience and untold suffering to the poor primary teachers .

DEMAND FOR GRANT

Major Heads : 25—General Administration

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 3,39,28,000 be granted for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration,"

This is an omnibus demand covering the needs of several departments which I have had the honour of presenting before the House for the last ten years or so. I had the curiosity of looking into the figures of this demand from year to year for the last four years. The figure that came out were certainly very revealing. If you take the years 1956—57, 1957—58, 1958—59, 1959—60 and the budget estimate of 1960—61, you will find that the demand for General Administration has remained more or less constant. It was 3 crores 39 lakhs 74 thousand in 1956—57, 3 crores 47 lakhs 77 thousand in 1957—58, 3 crores 43 lakhs 37 thousand—a little less—in 1958—59, 3 crores 46 lakhs 85 thousand in the revised estimate of 1959—60, and 3 crores 50 lakhs and 98 thousand in the budget estimate of 1960—61. The figures are even more telling if you compare

the figures of expenditure of the particular years with the receipts of those years. Ordinarily the impression is that when a man gets more money in his pocket he is inclined to be more spendthrift. One of the criticisms which everybody lays against another is that a man who gets more income is likely to be spendthrift. In the year 1956—57 the total income was—revenue receipt 57 crores 61 lakhs, As I have said just now the expenditure on General Administration was 3 crores and 30 lakhs. Next year it was 68 crores and 28 lakhs i.e., 11 crores more. But ihe expenditure was 3 crores and 47 lakhs only,i.e., 8 lakhs more Next year the receipt was 80 crores and 38 lakhs, i.e., 12 lakhs more and yet the expenditure was less on General Administration, i.e., less then the previous year. In the year 1959—60 it was Rs 91 crores and 49 lakhs and the expenditure was Rs.3 crores and 46 lakhs, i.e., almost the same as the previous year. This year the budget estimate is Rs. 88 crores and 17 lakhs and the demand is Rs. 3 crores and 50 lakhs. Lest we might be judged as having taken a lopsided view of things, I might also place before you the expenditure of these years. In the year 1956—57, the total expenditure was 71 crores and 20 lakhs and the total demand under General Administration was 3 crores and 39 lakhs. Next year the total expenditure was 70 crores and 18 lakhs and the total demand was Rs. 3 crores and 47 lakhs. The demand for General Administration is made every year between 3 croces 40 lakhs and 3 crores and 50 lakhs. Sir, a large number of cut motions have been tabled on this demand. One of the main criticisms made is that it is a top heavy administration as if the General Administration Budget is like a hydrocephalus child with a big head and very narrow and small leg hardly sufficiently strong to maintain the big head. This criticism may be dealt with from several angles. If you look into the budget provision of this year and compare it with the revised estimate of the last year and the year before, you will find just now that the figures for demand of General Administration has remained more or less the same. The percentage of expenditure on General Administration proportionate to the total expenditure was 4.2 in 1958—59 ; 4 in 1959-60 and it is estimated to be 3.93 in the year 1960-61. Now in a general way you can look at it. What is the proportionate amount of money spent by other States on General Administration compared to the total expenditure of this State. I have had these statistics drawn up and I find that in 1959—60 the proportion between the expenditure on General Administration and total expenditure was 4% in Bengal. In Bihar it was 7·1 per cent. In Bombay it was 6·6 per cent. In Madras it was 7 per cent and in the U. P. it was 5 per cent. We need not go into the figures of other States because these are the big States with which we can compare out figure. What I want to emphasise is that in a welfare State new work arises and new offices are opened whenever the exigencies of the public administration demand it. You are also aware of a very large number of schemes which are either centrally sponsored schemes or schemes in which the Government of India gives the matching grant to this Government. It requires a large and larger number of staff to be taken in.

[3-10—3-20 p.m.]

Apart from the growth of work in connection with the implementation of new schemes, the volume of work in the permanent Departments has increased enormously. I can give a testimony. I am one of those who probably come to the Secretariat earliest amongst all the officers of Writers Buildings, and I have noticed, whether by example or precept, a very large number of officers now coming earlier than they used to before. While there is a great necessity, therefore, for expanding our cadre for the purpose of expanding various Departments, we take great care to see that the man-power provided is really necessary in consideration of the volume of work. If you take different classes of people whom we employ, you will find that the bulk of the employees whose salary is below Rs. 300 constitute nearly 98.2 per cent. As regards the highest salaried people who get Rs. 3,000 and more, they constitute only .01 per cent—this includes High Court Judges ; between Rs. 2,000 and 3,000—.02 per cent ; between 1001 and Rs. 2,000—.12 per cent ; between Rs. 500 and Rs. 1000—.44 per cent ; and between Rs. 301 and Rs, 500—1.2 per cent. The remaining namely 98.2 per cent are those belonging to the group who get their salaries of less than Rs. 300. If you compare the salaries given in this State with salaries given in other States, you will find that while there are Departments, particularly in the Directorate and in the Districts where in the case of lower class employees our salary is lower than that in Bombay and sometimes in Assam, there are other Departments where our salary is comparable, if not more than the salary in other States, but we are not satisfied. We feel that there is a necessity for making enquiry as to whether it is possible within the limited financial resources of this State to increase the salary of the employees, particularly the lower-paid employees, which would probably at any rate take their salary scales as much to that level as it is in other States. The Pay Committee has been appointed, with three very well-known persons. One is the Vice-Chancellor of the Calcutta University who had been in the Pay Commission of the Centarl Government. Another is Dr. Ghosh who is now the Economic Adviser of the Planning Commission, and the third is the Chairman of the Public Services Commission here. We are waiting to get their report before we rake any steps. Sir, I may be permitted to mention here that sometime back the Government of India asked a gentleman called Mr. Appelby to come here and see various States and find out whether the expenditure on General Administration in these States and the type of people that are employed therein and the number of people come up to the standard. He came to West Bengal and expressed the view that in many cases in West Bengal and in India the administration is not only not top heavy but top light.

The second point that has been raised is about the Anti-corruption measures which is one of the items in this Demand. As you are aware there is Anti—Corruption and Enforcement Departments, there officer of the rank of Secretary to the Government is at the head. This organisation has been retained on a

permanent basis and 80 p.c. of the staff employed in this organisation has been made permanent. Each complained by this organisation is thoroughly investigated and appropriate steps are taken to bring the delinquent to book. The cases are either by prosecution in the court or by departmental proceedings as the case may be. Whenever a complaint reaches this department whether it is anonymous or not attempt is made to find out whether there is any substance in the allegation. A former District Judge has been employed and he goes round different areas; when he gets news of corruption and if there is any substance found in any particular charge the case is sent up to the Anti-Corruption Department for thorough investigation. During the last few years the total number of cases are as follows :—

1954—640 cases
1955—580 "
1956—640 "
1957—700 "
1958—748 "
1959—739 "

The number of cases sent to courts were as follows :

In 1954, 63 cases were sent up out of which 31 ended in conviction. In 1955, 60 cases were sent up and 19 ended in conviction. In 1956, 51 cases were sent up and 23 ended in conviction. In 1957, 50 cases were sent and 34 ended in conviction. In 1958, 192 cases were sent and 23 ended in conviction. In 1959, 45 cases were sent up but the cases are still sub judice. If there is a particular case where sufficient evidence is not available for conviction in the law court then departmental action is taken. In 1954, 209 cases were sent up and punishment was imposed in 154 cases. In 1955, 186 cases were sent up and punishment was imposed in 109 cases. In 1956, 159 cases were sent up and punishment was imposed in 92 cases. In 1957, 116 cases were sent up and punishment was imposed in 69 cases. In 1958, 118 cases sent up, punishment was imposed in 14 cases. In 1959, out of 127 cases sent up, punishment was imposed in 21 cases; and the remaining are pending. This Department has been doing fairly good work. It, however, requires considerable patience to pursue cases and that is being done. Sir, there are two other departments about which I want to mention something and they are included in the General Administaration. One is the Publicity Department and the other is Social Welfare Department.

[3-20—3-30 p. m.]

For the Publicity Department in the budget this year a sum of Rs. 33.3 lakhs has been provided. This is intended for the salary of the staff. The actual provision for their work has been made under other heads, viz., C. D. P. and other development budgets. Thus, there is a provision of 10 lakhs for plan publicity, 62 thousand for hospitality expenses and 57 thousand for maintenance of publicity service in the C. D. P.

The Publicity Department is a common service department. It serves all the Departments of Government. It disseminates information, focusses public attention on Government plans and projects through the media of the press; its radio, films, journals and other publications are utilised for the purpose. It conducts educative and instructional publicity among the people speeially in rural areas. It has got a Public Relations and Press Relations Branch through which it gets into touch with the people. It publishes the following publications:—

Basundhara, a monthly magazine on rural economics; Maghrabi Bengal, a fortnightly journal in Urdu; Galmarao, a fortnightly journal in Santhali; Katha Barta, a weekly journal in Bengali; Paschim Bengal, a weekly journal in Nepali; Sramik Barta, a fortnightly journal on labour, and West Bengal, a weekly in English. The total circulation is 25,625.

The Department pubiishes and distributes literatures, leaflets, posters, etc. During 1959-60 570 display advertisement utilising 39,625 column inches and 2,925 classified adveitirements were published in various newspapers. 71 booklets and pamphlets, 13 leaflets and folders, 30 departmental reports, 23 posters, 21 books and pamphlets for plan publicity were published during the year. The District and Subdivisional Publicity Organisations addressed 42,784 group gathering, 8,272 meetings, arranged 10,812 cinema shows and 1,651 magic lantern shows. The medical unit attached to a mobile audio-visual van treated 62,448 persons and made 14,216 house visits in areas not covered by ordinary medical facilities.

In connection with publicity for small savings scheme, 3 booklets, 5 posters and one folder were produced. Eight documentary films under the normal budget and 15 under the plan budget were produced and exhibited through the mobile units. The State Government's feature film Pather Panchali continued to win laurels abroad. This film will shortly be released in Japan, Mexio, Italy, France, Germany, Switzerland, Thailand,Canada and Austria for which arrangements have been finalised. The film is already being shown succesfully in U. K., U. S. A., China, Poland, Persion Gulk countries, Ceylon and other countries. Government's share of profits from exhibition in U. S. A., amounted to Rs. 1, 72,625/- and in other countries to Rs. 1 lakh 8 thousand. In India the film grossed Rs. 3,94,952/-. Therefore the total collection since its release amounts to Rs. 6,75,607/-. As I have mentioned several times before that this amount is set apart—of course, it is in the Consolidated Fund—for the purpose of relieving the distress of the film trade. A new feature this year was the voluntary acceptance by the Film Board of censorship of materials for publicity of films. A scheme in co-operation with the Bengal Motion Pictures Associatson, the Kinema Renters Society and the Cinematographic Exhibitors' Association, has been launched. Between November, 1959, and February, 1960, publicity mateiials of 113 English films, 153 Hindi films and 21 Bengali films were examined.

The idea is that there are many films wich are permitted by the Central Government Censorship Board, which in all appearances are not suitable for being exhibited either for the adults or for children, and as we have no power, legislative or legal, to stop. I sent for these men and asked them to have a Control Board of their own who would see these films themselves and express their views on them. The Folk Entertainment Section's Drama, Dance, Tarja, and the Units of the Mobile Drama Unit, gave 280 performances last year at 212 centres. The State Government participated in the World Agricultural fair in New Delhi and in the various exhibitions out side West Bengal.

When foreign dignitories come here—and 39 of them came here last year—the Publicity Department looks after the arrangements. The Department had to look after the arrangements for the visit of foreign diginitaries, delegations and missions including the visits of the President and the Prime Minister of the U. S. S. R., and the Prime Minister of Finland, programme of the Cultural Delegation from Viet Nam, Bhutan, Rumania and the performances by the Czech Philharmonic orchestra were also handled by the Publicity Department.

The Social Welfare Department has been dealing with various problems of social welfare with particular reference to the vagrants, juvenile ofienders, destitutes, woman and girls in moral danger. This Department was set up in October, 1955, and during the short period of its existence it has been able to formulate and finalise a large number of scheme as set forth below.

[3-30—3-40 p.m.]

There is a provision made for accommodating 2,865 persons belonging to different groups, e.g Reformatory and Borstal Schools at Murshidabad, Home for Girls and Women exposed to moral danger, Female Vagrants and Destitute's Home, Aftercare Home for ex-inmates of Reformatory and Borstal Schools.

There is another point which is now being considered, viz. the insanes, particularly the female insanes who are now lodged in the jail for whom special arrangements have to be made. We are making extensive construction work. In the budget of 1960-61 a sum of Rs.22.92 lakhs have been provided for construction of buildings, and Rs.15.36 lakhs for recurring expenditure. This Department also distributes grants to various non-official bodies-welfare organisations, which are doing good work in the same direction.

The Society for the Protection of Children' Calcutta, and the Gobinda Kumar Home, Panihati, have been granted license under Suppresion of Immoral Traffic Act, 1956. The West Bengal Social Welfare Advisory Board which is the branch of the Central Social Welfare Advisory Board, has started social welfare exhibition project in 44 development blocks.

The Suppresion of Immoral Traffic in Women and Girls Act was brought in to force by the Government throughout India with effect from 1st May, 1958. Rules to be made by the State Government were framed and laid before the Legislature.

Sir, I do not want to dwell further upon any of these points at the present stage. I will listen to the remarks which my friends have to make on different points with regard to the budget demand and then I will give my answer.

With these words, Sir, I move my motion before the House.

Mr. Speaker : The following cut motions are out of order : parts of cut motions Nos. 2 and 153 because they relate to charges for the Governor ; cut motions Nos. 6, 60, 84 and 114 because they relate to the Assembly Secretariat ; part of cut motion No. 17 and cut motions Nos. 122, 125 and 157, as they relate to adulteration of food-staff and medicine which belongs to Public Health ; cut motion No. 18 as it relates to Tribal Welfare ; cut motions Nos. 29 and 51 as they relate to Administration of Justice, already passed ; cut motions Nos. 47, 119, 142 and 144 as they relate to the Home (Transport) Department already passed ; cut motion No. 56 as it relates to Grant No. 40, already passed ; cut motions Nos. 57, 131 and 132 as they concern the Local Self-Government Department ; cut mottons Nos. 78 and part of 117 as they relate to the Home (Police) Department, already passed ; cut motions Nos. 82 and 128 as they relate to the State Electricity Board ; cut motion No. 83 as it relates to the railway employees which is a Central subject ; cut motions Nos. 93 and 109 as they relate to Cinchona which is under Grant No. 29 ; cut motions Nos.105, 107, 108 and 111 as they relate to the Tea Garden management which is the concern of the Central Government ; cut motion No. 110 as it relates to the improvement of District Board roads for motor vehicles which comes under the Home (Transport) Department ; cut motion No. 113 as it relates to the housing problem in the Darjeeling town which is not under General Apministration ; cut motion No. 123 as it concerns the Relief Department already passed ; cut motion No. 126 as it concerns the Excise Department ; cut motions No. 127 as it relates to Grant No. 5—Major Head : 10-Forest, already passed ; cut motions Nos. 138 and 161 as they relate to the question of legislation ; cut motion No. 147 as it relates to the Revenue Department and cut motion No. 154 as it relates to loans which come under the Relief Department.

The rest of the cut motions are taken as moved.

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Radhanath Chattoraj : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Narayan Chobey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Subodh Banerjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" reduced by Ry. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguly: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administratin" be reduced by Rs. 100.

Shri Pabitra Mohan Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Pramatha Nath Dhibar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,2 8,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Phakir Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Dr. Kanailal Bhattacharjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs, 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Sisir Kumar Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Bankim Mukherjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Jyoti Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Somnath Lahiri : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Syed Badrudduja : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Gopal Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Mihirlal Chatterjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhakta Chandra Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mullick Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Ganesh Ghosh : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobardhan Pakray : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Dhirendra Nath Dhar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration", be reduced by Rs. 100.

Shri Jagadananda Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration' be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Sitaram Gupta : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Mojor Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Rama Shankar Prasad: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Deo Prakash Rai: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Amarendra Nath Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shrimati Manikuntala Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shrimati Labanya Prova Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Pravash Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Tarapada Dey: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100.

Shri Jyoti Basu: Sir, before I begin my speech, I would like to refer you to cut motion No.6 which you have just now declared out of order because it relates to the Assembly Secretariat employees. Now, I know that every year this is done by the Speaker. But I have been thinking about this and I had a mind to say something with regard to these employees. Therefore, I contest the

authority or right of yours to declare it out of order because, as far as we are concerned, as far as the Assembly here is concerned, you, Sir, have no authority with regard to these employees—with regard to their pay and emoluments. I will give you an example. If you have to appoint, say, a Typist or a Shorthand Reporter or any other person or if you want to increase the emoluments of the staff even by 8 annas, you have no authority to do so without referring the matter to the Government. For the efficient working of the Assembly, nothing can be done by the Speaker. It is a very unfortunate situation in which we are placed. Therefore, we should not in this matter be guided by the practice followed, say, in England or any other place because there the Speaker has some authority over the staff who work for the Parliament or for the Speaker. Therefore, I do not think you can follow that example and declare this cut motion out of order, particularly because you will realise that if you declare this cut motion out of order, I cannot discuss this matter and it will only mean that there will be nobody here to speak for these employees although there is a Minister responsible for the staff outside. Therefore, I cannot hold the Minister responsible if I want to say something about this staff. For example, I may like to say something about the Shorthand Reporters. I do not know the exact position, but I think a great part of these Reporters—a large number of them—belong to the Police Department and their services are lent. So, can I or can I not speak about this ? You look at the Bengali Shorthand Reporters. Their scripts are handed over to us. I do not blame them, but they are lent from the Police Department. Sir, I do not go into the merits of the thing, but I would like to know your opinion about this matter.

Mr. Speaker : I may say that in 1957 this matter was raised and I think Mr. Mukherji was the Speaker at that time. He disallowed it. That certainly creates a convention. Apart from that, in New Delhi also this question was raised and this was disallowed by Mr. Mavlankar, as I find from his Speeches and Writings. So, I do not think this is in order.

Shri Jyoti Basu : If one Speaker some time or other disallowed it, I can certainly raise the matter again and you, Sir, have to give your independent judgment. Is there anything in the rules or in the Constitution which prevents me from discussing it ?

Shri Subodh Banerjee :

মিঃ স্পীকার স্যার, যে ত্রুটি প্রিসিডেণ্ট দিলেন সে ত্রুটি টেকেনা। আমি বলে দিচ্ছি কেন ? প্রথম কথা হল আপনি মভালঙ্কার এর রুলিং এর কথা বলেছেন। আপনি জানেন যে লোক সভায় ষ্টাফ কিভাবে এ্যাপয়েণ্টেড হয়। লোকসভার ষ্টাফ পি, এস, সি-র থ্রো কিংবা গভর্ণমেণ্ট-এর হাত দিযে হয়না। লোকসভা ষ্টাফ

is appointed by the Speaker.

স্পীকার একটা কমিটি এ্যাপয়েণ্টেড করে দেন ; আমাদের এখানে সেরকম কোন পজিশন্ নেই। আমাদের এখানে এ্যাপয়েনটিং অথরিটি হচ্ছে গভর্ণমেণ্ট। গভর্ণমেণ্ট স্যান্‌কশন না

দিলে, ফিনান্স স্যানকশন না দিলে আপনি কিছুই করতে পারেননা। সুতরাং মভলঙ্করের কাছে সরাসরি মেম্বাররা যেতে পারে এবং ষ্টাফ সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারে। এখানে তা হতে পারেনা। এই হল প্রথম যুক্তি

that is the 1st point.

আমার দ্বিতীয় যুক্তি হচ্ছে শৈলকুমার বাবু যখন স্পীকার ছিলেন তিনি বলেছিলেন এবং

Shri ankardas Banerjee will bear me out

যে লোকসভার যে জাতীয় ক্ষমতা আছে আমাদের

West Bengal Legislative Assembly's Speaker

এর সেরকম ক্ষমতা নাই এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট সম্বন্ধে। এ নিয়ে গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে, স্পীকারএর অফিস সম্বন্ধে আলোচনা চললেই সেটা ফাইনালি সেটেলড হয়না; যতক্ষণ সেটেলড না হচ্ছে, ওল্ড থিঙ্গস প্রিভেইল এখানকার ষ্টাফএর ডিফিকাল্টি আছে। তাদের আমি দোষ দিই না। কিন্তু এই ষ্টাফ ডিফিকাল্টি

how to remove these difficulties.

এ কথা বলে কোন লাভ নাই যে

my hands are tied,

গভর্ণমেণ্ট না করলে, ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট না করলে আমরা কিছু করতে পারিনা। সুতরাং আপনার কাছে বলা ফিউটাইল হয়। যদি পুরোপুরি ক্ষমতা লোকসভার মত না থাকে তাহলে আমাদের বলার কোন মূল্য হয় না, তা নাহলে অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টএর যেমন সমালোচনা হওয়া দরকার তেমনি এ্যাসেম্বলী সেক্রেটারিয়েট সম্বন্ধে ও সমালোচনা করার ক্ষমতা দেওয়া দরকার। আর আমরা

we are guided by the rules of procedure—

রুলের কোথাও নাই যে এসেম্বলী সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করতে পারব না। একটু কর্টেসি ছিল যে এ্যাসেম্বলী ষ্টাফ যেহেতু স্পীকার ষ্টাফ, তাহলে এ্যাসেম্বলী নিয়ে যদি অলোচনা করি সেটা—

indirectly that is some amount of censure against the Speaker,

এই জাষ্টিফিকেশন থেকে আলোচনা হতনা কিন্তু রং ষ্ট্যাণ্ড-এর উপর দাঁড়িয়ে এটা ধরে নিয়েছিলাম, সেটা আগেই বলেছি, যদি আপনার কোন ক্ষমতা থাকত ষ্টাফ সম্বন্ধে কিছু করার তাহলে সে সম্বন্ধে কিছু বললে আপনার এগেইনষ্টএ এই সেনসিউর করা হত কিন্তু আপনি তো নেনেটিটি, কিছুই করতে পারেননা, সুতরাং আপনার এগেইনষ্টএ ওটা লাগছেনা, এটা গভর্ণমেণ্টের এগেইনষ্টএ লাগছে, সেজন্য সমালোচনা করতে দেওয়ার অধিকার দেওয়া দরকার। এখানে

Mavalankar's Ruling and Mr. Mukherjee's Ruling apply

করে না।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : The arrangement with the Speaker Mr. Saila Kumar Mukherji was that barring the Secretary's post all the other appointments will be made by the Speaker himself without reference to the Government. If I am mistaken, the Secretary will correct me.

Shri Subodh Banerjee : I had personal discussion with Shri Sankardas Banerjee. It was not so. There is no office record. There is no circular.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : This was what was agreed upon.

Shri Subodh Banerjee : Where is the circular ?

[3-40-3-50 p.m.]

Shri Sunil Das :

মিষ্টার স্পীকার স্যার, আপনি এ বিষয়ে ডিসিশন দেবার আগে—আমাদের একটি কথা বলুন, চীফ মিনিষ্টার এইমাত্র যে ষ্টেটম্যান করলেন—তাত তিন বছর যাবৎ এই এ্যারেঞ্জমেণ্ট আছে, এক সেক্রেটারীর পোষ্ট ছাড়া, আর সমস্ত পোষ্ট স্পীকারের হাতে যখন রয়েছে তখন এযাবৎ কয়টি পোষ্টে স্পীকার লোক এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করেছেন ? তাহলে বুঝতে পারবো, এ্যারেঞ্জমেণ্ট রয়েছে এবং তা অপারেট করছে।

Shri Subodh Benerjee :

আমি একটা রেফারেন্স এখানে দিচ্ছি, স্যার, গত বছর যখন ষ্টাফ এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট-এর কথা হচ্ছিল, এ্যাসেম্বলী ও কাউন্সিলএ, তখন অফিস রিঅর্গানাইজেশনএর কথা হয়েছিল।

I have gone through the entire record. Council record

একথা ক্যাটিগরিকালি রয়েছে যে এটা গভর্ণমেণ্টের হাতে। অফিস থেকে গভর্ণমেণ্টের কাছে মেমোরেণ্ডাম গিয়েছে

Regarding re-organisation of the Office—Council and Assembly—

সমস্ত বিষয় এই প্রিমাইজএর উপর যে গভর্ণমেণ্টের হাতে এ জিনিষ। কাজেই স্পীকার যদি এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ব্যাপারে এ্যাপয়েন্টিং অথোরিটি হ'তেন, তাহলে সেই রিঅর্গানাইজেশন স্কীম এই হাউস থেকে যেত না।

Shri Bankim Mukherjee :

Mr. Speaker, Sir,

আপনি রুলিং দেবার আগে আমার একটা কথা বলার আছে। হাউসের ডিসকাশন বন্ধ রেখে আপনারা তিন জন পরামর্শ করলেন। এটা আমার প্রথম আপত্তি।

হাউসে যার যাকিছু বক্তব্য হাউস চলাকালীন তিনি দাঁড়িয়ে উঠে তা বলবেন। আমরা সমস্ত হাউস লক্ষ্য করলাম এক মিনিট হাউসের প্রসিডিংস বন্ধ রয়েছে। চীফ্ মিনিষ্টার সেক্রেটারী এবং আপনি—এই তিনজনে মিলে পরামর্শ করলেন—এটা আমার আপত্তি। চীফ্ মিনিষ্টারের যদি কিছু বক্তব্য থাকে ওখানে না যেয়ে হাউস চলাকালীন তাঁর সেটা এখানে দাঁড়িয়ে বলা উচিত ছিল।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আপনি এখন রুলিং দিতে যাচ্ছেন, সেখানে হযত এ জিনিষ হবে যে যে চীফ মিনিষ্টার বললেন—স্পীকারের অথোরিটি রয়েছে লোকজন এখানকার এ্যাপয়েণ্ট করবার। জানিনা সেক্রেটারী ছাড়া আর সবার কিনা, সেটা পরের বিষয় হবে। একটা কিছু ষ্টেটমেণ্ট আসবে। তা আপনার অথোরিটি এই যদি নির্দ্দিষ্ট হয় তাহলে যেখানে যে অভিযোগ প্রভৃতি আছে তারজন্য আপনার কাছে যেতে হয়। এজন্য একটা কমিটী প্রভৃতি যদি করা হয়, অর্থাৎ যে কমিটীর থ্রো দিয়ে এখানকার যেসমস্ত অভিযোগ, আমাদেরও যদি কোন অভিযোগ থাকে—

Regarding the staff—directly as individual member

একটা কমিটী করা হোক সেই কমিটীর মারফৎ দিয়ে তার নিষ্পত্তি হবে। তাহলে এখানে ডিসকাশন বন্ধ থাকতে পারবে। নইলে ব্যাপারটা—চার্জড নয়—ভোটেড, এসেম্বলীর খরচের জন্য যখন ভোট দিতে হবে, সেইহেতু সমস্ত বিষয় আলোচনা করবার পরিস্কার অধিকার আমাদের আছে। যদি এই হাউস ছাড়া অন্য কোন মেশিনারী করে—তার মারফৎ হাউসের ব্যাপারটা কবরার স্থুযোগ দেন আলাদা করে।—যতক্ষণ না সেই মেশিনারী করা হয়, ততক্ষণ আমাদের একটি অধিকার থাকুক আলোচনা করবার এবং আমাদের নাগরিকদের একটা অংশ এই ষ্টাফ. তাদের গ্রিভানসেস যদি থাকে তা বলবার লোক থাকবে না—তা হতেই পারে না ; সে আলোচনা হতে পারে না ; তা হবে না। আমাদের ষ্টাফএর গ্রিভানসেস সম্বন্ধে আলোচনা কববাব অধিকাব আছে। যতক্ষণ কোন মেশিনাবী না হবে ততক্ষণ আলোচনা করতে হবে। পুর্বেকাব স্পীকার যে রুলিং দিয়েছিলেন, তান জন্য এখনকার আলোচনা বন্ধ হয়ে যাবে না। আলোচনা হযেছিল—ওদেব ছ আনা খোরাকী দেওযা হযেছিল—সারা দিনরাত্রি আট-নটা পর্য্যন্ত কাজ কববাব জন্য। কাজেই এসম্বন্ধে আলোচনা হওয়াব প্রয়োজন আছে। আপনাব রুলিং দেবাব আগে, আমি বলবো এ সম্বন্ধে আলোচনা হতে পাববে।

Mr. Speaker : I have heard the honourable members. The only dlfficulty is that the requirement of the department is supplied by the Government. The whole team of staff required by the Speaker is supplied by the Government. But in the Lok Sabha the matter is different and the convention followed there does not strictly apply here. The creation of posts at the Centre is done by the Speaker. Here it is done by Government. So I allow the cut motion.

Shri Jyoti Basu : Mr. Speaker,Sir, I hope you will look at the time when I am starting, so that there may not be any trouble at the end.

Sir, the Chief Minister has tried to convince the House and the members here by some figures to his advantage and by statistical jugglery and took credit for keeping down expenditure. He also took credit for the fact that he started going to the Writers' Buildings very early in the morning at about 8 or half past 8, and others, at least some of the officers are following him. He has also taken credit for the fact that Mr. Appelby who came here to investigate with regard to efficiency or otherwise of the staff has said that in West Bengal there is no top-heavy administration, and in fact there is a top-light administration. With regard to the last remark, Sir, I appreciate the sense of humour of Mr. Appelby, because I am also of that opinion that a large majority of the Ministers are really top-right as far as their heads are concerued. I need not go into that. I have very little time. Let me say how I look at the picture. The Chief Minister has given us certain facts from other States. Now my general proposition is that in any Welfare State expenses on General Administration should be kept down, and it should be in any case proportionate to the work done, and what the people expect of a Welfare State is that the administration should be honest, it should be efficient and it should be sympathetic to the people. Now I submit that none of this has happend during

the last 14 years in West Bengal. For obvious reasons a great change, a qualitative change in the administration, in the method of administration was wanted. Unfortunately nothing of the kind has happened. Again and again, this year also, we have heard from the Prime Minister and from the Goveruor here, from the Chief Minister about sacrifices which are to be made by the people during the course of the Third Five Year Plan if we are to build up our country. Now, let us begin with the Ministers. Unfortunately the Chief Minister did not give us figures with regard to this. I find that in Bombay there are 15 Ministers, 12 Deputy Ministers and 1 Parliamentary Secretary, in all 28. In Uttar Pradesh which has 52 Districts there are 17 Ministers, 3 Ministers of States, 11 Deputy Ministers and 3 Parliamentary Secretaries. In Madhya Pradesh there are 11 Ministers and 8 Deputy Ministers and in Madras there are only 8 Ministers.

As far as the Budget figures are concerned, in Bombay the Budget estimate for 1959-60 is Rs. 135 crores 51 lakhs whereas in West Bengal it is ahout 88 crores 17 lakhs. In Uttar Pradesh it is Rs. 111 crores 14 lakhs. In Madras it is 71 crores 7 lakhs, but the Ministers there are only 8 in number. Sir, from the Progress Report of the Second Five Year Plan after year it will be found that West Bengal does not come up very high at far as performance is concerned. It is Madras which comes first. Other States also come before West Bengal as regards performance.

[3-50—4 p.m.]

Sir, why we do not find any sacrifice at the top. The Ministers here are serving their own interest, their ruling party's interest neither of the people nor of the State. The Chief Minister says that he goes to the Writers Buildings at 8 or 8-30 in the morning and some officers follow him. But how many Ministers go there at 8 or 8-30. What work do they do and why there are so many Ministers. I do not find any reason why there should be so many Ministers. Judging from their performance there should not be so many Ministers.

Sir, I need not dilate on this point any further. Take the example of efficiency. Here I will give you some examples which we gave to the Governor in the chargesheet against the Government of West Bengal. In December 1958 the Revenue Department issued a circular—I do not find Shri B. C. Sinha here—with regard to vested land that it should be temporarily settled at Rs. 10/- per acre with the tiller of the soil. Now, there are certain rules of this Revenue Department under the Estates Acquisition Act which states that in case of dispute with regard to any land 60 p. c. will go to the bargadar and 40 p. c. will vest to the Treasury. That is the rule framed by Government. But the District Magistrates of Darjeeling, 24 Parganas and Jalpaiguri violated this interpretation of the rules and they held that the bargadar must give the share to the person in whose name the land is recorded and not to the Treasury.

This is a clear violation of the rules. I wrote to the Revenue Minister for an explanation as to whose interpretation is correct, his, ours or of the District Magistrates. He wrote a letter—that is a very cryptic letter and he told me that the Magistrates were wrong. Upto now there is no press note on that. Nothing has been done to correct the District Magistrates of the three districts. That means that the District Magistrates in collusion with the police are acting against the Revenue Department circular and compelling the bargadar illegally to hand over his share to the owners who are claiming that illegally according to us. That is the efficiency. That is how the Cabinet is functioning collectively. What I say, Sir, is that the Ministers do not agree with each other. Though they are holding Cabinet meetings—I think once in a week—but there is no agreement. One Minister does not know what the other Minister is doing, namely, what Shri B. C. Sinha is doing. Shri K. P. Mukherjee does not know anything about these land laws, neither he can instruct the police men as to what they should do and he is giving contrary instruction Mr. Speaker, I hear that primary teachers are goming in a demonstration towards the Assembly. I need not go into their demands. That I shall raise later. There is a demand that their salary should be paid—their pay for this month should be paid on the 7th of the next month. That also cannot be done by the department. Has the Cabinet ever discussed this matter ; We cannot get rid of this little difficulty. Thousands are clamouring for their salary. Due to Siate Bank's strike this is not held up, but this is going on month after month, year aftar year.

Then I come to the increase in officers' pay. The Chief Minister has said that their pay has not increased the Budget. I find the officers' share of pay in the General Administration had been 18.2 p. c. in 1956-57 it 1959-60 it was 21.7 p. c. In the second plan period ihc total expenditure on this will be 264 lakhs of which officers would count for 54 lakhs 27 thousand. I think this is disproportionate. That is my contention. Now, therefore, this excuse of big developmental project taking place does not hold water because when there is a grant, increas of grant for a particular department, there you have spent on the administration special amounts. For instance, take the Agricultur Department, you have made some special expenditure thers. In the Second Plan schemes the total expenditure in 1955-56 was 62 lakhs and in 1958-59 it was 7 crore 6 lakhs. The pay of officers has also increased from 14 to 24 lakhs. Similarly for the small irrigation schemes and in all other departments the figures have gone up for officers' pay and administration and yet we find there is duplication here and that in the general administration also the officers' pays have gone up. This means that for every department you have also another general administration from where the officers draw their pay for superintendence work. I do not know what work they do. But my point is that money could be saved here and this means that the administration is becoming top-heavy. Therefore, my contention with regard to this is that I do not

grudge the amount of expenditure which is made in the general administration but my grouse is against the disproportionate expenditure. For instance, if you are to spend large amounts of money, lakhs of rupees on paying your lower staff, 1 lakh 80 thousand staff who are employed by the West Bengal Government, I would have no objection, we would support that, but that has not been done. You have appointed a Pay Commission and God alone knows when they will give their final verdict. But in the meantime these people with their families will have to go on in a semi-starvation level.

Now, we had in our chargesheet against the West Bengal Government given many cases of corruption. I need not go into details because I have very little time, but I demand that a tribunal be set up. A demand has been raised in the Parliament which has been debated upon and discussed and with it the matter has not ended by the Prime Minister stating that the tribunal will not be set up. We demand that in this State, with regard to the purchase of properties by the West Bengal Government, with regard to the grant of permits and contracts by the Government, with regard to the augmenting of the wealth of certain Ministers or their relations indirectly, a tribunal should be set up. It is no use telling me as the Chief Minister has done that the Enforcement Department is doing very good work and every case is being taken into consideration. But can the Enforcement do anything with regard to the Ministers and the corruption which has entered there ? As we have said, the Ministers are the fountain heads of all corruption in West Bengal. Now, who is going to enquire into that ? It is not the case of a paymaster here and the case of a paymaster there that has been gone into by the Enforcement Department. But as for as the Ministry is concerned, with regard to the question of giving huge contraets, permits or licences, which we have raised on the floor of the Assembly. there is no satisfactory and adequate reply. Therefore, I say that a tribunal should be set up if the Government has the courage to face the public and the Assembly.

Now, I will take the case of the West Behgal State Finance Corporation which is spending so much money. We have granted 30 lakhs of rupees to the West Bengal Government to buy shares in that Corporation. Now, big names are associated the –Birlas and so on—with this Corporrtion. They are distributing money, they have distributed about 46 lakhs of rupees to small industties. It is a good thing because small industries need help but then applications for loans worth about 1½ crores were made and they were rejected. What happened nobody knows and yet I have got names here which suggest that as the Finance Corporation is concerned, some big names are there and because of their recommendation—of people who are connected with the Finance Corporation—some help was rendered to them.

[4—4-10. p. m.]

Take the case of Messrs Shri Engineering Works Ltd. They were granted an additional amount of Rs. 5 lakhs, simply on the personal guarantee of Shri

G. D. Somani M. P. Messrs Damodar Enterprises were granted Rs. 10 lakhs because Jossep Company of which Shri B. P. Sinha Roy is the Chairman, undertook to give a guarantee. The same gentleman is connected with the Finance Corporation. Then Messrs Krishnalal Thirani & Company, who are about to be given or are already given Rs. 5 lakhs. This is a concern in which the Chairman of the Corporation, Shri Birla himself is personally interested. All this creates suspicion in the minds of the people. Reports are not sent to us in the Assembly with regard to these matters. We are only told that such and such company has been given such and such money. But why ? What has happened ? Nobody knows. As far as the Directors of the Finance Corporation are concerned they are guaranteed 3½ per cent dividend. If they do not make profits guaranteed dividend is there. And Rs. 8 lakhs are already given to them up to 1956-57. But why ? What was the necessity ? Nobody knows. And this is one example of how money is being wasted.

Efficiency of the administration, everybody would agree, requires a contented staff. About 1 lakh 80 thousand employees who are there are far from being contented. They are dissatisfied, angry, demoralised, because of the attitude taken by the high officials of the Government and the Ministry towards their livelihood, towards their condition of work, towards trade union rights and civil liberties.

The report of the Second Pay Commission for the employees of the Central Government which has just been published had recommended that temporary employees should be not more than 10 per cent of the total strength. But In West Bengal 60 per cent of the employees are temporary. This is going on year after year. Has any step been taken ? The Chief Minister did not tell us in his opening speech if any steps have been taken in order to see that this figure is brought down to 10 per cent. There is no such move. Nothing is being done. He will tell us that the Committee which has been set up will look after all these things. But when the Committee will give its report ? Has any time limit been set ?

A large number of employees—once it was in the Food Department and now it is in the Refugee Rehabilitation Department—6,000 of them are apprehensive of losing their jobs. Are any alternative arrangements being made for them ? If they lose their jobs where will they be placed ? Every single individual here has been working for 5, 6 or 8 years. What will happen to these employees, to their wives and children ? Human aspect of the thing has got to be considered. I am sure that the Cabinet has not discussed this. They even do not know that 107 employees of the Industries Department have been served with notice from the 1st April, 1960. They do not know where they will go. No alternative job is suggested for them. 21 employees of the Land and Land Revenue Department have already been retrenched, and yet, I am told, in the same Department about 300 persons are being newly recruited and these people are not being considered. Does Shri Bimal Chandra Sinha

know this ? Does he know anything about their condition or what has happened to them ? I am sure he does not know.

Not content with this the West Bengal Government has taken further step to smother all groups of the West Bengal Government employees and they have seen to it that trade union rights, civil liberties of the employees are crushed under the jack-boot of the bureaucracy. You will note, Sir, on the floor of this Assembly it has been pointed out by so many honourable members how the condition of these 1 lakh 80 thousand employees has been turned into a supreme farce. It is a tragic farce. They have no right whatsoever to represent their point of view to anybody. To create public opinion about their conditions of life they are not allowed to take the people into confidence, they are not allowed to take even the Ministers into confidence. If they do that they will lose their job. They cannot hold meeting without the permission of the Government. They cannot send notices to the press without the permission of the Government. They cannot go in a silent procession even.

A few months back the conference of the Association was held and Natabehary Kar Mazumdar, Ajoy Mukherji and Sukamal Sen of the Irrigation and Waterways Directorate have been given notice as to why disciplinary action should not be taken against them because they are alleged to have taken part in a procession after the conference.

I know the case of another employee—it has recently been brought to my notice—the case of one Baidya Nath Basu who belonged to the Sales Tax Department. Some time back there was a Farewell Party given to Shri H. N. Roy when he came to the Finance Department Being transferred from the Sales Tax Department, he became Secretary of the Finance Department. Now, in that party this gentleman Baidya Nath Basu made a speech. In that speech he suggested how the sales tax was being abetted and how these sales tax-abetters could be caught. Immediately after that he was transferred to Darjeeling. But for personal reasons he could not go to Darjeeling. He has now lost his job. So, this is the position. A man is invited to speak and then he loses his job because of that speech.

Then we have been given the example of how Shri Siddhartha Sankar Roy attended the conference of the Ministerial Staff Association at Bankura and recognition is withdrawn from that Association.

Sir, I know of another fantastic case. The Procession Control Bill was published in the Gazette by the Government and opinion was called for from the public. Then some unfortunate people belonging to the West Bengal Subordinate Forest Service Association passed a resolution in January, 1960, asking the Government to withdraw that Bill and because of that their departmental head has issued a notification to them to withdraw that resolution, otherwise their recognition would be cancelled. Sir, what is this joke ? You tell the people in the Gazette—it is notified—that anybody—that is, any

Association or individual—can give him opinion. Here an opinion is given by your Government servants and, therefore, you say that their recognition will be cancelled.

Sir, there is another case. Sir, I am very reluctant to mention that the conference of the West Bengal Process-Servers Association was attended last year by Shri Nishapati Majhi and Baidya Nath Banerji in Birbhum. They are outsiders, but the recognition of the Association is not cancelled because of their attendance. Sir, here is discrimination. Baidya Nath Banerji is an outsider and he attends, but nothing happens. But Shri Siddhartha Sankar Roy attends and the Association loses its recognition. Sir, this is utter discrimination.

Sir, there are many other cases. You see the case of two brothers—one is Ranjit Roy and the other is Timirbaran Roy. One was a teacher and the other was working in the All-India Radio, Calcutta Centre. Both of them have lost their jobs because the police report was to the effect that their father was a member of the Communist Party in Cooch Behar. So, they have lost their jobs. I have written to the Chief Minister about them. Usually he replies to my letters, but to this letter I have received no reply for the last nine months or one year.

Then, recently—two or three days back—another such case has come from Malda. One secondary school teacher, employed in the Chanchol High School, was appointed by the Managing Committee of that school After a year—I am told—at the intervention of the District Inspector of Schools and one of the Deputy Ministers here Shri Sowrindra Mohan Misra—I do not know whether it is correct or not but I am told that he also intervened—he has been given a notice that he cannot be kept on the staff because it is alleged that he was a member of the Communist Party four years back. He is not now an active member of the Communist Party.

[4-10—4-20 p.m.]

The Managing Committee is good. They have told the teacher, "Your services cannot be retained unless you get the approval yourself from the Government authority." How can the teacher do it ? Is this the rele ? This is not the rule. The Managing Committee appoints a teacher and it is for the Managing Committee to write to the D. I. or to the Government according to rules whether such a teacher could be appointed. But here this teacher is told to go and get the approval of the D. I. or somebody else. It is a good Managing Committee. What will it do ? Its Grant will be stopped. This is the condition.

The Ministers may suppress the Association. Government can take action against individuals and leaders. They can stifle all enthusiasm, all initiative, all honesty as far as Government employees are concerned. But in this way they can only earn the hatred and contempt of all these 1 lakh 80 thousand people that these bodies represent. The Third Five Year Plan is in the offing· We are discussing the matter. The Ministry and the Government should take these

people into confidence. Why don't you call a conference of these people—talk to them—discuss with them ? Are they so unreasonable ? These people are the backbone—on them you have to depend for the crrying out of the Five Year Plan. Why do you treat the employees in this way ? Is this the example you set before private employers ? What can poor Mr. Abdus Sattar do if people treat him with contempt—if the Marwaris, the big business-men tell him, "Don't come ane lecture to us. What are you doing to your employees". People in a glass house should not throw stones. This should be given serious consideration by the West Bengal Government and the Ministry.

I wish to bring to the notice of the House through you a very important matter and that is the question of Muslim minorities. In Delhi I heard that a circular had been sent to the Chief Ministers of several States including the State of West Bengal by the Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, with regard to the condition of the Muslim minorities, asking the West Bengal Government to go into the condition of the Muslim minorities—what are their grievances with regard to their employment—with regard to their condition of life and so on,—if there are any grievances of these Muslim minorities—and it seems that the Prlme Minister felt that not absolute justice is being done to them or at least that their grievances should be gone into. So a report was called for. Up till now I am confident that the Chief Minister of the West Bengal Government has not sent a reply to the Prime Minister giving facts and figures with regard to the minorities. I also wonder whether any other Minister in the Cabinet knows about this information which I am giving to day in this House. I do not say that you reserve some seats or give them some percentages and so on. Then with regard to Public Service Commission jobs there is competition and people have to go through competition' but it is an accepted fact that the Muslim are a backword communitp for historical reasons. Therefore as regard other jobs there must be some direction ofthe Ministry ; they must discuss the matter as to what can be done to remove the grievances of these people. A large percentage of the Muslims vote for the Congress—a majority of the Muslims in West Bengal vote for the Congress. ('Question' from the Government benches). I think that is an accepted fact. Therefore, the Congress feel that they must be following the Congress ; supporting the Congress ; therefore there is nothing to be done. But the Muslim look at it in this way—there is not a High Court Judge who is a Muslim ; there is no big officer who is a Muslim ; in the Public Service Commission there is no Muslim. But they say that yet in Pakistan and other places those who are minorities for historical reasons get a chance—and there the people of the backward community have advanced. There is no donbt about that. They have taken up big jobs. They are doing it—whe- ther efficient or inefficient is another matter—because we cannot say that all our officers are efficient. A review shouldbe made with regard to this —that is the subject-matter of my contention. But I am sure nothing has been done. In Kerala we find that the Congress had given all sorts of promises to the

· Muslims. Then the Muslims voted for them. They have formed a Ministry now. But as soon os they were about to form the Ministry the Muslims were told " you are a communal organisation". Even a big leader like Pandit Nehru said only the other day that everybody should vote for the Muslim League in India. He had not seen their manifesto. Now he says—it is a communal organisation. They are unfortunate people—minorities as they are. Why place them into this position ? Therefore, something real and something good should be attempted. That, is all I say. Otherwise there are people outside India who might take advantage of the situation which is happening.

Now, Sir, I have almost finished. But Sir, with regard to the Assembly staff a question has been discussed during the discussion of the point with regard to the cut motion. What we wish to say is that it is high time that some sort of arrangement should be made with the Speaker with regard to the appointment of staff and so on and for this rules should be framed and the Speaker here should be given absolute authority with regard to the appointment of employees in the House. Thepresent system shold go, We see these Police Department Reporters come with me to take down reportes elsewhere. Their services are lent out by the Home Department during the Assembly sessionsi. Why should this happen ? It is absolutely necessary that the staff here should be our staff under the Speaker and it is high time that we should immediately—if not this session, at least in the next session—frame rules rools so that the Speaker can know and do whatever is necessary for the requirement of his staff and so on and so forth. Their pay and their allowances should also be considered. I do not want to go into details but I find that there is a lot of grievance and grouse in the matter of what is taking place regarding recruitment without the knowledge of the Public Service Commission. I do not blame anybody. But certain individuals are bound to be blamed. If there are no rules and nobody takes the responsibility nothing can be done systematically.

Sir, I have almost finished. I will refer to one thing. It would be interesting to recall the observation of Dr. V. K. R. V. Rao, Vice-Chancellor of the Delhi Univercity, on the approach to the Third Five-year Plan.

"The discussion on the various facets of the Third Plan will really prove to have been only of an academic nature unless the following conditions are fulfilled on the part of the party and leaders in whose hands the running of the country lies, i.e. the Congress.

(1) Personal austerity, dedication to work and high moral character on the part of all sections of leadership in the country whether in the political or social or academic or cultural or economic field.

(2) All-party agreement on the main outline of the Plan iucluding objectives, magnitude, patterns of investment and mobilisation of resources so that the nation will be strong and determined and there will be no confusion or weakening due to divided counsels or political wranglings on plan projects". This was

what he recommended. The Third Five-Year Plan is in the offing. The Chief Minister had been to Delhi. Again he is going on Saturday to Delhi. Discussions are taking place but nobody in West Bengal is consulted. Not in the First Plan, not in the Second Plan and not in the Thrid Plan our suggestions are called for. There cannot be a people's plan if you carry on the administration in this manner. How will the people think that you are sympatqetic to them. What you have said before is not carried out in practice. Everything is hypocrisy and nothing but hypocrisy.

[4-20—4-30 p.m.]

Shri Sowrindra Mohan Misra :

On a point of personal explanation, Sir,

মাননীয় সদস্য জ্যোতিবাবু আমার নাম উল্লেখ করে যে মাল্‌টিপার্‌পল্‌স্ স্কুল সম্পর্কে বললেন—অবশ্য তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, সেটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

Shri Sisir Kumar Das :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ১৯৫৭ সালের ইলেকশনএর পর প্রথম আমি এই হলে বক্তৃতা করবার সময় বলেছিলাম।

Caeser's wife must be above suspicion.

তখন আমি একথাও বলেছিলাম মন্ত্রী মহাশয়দের কোথায় কি সম্পত্তি আছে স্বনামে বা বেনামে তা তাঁরা ডিক্লেয়ার করুন। কিন্তু সেটা তাঁরা করলেন না। তখন বিধানবাবু বললেন "শিশির দাস আজ্ঞা দিলে, আমরা সব করে ফেললাম"। এবার কংগ্রেস আজ্ঞা দিয়েছেন যে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়রা তাঁদের ডিক্লোরেশন দিন। সেহ ডিক্লারেশন এখনও দেখছি না কেন? বিধানবাবু সে সম্বন্ধে একেবারে চুপ কেন? আমি ১৯৫৭ সালে যে কথা বলেছিলাম, ১৯৬০ সালে সেটা কংগ্রেস একসেপ্ট করেছেন। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ডিক্লেয়ারেসন এর কোন নাম গন্ধ নেই। এই যে দেশময় একটা কথা আছে—মিঃ স্পীকার স্যার, কংগ্রেসের মন্ত্রী মহাষয়রা নিজেরা ঘুষ না খেলেও অনেকে খান তাঁদের মধ্যে অন্য যাঁরা আছেন এবং তাঁদের পার্টির জন্য প্রভূত পরিমাণে ঘুষ নেন। সেইজন্য আমি মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে হাউসের কাছে এই কথা রাখছি কংগ্রেসের রেজোলিউশন যেটা, যদিও আমি কংগ্রেস ম্যান নই, সেটা কেন ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছে না। সেটা বিধানবাবুর কাছে থেকে শুনতে চাই।

দ্বিতীয় কথা আমার, কো-অপারেটিভ ফার্মিং সম্বন্ধে কংগ্রেস রেজোলিউশন পাশ করেছেন, অথচ এখানে কো-অপরেটিভ ফার্মিং সম্বন্ধে কোন বিল বা রেজলুসন পাশ করা হল না। যেখানে কো-অপারেটিভ ফার্মিং তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার এবং দেশে একটা ইকনমিক রিহ্যাবিলিটেশন আন দরকার, তার কোন প্রস্তুতি দেখছি না! অন্ দি আদার হ্যাণ্ড—আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? হাইকোর্টে একটা জাজমেণ্ট হয়েছে, সিংহ সাহেব জাজমেণ্ট দিয়েছেন যে ইনকাম ট্যাক্স দিতে হবে সমস্ত কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে। অবশ্য এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স নয়। ইনকাম ট্যাক্স দিতে হবে ১৯৫৭ সাল পর্য্যন্ত। অর্থাৎ যে সমস্ত সোসাইটি ১৯৫৭ সাল পর্য্যন্ত কাজ করে চলেছে ১৯৪০ সাল থেকে আরম্ভ করে, অথচ কোন ট্যাক্স দেননি। তাদের সমস্ত ট্যাক্স দিতে হবে। তবে কারণ দেখছি বর্ত্তমান আইনে বহু গলদ আছে, এবং সেই আইনের প্রভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাকি দিত। ১৯৪০ সালে যে

Bengal Co-operative Society Act

হয়েছিল তাতে এগুলি উল্লেখ নেই। সুতরাং এই নোটিফিকেশান অনুসারে কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি পেত। আমি এ ধরনের কতগুলি এ্যাক্ট মেনশন করতে চাই। একটা হল মাদ্রাজ এ্যাক্ট, একটা হল বোম্বে এ্যাক্ট, এবং ১৯১২ সালে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের কো-অপারেটিভ সোসাইটিস এ্যাক্ট। সুতরাং ১৯৪১ সালে। যে কো-অপারেটিভ সোসাইটিস এ্যাক্ট হয়, তার অধীনে যেসমস্ত জিনিষগুলি রয়েছে, তা সবগুলিই ইনকাম ট্যাক্স লায়েবল হয়ে যাচ্ছে, এবং এর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা সোসাইটিকে দিতে হবে। কো-অপারেটিভ সোসাইটিরা যদি ঐ সমস্ত টাকা না দিতে পারে, তাহলে ফল এই দাঁড়াচ্ছে যে ঐ সমস্ত কো-অপারেটিভগুলি উঠে যাবে। সেইজন্য আমি কো-অপারেটিভ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বলছি অবিলম্বে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে টেকআপ করুন সমস্ত

Co-operative society with retrospective effect income-tax

এরজন্য লায়েবল হবে না। ব্যবসা বানিজ্যের দিক থেকে এটা একটা খুব বড় ডেন্‌জার দেখা যাচ্ছে। এই সমস্ত কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলিকে উঠিয়ে দেবেন না। আজ আমাদের দেশের প্রপার্টি সত্যই বিপন্ন। দেশময় বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে নানাকারণে। মাইনে বৃদ্ধির জন্য দাবী উঠেছে। কিছুদিন অন্তর, অন্তর কিছু কিছু মাইনে বৃদ্ধি হচ্ছে, তা সত্বেও কর্মচারীরা বলছেন মাইনে বৃদ্ধি করো। চাষী, কৃষকরা দাবী তুলেছে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করবার জন্য, শ্রমিকরা তাদের মিনিমাম ওয়েজ বাড়ানর জন্য বলছে। ওয়েজ ফিক্স করার জন্য মিনিমাম ওয়েজ ফিক্স করার জন্য তিনি বলেছেন কিন্তু সবকিছু গণ্ডোগোল হয়ে যাচ্ছে, কেন ? কারণ হচ্ছে ইনফ্লেশন, ডেফিসিট ফাইনানসিং গাদা গাদা নোট ছাপাচ্ছেন সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ার প্লানএ, থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানএ, যে মাইনেই দিন না কেন দু বছর পরে দেখা যাবে তার কোন মূল্যই নেই, ৫।৬ শত টাকার কোন মুল্য নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিন অনুসারে ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্য্যন্ত ৩০ পারসেণ্ট ইনফ্লেশন হয়েছে। লোকে অবশ্য বলছে ইনফ্লেশন বন্ধ করুন, পণ্ডিত নেহেরু বলছেন ইনফ্লেশন, ডেফিসিট ফাইনানসিংএর কথা চলবে না, ডেফিসিট ফাইনানসিং আমরা করে যাব তবে প্রাইস ষ্টাবিলাইজেশন অন্যভাবে যদি করা যায় তাহলে সে যুক্তি শুনতে রাজি আছি। খবরের কাগজে বোধ হয় আপনি দেখেছেন সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে প্রাইস ষ্ট্যাবিলাইজেশন কমিটি করেছেন। বিধানবাবু সম্প্রতি ঘুরে এলেন, প্রাইস ষ্ট্যাবিলাইজেশনএর কি করে এলেন বুঝতে পারিনা। তবে একটা জিনিষ করলে খানিকটা প্রাইস ষ্ট্যাবিলাইজেশন হয়, সে কথাই বলছি। আমাদের যে নেসেসারিজ অব লাইফ, খাদ্য দ্রব্যের প্রাইস যদি চেপে রাখা যায়, তাহলে সমস্ত জিনিষের প্রাইস লেভেল কমে যায়, মানুষের ষ্টেপল ফুড সেগুলির দাম যদি কমাতে পারি তাহলেই দেখব সমস্ত মানুষের ওয়েজ লেভেল কমে যাচ্ছে, সেটা হতে পারে

by better Production and Agriculture.

যে কোন রকমে ফসল যদি বাড়াতে পারি, উৎপাদন বেশী হয় তাহলেই দেখা যাবে চাহিদার চেয়ে আপনার সাপ্লাই বেশী হয়ে যাচ্ছে এটা এজন্য বলছি

naturally, demand for necessaries of life inelastic—

সুতরাং চাহিদার চেয়ে যদি বেশী উৎপাদন হয় তাহলে প্রাইস লেভেল ভয়ানক ফল করবে

এ্যাট এভ্রি প্লেস। কাজেই গভর্ণমেণ্টের দেখা দরকার ফুড ষ্টাফ প্রোডাকশন যাতে বাড়ে। সেটা হলেই প্রাইস ষ্ট্যাবিলাইজেশন হতে পারে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এই ফুড প্রোডাকশন বাড়ানোর ব্যাপার কোথায় যেন একটা রহস্য রয়েছে, এটা নিয়ে একটা ঠাট্টা বিদ্রূপ চলছে। আমার থানা পটাশপুরে একটা মৌজা আছে যা নাকি ইষ্টবেঙ্গলএর মত হয়ে যায় বর্ষাকালে, আমার এই থানার ৩।৪ একর জমি বর্ষাকালে জলে ডুবে যায় এবং যেটা একটু উচু জায়গা তা দ্বীপের মত ভাসতে থাকে। কেলেঘাই নদীর ধার হাইয়ার, ভিলেজ লেভেলএর চেয়ে, সেজন্য বৃষ্টির জল নিকাশ হয় না। নদীর লেভেল হাইয়ার তাই চারিদিকে বাঁধ দিতে হয় এবং একটা স্লুইস করে জল বার করে দিতে হয়। অজয়বাবুর কাছে ধর্ণা দিলাম এনিয়ে অজয়বাবু বললেন এটা আমার ডিপার্টমেণ্ট নয়। বিমলবাবুর কাছে গেলাম, তিনি বললেন করবোত কি ১৯৬২ সালের আগে করবো না। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মেদনীপুরের একটা রেকমেণ্ডেশান করে পাঠিয়েছেন ১৯৫৯ সালের মে মাসে তাতে লিখেছেন এই স্লুইজএর জন্য ২৯ হাজার টাকা খরচ করবেন। বোর্ড অব রেভিনিউ কিরকম কাজ করছে দেখুন, আমি সে সম্বন্ধে বলছি, এটা অত্যন্ত ইনএফিসিয়েণ্ট ডিপার্টমেণ্ট, কারণ মে মাসে লিখেছে এখন পর্য্যন্ত কোন উত্তর নাই। এই যে ২৯ হাজার টাকা খরচ হবে কি হবে না কোন কথা নাই। অজয়বাবুর কাছে গেলাম।

[4-30—4-40 p.m.]

সুতরাং আমি কিছু করতে পারবো না। তাঁর মত নিয়ে এসো। সেখানকার কংগ্রেস ভাইরা—তাদের টিপে দিচ্ছেন—খবরদার মত দিও না। কেন? না, কণ্টাই ইলেকশনে পি, এস. পি-কে ভোট দিয়েছে। সুতরাং অজয়বাবু নৃত্য করছেন আনন্দে।

তাদের ফরেষ্ট পলিসি কেমন চলছে দেখা যাক্। আমি ইতিমধ্যে ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়া ঘুরে এলাম। সেখানকার লোক আতঙ্কিত হয়ে আছে। লাঙ্গলের জন্য কাঠ পাওয়া যাচ্ছে না। লোকে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের গাছ কেটে আগে লাঙ্গল তৈরি করতো। এখন কি হচ্ছে? লোকে নিজের বাড়ীর নিম গাছ বা বাবলা গাছ কেটে লাঙ্গল তৈরি করে বাজারে বিক্রী করতে গেলে, তাদের হাত কড়া দিয়ে ধরে নিয়ে যাবে—তুই এই কাঠ জঙ্গল থেকে চুরি করেছিস্। এখন ১০।১২৲ টাকা দিলেও তারা লাঙ্গল পায় না পুরুলিয়ার লোকে।

ঝাড়গ্রামে—একটা গ্রাম আছে যেখানে আমাদের বনবিভাগের দপ্তর—বৃক্ষ রোপণ করে বনসৃজন করবেন। সেই গ্রামে দুঃস্থ লোক রয়েছে, তারা নানারকম ফসলের চাষ করে জীবন-যাপন করে। সেই জায়গা ঘিরে রেখেছেন, গাছপালা কিছু করছেন না। আর সেখানে তাদের চাষবাস করে খেতে দিচ্ছেন না। সেইজন্য তারা শোভাযাত্রা করে সহরে গিয়েছিল—দু-তিন দিন আগে ওখানকার এস. ডি. ওর সঙ্গে দেখা করতে। তখন এস. ডি. ও. তাদের সকলকে এ্যারেষ্ট করে ফেললেন। কাকেও বেল্ দিলেন না, বেল্ বন্ধ। আমাদের পি. এস. পি. কর্মী কানাই মণ্ডল তাদের নেতা হয়ে সঙ্গে গিয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে ১০৭ ধারার কেস্ হয়ে গেল, দু-হাজার টাকার জামিন দেও। পার্টি'র থেকে তখন ক্যাশ দু-হাজার টাকা তুলে দিলেন। এবার জামীন দেও। এস, ডি. ও, বললে—না, জামীন হবে না। হাজতে দেও। সেই এস. ডি. ও কে? তিনি হচ্ছেন স্বনামধন্য মুর্শেদ সাহেব। তিনি এটা করছেন। আর কি করছেন? এস. ডি. ও.—একটা মুসলমান ছেলে—হিন্দু সেজে এক

হিন্দু রমনীর পানি গ্রহণ করতে গিয়েছিল, গিয়ে আগে থেকে ধরা পড়ে গেল—সে তমলুকের মুসলমান, তার হাজত বাসের হুকুম হয়। কিন্তু এস. ডি. ও. মুসলমান, তার প্রাণে বড় ব্যথা লাগলো, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার বেল্ দিয়ে দিলেন। সে তারপর থেকে একেবারে হাওয়া—কোথাও তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে কথামাত্র বেল্! আর কোথায় জঙ্গল থেকে এক টুকরা কাঠ নিয়েছে বা জঙ্গলের জন্য একটা আন্দোলন করেছে, তারজন্য বেল্ হবে না! আপনারা এই এস. ডি ওব প্রতি একটু লক্ষ্য রাখবেন।

[এ ভয়েস : এবার তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট হবেন।]

হ্যাঁ, তাকে ম্যাজিষ্ট্রেট্ করে নিয়ে আসুন।

বিধানবাবু বললেন—অনেক কাগজ বের করছেন—পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্ট। জারনালস যেসব কাগজ বেরোয় আমরা এম-এল-এ হিসাবে একখানা করে পাই। এখন ফাল্গুন শেষ হয়ে চৈত্র চলছে—কাগজ খুললে দেখবেন—পৌষ মাস কি মাঘ মাসের কাগজ। একটা ডিপার্টমেণ্ট রেখেছেন কাগজ ছাপা হচ্ছে দু-তিন মাস পরে। এইরকম ডিপার্টমেণ্ট না রাখলে কি হয়? আমি আর সে কাগজ এখন খুলি না—ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দেই, বিক্রী করলে দু-পয়সা হয়।

[Laughter]

এই আমাদের ল্যাণ্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টের বিমলবাবু—কোচাটা দুলালেন মেঝেতে। প্রত্যেকদিন লক্ষ্য করি—ধুতি চাদর যেদিন পরে আসেন, কোচাটা দোলায়ে যাচ্ছেন। এ ভদ্রলোককে দিয়ে কি করে ল্যাণ্ড রিফর্মস করবেন? তাঁর সেটলমেণ্ট অফিসেও দেখবেন যে ঘুষের রাজত্ব চলেছে! এমন কোন অফিস নেই যেখানে ঘুষ নেই। এখানে বর্গাদার কোর্ট করেছেন। এই বর্গাদার কোর্টের সেরেস্তাদার প্রভৃতি ঘুষ নেয়। একটা উদাহারণ দিচ্ছি, কণ্টাইতে এই ব্যাপার ঘটেছে। এখানে একজন ভাগচাষীর বিরুদ্ধে কেস্ হয়। ভাগচাষী ডিফেন্সে বলে যে ৫ (ক) ধারা অনুসারে এই জমি সরকারে ভেষ্ট করেছে। এটা সত্যই ভেষ্ট করেছে কিনা সেটা খবর নিয়ে দেখবার জন্য সেরেস্তাদারকে বলা হয় এবং সে এসে রিপোর্ট দিল যে সেই ল্যাণ্ড সরকারের হাতে ভেষ্ট করেছে। কিন্তু যিনি তার মোক্তার ছিলেন তাঁর সেকথা বিশ্বাস হল না। তিনি ল্যাণ্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টে গিয়ে খবর নিলেন যে এইরকম কোন চিঠি লেখা হয়েছে কিনা যে এই ল্যাণ্ড সরকারে ভেষ্ট করেছে। কিন্তু সেখানে দেখা গেল এইরকম কোন চিঠি লেখা হয় নি। এ খবর ভাগচাষ বোর্ডের অফিসারকে জানালে পর তিনি খুব অসন্তুষ্ট হলেন তার কর্মচারীর উপর। কিন্তু সে বিষয় আর কোন এনকোয়ারী করা হল না, ব্যাপারটা লুসডআপ হয়ে গেল। এইভাবে প্রত্যেকটা লেভেলে দুর্নীতি চলছে। কাল আমাদের জুডিসিয়াল মিনিষ্টার বলে গেলেন এগুলি ঘুষ নয় টিপ্স। ঘুষ নেবার প্রশ্রয় দেবার মত এইরকম বেহায়াপানা একমাত্র এইরকম মন্ত্রীরাই দিতে পারে। জুডিসিয়াল ডিপার্টমেণ্টে এই ঘুষকে টিপ্স বলে যদি জাষ্টিফাই করে, এইরকম আউটলুক যদি মন্ত্রীদের থাকে তাহলে এই রাজ্যে ঘুষ কি কখন বন্ধ হতে পারে? কখনই বন্ধ হতে পারে না। সেইজন্য আমরা বলি যে এই ঘুষ বন্ধ করার একটা উপায় আছে। সব জায়গায় স্থানীয় লোক নিয়ে যদি লোকাল কমিটি গঠন করা যায়, সব পার্টির লোক নিয়ে, কমুনিষ্টপার্টি, কংগ্রেস পার্টি, পি. এস. পি. বা অন্যান্য পার্টির হোক না কেন। ইরেসপেকটিভ অব পার্টি, এবং

সেখানকার লোকদের মধ্যে যারা অনেস্ট লোক, সে উকীল হোক, ডাক্তার হোক, মোক্তার হোক, তাদের হাতে প্রিলিমিনারি পাওয়ার দিতে হবে

to enquire into every complaint that may be made, to look into the records, to call for the records and to pass their opinion.

তাহলে দেখবেন এক বৎসরের মধ্যে লোকাল করাপশন সম্পূর্ণ দুর না হোক এ্যাট লোয়েস্ট লেভেলে এসে যাবে এবং আস্তে আস্তে তা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা জানি এই সরকার এরকম কোন ষ্টেপ নেবে না।

আর একটা কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করবো। সেটা হচ্ছে ডিসেণ্ট্রালাইজেশন -এর কথা। কংগ্রেস রেজোলিউশনে তারা ডিসেণ্ট্রালাইজেশনের নীতি গ্রহণ করেছেন। কংগ্রেসের এই রেজোলিউশন উত্তর প্রদেশে নিয়েছে এবং অন্যান্য জায়গাতেও নিয়েছে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে তাদের তফাৎ কোথায়। আমরা বাংলাদেশে দেখছি যে এখানে ডিসেণ্ট্রা-লাইজেশন অফ পাওয়ার নয় আমাদের এখানে

delegation of all powers to Dr. Bidhan Chandra Roy,

এখানে ডিসেণ্ট্রালাইজেশন উড়ে গিয়েছে। যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি। পঞ্চায়েতের বেলায় পণ্ডিত নেহেরু পর্য্যন্ত বলেছেন যে পঞ্চায়েৎ হাজার বার ভুল করলেও তবু তাদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে। কারণ এই ভুলের মধ্যে দিয়েই তারা শিখবে। আর এখানে দেখি সমস্ত

power concentrated in the hands of the Block Development Officer

ও গ্রামসেবকদের হাতে। গ্রামসেবক ও

Block Development Officer Club

কে চাঁদা দেন, গ্রামের যাত্রা, থিয়েটারে টাকা দেওয়া হয়। এইরকম ভাবে হাজার হাজার টাকা সরকার খরচ করছেন, অথচ পঞ্চায়েৎ, সে যদি কংগ্রেস দলেরও হয় তাহলেও তাদের হাতে কোন ক্ষমতা দেওয়া হয়না। গত ইলেকশনে কংগ্রেস প্রাইমারী টিচার্সদের ব্যবহার করেছিলেন

for their election purposes,

এবার তারা যাত্রার দল করছেন, গ্রামে গ্রামে যাত্রা পার্টি করছেন এবং ভাবছেন যে কংগ্রেস ইলেকশনে জয়লাভ করবে। কিন্তু এবার স্বতন্ত্র পার্টি আছে। গতবারের ইলেকশনে লক্ষ লক্ষ টাকা কংগ্রেস পেয়েছিল ধনিক সমাজের কাছ থেকে, এবার তাদের আছে স্বতন্ত্র পার্টি, তাই কংগ্রেস এবার সেটাকা পাবে না এবং দেখা যাবে আগামী যুদ্ধে কংগ্রেস কি করতে পারে।

[4-40—4-50 p.m.]

Shri Hemanta Kumar Basu :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এসেম্বলী বিভাগকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন বিভাগে পরিণত করা উচিত। আপনি হয়ত জানেন না যে বিঠল ভাই প্যাটল যখন দিল্লী এসেম্বলীর স্পীকার ছিলেন তখন তদানীন্তন বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে উপস্থিত বিরোধ হয়। পরে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হয়ে এসেম্বলী বিভাগকে সম্পূর্ণরূপে স্পীকারের হাতে ছেড়ে দেন। কাজেই আজকে যখন

স্বাধীন হয়েছি তখন স্বাধীন ভারতবর্ষের স্পীকারের হাতে এসেম্বলী বিভাগকে সম্পূর্ণভাবে তার কণ্ট্রোল এবং শাসনে ছেড়ে দেওয়া উচিত। এই বিভাগে যারা কাজ করে বেয়ারা, পিওন ইত্যাদি, আমি শুনলাম সারা বছর তাদের কাজ থাকেনা, যখন এসেম্বলী চলে তখনই তাদের শুধু কাজ থাকে। এই সমস্ত দরিদ্র কর্ম্মচারীদের যদি অস্থায়ীভাবে এই কয়েক মাসের জন্য নিয়োগ করা হয় তাহলে বছরের বাকী সময় তারা কি করবে? কাজেই আমি অনুরোধ করব যাতে সরকার এই বিষয়ে ভেবে দেখেন। আমাদের এই সমস্ত কর্ম্মচারীরা মাহিনা অত্যন্ত কম পান। সরকারের ৯৮ পার্সেণ্টস কর্ম্মচারী হচ্ছে নিম্নতম কর্ম্মচারী। যা এইমাত্র ডাঃ রায় আমাদের জানালেন। এই সমস্ত নিম্নতম কর্ম্মচারীদের কি অবস্থা তা আমরা সকলেই জানি। বহুদিন ধরে তাদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা তারা সরকারকে জানিয়েছে। নানারকম সভা সমিতির মারফৎ তারা তাদের আবেদন পেশ করেছে। কিন্তু সরকার এই বিষয়ে কোন কিছু ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত করেননি। এই সমস্ত নিম্নতম কর্ম্মচারীদের দাবী দাওয়া জানাবার যে সংস্থা, সেই সংস্থা গঠনের যে তাদের অধিকার আছে, সরকার তা স্বীকার করেননা। তাদের সভাসমিতি করা, তাদের দুঃখদারিদ্র্য অভাব অভিযোগের কথা বলার অধিকার তাও সরকার স্বীকার করেন না। বৃটিশ সরকারের যে কনডাক্ট রুলস ছিল, তাদের ট্রেড ইউনিয়ন করবার অধিকারকে ক্ষুন্ন করে ও হরণ করে, এঁরা এক নতুন সার্ভিস কনডাক্ট রুলস করেছেন যাতে এই সমস্ত কর্ম্মচারীদের ডেমোক্রাটিক রাইটস যা কনষ্টিটিউশান দিয়েছে, সেই সমস্ত রাইটসকে সম্পূর্ণভাবে হরণ করা হচ্ছে। আপনি জানেন স্যার কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা আসার পর এই নিম্নতম কর্ম্মচারীদের বেতন ও ভাতা বর্ত্তমানে ক্রমবর্দ্ধমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে কোন কিছুই করা হয়নি। এই নিম্নতম কর্ম্মচারীরা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য পরিচালনা করে থাকেন। সেই জন্য যদি এদের মধ্যে অসন্তোষ থাকে সরকারের কাজ শান্তিপুর্ণভাবে, সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারেনা। কাজেই সরকারকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। এরা অনেকবার দাবী করেছেন যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে তাদের অন্তরবর্ত্তীকালীন ভাতা দেওয়া হউক। এবার তারা একটা পে কমিশন চেয়েছিলেন, জুডিসিয়াল বিভাগের লোককে দিয়ে। কিন্তু সরকার পে কমিটি নিযুক্ত করেছেন এবং তাতে কোন জুডিসিয়াল সার্ভিসএর লোককে নেওয়া হয়নি। কাজেই তাদের যে ধরণের দাবী ছিল সেই ধরণের পে কমিশন করা হয়নি। এখানকার সরকার যা মাহিনা দেন সওদাগরি অফিস কিম্বা কেন্দ্রীয় সরকারের মাহিনার তুলনায় অনেক কম। সেইজন্য তারা দাবী করেছিলেন অন্তর্বর্ত্তীকালীন তাদের একটা ভাতা দেওয়া হউক। এই দাবী নিয়ে তারা যখন প্রস্তাব করেছেন কিম্বা এই প্রস্তাবের উপর যখন তারা সভা সমিতি করেছেন বা সভা সমিতিতে যোগদান করেছেন সেই অজুহাতে সরকার অনেককে বরখাস্ত করেছেন। আবার অনেককে ভয় দেখান হয়েছে। এইভাবে যদি সরকার এদের সঙ্গে ব্যবহার করেন তাহলে তারা কিভাবে কাজ করতে পারে। ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই সমস্ত কর্ম্মচারী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের দাবী দাওয়া সম্বন্ধে একটা স্মারকলিপি পেশ করেন। তারা সেখানে এই পে কমিটীর পরিবর্ত্তন করে সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা মারফৎ তাদের দাবীগুলি মিটমাট করতে চেয়েছেন। এটা আমরা মনে করি এই প্রস্তাব খুব সঙ্গত ছিল। কিন্তু সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি, এমনকি তাদের কথা পর্য্যন্ত শোনেননি। আমি মনে করি এদেরও সম্মান আছে, এরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক এবং এদের মর্য্যাদা আছে। এদের কথা শুনব না কেন, এর কারণ আমি

বুঝতে পারি না। সরকার একবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এদের মধ্যবর্ত্তীকালীন ভাতা এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করবেন কিন্তু সরকার এপর্য্যন্ত সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। তারপর স্যার, আমরা দেখি সরকারের শতকরা ৬০জন কর্ম্মচারীদের অস্থায়ী করে রাখা হয়েছে। বরাবর তাদের অস্থায়ী করে রাখা হয়েছে। এইভাবে যদি সরকার তাদের কর্ম্মচারীদের শতকরা ৬০ জনকে অস্থায়ী করে রাখেন তাহলে তাদের কাছ থেকে কি কাজ আশা করতে পারেন। তাদের কাজে শিথিলতা আসতে বাধ্য। তাদের ন্যায্য দাবী, তাদের ন্যায্য পাওনা কোন কিছু সরকার দিচ্ছেন না। আমাদের এখানে প্রায় শতকরা ৯৮ ভাগ কর্ম্মচারীরা ৩০০ টাকার কম মাহিনা পান। এবং এর তলায় যারা যারা আছেন তারা আরও কম মাহিনা পান।

[4-50—5 p.m.]

কাজেই দেশের যখন এরকম অবস্থা তখন আমরা দেখছি যে রাজ্যপালের জন্য বছরে ৭ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা খরচ হয়। এ, আই, সি, সির ইকোনমিক রিভিউতে তাঁরা বলছেন যে আমাদের মাথাপিছু গড় আয় মাত্র ২৯৪, টাকা, সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ৬০জন ভারতবাসীর বাৎসরিক আয়ের সমান হচ্ছে আমাদের রাজ্যপালের খরচ। গান্ধিজী বলেছিলেন যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে পর কেউ ৫শত টাকার বেশী মাইনে পাবেনা। কিন্তু যদি এরকম একটা মোটা খরচ রাজ্যপালের জন্য জোগাতে হয় তাহলে তা কি এই দরিদ্র দেশের লোকের পক্ষে পস্তব বা যুক্তিযুক্ত ? জ্যোতিবাবু বলেছেন যে আমাদের এখানে মন্ত্রীর সংখ্যা খুবই বেশী। অবশ্য তাঁরা যদিও খুব বেশী পাননা তাহলেও প্রত্যক বছর তাঁদের সংখ্যা যেভাবে বেড়ে চলেছে সেটা বিবেচনা করা উচিত। সর্বশেষ আমি বলব যে, দেশের গরীব জনসাধারণের কথা এবং নিম্নতম কর্ম্মচারীদের ভাতা, বেতন বৃদ্ধি ও বাসস্থানের কথা চিন্তা করে তা সমাধানের জন্য আপনাদের একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

Shri Nepal Ray :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজ প্রথমে আমি ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড কর্মচারী যাঁরা আপনার এই হাউসে আছেন তাঁদের সম্বন্ধে আমি কয়েকটা কথা রাখতে চাই। এখানে যারা ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড কর্মচারী আপনার অধীনে আছেন তাঁরা ৪০টাকা থেকে ৫৫টাকা মাইনে পান। সকাল থেকে রাত্রি ৮।১০টা পর্য্যন্ত যতক্ষণ হাউস চলবে ততক্ষণ এঁদের থাকতে হয়। কিন্তু এই ৪০ টাকা ৫৫ টাকা মাইনেতে কোন ভদ্রসন্তানের চলে কিনা জানিনা। সেজন্য আমার অনুরোধ যে সাধারণভাবে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের ক্লারিক্যাল যে গ্রেড আছে—অর্থাৎ ৫৫ থেকে ১৩০ টাকা গ্রেড—সেই গ্রেড এদের দেওয়া হোক। এদের সম্বন্ধে এটাই আমার সরকারের কাছে নিবেদন। আর একটা কথা আমি বহুবার যেটা এই হাউসের সামনে রেখেছি—কিছু কাজ হয়েছে—সেটা হচ্ছে আমাদের হোম ডিপার্টমেণ্টের পুলিশ কর্মচারীদের কথা। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই টেম্পোরারী। জীবনের সবচেয়ে ভাল সময়গুলো এরা টেম্পোরারীভাবে কাটিয়ে যায় এ. এস. আই এবং সাব-ইন্সপেক্টার হিসাবে এরা ১০।১৫ বছর অবধি টেম্পোরারী থাকে। মুখ্যমন্ত্রী যাঁর বাংলাদেশের মানুষের নাড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে তাঁর কাছে আমার নিবেদন যে এইভাবে যদি মানুষকে টেম্পোরারী করে রাখা হয় তাহলে সরকারের প্রতি এদের শ্রদ্ধা কমে যায়। মানুষের যখন সিকিউরিটি অফ্ সার্ভিস থাকে না তখন সরকারের প্রতি সে শ্রদ্ধাবান হতে পারে না। বেঙ্গল পুলিশের সব অফিসারকে হীরেন

সরকার রিটায়ার হবার সময় পার্মানেণ্ট করে গেছেন। তাঁর যদি রিটায়ারের সময় না হোত তাহলে হয়ত তিনি এটাও করতেননা। যাহোক আমি আজকে জোরের সঙ্গে বলছি যে প্রত্যেকটা এ. এস. আই. বা সাব-ইন্সপেক্টার বা ইন্সপেক্টার যারা ২ বছরের উপর পুলিশ ফোর্সে কাজ করছেন—বিশেষ করে ক্যালকাটা পুলিশ—তাঁদের প্রত্যেককে পার্মানেণ্ট করতে হবে উইথ রিট্রোস্পেকটিভ এফেক্ট। তাদের যেদিন থেকে ২ বছর সার্ভিস হয়ে গেছে সেদিন থেকে তাদের পার্মানেণ্টের মাইনে দিতে হবে। এটাই মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার দাবী। এই হাউসে সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে অনেক অনেক কথা বলেছেন। আমি আমেদ সাহেবের ডিপার্টমেণ্ট সম্বন্ধে কটা কথা বলব। আমেদ সাহেবের ডিপার্টমেণ্টে ৬০০ জন ডি. এফ. এ. আছে। তাদের মাইনে শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। এই ৬০০ জন এফ. এ. এরা সারা পশ্চিমবাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। আমাদের গো-মহিষাদি যে সম্পদ আছে সেই সম্পদকে এরা দিন দিন বাড়িয়ে চলেছে এবং কৃষির উন্নতির কার্যে এরা সাহায্য করছে। গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া থেকে যে ফতোয়া দিয়েছেন সেই হিসাবে তরুণবাবু আমাদের নূতন মন্ত্রী হয়েছেন। সেজন্য তাঁকেও বলা চলে। এই ডি. এফ. এ. যাঁরা, তাঁরা গরু মহিষাদির উন্নতির দিকে নজর রাখবে তাদের মাইনে হচ্ছে ৪০ থেকে ৬০ টাকা। এই ৪০ থেকে ৬০ টাকা মাইনেতে কি কোন ভদ্রসন্তানের চলে? আমি ভদ্র অভদ্র কোন প্রশ্ন তুলছি না, আমি বলছি যে এই মাইনেতে কারুরই চলে না। এদের ৩টা স্কেল আছে—ভেটিরিনারী ইন্সপেক্টার, ভেটিরিনারী এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জেন এবং ডি, এফ, এ,—কিন্তু এদের কোয়ালিফিকেশান সকলের সমান—অর্থাৎ ম্যাট্রিক বা ঐরকম গোছের একটা ট্রেনিং। এই যদি হয় তাহলে তাদের বেতনের ডিসক্রিপেন্সি কেন রাখা হয়েছে? আমেদ সাহেবকে জিজ্ঞাস্য যে এই ডিসক্রিপেন্সির মানে কি? অর্থাৎ যিনি ইন্সপেক্টার তাঁর মাইনে হচ্ছে ২০০ থেকে ৪০০, যিনি ভেটিরিনারী এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট তাঁর মাইনে ১৫০ থেকে ৩০০্, কিন্তু এদের বেলায় (ডি, এফ, এ,) ৪০ থেকে ৬০ টাকা বেতন। এঁরা কি সরকারী কর্মচারী নয়, বা এরা কি বৈমাত্র ভ্রাতা? এরাও মানুষ এবং এদের উপযুক্ত বেতন দিয়ে দুবেলা খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। পাঁচজন যদি পরিবারের লোক ধরা যায় তাহলে এই ৬০ টাকা মাইনেতে কি চলে? ওঁর বাড়ীর যে চাকর তাকে দুবেলা খেতে দিয়ে ২৫ টাকা মাইনে দিতে হয়। এরা সব টেকনিক্যাল হ্যাণ্ডস, এরা দেশের সম্পদ। অর্থাৎ পশ্চিমবাংলার গরু, মহিস ও কৃষির উন্নতির জন্য এরা অপরিহার্য্য। সুতরাং এদের প্রতি যদি নজর না দেন তাহলে কৃষির উৎপাদন কমে যাবে এবং কমুনিষ্টরা চেঁচাবে যে খাদ্য উৎপাদন হলনা।

তারপর স্যার, কোলকাতার যাঁরা মেম্বার বা এম. এল. এ. তাঁরা সবাই ২৷৷০ আনা করে টি. এ. পান—আপনি পান কিনা জানিনা। অর্থাৎ ট্যাক্সিতে আসবার জন্য মেম্বাররা ২৷৷০ আনা করে টি. এ. পান। কিন্তু ট্যাক্সি কি কোলকাতা শহরে পাওয়া যায়? এখানে ট্যাক্সি প্রব্লেম্ একটা বিরাট প্রব্লেম্। এখানে ট্যাক্সি নেই বললেই চলে। সেজন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করছি যে ট্যাক্সির সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। আমি বেঙ্গল ট্যাক্সি য়্যাসোসিয়েশান-কে জিজ্ঞাসা করেছি যে এই রিফিউজাল কেন হয়? এটা পাবলিক ইণ্টারেষ্টের ব্যাপার। আজকে কোলকাতা শহরে যে কোন জায়গায় ২।৩ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলে দেখবেন যে একখানাও গাড়ী পাওয়া যায় না। সেজন্য বলছি যে বেশী করে ট্যাক্সি ইস্যু করা হোক এবং ট্যাক্সি এ্যাসোসিয়েশান-কে ডাকা হোক যে কি কারণে রিফিউজাল হচ্ছে।

অর্থাৎ গাড়ী চলে যাচ্ছে ফ্ল্যাগ আপ করা রয়েছে অথচ লোক নেবে না। কারণ হয়ত সে মেরামতের জন্য যাচ্ছে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে বেশী পয়সা নিয়ে যে একটু কাপ্তেন আছে তাকে নেয়।

[5—5-10 p.m.]

আপনি ছেলেপিলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে আপনাকে নেবে না, এমনকি অসুস্থ রোগী বিপদে পড়েছে তাকেও নিয়ে যাবে না, এইরকম ঘটনা চলেছে। আমি সেজন্য ওদের সম্বন্ধে সরকারকে অবহিত কবছি যে সরকাব যেন এদিকে দৃষ্টি দেন। মিটার সম্বন্ধে একটা কথা বলতে চাই যে আমাদের যে—

Motor Vehicles Department

আছে সেখানকার কয়েকজন বড় বড় কর্মচারীর কিছু প্রিয়পাত্র লোক ৪৷৷শো টাকার মিটারকে ৮৷৷শো টাকা দাম বলে চালিয়ে দিচ্ছে, এগুলি বন্ধ করে দিতে হবে। তারপর আমি ট্যাক্সি এ্যাসোসিয়েশানের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলাম, তারা বলেছে যে ভাড়া বাড়াতে হবে। সব জায়গায় যখন ভাড়া বেড়েছে—বাসে বেড়েছে, ট্রামে বেড়েছে, ট্রেনে বেড়েছে, এরোপ্লেনে বেড়েছে, তখন ট্যাক্সিতে বাড়বেনা কেন? নিশ্চয়ই কিছু বাড়ান দরকার। সেজন্য আমি বলছি যে এদিকে সরকাবের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। স্যার, আর একটা কথা আমি বলব, ঐ বেঞ্চের যিনি নেতা, নাম বলতে চাইনা, তিনি মুসলিম প্রীতি দেখালেন, মুসলমানের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করলেন। কুমীর যেমন মাছ দেখলে চোখের জল ফেলে ঠিক তেমনি পাকিস্তান সৃষ্টি করার মূল হচ্ছে ঐ কমিউনিষ্ট পার্টি। পাকিস্তানের জিগির কে দিয়েছিল? কমিউনিষ্ট পার্টি জিগিব দিয়েছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ওদের ফাদার ল্যাণ্ড মস্কোতে কোন মুসলমানকে বড বড চাকরী দেওয়া হয়েছে, মন্ত্রী করা হয়েছে একটা নজীর ওবা দেখাতে পাববেনা? একটাও নজীর নেই। সেখানে যদি কোন মুসলমান বলে যে, আমি মসজিদে গিয়ে নামাজ পডব তাহলে তার গর্দান নেওয়া হয়। ধর্ম যাদের নেই, যারা বিধর্মী, তাবা কেন ধর্মের জিগির দিয়ে আজকে হাউসের সামনে বাহবা নেবার চেষ্টা করছেন? বিধর্মীব মুখে একথা কেন সেটা ভাবতে হবে। আমরা জানি কেরালায় তারা কি করেছিলেন। এই বিধর্মীব দল কেরালায় মুসলিম প্রীতি দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু মুসলমানরা জানেন যে এরা বেইমান, তাঁরা জানেন, এদের কি ইতিহাস। এই বেইমানের দলকে তাঁরা উপযুক্ত জবাব কেরালাতে দিয়েছে এবং অনেক সংখ্যক ভোট পেয়ে তাঁবা আজকে কেরালায় স্পীকারের আসন অলঙ্কৃত করে বসে আছেন। কিন্তু মস্কোব পার্লামেণ্টে বা কোন এ্যাসেম্বলীতে কোন মুসলমান স্পাকারের আসন অলঙ্কৃত কবে নাই। সেখানে মুসলমানদের নাম দিলে গলা কেটে দেওয়া হয়। মস্কোর অধীনে বহু মুসলমান আছে কিন্তু তারা মুসলমান হিসাবে পরিচয় দিতে পারে না। কিন্তু আমাদের এই কংগ্রেস সরকারের কাছে যেমন হিন্দু, তেমনি মুসলমান, তেমনি বৌদ্ধ, তেমনি খৃষ্টান। ভারতবর্ষ দল এবং জাতি নির্বিশেষে গঠিত হয়েছে। ভারতবর্ষ হচ্ছে সেকুলার ষ্টেট। এই সেকুলাব ষ্টেটে ব্যক্তিগতভাবে যদি কোন মুসলমানের উপর অবিচার হয়ে থাকে এবং সেটা যদি মন্ত্রী মহাশয়ের গোচরে আনা হয় তাহলে নিশ্চয়ই তার প্রতিবিধান হবে। এবং দরকার হলে এই হাউসের সামনে সেরকম পার্টিকুলার কেস যদি কেউ রাখেন তাহলে নিশ্চয়ই আমরাও তার প্রতিবিধান করার চেষ্টা করব। আল্লার নামে জিগির ওদের মুখে শোভা পায়না। যারা বিধর্মী তাদের মুখে আল্লার নাম কলংকের কথা। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Jatindra Chandra Chakravorty :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, গদীতে বসবার পর থেকে বিধানসভায় বিরোধীদলের সদস্য বা কংগ্রেস পক্ষীয় সদস্য সমস্ত তথ্য দিয়ে যা'ই অভিযোগ করুননা কেন মন্ত্রীরা সরাসরি সেগুলি অস্বীকার করে এসেছেন যার ফলে অফিসারদের বিরুদ্ধে সদস্যদের যেসমস্ত অভিযোগ আছে তার প্রতি কিছুমাত্র সংশ্লিষ্ট অফিসারবা গুরুত্ব দেননা। তারপরে কথা হচ্ছে এইমাত্র নেপালবাবু বল্লেন যে দেশের গরু এবং মহিষ আমাদের সম্পদ এবং সেদিকে তিনি নজর দিতে বলেছেন। নেপালবাবুও আমাদের দেশের একটা সম্পদ। পাব্লিক হেলথে টেণ্ডার সংক্রান্ত ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী যে ফাইল তলব করেছেন তাতে আমাদের এই সম্পদ মনে করছেন যে উনি সেদিন গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে যেসমস্ত অভিযোগ করেছিলেন তারফলেই বোধ হয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত ফাইল তলব করেছেন। আমি শুনেছি অবশ্য একথা সত্য কিনা জানিনা যে, সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর স্বার্থ আছে তাঁর যে গ্লুকোনেট কোম্পানী সেখানে তাদের গ্লুকোজের টেণ্ডার এ্যাকসেপটেড হয়নি যারজন্য তিনি আজকে সমস্ত টেণ্ডারগুলি আনিয়ে নিচ্ছেন। স্যার, এ্যান্টিকরাপশান ডিপার্টমেণ্ট সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী অনেক কথা বলেছেন আমি এ সম্বন্ধে ২।১টা কথা বলতে চাই। এই এ্যান্টি করাপশন ডিপার্টমেণ্টের অধীনে দুটো এনফোর্সমেণ্ট ডিভিশন আছে ক্যালকাটা এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল। স্পেশাল অফিসার, এ্যান্টিকরাপশন ডিপার্টমেণ্টে যিনি উনিই আবার এক্সঅফিসিও সেক্রেটারী, হোম ডিপার্টমেণ্ট। তিনি ডাইরেক্টলি আণ্ডার দি চীফ মিনিষ্টার এ্যাণ্ড চীফ সেক্রেটারী। কিন্তু স্যার, তিনটা বস্ এই ডিপার্টমেণ্টে—স্পেশাল অফিসার, পুলিশ কমিশনার এবং আই. জি. অফ পুলিশ যারফলে কোন গুরুত্বপুর্ণ কাজ এরা করে উঠতে পারছেন না। গত পাঁচ বছরে আমি জানতে চাই কয়েকটা কেরানী, পিওন, পেয়াদাকে ধরা ছাড়া কটা বড় কেস এঁরা করেছেন। ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্যে এইরকম তিন মালিকী বস্ কোন এ্যান্টিকরাপশন ডিপার্টমেণ্টে আছে বলে আমার জানা নাই। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের যিনি ডিরেক্টর জেনারেল অব এনফোর্সমেণ্ট তিনি একজন পুলিশ অফিসার কিন্তু ওয়েষ্ট বেঙ্গলে যিনি এ্যান্টিকরাপশনের হেড হয়েছেন তিনি হচ্ছেন একজন আই. সি. এস. অফিসার—তিনি ভাল এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর হয়ত হতে পারেন কিন্তু তিনি কোন জায়গায় ইনভিষ্টিগেটিং অফিসার বলে গৃহীত হননা। ল অব এভিডেন্স কিম্বা প্রসিডিওর অব ইনভেষ্টিগেশন সম্পর্কে এঁদের কোন জ্ঞান নেই যারফলে কোন বড় মামলা এঁদের হাতে এ পর্য্যন্ত আসেনি। স্যার, সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ মুন্দ্রা, ডালমিয়া, এস. পি. জৈনের মত রাঘব বোয়ালের মামলা করেছেন অথচ এঁদের ব্যবসার যে প্রধান কর্মকেন্দ্র হচ্ছে কলকাতা, এখানকার এ্যান্টিকরাপশন ডিপার্টমেণ্ট একটা কেসও এঁদের ধরতে পারেননি। স্যার, এঁদের পেছনে আই. সি. এস. বসিয়ে রেখেছেন। আমি সেদিন বলেছিলাম যে আই. সি এস. ক্লিক আছে এবং এই আই. সি. এস-রা এঁদের বিশ্বাসভাজন—এঁরা ইনভেষ্টিগেশন শুরু করেন এবং যাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে তাকে জানান। তারপর প্রয়োজন মত ব্ল্যাকমেলিং করে কেস চাপা দিয়ে দেন। আমি কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি—এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার অব পোর্ট পুলিশ শ্রীশৈলেন বোস এ্যান্টিকরাপশন এঁকে হাতেনাতে ধরেছেন এবং ধরার পর এঁকে সাসপেণ্ড করে রাখা হয়েছে। সেই কেস এখনও পর্য্যন্ত শেষ হল না, বহুদিন ধরে পড়ে আছে। দু-নম্বর—সেদিন আমি এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার শ্রীসুধীর মজুমদারের কথা বলেছিলাম। এ্যান্টিকরাপশন ডিপার্টমেণ্ট তাঁর বিরুদ্ধে কমপ্লেন করেছেন দেড় বছর হয়েছে তাঁরা সাসপেনশন রেকমেণ্ড করেছিলেন কিন্তু কালিপদ-

বাবু রাজী হননি এবং তিনি বহাল তবিয়তে কাজ করে যাচ্ছেন, এমনই এ্যাডমিনি-ষ্ট্রেশন। সেই কেস এখনও পর্য্যন্ত শেষ হল না। তিন নম্বর—কল্যাণী সিউয়ারেজে বিরাট ব্রড হয়েছে এবং তার জন্য যিনি দায়ী চীফ ইঞ্জিনীয়ার অব পাব্লিক হেলথ ডিপার্টমেণ্ট শ্রীপি· সি. সেন। তাঁকে রিটায়ারমেণ্টের পরে স্পেশাল অফিসার করা হয়েছে চীফ ইঞ্জিনীয়ারের ষ্টাটাস দিয়ে এবং এর এনকোয়ারী শেষ হবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত ডাঃ রায় পেছনে থাকবেন। শ্রীঅমল চ্যাটার্জি, এখন তিনি ডাইরেক্টর অব রিহ্যাবিলিটেশন যখন তিনি এ. আর. সি. পি ছিলেন ফুড-ডিপার্টমেণ্টে তখন ৫০ হাজার টাকা ডিফলকেশনের অভিযোগ করা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্ট এনকোয়ারী করে ফেলেছিলেন কিন্তু তখন পুলিশ কমিশনার ছিলেন ঘোষ চৌধুরী মহাশয়, তিনি কেস চাপা দিয়ে দিয়েছেন কারণ শ্রীঅমল চ্যাটার্জি শ্রীহরিসাধন ঘোষ চৌধুরীর নুতন প্রতিবেশী কিনা।

[5-10—5-30 p.m.]

এঁরা সব আই. সি. এস. ক্লিকএর লোক। ডাঃ রায় যদিও আই· সি. এস. দের সাপোর্ট করে থাকেন। কিন্তু যখন তাঁদের নিজেদের স্বার্থে আঘাৎ লাগে তখন ডাঃ রায়কে পরোয়া করেননা, তাঁর অর্ডার মানেননা। সেদিন মাননীয় সদস্য সোমনাথ লাহিড়ী মহাশয় এলউইন বিসওয়াসএর কেস সম্বন্ধে এলিগেশন করেছিলেন—ডাঃ রায় নিজে তার ফাইল অর্ডার লিখে দিয়েছেন গত বছরের আগের বছর, কিন্তু আজও সেটা ক্যারিড আউট হয়নি। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি তাঁর সেই ফাইলএর উপর অর্ডার আই. সি· এস. ক্লিকএর জন্য, তাঁরা ক্যারিড আউট হতে দেননি। একজন অফিসিয়েটিং

Sub-Inspector Karnani flat

এ থাকেন বহু টাকা খরচ করে। তাঁকে এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ থেকে ক্যালকাটা পুলিশী ডাঃ রায় ট্রান্সফার করবার জন্য অর্ডার দিয়েছিলেন' তাও আজ পর্য্যন্ত মানা হল না। মধু কোথায়? মধু খায় কারা খবর নিয়েছি। মহিউদ্দিনএর কেসে এণ্টিকরাপশন ডিপার্টমেণ্ট এর ৪০ পাতা রিপোর্টের মধ্যে ৩০ পাতা শ্রীসুকুমার মল্লিক, আই, সি, এস, এর তার নামে উচ্চবাচ্য নেই কেন? আই. সি. এস· ক্লিক্ বলে।

ইভান সুরিটা সম্পর্কে বহু কথা আছে। তাকে ডাবল প্রমোশন দিয়ে ডিভিশনাল কমি-শনার করা হল। উনিও ঐ আই, সি, এস, ক্লিকএর লোক। হাওড়ার

District Magistrate B. L. Mondal,

যিনি বে-আইনীভাবে কাজ করে বেবী ট্যাক্সি দিয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট থাকা সত্বেও কিছু হলনা। এখন তিনি বহাল তবিয়তে ওয়েষ্ট দিনাজপুরএ ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে আছেন। ইনিও ঐ আই· সি. এস· ক্লিকএর লোক। ধরা পড়ল কেবল মহিউদ্দিন, তাঁর বিরুদ্ধে যে রিপোর্ট আছে, সে সম্বন্ধে যদি এ্যাকশন না নেওয়া হয়, তাহলে আমার কাছে আরও বহু রিপোর্ট আছে, প্রয়োজন হলে সেগুলি উপন্যাসের মত এখানে আমি পড়ে শোনাবো।

সেদিন হংসধ্বজ ধারা মহাশয় বর্ত্তমান আই. জি.কে সমর্থন করে অনেকগুলি কথা বলে গিয়েছেন, এবং আমাকে একটু ঠেস্ দিয়ে বলেছেন। আমি শ্রীধারা মহাশয় সম্পর্কে বলতে চাই এ্যাণ্টিকরাপশন ডিপার্টমেণ্ট ২৪ পরগণা স্কুল বোর্ডের টাকা সম্পর্কে যে রিপোর্ট বা

খব বটা দিয়েছেন, তার ভিত্তিতে তাঁর জেল বা সাজা হতে পারত। এ সম্বন্ধে কেবিনেটএ দু-তিনবার আলোচনা হয়েছে, কিন্তু কেসের কিছুই হল না। একজন কেবিনেটএর মাননীয় সদস্য সেই রিপোর্টটা নিয়ে এ্যাসেম্বলীর ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছেন কার হাতে দেওয়া যায়। স্যার, মহিলা যদি হয় তাহলে আমরা দেখতে পাই তার প্রতি কতরকম পক্ষপাতিত্ব করা হয়। আমি একটি কেসের কথা বলবো—রিফিউজী রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টের টেম্পোরারী ডিপার্টমেন্টে তিনি কাজ করছেন, তাঁর নাম হচ্ছে শ্রীমতি প্রতিমা বোস। তাঁকে ফেলোশিপ দিয়ে বিদেশে পাঠাবার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু নিয়ম আছে কোন টেম্পোরারী ডিপার্টমেন্টের লোককে বাইরে পাঠান যায় না ; আর কোন পার্মানেন্ট ডিপার্টমেন্ট তিন বছর না থাকলে তাকে বাইরে পাঠান হয় না। শ্রীকালীকান্ত মিত্র মহাশয়, আজকে তাঁর বয়স হয়েছে, তাঁর নামের যে আছে সেখানে ঘাটে যাবার সময় হয়ে এসেছে, তিনি উঠেপড়ে লেগেছেন এই মহিলাটিকে বিদেশে পাঠাবার জন্য, অথচ

Finance Department strongly object

করেছেন এর বিরুদ্ধে। তাঁরা অবজেক্ট করা সত্ত্বেও শুনতে পাচ্ছি—ঐ কালীকান্ত মিত্র মহাশয় এবং একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী তাঁকে বাইরে পাঠাবার জন্য চেষ্টা করছেন।

আবার এই জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনএ দলাদলির ভাব দেখা যায়। একথা সকলে জানেন কিনা জানি না—এই সুখী ক্যাবিনেটের সুখী পরিবার ডাঃ রায় লোক রেখেছেন শ্রীপ্রফুল্ল সেন কে শ্রীবিমল সিংহের উপর নজর রাখতে, আবার প্রফুল্ল সেন লোক রেখেছেন ডাঃ রায়ের উপর নজর রাখতে। সেই জন্যই আজকে এই হচ্ছে টোন্ অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই জেনারেল এ্যাড-মিনিস্ট্রেশন এর বিরুদ্ধে। এই টোনের জন্যই আমি কাট মোশান দিয়েছি।

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes]

[*After adjournment.*]

[5-30—5-40 p.m.]

Teachers' Deputation

Shri Jyoti Basu :

স্পীকার মহাশয়, আমি একটা জিনিষের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রাথমিক শিক্ষকেরা টিচার্স-রা এসেছেন—শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ত নেই, অজয়বাবু আছেন তিনি যদি কিছু বলবেন—এরা মাইনে পাননা, ছুটির ব্যাপার আছে, ১০০ টাকা মিনিমাম মাইনে যাতে দেওয়া হয় সেসব নিয়ে, একটা স্মারকলিপি নিয়ে তাঁরা এসেছেন। আমি এটা বললাম। অজয়বাবু কি কিছু বলবেন ?

Mr. Speaker : He will convey this information.

Officers sitting in the enclosure

Dr. Maitreyee Basu :

স্যার আমি একটা বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই এসেম্বলী হাউসের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন এবং এখানকার অনেক মেম্বারও কেউ কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কর্মচারীদের সঙ্গে ঐ এনক্লোজার-এর মধ্যে যারা আছেন

তাদের সঙ্গে গল্প করছেন এবং এনক্লোজার-এর মধ্যেও তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন এবং আবার এঁকে ওঁকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন ;—এটা হওয়া উচিত নয়।

Personal Explanation :

Shri Hansadhwaj Dhara :

On a point of personal explanation, Sir,

আমি এখানে ছিলাম না—যতীন চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমার কথা নাকি এখানে বলেছিলেন, আমি শুনেছি, গত দিনেও তিনি বোধ হয় হেমন্তবাবুর মাধ্যমে বলেছিলেন—সেদিন আমি কনট্রাডিক্ট করেছিলাম কারণ—

The matter refers to School Board.

আবার আমি কনট্রাডিক্ট করছি যে—

It is baseless and untrue.

DEMAND FOR GRANT

Major Head : 25—General Administration

Shri Subodh Banerjee :

স্পীকার মহাশয়, সর্ব্বপ্রথমে আমি বিধানসভা এবং বিধান পরিষদের কর্মচারীদের নিয়ে কিছু বলবো, তারপর অন্য ঘটনা বলবো। মিঃ স্পীকার স্যার, আমার যতটা অভিজ্ঞতা আছে তাতে এটুকু বলতে পারি যে—আমাদের এই এসেম্বলী ষ্টাফ ইনকরাপটিবল্ এবং অত্যন্ত এফিসিয়েণ্ট। গত স্পীকার যিনি ছিলেন শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জি তিনি ষ্টাফ সম্বন্ধে অত্যন্ত ডিস-পারেজিং রিমার্ক করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন এখানে অত্যন্ত করাপশন আছে, সেটা অন্য জায়গায় নয়, চিফ্ মিনিষ্টার-এর চেম্বার-এ এই মন্তব্য করেছিলেন। সে জায়গায় আমি বলতে বাধ্য হয়েছিলাম বলতে যে—আমার নিজের যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নীচের তলাতে যা দেখছি সেটা সত্য নয়, আমাদের ষ্টাফ্ এফিসিয়েণ্ট, করাপ্ট্ নয়, সেই জায়গায় যদি করাপশন আসে বা আসার সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে গোড়াতেই তা চেক করা উচিত বলে মনে করি। আমাদের এই হাউসের অধীনে যেসমস্ত কর্মচারী আছে, এই এসেম্বলীর অধীনে যা রয়েছে তাদের উপর অবিচার হবে এবং সে অবিচারের প্রতিকার হবেনা এবং তা আলোচনা পর্য্যন্ত হবেনা এ জিনিষ ঘটতে দেওয়া উচিত নয়। কয়েকটি জিনিষ আমার চোখে এসেছে যে জিনিষগুলি প্রাইভেটলি বলেছি—

With the Speaker and Officers,

কোন ফল হয়নি, বাধ্য হয়ে হাউসের সামনে প্রকাশ করছি, বলতে বাধ্য হচ্ছি। ধরুণ আমাদের যারা ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড-এ কাজ করে, ১৩ বছর কাজ করছে, তারা সমস্ত টেম্পোরারী। আমি জিজ্ঞাসা করি—আপনি কি মনে করেন ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড ডিপার্টমেণ্ট উঠে যাবে ? যদি

Assembly Watch and Ward Department

রাখতে হয়,

Assembly Watch and Ward Section

রাখতে হয়, তাহলে টেম্পোরারী বলে ১৩ বছর ঝুলিয়ে রাখার কি প্রয়োজন আছে ?

টেম্পোরারী কাদের রাখা হয় ? যেখানে কাজের স্থিরতা নাই,—যে বিভাগ উঠে যাবে, সেখানে টেম্পোরারী রাখা যেতে পারে। আমাদের এসেম্বলীতো আর তা নয়। এখানে এদের কেস ঝুলে আছে।

দ্বিতীয় হচ্ছে—চাপরাশী, দারোয়ান। এদের কথাও ঠিক ঐ রকমের। এরাও ঝুলছে। মাইনা প্রভৃতি যা—তাতো আপনার জানা আছে। এরা খাটে কিরকম—তাও আপনি জানেন। সকাল আটটায় এসেছে সে ডিউটি দিতে—রাত্রি আট, সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত। আবার এক একদিন করেছে রাত সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত। কিরকম সার্ভিস তারা দিচ্ছে। কি পায় ? ছয় আনার পয়সা ভাতা পাচ্ছে। এটা কমেনসুরেট হওয়া দরকার। এদের পে রিভিশন করা দরকার। তা হচ্ছেনা। পার্মানেণ্টও হচ্ছে না।

তৃতীয় হচ্ছে—রিপোর্টার্স স্টেনোগ্রাফার্স—তারা হোম ডিপার্টমেণ্ট-এর অধীন। হোম ডেপার্টমেণ্ট তাঁদের ছাড়বেন, তবে আসবেন। হোম ডেপার্টমেণ্ট না ছাড়লে—এসেম্বলীর কাজ সাফার করবে। এসেম্বলী সেক্রেটারী জোর করতে পারবেন না—। তাঁরা হোম ডিপার্টমেণ্ট-এর লোক। হোম ডেপার্টমেণ্ট-এ চলে যাবেন। বাংলা স্ক্রিপট্ আমরা বক্তৃতা দেবার কতদিন পরে পাই ? আর ইংরেজী বক্তৃতার দিকে তাকিয়ে দেখুন, বক্তৃতার একদিন পরেই পাই। কারণ ইংরেজীর নিজস্ব রিপোর্টার আমাদের আছে। বাংলায় তা নাই। আপনারা যেখানে বাংলাকে মিডিয়াম বা এক্সপ্রেশন করতে যাচ্ছেন, সেখানে বাংলার একটা নিজস্ব রিপোর্টার আপনাদের থাকবে না ? এ কোন জিনিষ ? হোম ডিপার্টমেণ্ট থেকে—পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট থেকে—ধার করে আনতে হবে ? ঐ জায়গায় তাঁদের বসিয়ে না রেখে—প্রপার ইউটিলাইজেশন করুন। তা না করে কি হিউম্যান এনার্জি ওয়েষ্ট করবেন ? সরাসরি তাঁদের এই ডিপার্টমেণ্ট-এর অধীনে নিয়ে আসুন। নিয়ে এসে তাঁদের এই ডিপার্টমেণ্ট-এ কনফার্ম করে দেন। এখানে আমাদের নিজস্ব ষ্টাফ্ হওয়া দরকার তাঁদের।

চতুর্থ—আর একটা গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার আমি বলছি। হাউসে ১৬ জন ষ্টাফ্—এসেম্বলী এ্যাসিষ্ট্যাণ্টস্ নূতনভাবে রিক্রুটমেণ্ট হতে যাচ্ছে—আমি শুনছি। কাউন্সিল-এর হোক বা এসেম্বলী-র হোক—তা জানিনা—রি-অর্গানাইজেশন হতে যাচ্ছে। যে জায়গায় লোক নেওয়া হতে যাচ্ছে, এরমধ্যে কিছু লোয়ার সাবরডিনেট এল. ডি.-র, ইউ. ডি.-র পোষ্টে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট হতে যাচ্ছে। আপনি জানেন—আল্টিমেটলি একটা রি-অরগানাইজেশন হতে যাচ্ছে। এরা পার্মানেণ্ট হয়ে যাবে। যদি আপনারা বাইরে থেকে লোক এনে ইউ. ডি. এ্যাসিষ্ট্যাণ্টস্ হিসেবে বসিয়ে দেন, তাহলে আমাদের যাঁরা এখানে ১৯৩৬ সাল থেকে কাজ করে আসছেন, তাঁদের প্রোমোশন বন্ধ হয়ে যাবে। ইউ. ডি. পোষ্টতো বেশী থাকে না। যদি বাইরে থেকে লোক এনে বসিয়ে দেন, তবে নীচে যাঁরা রয়েছেন—যাঁরা প্রোমোশন-এর প্রত্যাশা করেন, সেটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই জিনিষটা হওয়া উচিত নয়।

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনাকে একটা জিনিষ স্মরণ করিয়ে দেই, অবশ্য সেটা আমার কানে এসেছে, ব্যক্তিগতভাবে সুবোধ ব্যানার্জীর কিছু নাই, এতে হাউসের একটা ডিসক্রেডিট হয়ে যাবে, ডিসরিপুট হয়ে যাবে—এইটা আমি ফিল্ করি। আমি জানি এখান থেকে তিনটী ষ্টাফ সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তার প্রাউও এই যে তাঁরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের থ্রু দিয়ে আসেনি। নাহলে তোমরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনে পাঠাও নাই। এটা ঠিক হতো কি হতোনা—জানিনা। তাদের রেগুলারাইজড করা হয় নাই। দি ফ্যাক্ট ইজ দিস —

তিনজন লোক এখান থেকে চলে যায়—ল্যাণ্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টে মেম্বার, বোর্ড অফ্ রিভিনিউ-এর অধীনে তাঁরা এখন কাজ করছেন। এঁদের যে গ্রাউণ্ড দেখিয়ে সরিয়ে দিলেন, সেই গ্রাউণ্ড-এ এখন আপনারা ১৬ জন লোক নিতে যাচ্ছেন। আপনি কি মনে করেন এই—

Discrimination will go unchellanged ?

এই ধরণের জিনিষ—যে গ্রাউণ্ড-এ লোক একবার সরিয়ে দেওয়া হলো, সেই গ্রাউণ্ড নেগলেক্ট করে আবার ১৬ জন লোক নিয়ে আসছেন।

The matter will go to the Law Court.

এটা আমার কানে এসেছে। এই এসেম্বলী-র ব্যাপার ল কোর্ট-এ টানাটানি হোক—অফিস ডিজক্রেডিটেড হোক, স্পীকার ডিজক্রেডিটেড হোব—এটা আমরা চাই না। ত্ল্ দিজ্ থিঙ্স্—এর প্রতি পারটিকুলার এ্যাটেনশন আজ লেজিজলেটরস দেওয়ার দরকার আছে বলে আমি মনে করি।

[5-40—5-50 p.m.]

আর আলোর নীচেই অন্ধকার বেশী, সেখানে আইন হচ্ছে সেই লেজিজলেটিভ এ্যাসেম্বলী-র কর্মচারীদের যদি অসুবিধা থাকে তাহলে তা দূর হওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। স্পীকার মহোদয়, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এখানে কমিটি করেছেন যে এই ব্যাপারে আপনার হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যদিও আমি জানি দেওয়া হয়নি, এইরকম কোন সার্কুলার দেওয়া হয়েছে বলে আমার জানা নেই, তবুও যখন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় কমিটি করেছেন তখন আমাদের এখানকার ষ্টাফ্-রা যাতে ম্যাক্সিমাম এ্যামেনিটিস পেতে পারে ন্যায়সঙ্গতভাবে এবং আমাদের—

Appendage Writers' Building

এর সঙ্গে না থাকে তার চেষ্টা আপনি করবেন।

Shri Sunil Das : Sir Remington Rand

এর ১৮ শত লোক ধর্মঘট করে এখানে এসেছেন লেবার মিনিষ্টার-এর কাছে ডেপুটেশান দিবেন, লেবার মিনিষ্টারকে আপনি যদি দয়া করে বলে দেন তাদের সঙ্গেমিটিং করতে, তাহলে ভাল হয়।

Shri Monoranjan Haza :

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, সাধারণ প্রশাসনিক খাতের ব্যয় বরাদ্দ আলোচনা করতে গিয়ে সর্ব্ব প্রথম বিরোধী দলের নেতা মাননীয় জ্যোতি বসু মহাশয় এখানে যে কথা বলেছেন আমি সেই সুত্র টেনেই আলোচনা করতে চাই। অর্থাৎ করাপশন যখন রয়েছে তখন সেই করাপশন তাড়ান হোক। প্রথমতঃ এই হাউসের সামনে সমস্ত তথ্য উপস্থিত করা হোক এবং তার তদন্ত করা হোক, এই করে করাপশন দুর করা হোক। এখানে কিভাবে করাপশন হয় আমি তার কতকগুলি তথ্য দিয়ে, আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী সভাকে বুঝিয়ে দিতে চাই। নদীয়ার একটা ঘটনা বলছি। সেখানকার একজন উদ্দীয়মান ব্যক্তি, সেই ভদ্রলোক সরকারের রিলিফের প্রচুর জিনিষপত্র এবং রেড ক্রসের প্রচুর জিনিষপত্র আত্মসাৎ করেছেন। ভদ্রলোকের কিছু কিছু এজেন্সী আছে, ফিকটিসাস লোকের নাম দিয়ে তাদের মাধ্যমে তিনি

মিল্ক পাউডার, গম, ময়দা ইত্যাদি বিক্রি করেছেন। বলাই বহুল্য এইসব জিনিষপত্র গরীব লোকদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য সরকার থেকে দেওয়া হয়েছিল। এই জেলায় কোন এক জায়গায় সেখানে একটা বেসিক ট্রেনিং কলেজ হয়েছে, সেখানকার একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে যোগসাজস করে ২ লক্ষ টাকার টেণ্ডার দেওয়া হয়েছিল এবং সেখানকার চীফ ইঞ্জিনীয়ার সেটা মঞ্জুর করেছিলেন। সেখানে বলে দেওয়া হয়েছিল ফাষ্ট ক্লাস ইট হওয়া দরকার, মপ্রা স্যাণ্ড এবং ভাল সিমেণ্ট হওয়া দরকার। কিন্তু সেখানে দেখা যাবে যে সে সবের বালাই নেই। বাঁকা ইট পিট-স্যাণ্ড ব্যবহার করা হয়েছে। এবং সেখানে যাকে কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে, একজন মাননীয় সদস্যের স্ত্রী সেই ফার্মের অন্যতম অংশীদার। এবং আমি বলবো যে আপনি যদি দেখবার জন্য লোক পাঠান তাহলে দেখতে পাবেন, যে ইট ব্যবহার করা হয়েছে তার যে ইট খোলা, সেগুলি পাঁজা ইট। এবং এই ভদ্রলোক যার কথা আমি বলছি তিনি হচ্ছেন বিজয় লাল চ্যাটার্জ্জী, এই হাউসের সদস্য। তারপর এই ভদ্রলোক ইতিমধ্যেই সুনাম অর্জ্জন করেছেন। কৃষ্ণনগর হাসপাতালের কাছে একটা বাড়ী তৈরী করেছেন তার ভায়ের নামে। এবং তিনি

P.W.D. Railway cement carrying charge

এ ছিলেন, সেখান থেকে প্রচুর এই সব জিনিষ সবান হয়েছে। এইগুলি তদন্ত করা হোক্।

তারপর আর একটা কথা বলছি ক্যানিং মৌজা, খাগড়া গ্রামে সেখানে নোনাজলের ছেঁদা বন্ধ করার জন্য আমাদের এখানকার এম. এল. এ. খগেন নস্কর টি, আর, ওয়ার্কের মাধ্যমে এই বাঁধ বাঁধেন কিন্তু এমনভাবে কাজ হয় যার ফলে সেই বাঁধগুলির অধিকাংশই দিলেন নষ্ট করে।

[5-50—6. p.m.]

এতে মাননীয় সদস্য ৩০০ টাকা পেয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। এখানে একটু আগে হংসধ্বজ বাবু পার্সোনাল এক্সপ্লানেশান দিয়েছেন। যাই হোক, আমি বলছি ব্যাপারটার তদন্ত হোক। এটা ২০০০ টাকার কম নয়—স্কুল পরিদর্শন না করেই। এবং তদন্ত হোক এটাই আমি দাবি করি। অনেক জায়গায় জমিদখল করা হচ্ছে উন্নয়ন কাজের জন্য, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে ৯০০। ১০০০ টাকা দেওয়া হচ্ছে যেখানে সাধারণ মানুষকে দেওয়া হচ্ছে ৫।৬ শত টাকা। এইরকম অবস্থার স্বষ্টি করা হচ্ছে, এবং সেটেলমেণ্ট বিভাগ গিয়ে রাতারাতি জমির পরিচয় বদলে দিয়ে দোফলা জমি ও সরোস জমি বলে লিখছে, এবং এখানকার মাননীয় সদস্য আনন্দগোপাল মুখার্জির ১০০ বিঘা জমি—বড় ল্যাণ্ড তাকে সরোস ও দোফলা বলে লেখান হয়েছে এবং ৯০০।১০০০।১২০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। এগুলিকে তদন্ত করা আবশ্যক বলে আমি মনে করি। তারপর একটা ইনডো-সুইজ কোম্পানী তারা এখানে সিপিং বিজনেস্ করত এখন কনট্রাক্ ওয়ার্ক করছে। তারা ১৯৫৬ সালে কুচবিহারে কাজ করে, বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগরে কাজ করছে, একটা ৫০০ বেডেড্ হস্পিটাল সেখানে তৈরী করছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই কোম্পানীর কাছ থেকে কোনরকম সিকিউরিটি ডিপোজিট চাওয়া হয়নি—এবং তারা যেরকম মাল দিয়ে কাজ করবার কথা ছিল তারচেয়ে অনেক ব্যাড্ কোয়ালিটি মাল দেওয়া হচ্ছে এবং ধরা পরার পরে সেগুলি বদলান হচ্ছেনা। পরে দেখা গেল এদের যিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেন তিনি হচ্ছেন ওয়ার্কার্স এণ্ড বিল্ডিং ডিপার্টমেণ্ট এবং মন্ত্রীমহাশয় এবং এই কোম্পানী হচ্ছে তার ভাইদের। আমি এখানে তার একটি ঘটনার কথা বলি সান এণ্ড

কোম্পানীর আসানসোলের ওয়ান পি, সেন, খগেনবাবুর ভাগনে হবেন বোধ হয় তিনি সেখানে যা করছেন অত্যন্ত খারাপ—তাঁর সঙ্গে এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের খটমট লাগে এবং তিনি তাঁকে ওয়ার্নিং দেন। খগেনবাবু নিজে সেখানে দৌড়ালেন এবং মধ্যস্থতা করে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিলেন। সবচেয়ে মজার কথা, আগে যারা লোয়েষ্ট টেণ্ডার দিত তাদেরই কাজ দেওয়া হোত, এখন খগেনবাবু স্বজনপোষণের দায়মুক্ত হবার জন্য লোয়েষ্ট টেণ্ডারার ঠিক কববার জন্য ৩।৪ জন অফিসারকে ভার দিলেন—তাঁরা ঠিক করে দেবেন কারে কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হবে। তাই এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, মন্ত্রীমহাশয়ই যদি এভাবে বেনামীতে ব্যবসা করেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা করেন তাহলে তার তদন্ত করা প্রয়োজন। তারপর আমাদের শিক্ষামন্ত্রীর নেফিও—ভাইপোও বলতে পারেন, ভাগনেও বলতে পারেন—খগেনবাবু পি, ডাবলিউ, ডিতে তাঁকে ২৫০—৫০০ বেতনে একটা চাকরী দিলেন, এই চাকরীর মিনিমাম কোয়ালিফিকেশান বি, ই, অথবা তার ইকুউভ্যালেন হওয়া উচিত; কিন্তু তাঁব এরমধ্যে কোনটাই নাই। এরপর আমি আরেকটা ঘটনার কথা বলছি—দক্ষিণ কলকাতায় একজন বাড়ীর মালিক কিছুদিন আগে একটা বাড়ী করেন। ইনকামট্যাক্স অথরিটি তাঁর অর্ধেক সোর্স বদলাতে চান। তিনি কোন মন্ত্রীর নাম করে বলেন তিনি এই টাকা দিয়েছেন। তখন সেই ভারপ্রাপ্ত অফিসার জানান সেই মন্ত্রীর কাছ থেকে সার্টিফিকেট দিন। কিন্তু তিনি তা দেননি। কিন্তু মন্ত্রীব নাম মালিকেব কথামত ফাইলে বেকর্ড করা হয়। ইতিমধ্যে ফাইলটা ডিষ্ট্রিক্টএ চলে যায় এবং আগে আরেকটা ঘটনা আছে—মালিকের ১ লক্ষ ১০ হাজাব টাকা ফাইও ডিপোজিটের উপর ইণ্টারেষ্ট হিসাবে ২,৭০০ টাকার রিটার্নও দেখানো হয়নি। এটার কথা যখন জানতে চান ইনকাম ট্যাক্স অফিসার তখন তিনি বলেন তাঁর কোন ফাইও ডিপোজিট নাই। কিন্তু দুয়েকদিন বাদে তিনি রিপোর্ট করেন তাঁব নামে ফাইও ডিপোজিট আছে। ১৯৩৩ সালে তিনি একটা জমি বিক্রি করেছেন, তাতে এ' টাকা পেয়েছেন। তাতে ইনকাম ট্যাক্স অফিসার বলেন তাহলে এ' দলিলটাই নিয়ে আসবেন। তারপর তিনি বলেন, ১৯৩৩ সালেব নয়, ১৯৪৭ সালে; তখন উক্ত অফিসার এ' দলিলটাই আনবাব জন্য বলেন। কিন্তু দলিলে দেখা গেল যে, এই জমির সঙ্গে দলিলেব কোন সম্পর্ক নাই। আমি যে মন্ত্রীর কথা উল্লেখ করছি তিনি সেই ইনকাম ট্যাক্সকে চিঠি দেন আমি টাকা দিয়েছি—এবং সেই চিঠির মর্মানুসারে সেটা এ' মন্ত্রীর ক্যাপিট্যাল গেম্ এবং মালিকের ইনকাম ফর্ম আনডিস্‌ক্লোজড্ সোর্স বলে অ্যাসেস্ করার ব্যবস্থা করা হয়; এবং এই উভয় অ্যাসেসমেণ্টের যে টাকার অঙ্ক দাঁড়ায় তা ৭০ হাজার টাকা। তারপর বাড়ী তৈরীর কাহিনী। ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসার জানতে চাইলেন, কোন সোর্স থেকে টাকা পেলেন। তখন কিন্তু মালিকের চেয়ে মন্ত্রীমহাশয় বিব্রতবোধ করলেন বেশী। তিনি তখন এখানে বসে দিল্লীতে টেলিফোন করে তখনকার চেয়ারম্যান অফ দি সেণ্টাল বোর্ড অফ্ রেভিনিউ এবং বর্ত্তমানে ফাইনান্স সেক্রেটারী, গভর্ণমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া এ, কে, রায়কে এখানে নিয়ে আসেন তখন তিনি সেই অফিসারকে বলে দিলেন টু মেক্ রি-অ্যাসেসমেণ্ট—তিনি নুতন করে ৮ হাজার টাকা করলেন এবং নিজের পার্সোনাল আলমারীতে রেখে দিলেন সেই ফাইলটা, ইন্‌কাম ট্যাক্স ফাইল নং ৫০২৯

SVI (Refund Circle).

আমি ইন্‌কাম ট্যাক্স ফাইল নং দিলাম। এখন আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন এরকম ক্ষমতাবান মানুষ ডাঃ রায় ছাড়া আর কেউ নয় এবং সেই মালিক হচ্ছেন শ্রীমতী বেলা সেন।

এখন আমি বলছি তিনি আরো কোন বাড়ী করে দিলেন কিনা আমি তারমধ্যে যেতে চাইনা, তবে আমার বলবার কথা হচ্ছে, এই যে আমাদের ষ্টেট্ এস্‌চেকার-এর ৭০ হাজার টাকার জায়গায় ৮ হাজার টাকা করার ফলে ৬২ হাজার টাকা নষ্ট হল তারজন্য মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র দায়ী এবং তদন্ত হোক, এবং তদন্ত করে তাঁকে শাস্তি দেওয়া হোক। মুখ্যমন্ত্রী নিজে যদি এভাবে টাকা চুরি করতে পারেন, এভাবে ফাঁকি দিতে পারেন তাহলে আর কি বলা যেতে পারে। স্পীকার মহাশয়, ঘটনার এখানেই শেষ নয়; এই ঘটনা আগে অনেকদূর গড়িয়েছে। টালিগঞ্জের লায়ালকার জমি সরকার গ্রহণ করেন, তাতে ডিষ্ট্রিক্ট অথরিটি এ্যাসেস্ করে দিলেন ১১ লক্ষ টাকা। তারপর ডাঃ রায় একটা অজুহাত দেখিয়ে ফাইনান্স সেক্রেটারী শ্রীদাসগুপ্তকে দিয়ে ওখানকার আর, কে, মিত্রকে ডেকে পাঠিয়ে বলেন যাহোক নোটটা বদলাও ওটা ১১ লক্ষের জায়গায় ১৬ লক্ষ টাকা কর। এই টাকা শ্রীমতী সেনকে দেওয়া হয় এবং এভাবে ইন্‌কাম ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে তিনি চলেছেন। এই হচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ, আমি বলি এর তদন্ত হোক। মুখ্যমন্ত্রী যদি এরকম দুর্নীতিপরায়ণ হন তাহলেতো সমস্ত কর্মচারীরাই দুর্নীতিপরায়ণ হবেন—এবং তা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। স্পীকার মহাশয়, গতকাল খাদ্য আলোচনায় খাদ্যমন্ত্রী উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন খাদ্যের ব্যাপারে একটা ঘটনার কথা বলায়—সেটা স্টেটসম্যান কাগজে বেরিয়েছে—আমি সেই চক্রান্ত এখন ফাঁস করব। ডাইরেক্টর অফ্ র‍্যাশানিং, পি, কে, সেনের নাম আপনারা জানেন কেননা সাংবাদিক ঠেংগারু হিসেবে যার নাম হয়েছিল ইনি সেই পি, কে, সেনের ভাই। ইনি যেখানে বসে আছেন সেটি একটি চমৎকার জায়গা। কয়েকদিন আগে তিনি সমস্ত ফেয়ার প্রাইস্ রাইস্ সোপ থেকে ৩০ হাজার টাকা চাঁদা তুলেছেন এবং তারপর শিবকুমার খান্নার বাড়ীতে বসে ডাইরেক্টর অফ্ কন্‌সিওমার গুডস্ এণ্ড ফ্যার্টিলাইজারস্ পি, নাগের সঙ্গে প্ল্যান হয়েছে এবং ফুল সোপের রিটেলারদের কাছ থেকে এবং হোল সেলারদের কাছ থেকে ৫ এবং ২০ টাকা করে ১৫ হাজার টাকা তোলা হয়। এসব টাকা কোথায় যায় বা এদিয়ে কি হয় সেসব জানবার ইচ্ছে আমাদের হয়। আরেকটা কথা আমার বলতে লজ্জা হয় কেননা এখানে মহিলা সদস্যেরা রয়েছেন, কিন্তু তাহলেও সেটা বলতে হবে। কথাটা হল যে, যদি কোন লোক রিটেল সোপের জন্য যায় তাহলে এ' পি, কে, সেন দাবী করেন যে, একটি মেয়ে সরবরাহ করা হোক। তাছাড়া তিনি রাত ৭।৭॥ সময় মানিকতলা জোনাল অফিসে গিয়ে এই বিভাগের লেডি এ্যাসিস্ট্যাণ্টদের সঙ্গে মিলিত হন। এসব জিনিষ ছাপা আছে কাজেই এগুলো সহজেই প্রমাণ করা যায়। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই যে মধুচক্র রচনা করা হয়েছে এর পেছনে যিনি বসে আছেন তিনি হচ্ছেন আমাদের খাদ্যমন্ত্রী। এছাড়া একটা পত্রিকা বের করা হয়েছে এবং তার নাম দেওয়া হয়েছে "সহকর্মী", এবং তাতে রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সমস্ত মন্ত্রীরাই আশীর্বাণী পাঠিয়েছেন এবং পি, কে, সেন হচ্ছেন তার এডিটোরিয়াল বোর্ডের সভাপতি। এঁরা এই পত্রিকাটি খুব কস্টলিভাবে ছাপেন এবং তার সমস্ত খরচ জোগার করে এইসমস্ত রেশান সোপের মালিকরা, অতি অদ্ভুত ব্যাপার যে এ' সমস্ত লেডি এ্যাসিস্ট্যাণ্টদের এখানে সেখানে পিক্‌নিক্ করতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেইসব ছবি ছাপান হয়, শুধু তাই নয়, যারা কোনদিন ব্যাডমিণ্টনের বা টেনিসের র‍্যাকেট ধরেনি তাদেরও সেই অবস্থায় ছবি তুলে ছাপান হয়েছে। আর একজন মহিলার নাম করা হয়ত অযৌক্তিক হবে কিন্তু তবুও আমি বলব যে, লেডি এ্যাসিস্ট্যাণ্ট বন্দনা মজুমদারের ছেলে হয়েছে সেই ছবিও ছেপে বার করেছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে, পত্রিকা র

উপরটা দেখলে মনে হবে যেন একটা ক্যালটিওর‍্যাল সোপ কিন্তু ভেতরে এসব জিনিষ ছাপা হচ্ছে। এই বিভাগের এইসমস্ত মহিলাদের এ' মধুচক্রের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এর পেছনে রয়েছেন আমাদের খাদ্যমন্ত্রী এসব অভিযোগের তদন্ত হোক এবং যদি সাহস থাকে তাহলে যারা জীবনভোর কংগ্রেসের মর্য্যাদা দিয়ে আসছেন সেই পার্টির প্রত্যেক সদস্য সিদ্ধান্ত করুন যে এর তদন্ত হোক এবং সত্য মিথ্যা প্রমাণ হয়ে যাক। এবং যদি তদন্তের ফলে এগুলো সত্য বলে প্রমাণিত হয় তাহলে যেন শাস্তির ব্যবস্থা হয়। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আরেকজন অফিসারের কথা আমি বলব এবং তিনি হচ্ছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ভলানটিয়ার ফোর্সের কমেনডেড সে সংগঠন দেশের ভবিষ্যৎ করবে তার তিনি কমেনডেড্ তিনি থাকেন কল্যাণীতে "নেহেরু ভবনে" ইনি একটি মহাপুরুষ ব্যক্তি এবং নেহেরুর মত চলবার চেষ্টা করেন। তার ৭টি চাকর এবং ৪টি গার্ড দরকার এবং হোম ডিপার্টমেণ্টের হোম সেক্রেটারী এবং মন্ত্রীরা যে গাড়ী ব্যবহার করেন—অর্থাৎ প্লাইমাওথ্ যার নম্বর হচ্ছে ৯৯০০—সেই গাড়ী নিয়ে তিনি এখানে সেখানে যান। এই গাড়ী নিয়ে তিনি স্ত্রীপুত্রসহ শ্রীরামপুরে এবং সারা বাংলাদেশ ঘুরে বেড়ান। এবং স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী এম, এম, বাসুকে সামনে রেখে এইসব কাজ করেন। এই ব্যক্তিটি ষ্টেশন বা ডিপার্টমেণ্টে না থেকে ইন্সপেক্‌শানের নাম করে কার্শিয়াঙে যান। কে এই মিস্ মুখার্জি যার বাড়ীতে গিয়ে তিনি রাতের পর রাত কাটান। শুধু তাই নয়, এই বিভাগের যেসমস্ত নিম্নতম মেয়ে কর্মচারীরা আছে তাদের বাড়ীতে তিনি নিয়মিত যাতায়াত করেন এবং তাদের সামনে মাতলামি ও অসভ্য আচরণ করেন। যে লোক তরুণদের রক্ষী হিসেবে গড়ে তুলবেন তার কি এই আদর্শ হওয়া উচিত? কাজেই এই যে অবস্থা করে রেখেছেন এর তদন্ত হোক এবং তাহলে আমরা খুশীই হব। যাই হোক, যেসব ঘটনা এখানে রাখলাম তাতে মন্ত্রীমহাশয় যদিও এখানে উপস্থিত নেই তবে তিনি যেন অন্য মন্ত্রীদের মাধ্যমে শুনে এসব কথার জবাব দেন। এইকথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[6—6-10 p.m.]

Shri Jagannath Majumdar :

শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা নদীয়া এবং বিজয় বাবু সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তা সর্বৈব মিথ্যা। তিনি এখানে থাকলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করতেন।

Mr Speaker : You cannot do that, Mr. Majumdar.

Shri Clifford Noronha : Mr Speaker, Sir, many of the members who hail from the mufassil brought to the notice of Government some of the problems and needs of their respective districts. I live in Calcutta and today I should like to bring to the notice of this House some of the difficulties and inconveniences which the humbler citizens here have to undergo and needlessly undergo in the day to day living of their lives. In Calcutta one can hardly breathe without the permission of Government. At every twist and turn one has got to go to some department or another for something or other and then all the troubles start—the harassment, the inconveniences, the inordinate delay, and last but not the least, the mental anguish suffered by the public are well-nigh maddening. I should like to give a few instances from my personal experience to explain what I mean. I am connected with a Co-operative Society

and as such I have to write letters from time to time to mercantile offices as well as to Government departments regarding their employees who have taken loans from us but are not repaying. During the last nearly 7 years of our existence I do not remember a single instance in which a letter written to a mercantile office was not answered promptly, within a week at the most. But unfortunately, exactly the reverse is the case with Government departments. I cannot recall any case where a letter was replied to in the first instance.

A certain Railway official wrote to me requesting that a loan be granted to his Steno. A loan was granted and the Steno did not repay his loan. I was compelled to write to his boss. I received no reply. I sent him one reminder, two reminders, three reminders, as many as five or six reminders, and still there was no reply. I then referred to his superior officer. Again there was no reply. In the meantime a year and a half had passed since the time of the granting of the loan and practically nothing had been repaid. So, in disgust and desperation I referred the matter to the Hon'ble Minister of Railways, and within a week the Steno came rushing to our office and practically paid up all his debts.

Very recently a letter was written to the B.G. Press. Again there was no reply. After 4 or 5 reminders had been sent I sent an ultimatum to the officer and said unless I got a reply within a certain specified time I would be compelled to bring this matter to the notice of his Minister. Only then did I get a reply.

Now, Sir, if mercantile offices are so uniformly efficient and prompt and courteous in their dealings with the public, I do not understand why it is that almost all Government departments are so dilatory and their dealings wsith the public are so unsatisfactory, as Hamlet said that there is something wrong in the state of Denmark.

I live near the Park Street Post Office. In the first half of the month it takes at least three hours to send a registered letter or a money order. I brought this to the notice of the P.M.G. and eventually I got a reply that the matter would be enquired into.

Mr. Speaker : The State has got nothing to do with it.

Shri Clifford Noronha : The honourable members who have got reason or occasion to go to the Howrah Station must know what a tremendous amount of trouble and inconvenience one must suffer at the station to get taxis. The passengers run about in all directions grabbing taxis by offering higher fares. But, in Brazil, for instance, all passengers line up behind two or three police offiecrs and all taxis must come up before them and in a regular and orderly way all passengers are put into taxis and sent away. I wrote to the Police Commissioner suggesting that something like that might be tried at the Howrah Station. That was about six months ago and I have received no reply to that as yet.

Again, I do not know if any of the honourable members are aware of the situation at, for instance, the Calcutta Collectorate. It takes at least one day

to deposit Rs. 5. You stand three or four hours for depositing your money and then you have got to wait another three or four hours in order to get your receipt. Surely, something can be done to improve this unfortunate state of affairs.

Now, not long ago, one of the honourable members who sits no my side was a member of a delegation that was to proceed abroad. He needed some foreign exchange and he applied to the Reserve Bank for a permit. But even one day before he left, no permit arrived. He approached the Hon'ble Chief Minister who 'phoned the Reserve Bank Officer who in his turn 'phoned Bombay and then only did the reply come. But consider the fate of those thousands and thousands of people who are not so fortunate as the honourable members of this House and who cannot approach the Hon'ble Chief Minister. Consider their fate and anguish.

Now, Sir, there are many more things to speak about, but there is no time. So, I would like to suggest this. We have got many Hon'ble Ministers and Deputy Ministers. I would like to suggest that one more may be appointed whom you may call "Expediting Minister"—one who would move around the different offices to see for himself the state of affairs prevailing there and devise ways and means for improving and quickening the machinery of Government.

[Personal Explanation]

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: On a point of personal explanation, Sir, I learn from my friend Mr. Kolay that my name was dragged in by some speaker from that side. Sir, I have no sister's son who is employed in the Public Works Department or has any connection with the Public Works Department. I would challenge that gentleman to speak about it outside so that I may bring a case against him. He has said "nephew"—I must say that I have no brother at all, not to speak of nephew.

Shri Jyoti Basu :

ব্রাদার ছাড়া কি নেফিউ হয় না ? সিষ্টার সানওতো হতে পারে। ইংরাজী জানেন না ? এডুকেশান মিনিষ্টার হয়েছেন ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri :

আপনিই যত ইংরাজী শিখেছেন ! সৌভাগ্যবশতঃ একবার বিলাত গেছেন !

[6-10—6-20 p.m.]

Shri Satkari Mitra :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশম সাধারণ শাসন বিভাগ খাতে ব্যয় বরাদ্দ এই হাউসে পেশ করাবার সময় অনেককিছু কৃতিত্ব নিয়েছেন এই বলে যে কয়েক বছর ধরে তিনি নাকি এই খাতে বরাদ্দ প্রায় সমান রেখেছেন আর অন্যান্য রাজ্যে আমাদের থেকে নাকি এই খাতে ব্যয় বরাদ্দ অনেক বেশী। কিন্তু একটা কথা তিনি

বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে গোপন রেখেছেন সেটা হচ্ছে ব্যয় বরাদ্দ যদিও খুব বেশী ধরেননি কিন্তু আমাদের এই রাজ্যে কাজের দিক থেকে কতটা উন্নতি হয়েছে সে কথা তিনি কিছু বলেননি। সেটা তিনি এড়িয়ে গেলেন। এন্‌ফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চের কার্যকলাপ খুব সন্তোষ জনক বলে মনে হল না। কিন্তু পাবলিসিটি বিভাগের অনেক কিছু ঢাক পিটিয়ে আমাদের কাছে বলে গেলেন। আমরা এখানে অনেক মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে শুনি যে সব ঠিক আছে। কিন্তু বাইরে সমাজ জীবনে যে কি পরিমান দুর্নীতি চলেছে তা আমরা প্রতেকটি মানুষ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছি। কি গভর্ণমেণ্টের মধ্যে, কি বাইরের সমাজ জীবনে এমন কোন স্তর নেই যেখানে দুর্নীতি একেবারে চরম পর্যায়ে না এসেছে। মনে হয় যে দুর্নীতিই এখনকার নিয়ম, অন্যথায় ব্যতিক্রম এক্সসেপশান। গভর্ণমেণ্টের সমস্ত বিভাগ দুর্নীতিতে পূর্ণ হয়ে গেছে একথা এখানে বহু বলা হয়েছে, বাইরে কাগজপত্রে অনেক কিছু প্রকাশিত হয়েছে, তবুও আমি বুঝতে পারিনা কেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় সেই বিষয়ে কোন উল্লেখ করলেন না। ব্যক্তিগতভাবে আমরা প্রত্যেকই জানি যে প্রতেকটী বিভাগ দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ। সময় কম বলে আমি কয়েকটি দুর্নীতির কথা বলব। প্রথমেই আমি মাননীয় মন্ত্রী বিমলবাবুর ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কে বলব। ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশান ডিপার্টমেণ্ট হচ্ছে দুর্নীতি এবং ঘুষের একেবারে আড্ডা। সম্প্রতি আমাদের উদ্বাস্তু ভায়েদের জন্য জমি নতুনকরে এ্যাকুইজিশান করবার হিড়িক হয়েছিল। সুতরাং অনেক জমি আমার এলাকার মধ্যে এ্যাকুইজিশানে ধরা হল, তার মধ্যে বড় বড় যেগুলি সব দেখলাম বেরিয়ে গেল। তখন দু' একটা ছোট ছোট বাড়ীর আনাচ-কানাচ নিয়ে টানাটানি আরম্ভ হল। তারমধ্যে দেখলাম যারা ঘুষ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারল তারা বেরিয়ে এল, আর বাকীগুলিকে হয়রাণীর চুড়ান্ত ভোগ করতে হল। মাননীয় মন্ত্রী প্রফুল্লবাবুর কাছে এ কথা বলা হল—তিনি দয়া করে দু'একটা ছেড়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ রিফিউজী ডিপার্টমেণ্টে যে ঘুষ কি পরিমানে চলে তা বলে শেষ করা যায়না। খুব অল্প বেতনে শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাজ পেতে গেলে ঘুষ ছাড়া তাদের নাম কোনরকমে তালিকাভুক্ত করা হয়না। তারপরে পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট সেখানে ঘুষ, অযোগ্যতা এবং কর্তব্য হেলায় একেবারে চুড়ান্ত। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি যদি কোলকাতা থেকে ২।৩।৪ মাইলের মধ্যে ব্যারাকপুর ট্রাংক রোড দিয়ে যান তাহলে দেখবেন যে ব্যারাকপুর ট্রাংক রোডে আজকাল কি পরিমানে যানবাহন চলাচল বেড়েছে। সেখানে এ্যাকসিডেণ্ট প্রতিনিয়ত ঘটছে। সেই বৃটিশ আমলে ১২৫ ফুট রাস্তার মধ্যে মাত্র ৩০।৩৫ কি বড় জোর ৪০ ফুট রাস্তা টারমাকাডাম করা হয়েছিল আজও তাই আছে আর এক ইঞ্চিও বাড়েনি এবং আপনি দেখতে পারেন সেই রাস্তার ধারে পাকা পাকা শিবের মন্দির গড়ে উঠেছে, তার আশেপাশে সংলগ্ন ফুলের বাগানও আছে। আমি মাঝে মাঝে ভাবি কি অদ্ভুত এই ডিপার্টমেণ্টের লোকেরা। উদ্বাস্তুরা মাঝে মাঝে সামান্য ছাউনী করে জীবিকা নির্বাহের জন্য পান বা বিড়ির দোকান করলে তাদের উপর নোটীশ আসে এবং আমি এ রকম ২।১টা নোটীশ নিয়ে মাননীয় খগেনবাবুর সংগে দেখা করেছিলাম, তিনিতো রেগেই অস্থির। বল্লেন, "সব তুলে দেবো।" আমি বল্লাম "যদি এই নীতি গ্রহণ করেন তাহলে তা করুন কিন্তু মাঝে মাঝে থেকে ২।১ জনকে এইভাবে উঠে যাবার নোটীশ দেয়া হয়েছে। সেই সমস্ত লোক আমার এলাকায় বসে তারা আমার স্মরণাপন্ন হন তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য। যাহোক তাদের তোলা হয়নি। আপনি জানেন আমাদের দেশে এইরকম বহু শিবের মন্দির জীর্ণশীর্ণ অবহেলিত হয়ে গড়াগড়ি

যাচ্ছে, সেখানে শিয়াল কুকুরের আড্ডা হয়েছে কিন্তু নুতন করে ২।৩ বছরের মধ্যে এগুলি আবার গড়ে উঠেছে এই বি. টি. রোডএর উপরে।

আর ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে আমার বিশেষ জানা ছিলনা। এই অধিবেশনে শুনলাম সেখানেও দুর্নীতির বনমহোৎসব হয়।

যখন আমরা কিছু কিছু সরকারী বড় বড় অফিসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করি তখন মন্ত্রী মহাশয়রা তাঁদের পক্ষে ওকালতি করেন। সেদিন স্বাস্থ্যবিভাগের সুপারএনুয়েটেড অফিসারদের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল, তখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় বললেন—এরা রেয়ার স্পেসিমেন। আমি তখন মনে মনে ভাবলাম অত্যন্ত ঠিক কথাই উনি বলেছেন, এই রেয়ার স্যামপলস দের হাত থেকে কবে যে আমরা অব্যাহতি পাবো। বাস্তবিক সেদিন আমার মনে হল এঁরা এখন একটা ভ্যানিটি, এমন একটা সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স নিয়ে থাকেন, যে সাধারণ লোকত দুরের কথা আমরা গিয়ে সেখানে পাত্তা পাইনা। হয়ত ভাল কথাই বলতে গিয়েছেন, কিন্তু কান দেন না। বাইরে যে দুর্নীতি চলেছে,—সে দুর্নীতি ছোটখাট নানারকম, ,এবং তার জন্য মানুষের জীবন ত্রাহি ত্রাহি করছে। আজকাল সমাজে ছোটখাট যে সমস্ত অফেন্স সংঘটিত হয় তার বিচারের কোন ব্যবস্থাই নেই। ইংরাজ আমলে, মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে বেঞ্চ কোর্ট ছিল, সেখানে পেটীকেসগুলোর সামারি ট্রায়াল হত, কিছু শাস্তি হত। আমি এ বিষয়ে সম্প্রতি মাননীয় কালিবাবুর কাছে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম—তাতে সমাজ জীবনে কিছু সুফল হতো ভবিষ্যতে এবং মিউনিসিপ্যালিটিগুলিরও কিছু আয় হতো এবং আমাদের এখানে যে সমস্ত ষ্টাইপেনডিয়ারী ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন, তাঁদের কাজের চাপও কমতো। কারণ দেখা গিয়েছে তাঁদের কাছে যখন কোন পেটী কেস যায় তখন দু-তিন বছর সেগুলি ঝুলিয়ে রাখা হয়, ফলে মিউনিপ্যাল অথরিটিস আর সেখানে কেস পাঠান না। কাজের তাতে ক্ষতি হয় তাদের। তাই তারা মনে করেন ববং মিউনিসিপ্যাল আইন ভঙ্গ হোক তথাপি কেস করা হবে না। মিউনিসিপ্যাল আইন আজকাল আর কেউ মানতে চায়না, তার কারণ হচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটিতে কোন বেঞ্চ কোর্ট নেই, তাদের শাস্তি বা সাজার কোন ব্যবস্থা নেই। মাননীয় মন্ত্রী কালিবাবু আমার প্রস্তাবের উত্তরে লেখেন যে আপনার প্রস্তাবটি ভাল হয়েছে, ঐটা যাতে কার্য্যকরী করা যায় তারজন্য আমি আপনার প্রস্তাবটি ল ডিপার্টমেণ্টে পাঠাচ্ছি। দিনকতক পরে মাননীয় মন্ত্রী জালানসাহেব কিম্বা তাঁর সেক্রেটারী লিখেছিলেন যে

We are unable of accede to your proposal.

অবশ্য আপনার প্রপোজাল ভাল; কিন্তু আমাদের এখন ওটার প্রয়োজন নেই"। শেষ কথা হচ্ছে আজকাল আমাদের সরকারের ভিতর মস্তবড় মারত্মক ত্রুটী ঢুকেছে, যেটা আমি মনে করি অবিলম্বে সংশোধন করা উচিত। বিভাগে বিভাগের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন মনোভাব বিশেষভাবে গড়ে উঠেছে। একটা বিভাগ আর একটা বিভাগের কোন কাজ করতে চায় না এবং একটা শত্রুসুলভ মনোভাব পোষণ করেন। বিশেষকরে ম্যাজিষ্ট্রেসি, যেটা মাননীয় কালিবাবুর বিভাগ। রিফিউজী ডিপার্টমেণ্ট হয়ত লিখেছে একজন লোক গভর্ণমেণ্টের জমি অন্যায়ভাবে এনক্রোচ করছে, তার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। মাসের পর মাস চলে যাচ্ছে কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেসি থেকে কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। বারে বারে রিমাইণ্ডার দিয়েও কোন কাজ হয়না। আমার এলাকাতে দেখেছি, সেখানে মিলনিসিপ্যালিটির কর্মচারীদের সরকারী কর্মচারীরা বোধ হয় বিদেশী বা অপ্রয়োজনীয় বিভাগের লোক বলে

মনে করেন। কোনরকম সুযোগ, সুবিধা বা সাহায্য যা তাঁরা চান মোটেই তা পান না। উল্টে এক কলমের খোঁচায় সুপারসেশন করে দেওয়া হয়। আজকাল সুপারসেসন এপিডেমিক বললেই হয়। আমরা যদি তুলনা করে দেখি বৃটিশের সময়কার সুপারসেশনএর সংখ্যা আর আমাদের স্বাধীনতা পাবার পর কত সুপারসেশন হয়েছে, তাহলে দেখা যাবে বর্ত্তমানে তা অনেকগুণ বেশী। আমি আরও দু-একটা কথা এ সম্বন্ধে বলতে চাই। মিউনিসিপ্যালিটি চলিতে গেলে, মিউনিসিপ্যাল অথোরিটিসদের নানারকম অসুবিধা ভোগ করতে হয়। মিউনিসিপ্যাল অথোরিটিসদের লোকে বিরক্ত করে, এবং বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের জমিজমা দখল করে, তাদের ট্যাক্স, খাজনা দেয়না, কর্মচারীদের আঘাত করে ইত্যাদি। খুব সাম্প্রতিক কালের ভিতর এইরূপ একটি ঘটনার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার এলাকায় পানিহাটী মিউনিসিপ্যালিটি এইরূপ একটি ব্যাপারে আমাদের এস. ডি. ও. সাহেবের কাছে প্রথম পুলিশ হেলপ চাইলেন। কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেলনা। আমি তখন তাদের কেসটা নিয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিস ২৪ পরগণা, তাঁর কাছে চিঠি লিখলাম। মাস দুই পরে উত্তর এলো একশান নেওয়া হচ্ছে। তারপর দু-তিন মাস আর কোন উত্তর নেই।

[6-20—6-30 p m.]

আমি যখন আর কোন জবাব না পেয়ে পুনরায় লিখলাম, তখন থেকে অদ্যাবধি সেটা নিরুত্তর থেকে গেল। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইনের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টের সেকশন্ ৫৩৩ (এ), সেখানে পরিষ্কার লেখা রয়েছে।

"It shall be the duty of every Police Officer in a municipality to communicate without delay to the municipal office any information which he receives of the design to commit or of the commission of any offence against this Act or any rule or any law made thereunder and to cooperate with and assist the Commissioners or any municipal officer or servant reasonably demanding his aid for the lawful exercise of any power vested in the Commissioner or such municipal officer or servant under this Act or rule made thereunder".

কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল একজন পুলিশ কন্‌স্টবলই মিউনিসিপ্যাল অফিসারকে বাধা দিয়েছিল আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই যেখানে তার ল-ফুল ডিউটি মিউনিসিপ্যাল অথোরিটিকে সাহায্য করা সেখানে পুলিশ কনস্টেবলই তাদের বাধা দিয়েছিল, তারজন্য আমি পুলিশ কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলাম যে অফিসার এরকম করেছে। কিন্তু কোন ফল হয়নি।

Shrimati Labanya Prova Ghosh :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই সভায় আগেও বলেছি যে, শাসনবিভাগগুলি আজ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের রাজনৈতিক ক্ষেত্র প্রসারের যন্ত্র মাত্র হয়েই রয়েছে। শাসন বিভাগীয় অফিসারদের শাসিত জনগণের সংগে যথার্থ সম্পর্ক গঠনের কোন কর্মধারা নেই।

বরং কায়েমী স্বার্থবাদের তারা অনুচর হওয়ার ফলে—জনগণের সংগে বিরোধের ক্ষেত্রই আজ তাদের গঠন করতে হচ্ছে। সরকারী ক্ষমতা, সরকারী অর্থ হাতে আছে ব'লে বিশেষ দলের জন্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্র গঠনের অবাধ এবং প্রভুত সুযোগ তাঁদের আছে। এবং সেই কারণে, সরকারী ঋণ, সরকারী সহায়তাগুলিও রাজনৈতিক লক্ষ্যে প্রযুক্ত হচ্ছে; আর তার কারণে, বহু অপচয় ও দুর্নীতি ঘটছে। এবিষয়ে বহু বিসদৃশ অভিযোগের প্রতি জরুরী দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও স্থানীয় বা কেন্দ্রীয় কোনো কর্তৃপক্ষই কোনো সাড়া দেননি।

নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে জনগণের মধ্যে বিশেষ রাজনৈতিকদলের অনুকূলে প্রভাব সৃষ্টি করার জন্য শাসনকর্তৃপক্ষ চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। তারজন্য বহু সরকারী অর্থেরও অপব্যয় ঘটছে। তার একটি সাম্প্রতিক ঘটনার কথা বলি।

জনগণের অপ্রিয়ভাজন ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্র গঠন করার জন্য সম্প্রতি এক সরকারী প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয় আমাদের জেলাতে। বহু সরকারী টাকা ও সহায়তা এবং অফিসারদের মারফত অনুগৃহীত ব্যবসায়ীদের চাঁদা ও সহায়তা সংগ্রহের বিরাট আয়োজন করা হয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নাচগান আমোদপ্রমোদের ভেতর দিয়ে যোগ-বিচ্ছিন্ন নরনারীকে আকৃষ্ট করা। সেই উদ্দেশ্যে—বিকৃতভাবে এবং অযোগ্যতার সঙ্গে কতক সফল হ'য়ে থাকতে পারে কিন্তু দেশ গঠনের মহান পরিপ্রেক্ষিতে আজ প্রদর্শনীর যে উদ্দেশ্য—সরকারী অর্থের যা সার্থকতার দিক—তা হল—কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির পথে প্রেরণা জাগাবার মতো প্রদর্শনী। সেই বিষয়ে এই প্রদর্শনীর আয়োজন যেমন অপটু ছিল তেমনিই দায় সারা ছিল। জেলার অগ্রণী জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ না ক'রেই অবাঞ্ছিতভাবে প্রদর্শনী কমিটি গঠন ক'রে তাতে কংগ্রেসী ব্যক্তিদের প্রাধান্যের ক্ষেত্র করা হয়। সবচেয়ে আপত্তিকর ছিল জেলার অনাস্থা-ভাজন ব্যক্তি যাঁরা জেলায় বহুকাল ধ'রে সন্দেহভাজন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হয়ে রয়েছেন, তাঁদের হাতে সরকারী তথা বেসরকারী অর্থের দায়িত্ব তুলে দেওয়া।

আমাদের অজ্ঞাতসারে কমিটি গঠন ক'রে কাজ এগিয়ে নেওয়ার পর আমাদের অনুমতি না নিয়েই কমিটিতে আমাদের জড়িত করা হয়। আমরা নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তসহ প্রতিবাদ জানালে, ডেপুটি কমিশনারের পক্ষথেকে ক্রুটি স্বীকার করা হয়। কিন্তু কমিটির গঠন কার নির্দ্দেশে হয়েছে, কিভাবে হয়েছে সে বিষয়ে আমাদের প্রশ্নের জবাব তিনি কিছুই দেননি ; নীরব আছেন। এহেন প্রদর্শনীর কর্তৃত্বের প্রশ্ন নিয়ে আমি এইকথা তুলিনি। এইসব বিষয়কে আশ্রয় ক'রে সরকারী শক্তি ও অর্থের কিভাবে অপচয় হয় ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কিভাবে সাধিত হয় তার একটি দৃষ্টান্ত দেখাতেই একথা তুললাম। যে চিরাচরিত শাসনতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা, অনাচার ও অব্যবস্থা এই শাসনযন্ত্রের সত্যকাররূপ হয়ে আজ রয়েছে—সেইরূপ বিষয়ে আরো গভীরতর অভিযোগ করা ছাড়া আমাদের বলবার কিছু নেই। যেখানে কর্মের উদ্দেশ্যই আজ বিকৃত এবং অবাঞ্ছিত সেখানে কর্মধারার বিষয়ে কিছু বলা বা আশা করা সত্যই আজ নিরর্থক। এই অবস্থার পরিমণ্ডলে গান্ধীজীর পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীত শাসন ব্যবস্থা ও সুষ্ঠু শাসন জীবনের পরিকল্পনা সত্যই আকাশকুসুম বলে মনে হচ্ছে।

माननीय स्पीकर महोदय,

चार मार्च को जिस समय बजट पर जनरल डिस्कशन हो रहा था, उस वक्त माननीया मेम्बर डाक्टर मैत्री बोसने नेपाली भाषा को बिदेशी भाषा कह कर, लिङ्गुईस्टिक माइनारिटी (linguistic minority) और उनकी भाषा की जो अवहेला की, उसको देखते हुए, शासक पार्टी की लिङ्गुईस्टिक माइनारिटी और उनकी भाषा के प्रति क्या रुख है, यह मालूम हो जाता है। यह अवश्य है कि माननीय सत्येन मजुमदार के तर्क करने पर माननीया डा० मैत्री बोस को मानना पड़ा कि दार्जिलिंग अंचल के लोगों की माँग नेपाली भाषा के सम्बन्ध में न्याय संगत है। मगर दार्जिलिंग में जो इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी, जिसके मेम्बर माननीया डा० मैत्री बोस भी थीं, उन्होंने इस कमेटी में क्या सिफारिश किया हम जानना चाहते हैं। इलेक्शन के आगे बहुत ढोल पीटा गया कि

इन्क्वायरी कमेटी बैठाई गई है, परन्तु आज तक उसकी रिपोर्ट न जाने क्यों गुप्त रखी गई है ? इलेक्शन के आगे इन्क्वायरी कमेटी बैठाई गई थी, आज चार वर्ष हो गये, मगर रिपोर्ट के सम्बन्ध में कुछ भी मालूम नहीं हुआ। उस इन्क्वायरी कमेटी के माननीय पुलिस मंत्री, लाठी-गोली चलवानेवाले और गैस छोड़वानेवाले चेयरमैन हो गये। पुलिस मंत्री काली मुखर्जी चेयरमैन हो करके क्या किये ? मैं तो समझता हूँ कि उन्होने इस कमेटी की रिपोर्ट को D. I. B. रिपोर्ट के माफिक छोड़कर रख दिया है। असेम्बली के मेम्बरों तक को उसकी रिपोर्ट नहीं दिखाई गई। हम डिमांड करते हैं कि इन्क्वायरी कमेटी के रिपोर्ट को असेम्बली के सामने रखा जाय हम देखना चाहते हैं कि कमेटी ने क्या सिफारिश की है और उसको आज तक काममें लगाया गया है या नही। इलेक्शन के आगे इन्क्वायरी कमेटी बैठाई गई थी, बड़ा ढोल पीटा गया था मगर इसबार के इलेक्शन में आपका भण्डा फोड़ हो जायगा। उसबार के इलेक्शन में इन्क्वायरी कमीशन का नाम लेकर नेपाली जनता को लूट लिया गया। अब वहाँ की जनता समझ गई है।

दूसरी बात मुझको यह कहनी है कि सनेपाली भाषा जो की माँग है, उसके म्बन्ध में मुख्य मंत्री डा० बिधान चन्द्र रायने अभी कहा है कि 'पश्चिम बगाल' नामक एक पत्रिका नेपाली भाषा में निकलती है। उससे क्या नैपाली भाषा की बहुत उन्नति हो गई। नैपाली भाषा सम्बन्धी माँग क्या पूरी हो गई ? नैपाली भाषा को दैनन्दीनीय प्रशासनिक कार्यों में चलाना होगा ? कोर्ट और कचहरियों में चलाना होगा। आजतक इसको क्यों नहीं चलाया जाता है ? मुझे कुछ समझ में नही आता। बड़ी ताज्जुब की बात है कि उस पत्रिका में फोटो छापा जाता है। मुख्य मंत्री यह समझते है कि मंत्री मण्डल का फोटो छाप देने से नैपाली भाषा की उन्नति हो जायगी। हमने उस पत्रिका में देखा है कि डा० अनाथबन्धु राय का फोटो छपा है। उसमें वे लड्डू दे रहें है। इससे क्या नेपाली भाषा की माँग पूरी होती है ? मैं निवेदन करूँगा कि इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द दिया जाय ?

तीसरी बात मैं सरकारी कर्मचारियों के बारेमें कहना चाहता हूँ। जब यहाँ पर माननीय सत्येन मजुमदारने क्वेश्चन किया था तो मुख्य मंत्री डा० रायने कहा था कि दस परसेन्ट हिल एलाउन्स दिया गया है। हमलोगोंने यह आवाज उठाई कि सरकारी कर्मचारियों को दार्जिलिंग अंचल में हिल एलाउन्स २५ परसेन्ट देना चाहिए। मुख्य मंत्री डा० रायने आश्वासन दिया कि इस सम्बन्ध में एक इन्क्वायरी होगी। मगर इस संबंध में क्या हुआ ? इन्क्वायरी होगी या नहीं कुछ भी पता नहीं। मेहरबानी करके हिल एलाउन्स सरकारी कर्मचारियों को २५ परसेन्ट दीजिए। बृटिश साम्राज्य में भी २५ परसेन्ट दिया जाता था मगर कल्याण राज्य में क्यों नहीं दिया जाता है ? कल्याण राज्य में कर्मचारियों को कम से कम खाना तो दीजिए। दार्जिलिंग में मकान मिलना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। जैसे कलकत्ते में मकान नहीं मिलता वैसे ही आज दार्जिलिंग में भी मकान नहीं मिल रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सिर्फ एक बिल्डिंग है। मैं कहता हूँ कि रात में सोने के लिए कम से कम क्वार्टर तो दीजिए। न मालूम क्यों दार्जिलिंग में सरकार बिल्डिंग नहीं बनवाती है।

[6-30—6-40 p.m.]

आर. टी. ए. के सम्बन्ध में इसी हाउस में कईबार आलोचना हो चुकी है। आज आर. टी. ए. ऐसा हो गया है, जैसा कि वह कांग्रेस का घराना हो। आर. टी. ए. में करप्शन इतना अधिक बढ़ गया है कि वैसा और कहीं भी नहीं है। सर, आपको बतलाऊँ कालिम्पोंग के कांग्रेस

के सिक्रेटरी पहले मास्टरी का काम करते थे। मगर कांग्रेस ज्वाइन करने के वाद सिक्रेटरी हो गये। और बाद में देखा गया कि वे आर. टी. ए. के भी मेम्बर हो गए। आर. टी. ए. में कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के समर्थकों को छोड़कर और किसी को नहीं लिया जाता। दार्जिलिंग के ड्राइभरों और मैकेनिकों की माँग है कि उनको नम्बर दिया जाय। और उनको भी आर. टी. ए. में रखा जाय। मगर जो ड्राइभर और मैकेनिक हैं उनको नम्बर नही दिया जाता है। नम्बर उनको दिया जाता है, जो ड्राइभर नहीं हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं। ड्राइभरों को नम्बर नहीं मिलने से उनको खाना मिलना भी मुश्किल हो गया है। सर, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि दार्जिलिग के आर. टी. ए. में अँधेर मचा हुआ है।

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारेमें क्या कहें ? सर, आप भी दार्जिलिंग गए हैं। होम ट्रान्सपोर्ट की गाड़ी सरकारी काम में नही आती है। माछ के बाजार में, आलू के बाजार में होम ट्रान्सपोर्ट की गाड़ी ले जाई जाती है। रेस कोर्स ग्राउण्ड, हाकी के मैदान और फुटबाल ग्राउण्ड में होम ट्रान्सपोर्ट की गाड़ी ले जाई जाती है। सर, चाय बागान में गण्डगोल हानेपर लेवर कमिशनर से वहाँ चलने के लिए कहा जाता है तो लेवर कमिशनर कहते है कि गाड़ी नही हैं, कहाँ से जाँय ? सत्तार साहब कल्याण राज्य की बात करते हैं। मगर लेवर डिपार्टमेन्ट को एक जीप नहीं दे सकते हैं। जहाँ जिस चीज की जरूरत है, वहाँ वह नहीं मिलेती। और जहाँ जरूरत नहीं है, वहाँ मिलती है। इस तरह से आज सरकार जानता के पैसे को वर्बाद कर रही है।

Shri Ganesh Ghose :

Mr. Speaker, Sir, Administration

এর ব্যয় বরাদ্দের দাবী উপস্থিত করতে উঠে ডাঃ রায় আমাদের এই কথা বুঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্য যে টাকা ব্যয় করা হয় তাতে মোট টাকার অতি অল্প অংশই ব্যয় করা হয় এবং প্রতি বৎসর তাও কমে কমে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি এটা ভুল বলেছেন। যদি বাজেট বই আলোচনা করা যায় তাহলে দেখা যায় তা নয়। তাতে আমরা যে ছবি পাই সেটা আর একটা ছবি। তার থেকে দেখি এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন-এর জন্য অর্থাৎ আনপ্রোডাক্‌টিভ ইনভেষ্টমেণ্ট-এর জন্য,

Civil Administration, General Administration, Jail, Judiciary, Police

ইত্যাদি, এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্য যে টাকা খরচ হয় সেটা মোট টাকার অনেক বড় অংশ, এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়ে কংগ্রেস মন্ত্রীরা বাজেট তৈরী করেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি আগামী বৎসরের জন্য যে বাজেট তৈরী করা হচ্ছে তাতে মোট ৮৯ কোটি ২২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। তার মধ্যে সিভিল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন-এ অর্থাৎ জেনারেল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনএ ৩ কোটি ৩৯ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। আর জেইল জুডিসিয়ারী, পুলিশ ইত্যাদিতে ১০ কোটি ৪৬ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা,

Direct demand on Revenue, cost of Tax collection

ধরা হয়েছে ৬ কোটি ৭৭ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা অর্থাৎ

7.6 percent, State services

এ ৭ কোটি ১৬ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা, অর্থাৎ ৪%। এইসমস্ত যোগ করলে খরচ হচ্ছে ২৭ কোটি ৮০ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা। অর্থাৎ মোট টাকার ৩১.১ ভাগ। শুধু জেনারেল

এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন-এ ৩ কোটি টাকা দেখিয়ে ডাঃ রায় আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি মাত্র ৩ পার্সেণ্ট ব্যয় করছেন। তার আগে ৪ পার্সেণ্ট করেছেন, তার আগে ৫ পার্সেণ্ট করেছেন, এবারে ৩ পার্সেণ্ট করেছেন। তাই দেখলে দেখা যাবে যে মোট ব্যয়ের ৩১.১ ভাগ তিনি এই ব্যাপারে খরচ করছেন। আর সমাজ কল্যাণের জন্য ডাঃ রায় খরচ করছেন যেটা সেটা কত ? হেল্‌থ অ্যাণ্ড এডুকেশন-এ ২৪ কোটি ১২ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। অর্থাৎ

27 percent of the total. Industry both Cottage and other industries

খরচ হচ্ছে—

2.16% of the total ; Agriculture

এ খরচ হচ্ছে ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা, অর্থাৎ

5,15 percent of the total.

মোট যোগ করলে ৩৪ পার্সেণ্ট হয়। আর কেবলমাত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্য ৩১.১ পার্সেণ্ট খরচ করছেন। এবং তিনি এখানে বুঝিয়ে দিলেন যে মাত্র ৩ পার্সেণ্ট ব্যয় হচ্ছে। এর যদি কোন এক্সপ্লানেশন থাকে তাহলে যেন ডাঃ রায় দেন। তারপর এই সরকারের এচিভমেণ্ট কি সেটা দেখুন।

Administrative policy and Administrative function

এর মধ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেই টাকা সম্পর্কে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে এ্যাসিউরেন্স তারা দিয়েছিলেন তার ফাইনান্সিয়াল ইম্‌প্লিকেশন -এর ব্যাপারে সেটা তারা কমপ্লিট করেছেন। অর্থাৎ সেকেণ্ড প্ল্যান-এ ১৫৭ কোটি টাকা যেটা তারা বরাদ্দ করেছিলেন সেটা সম্পূর্ণ ব্যয় করেছেন কিম্বা অপব্যয় করেছেন, যাই হোক সেটা খরচ করা হয়েছে।

বাজেট বই থেকে আমরা দেখি যে, টাকা যে খরচ করবেন তার যোগ্যতাও তাঁদের নাই।

Agriculture including Minor Irrigation and Land Development, Animal Husbandry, Dairy and Fishery, Forest and Soil Conservation Co-operation, N. E. Sand Community Development Projects.

এজন্য টোটালী সেকেণ্ড প্ল্যান-এ প্রোভিশন্‌ করা হয়েছিল ৩৪ কোটি ৪০ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা ; এক্সপেক্‌টেড্‌ আউট লে সম্পর্কে এসবকার ৪র্থ বৎসরে যেকথা বল্‌ছেন তাঁরা খরচ করবেন ২৭ কোটি ৮৪ লক্ষ, ৪র্থ ইয়ার-এ ৬ কোটি খরচ করতে পারবেন না।

Industry, Large Scale, Medium Scale, Small Scale and Cottage Industry.

[6-40—6-50 p.m.]

সেকেণ্ড প্ল্যানে প্রভিশন ছিল ৯ কোটি ৪৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা, এখন ৪র্থ বৎসরে এঁরা বলছেন খরচ করবেন মাত্র ৭ কোটি ৯৭ লক্ষ—১ কোটি খরচ করতে পারবেন না। রোডস্‌ সেকেণ্ড প্ল্যানে প্রভিসন ছিল ১৭ কোটি ৪৭ লক্ষ, এরা বলছেন ফোর্থ ইয়ার-এ খরচ করবেন ১৪ কোটি ২৪ লক্ষ, ২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারেনি। হেল্‌থ্‌ সার্ভিসেস সম্বন্ধে এখানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী অনেক আবোল-তাবোল কথা বলে গেলেন—সেকেণ্ড প্ল্যান-এ ছিল ২০ কোটি টাকা, ফোর্থ ইয়ার পর্য্যন্ত খরচ করতে পেরেছেন ১৪ কোটি ৯৪ লক্ষ, ৫ কোটি ৬৩ লক্ষ

টাকা খরচ করতে পারেননি—তারউপর, সেণ্ট্রাল এসিষ্ট্যান্স ল্যাপ্‌স্‌ করে যাবে। হাউসিং সম্বন্ধেও তাই—সেকেণ্ড প্ল্যান-এ ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা প্রভিসন ছিল, খরচ করতে পারবেন ৫ কোটি ১৫ লক্ষ, ২ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারবেননা। অবশ্য ইরিগেশন এ্যাণ্ড্‌ এডুকেশন কিছু বেশী খরচ করেছেন. সেটা কিভাবে খরচ করেছেন সময় থাকলে বিস্তৃতভাবে বলতে পারতাম। এই হল—

Financial provision of the target

বাস্তবে ফিজিক্যাল এচিভমেণ্টস কি ? সেটা এক কথায় জঘন্য—মাইনর ইরিগেশন স্কীম-এ প্রভিসন টারগেট ছিল ৪ কোটি একর ইরিগেট করবেন বাই ১৯৬১। এদের এ্যাচিভমেণ্টস কি, না,

"Excavation of derelict tanks made so far about 25,000 acres. Lift irrigation by pumping plants. Pumping plants distributed in 1959—only 50. Deep Tubewell, only 12 tubewells sunk so far. Irrigation, physical target—reclamation of waste land to physical target so far only 4837 acres has been reclaimed. Industry-তে physical target—setting up 3 spinning mills. So far land has been acquired for only one spinning mill at Kalyani.
দুটো Scrape হয়ে গিয়েছে। তারপর—
Industry to set up one Estate in every Community Development Block. Only one has been set up at Baruipur."

Development of small-scale industry

জন্য এক্সপেক্‌টেড এক্সপেনডিচার ২৮ লক্ষ টাকা।

Medical and Public Health

এ ফিজিক্যাল টারগেট ছিল—

Establishment of one Mental Hospital

তাহলে কি দেশে মেণ্টাল হসপিট্যালএর প্রয়োজন নাই ? এখনো কি আমাদের এজন্য বিহার সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে ?

Rural water supply and construction of water supply sources. Provision for construction of water supply sources at the rate of one for 400 people in the rural area. Upto 1955, 26,000 sources have been established and 1955 to 1959, 36,000.

আমাদের রিকুয়ারমেণ্ট হচ্ছে—

At the rate of one source for 400 people,

কিন্তু বর্ত্তমানে হচ্ছে—

One source for 200 people. Industrial housing

তাঁরা বলেছিলেন—

Construction of 10,000 tenements by the end of the Second Plan period.

আজকে তাঁরা বলছেন—

Expect about 4,500 tenements by the end of the Second Plan period. Low Income Group Housing Loans

২ কোটি ১৯ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা স্যানকশনড্ হয়েছে ফর ৩,৭০০ হাউসেস্ ; কিন্তু মধ্য-বিত্তদের মধ্যে এজন্য স্পষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এরা ডিসবার্স করেছেন ১ কোটি ৭০ হাজার টাকা, বাড়ী তৈরী হয়েছে ১,২৫৮, সুতরাং—

Physical achievements 31 percent of the total consolidated Fund of West Bengal.

তারপর, কংগ্রেসের দুর্নীতি সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। দুর্নীতি রয়েছে এটা যদি এঁরা ভাল করে স্বীকার করে নিতেন তাহলে এঁদের সিন্সিয়ারিটি অব পারপাস্ বুঝা যেত। এবং এসম্পর্কে আমরা যেসমস্ত সাজেশন্ দিই সেগুলি যদি বিবেচনা করতেন এদের মধ্যে আমাদের সাজেশন্ নিয়ে একটা ফেরোসাস রেজিসট্যান্স আছে। তবু বলতে হবে এঁরা শাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করতে চান। মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে দেশে নানাভাবে দুর্নীতি চলছে, প্রফেসর ক্যালডর হিসাব করে দেখিয়ে দিয়েছেন কত কোটি কোটি টাকা আজকে সরকারী তহবিল থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ১৯৫৪ সালে

Commercial Tax Commissioner

ছিলেন শ্রী এইচ্, এন, রায়। তিনি এখন আমাদের ফিন্যান্স সেক্রেটারী তিনি একজন লোককে সার্টিফিকেট দেন ১লা এপ্রিল, ১৯৫৪, এবং সেই ডকুমেন্টের নাম্বার হচ্ছে ২৯৯৯, সি, টি,—সার্টিফিকেটটা ছিল এরকম—

I have great pleasure to certify that Shri Malchand Sethia has given very valu- able information to the department.

কিন্তু এতেও তিনি সন্তুষ্ট করতে পারলেন না—তিনি সমস্ত অফিসারকে ডেকে একে সাহায্য করার জন্য বলে দেন। এর সুযোগ নিয়ে শেঠিয়া ব্লাকমেইল করতে আরম্ভ করলেন এবং অনেকগুলি খারাপ কাজ করলেন। তারপর যখন ব্যাপারটা জানাজানি হল তখন কমার্শিয়াল ট্যাক্স কমিশনার ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করলেন। কেসটা যখন এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ-এ গেল তখন কমার্শিয়াল ট্যাক্স কমিশনার চেষ্টা করেন এন্টি-করাপশন যেন এনকোয়ারী না করে। ইতিমধ্যে ২৪ লক্ষ টাকা ফাঁকি দেওয়া হয়ে গিয়েছে। তারপর বজবং মেরের কেস্।

ডাঃ রায়, এসম্বন্ধে কি একটা অনুসন্ধান হবে ? ডাঃ রায়কে কোন সাজেশান দিলে উনি সেগুলোকে উড়িয়ে দেন। সেদিন দুর্গাপুর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা চিন্তা করতে বলাতে উনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন "মাই ফ্রেণ্ড গণেশ সেজ্ ভেবে দেখুন—আরে আমরা কি ভেবে না দেখে কিছু করছি।" এই হয়েছে ওর অ্যাটিচউড। রাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর সুযোগ নিয়ে ডাঃ রায় যেসমস্ত কাজ করেন তাতে তাঁর এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান হেড থাকা উচিত নয়। এবিষয়ে ছোট একটা উদাহরণ দেব। বন্যার সময় মুখ্যমন্ত্রী একটা বন্যা ফাণ্ড খুলেছিলেন এবং তাতে দলমত নির্বিশেষে এখানকার বহুলোক ও বিদেশের লোকও টাকা দিয়েছেন। কিন্তু এই সুযোগ নিয়ে তিনি পার্টির হয়ে প্রচার করেছেন। এক্ষেত্রে আমি একটা ছোট সার্কুলারের কথা বলছি। এর ঠিকানা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি, কংগ্রেস ভবন, চৌরঙ্গী—W. C. 1/3319, dated 1. 12. 59.

এটা লেখা হয়েছে শ্রীমাহালী, নওয়াগড়, জেলা পুরুলিয়া এবং তাতে আছে—"প্রিয় বন্ধু রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় আপনার জন্য কিছু টাক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির দপ্তরে পাঠাইয়া দিয়াছেন।" এর উপর আর কিছু কমে কমের্ প্রয়োজন নেই। তাঁকে বৈকালে আসিয়া লইয়া যাইবার জন্যও অনুরোধ করা আছে মুখ্যমন্ত্রী যাঁর ক্ষমতার সীমা নেই, তিনি যা খুশী তাই করেন। মুখ্যমন্ত্রী তিনি একজন ফুটবঃ সেক্রেটারীর জন্যও ক্যানভাস করতে পাবেন। এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান হেড-এ বসে এসব কর মানে ক্ষমতার অপব্যবহার করা। তারপর স্বাধীনতা একটা বাড়ী যোগাড় করেছিলেন উনি সেটাকে রিকুইজিশান করে নিলেন। সেই বাড়ীটা সিঙ্গল-সিটেড রুম তার একট কমার্শিয়াল কলেজ হয়না। উনি বললেন যে ভেঙ্গে নিয়ে নূতন বাড়ী তৈরী করব, তঃ স্বাধীনতাকে দেব না। এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের হেড-এ বসে যদি এইভাবে ক্ষমতার অপব্যবহাঃ করেন তাহলে সেই এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানে টাকা দেওয়া উচিত নয়। জমি, বাড়ী, সম্পত্তি ইত্যাদি কেনা নিয়ে বহুবার বলেছি, কিন্তু উনি এনকোয়ারী করতে রাজী নন। আপনি যদি ত্রুটিমুক্ত হতে চান তাহলে এনকোয়ারী করুন আমরাও তাতে সহায়তা করব। এইভাবে তদন্ত করে প্রমাণকাব দিন যে আমরা যা বলি তা সত্য নয়। সেজন্য বলছি যে যদি সাহস থাকে তাহলে আমরা যেসমস্ত ঘটনা বলি সেগুলোব তদন্ত করা হোক। কিন্তু আমবা বহুবার বলেছি উনি তাতে রাজী নন। কুমার বিশ্বনাথ রায়েব কাশীপুরে কিছু জমি আছে— ২৯।১।১বি, বি, টি, বোড—সেই জমিব পবিমাণ ১৭ বিঘা ১১কাঠা ৯ ছটাক। এই জমি ১৯৫৬ সালে কেনা হয়েছে এর প্রাইস্ হচ্ছে ৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। এখানে ১ হাজার টাকা করে যদি কাঠা হয় তাহলে ১ লক্ষ ৭৫ হাজাব টাকা বেশী দেওয়া হয়েছে বলে আমরা মনে কবি। ডাঃ রায় যদি মনে কবেন যে সব ঠিক আছে তাহলে আমি বলব যে উনি আমাদের সন্দেহমুক্ত করুন। অর্থাৎ এটা ফেয়ার প্রাইসে কেনা হয়েছে কিনা তার জন্য একটা এনকোয়ারী কমিশন বসানো হোক এবং তাহলে আমরাও সহযোগিতা করব। তদন্তে যদি প্রমাণিত হয় যে আপনাদের কোন অন্যায় হয়নি তাহলে ভবিষ্যতে এইসব বিষয় নিয়ে বলার আগে আমরা বেশী চিন্তা করে বলব।

[6-50—7 p.m.]

এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ সম্বন্ধে উনি অনেক কথাই বলছেন। আমি একটা খবর পেয়েছি এবং সে সম্বন্ধে ওনাকে জিজ্ঞেস করব যে, ১৯৫ই সালে সেপ্টেম্বব অক্টোবর মাসে খড়গপুর ওয়ার্ড হতে টেষ্ট রিলিফেব কাজের মারফৎ ২টি রাস্তার জন্য ৮ হাজার টাকা টি. আর. স্কীম স্যাংশন ছিল কিন্তু স্যাংশন ছাড়াই এই স্কীমকে ৮৯ হাজার টাকায় পবিণত করা হোল। এনকোয়ারী করে দেখা গেল যে ১২ লক্ষ কিউবিক ফিট মাটি কাটা হয়েছে এবং তারজন্য ৬৯ হাজার টাকা করা হয়েছে এবং '৫৭ হাজার টাকা মিসএ্যাপোপ্রিয়েট করা হয়েছে। এ ব্যাপারটা আমাদের এই হাউসেব সদস্য নারায়ণ চোবে মহাশয় জানতে পারেন এবং সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করে ডাঃ রায়কে খবর দেন। উনি ডিষ্ট্রিক্ট এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চে খবর পাঠান এবং ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাবার পরে ওখানকার সার্কেল অফিসার এসে সমস্ত জিনিষটা মাটিচাপা দিয়ে অন্যায়ভাবে একটা হিসেব দেন। তারপর যখন এটা ডিষ্ট্রিক্ট এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চে যায় তখন তাঁরা হিসেব কর দেখলেন যে সত্যি সত্যিই ৫৭ হাজার টাকা মিসএ্যাপ্রোপ্রিয়েট করা হয়েছে এবং অ্যাটওয়ানস তাঁরা ব্যাপারটা ডাঃ রায়কে জানিয়ে

·দিলেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও এ ব্যাপারে কোন অ্যাকশন নেওয়া হোলনা। অবশ্য ডা: রায় একটা অ্যাকশন্ নিয়েছেন এবং সেই অ্যাকশন্‌টা হোল যে সার্কেল অফিসার অন্যায়ভাবে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাকে সার্কেল অফিসার থেকে প্রমোশন দিয়ে মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ট্রেজারী অফিসার করা হয়েছে, কাজেই এই সমস্ত ব্যাপার যেখানে হয় সেই প্রশাসনিক খাতে টাকা দেওয়া উচিত নয়।

The Hon'able Khagendra Nath Das Gupta :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, শ্রীমনোরঞ্জন হাজরা মহাশয় আমাকে আক্রমণ করে যেসব উক্তি করেছেন তা সম্পূর্ণ অসত্য এবং অভিসন্ধিমূলক। সেন এণ্ড সেন কোম্পানী আসানসোলে কি কাজ নিয়েছে তা আমি জানিনা। আমি আজ এক বছরের মধ্যে আসানসোলে যাইনি, দু বছরের মধ্যে গিয়েছি কি না সন্দেহ। আর ওদের কাজ সম্পর্কে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দূরের কথা,

Executive Engineer, Superintending Engineer, Chief Engineer

ইত্যাদি কারুর সঙ্গে আমার কোন আলোচনা হয়নি। তারপর বলা হয়েছে যে হরেনবাবু তার ভাইপো বা ভাগ্নে কার জন্য নাকি আমাকে চাকরীর কথা বলেছিলেন, কিন্তু আমি বলব যে হরেনবাবু কাউকে চাকরী করে দেবার জন্যে আমাকে অনুরোধ জানান নি। লোয়েষ্ট টেণ্ডার, বোর্ড ইত্যাদি সম্পর্কে যেসব উক্তি করেছেন সেসব বিষয় নিয়ে কালকে আমার বাজেটে যে কাটমোশান আছে তার উপর বললে আমি তার যথাযথ উত্তর দেব।

Shri Jyoti Basu :

where is your brother ?

আপনার কোন ভাই কি কনট্রাক্টার নেই ?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta :

কালকে বলবেন, আমি সমস্ত উত্তর দেব।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, before I come to reply to the various members who have spoken on the budget, let me take the privilege of calling Shri Monoranjan Hazra the purveyor of untruths. Every word which he has said about me, about calling Mr. A. K. Roy here and about Mrs. Bella Sen having a house in South Calcutta—everyone of them is untrue. Let him give me in writing outside. I shall challenge him and I shall show him what is what but not in the precincts of the Assembly. I have never heard such a contemtible bit of untruth. I do not know what has possessed my friends on the opposite side. They seem to revel in what is untruth and what is dirt and filth. I am very sorry to say so that we are going down and down so far as this Assembly work is concerned. Can we not talk about bigger things instead of attacking things on the basis of pure fabrication and untruth ?

I now come to pass on to the points that have been raised by different persons. My friend, Shri Jyoti Basu, has said that I have tried to manipulate the figures. It was not clear that the pay of the officers have been increased more than a corresponding increase in the pay of the staff. I have got heroe the

figures for 1957, 1958 and 1959. The total emoluments for the year 1957, 1958 and 1959 are 1 crore and 91 lakhs for all staff. For 1958 it was 2 crores 8 lakhs and 5 thousand and for 1959 it was 2 crores and 26 lakhs. The emoluments for the gazetted employees have gone down to Rs, 25 lakhs and 30 thousand which was 13 per cent of the total expenditure of that year. Next year it was Rs. 26 lakhs, i. e. 12. 7 per cent and in 1959 it was Rs. 28 lakhs i. e. 12. 5 per cent.

Therefore, there is no jugglery of figures. Only it is a question of how we put the figures in order to make our case stronger. Sir, he has said that in the Centre they have got the total number of temporary employees very low whereas we have got very large number of temporary employees.

Shri Jyoti Basu : Sir, I did not say that. I said "the Central Pay Commission has recommended that not more than ten per cent should be temporary".

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Let us see what is the exact position. I have got here the Pay Commission's Report which shows that in Railways 18 p.c. are temporary, in the Civilians in Defence Department 68 per cent are temporay, in the Posts and Telegraphs Department 22.90 percent are temporary, and in other Ministries which we can compare with our arrangements the total number is 57.31. I do not consider it is a very desirable thing to have so many temporary people working in an administration, but it is necessary for us to remember that there are Departments is West Bengal like the Refugee Rehabilitaion Department, in particular, like the Land Revenue Department. Settlement Department, Food Department, Relief and Supplies Department where the appointments by their very nature are bound to be more or less temporary. It is good if we could make them permanent and within the last two or three years we have made 12,000 of these posts permanent, but it is not possible to make every appointment if the Department itself is temporary. Sir Shri Jyoti Basu has raised the question of a gentleman called Baidya Nath Bose He was a lower division assistant in the Commercial Tax Directorate. He was transferred from Calcutta to Darjeeling where a post was required to be filled up urgently. This transfer was made in the normal course of administration The assistant had been in Calcutta for a long time. However, he did not carry out the transfer order, and after waiting for some time since he did not join, he was released from that post.

The next point is with regard to the staff of the Assembly Secretariat. I think I was right when I said that according to the West Bengal Legislative Assembly Secretariat Rules which are printed and circulated—and according to Article 187 of the Constitution the Governor after consultation with the Speaker of the West Bengal Legislative Assembly is supposed to make these rules—there shall be a Separate Secretariat of the West Bengal Legislative Assembly which shall consist of the posts specified in Appendix I. Subject to the control of the Speaker, the Secretary shall administer the Assembly Secretar-

iat and for the purpose of administration of the Assembly Secretariat the Secretary shall exercise all the powers of a Head of Department. The Secretary shall be appointed by the Governor, but all the appointments to the other posts of the Assembly Secretariat included in the West Bengal General Service shall be made by the Speaker, and all other appointments to the subordinate and inferior staff shall be made by the Secretary. If any addition is to be made to the total number of the staff, which was done a little while ago—there was an addition of three in the gazetted rank and about twenty in other ranks—then once they have got to get the sanction of the Finance Department and then all the appointments are made by the Speaker or by the Secretary as the case may be.

[7—7-10 p.m.]

Sir, Mr. Ganesh Ghosh has raised the issue of our spending on other departments rather than on general administration. Sir, I have here figures which show tha of the total revenue expenditure the amount we spend on nation-building departments is 49.4 p.c. in 1959-60 and 51 p.c. in 1960-61, and total expenditure on general administration is 3.35 and 3.51 respectively. Sir, a lot has been said about our rules regarding the conduct of Government servants which they say are very stringent. Sir, the Central Pay Commission has made some pertinent remarks which I want to put before the House. They say "after/careful of all the relevant factors we have come to the conclusion that change or relaxation of the existing restrictions in the political rights of civil servants would not be in the public interest or in the interest of the employees themselves". Regarding the right to strike the Central Pay Commission pointed out that striking is disciplinary offence. In the United Kingdom and under U.S. public law No. 330 participation in any strike by Government employee or by an employee of a Government, Corporation or Agency is a felony, punishable with fine or with imprisonment. We are definitely of the view that it is wrong for a public servant to resort to strike or threaten to do so and that persons entrusted with the responsibility of operating service essential to the life of the community should seek to disorganise and interrupt those services in order to promote aheir interest. Apart from this moral aspect .there is little doubt that in Indian condition there is even a possibility of eruption of indiscipline in actual form in one section of the community or another. A strike or even a demonstration by Government servant cannot but be a factor making for indiscipline generally." As I have said many times this question came up before the court. It came before the High Court of Calcutta—these Conduct Rules framed by the Government of West Bengal are stated to have infringed the fundamental rights guaranteed by the Constitution. It has been stated by the Supreme Court that a standard of general pattern of reasonableness can be laid down as applicable to all cases. The nature of the right alleged to have been infringed, the under lying purpose of the restrictions imposed, the extent and urgency of the flaw

sought to be remedied thereby is disproportionate of the imposition under prevailing condition. As Government servants they have to maintain a very high standard of tutegrity and conduct and above all they have to be strictly impartial. The conduct rules are merely designed to ensure efficiency, honesty and impartiality of public service so that they may serve the State properly and can prove effective as Government servants. The reasonableness or otherwise of the restrictions imposed on Government servants should therefore be viewed against this background. Sir, Mr. Justice Bose in Butto Kristo Burman's case said that the Government Servants are a class by themselves with certain rights' privileges and disabilities attached to them. If a certain standard of conduct is expected from them and certain rules are framed for the purpose of regulating such conduct or for compelling the Government servants to conform to such standard of conduct, these can hardly be regarded as unreasonable restrictions on the fundamental rights guaranteed to such servants in their capacity as citizens of the Indian Union. Similar thing happened in a judgment of the Supreme Court—I need not worry you with that.

Sir, a question has been raised that why in the case of a meeting at which they called in Shri Nishapati Majhi, no objection was taken but if it is a question of calling in, say, Shri Siddhartha Shankar Ray, we object. Sir, if you read the rules, the rules say that no person who is not in the active service of the Government shall be allowed to attend or take part in the deliberations of a meeting except with the previous permission of the Government. If any particular association wants to call in somebody from outside, all that it needs to do is to ask the permission from Government. So this is the defference between the one and the other.

Sir, my friend Shri Jyoti Basu thinks that we should have a tribunal because every Minister is corrupt, every fellow in the Ministary is corrupt and the only good and honest men are those who sit on that side of the House. They can please themselves, I have nothing to say, but we have our own method of assessment of individual likes and dislikes and individual temperament. I do not want to protest against that but as the Prime Minister has said and we had discussed about it, if I get a rigid case—not a **mutfarakka** case as my friend Shri Hazra has referred—if it is a rigid case with proof, I promise I will not spare anybody whoever he is, including myself, but it must be a rigid case. My difficulty, is that many people, when they think that anotherr person is corrupt, are only looking at a mirror and seeing their own faces. I would like them to take a searchlight and throw it inwards. Let them find out what is inside them before they blame others. Sir, I do not doubt whatsoever that whereve human beings work, wherever there is a mass of human beings dorng some work, wherever there is a large number of people open to temptation there may be corruption- I do not doubt it at all, and it is the duty of every citizen, whether he belongs to this or that side of the House, to take the

evidence as we are prepared to face the issue and bring the culprit to book. That is the only way you can cure him, not by simply throwing mud in the hope that some time or other some mud will stick at least for some time. That is not the way in which we can clean the body politic.

[7-10—7-22 p.m.]

Sir, Shri Jyoti Basu has raised the question of 107 men of the Industries Department. I know this case because I have the files with me. It is no retrenchment at all. These men have been working under the khadi Board. On the 1st of April they are being transferred over to the new khadi and Village Industries Board which is an autonomous Board. Therefore, there must be a break in their service. All that they have been told is that on that date "your present appointment under the Government will cease, but you will continue to work in the other office". There is no question of retrcnehment.

About the 21 employees of the L and L. R. Department, however, I do not know. If papers are sent to me I will look into the matter.]

A certain number of persons whose names are placed before me belonging to the Refugee Rehabilitation Department—about 53 of them—and we are trying to put them somewhere. I may tell my friends that when the Food Department was abolished 3 or 4 years ago there were 12,000 people and we had to carry the burden of these people in order that they might not suffer because of the abolition of the Food Department. We had to take them over from one office to another. We shall have to do the same thing also with regard to any other department.

Shri Ganesh Ghosh has said something abont Rs. 20,000 that has been paid to the Congress organisation. Sir, this is a sum which was sent by Pandit Govind Ballabh Pant to be handed over for the redress of Congress political sufferers and the only thing I could do was to hand the money over to the Congress organisation because I do not know all the sufferers. This has nothing to do with the money that I have raised or the money belonging to the Government. As a matter of fact he has told that I have given money to this or the other organisation, but I have also given money to the Communist group, to the People's Relief Committee also. (Shri Niranjan Sen Gupta : Only Rs. 1,500). Even now if they can show that they have done work they will get it. I can claim that in the matter of distribution of relief there has been no discrimination made between a Congress and a non-Congress man. Such matters never entered my head, and I do not think anybody, not even my worst enemy—can blame me—not even Shri Ganesh Ghosh can blame me.

With these words, I oppose all the cut motions and commend my motion for the acceptance of the House.

Shri Jyoti Basu: What about the circular that was sent by the Prime Minister on the Muslims? You have not replied to that. A letter from the Prime Minister came to you about a year ago.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I do not remember.

Shri Jyoti Basu: But your memory is very good.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: How is it that you have become such a protagonist of Muslims? I have got more Muslims on my side than you have.

Mr. Speaker: I put all the cut motions to vote except cut motions Nos. 35, 53 and 112 on which division has been claimed.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Narayan Chobey that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expedinture under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Ray that the demand of Rs.3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Kanailal Bhattacharjee that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 3,39,28, 000 for expenditure under Grant No. 14, Major Heae "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sisir Kumar Das that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Jnanendra Nath Majumdar that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bankim Mukherjee that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Somnath Lahiri that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Syed Badrudduja that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gopal Basu that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Natendra Nath Das that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhakta Chandra Roy that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Mullick Chowdhury that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Banerjee that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expendtiure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobardhan Pakray that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Dhar that the demand of Rs.3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jagadananda Roy that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sitaram Gupta that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs.100, was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Amarendra Nath Basu that the demand of Rs.3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shrimati Manikuntala Sen that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shrimati Labanya Prova Ghosh that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Pravash Chandra Roy that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No.14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Roy that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Tarapada Dey that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenediture under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100,was then put and lost.

The motion of Shri Jyoti Basu that the demand of Rs.3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—124

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhyay, Shri Satyendra Prasanna
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Jamadar
Hazra, Shri Parbati
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maity, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh

Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Shri Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R.E.
Poddar, Shri Anandilal
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandh
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri, Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri, Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—59

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Brindabon Behari
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bose, Shri Jagat
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil

Dhibar,Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shir Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhusan Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mitra, Shri Satkari
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 59 and the Noes 124, the motion was lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" be reduced by Rs. 100 was then put and a division taken with the following result :—

NOES—123

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C.L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhyay, Shri Satyendra Prasanna
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj

Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Mahananda
Hasda Shri Jamadar
Hazra, Shri Parbati
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Shri Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Poddar, Shri Anandilal
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan

Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—60

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Dr. Brindabon Behari
Basu. Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bose, Shri Jagat
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mitra, Shri Satkari
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 60 and the Noes 123, the motion was lost.

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs.3,39,28,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration"

be reduced by Rs. 100, was then put and division taken with the following result :—

NOYES—122

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Das, Shri Ananga Mohan
Das. Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Jamadar
Hazra, Shri Parbati
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri

Mukherjee Shri Pijus Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Shri Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Poddar, Shri Anandilall
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri, Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—60

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu Dr. Brindabon Behari
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bose Shri Jagat
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh. Shrimati Labanya Prova
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur

Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mitra, Shri Satkari
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherjee, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Ray, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shri Deben
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 60 and the Noes 122, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 3,39,28,000 be granted for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" was then put and agreed to.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-22 p.m. till 3 p.m. on Wednesday, the 23rd March, 1960, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesday, the 23rd March 1960, at 3 p.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble BANKIM CHANDRA KAR) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 13 Deputy Ministers and 205 Members.

[3—3-10 p.m.]

Adjournment motions

Mr. Speaker : There are two adjournment motions. I have refused consent. They may be read.

Dr. Golam Yazdani : Sir, my adjournment motion runs as follows :—

That the business of the Assembly do now adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrence, namely :—

The mobile police van from the Bowbazar P. S. this morning took 12 hawkers from Kolutola Street to Bowbazar P. S. along with their baskets of Semai although they had been given permission by Police to open temporary "Semai" shops during the month of Ramjan. As a result of such seizure of goods and men, resentment and discontentment prevail among the people of the locality.

Shri Deo Prakash Rai : Sir, My motion runs thus—That the business of the House do now adjourn to discuss a definite matter of urgent importance and of recent occurrence viz. the sudden discharge of 39 patients including 14 women on 17th March, 1960 from the Darjeeling Victoria Hospital without any reason before they were cured.

Seizure of stock of rice

Shri Narendra Nath Sen :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা জরুরী বিষয়ের প্রতি মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গভর্ণমেণ্টের যে সব ক্যারিং কণ্ট্রাক্টর ডক থেকে চাল ক্যারি করে নিয়ে আসে জেটি থেকে, তাদের সেগুলি গভর্ণমেণ্ট গোডাউনএ জমা দেবার কথা। কিন্তু মোমিনপুরে মেহের আলি মণ্ডল ষ্ট্রীটের এক জায়গায় এই রকম একজন কণ্ট্রাক্টর ডক থেকে চাল নিয়ে এসে একটা শেড এ ষ্টক করে এবং সেখানে চালের বস্তা খুলে প্রত্যেক বস্তা থেকে /১, /১।০ সের চাল সরিয়ে তাতে কাঁকর মিশিয়ে পরে গোডাউনে দেয়। গত রবিবার আমি রাত্রিতে দেখলাম সেই শেডের ভিতর অনেক চালের বস্তা ষ্টক করা রয়েছে। আমি D.C. Enforcement, Dr. Panchanan Ghosal

কে জানাই এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করে সেই চাল সীজ করেন এবং সেখানে পুলিশ বসিয়ে দেন। কিন্তু আমি শুনলাম যে ফুড ডিপার্টমেণ্ট থেকে সেই চাল ছেড়ে দেবার অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে সেই কণ্ট্রাক্টরের সেখানে চাল ষ্টোর করবার ষ্টোরিং লাইসেন্স আছে। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি চাল নিয়ে এসে ষ্টোরিংএর কি দরকার হতে পারে। ফুড মিনিষ্টার এখন এখানে উপস্থিত নাই। তিনি যদি আমাদের এ বিষয়ে জানান তাহলে বাধিত হব।

Mr. Speaker : The Hon'ble Minister in-Charge will take note of it.

Payment of Government Grants.

Shri Hansadhwaj Dhara :

স্যার, ফিনানসিয়াল ইয়ার শেষ হতে যাচ্ছে, সুতরাং ট্রেজারী পেমেণ্ট এবং অন্যান্য গভর্ণমেণ্ট পেমেণ্ট হবার সম্ভাবনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—আমি আলিপুরের কথা বলছি—সেখানে শেষ রাত থেকে লাইন দিতে হচ্ছে

District School Board

এর ১০।১২ লক্ষ টাকা

trust fund created

হবে সেটা ট্রেজারী অফিসার রিফিউজ করেছেন—তাতে ডিষ্টী বোর্ড টিচারদের পেমেণ্ট এবং অন্যান্য হাই স্কুল এবং যা কিছু গভর্ণমেণ্ট গ্রাণ্ট সমস্তই বন্ধ হয়ে যাবে যদিনা সরকার ইতিমধ্যে ব্যবস্থা করেন। এই বিষয়ে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Mr. Speaker : Why don't you say all these things to the Minister-in-charge personally ? Now we shall take up the business of the House.

BUDGET OF THE GOVERNMENT OF WEST BENGAL FOR 1960-61.

Demands for Grants

Major Heads : 43—Industries—Industries, etc.

The Hon'ble Bhupati Majumdar : Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 1,33,98,000 be granted for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital outlay on Industrial Development outside the Revenue Account."

Major Heads : 43—Industries—Cottage Industries, etc.

The Hon'ble Bhupati Majumdar : Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 1,99,05,000 be granted for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries".

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যয়ের অর্থ মঞ্জুরের প্রস্তাব করিতে গিয়া, এই অবকাশে আমি সদস্যবৃন্দকে শিল্প উন্নয়ন-নীতি ও এই বিভাগের কর্মসূচী, এ যাবত আমাদের অগ্রগতি এবং ১৯৬০-৬১ সাল, অর্থাৎ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসরে, আমাদের যে কার্য্যসূচী আছে তৎসম্পর্কে, সংক্ষেপে মোটামুটি কিছু বলিব।

গত বৎসর আমার বাজেট বক্তৃতায় আমি সদস্যদের নিকট কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুসৃত শিল্পনীতির ব্যাখ্যা করি। সেই কারণে এখানে আর উক্ত বিষয়ের পুনরবতারনা না করিরা শুধু ইহাই বলিতে চাই যে, শিল্প-উন্নয়ন কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প (উন্নয়ন এবং নিয়মিত-করণ) আইন, ১৯৫১, এবং ১৯৫৬ সালের সংশোধিত নীতি প্রস্তাব—এর দ্বারা দৃঢ়ভাবে নিয়মিত। আপনারা অবগত আছেন যে, এই নীতির ফলে অধিকাংশ বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন ভারত সরকারের হাতে পড়িয়াছে এবং রাজ্য সরকারকে অবশিষ্ট ক্ষেত্রে শিল্প-নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের ভার দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের বেলায় রাজ্য সরকারের সরাসরি উদ্যোগের ক্ষেত্র বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়াছে।

পূর্ববর্ণিত নীতির পরিপ্রেক্ষিতে, পশ্চিম বঙ্গের অগ্রগতিকে কেবল মাত্র রাজ্যের দৃষ্টি-কোন হইতে পরিমাণ করা আমাদের পক্ষে সুবিবেচনার কার্য্য হইবে না। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতাক্রমে রাজ্যসরকার কর্তৃক যে সকল কার্য করা হইয়াছে উহাদের বিষয় স্মরণ রাখিয়া, আমাদিগকে কার্য্যাবলীর হিসাব করিতে হইবে। বে-সরকারি ক্ষেত্রে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য আমরা যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছি, সেগুলিও আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে।

[3-10—3-20 p.m.]

শিল্পের বৈচিত্র্য এবং বিস্তৃতির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের এক গৌরবজনক স্থান আছে এবং সামান্য কিছু সংখ্যক শিল্পকে বাদ দিলে, শিল্পগত পরিসংখ্যান আইনের অধীনে শ্রেণীবদ্ধ প্রায় সমুদয় শিল্পই পশ্চিমবঙ্গের রহিয়াছে। আবাদযোগ্য জমির উপর গুরুতর চাপ এবং এই বিভক্ত এবং খণ্ডিত রাজ্যের ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যা হেতু, এই রাজ্যের বেকারের কর্ম্মসংস্থান এবং বৎসরের অধিকাংশ সময় কর্ম্মহীন আমাদের কৃষিজীবি ও কৃষি—শ্রমিকদের আংশিক সময়ের জন্য কর্ম্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে সরকারী এবং বে-সরকারী—উভয় ক্ষেত্রেই বৃহৎ মাঝারি এবং কুটির যাবতীয় শিল্পের উন্নয়ন আমাদের আশু কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য শিল্প প্রচেষ্টার মোট আয়তন এবং কর্ম্মসংস্থান ক্ষেত্রের মোট পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য অবস্থা সৃষ্টির দিকে বাণিজ্য ও শিল্পবিভাগের মুখ্য প্রেরণা নিয়োজিত হইয়াছে।

এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আমরা ভারত সরকারের সহিত সহযোগিতাক্রমে শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়মিতকরণ) আইন অনুসারে নূতন নূতন শিল্পকে এযাবৎ লৌহ ও ইস্পাত, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি, মৃতশিল্প, প্লাইউড্ রবার, সাইকেল ও সাইকেলের অংশ, রাস্তার, রোলার, বৈদ্যুতিক আলো, পাখা ও মোটর, সিলোফেন পেপার ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্পকে প্রায় ৭০০ লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বেসরকার শিল্পসমূহকে কারিগরী ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইতেছে এবং উহাদের সম্প্রসারণে উৎসাহ দানের জন্য ও ব্যবস্থা গৃহীত হইতেছে। বে-সরকারী শিল্পগুলির চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তা অনুসারে উহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত কাঁচামাল

সরবরাহ করা হইতেছে, এবং কাঁচামাল, সরঞ্জাম ইত্যাদি আমদানির জন্য সার্টিফিকেটও প্রদান করা হইতেছে।

সরকারী ক্ষেত্র সম্পর্কে, আমি আগেই সদস্যবৃন্দকে জানাইয়াছি যে, বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প বিষয়ে আমাদের কার্য্যাবলীর ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ তাঁহারা অবগত আছেন যে, আমাদের আর্থিক সংস্থান স্বল্প। এই অসুবিধা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার সম্ভবমত বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারের সমন্বিত কার্য্যের মাধ্যমে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা পরিকল্পিত উপায়ে দুর্গাপুর এলাকার বহুবিধ উন্নয়ন করা হইয়াছে এবং হইতেছে। কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত বৃহৎ ইস্পাত কারখানা এবং রাজ্যসরকারের কোকচুল্লি কারখানায় ইহার মধ্যেই উৎপাদন শুরু হইয়া গিয়াছে। সদস্যবৃন্দ নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিবেন যে, লৌহ ও ইস্পাত, কোক, বেঞ্জিন, মোটর বেঞ্জল, অপরিশুদ্ধ আলকাতরা, ন্যাপথালিন ইত্যাদি দুর্লভ কাঁচামাল সম্পর্কে শিল্পপতিদের মৌল চাহিদা মিটাইবার কার্য্যে এই দুইটি শিল্পসংস্থা (ইউনিট) প্রভূত সহায়তা করিবে। দুর্গাপুর এলাকায় অবিলম্বে আরও একটি তুল্যায়তন কোকচুল্লী (ইউনিট) এবং একটি রাসায়নিক সারের কারখানা স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। জনসাধারণের মধ্যে স্বল্প মূল্যের চশমার চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং কলিকাতা এলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চশমার কারখানা-গুলিতে বিভিন্ন ধরনের চশমার কাচ (জার্ম্মানীর জাইস্ কারখানায় প্রায় ৩,০০০ বিভিন্ন প্রকা-রের এবং জাপানে প্রায় ১,৮০০ প্রকারের চশমার কাচ তৈয়ারি হয়) সরবরাহের জরুরি প্রয়োজন থাকায়, কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে, দুর্গাপুর অঞ্চলে বীক্ষণ-কাচ ও চশমার কাচ নির্ম্মাণের একটি কারখানা স্থাপনের সোভিয়েট প্রকল্পটি যথাসম্ভব শীঘ্র রূপায়িত করিতে হইবে। ১০ টন বীক্ষণ কাচ এবং ২০০ টন চশমার কাচ নির্ম্মাণের সামর্থ্যসম্বলিত সেই কারখানাটি এবং এতদসংশ্লিষ্ট কর্মী উপনিবেশ প্রভৃতি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি, রাজ্যসরকার ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জুরী পাওয়া মাত্রই এই কারখানার কাজ শুরু করা হইবে। আগামী বৎসর উপরিউক্ত স্থানের সন্নিকটেই ভারত সরকার খনি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের একটি কারখানা স্থাপন করিবেন।

হাওড়ায় একটি মেশিনটুল প্রোটোটাইপ (প্রোটোটাইপ মেশিন টুলস্) কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে এবং ভারত সরকার কর্তৃক, শীঘ্রই জাপানী সরকারের সহযোগিতায়, এই কারখানা স্থাপিত হইবে।

উপরোক্ত প্রকল্পগুলি ছাড়াও, এই সরকার পঞ্চাশ হাজার মাকু-সম্বলিত একটি সূতাকল (সপিনিং প্ল্যাণ্ট) কল্যাণীতে স্থাপন করিতেছে, এবং ইহা আগামী জুলাই বা আগস্ট মাসে উৎপাদন সুরু করিবে বলিয়া আশা করা যায়। এই কারখানার পরিচালনার জন্য একটি লিমিটেড্ কোম্পানী, প্রাইভেট ইতিমধ্যেই, গঠিত হইয়াছে এবং সরকার ইহার ১·৪০ কোটি টাকা মূল্যের শেয়ার ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই কোম্পানীর মোট অনুমোদিত মূলধনের পরিমান ২·৫০ কোটি টাকা কাঁথি ও সুন্দরবনের সমুদ্রোপকূলে লবন শিল্পের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই সরকার ইতিমধ্যেই, কাঁথির উপকূল অঞ্চলের বৃহত্তর লবন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর অংশ (সেয়ার) ক্রয় করিয়াছেন। লবন উৎপাদন উন্নয়নের জন্য তাঁহারা কয়েকটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানকে ও উপকূলবর্তী ভূখণ্ডসমূহ ইজারা দিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের

সহযোগিতায় সুন্দরবনের শিশিরগঞ্জে একটি শিক্ষক—তথা লবন উৎপাদন কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে।

চিনি শিল্পের উন্নয়নও এই রাজ্যসরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, এবং আহম্মদপুরে একটি নূতন চিনিকল স্থাপনের জন্য তাঁহারা যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। এই কারখানায় ইতিমধ্যেই উৎপাদন শুরু হইয়াছে। মালদহের মধুঘাটে একটি রেশম ফিলেচার (কারখানা) নির্ম্মাণ করা হইতেছে এবং ১৯৬০-৬১ সালের মাঝামাঝি উহা চালু হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৬০-৬১ সালে অথবা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালের প্রারম্ভে মালদহে একটি বয়নজাত রেশমের কারখানা (স্পুন সিল্ক মিল) স্থাপনের প্রস্তাবও করা হইয়াছে।

কারিগরী শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্ম্মীর চাহিদা পুরণের জন্য বর্ত্তমান শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে, যথা—শ্রীরামপুর ও বহরমপুরস্থিত টেক্সটাইল ইন্‌ষ্টিটিউট এবং কলিকাতাস্থিত সেরামিক ইন্‌ষ্টিটিউটকে পুনর্গঠিত করা হইয়াছে। প্রথম তিনটি প্রতিষ্ঠানকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রী কোর্স পর্য্যন্ত স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। সেরামিক ইন্‌ষ্টিটিউট ডিগ্রী কোর্স প্রবর্ত্তনের জন্য আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট অনুরোধ জানাইয়াছি এবং আশা করা যাইতেছে যে, উক্ত স্বীকৃতি আগামী জুলাই মাসেই পাওয়া যাইবে। কারিগরী শিক্ষাদানকারী উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা কোর্সে ব্যবহারিক শিক্ষণ ছাড়াও এই বিভাগ তাঁহাদের বর্ত্তমান শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ, যথা—গড়িয়াহাটা ও টালিগঞ্জে অবস্থিত কারুশিল্প ও বৃত্তিগত ব্যবসায় শিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ, কলিকাতা টেকনিক্যাল স্কুল ও হাওড়া হোমসকে পুনর্গঠিত করিয়াছেন। কল্যাণী, ঝাড়গ্রাম, কোচবিহার ও দুর্গাপুরে চারটি অতিরিক্ত কারিগরী শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইবে। হুগলী, চুঁচুড়ায় খুব শীঘ্রই এ প্রকারের একটি শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইবে এবং ইহার নির্ম্মাণকার্য্য ইতিমধ্যেই শুরু হইয়াছে। মালদহ ও পুরুলিয়ায় আরও দুইটি শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান (ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইন্‌ষ্টিটিউট শীঘ্রই স্থাপন করা হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আমাদের লক্ষ্য ছিল এইসকল কেন্দ্রের বর্ত্তমান আসনগুলি ছাড়াও কারুশিল্প ও বৃত্তিগত ব্যবসায় শিক্ষণার্থীদের জন্য ৩,৩০০ টি আসনের ব্যবস্থা করা। ইহা আনন্দের বিষয় যে, আমরা বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্প্রসারিত করিয়া এবং নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া ইতিমধ্যেই প্রায় ২,৫০০ টি অতিরিক্ত চাকুরীর আসনের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছি। এই সরকার প্রবর্ত্তিত শিক্ষানবীশী শিক্ষণ স্কীম অনুযায়ী, শিল্পপতিদের সহযোগিতায় আমরা বিভিন্ন শিল্পসংস্থায় প্রায় ১,০০০ টি আসনের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছি। টালিগঞ্জ ও গড়িয়াহাটায় অবস্থিত শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং হাওড়া হোমসে ৩০০ শিল্প শ্রমিকের জন্য সান্ধ্য ক্লাস পরিচালনা করা হইতেছে। খুব শীঘ্রই ভারত সরকারের সহযোগিতায় বিভিন্ন শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রের সহিত সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের শিক্ষণার্থে হাওড়ায় একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইবে। এই প্রতিষ্ঠানের নির্ম্মাণকার্য্য ইতিমধ্যেই শুরু করা হইয়াছে এবং ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে উহা সম্পন্ন হইবে। শিক্ষকদের জন্য পুনরালোচনা করা হইয়াছে এবং ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে উহা সম্পন্ন হইবে। শিক্ষকদের জন্য পুনরালোচনা পাঠক্রমের যে অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে, এই প্রতিষ্ঠান তাহা দূর করিবে।

কারিগরী ও বৃত্তিমূলক ব্যবসায় শিক্ষণদানকারী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে উদারহস্তে সহায়ক অনুদান প্রদান করা হইতেছে। কলিকাতা টেকনিক্যাল স্কুল এবং কাঁচড়াপাড়া

টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট, রাজ্যের এই দুইটি সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারিগরী শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ব্যয়ের সমগ্র ঘাটতিই এই সরকার পুরণ করিতেছেন।

বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পসমূহকে পর্য্যাপ্ত পরিমান অর্থ সাহায্যের উদ্দেশ্যে একটি রাজ্য অর্থ কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছে: এবং রাজ্য সরকার ইহার শেয়ার ক্রয় এবং অংশীদারদের লভ্যাংশের গ্যারান্টি প্রদানের মাধ্যমে ইহাতে যথেষ্ট অর্থ লগ্নী করিয়াছেন। এই কর্পোরেশন ইতিমধ্যেই বে- সরকারী শিল্প সমূহকে প্রায় ১·৭০ কোটি টাকা মূল্যের ঋণ দিয়াছেন। বঙ্গীয় শিল্পে সরকারী সাহায্য আইনঅনুযায়ীও সকল শিল্পে অর্থসাহায্য দেওয়া হইতেছে। বর্ত্তমানে স্টেট-ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্ত্তৃক পরিচালিত একটি পথদেশক স্কীম অনুযায়ী শিল্পগুলিকে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী, উভয় প্রকার ঋণই দেওয়া হইতেছে।

১৯৫৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূ-সম্পত্তি গ্রহণ আইনানুযায়ী ভূগর্ভস্থিত সকল খনিজ পদার্থের মালিকানা রাজ্যসরকারে বর্ত্তাইয়াছে। এই দায়িত্ব গ্রহণ এবং এই রাজ্যের খনিজ সম্পদের দ্রুত উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই সরকার কর্ত্তৃক সম্প্রতি স্থাপিত খনি ও খনিজ পদার্থ অধিকার (মাইন্স এ্যাণ্ড মিনার্লাস ডারেক্টরেট নামক একটি নূতন সংগঠনকে দ্রুত পরিবর্দ্ধিত করা হইতেছে। বহুসংখ্যক উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন টেকনিক্যাল অফিসার ইতিমধ্যেই নিয়োগ করা হইয়াছে, এবং বকেয়া খাজনা আদায় এবং খনিতে কার্য্যরত দক্ষ ও অদক্ষ কর্ম্মীদের খনি সংক্রান্ত শিক্ষণদানের পদ্ধতির উন্নতিসাধন প্রচেষ্টা করা হইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অপ্রধান খনিজ দ্রব্য-সংগ্রহ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এবং উহার জন্য প্রাপ্য সরকারী রয়ালটি ঠিকমত আদায় করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ অপ্রধান খনিজ সংক্রান্ত নিয়মাবলি সম্প্রতি বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে ভারত সরকারের সহযোগিতায় সরকরী ক্ষেত্রে নূতন কয়লা খনির উন্নয়ন ও এই বিভাগ করিতে চান।

[3-20—3-30 p.m.]

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে দেশীয় কুইনিনের দাম বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে দেশীয় কুইনিনকে কম মূল্যে আমদানিকৃত কুইনিন ও সেই সঙ্গে প্যালুড্রিন, মেপাক্রিন, ক্যামো-কুইনিন প্রভৃতি সস্তা সিন্থেটিক ম্যালেরিয়া নিবারক ঔষধের সংগে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ১৯৫৫ সালের উতকামণ্ডে (উৎকামণ্ড) অনুষ্ঠিত কুইনিন সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে, ১৯৫৫-৫৬ সাল হইতে, কুইনিনের মোট উৎপাদন ৫৫,০০০ পাউণ্ড হইতে হ্রাস করিয়া ৪০,০০০ পাউণ্ডে নামান হইয়াছে। উপরিউক্ত সংকোচনের ফলে সরকারের সিঙকোনা আবাদের মোটমাট শ্রমিক চাহিদা বেশ হ্রাস পাইয়াছে, ফলে বহু শ্রমিক উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের বিকল্প কর্ম সংস্থানের জন্য সরকার ভেষজ উদ্ভিদ অধিকর্ত্তার অধীনস্থ সিঙ-কোনা আবাদে ইপিকাক, ডিজিটালিশ প্রভৃতি ভেষজ উদ্ভিদ ও অন্যান্য সহায়ক শস্য, যথা কফি, দারুচিনি ও টুঙ্গের (টুঙ্গ) পরীক্ষামূলক চাষ শুরু করিয়াছেন। ভেষজ উদ্ভিদ অধিকার কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত ভেষজ উদ্ভিদের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে:

(১) উচ্চভূমি (হাই অলটিচুড) যে সকল ভেষজ উদ্ভিদ জন্মায় সেগুলি চাষের পরিকল্পনা;

(২) আরগট (আরগট) চাষের পরিকল্পনা ;

(৩) দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সর্পগন্ধা, ডিজিটালিস প্রভৃতি ভেষজ চাষেব পরিকল্পনা ;

(৪) ইপিকাক চাষের পরিকল্পনা ; এবং

(৫) বিকল্প ও আনুসঙ্গিক (সাবসিডিয়ারী) শস্যের চাষ।

আমি আশা করি যে, সদস্যগণকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনায় যে সকল উন্নয়ন কর্ম্য গৃহীত হইয়াছে এবং বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে যে সকল অগ্রগতি হইয়াছে, সেগুলির একটি সংক্ষিপ্তও সামগ্রিক বিবরণী দেওয়া হইল। আমাদের কৃতিত্ব অসাধারণ না হইলেও, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, পবিকল্পনাব কাঠামোর ও রাজ্যেব সীমাবদ্ধ আর্থিক সম্পদের সাহায্যে, সরকারী ও বে-সরকারী উভয় ক্ষেত্রেই বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের স্থায়িত্ব ও উন্নতি আমরা যতদুর সম্ভব বজায় রাখিতে পারিয়াছি।

আমি সেই সঙ্গে সদস্যগণকে আরও জানাইতে চাই যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, যাহা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় রচিত হইতেছে, তাহার মধ্যে আমরা মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনায় প্রায় দ্বিগুণ পরিমান অর্থ বরাদ্দ করিতে ইচ্ছুক। ইহার ফলে সরকারী ও সেই সঙ্গে বেসরকারী ক্ষেত্রে এইরূপ শিল্পের উন্নয়নে আমাদের যথেষ্ট অগ্রগতি সম্ভব হইবে।

উপসংহারে, আমি দেখাইতে চাই যে, আপাত দৃষ্টিতে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের জন্য ১৯৬০-৬১ সালের বর্তমান বাজেট বরাদ্দ ১,৩৩,৯৮,০০০ টাকা, গত বৎসরের বরাদ্দ ৩,৩৮,৯৫,০০০ টাকার তুলনায় অপ্রচুর বলিয়া মনে হইলেও, ইহা সরকারের নীতির কোন সঙ্কোচন নয়, এবং শিল্পোন্নয়নের সরকারী প্রচেষ্টা সর্বোচ্চ স্তরে বজায় রাখা হইতেছে না বলিয়া মনে করিবার ও কোন কারণ নাই। এই আপাত সঙ্কোচনের কারণ মূলত শিল্প এষ্টেট (ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট) রেশম শিল্প প্রভৃতি পরিকল্পনা, যাহা এতদিন রাজ্য বাজেটে বৃহৎ ও মাঝারি খাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেগুলিকে প্রশাসনিক সুবিধা ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কাঠামোর মধ্যে আর্থিক সমর্থনের জন্য কুটিরও ক্ষুদ্রশিল্প খাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। অধিকন্তু কল্যাণী স্পিনিং মিলের শেয়ার মূলধন নিয়োগের জন্য সরকার কর্তৃক অঙ্গীকৃত ১·৪০ কোটি টাকা ১৯৫৯-৬০ সালে অধিকাংশ পরিমানে ব্যয় করা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে, এবং এ কারণে উহার সামান্য অংশই পরবর্তী বৎসরে ব্যয়ের জন্য আবশ্যক হইবে।

আমি আরও বলিতে চাই যে, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পোন্নয়নের জন্য যে বরাদ্দ স্বতন্ত্রভাবে ধরিয়াছি, তাহা একত্র করিলে উভয় খাতের প্রয়োজনীয় বরাদ্দের মোট টাকা, গত বৎসরের বরাদ্দের সমানুপাত হইবে। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের জন্য ও তৎসহ ক্ষুদ্রও কুটির শিল্পের জন্য বরাদ্দের চাহিদা ব্যতীত বিদ্যুৎ পর্ষৎ দুর্গাপুর কোকচুল্লী প্ল্যাণ্ট, দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন প্রভৃতির জন্য প্রচুর টাকা প্রদানের জন্য আগামী বৎসরের বাজেটে যে স্বতন্ত্র বরাদ্দ করা হইতেছে, সেদিকেও সদস্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

যদি এই সকল বরাদ্দের কথা ধরা যায় এবং সামগ্রিক শিল্পোন্নতির খাতে সকল বরাদ্দ একত্র করা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, সরকার বৃহৎ, মাঝারি,

ক্ষুদ্র এবং কুটির সকল প্রকার শিল্পের সর্বাঙ্গীন ও একীভূত উন্নয়নের জন্য একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করিতেছেন।

এবার আমি কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। বহু লোকের জীবিকা উপার্জন হয় বলে, কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন প্রতি বছর রাজ্য সরকারের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যেখানে এই রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার কুটির শিল্পের জন্য ৩৬ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য শিল্পের জন্য ৭৯ লক্ষ টাকার কিছু বেশি ব্যয় হয়েছিল, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সে জায়গায় এই ব্যয়ের পরিমান অনেক বর্দ্ধিত হয়েছে। ১৯৫৬-৫৭ সাল থেকে অদ্যাবধি কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বাবত মোট আনুমানিক ৫,৩০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ১৯৬০-৬১ সালে আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ২,৪১,৪৭ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ঋণ ও বিদ্যুৎ-চালিত তাঁত বাবদ ৪২ লক্ষ টাকার কিছু বেশি ধরা হয়েছে।

বেকার যুবকদিগকে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারে দক্ষ কারিগর গড়ে তুলবার জন্য এই বিভাগ বিপুল সংখ্যক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। পল্লী অঞ্চলে শিল্পীগণকে বাড়ীতে বসে হস্ত চালিত তাঁত চালনা, নারিকেল ছোবড়ার কাজ, দড়ি তৈরী, কাগজ তৈরী ও গ্রাম্য মৃৎশিল্প ইত্যাদিতে উন্নত ধরণের শিল্পনিপুনতা শিক্ষা দিবার জন্য অনেকগুলি ভ্রাম্যমান ও প্রদর্শনী সংস্থা এই বিভাগের অধীনে কাজ করছে। এর উদ্দেশ্য হল প্রত্যেকটি কর্মী ও শিক্ষাপ্রাপ্ত কারিগরকে কার্য্য যতদূর সম্ভব সমবায় ভিত্তিতে সংগঠিত করা এবং তারা যাতে নিজেদের শিল্প সংস্থা গড়ে তুলতে পারে সে বিষয়ে সাহায্য করা। সমবায় সমিতিগুলিকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করছেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি হ'ল খাদি ও ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ কমিশন অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম বোর্ড,

Handicrafts Board, Coir Board, and Central Silk Board.

এই সকল প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক সাহায্যপুষ্ট উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীনে গঠিত সমবায় সমিতিগুলি সহজ শর্তে নানাবিধ আর্থিক সাহায্য ও প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম পায়। এই অনুপ্রেরনার ফলে একমাত্র এই রাজ্যেই তাঁত শিল্পীদের প্রায় ১,০০০ টি সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে।

রাজ্য সরকার এই রাজ্যের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিশেষ সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করেছেন। সমস্যাগুলি মোটামুটি এইরূপ :—

(ক) যান্ত্রিক সাজ সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব। ইহার জন্য উন্নয়নও নির্দ্ধারিত মানে পৌঁছান খুবই কষ্টসাধ্য।

(খ) পর্য্যাপ্ত মূলধনের অভাব এবং পারিবারিক শ্রমই একমাত্র সহায় হওয়ায় শিল্পে অধিকতর উন্নতি ও প্রসারণ সহজসাধ্য হয় না ;

(গ) উপযুক্ত জামিনের অভাবে মূলধন সরবরাহের সমস্যা ; এবং

(ঘ) চাহিদামূলক দ্রব্য প্রস্তুত না হওয়ায় ও ক্রেতাদের নিকট হ'তে দাদন না পাওয়ায় উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রয়—বিক্রয়ের অসুবিধা।

হস্তচালিত তাঁত বিভাগে উৎপাদনের পরিমান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৫ সালে ১০০ মিলিয়ন গজ কাপড় উৎপাদন হয়েছিল ; তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫৯ সালে ১৯০ মিলিয়ন গজে দাঁড়িয়েছে। নদীয়া জেলায় শান্তিপুরে তাঁতীদের বসবাসের জন্য ১০০ টি গৃহের একটি

কলোনী নির্মাণের কাজ শীঘ্রই সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বিগত বন্যায় যে সকল তাঁতশিল্পী খুবই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েছেন, বিশেষভাবে তাদের সাহায্যের জন্য স্বল্পব্যয়ে নির্ম্মিত বাসস্থানের চেষ্টা হচ্ছে।

কোন কোন কুটির শিল্পের বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার কিছুটা মতান্তর সৃষ্টি করেছে। যেমন, শাঁখার কারিগরের, যারা কিছুটা কাঁচামালের অভাববশত এবং চিরাচরিত এই ধরনের উৎপাদন-দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাওয়ার দরুন আর্থিক দুর্গতি ভোগ করছেন, বিদ্যুৎ চালিত করাতের সাহায্যে শাঁখ কাটা হলে তাঁরা একেবারে বেকার হ'য়ে পড়বেন মনে করছেন, যদিও এর ফলে তাঁদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং কঠোর কায়িক পরিশ্রমের লাঘব হবে। কোন কোন ক্ষুদ্র শিল্পে অবশ্য যন্ত্রের সাহায্য বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। তাঁত বস্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় কুটির শিল্প বিভাগে বিদ্যুৎ চালিত তাঁত প্রবর্ত্তন করা সম্ভবপর হয়েছে। এ ক্ষেত্রে হস্তচালিত তাঁতজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতার কোন আশঙ্কা নাই। ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারত সরকারের নিকট হতে ৭৫০ খানি বিদ্যুৎচালিত তাঁত বসাবার অনুমতি পাওয়া গেছে। প্রায় ৫০টি সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৩০০টি তাঁত বসানো হয়েছে এবং আরও ২৭৫টি তাঁত বসাবার সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয় বাবে ১৯৬০-৬১ সালে আমরা আরও ৮৫০টি বিদ্যুৎচালিত তাঁত বসাবার প্রস্তাব করেছি।

গুটি পোকার চাষ ও রেশম শিল্পের ব্যাপারে আমরা ১৯৫৯ সালে ৪.৭৫ লক্ষ পাউণ্ড কাঁচা রেশম উৎপন্ন করিতে সক্ষম হয়েছি। ১৯৫৫ সালে এই উৎপাদন ছিল ৩.০০ পাউণ্ড। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের কারখানায় প্রস্তুত রেশমের মান যাতে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি পায়, তার সকল ব্যবস্থাই করা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে মালদহে একটি ১০০ বেসিন (বেসিন) সমন্বিত রেশম নিষ্কাশনের কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে এবং এর জন্য বাড়ী তৈরীর প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে যে পাঁচটি শিল্প অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করার কথা, তারমধ্যে বারুইপুরে কুড়িটি ঘর বিশিষ্ট একটি শিল্প অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ হয়েছে। এই সকল ঘরের অনেকগুলিই ইতিমধ্যে শিল্পীরা দখলে নিয়েছেন এবং কয়েকটি ইউনিটও স্থাপিত হয়েছে।

কল্যাণী শিল্প অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজ প্রায় শেষ হয়ে আসছে। কয়েকটি বে-সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই সেখানে কয়েকটি ইউনিট স্থাপিত করেছে। হাওড়া শিল্প অঞ্চলের জন্য জমি দখলের কাজ শেষ হয়েছে এবং গৃহ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়েছে। এইটি পশ্চিমবঙ্গে বৃহত্তম শিল্প অঞ্চল হবে আগামী আর্থিক বছরের প্রথম দিকে শক্তিগড় শিল্প অঞ্চল নির্মাণের কাজও শেষ হবে।

গত তিন বছরে (১৯৫৭-৫৮ সাল থেকে ১৯৫৯-৬০ সাল) আমরা ৬,৩০০ অম্বর চরখা প্রস্তুত করতে পেরেছি। আরও ৩,০০০ চরখা ১৯৬০-৬১ সালে তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এখন পর্য্যন্ত যতগুলি পরিশ্রমালয়সমূহে ব্যবহৃত হচ্ছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ৪ বছরে ১,১০০ মণ সুতা এবং দু'লক্ষ বর্গগজ কাপড় উৎপন্ন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও পল্লীশিল্প বোর্ড আইন, ১৯৫৯ সাল-এর আওতায় একটি বিধিবদ্ধ পর্ষৎ স্থাপন করা হচ্ছে ১৯৬০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ইহা কার্য্যকরী হবে। এই পর্ষৎ এই রাজ্যে খাদি ও

পল্লীশিল্প গঠন ও উন্নয়নের জন্য দায়ী থাকবে এবং উল্লিখিত তারিখ হইতে চালু কর্মসূচীর অধিকাংশের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

বেঙ্গল সেরামিক্ ইন্‌ষ্টিটিউট, বেলেঘাটা, এবং এ কে সরকার ইণ্ডাষ্ট্রিজের ইউনিট হতে কাজের উপযোগী প্রায় ৮০০ টন মাটি বিভিন্ন ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করেছে। এর দ্বারা আনুমানিক ১,০০০ লোক উপকৃত হয়েছে এবং প্রায় ১০০ টি কুটিরশিল্পসংখ্যা কাজ পেয়েছে। এই বৎসরে এই বাবদ প্রায় ছয় লক্ষ টাকা রাজস্ব সংগ্রহ হয়েছে। বেলেঘাটায় বেঙ্গল সিরামিক ইন্‌ষ্টিটিউটে একটি টানেলক্লিন বসান হয়েছে এবং ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাস হতে এটি নিয়মিতভাবে চালু হবে। তৈরী মাটির চাহিদা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ইহা বছরে ৪,০০০ টনে দাঁড়াবে মনে হয়। চাহিদা মিটাবার জন্য আমরা উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা করছি আমরা যদি প্রতি মাসে ৩০০ টন উৎপাদন করতে পারি তা হ'লে আমরা প্রায় ৪,০০০ লোকের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারবো।

[3-30—3-40 p.m.]

মালদহে ফল-সংরক্ষণ সমবায় সমিতি তাদের কাজে বিশেষ উন্নতি করছে এবং ইতিমধ্যে দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য তারা বেশ সুনাম অর্জ্জন করেছে। কালিম্পঙে রুম্বিতে আরও একটি ফল সংরক্ষণ ইউনিট স্থাপনের চেষ্টা করা হচ্ছে।

হাওড়া অঞ্চল ও অন্যান্য জায়গায় বড় বড় শিল্পের সহায়ক হিসাবে কুটিরশিল্পের প্রসার যথেষ্ট উন্নতিলাভ করছে।

রাজ্য সরকার কিছুটা ঝুঁকি লইয়াও ঋণদানের শর্ত বহুল পরিমানে সহজ করেছেন। ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত শিল্পকে ঋণের সহায়তায় রক্ষা করা ও উন্নতিসাধনের কথা ছেড়ে দিলেও শিল্প সমবায় সমূহকে ঋণদান, হস্তচলিত তাঁত প্রস্তুত বস্ত্র ও অন্যান্য কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য সোজাসুজি অথবা সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে বিক্রয় করবার জন্য নানা স্থানে বিক্রয়কেন্দ্র ও গণ্যশালাসমূহ প্রতিষ্ঠার কাজ পরিদর্শন ও পরিচালনার ব্যাপারে সাহায্য প্রভৃতি এই বিভাগ বহু উন্নয়নমূলক কার্য্যসূচী কাজ পরিদর্শন ও পরিচালনার ব্যাপারে সাহায্য প্রভৃতি এই বিভাগ বহু উন্নয়নমূলক কার্য্যসূচী হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে কতকগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হতে অনুমোদিত হারে সাহায্য দ্বারা চলে।

পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হওয়ায় সমগ্র ভারতে যে লাক্ষা জন্মায় তার এক চতুর্থাংশেরও বেশী পশ্চিমবঙ্গ উৎপন্ন করে. এবং কাজের উপযোগী করিয়া তৈরী যে পরিমান লাক্ষা বিদেশে রপ্তানি হয়, তার অর্দ্ধেক পরিমান কলকাতা থেকেই রপ্তানি হয়। রাজ্যসরকার যে শুধু কেবল লাক্ষাপালকদের সাহায্য করতে আগ্রহান্বিত তা নয় লাক্ষাকে কাজের উপযোগী করে তৈরী করতে যে-সকল প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সেই সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লাক্ষাচাষ ও লাক্ষাশিল্পকে স্থায়ী রূপদানের জন্য ও সরকার বিশেষ আগ্রহান্বিত যথাযোগ্য সহযোগিতা লাভ করবার উদ্দেশ্যে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প বিভাগ এখন লাক্ষা চাষ হ'তে শুরু করে উৎপাদন ও বিপণন প্রভৃতি লাক্ষার সব কাজই করছেন। এই সম্পর্কিত সমগ্র ব্যাপারে রাজ্যসরকারকে পরামর্শ দান করবার জন্য একটি লাক্ষা বোর্ড গঠন করা হয়েছে। চারটি বীজলাক্ষা ফার্ম (খামার) ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি পুরুলিয়ায় এবং তিনটি বাঁকুড়ায়। এখন পর্য্যন্ত ৫০০ মণ বীজলাক্ষা উৎপন্ন হয়েছে। ১৯৬০-৬১ সালে পুরুলিয়ায় আরও চারটি বীজলাক্ষার ফার্ম বা খামার

প্রতিষ্ঠিত হবে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুরের আদিবাসীরা লাক্ষার চাষ আরম্ভ ও লাক্ষা চাষের উন্নতি ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সাহায্য ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার সম্পর্কে উপদেশ লাভ করছেন।

উৎকর্ষ ও মান-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সাফল্যলাভ করতে এবং বিপণন সমস্যা আয়ত্ত করতে যদিও এখনও আমাদের কিছু বিলম্ব হবে—তথাপি তালা, ছুরি, কাঁচি, রেশম, ছাপাশাড়ী, তাঁত-বস্ত্র, গৃহনির্মাণের লোহার সরঞ্জাম, খেলাধুলার সামগ্রী, কালি ও হাতির দাঁতের জিনিষ প্রভৃতি সম্পর্কে উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী প্রবর্তনের সূচনা ইতোমধ্যেই আরম্ভ করা হয়েছে। একটি রেজিষ্টার্ড কোম্পানী অথবা মার্কেটিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাবও বিবেচনা করা হচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠান পরিশেষে এই বিভাগের হয়ে কাঁচা মাল সংগ্রহ, বিক্রয়কেন্দ্র চালান এবং কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য বিপণন সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

শিল্প-অধিকার সংগঠনের কাজ সুদৃঢ় হয়েছে এবং অতিরিক্ত কর্মচারী নিযুক্ত করে পরিসংখ্যান সম্পর্কিত বিভাগ যথেষ্ট পরিবর্দ্ধিত করা হয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিভিন্ন সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণে এবং নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়নে তাদের সহযোগিতা বিশেষ কার্য্যকরী হবে।

আমি আমার বাজেট পেশ করে আমার যা বক্তব্য তা বললাম। বাজেট বিবেচনার সময় সদস্যদের আলোচনা এবং সমালোচনার পরেতে আমি তার উত্তর দেবো।

Mr. Speaker : Cut motions Nos. 2 and 17 are out of order. They relate to Central subject. Part of 13 is about fixation of minimum wages. This relates to Labour Department. Cut motions Nos. 22 and 25 relate to Cottage Industries. Members will be allowed to speak when Grant No. 28 will be discussed.

Shri Pabitra Mohan Roy · Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Elias Razi : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Maji : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be redueed by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Phakir Chandra Ray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Panchu Gopal Bhaduri: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Renupada Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Gopal Basu: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Narayan Chobey: Sir, I beg to move that the demand of Rs.1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrlal Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Benarashi Prosad Jha: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Mihirlal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani. Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguli: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Ganesh Ghosh: Sir, I beg to move that the demand of Rs 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Ledu Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads '43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33 98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Jagat Bose: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Rama Shankar Prasad: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : *Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads* "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Deo Prakash Rai : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Tarapada Dey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,0 00 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhupal Chandra Panda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mullick Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguli : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Dr. Radhanath Chattoraj : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Dr. Pabitra Mohan Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Turku Hasda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant. No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Phakir Chandra Ray : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100

Shri Basanta Lal Chatterjee : Sir, I beg to move, that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Panchu Gopal Bhaduri : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99.05,000 for expenditure nnder Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Haldar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Indust-

ries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Renupada Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Indnstries" be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industrias" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhakta Chandra Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Ganesh Ghosh : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta ; Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the revenue Account—Cottage Iudustries" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shrimati Labanya Prova Ghosh : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account - Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries - Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mullick Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Jagat Bose : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Chitta Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be

Shri Rama Shankar Prasad : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries - 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Deo Prakash Rai : Sir, I beg to move that the demand of Rs 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Tarapada Dey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72 - Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : স্পীকার মহোদয়, মন্ত্রী মহাশয় যে চিত্র আমাদের কাছে উপস্থিত করছেন সে চিত্র থেকে সরকার পক্ষ কতখানি ভরসা পেয়েছেন আমি জানি না। কিন্তু গত ৫ বছরের যে Target ছিল বলে তিনি ঘোষণা করেছিলেন তা যদি হিসাবের মধ্যে আনতে হয় তাহলে আমরা দেখি যে সমগ্র পরিস্থিতিটা একেবারে হতাশাব্যঞ্জক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং সরকার পক্ষ সহজেই একথা বলছেন যে পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে যে বড় বড় শিল্প বা মাঝারী শিল্প ছিল তার নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে নাই। সুতরাং তারা সহজেই পাশ কাটাতে গিয়ে তাদের দায়িত্ব এড়াতে চাচ্ছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুক্তির উপায় যে দ্রুত শিল্পায়ণ তা সকলেই স্বীকার করেন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের দ্রুত শিল্পায়ণের ক্ষেত্রে যে সকল বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প আছে সেগুলি আস্তে আস্তে বেজাতীয় পুঁজিপতি-গোষ্ঠীর হস্তে ন্যস্ত হচ্ছে এবং পরিপূর্ণভাবে তারাই সমগ্র মহাদেশে সেই শিল্পগুলি নিয়ন্ত্রণ করছেন। এটা আরও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে চরা কারবার Control বা এখানকার বাজেটের যে চিত্র বা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। স্যার, আপনি জানেন—আমরা এখন তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার সম্মুখে দাঁড়িয়েছি। ১৯৫৫-৫৬ সালের ডাঃ রায়ের যে বাজেট speech তার মধ্যে তিনি দ্রুত শিল্পায়ণের কথা বলেছিলেন এবং বলেছিলেন যে একমাত্র সেই পথেই পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের Rilief দেওয়া সম্ভবপর হবে। State Group এরকম বাক্য বহুবার বহু

ক্ষেত্রে উচ্চারণ করেছেন কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করে দেখছি সে সবের কোন চিহ্ন বা স্বাক্ষর রাখা যাচ্ছে না। তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমরা যদি একবার World Map এর দিকে তাকাই তাহলে দেখবো অন্তত: আমাদের দেশের সঙ্গে যাদের কিছু কিছু মিল আছে তাদের তুলনায় আমাদের শিল্পায়ণের গতি শুধু মন্থর বা শ্লথ নয় বহু জায়গায় সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে, সরকারী নীতির ফলে অগ্রগতি ব্যাহত হতে আরম্ভ করেছে। W. S. S. R. দশ বছরের শিল্প সমৃদ্ধ আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে যাওয়ার পথ গ্রহণ করেছে এবং ছাড়িয়েও যাচ্ছে। তার কথা বাদই দিলাম। কিন্তু চীনের কাছ থেকে কি আমরা কোন শিক্ষালাভ করতে পারি না? আমি জানি চীনের কথা উল্লেখ মন্ত্রী মহাশয়রা ঠিক পছন্দ করেন না কিন্তু একথাও সত্য যে আমাদের দেশের মত পশ্চাদপদ চীনে অলৌকিক কাণ্ড ঘটল। যারা বড় বড় শিল্পের Heavy Industryর Basic Industryর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং সে পথে তারা এগিয়ে চলেছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশের একটা Wide Range or Small Industries Cooperative এর মারফৎ স্থাপন করেছে, এভাবে তারা সমগ্র মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং Production এরকম অবস্থায় দাঁড় করিয়েছে। আমাদের যে সমস্ত অসুবিধা আছে financeএর অসুবিধা আছে Capitalএর অসুবিধা আছে, Raw Materialsএর অসুবিধা আছে, techniciansএর অসুবিধা আছে সেই অসুবিধা চীনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কেন নয়, এই সমস্ত Small Scale Industries করতে করতে বৃহৎ বৃহৎ শিল্পের পটভূমিকায় সমগ্র দেশকে উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছে। এখানে অনেক সময় Population Growthএর কথা বলা হয় কিন্তু চীনে এই Growth of Population উৎকণ্ঠার কারণ না হয়ে, বিপদ না হয়ে সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং Production যা হচ্ছে বড় বড় শিল্পে সেই Total Industries এর ¾ ভাগ থেকে ⅔ ভাগ এই সমস্ত Small Scale Industry মারফৎ উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছে।

[3-40—3-50 p.m.]

এটা কেমন করে সম্ভব যেখানে এই capital এর অভাব এবং সেই সমস্ত Technician এর অভাব? তারা বহু পরিমাণ সমস্ত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে কাজে লাগিয়ে তা সম্ভবপর করে তুলেছে। আর আমাদের দেশে সমস্ত জায়গায় Industrialist দের কাছে যান তারা ঐ কথা বলবেন। ছোট মাঝারী small industry তারাও মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ জায়গায় তা উঠে যেতে আরম্ভ করেছে। অধিকাংশ জন সাধারনের ক্ষেত্রে সে employment এর প্রশ্ন বলুন সমগ্র দিকে একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন একান্ত ব্যর্থতার চিত্র পরিস্ফুট হচ্ছে।

মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে আমাদের এখানে Optical glass factoryর কারখানা আমরা জানি সোভিয়েট assistance এ তা হবে 3rd five year plan এ। তা defer করা হয়েছে। যে Manufacturing Company এখানে করার কথা ছিল, তাও বোম্বে প্রভৃতি জায়গায় চলে গেছে। কোন্‌দিকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি করেছেন জানতে পারি কি? আমরা দেখছি সে ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র আমাদের সরকারে দৃষ্টি আছে বলে আমরা জানিনা। এইরূপ একটা প্রয়োজনীয় Industry আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারে হাত থেকে অন্য রাজ্য সরকারের হাতে চলে যাচ্ছে। সরকারের যদি এখন সামগ্রিক পরিস্থিতি দেখা যায়, সরকারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবে তারা কি করতে যাচ্ছেন তা analyse করলে দেখতে পাব এই Accountএ Industryতে

৯১ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা ধরা হয়েছে এবং outside the revenue account industrial development ব্যাপারে ৪২ লক্ষ ৮৯ হাজার। মোট ১ কোটী ৩৪ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। তা সামগ্রিক Revenue এর সঙ্গে সামগ্রিক বাজেট রেভেনিউর যদি percentage ধরা যায়, তাহলে এদিকে 1% শতকরা একভাগ দিয়ে তারা শিল্পোন্নয়নের কথা চিন্তা করছেন। এতে তাদের দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। Total provision যা সমগ্র industryতে করেছেন. এক কোটী ৯১ লক্ষ ৬১ হাজার ৯ শো টাকা। তার মধ্যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার Loans and Advances যা আছে তা বাদ দিলে ১ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা সামগ্রিক industrial development এর যে খরচ ধরা হয়েছে তা বলা যেতে পারে সামগ্রিক Revenue head —capital head নিয়ে বড জোর 1·5%। এটা দিয়ে পশ্চিম বাংলার শিল্পোন্নয়নের কাজ সমাধা করবার কথা সরকার ভাবছেন।

যদি allocation দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে তাঁরা allocation কিভাবে করেছেন। এই ৯১ লক্ষ ৩৪ হজোর টাকা যেটা আছে, সেটা কিভাবে ভাগ করেছেন? Industries খাতে ৩৯ লক্ষ ২২ হাজার ১ শো, development scheme এর জন্য ৫২ লক্ষ টাকা এবং salt ৪ হাজার ৪ শো টাকায় work এবং charges in England ৩ হাজার ৯ শো টাকা। এই allocation এর মধ্যে আসল হিসেবের খরচ নেওয়া যেতে পারে—যা normal বাজেট, তাতে cost of direction এর জন্য ৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। কি direction তাঁরা দিচ্ছেন? কোন্ direction এর মধ্য দিয়ে আমাদের শিল্প সমৃদ্ধি হচ্ছে জানি না। এই ৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ছাড়া দেখা যায়—allowances & pay ইত্যাদি বাবদ ৪ লক্ষ ৮৬ হাজার ৯ শো টাকার মত রয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে total allocation ও অন্যান্য খাতে ৩৯ লক্ষ কয়েক হাজার হয়। প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ঐ direction এবং pay and allowances খাতে চলে যাচ্ছে, অর্থাৎ শতকরা ২৫ ভাগ এই ভাবে ব্যয় হচ্ছে, এই department এর ব্যয় পরি সমাপ্তি লাভ করছে। Industryর আসল হলো উন্নয়নের কাজে অগ্রগতি, তার কোন লক্ষন আমরা কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।

দ্বিতীয়তঃ development-এর ব্যাপারে যে টাকা ধরা আছে, তার মধ্যে আবার ৫২ লক্ষ টাকার মত cost of administration এর জন্য ধার নেওয়া হয়েছে। সেই directorateএ যেসব officer আছে তাদের পিছনে এত টাকা খরচ করা হচ্ছে। সেখানে ১২ জন gazetted officer আছে, director প্রভৃতি আছে, তাই এর মোট কত টাকা development এর কাজে গিয়ে দাঁড়াবে সে কথায় পরে আসছি। State Government গোড়ায় যে target এর কথা বলেছেন Second plan এ, সেই target এর যদি একটা একটা করে ভেঙ্গে দেখা যায় তাহলে দেখবেন যে বলেছেন ৩টা Cotton spinning mill করবেন, ৬০০ Small engineering unit করে একটা Central Engineering Organisation সংগঠিত করবেন। এবং তার মাধ্যমে সাহায্য ইত্যাদি দিয়ে industry development করবেন। তাতে বলেছেন Complete technical এবং managerial assistance তাঁরা দেবেন, একটা Servicing station for production তাঁরা করবেন বলছেন। এবং production unit for manufacturing করে Surgical instruments ceramic industry যার কথা আগে উল্লেখ করেছিলাম, China clay, ২ লক্ষ গুড়, Central lock factory, hand made paper ১৭ লক্ষ, বিভিন্ন কাজ করার পরিকল্পনা এর মধ্যে অন্তরভুক্ত ছিল। Match industry cottage scaleএ করে ৪শত লোককে employ-

ment দেবার কথা ছিল। ৫টা State set up করবেন বলেছিলেন এবং এই সমস্ত target তার মধ্যে রেখেছিলেন। কিন্তু এই বিষয় যদি একটা একটা করে দেখেন তাহলে দেখবেন cotton spinning mill যেখানে ৩টি করবার কথা ছিল তার মধ্যে দুইটি পরিত্যাগ করেছেন। এবং এই একটার জন্য ১ কোটি ৮০ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা ব্যয় করে কল্যাণীতে স্থাপন করলেন। বর্তমানে সেই spinning mill একটা registered companyর হাতে তুলে দেওয়া হল। সরকার এই ১,৪০,২৩,০০০৲ টাকা ব্যয় করে একটা registered companyর হাতে তুলে দিন। আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, এই companyর হাতে তুলে দেবার জন্য এই সরকারের কোন কোন মন্ত্রী কিভাবে যুক্ত আছেন। সরকারের এত টাকা ব্যয় করে একটা বিশেষ কোম্পানীর হাতে এটাকে তুলে দেবার পিছনে কোন একটা উদ্দেশ্য আছে বলে আমাদের মনে হয়। তারপর তারা হাওড়ার কথা বলেছেন, সেটা একটা গুরুতর সমস্যা আমাদের দেশের। সেখানে যে কয়েকটি Small engineering industry Central engineering organisation এর সাহায্য দাঁড়াতে পেরেছে, তার মধ্যে ৫৫টি unit আছে মাত্র। এবং সেখানে আরো, কম পক্ষে ৭২ শত unit এর আওতায় আসবার জন্য প্রস্তুত আছে এবং সাহায্য ছাড়া তাদের industry একদিনও চলা সম্ভব নয়। এই ৫৫টির জন্য যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে তাতে মাত্র ৭ লক্ষর মত raw material তারা তাদের supply করেছেন। China clayর ব্যাপারে এটা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এই Scheme যদি defer করা হচ্ছে। Model এর ব্যাপারেও কিছু করা হয়নি। Toy makingএ শুধু wood এর কাজ আরম্ভ হয়েছে। আর এই ৫ বৎসরের মধ্যে, ঠিক কথা, বারুইপুরে ২০টা shed উঠেছে। কাজ কি হয়েছে জানিনা, অন্যান্য shed কত কি হল? ৫ বৎসরের শেষ সময়ে দাঁড়িয়ে বলছেন ২০টা shed বারুইপুরে করেছেন। অন্যান্য জায়গার খবর কি, কাজ আরম্ভ কবে হবে তা আমরা জানিনা।

[3-50 – 4 p. m.]

তারপর স্কীমটা একেবারে cold storageএ রেখে দেওয়া হয়েছে। Match Industryতে যে দুটো Unit operation করার কথা ছিল সেটাও এখন প্রায় cold storage করে রেখে দেওয়া হয়েছে। Planned Economyর কথা তাঁরা বারে বারে বলেন, big Industryর সাথে small-scale Industryর interationএর কথা বলেন, এগুলির কী হোল, কোথা থেকে বাধা আসছে কিছুই আমরা বুঝতে পারছিনা। আমরা জানি ছোট ছোট Industryগুলি উপায় নেই বলে বড় বড় Industry গুলির লেজুড় হয়ে গিয়েছে, সরকারী সাহায্য পেলে অবশ্য পরিস্থিতি অন্যরকম হোত! ছোট Industry গুলিকে Financial assistance বা Raw Materials এর দিক থেকে কোনও সাহায্য করা হয়েছে? আমরা জানি, Financial corporation এর প্রধান নিয়ামক হচ্ছেন স্বয়ং বিড়লাজী, তাঁর হাত থেকে ছোট ছোট industry গুলি কোনরকম সাহায্য পেতে পারে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনা। অনেক auxiliary unit se up করার কথা ছিল, তার জন্য সরকার প্রচুর অর্থব্যয় করেছে; কিন্তু সেগুলিকে মাঝপথে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, raw materials সম্পর্কে এঁদের কোন policy আছে! অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে আমাদের এখানে ছোট ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি raw materials এর অভাবে starve করে থাকে, কারণ এই সমস্ত ছোট ছোট individual entrepreneur দের পক্ষে

সম্ভব নয় যাতে import করে কারখানা চালাতে—তা ছাড়া importএর ব্যাপারেও কেলেঙ্কারী আছে—তাদের স্বভাবতঃই hoarderদের উপর নির্ভর করতে হয়। এভাবে ছোট ছোট শিল্পগুলি সর্বনাশের পথে যাচ্ছে এবং বড় বড় শিল্পপতিদের কবলিত হচ্ছে। তারপর small Engineering এর ক্ষেত্রে ৩ কোটি টাকা ব্যয় করার কথা হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও তাঁরা ৭৬ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা ব্যয় করতে পেরেছেন। তারপর Central Lock Factory—Piece Board—Wood Industry—absalute failure। এ সবই absalute failureএ পর্য্যবসিত হয়েছে। লাক্ষা শিল্প সম্পর্কে ইতি পূর্ব্বে অনেক আলোচনা হয়েছে, এই শিল্প বর্ত্তমানে মাত্র দুটি companyর কবলিত হয়ে পড়েছে, এবং আর অন্যান্য manufacturer যা ছিল তা শেষ হয়ে গিয়েছে। তারা সরকারের কাছে deputationএ এসেছিল; কিন্তু কোন প্রতিকার হয়নি। সুতরাং কি finrucial assistance, কি raw materials এর দিক থেকে, কি marketing arrangement এর দিক থেকে সরকার ছোট industryগুলিকে কি সাহায্য করছেন আমি বুঝতে পারিনা। তারপর সরকার যেসব জিনিষপত্র ক্রয় করেন, যেমন P. W. D.র জিনিষপত্র ক্রয় করা হয় কিন্তু আজ পর্য্যন্ত P. W. D. বা অন্যান্য Department এর দরুন 10% এর বেশী ক্রয় করা হয়নি। আজকে Pig Iron, Steel,, chemical এর দিক থেকে industryগুলি starve করছে। তারপর, South India—যেমন Mysore, Bangalore প্রভৃতি স্থানে যে rateএ মাল পায় আমাদের এখানে সেই rateএ কেন পায়না আমি মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে জানতে চাচ্ছি।

(At this stage the honerable member having reached the time limit resumed his seat.)

Shri Panchanan Bhattacharjee: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের পশ্চিম বংগের কুটীর শিল্প যাঁদের অভিভাবকত্বে চল্‌ছে তাঁদের দ্বারা কুটীরশিল্পের উন্নতি হওয়া সম্ভব নয় একথা নিশ্চয় মেনে নেওয়া গেল। আমাদের বিভাগীয় মন্ত্রীমহাশয় ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৬০০ বার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্বারোদ্ঘাটন করেন, সভাপতির পদে ভাষণ দেন—এই হল একদিক, অন্যদিকে এই বিভাগের অব্যবস্থাও দেখুন: যেমন ধরুন, একটা পদের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হল, একমাত্র M. Sc (Textiles) degree holder দরখাস্ত করতে পারেন। গোটা পৃথিবীতে কোথাও M. Sc. (Textile) degree নাই। B. Sc. (Tex.) degree holder এখানে কম। কাজেই Matriculate diploma holder, undergraduate diploma holder, Graduate diploma holder এঁরা দরখাস্ত করলেন। এঁরা খবরই রাখেন না যে, M. Sc. (Tex) নাই। তারপর এ ভাবে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার পিছনেও রহস্য আছে—সেটা হচ্ছে, এই বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে যাঁরা বসে আছেন তাঁদের qualifications এই ধরণের যেমন, Joint director of Industries (Handlooms) তাঁর তাঁতশিল্প সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নাই। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ graduate, আগে National Savingsএ কাজ করতেন। Assistant Director, (Handlooms) তিনিও সাধারণ graduate, Deputy Director (Handlooms) তিনিও সাধারণ graduate, Assistant Directors (Handlooms) ভদ্রলোক B.A. B.L. আগে Food Departmentএ ছিলেন, তিনি এই department এর best qualified man। এই বিভাগে রিবেট দেওয়ার একটা প্রথা আছে। আমি কয়েকবার অনুসন্ধানের ফলে এসম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি—আমাকে Challange করা হলে আমি এসব Coartএ পেস করতে রাজী আছি। কিন্তু প্রস্তাবটা না দিলে বিল কখনো পাস হয় না।

[4 4-10 P.M.]

একদিকে এই কাণ্ড এবং আর এক দিকে পুকুর চুরি চলেছে অর্থাৎ পার্লামেণ্টারী ভাষায় বলতে গেলে "মলিমল্লুজ" সম্প্রদায়ের রাজত্ব চলছে বলতে হয়। ডাইরেক্টর অব কো-অপারেটিভ সোসাইটিস-এর অধীনে ১ লক্ষ ৮০ হাজার মিলের কাপড়ের উপর সেস বসিয়ে তা থেকে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা নেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁত শিল্পের উন্নতি করা এবং সেটা রেজিষ্টার অব কো-অপারেটিভ সোসাইটিসের কাছ থেকে লিষ্ট নিয়ে এসে কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে দেওয়া হবে। কিন্তু সেটা কাদের দেওয়া হয়েছে তা যদি মন্ত্রী মহাশয় খোঁজ নেন তা হলে দেখবেন যে তা ৫০টি কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে দেওয়া হয়েছে এবং যার মধ্যে ৫।৭টি পুরোন এবং বাকীগুলো নূতন এবং নূতন মানে হচ্ছে ঐ ঘোরাফেরা করা কুটুম্বদের। এ ব্যাপারে আমি কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি, যেমন ডাইরেক্টর শ্রীমণী গাঙ্গুলীর কাকার নামে একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে চুচড়ায় শ্রীশুভেন্দু দাশগুপ্ত এবং তিনি নিজেই তার সম্পাদক, শ্রীখগেন দাস বসিরহাট পরিবার সম্প্রদায়ের আর একজন কর্ত্তা, তার পর শ্রীঋষিকেশ গাঙ্গুলী যিনি আরেকজন কর্ত্তা এবং তিনি ঐ মনীবাবুর আত্মীয়। এই সব power loom ইলেকট্রিক কারেণ্ট আছে বলে এগুলোকে উল্টাডাঙ্গা, পাতিপুকুর এবং বসিরহাটে বসান হয়েছে। মন্ত্রী মহাশয় বোধ হয় জানেন যে উল্টাডাঙ্গা ও বসিরহাট এক জায়গায় নয়। যা হোক্ মধ্যমগ্রাম, পাতিপুকুর প্রভৃতি যায়গায় যখন বসেছে তখন আমাদের এই অ্যাসেম্বলীর ছাদেও ২।৪টা বসবে কিনা জানিনা। তারপর এই পাওয়ার লুমে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা সেস ফাণ্ড থেকে সাহায্য করার কথা কিন্তু খোঁজ করে দেখবেন সেখানেও ঐ পৃষ্ঠপোষণ সমিতির কাজ চলছে। তখন আমার বক্তব্য হোল এই সব অফিসার যারা এই মন্ত্রী মহাশয়ের চালাও অডারে কাজ করেন তার মধ্যে আছে মনিবাবু, যিনি সব সময় নাটক নভেল পড়েই সময় কাটান। যদি কেউ কখনও সেখানে যান তা হলে দেখবেন যে তিনি রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ ও আধুনিক নাটক, নভেল ডিপার্টমেণ্টে বসে গোগ্রাসে গিলছেন, তবে ওখানে আবার দুজন মনীবাবু আছেন, একজন গাঙ্গুলী এবং আর একজন ব্যানার্জী—তবে ইনি হলেন মনি বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর মনি গাঙ্গুলী তিনি সরকারী গাড়ীতে ঘোরাফেরা করেন। সাধারণতঃ সরকারী গাড়ীতে লেখা থাকে যে এটা কোন ডিপার্টমেণ্টের গাড়ী—কিন্তু এ গাড়ীতে কিছু লেখা থাকে না। তিনি এই গাড়ীতে চড়ে পেশোয়ার থেকে ঢাকা পর্য্যন্ত এবং সারা কলিকাতা সহর চষে বেড়ান। তাঁর গাড়ীতে যেহেতু কোন ট্যাবলেট নেই তাই তাকে ধরাও শক্ত। যা হোক্ সর্বশেষ আমি বলব যে মন্ত্রী মহাশয়ের এই রাম রাজত্বের অবসান যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল।

Shri Chitto Basu : মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে প্রারম্ভিক ভাষণ দিয়েছেন তাতে মোটামুটিভাবে বুঝিতে পারিলাম যে এই সমস্যার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি কতখানি ওয়াকিবহাল আছেন। বংলাদেশে যেখানে কর্ম সংস্থানের প্রশ্ন অত্যন্ত ব্যাপক এবং যখন কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করার মত বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষ উদ্বিগ্ন তখন আমাদের সরকার সেই পটভূমিকায় কুটিরশিল্প ও যুক্ত শিল্পাকার মধ্য দিয়ে কর্ম সংস্থানের যে সুযোগ আছে তাকে পরিপূর্ণভাবে সফল করার জন্য কতখানি অগ্রসর হয়েছেন একথা আজকে বিবেচনা করা প্রয়োজন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় যদিও বলেছেন যে আমরা অনেকটা দূর অগ্রসর হয়েছি তাহলেও আমার মনে হয় প্রভূত অবস্থা বিবেচনা করে তাঁর একথা স্বীকার করা উচিৎ যে যতখানি অগ্রসর হওয়া উচিৎ ছিল ততখানি অগ্রসর হতে পারিনি। স্যার, প্রতি বছর যেখানে

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফ্যাক্টরীগুলোতে চাকরীর সংখ্যা বাড়িয়া এক মোটামুটি ৬ লক্ষের মতন যার নাকি সংখ্যা সেখানে আমাদের পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ১৯৫৫ সালে Economic Survey of Small Industries State of West Bengal বলে যে একটা রিপোর্ট প্রকাশিত করেছিলেন সেই রিপোর্টে সমস্ত Industryর যে বিরাট volume হয়েছে সেটা আপনাদের বিবেচনা করা দরকার।

এখানে দেখলাম যেখানে জুলুম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে সেখানে এই প্রতিষ্ঠানগুলোই নিযোজিত শ্রমিকদের সম্পর্কে, কারখানাগুলো সম্পর্কে যে কথা বলেছেন সে সম্পর্কে যে সমস্যা সেই বিশদ আলোচনা করে সেগুলো দূর করার জন্য যে সুপারিশ করা উচিত ছিল সেই সুপারিশ এই বইতে নেই। কিন্তু সেই কথাটা তারা তাতে বলেছেন যে আমাদের পশ্চিম বাংলায় ছোট ছোট establishment আছে ৩ লক্ষ ৯০ হাজার ৭০০, total value of raw materials used ১৭.১ কোটি টাকার total value of work done ১২ কোটি টাকার এবং total labour employed ৯০ লক্ষ ৮৮ হাজার—এর মধ্যে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার হচ্ছে hired labour। এই সেখানে অবস্থা সেখানে আমাদের কারখানার শ্রমিক ৬২ লক্ষের মত হবে। এই থেকে তা হলে আমাদের বিবেচনা করা দরকার যে বিরাট কর্মসংস্থানএর মধ্য দিয়ে হয়েছে। অথচ ১৯৫২ সালের পর থেকে দেখছি যে এই ধরণের অনেক কারখানা হবে। কারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না এই raw materials না থাকার ফলে এবং বড় কারখানাগুলি তাদের খেয়ে ফেলছে। এইভাবে প্রতিযোগিতার জন্য সেখানে তারা ক্রমশঃ শঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে সেখানে সরকারের প্রয়োজন ছিল তাদের উপযুক্তভাবে সাহায্য করা। কিন্তু সে সব সেখানে করা হয়নি। এ সম্পর্কে যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে দেখতে পাই যে একদিক দিয়ে নগদ টাকা, কাঁচা মাল সরবরাহ ইত্যাদি সরাসরিভাবে সাহায্য করা সরকারের যেমন উচিত, তেমনি আর একদিক দিয় প্রচার Sales Emporiom ইত্যাদি উপায়ে পরোক্ষভাবেও সাহায্য করা উচিত। এই সমস্ত দেখে এই দুটী খাতে সাহায্য করার জন্য যদি আমাদের পশ্চিমবাংলার কথা বিবেচনা করি তাহলে দেখি যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে সেখানে plan provision ছিল ৯.৫৫ কোটি টাকা, কিন্তু সেখানে আমাদের যা হিসাব তাতে দেখতে পাচ্ছি যে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মাত্র ৪.৬৯ কোটী টাকা। অর্থাৎ প্রায় ৪৬.৭% খরচ করা সম্ভব হয়েছে। বাদবাকী খরচ করা সম্ভব হয়নি। আমাদের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে যে পুস্তক বার করেছেন—State Development Plan, Review of Progress, Government of India Planing Commission—তাতে তাঁরা বলছেন যে এই দুটী খাতে যেখানে পশ্চিমবঙ্গে খরচ হয়েছে ৪৬.৭ ভাগ সেখানে মাদ্রাজে শতকরা ৫৬ ভাগ, কেরালায় শতকরা ৫৯ ভাগ। আর একটি তথ্য তাতে দেখা যাচ্ছে যে কুষি শিল্পকে সাহায্য করার ব্যয় বরাদ্দ যেখানে অন্যান্য রাজ্য সরকার বাড়িয়ে যাচ্ছেন, সেখানে আমাদের সরকার তাদের তুলনায় কম। অর্থাৎ এই খাতে অন্ধ্র প্রায় শতকরা ২২৭ গুণ, বেশী ব্যয় বরাদ্দ করছেন, বোম্বে ১৫৮ গুণ, মধ্যপ্রদেশ ২২৮ গুণ, সেখানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাত্র ১৪৬ গুণ। এই সমস্ত কথা বলে আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করছি যে পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থান করার জন্য, পশ্চিম বাংলার কুটীরশিল্পগুলিকে পুনর্জীবন করবার জন্য সম্প্রসারণ করবার জন্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে ধরনের কাজ করা উচিত ছিল তা তাঁরা করেননি; বরং অন্যান্য রাজ্য সরকারের তুলনায় তাঁরা পিছিয়ে আছেন।

Shri Gobinda Charan Majhi: পুরাকাল থেকে আরম্ভ কোরে ইংরাজ রাজত্বের গোড়ার দিক পর্যান্ত দেশের আভ্যন্তরীন অর্থনৈতিক অবস্থায় পর্য্যালোচনা কোরলে দেখা যায় এই দেশে কৃষির সাথে সাথে ছোট ছোট গ্রামীন শিল্প ও প্রসার লাভ কোরে ছিলো। দেশে মিল বা কলকারখানা ছিলনা, অতএব মিলজাত দ্রব্যের সংগে সেই গ্রামীন শিল্পকে প্রতিযোগীতায় আসতেও হোতো না। এই সমস্ত গ্রামীন শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে শিল্পের উপর ভিত্তি কোরে কয়েকটা সম্প্রদায়ে সৃষ্টি হোয়েছিলো এবং তাদের অর্থ-নৈতিক বুনিয়াদও মোটামুটি সন্তোষ-জনক ছিল।

ইংরাজ তার ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য তাঁত শিল্পে প্রথম বাধা সৃষ্টি করে—ফলে তন্তুবায় সম্প্রদায় ধীরে ধীরে নষ্ট হতে আরম্ভ করে। বৃহত্ ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় যথা কুম্ভকার, কর্মকার, তৈলকার, কাংস্যকার, মুচি, (শাখারী), শঙ্খ শিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায় এখন বিলুপ্তির পথে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আমরা আশা করেছিলাম সরকারী সহায়তায় এই দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের পুনরায় সম্প্রসারণ ঘটবে।

[4-10—4-20 p.m.]

কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। আসল কথা গ্রামী শিল্পকে রক্ষা করতে হলে সরকারের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত ছিলো সরকার সেই ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ না করে কেবল মাত্র এখানে সেখানে ছিটে ফোঁটা সাহায্য দিয়ে বর্ত্তব্য শেষ করেছেন তাতে কুটির শিল্পও বাচবেনা কেবল মাত্র সরকারী অর্থের অপচয় হচ্ছে এবিষয়ে ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা যায়। গ্রামাঞ্চলগুলি যখন হাঁসকিং মেশিন এ ভরে গেছে তখন সরকার ঢেঁকিতে ধান ভানার জন্য কিছু টাকা খয়রাতো করেছেন—অনুরূপ ভাবে তাঁত বস্ত্রে সাবসিডি দিচ্ছেন কিন্তু এ ব্যবস্থায় ঢেঁকী বা তাঁতের প্রসাব লাভ ঘটছে কি?

মেদিনীপুর জেলায় জ্যোতঘনশ্যাম অঞ্চলে চিরুনী শিল্পের জন্য কিছু টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এতে চিরুনী শিল্প বাঁচবে কি? প্লাষ্টিকের চিরুনীতে যে দেশ ছেয়ে গেছে এবং তা অতি অল্প মুল্যে পাওয়া যায়। টাটা কোং যদি কোদাল প্রভৃতি চাষের ইমপ্লিমেণ্ট প্রস্তুত করে, তার সঙ্গে দেশীয় কর্মকারগণ কি ভাবে প্রতিযোগীতায় এঁটে উঠতে পারে একথা আমরা কল্পনাতেও আনতে পারিনি। এল্যুমিনিয়াম হাড়ি প্রভৃতি রান্নার সরঞ্জাম বহুদিন চলে কিন্তু দেশীয় মাটির হাঁড়ি অতি শীঘ্র নষ্ট হয় যদিও দামে কিছু কম এ অবস্থায় লোকে বেশী এল্যুমিনিয়াম জাত দ্রব্যাদি ব্যবহার করছেন। প্লাসটিকের ব্যবহার বেড়ে চলেছে ফলে কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল এখন প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে সাধারণ লোক ছেলে ভোলাবার জন্য এখন প্লাষ্টিকের পুতুল ব্যবহার করছেন। সরকারী পরিকল্পনা আছে এই সমস্ত কুম্ভকার বা কর্মকারগণ কো-অপারেটিভ গঠন করলে কিছু ঋণ পেতে পারেন বা কয়লা ও লোহা পাবার সুযোগ পেতে পারেন কিন্তু এই ব্যবস্থায় এই শিল্পগুলিকে বাঁচান যাবেনা এখনই সরকারকে একটা সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করতে হবে যে কতকগুলি দ্রব্য যথা—হাঁড়ি, কড়াই, কোদাল প্রভৃতি জিনিষ কেবল মাত্র কুটির শিল্প ছাড়া অন্যভাবে প্রস্তুত করতে দেওয়া হবে না। আমরা জানি বহু মিলজাত দ্রব্য সরকারে প্রোটেক্‌টসন্ পাওয়া সঙ্গে, বিদেশ থেকে সেই সব মাল আনার নিষেধাজ্ঞাজারী করা হয় বা আমদানীকৃত মালের উপর একটা হেভি ডিউটি বসান হয়। তখন ক্ষুদ্র কুটির শিল্পকে রক্ষার জন্য সরকারের এই মত পরিকল্পনা গ্রহণে বাধা কোথায়?

আবার দেখা যাচ্ছে সরকারের এক বিভাগের অত্যাচারে আর এক বিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যেমন হোসিয়ারী শিল্প এই শিল্পে ইং ১৯৫৫-৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে প্রায় ২০,০০০ কারিগর নিযুক্ত ছিলো এদের সকলেই প্রায় বাঙ্গালী—মেসিনের সংখ্যা ছিলো ৪৩৫৬। এ সময়ে সমগ্র

ভারত বর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে মেসিনের সংখ্যা ছিলো ৯৭৩৯ এবং লোক সংখ্যা ২৮,০০০। কিন্তু বর্ত্তমানে অর্থাৎ ১৯৫৮-৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে মেসিনের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৯৭৮ এবং কারিগরের সংখ্যা ৮৬৬৩ কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে এই শিল্পের প্রসার লাভ ঘটেছে সেখানে মেসিনের সংখ্যা ৯৭৩৯ থেকে ৩০,০০০ হাজার পর্য্যন্ত বেড়েছে এবং পূর্বে যে শিল্পে ২৮০০০ কারিগর নিয়োজিত ছিলো এখন সেখানে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১,১০,০০০। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে এই সমস্ত গেঞ্জীর মেসিন অন্যান্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে ফলে এখানে বেকার সংখ্যা আরও বেড়ে চলেছে। এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বেশ ভাল ভাবেই জ্ঞাত আছেন কেন পশ্চিমবঙ্গে হোসিয়ারী শিল্পের এই দুরাবস্থা একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোনও প্রদেশে এই হোসিয়ারী ফেবরিক্স এর উপর বিক্রয় কর ধার্য্য নাই অধিকন্তু ফিনিস্‌ড গুড্‌সের উপরেও অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বিক্রয় করের হার শতকরা ৮টা পর্য্যন্ত বেশী, ফলে বাংলা দেশের হোসিয়ারী অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্রমশঃ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে চলেছে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে টেক্সটাইল লাইসেন্স ফিজও নাই কেবল মাত্র পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া। বেঙ্গল হোসিয়ারী ম্যানুফ্যাকচারীং য়্যাসোসিয়েসন এবং জয়েন্ট বেঙ্গল হোসিয়ারী য্যাসোসিয়েশন এ বিষয়ে মন্ত্রী মহাশয়ের এবং ডিরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও তাঁরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। এই শিল্পে যদি বিক্রয় কর ধার্য্যই থাকে তবে অদূর ভবিষ্যতে এই রাজ্য থেকে হোসিয়ারী নিশ্চিন্ন হবে এবং বেকারী আরও বৃদ্ধি পাবে। প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সরকারী ঔদাসীন্যে কয়েকটি শিল্পের প্রসার লাভ ঘটছেনা। যেমন একটা সল্ট ইণ্ডাষ্ট্রীজের প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মেদিনীপুর জেলায় দীঘা থেকে জৈনপুট পর্য্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় লবণ প্রস্তুতের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে সরকারী উদাসীনতা আছে পশ্চিম বাংলা যখন এই অঞ্চলে প্রস্তুত লবণ দ্বারা সেল্‌ফসাপোর্টেড হতে পারে তখন মাত্র সরকার ২১৩টি প্রাইভেট ফার্মকে লবণ তৈরীর অধিকার দিয়ে রেখেছেন অবশ্য মন্ত্রীমহাশয় তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে বলেছেন যে বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর অংশ তাঁরা ক্রয় করেছেন। এই রাজ্যে বিনপুরে চীনা মাটি, বকসাইট ম্যাঙ্গানিজ খনি আবিস্কৃত হয়েছে কিন্তু সরকারী ঔদাসীন্যে এই অঞ্চলে খনিজ পদার্থ সম্ভূত কোনও শিল্পের প্রসার হচ্ছে না। এ সম্বন্ধে কোন পরিকল্পনা মন্ত্রী মহাশয়ের প্রারম্ভিক ভাষণে পাইনা।

Mr. Speaker : Mining is a Central subject.

Shri Gobinda Charan Majhi : এটা সেন্ট্রাল সাবজেক্ট কিন্তু এই খাতে খরচ লেখা হচ্ছে। গড়বেতা, কেশপুর, শালবনী অঞ্চলে প্রচুর সাবুই গাছ এবং বাঁশ জন্মে এতদঞ্চলে বিশেষজ্ঞদের মতে একটি কাগজের কল বসতে পারে। মন্ত্রী মহাশয়ের প্রারম্ভিক ভাষণে এসম্বন্ধেও কোন পরিকল্পনা দেখতে পেলামনা। শিলিগুড়ি অঞ্চলে নিউজ প্রিণ্ট উৎপাদনের পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। পরিশেষে বৃহত শিল্পের পরিপুর বা ক্ষুদ্র কুটির শিল্প বা মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠিত না হোলে এই রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ কোনও দিন প্রতিষ্ঠিত হবে না।

Shri Sudhir Kumar Pandey : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের শিল্প মন্ত্রী কুঠির শিল্প খাতে এবং অন্যান্য শিল্পখাতে যে ব্যয় বরাদ্দ আমাদের কাছে চেয়েছেন তার পরিমাণ দেখতে পাচ্ছি ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ৩ হাজার টাকা। এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ খাতে এত কম টাকা বরাদ্দ করে যে কি হতে পারে তা একটা আশ্চর্য্যের ব্যাপার। শিল্প মন্ত্রী মহাশয়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিধানবাবু তাঁর বাজেট ভাষণে এবং রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে বলেছেন যে আমাদের দেশে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা চরম অবস্থায় পৌচেছে এবং আরও বলেছেন যে বৃহৎ শিল্পের মাধ্যমে বাংলা দেশের বেকার সমস্যা সমাধান করার মত অর্থ নৈতিক অবস্থা আমাদের নেই, কুঠির শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে সম্ভব। কুঠির শিল্পে আমরা ৪১৫ শো

লোককে কাজ দিতে পারি, কিন্তু বৃহৎ শিল্প ক্ষেত্রে মাত্র ১০।১৫ জন লোককে কাজ দেওয়া যায় এবং মাঝারি শিল্পে ১ বা ১।। শো লোককে কাজ দেওয়া যায় আর ছোট শিল্পে ১ শো থেকে ৩ শো লোককে কাজ দেওয়া যায়। আমরা যদি পশ্চিমবাংলায় ভাল করে খোঁজ খবর নিয়ে দেখি তাহলে দেখব যে প্রায় ১৮ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ বেকার মধ্যবিত্ত চাকরি প্রার্থী আছে। এদের কর্মসংস্থানের যদি ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকায় কিছুই হবে না। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশে কৃষক যারা চাষাবাদ করে তাদের সংখ্যা হচ্ছে ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ লোক ৫।৬ মাস কাজ করে। অবশিষ্ট সময়ে তারা কুটির শিল্প বা অন্যান্য শিল্পে কাজ করতে পারে। তারা তাঁতের কাজ, দর্জির কাজ প্রভৃতি করতে পারে। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন সুব্যবস্থা আমরা দেখছি না। এইরকম ভাবে বেকার সমস্যা যেখানে একটা তীব্র সমস্যা সেখানে আরো টাকা বরাদ্দ করা উচিৎ ছিল। এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলি সম্পর্কে সরকারের কেন যে এরকম তাচ্ছিল্যের ভাব এবং অবহেলা রয়েছে তা আমরা বুঝতে পারি না। আমরা এ সম্বন্ধে পূর্বে বহুবার বলেছি কিন্তু কিছুই করা হয় নি। আরো কতক ভাল কথা বলি—এই সমস্ত কুটির শিল্প বা ছোটখাট শিল্পে কাঁচা মালের সাংঘাতিক অবস্থা হয়েছে—বিশেষ করে লোহা এবং পিতল, এগুলির সাংঘাতিক অবস্থা ঘটছে।

[4-20—4-30 p.m.]

বড় বড় শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁরা স্বচ্ছন্দে কোটা, পার্মিট পেয়ে থাকেন। কিন্তু ছোটখাট শিল্পের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। বিশেষ করে লোহা সম্বন্ধে আমরা দেখতে পাই সরকারী নিয়ন্ত্রণ দর যা আছে তাতে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকায় এক টন লোহা পাওয়া যায় এবং তা কোটা ও পার্মিটের মাধ্যমে। কিন্তু এখানে এমন একটা চক্রান্ত চলেছে, যার ফলে দেখা যায় ছোটখাট শিল্পিরা দরখাস্ত দিয়েও দু-তিন বছরের আগে পার্মিট ও কোটা পাচ্ছে না, অথচ বড় বড় শিল্পিরা হয়ত ঠিক মত পেয়ে যাচ্ছে। সুতরাং ছোট খাট শিল্পিদের বাধ্য হয়ে বাজার থেকে কাঁচামাল এক হাজারের জায়গায় ১৬ শো টাকা দিয়ে কিনতে হয়। এমন একটা অবস্থা কেন রাখা হয়েছে আমি বুঝতে পারি না।

বড় বড় হোল সেল ডিলারদের ৬০ দিন কিংবা ৯০ দিনের মধ্যে পার্মিট না দিলে, কোটার ব্যবস্থা না থাকলে, তারা মাল পাবে কোথা থেকে? আর কোটা দিলেও তাঁরা গ্রাহ্য করেন না। সুতরাং ছোটখাট শিল্পিদের কাঁচামাল সংগ্রহ করার খুব অসুবিধা রয়েছে। আমি আশাকরি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এদিকে দৃষ্টি দেবেন।

তারপর আমাদের দেশের দর্জিদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তিন লক্ষ দর্জির মধ্যে ১৫ লক্ষ নির্ভরশীল পরিবার আছে। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা চরমে উঠেছে, তারা কোন কাজ পাচ্ছে না। তাদের জীবনধারণ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তারা গরু, ভেড়া, ছাগলের মত বাস করছে। তাদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবার জন্য একটা এন্‌কোয়ারী কমিটির দ্বারা ব্যবস্থা হওয়া উচিত। তাদের এই শোচনীয় অবস্থার দিকে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আশাকরি তিনি তাদের সম্পর্কে অতি শীঘ্র একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

Deputation of Rampurhat people

Shri Hemanta Kumar Basu : স্যার আমি একটা বিশেষ বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রামপুর হাট থেকে কিছু লোক রাস্তার দাবী নিয়ে তারা এখানে এসেছে

এবং পায়ে হেটে বরাবর এসেছে, তারা মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে তাদের দাবী উপস্থিত করতে চায়। মন্ত্রী মহাশয় যদি একটা সময় দেন তো ভাল হয়।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta : কালকে ১২ টার সময় কয়েক-জনকে পাঠিয়ে দিতে পারেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে।

Demands for Grants Nos. 27 and 28

Shri Shyamapada Bhattacherjee : মাননীয় স্পীকার মহাশয় এটা সকলেই স্বীকার করবেন যে বেকার সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে শিল্প প্রতিষ্ঠান। সমস্ত প্রতিষ্ঠান তৈরী করতে গেলে, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান করতে গেলে যে সমস্ত অসুবিধা আছে অন্ততঃ বাংলাদেশে সেই অসুবিধায় শিল্প তৈরী করতে গেলে আমাদের কুটির শিল্পের দিকে ঝোঁক দিতে হবে। সেই হিসাবে কতকগুলি কৃষির উন্নতি যদি আমরা না করতে পারি তাহলে বেকার সমস্যা দিনের পর দিন বেড়েই যাবে। এই কুটির শিল্পের মধ্যে তাঁত শিল্পই প্রধান এবং তাতে প্রায় ১ লক্ষ ১৬ হাজার তাঁতী কিংবা আরও বেশী আছে। আজ এদের সম্বন্ধে একটু দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ দরকার হয়েছে। কারণ আজকাল যা দেখতে পাই তাতে তাঁত শিল্প, ক্রমশঃ সমস্ত মাদ্রাজ বা দাক্ষিণাত্য থেকে যে সমস্ত কাপড়চোপড় এখানে ক্রমে ক্রমে প্রসার লাভ করছে, তার কাছে যেতে পারে না, যতখানি তারা পারছে আমাদের তাঁত শিল্প ততখানিও পাচ্ছে না। কাজেই সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

তারপর তাঁতশিল্পের আর একটা দিক আছে সেটা হচ্ছে রেশম শিল্প। আজকে এই শিল্প কি অবস্থায় দাঁড়িয়েছে? বাংলার উৎপাদন কি আগের চেয়ে বেড়েছে? যেটা আগে ৪লক্ষ পাউণ্ড ছিল সেটা প্রায় ৩ লক্ষ থেকে ৪ লক্ষে পৌছেছে কিন্তু সেই জায়গায় মাদ্রাজ, মহীশূর ১৮।১৯ লক্ষ পাউণ্ডে গিয়ে পৌছেছে। তাদের সঙ্গে আমরা ক্রমশই পিছিয়ে যাচ্ছি। তার প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের যে তুঁত চাষের জমি খুব কম আছে এবং তাতে যে গুটি পোকার উৎপাদন হচ্ছে, সেজন্য বেশী দৃষ্টি দিতে হচ্ছে। অবশ্য গভর্ণমেণ্ট থেকে অনেক চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু যে পরিকল্পনা আছে সে পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদেশ থেকে গুটি আনিয়ে বেশী সুতা তৈরী করার কথা তা তৈরী হয় না, নানারকম উন্নতধরণের যে উৎপাদনের চেষ্টা—দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় সেটা এখনও পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হয়ে উঠছে না। কাজেই পরিকল্পনা কেবল পরিকল্পনাই থেকে যাচ্ছে। এই রেশম শিল্পের সঙ্গে কতকগুলি প্রশ্ন জড়িত। রেশম শিল্পের উন্নতি করতে গেলে ভাল সুতা তৈরী করতে হয় তার জন্য ভাল চরকা দরকার না হলে ভাল সুতা করা সম্ভব নয়। উন্নত ধরণের চরকা যাতে এখানে আবিষ্কার হয় সেই চেষ্টা করতে হবে। তাছাড়া রেশমের উন্নতির জন্য গত তিন বছর আগেই মালদহ জেলায় একটা ফিলেচার করার কথা ছিল, তা এখন পর্য্যন্ত হয়নি। সেটার কতদূর কি হয়েছে, বাড়ী ঘরদোর তৈরীর কতদূর কি হল জানবার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া মুর্শিদাবাদে আর একটা ফিলেচারের কথা ছিল কতদূর হল সেটাও আমাদের জানা দরকার। তাছাড়া মুর্শিদাবাদে Reelersএর সংখ্যা অনেক বেশী ছিল এখন তারা প্রায় বেকার হয়ে গেছে, অন্য কোন কাজও তারা ভাল জানে না. তাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হবে জানা দরকার। আমাদের দেশে রেশম Waste silk অনেক আছে তারজন্য একটি মিল যে ছিল সেটা বিহারে কেন গেল? আর একটা কথা এ সম্বন্ধে Price Stabilisation কি হচ্ছে সেটাও আমাদের জানা দরকার। তাছাড়া মুর্শিদাবাদে কাঁসা ও হস্তীদন্ত শিল্প সম্বন্ধেও সুব্যবস্থা হওয়া দরকার।

JANAB SHAIKH ABDULLA FAROOQUIE

Mr. Deputy Speaker Sir,

ہمارے سامنے Labour Minister Saheb نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں انہوں نے ان تمام باتوں کی فہرست پیش کی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے - لیکن جو باتیں بتلانی چاہئے تھی کہ بیروزگار مزدوروں کے لئے انہوں نے کیا کیا اور کن مالکان نے ان کی باتوں کو نہیں سنا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں بتلایا ہے - ان کو یہ معلوم ہے کہ مالک سمجھوتے کو نہیں مانتے ہیں - Factory Act. کو توڑ رہیں ہیں - Tribunal Award کو نہیں مانتے ہیں - کینشیلیشن کی بات کو نہیں سنتے ہیں - لیکن Sattar Saheb نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتلایا - حالانکہ ان کو اپنی speech میں یہ باتیں بتلانی چاہئے تھی کہ کون مالک ان کی بات کو نہیں سنتا ہے ؟ ان کو اپنی رپورٹ میں یہ سب باتیں رکھنی چاہئے تھی کہ Labour Department مزدوروں کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے ؟ مجھے یہ پوری امید تھی کہ آج اس طرح کی باتیں Labour Minister Saheb بتلائینگے - Labour Department یا Labour Minister مل مالکان کے مقابلہ میں کس طرح سے بے بس اور مجبور معلوم ہوئے اس کی چند مثالیں ہم دیں گے جس سے اس ڈپارٹ مینٹ کا نکمہ پن ظاہر ہوگا - آج machine کے nationalization کی وجہ سے کام کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے - machines پورانی پڑگئی ہیں - ان کی کوئی طرقی نہیں ہو رہی ہے Cotton Textile Industry میں ایک طرف تو مالکان کام کا بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں - دوسری طرف یہ Factory Act. کو توڑ رہے ہیں - سمجھوتوں کو بھی نہیں مان رہے ہیں - Tribunal Award میں جو بات مزدوروں کے حق میں ہوتی ہیں اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں -

پہلی مثال ہم work load بڑھانے کی دیں گے کہ کس طرح سے صرف اپنے نفع کو بڑھانے کے واسطے مزدوروں کو ایک طرف بیکار کر رہے ہیں اور دوسری طرف بغیر انکو پیسہ دئے ہوئے انکا کام بڑھا رہے ہیں -

بوڈیہ Cotton Mills میں Weaving Department میں فی مزدور دولوم کے بجائے تین لوم کرنا چاہتے ہیں جس سے 17% مزدوروں کو نکالدیں

گے اور انکا Casual leave کا پیسہ بچے گا - مزدوروں کی چھٹائی کرنے سے Provident fund اور بونس کا پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑے گا اور نہ تو D.A. اور sick leave. کا بھی پیسہ دینا پڑے گا - اس کے باوجود تین لوم کے production کی مزدوری مزدوروں کو دینی چاہئے - مگر یہ بھی پیسہ مزدوروں کو نہیں دیں گے -

Mohini Cotton Mills میں کارڈ بڑھائے جارہے ہیں - پہلے چھ سے آٹھ تھا اب آٹھ سے بارہ کرنا چاہتے ہیں - ڈنبر Cotton Mills میں پہلے spinning department میں دو سایڈس تھی اب تین کرنا چاہتے ہیں - اس طریقہ سے مزدوروں کی ہر جگہ چھٹائی ہو رہی ہے اور مزدوروں پر کام کا بوجھ بڑھتا ہی جارہا ہے -

Kesoram Cotton Mills کے کارڈنگ ڈیپارٹ میں ایک ہوا مشین ہے جسپر 1958 میں سمجھوتا ہوا تھا کہ اس پر تین مزدور کام کریں گے - اب اس سمجھوتہ کو توڑ کر زبردستی ۲ مزدور سے اس مشین کو چلوانا چاہتے ہیں - اس طرح سے وہاں پر مزدوروں کے خلاف طرح طرح کی دقتیں پیش کی جارہی ہیں - Kesoram Cotton Mills کے مالکان سمجھوتہ کو توڑتے جارہے ہیں - ان کے سمجھوتہ نہ ماننے کی ایک اور مثال ہم دینا چاہتے ہیں -

6 - 12 - 56 میں بونس کا سمجھوتہ ہوا تھا - اس سمجھوتہ کے مطابق بونس نہیں دیا - اس کے بعد اس سمجھوتہ کا interpretation 12-7-60 کو Tribunal ہوا - اس interpretation میں فیصلہ ہوا کہ 55'56, 56'57 اور 57'58. کا بونس کمپنی کو دینا ہوگا - اس پر بھی یہ بونس ابھی تک نہیں ملا - Sattar Saheb کا ڈپارٹمنٹ ابھی تک Kesoram Cotton Mills کے خلاف کچھ بھی نہیں کرسکا - Sattar Saheb نے یہاں پر بتلایا ہے کہ ہم نے کیا کیا کیا ہے ؟ لیکن کا کیا نہیں کرسکے اور کون کون مالکان ان کی باتوں کو نہیں سنتا اور کون سمجھوتہ کو نہیں مانتا ہے اور کون کمپنی Tribunal Award کو نہیں مانتی ہے اس کے بارے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا -

Kesoram Cotton Mills یا دوسرے سوتا کلوں میں 1958 کے Tribunal کی رائے نہیں مانا جاتا - 1958 کے Nation Tribunal کی رائے

کو 28.9.59 کے interpretation کے باوجود بھی اب تک اس award کے فیصلہ کو مالکان نہیں مانتے ھیں ۔

maintenance of workers کو ابھی تک increament نہیں دیا گیا ھے ۔ Casual leave کا پیسہ بھی مزدوروں کو نہیں دیا گیا ھے ۔ کلر کوں کو گریڈ increaments بھی نہیں دی گئی ھے Implimentation ڈیوژن نے ان کیسوں کا اسکربن نہیں کیا اور مالکان Supreme court, کی طرف گئے ۔

Kesoram Cotton Mills میں دیوالی کی چھٹی کے آدھے روز کے پیسے کے لئے Tribunal کی رائے ھونے کے باوجود بھی اب تک یہ پیسہ مزدوروں کو نہیں دیا گیا ۔ Sattar Saheb اس کے لئے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کرسکے ۔ کرسکے گیں یا نہیں اس کے بارے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں بتلایا ۔

ایک طرف Trade Union کو مضبوط کرنے کو کہا جاتا ھے مگر دوسری طرف مالکان کا favour کیا جاتا ھے ۔ Trade union مضبوط ھو کرھی کیا کرے گی جب کہ Government جس بات کو منظور کرتی ھے اس کو وہ کمپنی سے دلوا نہیں پاتی ۔ اس کو Sattar Saheb اور Police Minister بھی مالکان اور کمپنی سے نہیں دلوا پاتے ھیں ۔ صرف Trade union کو ھی مضبوط کرکے Sattar Saheb کچھ نہیں کرسکتے Labour Directorate بھی کچھ بھی نہیں کرسکتا ۔ Kali Baboo پولیس سے ڈنڈا گولی تو چلوا سکتے ھیں مگر مالکان سے سمجھوتہ نہیں کروا سکتے ھیں ۔ ھاں اگر یہ لوگ کچھ نہیں کرسکتے ھیں تو کہہ دیں کہ ھم لوگ کچھ بھی نہیں کرسکتے ھیں ۔ ھم لوگ strike کرکے مالکان سے اپنی مانگ کو منوا لےگئے ۔ Kesoram Cotton Mills میں Trade Union کو مضبوط کیا گیا ۔ کمپنی نے مزدوروں کی مانگ کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ۔ مگر حالات یہ ھیں کہ مزدوروں کے کسی بھی مانگ کو آج تک پورا نہیں کیا گیا ۔ جو لوگ Trade Union میں بھاگ لیتے ھیں انکو کمپنی جھوٹا Charge sheets دیتی ھے ۔

Factory Act. میں مزدوروں کے لئے کام کے گھنٹے فکس ھیں ۔ اس کے لئے Government نے Factory Inspector کو مقرر کیا ھے ۔ مگر Kesoram میں کام کرنے کا time بڑھایا جارھا ھے ۔ اس کے لئے Trade

Union کي کوئي سنوائي نہيں هوتي هے - اس کے لئے Factory Inspector بهي کچھ نہيں کرسکے - Govt. Account ميں بهي کچھ نہيں هو پارها هے - هاں البتہ Company يہ کوشش کر رهي هے کہ وہ کس طرح سے Factory Act. کو بدلوا کر کام کا time دس گهنٹہ کروا لے - هم نے اپ کے سامنے کئي Cases کو رکھا جس ميں Company نے Factory Act کو توڑا هے - مگر Government خاموش هے - Factory Inspector نے Kesoram Cotton Mills ميں Factory Act کو توڑتے هوئے پکڑا -
Factory Inspector's letter dated 28.11.59 Memo No. 8173 (1).
سپيکرسر اس ميں آپ ديکھ سکتے هيں کہ وهاں پر کيا هوا - ليکن کمپني کے خلاف سرکار کي اور سے کوئي کاروائي نہيں هوئي -

اس کے علاوہ چٹ کل ميں عام طور پر بدلي مزدور رکھے جاتے هيں - وہ بدلي مزدور تهوڑے هي دن تک کام نہيں کرتا - وہ دو دو تين تين سال تک بدلي مزدور کي جگہ پر کام کرتا هے - مگر اس کو permanent نہيں کيا جاتا هے - ايک Case ميں بتلاوں وہ يہ کہ ايک Clerk کا نام بدل ديا گيا جس سے کہ وہ permanent نہ هونے پاوے - اس کے لئے case بهي کيا گيا تها - اس کي report ليبر Inspector کو دي گئي تهي -

آخر ميں همیں ايک بات اور کہني هے - وہ يہ کہ Midnapur کے علاقہ ميں چهوٹے چهوٹے کارخانہ ميں - جس هيں تهوڑے تهوڑے مزدوروں کي وهاں پر unions هيں - ان کے لئے کلکتہ ميں آ کر کوئي case کرنا بڑا مشکل هو جاتا هے - اس لئے ميری درخواست هے کہ وهاں پر Labour Office کهولا جائے - جس سے وهاں کے مزدور فائدہ آٹها سکيں -

Railway مزدوروں ميں جو transport کے مزدور هيں ان کے لئے ابهي تک Minimum Wages Act. لاگو نہيں کيا گيا هے - ان کو اس Act ميں لينا چاهئے - يہ هماری آخری بات هے -

Shri Jagat Bose : স্পীকার মহোদয়, আমি ২।১টি কথার প্রতি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাই। প্রথমে বলতে চাই জরী শিল্প সম্বন্ধে। নারকেলডাঙ্গা, বেলেঘাটা অঞ্চলে জরীর কাজ করে কিছু লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই শিল্পের কাজ বাকুড়াতেও আছে, মেটিয়াবুরুজেও আছে এবং সেখানকার বেশ কিছু লোক এই কাজ করে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই শিল্প আজকে উঠে যাচ্ছে। বিশেষ করে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলমানরাই এই কাজ বেশী করে। এই শিল্প আজকে বড় বড় মহাজনের কাছে বন্ধক আছে। যার জন্য এই শিল্প উঠে যাবার উপক্রম হয়েছে। সেই জন্য এই দিকে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমি কর্ত্তব্য মনে করছি। স্পীকার মহোদয়, নারকেলডাঙ্গা, বেলেঘাটা অঞ্চলে সুতা ও তাঁত শিল্প কুটির শিল্পের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই শিল্পে বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এর উপর নির্ভর করে। এই শিল্প টাকার অভাবে, এবং কাঁচা মালের অভাবে উঠে যেতে বসেছে। এদিকেও আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি যদি তাদের একটু স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করেন তাহলে বহু লোকের কর্ম সংস্থান করা যেতে পারে। এদিকে দৃষ্টি দেবার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করি। শেষকালে আমার বক্তব্য হচ্ছে Ceramic Institute সম্বন্ধে। যার কথা প্রারম্ভিক বক্তৃতায় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন। এই পরিকল্পনার জন্য আজ পর্য্যন্ত ৭০৲টাকা থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন এবং সেখানকার যে খবর আমরা জানতে পেরেছি তাতে এই Ceramic Instituteএ কতকগুলি Scheme আছে যেমন refugee scheme, village pottery scheme, artisan, toilet scheme, sanitary scheme ইত্যাদি এই সব schemeএ উৎপাদন হচ্ছে এবং উৎপাদিত জিনিষ বাজারে আসছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, স্পীকার মহাশয়, এই Schemeএ মাল তৈরী হচ্ছে, বাজারে বিক্রয় হচ্ছে কিন্তু এর জন্য কোন শ্রমিক সেখানে নেই। মাত্র একজন officer ও একজন কেরানী আছে। আর Bengal Ceramic Instituteএর লোকদের দিয়ে extra কাজ করিয়ে নেওয়া হয় কিন্তু এই extra কাজের জন্য তাদের পয়সা দেওয়া হয় না। অথচ এই মাল বাজারে বিক্রয় করার জন্য খরচ দেখান হয় Labour বলে। এ বিষয় তদন্ত করা হবে কি? এ ছাড়া Ceramic Institute সম্বন্ধে আরো কিছু বলার আছে। স্পীকার মহাশয়, Ceramic Institute এর কাজ পরিচালনা করার জন্য যে কয়লার দরকার হয়, তা ভাল কয়লা। এই কয়লা নেওয়া হয় B. K. Maitra & Co. কাছ থেকে ৩৩৲ টাকা টন দরে। তারা শত করা ৪০ ভাগ গুড়া কয়লা দিচ্ছে। এই সম্বন্ধে একটা নালিশ করা হয়েছিল ১৪।১১।৫৯ তারিখে। এর পরিনাম হল যে তদন্ত করার পর সেই কয়লার দাম এক টাকা কমিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু সেই জিনিষ সরবরাহ করা বহাল রয়ে গেল। এর কোন প্রতিকার করা হয় নি, এখনও শতকরা ৮০ ভাগ dust দেওয়া হচ্ছে ভাল কয়লা বলে। সরকারের টাকা কিভাবে অপচয় হয় তার একটা দৃষ্টান্ত দিলাম। এ সম্বন্ধে enquiry করা প্রয়োজন বলে মনে করি। Sir, আমার সময় অত্যন্ত কম, আমি আর একটা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করবো। Bengal Ceramic Institute Officer বিনা gate passএ মালপত্র বের করে নিয়ে গিয়ে আত্মীয় স্বজনের কাছে বিক্রয় করে দেয় ordinary slip দিয়ে। Audit এর সময় এই Slip সমস্ত পুড়িয়ে ফেলা হয়। যদি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় চান তা হলে আমরা অর্দ্ধ পোড়া, পোড়া slip যাতে করে মালপত্র বিক্রয় করা হয়েছে বিভিন্ন লোকের কাছে, তার এক বাক্স তার কাছে উপস্থিত করতে প্রস্তুত আছি। এই সব মালপত্র বিভিন্ন প্রদর্শনীতেও বিক্রী করা হয়। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ২৫শে মার্চ ১৯৫৯ সালে শ্রীরামপুরের এক জায়গায় একটা প্রদর্শনী হয়। সেখানে ৬ হাজার টাকার মাল ৩৭টি বাক্সে নিয়েছিল। কিন্তু

সেই মালের হিসাব পাওয়া গেল ১২৮·২৭ নয়া পয়সা। এইগুলি তদন্ত করার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি।

[4-40—4-50 P.M.]

Shri Ledu Majhi: স্পীকার মহাশয়, কৃষি প্রধান এই দেশে বড়ো শিল্পেরও দ্রুত প্রসার যেমন আমাদের লক্ষ্য। তেমনি তাকে বিকেন্দ্রিতভাবে দেশের সকল জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়াও এক মহান জাতীয় লক্ষ্য। ভারতের শুধু বড়ো বড়ো সহরেই একে কেন্দ্রীভূত রাখলে হবে না। কারণ বহু মানুষের কাজ ও অন্নের সুযোগের জন্য একে ব্যাহত করে দিতে হবে। এক একটা জেলাকে বহু শিল্প সমস্ত সামগ্রী বছরে আমদানী করতে হয়। তালিকা করে খুঁজে খুঁজে দেখতে হবে—তার কতগুলো জিনিষে সে স্বাবলম্বী হবার সুবিধে ও সুযোগ পেতে পারে। দেখতে হবে কতগুলি জিনিষ তার সহজ ক্ষেত্র আছে। এদিক দিয়ে কোনো চেষ্টাই আজ চলছে না। আমাদের জেলা অনুন্নত ভুমির প্রকৃতি অনুসারে কৃষির প্রসারের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত এখানে কম। শিল্পের ক্ষেত্র বহু রয়েছে। কিন্তু তবু এ জেলার প্রতি এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা হয় নি। এখানে সিমেণ্টের বড় কারখানা হ'তে পারে। এখানে সিমেণ্টের পাথর আছে এখানে কাগজ শিল্প বড়ো আকারে গড়তে পারে। কারণ এখানে প্রচুর বাবুই ঘাস আছে। এখানে লৌহজাত দ্রব্য বহু রকম হতে পারে। চেষ্টা করলে কলিদা প্রভৃতি জায়গা ভারতের শেফিল্ড হয়ে যেতে পারে। এখানে চিনি ও গুড় শিল্প ব্যাপক হতে পারে। আখচাষের ভাল উত্পাদন হয়ে থাকে। এখানে চামড়া ট্যানীং এর বিরাট ক্ষেত্র হতে পারে। কারণ এখানের বনজঙ্গলে চামড়া কষের অপর্য্যাপ্ত ফল, কাঁচা মাল প্রভৃতি আছে। এখানে আরো বহু জিনিষের সম্ভাবনা আছে। আমি কয়েকটি উদাহরণ দেখালাম এই জন্য যে, এসব সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কিছু করা হয় নি। নিজেদের স্বার্থও সুযোগের ফল না থামাসে অপরের জন্য শিল্প—সুযোগের কল চালানো সম্ভব নয়।

The Hon'ble Bhupati Majumder: স্পীকার মহাশয়, আমি প্রথমেই বঙ্কিমবাবু যে কথা বলেছেন তার উত্তর দেব—তিনি বলেছেন total plan outlay for large medium and small scale cottage industriesএর 9·4 croses ছিল, total expenditure including expenditure 1960—61, 9 corses, তিনি আরেক কথা বলেছেন যে Central Engineeringএ লোক আসছে না সত্যই, এতে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি—ক্ষুদ্র শিল্পের প্রায় ৬০০ র মধ্যে ৪০০ নিশ্চই যোগদান করতে পারে। যখন কাঁচামালের সরবরাহ অত্যন্ত কম হয়ে যায় কেন্দ্রীব সরকার থেকে, তখন কিছু কিছু এসে যোগদান করে, তারপর সেই অবস্থা কেটে গেলে বাজারে যখন মাল অপেক্ষাকৃত সহজ প্রাপ্য হয়, তখন তারা আমাদের সংগে থাকে না। এর ভিতরের রহস্য আমার পক্ষে বুঝে উঠা কঠিন, কারণ এ দেহ সকলকে নিয়ে কিছু উন্নয়ন করা যাবে তার উদ্দেশ্যে Central Engneering করা হয়েছে। সেখানে আমরা সকল সময় সন্ধান দিই, যারা আমাদের সংগে যোগদান করে, তাদের কাঁচামাল দিই, তাদের প্রস্তুত করা মাল বিক্রী করার ভারও আমরা নিই তা সত্ত্বেও হয়তো কোন কারণ থাকতে পারে যা আমাদের নজরে আসেনি যার জন্য তারা এসেও ফিরে যাচ্ছে। আমাদের এখানে যন্ত্রশিক্ষার কাজ হয়, তাতে যন্ত্রের সংখ্যা আমরা আরো বাড়াব বিশেষ করে যারা এখন শিক্ষা প্রাপ্ত হচ্ছে তাঁদের আরো শিক্ষা দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিলাসপুরের খনির পাশে কারিগরী শিক্ষার জন্য একটা ব্যবস্থা অগ্রসর হচ্ছে। তাছাড়া এখানে prototype machinerya

একটা বন্দোবস্ত করার জন্য জাপানের সংগে ভারত সরকারের কথাবার্তা চলছে। এখানে চীনের প্রসার সম্বন্ধে অনেকে বলেছেন, চীনা প্রথা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা নাই, কিন্তু জাপান গিয়ে নিজের চোখে দেখে এসেছি তাও মাঝারি শিল্পগুলির সংগে ancillary শিল্প কাজ করবে, এবং ছোট prototype যেখানে বসবে তার সংগে যতোটি ancillery থাকবে যাতে করে ancilleryগুলির সহযোগিতায় prototype machines গুলি চলে এবং ছোট ছোট শিল্পগুলি যাতে মাঝারিও বৃহৎ শিল্পের পরিপূরক হয় সেদিকেই আমরা লক্ষ্য রেখেছি এবং এইভাবে আমরা নির্দেশ দিতে শুরু করেছি যে, কতগুলি জিনিষ ছাড়া অন্যান্য জিনিষ আমরা ওখান থেকে নেব। তবে মানুষের অভ্যাস বদলান মুস্কিল, অনেক কিছুই আমরা চাই যা হয় না। spinning mill সম্বন্ধে মুখার্জী মহাশয় একটা কঠিন কথা বলেছেন,—আমরা কঠিন কথা শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে একটু সংবাদ রাখলেই জানতে পারতেন সেখানে spining হয়েছে Government of Indiaর নির্দেশেই হয়েছে, আমরা সখ করে private company করিনি এবং সেখানে Government এবং share যেখানে 1·4 crokers, companyর share 1·10 আর Governmentএর ৪ জন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী সেখানে Director। সুতরাং এখানকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই, এবং নিশ্চই মন্ত্রী সভার কেউ এতে সংশ্লিষ্ট নন। একটু অনুসন্ধান করলেই এই কঠিন কথা না বল্লেও পারতেন। বিড়লার নাম হয়েছে এখানে। আমি নিশ্চয়ই খুব capitalist ভুক্ত নয়, আমার ইতিহাস তা নয়। বর্তমানে state finance corporation 1·7 corss বাধা দিয়েছে তাতেও corporationএর কাছে আমাদের list আছে কে কে পেয়েছে আমার বন্ধুরা একটু দেখলেই দেখতে পেতেন, এখনে বিবৃতি পড়ারও সময় নাই। বিড়লার কেউ নাই—বাঙ্গালীরাই যথেষ্ট পরিমানে ঋণ পাচ্ছে। সেদিক থেকে আমাদের performence অন্যান্য বারের তুলনায় better হওয়া উচিৎ ছিল। এবার যে একটু better হয়েছে সেটা স্বীকার করা অন্যায় হবে না।

[4-50—5 p.m.]

এবারে আমাদের যে টাকা আছে এবং এইখাতে যেটুকু নিয়েছি সেটাই দেখান হয়েছে। কিন্তু শিল্প-বানিজ্যের ভিতর ঐ ষ্টিল প্ল্যান্ট, ডি. ভি. সি., ইলেকট্রিসিটি বোর্ড, ফারটিলাইজার প্ল্যান্ট, গ্যাস গ্রিড প্রভৃতি যদিও শিল্পোন্নয়ন খাতে আসছে কিন্তু অন্য বিভাগ থেকে ব্যয়িত হবে। ডেভলপমেন্ট খরচ যদিও কিছু দেখাতে পারিনি তবে ডেভলপমেন্টে যে কাজ করা হয়েছে যে টাকা সেই ব্যয়ের খাতে ধরা হয়েছে। তবে এটা যদি আমাদের ভিতর নিয়ে আসতাম তাহলে ১৭ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা দেখাতে পারতাম। কিন্তু এরকম ইনক্লেটেড ভাবে দেখাবার প্রয়োজন নেই। সত্যিকার কাজ করতে যে খরচ আমাদের বিভাগে হয়েছে সেটাই দেখান হয়েছে। তারপর গোবিন্দ মাঝি মহাশয় হোসিয়ারীর কথা বলেছেন। তবে তিনি যেখানকার কথা বলেছেন সেখানে মোজার কাজই বেশী হয়। কিন্তু হোসিয়ারী এখানে সেখানে আইডিয়াল ক্যাপাসিটিতে এত হয়েছে যে তাকে বাড়াবার আর জায়গা নেই। সুতরাং এমতাবস্থায় যা আছে তাকেই বাঁচিয়ে রেখে চলতে হবে। তবে তাঁরা যদি সমবায় বা অ্যাসোসিয়েসন করে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সরকার নিশ্চয়ই তাঁদের দিকটা দেখবেন। তারপর বীনপুর খনিজ পদার্থ সম্বন্ধেও বলা হয়েছে। সেখানে নিশ্চয়ই খনিজ পদার্থ আছে এবং এ ব্যাপারে সেখানে আমাদের যে নূতন জিওলজি ডিপার্টমেন্ট খোলা হয়েছে তারা অনুসন্ধান করছেন। তবে জিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া

এর আগে অনুসন্ধান করে সেখানকার যে তথ্য রেখে গেছেন তাতে সেখানে কোন বিরা পরিকল্পনা নেওয়া চলতে পারেনা—তবে অল্প অল্প হতে পারে। তবে তিনি এর সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা কথা বলেছেন যে গড়বেতা, কেশপুর, শালবনী ও শিলিগুরিতে কাগজের কল স্থাপন করা চলে। আমার মনে হয় কাগজের কল স্থাপন করতে হলে যে পরিমাণ বাঁশ ও সাবাই গ্রাস দরকার হয় সে সম্বন্ধে আপনাদের ধারনা অতি অস্পষ্ট। আসাম ও উড়িষ্যা থেকে এখন বাঁশ ও সাবাই গ্রাস না আসার ফলে এখানে যে সব বড়বড় কলগুলি চলছিল তাঁরা এখন ঐ আসাম ও উড়িষ্যায় গিয়ে পাল্‌প ফ্যাক্টরী করছে। তবে আমরা একেবারে নিরাশ হয়নি কেননা আমাদেরও পরিকল্পনা আছে। গত বছর আমি বলেছিলাম যে চীন এবং জাপানে পাট, প্যাকাটি ও ঘাস মিলিয়ে কাগজ তৈরী করা হয়। কাজেই আমরা যদি এখানে বাঘাস ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমরাও ছোটখাট অর্থাৎ ৩/৪/৫ টনের মত কাগজের কল এখানে তৈরী করতে পারব। তাছাড়া প্যাকাটি ও পাটের সঙ্গে কিছু র‍্যান দিয়ে জাপানী প্রথায় সেখানে যে কাগজ তৈরী করছে সেগুলি খুব সুন্দর হয়েছে। আমরা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছি এবং দেখেও এসেছি যে খুব ভাল হয়েছে। চীনে আমরা যে যন্ত্রপাতির অর্ডার দিয়েছিলাম তা' এখনও পাইনি। তবে জাপানকে আমরা আহ্বান করেছি যাতে তাঁরা এখানে ছোটখাট কাগজের ইউনিট স্থাপন করতে আমাদের সাহায্য করে এবং আশাকরি সেই সাহায্য তাঁরা নিশ্চয়ই করবে এবং তখনই ঐ শালবনী, শিলিগুরি প্রভৃতির কথা আসবে। শিলিগুরিতে কাগজের কল স্থাপন করা এখন সম্ভবপর নয় কেননা যা' অলরেডি আছে তাঁরাই কাঁচামাল পাচ্ছেনা।

Shri Saroj Roy : বিশেষজ্ঞদের মতছিল যে, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে যে পরিমাণ সাবাই গ্রাস পাওয়া যায় তা' দিয়ে ওখানে কাগজের কল করা যেতে পারে।

The Hon'ble Bhupati Majumdar : বিশেষজ্ঞদের কথা নয়। যেখানে এইসব জিনিস পাওয়া যায় সেখান থেকে যদিও টিটাগর ও হালিশহরে সামান্য কিছু পরিমাণে আসছে কিন্তু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আসছেনা এবং যার ফলে কাগজের একটা ফ্যামিন চলছে। যদি আমরা পেতাম তাহলে নিশ্চয়ই অগ্রসর হতাম। কাজেই ৩/৪/৫ টনের মত যেটা সহজে হতে পারে এবং ঐ প্যাকাটি ও পাট ব্যবহার করেই যেটা পাব সেটাই আমাদের কাছে বড় কথা। কেননা সাবই গ্রাস বা বাগাসী না পেলে বাংলাদেশে বড় কাগজের কল চলেনা। তারপর সুধীর ভাণ্ডারী মহাশয় লোহার কথা বলেছেন। এখন পিগ আয়রণের অবস্থা ভাল অর্থাৎ সমস্ত দিক দিয়ে আমরা ৭৫/৮০% লোহা দিতে পারছি। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে যে বিভাগ আছে তাঁদের মতে আমাদের চলতে হয় এবং কাঁচামাল অত্যন্ত কম বলে কাজ করতে পারছিনা। যদিও এটাই আমাদের হেডেক্‌ কিন্তু তাহলেও কোন উপায় নেই। বর্ত্তমানে যেমন যেমন পাওয়া যাচ্ছে সেই রকম ভাবেই ভাল করা হচ্ছে। তবে আশা করি অদূরভবিষ্যতে আমাদের লোহার দুঃখ থাকবেনা। তারপর কাসা, পেতল, রূপার, জিঙ্ক, টিন প্রভৃতির কথাও বলা হয়েছে। টিন নেই, তবে Ordnance থেকে বিক্রি করলে ভাঙ্গাচোড়া যা কিছু পাওয়া যায় এবং misc-র ভিতর দিয়ে কয়েক টন করে চালিয়ে দিচ্ছি। তবে যে জিনিস নেই তা কোথা থেকে সরকার আহরন করবে? বিদেশ থেকে যা পাচ্ছি তার বেশী দেবার ক্ষমতা নেই। তারপর শঙ্খের কথা বলা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে প্রথমেই একটা কথা বলব যে শাঁক চলবেনা কারণ মেয়েদের রুচি বদলে গেছে, অর্থাৎ তাঁরা আগে যতটা ব্যবহার করত এখন আর তা' করেনা। এছাড়া আরও একটা অসুবিধা রয়েছে যে

ামরা হাতে কেটে করি আর যেখানে মাদ্রাজে যন্ত্রের সাহায্যে কাটে, কাজেই এ অবস্থায় াদের বাঁচান যাবেনা। তবে আমরা সিংহ্'ের শাঁক এখন কিছুটা পাচ্ছি কাজেই এখন দি যন্ত্রের সাহায্যে এগুলি কেটে কাজ আরম্ভ করা যায় তাহলে হয়ত অনেক সংখ্যক শিল্পী বঁচে যাবে। তবে এ প্রসঙ্গে আরও একটা জিনিস আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সেটা হাল যে যন্ত্রের সাহায্যে কাটা শাঁক হয়ত আমাদের এখানে নাও চলতে পারে। াজেই যেটা চলবেনা সেটাকে জোর করে চালাতে গেলে অর্থ-নৈতিক দিক দিয়ে তার ফল াল হবেনা। তারপর সল্ট সম্বন্ধে বলব যে আমরা ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে মিলে এটা ্রূপগঞ্জে স্থাপনের চেষ্টা করব। তারপর লাক্ষা সম্বন্ধে বলব যে পুরুলিয়ায় লাক্ষা উৎপাদন ্যাপক হওয়া প্রয়োজন এবং যার জন্য রাজ্য সরকার পুরুলিয়ায় আরও ৪টি কেন্দ্র করবে এবং ারতীয় লাক্ষা সেস্ কমিটি ওখানে ঝালদায় একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেচ্ছেন। এছাড়া লাক্ষা শল্পের সামগ্রিক উন্নতি যা'তে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে হয় তারজন্য ভারতীয় লাক্ষা গবেষণা ্রতিষ্ঠান একটি আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছেন এবং বিনামূল্যে বীজ সরবরাহ করা চ্ছে। তারপর শ্যামাপদ বাবুর উত্তর হচ্ছে যে মালদহে যেটা ১০০ filature হয়েছে সেটা ০০ হবে এবং মুর্শীদাবাদ সিল্ক যাতে ওখানকার কুটি থেকেই তৈরী হয় সেই জন্য আগামী ছর ২০০ filature সুরু করা হবে। তবে filature এর Quantity of production ত কম যে waste silk যা' পাওয়া যায় তাতে পুরো হতে পারেনা। বর্ত্তমান বছরে ামরা একটা কল চালিয়ে দেখছি তবে আগামী বছর মনে হচ্ছে আমরা spun silk ıctory-র লাইসেন্স পাব। যা' হোক্, আশাকরি সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছি এবং ারপর সমস্ত কাটমোসনের বিরোধীতা করে অর্থ মঞ্জুরীর জন্য যে আবেদন করেছি সেটা এই াউসে গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker : Excepting cut motion No. 45 on which a division vill be called, I put other motions to vote.

The motion of Shri Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads 43-Industries-Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar that the demand f Rs. 1,33 98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads 43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Elias Razi that the demand of Rs. 1,33,98,000 or expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43--Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads 43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Panchu Gopal Bhaduri that the demand of Rs. 1,33,98 000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Deve'opment outside the Revnue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outly on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gopal Basu that the demand of Rs. 1,33,98 000 for expenditure under Grant No. 27, Major eHads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Narayan Chobey that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of the Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27. Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

· The motion of Shri Benarashi Prosad Jha that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72-Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguly that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads '43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, w'as then put and lost.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ledu Majhi that the demand of Rs. 1 33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 1 33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Shyama Prosanna Bhattacharjee that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jagat Bose that the demand of Rs. 1 33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion Shri Rama Sankar Prasad that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Tarapada Dey that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72 Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Indutries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 1,33,98 000 for expenditure under Grant No. 27 Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capitial Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100. was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Mullick Chowdhury that the demand of Rs, 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72,—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demamand of Rs. 1,33,98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

[5—5-30 p.m.]

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 1,33 98,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100, was then put and a divisin taken with the following result :—

NOES—128

Abdul Hamed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Durga Pada
Das Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Digar, Shri Kiran Chandra
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Mahananda
Hansda Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hazra, Shri Parbati Charan
Hembram, Shri Kamala Kanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswaidas
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Khan, Shrimati Anjali

Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutful Haque, Janab
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkes
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Shri Baidya Nath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ramlochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radha Krishna
Pal, Shri Rasbehari
Panja, Shri Bhabani Ranjan
Pati, Shri Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Ranajit Kanta
Prodhan, Shri Trailokya Nath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santigopal
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durga Pada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Hoque, Janab Md.

AYES—58

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Shri Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Dr. Brindbon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bhaduri, Shri Panchu Gopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bose, Shri Jagat
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chobey, Shri Narayan

Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sisir Kumar
Dey, Shri Tarapada
Dhibar, Shri Pramatha Math
Elias Razi, Janab
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prasad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Harekrishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri, Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Majhi, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Amarendra
Mondal Shri Haran Chanda
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Prasad, Shri Ramashankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sen Gupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 58 and the Noes 128, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Bhupati Majumdar that a sum of Rs. 1,33 98,000 be granted for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries and 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account", was then put and agreed to.

Mr. Speaker : Now, about Grant No. 28, division has been wanted on cut motion No. 15. So with the exception of cut motion No. 15, I put all the other motions to vote.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguly that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Turku Hasds that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 1,99 05,0,0 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Panchu Gopal Bhaduri that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Haldar that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Haldar that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bhakta Chandra Roy that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries- 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72- Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72- Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shrimati Labanya Prova Ghosh that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43 - Industries -- Cottage Industries 72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Mullick Chowdhury that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43 - Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Roy that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 1.99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major heads "43 Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account- Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was the put and lost.

The motion of Shri Jagat Bose that the demand of Rs. 1,99,05 000 for expenditure under Grant No. 28. Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Chitta Basu that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries - Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay that the demand of Rs. 1.99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Tarapada Dey that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 1,99,05,000 for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries—Cottage Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account—Cottage Industries" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the following result :—

NOES—128

Abdul Hameed Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Biswas, Shri Manindra Bhusan
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee Shri Binoy Kumar
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra

Dutta, Shrimati Sudharani
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Janab
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hazra, Shri Parbati Charan
Hembram, Shri Kamala Kanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswardas
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutful Haque, Janab
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkesh
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Janab
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mohammed Israil, Janab
Mondal, Shri Baidya Nath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ramlochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal Dr. Radha Krishna
Pal, Shri Rasbehari
Panja, Shri Bhabani Ranjan
Pati, Shri Mohini Mohan
Pemantle, Shri Olive
Pramanik, Shri Ranajit Kanta
Prodhan, Shri Trailokya Nath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Nepal
Ray, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santigopal
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durga Pada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

AYES—57

Abdulla Farooquie, Janab Shaikh
Banerjee, Shri Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Dr. Brindbon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bhaduri, Shri Panchu Gopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bose, Shri Jagat
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Janab
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hazra, Shri Monoranjan
Jha, Shri Benarashi Prasad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Harekrishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Majhi, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Amarendra
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mullick Chowdhury, Shri Subrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Prasad, Shri Ramashankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Gagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sen Gupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 57, and the Noes 128, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Bhupati Majumdar that a sum of Rs. 1,99,05,000 be granted for expenditure under Grant No. 28, Major Heads "43—Industries - Cottage Industries—72- Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account-Cottage Industries" was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned for 25, minutes.]

[After adjournment]

[5-30—5-40 p.m.]

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার অনুমতি নিয়ে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় আমাদের খাদ্য বিভাগের চালে নাকি কে কি মেশাচ্ছিল এ সম্বন্ধে একটা সংবাদ এখানে দিয়েছেন। আমি তখন উপস্থিত ছিলাম না। আমি তার পরে

নরেন বাবুর সঙ্গে কথা বলেছি এবং যা জানতে পেরেছি সেটা হচ্ছে এই যে দিলারাম শর্মা ষ্টীল ব্রাদার্স'এর একজন ক্যারিং কণ্ট্রাক্টর, ফুড ডিপার্টমেণ্টের নয়, সে ষ্টীল ব্রাদার্সের হয়ে চাল নিয়ে যাচ্ছিল চা বাগানে দেওয়ার জন্য। আপনারা বোধ হয় জানেন যে চা বাগানের চাল ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁদের গো-ডাউন থেকে দিয়ে দেন বা ডক্ থেকে দিয়ে দেন। সেই চাল আই. টি. এ. এর অধীনে যে ষ্টীল ব্রাদার্স তার অধীনে ক্যারিং কণ্ট্রাক্টর দিলারাম শর্মা নিয়ে যাচ্ছিল। এই চাল পশ্চিমবংগের নয়। দিলারাম শর্মা আমাদের ক্যারিং কণ্ট্রাক্টর নয় এবং যে গোডাউনে চাল ছিল সেটা ষ্টীল ব্রাদার্সের এবং তার লাইসেন্স নম্বর হচ্ছে ৮২০। এবিষয়ে আমাদের কাছে খবর এলে পর আমরা শ্রীএন. মুখার্জী, এ্যাসিসটেণ্ট পুলিশ কমিশনার, এন্‌ফোস্‌মেণ্ট ব্রাঞ্চ এর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলি। তিনি পরে আমাদের জানিয়েছেন যে এটা মুভমেণ্ট হচ্ছে, তার পারমিট আছে, এটা বোনাফাইডি মুভমেণ্ট। এর সঙ্গে আমাদের সরকারের চালের কোন সম্পর্ক নেই, সরকারের ক্যারিং কণ্ট্রাকটরের কোন সম্পর্ক নেই এবং ষ্টিল ব্রাদার্স বলেছে যে সেই চালে কাঁকর মেশানোর সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না।

Demand for Grant No. 34

Major Head : 50-Civil Works

and

Demand for Grant No. 46

Major Head : 81-Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account.

The Hon'ble Khanendra Nath Das Gupta : Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 4,54,65,000 be granted for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works", during 1960-61.

On the recommendation of the Governor I also beg to move that a sum of Rs. 9,12,99,000 be granted for expenditure under Grant No. 46, Major Head "81-Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" during 1960-61.

Sir, the "50-Civil Works" budget is a revenue budget and includes demands for normal original and maintenance works, whereas the budget head "81-Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" provides for all original roads and building projects costing more than Rs. 20,000 and includes Rs. 3 crores for development of roads under planning to be executed by the Devolopment (Roads Department.)

The demand of Rs. 4,54,65,000 under "50-Civil Work" represents the net demand. The gross demand under this head is Rs. 5,42,39,000. The difference is due to the fact that recoveries from the Government of India on account of Central Road Fund projects chargeable to allocations from the Central Road Pund which were hitherto treated as receipts are

being adjusted as reduction of expenditure under this head with effect from the current financial year as per instruction of the Auditor-General of India.

Owing to increased activities of the Department, the budget under the two heads referred to above is increasing year by year. The staff has not, however, increased correspondingly which would mean that economy of expenditure is being kept in mind while executing our large constrction programme.

The work-load has increased quite considerably during recent years. In order to avoid delay in preparation of detailed designs, drawings and estimates, a Planning Circle has been opened from this year. With the formation of this Circle, a long-felt want in the Department has been removed. It is now expected that the schemes of various departments will now be prepared expeditiously.

The work of the Works and Buildings Departments falls principally under two heads, namely, (a) construction of buildings and roads (other than plan roads) and (b) maintenance of such works.

During the current financial year, the probable expenditure on construction of buildings for hospitals, educational institutions, etc. will be as follows :—

Educational Institutions Rs. 1,03,64,000, Hospitals (including Health Centres) Rs. 1,17,00,000 and Industrial Training Centres Rs. 41,86,000.

A large programme of construction of buildings for the social services has been taken up by the Department.

The Department has also in hand a comprehensive road and bridge programme. This is being largely financed from the State's share in the Central Road Fund. A comprehensive programme has been drawn up keeping in view the needs of the State as a whole. Among the more important projects, mention may be made of the following ;—

Widening of Diamond Harbour Road—estimated cost Rs. 49,41,783, Reconstruction of Majerhat Bridge on Diamond Harbour Road—estimated cost Rs. 47 lakhs 70 thousand ; Reconstruction of Talla Railway Over-bridge on B.T. Road estimate cost Rs. 43,61,100 ; Widening of Budge Budge Road estimated cost Rs. 7,79,000 ; Widening of Baraset-Basirhat Road estimated cost Rs. 38,06,782 ; Improvement of Uuluberie-Shyampur Road estimated cost Rs. 12,70,000 ; Improvement of Barrackpore-Kalyani Road estimated cost Rs. 10 lakhs ; Construction of a bridge over the Darakeswar at Arambagh in Hooghly district estimated cost Rs. 22 lakhs ; Construction of a road from Kalimpong to Rilli Suspension Bridge (Darjeeling) estimated cost Rs. 5,06,000 ; Improvement cf Kagmari-Bangitala-Panchanandapur Road (Malda district ;—estimated cost Rs. 10 lakhs ; Improvement of Sarbari-Tiluri Road in Purulia District estimated cost Rs. 8 lakhs and Construction of superstructure of Cossye Bridge at Midnapore—estimated cost Rs. 20 lakhs.

The Department have also undertaken during the current financia year a number of important road project outside the Five-Year Plan anc the Central Road Fund programme to meet urgent demands of publi(service.

Besides roads and building works, the following major bridges hav(been taken up, viz., Singaron Champta, Panchnai, Kurti, Sukhajhora Out of these, Kurti and Sukhajhora will be completed before the rains anc others will be completed during the next season. Tender for constructior of a permanent bridge across Churni at Ranaghat on National Highway 34 has been called for.

The volume of maintence work of the Department has now increasec considerably in consequence of taking over for maintenance a larg(mileage of roads and a large number of buildings constructed under the First Five-Pear Plan.

The House is already aware that there are two contributory road schemes popularly known as C. V. R. and M. V. R. schemes to encourage local enterprise amonge rural people through their active participation in imrovemement of village roads and paths. Under the first scheme, about 700 projects have so far been taken up whith a total Government grant of Rs. 30 lakhs and people's contribution of Rs. 15 lakhs. Under the other scheme, about 300 projects have so far been taken up at a total cost of more than Rs. 25 lakhs, the people's contributian being one-fourth of this amount. These figures show that there has been a fairly good response from the local people.

[5-40 - 5-50 p. m.]

As in previous years, Government have also sanctioned during this year a special grant of Rs. 2 lakhs for construction of bridges and culverts on roads constructed under the Test Relief Scheme.

An assurance was given in this House in the past that eighty per cent of the cadres of Executive Engineers, Assistant Engineers and Overseer-Estimators would be placed on a permanent footing. These cadres have been re-fixed accordingly and steps have already been taken for making them permanent against the converted permanent posts under the revised Recruitment Rules promulgated with effect from the 27th August, 1959. The total number of 1005 workcharged and contingent posts of various categories has been converted into permanent posts. This was based on the average of ten years prior to 1954.

I would like to mention for the information of the honourable members that the State Government have decided to install a double life-size bronze statue of Netaji Subhas Chandra Bose in military uniform at the junction of old Ochterloney Road, now re-named as Rani Rashmani Avenue, and Chowringhee Road. Renowned sculptors

of India have been requested to prepare their models and submit them for selection by a Committee constituted for this purpose.

Now I come to development of roads under planning. Roads play a vital role in the country's economy and national development. In the implementation of integrated plans for the development of the country, the transpoit system is called upon not only to serve the needs of industrial development but also to carry the benefits of such development to the remotest corner of the country. It is, therefore, natural that road development has been assuming an increasingly important position in the five-year development plans.

Unfortunately compared to many other countries the road mileage in India is utterly inadequate. The following table is illustrative :

(i) Road mileage per square mile of area (1955)

France	—	3.04
Great Britain	—	2.00
U. S A.	—	1.00
Ceylon	—	0.38
India	—	0.25 only.

(ii) Road mileage per lakh of population (1955)

France	—	1508
Great Britain	—	374
U. S. A.	—	2021
Ceylon	—	119
India	—	82 only

It is admitted, however, that in view of the limited resources of the country and heavy demand for development in various spheres it would not be possible in the near future to increase our road mileage to the level of advanced countries like France, Great Britain or U. S. A. The task is a very big one and has to be phased over a large number of five-year plans. As a first step, the Government of India have taken a twenty-year view and drawn up a Twenty-year Road Plan for the whole of India for all varieties of roads to be implemented during the period 1961-81. The rough cost of the Plan has been estimated at Rs 5,200 crores. It is interesting to note that though after implementation of this Twenty-yeai Plan the road-mileage intensity in India will be doubled (rising from 0·25 to 0.52 mile per square mile of area), the country will by then achieve only half the present intensity of the road system in U. S A., one-fourth of that in Great Britain and one-sixth of that in France. These analyses point to one and only one conclusion, that road development work in India (and, for that matter, in West Bengal) willl have to be continued for many, years to come.

Not merely one decade or two but several decades will pass by before we can expect to achieve a fair intensity in road mileage in the country.

I have furnished the House with above facts and figures onl to impress on the Hon'ble Members to what extent our country a a whole, underdeveloped as it is,, is handicapped in financial resource: So far as this State is concerned, I can assure the House tha progress of road development in this State is quite satisfactor having regard to the limitations of funds. The programe for th 2nd plan provides for improvement and construction of 3,708 miles o roads within a cost-estimate of Rs. 27 crores 11 lakhs and 86 thousand But our road building activities have had to be restricted only t Rs. 17 crores 47 lakhs and 69 thousand during the Second Pla Period owing to overall ceiling of expenditure having been fixed a that level by the planning Commission. But actually we are gettin only about 15 crores for the Plan period. The annual allocation c funds for the road development never exceeded Rs. 300 lakhs. Tha the progress of works in the sphere of road development is consisten with the availability of funds is proved by the fact that during th first three years of the Second Plan, an expenditure of Rs. 8 crore and 78 lakhs was incurred against the total alloction of Rs. 8 crore and 55 lakhs. In the context of the financial position as stated, i has not been possible as yet for the Department to start works o 480 miles of roads although these are included in the approve Second Plan. Those road projects on which very little works can b done during the last year of the current Plan as also other road which will be done up to stages short of completion, will have to b carried over to the Third Plan. It has been estimated that cost o such spill-over works would be about Rs. 13 crores 50 lakhs.

While the road development in this State is in progress, the load the speed, and the intensity of traffic on roads have already increase considerably and will continue to increase at a rapid pace. The existing road crusts have, therefore, started showing signs af distres and it is becoming urgently necessary to upgrade the surface of many miles of roads besides constructing many miles of completely new roads. Road research in such circumstances is bound to play an important role in the better utilisation of available materials and in effecting overall economy. In my last year's budget speech I told the honourable members that a Road and Buildings Research Institute was already set up in this State to achieve this objectives and related some of its activities. The use of soil stabilised base course for roads a method evolved by the Institute, was already adopted on experimenta basis.

Recently a more economical but more durable method of soil stabilisation by use of small quantity of lime instead of a large quantity of sand has been evolved by the Institute. Laboratory experiments on this method have already been successfully completed and it is expected that this method would soon be used on a number of roads.

I shall now give you an account of what we were able to do during the first three years of the Second Plan and expect to do during the last two years. In the first three years, 1,133 miles of State Roads were completed. Another 184 miles were done upto village road specifications. During the current year, 450 miles of roads are expected to be completed upto metalled stage and 180 miles upto village road specifications. The target for 1960-61 is 450 miles including fifty miles of village roads.

[5-50—6-00 p m.]

The abnormally heavy and unprecedented rains in September—October last caused enormous damages to existing road communication as well as roads under construction under the Plan in many districts in West Bengal. This calamity has also inevitably retarted to some extent the State road development programme. The extent of damages to roads under construction or maintenance has been estimated at more than rupees one crore. Under heavy odds emergent repairs to roads were completed and permanent restoration work are expected to be completed shortly.

In the field of road development, the State may well be proud of its achievement. Starting with a meagre total mileage of 1,181 on the date of partition, we have now in our hands about 7,591 miles of roads—4,300 miles of roads under our maintenance and the rest under various stages of construction. This is obviously no mean achievement on the part of this problem-ridden State and I dare say that this progress compares favourably with the targets reached by other States of the Indian Union.

The Second Five Year Plan will draw to a close in about a year's time. Preparations are therefore a foot for drawing up a further programme of road works for the Third Five Year Plan. The provision within which the Third Plan will have to be drawn up has not yet been fixed, but it is expected that the Third Plan will be at least as big as the Second. Proposals for the Third Plan have been received from District Development Councils and are under examination. The Plan will be finalised after the allocations on account of Road Development are known.

With these words, Sir, I commend my motion for the acceptance of the House.

Mr. Speaker: In Grant No. 34 the following cut motions are out of order :—

Cut Motion No. 12 establishment of a hospital relates to Health Department.

Cut Motion No. 14 Part of this viz., opening of Technical and Industrial school does not come under under this Grant.

Cut Motion No. 44 relates to Health Department.

Cut motion No. 45 relates to Land and Land Revenue Department; and

Cut Motion No. 46 relates to Local Self-Government Department.

In Grant No. 46 cut motion No. 9 establishment of a Medical College relates to Medical Department.

(All the cut motions except those that are out of order were then taken as moved.)

Shri Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that the demand o Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50-Civi Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Kumar Pandey: Sir, I beg to move that the demand o Rs. 4 54,65,000 for expenditure under Grant No. 34. Major Heads "50-Civi Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar: Sir, I beg to move that th demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Majo Heads "50-Civil Works", be reduced by Rs 100.

Shri Mangru Bhagat: Sir, I beg to move that the demand o Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50-Civi Workf", be reduced by Rs. 100.

Shri Radhanath Chattoraj: Sir, I beg to move that the demand o Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50-Civi Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand o Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50-Civi Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhuban Chandra Kar Mahapatra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Majoı Heads "50 Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Pramatha Nath Dhibar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Elias Razi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,54,65000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50-Civil Works", be redubed by Rs. 100.

Shri Sitaram Gupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4 54,65,000 for expenditure under Grant No. 34. Major Heads "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Halder: Sir, beg to move that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50 Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4 54,65,000 for expenditure nnder Grant No. 34, Major Heads "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Gobardhan Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50 Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Gangadhar Naskar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant Mo. 34, Major Heads "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4 54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads 50-Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Gopal Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Narayan Chobey : Sir, beg to move that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50 Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Saroj Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4.54 65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,54, 65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Mihirlal Chatterjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhakta Chandra Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,54,65,000, for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50 Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguli : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,54.65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34 Major Heads "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhupal Chandra Panda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50 Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumder : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50-Civil Work", be reduced by Rs. 100.

Shri Chaitan Majhi : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mullick Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads 50-Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Jamadar Majhi : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Taher Hussain : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50 Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Rama Sankar Prasad : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Deo Prakash Rai : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Heads "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Tarapada Dey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grand No. 34, Major Heads "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,12,99,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "81-Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Samar Mukhopadhyay : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,12,99,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "81-Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Sisir Kumar Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,12,99,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "81-Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Pravash Chandra Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,12 99,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "81-Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,12,99,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "81-Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,12,99,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "81-Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Tarapada Dey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,12,99,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "81-Papital Accout of Civil Works outside the Revenue Acconut", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhupal Chandra Panda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,12,99,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "81-Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mullick Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 9,12,99,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "81-Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100.

Shri Bhupal Chandra Panda : মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে এই অতি অল্প সময়ে আমি অন্যান্য বিষয় না গিয়ে আমি আমার বক্তব্য কেবলমাত্র রাস্তার উপরেই সীমাবদ্ধ রাখবো। আমার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে আমাদের Road

department তারা কেবল one sideএ লক্ষ্য দিয়েছেন। Road departmen থেকে তারা research এর ব্যবস্থা করেছেন ভাল রাস্তা তৈরী করবার জন্য, সেটা ভাল কথ সে বিষয় সন্দেহ নেই; কিন্তু রাস্তা যে পথে যাবে সেই পথে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা আছে যে সব নদী, নালা, খাল রয়েছে, তার দিকে দৃষ্টি না রেখে এই রাস্তা নির্ম্মাণ করার ফলে অনেব অসুবিধা বিভিন্ন জায়গায় সৃষ্টি হয়েছে। আমি প্রধানতঃ এই কথা বলতে চাই যে আমাদের জেলা ক্ষেত্রে মেছেদা—তমলুক রাস্তা তৈরী হল কিন্তু যে যে জায়গায় জল নিকাশের পথ থাকলে ভা হোত সেখানে তার ব্যবস্থা করা হয়নি। ঘাটাল পাঁশকুড়া রাস্তায় এক জায়গায় মাত্র একটা ছোট culvert করা হয়েছে যার ফলে রাস্তা ভেঙ্গে গিয়ে ৩১৪টি familyকে আজ বাস্তহারা করে ফেলেছে গত বন্যায়। শুধু কৃষিক্ষেত্রের বেলাই নয়, মোটামুটি প্রধান যে রাস্তা আজকে বম্বে—কলিকাতা রাস্তা তৈরী হচ্ছে, তার যে সেতু নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হচ্ছে, সেই pillar bridge করবার জন্য বিভিন্ন জায়গায় নদী সংকুচিত করে ফেলা হচ্ছে তাতে নদীর স্বাভাবিক ধারায় বাধা সৃষ্টি করছেন।

[6—6-10 p. m.]

তারফলে ভবিষ্যতে আবার নতুন বিপদ সৃষ্টি হচ্ছে। আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, তিনি জানেন কোলাঘাট Railway bridge হওয়ার ফলে রূপনারায়ণের গতি রেখার কি অবস্থা হয়েছে, তমলুক টাউন পর্য্যন্ত মজে গিয়েছে; শুধু তাই নয়, গত বন্যায় তমলুক ও মহিষাদল পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হয়েছে। তারপর হাওড়া, হুগলীতে কি অবস্থা হয়েছে সেটাও লক্ষনীয়। Bombay Calcutta National Highway কোলাঘাটের পাশে নতুন করে তৈরী হচ্ছে। রূপনারায়ণ যদি মজে যায় তাহলে তার ক্রিয়া ভীষণ হবে। ভাগীরথীর জলপ্রবাহ মন্দীভূত হচ্ছে, গভীরতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যার ফলে হুগলী হাওড়ায় বিরাট সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তাঘাট দেশের উন্নতির জন্য অপরিহার্য্য, কিন্তু সেই রাস্তা যদি একটা বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে তৈরী না হয় তাহলে অন্যান্যদিকে কি ভাবে বাধা সৃষ্টি করতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, নতুন নতুন রাস্তার যে সব স্কীম হচ্ছে বা হবে, তা যেন একটি সর্বাঙ্গীন দৃষ্টি নিয়ে করা হয় যাতে অন্যদিকে কোনপ্রকার বাধা সৃষ্টি না হয়। সে জন্য আমি প্রস্তাব করছি, রূপনারায়ণের উপর hanging bridge করা দরকার Calcutta—Bombay road তৈরী করার সময় pillar bridge করা চলবেনা। কীর্ণপুর থানা একটা বিরাট থানা, বিনপুর রায়গড় রাস্তা আজ পর্য্যন্ত হল না, অথচ সেটাই লোকের যাতায়াতের প্রধান পথ। তারপর, গড়বেতা ষ্টেশন থেকে পশ্চিমএ লোকের চলাচলের যে রাস্তা সেটাও আজ পর্য্যন্ত নির্মিত হয় নি।

Shri Dasarathi Tah : পরিষদ পাল মহাশয়, পথ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় পথের দাবিতে যে টাকা চেয়েছেন সেটা আমরা যদি আপনাদের সংগে সমর্থন করতে পারতাম তাহলে তাঁর চেয়ে আমিই বেশী খুসী হতাম, কিন্তু দেখা যাচ্ছে তিনি দিনের পর দিন আমাদের পথেই বসাচ্ছেন। যাই হোক, আমি আমাদের বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, trans Damodar area, যেখানে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জন্মস্থান, বাংলা সাহিত্যের আদি জনক কবি মুকুন্দরামের জন্মস্থান, কিন্তু তাহলেও আমাদের পথমন্ত্রীর দৃষ্টি এই এলেকায় পড়েনি। আমি আশাকরি তিনি মাথা ঠাণ্ডা করে এই দিকে একটু দৃষ্টি দেবেন। একটা বিষয়ের প্রতি আমি বিশেষ করে ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি, ব্রিটিশ রাজত্বে তাঁর পূর্বপুরুষেরা যা করে গিয়েছেন সেটা অন্ততঃ তাই অনুসরণ করে চলা উচিৎ ছিল।

কথাটা হচ্ছে, বর্ধমান সদর ঘাটে একটা ব্রীজ তৎকালীন Government উদ্বোধন করেছিলেন, আমরা ভেবেছিলাম স্বাধীনতা প্রাপ্তিরপর আমাদের জাতীয় সরকার সর্বাগ্রে সেই আরব্ধ কাজটা সমাধা করবেন, কিন্তু দেখলাম এঁরা এটা একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে কেটে দিয়েছেন এবং সেই প্ল্যানের কথাও আর নাই। বর্ধমানকে কেন্দ্র করে এরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছেন কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয় যে ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাতে অন্যান্য অঞ্চল, যেমন বাঁকুড়া জেলায় লোকের গণ-বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষমহোদয়, মন্ত্রী মহাশয় যখনই বক্তৃতা করেন তখনই District Development Council এর কথা বলে বলেন, তার মাধ্যমে বহুকিছু হচ্ছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গেল, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও প্রায় শেষ হয়ে এল, খণ্ডকোষ থানার সংগে নিম্নে থানার যোগাযোগের জন্য যে রাস্তাটা আছে via বীরগ্রাম, তারজন্য বাজেটে প্রতিবৎসরই টাকা বরাদ্দ হয়, কিন্তু এবার দেখছি তার নামগন্ধ পর্য্যন্ত নাই। আমরা দেখতে পাই যে, District Development Council সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব করেন তাও এখানে এসে গৃহীত হয় না। District Development Council একটা রাস্তার কথা প্রস্তাব করেছিলেন যে রাস্তার কথা রাধাকৃষ্ণবাবু বল্লেন ; এটা হলে ৩টা জেলার সংগে যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই রাস্তাটার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়নি।

আমরা বিশেষ করে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে রায়নার এক মাঠ পর্যন্ত যে রাস্তা নিয়ে গিয়ে ফেলে রেখে দিয়েছেন তাকে একটু বাড়িয়ে বাজার পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়া উচিত। উনি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন যে মাপজোক করে পাঠাতে—আমরা পাঠিয়েছিলাম কিন্তু ৩ বছর হল কিছুই হচ্ছে না। তিনি যদি ম্যাপ দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে বর্দ্ধমান সদর ঘাট থেকে বরাবর পূব এবং দক্ষিণ মুখী যে এলাকা সেখানে রাস্তার কোন চিহ্ন নেই। সেখানে যে রাস্তা আছে তাতে নৌকা চলে এবং কোন মেরামত হয় না—অর্থাৎ যার জুতা না থাকে পা আছে এবং কোন কোন জায়গায় পাও নেই খোঁড়া। এই বিরাট এলাকা পাণ্ডববর্জিত দেশের দিকে নজর দেওয়া উচিৎ। তারপর আপনারা যে সলিলগড় গ্রাম নগরী করলেন সেটা একটা ব্লাইণ্ড রোড। অতএব এই গ্রাম নগরী থেকে বরাবর রায়না পর্য্যন্ত রাস্তা আপনারা করুন। বর্দ্ধমান দামোদর ব্রীজের কথা বলছি। এই দামোদর ব্রীজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বাজেটে রয়েছে এটা যদিও রেল বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় কিন্তু ছোট রেলকে—অর্থাৎ বি, ডি, রেলওয়ে—যদি সম্প্রসারণ করে বড় রেলে পরিণত করা যায় তাহলে বর্দ্ধমানের সঙ্গে এটার সংযোগ থাকতে পারে। আর একটা জিনিষের প্রতি আপনার দৃষ্টি দেওয়া দরকার। সেটা হচ্ছে আমাদের বর্ডার এলাকা। এই এলাকাটা পাকিস্তানের নিকট অতি খারাপ। চীনা আক্রমণের সময় আপনারা যে নীতি দেখালেন তাতে যে আপনাদের পশ্চাদাপসরণের রাস্তার প্রয়োজন। সেজন্য বলছি যে গঙ্গার ওপার দিয়ে যে রাস্তা গেছে তাতে কাটোয়ার কাছে একটা ব্রীজ করে বর্দ্ধমানের সঙ্গে কানেকশান করা উচিৎ এবং তাহলেই আপনারা পালিয়ে আসতে পারবেন। ইলাম বাজারের যে রাস্তায় সহরের পুল করেছেন সেটা ৬ বছর হল না তার অবস্থা একেবারে শোচনীয় হয়ে গেছে। সেখানে ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের একটা কারডিভিশান বসেছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার কোন অগ্রগতি দেখছি না। সেখানে পীচের রাস্তার কথা শুনলে তো অবাক হয়ে যাবেন। একটা ব্রীজের ছাদ সমুদ্রগড়ে কাটোয়া অঞ্চলে গঙ্গার উপর দিয়ে যে রাস্তা গেছে সে রাস্তায় পড়ে আছে। সমুদ্রগড়ে ব্রীজের জন্য আমরা বহু বলেছি কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার কোন হদিস নেই। ওয়ার্কস

ডিপার্টমেণ্ট ছাড়া টেষ্ট রিলিফের কথা শুনুন। বড় বড় রাস্তা সমস্ত ওয়ার্কসএ হচ্ছে। সেখানে টেষ্ট রিলিপে কাজের জন্য লোকে হাহাকার করছে। কটোয়া অঞ্চলে যেখানে ১০।১২ টাকা হাজার এর এটা টেষ্ট রিলিফের রেট, সেই জায়গায় মেসিন দিয়ে মাটি কেটে সেখানে ৪০টাকা হাজার পড়ে। মাঝে মাঝে আপনারা এত বৈষ্ণবভক্ত হয়ে যান যে রাস্তা দিনকয়েক পরে বিগড়ে যায়। সিমেণ্ট দিয়ে, স্টন চিপস্ দিয়ে যে কি রাস্তা হয় জানি না। আমরা আগে জানতাম যে যে জায়গায় রাস্তা তৈরী হচ্ছে সেটা কাছিমের পিঠের মত উপরটা থাকবে। কিন্তু সে জায়গায় এমন হচ্ছে যে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আমরা বিশেষভাবে জানি যে যে সমস্ত কণ্টাক্টারদের টেণ্ডার কল করা হয় তাদের সঙ্গে যে সর্ত্ত হয় সে সর্ত্তগুলো তারা রক্ষা করে না। প্রথম রাস্তার জন্য ভাল ইট চাই। সে ইট তৈরীর জন্য ওয়েদার চাই এবং মৌসুমী ও মরসুমী মাটি হওয়া চাই। অর্থাৎ বর্ষার আগে মাটি কাটতে হবে, তাকে শুকাতে হবে, জল খাওয়াতে হবে। এইভাবে ঘাসের গোড়া, কেঁচো ইত্যাদি যখন থাকবে না তখন যে মাটি তৈরী হবে তা দিয়ে ইট তৈরী হবে। কিন্তু অধিকাংশ জায়গায় এসব করে না। কনট্রাক্টররা তা করে না। বরং মাটিতে যে জায়গায় ধান হয়েছে সেই মাটি দিয়েই তারা ইট তৈরী করছে। আগে আমরা দেখেছি যে রাস্তা হয়ে গেলে ১০।১২ বছর তাতে আর হাত দিতে হোত না। কিন্তু আজকাল আর তা হচ্ছে না। মেমারীর কাছে জি, টি, রোডের অবস্থা দেখলেই সব বোঝা যাবে। অর্থাৎ প্রায় সব জায়গায় ৩নং ইট দিয়ে এক নম্বরের দাম নেয়। এই নিয়ে যদি একটা কমিসন করেন তাহলে সমস্ত ধরা পড়ে যাবে। কুলখরচ কসিয়া রাস্তার জন্য যে টেণ্ডার কল করা হয়েছিল সেখানে যে সর্ত্ত হয়েছিল সে সর্ত্ত রক্ষা করা হয়নি। সেখানে বালি দিয়ে রাস্তার বুনিয়াদ করার কথা তা সে জায়গায় হয়নি। এই ভাবে বিভিন্ন জায়গায় ব্রীজ বা কালভার্ট যা হচ্ছে সে সব অল্প সময়ের মধ্যে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। এই সব হচ্ছে আমাদের জাতীয় সম্পদ। কিন্তু এই জাতীয় সম্পদে যারা ভেজাল দেয় তাদের শাস্তি দেওয়া উচিৎ। এ বিষয়ে যদি তাঁরা ধরাধরি করেন তাহলে কণ্ট্রাকটারেরা নাকি ধর্মঘট করে বসবে। এই রকম আশঙ্কা নিয়ে যদি চলেন তাহলে যত পয়সা খরচ করে আপনারা এসব করুন না কেন সে সব পণ্ড হয়ে যাবে।

সুতরাং এ বিষয়ে যদি কোন ব্যবস্থা না নেন তাহলে আপনারা যত রাস্তাই করুন না কেন সেগুলি রক্ষা করতে আপনাদের অস্থির হতে হবে। বর্দ্ধমানে কসুম গ্রামে যে রাস্তা হয়েছে সেটা ৪।৫ বছরের মধ্যে একেবারে হয়ত ছাতু হয়ে যাবে। ভাণ্ডারডিহিতে যেভাবে ইট তৈরী হয়েছে সেই ইট এত নিকৃষ্ট যে মনে হয় যে তাতে যেন মাখম দেওয়া হয়েছে। আপনাদের নিয়ম আছে যে যাদের কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হবে তাদের বলা হবে যে ইটের পাঁজা এক জায়গায় করবে কিন্তু বহনে লাভ করার জন্য এক জায়গায় ইট করলেন, আর এক জায়গায় করলেন না। তারপর স্যার, আর একটা কুলিন রাস্তা হচ্ছে—বর্দ্ধমান থেকে দুর্গাপুর পর্য্যন্ত। এই রাস্তায় শূদ্রের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু আমি বলছি যে পাণ্ডববর্জিত যেসব পল্লীঅঞ্চল আছে সে জায়গায় আপনারা কিছু করছেন না। আমরা তো আপনাদের ক্যানেলের ঠেলায় অস্থির হয়ে গেছি। জি, টি, রোডের কথা সে না বলাই ভাল। আপনারা পাকিস্তানের মত রোড যখন করছেন। সেজন্য বলছি যে আপনারা আকাশপথে ব্যবস্থা করুন আমরা প্লেনে উড়ে যাবে। ব্রীজের ৬ বছর পর্য্যন্ত যে ফাটল আছে সে সম্বন্ধে কি করছেন বলুন। আমরা নদীপারের লোক একে আমাদের কথাই আছে—'যত্র দেশে যদাচার, কাঁচা খুলে নদী পার।' এটা সরকারের আণ্ডারে আছে।

[6-10—6-20 p.m.]

আপনারা জানেন ২ পয়সা করে ছিল গ্রীষ্মকালের ভাড়া, কিন্তু এখন গ্রীষ্মকালে মৌরসুমী ব্রীজ হবে বলে ৪ পয়সা দাও। সেখানে ফেরী আছে। সেখানে ব্রীজে এমন অবস্থা হয়েছে যে সাইকেল যে চড়ে আসবে তাকে ২ আনা দিতে হবে আবার যে অচল সাইকেল পিঠে বা মাথায় করে নিয়ে আসবে তাকেও ২ আনা দিতে হবে। আমরা বলছি যে ২ পয়সার বেশী যাতে না হয় সে ব্যবস্থা আপনারা করুন। এছাড়া আমার কাটমোশানে দেখবেন যে বকেয়া ব্রীজ, ফেরী, রাস্তা ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু কথা আছে এবং আশাকরি সেগুলির ব্যবস্থা করবেন। এছাড়া আমার কাটমোশানে যে কথা নেই, সে সব হচ্ছে মেদিনীপুরের ভগবানপুর, খেজুরী থানা, দারপুর-ভগবানপুর, ভগবানপুর-পটাশপুর ইত্যাদি রাস্তা যাতে হয় তা করবেন এবং কালীনগর নদীর উপর একটা পুল করবেন। আর একটা কথা হচ্ছে যে ইলামবাজারে পুল করলে হবে না, সেখানে দরবারডাঙ্গার ডুবরাজপুরে যাতে দুর্গাপুর এবং আসানসোলের যদি পুল হয় তার ব্যবস্থা করুন। তারপর শেষ কথা হচ্ছে যে নজরুলের জন্মস্থান চুরুলিয়া—আসানসোল রাস্তাটি মেরামত করুন।

Dr. Kanailal Bhattacharjee : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ওয়ার্কস এণ্ড বিল্ডিংস যে বিভাগ সেই বিভাগের কর্মচারীদের সম্বন্ধে আমি প্রথমে দু'চারটি কথা বলব। ওয়ার্কস এণ্ড বিল্ডিংস কর্মচারীদের একটা ওয়ার্কস ইউনিয়ন আছে। সেই ইউনিয়নটি আইন: ট্রেড ইউনিয়ন আইন অনুযায়ী রেজিষ্ট্রীকৃত। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমাদের মন্ত্রী মহাশয় সেই ইউনিয়নটি স্বীকার করে বসেননি অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের আইন অনুযায়ী যেটা স্বীকৃত সেটা আমাদের মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন না। তার কারণ হচ্ছে সেখানে বাইরের লোকের নেতৃত্ব আছে বলে সেটাকে তিনি স্বীকার করেন নি, তাদের দাবী দাওয়া বিশেষ কিছু মানতে চাননি। মন্ত্রী মহাশয়ের বিভাগের প্রায় শত করা ৮০ ভাগ পোষ্ট হচ্ছে temporary work charged। বহুদিন ধরে আন্দোলন করে বলাবলির ফলে তিনি গত ৪ বছর আগে মাত্র ৮৮৪টি পোষ্ট অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৩০ থেকে ৪০ ভাগ পোষ্ট পার্মানেণ্ট করেছিলেন। সেখানে সেই সমস্ত পোষ্টে যারা ইনকামবেণ্টস্ রয়েছে, তারা ৮ থেকে ১০।১১ বছর পর্যন্ত কাজ করছে। আমি বলতে পারি বিগত ৩ বছরের মধ্যে উনি সেই সমস্ত পোষ্টগুলি filled up করতে পারলেন না with the incumbent। অবশ্য পোষ্টে কাজ করছে বটে কিন্তু যারা কাজ করছে তাদের আজ পর্য্যন্ত permanent declard করা হয় নি এবং রেগুলার বলে ডিক্লেয়ার্ড করা হয় নি। worked charged stuff এর ৮৩৪ টা পোষ্ট পার্মানেণ্ট করেছেন কিন্তু সেই পোষ্টে যারা ইনকামবেণ্টস্ আছে তারা ৮ থেকে ১০। ১ বছর পর্যন্ত কাজ করছে, তাদের আজ পর্যন্ত আপনি পার্মানেণ্ট করেন নি। এ ছাড়া ১০ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত যে সমস্ত ওয়ারকার্স কাজ করছে তারা পশ্চিমবংগ সরকারের লিভ রুল অনুযায়ী ছুটি ভোগ করতে পারে না। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড কিংবা গ্রাচুইটির টাকা অনেক সময় দেন না, যদিও দয়া করে দিলেন কিন্তু গ্রাচুইটি পাওয়ার আগেই তাদের মৃত্যু হয়ে যায় অর্থাৎ রিটায়ার করার ৪।৫ বছর বাদে তারা গ্রাচুইটি কিংবা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা পায় না। এই রকম অনেক কেস মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে দিয়েছি কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন প্রতিকার হলনা। আমি ঐ বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার্স,

এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার্স, এসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার্সদের কথা বলব। প্রায় ৩।৪ বছর আগে মন্ত্রী মহাশয় এই সমস্ত এসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার্স, এগ্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার্সদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাদের শতকরা ৮০ ভাগ পোষ্ট পার্মানেন্ট করা হবে এবং দুর্গাপুর অন্যান্য জায়গায় ইঞ্জিনিয়ারদের যে সমস্ত পদ খালি হয়েছিল এবং সেই সমস্ত পদের জন্য যখন এ্যাডভাটাইজমেন্ট হয়েছিল তখন তাঁরা মন্ত্রী মহাশয়কে বলেছিলেন যে আমাদের দরখাস্ত ফরওয়ার্ড করে দিন, তখন মন্ত্রী মহাশয় তাঁদের বলেছিলেন যে তোমাদের শতকরা ৮০ ভাগ পোষ্ট পার্মামেন্ট করে দেব। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও মন্ত্রী মহাশয় আজ পর্য্যন্ত তাদের পার্মানেন্ট করেননি। আমি একটা ফিগার দিচ্ছি। ২।। বছর বাদে তিনি যদিও কিছু পোষ্ট ক্রিয়েট করলেন কিন্তু দেখা গেল যে সেখানে এ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ারদের ৬০টা পোষ্ট ক্রিয়েট করলেন সেখানে মাত্র নিলেন ১৭টা, বাদবাকি পার্মানেন্ট করা হয়নি, এখনও তাঁরা টেম্‌পোরারি হিসাবে কাজ করছেন। তারপর কোন এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে আজ পর্যন্ত পার্মানেন্ট করা হয়নি। এঁদের আশ্বাস দিয়েছিলেন, এঁদের দরখাস্ত ফরওয়ার্ড করেন নি দুর্গাপুর ইত্যাদি অন্যান্য জায়গায় কাজ করার জন্য। এই আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও ৩ বছর ধরে কোন কিছু করেননি। তাছাড়া এফিসিয়েন্সি বারে যে সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার আটকে যায় তাঁদের তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে একটা এ্যাড্‌হক ব্যবস্থা করে দেবেন কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি এবং ডিপার্টমেন্টে এই বিষয় নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে একটা বিশেষ বিক্ষোভ আছে এ কথা তাঁকে শুনিয়ে দিচ্ছি। এই তো গেল ইঞ্জিনিয়ার এবং সাধারণ কর্মচারীর কথা। এবারে আমি এই ডিপার্টমেন্টের রোড্‌ মজুরদের কথা বলব। রোড্‌ মজুররা মাত্র ৫৮ টাকা মাইনে পায়, ১ টাকাও বাড়ে নি। তাদের কোন ছুটি নেই, সপ্তাহে একদিন কেবল উইক্‌লি রেষ্ট আছে, কোন হলিডেজ্‌ তারা পায় না, নিয়মিত বেতন পায় না। এ বিষয়ে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি আর একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব, সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া থানায় ফবেষ্ট ব্রীজ বলে একটা ব্রীজ আছে। গত বন্যায় সেটা ভেঙ্গে গেছে। ফুলেশ্বর থেকে উলুবেড়িয়া কোর্টে যাতায়াতের জন্য জনসাধারণের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। এই ব্রীজ যাতে নির্মিত হয় তার ব্যবস্থা করুন।

[6-20—6-30 P.M.]

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, প্রস্তাবিত সভা এবং শোভাযাত্রা বিলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠনের উদ্যোগে গঠিত শ্রমিক কর্মচারী কমিটির নেতৃত্বে বিরাট একটা শ্রমিক কর্মচারীদের শোভাযাত্রা এসেছে। আমি এ বিষয়ে পুলিশ মন্ত্রী যদি থাকতেন তাহলে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতাম আপনার মাধ্যমে যে শ্রমিক এবং কর্মচারীর এই বিলের বিরুদ্ধে কতখানি প্রতিবাদ জানাচ্ছেন সেটা তিনি জানতে পারতেন ওখানে গেলে।

Mr. Speaker : অন্যান্য মন্ত্রীরা এখানে আছেন—তাঁরা ওঁকে বলে দেবেন।

Dr. Radhakrishna Pal : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, দাশরথীবাবু কিছুক্ষণ আগে ভারত চন্দ্র রায় আকরের কবিতা বল্লেন আমি তার থেকেই বলছি—

বর্দ্ধমান কাঞ্চিপুর ছয় মাসের পথ,
ছয় দিনে উত্তরিল পথ মনোরথ।

আজকে আমাদের পূর্ত্তমন্ত্রী ব্যয়বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন তাকে আমি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন জানাচ্ছি। স্যার, আপনি আরামবাগের লোক, আমিও আরামবাগের লোক, আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জবাব গ্রহণ করলে সকলে যখন আসন গ্রহণ করলেন সেই খাদ্যমন্ত্রীও আরামবাগের লোক আসল কথাটা আমরাই সব দখল করে ব'সিয়াছি (হাস্য)। মিঃ স্পীকার স্যার, দিল্লী এখান থেকে ৯০০ মাইল সেখানে যেতে লাগতো ৩৬ থেকে ৪২ ঘন্টা, আর আরামবাগে যেতে লাগতো ৫২ ঘন্টা কিন্তু আবাদের পূর্ত্তমন্ত্রী মাননীয় খগেন বাবু সেই বৰ্দ্ধমান কাঞ্চিপুর ছয় মাসের পথটাকে ছয়দিন করে দিয়েছেন। এখন ৩ ঘন্টায় আরামবাগে চলে যাচ্ছি। আমাদের চীপ হুইপের মোটর যখন ৬০ মাইল গতিতে সেখান দিয়ে যায় তখন মনে হয় খগেন বাবু শতায়ু। স্যার, এত যে রাস্তাঘাট হচ্ছে সেগুল কি আরামবাগেব লোকেরা দেখতে পাচ্ছেন না? আমার গায়ের বংএর মত বিছের মত কাল পিচের এত রাস্তা যে তিনি বিছিয়ে দিয়েছেন তোমাকে তারা দেখতে গেল না? আমার একটা আবেদন আছে, আরামবাগে যে আমাদের ট্রাস্ট দামোদর এরিয়ার লোক – বাঁকুড়া, আরামবাগ হুগলী এবং হাওড়ার কিয়দংশেব লোক আমরা খুবই বিপন্ন হয়েছি বৰ্দ্ধমান ব্রীজ না হওয়ার জন্য। অবশ্য ১৯৩৯ সালে ওটা স্যার পি, শিং রায় তখন ৫৯ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকায় শেষ করবার জন্য ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন কিন্তু এখন বলেছে যে এক কোটি টাকা পড়বে। আমি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন করবো কোটি টাকা হোলেও ক্ষতি নেই – তাহলে বৰ্দ্ধমানের ভয়াবহ জলরাশির মাঝখান দিয়ে আমরা বর্ষাকালে কিভাবে এই জল আটক করবো?

আমি প্রথমে আরামবাগে একটা ডিগ্রী কলেজ করেছিলাম, পরে সেখানে আবার একটা বি, এ., বি, এস, সি. কলেজ করেছি। এবং সেখান থেকে কিছু দূরে আর একটা আই, এ., আই, এস, সি. কলেজ করেছি। শুধু তাই নয়, আপনি জানেন স্যার, আমার ওখানে ১২টা হাই স্কুল আছে, এবং ১৬টা জুনিয়ার স্কুল আছে, এবং not only that, তা ছাড়া আমি আবার একটা টেক্‌নিক্যাল কলেজ করছি। সুতরাং স্যার, ঐ সমস্ত স্কুল, কলেজ দেখাশুনা করবার জন্য যাতায়াত করতে হলে আমি বিপন্ন হয়ে যাবো। সেইজন্য আমি দাশরথি বাবুর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমি সরকারের কাছে আবেদন জানাব, এবং প্রার্থনা জানাবো মাননীয় পূর্ত্তমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে, তিনি ঐ ব্রীজটা দয়াকরে করে দিন।

আমার আর একটা প্রার্থনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে– যে আমার এলাকায় তারিপুর কচুলপুর, ঐ রাস্তাটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গিয়েছে, সেটা মেরামত করে, একেবারে কালো পিচের মতন করে দিন। আপনার যে এক্‌জিকিউটিভ ইন্‌জিনিয়ার এবং এ্যাসিস্‌টেন্ট ইনজিনিয়াররা এখানে কাজ করেন, তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট কম্‌প্লেন আছে, আমি এখানে আর বলবো না।

আমি আর নেপালের দাদা হব না। আমি আপনাকে আবেদন জানাব, আপনি দয়া করে আমার এলাকার রাস্তাগুলি একবার দেখে আসুন তাদের কি রকম অবস্থা। কামারপুকুর ডাক্‌বাংলায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মস্থান, সেখান থেকে বদরগঞ্জ পর্য্যন্ত, একটা নেগ্‌লেকটেড্‌ এরিয়া হয়ে রয়েছে। আপনি দয়া করে ঐ রাস্তাটা ঠিক করে দিন। আমি এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না। আমি ওঁর আবেদন ও তাঁর টাকাটা মঞ্জুর করবার জন্য সমর্থন করতে উঠে বলছি শতং জিবতু খগেন বাবু।

[6-30 6-40 p.m.]

Shri Gobardhan Das : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, বীরভূম জেলায় রামপুর হাট মহকুমা সম্বন্ধে আমি দু-একটা কথা বলবো। এই রামপুর মহকুমার যে চিত্র আমি দেখিছে তা একটু উল্লেখ করতে চাই। রামপুরহাট মহকুমায় মোড়েশ্বর থানার মল্লারপুর বাজার একটি গঞ্জ জায়গা। সেখানে দৈনিক হাজার হাজার লোক বিবিধ রকম পণ্য দ্রব্য কেন বেচা করে এবং রেলওয়ে ষ্টেশনে যাতায়াত করবার জন্য ঐ একটি মাত্র রাস্তা ঐ বাজারের মধ্যে যে রাস্তা তার প্রায় এক মাইলের মধ্যে প্রাইমারী স্কুল, হাই স্কুল, ক্যানাল অফিস, সেটালমেণ্ট অফিস, ইউনিয়ন বেঞ্চ কোর্ট, রেভিনিউ অফিস প্রভৃতি আছে। বহুলোক ঐ রাস্তা দিয়ে সেখানে যাতায়াত করে, সব সময়ই ঐ রাস্তার উপর বাস, গাড়ি, ট্রাক, গরুর গাড়ি, প্রভৃতির অত্যন্ত ভীড় হয়। তার ফলে গ্রীষ্মকালে রাস্তায় এমন ধূলা হয় যে নিকটবর্ত্তী খাবারের দোকানগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয় এবং বর্ষা কালে কাদা জমে ঐ রাস্তাটি অচল অবস্থায় থাকে। আজ প্রায় কয়েক বছর ধরে ঐ রাস্তাটি ঐরূপ খারাপ অবস্থায় আছে। যাতে ঐ রাস্তাটি অতি সত্বর মেরামত ও পাকা হয় তার জন্য আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তারপর সিউড়ি হতে মল্লারপুর বাজারের পূব দিকে যে হাইওয়ে রামপুরহাট পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে সেটা পাকা রাস্তা কিন্তু বাজারের রাস্তাটি কাঁচা এবং অত্যন্ত খারাপ। সেখানে রাস্তার মাঝে বড় বড় গর্ত্ত হয়ে হয়ে রয়েছে। সেই গর্ত্তে পড়ে গিয়ে একটা ছয়শো টাকা দামের মহিষের পা ভেঙ্গে গিয়ে অকেজ হয়ে গিয়েছে। গরুর গাড়ির গাড়োয়ানের জীবন কোন রকমে বেঁচে গিয়েছে। এই রাস্তাটির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং যাতে এটি পাকা রাস্তা হয় তার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি।

তারপর আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব হল প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় মল্লারপুর হতে রামপুরহাট পর্য্যন্ত যে পাকা (হাইওয়ে) রাস্তা নির্মিত হয়েছে তার দু-ধারে যে সমস্ত আবাদী জমি ছিল সরকার তা দখল করে নিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই সমস্ত জমির মালিকগণ ক্ষতিপূরণের টাকা পাননি, উপরন্তু তাদের ঐ সমস্ত জমির জন্য খাজনা দিতে হচ্ছে। যাতে করে ঐ সমস্ত জমির মালিকগণ বর্ত্তমান বৎসরের মধ্যেই তাদের জমির মূল্য পায় এবং খাজনার হাত হতে রেহাই পায় তার জন্য অমি সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। এবং আমি আশা করি অতি শীঘ্র তাঁর কাছ থেকে এ সম্বন্ধে উত্তর পাবো।

আমি আগে বলেছি, আবার বলছি মল্লারপুর হতে মুলটী রাস্তাটি সংস্কার ও মেরামত করা একান্ত প্রয়োজন আছে।

তারপর মল্লারপুর হতে ভূড়িগ্রাম পর্যন্ত যে রাস্তা গিয়েছে, সেটি গত বন্যার জলে ভেসে যায়। সেখানে সামান্য দু একটা culvert করা হয়েছে বটে কিন্তু নদীর বান এসে রাস্তাটি ডুবে যায় এবং ঐ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। ঐ রাস্তাটির প্রতি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে লক্ষ্য করতে বলছি এবং প্রয়োজন মত মেরামতের যেন ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া কোটালপুর হতে উলকুণ্ডা পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে এবং রামপুরহাট থানায়—রামপুরহাট থেকে বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত যে রাস্তা, এবং রামপুরহাট থেকে ঢুলিগ্রাম পর্য্যন্ত যে রাস্তা সেগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দিয়ে মেরামত করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি! আমি বিশেষ করে এই রাস্তাগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই কারণ সেখানে ব্রহ্মণীর বান এসে রাস্তাগুলি প্রায়ই ডুবে যায়। ফলে ঐ রাস্তা দিয়ে যাদের যাতায়াত করতে হয়, তাদের মধ্যে অনেকের জীবন হানী পর্য্যন্ত ঘটে। ঐ রাস্তা এত খারাপ যে গ্রীষ্মকালে কোন রকমে যাতায়াত করা যায় কিন্তু বর্ষাকালে ঐ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত একেবারে বন্ধ হয়ে যায় এবং রামপুরহাট মহকুমার সঙ্গে ঐ এলাকার কোন সংযোগ বা সম্পর্ক থাকে না।

এই রকমভাবে রাস্তাগুলি এত খারাপ হয়ে গেছে যে বর্ষার সময় রামপুরহাটের সঙ্গে গ্রামের কোন সম্বন্ধ থাকে না। রামপুর আরামবাগ হতে যে সব রাস্তা Test Relief মারফৎ তৈরী হয়েছে সেখানে ছোট ছোট culvert করে না দিলে মাটি সরে যাচ্ছে এবং পুনরায় পূর্ব্বের আকার ধারণ করছে। তাই আমি এই রাস্তাগুলির দিকে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যেন তিনি এর একটা ব্যবস্থা করেন।

Shri Renupada Halder : মিঃ স্পীকার স্যার, একটু আগে রাধাকৃষ্ণবাবু বললেন যে বামপন্থীরা ভাল রাস্তাগুলি দেখতে পায় না। এমন বিছার মত রাস্তা, কাঁকড়া বিছার মত রাস্তা ছড়িয়ে আছে, সেগুলি দেখতে পায় না ওরা কেবল বাকী রাস্তাগুলিই দেখছে। আমি এখানে বলতে পারি আমরা শুধু কাঁচা রাস্তাগুলিরই অসুবিধাগুলি দেখি না, পাকা রাস্তাগুলিও তেমনি দেখি। যে সমস্ত রাস্তাগুলি খারাপ হয়ে আছে, অসুবিধা আছে, চলা যায় না এমন যে রাস্তা আমাদের নজরে পড়ে সেগুলি সম্বন্ধেই আমরা বলি। সেদিক থেকে আমরা দেখছি ইংরাজ আমলে যে সমস্ত রাস্তা তৈরী হয়েছিল সেই রাস্তাগুলি মেরামতের অভাবে মানুষ চলাচলের অযোগ্য হয়ে গিয়েছে সেই রাস্তাগুলি শ্মশানের রাস্তার স্থান নিয়েছে। বহু জায়গায় রাস্তা এত ভেঙ্গে গিয়েছে, নষ্ট হয়ে গিয়েছে যে সেখানে কোন গাড়ী চলা তো দূরের কথা মানুষও চলাচল করতে পারে না। এই রাস্তাগুলির প্রতি সরকারের দৃষ্টি একেবারে নাই কিছু কিছু দৃষ্টি দিচ্ছে কিন্তু সেই সমস্ত রাস্তার কাজ অতি মন্থর গতিতে চলছে তাই এক একটা রাস্তা তৈরীর কাজ শেষ হতে বোধ হয় ৫।৬ বছর পর্য্যন্ত লেগে যাচ্ছে। যদি এই রকম ধরণের মন্থর গতিতে চলে তাহলে জনসাধারণের কতখানি অসুবিধা হয় সেটা মন্ত্রী মহাশয় জানেন এবং অন্যান্য সদস্য মহাশয়রাও ভাল করে জানেন। আমি দেখছি যে সমস্ত রাস্তায় আগে culvert ছিল, ছোট ছোট পুল ছিল সেগুলি ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলি সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টি নাই। যে সমস্ত রাস্তা পাকা করবার জন্য গত কয়েক বছর ধরে বলে আসছি বিশেষ করে থানাকুল হাঁসপাতালে এবং Registry Office যাবার যে রাস্তা এবং এই ধরণের কতকগুলি বিশেষ

প্রয়োজনীয় রাস্তা যা মানুষের যাতায়াতের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন সেই সমস্ত যাতে যোগাযোগ করে দিতে পারেন, সুপথ করে দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করা দরকার। এটা সরকার তথা মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে বিশেষ করে বলেছি কিন্তু সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আছে বলে মনে হয় না। গত কয়েক বছর ধরে জয়নগর থানায় একটি রাস্তার কথা এবং তার পার্শ্ববর্তী রাস্তাগুলির কথা বরাবর বলে আসছি। যদিও কিছু কিছু টাকা দেওয়া হচ্ছে তাতে কিছু কিছু কাজও চলছে কিন্তু সেই কাজগুলি ত্বরান্বিত যাতে করা হয় এবং ভালভাবে করা হয়, তার জন্য ব্যবস্থা করা দরকার। কতকগুলি Culvert দেখাশুনা করার দায়িত্ব ছিল District Board এর উপর, ২৪ পরগণা District Board এর দায়িত্ব Administrator দেওয়ার ফলে সে কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে চলছে না এবং যে সমস্ত Bridge ও Culvert হওয়ার কথা ছিল তা হচ্ছে না। এগুলির দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কারণ গত বছর একটি Culvert ভেঙ্গে একজন লোক মারা যায়।

মগরাহাট-বংশীধরপুর রোডে একটি ক্যানেলের উপর পুল আছে, সেই পুলের উপর থেকে একটি লোক ঝুড়িতে কিছু জিনিষপত্র নিয়ে যাবার সময় পুল ভেঙ্গে সবশুদ্ধ পড়ে যায়। লোকটা কোন রকমে বেঁচে যায়—হাসপাতালে ভর্ত্তি করার পরে। এই দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

আর একটি পুল সম্বন্ধে মাতলা-জয়নগর রাস্তার উপর, গত দশ বছর ধরে Collector এর কাছে আমরা সে সম্বন্ধে বলেছি, District Board কেও জানিয়েছি, আজ পর্য্যন্ত কোন রকম ফল হচ্ছে না। সে সম্বন্ধে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সাথে সাথে বলি যে সমস্ত রাস্তাগুলি সরকারের তরফ থেকে বাস চলাচলের জন্য নেওয়া হয়েছে, সেগুলি আগেকার ইংরেজ আমলের সরু রাস্তা। সেখানে দিনের পর দিন accident হচ্ছে। এ সম্বন্ধে সরকার অবহিত থাকা সত্ত্বেও কিছু করছেন না। সেই রাস্তা যাতে তাড়াতাড়ি প্রশস্ত করা হয় তার জন্য সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।

আপনি সুনামের কথা বলেছেন, আমি আপনাকে বলতে চাই এইগুলি সত্বর ব্যবস্থা করে দিলে আপনি জনগণের সুনাম অর্জন করবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

[6-40—6-50 p.m.]

Shri Sitaram Gupta : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মন্ত্রী মহাশয় রাস্তাদি সম্বন্ধে যে বাজেট উপস্থিত করেছেন, তাতে দেখা যায়, বারাকপুর-কল্যাণী রাস্তার জন্য estimated cost ১০ লক্ষ টাকার জায়গায় মাত্র এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর আগেও দেখেছি টাকা বরাদ্দ করা হয়, কিন্তু কোন কার্য্যক্রম দেখতে পাচ্ছি না। টাকা রাখা হয়েছে শুধু আমাদের প্রবোধ দেবার জন্য। এটা খুব important রাস্তা ব্যারাকপুর-কল্যাণী। এই রাস্তার দুপাশে বহু সংখ্যক মিল অবস্থিত এবং খুব ঘন বসতি অঞ্চল। এই রাস্তাটি অবিলম্বে চওড়া করা দরকার। চওড়া না করার ফলে প্রত্যেক মাসে একটা না একটা দুর্ঘটনা লেগেই আছে। এই রাস্তাকে চওড়া করার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি। এই রাস্তা দিয়ে 85 route এর

াদ up-down যাতায়াত করে, মিলের লরী যাতায়াত করে। গঙ্গায় জল না থাকার দরুণ সই লরীতে করে কলকাতা থেকে মাল বহন করতে হয়। কাজেই এই রাস্তার উপর খুব চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরু রাস্তার পক্ষে সে চাপ সামলানা খুব মুস্কিল। যদি সে রাস্তা আরো চওড়া না করতে পারেন, তা'হলে আর একটা diversion road করা দরকার। মন্ত্রী মহাশয়কে সেদিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করছি।

ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত New Cut Road প্রায় তিন সাড়ে তিন মাইল লম্বা। তা একেবারে ভেঙ্গে চুরে পড়ে আছে। আমি গভর্ণমেন্টকে বলেছিলাম—মিউনিসিপ্যালিটীর হাত থেকে সেই রাস্তাকে গ্রহণ করবার জন্য। তার জন্য গভর্ণমেন্টকে মিউনিসিপ্যালিটী লিখিতভাবে আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু আজও সে রাস্তাটী নেওয়া হয় নাই। মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষে সেই সাড়ে তিন মাইল রাস্তার maintain করা শক্ত। সেই রাস্তার উপর আমাদের বাংলা সরকারের battery State Electricity বোর্ডের যে Substation আছে, সেই রাস্তার উপর Industrial housing scheme এর বিরাট পরিকল্পনানুসারে বহু লোক নূতন নূতন ঘর তৈরী করেছে। সেই রাস্তা যদি গভর্ণমেন্ট হাতে নিয়ে পাকা রাস্তা করে দেন তাহলে ঐ রাস্তার উপর থেকে কিছু চাপ কমতে পারে।

তারপর কাঁকিনাড়া ষ্টেশনে যে overbridge আছে, সেই ব্রীজের রাস্তা ভেঙ্গে চুরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কোথাও এক মানুষ গর্ত্ত, এই রকম ছোট বড় গর্ত্তে সে রাস্তা ভর্ত্তি। ব্রীজের এক পাশ থেকে ওপারে যেতে গাড়ী ঘোড়া সাইকেলের পক্ষে dangerous হয়ে পড়েছে। মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো এর একটা ব্যবস্থা সত্বর করুন।

মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় একটা প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন নৈহাটী ষ্টেশনের পূর্ব্ব পারে কতকগুলি বস্তি refugee colony গড়ে উঠেছে। ওপারে থেকে এপারে যাতায়াত করা খুব শক্ত হয়ে পড়েছে, গাড়ী ঘোড়া নিয়ে যাওয়া খুব মুস্কিলের ব্যাপার। কাঁকিনাড়া গৌরীপুর ওভার ব্রীজ ঘুরে আসতে হয়। তিনি সেখানে underground একটা রাস্তা করবেন বলেছিলেন। তার কোন ব্যবস্থা এখনো সরকার করলেন না। তেমন কোন সূচনাও আমরা দেখতে পাচ্ছি না!

ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে বহু কলোনী বাস্তহারাদের দ্বারা গড়ে উঠেছে। এই কলোনীগুলির জন্য বিরাট উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত কিন্তু এই পরিকল্পনা করা ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটীর সামর্থের বাইরে। তারা এই কলোনীগুলির রাস্তা, আলোর ব্যবস্থা করতে পারে না। গভর্ণমেন্টের এইগুলি হাতে নেওয়া উচিত। এবং আমি খগেনবাবুকে অনুরোধ জানাবো এই রাস্তাগুলি আপনি হাতে নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটিকে রেহাই দিন। বিশেষ করে রামনগর আতপুর রাস্তাটা চার মাস জলে ডুবে থাকে। যাতায়াত করতে হলে কাপড় খুলে রাস্তা পার হতে হয়। এদিকে দৃষ্টি দেবার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি। আর ভাটপাড়ায় যে সমস্ত ছোট ছোট রাস্তা আছে সেগুলিতে বেশী করে সাহায্য দেওয়া দরকার, কলোনীগুলিতে নূতন রাস্তা করা দরকার ও পুরাতন রাস্তাগুলি সংস্কার করা দরকার। আশাকরি মন্ত্রী মহাশয় এদিকে দৃষ্টি দেবেন।

Shri Basanta Lal Chaterjee : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আমার cut motion এ ২০টা রাস্তার কথা বলেছিলাম তার মধ্যে আমি কয়েকটা রাস্তার নাম বলছি হরিরামপুর দাস গ্রাম গাজোল রাস্তা ও ৩৪নং National High Way Second Five year plan এর মধ্যে আছে। এগুলি under construction এবং এই রাস্তা তৈরী হতে এত দেরী হচ্ছে যার ফলে লোকের খুব অসুবিধা হচ্ছে। আর এখানে যে সব contractorরা আছে তারা বাইরের মজুর নিয়ে কাজ করায় স্থানীয় মজুর নেয় না। এই সব বড় রাস্তা করতে গেলে লোকের চলাফেরা করতে অসুবিধা হয় এবং তার diversion যদিও দেওয়া হয় তবুও যাতায়াতের অসুবিধা দূর হয় না। এই ৩৪নং রাস্তাটা কেন্দ্রের হলেও এত দীর্ঘ দিন সময় লাগার ফলে যেসব metal দেওয়া হয়েছিল তা সব উড়ে চলে গিয়েছে আর সেখানে কোথাও বা কোমর সমান গর্ত হয়ে গিয়েছে। যার ফলে বর্ষাকালে লোকে গামছা পরে পার হতে পারে না। সেখানে নৌকাও থাকে না। দৌলতপুর হরিরামপুর দেহাবন্দ রাস্তার শুধু মাটীর কাজ হয়েছে। হরিরামপুর বালিহারা রাস্তায় যে contractor ছিল, সে মজুরদের বেতন না দেবার ফলে সমস্ত মজুর পালিয়ে গিয়েছে, ফলে কাজের সেখানে ক্ষতি হচ্ছে। আর আপনার রায়গঞ্জ municipalityর যে high Road আছে তার দক্ষিণ দিকে দুই মাইল কোন রাস্তা নেই। এটা করার জন্য দীর্ঘ দিন ধরে বলা হচ্ছে কিন্তু এদিকে আজ পর্য্যন্ত দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। যে রাস্তাগুলির উল্লেখ করলাম সেই রাস্তাগুলির প্রতি দৃষ্টি দেবার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি। এই রাস্তাগুলি দিয়ে বর্ষার সময়. লোকে গামছা না পরে চলতে পারে না।

আর একটা কথা বলছি Building Works এর ব্যাপারে। রায়গঞ্জ হাসপাতালে electrification আজ পর্য্যন্ত হল না। বালুর ঘাটে electrification হল না। যার ফলে প্রচুর অসুবিধা হচ্ছে। Second Five Year Plan এ মঞ্জুরী করা হয়েছে সে সমস্ত Subsidiary Health Centre, Thana Health Centre এর building করা হবে। ইটাহার Primary Hospital এ out door করার মঞ্জুরী আছে অথচ তার building করা হয়নি। এর ফলে রোগীদের প্রচুর অসুবিধা ভোগ করতে হয়। এই অসুবিধা যাতে দূর হয়, আপনাদের lecture যেন কেবলমাত্র lectureই না থাকে সেটিই আমরা বলতে চাই।

Shri Somnath Lahiri : স্পীকার মহাশয়, একটি জিনিষের প্রতি আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সেটী হচ্ছে আমাদের কলকাতার রসারোডের railway পুলের নীচের রাস্তার অবস্থার কথা। এটা যেমন অবধারিত যে বছরে একবার বৃষ্টি হবেই, তেমনি বৃষ্টি হলেই যে রাস্তায় জল জমে যাবে এবং সমস্ত গাড়ী ঘোড়া ট্রাম বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে সেটাও অবধারিত। এ বছর এক ব্যাপার হল কি আগে আমরা ঠেলা গাড়ী করে বর্ষাকালে পার হতে পারতাম, কিন্তু আমাদের পুলিশ কমিশনার ঠেলা গাড়ীর উপর চটেছেন, তিনি ঠেলা গাড়ীকে কলিকাতা ছাড়া করবেন। আর কোথাও আশা নাই দেখে আদি গঙ্গা খাল কাটার ব্যাপারে এই বাজেট সেসনে একটা কাটমোসান দিয়েছিলাম, কিন্তু সেটাও আপনি out of order করলেন। যাই হোক, এখন শুনছি সম্প্রতি ডিসেম্বর মাসে একটা conference হয়েছে Railway এবং Corporation কর্ত্তৃপক্ষ মিলে তাঁরা গবেষণা করেছেন railway bridgeটা ১৭ ফুট না ১৯ ফুট উঁচু হবে এবং টাকা পয়সা যে কি পরিমাণ দিবে। এই পুলের সংস্কার কবে যে হবে ভগবানই জানেন, আপনি হয়তো জানেন না। একটু বৃষ্টি হলেই দক্ষিণ কলিকাতা

টালিগঞ্জ অঞ্চল বাকী কলকাতা থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, সমস্ত লোক marooned হয়ে যায়। এতে যে কী বর্ণনাতীত কষ্ট ও অসুবিধা হয় তা আপনাকে নতুন করে জানানো দরকার নাই। সামান্য একটু বৃষ্টি হলেই সেই পুলের নীচে এবং এই অঞ্চলে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, ডুবে মারা যাওয়ার আশংকা দেখা দেয় এবং সেই আশংকা খুবই serious কাগজে দেখেছি শুনলে অবিশ্বাস হবে, কিন্তু কাগজেই বেরিয়েছে যে, কলকাতা সহরে রাস্তার জলে ডুবে লোক মারা গিয়াছে। এই অবস্থা প্রতি বৎসরই হবে। আমাদের কলিকাতা কর্পোরেশন এবং Government এর অবস্থা তাতে সকলে মিলে ডুবে মরাও আশংকা খুবই সাংঘাতিক, সেই দুর্ঘটনা থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্য আমি বলছি যে, লোকের extremity থেকে একটা সুড়ঙ্গ কেটে দিন যাতে আমরা নিরাপদে যাতায়াত করতে পারি, আপনারা আমাদের কাছে constructive suggestion চান, এই constructive suggestion দিয়ে আমি আসন গ্রহণ করছি।

[6-50—7 p.m.]

Shri Phakir Chandra Ray : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, গত ২ বৎসরের বাজেটে টাকা রইল ও অন্যান্য রাস্তার জন্য টাকা ধরা হয়েছিল, এবং কথা ছিল ১৯৬১ সালের ভিতর এই রাস্তাগুলি তৈরী করা শেষ হবে—কিন্তু এই বাজেটে দেখছি এগুলির কোন উল্লেখ নাই—বোলপুর বর্ধমান রাস্তার জন্য টাকা ধরা হয়েছে—এই ব্যাপারটা কি রকম হল। আশা করি মন্ত্রীমহাশয় একটু বুঝিয়ে দেবেন। অন্যান্য রাস্তার কথা দাশরথিবাবু ও রাধাকৃষ্ণবাবু বলেছেন, আমি সে সম্বন্ধে নাবলে একটা বিশেষ রাস্তার কথা বলব—যেটাকে fairwatherএ বাঁকুড়া ও বর্ধমানের মধ্যে inter district road বলা যেতে পারে। এই রাস্তার পূর্বাঞ্চলে আদালতে খুব অপরাধ হয়। সেই অপরাধ দমনের জন্য এই রাস্তাটা তৈরী করা জরুরী হলেও সরকার এখনো পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করছেন না। মন্তেশ্বর ৩ মাইল একটা রাস্তা আছে, এটার জন্য স্থানীয় প্রতিনিধিরা মন্ত্রীমহাশয়কে অনেকবার বলেছেন কিন্তু সে সম্পর্কেও কিছু করা হচ্ছে না। আগে খাসমহলের অনেক রাস্তা ছিল, এজন্য সরকার টাকা দিতেন। কিন্তু এখন সরকারও টাকাটা দিচ্ছেন না। অথবা Land Revenue Department বা District Board কেউ তার রক্ষণাবেক্ষণ করে না। তাহলে কি এই রাস্তাগুলি পিতৃমাতৃ বিহীন। এখানে যদি National Highway, State Highway policyটা পরিস্কার করে আমাদের কাছে বলেন তাহলে ভাল হবে। সামুবাজার হয়ে মোল্লারপুর State high way, সাঁইথিয়া থেকে সিউড়ী State high way, কিন্তু ইলামবাজার থেকে পানাগড় যাবার জন্য যে ৫০ মাইল রাস্তা আছে এটা State highway নয়। এরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এটা একটা arbitrary ব্যাপার। যে সমস্ত রাস্তা দিয়ে লোক চলাচল করে তাতে লোকের সুবিধা হয়, সরকারও কিছু আয় পান। বর্ধমান জেলায় কতকগুলি রুটকে বাসরুট বলে দেখতে পাচ্ছি, আর যেসব রাস্তায় বাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকা একান্ত দরকার সেসব জায়গায় নাই, যেন সেখানে এগুলির কোন প্রয়োজন নাই। মাননীয় স্পীকার মহাশয় এসব arbitrary জিনিষের অবিলম্বে সংশোধন হওয়া দরকার, তাহলে লোকের ধারণা হবে

যে পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে। কিছু কিছু রাস্তার মালিক District Board, এখন Union Board নাই, গ্রামপঞ্চায়েৎ কিছু কিছু রাস্তার মালিক—কিন্তু এদের কোন সংগতি নাই। তাই আমার মনে হয় এগুলি সরকারের নিয়ে নেওয়া উচিৎ এবং একটা plan করে ব্যবস্থা করা উচিৎ।

[7—7-10 p.m.]

Shri Jatindra Nath Sinha Sarkar : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পূর্ত্তমন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয়বরাদ্দের দাবী এখানে উপস্থাপিত করেছেন তা' আমি সমর্থন করছি। আমাদের জাতীয় উন্নতি যদি করতে হয় তাহলে সর্বপ্রথমে আমাদের রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা একান্তই প্রয়োজন। তবে কয়েক বছর ধরে আমাদের এই পূর্ত্তবিভাগ যে ধরণের চেষ্টা করছে তাতে দেখছি যে প্রতি জেলায় মানুষের চাহিদা মাফিক রাস্তাঘাট হচ্ছে এবং যার ফলে গ্রামের জনসাধারণ খুবই আশা পোষণ করছে যে রাস্তাঘাটের অবস্থা আরও ভাল হবে। আমি সংক্ষেপে যে দু-চারটা কথা বলব তার প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের সরকার বহু টাকা খরচ করে গোটা পশ্চিমবাংলায় টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে বহু রাস্তাঘাট করেছে এবং যার ফলে গ্রামের আনাচে কানাচে এর পূর্বে যেখানে লোক যাতায়াত করতে পারত না এখন তাঁরা অবাধে চলাফেরা করছে। তবে একট কথা এ প্রসঙ্গে বলব যে কয়েকটা ছোট ছোট পুল বা কালভাটের অভাবের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা যতটা সুন্দর হওয়া উচিত ছিল তা' হতে পারেনি। যদিও এই পুলের জন্য কিছু কিছু টাকা টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে প্রতি জেলার জন্যই বরাদ্দ আছে কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সেই টাকার পরিমাণ খুবই সামান্য। আমি কুচবিহারের খবর জানি সেখানে মাত্র ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে অথচ যেটা সেখানকার প্রয়োজন অনুসারে কিছুই নয়। আমার মনে হয় অন্যদিকের খরচ কমিয়ে যদি এ ব্যাপারে বছরে ১ লক্ষ টাকা খরচের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে বর্তমানে যে কাজ হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশী এবং ভাল কাজ হবে। তাছাড়া আরেকটা কথা এ প্রসঙ্গে বলতে চাই যে প্রতি বছর প্রতি জেলায় মেরামত প্রভৃতি কাজের জন্য যে টাকা খরচ হয় সেখানে আমার একটা প্রস্তাব হচ্ছে যে যদি আমাদের টাকার অসঙ্কুলান হয় তাহলে হয়ত ১।২ বছর ঐ জাতীয় মেরামতের জন্য সেই টাকা খরচ হোল এবং থার্ড ইয়ারে মেরামতের জন্য খরচ না হয়ে সেই টাকাটা টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে যদি পুলের জন্য খরচ হয় তাহলে ভাল হয় অর্থাৎ দুটো কাজই হয়ে যায়। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের পূর্ত্তবিভাগের রাস্তাগুলো পাশে কম হওয়ার ফলে দুটি গাড়ী পাশাপাশি যেতে পারে না। আমার মতে এগুলো পাশে আরও বড় করা দরকার এবং বিশেষ করে তুফানগঞ্জ কুচবিহার মহকুমা টাউনের রাস্তাগুলো পাশে আরও বাড়ান দরকার। এবং এছাড়া তুফানগঞ্জে অবধি চিতুলিয়া রোডে ৬টি পুল করা দরকার। যা'হোক এগুলির ব্যবস্থা যাতে করা হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখার অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Mangru Bhagat: माननीय स्पीकर सर,

नागराकाठा से एक सड़क बांनार हाठ को जाती हैं। उसके बीच में एक बड़ी नदी डाइना पड़ती हैं। इस नदी पर आज तक कोई भी पुल नहीं बनाया गया है। पर रास्ता बहुत ही मशहूर है। इसी रास्ते से अलीपुरदुआर भी जाया जाता है। इस एरिया में बहुत से Tribals और आदिवासी रहते हैं। इस नदी पर आज तक पुल न रहने के कारण इन्हें बड़ी असुविधा होती है। क्योंकि इस इलाके में रहने वाले किसानों और मजदूरों को साग-सब्जी खरीदने के लिए बाजार हाठ जाना पड़ता है। वर्षा ऋतु में नदी में पानी भर जाता है। डाइना नदी को पार करना बड़ा कठिन हो जाता है। इस तरह से प्रत्येक साल वर्षा ऋतु में नदी में उस इलाके के कुछ न कुछ जमीन उस नदी में डूब जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि बाजार जाते समय देखा जाता है उस समय डाइना नदी में पानी नहीं है किन्तु बाजार से सामान खरीद कर लौटने समय देखा जाता है कि नदी में पानी भर गया है। इस प्रकार नदी को पार करते समय प्रत्येक साल दो एक किसान मर जाते हैं। कई बार मंत्रीमण्डल से निवेदन किया गया कि इस डाइना नदी पर पुल बनाना बहुत ही आवश्यक है। इसके बनने से लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी परन्तु सरकार ने अभी तक कोई भी ध्यान इस ओर नहीं दिया।

कांग्रेस गवर्नमेन्ट के राज्य में इस हाउस के अन्दर बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि जनसाधारण के लिये बहुत ज्यादा रुपया खर्च किया जाता है, किन्तु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजतक कांग्रेसी राज्य में एक पुल तक भी नहीं बनाया जा सका है। ब्रटिश अमल में जो अवस्था थी वही अवस्था आज बारह वर्ष में कांग्रेसी राज्य में भी बनी हुयी है। मैं रास्ता मंत्री से अनुरोध करूँगा कि इस डाइना नदी पर एक पुल जल्द से जल्द बनाने का बन्दोबस्त करिये क्योंकि प्रत्येक साल पुल न होने के कारण एक दो आदमी मर जाते हैं।

दूसरे रास्ते के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। नागरकाटा थाना के अन्दर एक रास्ता है। वह रास्ता चम्पागुड़ी से राजग्राही होते हुये नाथुया जाता है। इस रास्ते पर अच्छी तरह से पीच नहीं किया गया है। उस पर पीच करने में कम खर्च किया गया है। इससे रास्ता पुरा पक्का नहीं हो सका है। उसको सरकार चाहती तो पक्का अच्छी तरह से कर सकती थी, किन्तु रास्ता मंत्री कुछ भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। आज सुनने में आता है कि पब्लिक, किसान और मजदुरों के लिए बहुत पैसा खर्च किया जाता है मगर रास्ता आजतक पक्का नहीं किया जा सका। डाइना नदी पर पुल तक नहीं बनाया जा सका।

दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि नागराकाटा थाना में एक हेल्थ-सेन्टर है। उस हेल्थ-सेन्टर में आम पब्लिक को जाना पड़ता है मगर रास्ता खराब होने के कारण बीमार लोगों को ले जाने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। किन्तु सरकार की ओर से उस रास्ते को पक्का करने में अभी तक कोई भी बन्दोवस्त नहीं किया गया।

एक रास्ता माल्बाजार से बाहर डिगधा को जाता है। उस इलाके में बहुत से किसान आदिवासी रहते हैं। वह रास्ता बिलकुल ही अच्छा नहीं है। अभी तक उस रास्ते पर माटी तक नहीं दिया गया। उस रास्ते को पक्का करने का बन्दोवस्त नहीं हुआ। मालबाजार का अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इससे लोगों को तकलीफ होती है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि इधर वे ध्यान दें। डाइना नदी पर जल्द से जल्द पुल बनाने की भी कोशिश करें।

एक रास्ता पानीकाटा से घूम होते हुये दार्जिलिङ् को जाता है। उस रास्ते को बढ़ाने की बात थी लेकिन अभी तक उसे बढ़ाया नहीं गया। इस लिए मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि उस रास्ते को बढ़ाने का जल्द से जल्द बन्दोवस्त करें।

Shri Hare Krishna Konar : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, রাস্তা কিছু কিছু ইংরাজ আমলেও হয়েছিল কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে তার উদ্দেশ্য ছিল তাদের শাসন ব্যবস্থা সংহত করা এবং প্রকারান্তরে তার দ্বারা জনসাধারণও উপকৃত হয়েছেন। এই আমলেও দেখছি রাস্তা তার চেয়ে কিছু বেশী হচ্ছে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে শাসনযন্ত্রকে সংহত করা এবং পণ্য বিক্রী আদান প্রদানের ব্যবস্থাকে সংহত করা তার মূল লক্ষ্য—এদিক থেকে জনসাধারণের উপকার হয় এবং জনসাধারণ উপকৃত হচ্ছেন কোন লোকে তা অস্বীকার করেন না কিন্তু যে পদ্ধতিতে এই রাস্তাগুলিকে গ্রহণ করা হচ্ছে বা এগুলির উন্নতি করা হচ্ছে সেই পদ্ধতির মধ্যে হয়তো ত্রুটি আছে বলে আমি মনে করি। কারণ বাংলাদেশে যেসব রাস্তাগুলি আছে সবগুলিকে ধাপে ধাপে উন্নত করার পরিবর্তে সরকারের সমর্থন হল কয়েকটা মাত্র রাস্তাকে গ্রহণ করে একেবারে পিচের রাস্তায় পরিণত করা। আর বাকীগুলিকে সম্পূর্ণ অবহেলিত করে রাখা হবে রাস্তা করার সুবিধা হবে ততদিন পর্য্যন্ত। আমরা সকলেই জানি যে জেলাবোর্ডগুলির যা অবস্থা তাতে তাদের পক্ষে রাস্তাগুলিকে মেরামত করা সম্ভব নয়। এর ফলে আমরা দেখছি যে রাস্তাগুলি পিচের হয়েছে তার চেয়ে আরো বেশী প্রয়োজনীয় রাস্তাগুলি খারাপ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, এর ভেতর দিয়ে এক এলাকার সঙ্গে আর এক এলাকার রেষারেষি, অস্বাস্থ্যকর মনোভাব, মন্ত্রীদের কাছে ছুটোছুটি, ধন্না দেয়া, এই থানায় রাস্তা হবে, না ঐ থানায় রাস্তা হবে এই সমস্ত কির্ত্তি চলে। এবং তার ভেতর দিয়ে শাসক পার্টির পক্ষে নিজেদের দলগত স্বার্থ সিদ্ধ করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয় এবং কার্য্যক্ষেত্রে তাই হয়েছে, সেটা অনেকে বলে থাকেন। ৫।৬টা ইউনিয়নের একান্ত প্রয়োজনীয় রাস্তা সম্পূর্ণ অবহেলিত রইলো। অথচ একটা ইউনিয়নের রাস্তা তাকে গ্রহণ করে পাকা রাস্তায় পরিণত করা হল। সুতরাং এখানে তদ্বির তদারক আর দলগত আধিপত্য ছাড়া আর কি থাকতে পারে? মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার সময় মাত্র পাঁচ মিনিট, সেজন্য আমি কেবল ২।১ টা উদাহরণ দেবো। কালনা থেকে বৈদ্যপুর রাস্তাটা ইংরাজ আমলে পাথরের রাস্তা ছিল, সেই রাস্তাকে গ্রহণ করা হল না। ডিষ্ট্রিক্ট ডেভোলপমেণ্ট কাউনসিল কয়েক বছর ধরে সুপারিশ করে এসেছেন, জানি না কেন গ্রহণ করা হল না। গত নির্বাচনের সময় মন্ত্রীমহাশয় নিজে গিয়ে বলেছিলেন ভুল হয়ে গেছে। তারপর দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক বছর ৬০।৭০.৮০ লক্ষ টাকা সেণ্ট্রাল রোড ফাণ্ড দফে দেওয়া হয়। আমরা দেখছি ১৯৫৮, ১৯৫৯ সালে কম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাকে গ্রহণ করা হল, আর যেখানে ৫০।৬০ হাজার লোকের সাবডিভিসনাল টাউনের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা ইংরাজ আমলে সেটা পাথরের রাস্তা ছিল সেটা দিয়ে বর্ষাকালে সাধারণভাবে চলা দায় হয়ে পড়েছে সরকারের অবহেলার ফলে। কালনা থেকে বাগ্‌নাপাড়া রাস্তা ইংরাজ আমলে পাথরের রাস্তা ছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে। জি, টি, রোড থেকে ভায়া দেবীপুর টু বুলবুলিটোলা ঐ রাস্তাটার জন্য ডেভোলপমেণ্ট কাউনসিল বলেছে—৭০ থেকে ৮০ হাজার লোকের বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের রাস্তা ছিল। আলু চাষের ভাল জায়গা এবং মাল যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা সেটা খুব উচু চওড়া রাস্তা সেখানে বর্ষাকালে যাতায়াত করা অসম্ভব, দুটো হেল্‌থ সেণ্টার, দুটো হাই স্কুল অথচ সেই সব রাস্তার কাজ গ্রহণ করা হচ্ছে না। সুতরাং আমি বলি যে এটা হবে বাধ্য কথা যে যে পদ্ধতি গভর্ণমেণ্ট নিয়েছেন তাতে কয়েকটা রাস্তা তাঁরা নেবেন আর কয়েকটা নেবেন না এবং নিতে গেলে স্বভাবতঃ প্রচুর লোক এসে পড়েন এবং বলেন কোনটা করলে সুবিধে হবে ইত্যাদি। সব রাস্তাগুলি এক সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব নয় তা আমরা জানি কারণ টাকারও অভাব কিন্তু আমরা বলি এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় না কেন যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা গ্রহণ করতে হবে—সবগুলি পিচের রাস্তা না করে সেগুলিকে পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিন তাহলে তো সেগুলি ৫।৭ বছর চলতে পারে। আগেকার দিনে যেমন হয়েছে তা

না করে আপনারা ঐ সেকেণ্ডারী এডুকেশন বিলের মত সব এলাকার স্কুল ঘর ভাঙ্গিয়া উন্নীত করছেন না, কতকগুলি স্কুল বেছে নিয়ে সেগুলির জন্য প্রচুর টাকা খরচ করে বিল্ডিং প্রভৃতি করছেন। আর বাকীগুলো সব পড়ে থাকছে। সেজন্য বলছি যে এগুলি দেখা দরকার এবং যেগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সেগুলো আগে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এই আমার বক্তব্য।

[7-10—7-20 p.m.]

Shri Pravash Chandra Roy: মাননীয় সভাপাল মহাশয়, মাঝের হাট থেকে শুরু করে আমতলা পর্যন্ত ডায়মণ্ডহারবার রোডের এই অংশে প্রায়ই এ্যাক্সিডেণ্ট হতে থাকে বলে আমরা বরাবর দাবী করেছি যে ডায়মণ্ডহারবার রোডকে আরও বেশী প্রশস্ত করা হোক। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে আজকে আমি একথা বলতে চাই যে যদিও তিনি ডায়মণ্ডহারবার রোডকে প্রশস্ত করার জন্য অনেক টাকা বরাদ্দ করেছেন বাজেটে আমরা দেখছি যে ১২ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ডায়মণ্ডহারবার রোডকে প্রশস্ত করার জন্য কিন্তু সেটা করা হয়েছে মাঝের হাট থেকে ৭ থেকে ১৫॥ মাইল পর্যন্ত বাদ দিয়ে অর্থাৎ ঠাকুর পুকুর থেকে আমতলা পর্যন্ত এই ৮ মাইল রাস্তাকে তিনি প্রশস্ত করার জন্য ১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় মাথা নেড়ে আমার কথা ঠিক নয় এটা বোঝাতে চাচ্ছেন কিন্তু তাঁকে আমি অনুরোধ করব বাজেট বইটা দেখতে, সেখানে লেখা রয়েছে from 7th mile to 15th mile অর্থাৎ Thakurpukur to Amtala এই অংশটা প্রশস্ত করার প্রয়োজন আছে তা আমি স্বীকার করি এবং তার জন্য টাকা বরাদ্দ করে তিনি নিশ্চয়ই ভাল কাজ করেছেন। কিন্তু মাঝের হাট থেকে ঠাকুর পুকুর পর্যন্ত বেহালার এই অংশে অত্যন্ত ঘনঘন এ্যাকসিডেণ্ট হতে থাকে, প্রায় শিশুবা মারাযায়। সেজন্য এই অংশটুকুও প্রশস্ত করার দাবী আমি করছি। বহু বছর ধরে সেই অংশটুক প্রশস্ত করার ব্যবস্থা তিনি করেননি। সেটা তাড়াতাড়ি করবেন এই অনুরোধ তাঁকে জানাচ্ছি। এই প্রশ্নের উত্তর তিনি আশা করি দেবেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ঠাকুর পুকুর থেকে রায়পুর রাস্তাটা গতবছর ৬ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা খরচ করে মেরামত করা হয়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় গত বর্ষাতে সেই রাস্তা সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে সেই রাস্তার মাইলের পর মাইল খোয়া, ইট পর্য্যন্ত উঠে বাইরে চলে গেছে এবং ১ মাস সেই রাস্তায় বাস চলাচল হতে পারেনি। ৬ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা খরচ করে যে রাস্তা মেরামত করা হল ২ মাস যেতে না যেতেই সমস্ত রাস্তাটা মাইলের পর মাইল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কি করে আপনার কাছে এ প্রশ্ন রাখতে চাই। আমি সেই অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি, আমি মনে করি শুধু আমরা নই ঐ অঞ্চলের যাঁরা কংগ্রেস কর্মী আছেন তাঁদের, এবং ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের কাছে খোঁজ নেবেন, তাঁরা একথা বলবে যে অর্ধেক টাকা চুরি হয়ে গেছে। সেজন্য আমি আপনার কাছে বলছি যে এ বছরে সেই রাস্তাকে আবার রিপেয়ার করুন। এ সম্বন্ধে আমি কয়েকবার চীফ ইঞ্জিনিয়ার আর. সি. রায়ের কাছে গিয়েছিলাম, তিনি রিটায়ার্ড হয়েছেন। কিন্তু একথা ঠিক যে এই রাস্তাকে মেরামত করার জন্য আপনার ফ্লাড স্কীম থেকে ৫ লক্ষ টাকা এবং মেণ্টেনান্স থেকে ২ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা মোট ৭ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা বরাদ্দ সত্ত্বেও আমি মনে করি ২ বছর পরে হয়ত ঐ রাস্তার পিছনে আরো কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করার প্রয়োজন হবে যেভাবে চুরি জোচ্চুরি চলেছে। সেইজন্য আমি মনে করি যে এই দুর্নীতি যদি বন্ধ না করেন তাহলে এইভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয়

হবে। এই টাকা দিয়ে যদি ঠিক ঠিকভাবে কাজ করা যেত তাহলে ঐ রাস্তাকে রক্ষা করা যেত, ঘন ঘন রিপেয়ার করতে হত না। আমি নিজে কয়েকবার ঐ রাস্তার যাঁরা ওভারসিয়ার এবং কণ্ট্রাকটর তাঁদের কাছে গিয়েছি এবং কয়েকদিন কয়েকবার ধরেছি আপনারা করছেন কি—পাবলিকের টাকাগুলি, সরকারের টাকাগুলি এইভাবে চুরি জোচ্চুরি করে শেষ করে দিচ্ছেন! আপনার কাছে অনুরোধ আপনি একটি এন্‌কোয়ারী কমিটি করুন। দাশুরথীবাবু এবং আরও কয়েকজন মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন আমিও তাঁদের সঙ্গে একমত। আমি আপনাকে অনুরোধ করব যে এই রাস্তাগুলি তদন্ত করার জন্য একটা ব্যবস্থা করুন। তারপর village co-operative scheme এর মধ্যে গোবিন্দপুর ব্রীজ দেওয়া হয়েছে, সেটা আজ পর্যন্ত হয়নি, তার ব্যবস্থা করুন। গদাখালি ব্রীজের অবিলম্বে ব্যবস্থা হওয়া দরকার, ইছাখালির ব্যবস্থা হওয়া দরকার। তারপর Third Five Year Planএ আমরা যেসব রাস্তা দিয়েছি আপনারা বলেছেন ডেভেলপমেণ্ট কমিটির মধ্যে তা পেয়েছি, সেগুলি তাড়াতাড়ি করবেন। আমি আমার ঐ অঞ্চলের কতকগুলি রাস্তার নাম দিয়েছি।

তারপর আমি কতকগুলি রাস্তার কথা বলতে চাই। টালিগঞ্জ থেকে জুলগিয়া রোড, পৈলান—নেপালগঞ্জ রোড, মৌদী—ঝিন্‌কী রোড, ঝিকিরহাট টু গোতলাহাট রোড। বাখরা হাট থেকে মহেশতলা রোড, কেতলাহাট থেকে রামনগর রোড, মুচিশা থেকে দিঘীরপাড় রোড। বাওয়ালী থেকে কুচেশদি রোড। দৌলাৎপুর থেকে সন্তোষপুর রোড, ঠাকুর পুকুর থেকে কাওরাপুকুর রোড এবং বোড়লি থেকে নেপালগঞ্জ রোড। এই কয়টা রাস্তা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে আজ পর্য্যন্ত আসেনি। আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করবো এই রাস্তাগুলি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে যাতে গ্রহণ করা যায় তার জন্য ব্যবস্থা করুন।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার দুটা দাবীকে উপলক্ষ করে যে বিতর্কের অবতারনা হয়েছে তার অধিকাংশ হচ্ছে কতকগুলি রাস্তা ও সেতু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে উন্নয়নের ভিতর যে গ্রহণ করতে পারিনি, সেই সম্পর্কে অভিযোগ। কি কারণে এই রাস্তাগুলি গ্রহণ করতে পারিনি সে কথা আমি আমার প্রারম্ভিক ভাষণে বলেছি। অজস্র রাস্তার উন্নয়ন হয়েছে এবং গ্রামাঞ্চলে খুব ভাল ভাল নতুন রাস্তা তৈরী হচ্ছে। রাস্তার সংখ্যা এত বেড়েছে যে আমোদের বর্ত্তমান সমস্যা সংকুল পশ্চিমবাংলায় তার অর্থের অনটনের দরুন ঐ সকল রাস্তার উন্নয়ন ব্যাপারে সব সময় ঠিক ভাবে হয়ে ওঠে না। তবে যতদুর সম্ভব সেদিকে দৃষ্টি রেখে আমরা রাস্তা উন্নয়নের কাজে এগিয়ে চলেছি। স্বাধীনতা লাভের দিবস থেকে আজ পর্য্যন্ত এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ পর্য্যন্ত পশ্চিমবাংলা সরকারের ৫৮ কোটী ২৮ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা রাস্তা উন্নয়ন কাজের জন্য ব্যয় করেছেন এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালের মধ্যে ৪৬ কোটী ৫২ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা ব্যয় করতে যাচ্ছেন। অবশ্য planning হিসাবে যে রাস্তা হচ্ছে সেগুলি সেণ্টারের রাস্তা, আমাদের normal বাজেটে যে রাস্তাগুলির জন্য অর্থ ব্যয় হচ্ছে, সেগুলি একত্র করে এই অঙ্ক দাঁড়ায়। এর ফলে যেখানে ১০৮১ মাইল রাস্তা পেয়েছিলাম, তার সংখ্যা বেড়ে দ্বিতীব পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে ২২৫০০ মাইলে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা যে সমস্ত রাস্তার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সেগুলি, প্রত্তিটি জেলায় আমাদের যে জেলা উন্নয়ন পরিষদ আছে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে করা হয়েছে। যদি কোন রাস্তা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রহণ করা না হয়ে থাকে তাহলে জেলা উন্নয়ন পরিষদের কাছ থেকে আমরা যে সকল অগ্রাধিকারের

তালিকা পেয়েছিলাম তার মধ্যে পড়েনি বলে। আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীভুপাল পাণ্ডা মহাশয় অভিযোগ করেছেন যে রাস্তা তৈরীর সময় নদী নালার হিসাব করা হয়নি এবং প্রয়োজন মত culvert এর ব্যবস্থা করা হয়নি ইত্যাদি ব্যাপারে। আমি তাঁকে বলতে চাই আমাদের ইঞ্জিনিয়ারগণ এই সম্পর্কে সজাগ এবং তাঁরা যে planning করুন না কেন এদিকে দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। যদি কোন রাস্তা এই রকম হয়ে থাকে যে জল আটকে গিয়েছে culvertএর অভাবে, সেটা আমার দৃষ্টিতে আসলে, নিশ্চই সেখানে নূতন culvert করে দেবো। আমি শ্রীভুপাল পাণ্ডা মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি সেখানে যদি কোন culvert না থাকার দরুন জল দাঁড়ায়, আমাকে জানাবেন। তিনি আর একটা কথা বলেছেন কোলাঘাট পুল সম্পর্কে। তিনি অভিযোগ করে বলেছেন যে কোলাঘাট রেলওয়ে ব্রীজ থাকার দরুন রূপনারায়ণ নদী মজে যাচ্ছে। অর্থাৎ তাঁর ভয় হয়েছে রূপনারায়ণ নদী মজে যাওয়ার জন্য। অপর দিকে আবার শ্রীদাসরথী তা মহাশয় ঐ পুলটি ঠিকভাবে রাখার জন্য বলেছেন। শ্রীদাসরথী তা মহাশয় আরও বলেছেন যে ডিষ্ট্রিক্ট ডেভালপমেণ্ট কাউন্সিল যে সমস্ত রাস্তা আমরা নিতে চাই, সেইগুলকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। একথা সত্য নয়। ডিষ্ট্রিক্ট ডেভালপমেন্টি কাউন্সিল যে ভাবে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, সেই ভাবে কাজ যথাসাধ্য নেওয়া হয়েছে।

[7-20—7-30 p.m.]

সদরঘাটের পুল সম্পর্কে তিনি এবারেও প্রস্তাব এনেছেন, তাঁর এই অধ্যবসায়কে ধন্যবাদ দিই। তিনি বছর বছর দামোদরের উপর পুলের দাবী জানাচ্ছেন, কেন এই সদর ঘাটে পুল করা হয়নি প্রতি বছরই তাকে উত্তরে বলেছি, তার আর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সদরঘাটে পুলের কথা উঠেছিল বৃটিশ আমলে, তখন থেকে আজকের দিনে অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে, দুর্গাপুরে ব্যারাজ হয়েছে, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনে, তার উপর দিয়ে রাস্তা হয়েছে, তারকেশ্বরের রাস্তা হয়েছে। তা সত্ত্বেও দামোদরের উপর দিয়ে বাধ ইত্যাদির ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হতে যাচ্ছে তাতে সেটা ভাল করে লক্ষ্য করে সদরঘাট সেতু নির্মান কিরকমভাবে হতে পারে সেজন্য অপেক্ষা করছি। সদরঘাটে দামোদরের উপর পুল হবে না একথা বলছিনা। তবে নদীর অবস্থা কি দাঁড়ায় এটা দেখে এ সম্পর্কে ব্যবস্থা করবো। খাগরাই খণ্ডকোষ রোড বাঁকুড়ার রাস্তার একটা অংশ, বাঁকুড়া বৰ্দ্ধমান রাস্তার কিছুটা কাজ এর ভিতর থেকে হবে, বাঁকুড়া থেকে রসুলপুর রাস্তা নির্মানের কাজে ও রসুলপুর থেকে বৰ্দ্ধমান আরামবাগ রাস্তার অংশে জরীপের কাজ চলেছে, এই অংশে দামোদরের বন্যা প্লাবিত অংশ দিয়ে গেছল বলে alignment ঠিক করা কষ্টসাধ্য। এই সম্বন্ধে জরীপের কাজ চলছে, জরীপ শেষ হয়ে গেলে রাস্তার কাজ শেষ হবে।

তারপরে অজয় নদীর পুলের কথা বলি,—ইলামবাজারে একটি পুলের প্রয়োজন হতেও চলেছে কিন্তু বিগত বন্যার ফলে আমাদের মনে হচ্ছে পুলটা আরও উচু করা দরকার, সেজন্য estimate plan design সবই পরিবর্তন করতে হচ্ছে। এজন্য সেতু নির্মাণের কাজ কিছুটা ব্যাহত আছে, এখন আবার আরম্ভ হবে। কাটোয়ায় Contructorএর Tender নিয়ে সর্ত্ত মানেনা বলে তিনি অভিযোগ করেছেন, যদি কোন concrete Instance দিতে পারেন নিশ্চয়ই তার তদন্ত হবে এবং দেখবো, যথাসাধ্য ব্যবস্থা নেব। ঘুষকরা রাস্তা সম্পর্কে এবং বৰ্দ্ধমানের কুসুম গ্রামের রাস্তা সম্পর্কে কাজ চলেছে, এগুলি সম্পর্কে যে সব অভিযোগ করেছেন তার সম্বন্ধে enquiry করবো, অনুসন্ধান করবো। শ্রীযুত কানাই ভট্টাচার্য্য কর্মচারীদের কথা

তুলেছেন। আমি আমার প্রারম্ভিক ভাষণেই বলেছি যে শতকরা ৮০ ভাগ permanent করেছি, কিছুটা বিলম্ব হয়েছে কারণ আমাদের Recruitment Rules পরিবর্তন করতে হয় এবং এই সম্পর্কে পি, এস, সির সঙ্গে আমাদের পরামর্শ করতে হয়। Public Service Commisioner এর সঙ্গে পরামর্শের পর Cabinet decision নিয়ে এগুতে হয়েছে। ১৯৫৯ সালের আগষ্ট মাসে Revised Recruitment Rules Published হয়েছে, সেদিন থেকেই শতকরা ৮০ ভাগ post permanent হয়েছে। যে সব Engineer permanent হওয়ার কথা তাদের কিছু কিছু বাদ থাকতে পারে কেন না এ বিষয়ে কতকগুলি formaleties আছে। সেই formaleties গুলি ঠিকমত হয়ে গেলে তারা permanent হবে এবং ১৯৫৯ সালের আগষ্ট থেকেই তারা permanent হবে।

Work charged staff সম্বন্ধে কথা তুলেছেন, ৭।৮ শত নয়, ১০০৫ টি work charged staff আমরা permanent করেছি।

যেখানে আগে একটীও ছিল না। এই যে work charged post করলাম, যাঁরা permanent হবেন, তাদের সকলকে আমরা করতে পারিনি। তার কারণ এই work charged staff এর অনেকেরই কোন Service Book ছিল না কবে তারা সার্ভিসে Join করেছে ইত্যাদি অনেক কিছু আমাদের এখানে work charged staff ছিলেন roads এ চলে গেছেন কেউ, ওখান থেকে কেউ আবার এখানে এসেছেন নানা গোলমাল একেবারে temporary ছিলেন। আমাদের establishment এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না বলে, তাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু সংগ্রহ করতে হচ্ছে। যেদিন work charged post permanent হয়েছে যাঁরা যাঁরা permanent হবেন সেদিন থেকে তাদেরও effect দেওয়া হবে।

আর একটি কথা তিনি বলেছেন, উলুবেড়িয়া Forest Bridge সম্বন্ধে। তা হচ্ছে Irrigation Canelএর উপর। Irrigation Department এই bridge সম্পর্কে একটা plan estimate তৈরী করেছিলেন। কিন্তু এই সম্পর্কে একটা মামলা চলছে বলে Irrigation Department আর কিছু করতে পারেন নি।

মাননীয় গোবর্ধন দাস—তিনি রামপুরহাট মোল্লারপুর বাজার রাস্তা সম্পর্কে কথা তুলেছেন, তার প্রয়োজনীতার কথা বিশেষভাবে তিনি বোধ করেছেন। তার সেই প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমিও একমত। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। এই রামপুরহাট মোল্লারপুর বাজার রাস্তা সম্পর্কে ক্ষতিপূরণের কথা তোলা হয়েছিল। ৭৫ হাজার টাকার estimate পেয়েছিলাম, সেই estimate sanction করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সেই টাকা বিলি হয়েছে। আরো ৬৩ হাজার টাকার estimate সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে। তা আমরা শীঘ্র মঞ্জুর করে দিচ্ছি।

সীতারাম বাবু তুলেছিলেন ব্যারাকপুর কাঁচড়াপাড়া রাস্তা, কল্যানী নয়, আমাদের ঘোষপাড়া রাস্তা সত্যিই traffic এর যা চাপ, সেই অনুসারে রাস্তাটী সরু। কিন্তু সে রাস্তাটী চওড়া করার কোন উপায় নাই। দু-দিকে যে রকম ঘন বসতি, দালানও ঘন ঘন তাতে রাস্তাটী চওড়ার কোন সুযোগ ওখানে নেই বলে আমরাই রেলওয়ে লাইনের অপর পারে আর একটী নূতন চওড়া রাস্তা ব্যারাকপুর থেকে কল্যানী পর্য্যন্ত নির্মাণ করবার সংকল্প করি এবং এই সম্পর্কে

প্রারম্ভিক ভাষণেও বলেছি—প্রথম কিস্তী হিসেবে ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করে দেওয়া হয়েছে। এই রাস্তা সম্পর্কে জরীপ ইত্যাদি কাজ সুরু হচ্ছে। এখন এই ঘোষপাড়া রাস্তাটী কতটুকু improve করা যায়, সেই সম্পর্কে দেখছি।

শ্রীযুক্ত বসন্ত চাটার্জী মহাশয় বলেছেন, বালুরঘাট রায়গঞ্জ যে হাসপাতাল আছে, সেখানে electric connection নাই। যে electric installation আছে সেখান থেকে আর বেশী লোক bed নিতে পারবেন না। হাসপাতাল দুটীকে সেইজন্য electric connection দেওয়া হয় নাই। সেখানে State Electricity Board যে installation করেছে, তাতে আর extra bed দিতে পারছে না। সে অবস্থা তাদের নাই।

সোমনাথ লাহিড়ী মহাশয়, টালীগঞ্জ over bridge এর কথা বলেছেন এই টালীগঞ্জ over bridge টা কতটা আরো উচু করা প্রয়োজন, সে সম্পর্কে বারে বারে place করেছি Railway বোর্ডের কাছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার রেলওয়েকে অনেক লেখালেখির পর রেলওয়ে এগিয়ে এসেছেন; উনি ও তা জানেন একটা Conference ও হয়ে গেছে। আমি যা খবর পেয়েছি শীঘ্র railway line কে উচু করা হবে এবং ও রাস্তাটীও প্রশস্ত করা হবে। আরো তিনি যে Tunnel সুড়ঙ্গ করে দেবার কথা বলেছেন, এমনিতে রাস্তায় জল দাড়ায়, জলে ভরে থাকে।

শ্রীযুক্ত প্রভাস রায় ডায়মণ্ড হারবার রোডের কথা বলেছেন। ডায়মণ্ডহারবার রোড প্রশস্ত করা হচ্ছে, তার জন্য টাকা বরাদ্দ হয়েছে। উনি দেখিয়েছেন বেহালা Portion এর জন্য প্রচুর টাকা বরাদ্দ করেছি। আমি প্রারম্ভিক ভাষণে যে কথা বলেছি—বেহালা Portionটী সম্পর্কে survey চলেছে। দু-দিকের বাড়ীগুলির দখল নিতে হবে। তার জন্য Plan estimate ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে।

[7-30—7-40 p. m.]

বেহালা রোডের কাজ আরম্ভ হয়েছে ও Central Road Fund থেকে প্রয়োজনীয় অর্থও দেওয়া হয়েছে। মাজের হাট ব্রীজের কথা আমি আমার প্রারম্ভিক ভাষণে বলেছি। ঠাকুরপুকুর রায়পুর রোড, তখন যে road specification ছিল সেই ভাবেই করা হয়েছে এবং তখন এটা অনুভব করা যায়নি। তা ছাড়া প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থের অনটন ছিল অথচ অনেক রাস্তা আমাদের নেওয়ার দরকার ছিল তারই ঐ specificationএ রাস্তা তৈরী করা হয়েছিল। পরে দেখা গেল এই রাস্তায় যে ধরণের traffic চলে তাতে অন্য ধরনের রাস্তা করা উচিত ছিল। এবং এখানে Soil condition ও খারাপ বলে এই রাস্তা নূতন করে করার প্রচেষ্টা চলছে। এই কথা বলে এখানে যে সমস্ত cut motion বা ছাটাই প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছে তার আমি বিরোধীতা করছি।

Mr. Speaker : I shall deal with Grant No. 34 first and then Grant No. 46. Division is wanted in cut motions Nos. 2 and 34 in Grant No. 34. Therefore, I put all the other cut motions to vote.

All the other cut Motions were then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Najor Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grunt No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Mangru Bhagat that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhuban Chandra Kar Mahapatra that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Pramatha Nath Dhibar that the demant of Rs. 4,54.65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Elias Razi that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sitaram Gupta that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Work", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobardhan Das that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50 Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gangadhar Naskar that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Work", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motiou of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Work", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gopal Basu that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 10 ', was then put and lost.

The motion of Shri Narayan Chobey that the demand of Rs. 4,54,65,00 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Ciuil Works", b reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 4,54,65,000 fo expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduce by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50 Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Mihirlal Chatterjee that the demond of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhakta Chandra Roy that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The metion of Shri Monoranjan Haza that the demand of Rs. 4,54,65, 000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Chaitan Majhi that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Mullick Chowdhury that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Graut No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jamadar Majhi that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Mtjor Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Taher Hussain that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Natendra Nath Das that the demand of Rs. 4,54, 65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay that the demad of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 4,54,65, 000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Tarapada Dey that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works" be reduced by Rs. 100,

was then put and a division taken with the following result :—

NOES—122

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhyay, Shri Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Jamadar
Hembram, Shri Kamala Kanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswardas
Jana, Shri Trityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Mirza, Janab Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutful Haque, Janab
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Shri Baidya Nath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri DhwajaDhari
Moudal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ramlochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Naskar, Shri Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radha Krishna
Pal, Shri Rasbehari

Pati, Shri Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Prodhan, Shri Trailokya Nath
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santigopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durga Pada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

AYES—53

Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bhaduri, Shri Panchu Gopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri, Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Harekrishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Amarendra
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhrn
Panda, Shri Basanta Kumar
Prasad, Shri Ramashankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 53 and the Noes 122 the motion was lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50—Civil Works" be reduced by Rs. 100,

was then put and a division taken with the following result :

NOES—122

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Shayma Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Shyamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Jamadar
Hembram, Shri Kamala Kanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswardas
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Khzem Ali Mirza, Janab Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutful Haque, Janab
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahata, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Janab
Mondal, Shri Baidya Nath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhwajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ramlochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath

Murmu, Shri Matla
Naskar, Shri Ardhendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radha Krishna
Pal, Shri Rasbehari
Pati, Shri Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Ranajit Kanta
Prodhan, Shri Trailokya Nath
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santigopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durga Pada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

AYES—54

Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bhaduri, Shri Panchu Gopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chahdra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Harekrishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Majhi, Shri Gobinda Charan
Kajumdar, Shri Apurba Lal
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Amarendra
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Prasad, Shri Ramashankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 54 and the Noes 122 the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta that the demand of Rs. 4,54,65,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50-Civil Works'.

was then put and agreed to.

(All the cut motions under Grant No. 46, except cut motion No. 16 on which division would be taken were then put en bloc to vote and lost.)

The motion of Shri Natendra Nath Das that the demond o Rs. 9,12,99,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "81 Capital Account of Civil Works outsidide the Revenue Account", be reduced by Rs. 100. was then put and lost.

The motion of Shri Samar Mukhopadhyay that the demand of Rs. 9,12,99,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "81-Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sisir Kumar Das that the demand of Rs. 9,12,99,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "81-Capital Account of Civil Works outside the revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Pravash Chandra Roy that the demand of Rs. 9,12,99,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "81-Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 9,12,99,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "81-Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs.9,12,99,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "81-Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was than put and lost.

The motion of Shri Tarapada Dey that the demand of Rs. 9,12,99,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "81-Capital Account of Civil works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 9,12,99,000 for expenditure under Grant No, 46, Major Head "81-Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account", be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Kumar Mullick Chowdhury that the demand of Rs. 9,12,99,000 for expenditure under Grant No. 46, Major Head "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account" be reduced by Rs. 100,

was then put and a division taken with the following results :—

NOES—120

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Janab
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Shyama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharyya, Shri Shyamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Shri Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Sri Durgapada
Das, Shri Gokul Behari
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Sanka
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Janab S. M.
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Janab
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Jamadar
Hembram, Shri Kamala Kanta
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswardas
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Janab
Kazem Ali Mirza, Janab Syed
Khan Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutful Haque, Janab
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Janab
Majhi, Shri Budhan
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin Janab
Mondal, Shri Baidya Nath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Dhwajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Janab
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ramlochan
Mukherji, The Hon'ble Ajoy Kumar

Mukhapadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhobadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Naskar, Shri Arddendu Sekhar
Naskar, The Hon'ble Hemchandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radha Krishna
Pal, Shri Rasbehari
Pati, Shri Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Platel, Shri R. E.
Pramanik, Shri Ranajni Kanta
Prodhan, Shri Trailokya Nath
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santigopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durga Pada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Janab Mohammad
Zia-Ul-Huque, Janab Md.

AYES—54

Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bhaduri, Shri Panchu Gopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Dhibar, Shri, Pramatha Nath
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Harekrishna
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Majhi, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Amarendra
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar

Prasad, Shri Ramashankar
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Provash Chandra
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 54 and the Noes 120 the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta that a sum of Rs. 9,12,99,000 be granted for expenditure under Grant No. 46, Major Head "81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account"

was then put and agreed to.

Mr. Speaker : The honourable members know that tomorrow is the date fixed for election to the Rajya Sabha and that will take place from 8 a.m. to 2 p.m. Therefore, some time will be taken for disposing of that matter. The House will meet tomorrow at 3-30 p.m.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 7-40 p.m. till 3-30 p.m. on Thursday the 24th March, 1960, at the Assembly House, Calcutta.

Vol. XXV—No. 2

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-fifth Session

(February-April, 1960)

(From 7th March to 25th March, 1960)

Part 15

(24th March, 1960)

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the
West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

Price—Indian, Rs. 1·25. nP; English, 1s. 10d.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

THE ASSEMBLY met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday, the 24th March, 1960, at 3-30 p.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble BANKIM CHANDRA KAR) in the Chair, 16 Hon'ble Ministers, 12 Deputy Ministers and 204 Members.

[3-30—3-40 p.m.]

GOVERNMENT BUSINESS
FINANCIAL

Budget of the Government of West Bengal for 1960-61

DEMANDS FOR GRANTS

Major Head : 42—Co-operation

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 65,58,000 be granted for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation."

Sir, the word "co-operation" etymologically means co-operation among people. Co-operation, that is to say, group of people meet for common purpose, act for common objective without coercion or compulsion on anybody's part and they achieve common object by voluntarily working together. That is the real objective of co-operation. The other meaning of the word "co-operation" would be that any group of people working together for any common purpose would be co-operation. In this State I might give a brief resume of the trend of the movement for the information of the membe,s. This movement in West Bengal can be conveniently divided into four distinct phase. The first phase roughly covering the period between 1904 and 1929 and may be referred to as a period of growth, expansion and diversification. You will recall at that period that there was a great deal of commotion amongst the people of this province which made people think how to safeguard matters affecting the common welfare. The second phase between 1929 and 1947 may be looked upon as the period of depression and withering occasionally marked by sporadic and unco-ordinated official attempts at reorientation. The third phase between 1947 and 1955—1956 represents the period of rehabilitation of the movement from the shattering effects of the second world war and of the

partition of Bengal. We are now in the fourth phase in which the entire co-operative movement has to be recast and reoriented, rationalised and strengthened with a view to put it in line with the objective of the plans that are being carried in different parts of the country and also having regard to the recommendation of the all India rural credit survey made 3 or 4 years ago.

In 1904 the Co-operative Credit Societies Act was passed and thus the co-operative movement started in India. The movement was at first confined to the formation of primary credit societies until in 1912 the Central Co-operative Societies Act was passed. This opened the way for extension of the co-operative form of organisation so as to cover activities other than credit societies and sectors of economic activities were covered and federal societies and the Central Co-operative Banks and the Provincial Banks came into existence. You will all recall that there was a countrywide—why countrywide—worldwide economic depression in the thirties. It had its effect on the movement in this State also and there was a set back. Hardly had the effects of the economic depression passed on when the second world war and the Bengal famine embarrassed the movement. There was an artificial boom in the activity of the co-operative movement, particularly the movement of the multi-purpose societies which were set up as mushrooms during the war period under State patronage extended mainly to the field of distribution of controlled commodities. But as soon as this patronage was withdrawn after removal of control with the cessation of hostilities, most of the societies withered away as the economic misfortune came in the wake of the partition of Bengal which dealt a death blow to the co-operative movement in Bengal. As a result of the partition the number of co-operative societies in West Bengal was reduced to 13,000 out of which 9,500 were credit societies and the rest were non-credit societies. The Provincial Bank which had a very large investment in East Pakistan suffered a great deal. I believe the total amount that it suffered is to the tune of 20 crores, and although the majority of investment was in Pakistan, the bulk of the depositors belonged to West Bengal. The Central Co-operative Banks also particularly those on the border areas, were embarrassed on account of their Pakistan investment turning bad.

Co-operative efforts in the post-independent period were mainly concerned with the rehabilitation of the movement rudely shaken by the partition rather than with any ambitions measure for reconstruction and development. This account is necessary in order to appreciate how in this state co-operative movement was delayed in its appearance and in its development. In order to forestall an apprehended run on the Provincial Bank by its depositors in West Bengal the State Government came forward with an offer of 1.24 crores to pay the Provincial Bank for meeting its losses in Pakistan and for restoring the confidence of its shareholders and depositors. You will recall that another 4 lakhs was given by the Central Government to the Provincial Bank for meeting the rest of the losses of the Provincial Bank.

[3-40—3-50 p.m.]

The Provincial Bank could not have averted an inevitable collapse but for his timely aid. In 1949-50 as the Provincial Bank was not in a position to extend credit to the Central Bank or the Central Bank to Primary Societies the State Government also made arrangements with the Reserve Bank of India to extend financial accommodation to the Provincial Bank to enable it to pass down seasonal agricultural loans for protective purposes through the Central Bank and through the affiliated Primary Credit Societies against State Government guarantee. Beginning with a loan of Rs. 50 lakhs in 1949-50 under the crop loan programme the Provincial Bank had been receiving incerasing accommodation from the Reserve Bank of India year after year on the guarantee of the State Government. In 1956-57 the total amount given is Rs. 1.02 crores as crop loan, Rs. 1.50 in 1957-58, in 1958—59, 1.80, crores, as short-term crop loan and a crop loan of Rs. 2.50 crores has been sanctioned in favour of the Bank by the Reserve Bank of India for the year 1959-60, out of this credit a sum of Rs. 59 crores has already been issued till February, 1960. The bulk of the loan is distributed during the period April to June. It is refreshing to note that within the last 5 or 6 years crop loan that has been issued by the Reserve Bank through the Provincial Bank recovery has been very good in the year 1954-55. In 1955-56 the actual amount that was given was recovered. In 1956-57, 1 per cent was not recovered; in 1957-58, 4 per cent was not recovered; and in 1958-59, less than 10 per cent was not recovered. Mind you these recoveries took place without any certificate procedure, or any attempt to coerce the Co-operative Societies. The Societies gave the money out of their own earning. At the primary level credit and non-credit societies were gradually revived and activated and where possible new societies were organised. At the end of the year, i.e. on the 30th June, 1959, there were 19,771 Co-operative Societies in West Bengal with a total membership of 16.98 lakhs and a total working capital of 45.59 crores. 32 per cent of the population of the State is now served by co-operative organisations in one form or another. Meanwhile the report of the All India Rural Credit Survey was published in 1954. The recommendations were accepted by the Second Indian Co-operative Congress held at Patna in March, 1955, and at the State Ministers' Conference held in Delhi in March-April, 1955. The Planning Commission accepted the recommendations and under the Second Five-Year Plan co-operative development schemes based on these recommendations were drawn up in all States and the Agricultural Credit Department of the Reserve Bank of India came forward and gave advice and guidance to the co-operative movement in the country.

They suggested that instead of there being 40 or 48 Central Banks in West Bengal, there should be 17 Central Banks and one Provincial Bank and instead of there being a large number of small primary societies, we should have large societies. The Second Five-Year Plan in the co-operative sector envisage a

target of Rs. 150 crores as short-term loans, Rs. 50 crores as medium-term loans and Rs. 25 crores as long-term loans towards meeting, at least partially, the rural credit requirements of our country at the end of the Five-Year Plan, i.e., by 1961-62. The corresponding targets for West Bengal have been fixed at Rs. 6 crores, Rs. 2 crores and Rs. 1 crore respectively. It was then suggested by the All-India Credit Survey Committee that there should be in India at the end of the Second Five-Year Plan 10,000 large-sized credit societies, 1,900 large-sized marketing societies, 350 Central and State Warehouses, 35 co-operative sugar factories and 118 co-operative processing societies, the corresponding targets for West Bengal being 1,100 large-sized credit societies, 103 large-sized marketing societies, 30 Central and State Warehouses, 1 co-operative sugar factory and 10 co-operative processing societies.

There is another very important recommendation made by the Credit Survey Committee and that is that there should be more intimate association of the State with the co-operative movement. The State's way of help has been, they said, to over-administer and under finance.

Sir, the main recommendations of the Credit Survey Committee were that there should be : (1) State partnership at all levels on equal terms and privileges; (2) integrated schemes of credit and marketing operations: (3) expansion of co-operative training and education both amongst officials and non-official co-operators ; (4) nationalisation of the Imperial Bank of India towards State association with commercial banking and giving it a rural bias ; and (5) State participation in the organisation of public warehouses for promotion of storage and warehousing on an all-India scale. These recommendations were borne in mind in formulating the Co-operative Development Schemes in West Bengal. These Development Schemes were, therefore, framed containing 11 Schemes of different types, covering all the points that have been mentioned above. Of course, these schemes do not exhaust the whole of our "Plan Schemes", so far as Co-operation is concerned. We have to think in terms of developing handloom and other industrial co-operatives in conjunction with the All-India Handloom Board, the Khadi and Village Industries Commission, the All-India Handicrafts Board, etc., although they are outside the Plan expenditure.

Sir, the main purpose for which all these investigations and suggestions were made, as has been repeatedly stated from various quartars, is to increase production. Everybody is now agreed that the success of the Plan, the economic statibility of the State, depended upon increased production. The cultivators today, after the Estates Acquisition Act and the disappearance of the landlords, have no resources to fall back upon. They cannot purchase things, such as manure and other items, which are essential for cultivation.

[3-50—4 p.m.]

The average cultivator has got land which is small in quantity and probably dispersed in different parts, each fragment being an uneconomic unit.

Therefore, agricultural operations become difficult and production suffers. The whole purpose of having co-operatives, particularly in the agricultural sector, therefore, is to ensure better production. In 1946 a Co-operative Planning Committee of the Congress accepted the definition of "co-operative farming" as equal to joint farming. The words "co-operative farming" have not been difined in any Act or rule except what is laid down casually in some place or other. Today, on making enquiries we found that there were some forms of co-operatives in West Bengal. There are 135 better farming societies, 56 joint farming societies, 14 collective farming societies and one tenant farming society. But all of them are more or less decadent and lifeless. As you are aware, the Nagpur Congress laid down that the co-operative joint farming should begin with a State where there should be joint service society. In this State we have, therefore, formulated a new scheme the underlying principle of which is that in all types of co-operative work there should be a service and marketing co-operative unit attached to a production co-operative unit. The idea is that a production unit usually consists of a large number of workers who may be very able or capable but who have neither the money nor perhaps the intelligence to carry any industrial pursuit, nor do they have knowledge of the places at which they can get proper raw material of the standard quality or the market in which they can sell the goods in a proper way at a proper price. They lack all those though they may be good at particular part of the work; they may be able to produce certain things. If you take the question of production of foodgrains they may produce foodgrains, they may know when to put the seed in the soil or how to get the foodgrains properly developed and so on but they may not know where to get the proper seed, how to choose the proper seed, where to get the fertilisers from, or what is the type of fertiliser that should be used in a particular soil—whether it is morum soil, whether it is acid soil—what type of fertiliser should be used and in what quantity. They have a certain amount of knowledge more or lees gathered from experience but not the technical knowledge-nor do they know where to get the proper fertiliser—nor do they have the resources by which they can buy fertilisers in sufficient quantity to be able to use the same at the time when it is needed. Similarly, with regard to the question of irrigation, a little money spent at a particular time either to de-water a particular place or to put a little water in a particular place would perhaps increase the quantity of production but that may not be possible for want of money of the individual cult vator.

It has to be seen about the income of certain marketing societies along with the producers' co-operatives in the field of agriculture and industrial production. The function of service-cum-marketing co-operatives will be to supply not in cash but to supply necessary raw materials, machineries and technical facilities to the producers' co-operatives, to provide for storage of supplies and finished goods and to arrange for marketing of produce of producers' co-operatives. If it is a question of industrial co-operative, the producer should know the design

which would be taken to the marker and he should know to produce goods which will have the best market and therefore that design in that particular direction ought to be taken into consideration. Now it is being increasingly realised that the promotion of cottage and small-sale industries in this country will have to be developed largely through co-operative organisations so that low capital investments may be reconciled with higher potentialities for employment. Past experience has shown that, left to themselves, the artisans are hardly able to secure raw materials of good quality at reasonable prices for their work and to dispose of their finished goods in the competitive market at any but subsistence leval prices. It has often been found that the middleman forces the actual producers to give him the finished goods which are often even below the cost price perhaps because the men cannot hold out long the goods that they produce. Contact with markets whether at the supply end or at the disposal end had never been their job and they are used to be well content to leave this job to be tackled by the middlemen who had the same relations with these artisans as the village moneylenders had with the rural agriculturists. For this reason industrial co-operatives formed exclusively for artisans could not make much headway as business proposition in spite of working capital assistance being available from time to time. At the present moment the approach would be in order that they might get raw material at the proper market in the proper price. Industrial co-operatives formed exclusively for artisans could not make much headway. It is now, therefore, proposed that a network of producers' eo-operatives should be linked up with service-cum-marketing co-operatives relating to a particular industry for more co-ordinated, efficient and business-like co-operatives. This is even more important with regard to industrial co-operatives. Often I have found that men who have been encouraged to go into cottage industry have not been successful because they not only do not know the sources of raw materials where they are available and where the finished goods can be sold at a particular price but they also do not know the technique of the industrial production which requires training Industrial co-operative arrangements will enable the sevice-cum-marketing co-operative to get the proper training of those people for the particular purpose.

[4—4-10 p.m]

Schemes to this effect have already been drawn up for reorganising the handloom weavers' co-operative organisations and leather worker' co-operatives. I can give you one example of what is happening today. There are some service co-operatives which supply raw materials as well as the designs to several weavers, co-operatives. They give training to the workers by their own trainers. They do not give training in any institute. They send raw materials to the homes of the workers and there they get the raw materials turned into finished goods, take them away and sell the goods in competitive price. The same thing is happening in Jay Engineering Works with regard to some of the items.

In the agricultural sector also we have started organising village producers co-operatives affiliated to the State partnered Societies for supplying seeds, agricultural implements, storage and marketing facilities. The idea is that while the service-cum-marketing branch of the co-operative will be a small body in which Government will, for a time, be a party, Government will gradually withdraw from that co-operative as the co-operative becomes more and more efficient until the co-operative itself will do the whole job. The present position of the co-operative movement in our State can only give us hope that in future it will be even better. The total number of present co-operative societies in the State of West Bengal as on 30th June, 1959 was 19,771 with a membership of 16.98 lakhs and a total working capital of 45.59 crores. The movement now, as I have stated, covers 32 per cent of the population of West Bengal. Deposits of all types increased from a total of 20.88 crores in 1957-58 to 24.29 crores in 1959-60. Now just consider what it means. In one or two years' time the total deposit has increased by about four crores. I am not talking of big people. I am talking of small people, people who do not earn much, but still it shows how through co-operatives also you can conserve and make capital formation even in the village areas. The increase in deposits to the tune of 3.41 crores in the context of increasing competition in the investment market is clearly an indication of the great popularity of the movement. The volume of credit issued during the year 1958-59 increased to 26.95 crores out of which the total volume of short-term agricultural credit issued during this year was 2.27 crores. The number of village primary credit societies increased to 12,868 with a membership of 565,572. The total amount of loan issued by this society during the year was 2.27 crores. In future when this joint service-cum-marketing society comes into being this amount of loan which is now being given in the form of cash will be given in the form of raw materials. The urban co-operative societies represent the strongest section of the movement in the State with a total membership of 6.40 lakks and a working capital of 26.55 crores. These societies depend entirely on their own finances and account for approximately 58 per cent of the total working capital of the entire movement of the State. We have 118 grain banks with a total membership of 21,223 and an aggregate working capital of Rs.8.77 lakhs. These banks which issue paddy loans to members in times of distress are proving to be of considerable value and assistance to the tribal population. Liberal assistance in the shape of grants amounting to Rs. 1.88 lakhs has been provided to them during the year under review.

Milk and dairy co-operatives and fishermen's co-operatives have also accelerated their pace of progress and are becoming of increasing advantase to both the producers and the consumers of this State. Central fishermen's societies are being organised in the districts for obtaining leases of Government acquired fisheries and working them through affiliated primary societies towards economic betterment of the fishermen community.

Co-operatives are also playing their part in providing accomodation to middle-class people through housing co-operatives. There are 150 housing co-operative societies with working capital of more than Rs. 83.99 lakhs and a membership of more than 21,000. These societies have helped the members in securing building sites besides providing loans, building materials and technical advice. Loans on liberal terms are being provided for these societies under the Low Income Group Housing scheme.

There is an increasing tendency on the part of skilled workers, artisans and handicrafts men in taking to the co-operative method in solving their common problems and in developing their respective industries. The number of industrial co-operatives has increased to 1,602 societies in the year. Pottery, conch-shell works, silk reeling, tal gur, handpounding of rice, biri manufacturing, toy making, brick and tile making, shoe and leather goods making, manufacturing of aluminium utensils and sewing machines, to mention a few, are some of the type of small industries organised on co-operative basis during the year. The largest group among industrial co-operatives, the handloom weavers' co-operatives are playing a significant role in improving the economic position of the weavers and also providing increasing facilities for employment in the rural sector. State assistance in the shape of loans and grants and technical guidance are being liberally provided wherever possible for these organisations. I would conclude by saying that all our development plan schemes mentioned earlier are now being recast suitably with an eye to speedy implementation of the general pattern of linking service-cum-marketing co-operatives with producers co-operatives. Co-operative banks are being reorganised in order to enable them to finance service-cum-marketing co-operatives for purchase and supply of raw materials and other aids to production and for marketing societies are being reoriented to conform to this new productive line up. You will recall that for warehousing co-operative large sums of money have been given for the purpose of constructing warehouses in different areas and these warehouses will be of very great use for storing purpose of finished goods of the different organisation. Departmental officers and non-official co-operators are being trained to give effect to this new idea instead of being tied down to the orthodox and outdated notions of credit and non-credit societies. Government policies are also being re-shaped to make the new experiment take root and burgeon into a big and sturdy movement towards higher economic prosperity and deeper co-operative solidarity.

Shri Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguli: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Mr. Speaker: Cut motion 38 is out of order. The rest are taken as moved.

Shri Basanta Kumar Panda: Sir, I begto move that the demand of Rs.65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced be Rs. 100.

Shri Ajit Kumar Ganguli: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42-Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs 100.

Shri Phakir Chandra Ray: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Pramatha Nath Dhibar: Sir. I beg to move that the demand of Rs. 65.58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Maji: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Dr. Ranendra Nath Sen: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Haran Chandra Mondal: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Haldar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Renupada Halder: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Sisir Kumar Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Shaikh Abdulla Farooquie: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das: Sir, I beg to move that the demand o Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Samar Mukhopadhyay: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhakta Chandra Roy: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Dr. Dhirendra Nath Banerjee: Sir, I beg to meve that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mullick Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Ledu Majhi: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Benoy Krishna Chowdhury: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Sunil Das: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Deo Prakash Rai: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar: Sir, beg to move that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditture under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Monoranjan Hazra: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Chandra Bhandari : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100.

[4-10—4-20 p. m.]

Shri Benoy Krishna Chowdhury :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কো-অপারেটিভের গুরুত্ব সম্পর্কে এখন অনেক কথা শোনা যাচ্ছে এবং কো-অপারেটিভকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্য্যন্ত কো-অপারেটিভ সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। ১৯৫৯ সালের আগষ্ট মাসে নয়াদিল্লী বিজ্ঞান ভবনে কো-অপারেটিভ সম্পর্কে যে সেমিনার হয় তার কথা এখানে প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ল যখন মুখ্যমন্ত্রী নানা সংখ্যাতত্ব ও সদস্য সংখ্যা ইত্যাদির কথা বলছিলেন—সেখানে তাঁরা বলেছেন,—

"Co-operative movement in India displays impressive statistics regarding number of societies registered, membership enrolled, capital invested and business concluded. But the quality and content of the movement can be determined only by evaluating the existing societies as well as their environment in terms of co-operation ideologicals and principles."

তাঁরা বলেছেন যে, এর সবচেয়ে বড় ও প্রধান টেষ্ট হচ্ছে ক্রেডিট সোসাইটির সংখ্যা। এই ক্রেডিট মেটারে তাঁরা বলেছেন সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে যে টার্গেট ছিল তা থেকে শর্ট-টার্ম ক্রেডিটে ৩০ কোটি থেকে ১৫০ কোটি, মিডিয়াম ক্রেডিট ১০ কোটি থেকে ৫০ কোটি এবং লং-টার্ম ক্রেডিট ৩ কোটি থেকে ২৫ কোটিতে তুলবেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি মাত্র বছর বাকী আছে শেষ হতে। তাঁরা একটা বড় চমৎকার কথা বলেছেন—

Unless discussion has taken place about the method and mode of making credit available to the cultivator. Government agencies intended to supervise and control the supply of agricultural credit have multiplied, but the supply of credit itself, however, is no where in sight.

এই যে ক্রেডিট দেওয়া হবে তার সুপারভিশন এবং তার নানাবমক কষ্টের ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু আসলে ক্রেডিট কত বেড়েছে সেই হিসাবই পাওয়া যায় না। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমরা জানি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক যখন ষ্টেট ব্যাঙ্ক হিসাবে ন্যাশানালাইজ করা হল তার একটা মূল উদ্দেশ্য ছিল—গ্রামাঞ্চলে যাতে ক্রেডিট এবং রুর‍্যাল ব্যাঙ্কিংএর সুবিধা দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত ষ্টেট ব্যাঙ্ক সেই ফাংকশন করছে না, এখন পর্য্যন্ত মেইনলি তারা কমার্শিয়াল এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সাইডে নিয়োজিত। মন্ত্রী মহাশয় এখানে সব কথা যেভাবে জড়িয়ে বললেন তাতে অনেক কথাই বুঝা যায় না। ১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত ফিগার যা আমি পেয়েছি তাতে দেখছি পশ্চিমবঙ্গে গ্রামের সংখ্যা ৩৫ হাজার ৬৩, সমবায় ঋণদান সমিতি ১১, ১২৫, তাহলে পর প্রতিটি তিনটা গ্রামে একটা সমিতি। এই সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কার্য্যকরী মূলধন নিয়ে, কার্য্যকরী মূলধন হচ্ছে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ, এবং মূলধন না নিয়ে কাজ করেন সেটা ২৭ লক্ষ। এর থেকে একটা জিনিষ দেখা যাবে যে, যেখানে মাত্র ৫০০টি সহর ও সহরতলী সমিতি আছে, সেই সমিতিগুলির ১০ কোটি টাকা হচ্ছে

কার্য্যকরী মূলধন। এগুলো এক এক করে বললে আমাদের লক্ষ্য কোথায় সেটা ধরা পড়ে। নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত কো-অপারেটিভ সংক্রান্ত প্রস্তাবের পর স্বতন্ত্র পার্টির রাজাজীর যে আক্রমণ সুরু হয়েছে তাতেই বোঝা যায় কো-অপারেশনের আসল শত্রু কে। যে কারণে ষ্টেট সেক্টরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ঠিক সেই একই কারণে কো-অপারেটিভের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। কো-অপারেটিভের ক্ষেত্রে এসেনশিয়াল প্রশ্ন হাই সমাজে যারা আণ্ডার প্রিভিলেজড তাদের ইকোনমিক হেল্প দেওয়া। সমাজে যারা পাওয়ারফুল ও অর্থশালী তাদের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে যারা দুর্বল তাদের একত্র করে বাঁচবার ব্যবস্থা করা—এবং এই অ্যাট্‌মস্‌ফেয়ার যদি আমাদের এখানে সৃষ্টি করতে হয় তাহলে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত। কো-অপারেটিভের একটা ফেভারেবল ক্লাইমেট সৃষ্টি করা দরকার এবং সেই ক্লাইমেট সৃষ্টি করতে পারে একমাত্র ষ্টেট। এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন হচ্ছে, ষ্টেট কতখানি কণ্ট্রোল করবে। এখানে মুখ্যমন্ত্রী একটা কথা বলেছেন, তিনি ষ্টেট রিহ্যাবিলিটেশন কথাটা ব্যবহার করেছেন। দীর্ঘ পরাধীনতার ফলে আমাদের দেশের অগণিত জনসাধারণ আজ নানা দিকে রুইনড, তাদের রিহ্যাবিলিটেশন অন দি বেসিস অফ কো-অপারেশন ব্যতীত হতে পারে না।

সেই কো-অপারেটিভ সুইডেন এবং সুইজারল্যাণ্ডে ডেভলপ করতে পারে কেননা অ্যাভারেজ ইন্‌কাম অব দি পিপল বলতে যা বোঝায় তা সেখানে আছে। কিন্তু যেখানে কো-অপারেটিভ একেবারে শেষ স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে রিহ্যাবিলিটেট করার প্রশ্ন সেখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলোর কমার্শিয়াল বারাস নিয়ে বলছে যে, যে সমস্ত ব্যাঙ্কিং ইন্‌ষ্টিটিউশন আছে তাঁরা একটা ক্যাননস্‌ অব প্রুডেণ্ট ব্যাঙ্কিং এবং মনোভাব নিয়েই করছে, কাজেই সেখানে আর যাওয়া যেতে পারে না। তবে এ সম্বন্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে সেমিনার বলেছেন যে—

"The Reserve Bank loans, on the guarantee of the State Banksa, to Appex Banks which loan to Central Banks which loan to Primary Co-operatives which loan to individual cultivator-co-operator. And every stage of this ponderous process hedged in by complex canons of security and scrutiny. And worst of all this scarce and slow-moving supply of credit hardly, if ever, reaches the really, needy cultivator. The best part of it is absorbed by the well-to-do farmers who do not need it so badly but who nonetheless, readily avail of it in order to augment their existing power and prosperity.

এই জিনিষ হচ্ছে এবং এগুলো ভাল করে বোঝা দরকার। আজ সমস্ত কো-অপারেটিভ আন্দোলনকে একটা নূতন ফুটিং-এর উপর দাঁড় করাবার প্রশ্ন আসছে কারণ প্রায় ১০ বছর আগে রুরাল ক্রেডিট সার্ভে সোসাইটি বলেছে যে কো-অপারেশন ফেইল্ড, বাট কো-অপারেশন মাষ্ট সাকসিড। কিছুদিন আগে এখানে যে এসিড টেষ্ট হয়েছিল তাতে রুরাল ক্রেডিট সার্ভে সোসাইটি বলেছিলেন যে কৃষকদের যা ঋণের প্রয়োজন হয় তার মাত্র ৩·১ পারসেণ্ট কো-অপারেটিভগুলির মাধ্যমে আসে এবং ৩·৩% ষ্টেট থেকে আসে। কাজেই এই এসিড টেষ্ট থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে তাঁরা কত পার্সেণ্ট দিতে পারছেন। শুধু তাই নয়, বরং আমরা দেখছি যে এইসব ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কিং রুলস এবং হোল্‌ কো-অপারেটিভ রুলস উত্তরোত্তর

বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা' ছাড়া ৫০ বছর আগেকার ইংলণ্ডের ষ্ট্যাটুট রুলকে ভিত্তি করে আমাদের বর্ত্তমান কো-অপারেটিভের লস্ অ্যাণ্ড রেগুলেশনস্ তৈরী করা হয়েছে। অথচ আমরা জানি যে সেটা যখন বহুদিন আগেই ইংলণ্ডে ডিস্কার্ডেড হয়ে গেছে তখন সেই ডিস্কার্ডেড জিনিষ নিয়ে এখন আর কাজ চলে না এবং যার জন্যই এই কো-অপারেটিভ, রুলস্ এ্যাণ্ড রেগুলেশনস্কে কোন ক্রেডিট দেওয়া যায় না। এ ছাড়া আমরা আরও দেখছি যে ঐ ওল্ড কলোনিয়াল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের আমলে যে ধরণের সিকিউরিটি এবং তাঁদের অ্যাটিচুড ছিল সেটাই রয়ে গেছে। কাজেই ইকোনমিকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে অন্য দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আরও এগিয়ে যেতে হবে এবং নরম্যাল ব্যাঙ্কিং ট্র্যানজেকশনের যে মনোভাব এখন পর্য্যন্ত রয়েছে তাকে ভিত্তি করে এ জিনিষ হতে পারে না কেন-না সেখানে বহু টাকা দেবার প্রশ্ন আসছে। আজকে কোন কোন মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে যে ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি যদি চাষীকে বেশী পরিমাণে ক্রেডিট দেয় তাহলে ইন্‌ফ্লেশন হবে কাজেই ঐ স্পেকুলেটরদের ক্রিডিট দেওয়া যেতে পারে যাতে তাঁরা ধানচাল মজুত করতে পারে এবং তারজন্য সারা ভারতে বহু কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে এবং হয়। কিন্তু আমরা দেখেছি যে তা' দিয়ে সেখানে যেমন কোন রিয়াল ওয়েল্‌থ বা মেটেরিয়াল প্রডিউস্ হয়নি ঠিক তেমনি সেখানে ইনফ্লেশনও হয়নি। সুতরাং আমার মনে হয় রিয়াল প্রডিউস্ বাড়াবার জন্য এবং প্রাইমারী প্রডাকশন বাড়াবার জন্য যে সমস্ত অসংখ্য ছোটখাট প্রডিউসাররা আছে তাঁদের যদি ক্রেডিট দেওয়া যায় তাহলে সেই ক্রেডিটের দ্বারা সেখানে অ্যাকচুয়াল ম্যাটেরিয়াল প্রডাকশন বাড়বে। তবে সেখানে যে কি করে ইনফ্লেশন হতে পারে বা কোন ইকোনমিক ল-তে একথা বলে তা আমি জানি না। কাজেই এগুলোই হচ্ছে আসল জিনিষ এবং এগুলো না করলে কখনই কো-অপারেটিভ বাড়বে না। এ সম্বন্ধে একটা বাস্তব ঘটনা এখানে আনব এবং তার সম্বন্ধে পরে কিছু বলব। যা' হোক, তারপর এগ্রিকালচারাল ফার্মিং সোসাইটির গ্যারাণ্টেড লোন সম্বন্ধে যদি কো-অপারেটিভের সেক্রেটারী বা রেজিষ্ট্রারের কাছে যান তাহলে তিনি বললেন যে আমরা খুবই ফিল করছি এবং আমরাও অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আলোচনা করে যা' বুঝেছি তাতে দেখছি যে বর্ত্তমান এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্সের যে আনই রয়েছে তাতে কো-আপারেটিভ করা যায়না, কিন্তু যদি এগ্রিকালচারাল ইন্‌কাম ট্যাক্স কমিশনারের কাছে যান তাহলে তিনি বলবেন যে আইন ছাড়া কিছু জানি না, তবে কো-অপারেটিভ আইন না পাল্টালে কিছু করা যাবে না। অথচ সেই আইন আজ পর্য্যন্তও পাল্টান গেল না। কাজেই কথা হোল যে সমস্ত ব্যাপারে মিসগিভিং আছে হয়ত তা' দিয়ে অনেকে বেরিয়ে যাবে কাজেই সেখানে ইণ্ডিভিজুয়ালী লায়েবেল থাকুক। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে কো-অপারেটিভ ফার্ম যদি না করতে পারেন তাহলে ইণ্ডিভিজুয়াল মেম্বার অব দি ফার্মস্ যারা আছে

They are found to be liable to fall within the purview of the Agricultural Income Tax Act

তাদের উপর সেটা হবে। কিন্তু তা' যদি না হয় তাহলে অলরেডি আমি ওখানে যা দেখেছি যে, যে সমস্ত কো-অপারেটিভ গড়ে উঠেছিল তা সব আস্তে আস্তে তুলে দিচ্ছে এবং নূতন কোন কো-অপারেটিভ আর হচ্ছে না। কাজেই আপনি এটা জেনে রাখুন যে এ ভাবে কোন এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ হবে না। তার পরের প্রশ্ন আসছে উইভার্স কো-অপারেটিভ সম্বন্ধে। বিষ্ণুপুর থেকে একটা চিঠিতে জানিয়েছে যে সামান্য একটা ব্যাপার

অর্থাৎ উইভার্স কো-অপারেটিভে রিবেটের টাকা রিবেট বিল অনুসারে দেওয়া হয়নি। অথচ এটা সকলেই জানেন যে ছোটখাট কো-অপারেটিভগুলি যদি রিবেট বিল না পায় তাহলে তাঁদের নর্মাল ফাংশনিং হয় না। আপনারা তাঁদের কোন লোন দেননি এবং তারপর যদি এই রিবেটের টাকাও পড়ে থাকে তাহলে তাঁদের পক্ষে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে এ ধরণের ছোটখাট টেকনিক্যাল জিনিষগুলি যা দরকার তা হচ্ছে না বলে সেখানে সত্যিকারের কাজ ব্যাহত হচ্ছে এবং যার ফলে কোন জিনিষই কাজে আসছে না। তারপর মার্কেটিং-এর ব্যাপারে দেখছি যে প্রডাকশনের স্বার্থে মার্কেটিং-এ কোন কো-অর্ডিনেশন নেই। এমন বহু গভর্ণমেণ্ট কো-অপারেটিভ প্রডাকশন সোসাইটি আছে যারা এমন সব মাল তৈরী করছে যা বিলো ষ্ট্যাণ্ডার্ডের এবং যার ফলে এই অ্যাকুমুলেশন অব সাবষ্ট্যাণ্ডার্ড অনেক সময় লস দিয়ে সেগুলি ডিসকাউণ্টে বিক্রী করতে হচ্ছে।

[4-20—4-30 p.m.]

অথচ কি করে এই ষ্ট্যাণ্ডার্ড মাল আপনারা নিতে পারেন এবং মার্কেটিং এর দিক থেকে এর আগে যিনি সেক্রেটারী ছিলেন সেই অশোক মিত্রের সঙ্গে কথা হয়েছিল যে অন্ততঃ এটা আপনারা করতে পারেন যে গভর্ণমেণ্টের যে সমস্ত ডিপার্টমেণ্টে খাদি কাপড়ের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ যেমন ডাক, তার বিভাগ থেকে আরম্ভ করে প্রায় সকলেই যখন খাদি কোট, প্যাণ্ট নেয় তখন যদি এটা করে দিতেন যে কো-অপারেটিভ এ যেসমস্ত জিনিষ তৈরী হবে তা' তাঁরা নেবেন এবং তাঁরা সেখান থেকে আবার জেল, হাসপাতাল প্রভৃতি নানারকম যেসব ইনষ্টিটিউশন আছে তাদের সাপ্লাই করবেন তাহলে এরা হিউজ সেল করতে পারত। আমি জানি হোমমেড পেপার এই এ্যাসেম্বলী সেক্রেটারীয়েটএ আপনারা চালাতে পারতেন এবং চিফ সেক্রেটারী আপনারা চালাতে পারতেন। এটা ঠিক মনে রাখবেন যে অ্যাশিওর্ড মার্কেট ছাড়া এ জিনিষ দাঁড়াতে পারে না। কাজেই সেদিক থেকে গভর্ণমেণ্ট নিজে একটা মার্কেট প্রভাইড করে বিক্রীর ব্যবস্থা করতে পারতেন, আর তা না হলে এই মার্কেটএর অভাবে যারা প্রডিউস করছে তাঁরা নিজেদের খেয়ালে কিছু করতে পারবে না এবং এ জিনিষও দাঁড়াবে না। কাজেই কো-অর্ডিনেশন এর একান্তই প্রয়োজন এবং সেদিক থেকে আমার মনে হয় যে আজ ১০ বছর পর একটা সময় এসেছে যখন সমস্ত জিনিষের একটা রিভিউ হওয়া প্রয়োজন এবং সেই রিভিউ এর পরে দেখা যাবে রিয়েলি কোথায় কি হোল এবং কোথায় শু পিঞ্চেস। কিন্তু যদি সেই অনুসন্ধান কার্য্য না হয় তাহলে এ রকম হাই সাউণ্ডিং জিনিষে কিছু হবে না বা এখানে সেখানে কতগুলি তথ্য পরিবেশন করে একটা কমপ্লেসেণ্ট অ্যাটিচুড এ কিছু হবে না। যা হোক তারপর যে কথা আসছে সেটা হোল মেনলি ক্রেডিট এর অর্থাৎ সেই ক্রেডিট যদি সরকারের মাধ্যমে অ্যাভেইলেবল করাতে না পারেন এবং ব্যাঙ্কগুলিকে যদি তাঁদের পলিসি এইভাবে রিওরিয়েণ্টশন করাতে না পারেন যে কিছু অংশ টাকা তাঁরা রুরাল ডেভেলপমেণ্ট এর জন্য নিয়োগ করবে তাহলে কিছু হবে না। আমি ২।৩ বছর আগে দেখেছিলাম তাঁরা বলেছেন যে রুরাল ডেভেলপমেণ্ট এর জন্য ব্যাঙ্ক এর ইনভেষ্টমেণ্ট ওন্‌লি ৮০ পার সেণ্ট। সুতরাং এ অবস্থা থাকলে কিছুই হবে না। তবে সরকার হয়ত কণ্ট্রোলের ব্যাপারে শেয়ার কিনবে, এবং সুপারভাইজ করবে কিন্তু আসল কথা হোল যে কো-অপারেটিভ এর এখন পর্য্যন্ত ফাউণ্ডেশনই তৈরী হয় নি। স্যার, ম্যালকম ডার্লিং বলেছেন

এই লার্জ স্কেল সোসাইটি যা তৈরী হয়েছে একটা অদ্ভুত জিনিষ এবং এমনই রাতারাতি করা হোল যে ট্রানজিশনাল পিরিয়ড এর কথাটা পর্য্যন্ত ভাবলেন না। একেবারে তার বেসিক প্রিন্সিপিল আউট এ্যাণ্ড আউট সমস্ত দিক থেকে, তাব আনলিমিটেড লায়াবিলিটি থেকে লিমিটেড লায়াবিলিটি, স্মল থেকে লার্জ এবং সেখান থেকে কোনরকম কনফিডেন্স ট্রাষ্ট ইত্যাদি এইসব গুলি বিবেচনা করা দরকাব। আবার সে দিনের আলোচনাব ভেতব দেখলাম খানিকটা চোস্ত হয়ে চিন্তা কবে দেখলেন এতখানি এ ভলে হবে না এবং সেদিক থেকে অন্ততঃপক্ষে কো-অপারেটিভগুলিকে কি করে খানিকটা দাঁড় করানো যায় সেদিকে নজব দিতে হবে। লার্জ বলতে কি বোঝেন ? কতখানি হলে লার্জ হবে এবং সেই লার্জ যদি হয় তাহলে সেখানে প্রধানতঃ দেখবেন কো-অপারেটিভেব ফাণ্ডামেণ্টাল প্রিন্সিপিলএব বাইরে চলে যায় এবং লার্জ স্কেল প্রোভিট সোসাইটি যেখানে কবেছেন প্রত্যেকটা জায়গায় দেখেছি, আমাদের এলাকায় যাঁরা অবস্থাপন্ন লোক গ্রামাঞ্চলেব শোধক সম্প্রদায় তাঁরা এটাকে অবলম্বন কবে কো-অপারেটিভে অন্য জিনিষ কবেছেন। আপনাদের অভিজ্ঞতা বয়েছে মালিট-পার্পস সোসাইটির ভেতব দিয়ে এবং ওয়ার টাইমে বিভিন্ন ধরণের কণ্ট্রোলড গুডস বিক্রী করার জন্য যেভাবে তৈবী হয়েছিল সেগুলিকে কো-অপাবিটিভেব ফিল্ড বলা যেতে পারে কিন্তু একটা কবেন এবং য্যালিয়েন জিনি সেখানে এনে দিয়েছেন। তাব থেকে হেলদি এ্যাটমোসফেয়াব ফিরে আসতে হলে পব মেন বেসিস থাকা দরকাব। সবসময় কেমন করে এদেব য়্যাডভানটেজে তাদের হাত থেকে অধিকাংশ উষিক এবং আণ্ডার প্রিভিলেজড মানুষদের বাঁচানো যায় এবং কি কবে এদের দ্রুত সাহায্য করা যায় এবং সেই সাহায্য কি কবে এফেকটিভ হয় তাব ব্যবস্থা কবা। সেকেণ্ড ফাইভ ইয়াব প্ল্যানের যা টার্গেট তাও হচ্ছে মাত্র ৩ কোটী টাকা অথচ যথেষ্ট এগ্রিকালচাবাল ইমপ্রুভমেণ্ট হতে পাবে না যদি-না লং টার্ম বেসিসে হয় কিন্তু অধিকাংশই সর্ট টার্ম এবং অধিকাংশ যখন যা দেয়া হয় সেটা লোন মারফৎ এ পেয়ে তাবা খেযে নেয়, তাতে কোন রিয়েল বেনিফিট হতে পাবে না। তাদেব বেনিফিট দিতে গেলে পব সেটাকে যদি সবকাব ইনকাইণ্ড দিতে পারেন তাহলে ভাল হয এবং সেই মেশিনাবী সার্ভিস কো-অপারেটিভেব ভেতব আনবাব প্রচেষ্টা কবা উচিত। সেজন্য এ্যাকচুয়ালী এগ্রিকালচাবাল প্রোডাকশনেব দিকে লক্ষ্য রেখে, প্রোডাকশনের দিক থেকে বেটার সীডস, বেটার ফার্টিলাইজার এবং এগ্রিকালচাবাল ইমপ্লিমেণ্টস যথাসম্ভব এই মানুষগুলিকে কমোডিটি হিসাবে, ক্যাশ হিসাবে নয়, দেবাব ব্যবস্থা কবা দরকাব এবং তার-পরে ক্যাপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট যদি সেখানে যায় তাহলে সেটাকে লং টার্ম হিসাবে দেওয়া দরকাব এবং সেটা আস্তে আস্তে রিয়েলাইজ করতে হবে। অর্থাৎ কৃষককে নিজেব পায়ে দাঁড়াবার অবস্থা স্বষ্টি করে তারপর তাদের কাছ থেকে নেয়া দরকাব এবং এটা সরকারের নিজস্ব প্রচেষ্টার দ্বারা কবতে হবে। এ হোলে পর সত্য সত্যই তাদেব অবস্থাব উন্নতি হতে পারে। এই রকম ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাপারে কিছু কিছু বেসিক জিনিষ আমাদেব কাছে এসেছে—সুগাব মিল কো-অপারেটিভ, কিছু কিছু লোক টি বিজিনেসে নানা সাইজেব কো-অপারেটিভ কর্ম করবাব চেষ্টা করছে এবং সেদিক থেকে টেকনিক্যালিটিগুলি দেখা দরকাব। অবশ্য এগুলি ফাণ্ডামেণ্টাল প্রিন্সিপিল এবং সাইড ইস্যু। সেদিক থেকে এক একটা বিজিনেসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ যদি কো-অপারেটিভকে আস্তে আস্তে ইণ্টারভিস কবতে পারেন এবং কো-অপারেটিভকে একটা সেক্টর হিসাবে ফার্দার করা, এ্যাডভান্স করা, ট্রেংদেন করা, এগেনষ্ট

মনোপলি ক্যাপিটাল—এটভাবে যদি একটা প্রচেষ্টা থাকে তাহলে পর নানাদিক থেকে সভ্যসমাজে বেস পোরে এটা নানাদিক থেকে অসংখ্য লোকের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা হোতে পারে, কিন্তু সেদিকে আপনারা দৃষ্টি দেন না। কো-অপারেটিভ সম্পর্কে এত দিন ধরে অনেক কিছু বলা হয়েছে—সমস্ত দুর্বল মানুষকে সমাজে সংগঠিত করে সাহায্য করে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দেবার প্রচেষ্টা করা দরকার এ সম্পর্কে কারো কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু আসলে কো-অপারেটিভের নামে যে জিনিষ হচ্ছে তা আমরা বহুক্ষেত্রে দেখেছি। বর্দ্ধমানে আমার অনেক অভিজ্ঞতা আছে—কতকগুলি জায়গা এমন আছে যে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক বলুন যাই বলুন সব মেরেনী পাটা করে ফেলেছে, দেখা যায় ৪।৫ টি পরিবার সেটাকে নিজস্ব সম্পত্তির মতে টেনে নিয়ে রেখে দিয়েছে। এই রকম প্রেকারেন্সিয়াল বোর্ড দখল করে বহু জায়গায় যে কোন ইউনিয়নে কিছু কিছু লোক সঙ্গবদ্ধ হয়ে একটা জিনিষ হয়। অর্থাৎ এর দুটো উদ্দেশ্য হতে পারে—একটা উদ্দেশ্য হতে পারে বর্ত্তমানে যে ভাবে এই সরকার চলছেন তাতে তারা গ্রামাঞ্চলের অবস্থাপন্ন লোকদের মনে করেন পলিটিক্যাল সোসাল বেস অফ দি ষ্টেট, সেই সোসাল বেসকে অর্গানাইজ করা কারণ তাঁদের জমিদারী গেছে। অতএব গ্রামের ভেতর প্রপার্টিওয়ালা লোক, ওয়েলদি লোক তাঁরা পলিটিক্যাল সোসাল বেস অফ দি ষ্টেট—তাঁদের অর্গানাইজ করে ইন দি নেম অফ দি পুওর হাই কো-অপারেটিভের টাকা পানা করে দিয়ে তাদের এষ্টাবলিশ করা এবং অধিকাংশ মানুষকে তাঁদের দরজায় যেতে বাধ্য করার একটা অবস্থা সৃষ্টি করা, এই হচ্ছে এক, আর একটা হচ্ছে সত্যিকারের মানুষকে বাঁচাবার পথ। আমার মনে হয় এই দ্বিতীয় পথে এড়োনার চেষ্টা আপনাদের করা উচিত। এই আমার বক্তব্য।

[4-30-4—40 p.m.]

Shri Ramanuj Halder :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যে পরিমাণ চলতি মূলধন নিয়ে বাংলাদেশের সমবায় চলেছে এবং তার যে মন্থর গতি তাতে অদুর ভবিষ্যতে বা কেন ভবিষ্যতে বাংলাদেশ যে একটা আদর্শ সমবায় রাজ্যরূপে গড়ে উঠবে এমন আশা করা যায়না। পশ্চিমবঙ্গ একটা সমস্যা সঙ্কুল দেশ। তার সমস্যা সমাধানের জন্য যে অর্থ দাবী করা হয়েছে তা নিতান্ত অপ্রচুর। সমবায়ের উপর যে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সেই গুরুত্ব অনুযায়ী, হয় বুঝতে হবে, গুরুত্ব মৌখিক, নতুবা গুরুত্ব যদি সত্য হয় তাহলে এই সমস্যা সমাধানের জন্য যে অর্থ, যে নিপুন কর্ম্মচারী, যে নিষ্ঠার প্রয়ো-জন তার যথেষ্ট অভাব থেকে গেছে। আমি কতিপয় বাস্তব ব্যাপারের প্রতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সরকারী প্রযত্নের অভাব এবং ব্যক্তি স্বার্থের প্রভাব যেখানে রয়েছে, যেখানে মানুষ ব্যক্তিগত অর্থ সাহায্যে শিল্প এবং ব্যবসা চালানর সুযোগ পায় সেখানে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কোন সমিতি সমবায়ের মাধ্যমে ঋণ করে নানা পরিবর্ত্তনশীল, নীতির মধ্য দিয়ে কেমন করে শিল্প এবং ব্যবসা পরিচালনা করবেন তা আমরা বুঝতে পারিনা এবং এতে কোন প্রকার লাভ হবার সম্ভাবনা থাকবেনা। এই কারণে আমরা লক্ষ্য করে দেখলাম ব্যক্তি স্বার্থ দমন ভিন্ন সমবায় সম্প্রসারণ কখনও সম্ভবপর নয়। যেখানে সমবায়কে ঋণ করে টাকা নিয়ে সুদ বহন করতে হবে অথচ তারই পাশে সম্পদশালী লোকেরা তাদের ব্যবসায় বানিজ্য অবাধে করে যাবে এভাবে চলেনা কিছুতেই প্রতিযোগিতার সামনে দাঁড়াতে পারা যাবেনা। তাদের

যদি দমনের ব্যবস্থা না থাকে, প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে আমি বলব যে সমবায়ের মাধ্যমে বর্ত্তমানে অর্থের অপচয় করা হচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যেসমস্ত শিল্প প্রচলিতভাবে আমাদের দেশে চলে আসছিল যেগুলি বিপর্য্যয়গ্রস্থ হয়েছে এবং সমাজ ব্যবস্থায় অপরিসীম দুর্গতি এবং প্রচণ্ড ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। এখন নতুন করে ঐ সব শিল্প কো-অপারেটিভের মাধ্যমে চালানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ কথা ঠিক যে অর্থনৈতিক উন্নতিতে সমবায়ের গুরুত্ব অপরিহার্য্য। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সমবায় আন্দোলনের পিছনে যদি শিক্ষা ও প্রচারের ব্যবস্থা থাকে তাহলে তার উন্নতি হওয়া সম্ভবপর। শুধু জনসাধারণের সহযোগিতায় একে উন্নত করতে পারবেন না, এরসঙ্গে সরকারের আন্তরিক সহযোগিতা ও উপযুক্ত সহায়তার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই সহায়তা ও সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে শুধু অর্থ সাহায্যই কি যথেষ্ঠ ? পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্য সরকারের যথেষ্ঠ দায়িত্ব রয়েছে এবং তবেই সমবায় গড়ে উঠতে পারে ; নতুবা কিছুতেই সমবায় প্রসার লাভ করবে না এবং সমবায়ের যে মূল লক্ষ্য সেখানে কোনদিন পৌঁছাতে পারবেন না, সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। কারণ, শুধু জনগণের পরস্পর সহযোগিতায় চলবেনা, তার পুষ্টি এবং স্থিতি সরকারের উপর নির্ভর করছে। সমবায়ের আর্থিক উন্নতি এবং চরিত্রের প্রসার কোন পরিবেশের মাধ্যমে সম্ভবপর হবে, সে কথা চিন্তা করা উচিত। সেই পরিবেশ সৃজনের জন্য সর্ব্বপ্রকারে ব্যবস্থারও চেষ্টা করতে হবে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন চতুর্থ অধ্যায়ে এসে পৌঁছেছেন, তার রিওরিয়েন্টেশন্ দরকার এখন যে অবস্থা রয়েছে তাকে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজার প্রয়োজন আছে, এবং যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শাসকগোষ্ঠি পশ্চিমবঙ্গে সমবায় পরিচালনা করবেন, সে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হওয়ার প্রয়োজন আছে। যেই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন ব্যতীত সমবায় কখনও প্রসার লাভ করতে পারেনা। আজকে আমি উদাহরণস্বরূপ বলছি—যেমন ধরুন, পরিবহন বিভাগ, রেশন দোকান বা হোসিয়ারী কিম্বা অন্যান্য শিল্পে খাজনা আদায়ের ব্যাপারে ছোটখাট ব্যবসায়, কণ্ট্রাক্টারী এগুলি দিয়ে আমরা সমিতিগুলির আর্থিক উন্নতি করতে পারতাম ; কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য দেননি। এখন কি উদ্বৃত্ত ভূমির বিলি বণ্টন ব্যাপারে সমবায়ের মাধ্যমেক রেননি। বনগাঁয়ে যে উদ্বৃত্ত ল্যাণ্ড বিলি, সেটা সমবায়ের মাধ্যমে করা যেতে পারত, কিন্তু তাও পর্য্যন্ত করা হল না। আমি কতিপয় বিষয়ের প্রতি এবং বাস্তব বিষয়গুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গতবারে মুখ্য মন্ত্রীমহাশয় বলেছিলেন যে তিনি অডিট্ ফি সম্বন্ধে বিবেচনা করছেন, যাতে এই অডিট্ ফি তুলে দেওয়া যায়, তার জন্য তিনি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। এই অডিট ফি এবং রেজিষ্ট্রেশন বাবদ সারা পশ্চিম বাংলায় ৩½ লক্ষ টাকার মত সংগ্রহ হয়, এটাকে একটা আয় বলা যায় না। এই অডিট্ ফি তুলে দেবার জন্য তিনি বিবেচনা করবেন বলে আশা দিয়েছিলেন। এই অডিট্ ফির পাঁচ আনা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেয় আর দশআনা বহন করতে হয় প্রাথমিক সমিতিগুলিকে, যে সমিতিগুলির আর্থিক উন্নতি কোন রকমেই সম্ভবপর হচ্ছে না। কলকাতা সহরে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাঙ্কের সঙ্গে অতিরিক্ত চুক্তির জন্য, তাদের যে তিন লাখ টাকার শেয়ার কিনতে হয়েছে, সেটা শুধু গভর্ণমেণ্টের মাধ্যমে, সেটা ক্যাস্ দিয়ে নয়। তাছাড়া তার উপর অতিরিক্ত চুক্তি রয়েছে যে তারা ঐ টাকা অন্য ব্যবসায়ে নিয়োগ করতে পারবে না। মূলত এরা মধ্যস্বত্বের মত, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টাকা নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিকে চড়া সুদে টাকা ঋণ দিয়ে থাকেন। এর ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির অসহায়তা সৃষ্টি হচ্ছে এবং প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক-

গুলিকে এইভাবে চড়া সুদে টাকা নিতে হচ্ছে। প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলি এইভাবে চড়া সু টাকা সংগ্রহ করে অন্যান্য জায়গায় সমিতিগুলির কাছে টাকা নিয়ে পৌঁছায়; কাজেই সুদে হার যথেষ্ট পরিমান বাড়বে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং হয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলি তুলে দিতে হয়, নয়ত তাকে অন্যান্য ব্যবসা করবার সুযোগ দিতে হয়। এখানে আমি মনে করি প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলিকে যে হারে সুদ দিয়ে টাকা গ্রহণ করতে হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙ্কের কাছ থেকে; তারচেয়ে বর্ত্তমানে যে ১৭টি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আছে তার সংখ্যা আরও বাড়িয়ে, যদি এইরকম ব্যবস্থা করা যায় যে ঐ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি সরাসরি ঋণ দানের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ সাধন করে প্রাথমিক সমিতিগুলিকে চালান, তাহলে ভাল হয়। কিন্তু সে ব্যবস্থা করা হয়নি। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির ফলে ফসল হানী হলে, সমিতিগুলিকে জাতীয় কৃষি ঋণ ভাণ্ডার এবং রাজ্য কৃষি ঋণ ভাণ্ডার হতে সাহায্য দান করা যেতে পারে।

[4-40—4-50 p.m.]

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, পশ্চিম বাংলার মধ্যে নয়টি জেলাই বন্যায় বিধ্বস্ত হয়েছে, তাই বর্ত্তমানে নানারকমে কৃষকরা লোন করবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। এই অবস্থায় তারা যে নানাভাবে সমবায়ের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করছে সেই সমস্ত সোসাইটিগুলির উপর ৮৬ ধারা অনুসারে লোন আদায় করবার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার চেষ্টা করলে আমার উপরোক্ত বক্তব্য থেকে তারা ব্যবস্থা করতে পারতেন; আমি এ বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আর একটা জিনিষ, সামান্য সমস্যার দোষত্রুটি, ক্ষুদ্র ত্রুটিও অপবাধের দিকে নিয়ে যায় এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি কতিপয় অসুবিধার কথা প্রথমে বলতে চাই। বর্ত্তমানে প্রাথমিক সমিতিকে ২৫০।৩০০ টাকা সভ্য পিছু দাদন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এটা যদি আরও কিছু পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারেন, ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত করেন, তাহলে কৃষিঋণ দান সমিতিগুলির মাধ্যমে সাধারণ কৃষকরা অনায়াসে সুযোগ সুবিধা পেতে পারে এবং ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কের যে সব দুর্লঙ্ঘ্য বিধিনিষেধ আছে তা আর হবার জন্যে কৃষককে হয়রান হতে হয় না। ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কের যে সমস্ত বিধিনিষেধ আছে এখনও, সেগুলি সহজতর করা প্রয়োজন। আমি একটা বিশেষ বিষয় বলি। সরকারের মুহুর্মুহু নীতি পরিবর্ত্তনের জন্য এবং অযোগ্য পরিচালনার জন্য অযোগ্য-অনিপুণ কর্ম্মচারী দ্বারা ব্যবস্থা করার জন্য অনেক ইউনিয়ন ও সোসাইটি নষ্ট হয়ে গেছে। যেগুলি বেঁচে আছে তা অচল ও মৃতপ্রায় অবস্থায়। শুধু সংখ্যা বৃদ্ধি করছে মাত্র। সংখ্যাই একটা অগ্রগতির নিদর্শন নয়। তা যদি হত তাহলে একথা স্বীকার করতে হয় যে পশ্চিম বাংলায়—উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় সংখ্যা যথেষ্ট কম আছে এবং পশ্চিম বাংলা চতুর্থ স্থানে পরিণত হয়ে রয়েছে।

ইউনিয়ন বা কোন সমিতি যখন লিকুইডেশনে যায় তখন অবশিষ্ট দেয় শেয়ার, শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে আদায় করার অধিকার আছে। এই অবস্থায় সমবায়ের অগ্রগতি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। কারণ কোন নিরপরাধ শেয়ারহোল্ডার যারা কোন কার্য্য পরিচালনা করেন না, মাত্র শেয়ার ক্রয় করেন—কোন সোসাইটির সভ্য হওয়ার জন্য, এখন সেই সোসাইটি অযোগ্য পরিচালনার জন্য বা সরকারী কোন ত্রুটী-বিচ্যুতির জন্য যদি লিকুইডেশনে যায়, এবং

পরে যদি তাদের বাকী ৫০ পার সেণ্ট শেয়ার আদায়ের ব্যবস্থা থাকে তাহলে গ্রামের মধ্যে সমবায় প্রসার করা সম্ভবপর নয়। কারবারনামা সোসাইটি রেজিষ্ট্রিকরণ প্রভৃতিতে যে হয়রানী ভোগ করতে হয় সেটা দূরীকরণের বিশেষ দরকার আছে, সাধারণ মানুষের জন্য সোসাইটিগুলোর এ বিষয়ে সহজ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। আমি তো মনে করি ইন্সপেক্টর যাঁরা থাকেন তাদের উপর দায়িত্ব দিলে কাজ খানিকটা সহজ হয়ে যায়। স্যার, বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয় সুদক্ষ পরিচালনার অভাবে ; বিশেষ করে এক বিভাগের সঙ্গে সরকারী আর এক বিভাগের যোগাযোগ না থাকায় অনেক সময় কার্য্য পরিচালনায় যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে বলেছিলেন যে—

"What is co-operation—It is voluntary working together".

আমিতো বলি তা ঠিক নয়, আর্থিক সমন্বয় সাধনে সমবেত প্রচেষ্টায় অগ্রসর হওয়াকে সমবায় বলা যায়। আর্থিক সমন্বয় সাধন ব্যতীত সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হবে নতুবা কো-অপারেশন অর্থহীন হবে। স্যার ওয়েরহাউসের কথা বলি—উৎপাদন বিক্রয় ; বিপণনের মাধ্যমে সে কার্য্য সাধনের প্রয়োজন আছে, তা নাহলে যে কতখানি অন্তরায় দেখা দেয় সে বিষয়বস্তু শুনলে আপনি বিস্মিত হবেন।

সে হচ্ছে এই যে গত বৎসর ধান-চালের দাম সারা বৎসর ব্যাপী ফুড ডিপার্টমেণ্ট থেকে এক দর ঘোষণা করা হল। জানতে চাই দেশে কি কেউ এমন আহাম্মক কি আছে যে সারা বছর ব্যাপী মালগুদামে রাখলে ব্যয় হবে জেনে সারা বৎসরব্যাপী একই মূল্য নির্দ্ধারণ থাকা সত্ত্বেও ওয়েরহাউসে মাল রাখবেন বা কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি মাধ্যমে অগ্রসর হতে থাকবেন? সুতরাং ফুড ডিপার্টমেণ্টের খুব ভাল করে বোঝা উচিত ছিল যে সমবায়ের মাধ্যমে আমরা দেশের যেখানে অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা করছি, সেখানে অন্য পক্ষের নিয়ন্ত্রণ কি অসুবিধা সৃষ্টি করে—সেটা বোঝা দরকার ছিল। এখানে যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তালগুড় সমবায় মহাসংঘ আছে—তাকে অক্টোবর মাসের প্রথমে টাকা মঞ্জুর করা হয় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা খাদি মিশন থেকে। হিসেব করে কি দেখা হয় সারা বছরব্যাপী এই ব্যবসায় চালিয়ে কতটুকু মুনাফা হয়? এই যে বিরাট অর্থ ব্যয় হয়, তা অর্থ অপচয় ভিন্ন কিছু নয়। তা নিবারণ করা দরকার কারণ যে শিল্পগুলি প্রচলিত আকারে রয়েছে, শিল্পোন্নয়নের উন্মুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন না করে যে ব্যবস্থা করা হয়—তা আদৌ প্রশংসার্হ নয়। প্রথম টাকা আসে অসময়ে। যে সমস্ত শিল্প মরশুমের উপর নির্ভর করে যেমন ফিসারমেনস্ কো-অপারেটিভ, ফিসারমেনস্ এসোসিয়েশন তাদের মরশুমে টাকা না দিলে সুদীর্ঘ মেয়াদের সঙ্গে পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে শুধু বছরের পর বছর প্ল্যান এণ্ড প্যাটার্ণ চেঞ্জ করলে কিছু হবে না শুধু হাওলাৎ দিয়েই নিষ্কৃতি লাভ করলে সরকার সমবায়ের উন্নতি সাধন করতে পারবেন না। তাদের যারা ডাইরেক্টর—যারা পরিচালকমণ্ডলী, সেখানে ৬ জন পরিচালক গভর্ণমেণ্ট পক্ষ থেকে আসেন, সম্ভবতঃ তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা কিছু কম ; আবার যারা গভর্ণমেণ্ট মনোনীত ব্যক্তি ডাইরেক্টর—আর এমনি যাঁরা আসেন সমিতির পক্ষ থেকে তারা ১২ জন, তাঁরা নীরব থেকে যান এবং পরস্পর বোঝাপড়ার দোষে কোন ব্যবসায় উন্নততর অবস্থায় উন্নীত করতে পারেন না। এর ফলে যেমন ফিসারমেনস্ এসোসিয়েশনের

অসুবিধা, পশ্চিমবঙ্গ তালগুড়ের অসুবিধা, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইউনিয়নগুলির অসুবিধা, ওইভার „সোসাইটির তেমন অসুবিধা। এখানে আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করে দেখেছি এন, ই, এ ব্লক যেখানে আছে, সেখানকার ইন্সপেক্টরের টি, এ, এবং এন, ই. এস, ব্লকের বাহির এলাক ইন্সপেক্টরদের টি, এ,র যথেষ্ট ডিফারেন্স আছে। এই ডিফারেন্স থাকায় কাজে যথেষ্ট অসুবি হয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি এদিকে এই বলে আকর্ষণ করতে চাই যে কোন আদশে উপর আমরা এই সমবায় পরিচালনা করবো? যদি ব্যক্তি স্বার্থকে অব্যাহত রাখা হ তাহলে সমবায় আমাদের দেশে দীর্ঘদিন চালু থাকবে কি করে?

Shri Sasabindu Bera :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ১৯৬০-৬১ সালে এই খাতে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে ৬৫ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। তার মধ্যে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনএর খরচ ৪২ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা এবং গ্রা ইন এইড, কন্ট্রিবিউশন ইত্যাদি মারফৎ ২৩ লক্ষ ৭ হাজার টাকা ব্যয় হবে। গ্রাণ্ট ইন এই কন্ট্রিবিউশন ইত্যাদি মারফৎ। আমাদের এই প্রদেশে বিভিন্ন সমবায় সমিতিকে আজ বাঁচি রাখবার যে চেষ্টা, তার জন্য যে টাকা ব্যয় হবে, তার চেয়ে দ্বিগুন টাকা ব্যয় হবে শু এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনএর খরচ বাদে। কিন্তু তাতেও দুঃখ ছিল না—যদি দেখতাম বাস্তবি আমাদের দেশে সমবায় সমিতিগুলি ভালভাবে গড়ে উঠেছে এবং জনসাধারণের মনেও সমব মনোভাব শক্ত করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু আমরা দেখছি সমবায় সমিতিগুলি প্রায় সব ক্ষেত্রেই কেবল কয়েকটি মাত্র ঋণ দান সমিতিতে পর্য্যবসিত হয়েছে। জনসাধারণের কা সমবায়ের অর্থ যেভাবে উপস্থিত করা হয়েছে, তাতে তাঁরা মনে করেন সমবায় সমিতি হ মাত্র কিছু ঋণ দানের যন্ত্র।

[4-50—5 p. m.]

বাস্তবিক পক্ষে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা দেশের বণ্টন ব্যবস্থায় সমবায়ের যে গুরু পুর্ণ ভুমিকা তা এখানো আমরা কাজে লাগাতে পারছি না। তার কারণ এই বিভাগে কর্মীদের সংগে জনসাধারণের তেমন ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপিত হয় নি। সমবায়ের মাধ্য দেশের অগ্রগতির যে সম্ভাবনা রয়েছে, সেই পদ্ধতি কাজে লাগাবার চেষ্টা এখনো আমাদে দেশে আরম্ভ হয়নি। সমবায় বিভাগের সংগে সরকারের অন্যান্য বিভাগের বিরোধের ক আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটা উদাহরণ আমি এখানে দিতে পারি। হাওড়া জেলার শ্যা পুর থানায় ঘুঘুবেশিয়া গ্রামে দামোদর চর বণ্টন নিয়ে ল্যাণ্ড ল্যাণ্ড রেভিনিউ ডিপার্টমে যথেষ্ট যুক্তি সংগত কারণ থাকা সত্বেও কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্টএর সুপারিশের অনুকূ চরের বণ্টন করলেন না। সেই রকম হুগলী জেলার ধনেখালি থানাতে অনেক আলা আলোচনা করার পর সমবায় সমিতি একটা সিনেমা চালাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল এ একটা বাড়ীও ১০ হাজার টাকা ব্যয় করে করেছিল, কিন্তু পরে জানতে পারা গেল যে, তাদে লাইসেন্স না দিয়ে একজন ধনী ব্যক্তির অনুকুলে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষি পরিকল্পনায় ষ্টেট এগ্রিকালচার রিলিফ ক্রেডিট ফাণ্ড তৈরী করার কথা বল হয়েছিল এবং এই ফাণ্ডের জন্য ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু আমরা দেখে পেলাম যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম ৪ বৎসরের মধ্যে এই ফা তৈরী করা হল না। আমাদের দেশে প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলি যে পদ্ধতিতে চলে তাতে তাদের প্রচুর সরকারী অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন আছে, সে জন্য ষ্টেট এগ্রিকালচার থেকে

তাদের অর্থ সাহায্য দেওয়ার প্রয়োজন আছে। আজকে প্রাইমারী ক্রেডিট সোসাইটিগুলি রিঅর্গানাইজেশন করার প্রয়োজন আছে। বলা হয়েছিল তাদের ম্যানেজমেণ্ট কষ্ট কিছু দেওয়া হবে এবং একজন ম্যানেজার রাখা হবে। এমনিতেই সোসাইটিগুলি সেলফ সাপোর্টিং হতে পারছেনা তার উপর তাদের উপর ম্যানেজার চাপিয়ে দেওয়া হল এবং কিছুদিন পর সরকার থেকে তাদের মাইনে দেওয়া বন্ধ করা হল। আজকে এইভাবে সোসাইটিগুলি আর্থিক অবস্থার জন্য ভাঙ্গণের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। আজকে পশ্চিম বাংলার কৃষক সমাজ মারাত্মক বন্যার আঘাতে জর্জরিত হওয়ার দরুন ঋণ পরিশোধ করতে পারছে না। আজকে একথা অনস্বীকার্য্য যে বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষকদের পক্ষে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়। সুতরাং তাদের দুর্দ্দশার কথা বিবেচনা করে ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। আজকে আইনগত খুটি নাটির চেয়ে বড় কন্সিডারেশন হল করাপরেশন এর মাধ্যমে কৃষক সমাজকে পরিপূর্ণভাবে সাহায্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা। ৭৫ পার সেণ্ট ঋণ পরিশোধ করা হলে পর ঋণ দেওয়ার যে বিধান আছে তা এখন পরিবর্ত্তন করা দরকার। এই আইনের পরিবর্ত্তন না করাহলে কো-অপারেটিভ সোসাইটি এর দিকে লোক আকৃষ্ট হবে না।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty :

স্যার, এখানে পরিবেশের উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে যাতে কো-অপারেটিভ সোসাইটি গড়ে উঠতে পারে এবং সাধারণ লোক কো-অপারেটিভ, মাইণ্ডেড হয়। স্যার অন্যান্য ডিপার্টমেণ্ট সুপারঅ্যানুয়েটেড লোক দ্বারা ভর্ত্তি করে তুললে এখানে ডাঃ রায় নিউ ব্লাড রিক্রুট করার চেষ্টা করছেন এটা নিশ্চয়ই ভাল লক্ষণ। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, ডাঃ রায় এবং চিত্ত রায় এই রায় যুগল এই ডিপার্টমেণ্ট যে রকম আয়ুবশাহী ব্যাপার চালাচ্ছেন তাতে নিউ ব্লাড এলেও কিছু করতে পারছে না। আমি এখানে একটা নজির উপস্থিত করছি—পাতিপুকুর স্কীমে—এটা আমি আগের বারও বলেছিলাম সেখানে ৪৫০ বিঘা জমি—এদের সাথে ১৯৫০ সালে সরকারের একটা চুক্তি হয়েছিল—এই পাতিপুকুর কো-অপারেটিভ স্কীম ১৯৬২ সালে একটা কনস্পিরেসি হয় এটাও আমি গত বার বলেছিলাম ১০ লক্ষ টাকা সেখানে তছরূপ করা হয় এবং যে তিনজন এই ব্যাপার করেছিলেন তাঁরা ডাঃ রায়ের অত্যন্ত প্রিয়—রাজ কুমার পেষ্টন-জে, এল, রায় আর জে, সি, মুখার্জ্জি—এই ত্র্যহস্পর্শ যোগে সেখানে ১০ লক্ষ টাকার মত তছরূপ করা হয় যাতে করে এই ১০ লক্ষ টাকা এই সোসাইটির লায়াবিলিটি হয় যার জন্য ১৯৭২ সালের ১০ই আগষ্ট তারিখে নিউ ম্যানেজমেণ্ট হল। তাঁরা ইন রাইটিং নতুন স্কীম সাবমিট করেন। স্যার, ১৯৫৩ সালে এই স্কীম পরীক্ষা করার জন্য এবং সত্যি তছরূপ হয়েছে কি না এবং হয়ে থাকলে কত কটা তছরূপ হয়েছে এসব তদন্ত করার জন্য ডাঃ রায়ের অত্যন্ত আস্থাভাজন মিঃ বান্দো, যাকে খান্না সাহেব ধার নিয়েছিলেন মিঃ ফ্লেচারকে তাড়াবার জন্য—এই বান্দোর উপর ভার দেওয়া হয়। তিনি রিপোর্ট দেন ৬—৮ লক্ষ টাকা মিসঅ্যাপ্রো-প্রিয়েটেড হয়েছে, এবং নতুন যে স্কীম দেওয়া হয়েছে তাতেও মেণ্টেনিং অফ দি প্রমিসড অ্যামে-নিটিজ মিঃ বান্দো বললেন, যে টাকাটা মারা গিয়েছে সেটা কমপেনসেট করার জন্য, ১০০ ফুট রাস্তার থেকে ৪০ ফুট কমিয়ে ৬০ ফুট করা হোক এবং এমব্যাঙ্কমেণ্টগুলি একটু কমিয়ে দেওয়া হোক এতে জমি কিছু বেশী পাওয়া যাবে এবং এই জমি লোকের কাছে বিক্রী করলে যে টাকা তছরূপ হয়েছে সেই টাকা পুরণ হবে।

[5—5-10 p.m.]

এতদিন পর্য্যন্ত সেই স্কীম অনুসারে কাজ চলছিল। কিন্তু মুসকিল হল যে ডাঃ রায় চেয়েছিলেন ঐ সোসাইটির কাছ থেকে ১২৭ বিঘা জমি সরিয়ে রাখা হোক এবং ডেভেলপ-মেণ্টের জন্য আনন্দি লাল পোদ্দার এবং রাজ কুমার পেষ্টন সাহেবের উপর ভার দেবেন যাতে এখান থেকে ৩০ লক্ষ টাকার মত—হিসাব করে দেখা গেছে প্রফিট হতে পারে। নূতন ম্যানেজমেণ্ট এতে অস্বীকার করলেন এবং ইন রাইটিং প্রতিবাদ জানালেন। তখন কি হলনা ঐ বান্দো সাহেব যে রেকমেণ্ডেশন করে গেছেন সেই রেকমেণ্ডেশনের ফাইলপত্র চিত্ত রায় মহাশয় একজন এক্সজিকিউটিভ অফিসার এ্যাপয়েণ্ট করে তাঁর মারফৎ সেই ফাইলও রেকমেণ্ডেশন সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। কারণ তারা নাকি অরিজিনাল স্কীম থেকে ডিভিয়েট করেছে। এই অজুহাতে ১৯৫০ সালে যে চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তি থেকে সরে আসতে পাবে, য়্যাব্রোগেট করতে পারে বলে সেটা সরিয়ে নেওয়া হল। স্যার, আপনি আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন যে ১০ মাস হল সেই চুক্তিকে য়্যাব্রোগেট করা হয়েছে এবং করে গ্রাউণ্ড দেখান হচ্ছে যে অরিজিনাল স্কীম থেকে ডিভিয়েট করা হয়েছে। অর্থাৎ মিঃ বান্দোর রেকমেণ্ডেশন অনুসারে আমরা নূতন স্কীম চালু করছি একথা যাতে না বলে সেজন্য ঐ ফাইল সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ডাঃ রায়ের গাড়ীর নম্বর ডব্লিউ-বি-ই ১ এবং রাজ কুমার পেষ্টনের গাড়ীর নম্বর হচ্ছে ডব্লিউ-বি-ই ১ এই গাড়ীটাকে সকাল ১০টা থেকে বৈকাল ৫টা পয্যন্ত রাইটার্স বিল্ডিংর্স এর নিকট দেখতে পাওয়া যায় এবং চিত্ত রায় মহাশয়ের সংগে এঁর রাত্রি ১২ টার সময় হোটেলে খানাপিনা চলে। এই য়্যাব্রোগেট করতে গিয়ে সেই সোসাইটিকে কোন সুযোগ দেওয়া হয়নি। শুধু এইখানেই শেষ হয়নি, পেষ্টন সাহেবকে ২ লক্ষ টাকা পাইয়ে দিতে হবে এই কারণ যে তাঁর কোম্পানীকে লিকুইডেশান এ দেওয়া হয়েছে। সেজন্য ইয়েস ম্যান অফ ডাঃ রায় রায় সাহেব এস. কে. ঘোষকে লিকুইডেটার অ্যাপয়েণ্ট করে পেষ্টনকে ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। এটা কতবড় বেআইনী কাজ করেছেন? কারণ নিয়ম আছে যে যদি লিকুইডেশান এ দিতে হয় তাহলে চার্জ দিতে হবে, তার কাছ থেকে এক্সপ্লানেশান চাইতে হবে এবং সোসাইটিকে এ সবের উত্তর দেবার তার সুযোগ দিতে হবে। এই সবের পর আপনারা লিকুইডেশান এ দেবেন। কিন্তু আপনি অবাক হবেন যে এখনও পর্য্যন্ত এর ডাইরেক্টাররা কোন অফিসিয়াল ইন্টিমেশান পাননি। এইভাবে আমলাশাহী রাজত্ব যেখানে চলছে সেখানে ইয়ং ব্লাড যতই আনা হোক না কেন কিছু কাজই হবে না।

Shri Bijoy Krishna Modak :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত সমবায় নীতিতে বিশ্বাসী। তবে কথাটা হচ্ছে যে সমবায়ের প্রিন্সিপলের মধ্য দিয়ে সমগ্র সমাজের একটা রূপান্তর ঘটবে একথা বিশ্বাস না করলেও একটা কথা বিশ্বাস করি যে প্রতিটি মানুষকে যদি সমবায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত করতে পারি তাহলে তাঁদের জীবনধারা হয়ত কিছুটা উঁচু হতে পারে। যা' হোক্, কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ মহল থেকে আরম্ভ করে বড় বড় কর্ত্তারা যখন চিন্তা করেন যে সমবায় নীতির মধ্য দিয়ে সমাজের একটা আমূল পরিবর্ত্তন আনতে হবে তখন ঐ সরকারী কর্মধারায় সে জিনিসগুলি আছে কিনা তা' এই বাজেটের মধ্যে দেখতে হবে। কিন্তু বাজেটে এবং বাজেট বক্তৃতায় যে যে জিনিসগুলি আমরা পাচ্ছি তাতে সেই সুর বা দৃষ্টিভঙ্গীর কোন লক্ষণ দেখছি না। আমরা জানি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু

র বারে ঘোষণা করেছেন যে আগামী ৩ বছরের মধ্যে ভারতের সব জায়গায় সার্ভিস ।-অপারেটিভের ভিত্তি রচনা করতে হবে। কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে আমরা সেই সার্ভিস ।-অপারেটিভের নামগন্ধও পেলাম না। মুখ্যমন্ত্রী খুব মামুলীভাবে বলেছেন যে যেসব প্রডাক্টিভ ।-অপারেটিভগুলো রয়েছে তার সঙ্গে সার্ভিস কো-অপারেটিভকে ইন্টিগ্রেট করে সেগুলিকে ভিস কো-অপারেটিভে রূপান্তরিত করতে হবে। এবিষয়ে আমার প্রথম কথা হোল যে দ্বিতীয় ঃবর্ষিকী পরিকল্পনায় সমগ্র ভারতবর্ষে ৭০ হাজার সার্ভিস কো-অপারেটিভ করবার কথা ল কিন্তু বাংলাদেশে যে নূতন কার্য্যসূচী দেখছি তাতে সেই সার্ভিস কো-অপারেটিভের কথা খছি না। দ্বিতীয়তঃ, সমবায় কৃষি সমিতি সম্বন্ধে দেখছি যে বাংলাদেশে যে সমবায় কৃষি সমিতি লো রয়েছে তার মধ্যে ১২টি ছাড়া আর সমস্তই অকার্য্যকরী অবস্থায় রয়েছে। অর্থাৎ দেখা চ্ছে যে সমবায় সম্পর্কে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ এবং উর্দ্ধতন শাসক কর্ত্তৃপক্ষ যে দৃষ্টিভঙ্গীতে এটাকে খছেন বা যে নীতিতে এটা চালাতে চাচ্ছেন তাতে কোন ফলই হয়নি। তারপর দেখা চ্ছে যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যেখানে ৫ বছরের জন্য ১ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকার ভিশন করা হয়েছিল সেখানে তার পরিবর্ত্তে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। কাজেই এ টাকা কেন খরচ করা হয়নি সেটা আশা করি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় জানাবেন। তারপর আরও টা জিনিস দেখা যাচ্ছে যে সমবায়গুলো মূলতঃ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির মধ্যেই বার ব্যবস্থা হয়েছে এবং বাজেটে এমনভাবে টাকা দেওয়া হয়েছে যাতে করে দেখা যাচ্ছে যে ণ্ট-ইন-এইড খাতে ৯৪ লক্ষ টাকা দেখান হয়েছে। যদিও এবিষয়ে তাঁরা অন্যরকম প্লানেশন দিচ্ছেন যে সেটা লোন্‌স অ্যাণ্ড অ্যাডভান্স খাতে দেওয়া হয়েছে। তারপর ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক খাতে গত বছর ১৯ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে এবং প্রাইমারী সাইটি খাতে ২॥ লক্ষ টাকা যদিও গ্র্যাণ্ট-ইন-এইড দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে সেটা ন্‌স অ্যাণ্ড অ্যাডভান্স খাতে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। কাজেই আমরা দেখছি মন্ত্রীমহাশয় যে জেট পেশ করেছেন তারমধ্য দিয়ে সার্ভিস কো-অপারেটিভ এবং গ্রামাঞ্চলে কো-অপারেটিভ রার মত দৃষ্টিভঙ্গী বা নীতি এই কংগ্রেস সরকারের নেই, বরং সমগ্র সমবায় সমিতিগুলিকে মাত্র ক্রেডিট সোসাইটিতে রাখারই ব্যবস্থা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমি আরেকটা কথা তে চাই যে কো-অপারেটিভ সোসাইটির মূল ভিত্তি এমন হওয়া উচিত যাতে গ্রামাঞ্চলের ব মানুষ চাষবাস করে তাঁদের উপর কোন অত্যাচার না হয় এবং সেদিক থেকে সমবায় তিকে সার্ভিস কো-অপারেটিভের সঙ্গে একত্রিত করতে হবে। কিন্তু যারা জলাশয়ে এবং তে মাছ ধরে তাঁদের প্রতি যদি দৃষ্টি দেন তাহলে দেখবেন সেইসব কো-অপারেটিভ সাইটিগুলি প্রকৃতপক্ষে সমবায়ের ভিত্তিতে না চলে তা' মৎস্যজীবীদের উপর অত্যাচারের রণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সরকার জমিদারী প্রথা যদিও তুলে দিয়েছেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে বহতা নদীর জলকর এখনও পর্য্যন্ত সেই জমিদারী প্রথায় ইজারা দিচ্ছে এবং যদিও তাঁরা স্যজীবী সমিতিকে কিছু কিছু সত্ব দিয়েছেন কিন্তু তাহলেও তাঁরা প্রধানতঃ জমিদারী রাইট ারসাইজ করে মৎস্যজীবীদের উপরে অত্যাচার করছেন। কাজেই এথেকেই বোঝা যায় মৎস্যজীবী সমিতিগুলি সমবায় নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে না। সুতরাং এ স্থায় আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব—আমি অবশ্য সুন্দরবনের কথা বলছি না—যে রকম ইজারা দিয়ে যেখানে মৎস্যজীবীদের উপর অত্যাচার করে সেগুলি তুলে দিয়ে এমন া-অপারেটিভ তৈরী করা দরকার যাতে মৎস্যজীবীরা গঙ্গা এবং পদ্মা নদীতে অবাধে মৎস্য

চাষ করতে পাবে। এ প্রসঙ্গে আমি লালগোলা মৎস্যজীবী সমিতির কথা আপনার ক রাখছি এবং আপনি শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে বাংলাদেশে যতগুলি সমবায় সমিতি আছে তারম এই মৎস্যজীবী সমিতিটি সবচেয়ে বড় এবং যার সভ্যসংখ্যা হচ্ছে ১,১০০ শত এবং সেক্রেটারী হচ্ছেন শ্রীপঞ্চানন সরকার।

[5-10—5-20 p.m.]

তারা সাধারণ মৎস্যজীবীদের কাছে থেকে এমনকি সেই কো-অপারেটিভের যে সভ্য মৎস্যজী তার কাছ থেকে ২।৪ টাকা খাজনা থেকে ২৪ টাকা খাজনা নেয়, ভাগে তাদের কাছ থে আদায় করে। আমি শুধু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এটা নিবেদন করব যে এই জাতীয় যে মৎস্যজীবী সমিতি আছে তারা মৎস্যজীবীদের উপর অত্যাচার করে, কিছু কাজ করে ন সেইসব সমিতিগুলি তুলে দিয়ে সমস্ত মৎস্যজীবীদের নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন করা উচিৎ এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Sudhir Chandra Bhanbari :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সমবায় সমিতি সম্পর্কে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পশ্চিমবং ১১ হাজার সমবায় সমিতি আছে। যদি এগুলির ভাল করে খবর নিই তাহলে এই সমিতিগু কি অবস্থায় রয়েছে সেটা ভাল করে বোঝা যাবে বিশেষ করে আমি যতটুকু জানি আমার কে ৬টা সমবায় সমিতির মধ্যে প্রায় ৫টা অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে, তাদের কাজ কোনরক চলছে। মূল কথা হল ১৯৪০ সালে যে সমবায় আইন রচিত হয়েছিল এবং ১৯৪২ সা তার যে নিয়মাবলী রচিত হয়েছিল সেই অনুযায়ী সমস্ত সমবায় সমিতিগুলি চলছে। ১৯ সালের পরিস্থিতি এবং বর্ত্তমান পরিস্থিতির মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। দেশ স্বাধী হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, জমিদারী প্র উচ্ছেদ, ভূমি সংস্কার আইন, নানা পরিবর্ত্তন হয়েছে কিন্তু সমবায়ের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্ত হয়নি, একইভাবে চলছে, যার ফলে সমবায় সমিতিগুলির কোন কার্য্যকরী অবস্থা নেই সেইজন্য আমি বিশেষ করে সমবায়মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব যে সত্যিকা যদি সমবায় প্রথায় চাষের উন্নতি, কৃষির উন্নতি, ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি এবং শিল্পের উন্ন করতে হয় তাহলে আইনগুলির এবং নিয়মগুলির আমূল পরিবর্ত্তন করতে হবে। এখন আম দেখতে পাচ্ছি কিছুই হচ্ছে না। বর্ত্তমানে যে খাদ্য সমস্যা এবং যেভাবে নানারকম কৃত্রি খাদ্য সংকটের সৃষ্টি করে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা হচ্ছে এগুলি দূর করা যায় যদি সমবায়ের মাধ্য ডিষ্ট্রিবিউশান করা যায় বিশেষ করে মহেশতলা কো-অপারেটিভ মাল্টি পার্পাস সোসাইটি সম্প আমার অভিজ্ঞতা আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সিভিল সাপ্লাই, পুলিশ বিভা সমবায় সমিতিগুলির উপর খুব সন্তুষ্ট নয়। সমবায় সমিতির মাধ্যমে যদি এগুলি করা য তাহলে দুর্নীতি অনেক কম হয় কারণ সেখানে নানারকম কমিটির মিটিং হয়, সাব-কমিটি মিটিং হয়, সেখানে জালিয়াতী জোচ্চুরী করা সম্ভব নয়—সিভিল সাপ্লায়ের পক্ষে উংকে নিয়ে সমস্ত ব্যবসায়ীদের দুর্নীতির পথে ঠেলে দেওয়া সম্ভব হয় না। সেজন্য আমি বিশে করে অনুরোধ করব এ সম্পর্কে একটু বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। যদি সত্যিকারে খা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হয়, খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে হয় তাহলে সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রকৃত কৃষককে কিছু কিছু ঋণ, ভূমি সংস্কার করে জমি দেওয়া এবং সার দেওয়ার ব্যবস্থা ক

দরকার। এগুলি যদি করেন তাহলে উন্নতি হতে পারে। আমার মনে হয় ভাল করে খবর নিলে দেখা যাবে যে সমস্ত সমবায়গুলি অকেজো হয়ে পড়েছে এবং সেজন্য আপনার কাছে অনুরোধ করছি এ সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা করুন। যদি আইন পাল্টান না যায় তাহলে কিছু হবে না। এক একটা অংশের জন্য এক একটা সমবায়ের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কিন্তু সেই একটা অঞ্চলে একটা সমবায়ের মধ্যে অনেক রাজনৈতিক দল এবং নানারকম সমাজের লোক থাকে। আমি বিশেষ করে মহেশতলা কো-অপারেটিভের মধ্যে দেখেছি কমিউনিষ্ট পার্টি এবং কংগ্রেস এবং অন্যান্য দল আছে। সেই সমস্ত দল নিয়ে সমবায় সমিতির মধ্যে কাজ করা খুব মুস্কিল আছে। সেজন্য সমস্ত দল মিলে যাতে সরবায়ের মধ্যে কাজ করতে পারে সে সম্পর্কে একটা নীতি নির্ধারণ করা দরকার বলে মনে করি!

Shri Ledu Majhi :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, দেশবিদেশের দেখাদেখি আমরা বহু জিনিসই জনসাধারণের মাথায় চাপিয়ে দিই। কিন্তু দেশের জন-মন এবং অবস্থা হিসাব না করেই আমরা ধার করা জিনিস খাড়া করি। সমবায় সম্বন্ধে আমাদের অবস্থা সেইরকম। পরস্পর মিলিতভাবে কাজ করবার মনোভাব এবং সহযোগিতার আগ্রহ সৃষ্টি করবার উপযুক্ত চেষ্টার কিছু না করেই আমরা সমবায় গড়তে যাচ্ছি। ফল খারাপ হচ্ছে—নৈরাশ্য আসছে। সুতরাং সমবায় পদ্ধতি চালু ও প্রসার করার আগে আগে দ্রুত সমাজ-মন গঠন ক'রে আগিয়ে যাওয়া উচিত। তাছাড়া, সমবায়ে আর একটি বিপদ দেখা দিচ্ছে। সরকার থেকে কোনো জিনিস করলেই সরকারের অনুগ্রহভাজনরা মনে করেন—সরকার তাঁদের স্বার্থসিদ্ধির উপায় করে দিয়েছেন। সরকারও সেই অভিলাষ নিয়ে তারমধ্যে অনুচরদের প্রাধান্যের ক্ষেত্র রচনা করেন। ফলে, এই সুবিধাবাদীর দল শাসনের অনুগ্রহ পেয়ে, সমবেত কাজের আদর্শের নামে তারমধ্যে স্বার্থসাধন করেন—অপর সহযোগীরা প্রতারিত হন, প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমবায়কে আজ শুধু বাতাসা ছড়িয়ে দেবার মত ছুটি ছুটি বাৎসরিক ঋণ দেবার যন্ত্র মাত্র করে রাখলেই চলবে না। উৎপাদনের ও বণ্টনের দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাদের উপযুক্তভাবে লাগাতে হবে। বাৎসরিক স্বল্প বিচ্ছিন্ন ঋণের পদ্ধতিতেই সমবায় শক্তি গড়ে উঠতে পারে না। তারজন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা, পুঁজি, ব্যবস্থা, কর্মী ও মনোভাব চাই। সমবায়ের সাম্প্রতিক কর্মধারায় জোর রাজনীতি দেখা দিয়েছে। বর্ত্তমানে মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি তৈরী হচ্ছে এদের হাতে মোটা টাকা দেওয়া হবে। এই সোসাইটিগুলি যে কংগ্রেসের আগামী নির্বাচনের ক্ষেত্র গড়বার যন্ত্র হিসাবে গড়া হচ্ছে—তারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। উপযুক্তভাবে প্রচার না ক'রে এমনকি, সমবায়ের বর্ত্তমান স্থানীয় সোসাটিগুলিকে খবর না দিয়ে—কৌশলে অনুগ্রহভাজন কংগ্রেসীদের সমবেত ক'রে এই মার্কেটিং সোসাইটিগুলি গঠন করা হচ্ছে। আদৌ সোসাইটি নেই এমন থানাতেও মার্কেটিং সোসাইটি খাড়া করা হচ্ছে—সরকারের কংগ্রেসী সহায়কদের সদস্যভুক্ত ক'রে। নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকারী টাকা অপব্যয়ের ও দলীয় রাজনীতির আর এক ভাল পথ করা হচ্ছে।

Shri Chittaranjan Roy : On a point of personal explanation, Sir, Shri Jatin Chakravorty as is usual with him has given some untruths. I was never invited by Mr. Preston nor did I dine with him ever in any hotel.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : Yes, Sir, Mr. Preston invited him.

[Noise and interruptions]

Mr. Speaker : Order, order. The Hon'ble Chief Minister will now reply.

[5-20—5-30 p.m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, my friend Shri Jatin Chakravorty always vomits untruths. However, Sir, in the matter of co-operative movement we are trying to evolve certain formulae. Those who are engaged in agricultural co-operative farming should be given all encouragement and agricultural income tax should not be levied provided they are genuine co-operative farming. Sir, I hope to get some formulae which will relieve the co-operators from agricultural income tax.

Sir, my friend Shri Das is not here. He refered to me about the income-tax which is payable by the co-operative societies. Sir, I looked into the Act—the old Co-operative Societies Act of 1912. It says in section 28 (1) that ihe Central Gcvernment by notification in the official gazette may in the case of any registered society or class of registered societies remit the income-tax payable in respect of profits of the society. Obviously this section refers to the society which is registered undei the Central Co-operative Societies Act of 1912. In 1940 the State Government formulated its own Act in which it repealed all the other sections but kept this section, but it did not help the co-operative societies because a man who belongs to a co-operative society is registered not under the Act of 1912 but under the Act of 1940 and therefore a section which applies to a society registered under the Act of 1912, section 28 (1) of the 1912 Act, will not apply to a co-operative society registered under the Act of 1940. Therefore from that point of view the co-operative societies will be at a little discount because if a co-operative society is registered under 1940 Act of Bengal, it has no chance of getting relief under 1912 Act of the Centre. But there is a speech of the Central Finance Minister in 1960-61, which gives us some help and we may go up to the Government of India to get that help. He says, "My next proposal is with regard to the taxation of co-operative societies. At present the business income of such societies is exempt from tax". Evidently he refers to section 28 (1). "This exemption is justified having in view the objective of the Co-operative Societies Act, 1912, namely, to facilitate the formation of co-operative societies for the promotion of thrift and self-help among agriculturists, artisans and persons of limited means. However, as the House is aware, of late co-operative societies have widened their fields of activity and are carrying on substantial business involving transactions of a large scale with non-members, namely, a co-operative society or a handloom co-operative society of now getting a lot of profit by selling its produce to non-members, to persons who are not members of the society and getting income from that. There is no justification for a complete tax exemption of business profits in their case. It is

therefore proposed and this ts important for us that while the business incomes of co-operative societies connected with agriculture, rural credit and cottage industries should continue to be wholly exempt from tax he is talking of income-tax and not agricultural income-tax–the business incomes of other societies should be exempt only up to a limit of Rs. 10.000". These proposals will not materially affect us. So there is one loophole and I propose to go up to the Government of India to allow exemption of income-tax of all societies in this State even though they are not registered under the Act of 1912. But so far as agricultural income-tax is concerned, it is our job and we shall have to follow the same principle here.

There is another question that the co-operative movement in this State has been slow. I admit it is slow. Not only it is slow, but as you must have followed when I tried to put forward the growth of co-operative societies in Bengal that we are changing our outlook from time to time. At first it was credit society. Then it was credit and non-credit society. Now it is taking a different shape, viz, credit society which will be more or less supplier of raw materials for production purposes. A credit society which would be called the service society and which on the one hand will give service and on the other hand will market the produce of that particular industry. I admit that all our budget figures will have to be readjusted with this new idea of things. As you are aware, there has been a lot of criticism as to what we exactly mean by our co-operative work. There are some people who are prepared to say that the Congress is wedded to a collective agricultural society or agrtcultural farming. We are not. So far as I can see, in the near future there is no question of any compulsion on the part of any Government for the purpose of forcing any individual to give up the proprietorship of his land. He retains his proprietorship. He has got the power to deal with his land as he like. The only thing is, in order to increase the production of the country, he might get all the facilities for ncreasing the production and whatever help and service is needed should be provided for him through co-operative societies. The reasons are two-fold. First of all, through co-operative it may be possible to get together a large quantity of service materials purchased at a fairly reasonable price which an ordinary cultivator of a small means may not be able to purchase. Secondly, a cultivator can utilise the raw materials at the proper time. A man who gets a little money in cash for help may not get the iime for purchasing the raw materials, or the seeds or manure in time for use. That difficulty will be avoided if these things are done through the co-operatives. On the other hand one of the greatest difficulties which the cultivators have to face, as I have said before, is to sell their produce at any price in order to satisfy middlemen. That also will have to be counted. Therefore, we have got this new form of societies. It will take a little time, and it is true the progress is slow, or the movement has not taken a very good shape yet. I entirely agree.

Shri Jatin Chakravorty, as I have said before, never opens mouth but tells an untruth. He has said that Rs. 6 lakhs or Rs. 8 lakhs were misappropriated. There is no question of misappropriation. (Shri Jatindra Chandra Chakravorty : Where is the file?).

[5-30—5-55 p.m.]

He always deals with files that disappear. Sir, how is it that he always gets the file that disappears ? What does he do with the disppeared files ? Sir, I am sorry that I have got to contradict him every time till I am tired of contraditing him. In fact, I want to say once for all and I may say at once that Shri Jatin Chakravorty never speaks the truth, never gives a truth and is never capable of speaking a truth.

Sir, with these words, I oppose all the cut motions and I commend my own motion for the the acceptance of the House.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : On a point of personal explanation, Sir.

Mr. Speaker : No personal explanation now.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty :

আমার একটা পার্সোনাল এক্সপ্লানেশন আছে স্যার, আমাকে বলতেই হবে।

[Loud noise and uproar]

Mr. Speaker : Mr. Chakravorty, kindly take your seat.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : I am not going to sit.

আমাকে বলতে দিন।

[Loud noise and uproar]

Mr. Speaker : Mr. Chakravorty, kindly take your seat. Now, I put all the cut motions to vote except cut motion No. 33 on which division is wanted.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jatindra Chandra Chakravorty that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 65,58,00 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-opeiation" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Ranendra Nath Sen that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42– Co-opeiation" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Haran Chandra Mondal that the demand of Rs. 65,58,000 for expediture under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Haldar that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42– Co-operation" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42– Co-opeiation" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sisir Kumar Das that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Shaikh Abdulla Farooquie that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100, was then put ond lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Natendra Nath Das that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "S2—Co-operation" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Samar Mukhopadhyay that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhakta Chandra Roy that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dhirendra Nath Banerjee that the demand (Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head—"42 Co-opera tion" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Mullick Chowdhury that the demand (Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42--Co-opera tion" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ledu Majhi that the demand of Rs. 65,58,000 for expen diture under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced b Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 65,58,00 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be re duced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 65,58,00 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be re duced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 65,58,000 for expendi ture under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be re- duced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Monoranjan Hazra that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-opera- ration" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Benoy Krishna Chowdhury that the demand of Rs. 65,58,000 for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-opera- tion" be reduced by Rs. 100, was then put and a division taken with the follow- ing result :—

NOES—125

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit

Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Prafulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Bouri, Shri Nepal
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chatterjee, Shri Binoy Kumar
Chattopadhyay, Shri Satyendra Prasanna
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhury, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hoare, Shrimati Anima
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkes
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh

Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Naskar, Shri Khagendra Nath
Noronha, Shri Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Panja, Shri Bhabani Ranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, Shri Bhakta Chandra
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Talukdar, Shri Bhawani Prasanna
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—57

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Subodh
Banerjee, Dr. Suresh Chandra
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Dr. Bridabon Behari
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Gupta, Shri Sitaram
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Majhi, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna

Mondal, Shri Amarendra
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukherji, Shri Bankim
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben

The Ayes being 57 and the Noes 125, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 65,58,000 be granted for expenditure under Grant No. 26, Major Head "42—Co-operation" was then put and agreed to.

Point of Privilege

Shri Bankim Mukherjee : On a point of privilege. Just now the Leader of the House said that one member of the House is a consistent and deliberate liar.

Mr. Speaker : He did not say that.

Shri Bankim Mukherjee : What he said amounts to this—he said that the member never speaks the truth, he cannot speak the truth and he will never speak the truth—he said that in the past the member never spoke the truth. Can any honourable member, however big and great he may be speak in that fashion about another member ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : If it has hurt any of the members I withdraw that expression.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[After adjournment]

[5-55—6-5 p.m.]

DEMAND FOR GRANT NO. 30

Major Head : 47—Miscellaneous Departments—Fire Services

The Hon'ble Iswar Das Jalan : On the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 39,83,000 be granted for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services".

The grant under this head is intended to meet the expenditure on the State Fire Service which was created on the 18th April 1950 under the West Bengal Fire Services Act, 1950, by amalgamating the Calcutta Fire Brigade and the old West Bengal Fire Services, a temporary war-time organisation.

The Fire Service consists of 30 permanent fire stations situated in different parts of this State besides two temporary fire stations—one at Suri in the district of Birbhum and the other at Krishnanagar in the district of Nadia which are maintained during the summer months. Of the 30 permanent fire stations, 9 are in Calcutta, 7 in the district of 24-Parganas, 3 in the district of Howrah, 5 in the district of Hooghly, 3 in the district of Burdwan and one each in the districts Cooch Behar, Jalpaiguri and Darjeeling.

The total number of Fire Service personnel is nearly 1500.

As Government incur expenditure for the maintenance of Fire Service they also derive revenues from the license fees under the West Bengal Fire Services Act. The work of issuing licenses and collection of license fees under this Act was at first entrusted to the Calcutta Corporation and certain other municipalities authorised in this behalf. But as collection of license fees by them was not very satisfactory, the powers of issuing licenses and collection of license fees were withdrawn from them from 1.4.53 and delegated to the Director, West Bengal Fire Services. The total estimated receipt on this account during the current year is Rs. 10,00,000.

In view of the extreme difficulty in fighting fires in Calcutta due to the inadequate supply of water in the Corporation mains, the scheme has been undertaken to sink 40 large capacity tubewells in different parts of the city for augmenting the supply of water for fire fighting purposes at total cost of Rs.36,11,250. Some of the tubewells have already been sunk under the scheme and the sinking of the rest is expected to be completed within the next few years The current year's budget estimate under the sub-head 'B—Works' includes provision on this account.

In order to strengthen the fire services, Government adopted the fire service 5-year scheme for replacement of old appliances at total cost of about Rs. 30 lakhs. The scheme has already been implemented.

For further improvement of fire services in Calcutta Government of India have sanctioned a sum of Rs. 5 lakhs approximately as grant-in-aid and indents for purchage of fire fire appliances with this grant-in-aid have already been placed.

The total demand is Rs. 39,83,000. The details are all mentioned in the Blue Book.

With these words I commend my motion for the acceptance of the House.

Mr. Speaker : Cut motion No. 8 in Grant No. 30 relates to Labour and Tribal Welfere Department. Therefore, it is out of order.

Shri Subodh Banarjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 39,83,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Department—Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 39,83,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments-Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Shri Elias Razi : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 39,83,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments —Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Shri Narayan Chobey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 39,83,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 39,83,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments —Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Dr. Radhanath Chattoraj : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 39,83,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhadra Bahadur Hamal : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 39,83,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Shri Ledu Majhi : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 39,83,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments —Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 39,83,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 39,83,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 39,83,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mullick Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 39,83,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Shri Rama Shankar Prasad : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 39,83,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Shri Deo Prakash Rai : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 39,83,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" be reduced by Rs. 100.

Shri Ledu Majhi :

কথায় বলে আগুন লাগার মত অবস্থা। সে সময় বিদ্যুৎ বেগে কাজ করতে হয়। এই-রকম ব্যাপারেই যদি সরকারী যন্ত্র নিদারুন কচ্ছপ গতিতে চলে—তাহলে সাধারণ ব্যাপারে কি অবস্থা ঘটে, সহজেই বুঝতে পারা যায়। ঘর যখন পোড়ে তখন মানুষ সর্ব্বস্বহারা হয় গৃহ-হীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন হয় মানুষ তখন রৌদ্রে, জলে শীতে ঝড়ে মরতে থাকে অসহায় হয়ে বিপন্ন মানুষ যখন ছুটোছুটি ক'রে এসে ডেপুটি কমিশনারকে ধরে তখন তিনি বলেন থামো, আগে দরখাস্ত দাও তার তদন্ত হবে। তারপর যা হয় হবে। দরখাস্ত পড়ে ধীরে সুস্থে কোনটার তদন্তও বা হয়। তারপরে সাড়াশব্দ নেই। লোক ছুটোছুটি করে এসে আবার ধরে ডি, সি বলেন থামো এবার কমিশনারের অনুমতি চাই। কমিশনারের অনুমতি আনতে চিঠি গেল সে চিঠি আর ফেরেই না। হয়তো কমিশনার নেহেরুজীর অনুমোদন আনতে খবর পাঠিয়েছেন। আর নেহেরুজীও হয়তো রাষ্ট্রসঙ্ঘে ঋণ চাইতে দেশাইকে পাঠিয়েছেন। আমাদের জেলায় ঘর পোড়া কেউ এক বছর, কেউ দুবছর তাকিয়ে বসে আছে কখন অনুমতি আসবে। অদৃষ্টের ফেরে যেমন এই ঘর পোড়া ঘটছে—শাসনের ফেরে—তেমনি আজ আমাদের এই কপাল পোড়া হয়েছে।

[6-5—6-15 p.m.]

Dr. Golam Yazdani :

মিষ্টার স্পীকার স্যার, বাংলাদেশের ফায়ার সার্ভিস সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশনের যন্ত্রপাতি কেমন আছে এবং সেই সমস্ত যন্ত্রপাতি দিয়ে আমাদের ফায়ার ফাইট কিভাবে চলে এবং কতটা হওয়া সম্ভব। তবে এই ডিপার্টমেণ্টের ফায়ার সার্ভিস সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করার আগে এই বাজেটের ২।১টি জিনিষ আমি মাননীয় সদস্যদের সামনে রাখতে চাই এবং সেটা হোল যে ফায়ার সার্ভিসে টাকার অঙ্ক ক্রমেই বেড়ে চলেছে অথচ যে সমস্ত জিনিষ এই ফায়ার সার্ভিসে থাকা প্রয়োজন তা এতদিনেও হচ্ছেনা। আমি মোটামুটিভাবে দেখাচ্ছি যে ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেটে এই ফায়ার সার্ভিসে যে টাকা ধরা হয়েছিল তাতে খরচ করার পর দেখা গেল যে ১লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা বেঁচে গেল অর্থাৎ খরচ করা গেলনা। তারপর ১৯৫৮-৫৯ সালেও খরচ করার পর দেখা গেল যে ৫ লক্ষ ২ হাজার টাকা খরচ হলনা অর্থাৎ সারপ্লাস হোল এবং তারপর এই বছর এইভাবে কতটা সারপ্লাস হবে তা অবশ্য এখনও জানতে পারিনি তবে আগামী বৎসর জানতে পারব। যা হোক, আমরা বাজেটে টাকা ধরে দিচ্ছি অথচ সেই টাকা খরচ হচ্ছেনা বলে যদি কেউ মনে করেন যে এই ডিপার্টমেণ্টের কোন জিনিষের অভাব নেই বলেই এই টাকা খরচ হয়নি তাহলে আমি বলব যে তাঁরা একটু ভুল করছেন। কেননা আমি এখনি দেখাব যে সত্যিকারের মানুষের কাজে লাগাতে গেলে এই ডিপার্টমেণ্টকে আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সুসজ্জিত করতে প্রচুর টাকা খরচের প্রয়োজন অথচ যেটা শুধু এই ডিপার্টমেণ্টের অকর্ম্মন্যতা ও অবহেলা এবং দুর্নীতির জন্যই হয়নি। আমাদের এই কোলকাতায় ১০টি ফায়ার ষ্টেশন এবং ২৪।২৫ টি ফায়ার ইকুইপমেণ্ট রয়েছে। মিষ্টার স্পীকার স্যার, ১৯৫৭ সালে গড়িয়াহাটা এবং রিপন ষ্ট্রীটে যে বড় বড় অগ্নিকাণ্ড হোল তাতে জলের প্রেসার পাওয়া যাচ্ছেনা বলে এই দমকল বাহিনীকে হিমশিম খেতে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ডিরেক্টর অব

ফায়ার সার্ভিস, মিঃ স্কট ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় বলেছিলেন এবং ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকাও মন্তব্য করেছিল যে কোলকাতার ফায়ার ষ্টেশনের যা অবস্থা তাতে কোন ইঞ্জিন চালাতে গেলে ওয়াটার প্রেসার পাওয়া যায় না এবং যার জন্য ঐ গড়িয়াহাট এবং রিপন ষ্ট্রীটের ফায়ারকে তাঁরা ভালভাবে ট্যাকেল করতে পারেনি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এতদিনেও সে অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি এবং যার জন্য তাদের বিরুদ্ধে আমি অভিযোগ করছি। স্যার, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে যুদ্ধের সময় যতগুলি এক্সট্রা ফায়ার ইকুইপমেণ্ট এবং এক্সট্রা ষ্টেশন হয়েছিল তা যুদ্ধের পর সবই তুলে নেওয়া হয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ১৯৩৯ সাল থেকে যে ১০টি ফায়ার ষ্টেশন কোলকাতায় ছিল আজও তাই রয়েছে অথচ কোলকাতায় ঐ ১৯৩৯ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোক বেড়ে গেছে। সুতরাং এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন ফায়ার ষ্টেশনএর সংখ্যা বাড়েনি তখন এটা অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখের কথা বলে মনে করি। শুধু তাই নয়, এই লোক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম শিল্প গড়ে উঠেছে এবং অনেক জায়গায় প্রচুর রেসিডেন্সিয়াল কোয়ার্টার্স হয়েছে, অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে আগুনের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে অথচ সে তুলনায় ফায়ার ষ্টেশনের সংখ্যা মোটেই বাড়েনি। এ সব ছাড়া আগুন লাগার আরও একটা কারণ হয়ত আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে অনেক সময় বাড়ীর মাঝখানে অয়েল ড্রাম রেখে দেয় এবং তা থেকে ভয়ানক রকম অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়। যা'হোক এখন আমাদের এই ফায়ার ষ্টেশন এর সাজ-সরঞ্জামের সঙ্গে যদি বিদেশের সাজ-সরঞ্জামের তুলনা করি তাহলে আমাদের লজ্জা হবে। কেননা কয়েক দিন আগে বিলেত থেকে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি এসে বলেছেন

These are mere scraps of iron and these should be sent to museum.

অর্থাৎ পাশ্চাত্ত দেশে যেগুলো চলেনা সেগুলোকে আমাদের কলকাতায় ফায়ার এ ব্যবহার করা হচ্ছে। সেজন্য বলছি যে এর সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম ইম্প্রুভ করা দরকার। কোলকাতায় কিছুদিন আগে কসবায় একটা আগুন লাগে এবং সেই আগুনে উদয়শঙ্করের অনেক জিনিষ নষ্ট হয়। উদয়শঙ্করের সমস্ত জিনিষ যখন পুড়ে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় কিছুদূরে ২ খানা ফায়ার ইঞ্জিন দাঁড়িয়েছিল। কারণ ওখানে লেবেল ক্রসিং এর জন্য সেই ফায়ার দুটো দুজন সেখানে যেতে পারেনি। ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট থেকে দুখানা ফায়ার ইঞ্জিন সেখানে গিয়েছিল, কিন্তু লেবেল ক্রসিং বন্ধ থাকায় তারা সেখানে যেতে পারেনি এবং ১২ মিনিট তাদের সেখানে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এইভাবে মূল্যবান ১২ মিনিট নষ্ট হবার ফলে উদয়শঙ্করের অনেক জিনিষ পুড়ে গেল। আমি মনে করি যে আমাদের জাতীয় সম্পত্তি পুড়ে গেছে, কেননা উদয়শঙ্কর আমাদের রূপ বিদেশের কাছে তুলে ধরেছেন। সুতরাং এই ক্ষতিটা ফায়ার ডিপার্টমেণ্টের অকর্ম্মণ্যতার দরুন হয়েছে। এইভাবে এখানকার ফায়ার সার্ভিসের জন্য এই রকম ক্ষতি হচ্ছে। তারপর এখানে যে সমস্ত ফায়ার ইঞ্জিন রয়েছে তাদের ট্রেলার পাম্প অনেক রয়েছে। সারা বাংলাদেশে ৩০টা ফায়ার ষ্টেশন রয়েছে-এর মধ্যে ৭০টা যে পাম্প রয়েছে তারমধ্যে ৪৫ খানা ফায়ার ইঞ্জিন বাকিগুলো ট্রেলার পাম্প। এই ট্রেলার পাম্পগুলো সব ছোট ছোট। মফঃস্বলে আমার মনে হয় যে এই ট্রেলার পাম্পগুলি তুলে দিয়ে হেভি পাম্প হওয়া দরকার। এমন ওয়াটার পাম্প হওয়া দরকার যাতে ৫০০ গ্যালন জল রাখা যেতে পারে। এই সমস্ত না হলে ফায়ার ফাইটিং ঠিকমত হয়না। তারপর বড় বড় ৪।৫ তলা যে বাড়ী কোলকাতায় আছে সেখানে যদি কোনরকম আগুন লাগে তাহলে ফায়ার সার্ভিস এ ইঞ্জিন বড় সিড়ি আছে, কিন্তু

কোলকাতায় একখানা মাত্র এই রকম গাড়ী আছে। এটার নাম হল টি, টি, ল্যাডার। এই সিড়িটা প্রায় অচল হবার মত অবস্থা হয়েছে। কোলকাতায় ডাইরেক্টার অফ ফায়ার সার্ভিসেস যিনি ছিলেন তিনি বলেছিলেন যে ১৫ বছরের কোন ফায়ার ইঞ্জিন হলে সেগুলো রাখা উচিৎ নয়। অথচ আমরা জানি যে কোলকাতায় ফায়ার সার্ভিসে যে ৩।৪ খানি গাড়ী রয়েছে তাদের রিপ্লেস করা দরকার। অর্থাৎ ফায়ার সার্ভিসে ইকুইপমেণ্টের অভাব। আপনি জানেন যে কোন কূপে লোক পড়ে গেলে ব্রিদিং সেট এর প্রয়োজন হয়। কোলকাতায় যে ৪।৫টি ব্রিদিং সেট আছে তার অর্ধেক ব্রিদিং সেট কাজ করে না। এইভাবে যদি কোন কল আসে তাহলে সেই বিষাক্ত গ্যাস থেকে উদ্ধার করার জন্য কোন ব্রিদিং সেট নেই। ইলেকট্রিক ফায়ার যে সমস্ত হয় তাতে কার্বোনডাই অক্সাইড সিলিণ্ডার দিয়ে আগুন নিবাতে হয়। অথচ সেই কার্বোন ডাইঅক্সাইড সিলিণ্ডার কোলকাতায় নেই।

[6-15—6-25 p. m.]

এইরকম ভাবে কেমিক্যাল সিলিণ্ডার অনেক সময় থাকে যাকে বলে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড সিলিণ্ডার। এই রকম কেমিক্যাল গ্যাসের অনেক সময় প্রয়োজন হয়। কিন্তু এইরকম কলকাতায় একটা মাত্র আছে—সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু ছাড়া অন্য জায়গায় নেই। বার্স্ট যদি কোথাও হয় এবং কোন কিছু করতে পারে না। সেজন্য আমার সাজেসান হচ্ছে পাম্পিং মেসিন ইত্যাদির সংখ্যা বাড়াতে হবে। যেগুলি পুরাণ হয়ে গেছে তা রিপ্লেস করতে হবে নতুন দিয়ে এবং ব্রিদিং সেটগুলি যাতে কার্য্যকরী হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। অক্সিজেন সিলিণ্ডার থাকবে না এটা আশ্চর্য্যের কথা যার ফলে ব্রিদিং সেটগুলি কাজ করতে পারছে না। এটা কি এমন কঠিন জিনিষ যে অক্সিজেন সিলিণ্ডার থাকতে পারে না? তারপর আমি বলতে চাই যে ষ্টেশনের সংখ্যা বাড়াতে হবে যেমন টালিগঞ্জ এলাকায়, মেটিয়াবুরুজ এলাকায়, বেলেঘাটা এলাকায়। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন যে খড়দহ এলকায় মাত্র কিছুদিন আগে ৪টা ফ্যাক্টরী হয়েছে অথচ সেখানে ফায়ার ফাইটিং করার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই, একেবারে রয়েছে ব্যারাকপুরে। ওখানে যদি আগুন লাগে তাহলে ব্যারাকপুর থেকে নিয়ে আসতে হবে। দমদমে নিশ্চয়ই একটা ফায়ার ষ্টেশন দরকার। মাননীয় স্পাকার মহাশয়, আপনি জানেন যে দমদমে ওদের নিজেদের যন্ত্রপাতি রয়েছে কিন্তু ডাক পড়লে সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু থেকে যেতে হয়। তারপর আমি বিশেষ করে ওয়াটার সাপ্লাই মেন্‌টেন্‌ করা সম্পর্কে বলব। ওয়াটার সাপ্লাই মেন্‌টেন্‌ করতে গেলে হাইড্রেণ্ট থেকে প্রেসার পাওয়া যায় না। প্রেসার কেন পাওয়া যায় না তা আমরা বলতে পারি না, তবে এটা জানা যায় যে মল্লিকঘাট কিংবা তিলজলা থেকে যখন প্রেসার দেওয়া হয় তখন যদি কোন জায়গায় কাজ হতে থাকে সেই জায়গায় প্রেসার পাওয়া যায় না। এর ঠিক কারণ হল যে পাইপগুলি দিয়ে গঙ্গার জল বিভিন্ন হাইড্রেণ্টে চলে যায় সেই নলগুলি বন্ধ হয়ে গেছে; সিল্টিং হয়ে গেছে। এ কথা গোগালি সাহেব অনেকবার বলেছেন যে এই পাইপগুলি ৮০ বছর আগে ফিট করা হয়েছে, আর পরিষ্কার করা হয়নি যার ফলে এই পাইপগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং সেদিক থেকে ওখানে প্রেসার পাওয়া যায় না। তারপর ওয়াটার সাপ্লাই-এর আর একটা সোর্স হচ্ছে রিজারভার। যুদ্ধের সময় প্রায় ১শটা রিজারভার সারা কলকাতা শহরে করা হয়েছিল, অথচ তাদের একটাও এখন পর্যন্ত কাজ করছে না অথচ এই সমস্ত রিজারভারগুলি মেন্‌টেন করা

হত সহজ। এগুলি যদি ঠিকমত ইন্সপেকশন করা হয় এবং মেন্‌টেন্‌ করা হয় যখন দরকার হবে তখন এগুলি থেকে আমরা জল সহজে পেতে পারি এবং আগুন নেভান সহজ হতে পারে। ওয়াটার রিজারভারকে এইরকম ফেলে রাখা আছে, তার উপর কোন মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না। তারপর মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি বলব যে, যে কটা ডিপ টিউবওয়েল রয়েছে তাদের ব্যাপার এমনই যে ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্ট থেকে করা হয়েছে এবং মেন্‌টেন্‌ করছে কর্পোরেশন ডিপার্টমেণ্ট থেকে—চাবি থাকে সেই লোকের হাতে যে লোক ওটা মেন্‌টেন্‌ করছে—কর্পোরেশনের লোক, সকাল বেলা ২ঘণ্টা বিকাল বেলা ১ ঘণ্টা, এ ছাড়া আসেন না। যদি কোন সময় ঐ এলাকায় ঐ ডিপ টিউবওয়েল থেকে জলের প্রয়োজন হয় তাহলে লোকেরা সেই সুযোগ পেতে পারে না। এটা অতি সহজ যে তাদের কাছে যদি চাবি থাকে তাহলে চাবি খুলে পাম্পগুলি অপারেট করে কাজে লাগাতে পারে। এগুলি কেন করা হয় নি? মিঃ স্পীকার, স্যার, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি শিল্প প্রধান অঞ্চল এবং মিঃ গাঙ্গুলি বলেছিলেন যে ওখানে কাঠের কারখানা বেশী অথচ ওখানে ২টা ইঞ্জিন, ট্রেলার পাম্প আর একটা হেভি পাম্প—এতে কাজ হয় না। এখানে হেভি পাম্প বেশী হওয়া দরকার। অথচ ওখানে সরকার এখন পর্যন্ত কিছু করেন নি। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি এই সমস্ত জায়গায় হেভি পাম্প ২।৩টা করে থাকা দরকার। কাঠের গোলাতে যদি আগুন লাগে তাহলে তারা সহজে নেভাতে পারে না। তারপর ফায়ার প্রোটেক্‌টিং অফিসারগুলি যা লাইসেন্স করে—এদের ইন্‌কাম হল বিভিন্ন জায়গা থেকে, ফ্যাক্টরি থেকে, সিনেমা থেকে, বাজার থেকে—এই লাইসেন্স ফি ১৯৫৪-৫৫ সালে ১৪ লক্ষ টাকা হয়েছিল, তারপর ধীরে ধীরে সেটা কমে আসছে এমন কি ৮ লক্ষ ৬ লক্ষ টাকায় এসে যাচ্ছে।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিসের সেই লাইসেন্স ফি কমে যাচ্ছে কেন সেটা আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বিশেষ করে অনুসন্ধান করার জন্য অনুরোধ করবো। আর একটা কথা বলে আমি শেষ করবো ওয়ার্কারদের যে ট্রাইব্যুনালের এ্যাওয়ার্ড করছিল সেই এ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়েছে বটে কিন্তু তাদের যে তিনটা সিফটে ডিউটি হবার কথা ছিল ৩া এখনও হয় নি। মন্ত্রী মহাশয় এটা যেন একটু দেখেন। ওয়ার্কাররা ৩৬ ঘণ্টা, ৩২ ঘণ্টা, ২৪ ঘণ্টা কন্টিনিউয়াস ডিউটি করে, একদিনও অফ নেই। এই অবস্থার মধ্যে ফায়ার সার্ভিসের লোকেরা কি করে কাজ করতে পারে। এ বিষয়টা আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বিশেষ করে অনুসন্ধান করে দেখতে বলি।

Shri Sunil Das :

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি একটা বিষয়ের প্রতি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। সেদিন আপনি সংবাদপত্রে পড়ে থাকবেন এবং অন্যান্য সদস্যরাও পড়ে থাকবেন ২।৩ দিন পূর্ব্বে চেতলায় একটা গুদামে আগুন লেগেছিল। সেখানে গন্ধক ছিল সালফার এবং তার পার্শ্ববর্তী গুদামগুলিতে অন্যান্য কমবাসসিব্‌ল মালপত্র ছিল। সেখানে ফায়ার সার্ভিস গেল সেখানে যে হাই ড্রেন ছিল সেই হাই ড্রেনে জলের চাপ খুব কম ছিল বলে অনেক দূরে গিয়ে তাদের একটা পুকুর থেকে জল আনতে হয় এবং তারপর জল দিয়ে এবং অক্সিজেনের সাহায্যে ফায়ার ফাইটিং করে তারা আগুন নেভাতে সমর্থ হয়। আমার প্রশ্ন হল—মন্ত্রীমহাশয় আজকেও এই হাউসে বলেছেন যে কোলকাতায় ৪৯টা লার্জ সাইজ ফায়ার ফাইটিং টিউবওয়েলস বসাবার পরিকল্পনা আছে। সেটা আমরাও জানি, প্রতি বছর উনি একথা বলেন কিন্তু

কটা টিউবওয়েল এ পর্য্যন্ত হয়েছে, কবে এই পরিকল্পনা শেষ হবে এবং বছরে কটা করে হবে, কোন পাড়ায় হবে সেগুলি সম্বন্ধে একটা বিস্তৃত তথ্য থাকা দরকার। ১৯৫৯-৬০ সালে বাজেট এষ্টিমেট থেকে রিভাইজে প্রায় ১১ লক্ষ টাকা বেশী ধরা হয়েছে—৩৫ লক্ষ ৫৯ হাজার থেকে ৪৬ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা এবং তার ভেতর ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা এই বাবদ এডিশনাল প্রভিসন ফর এরিয়ার কষ্ট অফ সিংকিং ডিপ টিউব ওয়েল এবং এবার যে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৩৯ লক্ষ টাকা তার ভেতর এই বাবদ কিছু অর্থ বরাদ্দ করা আছে সেটা বাজেটে অবশ্য দেখানো হয় নি। আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাচ্ছি যে তারা কবে এই টিউবওয়েলগুলি কোলকাতায় খনন করবেন এবং এ পর্য্যন্ত কত খনন হয়েছে, আর এই টিউবওয়েল খনন কবার জন্য ১৯৬০-৬১ সালে কত টাকা তিনি বরাদ্দ করেছেন? এ ছাড়া আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা যে কথা বলেছেন ওয়ার্কারদের ওয়ান ডে অফ সপ্তাহে, ওভার টাইম এ্যালাউয়েন্স—এ সম্বন্ধে ওঁর কি বক্তব্য আছে সেগুলি যেন উঁনি এই হাউসে স্পষ্ট করে বলেন।

The Hon'ble Iswar Das Jalan : Sir, so far as the expenses for the Fire Services are concerned it is limited by the funds which are available to us. Another difficulty is that wherever the Fire Services Act is applied a tax is levied on the annual value of the Warehouses in that locality. Naturally it puts an additional burden upon the area in which the Act is applied and naturally wherever the demand or the necessity is the greatest, they are given preference in the setting up of the Fire Services.

With regard to the realisation from the license fee, I think my friend's allegation is not correct. I understand that in 1957-58 the income was 9 lakh 30 thousand. In 1958-59 it was 10 lakh 2 thousand and in this year our estimate is 10 lakh.

Now, Sir, with regard to the difficulty about the water pressure, that difficulty is really very great. The water pressure is generally supplied by the water mains of the Corporation of Calcutta and those water mains have been silted up to a very great extent as they were not being cleansed by the Corporation as they should have been. We represented to the Calcutta Corporation for cleansing these water mains. They promised that they would take steps in the matter. They have already taken some steps and they are going to do it further. But there are certain difficulties in clearing this silt. So, we decided that there should be 49 tubewells situated in different areas in order to augment the supply of water for fire-fighting purposes. According to the agreement with the Calcutta Corporation, this water is also used for drinking purposes. Whenever this water is required for fire-fighting purposes, it is available to the fire services, but otherwise, this water is utilised for the purpose of drinking. That is the reason why the control of these tubewells is in the hands of the Calcutta Corporation. It is not correct that these tubewells are not available to us whenever water is required for fire-fighting purposes. But the problem of having sufficient pressure of water in all parts of the city of Calcutta can be solved only if the Calcutta Corporation makes sufficient progress in the work of clearing the silt from these mains.

Sir, it is also not correct that efforts are not made to replenish the applian- ; of the fire services. As a matter of fact, a very large amount of money has en spent in order to replenish the appliances of the fire services.

Sir, we are trying to improve the conditions of the personnel of the fire vices. Their dispute was referred to the Industrial Tribunal and most probably s is the solitary case of Government employees in which the Government erred the dispute for the decision of the Industrial Tribunal. So far as the cisions of the Industrial Tribunal are concerned, all possible steps are being ken in order to implement the same. If there is anything which has not yet en implemented, we shall see that it is implemented.

Sir, the question of fire service, no doubt, is a very important one and it quires augmentation, specially during the summer season even on a temporary sis. For the last few years, we have been trying to keep these fire-fighting pliances in two places during the summer months. We are also thinking of ving a mobile fire-fighting organisation so that it can be shifted to any place ere it is needed. There is no doubt that during the war there were many ervoirs erected for temporary purposes and in many places fire-fighting angements had to be made. After the war was over, committee was pointed to look into the matter and according to the decision of the commi- e, fire-fighting appliances were kept wherever it was thought necessary and far as the rest were concerned, they were abolished. The position is that we trying our utmost, in the first instance, to make arrangements for fire vices wherever they are most needed and gradually to extend them to other ces. In Calcutta, no doubt, we have got only 9 or 10 stations, but in the ustrial areas near about Calcutta we have got about 24 stations.

-25—6-35 p.m.]

turally whenever there is a fire there is eo-operation between all the stations d the requisite number of fire engines are sent to those places.

My friend has referred to the recent fire in which Udayshankar lost some operty, but it was due to the difficulty of the railway crossing for which it ild not reach the place. That is a thing over which the Fire Department has control. Either the Railway has a sub-way or a headway that is the solution the problem. I understand that no licence was taken by the organisers from Fire Department which should have been done. In that case the Fire partment would have been aware of the situation from before, I understand want of licence some prosecution is taking place. I would urge upon all ople who start these things to get a fire licence and to inform the Fire Brigade that they may be on the alert in case of necessity.

There are difficulties in replacement of certain appliances because all of them not available in India. Whatever is available in India we are trying to replace quickly as possible. With regard to the tubewells the question was asked as

to how long it will take. The programme of the Government is to sink three tubwells per year. · I think it will take four or five years more. The difficulty is to get motor and the necessary foreign exchange for the motor. I understand that D.C. motors are not available in India, and foreign exchange is necessary to import them. There are difficulties in getting foreign exchange. In the A.C area, A.C. motors are available in India.

I am thankful to honourable members for drawing attention to certain technical things. I am thankful to Dr. Yazdani who has drawn attention. We shall see that the defects are remedied as early as possible.

With these words I oppose the cut motions and commend my motion for the acceptance of the House.

Mr. Speaker : I put all the cut motions except No. 9 on which division has been claimed.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 39,83,0000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments —Fire Services" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 39,83,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Elias Razi that the demand of Rs. 39,83,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Department—Fire Services" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Narayan Chobey that the demand of Rs. 39,83,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments —Fire Services" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 39,83,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments —Fire Services" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 39,83,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments —Fire Services" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ledu Majhi that the demand of Rs. 39,83,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 39,83,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 39,83,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 39,83,000)r expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Depart-)ents—Fire Services" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Mullick Chowdhury that the demand of Rs. 39,83,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscella-neous Departments—Fire Services" be reduced by Rs. 100 was then put and ost.

The motion of Shri Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 39,83,000 or expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Depart-nents—Fire Services" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 39,83,000 for xpenditure under Grant No. 30, Major Head" 47—Miscellaneous Departments - Fire Services" be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Bhadra Bahadur Hamal that the demand of Rs. 39,83,000 for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" be reduced by Rs. 100, was then put nd a division taken with the following result :—

NOES—118

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Khagendra Nath
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, Shri Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bouri, Shri Nepal
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhyay, Shri Bijoylal
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Shri Bhusan Chandra
Das, Shri Kanailal
Das, Shri Khagendra Nath
Das, Shri Radha Nath
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanai Lal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digar, Shri Kiran Chandra
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Shri Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Fazlur Rahman, Shri S. M.
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Ghosh Chowdhury, Dr. Ranjit Kumar
Golam Soleman, Shri
Gurung, Shri Narbahadur
Haldar, Shri Mahananda
Hansda, Shri Jagatpati

Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hembram, Shri Kamalakanta
Jalan, The Hon'ble Iswar Das
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shri Gurupada
Kolay, Shri Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Budhan
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Byomkes
Majumder, Shri Jagannath
Mallick, Shri Ashutosh
Mandal, Shri Krishna Prasad
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Afaque, Shri Choudhury
Mohammad Giasuddin, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Dhirendra Narayan
Mukherji, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Pura
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, The Hon'ble Hem Chandra
Noronha, Shri Clifford
Pal, Dr. Radhakrishna
Pemantle, Shrimati Olive
Poddar, Shri Anandilall
Pramanik, Rajani Kanta Shri
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Saha, Shri Biswanath
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sarkar Shri Amarendra Nath
Sarkar, Shri Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Sen, Shri Santi Gopal
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, The Hon'ble Bimal Chandra
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Sinha Sarkar, Shri Jatindra Nath
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Trivedi, Shri Goalbadan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-ul-Huque, Shri Md.

AYES—45

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath
Basu, Shri Chitto

Basu, Shri Hemanta Kumar
Bera, Shri Sasabindu
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Shri Radhanath
Chowdhury, Shri Benoy Krishna
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sisir Kumar
Das, Shri Sunil
Dhibar, Shri Pramatha Nath
Elias Razi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Golam Yazdani, Dr.
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Jha, Shri Benarashi Prosad
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mitra, Shri Haridas
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Naskar, Shri Gangadhar
Pakray, Shri Gobardhan
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Sen, Shri Deben

The Ayes being 45 and the Noes 118, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Iswar Das Jalan that a sum of Rs. 39,83,000 be granted for expenditure under Grant No. 30, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Fire Services" was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 24

Major Head : 40—Agriculture—Fisheries

[6-35—6-45 p.m.]

The Hon'ble Hem Chandra Naskar : Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 36,95,000 be granted for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture-Fisheries" for the years 1960-61.

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম থেকে যে নীতি নিয়ে মৎস্য বিভাগ কাজ আরম্ভ করেছিল সেই নীতি অনুসারেই বিভাগের কাজ চলছে। আলোচ্য বছর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছর বলে এ পর্য্যন্ত কিভাবে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে তা' আমি সংক্ষেপে আপনাদের কাছে নিবেদন করছি।

১৯৪৯-৫০ সালে এ রাজ্যে মৎস্য উৎপাদনের সর্ব্বমোট পরিমাণ ছিল মাত্র সাড়ে ছয় লক্ষ মণের মত। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে তা প্রায় ১০ লক্ষ মণে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে উৎপাদনের পরিমান বাড়িয়ে প্রায় ১৪ লক্ষ মণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু যে ছুটি সর্বনাশা বন্যা হয়ে গেল তাতে মৎস্য উৎপাদনের পরিকল্পনাগুলি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মৎস্য খাদ্যোপযোগী হতে প্রায় তিন বছর সময় লাগে। এ বারের বন্যার আগে সরকারী ঋণ নিয়ে যাঁরা পুষ্করিণী ইত্যাদিতে মাছের চাষ করেছিলেন তাঁদের অনেকের জলাশয়ের মাছ বন্যায় ভেসে গেছে। এ জন্য আমাদের পরিকল্পনা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, জনসাধারণ তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

এই রাজ্যে প্রায় এক লক্ষের মত মৎস্যজীবির বাস—তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই দরিদ্র। সরকারী ঋণ প্রভৃতি নেওয়ার ব্যাপারে যে সব বিধি নিষেধ আছে তা যতদুর সম্ভব সহজ করা হলেও অনেকেই ঋণ গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ উপযুক্ত জামিনাদি দিতে তাঁরা অসমর্থ। এজন্য তাঁদের সমবায় প্রথায় সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চলছে। এর ফলে দেশের সমর্থ। এজন্য তাঁদের সমবায় সমিতির সভ্যসংখ্যা ২৭ হাজারেরও বেশী দেখা যাচ্ছে। এসব সমবায়গুলিতে প্রায় ১২ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকার মূলধন খাটানো হচ্ছে। গত বৎসর পর্য্যন্ত এরকম সমিতির মোট সংখ্যা ছিল ৪৫৭, সভ্য সংখ্যা ছিল ২৬,০৯১ এবং নিয়োজিত মূলধনের পরিমান ছিল সাড়ে এগার লক্ষ টাকার মত। সরকারের তরফ থেকে তাদের উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য এবং পরামর্শাদি দিয়ে সাহায্য করা হচ্ছে। বর্ত্তমানে সরকারের যে সব জলকর আছে তা বিলিব্যবস্থার ব্যাপারে মৎস্যজীবি ও তাদের সমবায়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যাতে এইসব বিলি ব্যবস্থাবসময় মৎস্যজীবিরা বঞ্চিত না হন সেজন্য প্রয়োজনীয় বিধান বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে জমিদারী দখল আইনে যে সমস্ত জলকর সরকারী দখলে এসেছে তার পুরাপুরি হিসাব নিখুঁতভাবে এখনও পাওয়া না গেলেও এ পর্য্যন্ত যে খবর সংগ্রহ করা হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে ৪৫ হাজার ৪ শত ২৪ বিঘা জলকর মৎস্যজীবি সমবায়গুলিকে এবং ৩৩ হাজার ৩ শত ৮২ বিঘা মৎস্যজীবিদের ন্যায্য খাজনায় বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া মৎস্যজীবি ও তাদের সমবায়গুলিকে জাল, নৌকা প্রভৃতি কেনবার জন্য স্বল্প মেয়াদী ঋণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিনাসুদে ঋণ দিয়ে সাহায্য করা হচ্ছে। সরকারী প্রচেষ্টায় ৩০০ জন মৎস্যজীবিকে নিয়ে যে একটি কেন্দ্রীয় সমিতির অধীনে ১০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে তারা সরকারী সাহায্যে জাল, নৌকা, যন্ত্রচালিত নৌকা ইত্যাদি উন্নত সাজ সরঞ্জাম নিয়ে সুন্দরবন ও কাঁথির সমুদ্রোপকূলে মাছ ধরছেন। এ পর্য্যন্ত তাদের ২ লক্ষেরও বেশী টাকা ঋণ দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে।

স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনায় মাছ চাষের উপযোগী পুষ্করিণীগুলির মালিকদের ১ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা ঋণ দিয়ে প্রায় ২ হাজার ৫ শত ৬৮ বিঘায় মাছ চাষ করা হয়েছে। হাজামজা পুষ্করিণীতে পঙ্কোদ্ধার ও মাছ চাষের জন্য ২ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে ১৬ শত ৪১ বিঘা জলাশয়ে মাছ চাষের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। পতিত বিলগুলির সরাসরি পঙ্কোদ্ধার ও মাছ চাষের জন্য সরকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এ পর্য্যন্ত ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করে এরূপ ২ হাজার ৬ শত বিঘা জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করে মাছ চাষের উপযোগী করা হয়েছে। এই সকল পুষ্করিণী ও বিলগুলি থেকে বছরে প্রায় ২৭ হাজার মণ মাছের উৎপাদন হবে বলে আশা করা যায়। পুকুরে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রায় ৫০ হাজার টাকা সাহায্য দিয়ে প্রায় ২৫ হাজার মণ সার উৎপাদন করা হয়েছে। এ

ছাড়া ৫৮ হাজার টাকা বোনাস দিয়ে মৎস্যচাষীদের সাহায্যে ২৯১ লক্ষ চাবা মাছ উৎপাদন করা হয়েছে। এবং তা জলাশয়ের মালিকদের ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে। এতে উৎপাদনের পরিমান যথেষ্ট বাড়বে বলে আশা করা যায়।

মাছ চাষ সম্পর্কে বিভিন্ন অঞ্চলের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য কয়েকটি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ময়লাজলে মাছ চাষের জন্য কলকাতার নিকটে দত্তাবাদে, নোনাজলে পরীক্ষার জন্য জুনপুটে, পার্ব্বত্য অঞ্চলে ঝোরার আবদ্ধ জলে মাছচাষের জন্য কালিম্পংএ এবং স্বাদু জলের জন্য বহরমপুরে গবেষণা ও পরিদর্শন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। মাছ চাষ সম্পর্কে বিবিধ প্রকার গবেষণার জন্য কল্যাণী অঞ্চলে গবেষণাগার ও শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের কাজ অগ্রসর হচ্ছে। উন্নত প্রথায় মাছ চাষ প্রদর্শনের জন্য এ পর্য্যন্ত ১ লক্ষেরও বেশী টাকা খরচ করে ২য় পরিকল্পনাকালে ১০৫টি প্রদর্শনীক্ষেত্র চালু করা হয়েছে।

কাঁথির উপকূলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় মাছ শুষ্ক করা, হাঙ্গরের তেল ও ফিস মীল প্রভৃতি তৈরী করার পরিকল্পনা সন্তোষজনকভাবে চলছে।

আধুনিক সাজ সরঞ্জামের সাহায্যে সমুদ্রোপকূল অঞ্চলে মৎস্য শিকারের শিক্ষাদানের কাজও আরম্ভ হয়েছে।

মৎস্যজীবি এবং তাদের সমবায়গুলিকে নৌকা ও জাল বোনার সুতা সংগ্রহের জন্য ১ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা সাহায্য করা হয়েছে। এ দিয়ে তাঁরা ১৪৭ বেল সুতা, ৭৮ খানি নৌকা ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে পেরেছেন। সমগ্র রাজ্যে মাছ চাষের উপযোগী জলাভূমি তদন্তের কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য এ পর্য্যন্ত যে পাঁচটি জাহাজ ডেনমার্ক ও জাপান থেকে আমদানী করা হয়েছে সেগুলির দ্বারা মাছধরা শিক্ষা ও অনুসন্ধানাদির কাজ চলছে। এ পর্য্যন্ত ১৩টি মৎস্যশিকার ক্ষেত্র আবিষ্কার করা হয়েছে। ধৃত মাছগুলি কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাজারে সরবরাহ করা হচ্ছে। এই পরিকল্পনাটির সার্থক রূপায়নের জন্য সমুদ্রোপকূলের নিকটবর্তী অঞ্চলে জাহাজের একটি নিজস্ব জেটি সংগৃহীত মাছ সংরক্ষণের জন্য একটি হিমঘর ও স্থানীয় কর্মচারীদের বাসগৃহ ইত্যাদি প্রয়োজন। আলোচ্য বছরে উক্ত পরিকল্পনার জন্য অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

গত আর্থিক বছরে উৎপাদন খাতে ৭০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা খরচ করে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু বিধ্বংসী বন্যায় তা কতদুর কার্য্যকরী হবে এখন বলা সম্ভবপর নয়। আলোচ্য বছরে এই খাতে ২৩ লক্ষ টাকার মত বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। সমস্ত পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী হলে উৎপাদন বেশ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

বলা বাহুল্য বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে রাজ্যকে মৎস্য উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করার জন্য সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। বন্যায় মৎস্যের উৎপাদনক্ষেত্রগুলি অধিকাংশই ভেসে গিয়ে নষ্ট হলেও মাছের দাম খুব বেশী বাড়েনি। আমি আশা করি যে আমার দেশবাসীগণ যে ভাবে বিভিন্ন সরকারী পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য সাহায্য করছেন তাতে মাছের উৎপাদন এবং সরবরাহ আরও বৃদ্ধি পাবে।

আমি এক্ষণে মাননীয় সদস্যগণকে আপনার মাধ্যমে অনুরোধ জানাচ্ছি যে মৎস্যবিভাগের আলোচ্য আর্থিক বছরের ব্যয়বরাদ্দ ৩৬,৯৫,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হোক।

Mr. Speaker : *Cut motion No. 13 is out of order. Rest are take to be* moved.

Dr. Pabitra Mohan Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 36,95 000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Phakir Chandra Ray : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Pramatha Nath Dhibar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Maji : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Hemanta Kumar Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Haldar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Renupada Halder : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobardhan Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Natendra Nath Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduecd by Rs. 100.

Shri Mihir Lal Chatterjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhakta Chandra Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Dr. Radhanath Chattoraj : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Tarapada Dey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Graut No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Hare Krishna Konar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Chaitan Majhi · Sir, I beg to move that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mullick Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee : Sri, I beg to move that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

Shri Rama Shankar Prasad : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 36, 95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100.

[6-45—6-55 p.m.]

Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এখানে যে বাজেট দেখছি তাতে আমার মনে হচ্ছে যে স্বাধী দেশের মৎস্য বিভাগ যেভাবে চলা উচিত সেইভাবে আমাদের মৎস্য বিভাগ চলছে না আমাদের দেশে প্রায় ১ লক্ষ মৎস্যজীবী আছে—স্বপরিবারে প্রায় ৫ লক্ষ হবে এবং এদে সাহায্য দেওয়াই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। মাছ ধরার জায়গা হিসাবে যে সমস্ত পুকু আছে সেই সমস্ত জায়গায় যাতে মৎস্য জীবীরা মাছ চাষ করতে পারে সেই দিকে সাহা দেওয়া দরকার। এ ছাড়া বিজ্ঞানের যে সমস্ত উন্নতি হয়েছে সেগুলো দিয়ে মাছের চাে উন্নতি করা উচিত এবং এটাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমাদে মৎস্য বিভাগে যে কাজ হয় তাতে দেখা যায় যে যেহেতু মৎস্যজীবীদেব কোন সম্পত্তি নে জমিজমা নেই সেইহেতু তারা কোন ধার পায় না। এই কারণেই তারা জাল, নৌকা ইত্যাদি তৈ করতে পারে না এবং এর জন্য টাকাও পেতে পারে না। সরকারের কাছ থেকে পুকুরেব জ যারা টাকা পান তাঁরা কেউ মৎস্যজীবী নন, অন্য মানুষ। এর ফলে সরকারী কোন প্রচে সফল হয় না। হেম বাবুর সঙ্গে এই ব্যাপার নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি এবং হেমবা আমাদের বলেছেন যে সরকারী নিয়ম আছে যে সম্পত্তি না হলে টাকা দেওয়া যাবে না এ মাছের উপর টাকা দেবার নিয়ম নেই। এর জন্য আজ মৎস্যজীবীরা মরে যাচ্ছে। এর মা হচ্ছে এদের নিয়ম বেঁচে থাক, মানুষ মরে মরুক। অর্থাৎ এদের যে নিয়ম সেটা নিয়মের জ মানুষ নয়, মানুষের জন্য নিয়ম। সে জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করব যে তাঁরা এই নিয় বদলান এবং মৎস্যজীবীদের যে মৎস্য হবে সেটার উপর তারা যাতে ঋণ পায় তার ব্যব করুন। এইভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে যাতে মাছ চাষ করতে পারে এবং মাছ যা হবে তা উপরেই যাতে তারা ঋণ পরিশোধ করতে পারে তার চেষ্টা করা উচিত। এ সব যদি করা হয় তাহলে উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই।

দ্বিতীয়, বহুদিন থেকে ফরাক্কা বাঁধ করে গঙ্গার উন্নতির কথা আমরা বলছি। এটা ও সেচের জন্য নয়, জল নিকাশের জন্য নয়, মাছের চাষের জন্যও প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞরা বলে যে গঙ্গার জল কমে যাবার ফলে, পাহার থেকে জল কম আসার ফলে গঙ্গার জল লোনা হ যাচ্ছে এবং মাছ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এই দাবীতেও কেন্দ্রের ঘুম যখন ভাঙছে না তখ আমাদের দাবীকে আরও জোরদার করা উচিত। মন্ত্রী মহাশয় দীঘায় কো-অপারেটিভের ক খুব বলেছেন, আমিও নিজে সেই কো-অপারেটিভ দেখে এসেছি। সেখানে তাদের এক্সপার্টি ট্রলার নিয়ে সমুদ্রে ইলিশ মাছ ধরতে যায়, কিন্তু কখন যে ইলিশ মাছ আসবে তা কেউ জানে না সেজন্য সেখানকার লোকেরা বলে যে ট্রলার নিয়ে ধরতে যাচ্ছ যাও, কিন্তু একটা চাঁদাও পাে না। আজকাল বৈজ্ঞানিক যুগে আপনার বিজ্ঞানের সাহায্যে সমুদ্রে ইলিশ মাছের গতিবি তো নির্দ্ধারন করতে পারেন। এই ব্যবস্থা যাতে করা যায় সেজন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়ে অনুরোধ করছি। আপনারা ট্রলার ইত্যাদি তো অনেক জিনিষ করে টাকা নষ্ট করেছেন কি ইউ, এন, ও, থেকে ভারত মহাসাগর সম্বন্ধে রিসার্চ করে বলেছেন যে ভারত মহাসাগে প্রচুর যে মাছ হয় সেগুলো ভারতের উপকুলের উত্তর দিকে অক্সিজেনের অভাবে মা যাচ্ছে সে সম্বন্ধে কোন দৃষ্টি আপনাদের নেই। অর্থাৎ এগুলোকে বাঁচানোর দিকে আপনাদে

কোন লক্ষণ দেখছি না। আপনাদের ডেনিস ট্রলার দিয়ে মাছ ধরার ব্যাপারটা হচ্ছে চোরের তাঁত বোনার মতন। অর্থাৎ সে হাত নেড়ে তাঁত চালাচ্ছে কিন্তু সুতো নেই এবং সারা জীবনে যে মিথ্যা কথা বলেনি এই রকম লোক ছাড়া এর তৈরী তাঁতের কাপড় আর কেউ পায় না। আপনাদের ডেনিস ট্রলার দিয়ে মাছ ধরার ব্যাপারটাও সেই রকম। সেই জন্য আমাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে যে মৎস্যজীবীরা যাতে মাছের উপর ঋণ পায় তারজন্য সেইরকম আইন করুন এবং কো-অপারেটিভগুলো যাতে ঐ মুনাফাখোরদের হাতে গিয়ে সত্যিকারের মৎস্যজীবীদের দিয়ে কো-অপারেটিভ করান যায় সেই ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখুন। এ সব যদি না করেন তাহলে আপনাদের কোন নীতিই সফল হবে না এবং মাছের চাষের উন্নতিও হবে না।

Shri Gobardhan Pakray :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তাঁর বিভাগের ব্যয় বরাদ্দের যে দাবী পেশ করেছেন সে সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে আমাদের এই হাউসের বিভিন্ন সদস্য তাঁদের কাট মোশানের মধ্য দিয়ে গোটা বাংলায় এই বিভাগের অপদার্থতা, অযোগ্যতা এবং অর্থের অপ্রচুরতার কথাই বর্ননা করেছেন। এই বিভাগ মৎস্য চাষের প্রসারতা বা পর্য্যাপ্ত মাছ সরবরাহ করতে সক্ষম হয়নি বরং অফিস খোলা এবং অফিসের আদব কায়দা বজায় রাখতেই প্রচুর টাকা খরচ করছেন। আমাদের মন্ত্রী মহাশয় এই মাত্র বললেন যে পশ্চিম বাংলায় ১ লক্ষ মৎস্যজীবী আছে এবং আজ পর্য্যন্ত মাত্র ৪৯৬টি সমবায় সমিতি হয়েছে এবং যাদের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ২॥ হাজার। কাজেই এ ভাবে অগ্রসর হলে দেশের সমস্ত লোকের মধ্যে সমবায়ের ভরে যে কতদিনে জাগাতে পারবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যা' হোক ১৯৫৮।৫৯ সালে এই বিভাগের তরফ থেকে ৮২ হাজার ৮৮৭ টাকা ইউনিয়ন ওয়ারী ট্যাঙ্ক ফিসারীর জন্য খরচ করা হয়েছে এবং ১৯৬০।৬১ সালে ৮৮ হাজার ৫০০ টাকা খরচ হবে বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু এই উইনিয়ন ওয়ারী ট্যাঙ্ক ফিসারী কোথায় কোথায় করা হোল এবং কিভাবে টাকা খরচ হল বা তার ফলই বা কি হোল সে সম্বন্ধে আমরা কোন হদিশই পাচ্ছি না এবং ইউনিয়ন ওয়ারী পুকুরগুলিতে মাছ চাষের উন্নতির জন্য অন্তত দামোদরের দক্ষিণ অঞ্চলে কিছু করা হয়েছে বলে আমি দেখিনি। এ কথা অবশ্য ঠিক যে কিছু কিছু লোককে পুকুরে মাছ চাষ করবার জন্য ঋণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে বলবো যে যারা প্রকৃত ঋণ চায় অর্থাৎ সেই মৎস্যজীবীদের ঋণ না দিয়ে তা সমস্ত পুকুরের মালিকদের দেওয়া হয়েছে এবং তাঁরা সে টাকা মাছ চাষের উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে পুকুর বন্ধক রাখা এবং অন্যান্য কাজে লাগিয়েছে এবং যার ফলে মৎস্য চাষ ব্যাহত হয়েছে। কাজেই আমি বলব যে এ বিষয়ে আপনারা তদন্ত করুন এবং যাতে আমাদের দেশে মাছের চাষ বাড়ান যায় তারজন্য বিশেষ করে পাড়াগাঁ অঞ্চলে যে সমস্ত হাজামজা ও বহু শরিকান পুকুর আছে তার সংস্কার করুন। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে এগুলো সংস্কার করতে গেলে ট্যাঙ্ক ইমপ্রুভমেণ্ট বিভাগের মাধ্যমে হবে না, সরকারকেই সরাসরি এগুলো খাস করে নিতে হবে এবং সেগুলো সমবায়ের মাধ্যমে বা ব্যক্তির মধ্যে বিলি ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আরেকটা কথা বলব যে মৎস্যজীবীরা গ্রামাঞ্চলের পুকুরের জন্য মাছের ডিম ও পোনা গঙ্গা থেকে কিনে নিয়ে যায় কিন্তু সেখানে একদল মহাজন বসে থাকে যারা ঐ মাছের ডিম ও পোনার দাম বাড়িয়ে দিয়ে মৎস্যজীবীদের মাছ চাষের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। কাজেই আমি সরকারকে অনুরোধ করব যে এই সমস্ত মধ্যস্বত্বভোগীদের ওখান থেকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন তা' না হলে যাদের

এটা জাতিগত পেশা এবং তপশীল সম্প্রদায়ের যে অংশ মাছ চাষ করে অন্ন সংস্থান করে তাঁদের প্রতি খুবই অবিচার করা হবে এবং যার ফলে পশ্চিম বাংলায় মাছের সমস্যার সমাধান হবে না। এ ছাড়া এই তপশীল জাতির লোকেরা যখন মাছ চাষের জন্য শীত গ্রীষ্ম বারো মাস দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে তখন সেই পরিশ্রমের মূল্য যাতে তাঁরা পায় তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

[6-55—7-5 p.m.]

মৎস্যজীবীরা খুব দরিদ্র। তাদের জাল, সুতা কেনার পয়সা নাই। পোনা ফেলা, পুকুর সংস্কার করার জন্য তাদের টাকা নেই, সর্ব্বোপরি তাদের নিজেদের পুকুর নেই। এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করা দরকার। সরকার জমিদারী গ্রহণের পর যে সমস্ত খাস পুকুর বিল ইত্যাদি বিলি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন সেগুলি নিলামের মাধ্যমে বিক্রী না করে সমবায়ের মাধ্যমে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের মধ্যে যাতে বিলি দেওয়া যায় সেদিকে লক্ষ্য দিতে মন্ত্রী মহাশয়কে আমি অনুরোধ করবো। সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য যে ট্রলার আনা হয়েছে এবং মাছ ধরার জন্য যে পয়সা খরচ কথা হচ্ছে সেই পয়সা অপব্যয় করা হচ্ছে বলে আমি মনে করি। এই টাকাটা যদি পশ্চিম বংগে গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত হাজামজা পুকুর, খাল, বিল, দীঘি পড়ে আছে সেগুলির সংস্কারের কাজে লাগাতেন তাহলে আমার মনে হয় মাছ চাষের অনেক উন্নতি হত। এ স্থলে আমি রায়না, খণ্ডঘোষ, জামালপুর থানার কয়েকটা মজা দাঘি, বিলের নাম উল্লেখ করছি— রায়না থানার রায়খাঁর দীঘি, ছোট বৈনানের দীঘি, আমলের দীঘি, উচানলের দীঘি, খণ্ডঘোষের আমড়ালের দীঘি, খণ্ডঘোষের বিল, জামালপুরের রুক্মিণীদহ। এইগুলি প্রায় সমস্তই সরকারের খাস হইবে। এগুলি যাতে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের হাতে যায় সেদিকে লক্ষ্য দিতে আমি সরকারকে অনুরোধ জানাই। মৎস্য ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে আমার কথা হচ্ছে অবাঙালী মৎস্য ব্যবসায়ীরা কলকাতা এবং মফঃস্বলের মাছের বাজার শাসন করে। তারা যেমন করে বাজার কমান বা তোলেন তাতে শুধু ক্রেতা নয় ছোট ছোট গরীব মাঝারি ব্যবসায়ীরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমরাসংবাদ পত্রে দেখছি যে সরকার পক্ষ থেকে একেবারে সমুদ্র থেকে মাছ ধরে ব্যবসা খোলা হল কিন্তু কলকাতার উক্ত ব্যবসায়ী সঙ্ঘের এক চপেটাঘাতে তাঁদের এই নেশা ছুটিয়ে দেওয়া হল। সুতরাং সস্তায় ভাল মাছ দেওয়ার যদি সরকারের অভিপ্রায় হয় তাহলে অসাধু ব্যবসায়ীদের সংযত করতে হবে। এ সবের কোন আভাষ ইঙ্গিত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতায় না থাকায় আমি তাঁর বিভাগের জন্য যে টাকা চেয়েছেন তার বিরোধিতা করছি।

Shri Pramatha Nath Dhibar :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মৎস্য মন্ত্রী মহাশয় আমাদের সামনে যে বাজেট পেশ করেছেন সে সম্বন্ধে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। মৎস্য খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৬ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা, লোন এবং এ্যাড্‌ভান্স খাতে ধরা হয়েছে ২ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। এই যে ৩৬ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা মৎস্য চাষের জন্য ধরা হয়েছে তার মধ্যে ২৮ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা উন্নয়ন মূলক কাজে ব্যয়িত হবে একথা বলেছেন। এই ২৮ লক্ষ ৮৫ হাজারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে গভীর সমুদ্রে এবং কল্যাণীতে ধরা হয়েছে ২১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা, বাকী যেটুকু রয়েছে ৭ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা এটুকু মিষ্টি জলের বিভিন্ন

পরিকল্পনায় দেখান হয়েছে। বাকী যে টাকাটা রয়েছে ৮ লক্ষ ১০ হাজার এটার কোন হিসাব মন্ত্রী মহাশয় আমাদের সামনে দেননি এবং কেন যে দেননি সেকথা বোঝা যাচ্ছে না। কোন বইতে এই ৮ লক্ষ টাকার হিসাব আমরা পাইনি।

সেই কারণে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এই টাকাটা তিনি কি ভাবে খরচ করবেন। তারপরে লোন এবং য়্যাডভান্স খাতে কিছু টাকা বরাদ্দ করা হয়—সাধারণ মৎস্যজীবীদের কোন নিজস্ব পুকুর নেই, তাদের অনেকের ভিটামাটি আছে কিনা সন্দেহ এবং অনেকেই জানেন যে তারা অপরের পুকুরে ভাগে কিম্বা ইজারাব বন্দোবস্ত নিয়ে চাষ করে এবং সেই বন্দোবস্ত মৌখিক থাকে, তার কোন কাগজপত্র থাকে না যার ফলে তারা সরকারী লোন পায় না। তাদের ভিটা পর্য্যন্ত তারা বন্ধক রাখতে পারে না বলে সরকারের কাছ থেকে লোন পায় না—এ বিষয়ে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যদি সরকার লোকাল ইন্‌ভেষ্টিগেশন করে কোন পুকুরে মৎস্যজীবীরা চাষ করে—সেই বেসিসে লোন দেবার ব্যবস্থা করেন তাহলে আমার মনে হয় তাদের কিছুটা সুযোগ সুবিধা হতে পারে। আর একটা কথা বলতে চাই সরকারের কৃষি বিভাগ এবং মৎস্য বিভাগ রয়েছে—ভূমিহীন কৃষকদের বা ভাগচাষীদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ভূমি সংস্কার আইন বা বর্গাদার আইন তারা করে থাকেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সমস্ত মৎস্যজীবীরা যারা ভাগে চাষ করে তাদের রক্ষা কবচ হিসাবে বর্গাদার আইন বা সেই ধরণের কোনরূপ আইন আজ পর্য্যন্ত তারা করেন নি। এ বিষয়ে রাজস্ব মন্ত্রীর সঙ্গে কিছু দিন পূর্ব্বে আলোচনা হয়েছিল। মৎস্য মন্ত্রীও ছিলেন—রাজস্ব মন্ত্রী অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন যে এ বিষয়ে তিনি চিন্তা করবেন। আমি এ বিষয়ে আপনার মাধ্যমে রাজস্ব মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তাঁকে অনুরোধ করছি যে আগামী অধিবেশনে তিনি যেন বর্গাদার আইন বা ভূমি সংস্কার আইন সংশোধন করে মৎস্যজীবীদের বর্গাদার হিসাবে স্বীকৃতি দানের চেষ্টা করেন।

Shri Gangadhar Naskar :

স্পীকার মহাশয়, আমাদের দেশে যারা মাছ চাষ করে মন্ত্রীমহাশয় তাদের সাহায্য করেন না। আমাদের দেশে অবশ্য উনি যেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, আমিও সেখানে জন্মগ্রহণ করেছি,—আমাদের দেশে যারা কুওর বাগ্‌দী ; যারা জালটাল ফেলে, মাছটাছ ধরে তাদের উনি এক পয়সাও দেন না। দেন কাদের—যারা কৃষকের জমি রাতারাতি ময়লা জল দিয়ে ডুবিয়ে জমি থেকে কৃষককে উচ্ছেদ করবার ষড়যন্ত্র করে ফিসারী করেন তাদের উনি হাজার হাজার টাকা দেন। দেখুন খেদা ইউনিয়নের কথা যদি ধরি ; সেখানে হাজার হাজার মৎস্যজীবী তারা ঋণ পায় না, কোনদিন তারা মাছ চাষ করবার জন্য একটা পয়সাও পায় না—২১ জন হয়ত কংগ্রেসের পক্ষে আছে তাদের দেওয়া হয় অথচ যারা মাছ চাষ করবে, মাছের উন্নতি করবে এবং দেশকে মাছ খাইয়ে বাঁচাবে তাদের মাছ চাষের জন্য সাহায্য দেওয়া হয় না। যারা জমি চাষ করবে, জমিতে ফসল যারা পয়দা করবে যারা জাতির মেরুদণ্ড চাষী তাদের যেমন জমি দেয়া হয় না, তেমনি মৎস্যজীবী যারা মাছ উৎপাদন করবে তাদের কোন ঋণ দেওয়া হয় না—আমাদের কংগ্রেস সরকার এ একটা বেশ মজা করেছেন। আমাদের এখানে বিমল বাবু আছেন, উনি বলেছেন জমি দেবেন। হেম বাবুকে অনুরোধ করছি।

[7-5—7-15-p.m.]

যারা হাজার হাজার টাকার মালিক, যারা হাজার টাকার মুনাফা লোটে ; তাদের টাকা দেবেন না। তা যদি করেন তাহলে মৎস্যজীবীদের উন্নতি সাধন করা কখনও সম্ভব হবে না এবং কোলকাতার লোক মাছ খেতে পাবে না। যারা মৎস্যজীবী, যারা মৎস্য চাষ করে তারা যাতে টাকা পায় তার ব্যবস্থা করুন। আমি এই প্রসঙ্গে গত বৎসরের বন্যার কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। এবারে ব্যাপক বন্যার ফলে গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত পুষ্করণীতে যাদেয় চাষ হতো, ভেসে গিয়ে সমস্ত মাছ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। অতএব অবিলম্বে পুকুরগুলিতে মাছ ফেলবার জন্য টাকা দিন, তাহলে বাংলার মৎস্যজীবী ও সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের কৃষকদেরও রক্ষা করা সম্ভব হবে। তাছাড়া কৃষক ও মৎস্যজীবী যাদের একটুও জমি নেই, তাদেয় অন্তত মাথা গোঁজাবার মত, পা রাখবার মত এক বিঘা করে জমি দেবার ব্যবস্থা করা উচিত। তা যদি করা হয় তাহলে গ্রামের কৃষক, মৎস্যজীবীরা বুঝবে যে পশ্চিম বঙ্গে কংগ্রেস সরকারের আমলে তাদের বেঁচে থাকা কিছুটা সম্ভব হতে পারে। তাছাড়া দেখা যায় আজকে যে সমস্ত জমিদার ও জোতদার রয়েছে তাদের অধিকাংশই হচ্ছে কংগ্রেসের লোক, যারা হাজার হাজার বিঘা জমি মাছের ভেড়ীর নামে আটকে রেখেছে, ফলে চাষীরা আজ পর্য্যন্ত জমি পায়নি।

ফিসারী আইন পাশ হয়ে যাবার পরও দেখা যায় এই রকম ভাবে, ফিসারীর নাম করে বহু হাজার হাজার বিঘা জমি জমিদার, জোতদাররা রেখে দিয়েছেন, ফলে কৃষকরা জমি হতে বঞ্চিত হচ্ছে। কৃষকরা যাতে জমি পায়, এবং মৎস্যজীবীরা তাদের মৎস্য চাষ করে জীবন ধারণ করতে সক্ষম হয়, সে দিকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যেন বিশেষ দৃষ্টি দেন। আমি এই কথগুলি বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Bijoy Krishna Modak :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় মৎস্য মন্ত্রী প্রত্যেকবারই এই কথা বলেন তাঁকে বেশী টাকা দেওয়া হয় না। এবার দেখছি বেশী টাকা দিলেও তিনি তা খরচ করতে পারেন না। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল পাঁচ বছরের জন্য, তিনি খরচ করেছেন মাত্র ৩২ লক্ষ টাকা, বাকী ৪৩ লক্ষ টাকা তিনি খরচ করতে পারেন নি।

তাছাড়া তিনি বলে থাকেন—টাকা যদি তিনি পান, তাহলে হাজার হাজার জলাশয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন, গ্রামাঞ্চলের পুষ্করণীগুলি সংস্কার করতে পারেন, গ্রামবাসীদের উন্নতি কল্পে এই ধরণের অনেক কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তিনি টাকা পেয়েছেন, অথচ সে রকম কোন কিছুই করতে পারেন নি এবং উপরন্ত তিনি ৪৩ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারেন নি। তিনি ডিপ-সি ফিসিং এবং মেকানাইজড কোষ্টাল ফিসিং সম্পর্কে যে সামান্য পরিমাণ টাকা খরচ করেছেন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে গত পাঁচ বছরে, তার থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে ইনল্যাণ্ড ফিসারি ডেভলপ করবার দিকে যেন তাঁর দৃষ্টি নেই, এবং তারই জন্য তিনি টাকা খরচ করতে পারছেন না। তেমনি অন্য দিকে দেখা যাচ্ছে ডিপ সি ফিসিং ও মেকানাইজড কোষ্টাল ফিসিং-এর ব্যাপারে প্রতি বছর সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা লোকসান হচ্ছে। সেই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন আর

ঐগুলি আপনাদের চালিয়ে দরকার নেই, ঐ সমস্ত ব্যবস্থা আমাদের হাতে দিয়ে দাও। গতবার বলে ছিলাম মৎস্য বিভাগের, বিশেষ করে ইনল্যাণ্ড ফিসারী এবং ডিপ্ সি ফিসিং, এই দুটাই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবং যার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলা দেশের যে পাঁচ, ছয় লক্ষ মৎস্যজীবী আছে, অর্থাৎ ৯৬ হাজার পরিবার যারা মৎস্য চাষ করে তারা আজ ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। তার কারণ, আমি একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি—সম্প্রতি একটা মৎস্যজীবী সম্মেলন হতে, সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম। গত বারের ব্যাপক বন্যার ফলে গ্রামাঞ্চলে পুকরণীগুলি ভেসে যাওয়ায় মৎস্য চাষ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, এবং গঙ্গার মোহনায় জাল ফেলে ইলিশ মাছ ধরে, মৎস্যজীবীরা যে তাদের জীবন ধারণের উপায় করত, তা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তার কারণ গঙ্গায় ইলিশ মাছের সংখ্যা হঠাৎ অত্যন্ত কমে গিয়েছে। আমি নিজে গঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে দেখেছি এবং হিসাব করেও দেখেছি গঙ্গার মোহনাতে মাছ ধরে মৎস্যজীবীরা প্রতিদিন আট আনার বেশী রোজগার করতে পারে না। তারা বাধ্য হয়ে নিজেদের মৎস্যের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে জন-মজুরের কাজ করতে আরম্ভ করেছে। এই রকম অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে বাংলাদেশে মৎস্যজীবী পরিবার ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে, সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই।

এই সাইলেণ্ট কিলিং চলছে, অর্থাৎ মানুষের হত্যা চলছে, সে কথা বাংলাদেশের মানুষ জানে না। বাংলাদেশে একটা জিনিষ দেখছি, দুর্ভিক্ষ হয় প্রতি বছর এবং অনেক কিছু আন্দোলন হয় কিন্তু মৎস্য ফ্যামিন একথা বললে বুঝি যে বাঙ্গালী মাছ খেতে পাচ্ছে না; তার আর একটা মানে হচ্ছে, মানবিক দিক থেকে, সেটা হল মৎস্যজীবীরা ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে, অথচ এ সম্বন্ধে কোন পরিকল্পনা নেই, তাদের রিলিফ দেবার কোন ব্যবস্থা নাই। আমি তাই দাবী করছি যে এদের রিলিফ দেওয়া হোক। কারণ এই মৎস্যজীবীরা দুঃস্থ তারা অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে শুধু কিছু কিছু সাবসিডি দিলেই হবে না, তাদের খয়রাতি সাহায্য করা হোক, খয়রাতি তাদের দেওয়া হয় না; তাদের ডোল দেওয়া হোক, যদি এই ডিপার্টমেণ্ট না দিতে পারে তাহলে প্রফুল্লবাবুর ডিপার্টমেণ্ট থেকে দেওয়া হোক। এই মৎস্যজীবীদের জাল নষ্ট হয়ে গেছে, নৌকা নষ্ট হয়ে গেছে, এদের এই দরিদ্র দুঃস্থ মৎস্যজীবীদের ব্যাপক ভাবে গ্রাণ্ট দেওয়া উচিত, একটি দুটি বা সামান্য কিছু দিলেই হবে না, এদের ব্যাপক জি, আর, দেওয়া হোক রিহ্যাবিলিটেশন গ্রাণ্ট দেওয়া হোক এবং এদের যে ঋণ আছে তা মুকুব করে দেওয়া হোক, লোনের প্রভিশন, বাড়ান এবং সাবসিডি দিয়ে নৌকা, সুতা ইত্যাদি দেওয়ার নিয়ম ইণ্ট্রোডিউস করতে হবে। এত গেল আশু সমাধান।

এ ছাড়া আমি স্থায়ী সমাধান বিষয়েও কিছু বলব। প্রথমতঃ যে সমস্ত বিল বাওর জলাশয় আছে এগুলি একোয়ার করার জন্য বার বারই বলতে হয় কিন্তু আজ পর্যন্ত শুনিনি একটা কথাও বলেছেন এই জল কর সম্পর্কে। এই বিল সম্পর্কে জানাচ্ছি যে এই বিল ইজারা দেওয়ার আইন আছে। মন্ত্রী মহাশয় তো মৎস্যজীবীদের সহায়তা করছেন বলে খুব গৌরব অনুভব করছেন কিন্তু বিল, জলাশয় ইত্যাদি ইজারা দেওয়ার ফলে ইজারাদাররা জমিদার হয়ে বসছে। মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহাশয়েরও দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি, তাঁরও এটা জানা দরকার যে এখন পর্য্যন্ত জলকর প্রথা রয়েছে এবং ইজারা দিয়ে নূতন জমিদার সৃষ্টি করা হচ্ছে এসব কি গঙ্গা পর্য্যন্ত লীজ দেওয়া হচ্ছে, ৩০ বছরের জন্য পত্তনি দেওয়া হচ্ছে। লালগোলা কো-অপারেটিভ সব চেয়ে বড় কো-অপারেটিভ, প্রায় ১ হাজার মেম্বার, স্যার, এর সেক্রেটারী

পঞ্চানন এত অত্যাচার করে মৎস্যজীবীদের উপর যে দেখানে মাথাপিছু ৪।৫ টাকা হওয়া উচিত সেখানে ২৪ টাকা জলকর নিচ্ছে। সম্প্রতি শুনেছি ১৭ হাজার টাকা ডিফল্ট করার জন্য এরেষ্টেড করা হয়েছে, এ অবস্থা যাতে না চলে মৎস্যজীবীদের যাতে অসুবিধায় না পড়তে হয় সেটা দেখা দরকার এবং গঙ্গাকে ইজার দেবার ব্যবস্থা করেছেন, গঙ্গা ইজারা দেওয়া যায় কিনা জানি না। এষ্টেট ম্যানুয়ালের ২৬৮ নং ধারায় এক্সপ্লিসিটলি একথা বলা আছে—

"In regard to tidal rivers it may sometimes be expedient that the exclusive right to fishery should not be granted to private individuals, or to certain classes of individuals, to the exclusion of the general public. A Collector should not grant a lease of such a fishery for the first time without the previous sanction of the Board".

আমি সে জন্য বলছি গঙ্গাকে লীজ দেবার যে ব্যবস্থা করেছে নদীয়া জেলার কো-অপারেটিভ, জগন্নাথবাবু এম, এল, এ আছেন, তিনিও জানতে পারেন, এই গঙ্গা লীজ দেওয়াটা একটা অপ্রেসিভ ব্যবস্থা, এভাবে লীজ দিয়ে নূতন জমিদারী স্বত্ব এরা তৈরী করছে সুতরাং এই কো-অপারেটিভগুলোর গঙ্গা লীজ দেবার ক্ষমতা রহিত করা হোক এবং এ জন্য যথাবিহিত আইন করা হোক।

[7-15—7-25 p.m.]

Shri Ledu Majhi :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের দেশে প্রোটীন জাতীয় খাদ্যের ভয়াবহ সমস্যা দেখা দিয়েছে। দেশের চিন্তাশীল লোকেরা তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন প্রোটীন জাতীয় খাদ্যের অভাব ঘটলে শর্করা জাতীয়খাদ্যের জন্য দেশে চাহিদা অত্যন্ত বেড়ে যায়। কারো কারো মত এই খাদ্য শস্যের অভাবে তথা দুর্ভিক্ষে প্রোটীনের অভাব ব্যাপক মাছের চাষে আমরা বহুলাংশে দূর করতে পারি। মাছের চাষ কৃষি ব্যবস্থার অনুকুল। ব্যাপকভাবে মাছের চাষ করলে কৃষির জন্য সেচ ব্যবস্থারও কিছু কিছু উন্নতি হতে পারে। কাজেই আমাদের মাছের চাষের দিকে লক্ষ্য দিতে হবে। আজ মাছের চাষের উপযোগী জলাভূমি বা পুষ্করিণী, সেচ ব্যবস্থার জন্যও বহুলাংশে উপযোগী হতে পারে। পুরুলিয়া জেলায় মাছ চাষের বিরাট সুযোগ রয়েছে। তাকে প্রসারিত করবার জন্য বহু ভূমি ও সেখানে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। মাছের চাষের বিরাট ব্যবস্থা করতে পারলে এই অনগ্রসর জেলার খুব লাভ হবে এবং সারাবাংলার জন্য এই প্রয়োজনীয় প্রোটীন খাদ্যের মস্তবড় সরবরাহের সুযোগ হতে পারে।

The Hon'ble Hem Chandra Naskar :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের অনেক সদস্য এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। একজন বললেন গঙ্গার মোহনা দেখে এসেছেন। কোনখানে? সেই জায়গার নাম কি! তা আমি জানতে পারলে বাধিত হবো। ডালহৌসী বলে একটা জায়গা আছে সেখানে ও অন্যান্য জায়গায় গিয়েছি সেখানে দেখে এসেছি মাছ ধরতে। গঙ্গা একমাত্র নদী যেটা শুকায় না, বাংলার অন্যান্য সমস্ত নদীই প্রায় শুকিয়ে যায়। তাহলে সেখানে কি করে মাছ হতে পারে। রূপনারায়ণের জল থাকে এবং গঙ্গায় জল থাকে—আর বাদবাকী নদী সমস্তই শুকিয়ে যায়। এমন যে ময়ুরাক্ষী ব্যারেজ তারও অনেক জায়গায় শুকিয়ে যায় এবং সেই জায়গায় তাঁরা মৎস্য

চাষের কথা বলেন। আমাদের বিভাগের কাজ দেখলে বুঝবেন—আমাদের টাকা পরিশোধ করবার ক্ষমতা আছে। আমাদের বিভাগ মৎস্যজীবিদের সাধারণ দুর্দ্দশার জন্য টাকা চাইলে রিলিফ ডিপার্টমেণ্টে প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের দপ্তরে পাঠিয়ে দেয়। প্রমথবাবু কতকগুলি কথা বলেছেন তাঁকেও বলেছি আমাদের এখনকার বর্ত্তমান শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয়ের সময়ে একটা আইন হয়েছিল, যে পুকুর উন্নতি করতে পারবেনা—পড়ে থাকে, কোন লোক যদি সেটা মৎস্য চাষের জন্য চান তাহলে তাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করতে হবে। তাহলে ম্যাজিষ্ট্রেট পুষ্করিণীটা রিক্যুইজিশান করে দিতে পারেন এবং তাতে মৎস্য চাষ হতে পারে। তারা কতগুলি পুকুরে মৎস্য চাষ করেন? তাঁদের জেলায় এই রকম কত পুকুরের উন্নতি করেছেন উক্ত আইনের আওতায়? আমি জানি দুর্গাপুরে মাছ আড়াই টাকা, বর্দ্ধমানে সাড়ে চার টাকা। এই কয় মাইলের ব্যবধানে এত দাম। দুর্গাপুর ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এরিয়া। পুরুলিয়ার মাননীয় সদস্যকে আমি বললাম—দেখুন, সেখানে পুষ্করিণীতে জল থাকে না। আর যেগুলিতে একটু থাকে তা ও সিপেজ করে বেরিয়ে যায়। তাহলে মৎস্যচাষ হবে কি করে? [এ ভয়েস: শুকনো পুকুরে কিছু ছাগল ছানা ছেড়ে দিন পাঠা হবে।] আমার মাত্র ৩৮ লক্ষ টাকা, ডিপার্টমেণ্টের খরচ ইত্যাদি সমস্ত দিয়ে যে টাকাটা থাকে, তা দিয়ে কতটুকু কাজ হতে পারে—তা আপনারা বুঝতে পারেন। সুন্দরবনের মৎস্যজীবী সমবায়ের ডিরেক্টর একজন, আপনি জানেন—সমুদ্রে মাছ নেই। আমি তার কি করবো। সেই জন্য কিছু ইন্‌ল্যাণ্ড ফিসারি জমা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছি যাতে সেখানে তারা করে খেতে পারে। আমাদের রামানুজবাবু কো-অপারেটিভ এবং ডিরেক্টর তিনিও জানেন তাঁদের সেখানে এতবড় গঙ্গা নদী, আজকে সেখানেও নদীতে মাছ নেই। মাছ যদি না হয় সেটাও কি আমার দোষ? কয়েকজন সদস্য বলে গেলেন টাকার জন্যে দরখাস্ত করে টাকা পান নি, টাকার জন্য কত লোক এ্যাপ্লাই করেছেন মাছ ছাড়বার জন্য? আপনারা যদি বলেন এবং এখান থেকে আইন পাস করে দেন, যে টাকা আদায় করতে হবে না টাক দিয়ে দেব। আপনারা সেটা পাস করে দেন, আমাদের টাকা দিতে কোন আপত্তি নাই। আপনারা যদি বেশী করে টাকা দেন তাহলে আমিও বেশী করে মাছ খাওয়াতে পারব তাতে আমারই সুনাম হবে। আমার কি ইচ্ছা করেনা আপনাদিকে ভাল মাছ খাওয়াই। কিন্তু আপনারা যদি সহযোগিতা না করেন, তাহলে আমার একলার পক্ষে সম্ভব নয়। আজকে বাংলাদেশে বেশী ভাগ পুষ্করিণীতেই বছরের অর্ধেক দিন জল থাকেনা। জমিতে যেমন উৎপাদন করতে গেলে সেচের ব্যবস্থা করতে হয়, অন্য ভাবেও জমির তদারক করতে হয়, তেমনি মাছের চাষেয় জন্যও নানারকম যত্ন করতে হয়। কাজেই আপনারাও চেষ্টা করুন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আইন তো করে দিয়েছেন, কিন্তু সেই আইনের আশ্রয় কতজন নিয়েছেন? কোথায় কি অবস্থা আমার ভালো জানা আছে। আপনারা কিছু চেষ্টা করেছেন? আমরা পলাশী ষ্টেশন থেকে মাছ চালান দেবার ব্যবস্থা করেছিলাম, কিন্তু আপনারা আমাদের সাহায্য করেছেন কি? আপনারা যদি নিজেরা চেষ্টা না করে সরকার কেন করলনা কেবল এসব কথা বলেন, সমস্ত দায়িত্ব যদি আমাদের ঘাড়েই চাপিয়ে দেন তাহলে কি করে হবে?

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট হলে না হয় একটা কথা ছিল, কিন্তু এখন আমাদের নিজেদের সরকার হয়েছে, সুতরাং আপনাদেরও সরকারের সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করতে হবে। আগে আমাদের ৪টা মোড়া ছিল, এখন সেখানে ২৪টা মোড়া হয়েছে, সেইসব স্থানে ট্রাওট মাছের চাষ করা যায়

কি না আমরা চেষ্টা করে দেখছি তাই আমি বলছি আপনারা এগিয়ে আসুন। আমরা অনেক সময় নানারকম বাধার সম্মুখীন হই যেমন ভেস্টেড ইন্টারেষ্ট, তাদের কাছ থেকে রিক্যুইজিশন-এর বেলায় নানারকম বাধা আসে। যাই হোক, আপনারা আমাদের সন্ধান দিন, কোথায় কি পুকুর আছে, তাতে কি করে মাছের চাষ করা যায় তাহলে আমাদের মাছের সমস্যার সমাধান হতে পারে। এই বলে আমি সমস্ত কাটমোশান বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[7-25—7-28 p.m.]

Mr. Speaker : I am glad to note that during my time this is the only demand on which no division has been claimed.

I put all the cut motions to vote.

The motion of Dr. Pabitra Mohan Roy that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Ray that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Maior Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hemanta Kumar Basu that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Haldar that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobardhan Das that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 36,95,000 for penditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be duced by Rs. 100, was the put and lost.

The motion of Shri Natendra Nath Das that the demand of Rs. 36,95,000 r expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" e reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 36,95,000 for penditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be duced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 36,95,000 r expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" e reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhakta Chandra Roy that the demand of Rs. 36,95,000 r expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" e reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 36,95,000 r expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" e reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 36,95,000 r expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" e reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Tarapada Dey that the demand of Rs. 36,95,000 for xpenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be educed by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of ls. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—griculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Hare Krishna Konar that the demand of Rs. 36,95,000 or expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" e reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Chaitan Majhi that the demand of Rs. 36,95,000 for xpenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be educed by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Mullick Chowdhury that the demand of ls. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—griculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee that the demand of ls. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—griculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Renupada Halder that the demand of Rs. 36,95,000 for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Hem Chandra Naskar that a sum of Rs. 36,95,000 be granted for expenditure under Grant No. 24, Major Head "40—Agriculture—Fisheries", was then put and agreed to.

Adjournment

The House was then adjourned at 7-28 p.m. till 3 p.m. on Friday, the 25th March, 1960, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 25th March, 1960 at 3 p.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble BANKIM CHANDRA KAR) in the Chair, 13 Hon'ble Ministers, 2 Ministers of State, 12 Deputy Ministers and 195 Members.

3—3-10 p. m.]

Adjournment motion

Shri Panchugopal Bhaduri : Sir, my adjournment motion runs thus :—

"The House do now adjourn to discuss a matter of urgent public importance and of recent occurrence, viz., the failure of the Hooghly—Serampore Police inspite of repeated warnings to check the activities of a gang of ruffians operating from a place just opposite the Mahesh Outpost with crackers, gupties and daggers, which has ultimately resulted in the death of a young man named Dipak Mukherjee on the 23rd morning."

School Final Examination

Shri Ganesh Ghosh : Sir, I have to draw your attention to a very important matter. The School Final Examination begins on the 30th March, just after the day when the Id is expected to be celebrated. But the celebration of the Id depends on the visibility of the moon—if the moon be not seen on the 28th, then the Id will not be celebrated on the 29th, if it is seen on the 29th, then the Id will be celebrated on the 30th. So, if the School Final Examination be held on the 30th, it will be very difficult for a large number of examinees to appear at the said examination. Therefore, I would request the Hon'ble Minister for Education to consider this fact and see if the date of the examination could be changed.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, I enquired about this matter and I have been assured by the Administrator of the Board of Secondary Education that no Muslim student is going to appear in the subject that has been chosen for examination on that day.

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani : Sir, may I know what is that subject in which the Muslim students cannot appear ?

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : I have given you only what the Administrator has told me.

Shri Jyoti Basu :

একটা সাবজেক্ট যেটা বোধ হয় কেউ ঠিক করে বলতে পারছেন না এবং এটাতে বোধ হয় কোন মুসলীম ষ্টুডেণ্ট এপিয়ার হচ্ছে না।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : I have been assured by the Administrator that no Muslim student is going to appear in that subject.

Shri Jyoti Basu :

সুতরাং একটা দিন পিছিয়ে দিলে কি অসুবিধা হয় বুঝতে পারছি না।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Then the whole arrangement is upset according to the Administrator.

Shri Deben Sen :

স্যার, আমার কাছে এ বিষয়ে বহু মুসলমান ছাত্রদের কাছ থেকে রিপ্রেজেন্টেশান এসেছে। এক্‌জামিনেশান পিছিয়ে দেবার দরকার হয় না এবং সেদিনের এক্‌জামিনেশানটা অন্য দিন করলেই হয়। এর জন্য কোন টাইম সিডিউল এর পরিবর্ত্তনের দরকার হয় না। অর্থাৎ পরে অন্য একটা দিন এই পরীক্ষাটা করলেই আর কোন অসুবিধা হয় না।

Mr. Speaker : You have heard what the Hon'ble Minister has said.

Time for guillotine

Mr. Speaker : I just remind the honourable members that today is the last date for voting on demand for grant. There are as many as 15 heads of demands under which there are 131 cut motions. In conformity with the previous practice I fix that the House will sit today up to 7.30 p.m. and I also fix that the guillotine will fall at 6.30 p.m. Thereafter I shall put all the outstanding questions to vote without debate. I would, therefore, request the honourable members to be short in their speeches.

I want to tell you one more thing : all the cut motions under all the Grants are in order except cut motion No. 4 under Grant No 1. The cut motion No. 4 under Grant No. 1 is out of order as it raises the question of amendment of the Agricultural Income-tax Act.

DEMANDS FOR GRANTS

Grant No. 32

Major Head : 47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward Classes.

The Hon'ble Bhupati Majumdar : Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum of Rs. 1,34,77,000 be granted for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes".

মাননীয় সদস্যবৃন্দ অবগত আছেন যে গত বৎসর পর্য্যন্ত আদিবাসী মঙ্গল বিভাগের বাজেট আলাদা ছিল না। যদিও এই বিভাগ ক্রমবর্দ্ধমান তবুও এই বিভাগের ব্যয় সম্বন্ধে কোন বিশদ আলোচনা এখানে হোত না। সদস্যগণ যখন এটার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তখন আমি তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে এই বৎসর থেকে একটা ডিফারেণ্ট হেড-এ আমাদের বাজেট আসবে ও সে সম্বন্ধে আলোচনা হবে—আমি সে কথা রক্ষা করতে পেরেছি। কয়েক বছর ধরে আদিবাসী মঙ্গলের কাজ এগিয়ে চলেছে। ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ৫ বছরে মাত্র ৬৪ লক্ষ ১০ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল, ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমরা ৩ কোটি ৭ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ব্যয়ের সংস্থান করতে পেরেছি এবং এর মধ্যে ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা কেন্দ্র-প্রবর্ত্তিত পরিকল্পনার অধীনে। ১ কোটি ৮৩ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা রাজ্য পরিকল্পনা খাতে রাখা হয়েছে। ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এখন রচিত হচ্ছে। ১ কোটি ৮৩ লক্ষ. যেটা রাজ্য পরিকল্পনায় ছিল সেটা আমাদের পরিকল্পনা কমিশন

১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭০ হাজারে নিয়ে এসেছিলেন। ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমরা আরও অধিক পরিমাণ অর্থ এর জন্য রাখতে পারব বলে আশা রাখি। প্রথমে অনগ্রসর যারা তাদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সমবায়, কুটির শিল্প, পথ নির্মাণ এবং আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে কার্যসুচী গ্রহণ করা হয়—শ্বেত পুস্তিকায় এই কার্যসুচীর বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে। এগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশেষ পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া ভাল। তবে শিক্ষার স্থান সর্ব্বোচ্চ। অনগ্রসর তপশীলী এবং তার চেয়ে বেশী করে যারা আদিবাসী তাদের দ্রুত উন্নয়ন একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই হতে পারে। এদিকে লক্ষ্য রেখে ১৯৫৪।৫৫ সালে যেখানে মাত্র ৩॥ হাজার আদিবাসী ছাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করত, সেখানে আজ বিনা বেতনে অধ্যয়ন করার সুযোগ পেয়ে এই সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে এখন ১০॥ হাজারে দাঁড়িয়েছে এবং এই সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। এই কার্যসুচী ছাড়া ছাত্রাবাসের ব্যয় নির্বাহ, পুস্তক ক্রয়, পরীক্ষার ফি প্রদান, ছাত্রাবাস নির্মাণ ও সম্প্রসারণ, বিদ্যালয়ের মান উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়। বস্তুতঃ রাজ্য পরিকল্পনার শতকরা ২৯ ভাগ অর্থ এই শিক্ষা খাতে ব্যয়িত হয়। এ ছাড়া শিক্ষা দপ্তর অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষা তহবিল হইতে প্রতি বছর ১০ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেন। অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা যেখানে বেশী বাস করে সেখানে পানীয় জল সরবরাহ এই কল্যাণ পরিকল্পনার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান পাবার যোগ্য। বিভিন্ন জেলায় এরূপ অঞ্চল সমূহে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৩ শত নলকুপ, ইঁদারা প্রভৃতি স্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৪ হাজার ৭১৩ এর অধিক নলকুপ, ইঁদারা স্থাপন করা হয়েছে। এই সংখ্যা পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য যা ছিল তার দ্বিগুণ।

[3-10—3-20 p.m.]

এ-ক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গ্রামাঞ্চলে জল সরবরাহ পরিকল্পনা ও সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে যে সকল পানীয় জলের উৎস্ সরকার থেকে নির্ম্মাণ করা হয় এই বিভাগের পরিকল্পনাগুলি তার পরিপুরক মাত্র। তারপর চিকিৎসার ব্যাপারে দরিদ্র আদিবাসী রোগী-গণ চিকিৎসার জন্য যাতে বিনামূল্যে দামী ঔষধ পেতে পারেন সেজন্য বিভিন্ন জেলায় বে-সরকারী চিকিৎসালয়গুলিকে অনুদান দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এই উদ্দেশ্যে ১ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হবে। যক্ষারোগগ্রস্ত আদিবাসীদের চিকিৎসার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে যক্ষাহাসপাতালে ৪টি শয্যা সংরক্ষণ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অতিরিক্ত ১০টি শয্যা সংরক্ষণের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু প্রয়োজনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া মূল লক্ষ্যকে দ্বিগুণের অধিক বাড়াইয়া ২৩টি করা হইয়াছে। অবশ্য এর সঙ্গে এ-কথা মনে রাখিতে হবে দার্জিলিং, কার্সিয়াং এ যে যক্ষা হাসপাতাল আছে সেখানে ২৫টি শয্যা এদের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত আছে, এগুলি হচ্ছে তার অধীনে। তারপর দরিদ্র আদিবাসীগণের সরলতার সুযোগ লইয়া গ্রাম্য মহাজনেরা তাহাদিগকে ঋণজালেতে বেঁধে ফেলত। সেজন্য তাদের বাঁচবার জন্য প্রথমে শস্যগোলা স্থাপন আরম্ভ হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে এই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে মোট ৩০টি ছিল। প্রথমে স্থির হইয়াছিল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৮৪টি শস্যগোলা স্থাপন করা হবে। কিন্তু এটা এত জনপ্রিয়তা লাভ করে যে আদিবাসীদের উপকারের জন্য একে বাড়িয়ে ১০৫টি করা হয়েছে। এই পরিকল্পনাটি অধিক-তর কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে একটি পরিবর্ত্তন আনা হইয়াছে। পুর্ব্বে শস্যগোলা হইতে শুধু ধান্য ঋণ পাওয়া যেত এখন সেখানে অর্থ ঋণ পর্য্যন্ত দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। আদিবাসীরা

ভূমিহীন গরীব। তাদের যা কিছু জমি আছে তা অনেক সময় তারা বিক্রি করতে বাধ্য হ
এইসব বিবেচনা করে আর একটা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। তাতে যেসকল আদিবা
গত ৫ বছরের মধ্যে জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে তাদের পুনরায় জমি ক্রয়ের জন্য ৫ (
টাকা পর্য্যন্ত অর্থ সাহায্য করা হয়। এ-ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে আদিবাসীদের বাস্তুভিটার উ
নিজস্ব কোন স্বত্ব থাকে না। তাদের নিজের স্বত্ব যাতে হয় তারজন্য ২ শো টাকা পর্য
অর্থ সাহায্য করা হয়। আদিবাসী ও তপশীলীদের গৃহ নির্মাণের জন্য অনুদান দেও
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটা কাজ। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী এই বৎসরে ৮৯৭
ও আগামী বৎসরে ১২৭৭টী গৃহ নির্মিত হবে। প্রসংগত বলা যায় যে গৃহনির্মাণ খরচের শ
করা ২৫ ভাগ শ্রমমূল্যের দ্বারা উপকৃত ব্যক্তিকে দিতে হবে। কিন্তু যেসব আদিবাসী অঞ্চ
প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে বিপদগ্রস্ত হয়েছে সেখানে শ্রমদান দেয় যে শতকরা ২৫ ভাগ সেটা মকু
করা হয়েছে। কারিগরী শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। সরকারী অনুদানে শিক্ষা প্রতি
ষ্ঠানে আদিবাসী ও তপশীলী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানের জন্য কয়েকটি শিক্ষণ-তথ্য-উৎপাদন কে
স্থাপন করা হয়েছে। এই সমস্ত পরিকল্পনা অনুসারে বছরে পাঁচ-শতাধিক ব্যক্তিকে বিভি
শিল্পে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া শিক্ষাপ্রাপ্ত কারিগরদের ব্যবসারম্ভের জন্য আর্থি
সাহায্য দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে। অদিবাসীদের মধ্যে নৈশ বিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র
ছাত্রাবাস ইত্যাদির পরিচালনা এবং সাংস্কৃতিক ও কল্যাণমূলক কাজের জন্য ১২টি বে-সরকারী
প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়। তপশীলীদের মধ্যে কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র, নৈশ
বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার প্রভৃতির পরিচালনা ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সম্বন্ধীয় প্রচারকার্য্যের জন্য
১০টি প্রতিষ্ঠানকে অনুদান দেওয়া হয়। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান মোট ব্যয়ের শতকরা
২০ ভাগ নিজেরা বহণ করে। আদিবাসী মঙ্গল বিভাগ বিমুক্ত জাতি ও আদিবাসীদের মধ্যে
যাযাবর শ্রেণীর যারা তাদের জন্য উপনিবেশ স্থাপন করে পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। এখানে
বলা নিষ্প্রয়োজন যে এদের স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াবার যে স্বাভাবিক বৃত্তি তা বন্ধ
করতে গেলে এদের জমি দিয়ে বাস করান ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। যদিও যথেষ্ট
পরিমানে কৃষি জমির অভাব রয়েছে তবুও এইসব অসুবিধা সত্বেও পুনর্ব্বাসনের কাজ চালিয়ে
যাওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমাপ্তির ভেতর ৩৫৪টি পরিবারকে পুনর্বাসন
দেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। আদিবাসীদের উন্নয়নমূলক কার্য্য সম্বন্ধে গবেষণা
করার জন্য একটি সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। আদিবাসীদের ভাষা,
উত্তরাধিকার আইন ও বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। আদি-
বাসীদের সাংস্কৃতিক জীবনের নিদর্শনের জন্য একটি সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হচ্ছে। মাধ্য-
মিকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যয়ণরত আদিবাসী ও তপশীলী সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়ার
পরিকল্পনাটি চলতি বছর থেকে রাজ্য সরকারের উপর ন্যস্ত হয়েছে। এটা পুর্বে ভারত সরকার
সরাসরি দিতেন। তারা এবার রাজ্য সরকারকে জুলাই মাসে জানান যে রাজ্য সরকার কর্তৃক
এই বণ্টন ব্যবস্থা হবে। তারপরে হঠাৎ অক্টোবর মাসে একটা দুঃসংবাদ আসে যে প্রত্যেক
রাজ্যে লোক সংখ্যা অনুসারে এই বৃত্তি দেওয়া হবে, তাতে আমরা অর্দ্ধেকও পেতে পারতাম না।
সেজন্য রাজ্য সরকার থেকে প্রতিবাদ হয় এবং অনেক কথা কওয়ার পরে তারা আগেকার যে
অনুদান সেটা দেবেন বলে স্থির করেন। অনেক পরে ফেব্রুয়ারী মাসে সমস্ত রাজ্য সরকারের
বিভাগগুলি একত্রিত হবার পর তারা সেটাকে সম্পূর্ণ করেছেন কিন্তু যে টাকা আমরা পেতে

ছিলাম তখন তা অর্দ্ধেক হলেও যাঁরা পরীক্ষা দেবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসমস্ত টাকা তখনই দিতে হবে, তাঁদের কাছে আমরা ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই টাকা প্রেরণ করেছিলাম এবং সেটা বিলম্ব হলেও ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত সরকারের সম্পূর্ণ অনুমোদন লাভ করার পরে আমরা চেষ্টা করে কলেজে সমস্ত লোক পাঠিয়ে টেলিফোন চিঠি যতরকম আছে সেই ব্যবস্থা করে যাতে তাঁরা শীঘ্র টাকা পান আমরা সেই ব্যবস্থা করেছি। অনেক সময় যে ফর্ম ফিলাপ করা হয় তার ভুল থেকে যায় এবং তারজন্য বিলম্ব হয়ে যায় কিন্তু আমরা সমস্ত কিছু মঞ্জুর করে পাঠিয়ে দিয়েছি। যদি এখন কোন গোলমাল থাকে বা না পেয়ে থাকেন তা আমরা জানতে পারলে পর শীঘ্র বন্দোবস্ত করতে পারব, কারণ আমাদের বিভাগ থেকে সমস্ত টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া সেটেলমেণ্ট কাজের সময় আদিবাসীদের অনেক জমি অন্তের নামে লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল সেজন্য এই দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন জেলায় মোট ১১ জন বিশেষ কানুনগোদের নিয়ে স্থানীয় অফিসারগণের সাহায্যে আদিবাসীদিগকে আপত্তির দরখাস্ত পেশ করতে সাহায্য করা হয়েছে এবং আপত্তিগুলি শুনানীকালে আদিবাসীদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করা হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার ফলে আদিবাসীদের ৪০ হাজারের বেশী আপত্তির আবেদন পেশ করানো হয়েছে এবং সুখের বিষয় যে সকল ক্ষেত্রে ঐসব মামলার ফল প্রকাশিত হয়েছে তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদিবাসীগণ জয়লাভ করেছেন। এখন যেমন ডিপার্টমেণ্টের কাজ বাড়ছে তেমন আরো কর্ম্মচারীর প্রয়োজন। এখন প্রত্যেক জেলাতে হাওড়া ছাড়া, একজন করে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার আফিসার বা স্পেশাল অফিসার আছেন এবং হাওড়ার ব্যাপারটা বিবেচনাধীন আছে। তাছাড়া বড় বড় জেলায় আমরা এর সংখ্যা বাড়াবার জন্য চেষ্টা করছি যাতে করে আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অফিসারেরা সর্বত্র গিয়ে পৌঁছাতে পারেন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ৩৯টি কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপিত হবে। সমাজসেবকদের ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বিশেষ করে অনগ্রসর সমাজের উন্নয়ন কার্য্যে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদান করবার জন্য বর্ত্তমানে মেদিনীপুর জেলার বেলপাহাড়ীতে একটি সমাজসেবক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের বন্দোবস্ত হয়েছে। এ ছাড়া সরকারী পরিকল্পনা সমূহের সুষ্ঠু রূপায়নে বেসরকারী পরামর্শ ও উপদেশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আদিবাসী ও তপশীল সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য দুটি স্বতন্ত্র পর্ষৎ গঠন করা হয়েছে। এই পর্ষৎ দুইটিতে সংসদ ও রাজ্য বিধানসভার আদিবাসী ও তপশীলী সদস্য ও বেসরকারী যোগ্য ব্যক্তিদের সভ্য হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে প্রতিটি জেলাতেও বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের স্থানীয় অফিসার ছাড়া সংসদ ও বিধান সভার আদিবাসী বা তপশীলী সদস্য ও বেসরকারী ব্যক্তিদের নিয়ে আদিবাসী ও তপশীলীদের জন্য দুটি করে সমিতি গঠন করা হয়েছে। এই সমস্ত নীতি অনুসরণ করে আমাদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সমস্যা কঠিন। আন্তরিকতার সঙ্গে সমস্ত কাজ করতে পারলে আমরা দ্রুত এগিয়ে যেতে পারবো, তবে কাজ যেভাবে আরম্ভ করা হয়েছে আর যেটুকু ফল দেখা যাচ্ছে তাতে চাকরী ও বেকারের কাজে আমাদের সমাজের যে কল্যাণ সেই কল্যাণ দ্রুত সাধিত হবে। এই কয়েকটি কথা বলে আমি এই সমস্ত বিষয় আলোচনার জন্য বিধানসভার সম্মুখে রাখলাম।

[3-20—3-30 p.m.]

Mr. Speaker : I put all cut motions to vote.

Shri Ajit Kumar Ganguly : Sir, I beg to move that the demand oi Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Sudhir Kumar Pandey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Mangru Bhagat : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No.32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Turku Hasda : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100,

Shri pramatha Nath Dhibar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Basanta Lal Chatterjee : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Gobinda Charan Maji : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Ramanuj Halder : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,77.000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Dasarathi Tah : Sir, I beg to move that the demand of Rs.1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Gopal Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Sasabindu Bera : Sir, I beg to move that the demand of Rs.1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Mihirlal Chatterjee: Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No.32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Bhakta Chandra Roy : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be redueed by Rs. 100.

Dr. Golam Yazdani : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sen Gupta : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Dr. Radhanath Chattoraj : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Apurba Lal Majumdar : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Chaitan Majhi : Sir, I beg to move that the demand of Rs.1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Bijoy Krishna Modak : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Rabindra Nath Ray : Si, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous

Departments—Welfare of Sheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Suhrid Mullick Chowdhury : Sir, I beg to move that the demand o Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No.32, Major Head "47—Miscellaneous Department—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Jamadar Majhi : Sir, I beg to move that the demand of Rs.1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100,

Shri Sudhir Chandra Bhandari : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Rama Shankar Prasad : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Deo Prakash Rai : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,77,0C0 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Tarapada Dey : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward classes" be reduced by Rs. 100.

Shri Satyendra Narayan Mazumdar :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এবার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বছরে আদিবাসী এবং তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের উন্নয়নমূলক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা প্রথম হচ্ছে, তবু বেটার লেইট দেন নেভার এর চেয়ে ভাল, সেই হিসাবে আমি আনন্দ প্রকাশ করছি। মন্ত্রী মহাশয় বললেন তিনিও চেষ্টা করেছেন এবং এখানে গত বৎসর আমিও বলেছিলাম। [এ ভয়েস ফ্রম কংগ্রেস বেঞ্চ—আমিও বলেছিলাম] আপনি বলেছিলেন সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল আজকে এখানে এ বিষয় প্রথম আলোচনা হচ্ছে। আমি আর একটা জিনিষ আশা করেছিলাম যে এই দপ্তরের গত কয়েক বৎসর যাবৎ যে কাজ হয়েছে তার যতদূর সম্ভব একটা কনসোলিডেটেড্ রিপোর্ট যদি আমাদের দিতে পারতেন, তাহলে আমাদের বিভিন্ন বক্তাদের আলোচনার দিক দিয়ে আরও বেশী সুবিধা হত। অবশ্য তাঁদের কতকগুলি তথ্য আমি পেয়েছি। বিশেষ করে তাঁদের প্রকাশিত শ্বেত-পুস্তক হতে যতগুলি তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলি আমি দেখেছি। তাহলেও আরও কতকগুলি জিনিষ, যেগুলি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় আজ এখানে বললেন, সেগুলির কিছু কিছু আগে জানা গেলে, আমি এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আরও জানবার চেষ্টা করতাম। যাইহোক, এবিষয় আলোচনা করতে যেয়ে—এবার প্রথম যখন এ সম্বন্ধে

ালোচনা হচ্ছে. তখন আমিও প্রথমে প্রধানত নীতিগত ভাবে আলোচনা শুরু করবো। াবং নীতিগত ভাবে আলোচনার প্রসংগে আমি এই কথা প্রথমে বলতে চাই যে আমাদের দেশে আদিবাসী এবং তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের যে সমস্যা সেটা আমাদের দেশের বিশাল শ্রমজীবী মানুষের একটা অংশ। তারা যদিও তাদের একটা অংশ; কিন্তু, এর অনেকগুলি ঐতিহাসিক কারণে, অনেকগুলি বিশেষ সমস্যা পুঞ্জীভুত হয়েছে। সামাজিক অবিচার, শোষণ ও এই ধরণের কতকগুলি কারণে অনেকগুলি সমস্যা পুঞ্জীভুত হয়ে উঠেছে। সেজেই এই সমস্যাগুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে; এবং প্রয়োজন আছে বলেই সংবিধানে ডিরেকটিভ প্রিন্সিপ্যালের যে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেই নির্দ্দেশকে আমি সমর্থন করি। এই জিনিষগুলি, এই সমস্যার উপর নজর দিতে যেয়ে একটা জিনিষ মনে রাখা দরকার, সেই কথা আমি প্রথমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। যেমন এদের বিশেষ সমস্যার উপর নজর দেওয়া প্রয়োজন তেমনি আবার এদের সমস্যা,—আমাদের দেশের বিশাল শ্রমজীবী মানুষের এরা একটা অংগ, সেই জিনিষটা যেন সর্ব্বদা আমাদের দৃষ্টিতে থাকে। সেটা দৃষ্টিতে না থাকলে, বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে গেলে একদিক দিয়ে যেমন বিচ্ছিন্নতার মনোভাব বাড়তে পারে, তেমনি আর একদিক দিয়ে যে সমস্যার আসল গুরুত্ব, সেই গুরুত্ব দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবে। সংবিধানগত দিক থেকে যদি আলোচনা করতে যাই তাহলে আমাদের দেখতে হবে শুধু কতটুকু তাদের করা হয়েছে তা নয়, যে লক্ষ্যটা সংবিধানে রাখা হয়েছে, সেই লক্ষ্যের দিকে কতটা এগিয়ে যাচ্ছি। সংবিধান রচয়িতারা বলেছিলেন যে সংবিধান প্রবর্ত্তিত হবার পর থেকে দশ বছরের ভিতর এদের জন্য উন্নয়ন মূলক কার্য কলাপ এই রকম গতিতে চালাতে হবে যে তারা জনসাধারণের অন্যান্য অংশের সংগে সমপর্য্যায় এসে পড়বে। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি, তারা অনেক পিছিয়ে পড়ে রয়েছে দশ বৎসর সময় অতিক্রম হবার পর,—আরও যে দশ বৎসর বাড়ান হয়েছে,—সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনা হয়েছে, এবং সেটা আমি সমর্থন করেছি। তখনও আমি বলেছিলাম যে ভাবে, যে নীতিতে এবং যে গতিতে সরকার অগ্রসর হচ্ছেন তাতে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে ওঁদের সম্বন্ধে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারবেন না। কেন পারবেন না? সেটা আমি মূলগত দৃষ্টির দিক থেকে শুরু করে দেখাতে চাই। যদিও মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের ভাষণে দেখলাম সেই বাস্তব সত্য কিছু কিছু রয়েছে এবং তাঁর দপ্তরের রিপোর্টের মধ্যেও তার কিছু কিছু উঁকি দিয়েছে। উঁকি দেওয়ার বিষয় আমি বলতে চাই এই জন্য যে এই সমস্যার গুরুত্ব অনেকখানি। আমাদের দেশে যে উপজাতি এবং তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় রয়েছে এদের বেশীর ভাগ যে সমস্যা, মূল সমস্যা, সেগুলি কি ধরনের সে সম্বন্ধে আমি কতকগুলি তথ্য দিয়ে আপনার সামনে উপস্থিত করতে চাই। যেমন ১৯৫১ সালের জনগণনা অনুযায়ী পশ্চিম বাংলায় উপজাতির সংখ্যা ছিল ১১ লক্ষ ৬৫ হাজার মত। অবশ্য পরে ওয়েষ্ট বেঙ্গলে ১৯৫৮-৫৯ সালে আমাদের কাছে যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে তাতে দেখান হচ্ছে যে এদের সংখ্যা আরও অনেক বেশী। তার কারণ পার্লামেণ্টে তপশীল জাতির লিষ্ট সংশোধন করে আরও অনেকগুলি তপশীল উপজাতিকে সংখ্যাভুক্ত করা হয়েছে। ১৯৫১ সালের যে হিসাব, সেই হিসাবের মধ্যে আমরা দেখতে পাই এঁদের মধ্যে শতকরা ৭৯ জনের জীবিকা অর্জ্জন নির্ভর করে কৃষির উপর এবং তাদের মধ্যে শতকরা ৫১ জন হচ্ছে প্রধানত বর্গাদার বা দিন মজুর হিসেবে অন্যের জমিতে চাষ করে।

এবং এদের ভিতর সেন্সাস এর ভাষায় বলি

non cultivating owners of Land and Agricultural rent receivers

এবং তাদের ডিপেনডেন্টদের সংখ্যা হল শতকরা ১ জন। কাজেই এই সমস্যা ভূমিহীন বা গরীব কৃষকের সমস্যা। তারপরে হচ্ছে শ্রমিক ও কৃষি ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে কাজ করে শতকরা ১৫ জন, ব্যবসা বানিজ্য শতকরা ৪ জন, পরিবহণ ইত্যাদিতে ১ পারসেণ্ট এবং বিবিধ হল ১০ পারসেণ্ট। কাজেই মূলত: গরীব কৃষক এবং ভূমিহীন কৃষকই শ্রমিক। তেমন তপশীলী উপজাতিদের সংখ্যা ৪৭ লক্ষ ৪৪ হাজার। ১৯৫১ সালের জনগণনায় ৪৬ লক্ষ ৯৬ হাজার এর মধ্যে ৬৯ পারসেণ্ট কৃষির উপর নির্ভরশীল ৪৩ পারসেণ্ট নিজে খেটে খায় আর না হয় জমির শ্রমিক যারা ক্ষেত মজুর হিসাবে জীবন নির্ব্বাহ করে এবং এদের মধ্যে ননকালটিভেটিং ওনার্স এবং এগ্রিকালচারেল রেণ্ট রিসিভার্স এর সংখ্যা হচ্ছে ২ পারসেণ্ট আর কৃষি ছাড়া অন্যান্য দিকে কাজ করে শতকরা ১৫ জন, এর ভিতর কৃষক যার বিশাল সংখ্যা শ্রমিক, তপশীলী শ্রমজীবীদের যে বিশাল সমস্যা রয়েছে সেকথা আমি পরে বলছি। এদের উন্নয়নের জন্য কোন পরিকল্পনা হলে তার মূল ভিত্তি হওয়া উচিত এই সমস্ত কৃষককে জমি দেওয়া, এই সমস্যাকেই ভিত্তি করে আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। এই বিশেষ সমস্যা সমাধানই এদের উন্নয়ন কাজের প্রকৃত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে কিন্তু সরকার ভূমি সংস্কারের নীতি আপনারা সকলেই জানেন সে বিষয়ে বিশেষ বলে লাভ নেই। আজকে উপজাতি এবং তপশীলী ভুক্তদের সমস্যা আলোচনা করতে যেয়ে দেখা যাচ্ছে এদের যে ভূমি সমস্যা, জীবিকার সমস্যা সেই ব্যাপারে সরকার খুব উদাসীন। আমি এ বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহান্বিত বলে বহুদিন ধরে যেমন এ বিষয়ে চিন্তা করে আলোচনা করি, তেমনি ভারতবর্ষের

Commissioner for Scheduled Castes & Scheduled Tribes

তাঁর রিপোর্টগুলি এবং সরকারী বিভিন্ন দপ্তরের কাজগুলি প্রত্যেক বছর পড়ে যাই। তার ভিতর দেখছি এবার মন্ত্রী মহাশয় বললেন এদের অনেক জমি বেহাত হয়ে গিয়েছে কাজেই জমি কিনবার জন্য ৫০০ টাকা দিচ্ছেন। কিন্তু কজন পেয়েছে? ৫০০ টাকায় কি হবে? যে বেনামদারী জমি হয়েছে তার জন্যতো ৪০ হাজার দরখাস্ত হয়েছে বলেছেন আরও বহু রয়েছে আমি জানি। আমার জেলায় এবং পাশের জেলা থেকে আমি জানি, সেখানে সম্পূর্ণ আদিবাসী নয়, হয় তারা আদিবাসী না হয় তপশীলী সম্প্রদায় তাদের বহু জমি বেনামদারী হয়ে গিয়েছে। শুধু দরখাস্ত করেই হয় না। যিনি

Commissioner for Scheduled Castes & Scheduled Tribes

তিনিতো কোন আমলাতান্ত্রিক লোক নন। তিনি জন কল্যাণমূলক কাজ করতেন, রাজনীতি করতেন না, আদিবাসীদের ব্যাপার নিয়ে তিনিও চিন্তা করেছেন, অনেক কথা বলেছেন বিভিন্ন রিপোর্টএ। তিনি বলেছেন জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ আইন বিভিন্ন রাজ্যে নোটিশে আসার পর জমি থেকে ব্যাপক উচ্ছেদ শুরু হয়ে গেছে এবং এতে সবচেয়ে বেশী শিকার হয়েছে আদিবাসী ও তপশীলী জাতি সম্প্রদায়ের লোক, এরা শিক্ষায় অনগ্রসর, সরল প্রকৃতির সেজন্য তারই সুযোগ নিয়ে ব্যাপক উচ্ছেদ করা হয়েছে। তিনি সুপারিশ করেছিলেন যে সমস্ত জমি থেকে বে-আইনী উচ্ছেদ করা হয়েছে সেই সমস্ত জমি তাদের প্রত্যর্পণ করা হোক্। এই তো ভারত গভর্ণমেণ্টের রিপোর্ট, সামনেই রয়েছে, ১৯৫৪ সালের কমিশনারের রিপোর্ট আলোচনা করে দেখুন। এ কথা বলেছেন তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে, বিভিন্ন প্রদেশে এদের সেই জমি প্রত্যর্পণ

করতে হবে। সেগুলি এ সরকার করবেন না আমি জানি। কিন্তু এই ব্যাপক জিনিষের মধ্যে যাওয়া এদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই বলি এটা না হয় করবেন না কিন্তু অন্য যে কাজগুলি এ সরকার মারফৎ হতে পারে সেগুলি না হোক আমি তা বলি না। সরকারী নীতির মধ্যে ফাঁক থাকা সত্বেও যে টাকা তারা বরাদ্দ করছেন যে কাজগুলি তারা করছেন তাতে আদিবাসী তপশীলী সম্প্রদায়ের ভাইবোনদের যতটুকু উপকার হয় সেটুকু নিশ্চয়ই চাই এবং সত্য সত্যই যাতে সেটা কার্য্যকরী করেন তার ব্যবস্থা করুন।

[3-30—3-40p.m.]

কিন্তু এই মূল দৃষ্টিভঙ্গীর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন আমি মনে করি। সেটা বাদ দিয়ে হতে পারে না—

Thinking & Thinking

শুধু নয়, কিছু বললেন মন্ত্রী মহাশয়, কাগজপত্রে কিছু দিলে ও সামান্যই হল ; ঐ সমুদ্রে বারি বিন্দুর মত—সেই জিনিষগুলি ফলহীন হয়ে থাকবে। তেমনি কৃষকদের একটা মস্তবড় সমস্যা সেটা মন্ত্রী মহাশয় তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে ঋণের সমস্যা, ঋণভারে তারা জর্জরিত এবং আদিবাসীদের যে ইতিহাস, তাদের অতীতের বিদ্রোহের সংগ্রাম, তার মধ্য দিয়ে দেখা যায় প্রধানতঃ মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে সেই সংগ্রাম করা হয়েছে। ঋণ দিয়ে সম্পূর্ণভাবে তাদের দাসে পরিনত করা হয়েছে। মৌলিকভাবে তার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেটা তাঁরাও স্বীকার করেছেন। কি কাজ তাঁরা করেছেন ? শস্যগোলা করা হয়েছে। ভাল হয়েছে। তবে শুধু শস্যগোলা দিয়ে তাদের সমস্যার সমধান হবে না। ঋণ মকুবেরও প্রয়োজন। ঋণদানের কি ব্যবস্থা হয়েছে ? শুধু তাই নয় কেন্দ্রীয় উপদেষ্টাবোর্ড আদিবাসীদের উন্নয়নের সম্পর্কে কয়েক বছর আগে যে সুপারিশ করেন যে আদিবাসীদের যে সমস্ত তিন বছরের বেশী ঋণ আছে, তা মকুব করে দেওয়া হোক ; আর তিন বছরের কম যে ঋণ, তার শতকরা ৩৲ টাকা হারে সুদ নিয়ে মকুবের ব্যবস্থা করে দিন। বাজেটের যে বিভিন্ন খাতগুলি রয়েছে, তা পড়ে দেখলাম এই ঋণ মকুবের জন্য কোন ব্যবস্থা তাতে নাই। শুধু শস্য গোলা করেছেন, তাতে কিছু উপকার হবে সত্যি কথা। কিন্তু তাদের ঋণভার থেকে মুক্ত করবার ব্যবস্থার জন্য কিছু করা হয় নাই। বাজেটেও তার কোন স্বীকৃতি নাই। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টাবোর্ড সেটা পরামর্শ দিয়েছেন। সরকারের হাতে যে সমস্ত খাস পতিত জমি আছে, তা ভুমিহীন কৃষকদের ভেতর সাধারন ভাবে যেমন বিতরন করা দরকার, তেমনি সেই বিতরনের মধ্যে আদিবাসী ও তপশীলভুক্ত ভুমিহীন কৃষকদের অগ্রাধিকার দিয়ে বিতরনের কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন বা কোন জায়গায় কিছু করেছেন কি ? যদি তা করে থাকেন, ভাল। কিন্তু সেই রকম কোন পরিকল্পনা কাগজপত্রের মধ্যে বাজেটের কোথাও পড়ে দেখতে পেলাম না।

প্রথম কৃষকদের কথা বলে নিই। এদিকে তাঁরা কৃষকদের কথা অনেক কথা বলেছেন —কমিশনের রিপোর্ট, এঁদের রিপোর্ট দেখেছি। আদিবাসী ও তপশীলভুক্ত কৃষকদের অনেক সমস্যা আছে, জমি থেকে বে-আইনী উচ্ছেদ বন্ধ করার কি পরিমাণ ব্যবস্থা আছে। আমাদের অঞ্চলের আদিবাসী ও তপশীলভুক্ত কৃষক বেশী, এই উচ্ছেদ ঠেকান যাচ্ছে না। এই উচ্ছেদ তারা বে-আইনভাবে হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়—জানি তিনি এ ব্যাপারে অসহায়।

তিনি যদি অন্যান্য মন্ত্রীর মত আমলাতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে জবাব দেন, তাহলে এ ব্যাপা বিমল সিংহ মহাশয়কে তিনি দেখিয়ে দেবেন। আমি জানি সরকারের যে নীতি—তার বা হিসেবে পুলিশ মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী যেভাবে কাজ করেন, ভূপতিবাবু ও করতে চান। তিনি বিশেষ কিছু করতে পারবেন না।

তারপর আদিবাসী শ্রমিক চা-বাগানে, কয়লাখনিতে কাজ করেন, সেখানে শ্রমিকদে যে সমস্ত অসুবিধা রয়েছে, তার বিরুদ্ধে অনেক সংগ্রাম করে তাঁরা কিছু কিছু আদা করেছেন। কিন্তু অসংগঠিত যারা, যারা ব্যাপক সংখ্যায় কাজ করে না—যেমন যারা পাথ ভাঙ্গার কাজ করে, মিউনিসিপ্যালিটির তপশীলভুক্ত শ্রমিক—ঝাড়ুদার ইত্যাদি। তা অত্যন্ত দুর্দ্দশাপুর্ণ অবস্থার মধ্যে রয়েছে এদের জন্য বহু সুপারিশ তাতে রয়েছে। এর যা উন্নয়ন করতে হয়, তাহলে তাদের জন্য উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, তাদের কাজে ধরণ বদলাতে হবে। তাদের কাজের উপযুক্ত করতে হবে। তা না করলে হতে পারে না

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলেন এখানে অস্পৃশ্যতা নাই। হয়ত দক্ষিণ ভারতের মত উগ্রভা অস্পৃশ্যতা না থাকতে পারে। কিন্তু যারা সমাজের নিম্নস্তরে রয়েছে, যারা পুরুষানুক্রমে নী কাজ করে আসছে, তাদের অন্যান্য উচ্চসমাজের লোকেরা ঘৃণা করেন। তাদের সঙ্গে সমানভা মিশতে পারেন না। কেবল অস্পৃশ্যতা দুরীকরণ আইন পাশ করলে কিছু হবে না। তা জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন, উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা শিক্ষার ব্যবস্থা এদের জন্য যেমন করতে হবে, তেমনি সমাজের যাঁরা উচ্চবর্ণ, তাঁদের মনোবৃ পরিবর্ত্তনের জন্যও ব্যবস্থা করতে হবে। এইগুলি না করার ফল হয়েছে, এখন পর্য্যন্ত বেশী ভাগ জায়গায় এই সব জনসাধারণ, তারা অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়ে রয়েছে। তারপর এখন এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি, প্রথম যে মাপকাঠির কথা বলেছি, আদিবাসী ও তপশীল সম্প্রদায়ের উন্নয়নের বিচার করতে হলে সংবিধানে যে আদেশের কথা বলা আছে তা ভিতর দিয়েই বিচার করতে হবে। এবং তা দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে পরিমা টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক কম। পশ্চিমবঙ্গের আলাদা হিসা জানিনা, কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষের হিসাব যা দেওয়া হয়েছে তাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরি কল্পনায় সমস্ত উপজাতি ও তপশীলদের উন্নয়ন সম্পর্কে মোট ৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ কর হয়েছে। সেই টাকা যদি এই ধরণের জনসংখ্যার হিসাব করে মাথা পিছু ধরা যায় তাহলে ১।।০—২৲ টাকার বেশী হয়না। এবং এইভাবে দিয়ে, শতাব্দীর পর শতাব্দীতেও তাদে অসুবিধা দুর করার কোন ব্যবস্থা করতে পারবেন না। তারপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে পরি কল্পনা, তার ভিতর আমরা কিছু কিছু জিনিষ দেখতে পাই সেগুলি এমনি কাগজপাতিতে য পড়ি তাতে ভালই লাগে কিন্তু কাজ কি হয়েছে তা আমি জানি না। অনেক জায়গায় শুনেছি অন্ততঃ আমাদের ওদিক থেকে শুনেছি এর সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ, জানিনা তারা কিছু কিছু সুবিধ পেতে পারেন কিন্তু ব্যাপকভাবে কোন কাজ করা হয়নি। কোথাও বা কিছু মুরগী বিতর করা হয়েছে বা ঐ ধরনের কিছু করা হয়েছে কিন্তু কাজ সুবিধা মত তারা পেতে পারে সেট তাদের জানিয়ে দেবার কোন ব্যবস্থা হয়নি। কুটির শিল্পে কিছু কিছু সাহায্য দেওয়া হয়েছে আদিবাসীদের কুটিরশিল্প ছিল তপশীল সম্প্রদায়েরও গ্রামীন জীবনে কুটিরশিল্প ছিল, যা এতদিনে ভেঙ্গে গিয়েছে, সেটা পুনর্জ্জীবিত করার জন্য অনেক কথা শুনেছি এবং তার জন্য যে পরিকল্পন হয় সেই পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। জমি সংস্কার করে সেই জমির মধ্যে দিয়ে ক্রয় ক্ষমত

বাড়িয়ে দিয়ে তার মাধ্যমে কুটির শিল্পকে পুনর্জ্জীবিত করা যেতে পারে। সেটা হয়নি। কাজেই কুটির শিল্পকে যে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে সেটা টিনকারিং উইথ্ দি প্রব্লেম্ এর মত, সেটা সাদা পুস্তিকায় রয়েছে। আপনাদের পরিকল্পনায় যারা ট্রেনিং পাচ্ছে তাদের সাহায্য দেওয়া হচ্ছে ২৫০ টাকা। কতজনকে দেওয়া হয়েছে? ১৯৫৯—৬০ সালে আদিবাসী যারা শিক্ষিত, তাদের ৮০ জনকে দেওয়া হয়েছে। ১৯৬০—৬১ সালে বাড়িয়ে হয়েছে ১১২ জন তপশীল সম্প্রদায় ২৩১ থেকে ৩০০ পর্য্যন্ত। প্রয়োজনের তুলনায় এটা সমুদ্রে বারি বিন্দুর মত। এখানে বন বিভাগের আলোচনার সময় যে সমস্ত কাটমোশান দেওয়া হয়েছিল তা পড়ে দেখলে মন্ত্রী মহাশয় দেখবেন যে তাতে অনেক জিনিষের কথা বলা হয়েছে যা বনের থেকে আদিবাসীরা এই সমস্ত জিনিষের সুযোগ নিতে পারতো তা তখন বনবিভাগ বন্ধ করে দিয়েছে। বন সংরক্ষণ আমরাও চাই কিন্তু আদিবাসীদের জন্য, বনজ জিনিষ যাতে তারা সংগ্রহ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কারণ আদিবাসীদের জীবনে বন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আদিবাসীদের মধ্যে অনেক কৃষিজীবি, যেমন সাঁওতাল, তারা কৃষি বহুদিন থেকে করছে এবং ভালভাবেই করে, তাদের সাবশিডিয়ারি অকুপেশান্ হিসাবে এই বনজ জিনিষ সংগ্রহ করা তাদের একটা অন্যতম ব্যাপার ছিল। বইতে দেখা যায় প্রায় ৯১টা বিভিন্ন আইটেম্ বন থেকে সংগ্রহ করা হত। তার মধ্যে কিছু কিছু তারা ঘরের কাজে লাগাত আর কিছু কিছু তারা বিক্রয় করতো। কাজেই আজকে যদি তাদের সেই সুযোগগুলি খর্ব্ব করে নেওয়া হয় তাহলে উন্নয়নের নামে এবং তার মধ্যে দিয়ে তাদের অসুবিধাই করা হবে। তাদের সেই সুবিধা দিয়ে বনজ সম্পদ যাতে সদব্যবহার হতে পারে তার জন্য যদি সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেওয়া হয়, বিভিন্ন ধরনের হার্বস, আপনারা জানেন, বহু বৎসর হাজার হাজার বৎসরের যে অভিজ্ঞতার ফল সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগান যায়। অন্যান্য প্রদেশে লাগিয়েছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এখনও তা করা হয়নি। এর একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বম্বে প্রদেশে ফরেষ্ট লেবারার্স কো-অপারেটিভ করে সেই কো-অপারেটিভ মারফৎ, যে সমস্ত জিনিষ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা ছিল কণ্ট্রাকটরস দিয়ে সেটা তুলে দিয়ে—করা হচ্ছে। বম্বেতে আমি যাইনি, স্বচক্ষে দেখিনি কিন্তু রিপোর্টে যা পড়েছি তাতে মনে হয় ফরেষ্ট লেবারার্স কো-অপারেটিভ অনেক কাজ করছে।

[3-40—3-50 p.m.]

আমাদের পশ্চিমবংগ সরকার সম্বন্ধে এই কমিশন সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন পশ্চিমবংগ সরকার এই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। অন্যান্য রাজ্য যদি করতে পেরে থাকে, আমাদের এখানে কেন হবে না আমি বুঝতে পারি না। আদিবাসীদের দিয়ে এই ফরেষ্ট লেবার কো-অপারেটিভ বা বন থেকে সংগ্রহের জন্য সমবায় করে তাদের যদি ঠিকমত গাইডেন্স দেওয়া হয় তাহলে এক দিকে যেমন জীবিকার ক্ষেত্রে সাহায্য করা হয় তেমনি বনের গুল্ম, লতাপাতা ভেষজ হিসাবে কাজে লাগান যেতে পারে, সেদিক থেকেও বনজাত সম্পদের সদ্ব্যবহার হতে পারে কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখানে এসব কিছু নাই। শিক্ষা সম্বন্ধে মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, আদিবাসী, তপশীলী উন্নয়ন খাতে সবচেয়ে বেশী খরচ হয় শিক্ষার জন্য। ভালো কথা, শিক্ষার জন্য ব্যয় হওয়া উচিত। তাদের মধ্যেও শিক্ষার জন্য প্রবল আগ্রহ রয়েছে, এবং তাদের পক্ষে একথা ভাবা খুবই স্বাভাবিক যে, তাদের অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে তাদের শোষণ করা হচ্ছে। কাজেই শিক্ষার জন্য নিশ্চয়ই খরচ করুন। কিন্তু, শিক্ষার দিক থেকে কি পরিমাণ অগ্রগতি হয়েছে, প্রয়োজনের তুলনায় কতটা দিতে পেরেছেন? তার কোন ছবি আমরা পাই না। এখানে

মন্ত্রী মহাশয় একটা হিসেব দিয়েছেন—সেটা আমি ভাল করে শুনতে পাইনি প্রাথমিক স্তরে কত পড়ে, মাধ্যমিক স্তরে কত, আর কলেজ স্তরে কত পড়ে তা আলাদা করে দেখান হয়নি। তিনি বলেছেন, ৬০ টাকা করে ৩২০ জনকে সাহায্য করা হয়েছে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসরে যদি মাত্র ৩২০ জন স্কুল ফাইন্যাল স্তরে এসে থাকে তাহলে শিক্ষাখাতে সরকারের ব্যয় একটা খুব আশাজনক আশাকরি মন্ত্রীমহাশয়ও তা বলবেন না। আদিবাসী ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে মাথাপিছু ৪০, ৫০ টাকা দেওয়ার কথা সাদা পুস্তিকায় উল্লেখ করা হয়েছে এই ছাত্র সংখ্যা কত জানা দরকার। মাথাপিছু ৫০ টাকা ব্যয় মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রের কোন স্তর পর্য্যন্ত দিতে পারবেন তাতে আমার গভীর সন্দেহ আছে, কেননা মধ্য শিক্ষার ব্যয় আজকাল যেরকম বেড়েছে তাতে মাথাপিছু বছরে ৫০ টাকা দিলে হয় তারা মাধ্যমিক শিক্ষার উচ্চস্তরে পড়ে নতুবা তাতে তাদের কোন উপকার হয় না। সিডিউলড কাষ্টসএর মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রদের বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু এই বাজেট থেকে কতজন সাহায্য পেয়েছে তা বোঝা যায় না, এ সম্পর্কে এখানে অনেক কথাই বলা হয়েছে, আমি আর তার পুনরুক্তি করতে চাই না। কিন্তু প্রাথমিক স্তরে সরকার যে শিক্ষা দিচ্ছেন তার কোন পরিমাপ আছে কি তাদের চেষ্টায়? কমিশন ১৯৫৬ সালে মন্তব্য করেছেন যে, তাঁরা বিভিন্ন রাজ্য সরকারের কাছে চেয়ে পাঠিয়েছিলেন উপজাতি, তপশিলী ও অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায় সম্বন্ধে এই তথ্য, কিন্তু তাঁরা তাঁদের রিপোর্টে দুঃখের সংগেই এই মন্তব্য করেছেন যে কোন সরকার এ সম্পর্কে তথ্য দিতে পারেননি। পশ্চিমবংগ সরকার কোন তথ্য সংগ্রহ করেছেন কিনা? দরিদ্র মেধাবী ছাত্র অনেকে কিছুদুর অগ্রসর হয়ে আর শিক্ষা নিতে পারে না। আর সবচেয়ে যারা নীচুস্তরে রয়ে গিয়েছে তাদের পক্ষে শিক্ষার সুযোগ নেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই, শিক্ষার ব্যবস্থা যদি করতে হয় তাহলে এই জিনিষগুলির মৌলিক পরিবর্ত্তন করতে হবে। যে নীতিতে সরকার চলেছেন তাতে একটা আত্মসন্তুষ্টি হতে পারে, কিছুটা চুণকাম হতে পারে। যারা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে, সেটা ভালই হয়েছে, সেটা আনন্দের কথা। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তারা অনেক পিছিয়ে পড়ে রয়েছে। পশ্চিমবংগ সরকার এই রিপোর্টে কমিশনার ফর সিডিউলড কাষ্ট এণ্ড ট্রাইবস বলেছেন যে, সরকারী চাকরীতে শতকরা ৫ ও ১৫ ভাগ যথাক্রমে আদিবাসী ও সিডিউলড কাষ্ট সম্প্রদায়ভুক্তদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কাজে কতটা হয়েছে তা কোথাও বলেননি। সারা ভারতবর্ষে হিসেব করলে দেখা যাবে যে আদিবাসী ও তপশিলীদের মধ্যে যারা কাজ কর্ম পেয়েছে তারা কোথায় পেয়েছে?—না ৪র্থ শ্রেণীর স্তরে এবং তাও প্রয়োজনের তুলনায় কম, উপরের স্তরে অনেকে আসতেই পারেনি। তাদের মধ্যে কত প্রার্থী ছিল, এবং পশ্চিমবংগ সরকার তাদের ঘোষিত সংরক্ষণের নীতি অনুযায়ী কত লোককে কাজ দিয়েছেন, আমি জানতে চাই। এই রিপোর্ট অধ্যয়ন করলে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সরকারের এই বিভাগে চরম ও ব্যাপক ঔদাসীন্য রয়েছে। এই বিভাগের জন্য ১ কোটির উপর কিছু ব্যয় বরাদ্দ দিয়ে মনে করছেন যথেষ্ট করছেন। শুধু তাই নয়, মন্ত্রী মহাশয় বল্লেন তিনি চেষ্টা করছেন, পর্দ্দার আড়ালে হয়ত চেষ্টা করছেন, আমি সেটা অস্বীকার করি না, কিন্তু এই রিপোর্টেই রয়েছে যে কনষ্টিটিউশন এর নির্দ্দেশানুসারে সিডিউলড কাষ্ট, সিডিউলড ট্রাইবস এর ব্যাপারটা কোন রাজ্য সরকারই বিধানসভায় আলোচনা করার চেষ্টা করেননি। তারপর বাজেট দেখলেই বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট বরাদ্দকৃত টাকার তুলনায়

খরচ অপেক্ষাকৃত অনেক কম, ১৯৫৯।৬০ সালে আরও কিছু বেশী খরচ করতে পেরেছেন বলে এঁরা বলেছেন। কিন্তু কাজ যে গতিতে চলছে তাতে আমাদের দেখতে হবে যে, বরাদ্দকৃত টাকা খরচ না করতে পারার যে অভিযোগ আমাদের, সেটাই রয়ে গিয়েছে এবং আর্থিক বৎসর শেষ হওয়ার ঠিক আগে, একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে তাড়াহুড়া করে অনেকগুলি স্কীম দিয়ে টাকা নিয়েও সেটা ঠিকমত ব্যয় হয় না। কাজেই একথা পরিষ্কারভাবে বলব যে, এ সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা নেওয়া দরকার, তার জন্য যে পরিকল্পনা রয়েছে সেটা মোটান ও বিভিন্ন দিক থেকে আজ অগ্রসর হওয়া দরকার। জনসাধারণের সহযোগিতাও প্রয়োজন। মন্ত্রী মহাশয় অবশ্য বলবেন, দুটি কমিটি আছে, কিন্তু তারাও বছরে মাত্র ২।৪ বার বসে কোথায় রাস্তা হবে, কোথায় টিউবওয়েল হবে সেই সবই আলোচনা করেন। এবং জেলাগুলিতেও একই অবস্থা। সুতরাং আরও বেশী সক্রিয় করতে হবে তাদের এবং তাদের হাতে দায়িত্ব দিতে হবে।

[3-50—4 p.m.]

Shri Amarendra Mondal :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় পশ্চিমবংগের তপশিলী জাতি, উপজাতি, ও অন্যান্য অনগ্রসর জাতির কল্যাণকল্পে যে ব্যয় বরাদ্দ উপস্থাপিত করেছেন, সে সম্বন্ধে আমি ২।৪টি কথা বলবো। প্রথমেই দেখা যাচ্ছে, এই সমস্ত তপশিলী জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর জাতির কল্যাণকল্পে সরকার যে নীতি অনুসরণ করেছেন তার সফলতার প্রমাণ অদ্যাবধি বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না।

অর্থনৈতিক, সামাজিক, ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের উপরই, অনুন্নত এই সমস্ত সম্প্রদায়ের কল্যাণ নির্ভর করে। অর্থ-নৈতিক উন্নতি সম্ভব হয়। আমাদের এই গ্রাম-বহুল কৃষি-প্রধান দেশে, কোন না কোন প্রকারে, এই সব সম্প্রদায়ের লোকেরা কৃষি কর্মের উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করে। বহুকাল পূর্বে ইহাদের অনেকেই জমির মালিক ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ধনতান্ত্রিক যন্ত্র-শিল্প এবং মহাজন ইহাদিগকে ভূমিহীন করিয়াছে কংগ্রেস সরকার জমিদারী প্রথা রহিত করিয়াও, কৃষি নির্ভর, এই সব কৃষিজীবীকে অদ্যাবধি জমি দিতে পারলেন না। সবকারের নীতির ব্যর্থতার কারণ এইখানেই। ইহাদিগকে জমি দিয়া, হাল গরু দিয়া, এবং প্রথম দিকে উপযুক্ত দাদন দিয়া সরকার যদি সরকারী বৃত্তি হিসাবে ইহাদের মধ্যে কুটির শিল্পের মাধ্যমে বাঁশের কাজ, বেতের কাজ, চামড়ার কাজ, প্রবর্ত্তন করেন এবং হাঁস, মুরগী, শূকর পালন চালু করিতে পারেন তবেই এই সমস্ত সম্প্রদায়ের উন্নতি ঘটতে পারে এবং সংগে সংগে সমাজ ও দেশের উন্নতি হবে। এরা সকলেই প্রায় ভূমিহীন, সরকারের নিকট —ভূ-সম্পত্তি গচ্ছিত রাখিয়া—দীর্ঘ মেয়াদী কল্যাণকর ঋণ লইতে পারে না—অথচ ৫।১০ টাকার কৃষি ঋণ লইয়া ঋণের বোঝা মাথায় নেয়। সরকারও এখানে সেখানে দুই একটা হাঁস, মুরগী অথবা শুকর বিতরন করিয়া সমস্যার ছায়া ও স্পর্শ করতে পারেন না। সমাধানতো দূরের কথা।

প্রাথমিক শিক্ষা যদি বাধ্যতামূলক না হয়, ইহাদের ছেলে মেয়েদিগকে পুস্তক, শ্লেট-পেন্সিল, কাগজ, আহার, পরিধেয়, বাসস্থান সরকার বিনামূল্যে যদি না দিতে পারেন, শিক্ষা-লাভ এদের কল্পনারই সামিল হবে। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিশু শিক্ষার আগ্রহ ও উৎসাহ নাই এবং জাগাবার চেষ্টা নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার আকর্ষণ নেই। শিক্ষকবৃন্দ

তাঁদের অর্থনৈতিক চাপে, ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল নহেন। তপশীল জাতির মধ্য থেকে অধিক সংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষক গ্রহণ করা ও তৈয়ারী করা একান্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমানে গ্রামাঞ্চলে তপশীল জাতিভুক্ত বহু যুবক দারিদ্রের একান্ত চাপে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য অথবা মাধ্যমিক শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া বেকার অবস্থায় রহিয়াছে। তাহাদিগকে বিশেষ "শিক্ষণ" দিয়া শিক্ষক শ্রেণীভুক্ত করলে তাদের উপকার করা হয় এবং তপশিলী ছাত্র-ছাত্রীর বিশেষ সুবিধা হয়। সিভিল বাজেটে দেখছি, দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রদের কিছু সুযোগ দিবার ব্যবস্থা আছে। শুধু মেধাবী ছাত্রকে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা থাকায় অধিকাংশ দুঃস্থ সাধারণ ছেলে বঞ্চিত হয়। এই সমস্ত দুঃস্থ ছাত্রদের কাছে কতটুকু মেধা আশা করা যায়—যাদের সামান্য পরিধেয় নাই, বই জোটে না, এমন কি সময়ে সময়ে নুনভাতও জোটে না। কাজেই, মাধ্যমিক পর্য্যায়ে, মেধার বিচার না করিয়া সকল দুঃস্থ ছাত্রকেই বৃত্তি ও অন্যান্য সুযোগ দিবার অনুরোধ জানাই। আরও জানাই মন্ত্রী মহাশয় হয়তো জানেন না যে, বৃত্তির আবেদন ফরম্ সম্বন্ধে বহু তপশিলী ছাত্র আজও অবগত নহে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষকবৃন্দ এই আবেদন ফরম্ যথা সময়ে ছাত্রদের দেন না বা যথা সময়ে কর্ত্তৃপক্ষকে পাঠান না।

এইবার আমি আসানসোল অঞ্চলের ২।১টি কথা বলছি। আসানসোল অঞ্চলে কুষ্ঠ ব্যাধি অত্যন্ত ব্যাপক এবং যাহারা কুষ্ঠরোগাক্রান্ত তাহাদের মধ্যে শতকরা ৫৫ জন হল তপশিলী। এই সব হতভাগাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা সরকার আজও করেন নি। পরম দয়ালু যীশুর প্রেরণা লইয়া রাণীগঞ্জের নিকটে বল্লভপুরে ইংরাজ মিশনারীগণ যে কুষ্ঠ চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন সরকারের আনুকুল্য না পাইয়া তাঁহারা সেটি বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। পানীয় জলের দুঃখ অবর্ণনীয়। আসানসোলের সহরাঞ্চল ও শিল্পাঞ্চল বাদ দিলেও জনসাধারণের এক বিরাট অংশ গ্রামে বাস করে। তাদের অধিকাংশই তপশিলী জাতি ও উপজাতি। তাদের পানীয় জলের দুর্দ্দশা চরমে উঠেছে। কন্ট্রিবিউশান দিয়া কুপ বা নলকুপ লওয়া ইহাদের সাধ্যাতীত। আবার যেখানে কন্ট্রিবিউশান লাগে না তপশিলীদের অভাব অজ্ঞতার সুযোগে অ-তপশিলী পল্লীতেই তাহা চলিয়া যায়। আসানসোলের গ্রামাঞ্চলের তপশিলীদের জন্য আমরা ৪০টি কুপের একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ত্তমান জেলার তপশিলী মঙ্গল বিভাগের মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে পাঠিয়েছি কিন্তু কোন ফল হয় নাই। ভুমি ব্যবস্থাতো প্রায় সফল হবে না। এক্ষণে শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, তপশিলী ও উপজাতিভুক্ত যুবকগণকে দুর্গাপুরে ও অন্যান্য কলকারখানায় পুর্ণ সুযোগ দেওয়া হোক। আরও একটা দিকে লক্ষ্য দিতে হবে—সমাজ-উন্নয়ন সংস্থা সমূহের মাধ্যমে উন্নয়ন করতে হলে অনগ্রসর তপশিলী ও উপ-জাতিদেরই ডাকতে হবে বুঝতে হবে তাদেব দুঃখ দুর্দ্দশা। কিন্তু আজও সে মনোবৃত্তি সরকারী কর্মচারীদের নাই। কাজেই উন্নয়নের লক্ষণ দেখা যায় না। কেবল অর্থের অপব্যয়। আর পরিকল্পনা। ধর্মগোলা, উপজাতি, তপশিলী জাতি ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে উপকারী প্রতিষ্ঠান হইতে পারে কিন্তু ব্যাপকভাবে তাহা প্রতিষ্ঠা করার একান্তিক চেষ্টা সরকারের নাই। এই চেষ্টার ছিটে ফোঁটা কেবল উপজাতিয়দের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। আশঙ্কা হয় সরকারের ভেদনীতি উপজাতিগণকে অন্যান্য তপশিলী সমাজ থেকে পৃথক করিতে চায় কি না?

আইনে অস্পৃশ্যতা অপরাধ। কিন্তু দেবতার মন্দির, প্রকৃতির জল, আজও ভাগ্য-

বিড়ম্বিত তপশিলীদের নিকট অবাধ নহে।

বিরাট হিন্দু সমাজের মাধ্যাকর্ষণে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এইসব তপশিলীগণ আকৃষ্ট হচ্ছে। ব্রাহ্মণ্য-শাসিত এই সমাজে তাহাদের স্বীকৃতির জন্য যাহা প্রয়োজন রাষ্ট্র এ ব্যাপারে নির্বাক দর্শক মাত্র।

Dr. Biswanath Saha :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় যে ব্যয় বরাদ্দ আজ উত্থাপন করেছেন আমি তা সমর্থন জানাচ্ছি। কিন্তু আপনার মাধ্যমে আমি কয়েকটা জিনিষ বলতে চাই। প্রথম হচ্ছে যে আমাদের মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে অনুন্নত সম্প্রদায় বা তপশিলী উপজাতিদের উন্নতি একমাত্র শিক্ষার দ্বারা সম্ভব হতে পারে। সেদিক থেকে জানাতে চাই যে যেমন সাধারণভাবে ছেলেদের শিক্ষার পাঠশালা স্কুল বা মহাবিদ্যালয় হয় তেমনি তার সঙ্গে যেখানে অনুন্নত শ্রেণীর বসতি আছে সেখানে সোস্যাল এডুকেশানটা বড় করে দেখা দরকার হয়ে পড়েছে। আজ ১০ বৎসর পরে আবার ১০ বছরের জন্য রিজার্ভেশান বাড়ান হয়েছে। আমরা যদি এই সমস্ত এলাকায় সোস্যাল এডুকেশান-এ বিশেষভাবে ব্যয় বরাদ্দ না করি এবং বেশীভাবে চেষ্টা না করি তাহলে আগামী ১০ বছরের মধ্যেও এদের উন্নত করা যাবে না। সেদিক থেকে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করছি যে তিনি যেন এদিকে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ান। কেননা সমাজের মধ্যে তারা এতকাল ধরে অস্পৃশ্য ও অনুন্নত ছিল এবং এইভাবে থাকার ফলে তাদের মধ্যে আনকালচার্ড এটিসমফিয়ার তৈরী হয়েছে। আজকে অর্থনৈতিক সমস্যায় তারা যতটা পীড়িত তার চেয়ে আনকালচার্ড এটিমসফিয়ার-এর জন্য তারা বেশী পীড়িত। সেখানে চোলাই মদ ভীষণভাবে চলে। আমাদের এক্সাইজ মন্ত্রী মহাশয় যিনি রয়েছেন, তিনি যদি এদিকে নজর দেন তাহলে ভাল হয়। কাজেই তাদের মদ বা অন্যান্য নেশা যাতে বন্ধ হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য দিতে বলছি। কেননা এদের যদি উন্নত না করা যায় তাহলে উপরের সমাজকেও এরা টেনে আনবে এবং মনে হয় উপরের সমাজের উপরেও খানিকটা প্রভাব পড়েছে।

[4 -4-10 p.m.]

আমার বন্ধু সত্যেন মজুমদার মহাশয় বলেছেন যে ভূমি সংস্কার দরকার। তারসঙ্গে আমি আর একটা জিনিষ বলবো যে উপজাতীরা এবং অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরা বেশীর ভাগ কাল্টিভেশনে লেবার ওয়ার্ক করে জনকাজ করে। আমাদের শ্রম মন্ত্রী বলেছিলেন যে যারা কৃষি জন খাটে তাদের জন্য শ্রম আইন তৈরী করা হবে সেটা যদি ত্বরান্বিত করা হয় তা হলে ভাল হয়। এদের জন্য শ্রম আইন না করলে ভূমি সংস্কারের সম্পূর্ণ উন্নতি হয় না। আর একটা কথা হচ্ছে যে সমস্ত জায়গায় ব্লক হয়েছে কিন্তু অনুন্নত শ্রেণী অল্প রয়েছে সেই ব্লকের মধ্যে এদের জন্য যদি একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরী করা হয় তাহলে ভাল হয়। কিন্তু একজন করে সদস্য নেয়া হয় বটে কিন্তু তাতে তা সম্পূর্ণ হয় না। আর একটা কথা আমাদের জাঙ্গীপাড়ায় রাধানগর ইউনিয়নে অনুন্নত শ্রেণী বা উপজাতীর বাস বেশী সেখানে চিকিৎসার ভয়ঙ্কর অভাব—সেজন্য মন্ত্রী মহাশয় যখন সেখানে গিয়েছিলেন তখন তারা তাঁর কাছে একটা হেল্‌থ সেন্টার করার কথা বলেছিলেন। সেখানে একটা সাবসিডিয়ারি হেল্‌থ সেণ্টার করার জন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি তিনি যেন এ সম্বন্ধে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর সঙ্গে একটু আলোচনা করেন। এই কটি কথা বলে আমি এই ব্যয় বরাদ্দকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।

Shri Apurba Lal Majumdar :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই কয় বছর বাদে তপশালী জাতি এবং উপজাতির সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ আমরা পেয়েছি। আমাদের সংবিধানের রচয়িতরা এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে একটা বিরাট পশ্চাৎপদ্ এবং অনগ্রসর সমাজকে অন্যান্য শ্রেণীর সমপর্য্যায়ে তোলবার জন্য কতকগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন। সেজন্য এদের শিক্ষা-বিস্তারের জন্য কতকগুলি বিশেষ সুযোগ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি সিডিউল কাষ্ট, সিডিউল ট্রাইবস এবং আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস তাদের শিক্ষার বর্ত্তমান পর্য্যায়টা কি, তাদের মধ্যে কতজন শিক্ষিত, আমাদের সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন তার মধ্য দিয়ে ক্রমাগতভাবে কত ছাত্র শিক্ষা এবং বৃত্তি পাচ্ছে, শিক্ষাপ্রাপ্তের সংখ্যা কত বেড়ে চলেছে তার কোন হিসাব আমরা পাইনি তবে ১৯৫৫—৫৬ সালের মোটামুটি যে হিসাব পাই তাতে দেখা যায় যে লাষ্ট ম্যাট্রিক স্টেজে পশ্চিমবঙ্গে মোট সংখ্যা ছিল ৯৫৭৫৬ জন তার মধ্যে ৫৮ জন তপশিলী সম্প্রদায় ১০৫ জন ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস, সমস্ত মিলিয়া শিক্ষাপ্রাপ্তের সংখ্যা ৩৮৩১ জন। কাজেই তপশিলী সমাজের জনসংখ্যায় শতকরা ১৯ ভাগ। তাহলে মোটামুটি একটা হিসাব পাওয়া যায় যে কত বেশী তারা পিছিয়ে আছে। তারপরে দুই নম্বর হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে স্কুল এবং কলেজে যারা পড়ে তাদের টিউশন ফি একজেমপ্ট করে দেয়া হয়নি। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সংগে লক্ষ্য করেছি যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে এ বিষয়ে সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেননি। বোম্বেতে দেখা যায় সেখানে আপটু পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাস সমস্ত শ্রেণীর তপশিলী এবং তপশিলী উপজাতিদের শিক্ষার জন্য কোন টিউশান ফি লাগেনা।

ইউ. পি. তে আমরা দেখেছি ক্লাস ৮ থেকে আরম্ভ করে আপ টু হাই ষ্টেজ শিক্ষা-ক্ষেত্রে টিউশান ফি এগ্‌জেম্‌প্ট করা আছে। তেমনি মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, সৌরাষ্ট্র, বিন্ধপ্রদেশ, পেপসু, দিল্লী, রাজস্থান, বিহার, ত্রিপুরা সমস্ত জায়গায় টিউসান ফি এগ্‌জেম্‌প্ট করা আছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নেই। পশ্চিমবঙ্গে তফশিলী শ্রেণী সম্পর্কে টিউসান ফি এগ্‌জেম্‌প্ট করার জন্য বহুবার সরকারের কাছে বলা হয়েছে, কিন্তু টিউসান ফি কেন মন্ত্রী মহাশয় এবং সরকার কন্‌সিডার করছেননা তা আমরা বুঝতে পারছি না। সিডিউল্‌ড কাষ্টস কমিশনার শ্রী এল. এম, শ্রীকান্ত তাঁর রিপোর্টে বারবার যে কথা বলেছেন এবং আশ্চর্য্য হয়ে অনেক সময় রিমার্ক করেছেন যে

"It is surprising that education is not free for Scheduled Castes in Secondary and Collegiate stages, which is free in almost all the States in the country".

এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে জবাব পাব। আর একটা বিষয়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেটা হচ্ছে মিনিষ্ট্রি অব এডুকেশন সমস্ত রাষ্ট্রকে একটা খবর দিয়েছিলেন এবং তাঁরা একটা মন্তব্য করেছিলেন যে অল্ ষ্টেট গভর্ণমেণ্টস চিন্তা করে দেখবেন এবং সম্ভব হলে তাঁরা সিডিউল্‌ড কাষ্টস এ্যাণ্ড সিডিউল্‌ড ট্রাইবস্‌দের বিভিন্ন টেকনোলজিক্যাল বা অন্যান্য এডুকেশান্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশন্ এ এ্যাডমিশান্‌এর বিশেষ সুযোগ সুবিধা করে দেবেন এবং যে ডিরেকশন দিয়েছিলেন সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন ষ্টেট্ গভর্ণমেণ্টকে তাতে ছিল

"20 per cent of seats should be reserved for them. No. 2 "Where admissions are restricted to candidates who obtain certain minimum percentage of marks and not merely the passing of a certain examination, there may be a 5 per cent reduction for them."

যা বর্ত্তমানে

Central Government 10 per cent

জানিয়েছেন

"Provided that the lower percentage prescribed does not fall below the minimum required to pass the qualifying examination."

এ বিষয়ে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শ্রীকান্তের রিপোর্ট থেকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে অন্ধ্রে বিভিন্ন এডুকেশন্যাল ইন্সটিটিউশন্এ শতকরা ১৫ ভাগ সিট রিজার্ভ করা আছে, বোম্বেতে শতকরা ২০ ভাগ, মাদ্রাজে ১৬ ভাগ, মধ্যপ্রদেশে ১০ ভাগ, পাঞ্জাবে ১৯ ভাগ ইউ. পি.তে ২০ ভাগ, বিন্ধ্যপ্রদেশে ২০ ভাগ, মনিপুর ডি. এম. কলেজে ২০ ভাগ যাতে টেকনোলজিক্যাল বা অন্যান্য ইনষ্টিটিউসন্ এ তফশিলী শ্রেণীর লোক ভর্তি হবার সুযোগ পায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার হচ্ছেন একমাত্র সরকার যাঁরা তফশিলী শ্রেণী বা উপজাতীদের এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন। আমি সরাসরি সরকারের কাছ থেকে জানতে চাই যে যেখানে বিভিন্ন রাষ্ট্র এই পলিসি এ্যাকসেপ্ট করে সিট রিজার্ভ করেছে সেখানে কেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিট রিজার্ভ এবং টিউসান কি এগ্জেম্প্ট করবেন না? রিজার্ভেসন ব্যাপারে শ্রীকান্ত বারবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে তোমরা এ বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন কর —বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিকে জানিয়েছেন যে তোমরা এই সব সুযোগ সুবিধা থেকে তাদের বঞ্চিত কোরোনা। এক বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি ছাড়া আর কোন ইউনিভার্সিটিতে এদের সুযোগের বন্দোবস্ত নেই। এ বিষয়ে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আরও

Study Team on Social welfare of Back ward Classes

বলে যে নতুন কমিটি অফ প্লান, প্রোজেক্টস্ আণ্ডার ষ্টাডি টিম্ হয়েছে সেই ষ্টাডি টিম্এর তরফ থেকে রিকোমেণ্ডেসন্ করা হয়েছে যে এই রিজার্ভেশন্ বিশেষ করে প্রয়োজন। যারা সরকারের অনগ্রসর সম্প্রদায় রয়েছে তাদের শিক্ষার মান যদি উন্নত করতে চান তাহলে এই দুটো বিষয়ের উপর আপনারা গুরুত্ব দিন। তারপর, চাকরীর ক্ষেত্রে সংরক্ষণের কথা আমি বিশেষ ভাবে বলছি। ভারতের সংবিধানে আর্টিক্যাল ৩৩৫ রেড্ উইথ আর্টিক্যাল ১৬ এ পরিষ্কার করে এ-কথা বলা আছে যে গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন পোষ্টে এদের সুযোগ দেবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সোজাসুজি কম্পিটিটিভ এক্জামিনেশন্এ ১২॥ পার্সেণ্ট, আদারওয়াইজ্ টেকেন বাই ওপেন কম্পিটিশন্ এ ১৬⅔ পার্সেণ্ট নেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখানে তাঁরা এ-কথা ঘোষণা করেছেন যে শতকরা ১৫ ভাগ চাকরী এই তফশিলী শ্রেণী এবং উপজাতি শ্রেণীর জন্য রাখবেন।

4-10—4-20 p. m.]

আমি জিজ্ঞাসা করি সরকারকে এটা শুধু কাগজে কলমে কেন রাখা হয়েছে? আজকে এটা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি, যে সরকার তাঁদের যে সকল নীতিকে ঘোষণা করেন, তাকে পুরাপুরিভাবে কার্য্যকরী করার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন না। শুধু কাগজে কলমে কতকগুলি রাইট্ প্রিজার্ভ করবার মত ব্যবস্থা রেখে দেন। সিডিউলড্

কাষ্টস দের শতকরা ১৫ ভাগ চাকরী দেওয়া কথা বলেছেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে যদি তাকে রূপান্তরিত না করেন, তাহলে সেটা বলে দিন। শুধু শুধু এইভাবে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করবার কোন প্রয়োজন নেই। আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই কথা বলতে চাই যে ওয়েষ্ট বেঙ্গলে ১৯৫৮ সালের যদি হিসাব দেখি, তাহলে দেখা যাবে যে সেই সময় এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জএ এপ্লিকেণ্টস্ রেজিষ্টার্ড হয়েছিল সিডিউল কাষ্টস্ এর তরফ থেকে ৩০৬ জন অথচ সিডিউল কাষ্টস্এর জন্য ১৫ ভাগ চাকরী রিজার্ভ করে রাখা হয়েছে বলেছেন। এতগুলি চাকরী রিজার্ভেসনএ রাখা হয়েছে বলছেন, কিন্তু নোটিফাই করে জানালেন মাত্র ২২টি চাকরী খালি আছে। অর্থাৎ এক বৎসরে মাত্র ২২টি চাকরী নোটিফাই করলেন সিডিউলড্ কাষ্টস্এর জন্য আর সিডিউলড্ ট্রাইবস্ এর জন্য নোটিফাই করলেন মাত্র ৯টি। অথচ তাদের ক্ষেত্রে সরকার বলে থাকেন ওপেন্ কমপিটিসন্এ চাকরীর জন্য ১৫ ভাগ চাকরী রিজার্ভ করে রেখেছেন। তাই যদি হয় তাহলে আমি সরকারের কাছে জানতে চাই যেখানে এত বিপুল সংখ্যক লোক এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ এ নাম লিখিয়ে রেখেছে, তাদের কেন ২২টি মাত্র চাকরী দেওয়া হয়েছে? তাদের জন্য যে শতকরা ১৫ ভাগ চাকরী রিজার্ভ করে রাখা হয়েছে, সেটা যদি আপনাদের পলিসি বা নীতি হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন তাহলে সেই নীতি তাদের চাকরীর ক্ষেত্রে কেন প্রযোজ্য হচ্ছে না? ১৯৫৮ সালে বেকারী হিসাবে নাম লিখিয়েছিলেন সিডিউলড কাষ্টস্ ২১ হাজার এবং সিডিউলড ট্রাইবস্ ২ হাজার ২ শো জন লোক। এর উপরে আমি সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আমি জানতে চাই আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এই সকল সম্প্রদায়গুলির বর্ত্তমান অবস্থা কি? শিক্ষা বিভাগে এবং অন্যান্য চাকরীর ক্ষেত্রে যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেগুলি যদি সরকার গত কয়েক বৎসর, যথাযথভাবে গুরুত্ব দিয়ে পালন করবার চেষ্টা করতেন, তাহলে আজকে তাদের শিক্ষার মান এত নীচে থাকত না, তাদের মধ্যে আরও অনেক বেশী শিক্ষিত হতে পারতেন এবং তাদের চাকরীর জন্য আর রিজার্ভেসনএর দরকার হত না। চাকরীর ক্ষেত্রে যে ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেকারীর অবস্থা—তাঁদেরই রিপোর্টের মধ্যে রয়েছে ইভেন্ ডক্টরস্, গ্রাজুয়েটস্ ইঞ্জিনীয়ারস্, তাঁরা নাম লিখে বসে আছেন চাকরীর জন্য, তাদের চাকরী মেলে না। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। কারণ তারা সরকারের কাছে লেখাপড়া শিখছেন এবং সরকারের যে পরিকল্পনা ও নীতি সেটা যদি ঠিকভাবে প্রযোজ্য হত তাহলে একজনও বেকার থাকত না। তাদের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হত। আজকে পশ্চিমবাংলার মূল সমস্যা হল কৃষি সমস্যা, তার মধ্যে সিডিউলড্ কাষ্টস্এর সমস্যা এসে পড়ে। ৪০ ভাগ ভাগচাষীর সংখ্যার মধ্যে বহু তপশীল জাতি রয়েছে এবং ৪৫ ভাগ ক্ষেত মজুরের মধ্যেও তারা বিপুল সংখ্যায় রয়েছে। তাদের জমি সমস্যা সমাধান করবার জন্য আমাদের ল্যাণ্ড টেনিওর আইনে কি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে? তাদের জীবন ধারণের পথে যে সকল অসুবিধা আছে, এবং তাদের যে দারিদ্র, সেটা দূর করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে কি ব্যবস্থা করা হয়েছে? এই সম্পর্কে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ছোটনাগপুর টেন্যান্সী এ্যাক্ট, বিহার সানতাল পরগনাস্ টেন্যান্সী এ্যাক্ট, রাজস্থান টেন্যান্সী এ্যাক্ট প্রভৃতি আইনের দ্বারা, যারা তপশীল সম্প্রদায় শ্রেণীভুক্ত, যারা পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়, তারা যাতে উচ্ছেদ না হয়, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবশ্য আমাদের এখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্টের মাধ্যমে সিডিউল ট্রাইবস্ এর জন্য কিছু ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সিডিউল কাষ্টের জন্য সে রকম

কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ১৯ ভাগ সিডিউল কাষ্টদের আর্থিক অবস্থা খর্ব করা হয়েছে। লোক গণনার হিসাব যদি দেখি, যদি গত পঞ্চাশ বছরের আদমসুমারীর হিসাব নিই তাহলে দেখা যাবে এই পশ্চাৎপদ শ্রেণীগুলি আস্তে আস্তে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, এবং ক্ষয়িষ্ণু সম্প্রদায়, রাজবংশী সম্প্রদায়ের পপুলেসান্ ১৯১১ সালে যা ছিল তা থেকে পাঁচ লক্ষ কমে গিয়েছে।

বাগ্‌দী ৭০ হাজার কমে গিয়েছে, ডোমদের ৩৭ হাজার কমে গিয়েছে, হাডি ৫৮ হাজার কমে গিয়েছে, ধুপী ২৭ হাজার কমে গিয়েছে। এমনি করে এই যে পশ্চাৎপদ সম্প্রদায় তারা দুর্ভিক্ষ মহামারীতে সব সময় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমার কনষ্টিটিউয়েন্সী এর কথা একটা জানি ঘুমকিও দেওলিতে এমন অবস্থা যে একটা শ্মশান সেখানে হতে যাচ্ছে। সেগুলি বাঁচিয়ে রাখতে আমরা পারিনা এবং এইভাবে দিনের পর দিন এই সম্প্রদায়গুলি ক্ষয়িষ্ণু হতে চলেছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের জন সংখ্যা বেড়ে চলেছে, এই জনসংখ্যার গত ৫০ বছরের হিসাব নিলে দেখা যাবে যে এই সম্প্রদায়গুলি আমাদের দেশে উবে যাচ্ছে তার কারণ হচ্ছে এদের আর্থিক বুনিয়াদ এত দুর্ব্বল যে জমি সব হাতছাড়া হয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। এবং ঋণের বোঝা এত তীব্র হয়ে উঠেছে যে এই তপশিলীরা ৫৫ ভাগ ঋণ গ্রহণ করে নিজেরা খেয়ে বাঁচবার জন্য, ৭১% জনই ঋণের টাকা ব্যয় করে চাল ডাল কিনে খাওয়ার জন্য। এই বিরাট অনগ্রসর সম্প্রদায়ের আর্থিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্য ল্যাণ্ড টেনিউর্ সিষ্টেম্ এর মধ্যে না গিয়ে বাড়তি যে জমি আছে তা এদের মধ্যে বণ্টন করা হোক্ এবং এরা বেঁচে থাকতে পারে এমন জমি দেবার ব্যবস্থা এদের করা হোক্। এই সম্প্রদায়কে যদি জমি দেওয়ার ব্যবস্থা না করেন, হাউসিং প্রোব্লেম্ এর সমস্যা সমাধান না করেন, এই বিরাট সম্প্রদায়ের মানুষ আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই আমি অনুরোধ করি ব্যাপকভাবে এই সমস্যাটিকে দেখবার চেষ্টা করুন এবং সহস্র বছর ধরে যে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার যে পন্থা সেই পন্থা গ্রহণ করে এই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করুন।

Personal explanation

Shri Bijoylal Chattopadhyay :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার একটা ব্যক্তিগত এক্সপ্লানেশান দেবার আছে, যদি অনুগ্রহ করে অনুমতি দেন তো বলতে পারি।

Mr. Speaker :

বলুন।

Shri Bijoylal Chattopadhyay :

গত ২২শে মার্চ্চ জেনারেল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন সম্পর্কে যখন আলোচনা হয়েছিল আমি তখন অনুপস্থিত ছিলাম, আমি এসে শুনলাম যে মাননীয় সদস্য শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন হাজরা মহাশয় আমার ও আমার স্ত্রী এবং আরও দু এক জনের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ করেছেন যার কোন ভিত্তি নাই। এ বিষয়ে আমি আমাদের এ্যাসেম্বলীর সেক্রেটারী মহাশয়ের কাছ থেকে, তিনি যে বক্তৃতা করেছেন সেটা আনিয়ে নিয়ে দেখলাম তিনি কয়েকটি অভিযোগ 'করেছেন, সেই অভিযোগগুলির উত্তর দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। তিনি বলেছেন ইঞ্জিনীয়ার এর সঙ্গে যোগসাজসে ২ লক্ষ টাকার টেণ্ডার দেওয়া হয়েছিল ওখানকার বেসিক ট্রেনিং কলেজ এর জন্য। স্যার ; এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, অসত্য।

দ্বিতীর কথাবলা হয়েছে যে, যে কণ্ট্রাকটর এই ভার নিয়েছেন এই কলেজ তৈরী করার জন্য তার সঙ্গে আমাব একটা ব্যবসাগত যোগ রয়েছে এবং একটা অংশ রয়েছে আমার স্ত্রীর। গভর্ণমেণ্ট ওপেন টেণ্ডার ইনভাইট করেছে, যে, ফার্ম কণ্টাক্ট পেয়েছে তার সঙ্গে আমার বা আমার স্ত্রীর কোন সম্পর্ক নাই, সেই ফার্মকে আমি কখনো জানতাম না। এটা সর্ব্বৈব মিথ্যা, অসত্য।

তৃতীয় কথা হচ্ছে যে বাড়ী হচ্ছে, কৃষ্ণনগর হাসপাতালের কাছে যে বাড়ী তৈরী হচ্ছে সে বাড়ী আমার ভাইয়েব বাড়ী, সে বাড়ীতে আমার কোন স্বত্ব নাই এবং সেই বাড়ীর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। অন্য পক্ষে আমার ভাই রয়েছেন শ্রীমিহির লাল চট্টোপাধ্যায়, তিনি নিশ্চয়ই আমাব এই কথা সমর্থন করবেন। আমি আর কিছু বলতে চাই না, এ ধরণের পলিটিক্সকেই লক্ষ্য করে বোধ হয় বলা হয়েছে

Politics is the last provision of a scoundrel.

(4-20—4-30 p.m.)

Shri Mangru Bhagat :

मिस्टर स्पीकर सर,

पहली बात यह है कि पश्चिम नंगल में जो दवसी है। उनके वारे में इस हाउस के अन्दर सुना जाता है कि सरकार की ओर से बहुत रुपया पैसा खर्च किया जाता है। किन्तु देख जाता है कि आज से १०, १२ वर्ष पहले आदिवासी के हाथ में एक तरह से जमिन्दारी थी। ये जमिन्दारी कैसे हुई। मैं वताऊँ पहले ये जंगल ताड़कर जमीन को नये रूप में वनकर खेती के रूलायक किया उसके पीछे जब अंग्रेज मालिक हुए तो उस टाइम में भी कोई चुकानदार अपनी जमीन को अपने हाथ में रखा। किन्तु आज देख जाता है कि इस काग्रेसी राज में, हिन्दुस्तानी राज्य में भूमि संस्कार आइन के अनुसार जमिन्दारी प्रथा ख़त्म कर दी गई : जब कांग्रेसी सरकार जमीन को अपने हाथ में ले लेती।

आज १०, १२ वर्ष के अन्दर किसानों के पास जमीन नही रह गई। जो किसान जमीन पर भाग चास का काम करतें थे उनके हाथ से सरकार सम्पूर्ण जमीन लेली। जवसे जमीन्दरी प्रथा का उच्छेद हुआ तवसे समूची जमीन जमीन्दार व मालिक के हाथ में चला गया। अभीतक देखा जा रहा है कि भूमि संस्कार आईन के अनुसार आदिवासी भागचासी किसानों में जमीना का वटवारा नहीं किय गया। इम १२ वर्ष के कांग्रेसी राज्य में देखा जाता है कि भागचासी किसान जो खेती करते थे उनके पास से जमीन चली गई। मगर अभीतक उनको जमीन देने का सरकार ने कोई वन्दोवस्त नही किया। किसान जमान से उच्छेद हो जाते हे मगर फिर भी इस हाउस के अन्दर सुनने में आता है कि आदिवासियो के लिए वहुत इन्तजाम होता है। इनकी भलाई के लिए वहुत सा रुपया खर्च किया जाता हैं। किन्तु मैं कहुंगा कि इनकी भलाई के लिए कुछ भी काम नहीं होता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अदिवासियों की भलाई की और अपना ध्यान दे।

अदिवसियों को जमीन की वहुत वड़ी चिन्ता है वे लोग सोचते है कि उनके हाथो में जमीन नही होने से जमीन पर खेती नहीं कर सकते है। वे जमीन पर चास करना चाहते हैं। इसके साथ साथ इनको रहने के लिए घरकी बड़ी चिन्ता है। सरकर को इनके लिए इसका वन्दोवस्त करना चाहिए। इसके साथ साथ इनका जमीन देकर चास करने के

लिए गोरू का भी बन्दोबस्त करना चाहिए। अगर सरकार इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं करती तो इनको बड़ी चिन्ता रहेगी। यदि आप लोग आदिवासियों की उन्नति करना चाहते है तो उनकी चिन्ता को दूर कीजिए। उनके हाथों में जमीन दीजिए। आदिवासी दुनिया के समूचे आदमियों को बचानेवाला है। आज वह स्वयं दुखी है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इनके लिए जो भी रूपया-पैसा खर्च करना चाहते हैं उसको अच्छी तरह से खर्च करें जिससे उनका कल्याण हो। उनके घर, जमीन और पानी का वन्दोवस्त करना बहुत ही जरूरी है।

दो एक और बातें मैं इस हाउस के सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात आदिवासियों के शिक्षा के बारे में कहूँगा। इनकी शिक्षा के लिए सरकारने कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं की हैं जिससे ये लोग पढ़-लिख सके। सर, आप जानते हैं कि उत्तर बंगाल के अन्दर सीलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग में बहुत से आदिवासी रहते है। किन्तु आज वहाँ पर देखा जाता है कि वहाँ पर इनके बच्चो के लिए शिक्षा का कोई भी वन्दोवस्त नहीं है। वहाँ पर स्कूल तो बहुत से बने है। जूनियर हाई स्कूल, और हाई स्कूल तो बहुत है। किन्तु उनमें आदिवासियों के लड़के-लड़कियाँ नहीं पढ़ पाती है। उसमें पढ़ते है; धनिक लोगों के बच्चे, चाय बगान के मालिक और मैनेजर के लड़के और बाबु लोगों के लड़के और लड़कियाँ। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यदि सचमुच आदिवासियों की उन्नति चाहती है उनकी भलाई के लिए काम करना चाहती हैं और उनको बचाना चाहती है तो जो भी रुपया पैसा सरकार खर्च करे वह अच्छी तरह से खर्च करे। तभी उनका कल्यान हो सकता है।

Shrimati Tusar Tudu:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আদিবাসী খাতে ব্যয় বরাদ্দ হাউস এর সামনে প্রথম আলাদা ভাবে এসেছে, সেজন্য আমি প্রথমেই মন্ত্রী মহাশয়কে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে এই হাউসের মধ্যে যে সহানুভূতি পূর্ণ সমালোচনা হয়েছে সেজন্যও আনন্দ প্রকাশ করছি। জাতির উন্নয়নমূলক কাজে যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে, সেই ব্যয়ে যেসমস্ত কাজ হচ্ছে সেই সমস্ত কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এবং তাহলেই আমরা এর মাধ্যমে জানতে পারব আমাদের অগ্রগতি কি ভাবে হচ্ছে। এ ছাড়া আমার সময় অল্প সেই জন্য আমি এই বিভগে টাকা মোটামুটি যে তিনভাগে খরচ হচ্ছে সেই তিনটা বিষয়ের উপর বলবো। শিক্ষা, আর্থিক উন্নতি, এবং
housing, health and other Schemes
এই সমস্ত ব্যাপারে টাকা খরচ হচ্ছে। প্রথমে শিক্ষা খাতে যে টাকা ব্যয় হচ্ছে তার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি বলতে চাই; শিক্ষা খাতে যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ হচ্ছে, সেটা আগের চেয়ে বাড়ান হয়েছে এবং সেজন্য আমরা আনন্দিত কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একথা ভুললে চলবে না যে, যে সমস্ত কলেজে ছাত্র ছাত্রীরা থাকে, তাদের অধিকাংশ সময় অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। শুধু কলেজে নয়, স্কুলের টাকাও দেরী করে পৌঁছানর জন্যে, বিশেষভাবে যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরা হোষ্টেলে থাকে, তাদের গত বৎসর নানা কারণে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল কিন্তু আমি আশা করবো যে, ভবিষ্যতে তাদের যেন এই রকম অসুবিধার মধ্যে না পড়তে হয়। শিক্ষা খাতে আরো বেশী ব্যয় হওয়া উচিত। কারণ দিন দিন শিক্ষা

আরও বেশী ব্যয় সাপেক্ষ হয়ে উঠছে। সেইজন্য যে টাকা বরাদ্দ হচ্ছে তার দ্বারা অধিক সংখ্যক আদিবাসীদের শিক্ষার প্রসার হতে পারে না। এই সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে দু'একটি কথা বলতে চাই। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক মান, এই দুইটি জিনিষ একসঙ্গে দেখতে হবে। আমাদের দেশের মধ্যে এখন শিক্ষার উন্নতি হচ্ছে কিন্তু এই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি আর্থিক উন্নতি না হয় ত'হলে শিক্ষার প্রসার হতে পারে না। এই জন্য পারেনা কারণ অর্থের অনটনের মধ্যে সমস্ত দরিদ্র আদিবাসীরা থাকে তাদের অধিকাংশ ছেলেমেয়ে অল্প শিক্ষা পাবার পর তাদের কর্ম্ম সংস্থানের জন্য যেতে হয়, সেই জন্য উচ্চ শিক্ষা তাদের মধ্যে প্রসারিত হতে পারে না। সেই জন্য আমার বিশেষ অনুরোধ আমাদের এমনভাবে অর্থনৈতিক স্কীম নিতে হবে, যার ফলে আমাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়। আর্থিক উন্নতি করার মধ্যে আমরা দেখছি, সরকার যে ব্যয় বরাদ্দ করেছেন তাতে, নানারকম ছাগল, মুরগী বিতরণ করছেন, কিন্তু এই রকম ছাগল, মুরগী, বিতরণের মধ্যে দিয়ে স্থায়ী উন্নয়ন সম্ভব নয়। সেই জন্য এদের মধ্যে বেশীর ভাগ জমি দেবার প্রয়োজন আছে কারণ তারা প্রধানতঃ কৃষক এবং দ্বিতীয়তঃ তারা শ্রমিক, তাই এখন ভূমি সংস্কারের মধ্যে দিয়ে তাড়াতাড়ি তাদের জমি দেবার প্রয়োজন আছে, আর তা যদি এখন সম্ভব না হয় তাহলে—এই আদিবাসী সম্প্রদায় ব্যবসায় অপটু,—তাদের মধ্যে কর্ম্মসংস্থান করা অত্যন্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে সরকারী নীতিতে তাদের কর্ম্ম সংস্থানের জন্য যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে, এই ব্যবস্থা আরও প্রসার করতে হবে, আরও কার্য্যকরী করতে হবে। এবং যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে তাও কার্য্যকরী হচ্ছে না, আমি এখানে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যে সমস্ত আদিবাসী ছেলে মেয়েরা অল্প শিক্ষা পাবার পর এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জএ নাম রেজেষ্ট্রি করে, তাদের বহুদিন কর্ম্ম সংস্থানের জন্য অপেক্ষা করতে হয় সেজন্য আমাদের ডিপার্টমেণ্টের মধ্যে দিয়ে তাদের নাম পাঠিয়ে এই কাজ দ্রুত গতিতে করবার জন্য চেষ্টা করা উচিত, এবং তাহলে হয়তো কিছু কিছু সুবিধা হতে পারে। এখানে যেভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার ফলে জীবন যাপনের সামান্য উন্নতি হতে পারে কিন্তু জীবন যাপনের মানের উন্নতি হতে পারে না। তার কারণ যে ব্যবস্থা রয়েছে তাতে অল্প শিক্ষার মধ্যে দিয়ে সামান্য চাকরীই তাদের দিতে পারেন। সেই জন্য সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে যতক্ষণ না সরকারী চাকরীতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রসারিত না করা হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত আর্থিক উন্নতি করা সম্ভব হবে না। আর্থিক উন্নতি যদি না হয়, তাহলে আমাদের যে লক্ষ্য, যে তাদের সমাজে সম পর্য্যায়ে নিয়ে আসবো, সেই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাতে পারব না। এই বিষয়ে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই ব্যয় বরাদ্দ সমর্থন করছি।

[4-30—4-40 p.m.]

Shri Turku Hasda :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মন্ত্রী মহাশয় এখাতে বরাদ্দ সম্পর্কে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, আদিবাসী শিক্ষাখাতে দিনের পর দিন বেশী ব্যয় হচ্ছে এবং আদিবাসী ছাত্ররা শিক্ষিত হচ্ছে। আমি আমার নির্বাচনী এলাকায় ঘোরাফেরা করি তাতে আমি দেখেছি যে ব্রিটিশ আমলে যা স্কুল ছিল তারচেয়ে এখন অবশ্যই কিছু বেশী স্কুল হয়েছে। কিন্তু স্কুলের সংখ্যা দিয়ে বিচার করা যায় না যে তারা এখন বেশী সংখ্যায় শিক্ষিত হচ্ছে। আমি দেখেছি এক একটা স্কুলে ২।৩ জন মাষ্টার আছে, এবং কয়েকটা প্রাথমিকে বড়জোর ১।২ শত ছেলে হতে পারে। এসব স্কুলে ছেলেরা আসেনা কি কারণে? আমি বলেছিলাম তাদের, আজকাল

আবার চাকরী ক্ষেত্রেও তাদের স্থানই নাই। তার কারণ হচ্ছে শিক্ষা। মানুষ শিক্ষার দ্বারা স্বাবলম্বী হয়। যেখানে শিক্ষা নাই, সেখানে মানুষ স্বাবলম্বী হতে পারে না। কাজে কাজেই আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবো যেন সেখানে তাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা ভাল ভাবে হয়।

এই কয়টা কথা বলে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

Shri Hemanta Kumar Ghosal :

স্পীকার মহোদয়, আমি প্রথমেই বলতে চাই, আজকের যে বিষয় বস্তু আলোচনা হচ্ছে সেই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না বাংলাদেশের, বিশেষ করে, যারা সমাজের নীচের তলায় পড়ে আছে, যারা এই আলোচনার প্রথম সূত্রপাত করেছিল ১৯৪৬ সালে তে-ভাগা আন্দোলনের শহিদ হয়ে রবিরাম বাগুলি, জামুই ইত্যাদি, তাদের নাম স্মরণ করি। কাজেই সেই লড়ায়ের মধ্যে দিয়ে, সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এই প্রশ্ন সামনে এসেছে এবং আজকে তাদেরই প্রতিচ্ছবি এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। তারপর আমি একটা কথা বলতে চাই, স্পীকার মহোদয়, মন্ত্রী মহাশয় যে কথা বলে গেলেন তার প্রথম হচ্ছে যে আদিবাসীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে শতকরা ৩০ ভাগ ব্যয় হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ স্থান হচ্ছে, পানীয় জল, তারপর আবার স্বাস্থ্যের উন্নতির কথা বলতে গিয়ে বলছেন টি. বি. রোগীদের জন্য বেড বাড়িয়েছেন। আমি যতটুকু সংবাদ জানি, বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়, যারা সমাজের নীচের তলার মানুষ, যারা প্রথম এই লড়াই সুরু করেছিল, তারাই এই উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে ও তাদের দ্বারাই জমি দারাহারি হয়েছে। এ কথা আজকে নিশ্চয়ই সকলে জানেন যে সুন্দরবন অঞ্চলে যে জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষের জমিতে পরিণত করেছে যারা, তারা আদিবাসী এবং তাদের দানই সবচেয়ে বড়। এবং সেখানে এই প্রশ্ন ছিল যে জমির মালিক আদিবাসীকে করা হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আজকে আমরা দেখছি এবং মন্ত্রী মহাশয়ও জানেন যে, এদের সাহায্য করা তো দূরের কথা, বাংলাদেশের মধ্যে যারা জমি থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাদের মধ্যে শতকরা ৩০ জনই এই শ্রেণীর কৃষক। এদের জমির মালিক করবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আজকে তারা ভূমিহারা। আমি শুধু একটি কথা বলছি যে এদিকে দৃষ্টি না দিলে যারা নীচের তলার মানুষ তাদের কোন দিনই উপর তলার মানুষের সমপর্য্যায়ে নিতে পারবেন না।

দ্বিতীয়তঃ বলেছেন শস্য গোলার কথা। শস্যগোলা করবেন ভাল কথা। কিন্তু আমি শুধু একটি প্রশ্ন রাখতে চাই, এই শস্য গোলা স্থাপনের ক্ষেত্রে তারা এর সঙ্গে একটা করে স্পিড বোট জুড়ে দিয়েছেন, ঐ সব অঞ্চল ঘুরে দেখবার জন্য নইলে শস্যগোলা চালু থাকবেনা। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা আছে সন্দেশখালি থানায় আদিবাসীদের যে শস্যগোলা আছে তার সঙ্গে স্পিড বোট জুড়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেটা এখন অচল হয়ে পড়ে আছে। এই এক একটা স্পিড্ বোর্ড এ কত লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে মন্ত্রী মহাশয় তা জানাবেন। তারপর এখানে যে ডিরেক্টর বোর্ড আছে সেই ডিরেক্টর বোর্ড এর সভ্যরা পার্‌মিট নিয়ে আদিবাসীদের শস্যগোলা থেকে ব্যক্তিগত ব্যবসা করে নিজেরা সেই সমস্ত মুনাফা লুঠবার ব্যবস্থা করে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমার কন্‌ষ্টিটুয়েন্সি কালিনগরে ডিরেক্টর বোর্ডএর সভ্যরা আদিবাসী বোর্ডের পার্‌মিট নিয়ে এই রকম ভাবে ব্যবসা করে যার ফলে বহুদিন সেই কাজ অচল হয়ে পড়েছিল। এই জিনিষগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। তারপর আদিবাসী কলোনী করার কথা বলেছেন। এই কলোনীতে যে সব বাড়ী ঘর তৈরী করা হয়, সেগুলি কি কন্‌ট্রাক্টর এর দ্বারা তৈরী হয়?

আমার ইন্‌ফরমেশান হচ্ছে লেবার ছাড়া বাকি সমস্ত কাজ কণ্ট্রাক্টর এর মারফৎ করা হয় এবং তাতে একটা বিশেষ পার্সেণ্টেজ চলে যায় কণ্ট্রাক্টর এর পেটে। এটা যাতে না হয় তার কি ব্যবস্থা করেছেন। আমি এইগুলি জানতে চাই যে এই সমস্ত কমিটি যা তৈরী করেছেন সেই সমস্ত কমিটিতে সেই জেলার বেসরকারী লোক নেওয়া হয়না কেন ? যেমন সাধারণ আদিবাসীদের নেবেন এবং বাকি যে সমস্ত লোক, সেখানের বেসরকারী ইণ্টারেষ্টেড লোক আছে তাদের নিতে পারেন না কেন ? সর্ব্বশেষ কথা হচ্ছে যে, ওয়েজ এর কথা বড় নয়, বড় কথা হচ্ছে তাদের কাজ দেবার কথা। ওয়েজ এর প্রশ্ন পরে উঠে, আগে তাদের কাজ দেবার কি ব্যবস্থা করেছেন ? তারা জমি থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়েছে, তাদের জমি না দিতে পারলে শুধু বক্তৃতা দিলে হবে না, এবং যে কোন পরিকল্পনাই করুন তা ভেঙ্গে যাবে। তাদের জমি দেবার প্রশ্নে আপনি কি উত্তর দিতে চান সেটা জানতে চাই।

[5-35—5-45 p. m.]

Shri Lakshan Chandra Hasda :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় আদিবাসীদের কল্যাণার্থে যে ব্যয় বরাদ্দ উত্থাপন করেছেন তাবজন্য আংশিক সমর্থন জানিয়ে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন এই বিভাগের জন্য অধিক টাকা বরাদ্দ করেছেন, এবং সামনের বৎসর থেকে যাতে করে প্রতি জেলায় একজন করে অফিসার দেওয়া যায় তাবজন্য চেষ্টা করবেন। তা না হলে নাকি আদিবাসীদের কল্যাণ করা সম্ভব নয়। আমি এ সম্পর্কে বলতে চাই যে, বর্ত্তমানে এই বিভাগ যেভাবে চালান হচ্ছে তাতে এই বিভাগের দ্বারা আদিবাসীদের কল্যাণমূলক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। সেজন্য আমি প্রস্তাব করছি যে, প্রতি মহকুমায় যে মহকুমায় আদিবাসী বাস করে, সেই মহাকুমায় সেই অফিসারের অধীনে একজন করে কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হোক। সেজন্য আরো বলব যে, চাষ বিভাগ, কৃষি বিভাগ এই করে প্রত্যেক বিভাগে কেরাণী দেওয়া হোক, এবং একটা করে গাড়ী দেওয়া হোক। সেজন্য পুনরায় অনুরোধ করি প্রতি মহকুমায় একজন করে অফিসার, যথেষ্ট সংখ্যক কেরাণী ষ্টাফ্ এবং একটা করে গাড়ী দেবেন। আজকাল আদিবাসীদের সরলতার সুযোগ নিয়ে গ্রাম্য মহাজনরা তাদের ঠকায়। তাদের অশিক্ষা ও অভাব অভিযোগের সুযোগ নিয়ে বহুভাবে তাদের ঠকান হয়। এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এ সম্পর্কে আর একটা কথা বলতে চাই যে, আদিবাসীদের জন্য যে ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে তাদের কোন উপকার হবে না, কারণ বর্ত্তমান দুর্মূল্যের বাজারে কখনোই ২০।২৫ টাকায় বোর্ডিং চার্জ্জ মিটান যেতে পারে না, একজন সদস্য এটা সমর্থন করলেন কি করে আমি বুঝতে পারি না, তিনি কি এ সম্পর্কে কোন Boarding Manager or Superintendent এর কাছে শুনেছেন ? যাই হোক, আমি মন্ত্রী মহাশয়কে পুনরায় অনুরোধ করব এ বিষয়ে ভাল করে খোঁজ খবর নিয়ে যেন একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা করা হয়।

Shri Jagadananda Roy :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তপশীলী ও আদিবাসীদের উন্নয়ন সূচক কার্য্যের যে অগ্রগতি দেখেছেন তাহাকে মোটেই প্রশংসা করা যায় না। আমি জলপাইগুড়ি জেলার তপশীলী ও আদিবাসীদের গণতান্ত্রিক অধিকার কিরূপ ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে দেখাতে চাই।

জলপাইগুড়ি জেলায় মোট লোক সংখ্যা ১০ লক্ষের উপর। এই জন সংখ্যার ৭৫ ভাগই তপশিলী ও আদিবাসী। এ জেলা হইতে বিধান সভায় ৯ জন প্রতিনিধি পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। গণতন্ত্রের প্রকৃত জন সংখ্যার অনুপাতে বিধান সভা এবং লোক সভায় প্রতিনিধি পাঠানোর ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা হয় নাই। উপরিউক্ত জন সংখ্যা অনুপাতে যেখানে এদের ৭ জন ও সাধারণ আসন ২ জন করা উচিত ছিল। কিন্তু ফল হচ্ছে উল্টো। ৫টি আসনই সাধারণ এবং তপশিলী ও আদিবাসীদের মাত্র ৪টি দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া জলপাইগুড়ি জেলা হতে গত ১৯৫২ সালে লোকসভার জন্য উপজাতিদের যে আসনটি ছিল গত ১৯৫৭ সালে তাহাও উঠাইয়া দেওয়া হয়। এদের কল্যাণার্থে আপনাদের এ সব জিনিষ ভাল করে চিন্তা করা উচিত এবং ন্যায়সংগত অধিকার যাতে এদের থাকে সে বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। স্যার, ১৯৫০—৬০ সাল— এই দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকে সরকারের একথা বোঝা উচিত যে শুধু কতগুলি সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করলেই উন্নতি হয় না। যাদের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধাগুলি করা হয়েছে তারা যাতে যথা সময়ে এর ফল ভোগ করতে পাবে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা বর্ত্তব্য। বস্তুতঃ বিগত দিনগুলির অভিজ্ঞতা থেকে আরও বোঝা যায় যে সরকার এসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। শিডিউলড কাষ্ট কমিশনার প্রতি বছর তাঁর রিপোর্টে এই কথাই প্রকারান্তে বলে আসছেন।

স্যার এই সব সম্প্রদায়কে উন্নত করে তুলতে হলে প্রধান উপায় তাদের শিক্ষিত করে তোলা। শিক্ষার অভাবেই তারা অন্যান্য সমাজের লোকদের সংস্পর্শ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন। আধুনিক যুগে নিজেদের শিক্ষিত করে তুলে অন্যান্য সমাজের পর্য্যায় উন্নত হওয়া যে একান্ত দরকার এ প্রয়োজনীয়তা বোধটুকুও এখন পর্য্যন্ত এইসব সম্প্রদায় উপলব্ধি করতে পারেনি। এদের অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক সর্বপ্রকার দিক দিয়ে চেতনা বোধ জাগিয়ে তোলা দরকার। গত দশ বছরে এই সব জাতির আশানুরূপ কোন প্রকার উন্নতি না হওয়ার দরুন আগামী ১৯৭০ অবধি আরো দশ বছরের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। দুঃখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজেদের এক সিদ্ধান্তের বলে এদের সুযোগ সুবিধাগুলি খর্ব করতে উদ্যত হয়েছিলেন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিদ্ধান্তে কর্ণপাত না করে কেন্দ্রীয় সরকার বিচক্ষণতা ও সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। আমি জলপাইগুড়ি জেলায় এদের প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলছি। উক্ত জেলায় মাত্র যে পরিমাণে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, এদের নিজস্ব কোন গৃহ নাই। এবং যে অবস্থায় বিদ্যালয় গৃহগুলি আছে, তাতে আশী ভাগই এখন জরুরী সংস্কার করা প্রয়োজন। ফলাকাটা থানায় পারঙ্গের পার বোর্ড স্কুল, ধুলাগাঁ বোর্ড স্কুল, কড়াই বাড়ী, দেওগাঁ, ছোট শাসকুমার, লছমন ভাবরী, কাঠাল বাড়ী এই সব বোর্ড স্কুলের অবস্থা গোয়াল ঘরের সামিল। এই সব অঞ্চলে অধিকাংশই উপজাতি এবং কিছু কিছু তপশিলী সম্প্রদায়ও আছে। সুতরাং এইরূপ সরকারী অবহেলা এবং অব্যবস্থার ফলে ছাত্রদের প্রথম জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে তাদের নিষ্ঠাবান হওয়া শ্রদ্ধাশীল ও নিয়মানুবর্ত্তিতা কখনই আসতে পারে না। যার ফলে লেখা পড়া এদের জীবনে মোটেই স্থান পায় না। তারপর উক্ত জেলায় বহু স্কুলের দরকার। শিক্ষক অভাবে যে কত স্কুলের অসুবিধা হচ্ছে তাহা বলে শেষ করা যায় না। আমি এখানে কয়েকটি জায়গার কথা উল্লেখ করিতেছি।

[5-45—5-55p.m.]

মাল বাজার থানার অধীন বাগ্রাকোট প্রাইমারী স্কুলে ৩৫০ জন ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা, শিক্ষক

মাত্র ৪ জন। পাহাড় ঝোরা স্কুলে ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক মাত্র তিন জন, মালবাড়ী স্কুল ১৩১—১৬০ জনের মধ্যে ২ জন শিক্ষক। এরূপ ডাম্ ডিম্ ওদলা বাড়ী গুড হোপ গার্ডেন স্কুল এ সবে শিক্ষকের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুতর ক্ষতি হচ্ছে। তারপর মাল বাজার থানার মাল ইউনিয়ন বোর্ড মাইলি হাট, ক্রান্তি, খগড়াবাড়ী ঘুম্‌সিগড় কৈলাসপুর চা বাগান বহু জায়গায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভাব রয়েছে। এ সব জায়গায় ৯৫ ভাগই উপজাতি তারপর এইসব উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় যেমন বাগ্রাকোটে হিন্দি জুনিয়াব হাই স্কুল সেকেলে জুনিয়াব হিন্দি হাই স্কুল এরূপ বহু ক্ষেত্রে জুনিয়ার হাই স্কুলের প্রয়োজন। বহু লেখাতে আজও কিছু হয়নি সুতরাং এক্ষেত্রে এই সব অধ্যয়ন কেন্দ্রের শিক্ষক ও বিদ্যালয় গৃহের অভাব প্রথমে দূর করা দরকার তারপব বিশেষ করে জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিং জেলার প্রাইমারী শিক্ষকে বাধ্যতামূলক করা একান্ত দরকার ফরেষ্টের মধ্যে যে সব বিদ্যালয় আছে সে সবের শিক্ষকদেব ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকেও যাতে কিছু এলাউন্স দেওয়া হয় এ ব্যবস্থাও করা কর্ত্তব্য। কুচবিহাব জেলাব অধিকাংশই সেখানে তপশিলী সম্প্রদায়। উক্ত জেলার স্কুল গুলিকে কেন শিডিউল কাষ্ট হিসাবে ট্রিট করা হয় না। যাতে এই ভাবে করা হয় সেদিকে মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তারপর তপশিলী আবাসিক মেডিকেল ও ইঞ্জিনীয়ারিং ছাত্রদের যে পরিমাণ সাহায্য দেওয়া হচ্ছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। মাসে ৭৫ টাকার মতো তাও যথা সময়ে নিরমিত ভাবে না পাওরার দরুন অনেককে নিরাশ হয়ে পড়াশুনা ছেড়ে দিতে হয়। তারপর ছাত্রদের মেধার প্রশ্ন আছে। একেই এদের পরিবার দরিদ্র। সেহেতু পুষ্টিকর খাদ্য এরা কোথা থেকে পাবে। কোন রকমে বেঁচে থাকা মাত্র। দ্বিতীয়তঃ যারা ফেল করবে তাদের আর বৃত্তি দেওয়া হবে না। ফেল তো তারা করবেই। এর পরেই যদি গরীব ছাত্রদের সব রকম সাহায্য সরকার থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে এ সব সাহায্য না দেওয়ারই সামিল। সুতরাং যাতে মেধার প্রশ্ন তুলে দেওয়া হয়, বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি ও নিয়মিত মাসে মাসে বৃত্তি পাওয়ার যে সব অসুবিধা আছে সে সব দূর করে এ কর্ত্তব্য পালনে সরকারকে সজাগ হওয়া এবং ফেল করলেও তাদের মধ্যে যারা দরিদ্র যেন তাদের আবার সুযোগ দেওয়া হয় এবং নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এ সব বিষয়ে আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বিশেষ ভাবে চিন্তা করতে বলছি। প্রথমে জমির মালিক এদের করতে হবে এবং ফার্ষ্ট প্রায়রিটি দিতে হবে।

তারপর আর্থিক উন্নতির দিকদিয়ে কৃষির কথা বলছি অন্যান্য ডেভেলপমেণ্ট স্কীম এর মাধ্যমে যে সব টাকা খরচ বাবদ ধরা হয়েছে তার মধ্যে এদের সব চেয়ে কৃষি উন্নতি যাতে হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনায়, বীজ দেওয়ার ব্যাপারে টাকা কিছু কম ধরা হয়েছে। ফলাকাটা থানার কডাই বাডী দলগাঁ বস্তী, ছোট শালকুমার, পারাদের পার, ময়রা ডাঙ্গা, ধুলার্গা এই সব অঞ্চলের উপজাতিদের জল সেচের কোন ব্যবস্থাই নাই। গেরগেণ্ডা, কালুযা, সুজনাই, দোলং এই সব নদীতে বাঁধ দিয়ে নালা কেটে অতি কম খরচে সেচের ব্যবস্থা হয়। নবসিংহপুর বাঁধ, ময়রা বাঁধ উঞ্চা নদীর বাঁধ প্রভৃতি কম খরচে হয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সরকারী অব্যবস্থার ফলে সেখানের অধিবাসীরা আজও একবেলা খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। এ সব অঞ্চলে রাস্তাঘাটেরও অত্যন্ত অভাব রয়েছে। তারপর নানা প্রকার প্রদর্শনী ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক খরচের বাবদ ৫০ ০০০ টাকা ধরা হয়েছে এতে করে ভাল ফল হচ্ছে না, উদ্দেশ্য—এই সব প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করা।

পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু নানা প্রকার প্রদর্শনীর পর যদি বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে প্রত্যেকটি গ্রামের তথ্য সংগ্রহ করা যায় তাহলে দেখা যাবে এ সব টাকা অপব্যয় ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ সরকারী কর্ম্মচারীদের শঠতা এবং গাফিলতির দরুন আসল উন্নতি এদের মোটেই হয় না।

ধূপগুড়ি থানার অধীন বানার হাট এলাকায় এমনকি বস্তিতে ও ছোট ছোট বন্দরগুলিতে এদের বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজ অভাবে এদের নানা প্রকার অসৎ কাজে লিপ্ত হয়ে চরিত্র নষ্ট করে ফেলেছে। ভুটানের নিকট চামু বাজারে ও বানার হাটে দিন রাত জুয়া খেলা চলে। তারপর হাড়িয়া এবং ভুটান হতে যে সব চোলাই মদ আসে এই সব মাদক দ্রব্য প্রকাশ্যে বাজারে বিক্রি হয়। এবং এই সব মাদক দ্রব্য পান করে অধিকাংশ লোকের স্বাস্থ্য হানি হচ্ছে এবং ২।১০ জন এতে মারাও গিয়াছে। এই সব প্রতিরোধ না করতে পারলে এদের সমাজে ভীষণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে। আমার প্রস্তাব হচ্ছে বানার হাটে যদি কুটির শিল্পের প্রবর্ত্তন সরকার করেন—যেমন বেতের কারখানা, ষ্টীল, ট্রাঙ্কের কারখানা, বালতী তৈয়ারী কারখানা তাহলে এই সব লোকদের জীবনে নতুন আলোর সন্ধান এরা খুজে পাবে। টাকার যেখানে অভাব নাই সেখানে বুঝতে হবে যে এরূপ অনগ্রসরতা এবং অপব্যবহার একমাত্র সরকারী উদাসীনতার পরিচয়। কারণ প্রতি বছর সম্পূর্ণ টাকা সরকার খরচ করতে পারছেন না। টাকা ফেরৎ দিতে হচ্ছে। যেখানে দিনের পর দিন সমস্যা জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেখানে টাকা খরচ না হয়ে টাকা ফেরৎ যাচ্ছে কোন সমস্যাই সরকারের চোখে পড়ছে না। এর চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি থাকতে পারে ডুয়ার্স অঞ্চলে আজ পর্যান্ত কোন প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। ডুয়ার্স অঞ্চলে পানীয় জলের অত্যন্ত অভাব। ধূপগুড়ি ময়না-গুড়ি ফালাকাটা থানার প্রত্যেকটি গ্রামে এই পানীয় জলের অভাবে লোক দূষিত পুকুর ডোবা খালের ও নদীর জল ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে। শতকরা ৬০ জনের ঘরে পানীয় জলের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নাই। এর প্রধান কারণ আর্থিক দুরবস্থা। তারপর যা দুই একটি কুয়া বা নলকূপ বসান হয়েছে তাহা অধিকাংশ স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন জোতদারের বাড়ীতে। পানীয় জলের ব্যবস্থা গ্রাম পঞ্চায়েৎদের হাতে ছেড়ে দিলে ভাল হয়। যথেষ্ট টাকা আছে তবুও অভাব বুঝতে পারা যায় না।

জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলে ম্যালেরিয়া খানিকটা কমেছে বটে তার বিনিময়ে কালাজ্বর ও টি, বি, এর প্রকোপ অত্যন্ত বেড়েছে। উক্ত জেলায় টি, বি, চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই। যে দুই একটি হেলথ সেণ্টার তৈরী হয়েছে তাতে ডাক্তার, নার্স এমন কি ঔষধ পত্র সরবরাহের অব্যবস্থায় ওসব না থাকারই সামিল। শীঘ্রই উপজাতিদের জন্য অনুরূপ একটি হাসপাতাল বানারহাটে করা হউক। তারপর এই সব উন্নয়ন পরিকল্পনার সুযোগ সুবিধার কথা প্রচার করবার জন্য কোনরূপ পাবলিসিটি সেখানে করা হয় না। প্রতি গ্রামে যাতে লোকেরা সহজে জানতে পারে এর জন্য ব্যবস্থা করা দরকার। ধূপগুড়ি ময়নাগুড়ি ও ফালাটিয়া থানায় তিনটি জায়গায় বি, ডি,—এর অফিস খোলা হয়েছে। এরা অফিসার হয়ে গ্রামের মধ্যে গিয়ে যে অবিচার করে তাতে এরূপ অশিক্ষিত জনসাধারণ এদের নিকট মোটেই ভিড়ত চায় না। গ্রামঞ্চলে বহু লোকের বাড়ী আগুনে পুড়ে যায় কোনরূপ সাহায্য তাদের দেওয়া হয় না। কোথায় যে ক্ষতিপূরণ পাবে সে খবরও তারা জানে না। আমার শেষ কথা হচ্ছে গ্রামে বহু সংখ্যক যুবক আছে যারা ৮ম শ্রেণী, নবম ও দশম অবধি

পড়ে তাদের ভাগ্যে কাজ জোটেনি। তাদের বেকারীও ঘোচাবার জন্য ডুয়ার্স অঞ্চলে যে কোন জায়গায় একটি এগ্রিকালচার ট্রেনিং সেণ্টার খোলা হউক। যাতে এরা সহজে শিক্ষা লাভ করে আর্থিক জীবনের পথ প্রশস্ত করতে পারে। এদের বেশী ভাগ লোককে গ্রাম সেবকের কাজে গ্রহণ করা সরকারের উচিত। রংপুর, ময়মনসিং, ঢাকা প্রভৃতি জেলা হতে যে সব বাস্তুহারা এসেছে এবং অধিকাংশই তপশিলী কৃষক ও মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের। বিশেষ করে কৃষির ক্ষেত্রে এবং মৎস্য চাষে এদের একটা খরচের ব্যবস্থা রাখা উচিৎ ছিল বলে আমি মনে করি। এদের ছেলেমেয়েরা যাতে ভালভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেদিকেও সরকারের মনোযোগ দেওয়া দরকার।

[5-55—6-5 p.m.]

Shri Kamalakanta Hembram :

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, আজকে আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয় বরাদ্দ দাবী করছেন তা সমর্থন করার জন্য আমি দাঁড়িয়েছি। আজ এই প্রথম এই বিভাগের ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে এত দীর্ঘ সময় ধরে আলোচিত হচ্ছে যার জন্য প্রত্যেক বক্তা মন্ত্রী মহাশয়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি একটা পৃথক খাতে এই বিভাগের ব্যয় বরাদ্দ উত্থাপন করেছেন বলে মাননীয় সদস্যগণ দীর্ঘ সময় ধরে এই সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ পেলেন। যদিও আদিবাসী বিভাগ ১৯৫২ সালে খোলা হয়েছে তবুও এই দীর্ঘ ৮।৯ বছরের মধ্যে প্রথম এই বিভাগের ব্যয় বরাদ্দ পৃথক খাতে ধরা হয়েছে। প্রথম যখন খোলা হয় তখন মাত্র ২ লক্ষ টাকা দিয়ে এই বিভাগের কাজ শুরু করা হয়। কিন্তু আমরা দেখেছি আস্তে আস্তে এই বিভাগের গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ার জন্য এই বিভাগ কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। এই সঙ্গে আমি একটা কথা বলতে চাই যে আজকে এই বিভাগের ব্যয় বরাদ্দ পৃথক খাতে ধরার জন্য এ সম্বন্ধে এই হাউসে আলোচনা করার সুযোগ মেম্বাররা পেয়েছেন। কমিশনার ফর সিডিউল্ড কাষ্টস্ এ্যাণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস্ শ্রীকান্ত যিনি দিল্লীর সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী, তিনি প্রতি বছর যে রিপোর্ট সেণ্ট্রাল লেজিসলেচার এ প্লেস করেন সেখানে তা আলোচিত হয়—আমাদের বাংলাদেশ সম্বন্ধে যে সমস্ত রিমার্ক তিনি পাশ করেন সেটা যদি আমাদের হাউসে প্লেসড হত এবং আলোচিত হত তাহলে এই বিভাগের কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে মাননীয় সদস্যরা আরও বেশী করে আলোচনা করবার সুযোগ পেতেন। যাহোক, আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে যখন এই বিভাগ খোলা হয় তখন এই বিভাগের কাজ মাত্র ১২ লক্ষ আদিবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে নতুন নিয়মানুসারে ৭টি জাতির জায়গায় ৫১টি জাতিকে আদিবাসী বলে গন্য করা হয়েছে যাদের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ১৬ লক্ষ। সঙ্গে সঙ্গে আমি বলতে চাই ৪৭ লক্ষ যে তপশিলিভুক্ত জাতি আছে তা বাদে যে সমস্ত অনুন্নত সম্প্রদায় আছে তাদের কল্যাণের কথা আজকে আদিবাসী বিভাগকে চিন্তা করতে হচ্ছে। কাজেই আমরা বেশ অনুভব করতে পারছি যে যত দিন যাচ্ছে ততই এই বিভাগের গুরুত্ব ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। এটা আনন্দের কথা যে যে বিভাগ অস্থায়ীভাবে খোলা হয়েছিল, আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই বিভাগকে স্থায়ীভাবে গণ্য করা হয়েছে। এই যে আদিবাসী বিভাগের কাজ এটা মনে করি খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাজের যারা সকলের নীচে পড়ে আছে শিক্ষা-দীক্ষা সর্ববিষয়ে, যাদের মধ্যে যুগ যুগ ধরে কুসংস্কার পুঞ্জিভুত হয়ে আছে সুশিক্ষিত সমাজের পিছনে পড়ে থাকার জন্য বলুন আর পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপেই বলুন তাদের যদি আমরা মানুষের

করে গড়ে তুলতে চাই তাহলে এক একটা পরিকল্পনার দ্বারা তা করা সম্ভব হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না বিশেষ করে যে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। অনেক সদস্য এখানে কতক-গুলি সংখ্যাতত্ব উপস্থাপিত করছেন যার মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ আদিবাসী ভূমিহীন কৃষক। কাজেই তাদের রিহ্যাবিলিটেশন দেওয়া এত সহজে সম্ভব হবেনা। এদের যদি পুনর্বাসন দিতে হয় তাহলে প্রথমে জমি দিতে হবে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার এদের জমি দেবার জন্য যে পরিকল্পনা করেছেন অর্থাৎ তাদের জমি কিনে দেবার জন্য যে টাকা তাঁরা দিচ্ছেন সেই টাকা বর্ত্তমানে খুব কম করে ধরা হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় যাতে বেশী করে ধরা হয় সেজন্য আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Shri Ledu Majhi:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আদিবাসী, হরিজন, অনুন্নত সম্প্রদায়ের নামে ভিক্ষা দেবার মাত্র কতকগুলি ব্যবস্থা আছে। সব জিনিষের যেমন, তেমনি ভিক্ষা নিয়েও রাজনীতি চলছে —যে যতটা তাঁবেদারী করবে সে ততটা ভিক্ষা পাবে সরকারী অফিসাররা যাঁরা মালিক থাকেন তাঁরা ওপর ওয়ালা হ'য়ে এই ভিক্ষা ছড়াতে থাকেন কিন্তু আমাদের দাবী যাদের জন্য এই উন্নয়ন এই সব ব্যাপারে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার দেওয়া হোক—তবেই তাদের উন্নয়ন সম্ভব হবে। জেলায় যদি সরকারী মালিকানা বর্জ্জিত আদিবাসী সহায়ক সংঘ গড়ে ওঠে এই সবের অধিকার নিয়ন্ত্রণের জন্য, তবে তার কাজ সরকারী কাজের চেয়েও ঢের ভাল দাঁড়াবে—তাহলে গুটিকতক চালাক লোক সরকারী টাকায় রাজনীতি করতে পারবে না তাহলে সুযোগ সুবিধেও ন্যায়ের ভিত্তিতেই হবে—আশাকরি। তাহলে এই ভিক্ষাও দীক্ষা হয়ে উঠবে আদিবাসীরা যে সকল বিশেষ সুযোগ সুবিধা পেলে শীঘ্র উন্নত হতে পারে তার উপযুক্ত পরিকল্পনা হচ্ছে না ব্যবস্থাও হচ্ছে না। উপযুক্ত বিধি নিয়ম ক'রে আদিবাসীদের বেসরকারী আত্মচেষ্টার ওপর কাজ ছেড়ে দিলে, আমাদের ধারণা এ বিষয়ে কাজ এগুবে। কোথাও কোথাও দু-একজায়গায় আদিবাসীদের ঘর করে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু দিন কতক পরে সে ঘর যখন ভাঙ্গতে থাকছে তাকে টিকিয়ে রাখার মত শক্তি বা শিক্ষা তাদের হচ্ছে না।

যদি হরিজন আদিবাসীদের সত্যকার কল্যাণ করতে হয় করুন নতুবা ভোটের দিকে লক্ষ রেখে শুধু ভিক্ষা ছড়ালে আদিবাসী, হরিজন, অনুন্নতের কখনো উন্নয়ন বা কল্যাণ হবে না।

Shri Debendra Nath Brahmamandal:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের অনুন্নত জাতির জন্য মন্ত্রী মহাশয়ের যে টাকা বরাদ্দ করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করে গোটা কয়েক কথা বলবো—বিশেষ করে শিক্ষা সম্বন্ধে। আমাদের অনুন্নত জাতীর মধ্যে এখন বিশেষ প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রাইমারী স্কুল-গুলির সংখ্যা বাড়িয়ে দেবার এবং ট্রাইব্যালদের এডুকেশন খাতে যে সমস্ত টাকা বরাদ্দ করা হয় সেখানে সেটা তার ব্যবস্থা করে দেওয়া। বর্ত্তমানযুগ শিক্ষার যুগ এই যুগে আমাদের উন্নত জাতির সঙ্গে এক সঙ্গে পা ফেলে চলতে হবে। সেজন্য আমি বলতে চাই যে শুধু অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে ছাগল, ভেড়া, শুকর বিতরণ করাই কাজ নয়—এর সঙ্গে সঙ্গে তদের শিক্ষিত মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। কারণ আমাদের দশটা বছর চলে গেছে, আর দশটা বছর আছে এর মধ্যে তাদের মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে। আমি একটা বিষয়ের প্রতি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো—ট্রাইবালদের একটা য়্যাডহক গ্রাণ্ট ছিল এবং সেই য়্যাডহক গ্রাণ্ট থাকার ফলে আমাদের অনুন্নত লোকেরা য়্যাডমিসন পেত, বই কেনবার জন্য কছু. সাহার্য্য

পেত কিন্তু বর্ত্তমানে সেই য়্যাডহক গ্রাণ্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে ট্রাইবাল জাতির ছেলেপিলেরা মানুষ হবে এবং শিক্ষিত হয়ে গড়ে উঠবে এ আদৌ আমি মনে করি না। অতএব সেই য়্যাডহক গ্রাণ্ট যাতে আগে দেওয়া হয়, তার ব্যবস্থা করবার জন্য আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করবো। আর টিউসনি গ্রাণ্ট, বুক গ্রাণ্ট, হোষ্টেল গ্রাণ্ট সম্বন্ধে অনেক জায়গা থেকে আমাদের কাছে রিপোর্ট এসেছে যে তারা সে গুলি ঠিকমত পাচ্ছে না। আমি এ বিষয়ে মুভ করেছিলাম এবং সুখের বিষয় এই মাত্র আমি একটা খবর পেলাম যে আমাদের ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী মহাশয় সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সরকারী অফিসারেরা যদি এইরূপ আমাদের সাথে কোঅপারেট করে কাজগুলি করে দেয় তাহলে এ সমস্যা সমাধান হতে পারে এই দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে। আর একটা সমস্যা আছে চাক্‌রী বাক্‌রী সম্বন্ধে অনেক বক্তারা বলে গেছেন কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না যে তাদের চাক্‌রী বাক্‌রী কি করে হবে? একটা অনুন্নত সমাজ, ট্রাইব্যাল জাতিরা অনুভব করতে পারে কারণ ট্রাইব্যালদের ছেলেপিলেদের যা শিক্ষা দীক্ষা তার দ্বারা সেখানে কোনমতে ফাষ্ট ডিভিসনে বা সেকেণ্ড ডিভিসনে পাস করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

[6-5—6-15 p. m.]

আমাদের ওখানে যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া করে তাদের সাথিরা কেউ ছাগল চরায়, কেউ ভেড়া চরায়। সুতরাং সেই সমস্ত শ্রেণীর ছেলেরা কি কখনও ফাষ্ট ডিভিসন এ পাস করতে পারে? এই জন্য আমি গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করবো ট্রাইব্যালের ছেলেরা যাতে এই রকম সব বাইণ্ডিং এর মধ্যে না পড়ে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে। এবং তারা যাতে মেডিকেল কলেজে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে য়্যাডমিসন পায় তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হোক। আমি এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না। আমি এখন ল্যাণ্ড রিফর্ম সম্বন্ধে কিছু বলবো, আশাকরী মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি আমাকে আরও কয়েক মিনিট সময় দেবেন। ল্যাণ্ড রিফর্ম সম্বন্ধে আপনারা আইন পাস করেছেন কিন্তু তার দ্বারা ট্রাইব্যাল লোকের বিশেষ কোন সুবিধা হয়নি। ট্রাইবালের যে সমস্ত জমিগুলি অন্যান্য সম্প্রদায় খরিদ করা সম্বন্ধে ল্যাণ্ড রিফর্ম য়্যাক্টে ব্যবস্থা ছিল, সেই আইনটা যদি প্রযোজ্য করা না হয় তাহলে ট্রাইব্যালকে সেভ্ করার আর কোন উপায় থাকবে না। তারা যাতে উপযুক্ত কমপেন্সেসন পায় তার ব্যবস্থা করা উচিৎ এবং তাদের যে সিলিং কেটে দেওয়া হয়েছে সেটা থেকে তাদের রেহাই দেওয়া উচিৎ।

[The member having reached his tlme limit resumed his seat].

The Hon'ble Bhupati Majumdar :

সভাপাল মহাশয়, আজকে প্রথম এই বিভাগের ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে—এবং এখন থেকে অনেকদিন থাকবে।

আপনার মাধ্যমে শ্রীযুত সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয়কে তাঁর একটা কথার উত্তরে জানিয়ে দিতে চাই যে ১০ বছরের জন্য যেটার—ব্যবস্থা এমন বেড়ে গেল, সেটার ৫ বছরেই শেষ হওয়া উচিত ছিল—সেটা হল রাজনৈতিক দিক, পলিটিক্যাল দিক, সেটা শুধু ইলেকসন্ এর দিকেতে। কিন্তু আদিবাসীর মঙ্গল বিভাগ এবং তপশীল জাতির মঙ্গল বিভাগ—এ বহুদিন ধরে চলবে নিশ্চয়ই। তিনি বলেছেন সকলকে সমপর্য্যায় আনতে হবে, অন্তত: ভাবধারার দিক দিয়ে, উচ্চ চিন্তার দিক দিয়ে সকলকে আনতে হলে বহুদিন ধরে এর আলোচনা

াবে, তার কাজ চলবে। সেটা এই দশ বছরে তার ইলেকসন্ না হতে পারে, কিন্তু এই মঙ্গল ভাগ বরাবরই থাকবে। পুরান অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় লেখাপড়ায় যারা পশ্চাতে আছে দের সেই পশ্চাতের দিকেই টানবে। সুতরাং সমগ্র কল্যানের দিক দিয়ে, যারা অনেক যোগ সুবিধার দিক থেকে বঞ্চিত হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী যারা পিছিয়ে পড়ে আছে, তাদের ন্ধে বিবেচনা করতে হবে এবং তাদের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে যতক্ষন পর্য্যন্ত না তাদের মান তালে চলবার শক্তি আসবে তিনি যে সমস্ত গুলির কথা চিন্তা করতে বলেছেন,—তাঁকে মি এইটুকু মনে করতে বলি যে এ দেশটা সমস্যাপুর্ণ, যখনই আমরা যে বিষয়টা দেখি, সেখানে মাদের মনকে সংযুক্ত করি এবং সেটা নিয়ে ভাবি বলে, তার যেটা করা হয়না, সেটার ত্রুটি চ্যুতি আমাদের চোখে বেশী পড়ে। যখন সারা দেশে একটা সর্বাঙ্গীন উন্নতি চলেছে, এবং বজন্য সারা দেশে যে সমস্ত কাজগুলি হচ্ছে, সেখানে সকলেই অংশীদার। কিন্তু বিশিষ্ট ভাবে খানে মন দিতে হবে, সেখান একটা সরকারী যন্ত্র থেকে জোর দিতে পারে না যদি জন-ধারন সুনাগরিক হিসাবে তাদের সহযোগিতা না আনে।

কোথায় জমি নিয়ে নিল, কোথায় অন্যায় হল সেগুলি সেখান থেকে তারা যদি কেন্দ্র বা লায় সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে না দেন তাহলে তা আমাদের অজ্ঞাতেই থেকে যাবে। অনেক ন্যায়, অনেক অত্যাচার হচ্ছে কিন্তু সেগুলি নিশ্চই কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের দ্বারা চ্ছ না। আমিও গ্রামের লোক গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছি চিরকাল এবং এখনও বেড়াই আমি দের বলতে পারি, আমরা যে কোন সাইন বোর্ড এরই নীচে থাকিনা কেন, আমাদের তরের ক্ষুদ্রতা যা আছে সেটা দলকে ছাপিয়ে। যেখানে আদিবাসী তপশীলীদের জমি গ্রামের গ্রাম ইউনিয়ন এর পর ইউনিয়ন নিয়ে নিচ্ছে সেখানে কোন এক জাতি বা বিশেষ জাতির ক নাই। সেখানে সর্ব্বদলের রাজনৈতিক দলের লোক আছে। কিন্তু মানুষের ভিতর ব স্তরে যে বিভেদ মনের দিক থেকে তৈরী হয়েছে বহুকাল ধরে তা সতেজ আছে এবং ষ যে লোভ করে, অপহরণ করে তাতে অনেক সময় সায় দেয়, বিরুদ্ধে যায়না, সাধারন ষ হিসাবে এ দুর্ব্বলতা আছে। সেজন্য সভাপাল মহাশয় আপনার মাধ্যমে, যে বন্ধুরা এ দিয়ে চিন্তা করেছেন তাদের বলবো সহযোগিতা যেন সকল সময়ই আসে, এ বিভাগ বর্দ্ধিত চ্ছ এবং দায়িত্ব সমস্তও সচেতন আছে, যেখানে দারিদ্রের জন্য এবং শিক্ষা নেই বলে অবিচার ব সেই অবিচারের প্রতিকার প্রাণ দিয়ে করবো সবসময়। যে জমি নিয়ে নিয়েছে সেই জমি ান আইনে জোর করে নেওয়া যায় না। আপনারা আইন সম্বন্ধে জানেন কিন্তু যেখানে রা যাচ্ছে ৫০০ টাকা দিয়ে ও জমি ফিরিয়ে নেওয়া যায়, তারজন্য প্রত্যেক জায়গায় ক্ষমতা ওয়া আছে কর্মচারীদের। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ফেরৎ পাবে। সেখানে স্বত্ব া,—বাড়ী আছে কিন্তু তার উপর স্বত্ব নাই সেই স্বত্বের জন্য ২০০ টাকা কারে দেওয়া হচ্ছে তঃ পক্ষে যাতে তারা মালিক হতে পারে, এর জন্য জমি সম্বন্ধে যেটা বলেছেন তিনি এবং র্কিবাবু—তাতে একটা হাসির গল্প মনে পড়ছে। আধপো দুধ কিনে, দই ক্ষীর হবে বেড়ালও ব। একসঙ্গে সব জিনিষ হয় না। ৩০ হাজার একর জমি পাওয়া যাচ্ছে। তাদ্বারা উর্দ্ধ যে পরিবার উপকৃত হয়েছে তার মধ্যে তপশীলীদের ভিতর ১৩ হাজার, ট্রাইব্যালদের ধ্য ৫৭৭৭, কিন্তু ৩০ হাজারের বেশী জমি পাওয়া যায়নি। জমি যেখানে পাওয়া যাবে খানে অমনি আমাদের তপশীলীদের স্বত্ব খানিকটা আছে কিন্তু গোড়ায় যারা অর্জ্জন করেছে, নক কিছু অর্জ্জন করেছে, আজকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে, সেখানে আইনের দ্বারা তাদের দিতে

পারা যাচ্ছে না—কিন্তু সেখানে যদি জমি কোন রকমে চলে আসে তাহলে সেই জমি দেব জন্য সকলে মিলে চেষ্টা করবো যাতে যারা জমিহীন আদিবাসী আছে, তপশীলীরা আছে তা পান।

[এ ভয়েস্ ; ৫০০ টাকায় কিছু হবে না]

কথা হচ্ছে সারা দেশের সব বিভাগের কাজই করতে হবে, আমি জানতাম। যদি বলেন শি খুব ভাল হয়েছে তার দরকার নাই, স্বাস্থ্য খুব ভাল হয়েছে আর দরকার নাই পথঘাট ভাল হয়েছে সেচের কাজ খুব ভাল হয়েছে তারে দরকার নাই কোন উন্নতির আর দরক নাই, সব এনে তাহলে এই ট্রাইব্যাল এ দিয়ে দিন, আমি খুসী হয়ে কাজ আরম্ভ কর এবং আপনাদের সব সহযোগিতা নিয়ে কাজ করবো। তারপর আদিবাসী তপশীলীদে চাকুরীর কথা এখানে হয়েছে। সত্যই তারা পায় না। অনেক বছরের প্রাপ্য অংশ থে তারা বঞ্চিত হচ্ছে ; কিন্তু এ দিক দিয়ে দায়িত্ব অনেকেরই আছে, তাঁরা স্বীকার কর কিনা জানি না। প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে দেশ বিভাগ হওয়ার জন্য। অপ্টীসরা এখানে এসে এবং কয়েক বছর ধরে আমরা এব্‌জরভ্ করেছি, বঞ্চিত হয়েছে কারা ? আদিবাসী, তপশীলীর তারা তাদের ভাগ পায়নি।

[6-15—6-25 p. m.]

তারপর বিরাট আন্দোলনের পরে ১২ হাজার ফুড ডিপার্টমেন্টের লোককে এ্যাবর্সব করতে হয়েছে সরকারী চাকরী এত অধিক সংখ্যায় খালি হয় না যাতে তা আদিবাসী ও তপশীলদের দেওয়া যায়। সেখানে ব্যক্তিগত ভাবে তপশীলী আদিবাসী বিচার করছি না এটা ফ্যাক্ট আমরা এদে এ্যাবসার্ভ করছি। তাই এ পক্ষ ও পক্ষ নাই। ১২ হাজার লোককে এ্যাবজার্ভ করতে হয় তাদের জন্য কোথায় নূতন চাকরী ? যে তাদের সেখানে দেব। অতি কম সংখ্যক চাকরী খা হয়। আমরা সকলে চাই,—চিঠি লিখে পাঠাই—এটা করুন, অনেক সময় দ্বিতীয় বার ক লিখি। ফোর্থ ক্লাশ চাকরীও যাতে হয়, তা পাওয়া দরকার। সত্যি আমাদের বন্ধুরা বলেছ বিশেষ করে তুষার টুডু বলেছেন চমৎকার কথা—শিক্ষা খালি দিলেই হবে না, শিক্ষা যে ফল প্রসূ হচ্ছে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে—তার প্রমাণ চাই। যদি নানা রকম চাকরী, সরকা চাকুরী আদিবাসী ও তপশীলীদের বেশী সংখ্যায় না দিতে পারি, তাহলে নিশ্চয়ই যে শি অর্থকরী হল না, সে শিক্ষার দিকে লোকের মন যাবে না। আপনারা জানেন—দরিদ্র আদিবাসীদের ভেতর স্কুল থাকলেও, একজন সদস্য বললেন, সেখানে ছেলে হয় না। কারণ অতি অল্প বয়স থেকে সেই সব ছেলেরা কাজে লেগে যায়, লেখা পড়া শিখবার মত সুযো তাদের জীবনে মিলে না। আজকে নূতন নিয়মে শিখাতে হবে। সে অবস্থা ও সমস্যা থে তাদের সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। সারা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যা তার পরিপ্রেক্ষি কথা কইতে হবে। একটু আলোচনা, যুক্তি তর্কের অবতারনা বিরোধী ও এ পক্ষের কথা যেটা সারা দেশে, যে বেকারী এই অবস্থায়, সেখানে শিক্ষা দিচ্ছেন। শিক্ষিত হয়ে লো উঠতে পেরেছে। অবশ্য কালকেও গোলমাল হয়ে গেল। প্রত্যেকবার শিক্ষা খাতে বাড়ছে, বেকারের সংখ্যাও তত বাড়ছে। আর তাদের বর্ত্তমানে অন্য কোন রকম অর্থোপার্জ দিকে কোন ব্যবস্থা দিতে পারছি না। সেখানে এখন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পার ভাল হবে—তা নয়, শিক্ষা দ্বারা মানুষের সমাজের উন্নতি হয়, সেদিকে আমরা তাদের পার যেটুকু চেষ্টা করা হচ্ছে, অনেকে বলেছেন, অপূর্ব বাবু বলেছেন, বোম্বেতে আছে, ইউ পি-

আছে, বিহারেও আছে। দিল্লিতে আমি এক সমস্যার ভেতর পড়েছিলাম। আপনারা সকলে ঐ সমস্ত তপশীলীদের বিনা বেতনে শিক্ষা দিলেন—, তবুও তাদের ছাত্র সংখ্যা কেন কম হল? লোকসংখ্যা অনুপাতে দিলে বাংলার সর্বনাশ হবে। সেখানে এই সংখ্যা বেশী কেন? আমি অনেক জায়গায় শুনেছি, অথচ তা হিসেবের ভেতর পাই না, সেই অনুসারে ছাত্র সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়া উচিত ছিল। বিদ্যালয় তৈরী হয় নাই, ছাত্রও হয় নাই। ব্যয়ের দিকে দেখা হয় না।

আমাদের এখানে যে অবস্থার ভেতর দিয়ে দেশ চলছে, সেই সমস্যার ভেতর দিয়ে দেশকে দেখলে মনে হয়—ধীরে ধীরে যদি দেশ এই ভাবে এগিয়ে যায়, সেটাই হবে প্রকৃষ্ট পন্থা। আজকে সকল ছাত্র এক সঙ্গে স্কুলে পড়তে দেবার ব্যবস্থা করে দিলে যে ব্যয় হবে, সেই ব্যয় রাজ্য সরকারের বহন করবার ক্ষমতা নাই।

তারপর ব্যয়ের দিক দিয়ে একটা কথা উঠেছিল। আমরা যে টাকা পেয়েছি—, এতে আগামী সাল পর্য্যন্ত ধরে আমরা মনে করছি—, সেই অবস্থার পেছনে শতকরা যে টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া গেছে —তার ৯২ পার্সেন্ট আমরা খরচ করতে পেরেছি। এ পর্য্যন্ত তা ৯২% থেকে ৯৮% দাঁড়াবে। আর রাজ্য সরকারের কাছ থেকে যে টাকা পাওয়া গেছে ৮৭ পার্সেন্ট খরচের টাকা এ বছর পাওয়া গেছে, পুরা পাওয়া যায়নি, এই ডিপার্টমেন্টের ব্যয় করবার দিক দিয়ে সেটা ঠিক আছে। বিশ্বনাথ বাবু বলেছেন, স্পীকার মহাশয়, সোসিয়াল এডুকেশন এবং শ্রমিক আইন, এই দুইটির আমিও পূর্ণ সমর্থক। সোসিয়েল এডুকেশন এর দ্বারা একটা মানুষ, শুধু বই এর শিক্ষা না পেয়ে, অন্যান্য দিকেও শিক্ষা পেয়ে মানুষের মত মানুষ হয়ে বেরুতে পারে। আর শ্রম আইন সেটা আমাদের ডিপার্টমেন্টের নয় তবে নিশ্চয়ই একজন নাগরিক হিসাবে আপনাদের কাছে বলতে পারি এবং সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছি বলেও বলতে পারি, যে কথা সত্যেন বাবুও বলেছেন যে, আইনের মাধ্যমে ওয়েজ ঠিক হয়ে গেলে পর যারা চা বাগানের আদিবাসী ও তপশীল জাতি তাদের অর্থনৈতিক দিক থেকে উপকার হবে। কারণ তাদের জমি নেই, জমি করে পাবে তার স্থিরতা নেই কাজেই ওটা শ্রম মজুরী ঠিক করে করা যেতে পারে। সভাপাল মহাশয়, অপূর্ব্ব বাবু টেকনোলজি স্কুল এর কথা বলেছেন এই সব স্কুল এও সংরক্ষিত আসন আছে। মেডিকেল কলেজ এও একটা একটা সীট আছে। এবং ইউনিভারসিটিতে কিছু নম্বর কম পেলেও যাতে ভর্তি হতে পারে যে বিষয় আমরা ইউনিভারসিটি কর্ত্তৃপক্ষকে লিখেছিলাম এবং তাঁরা তা যে উত্তর দিয়েছে আমি তার সমর্থক। কারণ ভাল ছেলে যদি সেখানে আমরা না নিয়ে যাই তাহলে তারা ক্লাস ফলো করতে পারবে না। এবং শিক্ষার মানকে কোন মতেই নীচু করতে পারা যায় না কোন একটা বিশেষ শ্রেণীর জন্য। শিক্ষার মানকে ঠিকই রাখতে হবে। এবার থেকে আমরা আরম্ভ করছি অল্প ছেলেদের নিয়ে। তাদের মধ্যে যে সব মেরিটোরিয়াস ছেলে থাকবে, যারা ভর্ত্তি হবে, তাদের জন্য আমরা কোচিং ক্লাশ করছি। এবং এই সব মেরিটরিয়াস ছেলেদের কোচিং ক্লাশ এর পুরো খরচ আমরা দেবো। তাছাড়া কতকগুলি স্পেশ্যাল ইনষ্টিটিউশন, নামকরা ইনষ্টিটিউশন তাতেও আমরা কতকগুলি সিট রাখবো আদিবাসী ছেলেদের জন্য এবং তাদের আমরা সম্পূর্ণ খরচ বহন করবো। একজন শ্রদ্ধেয় সদস্য বলেছেন আগে পুরুলিয়ার ছেলেরা ৭ টাকা করে ষ্টাইপেণ্ড পেতো সেটা বন্ধ করে দেবার ফলে সব গোলমাল হয়ে গিয়েছে। আমি এ কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করি। পুরুলিয়া জেলায় ৭ টাকা করে ৫০০ ষ্টুডেণ্টকে দেওয়া হোত।

সেটা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি কারণ এই টাকা তাদের কিজন্য দেবো। সিনেমা দেখবার জন্য না সাইকেল পার্টস কিনবার জন্য? এই ৭ টাকা তাদের কি কাজে লাগবে? সেইজন্য সেখানে আমরা ৮৫০ জন ছেলেকে ফ্রি টিউশান দেবার ব্যবস্থা করেছি। যেখানে ২০ টাকা হোষ্টেল চার্জ দেওয়া হোত সেখানে ৬০ জন ছেলেকে আমরা সম্পূর্ণ খরচ দিচ্ছি। সেখানে তাদের কোন গ্রাণ্ট ছিল না আমরা তা দিয়েছি। পুরুলিয়ার শ্রদ্ধেয় সদস্য বলেছেন যে বিহার থেকে যে সব এরিয়া আমাদের সঙ্গে এ্যাডেড হয়েছে তাদের সেখানে ৭ টাকা ষ্টাইপেণ্ড ছিল তা বন্ধ করে দিয়েছেন কিন্তু সেখানে যে উপজাতির পর্ষদ আছে ও তপশীলদের যে পর্ষদ আছে তাদের আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন দিয়েই এটা করেছি। এতে ছাত্রদের উপকার হবে এবং সরকারও এদিক দিয়ে তাদের ব্যয় বৃদ্ধি করেছেন।

Shri Apurba Lal Majumdar :

কিন্তু পুরুলিয়া জেলায় যে সব ছেলে ষ্টাইপেণ্ড পাচ্ছিল তা বন্ধ করলেন কেন?

She Hon'ble Bhupati Majumdar :

ঐত বললাম, তাদের ষ্টাইপেণ্ড বন্ধ করে সেখানে আমরা ৮৫০ জন ছেলেকে ফ্রি টিউশান দিচ্ছি।

[6-25—6-35 p. m.]

সকলের চেয়ে বেশী খরচ হচ্ছে পুরুলিয়ার জন্য, সুতরাং পুরুলিয়ার দিক থেকে সরকারকে কিছু বলার নাই। এখানে শ্রীহেমন্ত কুমার ঘোষাল মহাশয় শস্য গোলা সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন করেছেন তিনি বলেছেন কেন স্পীড বোট নাই? গ্রেইন গোলা সম্পর্কিত বোট কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটির আছে বীজপুর ও অন্যান্য গোডাউন এ পৌছাবার জন্য, কিন্তু এটা গ্রেইন গোলার ব্যাপার নয়। তবে আমি তাকে একটু বলতে পারি যে, যদি কোন অব্যবস্থা থাকে তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শ্রীযুক্ত অপূর্ব লাল মজুমদার মহাশয় কতগুলি প্রশ্ন তুলেছেন স্যাণ্ডেল্লার হাউসিং নিয়ে—ব্যাপারটা হচ্ছে, এটা মিউনিসিপ্যাল এরিয়ার ব্যাপার, আমরা সেখানে কিছু করতে পারি না। তারপর এডভাইসারী বোর্ড-এ কিছু বাইরের লোক নেওয়া হয়েছে, কিছু সংখ্যক প্রফেসরদের নিয়ে করা হয়েছে, এ ব্যাপারে আমরা সকলের সহযোগিতা চাইব, এবং যাতে উপযুক্ত লোক আসতে পারেন তার ব্যবস্থা হচ্ছে, দরকার হলে পরিবর্দ্ধিত হারে আমরা দেব। ডিষ্ট্রিক্ট এর জন্য লিষ্ট করে আমাকে বল্লে আমি দিতে পারি। এরপর আমি শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের কাছে যে পূর্ণাঙ্গ তথ্য আছে তা আমি হাউসের সামনে রাখছি তাহচ্ছে এই—

No. of Students

	Primary	Secondary	Post Secondary
	(1955—56)		
General	21,80,750	6,94,397	87,374
Scheduled caste	394,717	57,344	3012
Scheduled tribe	68,706	7,669	249
	(1956—57)		
General	23,23,868	7,65,059	10,8949
Scheduled caste	4,11,672	´1,085	4103
Scheduled tribe	68,418	)1,22	280

	(1957—58,		
General	23,68,722	7,66,115	1,09,038
Scheduled caste	4,25,372	59,530	4,448
Scheduled tribe	72,338	10,831	296

[At this stage the Guillotine fell]

Shri Suhrid Mullick Chowdhury :

আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে একটা প্রশ্ন করতে চাই—

Mr. Speaker : Order, order. After guillotine no speech is allowed. Please sit down. I put all the cut motions to vote.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguly that the demand of Rs. 1,34 77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Kumar Pandey that the demand of Rs.1,34 ,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Mangru Bhagat that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Turku Hasda that the demand of Rs 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miseellaneous Department —Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Satyendra Narayan Mazumdar that the demand of Rs. 1.34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Pramatha Nath Dhibar that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Lal Chatterjee that the demand of Rs.1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Gobinda Charan Maji that the demand of Rs.1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Ramanuj Halder that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Dasarathi Tah that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Heads " 47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Gopal Basu that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sasabindu Bera that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bhakta Chandra Ray that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Golam Yazdani that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Dr. Radhanath Chattoraj that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Apurba Lal Majumdar that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Chaitan Majhi that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Bijoy Krishna Modak that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Rabindra Nath Ray that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Suhrid Mullick Chowdhury that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Jamadar Majhi that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sudhir Chandra Bhandari that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Rama Shanker Prasad that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments--Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be raduced by Rs. 100, was then put and lost,

The motion of Shri Deo Prakash Rai that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then the put and lost.

The motion of Shri Tarapada Dey that the demand of Rs. 1,34,77,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Bhupati Majumdar that a sum of Rs. 1,34,77,000 be granted for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other backward Classes," was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 48

Major Head : 85A—Capital Outlay on Schemes of Government Trading

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Re. 1 be granted for expenditure under Grant No. 48, Major Head "85A—Capital Outlay on Schemes of Government Trading".

The motion was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 25

Major Head : 41—Animal Husbandry

The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 1,47,38,000 be granted for expenditure under Grant No. 25, Major Head "41—Animal Husbandry".

The motion was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 3

Major Head : 8—State Excise Duties

The Hon'ble Syama Prasad Barman : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 44,89,000 be granted for expenditure under Grant No. 3, Major Head "8—State Excise duties".

The motion was then put and agreeed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 1

Major Head : 4—Taxes on Income other than Corporation Taxes and Estate duty.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 5,95,000 be granted for expenditure under Grant No. 1, Major Head "4—Taxes on Income other than Corporation Tax and Estate Duty".

The motion was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 4

Major Head : 9—Stamps

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 9,70,000 be granted for expenditure under Grant No 4, Major Head "9—Stamps".

The motion was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 6

Major Head : 11—Registration

The Hon'ble Iswar Das Jalan : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 24,23,000 be granted for expenditure under Grant No. 6, Major Head "11—Registration".

The motion was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 18

Major Head : 30—Ports and Pilotage

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 11,83,000 be granted for expenditure under Grant No. 18, Major Head "30—Ports and Pilotage".

The motion was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 19

Major Head : 36—Scientific Departments

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 75,000 be granted for expenditure under Grant No. 19, Major Head "36—Scientific Departments".

The motion was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 29

Major Head : 43—Industries—Cinchona

The Hon'ble Bhupati Majumdar : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 33,76,000 be granted for expenditure under Grant No. 29, Major Head "43—Industri s Cinchona".

The motion was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 36

Major Head : 54B—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 1,69,000 be granted for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54B—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers".

The motion was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 37

Major Heads : 55—Superannuation allowances and Pensions, etc.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 1,62,39,000 be granted for expenditure under Grant No. 37, Major Heads "55—Superannuation allowances and pensions and 83—Payments of commuted value of pensions".

The motion was then put aud agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 38

Major Head : 56—Stationary and Printing

The Hon'ble Dr. Bhupati Majumdar : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 79,50,000 be granted for expenditure under Grant No. 38, Major Head "56—Stationery and Printing".

The motion was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 44

Major Head : 64C—Pre-partition Payment

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 6,50,000 be granted for expenditure under Grant No. 44, Major Head "64C—Pre-partition Payments".

The motion was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 12

Major Head : 22—Interest on Debt and other obligations

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 1,000 be granted for expenditure under Grant No. 12, Major Head "22—Interest on Debt and other obligations".

The motion was then put and agreed to.

Mr. Speaker : Before I adjourn the House today, I would like to inform the honourable members that two Appropriation Bills are to be disposed of tomorrow. So the House should meet at 9 a.m. If the honourable members want to submit any amendments, they may do so by 8-30 a.m. The Bills are being circulated today.

The House stands adjourned till 9 a.m. tomorrow.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 6-40 p.m. till 9 a.m. on Saturday, the 26th March, 1960, at the Assembly House, Calcutta.